বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র—স্কন্ধ

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৬

বিশ্বকোষ

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিষয় জানা যায়, তাহাকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ত্রিপিটক (পালি তিপিটক) সর্ব্ব প্রাচীন ও সর্ব্ব প্রধান। বিনয়. সূত্র (=পালি সুত্ত) এবং অভি-ধর্ম্ম (=অভিধম্ম) এই তিনটীই পিটকত্রয়। [ত্রিপিটক দেখ।]

এই ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত। তিন প্রকার পিটকের মধ্যে বিনয়-পিটকই সর্ব্বপ্রাচীন। ভগবান্ বুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ বা ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিনয়পিটকে বর্ণিত এবং ধর্ম্মসাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত এই বিনয়পিটকে। প্রাতিমোক্ষের টীকা 'বিভঙ্গ' এই পিটকের অন্তর্গত। মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, সুত্তবিভঙ্গ, ও পরিবার, সাধারণতঃ বিনয়পিটক নামে পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮৩ অব্দের পূর্ব্বে বৈশালীর সঙ্গীতিতে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজগৃহের সঙ্গীতিতে বিনয়-পিটকের পরিশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হয়। মহাসাঙ্ঘিকাদি বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদে 'অভিধর্ম্ম' গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তৎপরে পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গীতিতে 'কথাবত্থু' (কথাবস্তু) রচিত হইল।

বিনয়-পিটক

বিনয় অপেক্ষা 'সুত্তপিটক' অনেক বড়, ইহাতে অল্পবিস্তর বহু অবান্তর কথাও স্থান পাইয়াছে। সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তাহা 'পঞ্চনিকায়' নামে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চ নিকায়ও অতি প্রাচীন, চুল্লবগ্‌গে ইহার উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ নিকায়ের নাম ১ দীঘনিকায়, ২ মজ্ঝিম-নিকায়, ৩ সংযুত্তনিকায়, ৪র্থ অঙ্গুত্তরনিকায় (এই চারিখানি 'আগম' নামে খ্যাত) এবং ৫ খুদ্দনিকায়। খুদ্দক পাঠ ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেত-বত্থু, থেরগাথা, থেরিগাথা, জাতক, নিদ্দেস বা মহানিদ্দেস, পটিসম্ভিদা-মগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, ও চরিয়া-পিটক এই সকল গ্রন্থ সূত্রপিটকের খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত। প্রথম ধর্ম্ম-সঙ্গীতিতে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এই পঞ্চনিকায় পাঠ করিয়া-ছিলেন। তবে খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত কোন কোন গ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কতকগুলি জাতক পরবর্ত্তী রচনা হইলেও কোন কোন জাতক অতি প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কোন কোন জাতক প্রচলিত ছিল। ভরহুত ও সাঞ্চিস্তূপ হইতে আমরা জানিতে পারি যে সম্রাট্ অশোকের সময়ে জাতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রথম চারি নিকায় বা আগম চতুষ্টয় এবং খুদ্দনিকায় যে সময়েই রচিত হউক, ঐ সকল পালি সূত্র গ্রন্থগুলি যে খৃষ্ট-জন্মের তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

সুত্তপিটক

চুল্লবগ্‌গে 'অভিধম্ম' পিটকের উল্লেখ না থাকায় উহা যে বৈশালীর ধর্ম্মসঙ্গীতির পরে রচিত হইয়াছে, ইহাই অনেকের ধারণা। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে অভিধর্ম্মের একটী পর্য্যায় 'মাতৃকা'। পাশ্চাত্য বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে বৈশালী ও পাটলিপুত্রের ধর্ম্মসঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তীকালে 'অভিধর্ম্ম'-সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল। স্থবিরবাদসম্ভূত মহীশাসক ও মহাসর্ব্বাস্তিবাদিগণের বিনয়গ্রন্থে মতভেদ বা সেরূপ পাঠান্তর লক্ষিত না হইলেও মহাসাঙ্ঘিকেরা বিনয় ও পঞ্চ নিকায়ের নাম ও পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। যথা—বিনয়পিটকের অন্তর্গত—বিনয়বস্তু, প্রাতিমোক্ষসূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়ক্ষুদ্রক

ও বিনয়োত্তর গ্রন্থ। উত্তরদেশীয় লোকোত্তরবাদিগণ মহাবস্তুকেও বিনয়পিটকের মূলগ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। চীনদেশীয় পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মহাবস্তু গ্রন্থেই ধর্ম্মগুপ্ত-সম্প্রদায়ের 'অভিনিক্রমণসূত্র' এবং সর্ব্বাস্তিবাদিগণের 'ললিত-বিস্তর' বিবৃত হইয়াছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, মহাসাঙ্ঘিকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম, সংযুক্ত ও ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক নামক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অবদান গুলিতে সূত্রপিটকের স্মৃতি বিরাজমান। চীনদেশে সূত্রপিটকের যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই আগম, দীর্ঘ, মধ্যম, একোত্তরিক ও সংযুক্তাগম নামে পরিচিত। তারনাথ-বর্ণিত ক্ষুদ্রাগম গ্রন্থখানি খুদ্দনিকায় গ্রন্থের অংশবিশেষ কি না তাহা স্থির বলা যায় না। উপরি কথিত চীন দেশীয় অনূদিত সূত্রনিচয়ে এবং তিব্বতদেশীয় সূত্রের অনুবাদসমূহে প্রাচীন মূল সূত্রগুলির পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় না। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন সূত্র "বৈপুল্যসূত্র" আকারে বৌদ্ধসমাজে বিদিত আছে এবং তাহাই বর্ত্তমানে মহাযান মতের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে।

শাক্যবুদ্ধের সুপরিচিত শিষ্য কাত্যায়ন (কাত্যায়নীপুত্র) কৃত জ্ঞান-প্রস্থান (পালি পট্ঠান), শারিপুত্র বিরচিত ধর্ম্মস্কন্ধ, পূর্ণ (বসুমিত্র) কৃত ধাতুকায়, মৌদ্গল্যায়ন কৃত প্রজ্ঞপ্তি-শাস্ত্র (মতান্তরে গোষ্ঠবিরচিত অমৃতশাস্ত্র), দেবক্ষেম (দেবশর্ম্মন্) কথিত বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্র (কৌষ্ঠিল) কৃত সঙ্গীতি-পর্য্যায় এমং বসুমিত্রকৃত প্রকরণপাদ নামক সাতখানি গ্রন্থ অভিধর্ম্মবিষয়ক। চীনদেশীয় অনুবাদে উহা রক্ষিত আছে। পালি ভাষায় লিখিত বিভঙ্গ, কথাবত্থু ও যমকগ্রন্থত্রয় শেষোক্ত তিনখানি অভিধর্ম্মের উপসংহার বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। বসুবন্ধুবিরচিত অভিধর্ম্মকোষ খানি ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক নহে।

বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক একখানি সুপরিচিত শাস্ত্র। মহাযান মতের বৈপুল্য-সূত্রেও উক্ত গ্রন্থবর্ণিত তত্ত্বনিচয়ের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভাষার বিন্যাস আলোচনা করিলে বৈপুল্য-সূত্রকে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাবসাদৃশ্য অনুসরণ করিলে উহাকে আদৌ পৃথক্ বলিয়া গণনা করা যায়না। ইহাতে সংস্কৃত গদ্য এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত গাথা প্রচলিত আছে। প্রাকৃত ভাষা অপ্রচলিত হইলে এবং সংস্কৃতভাষার প্রসর বৃদ্ধি ঘটিলে সম্ভবতঃ প্রাকৃত অংশগুলি সংস্কৃত অনূদিত হইয়া এইরূপে গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, মহারাজ কনিষ্ক কর্ত্তৃক মহাবোধিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বা পরেই উপরি-উক্ত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থেও ঐরূপ ভাষা এবং পালিভাষার লিখিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অবিকল বাক্যবিন্যাস দৃষ্ট হয়। চীনদেশীয় গ্রন্থকারদিগের মতে ললিতবিস্তর গ্রন্থ একখানি মহাযানসূত্র ও সর্ব্বাস্তিবাদী শাখাসম্মত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাযানীরা স্বসম্প্রদায়ের মতপোষক এরূপ অনেক হীনযান-সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১৪০-১৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহাযানসূত্র সুখাবতীব্যূহ বা অমিতায়ুঃ-সূত্র চীনভাষায় অনূদিত হয়। ঐ সময়ে অথবা কনিষ্কের রাজ্যকালে মহাযানমত-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুনের জন্ম যদি ঠিক হয়,তাহা হইলে এই গ্রন্থখানিকে মহাযান-মতের আদিগ্রন্থ বলিয়া গণনা করা যায়।

মহাসাঙ্ঘিকগণ ও মহাযানগণ ধারণীর অধিকারী ছিলেন। এই কারণে ঐ দুইটী সম্প্রদায়কে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চীনপরিব্রাজকগণ যখন ভারতে আইসেন, তখন ঐ দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

ধারণী শাস্ত্র হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তৃতি হয়, ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত প্রভাব অপনোদিত হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতেরই প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়েও উত্তর ও দক্ষিণভারতের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ত্রিপিটক ভিন্ন আরও কয়টী অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণভারতের পালি-শাস্ত্রানুসারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টী অঙ্গ দেখা যায়। যথা—১ সুত্ত, ২ গেয্য, ৩ বেয্যাকরণ, ৪ গাথা,৫ উদান, ৬ ইতিবুত্তক, ৭ জাতক, ৮ অব্ভুতধম্ম ও ৯ বেদল্ল। উত্তরভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঐ নয়টী ব্যতীত আরও ৩টী অধিক অঙ্গ লিখিত আছে। যথা—১ সূত্র, ২ গেয়, ৩ ব্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ নিদান, ৭ অবদান, ৮ ইত্যুক্ত (ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে ইতিবৃত্তক বলেন, বাস্তবিক ইহা ইতিবৃত্তক নহে, ইহা বুদ্ধপ্রোক্ত নীতিনিচয়), ৯ জাতক, ১০ বৈপুল্য, ১১ অদ্ভুত-ধর্ম্ম ও ১২ উপদেশ। এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় যুগের পর, অর্থাৎ উপরি-উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের পরিশিষ্টাকারে আরও কতকগুলি প্রবাদ-মূলক, ইতিহাসাখ্যায়িকামূলক ও অন্যান্য ধর্ম্মকথাপ্রতিপাদক কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র কাব্যাকারে রচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অত্থকথা, অনাগতবংশ, সদ্ধম্মসংগ্রহ, মহাবোধি-বংশ, রসবাহিনী, দাঠাবংশ, ছকেশধাতুবংশ, কম্মবংশ, দীপবংশ, মহাবংশ, সাসনবংশ, গন্ধবংশ, পজ্জমধু সদ্ধর্ম্মোপায়ন, কথাবত্থু, থেরীগাথা, দিব্যাবদান, ভদ্রকল্পাবদান, অবদানশতক, অবদান-

কল্পলতা, জাতকমালা, বোধিচর্য্যাবতার, শিষ্যলেথ ও অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌষট্ (অব্য) উহ্যতেঽনেন হবিরিতি বহ বাহুলকাৎ ডৌষট্। দেবতাদিগকে হবিঃ অর্থাৎ যজ্ঞীয় ঘৃতাদি দানের মন্ত্র, এইমন্ত্রে দেবতাদিগের উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি দিতে হয়। পর্য্যায়—স্বাহা, শ্রৌষট্, বষট্, স্বধা। (অমর) এই পাঁচটী শব্দ দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে অগ্নিমুখে আহুতি দিতে হয়।

ব্যংশ (পুং) সিংহিকাগর্ভজাত বিপ্রচিত্তির পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

ব্যংশক (পুং) বিগতোঽংশো বিভাগো যস্য, ছেদাদিনা প্রায়ো বিভাগানর্হত্বাদস্য তথাত্বং। পর্ব্বত। (ত্রিকা°)

ব্যংস (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (ত্রি) ২ স্কন্ধহীন, ছিন্নবাহু।

'ব্যংসং বিগতাংসং ছিন্নবাহুর্যথা ভবতি তথাহন্ হতবান্ অংসচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ।' (ঋক্ ১।৩২।৫ সায়ণ)

ব্যংসক (পুং) বি-অংস-ণ্বুল। ধূর্ত্ত। (হেম)

ব্যংসন (স্ত্রী) প্রবঞ্চনা, ঠকান।

ব্যংসনীয় (ত্রি) প্রতারণার যোগ্য।

ব্যংসয়িতব্য (ত্রি) প্রবঞ্চনার যোগ্য। যাহাকে ঠকান যায়।

ব্যংসিত (ত্রি) বি-অংস-ক্ত। প্রতারিত। প্রবঞ্চিত।

ব্যক্ত (ত্রি) অঞ্জু ব্যাপ্তৌ বি-অঞ্জু-ক্ত। ১ প্রাজ্ঞ। (অমর) ২ স্ফুট, স্পষ্ট। (মেদিনী)

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩।১)

৩ প্রকট। ৪ স্থূল। ৫ কৃত্য। ৬ দৃষ্ট। ৭ অনুমিত। ৮ প্রকাশিত। ৯ ব্যক্তিবিশেষ। ১০ মনুষ্য।

(পুং) ১১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সাংখ্যমতে—প্রধানাদি, "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" (সাংখ্যকা°)

সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্থূল পরিমাণের নাম ব্যক্ত। প্রধান, অহঙ্কার, একাদশইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত কহে। অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ব্যক্ত পুরুষ।

ব্যক্তগণিত (স্ত্রী) অঙ্কবিদ্যা।

ব্যক্তগন্ধা (স্ত্রী) ১ নীলাপরাজিতা। ২ স্বর্ণযূথিকা। (রাজনি°) ৩ পিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যক্ততা (স্ত্রী) ব্যক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যক্ততারক (ত্রি) পূর্ণপ্রকাশমান তারকাবিশিষ্ট।

ব্যক্তদৃষ্টার্থ (পুং) ব্যক্তং স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা দৃষ্টোঽর্থো যেন। সাক্ষী। পর্য্যায়—প্রত্যক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বচক্ষে দর্শনকারী।

ব্যক্তভুজ (ত্রি) কাল, সময়।

ব্যক্তময় (ত্রি) বচনশীল। বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যক্তরসতা (স্ত্রী) স্বাদগ্রহণের তীক্ষ্ণতা। পরিষ্কার ভাবে রসানুভবের শক্তি।

ব্যক্তরাশি (স্ত্রী) অঙ্কবিদ্যার কথিত রাশি।

ব্যক্তরূপ (পুং) ব্যক্তং রূপং যস্য। ১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ২ স্পষ্টরূপযুক্ত।

ব্যক্তরূপিন্ (ত্রি) চিনিতে পারা যায় এরূপ আকৃতিবিশিষ্ট।

ব্যক্তলক্ষণ (ত্রি) পরিষ্কার চিহ্নযুক্ত। যে চিহ্নে সহজেই মূল বিষয় অবগত হওয়া যায়।

ব্যক্তবিক্রম (ত্রি) যে বীরত্ব দেখায়।

ব্যক্তি (স্ত্রী) ব্যজ্যতেঽনয়েতি বি-অঞ্জ-ক্তিন্। ১ পৃথগাত্মিকা। (অমর) ২ স্পষ্টতা।

"তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥"(রঘু ১।১০)

৩ ভূতমাত্র।

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" (গীতা ৮।১৮)
'ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি' (স্বামী)

৪ ন্যায়শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বদ্‌পদার্থ। ৫ লোক, জন। ৬ জীব। ৭ শরীরী। ৮ দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ। ৯ প্রকাশ।

ব্যক্তিগ্রাহিতা (স্ত্রী) যে বৃত্তিদ্বারা একএকটী বস্তুর সত্তা উপলব্ধি হয়।

ব্যক্তীকৃত (ত্রি) ১ প্রকাশিত, প্রকটিত। ২ উদ্ঘাটিত, স্পষ্টীকৃত।

ব্যক্তীভাব (পুং) প্রকাশীভাব, যাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত ছিল না, পরে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তীভাব কহে।

ব্যক্তীভূত (ত্রি) প্রকাশিত, প্রদর্শিত। যাহা সাধারণতঃ পরিচ্ছন্নভাবে দৃষ্ট হইবার যোগ্য।

ব্যক্তোদিত (ত্রি) পরিষ্কার ভাবে কথিত।

ব্যক্ষ (ত্রি) অক্ষরেখা বর্জ্জিত।

ব্যগ্র (ত্রি) বিরুদ্ধং অগতীতি অগ ঋজ্রেন্দ্রেতি সাধুঃ। ১ ব্যাসক্ত, ব্যাকুল। ২ ব্যস্ত। ৩ ত্বরিত। ৪ ত্রস্ত, চকিত, ভীত। ৫ উৎসাহী, উদ্যমশীল। ৬ আগ্রহী। ৭ আসক্ত। ৮ সসম্ভ্রম। (ভাগবত ৩।১৯।৫ স্বামী)

(পুং) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ব্যগ্রতা (স্ত্রী) ব্যগ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যগ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাকুলতা, ব্যগ্রত্ব।

ব্যগ্রমনস্ (ত্রি) চিন্তাবিহ্বল মানস।

ব্যঙ্কুশ (ত্রি) বিগতঃ অঙ্কুশো যস্মাৎ। নিরঙ্কুশ।
(ভাগবত ৩।২১।৫৫ স্বামী)

ব্যঙ্গ (পুং) বিকৃতানি অঙ্গানি যস্য। ১ ভেক। (মেদিনী) বিকৃতানি অঙ্গানি যস্মাৎ। ২ মুখরোগবিশেষ, মুখের কালদাগ। ইহার লক্ষণ—

"ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং প্রসৃজত্যতঃ।
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখব্যঙ্গতমাদিশেৎ॥"

(ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বারা বায়ুকুপিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করিয়া বেদনাবিহীন অথচ শ্যাববর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপাদন করিলে তাহাকে ব্যঙ্গরোগ কহে।

চিকিৎসা—শিরাবেধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গদ্বারা ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়। বটের কুড়ি ও মসূর একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উহা প্রশমিত হয়। মধুর সহিত মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া প্রলেপ বা শশকের রক্ত লেপন, ও বরুণ-বৃক্ষের ছাল ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। জাতীফল পেষণ করিয়া, আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দ্দন করিয়া এবং দুগ্ধদ্বারা পিষ্ট মসূর ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ৭ দিনের মধ্যে ইহা আরোগ্য হইয়া পদ্মের ন্যায় মুখের কান্তি হয়। বটের কচি পাতা, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়াকড়া ও লোধ এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা ভিন্ন কুঙ্কুমাদ্যতৈলও এই রোগে বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

৩ বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন। ৪ উপহাস, বিদ্রূপ। যে বাক্য দ্বারা বিদ্রূপাত্মক নিগূঢ়ভাব প্রকাশ করে।

ব্যঙ্গক (পুং) পর্ব্বত।

ব্যঙ্গত্ব (ক্লী) খঞ্জতা, অঙ্গহীনতা।

ব্যঙ্গার্থ (পুং) শব্দের বিদ্রূপাত্মক তাৎপর্য্যার্থ। [ব্যঙ্গ্য দেখ।]

ব্যঙ্গার (ত্রি) অঙ্গার বা অগ্নিবর্জ্জিত। ভারত ভীষ্মপর্ব্বে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪১।৬ শ্লোকে 'ব্যঙ্গারে' শব্দ "অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যঙ্গিত (ত্রি) বিকলীকৃত।

ব্যঙ্গিন্ (ত্রি) ১ ব্যঙ্গরোগবিশিষ্ট।

ব্যঙ্গীকৃত (ত্রি) ছিন্নকৃত, কর্ত্তিত। "ব্যঙ্গীকৃতা রথদ্বিপাঃ। ভারত

ব্যঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলের বিস্তৃতির পরিমাণের ষষ্টিতম অংশ-বিশেষ। যেমন পঞ্চাঙ্গুল-দশব্যঙ্গুল-পরিমিত-ছায়া বলিলে দশ-ব্যঙ্গুলাধিক পঞ্চাঙ্গুল ছায়া বুঝায়। (ত্রি) ২ বিকৃতাঙ্গুল, যাহার অঙ্গুলি বিকৃত হইয়াছে।

ব্যঙ্গুলি (ত্রি) বিকৃতাঙ্গুলি।

ব্যঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) ১ বিকৃতাঙ্গুষ্ঠ। ২ গুল্মভেদ। (হেম)

ব্যঙ্গ্য (ত্রি) বি-অন্‌জ-ণ্যৎ। ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ, তাৎপর্য্যার্থ, নিগূঢ়ভাব। শব্দের শক্তি তিনপ্রকার—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য; ইহার মধ্যে ব্যঞ্জনা-বৃত্তিদ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ্য বলে।

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"

(সা° দ° ২ পরি° ১১)

ব্যঙ্গতা (স্ত্রী) ব্যঙ্গস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্যঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যচ, ১ ব্যাজ, প্রতারণা। ২ সম্বন্ধ। তুদাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বিচতি। লিট্ বিব্যাচ। বিবিচতুঃ। লুট্ ব্যচিতা। লৃট্ ব্যচিষ্যতি। লুঙ্ অব্যচীৎ, অব্যাচীৎ। সন্ বিব্যচিষতি। যঙ্ বেবিচ্যতে। যঙ্ লুক্ ব্যাব্যচীতি, ব্যাব্যক্তি। ণিচ্ ব্যাচয়তি, লুঙ্ অবিব্যাচৎ।

ব্যচস্ (ক্লী) ব্যাপ্তি। "সমুদ্রো ন ব্যচদধে" (ঋক্ ১।৩০।৩) 'ব্যচো ব্যাপ্তিঃ' (সায়ণ) ২ আদিত্য। "বচশ্ছন্দঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৪) 'ব্যচঃ ব্যচতি ব্যাপ্তিকর্ম্মা বিচতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগ-দিতি ব্যচঃ আদিত্যঃ' (মহীধর)

ব্যচস্বৎ (ত্রি) ব্যচস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্যাপ্তিযুক্ত। "ব্যচস্বতী-র্বি প্রথন্তামজুর্য্যা" (ঋক্ ২।৩৫) 'ব্যচস্বতীঃ ব্যাপ্তিমত্যঃ' (সায়ণ)

ব্যচিষ্ঠ (ত্রি) ব্যাপ্ত। "বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠং" (ঋক্ ২।১০।৪) 'ব্যচিষ্ঠং ব্যাপ্তং' (সায়ণ)

ব্যচ্ছ (ত্রি) গমনশীল। "গোব্যচ্ছমস্তকায়" (শুক্লযজু° ৩০।১৮) 'গোব্যচ্ছং গাঃ প্রতি গমনশীলং' (মহীধর) গোরুর প্রতি গমনশীল।

ব্যজ (পুং) ব্যজত্যনেনেতি বি-অজ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি ঘঞ্। নিপাতনাদজে র্ব্যসঞপোরিতি বীভাবো ন ভবতি। ব্যজন।

ব্যজন (ক্লী) ব্যজত্যনেনেতি বি-অজ-ল্যুট্। (বো বৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি পক্ষে বী ভাবো ন ভবতি। তালবৃন্তক, চলিত পাখা। ইহার সামান্য গুণ—মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম ও শ্রমনাশক। তালব্যজনগুণ—ত্রিদোষনাশক, ও লঘু। বংশব্যজনগুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, বায়ুপিত্তকারক। বেত্র,বস্ত্র, ও ময়ূরপুচ্ছব্যজনগুণ—ত্রিদোষ-নাশক। চামরব্যজনগুণ তেজস্কর ও মক্ষিকাদি নিবারক (রাজব°)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার সাধারণ গুণ দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রান্তিনাশক। তালবৃন্তব্যজন ত্রিদোষনাশক। বংশব্যজন—উষ্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক। চামর, বস্ত্র, ময়ূরপাখা এবং বেত্রজব্যজন ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। ব্যজনের মধ্যে এই ব্যজনই প্রশস্ত। (ভাবপ্র°)

ব্যজনক (ক্লী) ব্যজন-স্বার্থে কন্। ব্যজনশব্দার্থ।

ব্যজ্য (ত্রি) ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা বোধ্য।

ব্যঞ্জক (পুং) ব্যনক্তীতি বি-অঞ্জ ণ্বুল্। হৃদ্গতভাবাদিপ্রকাশক অভিনয়। ইহা আঙ্গিক, সাত্ত্বিক, বাচিক ও আহার্য্যভেদে চারিপ্রকার। "ব্যনক্তীতি ব্যঞ্জকং, আঙ্গিক-সাত্ত্বিক-বাচিকা-হার্য্যভেদাৎ ব্যঞ্জকশ্চতুর্বিধঃ' (ভরত)

২ ব্যঞ্জনাপ্রতিপাদক, যেস্থলে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করা হয়, তাহাকে ব্যঞ্জক কহে।

"অভিধাদিত্রয়োপাধি বৈশিষ্ট্যাত্রিবিধো মতঃ।
শব্দোঽপি বাচকস্তদ্বল্লক্ষকো ব্যঞ্জকস্তথা ॥" (সাহিত্যদ°২।৩১)

(ত্রি) ৩ প্রকাশক।

"উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্ম্মযোগং নিবোধত।" (মনু ২।৬৮)

ব্যঞ্জকত্ব (ক্লী) ব্যঞ্জকস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যঞ্জকের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যঞ্জন (ক্লী) ব্যজ্যতে ম্রক্ষ্যতে অন্নাদি সংযোজ্যতেঽনেনেতি বি-অঞ্জ-ল্যুট্। ১ অন্নোপকরণ, সূপশাকাদি, যাহাদ্বারা অন্ন মাখিয়া ভক্ষণ করা হয়। চলিত তরকারী। পর্য্যায়—তেমন, নিষ্ঠান, তেম। (শব্দরত্না°)

"আনো ভর ব্যঞ্জনং গামশ্বমভ্যঞ্জনম্" (ঋক্ ৮।৬৭।২)

ইহার গুণ—হৃদ্য, বৃষ্য ও পুষ্টিপ্রদ। মৎস্য ও মাংসাদির ব্যঞ্জন যে যে দ্রব্যের সহিত ভোজন করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের দোষ ও গুণানুসারে দোষ ও গুণ স্থির করিতে হয়।

"ব্যঞ্জনং শাকমৎস্যাখ্যং হৃদ্যং বৃষ্যঞ্চ পুষ্টিদম্।
দ্রব্যেণ যেন যেনেহ ব্যঞ্জনং মৎস্যমাংসয়োঃ।
তস্য তস্য তয়োশ্চৈতদ্ গুণদোষৈ র্বিভাবয়েৎ ॥" (রাজবল্লভ)

২ চিহ্ন। ৩ ব্যঞ্জনাশক্তি। (সাহিত্যদ° ৩।৫৯) ৪ শ্মশ্রু।

"কুন্তএব পরিত্যক্তং সুতং শক্ষ্যাম্যহং স্বয়ম্।
বালমপ্রাপ্তবয়সমজাতব্যঞ্জনাকৃতিম্ ॥" (ভারত ১।১৫৮।৩৪)

৫ অবয়ব। ৬ দিন। (মেদিনী) ৭ স্ত্রীপুরুষের অশুদ্ধ দেশ, উপস্থ। ৮ অর্দ্ধমাত্রোচ্চার্য্য হল্‌বর্ণ।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥" (ব্যাকরণ)

ককার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। এই সকল বর্ণ অর্দ্ধমাত্র।

ব্যঞ্জনসন্ধি (পুং) ব্যাকরণোক্ত সন্ধিপ্রকরণ বিশেষ।

ব্যঞ্জনসন্নিপাত (পুং) ব্যঞ্জনসঙ্গম, কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের একত্র সমাবেশ।

ব্যঞ্জনহারিকা (স্ত্রী) অমঙ্গলকর কুশক্তিবিশেষ। ইহারা বিবাহিতা কন্যার ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। (মার্ক°পু°৫১।১০২-১০৩)।

ব্যঞ্জনা (স্ত্রী) বি-অঞ্জ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দের বৃত্তিবিশেষ। শব্দের তিনটী বৃত্তি—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। কার্য্যের ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শক্তি। যে শক্তিদ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। ইহার লক্ষণ—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।
সা বৃত্তি র্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ ॥"

'শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাব ইতি নয়েনাভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্য্যাখ্যাসু তিসৃষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বা উপক্ষীণাসু যয়ান্যোঽর্থো বোধ্যতে সা শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদেশ্চ বৃত্তি-র্ব্যঞ্জনধ্বননগমনপ্রত্যায়নাদিব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নাম।'

(সাহিত্যদ° ২ পাঠ)

ব্যড় (পুং) ঋষিভেদ। [ব্যাড়ি দেখ।]

ব্যড়ম্বক (পুং) এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর)

ব্যড্ডু (পুং) কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১৮৪)

ব্যড্ডুমঙ্গল (পুং) কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৭।১৪৮০)

ব্যতি (পুং) অশ্ব। (ঋক্ ৭।৩২।১৭)

ব্যতিকর (পুং) বি-অতি-কৃ-অপ্। ১ ব্যসন। ২ ব্যতিষঙ্গ। (মেদিনী) ৩ বিনাশ।

"প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তম্।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনো দ্বয়ম্ ॥" (ভাগবত ১।৭।৩২)

৪ মিশ্রণ।

"অন্যোন্যব্যতিকরচারুভির্বিচিত্রৈঃ" (মাঘ ৪।৫৩)

৫ ব্যাপ্তি। ৬ সম্পর্ক, সম্বন্ধ। ৭ পরস্পর কর্ম্মকরণ। ৮ সমূহ। ৯ সম্পর্কযুক্ত।

ব্যতিক্রম (পুং) বি-অতি-ক্রম-ঘঞ্। ক্রমবিপর্য্যয়, যে ক্রমে হইতেছিল, তাহার ভিন্নতা, বৈপরীত্য।

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্মুখঃ।
এষ এব বিধির্দানে বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

উল্লঙ্ঘন, উল্টান, বিপরীতকরণ।

ব্যতিক্রমণ (ক্লী) বি-অতি-ক্রম-ল্যুট্। ব্যতিক্রম, ক্রম-বিপর্য্যয়করণ।

ব্যতিক্রান্ত (ত্রি) বি-অতি-ক্রম-ক্ত। বিপর্য্যয়প্রাপ্ত।

ব্যতিক্রান্তি (স্ত্রী) বি-অতি-ক্রম-ক্তিন্। ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

ব্যতিগত (ত্রি) প্রস্থিত। যাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ব্যতিচার (পুং) ১ দোষ। ২ পাপাচরণ।

ব্যতিচুম্বিত (ত্রি) অতি সন্নিকটে স্পর্শন।

ব্যতিপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। ১ মহোৎপাত। ২ অপযান। ৩ যোগভেদ। [ব্যতীপাত শব্দ দেখ।]

ব্যতিভেদ (পুং) বি-অতি ভিদ-ঘঞ্। অতিক্রম করিয়া ভেদ, এক একটী করিয়া ভেদ।

"উৎপলপত্রশতব্যতিভেদবল্লাঘবায় সংলক্ষ্যতে"

(সাহিত্যদ° ৪।২৫৫ কা°)

ব্যতিমর্শ (পুং) বিহারবিশেষ। বৈদিক যজ্ঞাদিতে বালখিল্য স্তোত্রের ১ম বা দ্বিতীয় মন্ত্রের কতকগুলি পাদ বা মন্ত্রাঙ্গ একটীর পর একটী পরস্পরে একযোগে উচ্চারণরূপ প্রয়োগ।

ব্যতিমর্শম্ (অব্য) ত্যক্ত, অতিক্রান্ত।

ব্যতিমিশ্র (ত্রি) আরও অনেক মিশ্র চিহ্নযুক্ত। (বৃহৎস° ৬৭।৩)

ব্যতিমূঢ় (ত্রি) অত্যন্ত বিরক্ত বা চিন্তাবিজড়িত।

ব্যতিমোহ (পুং) অতিশয় মুগ্ধ।

ব্যতিয়াত (ত্রি) অতিক্রম করিয়া গত।

ব্যতিরিক্ত (ত্রি) বি-অতি-রিচ্-ক্ত। ১ ব্যতিরকবিশিষ্ট, বিভিন্ন। ২ অতিরিক্ত। ৩ বর্দ্ধিত। ৪ পৃথক্কৃত।

ব্যতিরিক্ততা (স্ত্রী) ব্যতিরিক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যতিরিক্তের ভাব বা ধর্ম্ম, বিভিন্নতা।

ব্যতিরেক (পুং) বি-অতি রিচ্-ঘঞ্। ১ বিনা। ২ অভাব।

"ন পতিব্যতিরেকেণ সুস্ত্রীণামপরা গতিঃ।"

(কথাসরিৎসা° ৩৯।১৬৬)

৩ প্রভেদ, বিভিন্নতা। ৪ বৃদ্ধি। ৫ অতিক্রম। ৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"আধিক্যমুপমেয়স্তোপমানান্যূনতাঽথবা।
ব্যতিরেক এক উক্তে হেতৌ নোক্তে স চ ত্রিধা॥
চতুর্বিধোঽপি সামান্য বোধনাচ্ছব্দতোঽর্থতঃ।
আক্ষেপাচ্চ দ্বাদশধা শ্লেষেঽপীতি ত্রিরষ্টধা।
প্রত্যেকং ত্বাম্মিলিত্বাষ্টচত্বারিংশদ্বিধঃ পুনঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭০০)

যেস্থলে উপমান হইতে উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা বর্ণনা করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের ৪৮ প্রকার ভেদ আছে। উদাহরণ—

"অকলঙ্কমুখং তস্যা ন কলঙ্কী বিধুর্যথা।" (সাহিত্যদ°)

তাহার মুখ অকলঙ্ক, কলঙ্কী বিধুর সদৃশ নহে। তাহার মুখে কোন কলঙ্ক নাই, কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, কলঙ্কী চন্দ্র অপেক্ষা তাহার মুখসৌন্দর্য্যের আধিক্য বর্ণন হওয়ায়, এই স্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল। এইরূপে উপমেয়ের ন্যূনতা হইলেও এই অলঙ্কার হইবে।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি (স্ত্রী) যে গুণ নাই সেই গুণ স্থাপনার্থ যুক্তি প্রদর্শন।

"কে বলে শরৎশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।" (বিদ্যাসু°)

এইস্থলেও ঐ অলঙ্কার হইয়াছে।

ব্যতিরেকিন্ (ত্রি) ১ অতিক্রান্ত গমনকারী। ২ বিভিন্নতাকারী।

ব্যতিরেকিলিঙ্গ (ক্লী) অতিরিক্ত চিহ্ন, যাহা অন্যে দুর্ল্লভ।

ব্যতিরেচন (ক্লী) বিভিন্নতাপ্রদর্শন। (সাহিত্যদ° ১০৬।১৪)

ব্যতিলঙ্ঘিন্ (ত্রি) স্বস্থানভ্রষ্ট। স্খলিত। (রঘু ৬।১৯)

ব্যতিষক্ত (ত্রি) বি-অতি-ষঞ্জ-ক্ত। ১ আসক্ত। ২ পরস্পর মিলিত। ৩ গ্রথিত।

ব্যতিষঙ্গ (পুং) বি-অতি-ষঞ্জ-ঘঞ্। ১ পরস্পর মেলন।

"সেনয়োর্ব্যতিষঙ্গেণ জয়ঃ সাধারণো ভবেৎ" (ভারত ১২।১০৩।৫)

২ বিনিময়।

"অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-বৈরানুবন্ধো বিহরন্নমিথশ্চ।"

(ভাগবত ৫।১৩।১৩)

ব্যতিহার (পুং) বি-অতি-হৃ-ঘঞ্। বিনিময়।

'পরিদানং বিনিময়ো নৈমেয়ঃ পরিবর্ত্তনম্।
ব্যতিহারঃ পরাবর্ত্তো বৈমেয়ো বিময়োঽপি চ॥' (হেম)

২ পরস্পর একরূপ ক্রিয়াকরণ। ৩ পর্য্যায়করণ। ৪ গালাগালি। ৫ মারামারি।

ব্যতীকার (পুং) বি-অতি-কৃ-ঘঞ্, ঘঞি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ব্যতিকর, ব্যসন। ২ ব্যতিষঙ্গ। ৩ বিনাশ। ৪ মিশ্রণ।

ব্যতীত (ত্রি) বি-অতি-ই-ক্ত। অতীত, গত। অতিক্রান্ত। বিগত।

"অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু সংক্রান্তির্যদহর্ভবেৎ।
পূর্ব্বে ব্রতাদিকং কুর্য্যাঃ পরেদ্যুঃ স্নানদানয়োঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্যতীপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। (উপসর্গস্য ঘঞীতি। পা ৬।৩।১২২) ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ মহোৎপাত, অমঙ্গলজনক উৎপাত, ধূমকেতু, ভূকম্প ইত্যাদি। ২ অপমান। (মেদিনী) ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত সপ্তদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এইযোগে শুভকর্ম্ম মাত্রই নিষিদ্ধ। এইযোগে কোন শুভকর্ম্ম বা যাত্রাদি করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

"নিরংশং দিবসং বিষ্টিং ব্যতীপাতঞ্চ বৈধৃতিম্।
কেন্দ্রং বাপি শুভৈ হীনং পাপাঢ্যমপি বর্জ্জয়েৎ॥
পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।
ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্তশূলে চ নাড়িকা।
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নবহর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সংক্রান্তি, বিষ্টি, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, এবং কেন্দ্রস্থান শুভগ্রহহীন হইলেও পাপদিন বর্জ্জন করিয়া শুভকার্য্য করিবে। ব্যতীপাত সমস্ত শুভকার্য্যে নিষিদ্ধ হইলেও ইহার প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র তারা যদি শুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ব্যতীপাত দুষ্ট নহে। এবং যাত্রাকালে অমৃতযোগ

হইলে ব্যতীপাতদোষ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐরূপ স্থলে যাত্রা করা যাইতে পারে।

"ন বিষ্কম্ভো ন বা গণ্ডো ন ব্যতীপাতবৈধৃতী।
চন্দ্রতারাবলে প্রাপ্তে দোষা গচ্ছন্ত্যসংমুখাঃ॥
নবম্যঙ্গারকো বিষ্টিঃ শনৈশ্চরদিনস্তথা।
ব্যতীপাতো ন দুষ্যেচ্চ যস্যার্কো দক্ষিণে স্থিতঃ॥
যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনং বাপ্যশুভং ভবেৎ।
হন্যন্তেঽমৃতযোগেন ভাস্করেণ তমো যথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই যোগে যদি কোন বালক জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ বালক রূঢ়বাক্যযুক্ত, খলস্বভাব, সদা পীড়িত, মাতার হিতকারী ও পরের কার্য্যে পক্ষপাতী হইয়া থাকে।

"কঠোরবাক্যঃ পিশুনস্বভাবো সদাতুরো মাতৃহিতো মনুষ্যঃ।
পরস্য কার্য্যে কৃতপক্ষপাতো যস্য প্রসূতৌ ব্যতীপাতযোগঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ পারিভাষিক যোগবিশেষ, যেরূপ অর্দ্ধোদয়যোগ, ব্যতীপাত যোগ। এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে কোটি কুল উদ্ধার হয়। এই যোগ যথা—অমাবস্যার দিন রবিবার, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র হইলে এই যোগ হয়।

"শ্রবণাশ্বিধনিষ্ঠার্দ্রানাগদৈবতমস্তকে।
যদ্যমা রবিবারেণ ব্যতীপাতঃ স উচ্যতে॥
নাগদৈবতমশ্লেষা মস্তকং মৃগশিরসঃ।
সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুষ্যে স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ।"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে গঙ্গায় বাক্য করিয়া স্নান করিতে হয়। সঙ্কল্প বাক্য করিয়া স্নান না করিলে ফলের ন্যূনতা হয়।

চতুর্দ্দশীর দিন যদি ব্যতীপাত এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে এই দিনও অতি পুণ্যতম কাল, ইহা দেবতাদিগেরও দুর্লভ। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয়।

"চতুর্দ্দশ্যাং যদা যোগো ব্যতীপাতেন চার্দ্রয়া।
তদা পুণ্যতমঃ কালো দেবানামপি দুর্লভঃ।
তদা যঃ স্নাতি গঙ্গায়াং ভক্ত্যা তৎফলমাপ্নুয়াৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৫ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ক্রান্তিসাম্যাত্মক যোগবিয়োগরূপ বহ্নিভেদ।

"ব্যতীপাতত্রয়ং ঘোরঃ গণ্ডান্তত্রিতয়ং তথা।
এতদ্ভসন্ধিত্রিতয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু বর্জ্জয়েৎ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

'ব্যতীপাতানাং ত্রয়ং যোগবিয়োগাত্মকো ক্রান্তিসাম্যরূপৌ দ্বৌ ব্যতীপাতৌ বিষুবৎসন্নিধৌ ক্রান্তিসাম্যান্তরেণ ব্যতীপাতৃতয়োরেব ভেদঃ ন পৃথক্।' (রঙ্গনাথ)

ব্যতীহার (পুং) বি-অতি-হৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল। (জটাধর) ২ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ। যথা—কেশাকেশি, দণ্ডাদণ্ডি, ইত্যাদি।

ব্যত্যয় (পুং) ব্যত্যয়নমিতি বি-অতি-ই। (এরচ্। পা ৩৷৩৷৫৬) ইতি অচ্। ব্যতিক্রম, পর্য্যায়—বিপর্য্যাস, ব্যত্যাস, বিপর্য্যয়।

"পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো ভবেৎ।"
(ভাগবত ৭৷১০৷৪৪)

ব্যত্যয়গ (ত্রি) ব্যত্যয়-গম-ড। বিপর্য্যয়ভাবে গমনকারী, বিপরীতভাবে গত।

"ক্ষেমকৃদেব ন সাধয়তেঽর্থান্ ব্যত্যয়গো বধবন্ধনভয়ায়।"
(বৃহৎসংহিতা ৮৮৷২৯)

ব্যত্যস্ত (ত্রি) বি-অতি-অস-ক্ত। বিপরীতভাবে অবস্থিত, বিপর্য্যায়প্রাপ্ত, উল্টাপাল্টা।

ব্যত্যাস (পুং) ব্যত্যসনমিতি বি-অতি-অস্-ঘঞ্। বিপর্য্যায়, ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

"মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা।
ভবিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাতিদারুণঃ॥" (হরিবংশ ২৭৷২৯)

ব্যথ, ১ ভয়। ২ চলন। ৩ ব্যথা। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ব্যথতে। লিট্ বিব্যথে। লুট্ ব্যথিতা। লৃট্ ব্যথিষ্যতে। লুঙ্ অব্যথিষ্ট, অব্যথিষাতাং, অব্যথিষত। সন্ বিব্যথিষতে। যঙ্ বাব্যথ্যতে। যঙ্ লুক্ বাব্যত্তি। ণিচ্ ব্যথয়তি। লুঙ্- অবিব্যথৎ।

ব্যথক (ত্রি) ব্যথয়তি পীড়য়তি ব্যথ-ণিচ্-ণ্বুল্। ব্যথাকারী।

'অব্যথানং ব্যথকস্ত স্যান্মর্ম্মস্পৃগরুন্তুদঃ।' (হেম)

ব্যথন (ক্লী) ব্যথ-ভাবে ল্যুট্। ব্যথা, পীড়া, দুঃখ। (ত্রি) ব্যথয়তীতি ব্যথ-ল্যু। ২ ব্যথক, ব্যথাকারী।

ব্যথয়িতৃ (ত্রি) ব্যথ ণিচ্-তৃচ্। ব্যথাকারক।

ব্যথা (স্ত্রী) ব্যথ-অঙ্ টাপ্। ১ দুঃখ, পীড়া, ক্লেশ, বেদনা, শোক। ২ ভয়।

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥" (উত্তরচ° ১অ°)

ব্যথিত (ত্রি) ব্যথ-ক্ত। ১ পীড়িত। ২ দুঃখিত। ৩ ভীত। ৪ শোকপ্রাপ্ত।

ব্যথিস্ (ত্রি) ১ ব্যথিতা। ২ বাধক। (ঋক্ ৪৷৪৷৩)

ব্যথ্য (ত্রি) ব্যথ-যৎ। ১ ব্যথার যোগ, দুঃখার্হ। ২ ভয়ার্হ।

ব্যদ্বর (ত্রি) ব্যদ্বর। দংশক।

ব্যধ্, তাড়ন, পীড়ন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্- বিধ্যতি। লিট্ বিব্যাধ, বিবিধতুঃ, বিব্যথ, বিব্যধিথ। লুট্ ব্যদ্ধা। লৃট্ ব্যৎস্যতি। আশীর্লিঙ্ বিধ্যাৎ। লুঙ্ অব্যাৎসীৎ,

অব্যাদ্ধাং, অব্যাংস্নুঃ। কর্ম্মবাচ্যে লট্ বিধ্যতে। সন্ বিব্যৎসতি। যঙ্ বেবিধ্যতে। যঙ্লুক্ বাব্যদ্ধি। ণিচ্ ব্যাধয়তি। লুঙ্ অবিব্যধৎ। কাহার কাহারও মতে লৃট্-ভ্যৎস্যৎ, লুঙ্ অভাৎসীৎ। সন্ বিভাৎসতি। এই মতে 'ব' স্থানে 'ভ' হইয়া ঐরূপ পদ হয়। অনু+ব্যধ=সম্পর্ক। ব্যাপন। গ্রন্থন। অপ+ব্যধ=প্রত্যাখ্যান, নিরাস। ত্যাগ। প্রেষণ। আ+ব্যধ=নিক্ষেপ। পরিধান।

ব্যধ (পুং) ব্যধনমিতি ব্যধ-তাড়ে (ব্যধজপোরনুপসর্গে। পা ৩।৩।৬১) ইত্যপ্। ১ বেধ, বিদ্ধকরণ, চলিত বেঁধা। ২ ব্যথা। ৩ ভেদন। ৪ প্রহার।

ব্যধন (ক্লী) ব্যধ-লুট্। বেধন, বিদ্ধকরণ।

ব্যধিকরণ (ক্লী) অধিকরণাভাব।

ব্যধিক্ষেপ (পুং) নিন্দা।

ব্যধ্য (পুং) বধায় হিতঃ ব্যধ-যৎ। ১ ধনুর্গুণ। ধনুকের ছিলা।

'ব্যধ্যস্তু প্রতিকায়ঃ স্যাজ্জীবাজ্যা ভারবং গুণঃ।' (ত্রিকা°)

২ বেধনার্হ, বিঁধিবার যোগ্য।

ব্যধ্ব (পুং) বিরুদ্ধো অধ্বা, প্রাদি সমাসঃ, 'উপসর্গা দধ্বনঃ' ইত্যচ্। কুৎসিত পথ, পর্য্যায় দুরধ্ব, বিপথ, কদধ্বা, কাপথ, কুপথ, অসৎপথ, কুৎসিতবর্ত্ম।

"তূর্ণং প্রত্যানয় স্বৈতান্ কামং ব্যধ্বগতানপি।"(ভারত ২।৭০।২৩)

ব্যধ্বন্ (ত্রি) কুৎসিত পথযুক্ত।

ব্যধ্বর (ত্রি) সংক্রামক।

ব্যন্ত (ত্রি) দূরবর্ত্তী।

ব্যন্তর (ত্রি) ১ ব্যবহিত। ২ সর্ব্বধর্ম্মসাম্য। (নীলকণ্ঠ ভারতটীকা) (পুং) ৩ জৈনদেবভেদ, পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতি।

ব্যপ, ক্ষয়, ব্যয়। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্-ব্যপয়তি। লোট্ ব্যপয়তু। লিট্ ব্যপয়াঞ্চকার। লুঙ্-অবি ব্যপৎ।

ব্যপগম (পুং) বি-অপ-গম-অপ্। ব্যতীত।

"ত্রিরাত্রব্যপগমে চতুর্থেঽহনি কৃতস্নানেনৈব শুদ্ধা ভবতি" (কুল্লুক ৫।৬৮)

ব্যপত্রপা (স্ত্রী) লজ্জা।

ব্যপদেশ (পুং) বি-অপ-দিশ-ঘঞ্। ১ কপট, ছল, ব্যাজ।

"কাপি কুন্তলসংব্যান সংযমব্যপদেশতঃ।
বাহুমূলং স্তনৌ নাভিপঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটম্॥ (সাহিত্যদ° ৩।১৫৫)

২ নাম। ৩ কুল, বংশ। ৪ বাক্য বিশেষ।

"ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তি র্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে।"
(উজ্জ্বল নীলমণি) ৫ নামোল্লেখকথন। ৬ মুখ্য ব্যবহার।

ব্যপদেশক (ত্রি) ১ নামক। ২ প্রকাশক।

ব্যপদেশিন্ (ত্রি) নিমিত্তসদ্ভাবাদ্ বিশিষ্টোঽপদেশো মুখ্যো ব্যবহারোঽস্যাস্তি ইনি। মুখ্যব্যবহারবিশিষ্ট, মুখ্যব্যবহার বিষয় পদার্থ।

ব্যপদেষ্টৃ (ত্রি) বি-অপ-দিশ-তৃচ্। ১ কপটী, ছলকারক। ২ নামোল্লেখকারী।

ব্যপদেশ্য (ত্রি) বি-অপ-দিশ-যৎ। ১ ব্যপদেশার্হ, ব্যপদেশের যোগ্য। ২ উল্লেখযোগ্য।

"হীনজাতি মাতৃজাতিব্যপদেশ্যানাচক্ষতে" (কুল্লুক ১০।১৪ মনু)

মাতার দোষ হেতু মাতৃজাতির নামে উল্লিখিত হইবে।

"ইয়ন্তু ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী॥" (রামায়ণ ৩।১৯।৮)

ব্যপনয় (পুং) বি-অপ-নী-অপ্। বিনাশ, প্রত্যাখ্যানত্যাগ।

ব্যপনয়ন (ক্লী) বি-অপ-নী-ল্যুট্। প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ।

ব্যপনীত (ত্রি) বি-অপ-নীক্ত। অপসারিত, দূরীকৃত। তাড়িত। স্থানান্তরীকৃত।

ব্যপনুত্তি (স্ত্রী) অপসারিত।

ব্যপনেয় (ত্রি) বি-অপ-নী যৎ। ব্যপনয়নযোগ্য, ব্যপনয়নার্হ বিনাশার্হ।

ব্যপমূর্দ্ধন্ (ত্রি) মস্তক হীন।

ব্যপয়ন (ক্লী) নিঃশেষ।

ব্যপযান (ক্লী) ১ প্রয়াণ। ২ পলায়ন।

ব্যপরোপণ (ক্লী) বি-অপ-রুহ-ণিচ্ ল্যুট্ 'রুহেঃ পোবা, ইতি হস্য পঃ। ১ অবতারণ, নামান। ২ ছেদন। ৩ মূলোচ্ছেদন। ৪ দূরীকরণ। ৫ অপসারণ।

ব্যপরোপিত (ত্রি) বি-অপ-রুহ-নিচ্-ক্ত, হাস্ত পঃ। ১ ছিন্ন। ২ উৎপাটিত। ৩ অবতারিত। ৪ ছেদিত। ৫ মূলোৎপাটিত। ৬ দূরীকৃত।

ব্যপবর্গ (পুং) ১ বিচ্ছেদ। ২ ত্যাগ।

ব্যপবর্জ্জন (ক্লী) বি-অপ-বৃজ ল্যুট্। ১ ত্যাগ। ২ দান। ৩ নিবারণ।

ব্যপবর্জ্জিত (ত্রি) বি-অপ-বৃজ-ক্ত। ১ পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত। ২ দত্ত। ৩ নিরাকৃত, নিষিদ্ধ।

ব্যপবর্ত্তিত (ত্রি) বি-অপ-বৃত-ণিচ্-ক্ত। প্রত্যাবর্ত্তিত।

ব্যপসারণ (ক্লী) ১ বিনাশ করণ। ২ দূরীকরণ।

ব্যপাকৃত (ত্রি) বি-অপ-আ-কৃ ক্ত। ১ অপনীত। ২ অস্বীকৃত। ৩ নিরস্ত। ৪ নিহ্নুত। ৫ দূরীকৃত।

ব্যপাকৃতি (স্ত্রী) বি-অপ-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ অপহ্নব। ২ অস্বীকার। ৩ নিবারণ। ৪ নিরাকরণ। ৫ নিহ্নব।

ব্যপায় (পুং) বি-অপ-ই-ঘঞ্। ১ অপনয়ন, বিনাশ, ব্যপগম।

ব্যপাশ্রয় (পুং) বি-অপ-আ-শ্রি-অপ্। আশ্রয়, অবলম্বন।

ব্যপেক্ষক (ত্রি) বি-অপ-ঈক্ষ-ণ্বুল্। ব্যপেক্ষাকারী।

ব্যপেক্ষা (স্ত্রী) বি-অপ-ঈক্ষ-অঙ্-টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা। ২ বিশেষ অনুরোধ। ৩ অপেক্ষা।

ব্যপেত (ত্রি) বি-অপ-ই-ক্ত। ১ অপগত। ২ দূরীকৃত। ২ প্রতিকূল, ৩ বিরুদ্ধ।

ব্যপোঢ় (ত্রি) বি-অপ-বহ-ক্ত। ১ বিপরীত। ২ ঘূর্ণিত। ৩ তাড়িত।

ব্যপোহ (পুং) বি-অপ-উহ-ঘঞ্। ১ বিনাশ। "সুখদুঃখ-ব্যপোহকৃৎ" (সুশ্রুত)

ব্যপোহ্য (ত্রি) বিনাশযোগ্য।

ব্যভিচরিত (ত্রি) বি-অভি চর-ক্ত। কৃতব্যভিচার।

ব্যভিচার (পুং) বি-অভি-চর-ঘঞ্। ১ কদাচার, কুক্রিয়া। ২ ভ্রষ্টাচার। ৩ স্ত্রীর পরপুরুষসংসর্গ এবং পুরুষের পরস্ত্রী-সংসর্গ। শাস্ত্রানুসারে ব্যভিচার বিশেষ পাপজনক।

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥"
(মনু ৫।১৬৩)

পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে।

ব্যভিচার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান পাপজনক। ৪ ন্যায়াদি প্রসিদ্ধ হেতুদোষভেদ। ইহার লক্ষণ "সাধ্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববদ্‌বৃত্তিত্বং হি ব্যভিচারঃ" ইহা পাঁচ প্রকার, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকাল বা কালাতীত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈ-কান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান, তাহাকে সব্যভিচার কহে। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ একস্থানে বিশেষরূপ অবস্থিতি না থাকাই ব্যভিচার। বি-বিশেষরূপে, অভি—সর্ব্বতোভাবে, চার-গতি।

সাধ্যের অধিকরণ মাত্রে হেতুর অবস্থান নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ ঐরূপ হইলেই তদ্দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। যে হেতুর গতি বা সম্বন্ধ অর্থাৎ অবস্থিতি উক্ত-রূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সর্ব্বতোমুখী, অর্থাৎ যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণেও তুল্যরূপে থাকে, সেই হেতু বলে সাধ্যের অনুমিত হইতে পারে না। তাদৃশ দুষ্টহেতুকে সব্যভিচার বলা যায়।

ব্যভিচারবৎ (ত্রি) ব্যভিচার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ব্যভি-চার বিশিষ্ট, ব্যভিচারযুক্ত।

ব্যভিচারিতা (স্ত্রী) ব্যভিচারিণো ভাবঃ, ব্যভিচারিন্-তল্ টাপ্। ব্যভিচারিত্ব, ব্যভিচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যভিচারীর কার্য্য, ব্যভিচার।

ব্যভিচারিন্ (পুং) ব্যভিচরতীতি বি-অভি-চর-ণিনি। চতুস্ত্রিংশৎ-প্রকার শৃঙ্গার ভাববিশেষ। এই সকল ভাব যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ভ, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিরোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মাত, উপলম্ভ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক। (হেম)

"বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্ম্মগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ ॥
নির্ব্বেদাবেগদৈন্যশ্রমমদজড়তা ঔগ্র্যমোহৌ বিবোধঃ
স্বপ্নাপস্মারগর্ব্বামরণমলসতামর্ষনিদ্রাবহিত্থাঃ।
ঔৎসুক্যোন্মাদশঙ্কাঃ স্মৃতি মতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা
হর্ষাসূয়াবিষাদাঃ সধৃতিচপলতাগ্লানিচিন্তাবিতর্কাঃ ॥"
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

সাহিত্যদর্পণ মতে এই ব্যভিচারিভাব ৩৩ প্রকার, যথা নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থ, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।

সাহিত্যদর্পণে ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। [তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ ব্যভিচারবিশিষ্ট, যাহারা ব্যভিচার করে। ৩ স্বমার্গচ্যুত, যাহারা স্বীয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগকে ব্যভিচারী কহে। ৩ আগমাচারী।

"নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতে হসৌ
নক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।" (ভাগবত ১১।৩।৩৮)

ব্যভিচারিণী (স্ত্রী) ব্যভিচরতি যা বি-অভি-চর-ণিনি, ঙীপ্। পরপুরুষগামিনী স্ত্রী, ভ্রষ্টাচারিণী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে ব্যভিচারিণী কহে। এই ভ্রষ্টা চারিণীকে ভৃত্যাভরণাদি অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্র জীবন থাকে, এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার করিবে এবং ভূতলে শয়ন করাইবে, এই রূপে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে।

স্ত্রীদিগকে চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব মধুর-ভাষিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্তু অপেক্ষা পবিত্র

করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীগণ অতি পবিত্র। এই স্ত্রীদিগের মানস ব্যভিচার হইলে রজোদর্শন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়। আর যদি হীন বর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, বা শিষ্ট সংসর্গাদি করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

"হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্॥
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরং।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ॥
ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১।৭০—৭২)

শূদ্র যদি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহার সংসর্গে যদি পুত্র সন্তান না জন্মে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অপরের শুদ্ধি হয় না।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাং শূদ্রেণ সঙ্গতাঃ।
অপ্রজাস্তা বিশুদ্ধ্যন্তি প্রায়শ্চিত্তেন নেতরাঃ॥
এতদ্ বলাৎকারবিষয়ম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ব্যভিচারিণী স্ত্রী দান, উপবাস ও ব্রতাদি যে কোন পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহা সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ধনাধিকারিণী হয় না।

"তস্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণি নিষ্ফলানি ধনানধিকারিত্বঞ্চ।
দানোপবাসপুণ্যানি সুকৃতান্যপ্যরুন্ধতি॥
নিষ্ফলান্যসতীনাংহি পুণ্যকানি তথা শুভে॥" (দায়তত্ত্ব)

ব্যভিহাস (পুং) বিদ্রূপ। ঠাট্টা। উপহাস।

ব্যাভীচার (পুং) বি-অভি-চর-ঘঞ্, উপসর্গস্থ দীর্ঘঃ। ব্যভিচার।

ব্যভ্র (ত্রি) মেঘশূন্য।

ব্যয়, ১ গতি। ভ্বাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি-তে। লিট্ বব্যায়, বব্যয়ে। লুট্ ব্যয়িতা। লুঙ্ অব্যয়ীৎ, অব্যয়িষ্ট। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি। লুঙ্ অবিব্যয়ৎ। ৩ গতি। ৪ ত্যাগ। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যয়য়তি। লুঙ্ অবব্যয়ৎ।

ব্যয় (পুং) বি-ই-অচ্। ১ অর্থাপগম, বিত্তসমুৎসর্গ, চলিত খরচ।

"অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।" (মনু ১।১৯)

২ নাশ। ৩ পরিত্যাগ। ৪ দান।

"আত্মানং মুমুচে তস্মাৎ একনেত্রব্যয়েন সঃ।" (রঘু ১২।২৩)

৫ বৃহস্পতিচারগত বর্ষ বিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৬)
৬ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৬)

(ত্রি) ব্যয়তি গচ্ছতীতি ব্যয়-গতৌ-অচ্। ৭ নশ্বর।

"সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সংভবত্যব্যয়াদ্‌ব্যয়ম্।" (মনু ১।১৯)

(ক্লী) ব্যয় গতৌ অচ্। ৮ লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থান, ব্যয়স্থান।

"লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশির নাম ব্যয় স্থান। লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ স্থান, লগ্ন হইতে এই সকল স্থান নির্ণয় করিতে হয়। যাহার যে রাশি লগ্ন সেই রাশি হইতে দ্বাদশ রাশিই ব্যয়স্থান নামে অভিহিত।

এই ব্যয়স্থানে কোন্ কোন্ বিষয় চিন্তা করিতে হয়, কোন কোন গ্রহ থাকিলে কোন গ্রহের দৃষ্টি সম্বন্ধ হইলে শুভাশুভ হইয়া থাকে, জ্যোতিষে তাহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ত্যাগভোগবিবাদেষু দানেষু কৃষিকর্ম্মসু।
ব্যয়স্থানেষু সর্ব্বেষু বিদ্যাৎ বিদ্যাব্যয়ং ব্যয়াৎ॥"(দৈবজ্ঞবল্লভা)

এই ব্যয়স্থানে ত্যাগ, ভোগ, বিবাদ, দান, কৃষিকর্ম্ম, সকল প্রকার ব্যয় এবং বিদ্যাহীনতা এই সকল বিষয় চিন্তা করিবে। এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ উক্ত স্থান হইতে দেখিতে হয়। দীপিকা মতে ব্যয়স্থানে মন্ত্রী এবং সকল প্রকার ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিবে।

"প্রাপ্ত্যায়াবথচিন্তয়েন্তবগৃহে রিপ্ফেতু মন্ত্রিব্যয়ৌ।" (দীপিকা)

ব্যয়স্থানে যদি শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

"অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ্রয়োঃ।
ব্যয়স্থ দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনম্॥" (দীপিকা)

ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ দুঃস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ষষ্ঠস্থানে শত্রু ও ব্রণ, অষ্টম স্থানে মৃত্যু, অপবাদ বা পাপ, দ্বাদশ স্থানে ব্যয়, ইহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন গ্রহ ষষ্ঠস্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ব্রণ এবং শত্রুবৃদ্ধি না হইয়া তাহার হানি হইবে। আর ঐ স্থানে থাকিয়া যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার বৃদ্ধিই স্থির করিতে হইবে। অষ্টম ও ব্যয় স্থানে ঐরূপ শুভগ্রহ এবং তাহার অধিপতি গ্রহ দৃষ্ট হইলে ফলের আধিক্য জানিতে হইবে। কেবল ব্যয়স্থানে একমাত্র ব্যয়ের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত ফল হইবে, মন্ত্রীর বিপরীত ফল হইবে না।

ত্যাগ, আদিভাগ, অস্ত, বিবাহ, দান, কৃষ্যাদি কার্য্য, ব্যয়, পিতৃভ্রাতা, মাতৃভগিনী, মাতুলানী, যুদ্ধে বিনাশ ও যুদ্ধে পরাজয় এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ ব্যয়স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

"ত্যাগাদিভাগে স্তবিবাহদানকৃষ্যাদিকর্ম্মব্যয়সঙ্কতিশ্চ।
পিতৃব্যমাতৃস্বসৃমাতুলানী যুদ্ধে ক্ষয়ো যুদ্ধপরাজয়োঽন্ত্যে॥"

(হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা)

যষ্ঠীদাসের মতেও ত্যাগ, ভোগ, বিবাদ, দান, কৃষিকর্ম্ম ও সকল ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধি এই সকলের শুভাশুভ ব্যয়স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

"ত্যাগভোগবিবাদেষু দানেষু কৃষিকর্ম্মসু।
ব্যয়স্থানেষু সর্ব্বেষু বুদ্ধিং বিন্দ্যাৎ ব্যয়ান্ততঃ॥" (যষ্ঠীদাস)

এই শুভাশুভ রবি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি দ্বারা জানা যায়। সূর্য্য পাপগ্রহযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া ব্যয়স্থানে থাকিলে উত্তম সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়। আরও লিখিত আছে যে, সূর্য্য ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক জড়-বুদ্ধি, কামুক, ক্রুর চেষ্টাযুক্ত, কুৎসিত শরীর, অল্পধনসম্পন্ন, জঙ্ঘারোগবিশিষ্ট ও পঙ্গু হয়।

চন্দ্র ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য পদে পদে অবিশ্বাসী ও কৃপণ হয়। বিশেষ ঐ চন্দ্র যদি কৃষ্ণপক্ষের হয়, তাহা হইলে জাতক অতি কৃপণ হইয়া থাকে। কোন মতে চন্দ্র ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব কৃশ শরীরবিশিষ্ট, নিয়ত রোগী, ক্রোধযুক্ত ও নিধন হয়, ঐ চন্দ্র যদি নিজ ভবনে বা পুত্রের ভবনে কিংবা বৃহস্পতির ভবনে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য দাম্ভিক, ত্যাগশীল, কৃশ-শরীর, ধনবান্ ও সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে আসক্ত হয়।

ঐ চন্দ্র যদি ব্যয় স্থান স্থিত হইয়া তুঙ্গগত হন, তাহা হইলে মানব ধনাঢ্য, বহুযুবতীর বল্লভ ও পুত্রভৃত্যাদি সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুগৃহগামী ও পাপগৃহগামী হয়, তাহা হইলে মনুষ্য বহুরোগযুক্ত ও অশেষ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত এবং তাহার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হয়। মতান্তরে মঙ্গল ব্যয় স্থানে থাকিলে মানব পরধনহরণকারী, সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত, প্রচণ্ড স্বভাব ও পরদাররত হয়। ঐ মানব কদাপি সুখী হয় না।

বুধ ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য বিকলাঙ্গ, সলজ্জ স্বভাব, পরস্ত্রীর দ্বারা ধনবান্, ব্যসনাসক্ত, পাপনিরত ও কুহকী হয়।

বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল, শুচি, দুষ্টজনপরিত্যাগী, অপ্রমাদী ও সাধু স্বভাব হইয়া থাকে। মতান্তরে বৃহস্পতি ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বাল্যাবস্থায় সৌভাগ্যশালী, গুহ্যদেশে রোগবিশিষ্ট, উচিত বস্তু দানে পরাঙ্মুখ, অল্পধনে ধনবান্, কামাতুর ও দাম্ভিক হইয়া থাকে।

শুক্র ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য প্রথম অবস্থায় রোগযুক্ত, পরে কৃশশরীর, মলিন, কৃষিকর্ম্মকারী ও অতিশয় দাম্ভিক হয়।

শনি ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য চঞ্চল ভার্য্যাযুক্ত, রোগ-বিশিষ্ট, অল্পধনবান্, অত্যন্ত দুঃখী, জঙ্ঘাদেশে ব্রণবিশিষ্ট, ক্রূর-মতি, কৃশাঙ্গ এবং নিয়ত পক্ষিবধে নিরত হইয়া থাকে।

রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব ধর্ম্মহীন, অর্থহীন, বহু দুঃখে সন্তপ্ত, পত্নীসুখরহিত, বিদেশবাসী, দন্তযুক্ত ও পিঙ্গলনয়ন হইয়া থাকে। (জ্যোতিঃকল্পলতা)

জাতকাভরণে লিখিত আছে যে, হানি, জ্ঞান, ব্যয়, দণ্ড ও বন্ধন এই সকল ব্যয় স্থানে ক্ষীণ চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র বা পৃথক্ অবস্থিতি করেন, তাহার সম্পত্তি রাজা হরণ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে মঙ্গলের অবস্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। ব্যয়স্থানে পূর্ণচন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র মানবের ধন সঞ্চয় করাইয়া থাকেন। আর শনি যদি ঐ স্থান স্থিত হইয়া মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হন, তাহা হইলে বিত্তনাশ হয়।

(জাতকাভরণ)

ব্যয়স্থানের অধিপতি গ্রহ দ্বারাও ফল নিরূপণ করিতে হয়। ইহার ফল এইরূপ লিখিত আছে—ব্যয়পতি লগ্নে থাকিলে মানব অপব্যয়ী, সতত বিপদাপন্ন ও অল্পায়ু হয়। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে বিবিধ প্রকারে ধননাশ, তৃতীয় স্থানে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ এবং যাত্রাদিতে অশুভ, চতুর্থ স্থানে থাকিলে পিতার অশুভ, এবং মানব পিতৃসম্পত্তি-বিনাশকারী, পরগৃহবাসী, ও নানা কষ্টযুক্ত; পঞ্চম স্থানে থাকিলে অপত্যের নিমিত্ত শোক, ও দুর্ভাবনা, দুর্বুদ্ধি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ এবং বিলাস হেতু অর্থ ক্ষতি হয়। ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে জাতক রোগার্ত্ত, ও শত্রু দ্বারা পীড়িত, সপ্তম স্থানে থাকিলে ভার্য্যানাশ বা রুগ্নস্ত্রী, পরিজনের মধ্যে কলহ এবং ব্যবসায় বা মোকদ্দমায় অনিষ্ট; অষ্টম স্থানে থাকিলে জাতক ক্ষীণ দেহবিশিষ্ট, প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয়; নবম স্থানে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও বাণিজ্যে বা নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট এবং মনুষ্য ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন, সাধু ব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন; দশম স্থানে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ, একাদশ স্থানে থাকিলে অর্থশালী, বন্ধুনাশ, অথবা প্রতারক বন্ধু কর্ত্তৃক অনিষ্ট হয়। ব্যয়পতি ব্যয়স্থানে অর্থাৎ দ্বাদশস্থানে থাকিলে মানব শত্রুগ্রস্ত, শোকসন্তপ্ত, ঋণগ্রস্ত, কারারুদ্ধ, বধ-বন্ধনরত অথবা নির্ব্বাসিত হয়। ব্যয় স্থানে রবি থাকিলে জাতকের চক্ষুহীন, বা চক্ষুর পীড়া, ঋণ, সম্মান হানি, ভ্রমণ, ও গুপ্তশত্রু এবং তাহার পিতৃরিষ্ট বা পিতার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

ব্যয়স্থানে ক্ষীণচন্দ্র বা নীচস্থ চন্দ্র থাকিলে মানব কৃপণ, অবিশ্বাসী, দুঃশীল, বহুশত্রুযুক্ত, সন্তপ্ত হৃদয়, ঋণী, রোগার্ত্ত বা অল্পায়ুঃ হয়। কিন্তু ঐ চন্দ্র যদি তুঙ্গী বা শুভক্ষেত্রগত হন, তাহা হইলে মানব দাম্ভিক, রাগী, নানা গুণসম্পন্ন, সুবিখ্যাত ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি সর্ব্বদা রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয় স্থানে মঙ্গল থাকিলে প্রায় স্ত্রী বিনাশ এবং মনুষ্য বিদেশবাসী হয়। ঐ মঙ্গল পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে নির্ব্বাসন, বন্ধন, অথবা অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ব্যয়স্থ মঙ্গল রবি, বুধ ও শুক্রের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক রাজসম্মানিত, লোকপূজ্য ও ধার্ম্মিক হয়।

ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে জাতক স্বার্থপর, ধূর্ত্ত, দুর্ম্মতিবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত ও স্বজনপরিত্যক্ত হয়। ব্যয়স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক স্বেচ্ছাচারী, উচিত দানে পরাঙ্মুখ, অল্পধনী, ও সাধুগণের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং তাহার পুত্রহানি হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয়স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য ললনাযুক্ত, প্রমোদী ও বিলাসী হয়। শনি থাকিলে ঋণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী বা শোকান্বিত হয়। রাহু ও কেতু থাকিলে জাতক দাম্পত্যসুখহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও নিন্দিত হয়।

অধিপতি ও দ্বাদশস্থ গ্রহের ফল উক্তরূপ হইতে দেখা যায়। জাতকের ব্যয়রাশি হইলে এই সকল ফল উক্তরূপ স্থির করিতে হয়।

ব্যয়ক (ত্রি) ব্যয়কারক।

ব্যয়কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, ব্যয়স্য করঃ। ব্যয়কারক, স্ত্রিয়াং ঙীব্।

"চন্দ্রোধনব্যয়করীং কুলটাঞ্চ রাহুঃ" (বৃহৎসংহিতা ১০৩।১২)

ব্যয়কর্ম্মন্ (ক্লী) ব্যয় এব কর্ম্ম। ব্যয় রূপ কার্য্য, ব্যয়।

"প্রকুর্য্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মসু চোদ্যতান্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩২২)

ব্যয়গত (ত্রি) ব্যয়ং গতঃ। ব্যয়প্রাপ্ত, ব্যয়িত, যাহা ব্যয় হইয়াছে। ২ জ্যোতিষোক্ত ব্যয়স্থানগত, যে গ্রহ ব্যয় স্থানে থাকেন, তাহাকে ব্যয়গত কহে।

ব্যয়ন (ক্লী) বি-অয়-ল্যুট্। বিবিধ প্রকারে গমন।

"য উদানড্ ব্যয়নং" (ঋক্ ১০।১৯।৫)

'ব্যয়নং নষ্টানাং গবাং অন্বেষণার্থং বিবিধং গমনং' (সায়ণ)

ব্যয়বৎ (ত্রি) ব্যয়োঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য-ব। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, ব্যয়শীল, যিনি ব্যয় করেন।

"নিরায়াব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭১)

ব্যয়শীল (ত্রি) ব্যয় এব শীলং যস্য। ব্যয়ী, যাহার স্বভাব ব্যয় করা। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮১।১৪)

ব্যয়সহ (ত্রি) ব্যয়কারী।

ব্যয়সহিষ্ণু (ত্রি) ব্যয়সহনশীল, যিনি ব্যয় সহ করিতে পারেন।

ব্যয়িত (ত্রি) ব্যয়-ক্ত। কৃতব্যয়, যাহা ব্যয় করা হইয়াছে।

ব্যয়িন্ (ত্রি) ব্যয়ো ঽস্যাস্তীতি ব্যয়-ইনি। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, যিনি ব্যয় করেন।

"দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িকব্যয়িনং জনমাকুলী কুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ ॥" (উদ্ভট)

ব্যর্ক (ত্রি) সূর্য্যবিরহিত।

ব্যর্ণ (ত্রি) বি-অর্দ্দ-ক্ত। পীড়িত, বিশেষ রূপে পীড়িত।

ব্যর্থ (ত্রি) বিগতো ঽর্থো যস্মাৎ। ১ নিরর্থক, পর্য্যায় মোঘ, বিফল। (জটাধর) বৃথা। ২ নিষ্প্রয়োজন। ৩ অর্থশূন্য। ৪ লাভশূন্য।

ব্যর্থক (ত্রি) ব্যর্থ স্বার্থে কন্। ব্যর্থ, নিষ্ফল।

ব্যর্থতা (স্ত্রী) ব্যর্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যর্থত্ব, ব্যর্থের ভাব বা ধর্ম্ম, নিষ্ফলতা, বিফলতা।

ব্যলীক (ক্লী) বিশেষেণ অলতীতি বি-অল (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) ইতি কীকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ পীড়ার্থ। (অমর) ২ গতিবিপর্য্যায়। ৩ কামজ অপরাধ। (ভরত)

"কৃত্যং নৈব বিজানাতি পরেণাপকৃতং কচিৎ।
কৃত্যঞ্চ সংস্মরেদেতদসত্যঞ্চ ন জল্পতি ॥
ব্যলীকেষু নিবৃত্তো যঃ পর্য্যেতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
নিত্যঞ্চ ধৃতিমান্ কিঞ্চিৎ পরোক্ষে ঽপি ন চ ক্ষিপেৎ ॥"
(বরাহপু° যোনিগর্ভমোক্ষণনামোধ্যায়ঃ)

৪ অপ্রিয়। ৫ অকার্য্য। ৬ বৈলক্ষণ্য। ৭ অপরাধ। ৮ প্রতারণা। ৯ দুঃখ। (বৈজয়ন্তী) ১০ কষ্টদায়ক। ১১ অপরিচিত। ১২ আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। (ত্রি) ১৩ তদ্বিশিষ্ট, ব্যলীকযুক্ত। (পুং) ১৪ নাগর বিশেষ। পর্য্যায় বিড়্গ, ষট্প্রজ্ঞ, কামকেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ, ভঙ্গিল, ছিদ্বর, বিট। (ত্রিকা°)

ব্যল্কশা (স্ত্রী) বিবিধ শাখাযুক্ত। "রোহতু পাকদূর্ব্বা ব্যল্কশা" (ঋক্ ১০।১৬।১৩) "ব্যল্কশা বিবিধশাখা" (সায়ণ)

ব্যবকলন (ক্লী) বি-অব-কল-ল্যুট্। বিয়োগ, হীন, অঙ্কের অন্তরকরণ, চলিত বাকিকাটা। একটী অঙ্ক হইতে আর একটী অঙ্ককে অন্তর করাকে ব্যবকলন কহে। জমা খরচ।

"অয়ে বালে লীলাবতী মতিমতি ব্রূহি সহিতান্।
দ্বিপঞ্চদ্বাত্রিংশত্রিনবতিশতাষ্টৌ দশ দশ।
শতোপেতানেতানযুতবিযুতাংশ্চাপি বদ মে
যদি ব্যক্তে যুক্তি ব্যবকলনমার্গেঽসি কুশলা ॥" (লীলাবতী)

ব্যবকলনা (স্ত্রী) ব্যবকলন-টাপ্। ব্যবকলন।

ব্যবকলিত (ত্রি) বি-অব-কল-ক্ত। কৃতব্যবকলন। যে অঙ্কের বিয়োগ করা হইয়াছে। বিয়োগিত, হীন। (ক্লী) ২ ব্যবকলন, বিয়োগ।

ব্যবকিরণা (স্ত্রী) সংযোগ, মিশ্রণ। (ব্যুৎপত্তি)

ব্যবকীর্ণ (ত্রি) বিযুক্ত, বিমিশ্রিত।

ব্যবচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-অব-ছিদ্-ক্ত। ১ বিভিন্ন। ২ বিভক্ত। ৩ বিশেষিত। ৪ মোচিত। ৫ নির্দ্ধারিত।

ব্যবচ্ছেদ (ক্লী) বি-অব-ছিদ-ঘঞ্। ১ বাণমুক্তি, বাণমোচন, শরবর্ষণ। (হেম) ২ পৃথক্ত্ব। ৩ ভেদ, বিভাগ, খণ্ড। ৪ বিভেদ, বিশেষ করণ। ৫ বিরাম। ৬ নিবৃত্তি।

"জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎপ্রতিক্রিয়া।" (ভাগব° ৪।২৯।৩২)

ব্যবচ্ছেদক (ত্রি) ব্যবচ্ছেদয়তি- ণ্বুল্। ব্যবচ্ছেদকারী, যিনি ব্যবচ্ছেদ করেন।

ব্যবচ্ছেদ্য (ত্রি) বি-অব-ছেদ-যৎ। ব্যবচ্ছেদার্হ, ব্যবচ্ছেদ করিবার যোগ্য।

ব্যবদান (ক্লী) পরিশোধন, সংস্কার।

ব্যবদেশ (পুং) ব্যপদেশ।

ব্যবধা (স্ত্রী) বি-অব-ধা 'আতশ্চোপসর্গে' ইত্যঙ্ টাপ্। ব্যবধান। (অমর)

ব্যবধাতব্য (ত্রি) বি-অব-ধা-তব্য। ব্যবধানীয়, ব্যবধানযোগ্য, ব্যবধানের উপযুক্ত।

ব্যবধান (ক্লী) বি-অব-ধা-ল্যুট্। আচ্ছাদন ; পর্য্যায় তিরোধান, অন্তর্দ্ধি, অপবারণ, ছদন, ব্যবধা, অন্তর্ধা, পিধান, স্থগণ, ব্যবধি, অপিধান। (শব্দরত্না°) অন্তর আড়াল। ২ ভেদ।

"পরাত্মনো যদ্ ব্যবধানকং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥" (ভাগবত ৪।২২।২৬)

৩ বিচ্ছেদ। ৪ সমাপ্তি। (ভাগবত ৪।২৯।৭৭)

ব্যবধানবৎ (ত্রি) ব্যবধানমস্ত্যস্য ব্যবধান-মতুপ্, মস্য-ব। ব্যবধানবিশিষ্ট।

ব্যবধায়ক (ত্রি) ব্যবদধাতীতি বি-অব-ধা-ণ্বুল্। ব্যবধানকারী, তিরোধায়ক। ২ আচ্ছাদনকারক।

ব্যবধারণ (ক্লী) বি-অব-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। বিশেষ রূপে অবধারণ, নিশ্চয়। "অর্থবলাদ্ ব্যবধারণং" (বৃহ° উপ°)

ব্যবধি (পুং) বি-অব-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। ব্যবধান।

"ব্যবধাবপি বা বিধোঃ কলাং মৃড়চূড়ানিলয়াং ন বেদ কঃ॥"
(নৈষধ ২।১৯)

ব্যবলম্বিন্ (ত্রি) বি-অব-লম্ব-ইনি। বিশেষরূপ অবলম্বন-বিশিষ্ট, অবলম্বনযুক্ত।

ব্যববন্ধ (ত্রি) লিখিয়া বর্ণিত। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ১৫।৭।৩)

ব্যবশাদ (পুং) ১ পরিত্যাগ। ২ পশ্চাৎ পতন। (শতপথব্রা°)

ব্যবসর্গ (পুং) ১ বিভাজন। বিভাগ করিয়া দেওয়া। ২ মুক্তি, অধীনতা হইতে মোচন। (শতপথব্রা° ৬।২।২।৩৮)

ব্যবসায় (পুং) বি-অব-সো-ঘঞ্। উপজীবিকা, যাহা দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা তাহার ব্যবসায়। যাহার যাহা জীবিকা, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বর্ণ যদি নিজের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হয়। আপদ্ কালে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে চলিতে হইবে।

"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্ গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥" (চাণক্যশতক)

২ অনুষ্ঠান। (রামায়ণ ২।৩০।৪১) ৩ নিশ্চয়।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" (গীতা ২ অঃ)

'ইহ ঈশ্বরাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বর-ভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামি ইতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি।' (স্বামী)

৪ যত্ন। ৫ উদ্যম। ৬ কল্পনা, ইচ্ছা। ৭ ব্যবায়। ৮ কার্য্য। ৯ অনুষ্ঠান। ১০ অভিপ্রায়। ১১ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।৫৫) ১২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫০)

ব্যবসায়বৎ (ত্রি) ব্যবসায়ো হস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। ব্যবসায়-বিশিষ্ট। ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়িন্ (ত্রি) ব্যবসায়োঽস্যাস্তীতি ইনি। ব্যবসায় বিশিষ্ট। ২ বাণিজ্যকারক।

"কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো-বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদীনাম্॥" (চাণক্য)

২ অনুষ্ঠাতা, অনুষ্ঠানকারী। যিনি শাস্ত্রানুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥"
(মনু ১২।১০৩)

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, এবং গ্রন্থের কেবল মাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং ধারণকারীর অপেক্ষা যাহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং জ্ঞানী অপেক্ষা ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যিনি তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানী অপেক্ষা কর্ম্মীই শ্রেষ্ঠ।

ব্যবসিত (ত্রি) বি-অব-সো-ক্ত। ১ প্রতারিত। (ভূরিপ্রয়োগ) ২ অনুষ্ঠিত। ৩ চেষ্টিত। ৪ উদ্যত। ৫ স্থিরীকৃত। নিশ্চিত।

"তংসমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতু নির্দ্দেশপালনে।" (রামায়ণ ২।২৪।১)

ব্যবসিতি (স্ত্রী) বি-অব-সো-ক্তিন্। ব্যবসায়।

ব্যবস্থা (স্ত্রী) বি-অব-স্থা। আতশ্চোপসর্গে। ইত্যঙ্, ততষ্টাপ্। শাস্ত্রনিরূপিত বিধি। শাস্ত্রে যে সকল বিধান অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কহে।

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি দ ত্তকন্যা প্রদীয়তে॥ ইত্যাদীন্যভিধায়
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

কলির আদিতে মহাত্মগণ, (ব্রাহ্মণের পক্ষে) দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যাপালন, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। অজ্ঞব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট লিখিত ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিতে হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিয়া ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে যিনি সেই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবেন, তিনি পবিত্র হইবেন। কিন্তু যিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই পাপ তাহাতেই যাইবে। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষরূপ সিদ্ধান্ত না জানিয়া ব্যবস্থা দেওয়া বিধেয় নহে।

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদেত্তু যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি॥"
(প্রায়শ্চিত্তবি°)

ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া যিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, সেই ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্তকারী পাপযুক্ত হয়, এবং সেই পাপ তাহাতে গমন করে।

২ নিয়ম। (কথাসরিৎসাঃ ১০৯।৭১) ৩ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। ৪ স্থিতি, স্থিরতা।

ব্যবস্থাতৃ (ত্রি) বি-অব-স্থা-তৃচ্। ব্যবস্থাপক, যিনি ব্যবস্থা করেন।

ব্যবস্থান (ক্লী) বি-অব-স্থা-ল্যুট্। ব্যবস্থিতি।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
তং ম্লেচ্ছদেশং জানীয়াদার্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥" (অমরটীকায় ভরতধৃত স্মৃতিবচন) (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ৩।১৪৯।৫৫)

ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। শততিটিলম্ভে এক ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি হয়। ললিতবিস্তরে এই গণনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, শত কোটীতে এক অযুত, শত অযুতে এক নিযুত, শত নিযুতে এক কঙ্কর, শত কঙ্করে এক বিবর, শত বিবরে এক অক্ষোভ্য, শত অক্ষোভ্যে এক বিবাহ, শত বিবাহে এক উৎসঙ্গ, শত উৎসঙ্গে এক বহুল, শতবহুলে এক নাগবল, শত নাগবলে এক তিটিলম্ভ, শত তিটিলম্ভে এক ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি।

"কথং পুনঃ কোটীশতোত্তরা গণনা গতিরনুপ্রবেষ্টব্যা। বোধিসত্ত্ব আহ। শতকোটীনাময়ুতং নামোচ্যতে। শতময়ুতানাং নিযুতং নামোচ্যতে, ইত্যাদি, শতং তিটিলম্ভানাং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তির্নামোচ্যতে, শতং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তীনাং হেতুহিলং নামোচ্যতে।" (ললিতবিস্তর ১৬৮ পৃ°)

ব্যবস্থাপক (ত্রি) ব্যবস্থাপয়তি বি-অব-স্থা-ণিচ্-ণ্বুল্। যিনি ব্যবস্থাপন করেন, যিনি ব্যবস্থা দেন, শাস্ত্রবিধি যিনি বলেন, বিধিদায়ক। ২ নিয়ামক। ৩ সংস্থাপক।

ব্যবস্থাপত্র (ক্লী) ব্যবস্থাবিষয়কং পত্রং। যাহাতে ব্যবস্থা লেখা থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তালপত্রাদিতে লিখিয়া দিতে হয়।

ব্যবস্থাপদ্ধতি (স্ত্রী) ব্যবস্থায়াঃ পদ্ধতিঃ প্রণালী। নিয়মপ্রণালী।

ব্যবস্থাপন (ক্লী) বি-অব-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ ব্যবস্থাপ্রণয়ন। ২ নির্দ্ধারণ, নিরূপণ। ৩ নিশ্চিতকরণ।

ব্যবস্থাপনীয় (ত্রি) বি-অব-স্থা-ণিচ্ অনীয়র্। ব্যবস্থাপনযোগ্য, ব্যবস্থাপনের উপযুক্ত।

ব্যবস্থাপ্য (ত্রি) বি-অব-স্থাপি-যৎ। ব্যবস্থাপনার্হ, যাহা ব্যবস্থাপন করা যায়।

ব্যবস্থাপিত (ত্রি) বি-অব-স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ স্থিরীকৃত। ২ নির্দ্ধারিত। ৩ প্রকৃতিপ্রাপিত। ৪ নিয়মপূর্ব্বক স্থাপিত। ৫ নিয়মিত।

ব্যবস্থিত (ত্রি) বি-অব্-স্থা-ক্ত। বিধিপূর্ব্বক স্থিত, ব্যবস্থাপিত।

"অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥" (গীতা ১ অ°)

ব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-ক্তিন্। ব্যবস্থান।

ব্যবহরণ (ক্লী) বি-অব-হৃ-ল্যুট্। অষ্টাদশ পদ ব্যবহার।

ব্যবহর্ত্তব্য (ক্লী) বি-অব-হৃ-তব্য। ব্যবহার প্রদর্শনের উপযুক্ত।

"নরেন ব্যবহর্ত্তব্যং পাথিবেন যথাক্রমম্।"
(হরিবংশ ৫২৬৭)

ব্যবহর্ত্তৃ (পুং) বি-অব-হৃ-তৃচ্। ব্যবহারকর্ত্তা, যিনি ব্যবহার করেন, বিচার করেন, প্রাড়্বিবাক, জজ, হাকিম।

ব্যবহার (পুং) বি-অব-হৃ-ঘঞ্। ১ বিবাদ। (অমর) ২ বৃক্ষভেদ। ৩ ন্যায়। ৪ পণ। ৫ স্থিতি। (মেদিনী) ৬ কর্ম্ম, ক্রিয়া, কার্য্য। ৭ মোকদ্দমা।

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥" (হিতোপদেশ)

অষ্টাদশ পদ বিবাদ-বিষয়ের নাম ব্যবহার। ইহার লক্ষণ—
'ব্যবহারমাহ কাত্যায়নঃ—
"বি-নানার্থে হব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাৎ ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ॥"
নানাবিবাদবিষয়ঃ সংশয়ো হ্রিয়তে হনেন ইতি ব্যবহারঃ।
ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণয়কত্বং ব্যবহারত্বং।' (ব্যবহারতত্ত্ব)

বিশব্দ নানার্থবাচক, অব শব্দের অর্থ সন্দেহ এবং হারশব্দের অর্থ হরণ, নানা সন্দেহের হরণ হয় বলিয়া উহাকে ব্যবহার কহে। নানা বিবাদবিষয়ক সন্দেহ যাহার দ্বারা হরণ হয়, তাহাকে ব্যবহার কহে। বিবাদ বিষয় সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হউক না কেন, যাহা দ্বারা সেই সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়, তাহারই নাম ব্যবহার। ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণয়কত্ব-ই ব্যবহারত্ব অর্থাৎ কথনের পর তাহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই ব্যবহারের কার্য্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেই ব্যবহার কহে।

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ॥
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥
অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিয়োক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥
রাগাল্লোভাদ্‌ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্॥
স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১-৫)

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার (মোকদ্দমা) স্বয়ং অবলোকন করিবেন, অর্থাৎ নিজেই বিচার করিবেন। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জ্জিত রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা যদি কোন কার্য্য বশতঃ নিজে ব্যবহার না দেখিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন সভ্যসদের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণং যত্র ন স্যাৎ তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু রাজা কখন শূদ্রকে নিযুক্ত করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ স্নেহ, লোভ, অথবা ভয়প্রযুক্ত, ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার-দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে তাহাকে ব্যবহার কহে, অর্থাৎ একজন শাস্ত্র ও আচারবিরুদ্ধ নিয়ম অনুসারে একজনের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছে, ঐরূপে উৎপীড়িত ব্যক্তি রাজার নিকট ঐ উৎপীড়নের বিষয় নিবেদন করিলে তাহাই ব্যবহার নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্যবহারের বিষয়। উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাষা, পক্ষ শব্দে প্রতিজ্ঞা। বাদী বিবাদ নিবেদন করিবার সময় অর্থাৎ মোকদ্দমা রুজু করিবার কালে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহাই লিখিতে হইবে এবং সেই লেখ্যে যথাযোগ্য বৎসর, মাস, তিথি ও বারাদি, বাদী প্রতিবাদীর নাম ও জাত্যাদি উল্লিখিত থাকিবে।

অপ্রসিদ্ধ, নিরাবাধ, নিরর্থ, নিষ্প্রয়োজন, অসাধ্য এবং বিরুদ্ধ এই সকল পক্ষ নহে, পক্ষাভাস, সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে। অপ্রসিদ্ধ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ, ইহাদের অর্থ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। অপ্রসিদ্ধ—যথা, অমুক ব্যক্তি আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে, কিছুতেই দিতেছে না, ইত্যাদি। নিরাবাধ—যথা, আমার ঘরের দীপালোকে ইহারা কার্য্য করে। নিরর্থ—যাহা বোধগম্য হয় না, 'কচটতপ' ইত্যাদি। নিষ্প্রয়োজন—এই ব্যক্তি আমাদের পল্লীতে অধ্যয়ন করে। অসাধ্য—শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল। বিরুদ্ধ—অমুক বোবা, কিন্তু আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে, ইত্যাদি এই সকল ব্যবহার বিষয় হইবে না। অর্থাৎ ইহার জন্য নালিশ করিলে ঐ নালিশ অগ্রাহ্য হইবে।

ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। তৎপরে বাদী আত্মপক্ষের প্রমাণ দিবেন। প্রমাণ ঠিক হইবে, জয় লাভ হইবে। প্রমাণ ভালরূপ না দিতে পারিলে পরাজয় হইবে।

ব্যবহার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত। ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও সাধ্য-সিদ্ধপাদ; এই সকলও পারিভাষিক

শব্দ, ইহাদের অর্থও এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ভাষাপাদ অর্থী অর্থাৎ বাদী যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রতিবাদীর সমক্ষে ঠিক্ তাহাই লিখিতে হইবে, ইহাকে ভাষাপাদ কহে। ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তাহা সমস্ত লেখাইতে হইবে। ইহাই উত্তরপাদ। ভাষাপাদ ও উত্তরপাদ এই দুইটীকে আরজী ও জবাব বলা যায়। বাদী তৎক্ষণাৎ প্রমাণ লিখাইবে, ইহাই ক্রিয়াপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ, অন্যথা পরাজয়, ইহাই সাধ্যসিদ্ধিপাদ। এই চতুষ্পাদ ব্যবহার।

যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয়, ততদিন প্রতিবাদী বাদীর নামে পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে, তাহা যেন পরস্পরে বিরুদ্ধ না হয়।

ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে বাক্‌পারুষ্য (গালিগালাজ), দণ্ডপারুষ্য (মারামারি), সাহস (বিষ শস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অপলাপ করিলে পর বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বাদীর কথিত ধন বাদীকে, এবং তত্তুল্য ধন রাজদণ্ড দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণ দণ্ড দিবে।

সাহস, চৌর্য্য, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, এবং দোগ্ধ্রী গো এই সকল ঘটিত অভিযোগ, পাতকাভিযোগ ও প্রাণনাশ ও ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুলস্ত্রীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্ব ঘটিত অভিযোগে যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কাল বিলম্ব না করিয়া উত্তর দেন, তাহা করিবেন। অন্য স্থলে বিলম্ব অবিলম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে জানিতে হইবে।

বিচারক ও সভ্যগণ বাদী প্রতিবাদীদুষ্ট কি না, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। যাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সৃক্কণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বদ্ধ হইয়া আসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতি স্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদির কারণ না থাকিলেও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক আর সাক্ষ্য কার্য্যেই হউক, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবেন, তৎসমস্তই বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন। পরে প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতি বিচারক সভ্যদিগের সহিত কর্ত্তব্য বিধারণ করিবেন।

মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তি এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ।

বল বা ভয়নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবহির্দ্দেশকৃত, এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্ত্তিত হইবে।

তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌতস্মার্ত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দিতে হইবে। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয় বৃদ্ধ, তাপস বৃদ্ধ, এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রনিয়মানুসারে সাক্ষী মধ্যে পরিগণিত নহে। সুরাদিসেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশপ্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থ সম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদ-বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী, দৃষ্ট দোষ, বন্ধু-পরিত্যক্ত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয় পক্ষসম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজনও সাক্ষী হইতে পারে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে।

দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের, ও দুই পক্ষে সমান গুণবান্ থাকিলে যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগের কথাই গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে অন্যরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত।

কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্যপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব সাক্ষিগণ কূট সাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবে।

প্রথমে সাক্ষ্যদান স্বীকার করিয়া পরে যদি সেই ব্যক্তি

সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে তাহার ৮ গুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ড। যে বিবাদে সত্য কথা বলিলে ব্রহ্মচারীর প্রাণ দণ্ড হয়, সেস্থলে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারে। কিন্তু দ্বিজ সাক্ষীগণ প্রত্যেকে মিথ্যাকথন পাপক্ষয় জন্য সারস্বত চরু নির্ব্বপণ করিবেন। বিচারক এইরূপে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে—

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈঃ মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রাবিশেৎ সভাম্॥
তত্রাসীনঃ স্থিতো বাপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্॥
প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥" (মনু ৮।১-৩)

রাজা ব্যবহারদর্শনে অভিলাষী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় গমন করিবেন। তথায় উপবিষ্ট বা উত্থিত থাকিয়া দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া অনুদ্ধত বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বাদী ও প্রতিবাদীদিগের কার্য্য সকল অবলোকন করিবেন।

বিবাদের কারণ অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার দেশজাত ও কুলাচারানুগত হেতু শাস্ত্রীয় সাক্ষী ও লেখ্যাদি প্রমাণ দ্বারা রাজা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন।

অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার যথা—১ ঋণাদান। ২ নিক্ষেপ। ৩ অস্বামিবিক্রয়। ৪ সম্ভূয়সমুত্থান। ৫ দত্তাপ্রাদানিক। ৬ বেতনাদান। ৭ সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়। ৯ স্বামিপালবিবাদ। ১০ সীমাবিবাদ। ১১ বাক্‌পারুষ্য। ১২ দণ্ডপারুষ্য। ১৩ স্তেয়। ১৪ সাহস। ১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ। ১৬ বিভাগ। ১৭ দ্যূত। ১৮ আহ্বয় এই ১৮ প্রকার ব্যবহার। ইহার কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজা তাহার সাক্ষী প্রভৃতি লইয়া শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন।

১ ঋণাদান—কি প্রকার ঋণ দেয়, কোন প্রকারের ঋণ দেয় নহে, অথবা কত বৎসরে কোন ঋণ দেয়, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের দানাদান কি প্রকার ইত্যাদি বিষয়কে ঋণাদান কহে। টাকা কড়ি লেন দেন লইয়া যে স্থলে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাই ঋণাদান শব্দে অভিধেয়।

২ নিক্ষেপ—আপনার ধন অন্য পুরুষে অর্পণকে নিক্ষেপ কহে, টাকা কড়ি একজনের গচ্ছিত রাখিলে কালে যদি তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, উহাকে নিক্ষেপ কহে।

৩ অস্বামিবিক্রয়—যে ধনের যে স্বামী নহে, তৎকর্ত্তৃক সেই ধনের বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় কহে।

৪ সম্ভূয়সমুত্থান—পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকারী বৈশ্যাদির অনুষ্ঠানকে সম্ভূয়সমুত্থান বলে। যৌথ কারবার লইয়া যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজা ইহার নিয়মানুসারে বিচার করিবেন।

৫ দত্তাপ্রাদানিক—দত্তবস্তু অপাত্রে ন্যস্ত হেতু অথবা ক্রোধাদিতে গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রাদানিক।

৬ বেতনাদান—ভৃত্যাদিগের বেতনাদি না দেওয়াকে বেতনাদান কহে।

৭ সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম—কৃতব্যবহার অতিক্রমকে সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম কহে।

৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় অনুতাপ করার নাম ক্রয়বিক্রয়ানুশয়।

৯ স্বামিপালবিবাদ—স্বামী ও পশুপালের বিবাদকে স্বামিপালবিবাদ কহে।

১০ সীমাবিবাদ—গ্রাম বা ক্ষেত্রাদির সীমাসংক্রান্ত বিবাদকে সীমাবিবাদ কহে।

১১ বাক্‌পারুষ্য—পরস্পর গালি গালাজ করার নাম বাক্‌পারুষ্য।

১২ দণ্ডপারুষ্য—পরস্পর মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতিকে দণ্ডপারুষ্য কহে।

১৩ স্তেয়—গোপনে পরধন হরণের নাম স্তেয়। চুরি, ঠকান প্রভৃতিকে স্তেয় কহে।

১৪ সাহস—বলাৎকারে পরধনহরণের নাম সাহস, ডাকাতিকেও সাহস বলা যায়।

১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ—স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সহিত সম্পর্ককে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচারকে স্ত্রীসংগ্রহণ কহে।

১৬ বিভাগ—পিতৃপিতামহাদির ধনের বিভাগ লইয়া বিবাদকে বিভাগ, দায় বিভাগ লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে বিভাগ কহে।

১৭—দ্যূত—পাশকাদি ক্রীড়াকে দ্যূত কহে।

১৮ আহ্বয়—পণ পূর্ব্বক পক্ষী, মেষ প্রভৃতি প্রাণীর যুদ্ধকে আহ্বয় কহে।

এই অষ্টাদশ বিষয় লইয়া প্রায়ই লোকে বিবাদ করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা লোক স্থিতির নিমিত্ত শাশ্বত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই সকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন।

রাজা নিজে যদি কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে এই সকল কার্য্য দর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিত ভাবে কার্য্য করিবেন।

যে সভায় ঋক্ যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ঐরূপ তিনজন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, তাহাকে ব্রহ্মসভা কহে। বিদ্বান্-পরিবৃত সভায় যাহাতে অন্যায় বিচার না হয়, সভ্যগণ তাহাই করিবেন। সভায় যাইবে না সেও ভাল, কিন্তু যেন বিচারস্থানে অন্যায় বিচার না হয়। উপস্থিত থাকিয়া মৌনাবলম্বন বা মিথ্যা কহিলে পাপভাগী হইতে হয়।

বিচারকের সম্মুখেই যথায় অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। যে জন ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্মই তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মরক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্ম কোন ক্রমেই অতিক্রমণীয় নহে।

সমুদয় কামনা বর্ষণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে ধর্ম্ম বৃষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে জন সেই ধর্ম্মকে 'অলং' অর্থাৎ নিবারণ করে, তাহাকেই প্রকৃত বৃষল বলা যায়। নতুবা জাতিবাচক বৃষল বৃষল নহে। ধর্ম্মই জীবের একমাত্র সুহৃদ্, মৃত্যুর পরও ধর্ম্ম অনুগামী হইয়া থাকে। অপর যাহা কিছু থাকে, সকলই আমাদের দেহের সহিত তিরোহিত হয়।

অতএব বিচারক ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে অন্যায় বিচার না হয়, তাহা করিবেন, অন্যায় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যা সাক্ষী এক ভাগ পায়, এবং সমুদয় সভাসদ একভাগ এবং রাজা একভাগ পাইয়া থাকেন। এই জন্য অতি সাবধানতার সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে ন্যায় বিচার হয়, পাপী উপযুক্ত দণ্ড পায়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভ্যেরাও পাপমুক্ত হয়। পাপ কেবল পাপকর্ত্তাকেই বর্ত্তিয়া থাকে।

জাতিমাত্রোজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশূন্য এইরূপ ব্রাহ্মণকেও ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত ধার্ম্মিক ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কোনমতে ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শূদ্র যদি ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মবিচার করে, তাহা হইলে সেই রাজার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

রাজা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিয়া সম্যক্ আচ্ছাদিত দেহ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া লোকপালগণকে প্রণাম করিয়া বিচারাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন, রাজপ্রতিনিধিও এইরূপে বিচার করিবেন।

অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে বাদী প্রতিবাদীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। প্রথমে বাহ্য চিহ্ন দ্বারা উহাদিগের মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করা বিধেয়। লোকের স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষু এবং চেষ্টা এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা, এবং নেত্রমুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়।

পিতৃ-মাতৃ-বিহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে তাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগত অথবা যে পর্য্যন্ত অতীতশৈশব না হয়। ১৬ বৎসর বয়স হইলে অতীত শৈশব হইয়া থাকে। বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুত্ররহিত, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, এবং যে স্ত্রীর সপিণ্ডাদি কেহ অভিভাবক নাই, এবং সাধ্বী বিধবা ও রোগিণীস্ত্রী, ইহাদিগের ধন ও অনাথ বালকের ধনের ন্যায় রাজা রক্ষা করিবেন। যদি তাহারা জীবিত থাকিতেই সপিণ্ডেরা উক্ত ধন গ্রহণ করে, তবে ধার্ম্মিক নরপতি চৌর দণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন।

অজ্ঞাতস্বামিক ধন পাইলে রাজা সর্ব্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসর মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন তিনি পাইবেন। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে রাজা ঐ ধন নিজকার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি ঐ ধন আমার বলিয়া দাবী করে, রাজা তাহার নিকট উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া তাহাকে ঐ ধন দিবেন। যদি মিথ্যা করিয়া কেহ দাবী করে এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারে এবং নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ কথা বলে, রাজা তাহাকে ঐ দ্রব্যের উপযোগী দণ্ড করিবেন।

প্রনষ্টদ্রব্য রক্ষাহেতু রাজা ধনস্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের যড়্ ভাগ, দশমভাগ ও দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। নষ্ট দ্রব্য যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা রাজার নিকট দিতে হইবে। রাজা উহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেই দ্রব্য যদি কেহ চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে মত্তহস্তী দ্বারা বিনাশ করিবেন।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোপনিহিত কোন ধন প্রাপ্ত হইলে তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন। রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না। কারণ ব্রাহ্মণই সকলের অধিপতি। রাজা যদি পূর্ব্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমিমধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন।

যে কোন বর্ণের হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা

চোরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া যাহার ধন চুরি গিয়াছে তাহাকে দিবেন। যদি তাহা না দিয়া আপনি লন, তাহা হইলে চোরের তুল্য পাপ হইবে।

বর্ণধর্ম্ম, যে দেশের যে ধর্ম্ম, গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে, অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, জানপদ ধর্ম্ম, শ্রেণীধর্ম্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই কুল-ধর্ম্ম, এই সকল ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রাজা স্বকীয় ধর্ম্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন এবং বিচারকালে এই সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ধনলোভে লোকমধ্যে বিবাদ জন্মান কিম্বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা রাজার বা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। রাজা ব্যবহার বিধিতে আস্থাবান্ হইয়া দেশ, পাত্র, কাল প্রভৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া সত্য ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। সাধুগণ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা যে রূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশ কুল ও জাতিধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেই মতই ব্যবস্থা করিবেন।

উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তাহা হইলে রাজা সাক্ষী ও লেখ্যাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। উত্তমর্ণ যে যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে আপন প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায়ের অনুমোদন করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন।

আমি তোমার ধারি না, বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষী ও লেখ্যাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন।

যে বাদী এইরূপ সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করে যে, সাক্ষী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, কিম্বা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া পশ্চাৎ অস্বীকার করে, অথবা যে বাদী বুঝিতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়াছে। কিম্বা যে বাদী তাহার মূল বিষয় একবার বর্ণনা করিয়া, পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে, অথবা যে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে আর স্বীকার করে না, যে বাদী অসম্ভাব্য প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথা বার্ত্তা করিয়াছে, অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না এবং আবেদিত বিষয় প্রমাণ করিতে পারে না ও সাধ্যসাধন কিছুই জানে না। এইরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয়। যে বাদী আমার সাক্ষী আছে বলে এবং বিচারকালে সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে পারে না,তাহার আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

উক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তিগণই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। কৃতদার, পুত্রবান্ এবং একদেশনিবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় লোক ইহারা অর্থীকর্ত্তৃক মানিত হইলে সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। অনাপদ্‌কালে, অর্থাৎ মারামারি প্রভৃতি ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না। সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য সমুদায়ের জ্ঞান আছে এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদিদোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে।

রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। সূপকার, কারুজীবী, নটাদি, বহুবেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধকর্ম্মচারী, বৃদ্ধ, শিশু, একতন চাণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ ও খঞ্জাদি, বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ ও তস্কর এই সকল ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মানিবে না। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থলে, চৌরাদিকৃত উপদ্রবে, অথবা আততায়িকৃত প্রাণিহত্যাস্থলে, উক্ত ব্যাপার জানে, এমন যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে। তথাপি বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও বিকৃতমনা পুরুষকে সাক্ষী করিবে না। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যে গৃহস্থ, পুত্রবান্ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা নাই।

সাক্ষিদ্বৈধ স্থলে বিচারক বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন। সাক্ষী সমান হইলে গুণবাক্যদ্বারা সত্য নিরূপণ করিবেন। চক্ষুঃগ্রাহ্য বিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়। চক্ষুঃগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রবণযোগ্যব্যাপার শ্রবণে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়। এবং ঐ সকল ঘটনায় যে সকল সাক্ষী সত্য কথা বলে, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে ও যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় বলে, তাহা হইলে পরকালে সে অধোমুখ হইয়া নরকগামী ও স্বর্গহীন হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থিকর্ত্তৃক মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে এইরূপস্থলে বিচারক যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তথা হইলে তাহারা যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বলিবে। লোভহীন একজনও সাক্ষী ভাল, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষিযোগ্য নহে। কারণ স্ত্রীবুদ্ধি অস্থির। সাক্ষীরা স্বাভাবিক

যাহা বলিবে, বিচারক তাহাই গ্রাহ্য করিবেন। ভয়াদি কোন কারণবশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, ধর্ম্মনির্ণয়বিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে।

বিচারস্থলে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সমক্ষ সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয়বচনে কহিবেন, তোমরা বাদী প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যেহেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্যস্থলে সত্যবাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ করে এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাকথা কহিলে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব সত্যসাক্ষ্য দিবে। সত্যকথনে সাক্ষী পাপ হইতে মুক্ত হয়, সত্যদ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বিচারক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্নকালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে সাক্ষীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল', বৈশ্যকে 'গো, বীজ ও সুবর্ণদ্বারা শপথ করিয়া বল' ও শূদ্রকে 'সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন।

ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রীহন্তা, বালকহন্তা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে সেই সকল লোক হইয়া থাকে। সাক্ষীকে এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্যদানের দোষ সকল বলিয়া বলিবে, তুমি কখন মিথ্যা বলিও না, যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান-বিশেষে আছে যে, যাহাতে একপ্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার বলিলে তাহার স্বর্গহানি হয় না। এইরূপ বাক্যের নাম দেববাক্য। যেস্থলে সত্যকথা বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রাণরক্ষা হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা চলিতে পারে এবং এইরূপ স্থলে মিথ্যাকথন সত্য হইতে প্রশস্ত হয়। যিনি এইরূপ মিথ্যাকথা কহেন, তাহার পাপশান্তির জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ, অথবা যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ড মন্ত্রদ্বারা বহ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিবে।

পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয়পক্ষের শপথগ্রহণ করিয়া সত্যনির্ণয় করিবেন। সপ্তর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধ্যর্থ শপথ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ ঋষিও আত্মশুদ্ধির জন্য পৈযবনের পুত্র সুদাসরাজার নিকট শপথ করেন। জ্ঞানিলোক স্বল্পবিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করিবেন না। তাহা হইলে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক হয়।

ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়, ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। জ্বলন্ত অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে, এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তাহা হইলে শপথ-বিষয়ে তাহাকে শুচি বলিয়া জানিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া কেবল নির্ব্বাসনমাত্র দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ড দিবার দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হস্ত ও দুই পাদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ধন এবং মহাপরাধস্থলে সমুদয় দেহ এই দশটী দণ্ডস্থান। এই দৈহিকদণ্ড ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই দণ্ড বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোন দণ্ড না দিয়া অক্ষত শরীরে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবে।

বিচারক বিচারকালে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, অপরাধী এইরূপ অপরাধ কতবার করিয়াছে এবং অপরাধ সম্বন্ধে দেশকাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ, এই সকল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তবে তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। অন্যায়রূপে দণ্ডবিধান করিলে জীবিতাবস্থায় যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গহানিকর হইয়া থাকে। অতএব অন্যায় দণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ডবিধান করিলে এবং যে দণ্ড-যোগ্য তাহাকে দণ্ড না দিলে রাজার মহৎ অপযশ হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন। বিচারক প্রথমে নম্রবাক্যে শাসন করিবে, তৎপরে ধিক্কার বা ভৎর্সনা দণ্ড, তৃতীয় ধনদণ্ড এবং সর্ব্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডবিধান করিবে। অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডেও দুরাত্মা যদি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে বাকদণ্ডাদি পূর্ব্বোক্ত চতুষ্টয় দণ্ডই তাহার উপর প্রয়োগ করিবে।

মদ্যাদিতে মত্ত, উন্মাদগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত, দাসাদি, অধীন, নাবালক, অশীতিপরবৃদ্ধ, এবং অনিযুক্ত ব্যক্তি ইহাদিগের কৃত ঋণদানাদি ব্যবহারসিদ্ধ নহে।

যে স্থলে ছলে বন্ধক, বিক্রয় দান বা প্রতিগ্রহ করে, অথবা ছলে নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করে, সেই সকল স্থলে বিচারক বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন। যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্বার্থ ঋণ করিয়া মরে, তাহা হইলে অবিভক্ত বা বিভক্ত

পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে। কুটুম্ব ভরণ পোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তাহা হইলে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে।

বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, যাহা কিছু ভুক্ত হয়, যাহা কিছু লেখিত হয়, এবং যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ছল, বল ও কৌশলেও যাহা করা যায় তাহাও অসিদ্ধ হইবে।

কাম ক্রোধ সংযম করিয়া যে রাজা ধর্ম্মতঃ ব্যবহার নিষ্পত্তি করেন, তাহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। নদী সকল যেরূপ সমুদ্রের অনুগামী হয়, তদ্রূপ প্রজা সকল রাজার অনুগামী হইয়া থাকে। অতএব রাজা ধর্ম্মানুসারে চলিলে প্রজাগণও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। বাক্‌পারুষ্যকারী, তস্কর, ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিতে হইবে। যে রাজা সাহসিককে দণ্ড বিধান না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। রাজা এইরূপে ব্যবহার সকল নিরূপণ করিবেন। (মনু ৮ অ°)

ঋণদান প্রভৃতি যে অষ্টাদশপদ ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবহারের বিষয় মন্বাদির নিয়মানুসারে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিচারক ও তাহার দোষগুণাদির উল্লেখ করিয়া বাদী যাহা অভিযোগ করিবেন, অর্থাৎ যে বিষয়ের নালিশ হইবে, তাহার বিষয়কে ভাষানামে অভিহিত করিয়াছেন। বাদী তাহার অভিযোগ লিখিয়া রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত করিলে বিচারক এই অভিযোগ শুনিয়া যাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে, তাহাকে এই অভিযোগের বিষয় বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে উত্তর লইয়া স্বয়ং বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহা লিখিয়া লইবেন। তৎপরে সাক্ষীদ্বারা উক্ত বাক্যের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবেন। যদি সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে দিব্য, বিষ ও অগ্নি প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত বিষয় প্রমাণিত করিবেন। এইরূপে প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া ফলনিরূপণ করিতে হয়। যদি প্রতিবাদী দণ্ডনীয় হয়, তাহাহইলে তাহাকে দণ্ডাদি বিধান, এবং দণ্ডনীয় না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। অভিযোগ যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাভিযোক্তাও দণ্ডনীয় হইবে।

প্রতিবাদী বাদীর নালিশের যে জবাব দেন, তাহাকে উত্তরপাদ, সাক্ষী সাবুদ লইয়া বিচারকার্য্যকে ক্রিয়াপাদ, এবং বিচারফল নির্ণয়পাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ব্যবহারতত্ত্ব) ব্যবহার নিশ্চয়কালে মন্বাদিশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ যাহাতে অদণ্ড্য দণ্ড না পায়, এবং দণ্ড্য ব্যক্তি দণ্ডভোগ করে, তাহা করা আবশ্যক। এইরূপ করিলে ইহলোকে যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। ইহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জের উন্নতি ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যবহারক (ত্রি) ১ ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ২ প্রাপ্তবয়স্ক।

ব্যবহারজীবিন্ (ত্রি) ব্যবহারং জীবতি জীব-ণিনি। যিনি ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, চলিত উকীল।

ব্যবহারজ্ঞ (পুং) ব্যবহারং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ প্রাপ্তব্যবহার, যিনি ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, চলিত সাবালক। ১৬ বৎসরের পর সাবালক হইয়া থাকে।

"বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে।
পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে॥"(ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদ)

(ত্রি) ২ ব্যবহার জ্ঞাতা, যিনি ব্যবহার জানেন।

ব্যবহারত্ব (ক্লী) ব্যবহারস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যবহারের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহারদর্শন (ক্লী) ব্যবহারস্য দর্শনং। ব্যবহারের দর্শন, ন্যায়দর্শন, ন্যায়ান্যায় দেখা, বিচারকরণ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারনির্ণয় (পুং) ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ। ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহার-পদ (ক্লী) ব্যবহারস্য পদম্। বাদী কর্ত্তৃক রাজার নিকট নিবেদন, বাদী রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নিকট যে নালিশ উপস্থিত করে, তাহাকে ব্যবহারপদ কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে 'নালিশ' বলা যাইতে পারে।

"স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেনাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥"

"স্মৃতিসদাচারবহির্ভূতেন বর্ত্মনা পরৈরর্থতঃ শরীরতো বা পীড়িতশ্চেদ্ রাজনি নিবেদয়েৎ তদ্ব্যবহারদর্শনস্থানম্॥"

(ব্যবহারতত্ত্ব)

স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ যদি কেহ স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম এবং সদাচারপদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া কাহার পীড়া জন্মান, উক্তরূপে পীড়িতব্যক্তি তাহার এই উৎপীড়নের বিষয় রাজার নিকট আবেদন করিলে,তাহাকে ব্যবহারপদ কহে।

[ব্যবহার শব্দ দেখ]

ব্যবহারপাদ (পুং) ব্যবহারস্য পাদঃ। ব্যবহারের অংশ, ব্যবহারে চারিটী পাদ। "ব্যবহারপাদ নির্ণয় যথাঃ—

পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।

ক্রিয়াপাদস্তথা চান্যশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর, ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়, ব্যবহার এই চারিভাগে বিভক্ত।

ব্যবহার-মাতৃকা (স্ত্রী) ব্যবহারস্য মাতৃকেব। ব্যবহারোপযোগিক্রিয়া, মিতাক্ষরায় ৩০ প্রকার ব্যবহারমাতৃকা অভিহিত হইয়াছে। যথা—১ ব্যবহার দর্শন। ২ ব্যবহার লক্ষণ। ৩ সভাসদ। ৪ প্রাড় বিবাকাদি। ৫ ব্যবহারবিষয়। ৬ রাজার কার্য্যানুৎপাদকত্ব। ৭ কার্য্যার্থীর প্রতি-প্রশ্ন। ৮ আহ্বান-সমূহের আহ্বান। ৯ আসেধ। ১০ প্রত্যর্থী আসিলে লেখ্যাদি কর্ত্তব্যতা। ১১ পক্ষবিধহীন। ১২ কীদৃশ লেখ্য। ১৩ পক্ষাভাস। ১৪ অনাদেয়। ১৫ আদেয়। ১৬ নিযুক্ত জয়পরাজয়ে বাদীর জয় ও পরাজয়। ১৭ শোধিত লেখ্য নিবেশন। ১৮ উত্তরাবধিশোধন। ১৯ শোধিত পত্রারূঢ়বিষয়ে উত্তর-কর্ত্তব্য। ২০ উত্তর-লক্ষণ। ২১ সত্যোত্তরলক্ষণ। ২২ মিথ্যোত্তরলক্ষণ। ২৩ প্রত্যবস্কন্দনোত্তর। ২৪ প্রাঙ্‌ন্যায়োত্তর। ২৫ উত্তরাভাস। ২৬ সঙ্করানুত্তর। ২৭ প্রত্যর্থীর ক্রিয়া-নির্দ্দেশ। ২৮ উত্তরপত্র অভিনিবেশিত হইলে সাধননির্দ্দেশ। ২৯ তাহার সিদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধি। ৩০ চতুষ্পাদ ব্যবহার। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ বিচারকার্য্যে এই ৩০ প্রকার ব্যবহার-মাতৃকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিতে হয়।

ব্যবহারমার্গ (পুং) ব্যবহারস্য মার্গঃ। ব্যবহারবিষয়, ব্যবহারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারয়িতব্য (ক্লী) ব্যবহারের উপযুক্ত। (মনু ৮।৪৯ টীকা)

ব্যবহারবৎ (ত্রি) ব্যবহারোঽস্ত্যস্য-মতুপ্ মস্য ব। ব্যবহার-বিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহারবিধি (পুং) ব্যবহারস্য বিধিঃ। ব্যবহারের বিধান, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারের বিধান যাহাতে আছে, যে শাস্ত্রানুসারে ব্যবহারনিষ্পত্তি করা হয়।

ব্যবহারবিষয় (পুং) ব্যবহারস্য বিষয়ঃ। ব্যবহারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। [ব্যবহার শব্দ দেখ]

ব্যবহারশাস্ত্র (ক্লী) বিবাদাদি নিষ্পত্তি বিষয়ক আর্য্যজাতির বিধি গ্রন্থ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি ও গৃহ্যসূত্রাদি এবং দায়ভাগ, মিতাক্ষরা ও নীতিগ্রন্থ বিষয় হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রাড় বিবাকগণ ঐ বিধির সাহায্যে বাদী ও প্রতিবাদীর সার্থ মীমাংসা করিয়া থাকেন। Hindu law—বর্ত্তমান সময়ে "হিন্দু-ল" নামে আইন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা উপরি কথিত আর্য্য-নীতির অংশ বিশেষ।

ব্যবহারসিদ্ধি (স্ত্রী) ব্যবহারস্য সিদ্ধিঃ। ব্যবহার নির্ণয়।

ব্যবহারস্থান (ক্লী) ব্যবহারস্য স্থানং। ব্যবহারপদ, ব্যবহার বিষয়। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারাসন (ক্লী) বিচারাসন। (রঘু ৮।১৮)

ব্যবহারিক (ত্রি) ব্যবহারমর্হতীতি ব্যবহার-ঠক্। ব্যবহার-যোগ্য, ব্যবহারের উপযুক্ত। "ইয়ং বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি, অয়ং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব উচ্যতে" (বেদান্তসার)

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এই বিজ্ঞানময় কোষ ব্যবহারিক জীব নামে কথিত এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিন এই ব্যবহারিক ইহলোক ও পরলোকগামী হইয়া থাকে।

ব্যবহারিকা (স্ত্রী) ব্যবহারেণ চরতীতি ঠক্। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ লোকযাত্রা। ২ সম্মার্জ্জনী। ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (মেদিনী)

ব্যবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহারোঽস্যাস্তীতি ইনি। ব্যবহার-বিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহার্য্য (ত্রি) বি-অব-হৃ-ণ্যৎ। ব্যবহরণীয়, ব্যবহর্ত্তব্য, ব্যবহারযোগ্য, যাহাকে লইয়া ব্যবহার করা যায়। পাপী অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।

"প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।

কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদেব জায়তে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২২৬)

ব্যবহিত (ত্রি) বি-অব-ধা-ক্ত। ব্যবধানবিশিষ্ট, ব্যবধানযুক্ত।

"কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়েৎ ক্রিয়াম্।

উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং মতম্॥"

(মুগ্ধবোধটীকা রামতর্কবাগীশ)

ব্যবহৃত (ত্রি) বি-অব-হৃ-ক্ত। ১ আচরিত, অনুষ্ঠিত। ২ উপভুক্ত, ৩ বিচারিত।

ব্যবহৃতি (স্ত্রী) ১ বাণিজ্যের লাভ। ২ কুশলতা। ৩ বাণিজ্য ব্যাপার।

ব্যবায় (ক্লী) বি-অব-অয়-অচ্। ১ তেজঃ। (মেদিনী) (পুং) বিশেষেণ অবায়নং অধঃ সংশ্লেষণম্, বি-অব-ই-ঘঞ্। ২ মৈথুন, সুরতক্রীড়া। (অমর)

"ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণং তথা।

জরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ॥ (বৈদ্যক)

৩ অন্তর্দ্ধান। (মেদিনী) ৪ শুদ্ধি। (ধরণি) ৫ পরিণাম।

"পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো।

গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ" (ভাগবত ৮।৬।১১)

৬ বিঘ্ন, অন্তরায়। (হেম)

ব্যবায়িন্ (পুং স্ত্রী) ব্যবৈতুং শীলমস্য ণিনি। ১ ব্যবায়যুক্ত,

কামুক। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া মৈথুনাচরণ করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃগণ রেতোগর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

"শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্‌ত্বা বা ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৃন্॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

২ ব্যবধানকর্ত্তা। 'ব্যবায়িনোঽন্তরং।' (পা ৬।১।১০৬)

'ব্যবায়ী ব্যবধাতা' (কাশিকা)

ব্যবেত (ক্লী) পৃথক্ কৃত। (ঋক্‌প্রাতি° ১১।৯)

ব্যশন (ত্রি) ভোজ্যযুক্ত।

ব্যশ্নিয় (পুং) বৈদিক মন্ত্রোক্ত বিষয় বিশেষ।
(তৈত্তিরীয় সং ১।৭।৯।১)

ব্যশ্নুবিন্ (পুং) অন্নাবীশভেদ। (শুক্লযজুঃ ২২।৩২)

ব্যশ্ব (ত্রি) ১ অশ্বশূন্য। ২ ঋষিভেদ; ইনি ঋগ্বেদের ৪।২২ সূক্তের মন্ত্র দ্রষ্টা। ইনি আঙ্গিরস গোত্রজ। ইহার বংশধরেরা বৈয়শ্ব নামে পরিচিত। [বৈয়শ্ব দেখ।]

৩ রাজভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

ব্যষ্টক (পুং) মুষ্টক।

ব্যষ্টকা (স্ত্রী) কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।৭।১)

ব্যষ্টি (স্ত্রী) বি-অশ-ক্তিন্। পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি, ব্যষ্টি।

ব্যসন (ক্লী) বি-অস-ল্যুট্। ১ বিপদ্। ২ দুঃখ। ৩ পতন। ভ্রংশ। ৪ বিনাশ। ৫ পাপ, অমঙ্গল, অশুভ। ৬ নিষ্ফলোদ্যম, বৃথা চেষ্টা। ৭ বিষয়াসক্তি। ৮ দুর্ভাগ্য, অদৃষ্ট,দুরদৃষ্ট। ৯ অযোগ্যতা অক্ষমতা। ১০ কাম ও ক্রোধজনিত দোষ। ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার, তন্মধ্যে কামজ ১০ প্রকার ও ক্রোধজ ৮ প্রকার।

"দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥
কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যবসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহং ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥"
(মনু ৭।৪৫-৪৮)

কামজনিত ব্যসন ১০ প্রকার, এবং ক্রোধজনিত ব্যসন ৮ প্রকার। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন অতি ভয়ানক, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। রাজা কামজব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হন; এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত হইলে এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষকথন, রমণীসম্ভোগ, মদজনিত মত্ততা, তৌর্য্যত্রিক, অর্থাৎ নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটী কামজ ব্যসন, অর্থাৎ এই দশটী দোষ কাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিশুনতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্বাপহরণ, আক্রোশ অর্থাৎ বধার্থ অস্ত্রাদি প্রদর্শন, এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ সংহার এই ৮ প্রকার ব্যসন ক্রোধজ। পণ্ডিতগণ একমাত্র লোভকেই কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ ব্যসনের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য অতি যত্নের সহিত উহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দশবিধ কামজ ব্যসনের মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, রমণী-সম্ভোগ ও মৃগয়া এই চারিটী বিশেষ দোষাবহ এবং পরিণামে অতিশয় অনিষ্টজনক। ক্রোধজ ৮ প্রকার ব্যসনের মধ্যে নিষ্ঠুর-কথন, প্রাপ্য ধনপ্রবঞ্চনা, এবং নির্ঘাতপ্রহার এই তিনটী বিশেষ অনিষ্টকারক। সাতটী ব্যসনে প্রায় সকল রাজগণই ব্যাসক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রোধজ কিংবা কামজ ব্যসন মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক। এই কারণ এই সকল ব্যসনাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দেহান্তে নিরয়গামী হইয়া থাকে। (মনু ৭ অ°)

ব্যসনমাত্রই বিশেষ অনিষ্টজনক, সুতরাং সকলেরই ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্যসনাসক্ত হইলে কোন কার্য্যেই সফল-কাম হওয়া যায় না। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, এক একটী ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবশবর্ত্তী হয়, এবং যাহারা সকল প্রকার ব্যসনে রত, তাহারা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মহদৈশ্বর্য্য হইতে পতিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।*

ব্যসনবৎ (ত্রি) ব্যসনমস্যাস্তীতি ব্যসন-মতুপ্ মস্য ব। ব্যসন-বিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত।

ব্যসনার্ত্ত (ত্রি) ব্যসনেনার্ত্তঃ। দৈবী মানুষী পীড়ার্ত্ত, পর্য্যায় উপরক্ত। (অমর)

* "একৈকবিষয়াসক্তাঃ সর্ব্বে মৃত্যুবশংগতাঃ।
যঃ পুনঃ সংহতান্ সেবেৎ বিষয়ান্ বিষয়ী নরঃ।
স পতেন্মহদৈশ্বর্য্যাচ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
স্ত্রিয়ঃ পানং দিবাস্বপ্নং তথা বাদিত্রনর্ত্তনম্।
দ্যূতাটনমৃগাগেয়কামজানি তথা পরে॥
দণ্ডৈর্ব্বাচা ঈর্ষ্যাসূয়াক্রোধপৈশুন্যসাহসম্।
অর্থদূষণক্রোধোঽর্থে অষ্টকোগং বিনাশকৃৎ॥
দেবা বিদ্যাধরা যক্ষাঃ কিন্নরোরগমানুষাঃ।
পশবঃ পক্ষিণঃ সর্ব্বে বিষয়ে নিধনং গতাঃ॥" (দেবীপুরাণ ৮ অ°)

ব্যসনিতা (স্ত্রী) ব্যসনিনো ভাবঃ ব্যসনিন্ তল্-টাপ্, নস্য লোপঃ। ব্যসনীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যসনাসক্তের ভাব বা কার্য্য, ব্যসন, ব্যসনিত্ব।

ব্যসনিন্ (ত্রি) ব্যসনমস্যাস্তীতি ব্যসন-ইনি। ব্যসনবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত, পর্য্যায়—পক্কভদ্র, বিপ্লুত। (হেম)

"চিরস্য মিত্রব্যসনী সুদমো দমঘোষজঃ॥" (মাঘ ২স°)

ব্যসি (পুং) ১ অসিশূন্য। ২ অসিশূন্য কোষ।

ব্যসু (ত্রি) বিগতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যস্য। বিগত প্রাণ, মৃত, যাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

"বভূব প্রাপ্তরাজ্যঃ স দশভির্দিবসৈর্ব্যসুঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৫।২৪১)

ব্যসুত্ব (ক্লী) ব্যসোর্ভাবঃ ব্যসুত্ব। বিগত প্রাণের ভাব, প্রাণহানি।

"মৃগেতু মূষকান্তয়ঃ ব্যসুত্বমেব শাঙ্করে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১।৭)

ব্যস্ত (ত্রি) বি-অস-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ ব্যাপ্ত। (মেদিনী) ৩ প্রত্যেক, পৃথক্ পৃথক্।

"প্রতিপদাস্বমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ উৎক্ষিপ্ত। ৫ বিপর্য্যস্ত।

ব্যস্তকেশ (ত্রি) ১ কর্কশগাত্র। ২ খসখসে। (অথর্ব্ব ৮।১।১১)

ব্যস্তপদ (ক্লী) ব্যস্তং পদং যস্মিন্ ঋণাদানের অভিযোগে, অর্থাৎ ঋণপরিশোধ না করিলে পদান্তর দ্বারা উত্তর। (মিতাক্ষরা)

ব্যস্তার (ক্লী) হস্তিমদ প্রয়োগ। (ত্রিকা°)

ব্যস্থক (ত্রি) অস্থি হীন।

ব্যহন্, ব্যহ্ন (ত্রি) গত দিন।

ব্যাকরণ (ক্লী) ব্যাক্রিয়ন্তে অর্থা-যেনেতি বি-আ-কৃ-ল্যুট্। বেদাঙ্গ বিশেষ। (শব্দরত্না°) ইহা সাধ্য, সাধন, কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপণ রূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি—

'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সাধু শব্দা অস্মিন্ অনেনেতি বা' যাহাতে বা যাগ দ্বারা সাধুশব্দ সকল ব্যুৎপাদিত হয়, তাহার নাম ব্যাকরণ ইহা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, ইহা দ্বারা কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপিত হয়।

২ বিস্তার।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্মনোব্যাকরণাত্মতম্।"

(ভারত ১২।২৫১।১১)

বেদসংহিতার সুগ্রথিত ও সুমার্জ্জিত ভাষা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে একটা ধারণা জন্মে যে বহু প্রাচীন সময়ে সেই বৈদিকযুগে অবশ্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ভাষা সুগঠিত ও সুমার্জ্জিত না হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাষার বিকাশ—তৎপরে ব্যাকরণের প্রকাশ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ভাষার নিয়ম প্রদর্শনই ব্যাকরণের কার্য্য। এই নিমিত্তই ব্যাকরণের অপর নাম শব্দানুশাসনশাস্ত্র। শব্দের পার নাই—শব্দসমূহ অসীম ও অনন্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, জনশ্রুতিতে জানা যায় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিপদোক্ত শব্দ-পারায়ণ বলিয়াছিলেন, তথাপি শব্দসমূহের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। (১)

সুতরাং ব্যাকরণ ভাষার শাসনের উদ্দেশ্যে বা ভাষা পঠনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়। কেবল সাধুশব্দ-সমূহের ব্যুৎপাদনই ব্যাকরণের বিষয়। মহাভাষ্যকারও স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন।

ব্যাকরণ বেদাঙ্গশাস্ত্র-সমূহের প্রধান অঙ্গ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্"। বেদসংহিতার সৃষ্টির সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণ ছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। ঋক্ যজু প্রভৃতি মন্ত্রগুলি যখন বিকীর্ণ অবস্থায় পঠিত হইত, ভিন্ন ভিন্ন শাখাপ্রবর্ত্তকগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন নামপাঠ,পদপাঠ ও সংহিতাপাঠে বেদাধ্যায়ন করিতেন, তাহারও বহুপূর্ব্বে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিদের সুনিয়মাবদ্ধ সুগ্রথিত মন্ত্রগুলিতে সকল বিষয়েরই উন্নত অবস্থার ইতিহাসের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে উচ্চতম দার্শনিকতত্ত্ব, উচ্চতম সমাজতত্ত্ব, ও বিজ্ঞানতত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তৎকালে ভাষাবিজ্ঞান যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল, মন্ত্রাদি পাঠেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় বৈদিকযুগে ব্যাকরণ ছিল না ইহা মনে করাও অসঙ্গত। আমরা যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতায়) স্পষ্টতঃই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্যথা :—

"বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোহব্রবীৎ বরং বৃণে মহ্যং চৈব বায়াবচ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ্যতঃ। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত তদেতৎ ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্। (২)

ভাবার্থ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা

(১) "এবং শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

(২) ইহার ভাষ্য এইরূপ,—অস্য পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী অব্যাকৃতা মেঘাস্তনিতবদখণ্ডাকারা অবিদিত-পদবাক্য-প্রভেদেতি। যাবৎ তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতা প্রকৃতয়ঃ এতে চ প্রত্যয়া ইত্যেবাবক্রমণং অখণ্ডয়া বাচোবিভেদনং কৃদ্ধেত্যাদি।

করেন যে বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ ও প্রত্যেক পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য।

ইহা মনে হইতে পারে যে ইন্দ্রই বুঝি বেদের সময়ের আদি বৈয়াকরণ। কিন্তু মহাভাষ্যকারের কথায় জানা যায় ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ফলতঃ বৈদিকযুগের বৈয়াকরণ মহোদয়গণের নাম ও ইতিহাস আবিষ্কার করার উপায় অতি দুর্ল্লভ। পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম চৌদ্দটী সূত্র মাহেশ্বর সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, মাহেশ ব্যাকরণ নামে অতি বিস্তৃত একখানি ব্যাকরণ ছিল, তাহার তুলনায় পাণিনীর ব্যাকরণ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদনিখাত জল-বিন্দুর ন্যায় অকিঞ্চৎকর। কিন্তু এই উক্তির কোন মূলভিত্তি নাই। প্রতিবাদিগণ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের উক্ত প্রত্যাহার সূত্র কয়েকটী ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন মাহেশ ব্যাকরণ নাই।

[পাণিনি শব্দে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যাহাই হউক, পাণিনির পূর্ব্বেও যে বহুল বৈয়াকরণ ছিলেন, আমরা পাণিনির সূত্রেও তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান বৈয়াকরণ পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাই। তদ্যথা :—অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চক্রবর্ম্মা, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডুক, মধুক, যস্ক, বড়বা বড়তন্তু, বশিষ্ঠ, বৈশাম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিপালি, গোলক, ও স্ফোটায়ন।

গোল্ডষ্টুকার আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চক্রবর্ম্মা, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শৌনক এবং স্ফোটায়ন এই কয়েক জনকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাতিশাখ্য

গোল্ডষ্টুকার প্রাতিশাখ্য সমূহকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু রুডল্‌ফরোট ও বেবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাতিশাখ্য সমূহ পাণিনির কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই সকল গ্রন্থ প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ইহাদের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এই প্রাতিশাখ্য গ্রন্থসমূহ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। শৌনক রচিত ঋগ্‌বেদীয় শাকল শাখার ঋক্ প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয় শাখার কাত্যায়ন রচিত বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য এবং সামবেদের মাধ্যন্দিন শাখার পুষ্পমুনি রচিত সাম প্রাতিশাখ্য এবং শৌনকীয় আথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। [এই সকল প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের বিবরণ, "প্রাতিশাখ্য" শব্দে এবং "বেদ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাতিশাখ্যে পদচ্ছেদ সন্ধিচ্ছেদ, উচ্চারণের প্রকার (নতি-প্লুতি) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে সন্ধি ও সমাস প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রাতিশাখ্যেও ব্যাকরণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার উচ্চারণ প্রণালী বিনির্দ্দিষ্ট থাকায় উহাতে ষড়ঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষার আলোচ্য বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিষয়টীও ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাতিশাখ্যে ছন্দের সম্বন্ধেও আলোচনা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ষড়ঙ্গের বিষয় গুলি প্রাতিশাখ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রুডল্‌ফরোট সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল প্রাতিশাখ্যগুলি এত প্রাচীন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাদের অনেকগুলি প্রাতিশাখ্যই যে পাণিনির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রাতিশাখ্যে সন্ধি বিচ্ছেদ ও পদবিচ্ছেদাদি দেখিয়া মনে হয় প্রাতিশাখ্য একবারে ব্যাকরণের আলোচনা পরিবর্জ্জিত নহে। এতদ্দ্বারা উহাও জানা যায় যে, ব্যাকরণের আলোচনা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। শাখা প্রবর্ত্তকগণ স্বীয় স্বীয় শাখার অন্তর্গত বেদ পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল শাখা পাণিনির বহু পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং পাণিনির বহু পূর্ব্বে বৈয়াকরণগণ বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রফেসর মুলারও বেবার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। গোল্ডষ্টুকার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ব্যাকরণের আলোচনাজাত বহুল শব্দ-

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্যাকরণ

প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অথাস্তৈষ স্বো ভক্ষো ন্যগ্রোধস্তাবরোধাশ্চ ফলানি চৌদুম্বরাণ্যাশ্বত্থানি প্লাক্ষাণ্যভিষুণুয়াত্তানি ভক্ষয়েত্ত সোঽস্য স্বো ভক্ষো যতো বা অধি দেবা যজ্ঞেনেষ্ট্বা স্বর্গং *

* * * * *

এতর্হ্যচক্ষতে কুরুক্ষেত্রে তে হ প্রথমজা ন্যগ্রোধানাং তেভ্যো হান্যেঽধিজাতাস্তে যন্ন্যকোঽরোহংস্তস্মান্ন্যঙ্ রোহতি ন্যগ্রোহো ন্যগ্রোহো বৈ নাম তন্ন্যগ্রোহং সন্তং ন্যগ্রোধ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। (ঐতরেয়ব্রাহ্ম° ৭।৩০)

উদ্ধৃত অংশে ন্যগ্রোধ শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধিত হইয়াছে। অপরন্তু এস্থলে একটী "পরোক্ষ" শব্দ আছে। এই পরোক্ষ শব্দটী শব্দশাস্ত্রের গূঢ় ভাবের অভিব্যঞ্জক।

নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেনঃ—

ত্রিবিধা হি শব্দ-ব্যবস্থা—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ; পরোক্ষবৃত্তয়ঃ অতি-

পরোক্ষবৃত্তয়শ্চ। তত্রোক্তক্রিয়া—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ, অন্তর্লীনক্রিয়া-পরোক্ষবৃত্তয় অতি পরোক্ষবৃত্তিষু শব্দেষু নির্ব্বাচনাভ্যপায়স্তস্মাৎ পরোক্ষবৃত্তিতামাপন্ন প্রত্যক্ষ বৃত্তিনা শব্দেন নির্ব্বক্তব্যঃ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময়ে যে ব্যাকরণের গভীরতত্ত্ব-নিবহের আলোচনা হইয়াছিল, এইরূপ এক একটী শাব্দিকশাস্ত্র ব্যবহৃত গভীরার্থ মূলক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারি। ফলতঃ পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের বিপুল উন্নতি সাধিত না হইলে কখনই সহসা পাণিনীয় ব্যাকরণের ন্যায় একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ রচিত হইত না।

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্র মাত্রেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীনেরা বলেন—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥

সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়নের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। বৈদিক সময়ে ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হইত। আমরা মহাভাষ্য পাঠে এই সকল প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জানিতে পাই। ভাষ্যকার বলেন—

""রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"

অর্থাৎ রক্ষার্থ, উহার্থ, আগমার্থ, লঘ্বর্থ, এবং অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জলি উক্ত বাক্যের প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই সকল ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপঃ—

১। বেদরক্ষার্থ ব্যাকরণ অধ্যেয়। যোগাগমবর্ণ বিকারজ্ঞ ব্যক্তিই সম্যক্রূপে বেদ পরিপালনে সমর্থ।

২। উহ অর্থে অনুসন্ধান পূর্ব্বক বেদার্থতাৎপর্য্য পরিগ্রহণ। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সকল স্থলে সর্ব্বলিঙ্গ ও সর্ব্ববিভক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না। যাজ্ঞিকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন। ব্যাকরণ না জানিলে এইরূপ স্থলের অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৩। আগম—ব্যাকরণ ষড়ঙ্গের প্রধান অঙ্গ। প্রধান বিষয়ে যত্ন করিলে সে যত্ন অবশ্যই ফলবান্ হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষে ষড়ঙ্গ অবশ্য অধ্যেয় ও জ্ঞেয়। সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৪। লঘু উপায়ে শব্দ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যেয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দশাস্ত্র অবশ্য জ্ঞেয়। কিন্তু ব্যাকরণ ব্যতীত অপার শব্দ সমুদ্রের অভিজ্ঞতা লাভ একবারেই অসম্ভব। ব্যাকরণ লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে, সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৫। অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ অধ্যেয়। ব্যাকরণ না পড়িলে বেদার্থজ্ঞানে সন্দেহের নিরাস হয় না। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন—

"স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত"

এই স্থলে "স্থূলপৃষতী" শব্দ কি প্রকার স্বরে পাঠ করিতে হইবে, ব্যাকরণ জানা না থাকিলে তাহাতে স্বভাবতঃ সন্দেহ জন্মে। "স্থূলপৃষতী" পদটী সমাস-নিবদ্ধ। তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি উভয় প্রকারেই এই পদটী সমাস-বদ্ধ হইতে পারে, তদ্যথা—

(ক)—স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ = স্থূল পৃষতী (তৎপুরুষ)

(খ)—স্থূলানি বা পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতী।

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপদ প্রকৃত স্বরে উচ্চারিত হইবে। তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইবে। বৈয়াকরণ ভিন্ন অপরের পক্ষে স্বর বিচারে বেদপাঠ অসম্ভব।

৬। দুষ্ট শব্দ পরিহার করার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়। দুষ্ট শব্দ ব্যবহারে ম্লেচ্ছত্ব জন্মে। ম্লেচ্ছ না হওয়ার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৭। যজ্ঞাদির মন্ত্রে দুষ্ট শব্দ ব্যবহারে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাদৃশ বিপদ না ঘটিতে পারে এই নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়। স্বরবর্ণ ব্যতিক্রমে শব্দ দুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্যথা :—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।"

স্বরবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য নিবন্ধন শব্দ দুষ্ট হইয়া অথবা মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় উহা আর সে অর্থ প্রকাশ করে না। সেই দুষ্টশব্দ-রচিত বাক্য বজ্রের ন্যায় হিংসক হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে। স্বরবৈষম্য "ইন্দ্র শত্রু" শব্দ বৃত্রের হত্যার কারণ হইয়াছিল। অর্থাৎ কোনও সময়ে ইন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত বৃত্রাসুর অভিচার আরম্ভ করেন। এই অভিচারে "ইন্দ্র-শত্রুর্বর্ধস্ব" এই মন্ত্র উহিত হইয়াছিল। এস্থলে "ইন্দ্রস্য শময়িতা শাতয়িতা বা ভব" ইহাই ক্রিয়াশব্দ। এখানে শত্রু শব্দ আশ্রিত উহা রূঢ়ি শব্দ নহে। এই আশ্রয় হেতু বহুব্রীহি ও তৎপুরুষের অর্থাভেদ। "ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব" এই বাক্য ইন্দ্র-শাতনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়া উচিত। কিন্তু অজ্ঞ ঋত্বিক্ আদ্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র আমন্ত্রিত (সম্বোধনে বিহিত) হইয়া বৃত্রের শাতয়িতা হওয়ার প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃত্রের অনুষ্ঠিত অভিচার বিপরীত ফল প্রদান করিয়া বৃত্রেরই নাশের হেতু

হয়। অতএব দুষ্ট শব্দ ব্যবহার পরিহারের জন্য ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৮। আরও কথা এই যে ব্যাকরণজ্ঞান ভিন্ন মন্ত্র পাঠে ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, যথা :—

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥"

সুতরাং বৈদিককার্য্য প্রতিশুদ্ধির নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৯। ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফলে অভ্যুদয় হইয়া থাকে, যথা—

"যস্ত প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥"

এইরূপ প্রমাণ আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"একঃ শব্দঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।"

১০। বিভক্তিজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয় না, যথা :—

"প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ"

সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে বিভক্তি জ্ঞানের নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১১। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।"

পদজ্ঞান, স্বরজ্ঞান ও অক্ষরজ্ঞান ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১২। শ্রুতিতে শব্দ বৃষরূপে কল্পিত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহোদেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।

অর্থাৎ এই শব্দরূপ বৃষের চারিটী শৃঙ্গ—পদজাত নামাখ্যাত-উপসর্গ ও নিপাত। ইহার তিনটী পাদ—লড়াদি বিষয়ীভূত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল। ইহার দুইটী শীর্ষ—ব্যঙ্গ ও ব্যঞ্জক ইহাদের মধ্যে একটী নিত্য, অপরটী কার্য্য। ইহারা উভয়ই শব্দাত্মক। ইহার সাত হাত—সাত বিভক্তি। উরু কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে ইহা বদ্ধ। ইনি বর্ষণ করেন বলিয়া বৃষভ। ইনি শব্দ করেন। শব্দই এই বৃষের কার্য্য। মহাদেবরূপ শব্দ, মরণধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্য-সমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে এইরূপে শব্দ শাস্ত্র সমাদৃত হইয়াছে সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১৩। এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে, তদ্‌যথা :—

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ
গুহা ত্রীণি নিহিতা-নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।

১৪। বাগ্‌বিদ্ ব্যক্তিকে বাক্য সুবাসা জায়ার ন্যায় বিশেষরূপে আত্মবরণ করে এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইবে। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই,—

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত
ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

১৫। কুলা দ্বারা যেমন শক্তুর তুষাদি অপনোদিত হয় সেই প্রকার ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার অপশব্দ তিরোহিত হইয়া ভাষা সুমার্জ্জিত ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই :—

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত অত্রা-সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি।

অপ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, ব্যাকরণ পাঠ করিলে, ঐ দোষ ঘটে না সুতরাং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হও হইতে হয় না। শ্রৌত প্রমাণ এই যে—

"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।"

১৬। পুত্র জাত হইলে দশম দিবসে পুত্রের নাম রাখিতে হইত। সেই নাম তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত না হয়। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নামই শোভনীয়। শ্রুতিতে এই রূপ নির্দেশ আছে যথাঃ—

"দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরি প্রতিষ্ঠিতং তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমিতি।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে বর্ণ বিচার এবং কৃৎ ও তদ্ধিত বিচার ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং নামকরণাদিতেও ব্যাকরণের প্রয়োজন হইত।

১৭। শ্রুতিতে লিখিত আছে বরুণ দেব ব্যাকরণ জ্ঞান হেতু সত্যদেব হইয়াছিলেন, ইহাও ব্যাকরণ পাঠের একটী উদ্দেশ্য। শ্রুতি প্রমাণ যথাঃ—

"সুদেবোঽসি বরুণ যস্যতে সপ্ত সিন্ধবঃ। অনু ক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব।"

অর্থাৎ হে বরুণ তুমি সুদেব, তুমি সত্যদেব, তোমার সাত সিন্ধু সাত বিভক্তি, তালুতে প্রকাশিত হইয়াছে; অগ্নি যেমন ছিদ্র স্থানে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে তদ্রূপ তোমার সাত বিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে। এই কারণে তুমি সত্যদেব।

"আমি সত্যাদেব হইব" এই কারণেও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত।

এই সকল শ্রৌত প্রমাণে জানা যায় যে কেবল ব্যাকরণ জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ পঠিত হইত না। বৈদিক আর্য্যগণের কর্ম্মকাণ্ডে এবং বহুল ব্যাবহারিক কার্য্যেই ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রয়োজন হইত। এমন কি বেদান্তজ্ঞানলাভের নিমিত্তও তাঁহারা ব্যাকরণের আশ্রয় লইতেন।

প্রাচীন সময়ে উপনয়নের পরেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা বর্ণের স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে পরে তাঁহাদিগকে বৈদিক শব্দের উপদেশ প্রদান করা হইত। বহুদিন হইল সে নিয়ম আর পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাষ্যকার ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটী আপত্তি তুলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, অধুনা লোক সত্বরে বেদ পাঠ করিয়া বক্তা হয়। বেদে বৈদিক ও লৌকিক শব্দসমূহ চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বেদ পাঠ করিলেই শব্দ শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মিতে পারে, আবার ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? এই অসৎ আপত্তির খণ্ডনার্থ তিনি কর্ম্ম ধর্ম্ম বেদজ্ঞান, বেদাঙ্গ জ্ঞান ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্তও যে ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়, তাহার প্রমাণজনক পূর্ব্বালোচিত শ্রৌত প্রমাণ সমূহের দ্বারা ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে বেদাধ্যয়নের সহায় বলিয়া ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত। কিন্তু লৌকিক শব্দ সাধনের নিমিত্ত নির্ম্মিত আধুনিক ব্যাকরণ শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য কি না এ সম্বন্ধে কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার ব্যাকরণকেশরী দুর্গসিংহ এক সুমীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"বৈদিকা লৌকিকজ্ঞৈশ্চ যে যথোক্তাস্তথৈব তে।
নির্ণীতার্থাস্তু বিজ্ঞেয়া লোকাত্তেষামসংগ্রহঃ॥"

ইহার পঞ্জীতে শ্রীমৎ ত্রিলোচন দাস লিখিয়াছেনঃ—

লৌকিকজ্ঞৈঃ পুরুষৈঃ যে বৈদিকাঃ শব্দা যথা যেন প্রকারেণ প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগেন উক্তা বেদে প্রতিপাদিতাঃ তে শব্দাঃ তথৈব তেন প্রকারেণৈব নির্ণীতার্থাঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগোহনদ্বারেণ নিশ্চিতার্থা বিজ্ঞেয়া মন্তব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি বেদে হি লৌকিকা এব শব্দা বহবঃ প্রযুজ্যন্তে তেন তেষাং ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণ ইতরেষামপি বৈদিকানাং লৌকিকজ্ঞত্বাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগোহনসামর্থ্যাঃ শক্যতে ব্যুৎপত্তিঃ কর্ত্তুমিতি। তর্হি লৌকিকা অপি সর্ব্বে শব্দা লোকত এব বিজ্ঞাস্যন্তে কিমনেনেত্যাহ লোকাদিতি। তু কিন্তু লোকাদবধেস্তেষাং লৌকিকানাং শব্দানাম্ অসংগ্রহঃ সম্যক্ গ্রহণং ন ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাৎ লৌকিকানাং শব্দানাং ব্যাকরণমেব সম্প্রদায়স্তদভাবে বহুপ্রক্রিয়াবিষয়াঃ শব্দাঃ কথমবধারয়িতুং শক্যন্ত ইতি, বৈদিকানাং পুনঃ শব্দানাং যুগমন্বন্তরাদিষ্বপি অনবচ্ছিন্নক্রমেণ সম্প্রদায়ত্বাৎ লৌকিকজ্ঞৈরবধারয়িতুং পার্য্যন্ত ইতি॥

ইহার ভাবার্থ এই যে লৌকিক শব্দজ্ঞ পণ্ডিতগণ লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বৃদ্ধ পরম্পরা ক্রমে বৈদিক শব্দ সমূহের যেরূপ প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ পূর্ব্বক ব্যুৎপত্তি সাধন করিয়া আসিতেছেন তদ্রূপেই সেই গুলি ব্যুৎপাদিত হইবে। কিন্তু বৈদিক শব্দের ন্যায় লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি কেবল লৌকিক ব্যবহার অনুসারে অসম্ভব। কেননা লৌকিক শব্দ সমূহের সাধন প্রণালী অতি বহুল। সুতরাং লৌকিক শব্দ সমূহের সাধনের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। বেদে প্রচুর পরিমাণে লৌকিক শব্দ আছে, পরন্তু বেদে লৌকিক শব্দই অধিক। অতএব কেবল লৌকিক শব্দ সমূহের সাধনের নিমিত্ত ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়। এই রূপ ব্যাকরণ দ্বারা বেদের লৌকিক শব্দের সাধন হয় এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর ব্যাকরণও বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার্য্য।

যাজ্ঞিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা, শব্দ ধাতু ও প্রত্যয়াদির বিচার করা প্রাচীন সময়ে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রবর্ত্তকগণ বেদমন্ত্রার্থ বিচারকালে শব্দাদি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। এই বিচারের ফলেই শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যাদির উৎপত্তি হয়। এখন বেদের অতি অল্প সংখ্যক প্রাতিশাখ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র সৃষ্টির সমকালে শব্দ-শাস্ত্রের যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল,প্রণিধানসহ মন্ত্রাদি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। পরবর্ত্তী সময়ে নিরুক্ত এই শব্দ শাস্ত্রের অতীত সাক্ষ্য বহন করিয়া জনসমক্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দ্দশ অধ্যায় পাঠ করিলে বৈদিক ব্যাকরণের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ লেশাভাস জানিতে পারা যায়। ইতঃপূর্ব্বে শ্রৌতপ্রমাণের দ্বারা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ যে কেবল বেদের প্রয়োজনীয়তাসূচক তাহা নহে, ঐ সকল প্রমাণ পাঠে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে তান্ত্রিকযুগের কোন এক সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে সংসাধিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদের সময়ে যে ব্যাকরণের উন্নতি, এমন কি এই সময়েই যে "ব্যাকরণ" নামের উৎপত্তি হইয়াছিল ইতঃপূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ হইতে তাহারও প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রই ব্যাকরণ শাস্ত্রের

ব্যাকরণের উৎপত্তি

আদি প্রবর্ত্তক। সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তম্ ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্।

উত্তর বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; অবদান শতক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, শারিপুত্র বাল্যকালে ইন্দ্র-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বুস্তন (Buston) বলেন সর্ব্বজ্ঞ (শিব) প্রথম ব্যাকরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাকরণ জম্বুদ্বীপে কখনও প্রেরিত হয় নাই। অতঃপর ইন্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন এবং বৃহস্পতি উহা অধ্যয়ন করেন। এই ব্যাকরণ জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হয়। বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে, পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলনের পরেই ইন্দ্রের ব্যাকরণ বিলুপ্ত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ 'ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন উহাতে লিখিত আছে সপ্তবর্ম্মা (সর্ব্ববর্ম্মা) ষড়াননের নিকট ইন্দ্র ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া কার্ত্তিকেয় বলেন,—

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ॥

এই টুকু বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। সপ্তবর্ম্মা বা সর্ব্ববর্ম্মার ব্যাকরণ জ্ঞান এই সূত্র টুকু শুনিয়াই সঞ্জাত হইল। এই সূত্রটী কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। কেহ কেহ বলেন কলাপব্যাকরণ ইন্দ্র-ব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ বলেন সপ্তবর্ম্মা কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমকালীয়। যক্ষবর্ম্মা শাকটায়ন ব্যাকরণের টীকায় আদি বৈয়াকরণ ইন্দ্রের নাম ও ইন্দ্র-ব্যাকরণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদ ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যও ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোপদেবের ধাতুপাঠ কবিকল্পদ্রুমেও আদি বৈয়াকরণ ইন্দ্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ যথা :—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশালি-শাকটায়ন-
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

সিফ্‌নার (Schiefner) বলেন, তিব্বতীয় ভাষায় এখনও চন্দ্রব্যাকরণ সুরক্ষিত আছে। কেহ কেহ বলেন কলাপ-ব্যাকরণ চন্দ্র-ব্যাকরণের অনুগত ইন্দ্র-ব্যাকরণের অনুগত নহে। ইন্দ্র-ব্যাকরণের নাম কেবল গ্রন্থালোচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন যুগ হইতেই ব্যাকরণের নাম শুনিতে পাই। যদিও পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রবর্ত্তনে অপরাপর প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকরণ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণের বহু প্রচলন ছিল উপনিষদাদিতেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্ যথাঃ—

উপনিষদে ব্যাকরণ

শিক্ষাং ব্যাখ্যাং স্যামঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রাবলম্। সাম সন্তানঃ (৭।১২) (১১)। [তৈত্তিরীয় আরণ্যক]

ইহাতে বর্ণ স্বর ও মাত্রা। ব্যাকরণোক্ত তিনটী পরিভাষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পর্শ স্বর ও উষ্ম বর্ণের উল্লেখ আছে। (২।২২।৩।৫)। শতপথ ব্রাহ্মণের "নেহদ একবচনেন বহুবচনম্ ব্যবয়ামেহতি" এই বাক্যে ব্যাকরণ প্রোক্ত একবচন বহুবচনের কথা জানা যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে ভূ, অস্ প্রভৃতি ধাতুর রূপের আলোচনা হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মদ্ ধাতু (১।১০; ২।৩; ৩।২, ২৯) সুধা-সুহিত (৩।৪৯, ১৭ জনুংষি জাতবৎ (৪।৬, ২৯, ৩২; ৫।৫) প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ আছে, এতদ্ব্যতীত অক্ষর, অক্ষর পংক্তি, চতুরক্ষর; বর্ণ ও পদ প্রভৃতির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে :—

ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ, কিং প্রাতিপদিকম্ কিম্ নামাখ্যাতম্, কিং লিঙ্গং কিং বচনম্, কা বিভক্তিঃ; কঃ প্রত্যয়ঃ; কঃ স্বরঃ; উপসর্গো নিপাতঃ; কিং বৈ ব্যাকরণম্; কো বিকারঃ; কো বিকারী; কতি মাত্রাঃ; কতি বর্ণাঃ; কত্যক্ষরাঃ; কতি পদাঃ কঃ সংযোগঃ; কিং স্থানানুপ্রদানকরণম্; শিক্ষকাঃ কিমুচ্চারয়ন্তি, কিং ছন্দঃ কো বর্ণ ইতি পূর্ব্বপ্রশ্নাঃ।

(গোপথব্রাহ্মণ ১।২৪)

এতদ্ব্যতীত সামবেদের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ গ্রন্থে ব্যাকরণের পরিভাষার উল্লেখ আছে।

শিক্ষা

শিক্ষা বেদাঙ্গের অন্তর্গত। ইহাতে উচ্চারণের নিয়মাদি আলোচিত হইয়াছে। সংপ্রতি যে কয়েকখানি শিক্ষাগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ যোগ্য—কেশবীশিক্ষা, গোতমীশিক্ষা, নারদশিক্ষা, মণ্ডূকীশিক্ষা, লোমশন্তশিক্ষা। শিক্ষা গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অধিকতর আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রযুগের সময় হইতে এইরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে পাণিনির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবৃহৎ ব্যাকরণের কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পাণিনির সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের আর কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

পাণিনি

পাণিনি মুনির ব্যাকরণ পাণিনি বা অষ্টাধ্যায়ী বা "অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্" নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "পাণিনি" শব্দে দ্রষ্টব্য। এই ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটী অধ্যায় চতুষ্পাদে বিভক্ত সূত্র সংখ্যা ৩৯৯৬টী। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাহার কাহারও গণনায় সূত্র সংখ্যা ৩৮৬৩টী। জার্ম্মাণ পণ্ডিত বোট্‌লিঙ্ক্ (Bohtlingk) বলেন অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।১৬৬, ১৬৭ ; ৪।৩।১৩২ ; ৫।১।৩৬ ; ৬।১।৮২ ; ৬।১।১০০ ; ৬।১।১৩৭ এই যে সাতটী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা প্রকৃতপক্ষে পাণিনীয় সূত্র নহে কাত্যায়নের বার্ত্তিক। গোল্ডষ্টুকার বলেন এই সাতটী সূত্রের মধ্যে ৪।৩।১৩২ ; ৫।১।৩৬ ; ৬।১।৮২ এই সূত্র তিনটী বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, ও তদ্ধিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে এমন অনেকগুলি শব্দ আছে, যাহা পাণিনির নিজের উদ্ভাবিত, অপর কতকগুলি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের ব্যবহৃত শব্দগুলিরও অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাহার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী অনুস্বার, অন্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু প্রত্যয়, প্রদান, ভবিষ্যৎ কাল, বর্ত্তমানকাল—এই কয়েকটী শব্দ তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় নাই। অনুনাসিক আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব, এই ত্রয়োদশটী শব্দের নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি "প্রাঞ্চ" বৈয়াকরণদিগের ব্যবহৃত শব্দ বলিয়া বহুবার উক্ত হইয়াছে। পাণিনি ২।৩।১৩ সূত্রের "চতুর্থী" শব্দের ব্যাখ্যায় "চতুর্থী সংজ্ঞা প্রাচাম্" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পাণিনি পূর্ব্ব বৈয়াকরণদের নিকট হইতে এই সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাতিশাখ্যে কেবল ঞ, ণ, ং অনুনাসিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাণিনি উচ্চারণ স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিয়াছেনঃ—

"মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" ১।১।৮

কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে ১।৩৫ সূত্রে, অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্যে ১।৯২ সূত্রে "উপধার" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়ন বলেন "অন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (২।১।১১) কিন্তু পাণিনির সূত্র এই যে "অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (১।১।৬৫) পার্থক্য অল্প হইলেও উহাতে যথেষ্ট বিশিষ্টতা আছে। পাণিনি "অলঃ" এই শব্দটী যোজনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। মহাভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "কিমিদম্ অল্‌গ্রহণম্ অন্ত্যবিশেষণম্" এবং ভবিতুমর্হতি। উপধা সংজ্ঞায়ামন্ত্যনির্দ্দেশশ্চেৎ সংঘাতপ্রতিষেধঃ।" অর্থাৎ সংঘাত প্রতিষেধের নিমিত্তই "অল্" শব্দ গ্রহণ করা হইল। এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পাণিনির সূক্ষ্মদর্শিতা বিচক্ষণতা ও শাব্দিক পাণ্ডিত্যের বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনিকে অনেকেই প্রাচীন ব্যাকরণের সংস্কারক বলিয়া মনে করেন ; তাঁহারা বলেন,—

(১) পাণিনিদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে শিবসূত্রের আবিষ্কার ও প্রত্যাহারদ্বারা উহার প্রয়োগ সাধিত হয়।

(২) পাণিনির উদ্ভাবিত অনুবন্ধ সমূহ পাণিনির নিজস্ব।

(৩) কৃৎ, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ (তর, তম) ; ঘি (ই এবং উ); ঘু (দা ধা ইত্যাদি), টি এবং ভ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন।

(৪) গণসমূহের উদ্ভাবন।

পাণিনির সময়ে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়

পাণিনির সময়ে দুইশ্রেণীর বৈয়াকরণ ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ইঁহারা বলেন এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী এবং অপর শ্রেণী উত্তরাঞ্চলবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাণিনির ব্যাকরণে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেকগুলি স্থানের নাম আছে। ঐ সকল স্থানের নাম ঋগ্‌বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পূর্ব্বভারতেও যে এক সম্প্রদায় বৈয়াকরণ ছিলেন অনুসন্ধানে তাহাও জানা গিয়াছে।

পাণিনির কাল নির্ণয়

পাণিনির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুল কল্পনা, জল্পনা ও গবেষণা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর কোলব্রুক পাণিনি সম্বন্ধে পণ্ডিত জনোচিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে কিন্তু এই বিবাদজনক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বোট্‌লিঙ্কের নামই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ যোগ্য। বোট্‌লিঙ্ক কথা সরিৎসাগরের কাহিনীর আলোচনা করিয়াছেন (পাণিনি শব্দে দ্রষ্টব্য)। ইনি বলেন খৃষ্ট জন্মের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন এবং বোটেরও এই অভিপ্রায়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রনাড (Ranaud) নামক একজন গ্রন্থকার ভারত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (Memoirs of India after Arab, Persian and Chinese Writers) প্রণয়ন করেন। ইঁহার গ্রন্থে চিনের পরিব্রাজক অন্-ইয়ুং চুয়াঙ্ এর (৮২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই চিন পরিব্রাজকের মতে এদেশে দুইজন পাণিনি প্রসিদ্ধি লাভ

করেন। প্রথম পাণিনি অতি প্রাচীন, তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায় না, দ্বিতীয় পাণিনি বুদ্ধের ৫০০ শত বৎসর পরে প্রায় কণিষ্কের সময়ে জীবিত ছিলেন। এই সকল যুক্তি ধরিয়া এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে "যবনানী" শব্দ দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর বেবারের ধারণা হয় যে আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরেও পাণিনি জীবিত ছিলেন। বেবার বলেন খৃষ্টীয় ১৪০ অব্দে অর্থাৎ কণিষ্কের একশত বৎসর পরে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "যবনানী" শব্দের অর্থ যবনলিপি। কিন্তু বেবার মনে করেন উহা গ্রিকলিপি। গ্রিকলিপি মনে করার কোনও যুক্তি দেখা যায় না। হিন্দুরা প্রাচীন কালের পারসিক দিগকেও যবন বলিয়া অভিহিত করিতেন। আমাদের ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা প্রভৃতিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পণ্ডিত বেবারের এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন।

১৮৫৭ সালে ষ্টানিস্‌লেয়স জুলিয়েন (Stanislaus Julien য়ংযু চোয়ঙ্গের গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি বলেন কণিষ্কের কালে পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বত্র খ্যাতি ও বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাণিনির কাল নির্ণয়ে ম্যাক্‌স্‌মূলার প্রথমতঃ কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকা অনুসরণে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ নন্দরাজের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অতঃপর "ষড়্‌দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। গোল্ড‌ষ্টু‌কারের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন। গোল্ডষ্টুকারের মতটীও অসমীচীন বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক পিশেল (Prof. Picsell) পাণিনির কাল সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায় যে তিনি পাণিনিকে খৃষ্ট পূর্ব্বের ৬শত শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বৈয়াকরণ পাণিনির ন্যায় অপর একজন কবি পাণিনির নামও শুনা যায়। পিটার্সন ও উফ্রেকট্ বলেন কবি ও বৈয়াকরণ পাণিনি একই ব্যক্তি।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিলভেন লেভী (Sylven Levi) পাণিনি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বলেন আস্তি সৌভূতা ও ভগতাগণ পাঠে এই তিনটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষাতেও Omphis, Sophytes ও Pheyclas এই তিনটী শব্দ আছে। পাণিনি সম্ভবতঃ গ্রীকদের নিকট হইতেই এই শব্দত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কল্পনারই এক বিচিত্র খেলা।

ডাক্তার লিবিক্ (Liebich) বলেন পাণিনি খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি বলেন ভগবদ্গীতা পাণিনির পরে রচিত কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ তদীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন পাণিনি শেবাঙ্গ রাজের অধীন বাস করিতেন। ইঁহার মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্ব সম্মত। সম্ভবতঃ ইহারও বহুপূর্ব্বে এই বৈয়াকরণ কেশরীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাহা হউক এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিশিষ্ট প্রমাণ সুদুর্ল্লভ। অনুমান দ্বারা সূক্ষ্মরূপে কাল নির্ণয়ের দুষ্প্রয়াসে কোনও ফল নাই। এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় পাণিনি শব্দে দ্রষ্টব্য।

পাণিনির পরে ব্যাড়ি নামক একজন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন "সংগ্রহে ব্যাড়িকৃতলক্ষশ্লোকগ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধঃ" মহাভাষ্যকার ব্যাড়িকে পাণিনির পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথাঃ—

ব্যাড়ি

আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয় গৌতমীয়া একং পদং বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বাণি পূর্ব্বপদানি, তত্র ন জ্ঞায়তে কস্য পূর্ব্বপদস্য স্বরেণ ভবিতব্যমিতি। (৬।২।৩৬) মহাভাষ্য বার্ত্তিককারের "অভ্যর্হিতঞ্চ" (২।২।৩৪) এই সূত্রানুসারে পতঞ্জলি, আপিশলি প্রভৃতিকে স্ব স্ব আচার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যমূলক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

নিরুক্তকার যাস্ক কাহার মতে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী আবার কাহারও মতে তাঁহার পরবর্ত্তী। এই বিষয়ের বিচার "পাণিনি" শব্দে দ্রষ্টব্য।

যাস্ক

পাণিনীয় সূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিককার পাণিনির সমসাময়িক ও এক দেশবাসী ব্যক্তি এবং ইনিই বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যের প্রণেতা। কৈয়ট ও নাগোজীভট্ট বলেন এই কাত্যায়ন ভ্রাজা নামক শ্লোকের প্রণেতা যথাঃ—

কাত্যায়ন

কঃ পুনরিদং পঠিতম্। ভ্রাজা নামশ্লোকাঃ। কাত্যায়নোপনিবন্ধভ্রাজাখ্যশ্লোকমধ্যপঠিতস্য স্বস্য শ্রুতিরনুগ্রাহিকাস্তি। একঃ শব্দঃ সুজ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।" নাগোজী ভট্ট বলেন—ভ্রাজা নাম কাত্যায়নপ্রণীতাঃ শ্লোকা ইত্যাহুঃ।

পাণিনি সূত্রসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করার নিমিত্ত কাত্যায়ন বার্ত্তিক করেন। এই বার্ত্তিকগুলিও সূত্রের ন্যায়। কিন্তু ভ্রাজা শ্লোকগুলি অনুষ্টুপ্ ছন্দে বিরচিত। কাত্যায়নরচিত কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থখানিও অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

ষড়্‌গুরু শিষ্য বলেন এই কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থখানি কাত্যায়নের লিখিত। কথা-সরিৎসাগরে কাত্যায়ন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে তদ্‌যথা—পার্ব্বতীর শাপে বৎসরাজের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে কাত্যায়ন-বররুচির জন্ম হয়। বাল্য বয়সে ইনি অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ও অসাধারণ স্মারকতাশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। ইনি নাটকাদি একবার শুনিয়াই মাতার নিকটে সকল কথা যথার্থরূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শৈশবে সমগ্র প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ ইহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর ইনি বর্ষের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনিকে পরাস্ত করেন। পাণিনির সহিত যখন ইহাঁর বিচার হয়, মহাদেবের অনুগ্রহে সেই বিচারে ইনি জয় লাভ করেন এবং শিবের আদেশে অবশেষে ইনি পাণিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ ও পরে তদীয় পাণিনি-ব্যাকরণের বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। কাত্যায়ন নন্দরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই কাত্যায়ন পরিভাষা নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন কারিকাও কাত্যায়নের প্রণীত।

পতঞ্জলি।

পতঞ্জলি পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্যকার; (পতঞ্জলির পরিচয়াদি পতঞ্জলি শব্দে দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থের বিচার পদ্ধতি ও রচনা-প্রণালী অতি সুন্দর। ইহাতে ব্যাকরণের অতীব কঠিন কঠিন বিষয়গুলিও সাধারণ লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে কাব্যের সরলতা কেবল মহাভাষ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে মহাভাষ্য গ্রন্থ একখানি সমাদৃত শব্দশাস্ত্র (Philology)। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শব্দশাস্ত্রের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে গ্রন্থকারের আবির্ভাব সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে বহুল কথা জানা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। উহার কারণ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এইরূপ—ইনি পাণিনির সূত্র সম্বন্ধে প্রতি দিবস ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং ছাত্রগণের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রশ্নোত্তরই মহাভাষ্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং মহাভাষ্যে কথোপকথনের ভাষা এবং তজ্জন্যই ইহা প্রাঞ্জল। ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও ইহার বিচার পদ্ধতি অতি কঠিন। কেহ কেহ বলেন নব্য ন্যায়ের বিচার-পদ্ধতি মহাভাষ্যের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত। মহাভাষ্যকার এক অহ্নে (অহ্নি) অর্থাৎ একদিনে পুত্রদিগকে যে পরিমিত ব্যাকরণের উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই টুকুই এক আহ্নিক নামে অভিহিত হইয়াছে। যেমন, পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদটী নয়টী আহ্নিকে বিভক্ত হইয়াছে। মহাভাষ্যাধ্যয়ন ব্যতীত পাণিনীয় সূত্রের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ ভাবে হইল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মহাভাষ্যের টীকাকারগণের নাম "পতঞ্জলি" শব্দে দ্রষ্টব্য।

কাশিকাবৃত্তিকার

পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রধান ও প্রাচীন কাশিকাবৃত্তির নাম সর্ব্বত্র সুবিদিত। বামন ও জয়াদিত্য কাশিকাবৃত্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। অধ্যাপক বোট্‌লিঙ্ক স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়। ইনি বলেন রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন মিশ্র বলেন কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর জয়াপীড় সংস্কৃত ভাষার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বরাজ্যে ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রচারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইঁহার সভায় বহুল বৈয়াকরণ পণ্ডিত ছিলেন। যথা, ক্ষীর (ধাতুরঙ্গিণীকারপ্রণেতা), দামোদর গুপ্ত, মনোরম, শঙ্খদত্ত, চাটক, সন্ধিমান্ ও বামন। এই বামনই কাশিকাবৃত্তির অন্যতর গ্রন্থকার। জয়াপীড় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

কিন্তু এখানে একটী কথা বিবেচ্য—যদি কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা বামন জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত হইতেন, তাহা হইলে কহ্লন পণ্ডিত কি আর সেই কাশিকাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিতেন না ?

উইলসন বলেন, জয়াপীড়ের সভাস্থ বামন কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। বামনকৃত কাব্যালঙ্কার বৃত্তির প্রকাশক ডাক্তার কপ্পেলার সেই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে মৃচ্ছকটিককার শূদ্রক, কালিদাস, অমর, ভবভূতি, মাঘ, হরিপ্রভ, কবিরাজ, কামন্দকীনীতি নামমালা ইত্যাদি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম দেখা যায়। এই যে এখানে কবিরাজের নাম উল্লিখিত আছে, এই কবিরাজ যদি রাঘবপাণ্ডবীয়কার হয়েন, তাহা হইলে বামন খৃঃ দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য হইয়া পড়েন। ডাক্তার কপ্পেলারের মতে কাব্যালঙ্কারবৃত্তিকার বামন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

এস্থলে একটি কথা সবিশেষ বিবেচ্য। কাশিকাবৃত্তি কি বামন ও জয়াদিত্য নামে পৃথক দুই ব্যক্তির রচিত অথবা বামনজয়াদিত্য নামক কোনও এক ব্যক্তির ? কোলব্রুকের মতে বামনজয়াদিত্য এক ব্যক্তি। কাশীবাসী সুবিখ্যাত বালশাস্ত্রী "পণ্ডিত" পত্রের ১৮৭৮ সালের জুন মাস সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন কাশিকাবৃত্তি বামনজয়াদিত্য নামক এক ব্যক্তির রচিত। ইদানীন্তন তাঁহার এই অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কাশিকাবৃত্তি বামন ও জয়াদিত্য নামক দুই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের সবিশেষ কারণ আছে। ভট্টজীদিক্ষিত প্রণীত

সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রৌঢ়মনোরমা নাম্নী টীকায় তদ্ধিতপ্রকরণের "বৃদ্ধন্নার্থাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে "এতৎ সর্ব্বং জয়াদিত্যমতেনোক্তং বামনস্তু মন্যতে ইতি"। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে জয়াদিত্য ও বামন এই উভয়েই কাশিকাবৃত্তিকার। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বামনকৃত বৃত্তি, অপরাংশ জয়াদিত্য কৃত।

ডাক্তার বুলর কাশ্মীরে যে হস্তলিখিত কাশিকাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে আদি চতুরধ্যায়ই জয়াদিত্য কৃত, অপর চতুরধ্যায়ের রচয়িতা—বামন।

শব্দকৌস্তভ ও মনোরমায় লিখিত আছে—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্ গজঃ।

কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥"

এতদ্দ্বারা স্পটতঃই বুঝা যাইতেছে যে, কাশিকাকার বামন বেদার্থ প্রকাশক মাধবের এবং মাধব হইতে প্রাচীন বোপদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু ম্যাক্সমুলার বলেন ঋগ্ভাষ্যে মাধব কুত্রাপি বোপদেবের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বামনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণধাতুবৃত্তিতেও বামনের নামোল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ১৩৪০ অব্দে মাধব আবির্ভূত হইয়াছিলেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বোপদেব বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বামন দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকালায় লোক। সায়ণ হরদত্ত ও ন্যাসকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই হরদত্ত "পদমঞ্জরী" নামক কাশিকাবৃত্তির ব্যাখ্যাকার। ন্যাসকার কাশিকাবৃত্তির পঞ্জীপ্রণেতা।

বোপদেবকৃত কাব্যকামধেনু নামক ব্যাকরণে কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকার কথা ধৃত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ আলোচনায় বলা যাইতে পারে যে কাশিকাকার অবশ্যই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকার লোক। কিন্তু ইহার প্রকৃত সময় বিনির্ণয়ের কোনও উপায় দেখা যায় না।

এখন আর একটী কথা এই যে বামন ও জয়াদিত্য কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? ইহারা হিন্দু ছিলেন, কিংবা বৌদ্ধ ছিলেন, কিংবা জৈন ছিলেন? হিন্দুগণ গ্রন্থারম্ভে আশীর্নমস্কারাদির উল্লেখ করেন, কিন্তু কাশিকাবৃত্তিতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না। বালশাস্ত্রী সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কাশিকাবৃত্তির গ্রন্থকারদ্বয় হিন্দু ছিলেন না। ইঁহাদের সময়ে জৈন বৌদ্ধ ব্যাকরণের বহুল প্রচলন ছিল; তদ্‌যথা—ন্যাসকার, জিনেন্দ্রবুদ্ধ প্রভৃতির গ্রন্থ। অতঃপর হিন্দু বৈয়াকরণগণের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন আমরা ভট্টোজী দীক্ষিত, হরিদীক্ষিত ও নাগেশভট্ট প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই। বামন ও জয়াদিত্য এই উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাই অনেকের ধারণা।

সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইৎসিং এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য। খৃষ্টীয় ৬৩৫ সালে চীনদেশে ইৎসিং এর জন্ম হয়। ইনি ৬৭১ সালে ভারতে যাত্রা করেন এবং ৬৭৩ সালে তমলুকে আগমন করেন।

তিনি তথা হইতে নালন্দা বিহারে যাইয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ৬৯৫ সালে পুনরায় চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৭১০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের বহুল তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহার গ্রন্থের ৩৪ অধ্যায়ে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা দৃষ্ট হয়। শব্দ বিদ্যা সম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় লিখিয়াছেন।

ইনি লিখিয়াছেন—ছয় বর্ষ বয়স্ক বালক প্রথমতঃ "মূলসিদ্ধান্ত" শিক্ষা করিত। "সিদ্ধিরস্তু"ই মূল সিদ্ধান্ত। মূলসিদ্ধান্ত বর্ণপরিচয় নামে অভিহিত হইতে পারে। ছয় মাসে এই অধ্যয়ন শেষ হইত। ইৎসিং বলেন ইহাই মাহেশ্বর-সূত্র। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন মূলসিদ্ধান্তে ৪৯ বর্ণ, দশ সহস্রের অধিক শব্দ এবং ৩০০ শ্লোক আছে। প্রতি শ্লোকে ৩২টী করিয়া অক্ষর আছে।

দ্বিতীয় ব্যাকরণ শাস্ত্র—পাণিনিসূত্র। ইহাতে ১০০০ সূত্র। বালকেরা অষ্টম বর্ষে এই গ্রন্থের পাঠ আরম্ভ করে, আট মাসে ইহার পাঠ সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় ব্যাকরণ পুস্তক—ধাতু। ইহাতে ১০০০ সূত্র।

চতুর্থ গ্রন্থ—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ধাতু, (২) মঞ্জা, (৩) উণাদি। দশম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করা হইত।

পঞ্চম গ্রন্থ—পাণিনি সূত্র বৃত্তি। ইৎসিং বলেন, এই বৃত্তি গ্রন্থখানি বহুল ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের কর্ত্তা জয়াদিত্য। ইহার প্রতিভা নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় ৬৬০ সালের পূর্ব্বে জয়াদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন।

ইৎসিং বামনের নামোল্লেখ করেন না। ইৎসিংএর মতে জয়াদিত্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মতে বামন, রাজা জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত ছিলেন। জয়াপীড় অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাতে এই উভয় গ্রন্থকারের সময়ে এক শত বৎসরের ব্যবধানত্ব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহার সুমীমাংসা হয় না। তবে এতদ্দ্বারা ইহাই বলা যাইতে পারে যে কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে এবং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কোনও সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়া থাকিবে। কাশিকাবৃত্তিতে—

 ব্যাকরণ

ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্ (৪।২।৬০)

এই সূত্রে "তদধীতে তদ্বেদ" এই বিষয় "আখ্যানাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেভ্যষ্ঠক্" এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া আখ্যায়িকার উদাহরণে "বাসবদত্তিক" পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাসবদত্তাখ্যায়িকার সুবন্ধু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাতে আমাদের মনে হয় কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কাশিকাবৃত্তি খানি অতি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য।

নিম্নে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও উহার টীকার নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। পাণিনীয় সূত্র, ইহা অষ্টাধ্যায়ী নামেও পরিচিত।

২। অষ্টাধ্যায়ীর বার্ত্তিক—কাত্যায়ন প্রণীত।

৩। পাণিনীয় সূত্রের মহাভাষ্য—পতঞ্জলি মুনি প্রণীত।

৪। মহাভাষ্য প্রদীপ—কৈয়ট প্রণীত—মহাভাষ্যের টীকা।

৫। ভাষ্যপ্রদীপোদ্যত—নাগোজী ভট্ট প্রণীত কৈয়ট প্রণীত মহাভাষ্য প্রদীপের টীকা।

৬। কাশিকা বৃত্তি—বামন জয়াদিত্য প্রণীত—পাণিনীয় সূত্রের বৃত্তি।

৭। পদমঞ্জরী—হরিদত্ত প্রণীত কাশিকাবৃত্তির টীকা।

৮। ন্যাস বা কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা জিনেন্দ্রকৃত। (রক্ষিত কৃত ইহার টীকা আছে)।

৯। বৃত্তি-সংগ্রহ—নাগোজীভট্ট প্রণীত পাণিনি সূত্রের সংক্ষিপ্ত টীকা।

১০। ভাষাবৃত্তি—পুরুষোত্তমদের প্রণীত—বৈদিক ব্যাকরণের অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণিনীয় সূত্রের টীকা।

১১। ভাষা বৃত্ত্যর্থ বিবৃতি—সৃষ্টিধর প্রণীত ; (পুরুষোত্তম প্রণীত টীকার ব্যাখ্যা)।

১২। শব্দ কৌস্তুভ—ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত—পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যা।

১৩। প্রভা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড ওরফে বালম্ভট্ট প্রণীত

১৪। প্রক্রিয়া কৌমুদী—রামচন্দ্র আচার্য্য প্রণীত ; এখানি পাণিনির সূত্রাবলম্বনে রচিত ব্যাকরণ। কিন্তু পাণিনি সূত্রের প্রণালী এই গ্রন্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৫। প্রসাদ—বিঠ্ঠল্ আচার্য্য প্রণীত প্রক্রিয়া কৌমুদীর টীকা।

১৬। তত্ত্বচন্দ্র—জয়ন্ত রচিত ; এখানিও প্রক্রিয়া কৌমুদীর টীকা। কৃষ্ণ পণ্ডিত নামক জনৈক পণ্ডিতও প্রক্রিয়া কৌমুদীর এক সংক্ষিপ্ত টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৭। সিদ্ধান্ত কৌমুদী—ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত এই গ্রন্থ খানিও প্রক্রিয়া কৌমুদীর প্রণালীতে লিখিত হয়। কিন্তু প্রক্রিয়া কৌমুদীর প্রণালী অপেক্ষা এই গ্রন্থ অধিকতর বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে বহুস্থানে এই গ্রন্থখানি পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ের পঠন কার্য্যের সহায় বলিয়া সমাদৃত।

১৮। প্রৌঢ় মনোরমা—ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত ; ইহা সিদ্ধান্ত কৌমুদীরই টীকা।

১৯। তত্ত্ববোধিনী—জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী কৃত এই গ্রন্থখানি ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টীকা।

২০। শব্দেন্দুশেখর—এখানিও প্রাগুক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা।

২১। লঘু শব্দেন্দু শেখর—এখানিও প্রাগুক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা।

২২। চিদহি মালা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড বিরচিত ; এখানি লঘু শব্দেন্দু শেখরের টীকা।

২৩। শব্দরত্ন—হরিদীক্ষিত প্রণীত। নাগোজী ভট্ট মনোরমার যে টীকা করেন এখানি তাহারই ব্যাখ্যা।

২৪। লঘু শব্দরত্ন—উক্ত গ্রন্থের সংক্ষেপ।

২৫। ভাবপ্রকাশিকা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত এই গ্রন্থ হরিদীক্ষিতের প্রণীত শব্দরত্নের টীকা।

২৬। মধ্যকৌমুদী—বরদরাজকৃত, সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সংক্ষেপ করিয়া বরদরাজ এই গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাঁর প্রকাশিত লঘুকৌমুদী গ্রন্থও আছে।

২৭। পরিভাষা—পাণিনি সূত্র ব্যাখ্যার্থ বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য হইতে উদ্ধৃত নিয়মবচন।

২৮। পরিভাষা বৃত্তি—শিবদেব প্রণীত উপর্য্যুক্ত গ্রন্থের টীকা।

২৯। লঘু পরিভাষাবৃত্তি—ভাস্কর ভট্ট প্রণীত উপর্য্যুক্ত পরিভাষাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা।

৩০। পরিভাষা গ্রন্থের টীকা।

৩১। চন্দ্রিকা—স্বামী প্রকাশানন্দ প্রণীত পরিভাষার্থ সংগ্রহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

৩২। পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশভট্টকৃত পরিভাষাগ্রন্থের ব্যাখ্যা।

৩৩। পরিভাষেন্দু শেখর কাশিকা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডকৃত।

৩৪। কারিকা—মহাভাষ্য ও কাশিকাতে যে নিয়মশ্লোক আছে এখানি সেই শ্লোকের সংগ্রহ গ্রন্থ।

৩৫। বাক্য প্রদীপ বা বাক্ পদীয়—ভর্ত্তৃহরি প্রণীত। ইহার অপর নাম হরিকারিকা।

৩৬। ব্যাকরণ ভূষণ—কোণ্ড ভট্ট প্রণীত ; এই গ্রন্থ খানিও বাক্পদীয়ের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের দার্শনিক গ্রন্থ।

৩৭। ভূষণ সার দর্পণ—হরিবল্লভ প্রণীত ব্যাকরণ ভূষণ গ্রন্থের টীকা।

৩৮। ব্যাকরণ ভূষণ সার—ব্যাকরণ ভূষণের টীকা।

৩৯। ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা—নাগেশ ভট্ট রচিত। এ গ্রন্থ খানিও ভর্তৃহরির বাক্‌পদীয়ের ন্যায়।

৪০। লঘুভূষণ কান্তি—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত।

৪১। লঘুব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা।

৪২। কলা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত, এখানি লঘু ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষার টীকা।

৪৩। গণপাঠ।

৪৪। গণরত্ন মহোদধি সটীক।

৪৫। পাণিনি ধাতুপাঠ।

৪৬। ধাতু প্রদীপ বা তন্ত্র প্রদীপ মৈত্রেয় রক্ষিত কৃত,ইহাতে উদাহরণ ও ধাতুরূপের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৭। মাধবীয় বৃত্তি—সায়ণাচার্য্য প্রণীত।

৪৮। পদচন্দ্রিকা—একখানি ব্যাকরণ। ইহাতে পাণিনি সূত্র যথেষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাণিনীয় সূত্রাবলম্বনে এইরূপ আরও বহুল গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত তর্কশাস্ত্রসহ সম্বন্ধবিশিষ্ট আরও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ ব্যাকরণশাস্ত্রের দর্শন নামে অভিহিত হইতে পারে। নিম্নে আরও কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম উল্লিখিত হইতেছে :—

৪৯। সরস্বতীপ্রক্রিয়া—অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে সাত শত সূত্র আছে। গ্রন্থকার এই ব্যাকরণ সরস্বতী দেবীর প্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুস্থানে এই ব্যাকরণখানির অধিক প্রচলন। এই ব্যাকরণখানির তিনখানি টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—একখানি পুঞ্জরাজকৃত, অপরখানি মহীভট্ট প্রণীত। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামেও ইহার একখানি টীকা আছে।

৫০। শব্দানুশাসন বা হৈমব্যাকরণ—জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরি প্রণীত। জৈনগণ এই ব্যাকরণখানি আদরের সহিত পাঠ করেন। কামধেনু নামক ব্যাকরণগ্রন্থে অভিনব শাকটায়ন রচিত আর একখানি শব্দানুশাসন গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫১। প্রাকৃত মনোরমা—বররুচি প্রণীত প্রাকৃতচন্দ্রিকা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত টীকা। ইহাতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫২। কলাপব্যাকরণ—এই ব্যাকরণখানি বঙ্গদেশে অতীব প্রচলিত। ইহার অপর নাম কাতন্ত্রব্যাকরণ।

৫৩। দৌর্গসিংহী—দুর্গাসিংহ প্রণীত কলাপব্যাকরণের টীকা।

৫৪। কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা—দুর্গাসিংহকৃত।

৫৫। কাতন্ত্রবিস্তার—বর্দ্ধমান মিশ্রকৃত।

৫৬। কাতন্ত্রপত্রিকা—কলাপব্যাকরণের টীকা, ত্রিলোচন দাস প্রণীত।

৫৭। কলাপতত্ত্বার্ণব—রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি কৃত।

৫৮। কাতন্ত্রচন্দ্রিকা—কলাপটীকা।

৫৯। চৈত্রকুট—বররুচিকৃত কলাপটীকা।

৬০। ব্যাখ্যাসার—হরিরাম চক্রবর্ত্তিকৃত কলাপটীকা।

৬১। ব্যাখ্যাসার—রামদাসকৃত কলাপটীকা।

৬২। কলাপটীকা—সুষেণ কবিরাজকৃত।

৬৩। " রমানাথকৃত।

৬৪। " উমাপতিকৃত।

৬৫। " কুলচন্দ্রকৃত।

৬৬। " মুরারিকৃত।

৬৭। " বিদ্যাসাগরকৃত।

৬৮। কাতন্ত্রপরিশিষ্ট—শ্রীপতিদত্তকৃত।

৬৯। পরিশিষ্টপ্রবোধ—গোপীনাথকৃত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-টীকা।

৭০। পরিশিষ্টসিদ্ধান্তরত্নাকর—শিবরামচক্রবর্ত্তিকৃত কাতন্ত্র-পরিশিষ্টটীকা।

৭১। কাতন্ত্রগণধাতু—

৭২। মনোরমা—রমানাথকৃত কাতন্ত্রগণধাতুর টীকা।

৭৩। কাতন্ত্রষট্‌কারক—মহেশনন্দীকৃত।

৭৪। কাতন্ত্রউণাদিবৃত্তি—শিবদাস প্রণীত।

৭৫। কাতন্ত্রচতুষ্টয়প্রদীপ।

৭৬। কাতন্ত্রধাতুঘোষ।

৭৭। কাতন্ত্রশব্দমালা।

এতদ্ব্যতীত কলাপসূত্র ও তদ্বৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বনে আরও বহুল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

৭৮। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ—ক্রমদীশ্বর প্রণীত। এই ব্যাকরণখানি জুমরনন্দী দ্বারা প্রতিসংস্কৃত, এই নিমিত্ত ইহা জৌমার নামেও অভিহিত হয়।

৭৯। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকা—গোয়ীচন্দ্রকৃত।

৮০। ব্যাকরণদীপিকা—ন্যায়পঞ্চাননকৃত। এই গ্রন্থখানি গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকার ব্যাখ্যা।

৮১। দুর্ঘটঘটনা—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা।

সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণগ্রন্থাবলম্বনেও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকা-

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। গোপালচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দঘোষ ও ধাতুঘোষ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮২। মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

৮৩। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৪। ছাটা—মিশ্রকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৫। মুগ্ধবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৬। " রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৭। " মধুসূদনকৃত।

৮৮। " দেবিদাসকৃত।

৮৯। " রামভদ্রকৃত।

৯০। " রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৯১। " শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত।

৯২। " দয়ারাম বাচস্পতিকৃত।

৯৩। " ভোলানাথকৃত।

৯৪। " কার্ত্তিকসিদ্ধান্তকৃত।

৯৫। " রতিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৬। " গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৭। মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট—কাশীশ্বরকৃত।

৯৮। " নন্দীকেশ্বরকৃত।

৯৯। কবিকল্পদ্রুম—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

১০০। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাত্বর্থ।

১০১। ধাতুদীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০২। কবিকল্পদ্রুমব্যাখ্যা—রামন্যায়ালঙ্কারকৃত। রামন্যায়ালঙ্কার কবিকল্পদ্রুমের আরও একখানি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১০৩। ধাতুরত্নাবলী—রাধাকৃষ্ণ প্রণীত।

১০৪। কবিরহস্য—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুগ্ধবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৫। সুপদ্মব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত প্রণীত। যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৬। মকরন্দ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

১০৭। সুপদ্মব্যাকরণটীকা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত।

১০৮। " কাশীশ্বর।

১০৯। " শ্রীধরচক্রবর্ত্তী।

১১০। " রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১১১। সুপদ্মপরিশিষ্ট।

১১২। সুপদ্মধাতুপাঠ—পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্মব্যাকরণের পরিভাষা ও উণাদিবৃত্তিও আছে।

১১৩। কাশীশ্বরগণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১১৪। কাশীশ্বরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৫। রত্নমালাব্যাকরণ—পুরুষোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৬। দ্রুতবোধ—ভরতমল্লপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৭। শুদ্ধসুবোধ - রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৮। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবল্লীলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯। চৈতন্যামৃত—এখানিও গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের প্রণীত। ইহার টীকা আছে।

১২০। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। পদ্যে রচিত-ব্যাকরণ।

১২১। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামপঞ্চাননকৃত।

১২২। রূপমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২৩। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীশ্বর প্রণীত।

১২৪। আশুবোধব্যাকরণ।

১২৫। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৬। শীঘ্রবোধব্যাকরণ।

১২৭। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৮। দিব্যব্যাকরণ।

১২৯। পদাবলীব্যাকরণ।

১৩০। উদ্ধাব্যাকরণ প্রভৃতি আরও বহুল নাতিবৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশিক্ষার নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণবৃত্তিটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকাব্যাখ্যার নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত

এবং ব্যাকরণ-পাঠাবলম্বীদের সুপরিচিত। ফলতঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণগ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তালিকা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত মাধবীয়বৃত্তিতে আরও বহুল বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

চন্দ্র, আপিশলি, শাকটায়ন, আত্রেয়, ধনপাল, কৌশিক, পুরস্কার, সুধাকর, মধুসূদন, যাদব, ভাগুরি, শ্রীভদ্র, শিবদেব, রামদেবমিশ্র, দেবনন্দী, রাম, ভীম, ভোজ, হেলারাজ, সুভূতিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যজ্ঞনারায়ণ, কণ্বস্বামী, কেশবস্বামী, শিবস্বামী, ধূর্ত্তস্বামী, ক্ষীরস্বামী, (এই ক্ষীরস্বামী ক্ষীরতরঙ্গিণীপ্রণেতা) ইত্যাদি।

মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে তরঙ্গিণী, আভরণ, শাকাভরণ, সামন্ত, প্রক্রিয়ারত্ন ও প্রতীপ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।

অনেক ব্যাকরণগ্রন্থে ব্যাঘ্রভূতি ও ব্যাঘ্রপাদের বার্ত্তিকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধাতুপারায়ণ নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই ধাতুপারায়ণখানি হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাসের রচিত ধাতু-দীপিকা গ্রন্থে ভট্টমল্ল, গোবিন্দভট্ট, চতুর্ভুজ, গদিসিংহ, গোবর্দ্ধন এবং শরণদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বর-রুচি বিরচিত। এই গ্রন্থের প্রাকৃত-মনোরমা বা প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তিগ্রন্থও আছে। উহা ভামহ বিরচিত; প্রাকৃতমঞ্জরী নামক বৃত্তিখানি কাত্যায়ন-কৃত এবং প্রাকৃতসঞ্জীবনী নাম্নী টীকাখানি বসন্তরাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-ভাষার আলোচনার জন্য আরও অনেকগুলি ব্যাকরণ বিরচিত হয়; নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল :—

প্রাকৃত-কল্পতরু—রাম তর্কবাগীশ।

প্রাকৃত-কামধেনু—লঙ্কেশ্বর, ইহা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-কৌমুদী—

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—কৃষ্ণ পণ্ডিত; ইনি শেষকৃষ্ণ নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—করঞ্জ কবিসার্ব্বভৌম বামনাচার্য্য।

প্রাকৃত-দীপিকা—চণ্ডীদেব শর্ম্মা, এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ের টীকা।

প্রাকৃত-পাদ—নারায়ণ; এই গ্রন্থখানির পূর্ণনাম সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃতপাদ।

প্রাকৃত-প্রক্রিয়াবৃত্তি—উদয় সৌভাগ্যগণি; ইহা হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা। এই গ্রন্থখানি বুৎপত্তি-দীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তিঢুণ্ঢিকা নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-প্রদীপিকা—

প্রাকৃত-প্রবোধ—নরচন্দ্র; ইহা হেমচন্দ্র রচিত প্রাকৃতাধ্যায়ের অপর একখানি বৃত্তি।

প্রাকৃত-ভাষান্তরবিধান—চন্দ্র।

প্রাকৃত-রহস্য—ইহা ষড়্‌ভাষাবার্ত্তিক নামেও বিদিত।

প্রাকৃত-লক্ষণ—চণ্ড।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—সামন্ত ভদ্র।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র (শব্দানুশাসন)।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ বৃত্তি—ত্রিবিক্রমদেব।

প্রাকৃত-সংস্কার—

প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব—মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র।

প্রাকৃত-সূত্র—বাল্মীকি।

প্রাকৃতাধ্যায়—হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের ৮ম অধ্যায়।

প্রাকৃতানন্দ—রঘুনাথ শর্ম্মা।

প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী—

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের নাম "Vocabuiaris em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes dedicado ao Excellent e Revir Senhor D. T. Mignel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegeneia do Padra Jr Manoel da Assumpeam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental." Lisbon. 1743

হালহেড্‌ নামক একজন সিবিলিয়ান বাঙ্গালা-ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্‌ বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরী কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহার ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর প্রণীত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। প্রণেতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। উহা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত।

মুগ্ধবোধ, মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। পত্রসংখ্যা ৫৫। [কেরী ও ফর্ষ্টার এবং ওয়ালষ্টন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।]

১৮২০ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে পিয়ার্সন স্বয়ং মরে সাহেব কৃত ইংরাজী ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন।

কীথ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—পত্রসংখ্যা ৫৯। মূল্য দুই আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত পনর হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

স্যার্ চার্লস্ হৌটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। মূল্য ১৫৲। ইহার একস্থলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বুঝান হইয়াছে।

ইংলিসদর্পণ, অর্থাৎ ইংরাজির বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্রসংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোর ব্যাকরণ—১৮২২। Grammar by Gangakisser; ইহা ইংরাজিভাষার কি বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ তাহা নাম হইতে বুঝা যায় না।

ভাষা-ব্যাকরণ—১৮২৩। পত্রসংখ্যা ৭৬। লেখক অজ্ঞাত। [১৮২৩ খৃঃ বাঙ্গালাভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজি-ব্যাকরণও প্রকাশিত হয়; লেখকের নাম জানা যায় নাই]।

ব্যাকরণসার—নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। ইহা বাঙ্গালায় লিখিত একখানি সংস্কৃতব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৭১। ১৮২৪ স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রামমোহন রায়ের ইংরাজিভাষায় লিখিত বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮২৬। ইংরাজদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—ইংরাজির অনুবাদ, পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৩; শেষ সংস্করণ স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫১। এই সময়ের মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। "এই গ্রন্থে দার্শনিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব ঘটিত সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।" *

মরে সাহেবের ইংরেজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্সমান। ১৮৩৩।

ছন্দোমঞ্জরী—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রকাশিত। ১৮৩৪। মূল্য ।০ চারি আনা।

ব্যাকরণসংগ্রহ—পত্রসংখ্যা ১৯, গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কর্ত্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ব্যাকরণসার—দ্বারকানাথ রায়।

[বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-ভূষণসার নামে ও দ্বারকানাথ শর্ম্ম প্রণীত একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।]

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৭৮। মূল্য চারি আনা।

* এই ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সারসংগ্রহ—বাঙ্গালাব্যাকরণ, ভগবচ্চন্দ্র প্রকাশিত। ১৮৪০।

ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী একজন বৈদ্য। ইংরাজি-ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত। পত্রসংখ্যা ৮২।

১৮৪১, "গৌড়ীয়ব্যাকরণ—প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী। হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংগৃহীত"।

ভগবচ্চন্দ্রের ব্যাকরণসারসংগ্রহ—দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৪৫, পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য বার আনা। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ-বিচার সহ।

সংস্কৃতব্যাকরণ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় লিখিত। ইউরোপীয় ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্ব্বনাম পর্য্যন্ত। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ৮০। মূল্য আট আনা।

কেরি সাহেবের ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬ খৃঃ। পত্রসংখ্যা ১০৯। মূল্য এক টাকা। ইহার একস্থলে বাঙ্গালাভাষায় চলিত পাঁচশত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ও অর্থ দেওয়া ছিল।

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদয়—মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত। লেখক উত্তরপাড়া নিবাসী তারকনাথ শর্ম্মা। পত্রসংখ্যা ২২৬। (১৮৪৭)।

শ্যামাচরণের ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৪০৮। মূল্য পাঁচ টাকা। ইংরাজিভাষাভিজ্ঞের জন্য লিখিত। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গভর্মেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

উপক্রমণিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫১; চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১১৮। মূল্য আট আনা। এই ব্যাকরণ খানি মিঃ উইলিয়মস্ কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদের আদর্শে রচিত। সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত। অন্যত্র মুগ্ধবোধের স্থান অধিকার করিতেছিল।

শ্যামাচরণের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৩৬৯। মূল্য আঠার আনা। তৎপ্রণীত ইংরাজি ব্যাকরণের অনুবাদ।

ওয়াগ্নার সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১২৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা। স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষ্ণুসার ব্যাকরণ—১৮৫৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ। ফ্রিচার্চের পণ্ডিত বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৬।

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ—পত্রাঙ্ক ১০৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৩। ছন্দঃপ্রকরণ ও রসপ্রকরণ সমেত। সমগ্র গ্রন্থ পদ্যে রচিত। লেখক সৈনিকবিভাগের একাউন্টেন্ট আফিসের কেরাণী ও হুগলিকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

ক্ষেত্রমোহনের ব্যাকরণ—পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৪। হিন্দু-কলেজ-পাঠশালার ব্যবহারার্থ রচিত।

১৮৫৭, বাঙ্গালাব্যাকরণ—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৮৬৫। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য ।৵০।

১৮৫৭, (২য় সংস্করণ) ধাতুমালা—Rev. J. Long প্রণীত।

১৮৫৮, বঙ্গভাষাব্যাকরণ—ব্রজকিশোর গুপ্ত বিরচিত।

১২৬৬ (১৮৫৮ খৃঃ ২য় সংস্করণ), সুখবোধ—ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ প্রণীত।

১৮৫৮, সরলব্যাকরণ—লেখকের নাম অপ্রকাশিত। ২য় সংস্করণ ১৮৬১। মূল্য ||০।

১৮৬১, বাঙ্গালাব্যাকরণ—লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত। কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশিত। ২৭শ সংস্করণ সংবৎ ১৯৪৯; ৩২শ সংস্করণ সংবৎ ১৯৫৪ মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। এই সংস্করণে গ্রন্থকারের পুত্র ললিতমোহন শর্ম্ম-মহাশয় গ্রন্থের আদ্যন্ত পরিবর্ত্তন করেন।

১৮৬৪, ব্যাকরণসেতু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার সংগৃহীত।

১২৭৫ (১৮৬৭ খৃঃ), সমাস-দর্পণ—আদ্যনাথ শর্ম্মপ্রণীত।

১৮৬৮, ছন্দোমালা—মধুসূদন বাচস্পতি প্রকাশিত। পৃঃ ১০২।

১৮৬৮, লঘুব্যাকরণ—জয়গোপাল গোস্বামিপ্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭০।

১৮৭১, বাঙ্গালাব্যাকরণ-সঞ্জীবনী—যশোদানন্দন সরকার প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৬; ৪র্থ ১৮৮১। পৃষ্ঠা ১২৭। মূল্য ||৵০।

১৮৭৩, নববোধব্যাকরণ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল্ প্রণীত।

১৮৭৩, বাঙ্গালাব্যাকরণ—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত। ১৬শ সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩০৫। ১৮শ ১৩০৭।

১৮৭৪, ব্যাকরণাঙ্কুর—স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত। পৃঃ ৮৪। ২৩শ সংস্করণ ১৯০২।

১৮৭৪, কাব্যদর্পণ—লেখকের নাম অপ্রকাশিত।

১৮৭৫, প্রথমপাঠ বাঙ্গালাব্যাকরণ—শ্রীযাদবচন্দ্র গোস্বামি প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৭। ৭ম সংস্করণ ১৮৯৫।

১৮৭৫, সুখবোধব্যাকরণ—শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। ১২শ সংস্করণ ১৮৯৭। ১৫শ, ১৯০১।

১৮৭৯, বাঙ্গালাব্যাকরণ ও রচনা-পদ্ধতি—কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ২১৮। পরিশিষ্ট ৫৪ পৃঃ। ২য় সংস্করণ ১৮৮১। ৩য় ১৮৮৩। ১১শ ১৮৯৭। ১৫শ ১৯০০। ১৮শ ১৯০৪।

১৮৮০, পদবোধব্যাকরণ—রামচন্দ্র (ভট্টাচার্য্য) বিদ্যারত্ন প্রণীত। ২য়, ১২৮৮ ও ৬ষ্ঠ, ১৮৯০।

১৮৮০, বাঙ্গালাব্যাকরণপ্রবেশিকা—জগদ্বন্ধু মোদক। ১৩শ সংস্করণ ১৯০০ খৃঃ।

প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮৮৬ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পণ্ডিত তারিণীশঙ্কর সান্যাল প্রণীত। ২৬শ সংস্করণ ১৯০২।

১২৮৮ (১৮৮০ খৃঃ), বাঙ্গালাব্যাকরণ—চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ২৩৮

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ চার্ল্স্ উইলকিন্স ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইয়েটস্ সাহেব সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। ইহার পরে ইয়েটস্ একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে জন বীমস্ ও ফর্বেস্ কৃত দুইখানি বঙ্গভাষায় রচিত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে Mrs Moorat ইংরাজীভাষায় একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, উহার নাম Elementary Bengali Grammar in English. এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালাশিক্ষার্থী য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী-দিগের বিশেষ উপযোগী। ১৯২৩ সম্বতে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপক্রমণিকা ব্যাকরণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণকৌণ্ডিন্য (পুং) একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ব্যাকর্ত্তৃ (ত্রি) জগৎস্রষ্টা। সৃষ্টিকর্ত্তা।

ব্যাকার (পুং) ১ ব্যাখ্যা, বিবৃতি। ২ পরিবর্ত্তিতাকার।

ব্যাকীর্ণ (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত। বিক্ষিপ্ত, ছড়ান, বিশেষরূপে চারি দিকে ছড়ান।

ব্যাকুঞ্চিত (ত্রি) বিশেষ আকুঞ্চিত। থিলানের ন্যায় বাঁকান।

ব্যাকুল (ত্রি) বিশেষেণাকুলঃ। ১ শোকাদি দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা শূন্য। শোকমোহাদিতে অভিভূত হইয়া যিনি ইতি কর্ত্তব্যতা জ্ঞানশূন্য হন। পর্য্যায়—বিহস্ত। (অমর) ২ ব্যাপৃত। ৩ উৎকণ্ঠিত। ৪ কাতর। ৫ ভয়বিধুর। ৬ উপদ্রুত।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাগবত ১।৩।২৮)

ব্যাকুলতা (স্ত্রী) ব্যাকুলস্ত ভাবঃ তল-টাপ্। ব্যাকুলের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাকুলত্ব, আকুলতা, কাতরতা।

ব্যাকুলধ্রুব (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ব্যাকুলাত্মন্ (ত্রি) ব্যাকুলঃ আত্মা যস্ত। শোকাভিহত-চিত্ত। শোককাতর।

ভো বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা বহুকুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা !
রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা দশরথতনয়ঃ পৃচ্ছতে শোকদগ্ধঃ।
(মহানাটক)

ব্যাকুলিতিন্ (ত্রি) ব্যাকুলিত।

ব্যাকৃতি (ত্রি) বিশিষ্টা আকৃতিঃ। ১ ভঙ্গি। (হলায়ুধ) ২ ছল, বঞ্চনা।

ব্যাকৃত (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত। ১ প্রকাশিত। ২ ব্যাখ্যাত। ৩ পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত।

ব্যাকৃতি (স্ত্রী) বি-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ প্রকাশন। ২ ব্যাখ্যান। ৩ পরিবর্ত্তন, রূপান্তরীকরণ।

ব্যাকোপ (পুং) বিশেষ ব্যাপ্তি। (কুসুমাঞ্জলী ৬।৯)

ব্যাকোশ (পুং) ব্যাকুশতি প্রস্ফুটতীতি বি-আ-কুশ ক। ১ বিকাশিত। (অমরটীকা রামাশ্রম)

"দোষাপি নূনমহিমাংশুরসৌ কিলেতি-
ব্যাকোশকোকনদতাং দধতে নলিন্যঃ।" (মাঘ ৪।৪৬)

ভাবে-ঘঞ্। ২ প্রস্ফুটন।

ব্যাকোষ (ত্রি) ব্যাকুষ্ণাতি মুকুলী ভাবাদ্ বহি র্নিঃসরতীতি- বি-আ-কুষ-ক। প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, বিকশিত।

"তং পদ্মনিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
ব্যাকোষপদ্মাভিমুখো নলো বিধ্যাধ সায়কৈঃ॥"
(ভারত ৭।৩০।২২)

ব্যাক্রোশ (পুং) বি-আ-ক্রুশ-ঘঞ্। তিরস্কার, কটূক্তি, দুর্ব্বাক্য, গালাগালি।

ব্যাক্রোশক (ত্রি) চীৎকারকারী।

ব্যাক্ষেপ (পুং) বি-আ-ক্ষিপ্-ঘঞ্। বিলম্ব।

"অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধের্হি লক্ষণম্।" (রঘু ১০।৬)

২ ব্যাসঙ্গ অন্যাসঙ্গ। ৩ আকুলতা।

ব্যাখ্যা (স্ত্রী) ব্যাখ্যানমিতি বি-আ-খ্যা 'আতশ্চোপসর্গে' ইতি অঙ্, তত টাপ্। বিবরণ, ব্যাখ্যান, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থানৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ কচিৎ॥"
(ভাগবত ৭।১৩।৮)

ব্যাখ্যা শব্দে সাধারণতঃ টীকা বা অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ বুঝায়। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল প্রায় সূত্র বা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং ব্যাখ্যা ভিন্ন অর্থবোধ হওয়া কঠিন, এই জন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রসমূহের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে, ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলি বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি নানাশাখায় বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন ব্যাখ্যার একটী সাধারণ লক্ষণও আছে। তদ্‌যথা—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

পদচ্ছেদ—অর্থাৎ সূত্রে কয়টী পদ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া ; পদার্থোক্তি—কোন্ পদের কি অর্থ তাহা নির্দ্দেশ করা ; বিগ্রহ—সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করা ; বাক্য-যোজনা—সমস্ত বাক্যটীর বা সূত্রটীর অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা ; আক্ষেপের সমাধান—সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন, ব্যাখ্যার এই পাঁচটী লক্ষণ। ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত পাঁচটী বিষয় থাকা উচিত। বেদেও পদচ্ছেদ প্রদর্শনের জন্য পদপাঠ, পদগ্রন্থ এবং ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যা-গ্রন্থে সর্ব্বস্থলে সমভাবে ঐ পাঁচটী বিষয় বর্ণিত হয় নাই। বাক্য-যোজন দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা-কর্ত্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনাচ্ছলেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। আক্ষেপের সমাধানের জন্য তাঁহারা স্থলবিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই স্থলে সাধারণতঃ শেষ কল্পই সমীচীন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তি যোগ্য। শেষ কল্পটীর নির্দ্দেশ করিলেই যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীচীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলির উপন্যাস অন্যায় বা অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ শিষ্টবুদ্ধির বৈশদ্য ও পরিচালনার জন্য বা কৌশলপ্রদর্শন অভিপ্রায়ে নানাকল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা গ্রন্থেরও বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। বৃত্তি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত ও তদীয় রচনা গাম্ভীর্য্যযুক্ত। যে গ্রন্থে সূত্রানু-সারি-পদের দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয়, এবং নিজের প্রযুক্ত পদ সকল অর্থাৎ বাক্যগুলিও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষ্য। ভাষ্যের রচনা প্রগাঢ়। ভাষ্যের অক্ষরার্থ সহজ, তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ আয়াসগম্য। কোন বৃত্তি ভাষ্যাকারে এবং কোন কোন ভাষ্যও ব্যাখ্যার প্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া

যায়। তাহাতে ভাষ্যের লক্ষণ আদৌ নাই। যে ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত, অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয় তাহার নাম বার্ত্তিক।

[ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

২ বর্ণন, কথন। ৩ গ্রন্থ।

"ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসঃ বিদ্যাঙ্কহস্তাম্বুজৈঃ" (তন্ত্রসার)

ব্যাখ্যাগম্য (ক্লী) ব্যাখ্যয়া গম্যং ব্যাখ্যয়া বিবরণেন গম্যতে জ্ঞায়তে যৎ। উত্তরাভাসভেদ। বাদী নালিস করিলে প্রতিবাদী যথার্থ উত্তর না দিয়া কোনরূপ একটী উত্তর দিলে তাহাকে ব্যাখ্যাগম্য কহে।

"অন্তর্ব্যস্তপদব্যাপি নিগূঢ়ার্থং তথাকুলম্।

ব্যাখ্যাগম্যমসারঞ্চ নোত্তরং শস্তুতে বুধৈঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ ব্যাখ্যা অর্থাৎ টীকাদি দ্বারা যাহা বোধগম্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাত (ত্রি) বি-আ-খ্যা ক্ত। বিবৃত, কথিত, যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাতব্য (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তব্য। ব্যাখ্যান যোগ্য, ব্যাখ্যার্হ, ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত।

ব্যাখ্যাতৃ (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তৃচ্। ব্যাখ্যাকারক। যিনি ব্যাখ্যা করেন।

ব্যাখ্যান (ক্লী) বি-আ-খ্যা-ল্যুট্। ব্যাখ্যা, বিবরণ, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

ব্যাখ্যানশালা (স্ত্রী) ব্যাখ্যানস্য শালা। ব্যাখ্যান-গৃহ, যে গৃহে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাস্বর (পুং) ১ ব্যাখ্যার উপযুক্ত স্বর। ২ মধ্যম স্বর। (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।১৩।৬)

ব্যাখ্যেয় (ত্রি) বি-আ-খ্যা-যৎ, আকারস্য একারঃ। ব্যাখ্যার্হ, বর্ণনীয়, ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

ব্যাঘট্টন (ক্লী) বি-আ-ঘট্ট-ল্যুট্। ১ সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘট্টন। ২ আলোড়ন, মন্থন।

ব্যাঘাত (পুং) ব্যাহন্যতেঽনেনেতি বি-আ-হন ঘঞ্, নস্য ত। ১ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ত্রয়োদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ নহে, ইহাতে কোন শুভ কর্ম্মাদি করিতে নাই। তবে একটু বিশেষ এই যে, এই যোগের প্রথম ছয়দণ্ড ত্যাগ করিয়া শুভকর্ম্ম করা যায়।

"গণ্ড ব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।

বৈধৃতি ব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে সাধুদিগের বিঘ্নকারী, কঠোর, অসত্যভাষী, দয়াশূন্য, মন্দ চক্ষু, দীর্ঘ শরীর ও কৃশাঙ্গ হইয়া থাকে।

"ব্যাঘাতকর্ত্তা চ সতাং নিতান্তং ব্যাঘাতজন্মা মনুজঃ কঠোরঃ।
অসত্যভাষী কৃপয়া বিহীনো মন্দেক্ষণো দীর্ঘতনুঃ কৃশাঙ্গঃ॥"
(কোষ্ঠী প্রদীপ)

২ অন্তরায়, বিঘ্ন।

"তেন ব্যাঘাতমন্ত্রাণাং ক্রিয়মাণমবেক্ষ্য চ।" (ভারত ১।১।২৮৮)

৩ প্রহার। (মেদিনী) ৪ কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ।

ব্যাঘাতঃ স তু কেনাপি বস্তু যেন যথাকৃতম্।
তেনৈব চেদুপায়েন কুরুতেঽন্যস্তদন্যথা॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭২৬)

কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একটী কার্য্য করে, অন্য ব্যক্তি সেই উপায় দ্বারা যদি সেইরূপ কার্য্যের অন্যথা করে, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

হরনেত্র দ্বারা ভস্মীভূত মদন নারীগণ কর্ত্তৃক সেই নয়ন দ্বারাই জীবিত হইয়াছিল। অতএব বিরূপাক্ষ জয়কারিণী বামলোচনাদিগকে স্তব করি। এই স্থলে হরনেত্র দ্বারা মদন দগ্ধ হইয়াছিল। নারীগণ সেই নেত্র দ্বারাই তাহাকে জীবিত করে, সুতরাং যে উপায় দ্বারা মদনভস্ম হইয়াছিল, সেই উপায় দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ জীবিত হওয়ায়, ব্যাঘাত-অলঙ্কার হইল।

অন্যবিধ লক্ষণ—

"সৌকর্য্যেণ চ কার্য্যস্য বিরুদ্ধং ক্রিয়তে যদি॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭২৭)

যদি কার্য্যের সৌকর্য্য দ্বারা বিরুদ্ধকৃত হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"ইহৈব ত্বং তিষ্ঠ দ্রুতমহমহোভিঃ কতিপয়ৈঃ
সমাগন্তা কান্তে! মৃদুরসি ন চায়াসসহনা।
মৃদুত্বং মে হেতুঃ সুভগ! ভবতা গন্তুমধিকং
ন মৃদ্বী সোঢ়া যদ্বিরহকৃতমায়াসমসহম্॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ইহা নায়কনায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তি, কোন নায়ক বিদেশ গমনকালে নায়িকাকে বলিয়াছিল হে কান্তে! তুমি এই গৃহে অবস্থান কর, আমি কতিপয় দিন মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তুমি অতি কোমলা, আয়াস সহ্য করিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমার সহিত গমনক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না। এই কথায় উত্তরে নায়িকা বলিয়াছিল, হে সুভগ! আমার মৃদুতাই আপনার সহিত

গমনের প্রধান কারণ, আমি মৃগী বলিয়া আপনার সহিত গমন করিব. কারণ বিরহকৃত অসহনীয় আয়াস আমি সহ্য করিতে পারিব না। এই স্থলে নায়ক নায়িকাকে মৃগী বলিয়া তাহার সহিত গমন অযুক্ত বলিয়াছিল, কিন্তু নায়িকা হেতু দ্বারা ঐ মৃগতাই তাহার গমনের প্রধান কারণ বলায়. সৌকর্য্য দ্বারায় কার্য্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় এখানে ব্যাঘাত অলঙ্কার হইল।

অত্র নায়কেন নায়িকামৃগত্বং সহগমনাভাবহেতুত্বেনোক্তং, নায়িকয়া চ প্রত্যুক্ত সহগমনে ততোঽপি সৌকর্য্যেণ হেতুত্বয়োপন্যস্তম্। (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যাবারণ (ক্লী) জলসিঞ্চন কার্য্য। (কাত্যায়ন শ্রৌ° ৮।৫।২)

ব্যাঘ্র (পুং) ব্যাজিঘ্রতীতি বি-আ ঘ্রা-ক। স্বনামখ্যাত চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ, চলিত বাঘ। পর্য্যায়—শার্দ্দূল, দ্বীপী, পৃদাকু, বনখ. চিত্রক, পুণ্ডরীক, হিংস্র পশু. ব্যাড়, হিংস্রক, হিংসারু, শ্বাপদ. পঞ্চনখ, ব্যাল, গুহাশয়, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র, ভীরু, নখায়ুধ। ইহার মাংসগুণ—অর্শঃ, প্রমেহ, জঠরাময় ও জড়তানাশক, (রাজনি°) ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি প্রসহন জাতীয় জন্তু। অগ্নি পুরাণে লিখিত আছে যে, কশ্যপপত্নী দংষ্ট্রার গর্ভে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

"দংষ্ট্রা ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ ব্যাঘ্রসিংহাংশ্চ ভাবিনী।
দ্বীপিনশ্চ সুতাস্তস্যা ব্যালাস্তাশ্চামিষপ্রিয়াঃ॥"
(বহ্নিপুরাণ কাশ্যপীয় বংশনামাধ্যায়)

এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্তু স্তন্যপায়ী, এবং অতিশয় হিংস্র ও মাংসাশী বলিয়া পরিচিত। উদরে ক্ষুধা না থাকিলেও ইহারা সম্মুখের শিকার না মারিয়া ছাড়ে না। শুনা যায়, ইহারা গোমেষাদি, এমন কি, মনুষ্যদিগকেও অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া মুখে করিয়া গভীর জঙ্গলে লইয়া যায় এবং তথায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তাহাকে আহার করে। একটী মনুষ্য বা পশু একবারে আহার করিতে অশক্ত হইলে ইহারা অবশিষ্ট গলিত শবদেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত আহার করে। আমাদের দেশে বিড়ালেরা যেমন ইন্দুর ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে নিহত করে, ব্যাঘ্রেরাও সেইরূপ শিকার লইয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া স্বয়ং দূরে সরিয়া যায়। ঐ সময়ে শিকার যদি পলাইতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ইহারা দূর হইতে লাফ দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে কামড়াইয়া বা থাবার আঘাতে নির্জ্জিত করিয়া পুনরায় সরিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ক্রীড়া কালে ইহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত অনেক লোক এইরূপ অবস্থায় ব্যাঘ্রের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বনভূমিস্থ বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে।

শিকার লইয়া ক্রীড়া ও আমোদ এবং বিড়ালের সহিত বাঘের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের লোকেরা বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলিয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণও এই একই কারণে সিংহ, ব্যাঘ্র, গোবাঘা. বিড়াল প্রভৃতিকে পশুজাতির Felis শাখার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ব্যাঘ্রগণ Felidæ জাতির Felinæ শ্রেণীভুক্ত। চিতা-বাঘ গুলি ঐ জাতির অন্য একটি শাখা (Felis Pardus) বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু নেকড়ে-বাঘ জাতি Canidæ অর্থাৎ কুকুর জাতির অন্তর্ভুক্ত। কেন না, দন্ত ও মুখের আকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদিগকে স্বভাবতঃই কুকুর জাতীয় অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ঐ ব্যাঘ্র জাতি, সমগ্রভারতের অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচল শ্রেণীর ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানের বনজঙ্গলে বাস করে। ব্রহ্মরাজ্য, মলয় প্রায়োদ্বীপ, পশ্চিম এসিয়া খণ্ড ও আফ্রিকা মহাদেশের বনজঙ্গলে, অথবা শর বা তৃণাচ্ছাদিত নদীতীরে যেখানে অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুর জলপান করিতে আসিবার সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ স্থানে ইহাদিগকে সাধারণতঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়।

স্থানবিশেষের জলবায়ুর তারতম্য হেতু ব্যাঘ্র জাতিরও আকৃতিগত অনেক বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এই কারণে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঘ্রও দেখিতে পাই। বাঙ্গালার পার্ব্বত্য জঙ্গলে যে বৃহদাকার ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা য়ুরোপীয় শিকারিদিগের নিকট Royal Bengal tiger নামে খ্যাত। এরূপ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ব্যাঘ্র জগতের আর কোথাও দেখা যায় না। ইহারা প্রায় ১২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সুন্দরবন যাত্রী কাঠুরিয়াগণের মুখে ইহাদের হিংস্র-প্রকৃতির অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। পশ্চিম-বাঙ্গালার এবং মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্য-বনভূমে এতাদৃশ দীর্ঘাকার ব্যাঘ্র দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালার বাঘের ন্যায় হিংস্র প্রকৃতিক নহে।

সুন্দরবনের বড় বাঘ (Tigris regalis) ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যমাকৃতি গো-বাঘ গুল যাহা য়ুরোপীয় শিকারীর ভাষায় Buffalo-tiger" নামে পরিচিত, তাহাই ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভাষায় স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম-ভারতে বাঙ্গালার বাঘ ও বাঘিনীগুলি শের ও শেরণী নামে প্রখ্যাত। অন্যত্র পাটায়ত-বাঘা বা গো-বাঘা; হিন্দুস্থানের স্থানে স্থানে শেলা-বাঘ; মহারাষ্ট্রে বু-হাগ বা পটিবাঘ; বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের দিকে নাহর। ভাগলপুরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে তুৎ; গোরখপুরে নোঙ্গাচার; তেলগু ও তামিল পুলি,

পেড্ পুলী ; মলয়ালম পরৈঁপূলি ; কণাড়ি হুলী, তিব্বতে তাঘ, ভোটাস্ত তুথ. লেপছা সুহ্তোঙ্গ্ ; যবদ্বীপ মাচাল ; সুমাত্রা রিমাস বা হরিমন।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রের গাত্র লালাভ-হরিদ্রাবর্ণ, তাহার মাঝে মাঝে কাল ডোরা উহা মেরুদণ্ডের নিকট কিছু প্রশস্ত ও উদরের দিকে ছুঁচাল। উদরের নিম্নভাগে হরিদ্রাভ শ্বেত লোম দেখা যায়। চিতাবাঘ গুলির গায় ঐরূপ কাল ডোরা নাই। গোল-গোল কাল গুল দৃষ্ট হয়। বর্ণও ঐরূপ গাঢ় লালাও নহে, বরং ঈষৎ তরল হরিদ্রাবর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। কোন কোন চিতাজাতীয় ব্যাঘ্রের গাত্রলোমও ঈষৎ লালমিশ্রিত হরিদ্রাভ দেখা যায়। ইহারা উপরি উক্ত দুই প্রকার ব্যাঘ্র অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার। [চিতা বাঘ দেখ।]

ওয়ালটার এলিয়ট, মেজর সার উইন্ ও সার্জ্জন মেজর জার্ডন প্রভৃতি ইংরাজ শিকারীরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যতগুলি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' শিকার করিয়াছেন, তাহাদের কোনটাই ১০´-৩´´ ইঞ্চ মাপের বেশী নহে, তবে দু-একটা ১২।১৩ ফুট বাঘের কথা যাহা কোন কোন শিকারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রগাত্র হইতে চর্ম্ম ছাড়াইয়া শুকাইবার সময় টানিয়া মাপা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের ব্যাঘ্র জাতির স্বভাব আলোচনা করিয়া শিকারী এলিয়াট লিখিয়াছেন ;—'ইহারা স্বভাবতঃ ভীরুস্বভাব, তাড়া দিলে পলাইয়া যায়, কিন্তু যদি কেহ ইহাদিগকে রাগায় অথবা কোন প্রকার আহত করে, তাহা হইলে ইহারা কুপিত হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ পার্ব্বতীয় বনজঙ্গলে ইহারা বাস করে এবং অবসর বুঝিয়া চুপি সাড়ে সমতল প্রান্তরে আসিয়া শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে। অনেক স্থানে ইহারা শস্যাদি নষ্ট করিয়া কৃষকাদগের ক্ষতি করে। সুবিধা ও একক পাইলে কৃষককে ধরিয়া লইয়া যাইতেও কাতর হয় না। রাত্রি-কালে গ্রীষ্মনিবন্ধন কোন গ্রামবাসী আপন গৃহের অলিন্দে শুইয়া থাকলে ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। বাঘিনী-দিগকে দুইটা হইতে চারিটী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়, ইহাদের গর্ভধারণের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

এলিয়ট্ খান্দেশবাসী ভীলজাতির মুখে শুনিয়াছেন যে, মসুম-বায়ুর সময় যখন খাদ্যের বিশেষ অভাব হয়, তখন ব্যাঘ্রেরা ব্যাঙ খাইয়া জীবন ধারণ করে। ঐ সময়ে উদরের জ্বালায় এক বাঘ একটা সজারুকে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা পায় ; কিন্তু উহার একটা কাঁটা তাহার গলনালীতে প্রবিষ্ট ও বিদ্ধ হওয়ায় সে আর কোন দ্রব্য আহার করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মেজর সারউইল ব্যাঘ্রতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঘদিগেরও দুইটা হইতে চারিটী শাবক হয়। যত দিন না ঐ ব্যাঘ্র-শাবক আপনি শিকার করিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহারা মাতার পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্র-শিশু যখন শিকার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা একযোগে ৪।৫টী গাভী নষ্ট করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে বুড়ো বাঘেরা কখনই ঐরূপ ক্ষতি করে না. তাহারা ক্ষুধার সময় সম্মুখে পাইলে একটী মাত্র গাভী লইয়াই প্রাণ ঠাণ্ডা করে। বুড়ো বাঘেরা এই রূপ প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা করিয়া গোরু ধরিয়া লইয়া যায়। গোরু ধরিবার জন্য তাহারা গভীর জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের সন্নিকটে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলেই বৃষ, মহিষ বা গাভী লইয়া পুনরায় বনান্তরালে অপসৃত হয়। তাহারা যেখানে ঐ নিহত পশু লইয়া যায়, সেই খানেই প্রায় ২, ৩, বা ততোঽধিক দিবস থাকিয়া হাড়গুলি চিবাইয়া খাইয়া তবে গভীর বনে চলিয়া যায় ; এই কারণে বাঘে গোরু লইয়া গিয়াছে শুনিয়াই শিকারীরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে অন্বেষণ করে এবং মৃত পশুদেহের সন্ধান পাইলেই সেই স্থানের নিকটে কোন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করে। ব্যাঘ্র যখন নিশ্চিন্ত মনে ঐ গলিত মাংস ও অস্থি ভোজন করিতে থাকে তখন শিকারী লুকাইত স্থান হইতে গুলি বা তীর মারিয়া বাঘকে মারিয়া ফেলে, যে বনে বাঘ থাকে, মনুষ্য সেখানে উপস্থিত হইলেই একটা বিজাতীয় গন্ধ পায় এবং তখনই বুঝিতে পারে যে, এখানে একটা বাঘ আছে। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতিকে থাবড় মারিয়া বাঘ জখম করিতে শুনা গিয়াছে।

বাঘিনীরা নিবিড় বনে, বিশেষতঃ যেখানে নলবন আছে সেই খানেই, আপনার শাবক লুকাইয়া রাখে। ঐ শাবক যদি কেহ তাহার অসাক্ষাতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে সেই স্থানে আসিয়া দিবারাত্র চীৎকার করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই বনে ব্যাঘ্র শিকার করা হয় ; কিন্তু শিক্ষিত শিকারীরা হাওদার মধ্যে থাকিয়া ব্যাঘ্রকে গুলিমারা নিরাপদ মনে করেন না। তাঁহারা পদব্রজে বনদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ব্যাঘ্র-শিকার করাই সুবিধাজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। কোন কোন স্থলে, যেখানে অন্য ব্যাঘ্র পশুহত্যা করিয়া রাখিয়াছে সেই স্থলে কোন বৃক্ষের উপর মাচা বাঁধিয়া শিকারীরা বসিয়া থাকে এবং ব্যাঘ্র ঐ মাংস খাইতে আসিলে উপর হইতে বন্দুকের গুলিতে তাহার প্রাণ সংহার করে। কখন বা তাহারা বৃক্ষের নিম্নে বৃষাদি কোন জন্তুকে নিরাপদভাবে বাঁধিয়া রাখে। ব্যাঘ্র ঐ বৃষ আহারের লোভে তথায় উপস্থিত হইলে শিকারী উপর হইতে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করে।

দেশীয় শিকারীরা প্রথমে এক স্থানে জাল পাতিয়া চলিয়া যায়, পরে বন ঘিরিয়া গোলাকার ভাবে চারিদিক্ হইতে তাড়া দিয়া ব্যাঘ্রকে জালের মধ্যস্থলে আনায়ন করে। বাঘ জালে পড়িলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে, অথবা বড় সার আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করে। সিংহভুম, হাজারি বাগ প্রভৃতি অঞ্চলে কোলেরা বনদেশ হইতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া গবর্মেণ্টের সদরে চর্ম্ম ও নখ আনিয়া দেয় এবং তাহার জন্য রাজকোষ হইতে পুরস্কার পাইয়া থাকে। কখন কখন ষ্ট্রীকনিয়া খাওয়াইয়াও ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলা হয়। প্রতিবৎসর এইরূপে অসংখ্যক ব্যাঘ্র নিহত হইলেও ব্যাঘ্র-জাতির সংখ্যা কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যাঘ্রের নখ বিশেষ উপকারী। ব্যাঘ্রের নখের মালা বালক-দিগের গলায় ধারণ করাইলে কাহারও কুদৃষ্টি হয় না। শিক্ষিতের নিকট উহা শোভার সামগ্রী। কোন কোন ব্যক্তি চেনের লকেট বা গলার নেকলেসে ব্যাঘ্রের নখশ্রেণী সোণা দিয়া বাঁধাইয়া বক্ষে বা গলায় পরে, কেহ বা রূপা দিয়া বাঁধাইয়া বলয়াকারে (bracelets) হস্তে পরিধান করে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাবদ্ধ লোকে বালরোগে সন্তানাদির গলায় বা কোমরে ব্যাঘ্র নখ ধারণ করায়। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ নখ থাকিলে বালগ্রহদিগের প্রকোপজনিত জ্বর বা দৃষ্টি অপনোদিত হয়। মড়াঞ্চে পোয়াতি অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হইয়া অল্পকাল পরেই মরিয়া যায়, তাহাদেরও জাত বালকের গলায় ব্যাঘ্র-নখ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। প্রবাদ, উহার বলে, বালক ব্যাঘ্রের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের স্কন্ধ-সন্ধির মধ্যে যে কণ্ঠাস্থি আছে, তাহা অভিচার কার্য্যে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাদের গোঁফ বা ওষ্ঠ লোমও বশীকরণের বিশেষ সহায়ক। যদি পুরুষে উহার অধিকারী হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে অভিলষিত কামিনী বশে আনিতে পারে। উহা যদি নারীর নিকট থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই পুরুষকে বশে আনিতে সমর্থ হয়।

দক্ষিণভারতের নিম্নশ্রেণীর অসভ্য লোকে ব্যাঘ্রের মাংস খাইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে এই ব্যাঘ্র পারস্য হইয়া বোখারা ও জার্জ্জিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমুরদেশ, আল্টাই পর্ব্বতশ্রেণী ও চীনদেশেও প্রচুর বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ও মলয়-প্রায়োদ্বীপে যথেষ্ট ব্যাঘ্র আছে, কিন্তু সিংহলে নাই। এই সকল বিভিন্ন দেশের ব্যাঘ্রের মধ্যেও আকৃতিগত সামান্য পার্থক্য আছে।

চিতাবাঘ (F. pardus) ও নেকেড়ে বাঘের (Canis pallipes) বিবয় যথাস্থানে লিপি বদ্ধ হওয়ায় এখানে আর বিবৃত হইল না।

সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নেকেড়ে বাঘগুলিই বেশী হিংস্র। অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে যে, রাখালেরা মহিষদল চরাইতে চরাইতে তাড়া দিয়া পলায়মান ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া তাহার মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া আনিয়াছে। এলিয়ট লিখিয়াছেন, এক সময়ে একটী রাখালকে বাঘে লইয়া যায়। অপরাপর রাখালেরা ইহা দেখিয়া গোলমাল করে এবং গোমহিষাদিকে সেই দিকে তাড়াইতে থাকে। মহিষেরা দ্রুতবেগে যাইয়া ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, বাঘ তাহাতে ভীত হইয়া রাখাল বালককে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তথাপি সে মহিষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। মহিষেরা শৃঙ্গদ্বারা ব্যাঘ্রের উদর বিদীর্ণ করিয়া দিয়া ছিল।

নেকড়ে বাঘের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা কিছুতেই শিকার পরিত্যাগ করে না। কখন কখন দুই দিন পর্য্যন্ত ইহারা শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকে। [নেকড়ে বাঘ দেখ।]

উপরে গো-বাঘা নামে যে বাঘের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই Buffalo tiger নামে খ্যাত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায় Bengal tigerএর মত, তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত জাতি অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্রাকার হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "বাঘের বেটা বাঘ ডাসা" (F. viverrina—the large tiger cat) অর্থাৎ ইহারা বাঘের অনুপযুক্ত পুত্র। ইহারা প্রায়ই জলার ধারে শরবনে থাকে এবং মাছ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া উদর পূর্ণ করে। হিমালয়ের পার্ব্বত্য পাদমূলে, নেপালের তরাই-প্রদেশে, পূর্ণিয়া জেলায় ও কলিকাতার সমীপবর্ত্তী নানা স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রেভারেও বেকার বলেন, মলবার উপকূলের বাঘডাসা গুলি অপেক্ষাকৃত তেজস্বী। ইহারা সময় সময় ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়। পালিত গুলি অনায়াসে দেশী কুকুর গুলিকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অনেকে ইহাদিগকে বিড়াল জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। F. bengalensis ও ঐরূপ এক জাতীয় বাঘ-বিড়াল (Leopard-cat)। ইহাদের শরীর ২৬ ইঞ্চি এবং পুচ্ছ প্রায় ১২ ইঞ্চি। ইহাদিগকে কেহ কেহ "বাগাটী" বলিয়া থাকে।

কেন্দুয়া বাঘ বা কেঁদো (Felis jubata) জাতীয় পশুগুলি হিন্দুস্থানে—চিতা, তেলগু—চিতাপুল্লি, কণাড়ী—চির্চা ও শিবুঙ্গী এবং কোথাও কোথাও লখর নামে পরিচিত। ইহারা পোষ মানে, এই কারণে শিকারীরা অনেক সময়ে কৌশলে ইহাদের ধরিয়া আনে এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে কুক্কুরদিগের ন্যায় শিকার কার্য্যের সহচর করিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গাত্র উজ্জ্বল রক্ত ও হরিদ্রামিশ্রিত পাটলবর্ণের

লোমে আচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে কাল দাগ আছে, কিন্তু উহা উপরি উক্ত চিতার ন্যায় চক্রাকার নহে। চক্ষুকোণ হইতে দুইটী কাল ডোরা মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার। পুচ্ছ দীর্ঘ এবং তাহাতে কাল দাগ আছে কিন্তু অগ্রভাগ অত্যন্ত সরু ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। দেহ-যষ্টি শীর্ণ ও দীর্ঘ এবং কোমর গ্রে-হাউণ্ড নামক শীর্ণদেহী কুকুরের মত। চক্ষুতারকা গোলাকার। মস্তক লইয়া সমগ্র শরীর ৪॥০ ফুট, পুচ্ছ ২॥০ ফুট এবং খাড়াই ২॥০ হইতে ২৸০ ফুট।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রকে প্রাচীনেরা প্রথমে চিতা Panther বা Leopardus) বলিয়া জানিতেন। উত্তর আফ্রিকাবাসী বর্ত্তমান আরব জাতির ও উক্ত প্রাচীনদিগের বিশ্বাস যে সিংহ ও প্রকৃত চিতা (Pards) জাতির সহযোগে এই জাতীয় চিতার উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে, পশ্চিম ও উত্তরভারতের খান্দেশ হইতে সিন্ধু, রাজপুতনা ও পঞ্জাব প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কেন্দুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে ও বাঙ্গালায় কেন্দুয়ার অভাব নাই। ইহারা নীলগাই, গো-শাবক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যায়। জের্দ্দন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি বনে শৃগালের সহিত কেন্দুয়াকে একত্র বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন। এক সময়ে তিনি নীলগাইর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেন্দুয়াকে গোপনে দৌড়াইতে দেখিয়াছিলেন। সুবিধা পাইলে কেন্দুয়া নীলগাইকে ধরিয়া নিহত করিবে এই চেষ্টায় সে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে।

কেন্দুয়া-শাবক পালিত করিয়া বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিলেও শিকারের উপযোগী হয় না। শৈশবে ইহারা আপনাপন পিতা-মাতার নিকট হইতে শিকার ধরিবার তাগ বাগ শিক্ষায় অভ্যস্ত হইলে পর, অর্থাৎ যখন ইহারা স্বয়ং আহার্য্য জন্তুদিগকে ধরিয়া খাইতে সমর্থ হয়, সেই সময়ে ইহাদিগকে লইয়া পশু শিকারের উপযোগী প্রথা সমূহে শিক্ষিত করিলে ইহাদিগকে গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী দেখা যায়। মহিসুররাজ টিপু-সুলতানের ঐরূপ পালিত ৫টা শিকারী কেন্দুয়া ছিল, শ্রীরঙ্গপত্তনে ইংরাজ সৈন্যের তাৎকালিক অধিনায়ক সর্ অর্থার ওয়েলেসলী টিপুর অধঃপতনের পর ঐ পাঁচটী বাঘ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় শিকারী বাঘগুলি সাধারণতঃ গ্রে-হাউণ্ড বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার অপেক্ষা অধিক বেগে শিকারকে আক্রমণ করে। এমন কি দ্রুতগামী হরিণকেও অতিক্রম করিয়া ইহারা সম্মুখ ভাগ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

এই ব্যাঘ্র শব্দ নরাদি শব্দের উত্তরস্থ হইলে অর্থাৎ নরাদি শব্দের পরে থাকিলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক হইয়া থাকে। যথা পুরুষ-ব্যাঘ্র অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

"উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে" ব্যাকরণের এই সূত্রানুসারে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া থাকে। পুরুষব্যাঘ্র—পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইল।

২ রক্তৈরণ্ড। ৩ করঞ্জ। (মেদিনী)

ব্যাঘ্রক (পুং) অনুকম্পিতো ব্যাঘ্রাজিনঃ (অজিনান্তস্যোত্তর-পদলোপশ্চ। পা ৫।৩৮২) ব্যাঘ্রাজিন—কন্, অজিনশব্দস্য লোপঃ। ব্যাঘ্রাজিন।

ব্যাঘ্রকর (পুং) রক্তৈরণ্ড বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রকেতু (পুং) বাসবদত্তা বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

ব্যাঘ্রখড়্গ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রগ্রীব (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (মার্ক°পু° ৫৮।১৭)

ব্যাঘ্রঘণ্টা [ণ্টী] (স্ত্রী) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ। বম্বে-লঘু-বাঘাণ্টী। মহারাষ্ট্র গোবিন্দী। ইহার গুণ—পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণ, রুচিকর, বিষ ও কফনাশক। ইহার ফল—তিক্তোষ্ণ, বিসূচী, কফ ও বাতরোগনাশক এবং ত্রিদোষবিনাশক।

"ব্যাঘ্রঘণ্টা পিত্তলোষ্ণা রুচ্যা বিষকফাপহা।
ফলং চাস্যাস্তু তিক্তোষ্ণং বিসূচীকফবাতনুৎ॥
ত্রিদোষহারিণী প্রোক্তা বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রচর্ম্মন্ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য চর্ম্ম। বাঘের চামড়া।

ব্যাঘ্রজম্ভন (ত্রি) ব্যাঘ্রধ্বংস। (অথর্ব্ব ৪।৩।৭)

ব্যাঘ্রতরু (পুং) রক্তৈরণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রতল (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈদ্যকনিঘণ্টু) ২ রক্তৈরণ্ড।

ব্যাঘ্রতলা (স্ত্রী) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (রক্তৈরণ্ড।)

ব্যাঘ্রতা [ত্ব] (স্ত্রী) ব্যাঘ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যাঘ্রদংষ্ট্র (পুং) গুল্মভেদ। (Tribulus lanuginolus)

ব্যাঘ্রদত্ত (পুং) ব্যক্তিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

ব্যাঘ্রদল [লা] (পুং স্ত্রী) ১ ব্যাঘ্রনখ, নখী। ২ রক্তৈরণ্ড।

ব্যাঘ্রনখ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য নখমিব। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। মহা-রাষ্ট্র ও উৎকলে বাঘনখা। পর্য্যায়—ব্যাড়ায়ুধ, করজ, চক্রকারক, নখাঙ্ক, নখী, নখ্য, ব্যাঘ্রনখী। (শব্দরত্না°) গুণ—তিক্তোষ্ণ, কষায়, বাত ও কফনাশক, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক, সুগন্ধ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গ্রহণী, শ্লেষ্মা, রক্তজ্বর ও কুষ্ঠরোগ-নাশক এবং লঘু, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণ্যকর, স্বাদু ও বিষনাশক, অলক্ষ্মী ও মুখদৌর্গন্ধনাশক, পাক ও রসে কটু। (ভাবপ্র°) ২ কন্দবিশেষ। ৩ নখক্ষতবিশেষ। (মেদিনী) (পুং) ব্যাঘ্রস্য নখমিব কণ্টকং যস্য। ৪ স্নুহীবৃক্ষ। ৫ ব্যালনখ। (রাজনি°) ৬ ব্যাঘ্রের নখ।

ব্যাঘ্রনখক (ক্লী) ব্যাঘ্রনখমেব স্বার্থে কন্। ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ নখক্ষত। নখের আঁচড়। (শব্দমালা)

ব্যাঘ্রনখী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রনখ। (ভাবপ্র°)

ব্যাঘ্রনায়ক (পুং) ব্যাঘ্রস্য নায়ক ইব। শৃগাল। (রাজনি°)

ব্যাঘ্রপদ্ (পুং) ১ গুল্মভেদ। (Flacourtia sapida)। ২ বশিষ্ঠের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৯।৯৭।১৬-১৮ মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ একজন বৈয়াকরণ, বোপদেব ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ৫ সুন্দরেশ্বরস্তোত্র প্রণেতা।

ব্যাঘ্রপদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৫৪।৮৮১)

ব্যাঘ্রপদ্য (পুং) বৈয়াঘ্রপদ্যের প্রামাদিক পাঠ।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১৬।১)

ব্যাঘ্রপরাক্রম (পুং) ব্যাঘ্রস্য পরাক্রমঃ। ১ ব্যাঘ্রের পরাক্রম। (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য পরাক্রম ইব পরাক্রমো যস্য। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট।

ব্যাঘ্রপাদ্ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পাদ ইব গ্রন্থিযুক্তমূলানি যস্য। "পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১৩৮) ইত্যলোপঃ। ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ। (অমর) ২ মুনিবিশেষ। ৩ বৈয়াকরণভেদ। [ব্যাঘ্রপদ্ দেখ।]

৪ (ত্রি) ব্যাঘ্রতুল্য চরণ।

ব্যাঘ্রপাদ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পাদা ইব মূলানি যস্য। ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ২ বিকণ্টক বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ মুনিবিশেষ। ৪ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। ইহার চরণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছিল।

"পুরাকৃত যুগে তাত! ঋষিরাসীৎ মহাযশাঃ।

ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥"

(ভারত ১৩।১৪।১০৯)

ব্যাঘ্রপুচ্ছ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পুচ্ছমিব সবৃন্তদলমস্য। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর) ২ ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল।

ব্যাঘ্রপুর (ক্লী) নগরভেদ।

ব্যাঘ্রপুষ্পি (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ব্যাঘ্রপ্রতীক (ত্রি) ১ ব্যাঘ্রশরীর। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায়।

(অথর্ব্ব ৪।২৭)

ব্যাঘ্রবল (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১২০।৭৩)

ব্যাঘ্রভট (পুং) যোদ্ধৃভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১০।২১)

২ অসুরভেদ। (৪৭।২০)

ব্যাঘ্রভূতি (পুং) ১ বৈয়াকরণভেদ। ২ ধর্ম্মশাস্ত্রকারভেদ।

ব্যাঘ্রমুখ (পুং) ব্যাঘ্রস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ বিড়াল। (ক্লী) ২ বাঘের মুখ, ব্যাঘ্রাস্য। ৩ রাজা ব্রহ্মগুপ্তের নামান্তর। ৪ তন্নামক জনপদবাসী লোকভেদ। (বৃ° স° ১৪।৫) ৫ পর্ব্বতভেদ। (মার্কপু০ ৫৮।১১)

ব্যাঘ্ররাজ (পুং) রাজভেদ।

ব্যাঘ্ররূপা (স্ত্রী) বন্ধ্যা কর্কটী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রলোমন্ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য লোম। ১ ব্যাঘ্রের লোম। ২ শ্মশ্রু, মুখলোম, গোঁপ দাড়ি।

"মুখে শ্মশ্রূণি ন ব্যাঘ্রলোম" (শুক্লযজু° ১৯।৯২)

'মুখে যানি শ্মশ্রূণি তানি চ ব্যাঘ্রলোম' (বেদদীপ°)

ব্যাঘ্রবক্ত্র (পুং) ব্যাঘ্রস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য। ১ বিড়াল। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ৩ শিব। (হরিবংশ ১৪৮ ৫২ শ্লো°) (ক্লী) ৪ বাঘের মুখ।

ব্যাঘ্রশ্বন্ (পুং) কুক্কুরভেদ।

ব্যাঘ্রসেন (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৬১।৯০)

ব্যাঘ্রাক্ষ (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্য, ষচ্ সমাসান্ত। ১ ব্যাঘ্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চক্ষু বাঘের মত। ২ ব্যাঘ্রের চক্ষু। ৩ অসুরবিশেষ, (হরিবংশ ১২৮৬৮ শ্লো°) ৪ স্কন্দানুচর দেবতাভেদ।

ব্যাঘ্রাজিন (পুং) মুনিবিশেষ। (পা° ৫।৩।৮২)

ব্যাঘ্রাট (পুং) ব্যাঘ্র ইব অটতীতি অট-গতৌ পচাদ্যচ্। ভরদ্বাজ পক্ষী। ভারুই পাখী। (অমর)

ব্যাঘ্রাণ (ক্লী) বিশেষরূপ আঘ্রাণ।

ব্যাঘ্রাদনী (স্ত্রী) ত্রিবৃতা। (অমর) ব্যাঘ্রাদিনী পাঠও হয়।

ব্যাঘ্রায়ুধ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য আয়ুধং। ব্যাঘ্রনখ, বাঘের নখ। নখই ইহাদের অস্ত্র। ২ নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

ব্যাঘ্রাস্য (পুং) ব্যাঘ্রস্য আস্যমিব আস্যমস্য। ১ বিড়াল। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, যাহার বাঘের ন্যায় মুখ। (ক্লী) ৩ ব্যাঘ্রমুখ, বাঘের মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ বৌদ্ধদেবতাভেদ।

ব্যাঘ্রিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে দেবমাতৃভেদ।

ব্যাঘ্রী (স্ত্রী) ব্যাঘ্র-ঙীষ্। ১ কণ্টকারী। (অমর) ২ বরাটিকাভেদ, কড়িবিশেষ। (রাজনি°) ৩ ব্যাঘ্রনখী, নখীবিশেষ। (চক্রদত্ত) ৪ ব্যাঘ্রপত্নী, বাঘিনী।

ব্যাঘ্রীযুগ (ক্লী) বৃহতী ও কণ্টকারী।

ব্যাঘ্রেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গ বিশেষ। তন্নামক শিবলিঙ্গ।

ব্যাঘ্র্য (ত্রি) ব্যাঘ্রবৎ। (অথর্ব্ব ১১।২।৪)

ব্যাঙ্গি (পুং) ব্যঙ্গের গোত্রাপত্য।

ব্যাচিখ্যাসু (ত্রি) ব্যাখ্যাতুমিচ্ছুঃ বি-আ-খ্যা-সন্, সনন্তাদু-প্রত্যয়ঃ। ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক, ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী।

ব্যাজ (পুং) ব্যজতি যথার্থব্যবহারাদপগচ্ছতীত্যনেনেতি বি-অজ-ঘঞ্। ১ কপট, ছল, অযথার্থব্যবহার, ইহা বঞ্চন মাত্র ফল, অপদেশ। "অন্যমুদ্দিশ্যান্যার্থমনুষ্ঠানং অপদেশঃ। যথা—

'জলক্রীড়ামুদ্দিশ্য জারাবলোকনার্থং যাতি।" (ভরত)

অন্য উদ্দেশে অন্যার্থের অনুষ্ঠানের নাম অপদেশ। যথা

জলক্রীড়া উদ্দেশে উপপতির অনুসন্ধানে গমন করিতেছে। ২ বাধা, ৩ ব্যাঘাত, বিঘ্ন। ৪ কালবিলম্ব। ৫ টাকার স্থদ।

ব্যাজনিন্দা (স্ত্রী) ব্যাজেন নিন্দা। ১ কপট কুৎসা। ২ শব্দালঙ্কার ভেদ, ইহার লক্ষণ,—

"নিন্দায়া নিন্দয়া ব্যক্তি র্ব্যাজনিন্দেতি গীয়তে।" (চন্দ্রালোক)

যে স্থলে কপটভাবে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজনিন্দা বুঝায়।

ব্যাজভানুজিৎ (পুং) রাজভেদ।

ব্যাজময় (ত্রি) ব্যাজ স্বরূপে ময়ট্। ব্যাজস্বরূপ, কপটময়।

ব্যাজস্তুতি (স্ত্রী) ব্যাজেন স্তুতিঃ। ১ ব্যাজরূপ স্তুতি, কপট প্রশংসা। ২ শব্দালঙ্কার বিশেষ।

ইহার লক্ষণ—

" * * * উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।
নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ॥"

যে স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতিদ্বারা নিন্দা বুঝায়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, স্থস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম গেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥" ইত্যাদি (অন্নদামঙ্গল)

এই স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি বর্ণিত হওয়ায় ব্যাজস্তুতি হইল এবং যে স্থলে স্তুতি দ্বারা নিন্দা অভিহিত হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

"ব্যাজস্তুতিস্তব পয়োদ ময়োদিতেয়ং
যজ্জীবনায় জগতস্তব জীবনানি।
স্তোত্রন্তু তে মহদিদং ঘন ধর্ম্মরাজ-
সাহায্যমর্জ্জয়সি যৎ পথিকান্নিহত্য॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি° ৭০৭)

হে পয়োদ! তোমার জল যে জগতের জীবন স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়, আমার মতে তাহা কেবল তোমার ব্যাজস্তুতি মাত্র, কিন্তু তুমি পথিকদিগকে হনন করিয়া ধর্ম্মরাজের যে সাহায্য অর্জ্জন কর, ইহাই তোমার মহৎ স্তব। এই স্থলে স্তুতি দ্বারা ধর্ম্মরাজের সাহায্যার্জ্জনরূপ নিন্দা অভিহিত হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

ব্যাজিহ্ম (ত্রি) বিশেষ প্রকারে কুটিল, বক্র।

ব্যাজীকরণ (ক্লী) বঞ্চনীকরণ ; ছলনা করা।

ব্যাজোক্তি (স্ত্রী) ব্যাজেন উক্তিঃ। ১ ছলবাক্য, ছলে উক্তি, ছল করিয়া বলা। ২ অলঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"ব্যাজোক্তির্গোপনং ব্যাজাহুদ্ভিন্নস্যাপি বস্তুনঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৪৯)

ছলপূর্ব্বক প্রকটিত বিষয়ের গোপন করিলে এই অলঙ্কার হয়। যে বিষয়টী সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন একটী ছলদ্বারা যদি তাহা গোপন করা হয়, তাহা হইলে তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"ব্যাজোক্তিরন্যহেতূক্ত্যা যদাকারস্য গোপনম্।" (চন্দ্রালোক)

অন্য হেতূক্তিদ্বারা যেখানে আকারের গোপন করা হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হয়।

ব্যাড় (পুং) ১ সর্প। ২ মাংসভক্ষক পশু, ব্যাঘ্র। (অমর)

"শ্বা শৃগালো বৃকো গৃধ্রো ব্যাড়ঃ কঙ্কস্তথা ক্রমাৎ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।১০)

৩ ইন্দ্র। (শব্দরত্না°) ৪ বঞ্চক। (রায়মুকুট)

ব্যাড়ায়ুধ (ক্লী) ব্যাড়স্য ব্যাঘ্রস্য আয়ুধং নখমিব। ব্যাঘ্রনখী।

ব্যাড়ি (পুং) কোষ ও ব্যাকরণকারক মুনিবিশেষ। পা ১।২।৬৪ সূত্রের ৪৫ বার্ত্তিকে ব্যাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ কবিভেদ। ৩ প্রাতিশাখ্যকারিকা ও সংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। নাগোজী ভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যায়—বিন্ধ্যবাসী, নন্দিনীতনয়, বিন্ধ্যস্থ, নন্দিনীসুত। (ত্রিকা°)

ব্যাড্যা (স্ত্রী) ব্যাড়ি-য্যঙ্ ততশ্চাপ্। (পা ৪।১।৮০) ব্যাড়ির স্ত্রী।

ব্যাত্ত (ত্রি) বি-আ-দা-ক্ত। ১ প্রসারিত। ২ বিস্তৃত, প্রশস্ত, বিপুল, লম্বাচোড়া।

ব্যাত্যুক্ষী (স্ত্রী) ব্যতিহারেণ উক্ষণং বি-আ-অতি-উক্ষ (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্। ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। পা ৩।৩।৪৩) ইতি অঞ্। (টিড্‌ঢাণঞিতি। পা ৪।১।১৫) ইতি ঙীপ্। রসিক ও রসিকাদিগের অন্যোন্য জলক্রীড়ন। পরস্পর জলক্রীড়া।

ব্যাদান (ক্লী) বি-আ-দা-ল্যুট্। ১ প্রসারণ, বিস্তার। ২ উদ্‌ঘাটন, খোলা।

ব্যাদিশ (পুং) বিশেষেণাদিশতি স্ব স্ব কর্ম্মণি নিয়োজয়তি জগৎ বি-আ-দিশ-ক। বিষ্ণু।

অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যু র্ভয়াপহঃ।
চতুরস্রোগভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশো দশ॥" (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ব্যাদীর্ঘ (ত্রি) অতি দীর্ঘ।

"সুভ্রূকেশো রক্তশ্যামঃ কম্বুগ্রীবো ব্যাদীর্ঘাস্যঃ।
শূরঃ ক্রূরঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রী চৌরস্বামী ব্যায়ামী চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬৯।২৭)

ব্যাদীর্ণ (ত্রি) বিশেষরূপে চেরা।

ব্যাদীর্ণাস্য (পুং) সিংহ।

ব্যাদেশ (পুং) বিশেষ আদেশ।

"ব্যাদেশঃ সর্ব্বযোধানামদ্যৈব ক্রিয়তামিহ।"(রা০ ৫।৮১।৫৪)

ব্যাধ (পুং) বিধ্যতি মৃগাদীন্ ব্যধ (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪১) ইতি-ণ। মৃগহিংসকজাতি, মৃগবধব্যবসায়ী জাতি, চলিত শিকারী। পর্য্যায়—মৃগবধাজীব, মৃগয়ু লুব্ধক, মৃগাবিৎ, দ্রোহাট, মৃগজীবন, বলপাংশুন। (শব্দরত্না°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বস্বিপত্নীতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। নাপিত হইতে গোপকন্যাতে সর্ব্বস্বী জাতি হইয়াছে।

"নাপিতাদ্গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি।
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ব্রহ্মখণ্ড ১০ অঃ)

"বিদ্ধা মৃগী ব্যাধশিলীমুখেন মৃগোঽপি তৎকাতরবীক্ষণেন।
অসূন্ পরিত্যজ্য গতব্যথা সা মৃগস্য জীবাবধিরাবিরাসীৎ॥"(উদ্ভট)

২ দুষ্ট। (মেদিনী) ৩ শবর, নীচজাতি।

ব্যাধক (পুং) ব্যাধ স্বার্থে কন্। ব্যাধশব্দার্থ।

ব্যাধভীত (পুং) ব্যাধাদ্ভীতঃ। ১ মৃগ। (শব্দচন্দ্রিকা)
(ত্রি) ২ ব্যাধ হইতে ভীত।

ব্যাধাম (পুং) বজ্র। (হেম)

ব্যাধি (পুং) বিবিধা আধয়ো হস্মাৎ যদ্বা বি-আ-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। রোগ, পীড়া, হিন্দী—বৈমারী।

"পুরুষদুঃখসংযোগাঃ ব্যাধয়ঃ।" (সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

পুরুষে দুঃখযোগ হইলে তাহাকে ব্যাধি কহে। পুরুষ যে দুঃখ অনুভব করে, তাহাই ব্যাধিপদবাচ্য; এই ব্যাধি দুই প্রকার, শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষমতা নিবন্ধন শারীরব্যাধি এবং কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন মানসব্যাধি।

শরীর ও মন এই উভয়ই ব্যাধিসমূহের ও আরোগ্যের আশ্রয় স্থান। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী শারীর দোষ এবং রজঃ ও তমঃ এই দুইটী মানস দোষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উক্ত বায়ু পিত্তাদি দোষ কুপিত হইয়া শারীরিক ব্যাধি এবং রজঃ ও তমোদোষে মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলি, হোম ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব আশ্রয় এবং সংশোধন ও সংশমনাদিযুক্তি-আশ্রয় এই উভয় দ্বারা বাতাদি দোষের শান্তি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিদ্বারা মানস ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

নিজ, আগন্তু ও মানসভেদে ব্যাধি তিন প্রকার। শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়জনিত যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজ অর্থাৎ দোষজ। যে ব্যাধি ভূত, বিষ, অগ্নি ও অভিঘাতাদি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আগন্তু। আর অভীষ্ট পদার্থের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তিবশতঃ যে রোগ হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে।

এই তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে মানসব্যাধি শান্তির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক লোভ, ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অহিতজনক ধর্ম্মার্থকামের অসেবন এবং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের নিষেবণ করিবেন। যেহেতু ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ব্যতীত মানসিক সুখ দুঃখ সম্পাদনের কোন কারণ নাই। সুতরাং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের সেবা, তদ্বিষয়ক জ্ঞানশালী বৃদ্ধগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ এবং আত্মজ্ঞান, দেশজ্ঞান, কালজ্ঞান, বলজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠান, ধার্ম্মিকলোকের অনুসরণ এবং আত্মাদির বিজ্ঞান এই সকল মানস ব্যাধির ঔষধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

শাখা, মর্ম্ম, অস্থিসন্ধি এবং কোষ্ঠ এই চারি প্রকার শরীরাবয়বকে রোগমার্গ বা রোগের স্থান কহে। এই রোগমার্গ ত্রিবিধ, বাহ্যরোগমার্গ, মধ্যমরোগ মার্গ ও আভ্যন্তর রোগমার্গ। রক্তাদি ধাতুসমূহ ও ত্বক্ এই কএকটী অবয়বের নাম শাখা। শাখাকে বাহ্যরোগমার্গ কহে, অর্থাৎ এই স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহা বাহ্যরোগ নামে অভিহিত। বস্তি, হৃদয় ও মস্তকাদি ১০৭টী মর্ম্ম এবং অস্থির সংযোগ স্থান সকল অস্থিসন্ধি এই মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধি নিবদ্ধ স্নায়ু, কণ্ডরা প্রভৃতি শরীর মধ্যে, মহানিম্ন, আমাশয় ও পক্বাশয় এই সকল শব্দ এক পর্য্যায়ক, ইহারাই কোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই কোষ্ঠই আভ্যন্তর রোগমার্গ।

শারীর ব্যাধি আবার বায়ু, পিত্ত, কফ ও আগন্তু কারণ ভেদে চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ।

আগন্তুব্যাধির কারণ—নখাঘাত, দন্তাঘাত, লগুড়াদির অভিঘাত, অভিষঙ্গ অর্থাৎ প্রহারাদির আবেশ বা কামাদির আবেশ, অভিচার (শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণ) অভিশাপ, তাড়ন, বন্ধন, ব্যধন, পীড়ন, রজ্জুবন্ধন, শস্ত্র, বজ্র ও ভূতোপসর্গ

প্রভৃতি। নিজ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ; বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিবন্ধন নিজ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আগন্তু ও নিজ উভয় ব্যাধিরই প্রয়োজকহেতু যথা—অনমুকূল রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ (মিথ্যাজ্ঞানাদি) এবং পরিণাম অর্থাৎ ঋতুস্বভাবজ শীতোষ্ণাদির অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ এই চারি প্রকার ব্যাধিই পরস্পরকে অনুবন্ধন করে, কিন্তু একেকে অন্য বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

আগন্তু ব্যাধি—ব্যথাপূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য উৎপাদন করে; কিন্তু নিজ রোগে প্রথমেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য হয়, পরে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভিঘাতাদি কারণোদ্ভূত আগন্তুরোগে অগ্রে রোগলক্ষণ ব্যথা উপস্থিত হয়, পরে তাহাতে বাতাদি দোষের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নিজরোগে প্রথমে বাতাদি দোষের বৈষম্য হইয়া পরে তাহাতে রোগের যথাযথ লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। সুতরাং আগন্তুরোগে নিজরোগ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে না। আর বাতজ, পিত্তজ ও কফজ রোগেরও নিজ নিজ লক্ষণ সমূহই তাহাদের ভেদক। অতএব এক রোগের সহিত অন্য রোগের অনুবন্ধ অর্থাৎ মিশ্রীভাব হইলেও তাহারা একেকে অন্য বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

বস্তি, পক্বাশয়, কটিদেশ, সক্থিদ্বয়, পাদদ্বয় ও অস্থিসমূহ এই সকল বায়ুর স্থান। ইহাদের মধ্যে পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান জানিতে হইবে। স্বেদ, রস, লসীকা, শোণিত ও আমাশয় এই গুলি পিত্তের স্থান, এই সকলের মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের প্রধান স্থান। বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদ, এই গুলি কফের স্থান। ইহাদের মধ্যে বক্ষঃস্থলই কফের বিশেষ আশ্রয় স্থান জানিতে হইবে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল স্থানেই বিচরণ করিয়া থাকে। সর্ব্বশরীরচর বাতাদিদোষত্রয় কুপিত ও অকুপিত হইয়া শরীরে শুভাশুভ সংঘটন করে। বাতাদি দোষ শরীরে প্রকৃতিস্থ থাকিলে পুষ্টিবল ও বর্ণপ্রসাদাদি শুভ কার্য্য করে। আর উহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে বিকার অর্থাৎ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ বিকার দুই প্রকার সামান্যজ ও নানাত্মজ। যে সকল রোগ বাতাদি সকল দোষেই জন্মিতে পারে, তাহাদিগকে সামান্যজ বিকার এবং যে সকল রোগ কেবল বায়ু বা কেবল পিত্ত অথবা কেবল কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নানাত্মজ বিকার কহে। জ্বরাদিকে সামান্যজ বিকার কহা যায়, কারণ উহারা বাতাদি সকল দোষ হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। আর আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতাদি রোগকে নানাত্মজ বলা যায়, কারণ উহারা কেবল বায়ুদ্বারাই উৎপন্ন হয়, পিত্ত ও কফদ্বারা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দাহাদি যে সকল রোগ কেবল পিত্তদ্বারা বা গুরুত্বাদি যে সকল রোগ কেবল কফদ্বারা জন্মে, তাহাদিগকেও নানাত্মজ বিকার কহে।

নানাত্মজ বিকার যথা—বাতজ বিকার অশীতি প্রকার, পিত্তজ-বিকার ৪০ প্রকার এবং কফজ বিকার ২০ প্রকার। জ্বরাদি সামান্যজ বিকার বহুবিধ। রোগসকলের নিশ্চয়রূপে সংখ্যা করা যায় না, কারণ বাতাদি প্রকৃতি, রসরক্তাদি অধিষ্ঠান, রোগলক্ষণ ও পক্বাশয়াদি আয়তন ইহাদের প্রকারভেদের যখন সংখ্যা করা যায় না, তখন রোগের সংখ্যা কি প্রকারে স্থির করা যাইতে পারে। রোগোৎপাদক দোষদূষ্যাদির অসংখ্যেয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যাধিও অসংখ্যপ্রকার হইয়া থাকে। (চরক সূত্রস্থা°)

ব্যাধির লক্ষণ—

"রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে॥
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ॥
কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধিচিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ো কর্ম্মজো বুধৈঃ।
স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ)

দোষবৈষম্যের নাম রোগ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য-নিবন্ধন ব্যাধি হইয়া থাকে এবং তাহাদের সমতাই আরোগ্য। জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল অতিশয় দুঃখপ্রদ। এই রোগ চারি-প্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক এবং কায়িক। তন্মধ্যে শরীরের স্বভাববশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বাভাবিক রোগ কহে। যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি অথবা জন্ম হইতে যে সকল রোগ হয়, যথা জন্মান্ধতা প্রভৃতি।

কোন আঘাত বা পতন প্রভৃতি কারণে কিংবা জন্মান্তরভাবি-রোগকে আগন্তুক রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি কারণে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে। পাণ্ডু প্রভৃতি কায়িক ব্যাধি।

কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ ভেদে ব্যাধি তিন-প্রকার। পূর্ব্ব জন্মের প্রবল দুষ্কর্ম্মের দ্বারা যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মজব্যাধি কহে। এই ব্যাধি প্রায়শ্চিত্ত

ও ভোগাদি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহাপাতক সকল নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে জীবকে পীড়া দিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে পাপ বিনষ্ট হইলে ঐ ব্যাধির শান্তি হয়। যথাবিধি রোগনির্ণয় করিয়া উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত হইলেও যে স্থলে ব্যাধির শান্তি হয় না, তাহাই কর্ম্মজব্যাধি বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়,তাহাদিগকে দোষজব্যাধি কহে।

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি—যদি দোষ অল্প পরিমাণে দূষিত হইয়া অতি প্রবল ব্যাধি জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। কর্ম্ম ও দোষ এই দুইটাই ব্যাধির জনক বলিয়া ইহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। অতি দুষ্কর্ম্মই এই ব্যাধির মূল কারণ এবং স্বল্পদোষও উহার অন্যতম কারণ। ভোগাদিদ্বারা দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

উক্ত তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে দুষ্কর্ম্মকৃত ব্যাধিসমূহ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দুষ্কর্ম্মের ভোগ হইলে, দোষজ ব্যাধিসকল যথাশাস্ত্র চিকিৎসিত হইলে এবং কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল দুষ্কর্ম্ম ও দোষ এই উভয়ের ক্ষয় হইলে শান্তি হইয়া থাকে।

ব্যাধি সকল আবার সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ। ইহার মধ্যেও উহারা আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যে ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা শমিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্যব্যাধি কহে। ব্যাধি উৎপন্ন হইলে তাহার চিকিৎসা না করিলে সাধ্যরোগ যাপ্য, যাপ্যরোগ অসাধ্য এবং অসাধ্যরোগ জীবন নাশক হয়। সুতরাং ব্যাধি জন্মিবামাত্রই তাহার যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করা বিধেয়। দোষ অল্প হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ উহা অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় বিপদ উপস্থিত করিয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ) [রোগশব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে সর্ব্বব্যাধিহর নামক কবচের বিধান লিখিত আছে যে, কোন ব্যাধি হইলে ঐ কবচ যথাবিধানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ এবং প্রতিদিন উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয়, এই জন্য উহার নাম সর্ব্বব্যাধিহর কবচ।

(অগ্নিপুরাণ ২০০ অ°)

২ কুষ্ঠৌষধি, কুড়। (অমর)

ব্যাধিকাল (পুং) রোগবৃদ্ধি ও হানির হেতুভূতকাল। (মাধবনি°)

ব্যাধিঘাত (পুং) ব্যাধের্ঘাতো যস্মাৎ। স্থূল আরগ্বধবৃক্ষ, বড় সোদালগাছ। (রাজনি°)

ব্যাধিঘ্ন (পুং) ব্যাধিং হন্তি ব্যাধ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (জয়দত্ত) (ত্রি) ২ ব্যাধিনাশক।

ব্যাধিজিৎ (পুং) ব্যাধিং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ আরগ্বধ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্যাধিজয়কারী।

ব্যাধিত (ত্রি) ব্যাধিঃ সংজাতোঽস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্যাধিযুক্ত। পর্য্যায়—আময়াবী, বিকৃত, অপটু, আতুর, অভ্যমিত, অভ্যান্ত, রোগী। (জটাধর)

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥" (হিতোপদেশ)

ব্যাধিন্ (ত্রি) ব্যাধ-ণিনি। ১ ব্যাধযুক্ত। ব্যধ-ণিন্। ২ শত্রুবেধনশীল। (শুক্লযজুঃ ১৬।১৮)

ব্যাধিনাশন (পুং) দ্বীপান্তর বচা, চলিত তোবচিনি। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিরিপু (পুং) ব্যাধি এব রিপুঃ। ১ ব্যাধিরূপ শত্রু। ২ কর্ণিকার বৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্যাধিবিপরীত (পুং) ব্যাধের্বিপরীতঃ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধাদি, যথা—অতীসাররোগে মলরোধক পাঠাদি এবং মসূরাদি পথ্য। (মাধবনি°)

ব্যাধিস্থান (ক্লী) ব্যাধির আশ্রয় স্থান দেহ ও মন, ব্যাধিনিলয়, ব্যাধ্যায়তন।

ব্যাধিহন্তৃ (পুং) ব্যাধের্হন্তা। বারাহী নামক কন্দশাক, চলিত শূয়ার আলু। (রাজনি°) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিহর (ত্রি) ব্যাধি-হৃ-অপ্। ব্যাধিনাশক, রোগনাশক।

ব্যাধী (স্ত্রী) অসুখ। অশান্তি। (অথর্ব্ব ৭।১১৪।২)

ব্যাধুত (ত্রি) বি-আ-ধু-ক্ত। কম্পিত। (শব্দরত্না°)

ব্যাধূত (ত্রি) বি-আ-ধূ-ক্ত। কম্পিত।

"উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।"

(গীতগোবিন্দ ১।৩৮)

ব্যাধ্য (ত্রি) ব্যাধসম্পর্কীয়। ২ শিব।

ব্যাধ্যগল (পুং) দামোদরকৃত বৈদ্যকগ্রন্থ।

ব্যান (পুং) ব্যানিতি সর্ব্বশরীরং ব্যাপ্নোতীতি বি-আ-অন-অচ্। শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুর অন্তর্গত সর্ব্ব শরীরগত বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগামী অর্থাৎ এই বায়ু সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

হৃদয়দেশে যে বায়ু অবস্থিত, তাহার নাম প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্বশরীরে ব্যানবায়ু অবস্থিত। ব্যানবায়ুর কার্য্য—সর্ব্বদেহচারী ব্যানবায়ুর

দ্বারা রসবহন, ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাব এবং গমন,উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ এই পাঁচপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। দেহী-দিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যানবায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়া। দেহে এই বায়ু কুপিত হইলে প্রায় সকল দেহগত রোগ হইয়া থাকে। * (ভাবপ্রকাশ)

ব্যানদা (স্ত্রী) ব্যানং দদাতীতি দা-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। সকল শরীরসঞ্চারি ব্যানবায়ুদানকারিণী।

"প্রাণদা অপানদা ব্যানদা বর্চোদা বরিবোদাঃ" (শুক্লযজু° ১৭।১৫)
'ব্যানদা ব্যানং সর্ব্বশরীরসঞ্চারিবায়ুং দদাতীতি' (মহীধর)

ব্যানাশ (ত্রি) ব্যাপনশীল। ব্যাপকা। (ঋক্ ৩।৫০।৩)

ব্যাপক (ত্রি) বিশেষেণাপ্নোতি বি-আপ-ণ্বুল্। ১ অধিকদেশ-বৃত্তি, যাহা অনেক স্থানে ব্যাপিয়া থাকে। ২ ন্যায়োক্তস্বাধিকরণ বৃত্ত্যভাবাপ্রতিযোগিপদার্থ, তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী।

"সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা।
স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগী অর্থাৎ অভাব, সেই ব্যাপক। ২ আচ্ছাদক।

"পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলম্।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেবমুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ ॥"

পক্ষস্য ভাষার্থস্য ব্যাপকং আচ্ছাদকং অভিযোগাপ্রতিকূল-মিতি" (ব্যবহারতত্ত্ব)

ব্যাপকন্যাস (পুং) পূজাঙ্গন্যাসভেদ। পূজাদি কার্য্যে এই ন্যাস করিতে হয়। যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার মূলমন্ত্রে শিরোভাগ হইতে পাদ পর্য্যন্ত ন্যাস করাকে ব্যাপক ন্যাস কহে।

"আদাবৃষ্যাদিকোন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃপরম্।
অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসে হৃদাদিন্যাস এব চ ॥" (তন্ত্রসার)

ব্যাপত্তি (স্ত্রী) বি-আপ-ক্তি। ব্যাপদ্, বিপদ্, মৃত্যু।

ব্যাপদ্ (স্ত্রী) বি-আ পদ-ক্বিপ্। মৃত্যু, আপদ্।

ব্যাপন (ক্লী) বি-আপ-ল্যুট্। ১ ব্যাপ্তি, বিস্তার। ২ আচ্ছাদন।

ব্যাপনীয় (ত্রি) বি-আপ-অনীয়র্। ব্যাপনযোগ্য, ব্যাপ্তির যোগ্য। ২ আচ্ছাদনীয়।

ব্যাপন্ন (ত্রি) বি আ-পদ-ক্ত। ১ মৃত। ২ বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, সংসারে জড়িত।

ব্যাপাদ (পুং) বি-আ-পদ-ক্ত। দ্রোহচিন্তন, পরের অনিষ্ট চিন্তন। ২ মারণ, বিনাশ, বধ।

ব্যাপাদক (ত্রি) ব্যাপাদয়তীতি বি-আ-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ব্যাপাদনকারী, বিনাশকারী।

ব্যাপাদন (ক্লী) বি-আ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ পরা-নিষ্ট চিন্তন, পরের অনিষ্ট চিন্তা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

ব্যাপাদনীয় (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-অনীয়র্। ব্যাপাদনযোগ্য, ব্যাপাদনের উপযুক্ত।

ব্যাপাদয়িতব্য (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-তব্য। ব্যাপাদনযোগ্য।

ব্যাপাদিত (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-ক্ত। মারিত।

"একা চেদ্বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্যাপার (পুং) বি-আ-পৃ-ঘঞ্। ১ কর্ম্ম। ২ সাহায্য।

"আয্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবম্বিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা ॥" (কুমার ৬।৩২)
'ব্যাপারং সাহায্যং' (মল্লিনাথ)

৩ নৈয়ায়িক মতে করণজন্য ক্রিয়াজনক পদার্থ, যে পদার্থ করণজন্য ক্রিয়ার জনক হয়, তাহাই ব্যাপার। "তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্য জনকো ব্যাপারঃ" তজ্জন্য হইয়া অর্থাৎ করণজন্য হইয়া তজ্জন্য জনক ব্যাপার।

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ।"
(ভাষাপরিচ্ছেদ)

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ তাহার নাম ব্যাপার, এই ব্যাপার ষড়্বিধ। ৪ ব্যবসায়, চলিত ক্রীত দ্রব্যের উপর অধিক যে লাভ করা হয়, তাহাকে ব্যাপার কহে।

ব্যাপারক (পুং) ব্যাপার স্বার্থে কন্। ব্যাপার শব্দার্থ।

"নিয়তবিষয়াভিমানব্যাপারকোঽহঙ্কারঃ স্বীকার্য্যঃ" (কুসুমাঞ্জলি)
অহঙ্কারের কার্য্যই নিয়ত বিষয়াভিমান।

ব্যাপারণ (ক্লী) আদেশ। নিয়োগ। (পা ৮।২।১০৪)

ব্যাপারবত্তা (স্ত্রী) ব্যাপারবতো ভাবঃ ব্যাপারবৎ তল্-টাপ্। ব্যাপারবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপার।

ব্যাপারবৎ (ত্রি) ব্যাপারো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ব্যাপারবিশিষ্ট, ব্যাপারযুক্ত।

ব্যাপারিন্ (ত্রি) ব্যাপারোঽস্যাস্তীতি ব্যাপার-ইনি। ১ ব্যাপার বিশিষ্ট। ২ ব্যবসায়ী।

---

* "কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়েত্যপি।
গত্যুৎক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ ॥
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্।
প্রস্যন্দনঞ্চোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্ ॥
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টা প্রোক্তা নভস্বতঃ।
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্ ॥
(ভাবপ্রকাশ প্রথম ভাগ)

"লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ।
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্বেষ্টিত এব চ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

ব্যাপিত্ব (ক্লী) ব্যাপিনো ভাবঃ ব্যাপিন্ ত্ব। ব্যাপীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপকের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্যাপকত্ব।

ব্যাপিন্ (পুং) ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমিতি বি-আপ-ণিনি। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৩) বিষ্ণু চরাচর সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন এই জন্য তাহাকে ব্যাপী কহে। (ত্রি) ২ ব্যাপক, যাহা ব্যাপিয়া থাকে।

"ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্যাপীত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে পীত। (বৃ°সংহিতা ৭২।৪)

ব্যাপৃত (পুং) বি-আ-পৃ-ক্ত। ১ কর্ম্মসচিব, মন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারী।
'নিয়োগী কর্ম্মসচিব আযুক্তো ব্যাপৃতশ্চ সঃ।' (হেম)
(ত্রি) ২ ব্যাপারযুক্ত, কার্য্যরত, কার্য্যে নিযুক্ত।

ব্যাপৃতি (স্ত্রী) বি-আ-পৃ-ক্তিন্। ব্যাপার।

ব্যাপ্ত (ত্রি) বি-আপ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। পর্য্যায় পূর্ণ, আচিত, ছন্ন, পূরিত, ভরিত, নিচিত। (হেম) ২ খ্যাত। ৩ সমাক্রান্ত। (মেদিনী) ৪ স্থাপিত। (অমরটীকা রায়মুকুট) ৫ ব্যাপ্তিযুক্ত। ৬ প্রসিদ্ধ। ৭ বেষ্টিত, পরিপূরিত। ৮ বিস্তারিত।

ব্যাপ্তি (স্ত্রী) বি-আপ-ক্তিন্। ১ ব্যাপন, সর্ব্বত্র অবস্থান। ২ রস্তন, (মেদিনী) হেমচন্দ্র-অভিধানে রস্ত স্থানে লস্তন এইরূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩ অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

'অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতম্ ॥' (শব্দমালা)

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য।

৩ নৈয়ায়িকদিগের মতে সাধ্যাবিশিষ্টের অন্যাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি।

"ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।
অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা ॥
সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে।
ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচারগ্রহস্তথা ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সাধ্য বিশিষ্টের অন্য বিষয়ে যে অসম্বন্ধ অর্থাৎ অবৃত্তিত্ব, তাহাই ব্যাপ্তি। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূম-হেতুক বহ্নিযুক্ত, এইস্থলে বহ্নিসাধ্য এবং মহানসাদি সাধ্যবান্, উনান প্রভৃতিতে ঐ সাধ্য বহ্নি আছে, এইজন্য উহা সাধ্যবান্, তদন্য অর্থাৎ সাধ্যবানের অন্য জলহ্রদাদি; জলহ্রদ প্রভৃতিতে সাধ্যরূপবহ্নি নাই। সুতরাং উহা তদন্য, তাহাতে অর্থাৎ জলহ্রদা-দিতে ধূমের অবৃত্তিত্ব অসম্বন্ধ, জলহ্রদ প্রভৃতিতে ধূমের কোনরূপ সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। উহাই ব্যাপ্তি। অথবা হেতুমন্নিষ্ঠ বিরহের যে অপ্রতিযোগী সাধ্য তাহার সহিত হেতুর যে ঐকাধি-করণ্য তাহার নাম ব্যাপ্তি।

"কা ব্যাপ্তিরিত্যত আহ। ব্যাপ্তিরিতি, বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সাধ্যো বহ্নিঃ, সাধ্যবান্ মহানসাদিব, তদন্যো জলহ্রদাদিঃ, তদ-বৃত্তিত্বং ধূমস্যেতি লক্ষণসমন্বয়ঃ" (মুক্তাবলী)

নব্য ন্যায়ে ব্যাপ্তির লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। বি-আপ-ক্তি, ব্যাপ্তি—বিশেষ রূপে আপ্তি বা সম্বন্ধ, সুতরাং বিশেষ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির সাধারণ লক্ষণ বলিতে গেলে বলা যায় যে অব্যভিচরিত সম্বন্ধই ব্যাপ্তি, যে সম্বন্ধের কোনরূপ ব্যভিচার হয় না। সম্বন্ধের বিশেষত্বই অব্যভিচার নামে অভিহিত। তদ্ব্যতি-রেকে অবস্থিতির নাম ব্যভিচার।

নৈয়াদিকদিগের ভাষায় প্রতিযোগী, অনুযোগা প্রভৃতি পারি-ভাষিক শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ না বুঝিলে সকল শব্দের অর্থবোধ হয় না। তাহাদের অর্থ এইরূপ, প্রতি-যোগী—যাহার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাই সম্বন্ধের প্রতিযোগী নামে অভিহিত হয় এবং যাহাতে ঐ সম্বন্ধ থাকে, তাহাই অনুযোগী। যোগশব্দে সম্বন্ধ বুঝায়। যোগযুক্ত যোগী কহে। প্রতি শব্দের অর্থ প্রতিকূল এবং অনু শব্দের অর্থ অনুকূল, অতএব প্রতিকূল-সম্বন্ধীর নাম অনুযোগী।

ঘটের সহিত ঘটত্বের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সমবায় সম্বন্ধ। এই সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘটত্ব এবং অনুযোগী ঘট। ঘটত্বের সহিত ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধ হয় না, ঘটেই সমবায় সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই সমবায় সম্বন্ধের প্রতি-যোগী ঘটত্ব এবং অনুযোগী ঘট। কারণ ঘটত্বের সমবায় ঘটত্বে থাকিতে পারে না, ঘটেই থাকে। সুতরাং ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধী, অতএব ইহাকে প্রতিকূল সম্বন্ধী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়াও তাহার আশ্রয় হয় না, সুতরাং তাহাকে অন্যস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। এই কারণে ঘটত্ব সমবায়ের প্রতিযোগী। কিন্তু ঘট সমবায়ের অনুকূল সম্বন্ধী সুতরাং অনুযোগী। কারণ সমবায় ঘটাশ্রিত অর্থাৎ ঘটকে আশ্রয় করিয়া আছে।

আরও ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মানব আসনে উপবেশন করিয়া আছে, মানবের সহিত আসনের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী মনুষ্য এবং অনুযোগী আসন। এই কারণে মানব আসনে আছে, ইহাই অনুভব হইয়া থাকে, আসন মানবে আছে এইরূপ কখনই অনুভব হয় না।

বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে, এইজন্য বহ্নি ও ধূম যথাক্রমে ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগী। এই ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগীর অপর নাম ব্যাপক ও ব্যাপ্য। বহ্নি ধূমের ব্যাপক এবং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। সকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে। ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা অবশ্যই থাকিবে। যেহেতু বহ্নি কারণ, ধূম কার্য্য। কারণ বিনা কার্য্য হইতেই পারে না। এই জন্য ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যাপকের সত্তা থাকিলে যে ব্যাপ্যের সত্তা থাকিবে এইরূপ নহে, কিন্তু ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা থাকিতেই হইবে। উত্তপ্ত অয়োগোলকে বহ্নির সত্তা আছে, কিন্তু উহাতে ধূমের সত্তা নাই, বহ্নির সত্তায় যে ধূমের সত্তা থাকিবে, তাহা নহে, কিন্তু ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা থাকিতেই হইবে, ইহা নিশ্চয়, যেখানে যেখানে ধূম থাকিবে, সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকিবে, কিন্তু যেখানে যেখানে বহ্নি থাকিবে, সেই সেই স্থলে যে ধূম থাকিবে তাহা নহে, থাকিতেও পারে এবং নাও পারে। উত্তপ্ত অয়োগোলকে বহ্নি আছে, কিন্তু ধূম নাই, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

বস্তুতঃ বহ্নি সকল সময়ে ধূম উৎপাদন করে না, সময় বা অবস্থা বিশেষে ধূম উৎপাদন হইয়া থাকে। সুতরাং বহ্নির সত্তায় যে ধূমের সত্তা তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু ধূমের সত্তাতে বহ্নির সত্তা না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহ্নির অনুমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক বহ্নি ব্যাপ্য ধূমের অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। অয়োগোলকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে যে, বহ্নি আছে, অথচ তাহাতে ধূম নাই। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বটে কিন্তু অগ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই।

নব্য ন্যায়ে তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহার প্রথম লক্ষণ এই—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ" (তত্ত্বচিন্তা°) সাধ্যের অভাববিশিষ্টের অবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। ইহাতে কিছুই বুঝা যায় না, প্রত্যেক কথা ধরিয়া তবে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, যে স্থলে সাধ্যের অভাব থাকে, সেই স্থলে হেতু না থাকিলেও হেতু সাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যাহা অনুমান করা হয়, তাহাই সাধ্য, যে স্থলে বহ্নির অনুমান হয়, তথায় বহ্নি সাধ্য। যাহাদ্বারা অনুমান করা হয়, তাহার নাম হেতু। ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হয়, এই জন্য ধূম হেতু। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতুক বহ্নিযুক্ত, হেতু যখন ধূম বিদ্যমান আছে, তখন সাধ্য যে বহ্নি তাহা নিশ্চয় আছে, এইরূপ অনুমিতি হইল। এইস্থলে বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু। বহ্নির অভাব জলহ্রদ প্রভৃতিতে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ জলাদিতে বহ্নি নাই, অতএব তথায় ধূমও নাই। সুতরাং ধূম বহ্নিব্যাপ্য। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, কিন্তু 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' বহ্নিহেতুক ধূমবিশিষ্ট এরূপ নহে কারণ এইস্থলে সাধ্যধূম, অয়োগোলকে সাধ্য যে ধূম তাহার অভাব আছে, কিন্তু তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য হইতে পারে না, সুতরাং বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই।

দার্শনিক প্রণালী অনুসারে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী বুঝিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর কথা বলা হইয়াছে, অভাবেরও সেইরূপ সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুযোগী আছে। 'যস্যাভাবঃ সএব প্রতিযোগী' যাহার অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী এবং যাহাতে অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই অভাবের অনুযোগী বা অধিকরণ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা এবং অনুযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে অনুযোগিতা কহে। সুতরাং প্রতিযোগিতা শব্দে প্রতিযোগি-নিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা শব্দে অনুযোগি-নিষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা অভাবের জানিতে হইবে; প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতা অভাবনিরূপ্য বা অভাবনিরূপিত। এবং অভাব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার নিরূপক। এই নিরূপ্যনিরূপকভাব অনুভব দ্বারা জানা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, ভূতলে ঘটের অভাব আছে, 'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী' যাহার অভাব হয়, সেই তাহার প্রতিযোগী হয়, সুতরাং এস্থলে ভূতলে ঘটের অভাব থাকায় ঘটই প্রতিযোগী হইল। ভূতলে ঘট থাকে, ঘটের অধিকরণ ভূতল, সুতরাং ভূতল অনুযোগী। অতএব স্থির হইল যে, অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটনিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ প্রতিযোগিনিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা শব্দে অনুযোগিনিষ্ঠ বুঝায়। সুতরাং অভাব ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক।

যাহা কোন আধার বা অধিকরণে স্থিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি। বৃত্তির ভাব বা ধর্ম্মকে বৃত্তিত্ব কহে। কোন কোন স্থলে বৃত্তিত্ব শব্দে বৃত্তিকেও বুঝায়। বৃত্তিত্ব শব্দে আধেয়ত্ব, যে আধার বা অধিকরণে আধেয় পদার্থ সকল থাকে। সুতরাং আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব সেই আধার বা অধিকরণ দ্বারা নিয়মিত। অতএব সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, সাধ্যাভাব—সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতানিরূপক অভাব। এই অভাবের অধিকরণ বা আধার হইল সাধ্যাভাব-

বান্ ; অবৃত্তিত্ব শব্দের অর্থ বৃত্তিত্বের অভাব। বৃত্তিত্বনিশ্চয়ই সাধ্যাভাবের অধিকরণরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে এইক্ষণ ব্যাপ্তির লক্ষণের অর্থ হইল যে, "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ" ইহার অর্থ এইরূপ হইবে যে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতানিরূপক যে অভাব সেই অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব সেই বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি। কিরূপে এই লক্ষণ সমন্বয় হয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে 'বহ্নিমান ধূমাৎ' এইস্থলে সাধ্য বহ্নি, অর্থাৎ প্রতিপাদনীয়, বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব হইল বহ্নির অভাব, এই অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি, জলহ্রদাদি অধিকরণে বহ্নি নাই, তাহার অভাব আছে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই অর্থাৎ ধূমে তাদৃশ বৃত্তিত্বের অভাব আছে। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, ইহা স্থির হইল।

টীকাকারগণ এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, এক একটী করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া আবার তাহার উপর দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই পাঁচটী লক্ষণ ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে অভিহিত, কিন্তু এই পাঁচটী লক্ষণেই দোষ প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই লক্ষণটী এইরূপ ভাবে করা হইয়াছে যে, ইহাতে কোনস্থলেই দোষ দিবার উপায় নাই। এই লক্ষণে বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা এই ব্যাপ্তিপঞ্চক এবং সিদ্ধান্তলক্ষণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

টীকাকারগণ 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই লক্ষণের যে সকল আপত্তি ও তাহার সমাধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইল। নৈয়ায়িকদিগের মতে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ কহে, ইহা ব্যতীত দুইটী দ্রব্যের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। বহ্নি ও বহ্নির অবয়বের সহিত যে সম্বন্ধ ইহা সমবায় সম্বন্ধ, দেহের সহিত দেহীর যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়। কিন্তু বহ্নির সহিত পর্ব্বতের বা মহানসের যে সম্বন্ধ তাহা সংযোগসম্বন্ধ, সমবায়সম্বন্ধ নহে। বহ্নি সমবায় সম্বন্ধে কেবলমাত্র স্বাবয়বে থাকে, অন্যস্থলে থাকিতে পারে না। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে বহু স্থানে থাকে, পর্ব্বত মহানস (উনান) প্রভৃতিতে যে বহ্নি থাকে, উহা সংযোগ সম্বন্ধে। বহ্নি সমবায় সম্বন্ধে কখন পর্ব্বতাদিতে থাকে না এবং থাকিতেও পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে না, সেই স্থলে সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর অভাব অবশ্যই থাকে। অতএব সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি নাই, সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে। অথচ সেই স্থলে ধূম আছে, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না। কারণ সমবায় সম্বন্ধে যে বহ্নির অভাব, পর্ব্বতও তাহার অধিকরণ বা আধার বটে। কিন্তু পর্ব্বত নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব ধূমে নাই। পর্ব্বত নিরূপিত বৃত্তিত্বই ধূমে রহিয়াছে। আরও একটী কথা এই যে, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে আছে বলিয়া সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই ইহা সত্য। কিন্তু পার্ব্বতীয় বহ্নিই সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, কিন্তু মহানসে যে বহ্নি আছে, সেই বহ্নি সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে নাই। মহানসীয় বহ্নি মহানসে এবং পার্ব্বতীয় বহ্নি পর্ব্বতে আছে। মহানসীয় বহ্নির সংযোগ পর্ব্বতে বা পার্ব্বতীয় বহ্নির সংযোগ মহানসে কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, মহানসীয় বহ্নির অভাব সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, তাহার আর ভুল নাই, মহানসীয় বহ্নিও বহ্নি। সুতরাং পর্ব্বতও ঐ অভাবের অধিকরণ। অথচ পর্ব্বতে ধূম রহিয়াছে। অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি কিরূপে হইতে পারে ?

এই আপত্তির উক্তরূপ উত্তর অভিহিত হইয়াছে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত। এই স্থলে বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, সংযোগ সম্বন্ধে এই স্থলে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। পর্ব্বতে ধূম দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে, তথায় সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি আছে, সমবায় সম্বন্ধে নাই। কারণ কেবল বহ্নি বহ্নির স্বাবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, অন্যত্র থাকিতে পারে না। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, তথায় সেই সম্বন্ধেই সেই বস্তু সাধ্য হইবে। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, তথায় সে সম্বন্ধে সে বস্তু সাধ্য হইতেই পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে যে সাধ্যাভাব বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই স্থলে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য হয় নাই, কারণ সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি থাকিতেই পারে না। অতএব পর্ব্বতে যে বহ্নির সংযোগ তাহা সংযোগ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অতঃপর এই স্থলে লক্ষণসমন্বয় করিয়া দেখা যাউক। সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই, সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব বহ্নির অবয়বে এবং যে স্থলে বহ্নি নাই, তথায় আছে। বহ্নির অবয়বে বা বহ্নিশূন্য প্রদেশে কখনই ধূম থাকিতে পারে না, সুতরাং

সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই। অতএব সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে থাকা সত্ত্বেও ধূমে ব্যাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ নাই।

'বহ্নিমান্' এই স্থলে কেবল বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই, কারণ 'বহ্নিমান্' বলিলে কেবল মাত্র বহ্নির বোধ হয়। মহানসীয় বহ্নিত্বের বোধ হয় না। 'পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির্নাস্তি" পর্ব্বতে মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নি নাই, এই রূপ বোধ হইলেও পর্ব্বতে যে বহ্নি নাই ইহা কিছুতেই প্রতীত হয় না। মহানসীয় বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে, কিন্তু শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয় বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রূপে সাধ্য হইবে, সেই রূপেই সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ ধরিতে হইবে। অতএব পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিবার কোনই বাধা হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ করিতে হইলে এইরূপ করিতে হয়।

সাধ্যাভাব—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবই—সাধ্যভাব শব্দের অর্থ।

এই সকল শব্দের প্রত্যেক শব্দের অর্থ না করিলে উহার অর্থ কিছুই বুঝা যায় না। সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার অর্থ এইরূপ। সাধ্যের ধর্ম্মের নাম সাধ্যতা, সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কহে। এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অর্থ সাধ্য অংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। যে হেতু ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ বা নিয়মন করিয়া থাকে।

বহ্নির সাধ্যতানিরূপণ করিতে হইলে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে, বিভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এই প্রকার বহ্নিগত সাধ্যতা এবং ঘটগত সাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বহ্নিগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব এবং ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম ঘটত্ব। যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহার নাম অবচ্ছিন্ন। সাধ্যতারও যেরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে, প্রতিযোগিতারও সেইরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। যে স্থলে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব হয়, তথায় ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধ তদবচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে তাহা শুদ্ধ বহ্নিত্ব তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দুই প্রকার অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোন হানি হইতে পারে না, কারণ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে থাকিলেও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং শুদ্ধ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে নাই, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি হইল।

(ব্যাপ্তিপঞ্চক)

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই প্রণালীতে বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছিন্ন প্রভৃতি শব্দের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে তবে ঐ সকল উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। ব্যাপ্তির একটী লক্ষণের আপত্তি ও খণ্ডন প্রসঙ্গে তাহার আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সিদ্ধান্ত লক্ষণে এই সকল কথা কিরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সিদ্ধান্ত লক্ষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন।

ব্যাপ্তিকর্ম্মন্ (পুং) ব্যাপ্তিবিশিষ্টং কর্ম্ম যস্য। ব্যাপনক্রিয়া বিশিষ্ট, সকল স্থলে যাহার ক্রিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার বৈদিক পর্য্যায় ইযতি, নক্ষতি, আক্ষাণ, আনট্, আষ্ঠ, আপান, অশৎ, নশৎ, আনশে, অশ্নুতে। (বেদনি° ২।১৮ অ°)

ব্যাপ্তিমৎ (ত্রি) ব্যাপ্তি বিদ্যতেঽস্য ব্যাপ্তি-মতুপ্। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ব্যাপ্তিযুক্ত।

ব্যাপ্তিত্ব (ক্লী) ব্যাপ্তিমতো ভাবঃ ব্যাপ্তিমৎ ভাবে ত্ব। ব্যাপ্তিমতের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্য (ক্লী) ব্যাপ্যতে ইতি বি-আপ-ণ্যৎ। সাধন, হেতু। "ব্যাপ্যং লিঙ্গঞ্চ সাধনং" (ত্রিকা°) লিঙ্গ, হেতু, কারণ। ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অনুমিতি হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক মতে ব্যাপ্তির অনুযোগীর নাম ব্যাপ্য [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ] ২ কুষ্ঠৌষধ। (অমর) (ত্রি) ৩ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ব্যাপনীয়।

"প্রস্থানং তে কুলিশকলনান্নিশ্চিতং পণ্ডিতাগ্রে-
শ্চিত্তেঽস্মাকং তদপি রমতে যাহি যাহীতি বাণী।
অপ্রামাণ্যং কথয়তি সদা নন্দসূনোর্বিয়োগো
ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্‌ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকত্বাপ্রসিদ্ধৌ"॥ (পদাঙ্কদূত)

ব্যাপ্যবৃত্তি (ত্রি) অল্পদেশবৃত্তি, যাহা অল্প পদার্থে থাকে।

ব্যাপ্রিয়মাণ (ত্রি) বি-আ-পৃ-শানচ্। ব্যাপৃত, নিযুক্ত।

ব্যাম (পুং) বিশেষেণ অম্যতেঽনেনেতি অম গতৌ ঘঞ্। পরিমাণ বিশেষ, এই পরিমাণ বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্বে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, চলিত বাঁও।

'ব্যামব্যায়ামন্যগ্রোধাস্তির্য্যগ্ বাহুপ্রসারিতৌ।' (হেম)

ব্যামিশ্র (ত্রি) বি-আ-মিশ্র-ঘঞ্। সংমিলিত, ভিন্ন বিষয়ের একীভাব করণ।

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥" (গীতা ৩।২)

'কচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা, কচিদ্ জ্ঞানপ্রশংসা, ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব' (স্বামী) কখন কর্ম্মের প্রশংসা কখন জ্ঞানের প্রশংসা এইরূপ বিভিন্ন বাক্যকে ব্যামিশ্র কহে।

ব্যামোহ (পুং) বি-আ-মুহ-ঘঞ্। মোহ, অজ্ঞান।

ব্যাম্য (ত্রি) ১ বিরুদ্ধগমন বা নিয়ম লঙ্ঘন হেতু ব্যাধিত। ২ বিবিধরূপে পীড়িত। "বিগমনেন বিবিধং বা আময়তি (ব্যাধিতো ভবতি) পুরুষোঽনেনেতি ব্যাম্যো যঃ পাশঃ।" (অথর্ব্ব ৪।১৬।৮ ভাষ্য)

ব্যায়ত (ত্রি) বিশেষেণায়তং। ১ ব্যাপৃত, দৈর্ঘ্য।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং।
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি ॥" (শকুন্তলা ২অ°)

২ দৃঢ়। ৩ অতিশয়। ৪ দূর। ৫ ব্যাম, বাঁও।

ব্যায়তন (ক্লী) আয়তন বিশিষ্ট।

ব্যায়াম (পুং) বি-আ-যম-ঘঞ্। ১ পৌরুষ। ২ ব্যাপার। ৩ শ্রম। ৪ বিষম। ৫ ব্যাম। (হেম) ৬ দুর্গসঞ্চার। (মেদিনী) ৭ মল্লক্রীড়া, পারসী কুস্তী। শ্রমসাধনব্যাপার, যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাহাকে ব্যায়াম কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যায়ামের বিধান আছে।

"শরীরায়াসজননং কর্ম্ম ব্যায়ামসংজ্ঞিতম্।" (বৈদ্যক)

শরীরের আয়াসজনন কর্ম্মের নাম ব্যায়াম।

"ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।" (রাজব°)

স্নিগ্ধভোজী বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতজনক, এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে অতিশয় হিতকর হইয়া থাকে। বলবান্ আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকল ঋতুতেই শক্তির অর্দ্ধপরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। কুক্ষি, ললাট এবং গ্রীবাদেশে যখন ঘর্ম্ম হয় তখনই শক্তির অর্দ্ধেক বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং সেই সময়ই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা বিধেয়।

চরকসংহিতায় ব্যায়ামের গুণদোষাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। মনের অনুকূল এবং দেহের বলবর্দ্ধক যে শারীরিক চেষ্টা বা ক্রিয়া তাহাকে ব্যায়াম কহে। এই ব্যায়াম উপযুক্ত পরিমাণে করিতে হইবে। উপযুক্ত রূপে ব্যায়াম করিলে শরীরের জড়তা দূর এবং ক্রমশঃ বলবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এইরূপ পরিমাণে ব্যায়াম করিবে, যাহাতে শরীরের অতিশয় ক্লান্তি না হয়, ইহাই উপযুক্ত ব্যায়াম নামে অভিহিত। এই ব্যায়াম দ্বারা দেহ লঘু, কর্ম্মে সামর্থ্য, শরীর স্থির অর্থাৎ যৌবনভাবে অবস্থান, ক্লেশসহিষ্ণুতা, বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধিনাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

যাহারা নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করে, তাহাদের অগ্নি বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, বিদগ্ধ, অবিদগ্ধ সকল প্রকার খাদ্যই পরিমিত ব্যায়ামশীল ব্যক্তির অনায়াসে পরিপাক হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের বাতাদিদোষ কুপিত হইতে পারে না। অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া দেহানুকূল ব্যায়াম দ্বারা বাতাদিদোষের বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহাদের সমতাই হইয়া থাকে।

অতিশয় ব্যায়াম শরীরের বিশেষ অপকারজনক। ইহা দ্বারা শরীরের গ্লানি, মনোগ্লানি, ধাতুক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা অতি মাত্রায় করা বিধেয় নহে। হস্তী যেরূপ অযথা বলে সিংহকে আক্রমণ করিলে আপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অতি মাত্রায় ব্যায়ামকারী ব্যক্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হয়। (চরকসূত্রস্থান° ৭অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্তঘনগাত্রতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে ॥" (ভাবপ্রকাশ)

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু, কর্ম্মে সামর্থ্য এবং বিভক্ত ঘন গাত্রতা, অর্থাৎ শরীরের যে স্থল যেরূপ হওয়া উচিত, কোন স্থল সরু, কোন স্থল মোটা এবং কোন স্থল দৃঢ় ইত্যাদি হওয়া, দোষ ক্ষয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের শরীর ব্যায়াম দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের কোন ব্যাধি হয় না, বিরুদ্ধ, বা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে, তাহাদের শরীর শীঘ্র শিথিল হয় না, ব্যায়াম দ্বারা স্থৌল্য আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে, যাহাদের দেহ স্থূল, তাহারা ব্যায়াম করিলে তাহাদের শরীর শীঘ্র কৃশ হয়। অতএব ব্যায়াম সদৃশ স্থৌল্যনাশক আর কিছুই নাই। এই ব্যায়াম বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। ইহা বসন্ত ও শীত ঋতুতে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গ্রীষ্মাদি অন্য ঋতুতে যাহার যেরূপ শক্তি, তিনি তাহার 'অর্দ্ধশক্তিপরিমাণ ব্যায়াম করিবেন। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ শুষ্ক অর্থাৎ পিপাসা না হয় ও কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হয়, তখনই অর্দ্ধশক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ ভাবে শ্রান্ত হইলেই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার অধিক ব্যায়াম করিলে শরীরের অপকার হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তিরই ব্যায়াম কর্ত্তব্য, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিতান্ত অপকারক।

"ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন ॥
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ।
তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে ॥" (ভাবপ্র°)

ভুক্তবান্ প্রভৃতি ব্যক্তি ব্যায়াম করিবেন না, অর্থাৎ ভোজনের পর, রতিক্রীড়ার পর ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন কাসরোগী, শ্বাস-রোগী, কৃশ ব্যক্তি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত এবং শোষরোগী এই সকল ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ অপকারক। যাঁহারা অতি ব্যায়াম করেন, তাঁহাদের কাসরোগ, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক অর্থাৎ তমক শ্বাস ও রক্তপিত্ত রোগ হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ভা°)

ব্যায়াম প্রাতঃ ও সায়ংকালে কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অপর সময়ে উচিত নহে, অপর সময়ে করিলে শরীরের অপকার হয়।

ব্যায়ামবৎ (ত্রি) ব্যায়ামো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ব্যায়াম-যুক্ত, ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী।

ব্যায়ামিক (ত্রি) ব্যায়াম সম্বন্ধীয়। "ব্যায়ামিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্।" ইহা ৬৪ কলাবিদ্যার একতম। ভাগবত ১০।৪৫।৩৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে 'ব্যায়ামিকী' স্থলে 'বৈতালিকী' পাঠ দেখা যায়।

ব্যায়ামিন্ (ত্রি) ব্যায়াম অস্ত্যর্থে ইনি। ১ ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী। ২ শ্রমশীল।

ব্যায়ুক (ত্রি) দ্রুত পলায়ন শীল। (কাঠক ৩১।৩)

ব্যায়ুধ (ত্রি) আয়ুধহীন। (ভারত দ্রোণ°)

ব্যায়োগ (পুং) বি-আ-যুজ-ঘঞ্। দশবিধ রূপকের অন্তর্গত রূপকবিশেষ, দৃশ্যকাব্যভেদ, চলিত নাটকবিশেষ, অভিনয়যোগ্য বলিয়া ইহা দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিগণিত।

"স্যান্নাটকং প্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ।
ব্যায়োগসমবাকারো বিথ্যঙ্কেহামৃগা ইতি।
অভিনেয়প্রকারাঃ স্যুর্ভাষাঃ ষট্‌সংস্কৃতাদিকাঃ॥" (হেম)

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবাকার প্রভৃতি দশপ্রকার দৃশ্যকাব্য। ইহার লক্ষণ—

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ ॥
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
কৌশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্রনায়কঃ ॥
রাজর্ষিরথদিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৬।৫১৪)

ব্যায়োগ দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্ত বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ মহাভারতাদি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে ইহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে স্ত্রীলোক অল্প এবং পুরুষ অধিক থাকিবে। ইহা গর্ভ, বিমর্ষ ও সন্ধিহীন হইবে। ইহার অঙ্ক একটী এবং ইহাতে অস্ত্রীনিমিত্ত সমর, অর্থাৎ যাহাতে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সমর সংঘটিত হয় নাই এরূপ প্রবন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে, কৌশিকী বৃত্তিতে ইহা বর্ণন করিতে নাই। ইহার নায়ক বিখ্যাত রাজর্ষি, দিব্য বা ধীরোদ্ধত হইবে। এই ব্যায়োগে শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্তরস ভিন্ন অন্য সকল রস বর্ণন করিতে হয়। সংস্কৃত সৌগন্ধিকাহরণ একখানি ব্যায়োগগ্রন্থ।

ব্যায়োজিম (পুং) স্থূলাল্পসমবিষমপালি। (সুশ্রুত ১।১৬ অ°)

ব্যারোষ (পুং) আক্রোশ।

ব্যাল (পুং) বিশেষেণ আসমন্তাৎ অলতীতি অল-পর্য্যাপ্তৌ-অচ্। ১ সর্প। ২ শ্বাপদ। (অমর) ৩ দুষ্টগজ। (মেদিনী)

"ব্যালদ্বিপা যন্তৃভিরুন্মদিষ্ণবঃ কথঞ্চিদারাদপথেন নিন্যিরে ॥"
(মাঘ ১২।২৮)

৪ পালিত শিকারী চিতাবাঘ। ৫ ব্যাঘ্র। (রাজনি°) ৬ রাজা। (অমরটীকা-মথুরেশ) ৭ বিষ্ণু। ৮ দণ্ডকচ্ছন্দোভেদ। (ত্রি) ৯ শঠ, ধূর্ত্ত, ক্রূর। ১০ অপকারী। (জটাধর)

ব্যালক (পুং) ব্যাল এব স্বার্থে-কন্। দুষ্টগজ। পর্য্যায়—গম্ভীর-বেদী, অঙ্কুশদুর্দ্ধর, চালক। (ত্রিকা°) ২ শ্বাপদ, হিংস্রজন্তু। ৩ ব্যালশব্দার্থ।

ব্যালকরজ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যালখড়্গ (পুং) ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালগন্ধা (স্ত্রী) ব্যালস্যেব গন্ধো যস্যাঃ। নাকুলী, লাঙ্গলী নামক মহাকন্দশাক। চলিত—বিষলাঙ্গলিয়া। (রাজনি°)

ব্যালগ্রাহ (পুং) ব্যালং গৃহ্লাতীতি ব্যাল-গ্রহ-অণ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

ব্যালগ্রাহিন্ (পুং) ব্যালং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ণিনি। ভিক্ষার্থ-সর্পধারী, যাহারা অর্থের জন্য সর্পাদি ধারণ করিয়া থাকে। সর্প-খেলক, চলিত সাপুড়িয়া বা বেদিয়া, বেদেরা সাপ ধরিয়া এবং তাহার ক্রীড়া দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—অহিতুণ্ডিক, জাঙ্গুলি, আহিতুণ্ডিক, ব্যালগ্রাহ, গারুড়িক, বিষবৈদ্য। (শব্দরত্নাবলী)

ব্যালগ্রীব (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বৃ°স°১৪।৯)

ব্যালজিহ্বা (স্ত্রী) ব্যালস্য জিহ্বেব আকৃতির্যস্যাঃ। মহাসমঙ্গা, স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, বাট্যালকভেদ, একপ্রকার বেড়েলা। (রাজনি°) ২ ব্যালের জিহ্বা, সর্প বা হিংস্রজন্তুর জিহ্বা।

ব্যালত্ব (ক্লী) ব্যালস্য ভাবঃ। ব্যালের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যালদংষ্ট্র (পুং) ব্যালস্য দংষ্ট্রেব আকৃতির্যস্য। গোক্ষুরক্ষুপ।

ব্যালদ্রেক্কাণ (পুং) সর্পদ্রেক্কাণ। [ব্যালবর্গ দেখ]

ব্যালনখ (পুং) ব্যালস্য নখ ইব আকৃতি র্যস্য। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নখীবিশেষ, হিন্দী বাঘনখা। পর্য্যায়—কূটস্থ, চক্রনায়ক, চক্রী, চক্রনখ, ব্যাঘ্রফল, দ্বীপিনখ, খপুর, ব্যালপাণিজ, ব্যালায়ুধ, ব্যালবল, ব্যালখড়্গা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, কফ, বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও ব্রণনাশক, বর্ণবর্দ্ধক এবং সৌগন্ধপ্রদ।

ব্যালপত্র (পুং) এর্ব্বারুকলতা, ক্ষেতকাকুড়।

ব্যালপত্রা (স্ত্রী) ব্যালানি তীক্ষ্ণানি পত্রানি যস্যাঃ। এর্ব্বারু।

ব্যালপাণিজ (পুং) ব্যাঘ্রনখাখ্য গন্ধদ্রব্য, নখীবিশেষ। (রাজনি°)

ব্যালপ্রহরণ (ক্লী) ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যালবল (পুং) ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালমৃগ (পুং) ব্যালো হিংস্রো মৃগঃ পশুঃ। চিত্রব্যাঘ্র, চলিত—চিতাবাঘ।

"রথনেমিস্বনশ্চৈব ঘণ্টাশব্দশ্চ ভারত।

পৃথগ্ ব্যালমৃগাণাঞ্চ পক্ষিণামিব সর্ব্বশঃ॥" (ভারত ৩।১১৯।৩)

ব্যালম্ব (পুং) বিশেষেণ আলম্বতে বি-আ-লম্ব-অচ্। ১ রক্তৈরণ্ড। (ত্রি) ২ লম্বমান।

ব্যালম্বিন্ (ত্রি) ব্যালম্বতে বি-আ-লম্ব-ইনি। ব্যালম্বযুক্ত, বিলম্বিত।

"অন্বেষামুক্তম্বং প্রসাদপট্টৈর্বিভূষিত শিরস্কম্।

ব্যালম্বিরত্নমালং ছত্রং কার্য্যঞ্চ মায়ুরম্॥"(বৃহৎসংহিতা ৭৩।৫)

ব্যালবর্গ (পুং) ব্যালদ্রেক্কাণ। কর্কট ও বৃশ্চিকের প্রথম, দ্বিতীয়, এই দুই দুই দ্রেক্কাণ এবং মীনের তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ব্যালদ্রেক্কাণ নামে অভিহিত হয়।

ব্যালায়ুধ (পুং ক্লী) ব্যালস্য আয়ুধং নখ ইব আকৃতির্যস্য। ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ, নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (অমরটীকা মথুরেশ) ২ বাঘের নখ।

ব্যালি (পুং) ব্যাড়িঃ ড়স্য ল। ব্যাড়িমুনি।

ব্যালিক (ত্রি) ব্যালেন চরতি ব্যাল (গর্গাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।১০) ইতি ঠন্। ব্যালদ্বারা বিচরণকারী, সাপুড়িয়া।

ব্যালীঢ় (ক্লী) সর্পদংশনভেদ, সাপের কামড়বিশেষ।

"একং দংষ্ট্রাপদং দ্বে বা ব্যালীঢ়াখ্যমশোণিতম্।"

(বাভট উত্তরত° ৩৬ অ°)

যে সর্পদংশনে একটী বা দুইটী দাঁত বিদ্ধ হইয়াছে, অথচ শোণিতস্রাব হয় নাই, তাহাকে ব্যালীঢ় দংশন কহে।

ব্যালুপ্ত (ক্লী) সর্পদংশনভেদ।

"দংষ্ট্রাপদে সরক্তে দ্বে ব্যালুপ্তং" (বাভট উত্তরত° ৩৬ অ°)

দুইটী দাঁত বসাইয়া দিলে এবং সেই স্থান রক্তযুক্ত হইলে তাহাকে ব্যালুপ্ত কহে।

ব্যালোল (ত্রি) ঈষৎ কম্পিত, চঞ্চল, লকলকে।

ব্যাবক্রোশী (স্ত্রী) বি-আ-অব-ক্রুশ (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্, ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। ৫।৪।১৪) ইতি স্বার্থে অঞ্, (ন কর্ম্মব্যতিহারে। পা ৭।৩।৬) ইতি ঐচ্প্রতিষেধঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরস্পর আক্রোশন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ। (ভরত)

ব্যাবভাসী (স্ত্রী) বি-আ-অব ভাস-ণচ্, স্বার্থে অঞ্, ঙীপ্। ব্যাবক্রোশী, পরস্পরাক্রোশকারী।

ব্যাবর্গ (পুং) বিভাগ, ভাগকরা।

ব্যাবর্ত্ত (পুং) বি-আ-বৃত-অচ্। নাভিকণ্টক। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর আবর্ত্তক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকন্দা গাছ। (রাজনি)

ব্যাবর্ত্তক (ত্রি) ব্যাবর্ত্তয়তীতি বি-আ-বৃত-ণিচ্-ণ্বুল্। ব্যাবর্ত্তনকারী। যিনি ব্যাবর্ত্তন করান।

ব্যাবর্ত্তন (ক্লী) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। পরাঙ্মুখীকরণ, ফেরান।

ব্যাবর্ত্তনীয় (ত্রি) বি-আ-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। ব্যাবর্ত্তনযোগ্য, ব্যবর্ত্তনার্হ।

ব্যাবর্ত্তিত (ত্রি) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ক্ত। পরাঙ্মুখীকৃত।

ব্যাবর্ত্ত্য (ত্রি) ব্যবর্ত্তনের যোগ্য, ত্যাগের উপযুক্ত।

ব্যাবহারিক (ত্রি) ব্যবহার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্ পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। ১ ব্যবহার। ব্যবহারমিত্যাহ ব্যবহার-ঠক্ (স্বাগতাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৭) ইতি বৃদ্ধিনিষেধঃ ঐচাগমশ্চ ন স্যাৎ। ২ ব্যবহার যিনি বলেন, বিচারক। ৩ ব্যবহারসম্বন্ধীয়। ৪ ধর্ম্মাধিকরণ সম্বন্ধীয়। ৫ রাজাদিগের বাহ্য অভ্যন্তর সকল প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত অমাত্য।

"ব্যবহারে বাহ্যাভ্যন্তর-সকলরাজ্যকৃত্যে নিযুক্তা অমাত্যাঃ ব্যাবহারিকাঃ" (রামায়ণটীকা ২।৬৬।১২)

ব্যাবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহার বিশিষ্ট।

ব্যাবহারী (স্ত্রী) ব্যবহার-ঙীষ্। ১ পরস্পর ব্যবহার। ২ পরস্পর হরণ। (বোপদেব ৬।১১০)

ব্যাবহার্য্য (ত্রি) ব্যবহার-যৎ। ব্যবহারযোগ্য, যাহা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত।

ব্যাবহাসী (স্ত্রী) বি-অব-হস (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্, ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। পা ৭।৩।৬) ইতি ঐচ্ প্রতিষেধঃ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরস্পর হাস্যকরণ। ২ পরস্পর বিচারণা।

ব্যাবৃৎ (স্ত্রী) ১ বিশেষত্ব নির্দ্দেশ। ২ আদ্যোপান্ত বর্ণিত।

ব্যাবৃতত্ব (ক্লী) ১ অনাবৃতত্ব। ২ গূঢ়াভিসন্ধিতা।

"ব্যাবৃতাভিপ্রায়ত্বং গূঢ়াভিসন্ধিতা" (মৈত্রেয়উ°নি° ৩।৫)

এই প্রয়োগ অসাধু, ব্যাবৃত্তত্ব প্রয়োগই সাধু।

ব্যাবৃত্ত (ত্রি) বি-আ-বৃত্-ক্ত। ১ নিবৃত্ত। ২ নিষিদ্ধ। ৩ খণ্ডিত। ৪ পৃথক্‌কৃত। ৫ মনোনীত। ৬ বেষ্টিত। ৭ অংশীকৃত। ৮ স্তুত। ৯ নিবারিত। ১০ আচ্ছাদিত।

ব্যাবৃত্তি (স্ত্রী) বি-আ-বৃত-ক্তিন্। ১ খণ্ডন।

"অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।" (মহিম্নঃ স্তোত্র)

২ আবৃত্তি। ৩ মনোনয়ন। ৪ বেষ্টন। ৫ স্তুতি। ৬ নিরাকরণ। ৭ নিষেধ। ৮ বাধা। ৯ নিবৃত্তি। ১০ নিয়োগ। ১১ বিপর্য্যাস।

ব্যাবৃৎসু (ত্রি) ১ অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছুক। ২ খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছুক।

ব্যাশ্রয় (পুং) বি-আ-শ্রি-ঘঞ্। বিভিন্ন আশ্রয়। (পাণিনি ৫।৪।৪৮)

ব্যাস (পুং) বি-অস-ঘঞ্। বিস্তার।

"বিস্তীর্ণৈতৎ মহজ্‌জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্॥" (ভারত ১।১।৫১)

'সমাসঃ সংক্ষেপঃ। ব্যাসো বিস্তারঃ' (টীকা) ২ মানভেদ। (শব্দরত্না°) ৩ পুরাণাদি পাঠক ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে। ইহার লক্ষণ—

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতম্।
বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ॥
ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থঞ্চার্পয়েন্নৃপ।
য এবং বাচয়েদ্ ব্রহ্ম স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

বেদ ও পুরাণাদি পাঠকালে সুস্পষ্টভাবে অদ্রুত, শান্ত, স্পষ্টাক্ষরপদ অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর ও পদগুলি স্পষ্টরূপে মধুর স্বরে রসভাবাদির সহিত গ্রন্থের অর্থ যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এইরূপভাবে যে ব্রাহ্মণ উহা পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে।

৪ গোলের মধ্যরেখা, গোলবস্তুর মধ্যরেখা। (Diameter)

"ব্যাসে ভনন্দাগ্নিহতে বিভক্তে খবাণসূর্য্যৈঃ পরিধিস্তু সূক্ষ্মঃ।
দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথ শৈলৈঃ স্থূলোঽথবা স্যাদ্ব্যবহারযোগ্যঃ॥"
(লীলাবতী)

ব্যস্যতি বেদানিতি বি-আ-অস-অচ্। ৫ মুনিবিশেষ। বেদব্যাস। ইহার নামনিরুক্তি—

"যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরস্তপসা ভগবানৃষিঃ।
লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ॥"
(ভারত ১০৫।১৪)

যে ভগবান্ ঋষি তপোবলে বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া 'ব্যাস' এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হয়। এই ব্যাস সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশর ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [বিশেষ বিবরণ বেদব্যাস শব্দে দেখ]

৪ সমাসবিগ্রহ বাক্য, সমাস করিবার কালে যে বাক্য করা হয়, তাহাকে ব্যাসবাক্য কহে। যথা—'দর্ভপাণিঃ' 'দর্ভঃ পাণৌ যস্য সঃ দর্ভপাণিঃ ইহার নাম ব্যাসবাক্য।

ব্যাস, ১ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ লক্ষণ, পঞ্চরত্ন, গোলাধ্যায়, (ব্যাসসিদ্ধান্ত) তত্ত্ববোধ ও তাহার টীকা, তীর্থপরিভাষা, দত্তকদর্পণ, প্রতিমালক্ষণ, বালকৃষ্ণাষ্টক, বৃহৎসংহিতা, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও পুরাণনিচয়, যোগসূত্রভাষ্য, বক্রতুণ্ডস্তোত্র, বক্রতুণ্ডাষ্টক, বিশ্বনাথাষ্টক, শিবতত্ত্ববিবেক ও ইতিহাস নামক গ্রন্থাদি রচয়িতা। ইনি পুরাণপাঠকের নিকট ব্যাসদেব বা বেদব্যাস নামে সুপরিচিত। [বেদব্যাস ও ব্যাস শব্দ দেখ।]

২ ষড়্‌গুরুশিষ্যের ছয় গুরুর একতম। ৩ শ্রুতপ্রকাশিকা প্রণেতা সুদর্শনাচার্য্যের উপাধি। ৪ তন্ত্রসারটীকা প্রণেতা।

ব্যাস আচার্য্য, অষ্টমহামন্ত্রপদ্ধতিপ্রণেতা।

ব্যাসকূট (ক্লী) ব্যাসস্য কূটং। মহাভারতাদি গ্রন্থের কূটার্থ শ্লোক, যে সকল শ্লোক অতি দুর্ব্বোধ এবং অস্পষ্ট তাহাকে ব্যাসকূট কহে। ২ সীতাহরণের পর মাল্যবান্ পর্ব্বতে নির্জ্জনে অবস্থিতি কালে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইলে যে সকল কূট শ্লোক দ্বারা তাঁহার চিত্তশান্তি সম্পাদন করা হয়।

ব্যাসকেশব (পুং) শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধান প্রণেতা। কেশবকৃত "কল্পদ্রুম" নামে একখানি অভিধান পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এক কি না?

ব্যাসক্ত (ত্রি) বি-আ সঞ্জ-ক্ত। বিশেষরূপে আসক্ত। অতিশয় আসক্ত, সংলগ্ন।

"অংসব্যাসক্তবংশধ্বনিসুখিত জগদ্বল্লবীভির্বসন্তী।
মূর্ত্তির্গোপস্য বিষ্ণোরবতু জগতি নঃ স্রগ্‌ধরাহারিহারা॥"
(ছন্দোমঞ্জরী) ২ উদ্‌ভ্রান্ত, অভিভূত।

ব্যাস গণপতি, বৈদ্যশাস্ত্রসারসংগ্রহ সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসগিরি, শঙ্করবিজয়প্রণেতা।

ব্যাসগীতা (স্ত্রী) ১ কূর্ম্মপুরাণের অংশবিশেষ।
২ উপনিষদ্‌ভেদ। (কূর্ম্ম° উ° বি° ১২-৪৫৬)

ব্যাসঙ্গ (ত্রি) বি-আ সঞ্জ-ঘঞ্। বিশেষরূপে আসঙ্গ, অতি আসক্তি, বিশেষ সংযোগ, বিশেষ মনোযোগ।

ব্যাসতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ যতি। লক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থের নিকট অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি পরে ব্রাহ্মণ্যতীর্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেদেশ ভিক্ষু ইঁহার মন্ত্রশিষ্য। ইনি ব্যাসরায়মঠ স্থাপন

করিয়াছিলেন। ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে। ইনি ব্যাসতীর্থ বিন্দু, ব্যাস যতি ও ব্যাসরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি ইহার রচিত—

অনুজয়তীর্থবিজয় ; জয়তীর্থকৃত কথালক্ষণ বিবরণের টীকা ; আনন্দতীর্থকৃত কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, বৃহদারণ্যকভাষ্য, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য প্রভৃতির টীকা ; তর্কতাণ্ডব, আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জয়তীর্থ কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী টীকার তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা নাম্নী টিপ্পন, ন্যায়ামৃত ও কণ্টকোদ্ধার নামক তাহার টীকা, জয়তীর্থকৃত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনবিবরণের ভাবপ্রকাশিকা নামক টীকা, ভেদোজ্জীবন এবং জয়তীর্থকৃত অপরাপর গ্রন্থটীকার সংক্ষেপ পরিচয় স্বরূপ মন্দার মঞ্জরী নামক টিপ্পন।

ব্যাসতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

ব্যাসতুলসী (স্ত্রী) একজন পণ্ডিত।

ব্যাসত্র্যম্বক (পুং) একজন পণ্ডিত।

ব্যাসত্ব (ক্লী) ব্যাসস্য ভাবঃ ব্যাস-ত্ব। ব্যাসের ভাব বা ধর্ম্ম।

"লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ।"

(ভারত ১।১০৫।১৪)

ব্যাস দেব বেদ বিভাগ করায় জগতে ব্যাসত্ব অর্থাৎ ব্যাস এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাসদত্তি (পুং) বররুচির পুত্র।

ব্যাসদাস (পুং) ক্ষেমেন্দ্রের নামান্তর।

ব্যাসদেব, দায়ভাগনির্ণয় বিবেক প্রণেতা।

ব্যাসদেব মিশ্র, বৃহচ্ছন্দরত্নটীকা রচয়িতা।

ব্যাসদীপপ্রজা (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কটী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাসপদ্মনাভ, বৈষ্ণবোৎসব কাব্য কর্ত্তা।

ব্যাসপূজা (স্ত্রী) ব্যাসস্য পূজা। ব্যাসের পূজা, ব্যাসের অর্চ্চনা।

ব্যাসবৎস, শিশু হিতৈষিণী নাম্নী কুমারসম্ভব-টীকা প্রণেতা।

ব্যাসবিট্ঠল আচার্য্য, শব্দচিন্তামণি নামক অভিধান সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসভট্ট, শ্রীরঙ্গরাজস্তব ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক বেদান্তগ্রন্থ প্রণেতা

ব্যাসমাতৃ (স্ত্রী) ব্যাসস্য মাতা। ব্যাসের মাতা, বেদব্যাসের জননী। পর্য্যায় সত্যবতী, বাসবী, গন্ধকালিকা, যোজনগন্ধা, দাসেয়ী, শালঙ্কায়ন জীবসূ, কোন কোন গ্রন্থে শালঙ্কায়নজা এই রূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কালী, ঝষোদরী, বিচিত্রবীর্য্যসূ, চিত্রাঙ্গদসূ, যোজনগন্ধিকা, গন্ধকালী, সত্যা, দাসনন্দিনী।

(শব্দরত্না°)

ব্যাসমূর্ত্তি (পুং) ব্যাস এব মূর্ত্তির্যস্য। শিব। (শিবপু°).

ব্যাসবন (ক্লী) মুনিঋষিসেবিত পবিত্র বনভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

ব্যাসবর্য্য (পুং) পণ্ডিতভেদ। বাক্যার্থদীপিকারচয়িতা হনূমদাচার্য্যের পিতা।

ব্যাসসদানন্দজা, সম্বোবোধিনী-প্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ইনি স্তম্ভতীর্থবাসী ছিলেন।

ব্যাসসমাসিন্ (ত্রি) ব্যাসসমাসযুক্ত, ব্যাসবাক্য ও সমস্তপদ-বিশিষ্ট।

ব্যাসসূত্র (ক্লী) ব্যাসপ্রণীতং সূত্রং। ব্যাস প্রণীত সূত্র, বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত দর্শনের সূত্র ব্যাস প্রণয়ন করেন। [বেদান্ত দেখ]

ব্যাসস্থলী (স্ত্রী) দেশভেদ, পবিত্র স্থানভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

ব্যাসাচল (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

ব্যাসাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ যতি। ইনি পরে বেদব্যাসতীর্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে।

ব্যাসারণ্য (ক্লী) ব্যাসস্য অরণ্যং। ১ ব্যাসবন, ব্যাস যে বনে অবস্থান করিতেন, তাহাকে ব্যাসবন কহে। ২ একজন প্রসিদ্ধ যতি, ইনি সুবোধিনীপ্রণেতা। বিশ্বেশ্বরের গুরু।

ব্যাসার্দ্ধ (পুং) ব্যাসস্য অর্দ্ধঃ। ব্যাসের অর্দ্ধভাগ, গোল বস্তুর মধ্য ভাগের নাম ব্যাস, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ (Radius)

ব্যাসাশ্রম (পুং) ব্যাসস্য আশ্রমঃ। ১ ব্যাসমুনির আশ্রম স্থান। ২ বেদান্তকল্পতরু প্রণেতা অমলানন্দের নামান্তর।

ব্যাসাষ্টক (ক্লী) ব্যাসবিরচিত শিবস্তোত্র বিশেষ।

ব্যাসাসন (ক্লী) যে আসনে বসিয়া বক্তা বা পাঠক পুরাণাদি পাঠ করেন।

ব্যাসিদ্ধ (ত্রি) বি-আ-সিধ-ক্ত। ১ নিষিদ্ধ। নিবারিত (মিতাক্ষরা) ২ অবরুদ্ধ। ৩ বিশেষ স্থানে বা বিশেষ ব্যক্তিকে ভিন্ন অন্য স্থানে বা অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ।

ব্যাসীয় (ত্রি) ১ ব্যাস সম্বন্ধীয়। ২ (ক্লী) ব্যাসরচিত গ্রন্থ।

ব্যাস্কী (পুং) ব্যাড়ির গোত্রাপত্য।

ব্যাসেধ (পুং) বিঘ্ন, উৎপাত।

ব্যাসেশ্বর (পুং) ব্যাসেন স্থাপিত ঈশ্বরঃ। শিবলিঙ্গ বিশেষ, ব্যাস স্থাপিত শিবলিঙ্গ।

ব্যাসেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণের অধ্যায়ভেদ।

ব্যাহত (ত্রি) বি-আ-হন-ক্ত। ১ বিশেষ রূপে আহত। ২ ব্যর্থ, বিফলীকৃত। ৩ প্রতিবদ্ধ। ৪ নিষিদ্ধ, নিবারিত।

"অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

ব্যাহতি (স্ত্রী) বিরুদ্ধ বলা, বাধা দেওয়া।

ব্যাহনস্য (ত্রি) বিশিষ্ট মৈথুনযুক্ত বা তদঙ্গীভূত কার্য্য।

"ব্যাহনস্যাং বাচমবাদীৎ" (শুক্লযজুঃ ৬।৩৬)

'বাহনস্থাং বাচং বিশিষ্টমৈথুনযুক্তাং তদঙ্গভূতাং বাচং যদবাদীৎ'
(মহীধর)

ব্যাহন্তব্য (ত্রি) বি-আ-হন-তব্য। ব্যাহননযোগ্য।
"অতস্তে শাসনং ভর্ত্তুর্ন ব্যাহন্তব্যমেবহি।"
(গৌড় রামায়ণ ২।২৩।৪)

ব্যাহন্যমান (ত্রি) বি-আ-হন-শানচ্। প্রতিষিধ্যমান।

ব্যাহরণ (ক্লী) বি-আ-হৃ-ল্যুট্। কথন, উক্তি।

ব্যাহর্ত্তব্য (ত্রি) বর্ণনযোগ্য, বলার উপযুক্ত।

ব্যাহার (পুং) বি-আ-হৃ-ঘঞ্। বাক্য।
"পশুশস্ত্রব্যাহারে নৃপমৃত্যু র্মুনিবচশ্চেদম্।"
(বৃহৎসংহিতা ৪৮।৭১

ব্যাহারময় (ত্রি) বাক্যময়, বাক্যস্বরূপ, বাক্যযুক্ত।

ব্যাহারিন্ (ত্রি) বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যাহৃত (ত্রি) বি-আ-হৃ-ক্ত। কথিত।

ব্যাহৃতি (স্ত্রী) বি-আ-হৃ-ক্তিন্। ১ ব্যাহার। কথন, উক্তি। ২ মন্ত্রবিশেষ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ এই মন্ত্র।
"ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতিস্তদনন্তরম্।
ততোঽধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃ স্বঃ সনাতনাঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ॥
প্রধানপুরুষঃ কালো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ ক্রমাদ্ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৩ অ°)

'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি মন্ত্র, পুরাকালে এই মন্ত্র স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা সকল অশুভনাশক; সত্ব, রজঃ, তমঃ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বরূপ। এই ব্যাহৃতি ওঁকার পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যাহৃতিহোম বলিলে এই মন্ত্রে হোম বুঝিতে হইবে। ('ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ') এই সকলকে মহাব্যাহৃতি কহে।

যে স্থলে অন্য কোন মন্ত্র নাই, সেখানে ব্যাহৃতি মন্ত্র যোগ করিয়া দিতে হইবে।
"যত্র মন্ত্রা ন বিদ্যন্তে ব্যাহৃতীস্তত্র যোজয়েৎ।"
(তৈত্তি° উপ° ১।৫।১)

ব্যাহৃতি (স্ত্রী) সামভেদ।

ব্যুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) বি-উৎ-ছিদ ক্তিন্। ব্যুচ্ছেদ, বিনাশ।
"তেষামেব সমেতানাং যজ্ঞব্যুচ্ছিত্তিশঙ্কিনাম্।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৬।৪৬)

ব্যুচ্ছেত্তৃ (ত্রি) বি-উৎ-ছিদ-তৃচ্। ব্যুচ্ছেদকারক, বিনাশক।

ব্যুত (ত্রি) বি-বে ক্ত। স্যূত। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্যুতি (স্ত্রী) বি বে-ক্তিন্। উতি, তন্তু সন্ততি। (ভরতদ্বিরূপকো°)

ব্যুৎক্রম (পুং) বি-উৎ-ক্রম-ঘঞ্। ক্রমবিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম, পর্য্যায় উৎক্রম, অক্রম, (হেম) অনিয়ম।
"পশ্চ্যেৎ কশ্চচ্চলচপল রে কা ত্বরাহং কুমারী।
হস্তগ্রাহং বিতর হ হ হা ব্যুৎক্রমঃ কাসি যাসি॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যুৎক্রমণ (ক্লী) বি-উৎ-ক্রম-ল্যুট্। পৃথক্ অবস্থান।

ব্যুৎক্রান্ত (ত্রি) ১ অতিক্রান্ত,গত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রহেলিকা।

ব্যুত্থাতব্য (ত্রি) বিশেষ প্রকারে উত্থানের যোগ্য, বিরুদ্ধভাবে স্থাপনের যোগ্য, দূরস্থ করিবার উপযুক্ত।
"অতোঽস্মাৎ কামাদ্বিত্থষা ব্যুত্থাতব্যম্।" (বৃহদারণ্যক)

ব্যুত্থান (ক্লী) বি-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ স্বাতন্ত্র কৃত্য, স্বাধীন ভাবে কার্য্যকরণ। ২ বিরোধাচরণ। (মেদিনী) ৩ প্রতিরোধ। ৪ সমাধি পারণ। (হেম) ৫ নৃত্যভেদ। (শব্দরত্না°) ৬ বিশেষরূপে উত্থান। ৭ চিত্তের অবস্থা বিশেষ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা। এই পাঁচ প্রকার চিত্ত ভূমিঃ মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন প্রকার চিত্তের অবস্থাকে ব্যুত্থান কহে। চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থায় যোগ হইতে পারে না। এই তিনটী অবস্থা অতিশয় চঞ্চল, এই জন্য ঐ অবস্থায় মন কিছুতেই স্থির হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুইটী অবস্থাই যোগের অনুকূল, সুতরাং ঐ অবস্থায় যোগ করা কর্ত্তব্য।
"ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ম্।" (পাতঞ্জলভাষ্য)

ব্যুৎপত্তি (স্ত্রী) বি-উৎ-পদ-ক্তিন্। ১ বিশেষ উৎপত্তি। ২ সংস্কার, শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলে বিশেষ রূপে তাহার যে সংস্কার হয়, তাহাকে ব্যুৎপত্তি কহে। ৩ জ্ঞান বিশেষ, শক্তিজ্ঞান। "ব্যবহারাদিবাধকং বিনা বিবরণাদপি ব্যুৎপত্তেঃ, বাধকং বিনা স্বসাধ্যস্য বাধকং যদ্বিশেষণং তদভাব-বত্ত্ববিশেষণসহকারেণ ব্যুৎপত্তেঃ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ শক্তিগ্রহ-সম্ভবাৎ"। (আখ্যাতবাদ মাথুরিটীকা।)

ব্যুৎপন্ন (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ক্ত। ১ সংস্কৃত। ২ ব্যুৎপত্তিযুক্ত, যাহার শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপন্ন।

ব্যুৎপাদক (ত্রি) বিশেষেণোৎপাদয়তি জ্ঞানং বি-উৎ-পদ-ণ্বুল্। ব্যুৎপত্তিজনক, সংস্কারজনক।

ব্যুৎপাদন (ক্লী) বি-উৎ-পদ ণিচ্-ল্যুট্। ব্যুৎপত্তি।

ব্যুৎপাদিত (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-ক্ত। যাহা ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে, প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপাদিত।

ব্যুৎপাদ্য (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-যৎ। ব্যুৎপাদনীয়, ব্যুৎপাদনযোগ্য, ব্যুৎপত্তির উপযুক্ত। ২ ব্যুৎপত্তি লভ্য।

ব্যুৎসর্গ (পুং) বিশেষ ব্যাখ্যান।

ব্যুদ (ত্রি) বিগতং উদকং যত্র, উদকশব্দস্থ উদাদেশঃ। বিগতোদক, যাহার জল বিগত হইয়াছে।

"উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদ প্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ।" (ভাগবত ১০।২৫।২৬)

'ব্যুদ প্রায়া বিগতোদকপ্রায়াঃ স্বল্পজলাঃ' (স্বামী)

ব্যুদক (ত্রি) বিগতোদক, জলরহিত। (ভাগবত ৫।১৪।১৩)

ব্যুদস্ত (ত্রি) বি-উৎ-অস-ক্ত। ১ নিরস্ত, নিবারিত। ২ নিরাকৃত। ৩ মর্দ্দিত। ৪ পরিত্যক্ত। ৫ পরিক্ষিপ্ত। ৬ অবনত।

ব্যুদাস (পুং) বি-উৎ-অস-ঘঞ্। ১ নিরাস। ২ পরিত্যাগ।

"অথৈকান্তব্যুদাসেন শরীরে পাঞ্চভৌতিকে।"

(ভারত ১২।১৯।১৮)

৩ মর্দ্দন। ৪ নিরাকরণ। ৫ ঔদাস্য, অবজ্ঞা।

ব্যুদূহন (ক্লী) নিরসন। (শতপথব্রা° ৭।১।২।১৭)

ব্যুদ্গ্রন্থন (ক্লী) গ্রন্থিমোচন, গাঁইট খোলা।

ব্যুন্দন (ক্লী) বি-উন্দ-ল্যুট্। বিশেষ রূপে ক্লেদন। "অদিত্যৈ ব্যুন্দনমসি" (শুক্লযজু° ২।২) 'ব্যুন্দনমসি বিশেষেণ ক্লেদনমসি' (মহী)

ব্যুন্মিশ্র (ত্রি) বিশেষপ্রকারে মিশ্রিত।

ব্যুপকার (পুং) বি-উপ-কৃ-ঘঞ্। উপকারহীন, উপকার রহিত, বিগত উপকার।

ব্যুপজাপ (পুং) অস্ফুটভাষণ, চুপে চুপে কথা বলা।

(আপস্তম্ব ১।৮।১৫)

ব্যুপতোদ (পুং) ১ উৎপীড়ন। ২ সংঘর্ষণ।

ব্যুপদেশ (পুং) প্রবঞ্চনা, ছলনা।

ব্যুপদ্রব (ত্রি) বিগত উপদ্রবো যত্র। বিগতোপদ্রব, উপদ্রব রহিত, যে স্থলে কোনরূপ উপদ্রব নাই।

ব্যুপরত (ত্রি) ১ শান্তিপ্রাপ্ত। ২ স্থিত। ৩ নিবৃত্ত, স্থগিত।

ব্যুপরম (পুং) ১ শান্তি। ২ নিবৃত্তি। ৩ স্থিতি।

ব্যুপবীত (ত্রি) উপবীতহীন, উপবীতবর্জ্জিত।

ব্যুপশম (পুং) বি-উপ-শম-অচ্। অশান্তি।

ব্যুপ্তকেশ (ত্রি) ব্যুপ্তাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ যস্য। মুণ্ডিতমস্তক, যিনি মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়াছেন।

"নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ" (শুক্ল যজু° ১৬।২৯)

'ব্যুপ্তাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ যস্য স ব্যুপ্তকেশস্তস্মৈ নমঃ, যত্যাদিরূপেণ মুণ্ডিতত্বং' (মহীধর)

ব্যুষ্, ১ দাহ। ২ বিভাগ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যুষ্যতি। লোট্ ব্যুষ্যতু। লুঙ্ অব্যুষীৎ। ব্যুষ ৩ উৎসর্গ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যোষয়তি। লুঙ্ অবুব্যুষৎ।

ব্যুষ (স্ত্রী) প্রাতঃকাল, উদয়কাল। (অথর্ব্ব ১৩।৩।২১)

ব্যুষস্ (স্ত্রী) ব্যুষ শব্দার্থ।

ব্যুষিতাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদি)

ব্যুষ্ট (ক্লী) বি-বস-ক্ত। ১ ফল। ২ দিন। ৩ প্রভাত। প্রভাত এই অর্থে কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতে ব্যুষ্ট দোষার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, প্রদোষ, নিশিথ ও ব্যুষ্ট এই তিনটী দোষার পুত্র।

"প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।

ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে॥"

(ভাগবত ৪।১৩।১৪)

(ত্রি) ৪ উষিত, যিনি বাস করিয়াছেন।

"সা ব্যুষ্টা রজনীং তত্র পিতুর্বেশ্মবিভাবিনী।" (ভারত ৩।৩৯।২৮)

৫ দগ্ধ, ঝলসান। ৬ পর্য্যুষিত, বাসি।

ব্যুষ্টি (স্ত্রী) বি-বস-ক্তিন্। ১ ফল। সমৃদ্ধি। ৩ স্তুতি। (হেম) ৪ প্রকাশ। "ব্যুষ্টিষু শবসা শশ্বতীনাং" (ঋক্ ১।১৭১।৫) 'ব্যুষ্টিষু সতী প্রকাশেষু সৎসু' (সায়ণ) ৫ দাহ। ৬ প্রভাত। ৭ ইচ্ছা।

ব্যুষ্টিমৎ (ত্রি) ব্যুষ্টি বিদ্যতেঽস্য ব্যুষ্টি-মতুপ্। ব্যুষ্টিযুক্ত; ব্যুষ্টি বিশিষ্ট। ফল বিশিষ্ট, স্তুতিযুক্ত, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত। মহাভারত-টীকায় নীলকণ্ঠ ব্যুষ্টি শব্দের পরমৈশ্বর্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 'ব্যুষ্টিঃ পরমৈশ্বর্য্যং তদ্বন্তি' (মহাভারত ১২।৯৬৭২ টীকা)

ব্যূক (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। বক পাঠান্তর।

ব্যূঢ় (ত্রি) বিশেষেণ উহ্যতে স্ম, বি-বহ-ক্ত। ১ বিন্যস্ত। ২ সংহত। (অমর) ৩ ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত।

"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।

আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥" (গীতা ১।২)

৪ পৃথুল, স্থূল।

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" (রঘু ১।১৩)

৫ তুল্য। ৬ উত্তম, অত্যুত্তম। ৭ বিবাহিত। ৮ পরিহিত। ৯ দৃঢ়, সুসন্নদ্ধ। ১০ স্ফীত।

ব্যূঢ়কঙ্কট (ত্রি) ব্যূঢ়ঃ কঙ্কটঃ সন্নাহো যেন। সন্নদ্ধ, সাঁজোয়া বিশিষ্ট। (অমর)

ব্যূঢ়ি (স্ত্রী) বি-বহ-ক্তিন্। ১ বিন্যাস। ২ সংহতি। ৩ পৃথুলতা।

ব্যূত (ত্রি) বি-বেঞ্-ক্ত। উত, তন্তুবিন্যাস, চালিত বোনা, তন্তুদ্বারা নির্ম্মিত।

ব্যূতি (স্ত্রী) বি-বে-ক্তিন্ (উতি যূতি জূতীতি। পা ৩।৩।৯৭) ইতি নিপাতিতঃ। বস্ত্রাদি বয়নক্রিয়া, পর্য্যায় বাণি, ব্যূতি, বাণী। (শব্দরত্না°)

ব্যূহ (পুং) বি-উহ-ঘঞ্। ১ সমূহ। ২ নির্ম্মাণ। ৩ তর্ক। (মেদিনী) ৪ দেহ।

"যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥" (ভাগবত ১১।৬।১০)

৫ সৈন্য। ৬ পরিণাম। ৭ লিঙ্গ। ৮ যুদ্ধার্থ সৈন্যরচনা, যুদ্ধ কালে যে রূপে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে ব্যূহ কহে। পর্য্যায় বলবিন্যাস। (অমর)

'যুদ্ধার্থং সৈন্যস্য দেশবিশেষে বিভজ্য দুর্লঙ্ঘ্যত্বনিমিত্তং স্থাপনং ব্যূহঃ, উহ্ বিতর্কে ঘঞ্। যুদ্ধে দণ্ডাদয়ো ভেদা বিশেষা ব্যূহস্যেত্যর্থাৎ আদিনা ভোগমণ্ডলসংহতানাং গ্রহঃ' (অমরটীকা ভরত)

যুদ্ধ করিবার সময় দেশ বা স্থান বিশেষে সৈন্যদিগকে বিভাগ করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য ভাবে যে স্থাপন করা হয়, তাহার নাম ব্যূহ। এই ব্যূহাকারে সৈন্য রচনা করা হইলে শত্রুপক্ষীয়গণ শীঘ্র তাহা ভেদ করিতে পারে না। এই ব্যূহ দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল ও অসংহত এই চারিপ্রকার এবং ইহাদের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। তাহার মধ্যে তির্য্যগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ বক্র ভাবে সৈন্য সমাবেশ করিলে তাহাকে দণ্ডব্যূহ, অন্বাবৃত্তি অর্থাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ করিয়া যে যে সৈন্য সমাবেশ করা হয়, তাহাকে ভোগব্যূহ, সর্ব্বতোবৃত্তি অর্থাৎ চারিদিকে বেড়ার মত সৈন্য স্থাপন করিলে তাহাকে মণ্ডল ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিলে তাহাকে অসংহতব্যূহ কহে। এই চারি প্রকার ব্যূহের আবার ক্রৌঞ্চ ও চক্রাদি ভেদে অনেক প্রকার ভেদ আছে। (অমরটীকা ভরত)

ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
সব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্ ॥
ব্যূহভেদাস্তু চত্বারো দণ্ডভোগোঽস্ত্রমণ্ডলম্।
অসংহতাশ্চ নির্ণীতা নীতিসারাদিসম্মতাঃ ॥
অন্যেঽপি প্রকৃতিব্যূহাঃ ক্রৌঞ্চচক্রাদয়ঃ কচিৎ।
তির্য্যগ্‌বৃত্তিস্তু দণ্ডস্যাদ্ভোগোঽন্বাবৃত্তিরেব চ ॥
মণ্ডলং সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্‌বৃত্তিরসংহতঃ।
সৈন্যানাং নীতিসারাদৌ ব্যূহভেদাঃ সমীরিতাঃ ॥
ক্রৌঞ্চচক্রাদিভেদানাং লক্ষণং ভারতাদিষু ॥" (শব্দরত্না°)

রাজাদিগের যুদ্ধ কালে স্থানভেদে সকল সৈন্যের যে বিন্যাস তাহাকে ব্যূহ কহে। এই ব্যূহ চারিপ্রকার; দণ্ড, ভোগ, অস্ত্রমণ্ডল ও অসংহত। এই চারিপ্রকার ভিন্ন প্রকৃতি ব্যূহ ও ক্রৌঞ্চ চক্রাদি প্রভৃতি ভেদ আছে। ভারতাদিতে তাহার লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে।

মনুতে দণ্ড, শকট, বরাহ, কমর, সূচী, গরুড়, পদ্ম, বজ্র প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥" (মনু ৭।১৮৭-৮)

রাজা যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন চারিদিক্ হইতে যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি দণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। পশ্চাদ্দিকে যদি ভয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে শকটব্যূহ, উভয়পার্শ্বদেশ হইতে ভয় থাকিলে বরাহ বা মকরব্যূহ, এবং অগ্রে বা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে গরুড়ব্যূহ, আর কেবল যদি সম্মুখে ভয় থাকে তাহা হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। রাজা যে দিকে ভয়ের আশঙ্কা করিবেন সেই দিকেই সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং নিজে পদ্মব্যূহ রচনা করিয়া মধ্যে অবস্থান করিবেন।

মনুটীকায় কুল্লূক এই সকল ব্যূহের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

দণ্ডব্যূহে—সৈন্যদিগকে দণ্ডাকৃতি করিয়া রচনা করিলে তাহাকে দণ্ডব্যূহ কহে। এই ব্যূহের অগ্রভাগে বলাধ্যক্ষ, মধ্যস্থলে রাজা, এবং পশ্চাৎ সেনাপতি, দুই পার্শ্বদেশে হস্তিসকল, ও ঐ হস্তিসমূহের সমীপে ঘোটকসকল, তৎপরে পদাতি সৈন্য সকল এইরূপে সকলদিকে সমানভাবে সৈন্য রচনা করিলে তাহাই দণ্ডব্যূহ নামে অভিহিত হয়। সকলদিক্ হইতেই যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থানই প্রশস্ত।

শকটব্যূহ—সৈন্যের অগ্রভাগ সূচ্যাকার অর্থাৎ প্রথমে অল্প সৈন্য ও পশ্চাতে অধিক সৈন্য বিন্যাস করিলে তাহাকে শকট ব্যূহ কহে। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ প্রশস্ত।

বরাহব্যূহ—অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্ম, প্রথম ও শেষে অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং মধ্যভাগে অধিক সৈন্য স্থাপন করিলে তাহাকে বরাহব্যূহ কহে। বরাহব্যূহ ও গরুড়ব্যূহ প্রায় এক প্রকার, প্রভেদ এই যে বরাহব্যূহ হইতে মধ্যদেশে অধিকতর সৈন্য বিন্যাস করিলে গরুড়ব্যূহ হয়। দুই পার্শ্বদেশ হইতে ভয় সম্ভাবনা থাকিলে এই ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থানই কর্ত্তব্য।

মকরব্যূহ—বরাহব্যূহের বিপরীতভাবে অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ বিপুল এবং মধ্যভাগ সূক্ষ্মরূপে ব্যূহ রচনা করিলে তাহাকে মকরব্যূহ কহে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়।

সূচীব্যূহ—পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে সংহত অর্থাৎ সম্মিলিতরূপে যে সৈন্যাবস্থান তাহাকে সূচীব্যূহ কহে। সম্মুখভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এইরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া গমন করিতে হয়।

পদ্মব্যূহ—যে স্থলে বিস্তৃতভাবে সমস্ত সৈন্যের সমাবেশ করা হয়, তাহাকে পদ্মব্যূহ কহে। *

এই সকলপ্রকার ব্যূহরচনাতেই রাজা ও সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই দণ্ডব্যূহের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

কামন্দকী নীতি, ও শুক্রনীতিতে ব্যূহের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে—

"সর্ব্বব্যূহবিধানজ্ঞা যুদ্ধকর্ম্মসু কর্ম্মণঃ।
উরঃ কক্ষে চ পক্ষৌ চ মধ্যং পৃষ্ঠং প্রতিগ্রহঃ॥
কোটী চ ব্যূহশাস্ত্রজ্ঞৈঃ সপ্তাঙ্গো ব্যূহ ইষ্যতে। ইত্যাদি।
(কামন্দকীয়নীতি ১৯।২৯)

উরঃ, কক্ষদয়, পক্ষদয়, মধ্য, পৃষ্ঠ, প্রতিগ্রহ ও কোটিদ্বয় এই সপ্তাঙ্গব্যূহ। যুদ্ধকার্য্যে এই সপ্তাঙ্গব্যূহে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি সৈন্যসমাবেশ করিতে হয়। ধনু, সূচী, দণ্ড, শকট ও মকরধ্বজ প্রভৃতি মহাব্যূহ।

নীতিময়ূখ গ্রন্থে প্রধানরূপে ছয়টী ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—মকর, শ্যেন, সূচী, শকট, বজ্র ও সর্ব্বতোভদ্র। এই ছয়প্রকার ব্যূহের মধ্যে অন্য সকল ভেদ থাকিলেও এই ছয়প্রকার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অগ্নিপুরাণে দশটী প্রধান ব্যূহের বিষয় লিখিত আছে, এই দশটী যথা—গরুড়, মকর, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী। এই দশটী প্রধান ব্যূহ, ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ব্যূহ আছে। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অনুসারে যে বিন্যস্ত বা সাজান হয়, তাহার নাম ব্যূহ। এই ব্যূহ প্রথমে দুই প্রকার, প্রাণ্যঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ, অর্থাৎ কোন প্রাণীর আকৃতি অনুসারে যে ব্যূহ রচনা করা হয়, তাহাকে প্রাণ্যঙ্গ এবং দ্রব্যের আকৃতি অনুসারে ব্যূহ রচনা করিলে তাহাকে দ্রব্যরূপ কহে। এই সকল ব্যূহ গরুড়াদি ভেদে দশ প্রকার।

এই সকলপ্রকার ব্যূহ মধ্যেই সৈন্যদিগকে পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া দুইভাগ পক্ষে, দুইভাগ অনুপক্ষে এবং একভাগ গুপ্তভাবে রাখিবেন। এইরূপে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে এক বা দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবে, আর তিন ভাগ ব্যূহ রক্ষা করিবে। রাজা স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিবেন না, একক্রোশ ব্যবধানে থাকিবেন, কারণ মূলোচ্ছেদে অর্থাৎ রাজার কোন অনিষ্ট হইলে সকলেই বিনষ্ট হইতে পারে, এইজন্য দূরে অবস্থান তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে তাহার অবস্থান করা উচিত।

ব্যূহ রচনাকালে ব্যূহ মধ্যে যোধদিগকে সংহত বা বিরল ভাবে রচনা করিবে না, অর্থাৎ সৈন্য সকল ফাক্ ফাক্ করিয়া বা গায় গায় সাজাইবে না। এইরূপভাবে সৈন্যসমাবেশ করিতে হইবে, যাহাতে আয়ুধ সকলের পরস্পর সংমর্দ্দ না হয়। যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া এবং বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করাই বিধেয়। যে স্থলে বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করিতে হয়, সেইস্থলে সূচীমুখ ব্যূহ করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি এইরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে শত্রুগণ শীঘ্র তাহা ভেদ না করিতে পারে। ব্যূহ মধ্যে গজের পাদ রক্ষার্থ চারিরথ, রথ রক্ষার জন্য চারি অশ্ব, অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত চারিজন চর্ম্মী নিয়োগ করিতে হইবে। ব্যূহ মধ্যে অগ্রভাগে চর্ম্মী, তৎপশ্চাৎ ধন্বী, ধন্বীর পশ্চাৎ অশ্ব ও রথ এবং রথের পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিতে হয়। ব্যূহ মধ্যে যাহাতে স্কন্ধ মাত্র দেখা যায়, এইরূপে বীরপুরুষদিগকে সম্মুখ ভাগে স্থাপন করিবে। কিন্তু ব্যূহের অগ্রভাগে কদাচ ভীরুদিগকে স্থাপন করিবে না। ইহারা অগ্রে থাকিলে শত্রুগণ শীঘ্র ইহাদিগকে ভেদ করিতে পারে। বীরপুরুষগণ সম্মুখ ভাগে থাকিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন।

যুদ্ধকালে ব্যূহ মধ্যে সংহত ও হতদিগের রণস্থল হইতে অপনয়ন, গজ সকলের প্রতি যুদ্ধ, তোয়দানাদি এবং আয়ুধানয়ন এই সকল পত্তিদিগের কার্য্য। স্বসৈন্যের রক্ষা এবং সম্মিলিত শত্রু সৈন্যের ভেদ চর্ম্মীদিগের কর্ম্ম। যুদ্ধস্থলে শত্রু পক্ষীয়দিগকে বিমুখ করা ধন্বীদিগের কার্য্য। আহত ব্যক্তিদিগকে দূরাপসরণ, যান ও শত্রু সৈন্যের ভয়োৎপাদন এই সকল রথকর্ম্ম নামে অভিহিত। সম্মিলিত সৈন্যের ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণের একত্র মিলন, এবং প্রাকার তোরণ প্রভৃতির ভঙ্গ গজকর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত। পত্তিগণ বিষম ভূমিতে অবস্থান, রথ ও অশ্ব

---

* 'দণ্ডাকৃতি ব্যূহরচনাদি দণ্ডব্যূহঃ এবং শকটাদিব্যূহোঽপি। তত্রাগ্রে বলাধ্যক্ষো মধ্যে রাজা পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্শ্বয়োর্হস্তিনস্তৎসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবং কৃতরচনো দীর্ঘঃ সর্ব্বতঃ সমবিন্যাসো দণ্ডব্যূহঃ তেন জহুদয়্যেবাং মার্গং সর্ব্বতো ভয়ে সতি যায়াৎ। সূচ্যাকারাগ্রঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথুলঃ শকটব্যূহস্তেন পৃষ্ঠতো ভয়ে সতি গচ্ছেৎ। সূক্ষ্মমুখপশ্চাদ্ভাগঃ পৃথুমধ্যো বরাহব্যূহঃ এষএব পৃথুতরমধ্যো গরুড়ব্যূহঃ তাভ্যাং পার্শ্বয়োর্ভয়ে সতি ব্রজেৎ। বরাহবিপর্য্যয়েন মকরব্যূহঃ তেনাগ্রে পশ্চাচ্চ উভয়ত্র ভয়ে সতি গচ্ছেৎ। পিপীলিকাপংক্তিরিব অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবেন সংহতরূপতয়া যত্র যত্র সৈনিকাবস্থানং স শীঘ্র প্রবীরপুরুষমুখঃ সূচীব্যূহঃ তেন অগ্রতো ভয়ে সতি যায়াৎ।

সমবিস্তৃতপরিমণ্ডলো মধ্যোপবিষ্ট জিগীষুঃ পদ্মব্যূহঃ তেন পুরানিশীত্য সর্ব্বদা কপটনিবেশনং কুর্য্যাৎ।" (মনুটীকায় কুল্লূক ৭।১৮৭-৮৮)

সকল সমভূমিতে এবং নাগগণ জল ও কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিবে।* (অগ্নিপু° ২৩৬ অ°)

এইরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিতে হইবে যে, সময় মত ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহু ব্যূহ এবং বহু ব্যূহকে ভাঙ্গিয়া একটী ব্যূহ করা যাইতে পারে। ব্যূহের প্রথম ভাগে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যগণ ব্যূহ রক্ষা করিবে, তাহাদের পশ্চাৎ ধনুর্দ্ধারী সৈন্য থাকিবে, তাহাদের পশ্চাৎ অশ্বারোহী, এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী এবং রথারোহীর পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তি-সৈন্য স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে ব্যূহ মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করা বিধেয়। এই সকল সৈন্য সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিবে।

নীতিসারে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সম্মুখে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি শূরগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন; কেন না তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অন্যান্য সেনানীগণের যুদ্ধ করা বিধেয়। যে কোন ব্যূহই রচিত হউক না কেন,তাহার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোক, কোষ, ধনাগার, রাজা, ফল্গুসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য এবং তাহার রক্ষকগণ অবস্থান করিবেন। ব্যূহ মধ্যে হস্ত্যশ্বরথপদাতি এই চতুরঙ্গবল উক্তরূপে সাজাইতে হইবে। ব্যূহের দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী, এবং রথের পার্শ্বে পদাতি সৈন্য সকল সাজাইতে হয়।

"নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোষশ্চ স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্॥
পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়ো র্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বলম্॥" (নীতিসার)

নীতিময়ূখে লিখিত আছে যে, ব্যূহ মধ্যে প্রধান দুই জন সেনাপতি থাকিবে। একজন সম্মুখ-ভাগ রক্ষা, এবং অপর জন পশ্চাদ্‌-ভাগ রক্ষা করিবেন। ব্যূহ মধ্য হইতে যদি কোন সৈন্য পলায়ন করে, তাহা হইলে পশ্চাদ্‌ভাগে যিনি থাকিবেন, তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেন।

"পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্ব্বং পুরস্কৃত্য কৃতী বলম্।
যায়াৎ সন্নদ্ধসৈন্যৌঘৈঃ খিন্নাংশ্চাশ্বাসয়ন্ বলম্॥" (নীতিময়ূখ)

'পূর্ব্বসেনাপতেরগ্রেযানমুক্তং। অধুনা পশ্চাদ্‌যানম্, অতো জ্ঞায়তে অগ্রেযাতা পশ্চাদ্‌যাতা চেতি সেনাদ্বয়-সঙ্গীতি'। (ভট্টীকা)

শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, ব্যূহরচনার জন্য বিশেষ বিশেষ বাদ্য ও সঙ্কেত-বাক্য কল্পনা করা আবশ্যক। এই সঙ্কেত-বাক্য বা বাদ্য দ্বারা যে কোন ব্যূহ রচনা করিতে হইবে, তাহা জানা যাইবে। এই সঙ্কেত কেবল সেনাপতি ও সৈন্যগণই জানিবে, অন্য কেহ যাহাতে ইহা জানিতে না পারে, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রধান সেনাপতি এই সঙ্কেত করিলে সকল সৈন্য তৎক্ষণাৎ তাহাদের পূর্ব্বশিক্ষানুসারে কার্য্য করিবে। ইহাতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিবে না। সৈন্যগণ ঐ সঙ্কেত-বাক্যানুসারে সম্মিলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রযাণ, অপযান, পর্য্যায়রূপে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচক্রাকার, পরস্পর পৃথক্ হওয়া, অল্পে অল্পে বা পর্য্যায়ক্রমে পঙ্‌ক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্র-নিপাত, শীঘ্র-সন্ধান, অস্ত্রাদিগ্রহণ, অস্ত্রনিপাত, ও আত্মরক্ষা, শীঘ্র আপনাকে লুক্কায়িত করা, শত্রুর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ, এক এক বা দুই দুই ইত্যাদিরূপে একত্র গমন করা, পশ্চাদ্দিকে আসা বা সম্মুখে যাওয়া ইত্যাদি এই সকল প্রকার কার্য্যই সঙ্কেত-বাদ্য বা ধ্বনি দ্বারা অনুষ্ঠান করিবে।

সৈন্যগণ এইরূপ প্রণালীতে ব্যূহাকারে অবস্থান করিয়া

* "দেশে স্ববৃত্তঃ শত্রূণাং কুর্য্যাৎ প্রকৃতিকল্পনাম্।
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ।
ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥
গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহশ্চ তে নরাঃ।
ব্যূহানামথ সর্ব্বেষাং পঞ্চধা সৈন্যকল্পনা॥
দ্বৌ পক্ষাবনুপক্ষৌ দ্বাববশ্যং পঞ্চমং ভবেৎ।
একেন যদি বা দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যাং যুদ্ধমাচরেৎ॥
ভাগত্রয়ং স্থাপয়েত্তু তেষাং রক্ষার্থমেব চ।
ন ব্যূহকল্পনা কার্য্যা রাজ্ঞো ভবতি কর্হিচিৎ॥
মূলোচ্ছেদে বিনাশঃ স্যান্ন যুধ্যেচ্চ স্বয়ং নৃপঃ।
সৈন্যস্য পশ্চাৎ তিষ্ঠেত্তু ক্রোশমাত্রে মহীপতিঃ॥
ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকাশয়েৎ।
আয়ুধানাঞ্চ সংমর্দ্দো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্॥
ভেত্তুকামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েৎ।
ভেদরক্ষাঃ পরেণাপি কর্ত্তব্যাঃ সংহতাস্তথা॥
ব্যূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু চেচ্ছয়া।
গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ॥
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চর্ম্মিণঃ।
ধন্বিনশ্চর্ম্মিভিস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিণো রণে॥
পৃষ্ঠতো ধন্বিনঃ পশ্চাদ্ধন্বিনাং তুরগা রথাঃ।
রথানাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্দাতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতাঃ॥
শূরাঃ প্রমুখতো দেয়াঃ স্কন্ধমাত্রপ্রদর্শনম্।
কর্ত্তব্যং ভারুজনেন শত্রুবিদ্রাবকারণম্॥" ইত্যাদি। (অগ্নিপু° ২৩৬ অ°)

বিপক্ষীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। শুক্রনীতিতে ক্রৌঞ্চ, শ্যেন, চক্র, শকট, ব্যাল প্রভৃতি ব্যূহ-রচনা-প্রণালী লিখিত আছে। যথা—

ক্রৌঞ্চব্যূহ—ক্রৌঞ্চ শব্দে বক। বকগণ আকাশে যেরূপ মিলিত হইয়া পঙ্‌ক্তি ক্রমে গমন করে, সেনাপতি সৈন্যদিগকে তদ্রূপ বলাকাকার পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত করিবেন। এই ব্যূহে সৈন্যসংখ্যার পরিমাণানুসারে এক এক বা দুই দুই ক্রমে সাজাইতে হয়।

শ্যেনব্যূহ—শ্যেন পক্ষীর যেরূপ আকৃতি, তদনুসারে এই ব্যূহ করিতে হয়, অর্থাৎ এই ব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম, শেষভাগ মধ্যম এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ করিতে হয়।

চক্রব্যূহ—এই ব্যূহ চক্রাকার অর্থাৎ গোল, ইহাতে চক্রাকারে সৈন্য সমাবেশ করিতে হয়। এই ব্যূহের প্রবেশযোগ্য একটীমাত্র পথ থাকিবে এবং ইহা ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তি দ্বারা বেষ্টিত হইবে। সর্ব্বতোভদ্রব্যূহও প্রায় এই প্রকার হইবে, বিশেষ এই যে, কেবল চারিদিকে ৮টী পরিধি অর্থাৎ চক্রাকারে ৮ ভাগে সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকিবে। এই ব্যূহে কোনরূপ প্রবেশদ্বার থাকিবে না।

ইহা ভিন্ন শকটব্যূহ—শকটাকার, ব্যালব্যূহ—ব্যালাকার, ইত্যাদিরূপে জানিতে হইবে। কোন্ সৈন্যের পর কোন্ সৈন্য থাকিবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা সকল ব্যূহেই এক প্রকার।*

সৈন্যসংখ্যা অল্প বা অধিক হইলে সেনাপতি বিবেচনানুসারে একটী, দুইটী বা অনেক ব্যূহ রচনা করিয়া বা স্থান বিবেচনায় ব্যূহসঙ্কর, অর্থাৎ দুই তিন প্রকার নিয়মানুসারে একপ্রকার ব্যূহ রচনা করিবেন। রাজা বা সেনাপতি নদী, অদ্রি, বন ও দুর্গ প্রভৃতি যে যে স্থানে ভয় উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে উক্ত প্রকার ব্যূহীকৃত বল লইয়া গমন করিবেন।

যে স্থলে সম্মুখদিকে ভয় উপস্থিত হইবে, তথায় মকরব্যূহ, শ্যেনব্যূহ কিংবা সূচীব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিবে। পশ্চাদ্দিকে ভয় উপস্থিত হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে ভয় থাকিলে বজ্রব্যূহ এবং চারিদিকে ভয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্রব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে হয়।

"নদ্যদ্রিবনদুর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং ভবেৎ।
সেনাপতিস্তত্র তত্র গচ্ছেৎ ব্যূহীকৃতৈর্ব্বলৈঃ॥
যায়াৎ ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরো ভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বা ঘোরচক্রয়া॥
পশ্চাদ্‌ভয়েতু শকটং পার্শ্বয়োর্বজ্রসংজ্ঞকম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং চক্রং ব্যালমথাপি বা॥" ইত্যাদি

(শুক্রনীতি)

মহাভারতেও মকর, শ্যেন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যূহের উল্লেখ আছে। সকল প্রকার ব্যূহের নাম এবং সংখ্যা হওয়া অসম্ভব, কারণ সেনাপতি যুদ্ধসৌকর্য্যের জন্য দ্রব্য বা প্রাণীর আকৃতি অনুসারে ব্যূহরচনা করিয়া থাকেন। সেই সকল ব্যূহ অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে কিরূপে ব্যূহরচনা করিতে হয়, তাহারই দুই চারিটী প্রদর্শিত হইল।

মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, শুক্রনীতি, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয়-নীতি, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যূহন (ক্লী) বি-উহ-ল্যুট্। ১ সৈন্যসংস্থান, ব্যূহ। ২ মেলন। "চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।" (ভাগবত ৩।২৬।৩৬)

'ব্যূহনং মেলনং তৃণাদেঃ' (স্বামী)

(ত্রি) ৩ ক্ষোভক।

"পরং গুণেভ্যঃ পৃশ্নিগর্ভস্বরূপং
যশঃ শৃঙ্গং ব্যূহনং কান্তরূপম্।" (হরিবংশ ১২৯।৩৯)

'ব্যূহনং জগৎক্ষোভকং' (নীলকণ্ঠ)

ব্যূহপার্ষ্ণি (পুং) ব্যূহস্য পার্ষ্ণিঃ। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ। পর্য্যায়—প্রত্যাসার, প্রত্যাসর। (ভরত) ২ ব্যূহমধ্য। (শব্দরত্না°)

ব্যূহপৃষ্ঠ (ক্লী) ব্যূহস্য পৃষ্ঠং। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ, ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ।

ব্যূহমতি (পুং) ললিতবিস্তারোক্ত দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

ব্যূহরাজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

"বুদ্ধক্ষেত্রাৎ ব্যূহরাজোনাম বোধিসত্ত্বো মহাসত্ত্বঃ" (ললিতবি°)

২ শ্রেষ্ঠব্যূহ।

ব্যৃদ্ধ (ত্রি) ১ ধনহীন। ২ ফলহীন। (শতপথব্রা° ৪।৬।৭।৯)

ব্যৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ ধনশূন্যতা। ২ নিষ্ফলতা। শস্যাদির অজন্মা। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৮)

* "একৈকশো দ্বিশো বাপি সঙ্ঘশো যোধিতো যথা।
ক্রৌঞ্চানাং খে গতির্যাদৃক্ পঙ্‌ক্তিতঃ সম্প্রজায়তে।
তাদৃক্ সঞ্চারয়েৎ ক্রৌঞ্চব্যূহং দেশবলং যথা॥
সূক্ষ্মগ্রীবং মধ্যপুচ্ছং স্থূলপক্ষন্তু পঙ্‌ক্তিতঃ।
বৃহৎপক্ষং মধ্যগলপুচ্ছং শ্যেনং মুখে তনু।
চক্রব্যূহশ্চৈকমার্গো হ্যষ্টধা কুণ্ডলীকৃতঃ।
চতুর্দিক্ষ্বষ্টপরিধিঃ সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকঃ॥
অমার্গশ্চাষ্টবলয়োর্গোলকঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
শকটঃ শকটাকারো ব্যালো ব্যালাকৃতিঃ সদা॥
সৈন্যমল্পং বৃহদ্বাপি দৃষ্ট্বা মার্গং রণস্থলম্।
ব্যূহৈর্ব্যূহেন ব্যূহাভ্যাং সাঙ্কর্য্যেনাপি কল্পয়েৎ॥" (শুক্রনীতি)

ব্যে, ১ বৃত্তি, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্, ব্যয়তি-তে। লিট্ বিব্যায়, বিব্যথ, বিব্যে। লুট্ ব্যাতা। লৃট্ ব্যাস্যতি-তে। লুঙ্ অব্যাসীৎ, অব্যাসিষ্টাং, অব্যাস্ত। সন্ বিব্যাসতি-তে। যঙ্ বেবীয়তে। যঙ্লুক্ বাব্যেতি, বাব্যাতি। ণিচ্ ব্যায়য়তি। ক্ত বীত।

ব্যেক (ত্রি) একোন। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ব্যেণস্ (ত্রি) ১ পাপমুক্ত। ২ দুর্ভাগ্যবর্জ্জিত। (ঋক্ ৩।৩৩।১৩)

ব্যেণী (স্ত্রী) উজ্জ্বল, অত্যন্ত শ্বেত। 'ব্যেণী বিশেষেণ শ্বেতা' (ঋক্ ৫।৮০।৪ সায়ণ)

ব্যেলব (ত্রি) নানা শব্দকারী। (অথর্ব্ব° ১২।১।৪১)

ব্যোকস্ (ত্রি) পৃথক্‌ভাবে বা ভিন্ন স্থানে বাসকারী। (শতপথব্রা° ৯।৩।২।৬)

ব্যোকার (পুং) লৌহকার। (অমর)

ব্যোদন (পুং) বিবিধ প্রকার অন্ন।

"ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ঠ জীবসে" (ঋক্ ৮.৫২।৯)

'ব্যোদনে বিবিধে অন্নে লব্ধে সতি' (সায়ণ)

ব্যোম (পুং) দশার্হের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৩)

ব্যোম্ (দেশজ) ১ আকাশ। ব্যোমন্ শব্দার্থ। ২ অশ্বদ্বয়কে শকটে আবদ্ধ করিবার কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ। ৩ পারাবতাদির শূন্য-মার্গে অবস্থানের জন্য বংশদণ্ডোপরিস্থ বংশশলাকানির্ম্মিত চতুষ্কোণ ছত্রী।

ব্যোমক (পুং) অলঙ্কার।

ব্যোমকেশ (পুং) ব্যোম ইব কেশা যস্য বিরাটমূর্ত্তিত্বাদস্য তথাত্বং। শিব। (অমর)

ব্যোমকেশিন্ (পুং) গঙ্গাধারণকালে ব্যোমব্যাপিনঃ কেশাঃ অস্য সন্তীতি ইনি। মহাদেব, শিব।

ব্যোমগ (ত্রি) ব্যোম্নি গচ্ছতীতি গম-ড। আকাশগামী, ব্যোমগত।

ব্যোমগঙ্গা (স্ত্রী) ব্যোম্নি-যা গঙ্গা। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমগমন (ক্লী) ব্যোম্নি গমনং। ১ আকাশগমন। (ত্রি) ব্যোম্নি গমনো যস্য। ২ আকাশগমনবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ব্যোমগমনী—বিদ্যাভেদ, যে বিদ্যা দ্বারা আকাশে গমন করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যোমগমনী-বিদ্যা কহে।

ব্যোমচর (ত্রি) ব্যোম্নি চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, যাহারা আকাশে বিচরণ করে।

ব্যোমচারিন্ (পুং) ব্যোম্নি চরতীতি চর-ণিনি। ১ দেবতা। ২ পক্ষী। (মেদিনী) ৩ চিরজীবী। ৪ দ্বিজাত। (বিশ্ব) (ত্রি) ৫ আকাশচারিমাত্র; যাহারা আকাশে বিচরণ করে, তাহারাই ব্যোমচারী।

ব্যোমচারিপুর (ক্লী) ব্যোমচারি আকাশগামিপুরং। সৌভপুর। (ভূরিপ্রয়োগ)

ব্যোমধূম (পুং) ব্যোম্নঃ ধূমঃ। মেঘ। (ত্রিকা°)

ব্যোমন্ (ক্লী) ব্যে-বৃতৌ (নামন্ সীমন্নিতি। উণ্ ৪।১৪।৬) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যদ্বা বিপূর্ব্বদবতের্ব্যাপ্ত্যর্থত্বাৎ ঔণাদিকে 'সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্' ইতি সূত্রেণ মনিন্ প্রত্যয়ে জ্বরত্বরেত্যাদি ইত্যাটিগুণঃ। বা ব্যবতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগৎ ইতি ভাবে মন্ ওম্। ১ অন্তরীক্ষ, আকাশ। পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত। বেদান্তমতে ইহা আত্মা হইতে প্রথমে উদ্ভূত হয়।

"এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদগ্নিরিত্যাদি।" (শ্রুতি) আত্মা হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ২ জল। (মেদিনী) ৩ অভ্রক, মেঘ। (রাজনি°)

ব্যোমনাসিকা (স্ত্রী) ভারতীপক্ষী। (ত্রিকা°)

ব্যোমপঞ্চক (ক্লী) পঞ্চব্যোম।

ব্যোমপাদ (পুং) ব্যোম্নি পাদো যস্য। বিষ্ণু।

ব্যোমমঞ্জর (ক্লী) ব্যোম্ন-মঞ্জরমিব। পতাকা। (ত্রিকা°)

ব্যোমমণ্ডল (ক্লী) ব্যোম্নঃ মণ্ডলম্। ১ পতাকা। (শব্দরত্না°) ২ আকাশ।

ব্যোমমধ্যে (অব্য) শূন্যমার্গে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থানে।

ব্যোমমায় (ত্রি) আকাশের ন্যায় উচ্চ।

ব্যোমমুদ্গর (পুং) ব্যোম্নঃ মুদ্গর ইব। বায়ুর শব্দ, নির্ঘাত।

ব্যোমমৃগ (পুং) চন্দ্রের দশম অশ্বভেদ।

ব্যোমযান (ক্লী) ব্যোমগামি যানং। বিমান, আকাশযান, দেবযান, যে যানদ্বারা আকাশে গমন করা যায়, বেলুন।

[বেলুন শব্দ দেখ।]

ব্যোমরত্ন (ক্লী) ১ সূর্য্য।

ব্যোমবল্লিকা[ল্লী] (স্ত্রী) আকাশবল্লীলতা, চলিত আলোক-লতা। (রাজনি°)

ব্যোমশিবাচার্য্য (পুং) প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যোমবতী নাম্নী টীকাপ্রণেতা।

ব্যোমসদ্ (ত্রি) ১ দেবতা। ২ গন্ধর্ব্ব। ৩ ভূতযোনি।

ব্যোমসরিৎ (স্ত্রী) ব্যোম্নি যা সরিৎ। ব্যোমগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমস্থলী (স্ত্রী) ব্যোম্নঃ স্থলী। ১ নভঃস্থল। ২ পৃথিবী, ভূমি। (ভূরিপ্র°)

ব্যোমস্পৃশ্ (ত্রি) আকাশ স্পর্শকারী। অত্যুচ্চ।

ব্যোমাভ (পুং) ব্যোম্না শূন্যেন আভাতীতি আ-ভা-ক। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°) ২ দেবপ্রতিম জৈন সাধুভেদ।

ব্যোমারি (পুং) বিশ্বেদেবগণ।

ব্যোমোদক (ক্লী) ব্যোম্নঃ উদকম্। দিব্যোদক, আকাশজল। শিশির।

ব্যোম্নিক (ত্রি) ব্যোমসম্বন্ধীয়। নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে "পরমব্যোম্নিক" পদে সর্ব্বোচ্চ আকাশস্থলকে (highest ether) বুঝাইয়াছে।

ব্যোষ (ক্লী) বিশেষেণ ওষতীতি উষ দাহে পচাদ্যচ্। ত্রিকটু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত তাহাকে ত্রিকটু বা ব্যোষ কহে।

ব্যোষাদ্যগুগ্‌গুলু (পুং) গুগ্‌গুলু ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, চিত্রক, ত্রিফলা, মুথা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সমান শোধিত গুগ্‌গুলু, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ—রোগীর অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। ইহা সেবনে স্থৌল্যরোগ আশু প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদ্যঘৃত (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃতপরিমাণের তিন গুণ অধিক পলাশক্ষারজলে, ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমিত ত্রিকটু কল্কদ্বারা পাক করিয়া ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে অর্শ-রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসরত্না°)

ব্যোষাদ্যচূর্ণ (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, আতইচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমান কুড়চিছালের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণসেবনের পরিমাণ ৪ মাষা। ইহা সেবনে অর্শরোগের উপকার হয়।

(চক্রদ° অর্শরোগাধি°)

ব্যোষাদ্যলৌহ (ক্লী) বিদ্রধিরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিবৃৎ, কটকী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান ত্রিফলারস। ইহা সেবনে বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রচিন্তা°)

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগ (পুং) মেদোরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, ত্রিফলা, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল-লবণ, জীরা, হবুষা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান, এবং শক্তু ১৬গুণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। শীতল অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে প্রমেহ, বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌রোগ, রাজযক্ষ্মা, মেদ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত এবং অগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যরত্না° মেদোরোগাধি)

ব্র, (পুং) সঙ্ঘীভূত, পরস্পরে অনুরাগযুক্ত। 'ব্রিয়ন্ত ইতি ব্রা ব্রাতাঃ তকারলোপশ্ছান্দসঃ। বিশাং ব্রাতা যথা পরস্পরমনুরাগ-বন্তস্তথৈতেঽপীত্যর্থঃ॥' (ঋক্ ১৷১২৬৷৫ সায়ণ)

ব্রজ, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ সক সেট্। লট্ ব্রজতি। লোট্ ব্রজতু। লিট্ বব্রাজ। লুট্ ব্রজিতা। লৃট্ ব্রজিষ্যতি। লুঙ্ অব্রাজীৎ, অব্রাজিষ্টাং অব্রাজিষুঃ। সন্ বিব্রজিষতি। যঙ্ বাব্রজ্যতে। যঙ্‌লুক্ বাব্রক্তি। ণিচ্ ব্রাজয়তি। ব্রজ—১ সংস্কৃতি। ২ গতি। চুরাদি° পরস্মৈ সক সেট্। লট্ ব্রাজয়তি। লুঙ্ অববাজৎ।

ব্রজ (ক্লী) ব্রজতীতি ব্রজ-ঘ। ব্রজন, গমন। (পুং) ব্রজগত্যৌ (গোচর সঞ্চরেতি। পা ৩৷৩৷১১৯) ইতি ঘপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ২ সমূহ। (অমর) ৩ গোষ্ঠ।

"নিরুদ্ধবীবধাসার প্রসারা গা ইব ব্রজম্।
উপরুদ্ধন্ত দশার্হাঃ পুরীং মাহীমতীং দ্বিষঃ॥" (মাঘ ২৷৬৪)

৪ ব্রজভূমি, অগ্রবণ ও মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তিদেশ। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি, ইহা মহাতীর্থ স্বরূপ। মথুরার চারিদিকে ৮৪ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডকে ব্রজধাম কহে।

"ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেষনাগফণং বরম্।
কুমুদাখ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষাং মধ্যসংস্থিতম্॥
তত্তোপরিস্থিতং লোকং সর্ব্বস্থানং মহাফলম্।
কৃষ্ণলীলাবিহারার্থমুচ্চস্থানবিরাজিতম্॥
চতুরষ্টকক্রোশেন পরিপূর্ণবিরাজিতম্।
অস্ত প্রদক্ষিণাকুর্ব্বন্ ধনধান্যসুখং ভবেৎ॥
দানার্চ্চাবাসতো লোকে বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
আবাসান্ ম্রিয়তে চেৎ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
পুণ্যং লক্ষগুণং লব্ধ্বা কৃতেঽস্মিন্ ব্রজমণ্ডলে।
কৃষ্ণেন নির্ম্মিতাস্তীর্থাঃ সার্দ্ধদ্বয়সহস্রকাঃ॥"

(মৎস্যপু°ধৃত ব্রজভক্তিবি° ১ অঃ)

এই স্থান চতুরষ্টক্রোশ পরিমিত, অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অতিশয় পুণ্যভূমি। যদি কেহ এই স্থান প্রদক্ষিণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন ধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে। এই স্থানে দান, পূজা বা বাস করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং যদি কেহ এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে লক্ষগুণ পুণ্য লাভ করিয়া তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্রজভূমিতে

দ্বাদশটী করিয়া বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন দৃষ্ট হয়। ঐ ৮৮টী বনের নাম নিয়ে লিখিত হইল।

দ্বাদশবন—১ মহাবন, ২ কাম্যবন, ৩ কোকিলবন, ৪ তালবন, ৫ কুমুদবন, ৬ ভাণ্ডীরবন, ৭ ছত্রবন, ৮ খদিরবন, ৯ লোহজবন, ১০ ভদ্রবন, ১১ বহুলবন, ১২ বিল্ববন, এই দ্বাদশবন ইহাদের সকল বনই শুভ ফলপ্রদ।

দ্বাদশ উপবন—১ ব্রহ্মবন, ২ অপ্সরোবন, ৩ বিহ্বলবন, ৪ কদম্ববন, ৫ স্বর্ণবন, ৬ সুরভিবন, ৭ প্রেমবন, ৮ ময়ূরবন, ৯ মানেঙ্গিতবন, ১০ শেষশায়িবন, ১১ নারদবন, ১২ পরমানন্দবন। এই দ্বাদশ উপবন।

দ্বাদশ প্রতিবন— ১ রঙ্কবন, ২ বার্ত্তাবন, ৩ করহাথাবন, ৪ কাম্যবন, ৫ অঞ্জনবন, ৬ কর্ণবন, ৭ কৃষ্ণাক্ষিপলকবন, ৮ নন্দপ্রেক্ষণ কৃষ্ণাপ্যনন্দন বন, ৯ ইন্দ্রবন, ১০ শিক্ষাবন, ১১ চন্দ্রাবলীবন ও ১২ লোহবন, এই দ্বাদশ প্রতিবন।

দ্বাদশ অধিবন—১ মথুরা, ২ রাধাকুণ্ড, ৩ নন্দগ্রাম, ৪ গূঢ়স্থান, ৫ ললিতাগ্রাম, ৬ বৃষভানুপুর, ৭ গোকুল, ৮ বলদেবক, ৯ গোবর্দ্ধনবন, ১০ জাবট, ১১ বৃন্দাবন, ১২ সঙ্কেতবটবন এই দ্বাদশ অধিবন।

মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মাত্রই ব্রজভূমি বলিয়া কথিত। এই সকল বনযাত্রা করিলে ব্রজমণ্ডল মধ্যস্থিত দেবতাদিগকে প্রথমে দর্শন করিতে হয়। ইহাঁদিগকে দর্শন না করিলে বনযাত্রা নিষ্ফল হয়, তৎপরে প্রথমে ভগবানের লীলা দেখিয়া এই সকল বন ভ্রমণ করিতে হইবে। এই সকল বন উক্তরূপে দর্শন করিলে সকল অভীষ্ট লাভ এবং অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

"ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞানি বনান্যধিবনানি চ।
বনানামধিপাঃ প্রোক্তা ব্রজমণ্ডলমধ্যগাঃ ॥
এষাং নৈব বিলোকেন বনযাত্রা চ নিষ্ফলা।
এষাঞ্চ দর্শনেনৈব বনযাত্রা শুভপ্রদা ॥
আদৌ লীলাং যদা পশ্যেদ্বনযাত্রাং ততশ্চরেৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥"

(বিষ্ণুপুরাণধৃতব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজধামের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে তাহা অভিহিত হইল না।

[মথুরা ও বৃন্দাবন শব্দ দেখ।]

ব্রজক (পুং) তপস্বী। (শব্দরত্না°)

ব্রজকিশোর (পুং) ব্রজস্য কিশোরঃ। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজকিশোরমন্ত্র এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজাদির বিষয় লিখিত আছে। দ্বাদশবনের মধ্যে ললিতাবনের অধিপতি ব্রজকিশোর। 'ওঁ শ্রীঁ ললিতাগ্রামাধিবনাধিপতয়ে ব্রজকিশোরায় নমঃ' এই এক বিংশাক্ষর ইহার মন্ত্র। উঁহার পূজা করিতে হইলে নারায়ণপূজাবিধি অনুসারে পূজা এবং উক্ত মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, ন্যাস যথা—অস্য মন্ত্রস্য বিভাণ্ডক ঋষি ব্রজকিশোর দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ মম সকলপাপক্ষয়দ্বারা যুগলকৃষ্ণদর্শনার্থে বিনিয়োগঃ, শিরসি বিভাণ্ডক ঋষয়ে নমঃ, মুখে ব্রজকিশোরায় নমঃ, হৃদি গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, এই রূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ললিতাসংযুতং কৃষ্ণং সর্ব্বৈশ্চ সখিভির্যুতম্।
ধ্যায়েত্ত্রিবেণীকূপস্থং মহারাসকৃতোৎসবম্ ॥"

(ব্রজভক্তিবিলাস)

এই রূপে ধ্যান ও পূজাদি করিয়া যথাশক্তি জপাদি করিতে হয়। (ব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজক্ষিৎ (ত্রি) ব্রজে কূপে ক্ষিয়তি নিবসয়তি ইতি। ব্রজ-ক্ষি-ক্বিপ্। "ব্রজ ইতি মেঘনামসু (নি° ১।১০।১১) পঠিতং। অত্র তু উদকধারণসামর্থ্যাৎ কূপ উচ্যতে।" (শুক্লযজুঃ ১০।৪ মহীধর)

ব্রজন (ক্লী) ব্রজ ল্যুট্। গমন।

ব্রজনাথ (পুং) ব্রজস্য নাথঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভূমির অধিপতি।

ব্রজনাথভট্ট, মরীচিকা নাম্নী ও ললিতত্রিভঙ্গ নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

ব্রজভক্তিবিলাস (পুং) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ।

ব্রজভাষা, ব্রজভূমিবাসী সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে এবং যে ভাষা অবলম্বন করিয়া পশ্চিমহিন্দুস্থানবাসী সুকবিগণ কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্রজভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে দিল্লী ও আগ্রা জেলার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশকে ব্রজভূমি বা ব্রজরাজ্য বলিত। এই রাজ্যের রাজধানী মথুরা। বৃন্দাবন ও গোকুলনগরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া এক সময়ে সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল এবং ভগবানের লীলাগানের জন্য ঐ স্থানের ভাষাই সকলের বিশেষ প্রিয় ছিল।

সুবিস্তৃত ভরতপুররাজ্য, বৃন্দারণ্যের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনগিরিপ্রদেশ এবং গোপগিরিদুর্গাধিষ্ঠিত সুপ্রাচীন গোয়ালিয়র রাজ্যবাসী সুশিক্ষিত হিন্দুগণও ব্রজভূমির অধিবাসীবর্গের ন্যায় পরিষ্কার ও প্রাঞ্জলভাবে ব্রজভাষা ব্যবহার করিতেন। দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলবাসী হিন্দুগণ ব্রজবুলি ভিন্ন খড়িবুলি ও নিছাচ হিন্দিতে কথা বলিত এবং মুসলমানেরা লুছ হিন্দী ও রেখ্‌তা (উর্দ্দু) ভাষা ব্যবহার করিত। কিন্তু বইস্‌বার, বুদাবার, বুন্দেলখণ্ড ও গঙ্গার অন্তর্ব্বেদী প্রদেশে ব্রজভাষা কতক সংমিশ্রিত

ভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিরূপে কথিত ভাষার মিশ্রণ লাভ করিয়া ব্রজভাষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-সাহিত্যজগতে সুপরিচিত কৃষ্ণকবির সতসইগ্রন্থের টীকা হইতে আমরা এ বিষয়ের একটু আভাস পাই—

"পৌরুষ কবিতা ত্রিবিধিহৈ কবি সব কহত বখান।
প্রথম দেববাণী বহুরি প্রাকৃতি ভাখা জান॥
দেসদেসতেঁ হোত সো ভাষা বহুত প্রকার।
বরন তহৈঁ তিন সবনমেঁ গ্বালিয়রী রসসার॥"

উল্লিখিত 'ভাষা' যে ব্রজ ও গোয়ালিয়র প্রদেশের চলিত ভাষা, তাহা কবির উক্তিতেই বুঝা যায়।

এই ব্রজভাষা যে কতকাল হইতে লিখিত-ভাষারূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা এক সময়ে ধীরে ধীরে উক্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং সাধারণ লোকে, বিশেষতঃ কবিতা-রসাস্বাদী ব্যক্তিমাত্রই এই ভাষাকে কবিতাকলাপের প্রিয়তম প্রবাহের পবিত্র সলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, এক সময়ে সমগ্র এসিয়ার কি হিন্দু কি মুসলমান অনেক কবিই এই ব্রজভাষায় কবিতা বা গান রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাই আমরা খিয়াল, তুক্ক, ধ্রুপদ, বিষ্ণুপদস্তুতি, নানা প্রকার গীত, কবিতা, ছন্দ, দোঁহা, ছপ্পাই, সোর্‌থা, কুন্দলিয়া, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কাব্যসমূহ এই ভাষায় বিরচিত দেখিতে পাই। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার কথা থাকিলেও, সংস্কৃত হইতে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদাদির ন্যায় ইহাতেও পদাদির কর্ত্তা, কর্ম্ম বা কাল-ভেদে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই কারণে অনেক পণ্ডিতই এই ভাষাকে সংস্কৃতের ন্যায় মধুর ও সুশ্রাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিপ্রিয়া গ্রন্থে কবি কেসোদাস এই ভাষার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ভাষাবোলন জানঈ জিনকে কুলকৌ দাস।
ভাষাকবিভৌ মন্দমতি তিহিঁ কুলকেসোদাস॥"

সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণকবি কুলপতিমিশ্র* এবং বিহারীদাস† উভয়েই ব্রজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

* "জিতী দেববাণী প্রগটহৈ কবিতাকো ঘাত।
তে ভাষামে হোয়তৌ সব সমতে রসবাত॥" (কবিরহস্য)

† "ব্রজভাষা ভাষত সকল সুরবাণী সমতুল।
তাহি বখানত সকল কবি জান মহারসমূল॥
ব্রজভাষা বরনী কবিন বহুবিধিবুদ্ধিবিলাস।
সবকৌ ভূষণ সতসৈয়া কয়ো বিহারীদাস॥"

উপরি উক্ত গীত ও কবিতা ব্যতীত প্রাচীনকালে ব্রজভাষায় রচিত অপর কোন পুস্তক বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালের পূর্ব্বে রচিত "পৃথিরাজরাস" ও "হামীররাস" উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ চাঁদকবির বিরচিত।* [চাঁদকবি দেখ।]

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ও তৎপরবর্ত্তী সময় হইতেই ব্রজভাষায় নানা গ্রন্থাদি লিখিত হইতে থাকে।

হিন্দী হইতে ব্রজভাষার যে পার্থক্য তাহা নির্দ্দেশের জন্য আমরা নিম্নে কএকটী শব্দ ও ধাতুর পরিবর্ত্তিতরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হিন্দিতে যেমন ড, ঢ স্থানে র উচ্চারণে দোষ হয় না এবং ষ কখন য, কখন বা খ উচ্চারিত হয়, ব্রজভাষায় অনেক স্থলে সেইরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়ঃ নিম্নোক্ত পদগুলিরও ব্রজ-বুলিতে পরিবর্ত্তন ঘটে।

লর। ডর। বব। যজ। শস। ক্ষছ। মব। ভব। গষ। থত। তথ। বক। যঐ। যেই। অয়। ষথ। হোই। ঋজ।

আবার অনেক স্থলে এক শব্দের এক অর্থে দুই তিন রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কখন বা লিখিত ব্রজভাষায় দুএকটী শব্দে দেবনাগরী অক্ষরের স্থলে কায়থী হিন্দির অ, খ, চ, ঝ, র প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন বা শ্রুতিমাধুর্য্যসম্পাদনের জন্য বর্গীয় ব অন্তঃস্থ ব রূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

জালো, জারো। থালী, থারী। ঘোড়া, ঘোরা। ঘড়া, ঘরা। বন, বন। বসুদেব, বসুদেব। যমুনা, জমুনা। যস, জস। শঙ্খ, সঙ্খ। শিশু, সিসু। অক্ষর, অচ্ছর। লক্ষমী, লছমী। গাঁম, গাঁব। নাঁম, নাঁব। ইমলী, ইবলী। কভ, কবূ। কভী, কবী। পগড়ী, পঘড়ী। পগা, পঘা। রথ, রত। ভরত, ভরথ। যোতিশী, যোতিকী। যোতিষ, যোতিক। যহ, ইহ। আয়ে, আএ। লায়ে, লাএ। কিয়া, কিআ। দিয়া, দিআ। ষট, খট। ষষ্ঠী, খষ্ঠী। যেহী, যেঈ। তুহী, তুঈ। তুঝে, তুজে। তুঝ, তুজ।

হিন্দী (খড়িবোলী) ভাষার "হোনা" ক্রিয়া পদটী ভাষায় কিরূপ রূপান্তরিত হয়, নিম্নে তাহাই দেখান হইল—

হিন্দি		ভাষা।
হোনা		হোঁনৌ-হৈবো
মৈঁ হূঁ	১ম পুং ১ব	হোঁ-হৌঁ-হোঁ

* প্রাচীন "পৃথিরাজরাস" গ্রন্থ বিরল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে, এখন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ ব্যতীত ব্রজ-ভাষায় রচিত আর সুবৃহৎ গ্রন্থ দেখা যায় নাই।

হিন্দী		ভাষা
তৈঁ-তু হৈ	২য় পুং ১ব°	তৈঁ-তূ হৈ
বহ হৈ	৩য় পুং ১ব°	বহ-সো-হৈ
হম হৈঁ	১ম পুং বহুব°	হম হৈঁ
তুম হো	২য় পুং „	তুমহো
বে হৈঁ	৩য় পুং „	বে-তেঁ হৈঁ
হোতাথা	১ম পুং ১ব°	হোতুহো
হোতেথে	১ম, ২য়, ৩য় পুং বহুব°	হোতহে
হোতীথী (স্ত্রী)	ঐ ১ব°	হোতিহী
হোতীথীঁ „	ঐ বহুব°	হোতিহী

নিম্নে কএকটী হিন্দিপদের ব্রজ-বুলিতে প্রয়োগ দেওয়া গেল—

হিন্দি	ভাষা	অর্থ
মেরা	মেরৌ	আমার
তেরা	তেরৌ	তোমার
তুমকো	তোকৌ	তোমাকে
উস্‌কো	বা-তাকৌ	তাকে, উহাকে
ইস্‌কা	যাকৌ	ইহার
তিস্‌কা	তাকৌ	উহার
মঝসে	মৌ-সাঁ তেঁ	আমা হইতে
কুছ	কচ্ছু	কিছু
ভলা	ভলৌ	ভাল
তক	লৌঁ	পর্য্যন্ত

নিম্নে মিশ্র হিন্দি খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইল। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলেই উহাদের পরস্পরের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

খড়ীবোলী।

ক্যা কুচব পড়গয়া হৈ উলঝেড়া।
হরিভজন বিন নহীঁ হৈ সুলঝেড়া।
নামবল্লী সে পারহুঁ পলমেঁ
কৃষ্ণবিন মাঁঝে ধার হৈ বেড়ী॥
লগকে চরণৌঁ সে কৃষ্ণকে যহ কহুঁ
কুঞ্জ গলিয়োঁ মেঁ হো জো মুটভেড়া।
দো-মুঝে ঠৌন বহ অচল হরিজী
জৈসে ধ্রুকো দিয়া অটল ঘেড়া॥
তেরে মিলনে কী বাট হৈ সীধী
যোঁ হোঁ মারেঁ হৈঁ কিতনে ভট ভেড়া।
কৃষ্ণকো রথ গুপাল নিত উঠ ভোগ
মিসরী মক্‌খন মলাই ঔর পেড়া॥ ইত্যাদি

ভাষা দোঁহা

উন বিন সব ঋতু ফিরগঈ দেখ দিনকে ফের।
জেঠ ভিজোঈ আঁসুবনি সাবন জারী ঘের।
গৌন সমৈ ফেঁটা গহ্যো সুন্দরি হিত জিয় জানি।
ছুটত হী দোউ ছুটে ফেঁটা ইত প্রাণী।
মন রাখোঁ হো বরজ কৈ জিয় রাখোঁ সমুঝায়।
নৈনা বরজে নারহেঁ মিলে আগউ হায়।
জব বরজে তব নারহে গেয় প্রেমরস লৈঁ।
অপ বস তেঁ পরবস ভয়ে যে বিসবাসী নৈন। ইত্যাদি

ব্রজভূ (পুং) ব্রজে ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ কেলিকদম্ব। (শব্দচন্দ্রিকা) ব্রজস্য ভূর্ভূমিঃ। (স্ত্রী) ২ ব্রজভূমি। (ত্রি) ৩ ব্রজজাত। ভাস্কর পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ ভট্ট সুললিত শ্লোকাবলীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বৃন্দাবনের দেবস্থানসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রজভূষণ, ১ গুণরত্নাকর নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।
২ তত্ত্ববিবেকসার নামক বেদান্ত ও ভাগবতপুরাণটীকা রচয়িতা। ৩ হঠপ্রদীপিকা-টীকাকার।

ব্রজভূষণ মিশ্র, বেদান্তরত্নমালাপ্রণেতা।

ব্রজমণ্ডল (ক্লী) ব্রজস্য মণ্ডলম্। ব্রজভূমি।
"ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেষনাগফণং বরম্।"(ব্রজভক্তিবি° ১অ°)

ব্রজমোহন (পুং) ব্রজ ব্রজবাসিনো জনান্ মোহয়তীতি মুহ-ণিচ-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজযুবতি (স্ত্রী) ব্রজানাং যুবতিঃ। ব্রজকামিনী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজরাজ, ১ উণাদিবৃত্তিপ্রণেতা। ২ কারিকাবলীটীকা নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা। ৩ শঙ্করদিগ্বিজয়সারপ্রণেতা। ৪ সম্বৎ-সরোৎসবকল্পলতারচয়িতা।

ব্রজরাজ গোস্বামিন্, ন্যায়সারপ্রণেতা।

ব্রজরাজদীক্ষিত, ১ রসিকরঞ্জন নামক রসমঞ্জরীটীকাপ্রণেতা। ২ আর্য্যাত্রিশতীমুক্তক বা রসিকরঞ্জন, বল্লভাখ্যানটীকা, শৃঙ্গার-শতক ও ষড়্ঋতুবর্ণন নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম কামরাজ। তর্ককারিকাপ্রণেতা জীবরাজ দীক্ষিত ইহার পুত্র।

ব্রজরাজশুক্ল, অন্নপূর্ণাকল্পলতা, চণ্ডীবিলাস, ছিন্নমস্তারহস্য, জৈমিনীসূত্রটিপ্পন, ত্রিশতীটীকা, নীতিবিলাস, দানমঞ্জরী, রস-সুধানিধি (বৈদ্যক), শ্যামাদীপদান ও সূর্য্যরহস্যপ্রণেতা।

ব্রজরামা (স্ত্রী) ব্রজস্য রামা। ব্রজবধূ।

ব্রজলাল (পুং) ১ নন্দলাল, শ্রীকৃষ্ণ।
২ একজন রাজা। ইনি কামসূত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের প্রতিপালক ছিলেন। ৩ সেবাবিচাররচয়িতা।

ব্রজবধূ (স্ত্রী) ব্রজস্য বধূঃ। ব্রজবনিতা, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজবর (পুং) ব্রজে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভক্তিবিলাসে ইহার মন্ত্র ও পূজাদি এই রূপ লিখিত আছে। এই ব্রজবর দ্বাদশ অধিবনের অন্তর্গত জাবট বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ওঁ ঠঃ জঁ বটাধিবনাধিপতয়ে ব্রজবরায় নমঃ' এই উনবিংশাক্ষর ইঁহার মন্ত্র। ব্রজবরের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজা-ক্রমে পূজা সমাপন করিয়া এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

'অস্য মন্ত্রস্য ব্যলীকঋষির্জাবিটবনাধিপো ব্রজবরো দেবতা পঙ্‌ক্তিছন্দঃ মম সকলসৌভাগ্যসম্পৎফলপ্রাপ্ত্যর্থে জপে বিনি-য়োগঃ। ন্যাস পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ ব্রজকিশোর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। ধ্যান—

"নানাশৃঙ্গারভূষাঢ্যং রাধাকৃষ্ণং মনোহরম্।
ধ্যায়েৎ যুগলমূর্ত্তিঞ্চ বনযাত্রাবরপ্রদম্॥"

(ব্রজভক্তিবিলাস ১ অ°)

ব্রজবল্লভ (পুং) ব্রজানাং ব্রজবাসিনাং বল্লভঃ, প্রিয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজসুন্দরী (স্ত্রী) ব্রজস্য সুন্দরী। ব্রজস্ত্রী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজস্ত্রী (স্ত্রী) ব্রজকামিনী।

ব্রজস্পতি (পুং) ব্রজস্য পতিঃ, সুড়াগমঃ। ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ।

"যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতাস্মিতাধরম্।" (ভাগবত ১০।৩৯।৩)

ব্রজাঙ্গনা (স্ত্রী) ব্রজস্য অঙ্গনা। ব্রজস্ত্রী, গোপী।

"ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং
জহার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

ব্রজাবাস (পুং) ব্রজে আবাসঃ। ১ ব্রজে অবস্থান।

"বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রু র্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥" (ভাগবত ১০।১১।৩৫)

(ত্রি) ব্রজে আবাসো যস্য। ২ ব্রজনিবাস, যাঁহারা ব্রজে অবস্থান করেন। চলিত কথায় ব্রজবাসীও বলে। ৩ বৃন্দা।

ব্রজিন্ (ত্রি) পুঞ্জীভূত। একত্রীভূত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্রজিনী—তমঃপুঞ্জবতী। (ঋক্ ৫।৪৫।১ সায়ণ, এই অর্থে রাত্রিকে বুঝায়।

ব্রজিন (ক্লী) কল্মষ, পাপ।

ব্রজেন্দ্র (পুং) ব্রজস্য ইন্দ্রঃ। ব্রজের অধিপতি নন্দ। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজেশ্বর (পুং) ব্রজস্য ঈশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজৌকস্ (পুং) ব্রজে ওকঃ অবস্থানং যেষাং। ব্রজবাসী।

ব্রজ্য (ত্রি) গো-জাত। 'ব্রজে গোসমূহে ভবো ব্রজ্যঃ তস্মৈ'।

(শুক্লযজু° ১৬।৪৪ মহীধর)

ব্রজ্যা (স্ত্রী) ব্রজনমিতি ব্রজ গতৌ (ব্রজ যজোর্ভাবে ক্যপ্। পা ৩।৩।৯৮) ইতি ক্যপ্। ১ পর্য্যটন। ২ জিগীষুর প্রযাণ। আক্রমণ। ৩ গমন। (মেদিনী) ৪ সজাতীয় বস্তুর একত্র সন্নিবেশ।

"কোষঃ শোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোহরঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৫৬৫)

৫ রঙ্গ। ৬ রঙ্গালয়। (ধরণি) ৭ দল।

ব্রজ্যাবৎ (ত্রি) গজগমন সদৃশ। (ভট্টি ৭।৭০)

ব্রঢ়িমন্ (পুং) বৃঢ-ণিচ্। (পা° ৫।১।১২৩) বুঢ়ের ভাব।

ব্রণ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ব্রণতি। লিট্ বব্রাণ। লুট্ ব্রণিতা। লুঙ্ অব্রণীৎ, অব্রাণীৎ। সন্ বিব্র-ণিষতি। যঙ্ বাব্রণ্যতে। ব্রণ ২ অঙ্গচূর্ণ। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্রণয়তি। লুঙ্ অবব্রণৎ।

ব্রণ (পুং ক্লী) ব্রণয়তি গাত্রমিতি ব্রণ অঙ্গচূর্ণে পচাদিত্বাদচ্। ১ ক্ষত। পর্য্যায়—ঈর্ম্ম, অরু। (অমর) ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ। শরীরে যে সকল ক্ষত হয়, তাহাই ব্রণ, ইহাকে চলিত ফোড়া কহে। সাধারণতঃ ব্রণ বলিলে ঘা বা ক্ষত বুঝায়। ইহা প্রথমে দুই প্রকার, শারীর ও আগন্তু। যে ব্রণ বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সন্নিপাত জন্য হয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফাদি দূষিত হইয়া যে ব্রণরোগোৎপত্তি হয়, তাহাকে শারীর-ব্রণ কহে। আর যে স্থলে পুরুষ, পশু, পক্ষী, ব্যাল, সরীসৃপ, প্রপতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণৌষধ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তু কহে। (সুশ্রুত)

চরকসংহিতায় ব্রণরোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রণরোগ দুই প্রকার নিজ ও আগন্তু। শারীর দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, বা সন্নিপাত (বায়ু), পিত্ত ও কফের মিশ্রণ দ্বারা যে স্থলে ব্রণরোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিজ ব্রণ কহে। এবং বাহ্য হেতু দ্বারা অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত, পতন, দংশন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্রণরোগ জন্মে, তাহাকে আগন্তু কহে। নিজ ব্রণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া ব্রণরোগ জন্মে এবং আগন্তু ব্রণরোগে কোন বাহ্য কারণে ক্ষত হইয়া পরে বাতাদি দোষদূষিত হয়।

নিজব্রণের লক্ষণ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতু (অর্থাৎ যে কারণে দোষ কুপিত হইতে পারে সেই কারণে) বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়া বহির্মার্গ আশ্রয় করিয়া ব্রণরোগ জন্মায়। ইহা বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে তিন প্রকার। বাতজ লক্ষণ বায়ু দূষিত হইয়া যে স্থলে ব্রণরোগ উৎপাদন করে, সেই স্থলে ব্রণ স্তব্ধ, খরস্পর্শ, এবং তাহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত, অল্প অল্প স্রাবযুক্ত, তীব্র বেদনাবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই ব্রণে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং উহা দপ্ দপ্ করিতে থাকে।

পিত্ত কুপিত হইয়া যে স্থলে ব্রণ হয়, তথায় তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, ক্লেদ, দাহ, অবদারণ এবং ঐ ব্রণ অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

কফ দোষে যে স্থলে ব্রণোৎপত্তি হয়, তথায় ব্রণ অতি পিচ্ছিল

গুরু অর্থাৎ উহা ভার ভার বোধ হয়, স্নিগ্ধ, স্তিমিত, অল্প বেদনা-যুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্প ক্লেদযুক্ত ও ইহা অতি বিলম্বে পাকিয়া থাকে।

বাতজব্রণে বাতহর দ্রবদ্রব্য, স্নেহপান, স্নিগ্ধস্বেদ, স্নিগ্ধ উপনাহ (পুলটিস), প্রলেপ ও পরিষেক-ক্রিয়ায় উপকার হয়। পিত্তজ ব্রণে মধুর, স্নিগ্ধ, প্রদেহ ও পরিষেক, ঘৃতপান ও বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। কফজ ব্রণে কষায়, কটু, উষ্ণ ও রুক্ষ প্রদেহ, পরিষেক, লঙ্ঘন ও শোধন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উক্ত শারীর ও আগন্তু এই দ্বিবিধ ব্রণ নানাপ্র ভেদে বিংশতি প্রকার। উহার মধ্যে দুষ্টব্রণ দ্বাদশ প্রকার, স্থান ৮টী, গন্ধ ৮ প্রকার, স্রাব চতুর্দ্দশ প্রকার, উপদ্রব ১৬ প্রকার, দোষ ২৪ প্রকার, এবং চিকিৎসা ক্রম ৩৬ প্রকার। এবং উক্ত ব্রণসমূহের পরীক্ষা তিন প্রকার অভিহিত হইয়াছে।

বিংশতি প্রকার ব্রণ—১ কৃত্যোদকৃত্য অর্থাৎ দ্বিবিধ সাধ্য-ব্রণ, সুখসাধ্য ও কষ্ট সাধ্য। ২ দুষ্ট ব্রণ। ৩ মর্ম্মস্থিত। ৪ নবোৎপন্ন সংবৃত, ৬ দারুণোৎপন্ন, অত্যন্তোদ্গত, ৭ সবিষ, ৮ বিষমস্থিত, ৯ অস্রাবী, ১০ উৎসঙ্গী। এই দশ প্রকার ব্রণমধ্যে, কোন ব্রণ কষ্টে কেহ বা সহজে প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইহার বিপরীত ১০ প্রকার, ১ অকৃত্যোৎকৃত্য অর্থাৎ দ্বিবিধ অসাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়, ২ অদুষ্ট, ৩ অমর্ম্মস্থিত, ৪ পুরাণ, ৫ অসংবৃত, ৬ অদারুণোৎপন্ন, ৭ নির্বিষ, ৮ সমস্থিত, ৯ স্রাবশীঘ্র, ১০ অনুৎসঙ্গী। এই বিংশতি প্রকার ব্রণ। দ্বাদশপ্রকার দুষ্টব্রণ—১ শ্বেত, ২ অবসন্নচর্ম্মা, ৩ অতিস্থূলচর্ম্মা, ৪ অতিকপিলবর্ণ, ৫ নীল, ৬ শ্যাব, ৭ অতিপীড়ক, ৮ রক্ত, ৯ কৃষ্ণ, ১০ অতি-পূতিক, ১১ রৌপ্যবর্ণ, ১২ কুম্ভীমুখ। এই দ্বাদশ প্রকার দুষ্টব্রণ।

ব্রণের ৮ প্রকার স্থান, আটটী স্থানে সাধারণতঃ ব্রণোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই স্থান যথা—১ ত্বক্, ২ শিরা, ৩ মাংস, ৪ মেদ, ৫ অস্থি, ৬ স্নায়ু, ৭ মর্ম্ম, ৮ অভ্যন্তর।

ব্রণের ৮ প্রকার গন্ধ, উক্ত ব্রণসমূহ হইতে ৮ প্রকার গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—১ ঘৃতবদ্গন্ধ, ২ তৈলবদ্গন্ধ, ৩ বসাবদ্গন্ধ, ৪ পূয়গন্ধ, ৫ রক্তগন্ধ, ৬ ধূমগন্ধ, ৭ অম্লগন্ধ ও ৮ পূতিগন্ধ।

ব্রণের ১৪ প্রকার স্রাব—উক্ত সকল প্রকার ব্রণ হইতে ১৪ প্রকার স্রাব হইয়া থাকে। এই সকল স্রাব যথা—লসীকা-স্রাব, ২ জলস্রাব, ৩ পূয়স্রাব, ৪ রক্তবর্ণস্রাব, ৫ হরিদ্রাবর্ণস্রাব, ৬ অরুণবর্ণ, ৭ পিঙ্গলবর্ণ, ৮ কষায় অর্থাৎ বটপত্রাদির ক্বাথের ন্যায়, ৯ নীলবর্ণ, ১০ হরিদ্বর্ণ, ১১ স্নিগ্ধ, ১২ রুক্ষ, ১৩ শ্বেতবর্ণ ও ১৪ কৃষ্ণবর্ণ স্রাব।

ব্রণের ১৬ প্রকার উপদ্রব—১ বিসর্প, ২ পক্ষাঘাত ৩ শির-স্তম্ভ, ৪ অপতানক, ৫ মোহ, ৬ উন্মাদ, ৭ ব্রণব্যথা, ৮ জ্বর, ৯ তৃষ্ণা, ১০ হনুগ্রহ, ১১ কাস, ১২ বমি, ১৩ অতিসার, ১৪ হিক্কা, ১৫ শ্বাস ও ১৬ কম্প। ব্রণরোগের এই ১৬ প্রকার উপদ্রব। ব্রণ হইলে ধাতু ও অবস্থাবিশেষে এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

ব্রণরোগের ২৪ প্রকার দোষ—১ স্নায়ুক্লেদ, ২ বিলম্বে ছেদ, ৩ গভীরতা, ৪ ক্রিমির উৎপত্তি ও দংশন (অর্থাৎ ঘায়ে পোকা পড়া ও কামড়ান), ৫ অস্থিভেদ, ৬ সশল্যত্ব, ৭ সবিষত্ব, ৮ পরি-সর্পণ, ৯ নখাঘাত, ১০ কাষ্ঠাঘাত, ১১ চর্ম্মের অভিঘট্টন, ১২ লোমের অভিঘট্টন, ১৩ অনুপযুক্ত ব্রণবন্ধন, ১৪ অতি স্নেহপ্রয়োগ, ১৫ অতিভৈষজ্যাকর্ষণ, ১৬ অজীর্ণ, ১৭ অতি ভোজন, ১৮ বিরুদ্ধভোজন, ১৯ অসাত্ম্যভোজন, ২০ শোক, ২১ ক্রোধ, ২২ দিবানিদ্রা, ২৩ মৈথুন ও ২৪ ক্ষোভণ। ব্রণ-রোগে এই ২৪ প্রকার দোষ। ব্রণরোগে যখন এই সকল দোষ উপস্থিত হয়, তখন যদি রীতিমত চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে উহা প্রশমিত হয় না। এবং ব্রণে পরিস্রাব, দুর্গন্ধ ও বহুদোষ ঘটিলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্রণের ত্রিবিধ পরীক্ষা—ব্রণের দোষাদোষ জানিবার জন্য তিন প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, দর্শন, প্রশ্ন ও স্পর্শন। প্রথম দর্শন, এই দর্শনদ্বারা রোগীর বয়স, ব্রণের বর্ণ, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের পরীক্ষা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইহাদ্বারা রোগোৎপাদক হেতু, উপস্থিত পীড়া ও অগ্নিবলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তৃতীয় স্পর্শ, ব্রণ স্পর্শ করিলে উহার কাঠিন্য, কোমলত্ব, শীতত্ব ও উষ্ণত্ব প্রভৃতির অনুভব হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ব্রণরোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

যদি কাহারও ব্রণ ত্বক্, মাংস বা মর্ম্মরহিত স্থানে উৎপন্ন, অনতিদীর্ঘকালের, তৃষ্ণাদি উপদ্রবশূন্য, রোগী যুবক ও হিতা-হিতজ্ঞ এবং কাল শুভ অর্থাৎ হেমন্ত বা শীতঋতুতে হয়, তাহা হইলে উহা অচিরেই আরোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রণই সুখসাধ্য জানিতে হইবে। আর যদি এই সকল গুণের কোন রূপ অভাব হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য; আর ইহাদের সকলগুলির অভাব হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্রণপীড়িত ব্যক্তির বলাবল বিবেচনা করিয়া বমন, বিরেচন, অস্ত্রপ্রয়োগ বা বস্তিক্রিয়াদ্বারা বিশোধন করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপে বিশুদ্ধ হইলে শীঘ্রই ব্রণ প্রশমিত হয়।

ব্রণের ৩৬ প্রকার উপক্রম, ৬ প্রকার শোথঘ্নক্রিয়া অর্থাৎ ব্রণের ফুলা যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার জন্য ৬ প্রকার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শস্ত্রকর্ম্ম, অবপীড়ন, নির্ব্বাপণ, সন্ধান, স্বেদ,

শমন, শোধনকষায়, রোপণকষায়, শোধনপ্রলেপ, রোপণপ্রলেপ, শোধনতৈল, রোপণতৈল, শোধনঘৃত, রোপণঘৃত, শোধন-পত্রাচ্ছাদন, রোপণপত্রাচ্ছাদন, সব্যবন্ধন, দক্ষিণবন্ধন, খাত্ত, উৎসাদন, অবসাদন, দ্বিবিধ দাহ, ধূপ, মার্দ্দবকরণ, কাঠিন্যহর-লেপন, মার্দ্দবকরলেপন, ব্রণাবচূর্ণন, বর্ণ্য, রোপণ ও রোমরোহণ এই ৩৬ প্রকার ব্রণের উপক্রম।

যে স্থানে ব্রণ হয়, তাহার পূর্ব্বে সেই স্থানে শোথ অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে, এই শোথই ব্রণের পূর্ব্বরূপ। ত্বক্ প্রভৃতি স্থানে শোথ দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, এই শোথস্থানে ব্রণের সম্ভাবনা। এই শোথের দোষাদির বিষয় পরীক্ষা করিয়া তাহার শান্তির জন্য যাহাতে এই শোথে ব্রণ না হয়, তন্নিমিত্ত প্রথমে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। ইহাতে আর ব্রণ হয় না। কিন্তু ঐ শোথ বহুদোষযুক্ত হইলে বমন বিরেচনাদি শোধন, ও অল্পদোষ দৃষ্ট হইলে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিতে হয়। শোথে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে প্রথমে বাতঘ্নকষায় ও ঘৃতপ্রয়োগ দ্বারা তাহার শান্তি করিতে হয়।

ব্রণরোগের চিকিৎসা—ব্রণের শোথাবস্থায় বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও অম্লবেতস, ইহাদের ছাল জলে বাটিয়া ঘৃত-সংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ প্রশমিত হয়। সিদ্ধি, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, পদ্মমূল, শতমূলী, নীলোৎপল, নাগকেশর ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও শোথ বিনষ্ট হয়। যবশক্তু, যষ্টিমধু, ঘৃত ও চিনি এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং অবিদাহী অন্নভোজন ব্রণশোথের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক।

ব্রণের শোথাবস্থায় প্রথমে এইরূপে প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি শোথ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে উপনাহ অর্থাৎ পুলটিশ দিয়া তাহাকে পাকাইতে হইবে। পরে উহা পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ছেদ করিতে হয়। ছেদ করিলেই শীঘ্র উহা আরোগ্য হয়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক।

ফোড়া পাকাইবার জন্য উক্তরূপ পুলটিশ দিতে হইবে। যবাদি শক্তু জলে পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত বা তৈল অথবা ঘৃততৈল উভয় মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া উষ্ণাবস্থায় পুলটিশ দিবে। কৃষ্ণতৈল, মসিনা, ব্যাকুড়, কুড় ও সৈন্ধবযুক্ত যবাদি শক্তুপিণ্ড, অম্লদধিতে ঐ সকল দ্রব্য অল্প করিয়া পুলটিশ দিবে। এই সকল পুলটিশ দ্বারা ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

উক্তরূপ পুলটিশ দেওয়া হইলে যখন ব্রণশোথে দাহ, রক্ত-বর্ণতা, সূচীবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ শোথ পাকিয়াছে এবং শোথস্থল স্পর্শ করিলে যদি জলপূর্ণ বস্তির ন্যায় উহার স্পর্শ হয় ও অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি উহা পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ ব্রণ উত্তমরূপ পাকিয়াছে জানিতে হইবে। ব্রণ উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিলে তাহা ছেদ করিতে হয়, পক্কব্রণের পক্ষে শস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক। যদি ভীরুব্যক্তি অস্ত্র-প্রয়োগে অসম্মত হয়, তাহা হইলে মসিনা, গুগ্‌গুলু, সিজমনসার আটা, কুকড়া ও পায়রার বিষ্ঠা, পলাশক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী বা দন্তী এই সকল পক্কব্রণের উপর দিতে হইবে, এই সকল দ্রব্য পক্ক-ব্রণের ভেদক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য উহাতে লাগাইয়া রাখিলে পক্কব্রণ ফাটিয়া যায়।

ব্রণে শস্ত্রকর্ম্ম ৬ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পাটন, ব্যধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন ও সীবন। নাড়ীব্রণ (নালীঘা), পক্কশোথ, ক্ষতোদর, বদ্ধগুদোদর ও অন্তরশল্যস্থান অর্থাৎ যাহার মধ্যদেশে শল্য আছে, এই সকল স্থান শস্ত্রোপযোগী।

জলোদর, পক্কগুল্ম, রক্তগুল্ম এবং বিসর্পপিড়কাদি রক্তজরোগ সকল ব্যধনযোগ্য অর্থাৎ এইগুলি বিদ্ধ করিতে হয়। অর্শ প্রভৃতি অধিমাংসরোগ সকল ছেদন অর্থাৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

যে সকল ব্রণে অধিক মাংস সঞ্জাত হয় এবং প্রান্তদেশ স্থূল, উন্নত ও কঠিন ঐ সকল ব্রণ লেখন অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্রশস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দিতে হয়। বাতরক্ত প্রভৃতি প্রচ্ছন অর্থাৎ কণ্টকাদি তীক্ষ্ণবস্তুদ্বারা কিঞ্চিৎ বিঁধিয়া দিতে হয়।

যে সকল ব্রণের মুখ সূক্ষ্ম, কিন্তু মধ্যস্থল কোষযুক্ত সেই সকল ব্রণ প্রপীড়ন করিতে হয়। নিম্নোক্তরূপে ব্রণের প্রপীড়ন করিবার বিধি আছে। প্রপীড়নদ্রব্য যথা—তেওড়া, মসুর, মটর ও গোধূম। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটা দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া ইহার সহিত কোনরূপ স্নেহপদার্থ মিশ্রিত না করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রণের পূয় আপনিই বাহির হইয়া আসিবে।

শিমুলছাল, বেড়েলামূল ও বটপল্লব এই সকল দ্রব্যের পরি-ষেক ও প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। শতধৌতঘৃত, দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথের পরিষেক এবং শৈত্যক্রিয়া করিলে রক্তপিত্তোত্থ ব্রণ প্রশমিত হয়। ব্রণক্ষতস্থলে জ্বালানিবারণের জন্য শিমুল-ছালাদির প্রলেপ বা পরিষেক দিতে হয়। ইহাতে শীঘ্র যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

ব্রণচ্ছেদাদি করিলে যদি ক্ষতস্থলে মাংস ঝুলিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ মাংস পূর্ব্বে যেরূপভাবে ছিল, সেইরূপ ভাবে ঠিক করিয়া দিয়া ঐ স্থলে ঘৃত ও মধুর প্রলেপ দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। যখন জানা যাইবে মাংস জোড়া লাগিয়াছে, তখন ক্ষতস্থল পূরণ করিবার জন্য প্রিয়ঙ্গু, লোধ, কট্‌ফল

বরাহাক্রান্তা ও ধাই ফুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা পঞ্চবল্কলচূর্ণ, বা শুক্তিচূর্ণ ঐ ব্রণের মধ্যে দিবে, ইহাতে ব্রণক্ষত পূরিয়া উঠিবে। বাতোত্থণব্রণে যদি দাহ ও বেদনা থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রণে কৃষ্ণতিল ও মসিনা ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত এবং ঐ দুগ্ধ দ্বারাই উহা বাটিয়া প্রলেপ দিবে, এইরূপে প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

ব্রণের ক্ষতস্থলে যদি অত্যন্ত শূল হয়, তাহা হইলে স্নেহ-শর্করার বিধানানুসারে উহা প্রস্তুত করিয়া ব্রণে প্রক্ষেপ দিবে, ইহাতে ঐ শূল নিবারিত হয়। দশমূলের ক্বাথ বা দধির মাত অথবা ঈষদুষ্ণ সতৈলঘৃত ব্রণস্থলে পরিষেক করিলে বাতোত্থণ-ব্রণের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ ব্রণের দাহ ও বেদনা নিবারণের জন্য যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও তিলচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া তাহা জলে পেষণ এবং ঘৃতাভ্যক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়। সমান পরিমাণে কৃষ্ণতিল ও মুগ দুগ্ধে পাক করিয়া তাহার উপনাহ দিলেও ব্রণের দাহ ও বেদনা নিবারিত হয়।

যে সকল ব্রণের মুখ অতি সূক্ষ্ম এবং যে সকল ব্রণ হইতে বহুস্রাব হইতে থাকে, ঐ সকল ব্রণের মধ্যে নালী আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক, এইরূপ সন্ধান করার নাম এষণা। কিন্তু ব্রণ যদি মর্ম্মস্থানজাত হয়, তাহা হইলে এষণা বিধেয় নহে। উক্ত ব্রণের কতদূর পর্য্যন্ত নালী হইয়াছে, শলাকা দ্বারা তাহা স্থির করিতে হয়। এই এষণা দুই প্রকার, মৃদু ও কঠিন। যে স্থলে উদ্ভিদের মৃদুনালদ্বারা এষণা হয় তাহাকে মৃদু এষণা এবং লৌহশলাকাদ্বারা এষণা হইলে তাহাকে কঠিন এষণা কহে। মাংসলপ্রদেশে ব্রণ গম্ভীর হইলে লৌহ-শলাকাদ্বারা নালী অনুসন্ধান করিয়া পাটন করিতে হয়। ইহার বিপরীতস্থলে মৃদু এষণা করিয়া পাটন করিবে।

যে সকল ব্রণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং যাহা বিবর্ণ, বহু স্রাবযুক্ত ও অতি বেদনান্বিত হয়, ঐ ব্রণ অশুদ্ধ জানিতে হইবে। এই অশুদ্ধ ব্রণ শোধনপ্রণালী অনুসারে শুদ্ধ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—ত্রিফলা, খদির, দারুহরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও পলতা ইহাদের কষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রণ ধুইতে হইবে। ইহাতে ব্রণ শোধন হয়, অর্থাৎ ব্রণের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিলকল্ক, সৈন্ধবলবণ, দারু-হরিদ্রা, তেওড়া, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমপত্র, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ব্রণ শোধিত হয়।

উক্ত প্রণালী অনুসারে ব্রণ শুদ্ধ হইলে ব্রণের রোপণ করিতে হইবে। ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা উক্ত প্রকারে জানা যাইবে, যে ব্রণ অতিরক্ত বর্ণ, বা অতিশ্যাববর্ণ না হয় ও যে ব্রণ অতিশয় বেদনাযুক্ত বা কোটরগত না হয়, তাহাই শুদ্ধ ব্রণ। এই শুদ্ধ ব্রণেরই রোপণ বিধেয়।

রোপণপ্রণালী—ব্রণে রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। বট, যজ্ঞ ডুম্বুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, পাকুড়, বেতস, করবীর, আকন্দ ও কুড়চি এই সকল দ্রব্যের কষায়ে ব্রণ ধৌত করিলে ব্রণের রোপণ হয়। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, গোজিয়া, ধাইফুল, শ্বেতবেড়েলা ও কৃষ্ণ তিল এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। কমলাগুড়ি, বিড়ঙ্গ, কুড়চি ছাল, ত্রিফলা, বেড়েলা, পলতা, নিমপাতা, লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, খদির, ধাইফুল, ধূনা, ছোট এলাচি, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ব্রণে মাখা-ইলে ব্রণ শুষ্ক হয়। ঘা শুকাইবার জন্য এই তৈল অতি উৎকৃষ্ট। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথা বিধানে তৈল পাক করিয়া ব্রণে দিলে শুষ্ক হয়। দুর্ব্বার স্বরস, কমলাগুড়ি, অথবা দারুহরিদ্রার ত্বকের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে দিলে ব্রণের ঘা শুকাইয়া থাকে।

উপরে যে রূপ প্রণালীতে তৈলপাকের বিধান লিখিত হইল, ঐ সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া বাতপিত্তোত্থণ ব্রণে প্রয়োগ করিলে ঐ ব্রণ আশু শুকাইয়া থাকে। পত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিতে হয়. কদম্ব, অর্জ্জুন, নিম্ব, পাটলী, পিপ্পল ও আকন্দ ইহাদের পত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিবে।

নিম্নব্রণের উৎসাদন—অন্নজনক দ্রব্য, বৃংহণীয় দ্রব্য এই সকল দ্রব্যের প্রলেপাদি দিলে নিম্নব্রণ উদ্গত হয়। ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, পাথরকুচি, হীরাকস ও গুগ্‌গুলু সমান ভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে ব্রণের অবসাদন অর্থাৎ উন্নত ব্রণ নিম্ন হইয়া থাকে। চড়ুই পাখী ও পায়রার বিষ্ঠা লাগাইলেও ব্রণের অবসাদন হয়।

ব্রণে অগ্নিকর্ম্ম—রক্তের অতিস্রাবে, বিদ্ধ স্থানে, ছেদনার্হ স্থানে, অধিক মাংসস্থলে, গণ্ডমালায়, গম্ভীরব্রণে, স্থিরব্রণে এবং স্পর্শরহিত স্থানে অগ্নিকর্ম্ম প্রশস্ত। মোম, তৈল, মজ্জা, মধু, বসা, ঘৃত এবং শলাকাদি বিবিধ প্রকার লৌহ দ্রব্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দাহ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ব্যক্তি, গর্ভিণী স্ত্রী, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও জ্বরপীড়িত রোগী, ভীরু ও বিষণ্ণ ব্যক্তি ইহাদের পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। স্নায়ুব্রণে, মর্ম্মব্রণে, সবিষ বা সশল্য ব্রণে এবং নেত্র ও কোষ্ঠব্রণেও অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

ব্রণের দোষ ও কাল বিবেচনা করিয়া সুনিপুণ চিকিৎসক শস্ত্র ও অগ্নিকর্ম্ম সাধ্য ব্রণে ক্ষার প্রয়োগ করিতে পারেন। শ্বেত

চন্দন বা গন্ধকের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিথিল ব্রণ কঠিন হয়। ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলের ধূপ প্রয়োগে কঠিন ব্রণ শিথিল হইয়া থাকে। ব্রণে এইরূপ ধূপ দিলে ব্রণের বেদনা, স্রাব, গন্ধ, কৃমি, কাঠিন্য ও মৃদুত্ব প্রশমিত হয়। লোধ, বটশুঙ্গ, খদির, ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাক্ত করিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের শৈথিল্য ও সৌকুমার্য্য হয়।

অর্জ্জুন, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, লোধ, জাম, ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিবে, ইহাতে ত্বগ্‌বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। কালিয়া কাষ্ঠ, তগরপাদুকা, আম্রের আটির শস্য, নাগেশ্বর ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য গোময় রসে মর্দ্দন করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিলে ঐ স্থান গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধতৃণ, অশ্বত্থ ও হিজলমূল, লাক্ষা, গিরিমাটী, নাগেশ্বর, গুলঞ্চ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ব্রণস্থানের বর্ণ গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। চতুষ্পদ জন্তুর ত্বক্‌, রোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম তৈলের সহিত ব্রণস্থানে মাখাইলে সেই স্থানে লোমোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ব্রণরোগী লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ, বিদাহি ও গুরুপাক অন্নপান এবং মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, ও অবিদাহী লঘু অন্ন ও পান এবং দিবসে অনিদ্রা ব্রণরোগীর পক্ষে হিতকর।
(চরক চিকিৎসিত স্থা° ২৫ অ°)

সুশ্রুত, বাভট, ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ব্রণের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রণকারিন্‌ (ত্রি) ক্ষতোৎপাদক দ্রব্যাদি।

ব্রণকৃৎ (পুং) ব্রণং করোতীতি কৃ-কিপ্‌ তুগাগমশ্চ। ১ ভল্লাতক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ ক্ষতকারক।

ব্রণকেতুঘ্নী (স্ত্রী) ব্রণকেতুং হন্তীতি হন-টক্‌-ঙীপ্‌। দুগ্ধফেণীক্ষুপ। (রাজনি°)

ব্রণগ্রন্থি (পুং) ব্রণরোগভেদ। ব্রণের উপরিভাগে গ্রন্থির মত হইলে তাহাকে ব্রণগ্রন্থি কহে। (বাভট উত্তর ২৯ অ°)

ব্রণজিতা (স্ত্রী) মুণ্ডী, মুণ্ডিরী। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণদ্বিষ্‌ (পুং) ব্রণস্য দ্বিট্‌ শত্রুঃ। ১ ব্রাহ্মণ-যষ্টিকা, (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ ব্রণদ্বেষক।

ব্রণধূপন (পুং) ব্রণস্য ধূপনং। ব্রণের ধূপদানবিধি।
[ব্রণশব্দ দেখ]

ব্রণরোপণ (ক্লী) ব্রণস্য রোপণং। ব্রণের রোপণ, ব্রণের মধ্য হইতে দূষিত মাংসাদি অপসৃত হইলে যে ঔষধাদি দ্বারা ক্ষত অংশপূর্ণ হয়, তাহাকে ব্রণরোপণ কহে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, দূষিত মাংস অপসারিত হইলে সেই স্থানের মাংসপূরণের নিমিত্ত তিলের কল্ক, ঘৃত ও মধু সংযোগে প্রয়োগ করিবে, অশ্বগন্ধা, কটকী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ অর্থাৎ ব্রণের গভীর ভাগ পূরণ হয়। [ব্রণ শব্দ দেখ]

ব্রণরোপণরস (পুং) ক্ষুদ্ররোগাধিকারের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, অহিফেন, সৌবর্চ্চল ও সৈন্ধবলবণ তুল্য ভাগে লইয়া জম্বীর, ঘৃতকুমারী, নরমূত্র ও চিতার রসে তিন তিন দিন পৃথগ্‌ভাবে ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ৬ রত্তি, অনুপান মধু। (রসেন্দ্রচিন্তা° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

ব্রণবৎ (ত্রি) ব্রণ অস্ত্যর্থে-মতুপ্‌ মস্য ব। ব্রণবিশিষ্ট, ব্রণরোগী।

ব্রণশোথ (পুং) ব্রণস্য শোথঃ। ব্রণের স্ফীততাকারক রোগভেদ। ব্রণ নিমিত্ত শ্বয়থু। ইহার লক্ষণ—

"পৃথক্‌ সমস্তদোষোত্থা রক্তজাগন্তুজৌ তথা।
ব্রণশোথাঃ ষড়েতে স্যুঃ সংযুক্তাঃ শোথলক্ষণৈঃ॥"
(ভাবপ্র° ব্রণাধি°)

পৃথক্‌ বা সমস্ত দোষ দূষিত হইয়া ৬ প্রকার ব্রণশোথ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাতে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ব্রণশোধন (পুং) ১ কম্পিল্লক, কমলাগুড়ি। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণশোষ (পুং) ব্রণস্য শোষঃ। ক্ষতজন্য শোষরোগ। ইহার লক্ষণ—

"রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিনশ্চ ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমো মতঃ॥" (মাধবনি°)

রক্তক্ষয় বা আহার বিশেষ দ্বারা ব্রণরোগীর ব্রণে অতি বেদনার সহিত যে শোষ হয়, তাহাকে ব্রণশোষ কহে।

ব্রণস্থান (ক্লী) ব্রণস্য স্থানং। ব্রণের স্থান। চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রণের ৮টী স্থান, ত্বক্‌, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম। এই ৮টী স্থানে দোষদুষ্ট ব্রণ হইয়া থাকে। "তানি চ ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্ম্মাণীত্যষ্ট ভবন্তি" (সুশ্রুত সূ° ২২ অ°)

ব্রণস্রাব (পুং) ব্রণস্য স্রাবঃ। সুশ্রুতোক্ত ব্রণরোগের পূয়াদি ক্ষরণ।

"অথাতো ব্রণস্রাববিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ" (সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

ব্রণহ (পুং) ব্রণং হন্তীতি হন-ড। ১ এরণ্ড বৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্রণঘাতক।

ব্রণহরী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকৌষধি, বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণহা (স্ত্রী) ব্রণং হন্তীতি হন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্‌। গুড়ূচী (শব্দচ°)

ব্রণহৃৎ (পুং) ব্রণং হরতীতি হৃ-কিপ্‌ তুক্‌চ। কলিকারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্রণায়াম (পুং) বাতব্যাধি রোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"মর্ম্মাশ্রিতং ব্রণং প্রাপ্য বায়ুর্যঃ সর্ব্বদেহগঃ।
বেগৈরানময়েদ্দেহং ব্রণায়ামস্তু তং ত্যজেৎ ॥" (মাধবনি°)

সর্ব্বদেহগত বায়ু মর্ম্মাশ্রিত ব্রণকে প্রাপ্ত হইয়া অতি বেগে দেহকে নমিত করিলে তাহাকে ব্রণায়াম কহে। এই রোগ অসাধ্য।

ব্রণারি (পুং) ব্রণস্য অরিঃ। বোল নামক গন্ধদ্রব্য, গন্ধবোল। (রাজনি°) (পুং) ২ অগস্তিবৃক্ষ, বাসনাগাছ। (রাজনি°)

ব্রণিন্ (ত্রি) ব্রণ অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রণরোগী।

ব্রণোপক্রম (পুং) ব্রণস্য উপক্রমঃ। ব্রণরোগের চিকিৎসা। সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থানে ১ অধ্যায়ে ৬০ প্রকার ব্রণোপক্রম, অর্থাৎ ব্রণের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। "ব্রণোপক্রমঃ ষষ্টিবিধোঽপতর্পণাদি ভবেদ্, যথা ইত্যাদি"। (সুশ্রুত চি° ১ অ°)

এই ৬০ প্রকার যথা—অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিরেচন, ছেদন, ভেদন, দারণ, লেখন, এষণ, আহরণ, ব্যধন, সীবন, সন্ধান, পীড়ন, শোণিত-স্থাপণ, নির্ব্বাপন, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণধূপন, অবগাহন, মৃদুকর্ম্ম, দারণকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম, প্রতিসারণ রোমসংজনন, লোমাপহরণ, বস্তিকর্ম্ম, উত্তর বস্তিকর্ম্ম, বন্ধ, পত্রদান, কৃমিঘ্ন, বৃংহণ, বিষঘ্ন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবলধারণ, ধূম, মধুসর্পিঃ, যন্ত্র, আহার এবং রক্ষা বিধান এই ৬০ প্রকার ব্রণ রোগের উপক্রম।

ব্রণিল (ত্রি) ব্রণযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট।

ব্রণীয় (ত্রি) ব্রণ সম্বন্ধীয়, শারীর ও আগন্তুব্রণ সম্বন্ধীয়।

ব্রণ্য (ত্রি) ব্রণোৎপাদনযোগ্য।

ব্রত (পুংক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃঞ্‌ বরণে বাহুলকাদতচ্ স চ কিৎ। ১ ভক্ষণ। (উণাদি উজ্জ্বল) ২ পুণ্যজনক উপবাসাদি, পুণ্যসাধন উপবাসাদি নিয়মের নাম ব্রত। যে সকল উপবাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহাকে ব্রত কহে। সম্যক্ সঙ্কল্পজনিত অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবিশেষ রূপের নাম ব্রত। ইহা প্রথমে দুই প্রকার, প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ, দ্রব্য বিশেষ ভোজন ও পূজাদি সাধ্য ব্রতকে প্রবৃত্তিরূপ এবং কেবল উপবাসাদি সাধ্য ব্রতকে নিবৃত্তিরূপ কহে। ইহা আবার তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকরণে প্রত্যবায়-সাধনের নাম নিত্য, যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিত্য কহে। একাদশী প্রভৃতি ব্রত নিত্য। কোন নিমিত্ত বশতঃ যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। পাপক্ষয় জন্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক। তিথিবিশেষে কামনা করিয়া যে সকল ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে কাম্য কহে। যথা সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রত। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য-কামনায় সাবিত্রী ব্রত করিতে হয়, সুতরাং ইহা কাম্য। এইরূপ কামনা করিয়া যে ব্রত করা হয়, তাহাই কাম্য।

"ব্রতঞ্চ সম্যক্‌সঙ্কল্পজনিতানুষ্ঠেয়ক্রিয়াবিশেষরূপং তচ্চ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুভয়রূপং। তত্র দ্রব্যবিশেষভোজনপূজাদিকং প্রবৃত্তিরূপং উপবাসাদিকঞ্চ নিবৃত্তিরূপং, তচ্চ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যঞ্চ। নিত্যমেকাদশ্যাদি ব্রতং, নৈমিত্তিকং চান্দ্রায়ণাদিব্রতং কাম্যং তত্তত্তিথ্যুপবাসাদিরূপং।

"সম্যক্ সসাধনং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমধিকারিণা।
নিষ্কামেন মহাবীর! কাম্যং কামান্বিতেন বা ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রতারম্ভবিধি—হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে যে, অখণ্ডা তিথিতে ব্রতারম্ভ করিতে হয়, উদয়গামিনী তিথি যদি দিনমধ্য ভজনা না করে, অর্থাৎ যে তিথিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই তিথি যদি দিবার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে খণ্ডা তিথি কহে, এই খণ্ডা তিথি ব্রতারম্ভে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ এই তিথিতে ব্রত করিতে নাই। ইহার বিপরীত অখণ্ডা যে তিথি তাহাতেই ব্রতারম্ভ প্রশস্ত। গুরু শুক্রের বাল্য বৃদ্ধাস্তজনিত অকাল এবং মলমাসেও ব্রতারম্ভ করিতে নাই।

"উদয়স্থা তিথি র্যা হি ন ভবেদ্দিনমধ্যভাক্।
সা খণ্ডা ন ব্রতানাং স্যাদারম্ভে চ সমাপনে ॥
এতদ্ব্যতিরিক্তায়ামখণ্ডায়াং প্রারম্ভকালঃ বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ।
অখণ্ডব্যাপিমার্ত্তণ্ডা যদ্যখণ্ডা ভবেত্তিথিঃ।
ব্রতপ্রারম্ভণন্তস্যামনষ্টগুরুশুক্রয়োঃ ॥
অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদানব্রতানি চ।
বেদব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ ॥
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জয়েৎ।
বালে বা যদি বা বৃদ্ধে শুক্রে বাস্তং গতে গুরোঃ ॥
মলমাস ইবৈতানি বর্জয়েদ্দেবদর্শনম্ ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যে তিথি ব্যাপিয়া সূর্য্যদেব অবস্থান করেন, তাহাই অখণ্ডা তিথি, এই অখণ্ডা তিথিই ব্রতারম্ভে প্রশস্ত। অস্তগামিনী তিথি অপেক্ষা উদয়গামিনী তিথিই শ্রেষ্ঠ। অতএব উদয়গামিনী তিথিতেই ব্রতাদি কার্য্য করা বিধেয়।

ব্রতের কায়িক ও মানসিক দুই প্রকার ভেদ অভিহিত হইয়াছে, যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্মষ, এই গুলি মানস ব্রত এই সকলের অনুষ্ঠানে মানস ব্রতের ফল হয়। কায়িক ব্রত—উপবাস ও অযাচিত ভাবে অবস্থান প্রভৃতি অর্থাৎ সমস্ত দিবারাত্র উপবাস বা অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিকালে ভোজন এবং কাহার নিকট কোনরূপ যাচ্ঞা না করা, ইহাই কায়িক ব্রত। "ব্রতানাং মানসাদি ভেদঃ—

অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্।
এতানি মানসান্যাহুর্ব্রতানি ব্রতধারিণাম্॥
তৎসর্ব্বং কায়িকং পুংসাং ব্রতং ভবতি নান্যথা॥
উপবাসোঽন্নাহোরাত্রভোজনং, আদিশব্দাদযাচিতাদিঃ'
(হেমাদ্রিব্রতখং)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই ব্রতে অধিকার আছে, ইহারা সকলেই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক, এই অধিকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যাঁহারা বর্ণানুসারে স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত, অলুব্ধ, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, মদ ও দম্ভরহিত, এবং পূর্ব্বে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া তদনুসারে কার্য্যকারী এই সকল সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী; অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রত করিলে তাহার ফল পাইয়া থাকেন, অন্যথা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাদের ব্রতের ফল হয় না। ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, স্বদারে সন্তোষ, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা, এই গুলি সাধারণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এই সকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। এই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী। "ব্রতসামান্যধর্ম্মস্তদধিকারিণশ্চ—

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনৈস্তথা।
বর্ণাঃ সর্ব্বেঽপি মুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ॥

তদেবং বচনসন্দর্ভেণোক্তনিয়মবতাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন ব্রতেম্বধিকারঃ।

নিজবর্ণাশ্রমাচারঃ নিয়তশুদ্ধমানসঃ।
ব্রতেম্বধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ।
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রতেম্বধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ॥
পূর্ব্বং নিশ্চিত্য শাস্ত্রার্থং যথাবৎ কর্ম্মকারকঃ।
অবেদনিন্দকো ধীমানধিকারী ব্রতাদিষু॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মতপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ॥"
(হেমাদ্রিব্রতখং)

চারিবর্ণের স্ত্রী মাত্রেরই ব্রতানুষ্ঠানে অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিধি এই যে, সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ব্রত করিবেন, অনুজ্ঞা ব্যতীত ব্রত করিতে পারিবেন না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে তাহাদের পক্ষে পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে।

অবিবাহিতা কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা পতির আজ্ঞায় ও বিধবা পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রতাচরণ করিবে।

"তত্রায়ং পরো বিশেষঃ যৎ স্ত্রীণাং ভর্ত্ত্রাজ্ঞাং বিনা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রতাদিম্বধিকারঃ —

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
নারী চ খল্বনুজ্ঞাতা পিত্রা ভর্ত্রা সুতেন বা।
বিফলং তদ্‌ভবেত্তস্যা যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥

পিত্রেতি কন্যাত্বে, ভর্ত্রেতি সৌভাগ্যদশায়াং, সুতেনেতি বৈধব্যদশায়াং, ঔর্দ্ধদেহিকং ব্রতাদি।" (হেমাদ্রিব্রত খং)

কুমারী, সধবা ও বিধবা স্ত্রী মাত্রেরই পিতা, পতি ও পুত্রের আদেশে ব্রতধারণ বিধেয়। অন্যথা তাহারা ব্রতের ফলভাগিনী হইবে না।

ব্রতাচরণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। পরে ব্রতারম্ভ দিনে সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন ব্রীহি, যষ্টিক, মুদ্গ, কলায়, জল, দুগ্ধ, শ্যামাক, নীবার ও গোধূম এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, কিন্তু কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালঙ্কী, জ্যোৎস্নিকা এই সকল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

চরু, শক্তু, শাক, দধি, ঘৃত, মধু, শ্যামাক, শালি, নীবার, মূল এবং পত্রাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। মধু ও মাংস নিষিদ্ধ।

"ব্রীহিষষ্টিকমুদ্গাশ্চ কলায়াঃ সলিলং পয়ঃ।
শ্যামাকাশ্চৈব নীবারা গোধূমাদ্যা ব্রতে হিতাঃ॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকী পালঙ্কীজ্যোৎস্নিকাস্ত্যজেৎ।
চরুর্ভৈক্ষং শক্তুকণাঃ শাকং দধি ঘৃতং মধু॥"
(হেমাদ্রিব্রতখং)

এই দিন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে অষ্টাঙ্গ মৈথুননিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্রতকারী, এই দিনে সকল ভূতের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ প্রভৃতি পালন করিয়া চলিবেন।

ব্রতারম্ভ কালে অশৌচাদি হইলে ব্রত করিতে নাই। কিন্তু ব্রতারম্ভের পর যদি ব্রতদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে ব্রত করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ নাই। অর্থাৎ একটী ব্রত ৭ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে বারে প্রথম ব্রতারম্ভ হইবে,

সেই বারে অশৌচাদি ঘটিলে করিতে পারিবে না। কিন্তু পর বৎসরে যদি ব্রতের সমসময়ে অশৌচ বা স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহা হইলে ব্রত বাধ হইবে না, অপর দ্বারা করা যাইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রত করিবেন, উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসে অসমর্থ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে, অত্যন্ত অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস করাইবে। স্বামীর ব্রতে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর ব্রতে স্বামী প্রতিনিধি হইতে পারে। তাহা না হইলে পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী প্রতিনিধি হইবে। ইহারা না হইলে ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি করা যাইতে পারে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥
তত্র বিশেষয়তি মৎস্যপুরাণম্—
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদা শুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥
উপবাসাশক্তৌ তু নক্তং ভোজনং কুর্ব্বীত।
উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।

ইতি বচনান্তরাৎ অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ, কায়িকঞ্চোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধয়া অশুদ্ধয়া বা স্বয়ং ক্রিয়তে। অত্যন্তাসামর্থ্যে পুত্রাদিপ্রতিনিধিদ্বারা উপবাসঃ কার্য্যঃ। তদভাবেঽনুকল্পঃ

ভার্য্যা ভর্তৃব্রতং কুর্য্যাৎ জায়ায়াশ্চ পতিস্তথা।
অসামর্থ্যাৎ দ্বয়োস্তাভ্যাং ব্রতভঙ্গো ন জায়তে॥
পুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাব এবান্যং ব্রাহ্মণং বিনিযোজয়েৎ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যথাবিধানে ব্রত গ্রহণ করিলে সমাপনান্তে সেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ব্রত বিশেষে ৫, ৭, ১৪ প্রভৃতি বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ ব্রত আরম্ভ করিয়া ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত না বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রতের অসমাপ্তি জন্য দোষ হইবে না। ব্রতের ফলভাগী হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি লোভ, মোহ, প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পর পুনর্ব্বার ঐ ব্রত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিন দিন উপবাস এবং কেশমুণ্ডন করিবে। কেশমুণ্ডন যদি না করে, তাহার মূল প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উপবাস করিতে না পারিলে ২৪ পণ বরাটক-দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের কেশবপন করিতে নাই। তাহাদের কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমাণ কেশচ্ছেদন করিলেই হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আবার ব্রত করিবে। যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক সেই ব্রত না করে, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় চণ্ডালত্ব এবং মরণের পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়।

"আরব্ধব্রতস্যাসমাপ্তৌ মরণেঽপি তৎফলপ্রাপ্তিমাহাঙ্গিরাঃ—
যো যদর্থং চরেদ্ধর্ম্মং ন সমাপ্য মৃতো ভবেৎ।
স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়ান্মনুরব্রবীৎ॥
'প্রেত্য পরলোকে' শাম্বপুরাণং—
লোভান্মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্॥

মোহো ভ্রমঃ, প্রমাদোঽনবধানতা, বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, তেন মুণ্ডনঞ্চ কার্য্যং মুণ্ডনাকরণে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং। উপবাসত্রয়াশক্তৌ চতুর্বিংশতি পণা দেয়াঃ।

বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকম্।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ দধ্যাদ্গবাজিনম্॥
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ং।
এবমেব তু নারীণাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ॥
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

ব্রতগ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণ কালে সঙ্কল্প করিতে হয়। পূর্ব্ব দিনে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রতদিন প্রাতঃকালে স্নানসন্ধ্যাদি করিয়া আচমন, সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে।

"প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিদ্বানুপবাসব্রতাদিকম্।
নাপরাহ্নে ন মধ্যাহ্নে পিত্র্যকালৌ হিতৌ স্মৃতৌ॥"

একাহারং পূর্ব্বদিনে কৃত্বা পরদিনে স্নাত্বাচম্য সূর্য্যাদিদেবেভ্যো নিবেদ্য ও' সূর্য্যঃ সোমো যমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেণ সান্নিধ্য প্রার্থ্য ব্রতমাচরেৎ, ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ।

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্॥
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কার্য্যং জায়তে ক্বচিৎ॥
আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং অন্তে চ কুলদেবতাম্॥' (হেমাদ্রিব্রতখ°)

ইত্যাদি রূপে পূজাদি করিয়া ব্রতাচরণ করিবে।

ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য হইবে, সেই কয় বৎসর একই নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত বৎসর পূর্ণ হইলে বিধি অনুসারে সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে যদি জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে প্রতিষ্ঠা

কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। কিন্তু যাহার ব্রত, তিনি উপবাসাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

যদি কোন দৈবগতিকে প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে অশৌচে হইবে না। যদি ঐ বৎসর গুরু শুক্রের বাল্য, অস্ত ও বৃদ্ধজনিত অকাল ও মলমাসাদি হয়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর অকাল, মলমাস প্রভৃতি না হয়, এবং অশৌচাদি না থাকে, সেই বৎসরেই প্রতিষ্ঠা হইবে. কিন্তু প্রতিষ্ঠা-বৎসরে প্রতিষ্ঠা না করায় অবশ্য পাপভোগী হইতে হইবে।

ব্রতকারী ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতকথা শ্রবণ করিবেন। ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে আর কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্রতে বিশেষ আছে যে, প্রতিষ্ঠার পরও কথাশ্রবণ, ও ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়, যেমন কুক্কুটীসপ্তমীব্রতে প্রতিষ্ঠার পরও যাবজ্জীবন ব্রতকথা শ্রবণ ও ডোর ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক ব্রতের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে লিখিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে আর লিখিত হইল না। অকারাদি ক্রমে কতকগুলি ব্রতের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ সমূহে এই সকল ব্রতের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের চান্দ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই তিথিতে স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, দান প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই তিথি সত্য যুগাদ্যা। এই তিথিতে সকল ফল অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য এই তিথির নাম অক্ষয়া তৃতীয়া।

২। অক্ষয়ফলাবাপ্তি ফলকাখ্য তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩। অখণ্ডৈকাদশী ব্রত—এই ব্রতবিধান বামনপুরাণে লিখিত আছে। আশ্বিন মাসের শুক্ল একাদশীর দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

৪। অগ্নিচতুর্থী ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫। অঘোরাখ্যচতুর্দ্দশী—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রতবিধান আছে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম অঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশী, এই তিথিতে ব্রত করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে এই ব্রতের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। অঙ্গারচতুর্থী ব্রত—মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান আছে। যে কোন মাসের মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭। অচলা সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮। অদারিদ্র্যষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৯। অনঘাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১০। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

১১। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—কালোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২। অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষসাধ্য। ব্রতারম্ভের পর চতুর্দ্দশ বৎসর এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৩। অনন্ততৃতীয়া ব্রত—এই ব্রতের বিধান পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয়া তিথিতে ব্রত করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অনন্ত তৃতীয়া ব্রত। শ্রাবণ, বৈশাখ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪। অনন্তদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যে এই ব্রতের বিবয় লিখিত আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসরসাধ্য।

১৫। অনন্তপঞ্চমী ব্রত—এই ব্রত স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬। অনন্তফলসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১৭। অনোদনসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮। অপরাজিতাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা বর্ষ সাধ্যব্রত।

১৯। অমাবস্যা ব্রত—কূর্ম্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন

অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করা যায়। অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে যে কোন দ্রব্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাদেব তাহার উপর প্রীত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সপ্ত জন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

২০। অভীষ্ট সপ্তমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

২১। অভুক্তভরণসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২। অরুন্ধতী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বসন্ত ঋতুতে তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩। অর্কব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৪। অর্কসপ্তমী ব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত দুই বৎসর সাধ্য। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫। অর্কসম্পুটসপ্তমী ব্রত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যের উদ্দেশে উপবাসাদি করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৬। অর্কাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন মাসে শুক্লপক্ষে রবিবারে যদি অষ্টমী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭। অর্দ্ধশ্রাবণকব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই ব্রত হইয়া থাকে।

২৮। অর্দ্ধোদয় ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। যে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন যদি রবিবার, ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় কহে। প্রথমে বসিষ্ঠ দেব, পরে জামদগ্ন্য ও সনকাদি ঋষিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। অলবণতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয়। দ্বিতীয়াতিথিতে উপবাস করিয়া তৃতীয়ার দিন লবণ ভক্ষণ করিতে নাই। প্রতিমাসেই এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে, পুরুষ মনোরমা পত্নী, এবং স্ত্রী মনোরম পতি লাভ করিয়া থাকে।

৩০। অবিঘ্ন-বিনায়ক চতুর্থী ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতের ফলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

৩১। অবিয়োগ-তৃতীয়া ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস ও রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন করিয়া পায়স ভোজন এবং পর দিন তৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের অবৈধব্যকর।

৩২। অবিয়োগ দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া করিতে হয়।

৩৩। অব্যঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। শ্রাবণের শুক্লসপ্তমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয়।

৩৪। অশূন্য-শয়ন দ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চাতুর্ম্মাস্যে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৫। অশোকত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র এই তিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৬। অশোকপূর্ণিমা ব্রত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমার নাম অশোক-পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৭। অশোক-প্রতিপদ ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির শোক হয় না।

৩৮। অশোকাষ্টমী ব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত, এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে করিতে হয়। এই দিনে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ৮টী অশোকপুষ্পকলিকা পান করিতে হয়। এই ব্রত ফলে শোক হয় না।

ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্য প্রকার আরও একটী অশোকাষ্টমী ব্রত আছে।

৩৯। অহিংসা ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। অব্দান্তে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০। আগ্নেয়ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন নবমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

৪১। আজ্ঞাসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহার ফলে আজ্ঞা অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

৪২। আদিত্য ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। যে মাসের রবিবারে এই ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহার দ্বাদশ মাস পরে এই ব্রত শেষ হইবে।

৪৩। আদিত্যশয়ন ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি রবিবারে কিংবা সংক্রান্তির দিন হস্তা নক্ষত্র ও সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪। আদিত্য-নন্দাদি ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি দ্বাদশী তিথি ও হস্তানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫। আনন্দব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬। আনন্দ-পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭। আনন্দনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা নবমী তিথিকে আনন্দ নবমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে একবার ভোজন এবং ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রিকালে ভোজন, এবং সপ্তমী তিথিতে অযাচিত রূপে ভোজন এবং অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরে নবমী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৮। আয়ুধব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাস কাল রাত্রিতে ভোজন করিয়া করিতে হয়।

৪৯। আরোগ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

বরাহপুরাণে আরও একটী অন্য প্রকার আরোগ্যব্রতের উল্লেখ আছে। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫০। আরোগ্য-দশমী ব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া দশমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১। আয়ুব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে সংযত হইয়া পূর্ণিমার দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫২। আয়ুঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৩। আশাদিত্যব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের মধ্যে রবিবার দিন এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

৫৪। আশ্রমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৫৫। আষাঢ়ব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে আষাঢ়ের প্রতিদিন একবার ভোজন ও বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

৫৬। ইন্দ্রপৌর্ণমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পূর্ণিমার দিন করিতে হয়। পূর্ণিমার উপবাস করিয়া ৩০ জন দম্পতীকে অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদের পূজা করিবে।

৫৭। ঈশানব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে বৃহস্পতিবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৮। ঈশ্বরব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৯। উদকসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৬০। উভয়দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৬১। উভয়নবমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় নবমীতিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে।

৬২। উভয়সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও একবৎসরসাধ্য। মাসের উভয় সপ্তমীতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬৩। উমামাহেশ্বরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

দেবীপুরাণ, ভৃগুসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও তিন প্রকার এই ব্রত আছে।

৬৪। উত্থানবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লানবমীর নাম উত্থানবমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৫। ঋতুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত বসন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া ৬টী ঋতুতে করিতে হয়।

৬৬। ঋষিপঞ্চমীব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণের শুক্লাপঞ্চমীর নাম ঋষিপঞ্চমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৭। একভক্ত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৬৮। ঐশ্বর্য্যতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৯। কদলীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

৭০। কন্দুচতুর্থীব্রত—মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম কন্দুচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭১। কপিলাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে যদি ব্যতীপাতযোগ ও রোহিণী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কপিলাষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭২। করণব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্ল-পক্ষে যে দিন ববকরণ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৭৩। কমলসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমীকে কমলসপ্তমী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৭৪। কল্কিদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৭৫। কল্পবৃক্ষব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পয়োব্রতের নিয়-মানুসারে তিন দিন অবস্থান ও কাঞ্চনকল্পপাদপ প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিবে।

৭৬। কল্যাণসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি শুক্লাসপ্তমী হয়, তাহাকে কল্যাণসপ্তমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৭৭। কাঞ্চনপুরীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত শুক্লাতৃতীয়া, কৃষ্ণাএকাদশী, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও অষ্টমী এই সকল পর্ব্বদিনে করিতে হয়।

৭৮। কামব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র-মাসের ত্রয়োদশীতিথিতে করিতে হয়।

৭৯। কামদাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুন-মাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম কামদাসপ্তমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮০। কামদেবব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত বৈশাখমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রশুক্লা-ত্রয়োদশীতে শেষ করিতে হয়।

৮১। কামধেনুব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়।

৮২। কামব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ত্রয়োদশী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

৮৩। কামষষ্ঠীব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা-ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

৮৪। কামাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮৫। কার্ত্তিকমাসব্রত—নারদোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৬। কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতিথিকে কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৮৭। কালরাত্রিব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৮। কালাষ্টমীব্রত—বামনপুরাণোক্তব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে যদি মৃগশিরা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কালাষ্টমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত অভিহিত হইয়াছে।

৮৯। কীর্ত্তিব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত অষ্টমী-তিথিতে করিতে হয়।

৯০। কুক্কুটীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাসপ্তমীতিথিতে করিতে হয়।

৯১। কুবেরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

৯২। কুমারষষ্ঠীব্রত—কালোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত শুক্লা-ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

৯৩। কুন্তীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা-একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৪। কূর্ম্মদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত পৌষ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে করিতে হয়।

৯৫। কৃচ্ছ্রব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্তব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসের শুক্লৈকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৯৬। কৃচ্ছ্রচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

৯৭। কৃত্তিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৮। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৯। কৃষ্ণাদ্বাদশীব্রত—বরাহপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০০। কৃষ্ণব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। একাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১০১। কৃষ্ণষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১০২। কৃষ্ণাষ্টমীব্রত—দেবীপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৩। কৃষ্ণৈকাদশীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাএকাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৪। কোকিলাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। আষাঢ়-

পূর্ণিমার দিন আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১০৫। কোটীশ্বরীতৃতীয়াব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ব্রতফলে দরিদ্রও কোটি-পতি হইয়া থাকে।

১০৬। কৌমুদীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৭। ক্ষেমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতে যক্ষ ও রক্ষোগণের পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১০৮। গণপতিচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। গণপতি চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ২ বৎসরসাধ্য। ইহাতে গণপতি পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন।

১০৯। গন্ধব্রত—শিবধর্ম্মোক্ত ব্রত। পূর্ণিমার দিন উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত একবৎসরসাধ্য।

১১০। গলন্তিকাব্রত—শিবরহস্যোক্ত ব্রত। গ্রীষ্মকালে মহা-দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১১। গায়ত্রীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে ভগবান্ সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গায়ত্রীজপদ্বারা সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে সকল রোগ প্রশমিত হয়।

১১২। গুড়তৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৩। গুণাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৪। গুরুব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। বৃহস্পতিগ্রহের প্রীতির জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

১১৫। গুর্ব্বষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে গুরুবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। গুহ্যকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে গুহ্যকদিগের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৭। গৃহপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পঞ্চমীতিথিতে করিতে হয়।

১১৮। গোপদত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া ও চতুর্থী এই দুই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১১৯। গোপালনবমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২০। গোময়াদিসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। গৌরীচতুর্থী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম উমাচতুর্থী। এই চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। গৌরীব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লতৃতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের সৌভাগ্যবর্দ্ধক।

১২৩। গোবৎসদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। গোবিন্দদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। গোবিন্দ দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৫। চণ্ডিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়।

১২৬। চতুর্দ্দশীজাগরণব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। চতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৮। চতুর্দ্দশ্যষ্টমীনক্তব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের দুই অষ্টমী ও দুই চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৯। চতুর্মাসীব্রত—ইহাকে চাতুর্মাস্য ব্রতও কহে। ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এই চারি মাস করিতে হয়।

১৩০। চতুর্মূর্ত্তিচতুর্থীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩১। চতুর্যুগব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১৩২। চন্দ্রব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত পঞ্চদশবর্ষসাধ্য।

১৩৩। চন্দ্ররোহিণীশয়নব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সোম-বারে যদি পূর্ণিমা তিথি বা রোহিণী নক্ষত্র হয় তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৪। চন্দ্রার্কব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্য একত্র অবস্থান করেন, এই দিনে এই উভয়ের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩৫। চম্পাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী

তিথিতে বৈধৃতিযোগ, বিশাখানক্ষত্র, মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে চম্পাষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৩৬। চান্দ্রায়ণব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে, পাপনাশের জন্য এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অপর প্রকার চান্দ্রায়ণব্রতেরও বিধান আছে। যেমন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহারের হ্রাসবৃদ্ধিমূলক এই চান্দ্রায়ণব্রত অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রত পাপক্ষয়সাধন।

১৩৭। চিত্রভানুসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে যদি চিত্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৮। চৈত্রভাদ্রমাঘতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র, ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

১৩৯। চৈত্রশুক্ল প্রতিপদ্‌বিহিততিলকব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লা প্রতিপদে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৪০। জয়ন্তীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম জয়ন্তীসপ্তমী। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪১। জয়পৌর্ণমাসীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪২। জয়াপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমীকে জয়াপঞ্চমী কহে। এই পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪৩। জয়াবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথির পর প্রতিপদতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৪। জয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা বা হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাহইলে তাহাকে জয়াসপ্তমী কহে। ঐদিনে এই ব্রত করিবে।

১৪৫। জাতিত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশীতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৬। জামদগ্ন্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীকথিত ব্রত। ইহা বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে করিতে হয়।

১৪৭। জ্ঞানাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সমস্ত বৈশাখমাসে রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৮। জ্যেষ্ঠাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের যে দিনে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৯। জ্যৈষ্ঠব্রত—মহাভারতবর্ণিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫০। তপশ্চরণসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

১৫১। তপোব্রত—পদ্মপুরাণবর্ণিত ব্রত। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে আর্দ্রবাস হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৫২। তাম্বুলসংক্রান্তি ব্রত-স্কন্দপুরাণকথিতব্রত। এই ব্রত চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

১৫৩। তারকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে তারকদ্বাদশী কহে। সেই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৪। তিথিনক্ষত্রবারব্রত—কালোত্তরকথিত ব্রত। তিথি, নক্ষত্র ও বারবিশেষের যোগ হইলে সেইদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বুধবার, রোহিণীনক্ষত্র ও অষ্টমীতিথি এবং বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী ও পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই ব্রত হয়। এইরূপ প্রায় সকল নক্ষত্র, বার ও তিথিবিশেষের যোগে এই ব্রত হইবে।

১৫৫। তিথিযুগলব্রত—যমস্মৃত্যুক্ত ব্রত। মাসের দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই যুগল তিথিতেই উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৫৬। তিন্দুকাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিকে তিন্দুকাষ্টমী কহে। সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৭। তিলদাহী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৮। তিল দ্বাদশীব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পূর্ব্বাষাঢ়া বা মূলা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৫৯। তীব্রব্রত—সৌরপুরাণোক্ত ব্রত। শিবক্ষেত্রে নিজ চরণদ্বয় ভেদ করিয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিলে অন্তে মুক্তি হয়।

১৬০। তুরগ সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬১। তুষ্টিপ্রাপ্তিতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত হয়। কিন্তু শ্রাবণের কৃষ্ণা তৃতীয়ার দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ অতি দুর্ঘট।

১৬২। তেজঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষ। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি

সংক্রান্তিতে করিতে হয়। এক বৎসর পরে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৬৩। ত্রয়োদশদ্রব্যসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে শুক্লপক্ষে রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৪। ত্রিগতিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৫। ত্রিবিক্রমতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৬। ত্রিবিক্রমত্রিরাত্রশত ব্রত—বিষ্ণুরহস্যকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৭। ত্রিবিক্রম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস যাবৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৮। ত্র্যম্বকব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৬৯। দশাদিত্য ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি দশমীতিথি হয়, তাহা হইলে ঐদিনে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ফলে দুর্দ্দশা দূর হয়।

১৭০। দশাবতারব্রত—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ব্রত। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭১। দাম্পত্যাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭২। দিবাকর ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। রবিবারে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে উক্ত ব্রত হইবে।

১৭৩। দীপ্তি ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতে সন্ধ্যাকালে দীপ দান করিতে হয়।

১৭৪। দুর্গন্ধদৌর্ভাগ্যনাশনত্রয়োদশী ব্রত—ভবিষ্যকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৫। দুর্গানবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন শুক্লা নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৭৬। দুর্গাব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৭। দুর্গাগণপতি-চতুর্থী ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্থী বা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৮। দূর্ব্বাত্রিরাত্র ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৯। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া পরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৮০। দেবমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৮১। দেবব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়। কালোত্তরোক্ত ব্রত ভেদ। চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত হইয়া থাকে।

১৮২। দেবীব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এইরূপ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও দেবীপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষের বিধান আছে।।

১৮৩। দ্বাদশসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশ মাসের ১২টী সপ্তমী তিথিতেই এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রতে প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

১৮৪। দ্বাদশসাধ্যতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সকল তৃতীয়াতেই উপবাস করিয়া করিতে হয়। এক বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৮৫। দ্বাদশাদিত্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ১২ মাসে ধাতা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮৬। দ্বাদশীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিবে।

১৮৭। দ্বীপব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের পূজা করিতে হয়।

১৮৮। ধনসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

১৮৯। ধনাবাপ্তি ব্রত—ধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের ফলে নির্ধন ধনবান্ হইয়া থাকে।

১৯০। ধ্বজব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথিতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯১। ধরাব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। উত্তরায়ণে শুভদিনে কাঞ্চনময়ী ধরা প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯২। ধর্ম্মব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৩। ধান্যব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৪। ধান্যসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লা সপ্তমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৫। ধাম ত্রিরাত্রব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৬। ধারাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৭। ধ্বজনবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা নবমীর নাম ধ্বজনবমী। ঐ তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৮। ধ্বজব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত দ্বাদশবৎসরসাধ্য।

১৯৯। নক্তচতুর্থীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বিনায়ক চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০০। নক্ষত্রপুরুষ ব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র-মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০১। নক্ষত্রার্থব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২০২। নদীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন যথাক্রমে হ্লদিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, ইক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী নদীর পূজা করিবে।

২০৩। নন্দব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

২০৪। নন্দাদিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৫। নন্দাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৬। নন্দাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম নন্দাসপ্তমী। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২০৭। নয়নপ্রদসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নয়নপ্রদসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে ঐ ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত বর্ষসাধ্য।

২০৮। নরকপূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৯। নরসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত—নরসিংহপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে নরসিংহ চতুর্দ্দশী কহে। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত প্রতি বর্ষে করিবার বিধান আছে।

২১০। নরসিংহত্রয়োদশীব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। বৃহস্পতিবারে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১১। নবম্যাদ্যুপবাস ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। নবমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী এই সকল তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২১২। নবরাত্রি ব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রীতি কামনায় নবমী পর্য্যন্ত ৯ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২১৩। নাগদষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৪। নাগপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৫। নাগব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৬। নানাফলপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ ফল দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

২১৭। নামতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত প্রতি মাসের তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। ইহা বর্ষসাধ্য।

২১৮। নামদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২১৯—নামনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২২০। নামসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র

মাসের শুক্লপক্ষের, সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হইবে।

২২১। নিক্ষুভার্কসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী, সপ্তমীতিথি, সংক্রান্তি বা রবিবার দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২২২। নিজ লৈকাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২২৩। নীরাজনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে নীরাজন দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২৪। নৃসিংহদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৫। পক্ষসন্ধিব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পক্ষসন্ধি প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৬। পঞ্চঘটপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। পাঁচটী পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটী ঘটদানরূপ ব্রত।

২২৭। পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরীব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৮। পঞ্চমহাপাপনাশনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবে।

২২৯। পঞ্চমহাভূত পঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩০। পঞ্চমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ইহা চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও পৃথিবী এই পঞ্চমূর্ত্তির উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩১। পঞ্চাগ্নিসাধনরম্ভাতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নিয়মযুক্ত হইয়া এই ব্রত করিবে।

২৩২। পত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ইহা তাম্বূল ভক্ষণের আদিতে করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

২৩৩। পদার্থব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

২৩৪। পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৫। পয়োব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত অমাবস্যা তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

২৩৬। পর্ব্বনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতও অমাবস্যার দিন আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়।

২৩৭। পর্ব্বভোজন ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পর্ব্ব দিনে পৃথিবীতে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৮। পাতালব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৯। পাত্রব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৪০। পাপনাশনীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাকে পাপ-নাশিনী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪১। পাপমোচন ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। বিল্ব-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশ দিন উপবাস রূপ এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে ভ্রূণ হত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

২৪২। পাপত্রাণসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। সংক্রান্তিতে পাপত্রাণের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৩। পালী চতুর্দ্দশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৪। পাশুপত ব্রত—বহ্নিপুরাণে কথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে একবার ভোজন, ত্রয়োদশীতে অযাচিত ভোজন এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৫। পিতৃব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ইহা চৈত্র প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

২৪৬। পিপীতকী দ্বাদশীব্রত—তিথিতত্ত্ব ধৃত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে পিপীতকী দ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪৭। পুণ্ডরীকপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৮। পুত্রকামব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুত্র কামনা করিয়া সপত্নীক এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৯। পুত্রপ্রাপ্তি ষষ্ঠীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫০। পুত্রপ্রাপ্তিব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫১। পুত্রসপ্তমীব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া পুত্র কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৫২। পুত্রীয়ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৩। পুত্রীয়সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৬। পুত্রোৎপত্তি ব্রত—আদিত্যপুরাণে কথিত ব্রত। প্রত্যেক শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

২৫৭। পুরশ্চরণসপ্তমী ব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৮। পুষ্পদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫৯। পূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আরও একটী পূর্ণিমাব্রতের বিধান আছে।

২৬০। পৃথিবীপঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬১। পৌরন্দর পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। পঞ্চমী তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬২। প্রকৃতিপুরুষদ্বিতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ব্রত করিবে।

২৬৩। প্রতিপৎক্ষীরপানব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথিতে করিবে।

২৬৪। প্রতিমাব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

২৬৫। প্রদোষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৬। প্রভাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এক পক্ষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কপিলাদ্বয় দানরূপ ব্রত।

২৬৭। প্রাজাপত্যব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একবৎসর যাবৎ একবেলা ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে।

২৬৯। ফলব্রত—পদ্মপুরোণোক্ত ব্রত। বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারিমাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭০। ফলতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৭১। ফলষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭২। ফলসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিসংক্রান্তিতে বিভিন্ন ফলদান দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। একবৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

২৭৩। ফলসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৪। ফাল্গুনব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৫। বাণিজ্যলাভব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। বাণিজ্য লাভ কামনায় পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৬। বুদ্ধদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৭। বুধব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। বিশাখা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৮। বুধাষ্টমীব্রত—শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২৭৯। ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া পূর্ণিমায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৮০। ব্রহ্মণ্য প্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৮১। ব্রহ্মণ্যাবাপ্তিব্রত—প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

২৮২। ব্রহ্মাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৩। কূর্ম্মব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন পুণ্য দিনে এই ব্রত করা যায়।

২৮৪। ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৫। ভর্ত্তৃপ্রাপ্তিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৬। ভদ্রকালী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। ভদ্রচতুষ্টয় ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৮৮। ভদ্রাতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়।

২৮৯। ভদ্রাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রাসপ্তমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে চতুর্থীর দিন একবার ভোজন, পঞ্চমীতে রাত্রি ভোজন, ষষ্ঠী তিথিতে অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এই সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

২৯০। ভবানীতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে শিবালয়ে ভবানী দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

২৯১। ভবানীব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভবানীর প্রীতিকামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৯২। ভাদ্রপদব্রত—মহাভারতে লিখিত ব্রত। সমস্ত ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৩। ভানুব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৪। ভাস্করব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৫। ভীমদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে ভীমদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৯৬। ভীমব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। উপবাস করিয়া ধেনুদানরূপ ব্রত।

২৯৭। ভীষ্মপঞ্চকব্রত—নারদপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিকে ভীষ্মপঞ্চক কহে। এই ভীষ্মপঞ্চকে ব্রতাচরণ করিতে হয়।

২৯৮। ভূভাজনব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতে এক বৎসরকাল মাটীতে অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৯৯। ভূমিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে যদি শুক্লা চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে ঐদিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০০। ভোগসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০১। ভোগাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রত করিবে।

৩০২। ভৌমবারব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৩। ভৌমব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে যদি স্বাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্রত বিধেয়।

৩০৪। মঙ্গলাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৫। মঙ্গল্যসপ্তমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৬। মৎস্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩০৭। মদনদ্বাদশীব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীকে মদনদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩০৮। মধুকতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনের শুক্লা তৃতীয়ার নাম মধুকতৃতীয়া, এই তিথিতে উক্ত ব্রত হয়।

৩০৯। মনোরথদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত, ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১০। মনোরথ পূর্ণিমাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

৩১১। মনোরথসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল করিতে হয়।

৩১২। মন্দারষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিকে মন্দারষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩১৩। মন্দারসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৪। মরীচসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৫। মরুৎসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৬। মল্লদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৭। মহাজয়া সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তির দিন যদি শুক্লা সপ্তমী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১৮। মহাতপোব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

৩১৯। মহাফলদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে যদি বিশাখা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৩২০। মহাফল ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়, এই ব্রতে ভোজন বিষয়ে বিশেষ আছে। যথা—প্রতিপদে ক্ষীরভোজন, দ্বিতীয়ায় পুষ্পাহার, তৃতীয়ায় লবণবর্জ্জিত ভোজন, চতুর্থীতে তিল ভোজন, পঞ্চমীতে ক্ষীরভোজন, ষষ্ঠীতে ফল, সপ্তমীতে শাক, অষ্টমীতে বিল্ব, নবমীতে পিষ্টক, দশমীতে অনগ্নিপকাহার, একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে ঘৃত, ত্রয়োদশীতে পায়স, চতুর্দ্দশীতে যাবকাহার, পূর্ণিমায় গোমূত্র ও কুশোদক ভোজন, এইরূপ নিয়মে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২১। মহত্তমব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১২। মহারাজ ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে আর্দ্রা বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে এই ব্রত হইবে।

৩২৩। মহালক্ষ্মী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত হয়।

৩২৪। মহাব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৫। মহাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইবে।

৩২৬। মহেশ্বরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৭। মহেশ্বরাষ্টমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৮। মহোৎসব ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসে মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসবের সহিত এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৯। মাঘমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩০। মাতৃনবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩১। মাতৃব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩২। মার্গশীর্ষ ব্রত—মহাভারতে কথিত ব্রত। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিকে মার্ত্তণ্ডসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৪। মাসব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্যদানরূপ ব্রত ভেদ। ইহা সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

৩৩৫। মাসোপবাস ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক এক মাস পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৩৬। মুক্তিদ্বারসপ্তমীব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৭। মুখব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর মুখবাস পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত করিবে। বৎসরান্তে গোদান করিতে হয়।

৩৩৮। মুনিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে।

৩৩৯। মৃগশার্ষব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪০। মেঘপালী তৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৪১। মৌনব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৩৪২। যমচতুর্থীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্থী তিথি ও ভরণী নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। যমদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তর কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে যম দ্বিতীয়া কহে। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৪। যমব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। দশমী তিথিতে রোগনাশ কামনায় যমের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। ইহা ভিন্ন কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মহাভারত প্রভৃতিতেও অন্য প্রকার যমব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪৫। যমাদর্শনত্রয়োদশী ব্রত—ইহা ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে যদি সৌম্যবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর এক বৎসর যাবৎ ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৬। যুগাদিব্রত—এটী আদিপুরাণোক্ত। যুগাদ্যা তিথিতে অর্থাৎ যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, এইরূপ সকল যুগাদ্যা তিথিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৭। যুগাবতার ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৮। যোগব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। বিষ্কম্ভ যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৯। যোগেশ্বরদ্বাদশী ব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। কার্ত্তিক মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫০। রক্ষাবন্ধনপৌর্ণমাসী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৫১। রথনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৫২। রথসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ইহা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৩৫৩। রথাঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। এই ব্রত মাকরী সপ্তমীতে বিহিত হইয়াছে।

৩৫৪। রম্ভাত্রিরাত্র—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৫। রবিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সমস্ত মাঘ মাসে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ত্রিসন্ধ্যায় যথাকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৬। রসকল্যাণিনী তৃতীয়া—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে রসকল্যাণিনী তৃতীয়া কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৫৭। রাঘবদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৫৮। রাজরাজেশ্বর ব্রত—কালোত্তরোক্ত। বুধবারে স্বাতিনক্ষত্র ও অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৫৯। রাজ্যতৃতীয়া—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৬০। রাজ্যদ্বাদশী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য কামনায় ইহা করিতে হয়।

৩৬১। রাজ্যাপ্তিদশমী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিবার বিধান আছে।

৩৬২। রাম নবমী—অগস্ত্যসংহিতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে রামনবমী কহে। এই তিথিতে রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৩। রাশিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ইহা করিতে হয়।

৩৬৪। রুক্মিণ্যষ্টমী—স্কন্দপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে রুক্মিণ্যষ্টমী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৬৫। রুদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৬। রূপনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। পৌষমাসে ইহা করিতে হয়।

৩৬৭। রূপসত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৬৮। রূপসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণোক্ত। সংক্রান্তির দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৬৯। রূপাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭০। রোহিণীদ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীকে রোহিণীদ্বাদশী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৭১। রোহিণী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। রোহিণী নক্ষত্রে ইহা করিতে হয়।

৩৭২। লক্ষণার্দ্রা ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসীয় অষ্টমী তিথিতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উমা-মহেশ্বরের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৪। লক্ষ্মীপঞ্চমীব্রত—যমপুরাণে কথিত ব্রত। পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ইহা করিতে হয়। এটা বর্ষসাধ্য।

৩৭৫। ললিতাতৃতীয়া—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাসের শুক্ল

পক্ষের তৃতীয়া তিথির নাম ললিতাতৃতীয়া। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৭৭। ললিতাব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। আশ্বিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৭৮। ললিতাষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৯। লাবণ্যাবাপ্তি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা করিতে হয়।

৩৮০। লোকব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮১। বটসাবিত্রী—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৮২। বরচতুর্থী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিকে বরচতুর্থী কহে, এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৩। বরব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভদিনে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮৪। বরাটিকাসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে ইহা করিতে পারা যায়।

৩৮৫। বরাহদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বরাহদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। বরুণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। রাত্রিকালে জলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে গোদানরূপ ব্রত।

৩৮৮। বহুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৮৯। বহ্নিত্রিরাত্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসে তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯০। বহ্নিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের অমাবস্যার দিন ইহা করিতে হয়।

৩৯১। বামনদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বামনদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯২। বায়ুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৯৩। বারিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। চৈত্রাদি চারি মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৪। বাসুদেবদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। বাসুদেবের উদ্দেশে আষাঢ় মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৯৫। বিজয়াদ্বাদশী—আদিত্যপুরাণোক্ত। শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিলে মহাপুণ্য হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অন্য আরও একটী বিজয়াদ্বাদশী ব্রতের বিধান আছে।

৩৯৬। বিজয়াসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবার হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯৭। বিজয়াসপ্তমীসত্র—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সংক্রান্তিতে সপ্তমী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৮। বিদ্যাপ্রতিপদ্ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৯। বিদ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০০। বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়। পরে দ্বাদশমাসের সপ্তমী তিথিতে একই নিয়মে ঐ ব্রত করিতে হইবে। যথাবিধানে দ্বাদশ সপ্তমীতে এই ব্রত করা হয় বলিয়া ইহাকে বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত কহে।

৪০১। বিভূতিদ্বাদশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঘু ভোজন এবং তৎপর একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিবে।

৪০২। বিষ্ণুত্রিরাত্রব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪০৩। বিশোকদ্বাদশী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৪। বিশোকষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শোকনাশ কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৫। বিশোকসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণে লিখিত। বিষুব সংক্রান্তির দিন ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৬। বিশ্বব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৭। বিশ্বরূপব্রত—কালোত্তরোক্ত। শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪০৮। বিষ্টিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। যে দিন বিষ্টিভদ্রা তিথি হয়, সেই দিনে এই ব্রত করিতে হইবে।

৪০৯। বিষ্ণুদেবকীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১০। বিষ্ণুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১১। বিষ্ণুপ্রাপ্তিদ্বাদশী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১২। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। এই ব্রতও দ্বাদশী তিথিতে করিতে হয়। পদ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই বিষ্ণুব্রতের বিধান আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করাই কর্ত্তব্য।

৪১৩। বেদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৪। বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিকে বৈতরণী তিথি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪১৫। বৈনায়কচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে রাত্রিভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৬। বৈশাখ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া ইহা করিতে হয়।

৪১৭। বৈশ্বানর ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বর্ষা ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী ঋতুতে কাষ্ঠাদি দানরূপ ব্রত।

৪১৮। বৈষ্ণব ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। আষাঢ় হইতে চারি মাস প্রাতঃস্নান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৯। ব্যতীপাত ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। ব্যতীপাত দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২০। ব্যোমব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। অগস্ত্যকে অর্ঘ্য-দানের পর এই ব্রত করিতে হয়।

৪২১। ব্যোমষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে ব্যোম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

৪২২। ব্রতরাজতৃতীয়া—দেবীপুরাণোক্ত। শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪২৩। শক্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। পদ্ম-পুরাণে আরও একটী শক্রব্রতের বিধান আছে।

৪২৪। শঙ্করনারায়ণ ব্রত—দেবীপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শঙ্কর ও নারায়ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৫। শঙ্করার্ক ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত। রবিবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিবে।

৪২৬। শনিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শনিবার দিন শনিগ্রহের প্রীতি কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৭। শর্করাসপ্তমী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪২৮। শাকসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৯। শান্তাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম শান্তাচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৩০। শান্তিতৃতীয়া—গরুড়পুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে শান্তি কামনায় ইহার বিধান।

৪৩১। শান্তিপঞ্চমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩২। শান্তিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শান্তি কামনায় এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৩৩। শাস্তরায়ণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতি মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৪। শিলাচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪৩৫। শিবচতুর্দ্দশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে শিবচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৩৬। শিবনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি কালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৭। শিবরথ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। হেমন্ত ঋতুতে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন এবং মাঘ মাসে সংযত হইয়া ফাল্গুন মাসে শিবের উদ্দেশে রথ নির্ম্মাণ করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৩৮। শিবরাত্রি—স্কন্দপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম শিবচতুর্দ্দশী, এই তিথিতে শিবের উদ্দেশে আচণ্ডাল সকলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৩৯। শিবলিঙ্গ ব্রত—শিবধর্ম্মোত্তরোক্ত। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরি-মাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মের কেশর মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শ্বেত চন্দন ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হয়।

৪৪০। শিবব্রত—কালোত্তরোক্ত। পক্ষের উভয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৪১। শিবাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে শিবাচতুর্থী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪২। শিবোপবীত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৪৩। শীলতৃতীয়া—পদ্মপুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে অনগ্নিপক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৪৪। শীলাবাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৫। শুক্র ব্রত—ভবিষোত্তরোক্ত। শুক্রবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৪৬। শুদ্ধিব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত। দ্বাদশ মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৭। শুভদ্বাদশী—বরাহপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৪৮। শুভ সপ্তমী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধান আছে।

৪৪৯। শূলদান—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এক বৎসর যাবৎ অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫০। শৈলব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবার বিধান।

৪৫১। শৈবনক্ষত্রপুরুষব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে যে দিন হস্তানক্ষত্র হয়, সেই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫২। শৈবমহাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসে নক্ত ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৩। শৈবোপবাস ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত; উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৫৪। শৌর্য্যব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৫। শ্রদ্ধাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শম্ভু বা কেশবের অগ্রে উপলেপন করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫৬। শ্রবণা দ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে ব্রত করিবে।

৪৫৮। শ্রীপঞ্চমী—গরুড়পুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৫৮। শ্রীপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিবে।

৪৫৯। শ্রীবৃক্ষনবমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রতের ব্যবস্থা।

৪৬০। শ্রীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬১। ষষ্ঠীব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৬২। সংবৎসর ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৩। সঙ্ঘাটকব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৬৪। সন্তানদব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৫। সন্তানাষ্টমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৬৬। সপ্তর্ষিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্য্যন্ত ৭ দিন সপ্তর্ষিগণের উদ্দেশে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৬৭। সপ্তসারস্বতব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এই ব্রতও চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত করিবার বিধান।

৪৬৮। সপ্তসুন্দরক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া ৭ দিন ধরিয়া এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৬০। সমুদ্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে।

৪৭০। সম্পূর্ণব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। শুভদিনে যথাবিধানে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৭১। সম্ভোগ ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাসের দুইটী পঞ্চমী ও প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৭২। সর্পপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। নাগপঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৩। সর্পবিষাপহপঞ্চমীব্রত—স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৪। সর্ব্বকাম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৫। সর্ব্বকামাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৬। সর্ব্বব্রত—সৌরপুরাণোক্ত। শনিবারে শুক্লাত্রয়োদশী হইলে ঐ দিনে এই ব্রত আচরণীয়।

৪৭৭। সর্ব্বাপ্তিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৮। সর্ষপসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৯। সাগরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। শ্রাবণাদি চারিমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৮০। সাধ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৮২। সারস্বত পঞ্চমী—পদ্মপুরাণোক্ত। ইহাতে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে শুক্লমাল্যানুলেপনাদিদ্বারা বীণাক্ষমালাদিধারিণী গায়ত্রীদেবীর পূজা করিতে হয়।

৪৮৩। সারস্বত ব্রত—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে ইষ্টপূজন করিতে হয়; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ, বস্ত্রযুগ্ম তিল ও ঘণ্টা দান করার নিয়ম আছে। (পদ্মপু°)

৪৮৪। সার্ব্বভৌমব্রত—কার্ত্তিকী শুক্লা দশমীতে নক্তাশী হইয়া প্রত্যেক দিকেই বলি প্রয়োগ করিবে। (বরাহপু°)

৪৮৫। সিতসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া শ্বেতকমল বা অন্য কোন শ্বেতপুষ্প এবং শ্বেতচন্দন ও শ্বেতবটকাদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্ম°)

৪৮৬। সিদ্ধার্থকাদিসপ্তমী—অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ঐ পক্ষীয় সাতটী সপ্তমী পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) আদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা বিধাতব্য। (ভবিষ্যপু°)

৪৮৭। সিদ্ধিবিনায়ক চতুর্থী—যে কোন মাসে ভক্তির উদয় হইলে তত্তৎ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে শুক্ল তিলাদি দ্বারা গণপতির পূজা করিতে হয়। (স্কন্দপু°)

৪৮৮। সুকলত্রপ্রাপ্তি—পতিকামা কুমারীর উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহার একতম নক্ষত্রে "মাধবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নিয়ত হরির আরাধনা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮৯। সুকুলত্রিরাত্র—ত্রিরাত্রোবাস পূর্ব্বক অগ্রহায়ণ মাসীয় ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে শ্বেত, পীত ও রক্ত, এই তিন বর্ণের পুষ্পদ্বারা ত্রিবিক্রমদেবের পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮০। সুকৃতদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন তদবস্থায়ই শ্রীহরির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য।

৪৯১। সুখব্রত—ভবিষ্যপুরাণমতে কৃষ্ণা অষ্টমী বা সপ্তমীতে অথবা মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে তাহাতে উপবাসান্তর সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়।

৪৯২। সুখষষ্ঠী ব্রত—ষষ্ঠীতিথিতে ঋষিদিগের যথাযথ ভাবে পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৩। সুখসুপ্তিব্রত—কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দেবগণ সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকেন; ঐদিনে বালক এবং আতুর ব্যতিরেকে সকলে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা এবং দেবগৃহ, চত্বর, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে যথাশক্তি দীপমালা প্রদান কর্ত্তব্য। (আদিত্যপু°)

৪৯৪। সুগতিব্রত—অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া বৎসরান্তে গাভী প্রদান করিতে হয়। (পদ্মপু°)

৪৯৫। সুগতিদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত "কৃষ্ণ" নাম জপ করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৬। সুজন্মদ্বাদশী—পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই দিবসে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি যাবৎ প্রতিমাসের ঐ তিথিতে উপবাসানন্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া দান ধ্যানাদি করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৭। সুজন্মাবাপ্তিব্রত—রবির মেষসংক্রমণ দিবসে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি পরশুরামের পূজা করিতে হয়, পরে বৃষসংক্রমণে ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের, মিথুন সংক্রমণে শ্রীবিষ্ণুর, কর্কট সংক্রান্তিতে বরাহদেবতার, সিংহসংক্রমণে নরসিংহদেবের, কন্যাসংক্রমণে বামনদেবের, তুলাসংক্রমণে কূর্ম্মাবতারের, বৃশ্চিকসংক্রমণে কল্কীদেবের, ধনুঃসংক্রমণে বুদ্ধদেবের, মকরসংক্রান্তিতে দাশরথি রামচন্দ্রের, কুম্ভসংক্রমণে বলরামদেবের এবং মীনসংক্রমণে মীনাবতারের অর্চ্চনা করিবার নিয়ম আছে। (বিষ্ণুধর্ম্ম)

৫৯৮। সুদর্শনষষ্ঠী—রাজন্যগণ ষষ্ঠীতিথিতে উপবাসানন্তর একটী চক্রাব্জ প্রস্তুত করিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে সুদর্শন এবং প্রতিদলে অন্যান্য আয়ুধ সমূহের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। (গরুড়পু°)

৪৯৯। সুনামদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দ্বাদশীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশমীর দিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পরদিন একাদশীতে নিরম্বু উপবাসানন্তর যথারীতি জনার্দ্দন বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপর দিবস দ্বাদশীতে ভোজন করিবে, এইরূপ বৎসরাবধি করিতে হইবে। (বহ্নিপু°)

৫০০। সুরূপদ্বাদশী—পৌষমাসীয় পুষ্যানক্ষত্র সংস্পৃষ্ট রাত্রিতে সংযতচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়, পরে নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়াগ্নিতে তিলদ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি দিতে হয়; অতঃপর পরবর্ত্তী কৃষ্ণৈকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত হরিমূর্ত্তি তিলপূর্ণ পাত্রের উপরিস্থ কুম্ভোপরি স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। উমামহেশ্বরস°)

৫০১। সূর্য্যব্রত - রবিবারে শুক্লা চতুর্দ্দশী ও অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগ হইলে রোচনাদ্বারা পরমাত্মশিবের অঙ্গরাগ এবং রক্তপুষ্প কপিলাগাভীর দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। (কালোত্তর)

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, সৌরধর্ম্মোত্তর, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যব্রতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

৫০২। সূর্য্যনক্তব্রত—প্রতি রবিবারে অথবা হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ প্রত্যেক রবিবারে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনদ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অনন্তোপায় ভাবিয়া একান্তমনে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই যাবতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (মৎস্যপুরাণ)

৫০৩। সূর্য্যষষ্ঠী—ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনাঙ্কিতপদ্মোপরি সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদিদ্বারা স্নান ও রক্তবক বা রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করার নিয়ম। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৪। সূর্য্যসপ্তমীব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন সপ্তমীতে পঞ্চবর্ণ-গুড়িকা দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদলকমলে দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৫০৫। সোমদ্বিতীয়াব্রত—শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে সৈন্ধবলবণের সহিত ভোজ্যান্ন দান করণীয়। (পদ্মপু°)

৫০৬। সোমব্রত—বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সোমদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, সেই সময়ে বারিপূর্ণ তাম্রপাত্রাভ্যন্তরে চন্দ্রচূড়-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি তদীয় পূজা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (ভবিষ্যপু°)

এতদ্ভিন্ন কালোত্তর ও কালিকা-পুরাণাদিতেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫০৭। সোমবারব্রত—প্রথমতঃ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে নক্তবিধানানুসারে সোমদেবের পূজা করিয়া পরে তাহা হইতে সপ্তম সোমবারে চতুর্দ্দশীস্থ মহারাজব্রতোক্ত রজতনির্ম্মিত সোম-মূর্ত্তি কাংস্যপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূজা যথাবিধি করিতে হয়। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৮। সোমাষ্টমীব্রত—উভয় পক্ষের সোমবারে অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে হরগৌরী মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করা কর্ত্তব্য। (স্কন্দপু°)

৫০৯। সৌখ্যব্রত—মাঘ মাসের অষ্টমী, একাদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে একাহারী হইয়া অর্থিজনকে শ্বেতবস্ত্র, উপানহ, কম্বল প্রভৃতি দান করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১০। সৌগন্ধব্রত—এই ব্রতাবলম্বী হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে সৌগন্ধি পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে যথাশক্তি কাঞ্চন নির্ম্মিত পত্রত্রয় দান এবং যথাশক্তি হরিহর মূর্ত্তির পরিতুষ্টিসাধন অবশ্য করণীয়। (পদ্মপু°)

৫১১। সৌভাগ্যব্রত—ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তির উপাসনানন্তর রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। (বরাহপু°)

গরুড়পুরাণেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫১২। সৌভাগ্যব্রত—এই ব্রতে পৌর্ণমাসী তিথিতে সাতিশয় ভক্তি-সহকারে সোমদেবের পূজা করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১৩। সৌভাগ্যশয়নব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যথাবিধানে এই ব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে প্রতি মাসে এক একটী দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। চৈত্র মাসে গোশৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে দধিমিশ্র ঘৃত, অগ্রহায়ণে গোমূত্র, পৌষমাসে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল, ফাল্গুনে পঞ্চগব্য, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্য ভোজনের বিধান আছে। এই ব্রতফলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

৫১৪। সৌভাগ্যসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। বিষুব-সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৫১৫। সৌভাগ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। মাঘী-পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১৬। সৌরনক্ত ব্রত—নৃসিংহ পুরাণোক্ত। রবিবার দিন হস্তা নক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫১৭। সৌর সপ্তমী—পদ্ম পুরাণোক্ত। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

৫১৮। স্ত্রীপুত্রকামাবাপ্তিব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই ব্রত করা বিধেয়।

৫১৯। স্নেহব্রত—পদ্ম পুরাণোক্ত। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়। এই কালমধ্যে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

৫২০। হয় পঞ্চমী—শালিহোত্রোক্ত, চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫২১। হরতৃতীয়া—স্কন্দ পুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৫২২। হরব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। যে কোন অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে পারা যায়।

৫২৩। হরিব্রত—বরাহ পুরাণোক্ত, দ্বাদশী তিথিতে হরির উদ্দেশে এই ব্রত করণীয়।

৫২৪। হরিকালী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত, ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতের বিধান। ইহার ফলে দুর্ভাগ্য নাশ এবং স্বর্গ লাভ হয়।

এই সকল ব্রতের বিশেষ বিবরণ উক্ত পুরাণ বা হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, এবং এই সকল ব্রতের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতের বিষয় তত্তৎ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

যথা বিধানে ব্রত করিয়া পরে বিধি অনুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মহিলা ব্রত।

উপরিউক্ত ব্রতসমূহ ব্যতিরেকে ফল গছান, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার যোষিদ্ ব্রত আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরায়ই ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বালিকারা শৈশাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিত্রালয় এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বাস কালেও ঐ সকল ব্রত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাদের অধিকাংশই পুরাণাখ্যায়িকা অবলম্বনে গঠিত না হইলেও কতকগুলিতে পুরাণের ভাঁজ কথঞ্চিৎ পরিমাণে গুপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও এতদূর পৃথক্ যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে মেয়েলী ছায়া প্রতিভাত হয়। ঐ সকল ব্রতের গল্পাংশ কোন সাধু চরিত্র পুরুষ বা সুশীলা রমণী অথবা নিয়ত ব্রতনিয়মপরায়ণ ও সাধু সেবারত দম্পতীর পুণ্যময় আখ্যান লইয়া কল্পিত। ঐ ব্রতকথাগুলি কোথাও গদ্যে, কোথাও বা পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কি কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিষয়
গোকাল	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত	গাভী পূজা
দশপুত্তলি	,,	দশরথ, রাম, কৌশল্যা প্রভৃতি
রণে এয়ো	,,	রণচণ্ডী
হরির চরণ	,,	শ্রীহরি
অশ্বত্থ পত্র	,,	অশ্বত্থ মহিমা
পুণ্য-পুষ্করিণী	,,	জলাশয়োৎসর্গ বিশেষ
খোয়াথুয়ী	,,	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাস্থানে গৃহদ্রব্যবিন্যাস
অক্ষয় ফল	বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া	নারায়ণের উৎসৃষ্টবস্তু ব্রাহ্মণকে দান
অক্ষয় ধন	ঐ	ঐ
অক্ষয় সিন্দুর	ঐ	ব্রাহ্মণকন্যা
রূপ হলুদ	বৈশাখ মাস	ব্রাহ্মণকন্যাকে তৈলহরিদ্রা মাখান
বৈশাখ চাপা	,,	শিবপূজা
সন্ধ্যামণি	,,	নক্ষত্রপূজা
এয়োসংক্রান্তি	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	(ভগবতী ব্রাহ্মণকন্যা)
নিত্যসিন্দুর	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ঐ
ফলগছান	,,	ব্রাহ্মণকে ফলদান
ধনগছান	,,	ঐ ধনদান
জ্যৈষ্ঠচাঁপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা (শুষ্কচম্পক)
জয়মঙ্গলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গল	মঙ্গলচণ্ডী
প্রবোধদ্বাদশী		
আল-দুর্গা	অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ণ বৎসর	দুর্গা
কুলুইচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডিকা
যমপুকুর (ধর্ম্মপুকুর)	কার্ত্তিক মাস	যমরাজ
সেঁজুতি	অগ্রহায়ণ	গৃহাপকরণ
নখছুট	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিতে নখ কাটিয়া দান
তুঁষ তুষলী	অগ্রহায়ণ	তুষ ও গোবর
গুপ্তধন	প্রতি সংক্রান্তি	গুপ্তভাবে দান
মধুসংক্রান্তি	,,	পাত্রে মিষ্টান্ন দান
কলাছড়া	চারি বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলাদান
ঘৃতসংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	প্রস্তর পাত্রে ঘৃত দান
একাদুধে-পঞ্চামৃত	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
তেজপত্র-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দর্পণ-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দধি-সংক্রান্তি	,,	ঐ
আদা সিংহাসন	সারা বৈশাখ	ভগবতী ভাবে ব্রাহ্মণকন্যার পূজা
হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী	বৈশাখ প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডিকা
জয়মঙ্গলচণ্ডী	বারমাসের যে কোন মঙ্গলবার	চণ্ডিকাদেবী
রাই-আরাধনা	বৈশাখ সংক্রান্তি	শ্রীরাধিকা
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার	চণ্ডী (শঙ্কটা)
অরণ্যষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ষষ্ঠীদেবী
শীতলষষ্ঠী	মাঘ মাস	ঐ
লোটনষষ্ঠী	পৌষ মাস	ঐ
মূলাষষ্ঠী	অগ্রহায়ণ	ঐ
চাওড়াষষ্ঠী	আষাঢ় (মতান্তরে ভাদ্র)	ঐ
জামাইষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ঐ
লুণ্ঠনষষ্ঠী	শ্রাবণ	ঐ
অক্ষয়া ষষ্ঠী	ভাদ্র	ঐ
বোধন বা দুর্গাষষ্ঠী	আশ্বিন	ঐ
শ্মশান ষষ্ঠী	কার্ত্তিক মাস	ঐ
দূর্ব্বাষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ
দাই ষষ্ঠী	বৈশাখ	ঐ
অশোকষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ

ব্রত	মাস	বিষয়
গুণোষষ্ঠী	ফাল্গুন	ঐ
নাগপঞ্চমী	শ্রাবণ	মনসা
নীলষষ্ঠী	চৈত্র	দুর্গা
গাড়শী	আশ্বিন সংক্রান্তি	লক্ষ্মীপূজা
ক্ষেত্র	অগ্রহায়ণ, শুক্লপক্ষের ১ম শনিবার	ক্ষেত্রপাল
বুড়াঠাকুরাণী	ঐ	বনদেবী
ইতুরা'ল বা ইতুপূজা	কার্ত্তিক সংক্রান্তির পর প্রতি রবিবার	সূর্য্যপূজা
নাটাই	অগ্রহায়ণ, রবি সন্ধ্যাকাল	
পাটাই বা পাষাণ চতুর্দ্দশী	পৌষ শুক্লাচতুর্দ্দশী	দুর্গা
দুর্গা সোহাগা (বিজয়া দশমী)		
লক্ষ্মী পূর্ণিমা	কোজাগর পূর্ণিমা	লক্ষ্মী
শিবদুর্গা	শিবচতুর্দ্দশী	শিব ও দুর্গা
কুলইব্রত	অগ্রহায়ণ, রবি বা বৃহস্পতিবার	কুলদেবতা

ব্রতক (ক্লী) ব্রতশব্দার্থ।

ব্রতচর্য্যা (স্ত্রী) ব্রতস্য চর্য্যা। ব্রতাচরণ, ব্রতানুষ্ঠান।

ব্রতচারিতা (স্ত্রী) ব্রতচারিণো ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্রতচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্রতানুষ্ঠানকারীর কার্য্য।

ব্রতচারিন্ (ত্রি) ব্রতেন চরতীতি চর-ণিনি। ব্রতাচরণকারী, ব্রতানুষ্ঠানকারী।

ব্রততি (স্ত্রী) প্র-তন বিস্তারে-ক্তিচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ বিস্তার। ২ লতা।

"অপি বৃশ্চ্-পুরাণবদ্ ব্রততেরিব" (ঋক্ ৮।৪০।৬)

'ব্রততেরিব যথা লতায়াং গুল্ফিলং নির্গতাং শাখাং' (সায়ণ)

ব্রততী (স্ত্রী) ব্রততি-পক্ষে-ঙীষ্। ১ বিস্তার। ২ লতা। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্রতদণ্ডিন্ (ত্রি) ব্রতজন্য দণ্ডধারী। (হরিবংশ)

ব্রতদান (ক্লী) ব্রতবিষয়ক দান।

ব্রতদুগ্ধ (ক্লী) ১ ব্রতরূপ দুগ্ধ। ২ ব্রতের নিমিত্ত দুগ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।২)

ব্রতদুঘা (স্ত্রী) ব্রতদোহনকারিণী। (শতপথব্রা° ৩।২।২।১৪)

ব্রতধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, ব্রতস্য ধরঃ। ব্রতধারী, ব্রতাচরণকারী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ভাগবত ৬।১৭।৮)

ব্রতধারণ (ক্লী) ব্রতস্য ধারণং। ব্রতচর্য্যা, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের আবরণ। (ভাগবত ১১।১১।৩৭)

ব্রতনিমিত্ত (ত্রি) ব্রতের উদ্দেশভূত। ব্রতের জন্য।

ব্রতনী (স্ত্রী) পয়ঃপ্রদান দ্বারা কর্ম্মের নেত্রী। (ঋক্ ১০।৬৫।৬)

ব্রতপক্ষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৩) (পুং) ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষকে ব্রতপক্ষ কহে, এই পক্ষে অনেক ব্রতের বিধান আছে, বলিয়া ইহা ব্রতপক্ষ নামে অভিহিত।

ব্রতপতি (পুং) ব্রতস্য পতিঃ। ব্রত পালক। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক। "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং" (শুক্ল যজু° ১।৫) 'হে ব্রতপতে, ব্রতস্য অনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে' (মহীধর) এই স্থলে ব্রতপতি অগ্নির বিশেষণ।

ব্রতপত্নী (স্ত্রী) ১ ব্রতপতির স্ত্রী। ২ আপ। (কৌশিতকী ৫৬)

ব্রতপা (ত্রি) ব্রতং পাতি পা-ক্বিপ্। ব্রত পালক। "ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'ব্রতপাঃ স্বমস্মদীয়স্য বর্ত্তমানব্রতস্য পালকো ভবসীতি' (মহীধর)

ব্রতপারণ (ক্লী) ব্রতস্য পারণং ব্রতান্তে পারণ, ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় দিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (ত্রি) ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উদ্‌যাপন ক্রিয়া।

ব্রতপ্রদ (ত্রি) ব্রতফলপ্রদানকারী পশু। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।১)

ব্রত প্রদান (ক্লী) ব্রতপুঞ্জ দান।

ব্রতভঙ্গ (ত্রি) নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালন বা উদ্‌যাপন করিতে অসমর্থ হওন।

ব্রতভিক্ষা (স্ত্রী) ব্রতে উপনয়ন কালে ভিক্ষা। উপনয়নকালীন ভিক্ষা, উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহার পরে যে ভিক্ষা করিবার বিধান আছে, তাহাকে ব্রত-ভিক্ষা কহে।

অথ ভৈক্ষ্যঞ্চরতি, অথ শব্দস্তষ্ণীমাদিত্যোপস্থান অগ্নিপ্রদক্ষিণঞ্চ সংসতি।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থাপ্য চ ভাস্করম্ প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং যথাবিধি ॥ ইতি মনু বচনাৎ, ভিক্ষাসমূহং ভৈক্ষ্যং তচ্চাতি মাতরমেবাগ্রে যে চান্যে সুহৃদঃ যাবত্যো বা সন্নিহিতাং স্যুঃ। যাচতে ইত্যধ্যাহার্য্যং।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং বিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমাং যা চৈনাং নাবমানয়েৎ ॥
ইত্যাদি।" (সংস্কারতত্ত্ব°)

উপনয়ন সংস্কারকালে উপবীতগ্রহণের পর মাতা প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এই ভিক্ষাগ্রহণের নাম ব্রত ভিক্ষা। প্রথমে মাতার নিকট, "ভবতি! ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, পরে ভগিনী প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়া তৎপরে পিতা ও সেই স্থলে যে সকল লোক থাকে তাহাদের সকলের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভিক্ষায় যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সমস্তই আচার্য্যকে দিতে হয়।

ব্রতভৃৎ (ত্রি) ব্রতং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। ব্রতগ্রহণকারী ব্রতধারী।

ব্রতলুপ্ত (ত্রি) ব্রত (উপবাসাদি)-ভ্রষ্ট।

ব্রতলোপন (ক্লী) ব্রতভঙ্গ। যে নিজের পবিত্রতা বা ব্রতাচার নষ্ট করিয়াছে।

ব্রতবৎ (ত্রি) ব্রত অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতধারী।

ব্রতবৈকল্য (ত্রি) ব্রতোদ্‌যাপন না হওয়া।

ব্রতশয্যা গৃহ (ক্লী) ব্রতানুষ্ঠান স্থান। যে গৃহে ব্রতযোগ্য দ্রব্যাদি বিন্যস্ত থাকে।

ব্রতশ্রপণ (ক্লী) ব্রতজন্য দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া।

ব্রতসংগ্রহ (পুং) ব্রতস্য সংগ্রহঃ। দীক্ষা। (হেম)

ব্রতস্থ (ত্রি) ব্রতে তিষ্ঠতীতি-স্থা-ক। ব্রতস্থিত, ব্রতে অবস্থানকারী, ব্রতধারী। ব্রহ্মচারী।

"ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।" (মনু ৩।২৩৪)
'ব্রতস্থং ব্রহ্মচারিণং' (কল্লূক)

ব্রতস্থিত (ত্রি) ব্রতে স্থিতঃ। ব্রতে অবস্থানকারী। ব্রতধারী।

ব্রতস্নাত (ত্রি) ব্রতৈঃ স্নাতঃ। ব্রতস্নাতক, ব্রহ্মচারিভেদ। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক এই তিন প্রকার ব্রহ্মচারী। যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক; যিনি ব্রত সমাপন করিয়া বেদ অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক, এবং যিনি বিদ্যা ও ব্রত উভয়ই শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাব্রতস্নাতক কহে।

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু ৪।৩১)

'যঃ সমাপ্য বেদানসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ, যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ, উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ। (কুল্লূক)

ব্রতস্নাতক (পুং) ব্রতস্নাত। (পারস্করগৃ° ২।৫)

ব্রতস্নান (ক্লী) ব্রত সমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন। (ভাগবত° ১।১০।২৮)

ব্রতাতিপত্তি (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ। ব্যাঘাতজন্য ব্রতের অসমাপ্তি। (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১৩।২)

ব্রতাদেশ (পুং) ব্রতস্য আদেশঃ। উপনয়ন।

"আ-দন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাৎ দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রতাদেশন (ক্লী) ব্রতস্য আদেশনং। বেদোপদিষ্ট উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে বেদোপদেশ দিতে হয়।

"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥" (মনু ২।১৭৩)

'কৃতোপনয়নস্য ব্রহ্মচারিণো ব্রতাদেশনমিষ্যতে ক্রিয়তে চাচার্য্যৈঃ'। (কুল্লূক)

ব্রতিক (ত্রি) ব্রতিন্-কন্। ব্রতধারী, এই শব্দ প্রায় একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা বিড়ালব্রতিক ইত্যাদি।

ব্রতিন্ (পুং) ব্রতমস্যাস্তীতি-ব্রত-ইনি। ১ মুনিবিশেষ। ২ যজমান, (অমর) ৩ ব্রহ্মচারী, যতি।

"ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা" ॥ (মনু ২।১৮৮)

(ত্রি) ৪ 'ব্রত বিশিষ্ট, ব্রতানুষ্ঠানকারিমাত্র। ব্রতধারী তিথি বা উৎসবের অন্তে যথাবিধানে পারণ করিবেন।

"তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্"। (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

ব্রতেশ (পুং) শিব।

ব্রতোপনয়ন (ক্লী) ব্রতাদেশ। শিক্ষার জন্য উপনয়ন।

ব্রতোপহ (ক্লী) সামভেদ।

ব্রতোপায়ন (ক্লী) ব্রতার্থে প্রবেশ। (শতপথব্রা° ৪।১।৭।১)

ব্রত্য (ত্রি) ব্রতকর্ম্মপরায়ণ। ব্রহ্মচারী। (ঋক্ ৮।৪৮।৮)

ব্রন্দিন্ (ত্রি) ১ মৃদুভাব প্রাপ্ত। ২ সমূহবিশিষ্ট। ব্রন্দিনঃ মৃদুভাবঃ-প্রাপ্তান্ যদ্বা সমূহবতঃ। (ঋক্ ১।৫৪।৪ সায়ণ)

ব্রয়স্ (ক্লী) বর্জ্জন। (ঋক্ ২।২৩।১৬, সায়ণ)

ব্রশ্চ, ছেদে। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ বৃশ্চতি। লুঙ্ অব্রশ্চীৎ, অব্রাক্ষীৎ।

ব্রশ্চন (পুং) বৃশ্চত্যনেনেতি ব্রশ্চ করণে ল্যুট্। ১ স্বর্ণাদি-ছেদিকা, চলিত ছেনী, যে অস্ত্র দিয়া স্বর্ণাদি ধাতু ছেদন করা যায়। পর্য্যায়—পত্রপরশু, পত্রপর্শু, স্বর্ণ লোহাদি ভেদক। (জটাধর) ২ বৃক্ষ ছেদন জাত নির্য্যাস, গাছ কাটিলে যে আটা গলে, তাহাকেও ব্রশ্চন কহে।

"দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃত মাংসানি বিড়জানি কবকানি চ ॥"

ব্রশ্চনাং বৃক্ষচ্ছেদনজাতান্ লোহিতানপি।" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ৩ কুঠার। (কাতন্ত্র) (ক্লী) ব্রশ্চ-ল্যুট্। ৪ ছেদন। "স রক্তেমনা-ব্রশ্চনায় ভবতি" (শত° ব্রা° ৩।৬।৪।৭)

ব্রস্ক (ত্রি) কর্ত্তক, কর্ত্তনকারী, ছেদনকারী।

ব্রা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ উষা। 'তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তীতি ব্রা রাত্রি বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উষাঃ।' (ঋক্ ১।১২১।২ সায়ণ) ৩ সমূহ, দল। (নিরুক্ত ৫।৩)

ব্রাচড় (পুং) অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ।

ব্রাজ (পুং) ১ গ্রাম কুক্কুট্। (হেম) ২ গমন, গতি। ৩ দল, সমূহ। (অথর্ব্ব ১।১৬।১)

ব্রাজপতি (পুং) দলপতি, নায়ক। "কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্।" (ঋক্ ১০।১৭৯।২)

ব্রাজবাহু (পুং) মৃত্যুর হস্তবিস্তার। "মৃত্যোর্হ বা এতৌ ব্রাজবাহূ।" (শাঙ্খায়নব্রা° ৭।৯)

ব্রাজি (স্ত্রী) ব্রজতি গচ্ছতীতি ব্রজ গতৌ (বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বায়ু।

ব্রাজিন্ (ত্রি) স্থানস্থায়ী, গমনশীল নহে। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

ব্রাত (পুং) ১ সমূহ। (অমর)

"নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।" (ভাগ° ৪।১৫।১৯)

২ ব্যাধাদি। (ব্রাত্যশব্দটীকা ভরত)

৩ মনুষ্য। (নিঘণ্টু ২।৩)

'বৃঞ্ বরণে—ভাত ব্রতে লাভ স্থপিস্ত' ইত্যাদি সূত্রেণ ভোজরাজেন কৃৎপ্রত্যয়ে আড়াগমো নিপাত্যেতে বৃণন্তি স্বমভিমতং দেবতাভ্যঃ তপসা রাধিতেভ্যঃ প্রব্রিয়ন্তে বা যজ্ঞাদৌ, যদ্বা ধান্যাদি সঞ্চয়ঃ, তদ্বন্তো ব্রাতা মত্বর্থীয়োঽকারঃ। যদ্বা ব্রতমিতি কর্ম্ম নাম অন্নং বা, অন্নমপি ব্রতাযৈতস্মাদেবেত্যুক্তেঃ তদীয়াঃ 'তস্যেদং' ইত্যণ্।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণেব প্রমুচ্যতে" ইত্যুক্তেঃ কর্ম্মণামধিকারিত্বাচ্চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং ইত্যাদি। (দেবরাজ যজ্বা) (ক্লী) ৪ শরীরায়াস জীবিকর্ম্ম। (কাশিকা ৫।২।২১)

ব্রাতজীবন (ত্রি) শারীরিক বা পরস্পরের পরিশ্রমে জীবিকানির্ব্বাহকারী।

ব্রাতপতি (ত্রি) ব্রতপতি সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(আশ্ব°শ্রৌ° ২।১২।৬)

ব্রাতপতি (পুং) দলপতি। (শুক্লযজু° ১৬।২৫)

ব্রাতসাহ (ত্রি) দলপতি। 'সমূহানামভি ভবিতারঃ'।

(ঋক্ ৬।৭৫।৯ সায়ণ)

ব্রাতিক (ত্রি) ব্রতসম্বন্ধীয় (সংবৎসর)। (গোভিল ৩।১।১৩)

ব্রাতীন (পুং) শরীরায়াসেন যে জীবন্তি তেষাং কর্ম্ম ব্রাতং তেন জীবতীতি ব্রাত (ব্রাতেন জীবতি। পা ৫।২।২১) ইতি খঞ্। সঙ্ঘজীবি। (হেম)

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।" (ভট্টি ৪।১২)

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতো ব্যালাদিঃ স ইব (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি যৎ। ১ ব্রতসম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৭।১৩) ২ দশসংস্কাররহিত। ৩ উপনয়ন সংস্কাররহিত। পর্য্যায়—সংস্কারহীন, সাবিত্রীপতিত, বাগ্দুষ্ট, পুরুযোক্তিক। (জটাধর)

"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ-দ্বাবিংশাৎক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতে র্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥"(মনু ২।৩৮-৩৯)

ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল। এই কালের মধ্যে যদি ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে এবং ইহারা আর্য্যবিগর্হিত।

এক সময়ে সাবিত্রীসংস্কার বা উপনয়নহীন দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রদ্বয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অনুকল্প। ইহাদিগের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্যনামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত; কিন্তু অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্যমহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্ম্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্য-সকল বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। এস্থলে অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিং সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্ললাম অভবৎ, তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ
তদ্ব্রহ্মাভবৎ তৎতপোঽভবৎ তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়।
সোঽবর্দ্ধৎ স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একো ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।

নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। (১৫।১।১-৮)
স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ। ১
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্। ২
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এব বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি। ৩
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি। ৪
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসো
হরোষ্ণীষং রাত্রীকেশা হরিতৌ প্রবর্ত্তৌ কল্মলির্ম্মণিঃ। ৫
তং বৈরূপঞ্চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্। ১০
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদন্তি। ১১

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্য্যায় সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি পরমেষ্ঠী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। তদ্ যথা

"তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বানুব্যবর্ত্তয়ন্ত"। (১৫।৭।২)

দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্য্যায়সূক্ত পাঠে ব্রাত্যপুরুষকে বিরাট্ পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা জাগিয়া উঠে;

তদ্‌যথা—"ব্রাত্যস্য সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ।
তস্য ব্রাত্যস্য যোঽসি প্রথমঃ প্রাণ উর্দ্ধোনামায়ং স অগ্নিঃ।
দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ * *
তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ চন্দ্রমাঃ।
চতুর্থঃ প্রাণোবিভূর্নামায়ং স পবমানঃ।
পঞ্চমঃ প্রাণো যোনি র্নাম তা ইমা আপঃ।
ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়োনাম ত ইমে পশবঃ।
সপ্তমঃ প্রাণো পরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ।"

ব্রাত্যের অপান সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা—
"তস্য ব্রাত্যস্য যোঽসিপ্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী"

এইরূপ দ্বিতীয় অপান সাষ্টকা, তৃতীয় অপান আমাবস্যা, চতুর্থ অপান শ্রদ্ধা, পঞ্চম অপান দীক্ষা, ষষ্ঠ অপান যজ্ঞ।

পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম পর্য্যায় সূক্তে ব্রাত্যের ব্যান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ব্রাত্যের প্রথম ব্যান ভূমি, দ্বিতীয় ব্যান অন্তরীক্ষ, তৃতীয় ব্যান দ্যৌ, চতুর্থ ব্যান নক্ষত্র, পঞ্চম ব্যান ঋতু, ষষ্ঠ ব্যান আর্ত্তব ও সপ্তম ব্যান সংবৎসর।

এই কাণ্ডের উপসংহারে অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুবাকের একাদশ পর্য্যায় সূক্তে লিখিত হইয়াছে—

"তস্য ব্রাত্যস্য। যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো।
যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ।
যোঽসি দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সোঽগ্নির্যোঽসি সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ। অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষ-কপালে সংবৎসরঃ শিরঃ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্রা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়।"

পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে "স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বা পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ।"

আমরা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আরও দেখিতে পাই—
"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ১০।৯০।৩
তস্মাদ্বিরাড জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ১০।৯০।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০।৯০।৬
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষ, শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ৎ॥"

ঋগ্বেদের এই পুরুষ-মহিমার সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য-মহিমার সূক্ত এক প্রকার ও একভাববিশিষ্ট।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম পর্য্যায় সূক্তে যেরূপ ভাবে ব্রাত্যমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর পুণ্যবান্ ব্রতকর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাত্য অতিথিরূপে যাহার গৃহে বাস করিতেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইত। যথা—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুদ্ধে।
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি যেঽন্তরীক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুদ্ধে।" ইত্যাদি

এইরূপ এই সূক্তে ব্রাত্যের আতিথ্যপ্রদানের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ সাধু পরিব্রাজক। কিন্তু এই ব্রাত্য-মহিমার উপক্রমোপসংহার পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্রাত্য অনাদিকারণ পুরুষ। এখানে যে ব্রাত্যকে গৃহে আতিথ্যদানের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সেই পরম পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে স্থান দান করেন, তাঁহার বহুল পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

এক পরম পুরুষই যে বৈদিক যুগে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইত, প্রশ্নোপনিষদেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং কেন যে তাহাকে ব্রাত্য বলা হইত তাহারও কারণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বন্ ॥"

(প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১।)

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ তুমি প্রথমে জন্মিয়াছ বলিয়া তোমার সংস্কারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি অতীব পবিত্র। হে প্রাণ তুমিই একমাত্র ঋষি, তুমি ভোজক, তুমি সকলের সৎপতি, আমরা তোমায় আজ্য দিতেছি, তুমি বায়ুর পিতা।

প্রশ্নোপনিষদের এই ব্রাত্য ও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য ব্রহ্মের অনুরূপ পদার্থ।

(১৭।১৬ এবং ২৪।১৮ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক বাচ্যবিষয় দেখিতে পাই। তৎপাঠে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্ত্য-লোকেই পরিভ্রমণ করেন, ইহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হইতেন। অবশেষে ইহারা স্বর্গগমনেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়েন। অর্থাৎ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন। কিন্তু ইহারা বৈদিক মন্ত্র জানিতেন না। সুতরাং ইহঁাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইহাদিগকে বেদশিক্ষার ভার প্রদান করেন। মরুৎ ইঁহাদিগকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে "ষোড়শ" উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইহারা স্বর্গে গমন করেন।*

আবার কৌষীতকী তাণ্ড্যমহা ব্রাহ্মণও ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।†

ব্রাত্যগণ অনাচ্ছত যুদ্ধরথের চালকতাকার্য্য করিতেন, ধন ও বর্ষা বহন করিতেন, তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ও রক্ত-প্রান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আলোড়িত হইত। তাঁহাদের নেতৃগণ কপিলবর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধিরও শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উচ্চারণের অনেক বৈষম্য ছিল। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের এই ব্রাত্য-দেবগণ প্রথমতঃ হয়ত সম্মানিত ছিলেন, পরে বেদানভিজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা সমাজে অনাদৃত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজে সম্মানহীন এই ব্রাত্যগণই প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য কি না তাহা অনুসন্ধেয়। ফলতঃ আমরা বাজসনেয়সংহিতাতেও এক শ্রেণীর লোককে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

(শুক্লযজুঃ ৩০।৮)

এতদ্ব্যতীত লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।৬।২,৭,৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২২।৪।৩) আমরা ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। অসবর্ণগণই শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংঘটিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক শব্দটী কি প্রকারে মানব সমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাতসন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্যার গর্ভে জাতসন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রার গর্ভে জাতসন্তান নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়বৈশ্যায় জাতসন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়শূদ্রায় জাতসন্তান উগ্র, বৈশ্যশূদ্রায় জাতসন্তান রথকার, শূদ্রবৈশ্যায় মাগধ, বৈশ্যক্ষত্রিয়ায় আয়োগব ইত্যাদি। এই সকল অসবর্ণজাত সন্তানগণ ব্রাত্য নামে প্রসিদ্ধ।" (বৌধায়নধর্ম্মসূত্র ১।৯।১৬-১৭)

মনুসংহিতায় আমরা ব্রাত্যতার অপর একটী হেতু দেখিতে পাই। যথা—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্ত যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

(মনু ১০।২০ অঃ)

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সবর্ণাভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তান সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলে তাহারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের ব্রাত্য ও মনুসংহিতার ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে ত্রিবিধ ব্রাত্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য ও বৈশ্য-ব্রাত্য। দেশভেদে ইহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—

---

* "দেবা বৈ স্বর্গং লোকং আয়ংস্তেষাং দেবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তস্ত আগচ্ছন্ যতো দেবাঃ স্বর্গং লোকম্ আয়ংস্তেন তং স্তোমং ন ছন্দোঽবিন্দন্ যেন তান্ আপ্নংস্তে দেবা মরুতোঽব্রুবন্ এতেভ্যস্তং স্তোমশ্চচ্ছন্দঃ প্রাযচ্ছত যেন অস্মাৎ আপ্নুবানিতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্ ইতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্" (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়।)

† "এতেন বৈ……তস্মাৎ কৌষীতকীনাং ন কশ্চন অতীব জিহীতে যজ্ঞাবকীর্ণাহি" (তাণ্ড্য ১৭।৪,৩)।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥" (মনু ১০।২-১২৩)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য হইতে ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ; ক্ষত্রিয়-ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এবং বৈশ্য-ব্রাত্য হইতে সুধন্ব, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বতগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও আমরা ব্রাত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপ ॥ ৩৬
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলং।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥" ৩৭

শ্রীধরস্বামী এই দুই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নরহিতা ভবিষ্যন্তি। অব্রহ্মবর্চ্চসঃ বেদাচারশূন্যাঃ ॥' শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন, 'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নাদিসংস্কাররহিতা' অতএব শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি জনাধিপেতি সম্বোধনং। জনাধিপা ইতি পাঠে তে শূদ্রপ্রায়া শূদ্রপ্রচুরা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।'

শ্রীভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চ আভীরাশ্চ শূদ্রাশ্চ মালবাশ্চ ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জনাধিপতয়ো ভবিষ্যন্তি।'

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাত্যগণ শূদ্র—শ্রীভাগবতের এই মূল শ্লোক এবং সুপ্রসিদ্ধ উক্ত টীকাকারগণের টীকা পাঠ করিলেই অবশ্যই ভ্রান্তসংস্কার উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ব্রাত্যসম্বন্ধে আরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা।
(মনু ২।৩৯, বিষ্ণু ২০।২৭)

২। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতৌ।
(যাজ্ঞবল্ক ১।৩৮)

৩। সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালঞ্চ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তূপনয়নাদধঃ ॥
(কাত্যায়ন ২৫।১৭)

৪। বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্য স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি। (ব্যাস ১।২০)

৫। দ্বিজাতয়স্ত্রয়োপ্যেতে যথাকালমসংকৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ ॥ (শঙ্খ ২।৮)

৬। আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাতীতকাল আদ্বাবিংশাৎ
ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য অত উর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।
নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্নযাজয়েন্নৈভি বিবাহয়েয়ুঃ।
পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। (বশিষ্ঠ ১১শ অধ্যায়)

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।

উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা-নিবন্ধন যে ব্রাত্যতা দোষ ঘটে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের শুদ্ধির বহুল বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাকালে উপনয়ন না হইলে ব্রাত্যতা ঘটে। এই ব্রাত্যতা দোষখণ্ডনের জন্য ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্ব যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আপস্তম্ব বলেন—

১। অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। (১ম। ১প। ২৮ সূত্র)

হরদত্ত কৃত উজ্জ্বলটীকানুসারে এই সূত্রের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহার যে সাবিত্রীকাল উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রৈবিদ্যক শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—'ত্রিঅবয়বা বিদ্যা ত্রিবিদ্যা তদধিকারভূত-বিষয়া ত্রৈবিদ্যা তৎসম্বন্ধীয়ং' এইরূপ অর্থে ত্রৈবিদ্যক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন এবং গুরুশুশ্রূষা এই তিনটী বিষয়ই ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত।

২। অথোপনয়নম্।

এইরূপ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পরে উপনয়ন সংস্কার।

৩। ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনম্।

অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে যথারীতি স্নান অনুষ্ঠেয়। যাহারা সমর্থ তাহারা ত্রিসবর্ণ স্নান করিবে। যাহারা সমর্থ নহে তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি স্নান বিধেয়।

৪। অথাধ্যাপ্যঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃত ব্যক্তি অধ্যাপনীয়।

৫। অথ যস্য পিতাপিতামহ ইত্যনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্ম হসন্ স্তুতাঃ।

অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহ অনুপেত থাকে তাহারা ব্রহ্মহসন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "পিতা পিতামহ" শব্দ দ্বারা প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতি এবং ইহাদের ভ্রাতাদিকেও বুঝিতে হইবে।

৬। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ

অর্থাৎ ইহাদের সহিত অভ্যাগমন (গতাগত ব্যবহার

ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপার বর্জ্জনীয়। অভ্যাগমন শব্দের অর্থ মৈত্রচেষ্টা আলাপাদিও বুঝিতে হইবে।

৭। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইচ্ছাশীল ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্তযোগ্য, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরোপদেশে বলাৎকারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে।

৮। যথা প্রথমেতিক্রম ঋতুরেবং সংবৎসরঃ।

মাণবকের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হইলে এক ঋতুকাল এবং তদীয় পিতা অনুপনীত হইলে সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়।

৯। অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনম্।

অতঃপর উপনয়ন সংস্কার দিতে হইবে, তৎপরে উদকোপস্পর্শনের ব্যবস্থা।

১০। প্রতিপুরুষং সঙ্খ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপেতাঃ স্যুঃ।

পিতা অনুপেত হইলে সংবৎসর কাল ও পিতামহ অনুপেত থাকিলে দুই বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। ইহা আপস্তম্বের টীকাকার হরদত্তের মত। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'মাণবকস্য পিতামহমারভ্য স্বপর্য্যন্তং কালাতিক্রমে পূর্ণং সংবৎসরং যাবৎ পূর্ব্বোক্তরীত্যা উপনয়নস্বরূপযোগ্যতৌপয়িক ব্রহ্মচর্য্যাত্মকপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ মাণবকের পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পর্য্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে উপনয়নের উপযোগী ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

উদকোপস্পর্শন সময়ে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার্য্য। তদ্‌যথা—

(১) "সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চদূরকে।"(ঋগ্‌বেদীয়)

(২) "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু" ইত্যাদি (যজুর্ব্বেদীয়)

(৩) "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" ইত্যাদি (সামবেদীয়)

এই মন্ত্রানুসারে স্বশিরে জলসেচন করিতে হয়।

১১। অথ যস্য প্রপিতামহাদেনানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতা।

যে মাণবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণে আসে না। অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে কত পুরুষ ব্রাত্যতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, তাদৃশ মাণবকগণ শ্মশানসংস্তুত।

১২। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং চরেদথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ।

ইহাদের সহিত মৈত্র্যালাপ ভোজন বিবাহাদি বর্জ্জনীয়। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর পাবমান্যাদি মন্ত্রে উদকোপস্পর্শন করিতে হইবে।

১৩। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইহাঁদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। এস্থলে হরদত্ত বলেন যে "তেষাং" শব্দে মাণবকগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু "ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা" নামক গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী হরদত্তের এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিচারসহ একবারে নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রায়শ্চিত্ত পিতা পিতামহ প্রভৃতির জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রের উপক্রমোপসংহার সমন্বয়বিচারে এস্থলে তেষাং শব্দের বাচ্য মাণবক, ইহাই হরদত্তের মত; তিনি বলেন, ইহা দ্বারা ব্রাত্যের অনুপবীত পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হয় নাই। কিন্তু রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তাঁহার সকল আপত্তি অতি সূক্ষ্মবিচারে খণ্ডন করিয়া তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ হইতে একটী প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাণবকের অনুপবীত পিতৃপিতামহাদিরও যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাণ্ড্যব্রাহ্মণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

'অনুমোদিতশ্চায়মর্থস্তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে তদ্‌যথা—"অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্।"

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"শমেন মনোনিগ্রহেণ মনোনিগ্রহং-শ্চতুর্থ-বয়সি প্রায়ঃ সম্ভবাৎ যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারাসমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ্রমুপস্থেন্দ্রিয়ং যেষাং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন যজেরন্নিত্যুক্ত্যা বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যত্বং সুব্যক্তম্।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে। যৌবনের অবসানে পুং-ব্যাপারাসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগেরও ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা সংস্কার করা বিধেয়। এতদ্দ্বারা বৃদ্ধ ব্রাত্যগণেরও সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত দ্বারাও হরদত্তের অভিমত খণ্ডিত হইতেছে। এসম্বন্ধেও তিনি কাণ্ডত্রয়াত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

১। "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ"।

অর্থাৎ ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদের অপত্য সম্বন্ধে সংস্কার বা অধ্যাপনা নাই।

২। "তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি।"

ইহাদের মধ্যে সংস্কারাভিলাষী প্রাচীন ব্রাত্যগণ ব্রাত্যস্তোম দ্বারা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন।

দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈবিদ্যক-ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর উপনয়নের ব্যবস্থা। উপনয়ন হইলে পাবমান্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদকোপস্পর্শের বিধান। এই সকল কার্য্য দ্বারা যাট্‌ কৌষিক দেহারম্ভক অবয়বনিচয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। উদকস্পর্শের পরে আপস্তম্ব গৃহমেধানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অথ গৃহমেধোপদেশনম্‌।"

অর্থাৎ গৃহকর্ম্মের উপযোগী বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, কিন্তু নিজশাখান্তর্গত সরহস্য বেদের সমগ্রাংশ অধ্যয়ন করার অধিকার তখনও প্রদেয় নহে। কেন না তৎপরের সূত্রেই লিখিত আছে :—

"নাধ্যাপনম্‌"

অর্থাৎ নিজশাখান্তর্গত সমগ্র বেদ অধ্যাপনীয় নহে।

হরদত্ত বলিয়াছেন—"নাধ্যাপনং কৃৎস্নবেদস্য কিন্তু গৃহমন্ত্রাণামেব" অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠে অধিকার না হইলেও গৃহমন্ত্রপাঠের অধিকার হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত হইয়া গৃহস্থ হইলে তাহাদের ব্রাত্যদোষ খণ্ডিত হয়। অতঃপর এইরূপ বংশে আবার কেহ ব্রাত্য হইলে তাহাদের সংস্কার প্রথমাতিক্রমের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ ঋতুকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথা আপস্তম্বে—

"ততো যো নিবর্ত্ততে তস্য সংস্কারেণ প্রথমাতিক্রমৈঃ"

অর্থাৎ প্রাগুক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর গৃহস্থ হইলে তদ্বংশের ব্রাত্যদোষের মোচন হয়। এতাদৃশ বংশ্য কোন ব্যক্তির উপনয়ন কাল অতিক্রম হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই আবার সংস্কারপ্রাপ্তির অধিকার জন্মে। এইরূপ উপনীত ব্যক্তি হইতে যে মাণবকের জন্ম হয়, সে প্রকৃতিবৎ উপনীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য আর কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই আপস্তম্ব লিখিয়াছেন—

"তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বিধিনির্দ্দিষ্ট উপনয়নের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কালে প্রাগুক্ত উপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রানুসারে বহুপুরুষ পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদিগেরও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনঃ সংস্কার ব্যবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যগণের ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণে অধিকার জন্মে। "তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা হরদত্তের উজ্জ্বল টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ততস্ত যো নিবর্ত্ততে তস্য প্রকৃতিবৎ যথাপ্রাপ্তমুপনয়নং কর্ত্তব্যম্‌।" এ কথায় প্রতিবাদ যোগ্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"যস্য তু প্রপিতামহস্য পিতুরারভ্য নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য প্রায়শ্চিত্তং নোক্তম্‌। ধর্ম্মজ্ঞেভ্যস্তু হিতব্যম্‌"।

অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়নের অভাব হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, হরদত্ত মহাশয়ের এই টীকা যে সমীচীন নহে, রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তদীয় গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ও কাত্যায়নসূত্র উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বহুপুরুষ কাল পতিতসাবত্রীক ব্যক্তিগণও আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণের অধিকারী হয়। যথা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং য ঔপনায়নিকো মুখ্যঃ প্রাতিষ্ঠিকঃ কালস্তস্মিন্নেব তে উপনেতব্যাস্তেষাং পূর্ব্বপুরুষীয় ব্রাত্যতাপ্রযুক্তো ন কশ্চিদধমো ভাবো, ন চাপ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদধিকমিতি ভাবঃ। সাধু তদ্বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকানামপ্যাপস্তম্বাচার্য্যোক্তেনৈ হিপনোদকদীর্ঘপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ত্রৈবর্ণিকোচিতকার্য্যকরণেঽধিকার ইতি সমর্থিতম্‌।"

পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রি মহোদয় কাত্যায়নসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াও স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্‌যথা—

"আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবত্যাদ্বাবিংশাদ্রাজন্যস্যাচতুর্ব্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি নানুপনয়েয়ু র্নাধ্যাপয়েয়ু র্নাযাজয়েয়ুঃ কালাতিক্রমে নিয়তবৎ ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ তেষাং সংস্কারেপ্সু ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্‌ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি শ্রুতেঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়া পরে আষোড়শাদি দ্বারা গৌণকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌণ কাল লঙ্ঘন করা হইলেও যে পাতিত্য জন্মে, তাহা বলা হইল। এইরূপ স্থলে উপনয়ন, অধ্যাপন ও যজনাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

তৎপরে সূত্রকার বলিয়াছেন,—"কালাতিক্রমে নিয়তবৎ"

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—"কালাতিপাতে যথা শ্রৌতেষু স্মার্ত্তেষু চ কর্ম্মসু প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় প্রকৃতিকর্ম্মানুষ্ঠানং নিয়তং, ন তু সর্ব্বথা কর্ম্মলোপঃ। কাললোপমপেক্ষ্য কর্ম্মলোপস্যাতিজঘন্যত্বাৎ তথৈবাত্রাপি প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় ভবত্যুপনয়নার্হতা।"

অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কালাতিপাত হইলে যেরূপ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই নিয়মসিদ্ধ; কিন্তু কোন প্রকারে

সেই কর্ম্মলোপ বিধেয় নহে, কেননা কাললোপ অপেক্ষা কর্ম্মলোপ অতি জঘন্য। এস্থলেও সেই প্রকার কাললোপ নিবন্ধন ব্রাত্যদোষ ঘটিলে তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পুনরায় উপনয়নার্হতা জন্মে, তাহার পরে বৈদিক কার্য্যের অধিকার প্রদান করাই শাস্ত্রীয় বিধি, কাত্যায়নসূত্রের ইহাই অভিপ্রায়। আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন এই উভয়ই বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীক ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়নসংস্কারের অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণও যেরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উল্লেখ করা গেল—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ ॥"
(মনু ১১।১৯২ ; বিষ্ণু ৫৪।২৬)

মনু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল দ্বিজের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ায়) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে,—পতিতসাবিত্রীক উদ্দালক-ব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ মাসং পয়সা। অর্দ্ধ-মাসমামিক্ষয়া অষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্‌ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি।" (১১শ অধ্যায়)

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। মাসার্দ্ধ আমিক্ষা বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ষড়্রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে; অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্ষরাকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ব্রাত্যো-পনয়নের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তদ্‌যথা—

"গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়ম্ ঋণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং। ২৪২।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযমঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি। ২৬৩।
কৃচ্ছ্রং চৈবাতি কৃচ্ছ্রং চ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ। ২৬৪।
উপপাতক-শুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেনাথ বা পুনঃ ॥" ২৬৫।

অতো ব্রাত্যতাদিষু অস্মিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টৈঃ প্রায়-শ্চিত্তৈঃ সহোপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিত ব্রত-চতুষ্টয়স্য সমবিষয়তা কল্পনেন বিকল্পো বিষয়বিভাগো বা আশ্র-য়নীয়ঃ। তানি স্মৃত্যন্তরদৃষ্টপ্রায়শ্চিত্তানি পরিক্রমেণ ব্রাত্যাদিষু যোজয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তম্,—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ ॥ ১১।২৯২ ॥
যচ্চ যমেনোক্তম্—
সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতমিতি ॥
তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্কীয়মাসপয়োব্রতবিষয়ম্
যত্তু বশিষ্ঠেনোক্তম্ (১১শ অধ্যায়ে)

অত্রেয়ং ব্যবস্থা যস্য উপনেত্রাস্তভাবেন তৎকালাতিক্রমঃ তস্য যাজ্ঞবল্কীয়ানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপত্তৌতি-ক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তু উদ্দালকব্রতং ব্রাত্যস্তোমো বা ইতি।

যেষাস্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তেষামাপস্তম্বোক্তম্।—

যস্য পিতাপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপ-নয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

এই সকল উল্লেখ করিয়া মিতাক্ষরাকার মীমাংসা করিয়াছেন যে গোবধ, ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ। যাজ্ঞ-বল্ক্য গোবধপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "গোঘাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গো চরিতে গেলে তাহার অনুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে, (এইপ্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটী গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে যথাযথভাবে কিংবা চান্দ্রায়ণ দ্বারা একমাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাকদ্বারা অন্যান্য উপপাতকের শুদ্ধি হয়।"

ইহার ব্যাখ্যাবসরে মিতাক্ষরাকার আরও বলিয়াছেন,—'ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক এই শাস্ত্র বা শাস্ত্রান্তর বিহিত উক্ত রূপাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। উক্ত বচনে "এই প্রকারে" ইত্যাদি শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়ের সমানবিষয়তা কল্পনা করিলে বিকল্প স্বীকার অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃত্যন্তরদৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পাঠক্রমে ব্রাত্যাদিতে যোজনা করিতেছি। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে

এইরূপ বলা হইয়াছে,—'যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।"

এসম্বন্ধে যমও বলিয়াছেন,—"যাঁহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিঃ দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবক দ্বারা পরিশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন দেওয়া বিহিত।"

এই উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমান বিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"যাঁহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে ; অর্থাৎ দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধদ্বারা, একপক্ষ ছানাদ্বারা, আটদিন ঘৃতদ্বারা, ছয়দিন অযাচিতলব্ধদ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনরাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।"

ব্যবস্থান্তর যথা—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার শক্তি অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ্ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে যদি পঞ্চদশ বৎসরেরও অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাদের পিত্রাদিও অনুপনীত, তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তদ্যথা—যাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্তও অনুপনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্রাত্যোপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সংগ্রহে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুপনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

অথোপনয়নং। অত্র গোভিলঃ—"গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতান্ উপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন এভি বিবাহয়েয়ুঃ॥"

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নম্ ইতি কর্ম্মনামধেয়ং তেন কর্ম্মণা যোজয়েৎ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।

বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥

যত্তু, পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা, অবরুদ্ধকালা ভবন্তীতি। তদ্দ্বাদশবর্ষাদ্যুপরি ব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষাদ্যুপরি গুরুপ্রায়শ্চিত্তমিতি।

ইহার পর আপদ্ অনাপদভেদে লঘুগুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দুইটী বচন অনুসারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরাশরমাধব নামক মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এ স্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পরাশরমাধবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডোক্ত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত যথা—

"যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তস্য আপস্তম্বোক্তং দ্রষ্টব্যং। যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মঘ্নসংস্তুতাঃ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং, যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সম্বৎসরঃ। অথ উপনয়নং। ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি অথবা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনম্।"

পরাশর-মাধবীয় প্রায়শ্চিত্ত-কাণ্ডেও মনুর ব্যবস্থিত ত্রিকৃচ্ছ্র এবং বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপিত উদ্দালক ব্রতাচরণের বিধান বিহিত হইয়াছে। উদ্দালক ব্রতের বিধান ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাত্যস্তোম নামে অভিহিত। ব্রাত্যস্তোমের বহুপ্রকার ভেদ আছে। এস্থলে মাত্র "হীনব্রাত্য" ও "গরগির" ব্রাত্যস্তোমের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রিমহোদয় তদীয় ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ১০৫ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'কিঞ্চ বৃদ্ধব্রাত্যানামপি সংস্কারো ভবতি বেদায়মন্তো যথা

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্ত ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্" তদর্থশ্চ—অথ পূর্ব্বোক্ত কনীয়সাং ব্রাত্যানাং সংস্কারবিধানান্তরম্ এষ বক্ষ্যমাণো যজ্ঞঃ শমনীচামেঢ্রাণাম্—শমেন যৌবনোপরমেণ নীচমনুদ্ধতং মেঢ্রেন্দ্রিয়ং যেষাং তে তথাবিধাঃ স্থাবির্য্যাদ্বিনষ্টবীর্য্যা ইত্যর্থঃ তেষাং স্তোমস্তৈরনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যে জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধতমাঃ সন্তোঽপি ব্রাত্যাস্তেষামপি ব্রাত্য স্তোমাধিকারিত্বং সিধ্যতি ততশ্চ ব্রাত্যস্তোমানুষ্ঠানেন উপনয়নাধ্যয়নাধিকারিতা সিদ্ধিরিতি ন পাণিপিহিতম্। ন চ সংস্কারোত্তরং কেনাপি কারণেন পতিতানাং বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বং ততঃ সিধ্যতি পুনরাবাল্যসংস্কৃতানাং জাতাপত্যানাং সংস্কার্য্যতাঽপি ততঃ সেদ্ধুমর্হতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তশ্রুতির্ন স্বদভিমতার্থসাধিকেতি বাচ্যম্।'

পুনশ্চ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে—"হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রসবন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। ন কৃষিং ন বণিজ্যাং ষোড়শ বা এতৎস্তোমঃ সমাপ্তুমর্হতি। ইত্যুক্ত্যা জাতাপত্যানামপি বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যতয়াস্ততঃ সিদ্ধেঃ।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃদ্ধব্রাত্যগণেরও সংস্কার করার বিধান আছে। "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে হীন ব্রাত্যদের কথা বলা যাইতেছে। ব্রাত্য সাধারণতঃ চারি প্রকার,—নিন্দিত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও হীন, সকল ব্রাত্যই সংস্কারার্হ।

নিন্দিতব্রাত্য—যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক, তাহারাই নিন্দিত ব্রাত্য।

কনিষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের মাতাপিতা সংস্কৃত, কিন্তু নিজেরা সাবিত্রীপতিত, তাহারাই কনিষ্ঠ ব্রাত্য।

বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, অথচ এইরূপ অবস্থায় যাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধব্রাত্য।

হীনব্রাত্য—যাহাদের মাতা পিতার সংস্কার হয় নাই, নিজেরাও অনুপেত, এই অবস্থাতেই যাহাদের বিবাহ সন্তানোৎপাদনাদি হইয়াছে তাহারাই হীন ব্রাত্য।

প্রাগুক্ত তাণ্ড্যশ্রুতির মর্ম্মানুবাদ এই যে হীন ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস নাই, ইহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি কোন আশ্রমাচারও করে না।

এই যে চারি প্রকার ব্রাত্যের কথা বলা হইল, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের উক্তি অনুসারে ইহাদের সকলেই ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্তার্হ। সেই প্রায়শ্চিত্তের পরে ইহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ইহাদের সকলের পক্ষেই "চতুঃষোড়শী" প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে।

উক্ত তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ে আরও লিখিত হইয়াছে—"গরগিরো বা এতে যে ব্রহ্মাদ্যং জন্যমন্নমদন্ত্যদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তমাহুরদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্ত্যা দীক্ষিতাদীক্ষিতবাচং বদন্তি ষোড়শ বা এতেষাং স্তোমঃ পাপ্মানং নির্হন্তুমর্হতি যদেতে চত্বারঃ ষোড়শা ভবন্তি তেন পাপ্মনোঽধি নির্মুচ্যন্তে।"

বিষভক্ষণকারীরা "গরগিরঃ" নামে উক্ত। বিষভক্ষণ করিলে যেমন মোহাক্রান্ত হয়, পাপনিষেবণ দ্বারাও মানুষ সেই প্রকার মোহাক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিভ্রষ্ট হয়। সুতরাং পাপাচারী ব্যক্তিরাও "গরগির" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই গরগির ব্রাত্যগণ অসংস্কৃত অনুপেত ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির অদনীয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র বলেন, প্রাগুক্ত শ্রুতিতে ব্যবহৃত "জন্য" শব্দের অর্থ জন্যং—জনপদসম্বন্ধি অথবা 'জনেরুৎপত্তেঃ সাধনং ভোজ্যপেয়াদেরেব মাতাপিত্রোরুপভুক্তস্য শুক্রশোণিতাদি দ্বারা বালশরীরারম্ভকত্বাৎ। এবঞ্চ পরকীয়মেব ভোজ্যং ভুঞ্জতে ইত্যয়মর্থোঽথবা জন্যপদস্য দ্বিতীয়ার্থাদরপক্ষে পরকীয়দ্রব্যভোজিন এতে দুষ্টসন্তানহেতব ইত্যর্থঃ।') এবং শোভনার্থোপদেশজনক শ্রুতিস্মৃত্যাদির বাক্যগুলিকে দুষ্টার্থপ্রতিপাদকরূপে প্রচারিত করে, অদীক্ষিত হইয়া দীক্ষিতের ন্যায় কথা বলে, অদণ্ড্যকে দণ্ডিত করে। চতুঃষোড়শী স্তোম দ্বারা ইহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হয়।

ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাকার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"অথ ক্ষত্রিয়াণাং বিশিষ্টপাতিত্যহেতুমাহ—অদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্তি অদণ্ড্যং দণ্ডয়ন্তোঽপি ন পরিতপ্যন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অদণ্ড্য জনকে দণ্ডদ্বারা হনন করিয়াও ইহারা পরিতাপ করে না। পরিতাপ দ্বারা পাপের শৈথিল্য হয়। কিন্তু ইহারা এতই অধম যে এজন্য ইহারা পরিতাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অপরন্তু ইহারা অসংস্কৃত অনুপেত হইয়া দীক্ষিত বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যাদি বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমচ্ছেদী বিবিধ পাপাচারী ব্রাত্যগণের পাপনির্হরণের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দূরীকরণের নিমিত্ত ষোড়শস্তোমের বিধান করা হইয়াছে।

ব্রাত্যস্তোমকারী নিম্নোক্ত দ্রব্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; যথা—

"উষ্ণীষশ্চ প্রতোদশ্চ জ্যাহ্রোড়শ্চ বিপথশ্চ ফলকাস্তীর্ণঃ কৃষ্ণশং বাসঃ কৃষ্ণবলক্ষে অজীনে রজতো নিষ্কস্তদ্ গৃহপতেঃ"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৭।১।১৪) "বলূকান্তানি দামতূষাণীতরেষাং দ্বে দ্বে দামনী দ্বে দ্বে উপানহৌ দ্বিষং হিতানি অজিনানি।" (১৭।১।১৫) 'তৎগৃহপতেরিতোতৎ সর্ব্বং গৃহপতিরাহরেৎ ত্রয়স্ত্রিংশতঞ্চ।'

অর্থাৎ উষ্ণীষ, প্রতোদ, বাণহীন ক্ষুদ্র ধনু, ফলকাস্তীর্ণ রথ, বিপথ, কৃষ্ণবর্ণ দশাবিশিষ্ট কাপড়, দুই খানি কৃষ্ণশুক্লবর্ণ অজীন, রৌপ্যভূষা, লালপাড় কাপড় ও এক জোড়া জুতা।

লাট্যায়নসূত্রে লিখিত আছে—"ব্রাত্যেভ্যো ব্রাত্যধনানি যে ব্রাত্যচর্য্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ ব্রহ্মবন্ধবে বা মগধদেশীয়ায় যস্মা এতদ্দদতি তস্মিন্নেব মৃজানা যন্তীতিহ্বাহ।"(লাট্যায়°শ্রৌতসূ° ৮।৫)

অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ হওয়ার পরে এই সকল দ্রব্য ও ধনাদি ব্রাত্য অথবা মগধদেশীয় হীন ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধুদিগকে দান করিতে হইবে। কাহারও মতে এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞকার্য্য করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩৩ জন ব্রাত্যের প্রয়োজন। এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাত্যগণ শুদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং দ্বিজাতিবিহিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই অধিকার লাভ করিয়া থাকে। [ব্রাত্যস্তোম দেখ।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপস্তম্বাদির ব্যবস্থানুসারে বহু পুরুষ পতিতসাবিত্রীক-ব্রাত্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্বসূত্রার্থবিবেচনায় মদনরত্ন ও অপরার্ক প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাগ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন।

আর একটী প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইতে পারে যে বৃদ্ধ বিবাহিত ব্রাত্যগণ যখন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হয়, তখন কি তাঁহারা তাঁহাদের পরিণীতা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবেন, অথবা তাহাদিগকেও সংস্কৃতা করিয়া লইবেন কিম্বা শাস্ত্রবিহিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষই এতাদৃশ স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য হইবে? এরূপস্থলে মহাপ্রায়শ্চিত্তই পত্নীগণের কর্ত্তব্য বলিয়া সুপণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুপনীত অথচ বিবাহিত বৃদ্ধ ব্রাত্যাদিগের কয়টী প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। ইহাদের পিতামাতার অসংস্কার এক পাপ, স্বয়ং অসংস্কৃত দ্বিতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যভ্রংশনিমিত্ত তৃতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের বিপর্য্যয় নিমিত্ত চতুর্থ পাপ, আর অনুপনীত বিবাহাদি কর্ম্ম করিয়া পুত্রাদি উৎপাদন পঞ্চম পাপ। ইহার প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন কি না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে গুরুলঘুপাতকসমবায়ে গুরুপাতকের প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই লঘুপাতকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয়।

মৎস্যসূক্তেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত আছে। ব্রাত্যস্তোম দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিতে অশক্ত হইলে সে ঔদ্দালিকব্রত আচরণ করিবে। ইহাতে দুই মাস কাল যাবকাহার করিয়া থাকিতে হয়, একমাস দুগ্ধ ভোজন, একপক্ষ দধি, ৭ দিন ঘৃত, অযাচিত ভাবে ৬ দিন, তিন দিন কেবল মাত্র জলপান ও এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া তৎপরে তাহার সংস্কার কার্য্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা—

শিখার সহিত কেশ বপন কার্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ৫ বা ৭ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতে হইবে, এবং নিজে ২১ দিন প্রসৃতি পরিমাণে যাবকাহার করিয়া থাকিবে, এইরূপে যাবকদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। এইরূপ ব্রতাচরণে যিনি অশক্ত হন, তিনি তিনটী চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উন্হেং উস্‌কা প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান, ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, জিস্‌কী জৈসী শক্তি হৈ উসকে অনুসার করনা হোগা, ধনী, ধীর, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতিদরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য, মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাঁহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

দেশকালাদি বিপর্য্যয়ে যাহার সাবিত্রী পতিত হয়, তিনি একটী চান্দ্রায়ণ করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

"অথ ব্রাত্যবিধিং দেবি প্রায়শ্চিত্তন্তু যদ্ভবেৎ।
তৎ শৃণুষ্ব মহেশানি সর্ব্ব বর্ণে বিশেষতঃ॥
গায়ত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতঃ।
অশক্তে চৈব যজ্ঞস্ত চরেদৌদ্দালিকং ব্রতম্॥
দ্বৌ মাসৌ যাবকাহারো মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ॥
দধ্না চ পক্ষমেকন্তু সপ্তরাত্রং ঘৃতেন তু॥
অযাচিতেন ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রং বর্ত্তয়েজ্জলৈঃ।
অহোরাত্রং ন ভুঞ্জীত ততঃ সংস্কারমর্হতি॥

* ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা ১২৭-১৩৩ পৃঃ।

পতিতা যস্ত গায়ত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য প্রোবাচ ভগবান্ শিবঃ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা॥
একবিংশতিরাত্রন্তু পিবেৎ প্রসৃতিযাবকম্।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্॥
ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্।
সাবিত্রীপতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্‌যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ।
ক্ষীরং বাপি পিবেন্মাসং দদ্যাৎ গাং বৎসশালিনীম্॥"

(মৎস্যসূক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্র° ৩৮ পটল)

ব্রাত্য ও বৃষলত্ব এক নহে। অধুনা অনেকেরই ধারণা, যিনি ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত তিনিই বৃষল, সুতরাং তাঁহার পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। বাস্তবিক একথা ঠিক নহে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষম সঙ্কটের একটী বিশদ তাৎপর্য্যার্থ লাভ করা যায়। মনুর মতে পতিত-সাবিত্রীক ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তার্হ, কিন্তু সর্ব্ব ক্রিয়ালোপী বৃষলের আদৌ প্রায়শ্চিত্ত নাই। মনু বলিয়াছেন—

'শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" (মনু ১০।৪৩)

মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'ক্রিয়ালোপাৎ যত্র সংস্কার্য্যতয়া সম্বধ্যতে তদ্যোপনয়নাদিষু যত্র যা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্রসন্ধ্যোপাসনাদিষু তাসাং লোপ উভয়াসামপ্যননুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবলমুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতি-ভ্রংশঃ। অপিতূপনীতানাং বিহিতক্রিয়াত্যাগেনাপি। তথাচাহ শনকৈরিতি। পুত্রপৌত্রাদি সন্ততেঃ প্রভৃতি শূদ্রত্বং নতু জাতস্যৈব উপনয়নাভাবে তু তস্যৈব ব্যপদেশান্তরং প্রবর্ত্ততে। যত্তপি সা জাতির্ন নিবর্ত্ততে তৎপুত্রপৌত্রাণাং ভূর্জ্জকণ্টকাদি জাত্যন্তরমেব ব্যপদেশহেতুকমপি। ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ ব্রাহ্মণবিধিবিহিতাতিক্রমেণেত্যর্থঃ। অথবা শাস্ত্রার্থসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তে বা পরিষদগমনভাবঃ।'

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্রও বলেন যে, "পূর্ব্বং যথাবদুপনয়নাদিসংস্কারবন্তোঽপি ক্ষত্রিয়াদয়ঃ শনকৈঃ অত্যন্তং শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদেকৈকসংস্কারাঃ তত্রাপি চ বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদিরূপশোধকব্যাপারাপ্রবৃত্তৌ বৃষলত্বং পাতিত্যং গতাঃ।"

কুল্লূকের মতেও উপনয়নাদি সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয়াদির এবং যাজনাধ্যাপনাদি না করায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণাদিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপরি কথিত টীকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একমাত্র উপনয়নসংস্কাররহিত হইলেই জাতিভ্রংশ ঘটে না। যদি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐরূপ ভাবে সকল ক্রিয়ার ও সকল সংস্কারাদির বিলোপ ঘটে, তাহা হইলেই তাহারা বৃষলপদ বাচ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজনাধ্যাপন, বেদবিহিত কর্ম্মাতিক্রম, শাস্ত্রার্থে সংশয় এবং প্রায়শ্চিত্তে অনাস্থাই বৃষলত্ব।

ব্রাত্যতা (স্ত্রী) ব্রাত্যস্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা। তল্-টাপ্। ব্রাত্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্রাত্যত্ব।

ব্রাত্যব্রুব (পুং) আপনাকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণাকারী।

(অথর্ব্ব ১৫।১৩।৬)

ব্রাত্যযাজক (পুং) ব্রাত্যের যজনকারী।

ব্রাত্যস্তোম (পুং) ব্রাত্যযোগ্যঃ স্তোমঃ। যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার চতুর্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়; যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

সাধারণতঃ ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকদিগকেই ব্রাত্য বলা হয়। ইহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ লৌকিকাগ্নিই গ্রহণীয়, ইহাতে আধানাগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা তদঙ্গীভূত ক্রিয়া নহে।

"ব্রাত্যস্তোমশ্চত্বারঃ"

'ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকাশ্চত্বারঃ ক্রতবো ভবন্তি ব্রাত্যাঃ প্রসিদ্ধা এব ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাঃ। প্রায়শ্চিত্তার্থত্বাচ্চ লৌকিকেঽগ্নৌ ভবন্তি নহ্যেতৈরাধানং প্রযুজ্যতে অতদঙ্গত্বাৎ।'

(কাত্যা° শ্রৌতসূত্রভাষ্য)

"দ্বিতীয়ঃ উক্থঃ"

"ব্রাত্যগণস্য যে সম্পাদয়েয়ুস্তে প্রথমেন যজেরন্" সূ°

'যে ব্রাত্যা নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রধারণাদৌ স্বয়ং প্রবীণাঃ সন্ত-উপদেষ্টারো ভূত্বা স্বাং বিদ্যাং ব্রাত্যসমূহস্য সম্পাদয়েয়ুঃ শিক্ষেয়ুঃ পাঠয়েয়ুঃ তে প্রথমেন যজেরন্'

দ্বিতীয় উক্থ যথা,—

যে সকল ব্রাত্যগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্যে সম্যক্ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিদ্যা অন্য ব্রাত্যগণকে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারা প্রথম প্রকারে যজ্ঞসম্পন্ন করিবেন।

"দ্বিতীয়েন নিন্দিতা নৃশংসাঃ"

'যে নৃশংসা নিন্দিতা নৃভির্ম্মৃষৈর্যোরভিশংসনেন পাপাধ্যারোপণেন নিন্দিতাঃ গর্হিতাঃ জ্ঞাতিভির্বহিষ্কৃতাঃ তে দ্বিতীয়েন যজেরন্' (কর্কঃ)

যে সকল নৃশংসব্যক্তি মনুষ্যের নিকট পাপী বলিয়া সতত নিন্দিত এবং স্বজাতিকর্ত্তৃক বিতাড়িত, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ দ্বিতীয় প্রকারের যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।

"তৃতীয়েন কনিষ্ঠাঃ" 'কনিষ্ঠাঃ লঘবঃ'

"জ্যেষ্ঠাশ্চতুর্থেন"

'জ্যেষ্ঠশব্দার্থমাহ—অপেত প্রজননাঃ স্থবিরাস্তদাথ্যাস্তেষাং যো নৃশংসতমঃ স্যাদ্‌দ্রব্যবত্তমো বানূচানতমো বা তস্য গার্হপত্যে দীক্ষেরন্'

কনিষ্ঠ অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত লঘু তাহাদের তৃতীয় প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ যৌবনাপগমে বীর্য্যহীনতাপ্রযুক্ত প্রজননা-সমর্থ বৃদ্ধগণের মধ্যে যে অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মা এবং যে দ্রব্যবত্তম অর্থাৎ দ্রব্যসংগ্রহণে সমর্থ অথবা যে অনূচানতম অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নে পারদর্শী, তাহাদের পক্ষে গার্হপত্য (গৃহপতি বা গৃহস্থ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবনস্থায়ী সংস্কৃত) অগ্নিতে চতুর্থ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়।

ব্রাধ্, বৈদিক প্রয়োগ, সম্ভবতঃ বৃধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মহৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (নিঘণ্টু ৩।৩)

ব্রাধনতম (ত্রি) প্রবৃদ্ধতম। (ঋক্ ১।১৫০।৩)

• ব্রিশ্ (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলীসমূহ। (নিঘণ্টু ২।৫) ২ পরস্পরবিশ্লিষ্ট।

"ব্রিশঃ বিশঃ পরস্পরবিশ্লিষ্টঃ।" (ঋক্ ১।১৪৪।৫ সায়ণ)

ব্রী, ১ প্রার্থনা, ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্রীণাতি, ব্রিণাতি। লঙ্ অব্রীণাৎ, অব্রিণাৎ। লিট্ বিব্রায়। লুট্ ব্রেতা। লৃট্ ব্রেষ্যতি। লুঙ্ অব্রৈষীৎ। সন্ বিব্রীষতি। যঙ্ বেব্রীয়তে। ব্রী-২ বৃতি। ৩ গতি। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ ব্রীয়তে।

ব্রীড়, ১ লজ্জা। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° লজ্জার্থে অক° সেট্। ব্রীড্যতি। লিট্ বিব্রীড়। লুট্ ব্রীড়িতা। লুঙ্ অব্রীড়ীৎ।

ব্রীড় (পুং) ব্রীড় ভাবে ঘঞ্। ১ লজ্জা। (অমর)

ব্রীড়ন (ক্লী) ব্রীড়-ল্যুট্। লজ্জা।

"অথ মন্দাক্ষমন্দাক্ষং লজ্জা লজ্যা চ হ্রীরপা।

ব্রীড়ো ব্রীড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্য্যায় ঈরিতঃ॥" (শব্দরত্না°)

ব্রীড়া (স্ত্রী) ব্রীড়) গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্। লজ্জা।

"প্রাতরুপাগত্য মৃষা বদতঃ সখি নাস্য নিহ্নুতে ব্রীড়া।

মুখলগ্নয়াপি যোঽয়ং ন লজ্জতে দগ্ধকালিকয়া॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫৭)

ব্রীড়াবৎ (ত্রি) ব্রীড়া বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। লজ্জা-বিশিষ্ট।

ব্রীস, বধ। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্। লট্ ব্রীসয়তি। পক্ষে ব্রীসতি।

ব্রীহি (পুং) বর্হতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বৃহ-বৃদ্ধৌ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধান্য মাত্র। আশুধান্য। ধান্যের সাধারণ নাম ব্রীহি। প্রাবৃট্ কালজাত আশুধান্য।

"বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লাঃ ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।

কৃষ্ণব্রীহিপাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥

শাখামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

বর্ষাকালে যে ধান্য জন্মে, তাহার নাম ব্রীহি, ইহার মধ্যদেশ কণ্ডন অর্থাৎ ছাটনযুক্ত ও শুক্লবর্ণ এবং এই ধান্য চিরপাকী অর্থাৎ বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শাখামুখ ও জতুমুখ ভেদে নানা প্রকার। যে ধান্যের তুষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটল পুষ্প সদৃশ তাহাকে পাটল, এবং যাহার আকৃতি কুকড়ার ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি, ও যাহার মুখ লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। গুণ—মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের গুণ সদৃশ। এই সকল ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, শরৎকালে যে ধান পাকে, তাহাকে ব্রীহি কহে। পক্ব ব্রীহি ধান্য দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। ধান্য পাকিলে তদ্দ্বারা প্রথমে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে হয়। ব্রীহি ধান্যের অভাব হইলে শালি ধান্য দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি করিবে।

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত ইতি শ্রূয়তে। তত্র ব্রীহিপ্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ অপ্রতীতযবাপ্রামাণ্যকল্পনং।"

(একাদশীতত্ত্ব)

'ব্রীহ্যপ্রাপ্তৌ শালিধান্যেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং' (তিথিতত্ত্ব)

ব্রীহিক (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ধান্যবিশিষ্ট।

ব্রীহিকাঞ্চন (পুং) ব্রীহিঃ কাঞ্চনমিব অভিধানাৎ পুংস্ত্বম্। মসূর। (ত্রিকা°)

ব্রীহিতুণ্ডিকা (স্ত্রী) দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্যকনি°)

ব্রীহিদ্রোণ (পুং) গুল্মভেদ।

ব্রীহিদ্রৌণিক (ত্রি) ১ ব্রীহিদ্রোণসম্বন্ধীয়। ২ ব্রীহিদ্রোণ-ব্যবসায়ী।

ব্রীহিন্ (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ব্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

ব্রীহিপর্ণিকা [ণী] (স্ত্রী) ব্রীহেঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। শালপর্ণী। (রাজনি°)

ব্রীহিভেদ (পুং) ব্রীহের্ভেদঃ। ধান্যবিশেষ, চীনাক, চীনা ধান। পর্য্যায় অনু। (অমর)

ব্রীহিমৎ (ত্রি) ব্রীহি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্রীহিবিশিষ্ট।

ব্রীহিমত (পুং) অনিয়তবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রীহিময় (পুং) ব্রীহেঃ পুরোডাশঃ ব্রীহিঃ (ব্রীহেঃ পুরোডাশে। পা ৪।৩।১৪৮) ইতি ময়ট্। ব্রীহিনির্ম্মিত পুরোডাশ, চাউলের পিটা। (ত্রি) ২ ব্রীহ্যাত্মক, ব্রীহিস্বরূপ।

"শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ।
যেনাযজন্ত যজ্বানঃ পুণ্যলোকপরায়ণাঃ॥" (ভারত ১৩।১১৫।৫৬)

ব্রীহিমুখ (ক্লী) ব্রীহের্মুখমিব মুখং যস্য। ব্যধনার্থ ব্রীহিমুখাকার মুখবিশিষ্ট শস্ত্র। এই শস্ত্রের ছয় আঙ্গুল আয়ত, দুই আঙ্গুল বৃত্ত ও চারি আঙ্গুল ফল করিতে হয়। (সুশ্রুতসূ° ৮৮ অ°)

ব্রীহিরাজক (পুং) ব্রীহীণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ততঃ কন্। কঙ্গুধান্য, চীনাকধান্য, চীনাধান। (মেদিনী)

ব্রীহিরাজিক (পুং) চীনাকধান্য, কঙ্গুধান্য।

ব্রীহিল (ত্রি) ব্রীহি-ইলচ্ মত্বর্থে। ব্রীহিবিশিষ্ট। (পা ৫।২।১১৭)

ব্রীহিবেলা (স্ত্রী) শরৎকাল। (লাট্যা° ৮।৩।৭)

ব্রীহিশ্রেষ্ঠ (পুং) ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠঃ। শালিধান্য। (রাজনি°)

ব্রীহ্যগার (ক্লী) ব্রীহীনামগারম্। ধান্যগৃহ, ধানের গোলা, যেখানে ধান রাখা হয়। পর্য্যায় কুসূল। (ত্রিকা°)

ব্রীহ্যপূপ (পুং) ব্রীহিনির্ম্মিতঃ অপূপঃ। ব্রীহিনির্ম্মিত পিষ্টক, চাউলের পিঠা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১১।৮)

ব্রীহ্যগ্রয়ণ (ক্লী) প্রথমোৎপন্ন ব্রীহিশীর্ষ দেবার্থে অর্পণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৮।৬)

ব্রীহ্যুর্ব্বরা (স্ত্রী) ধান্যক্ষেত্র। (লাট্যায়ন ৮।৩।৪)

ব্রুড়, ১ সংবৃতি। ২ সংহতি। ৩ মজ্জন। তুদাদি° কুটাদি° পরস্মৈ° সক° অক° সেট্। লট্ ব্রুড়তি। লিট্ বুব্রোড়। লুঙ্ অব্রুড়ীৎ।

ব্রুস (স্ত্রী) বধ, হিংসা। চুরাদিপক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্ লট্ ব্রুসয়তি পক্ষে ব্রুসতি। লুঙ্ অব্রুসীৎ, অবুব্রুসৎ।

ব্রৈশী (স্ত্রী) গমনশীল মেঘোদরস্থিত জল। "ব্রৈশীনাং ত্বা পত্মন্" (শুক্লযজু° ৮।৪৮) 'ব্রৈশীনাং ব্রজতো মেঘস্য উদরে শেরতে তা ব্রৈশ্যঃ মেঘোদরস্থা আপঃ'। (মহীধর)

ব্রৈহ (ত্রি) ব্রীহেরবয়বো বিকারো বা (ব্রীহিবিল্বাদিভ্যো অণ্। পা ৪।৩।১৩৬) ইত্যণ্। ব্রীহিনির্ম্মিত।

ব্রৈহিমত্য (পুং) অনিয়ত বৃত্তিজীবী জাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রৈহেয় (ত্রি) ব্রীহীনাং ভবনং ক্ষেত্রং ব্রীহি (ব্রীহিশাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। আশুধান্যোপযুক্ত ভূম্যাদি।

ব্লগ্, ব্রঙ্গ, বৈদিক গত্যর্থক। (ঋক্ ১।১৩৩।১)

ব্লী, ১ গতি, ২ বৃতি। ক্র্যাদি° প্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্লিনাতি। লিট্ বিব্লায়, বিব্লিয়তুঃ। লুট্ ব্লেতা। লৃট্ ব্লেষ্যতি। লুঙ্ অব্লৈষীৎ। সন্ বিব্লীষতি। যঙ্ বেব্লীয়তি, বেব্লয়ীতি বেব্লেতি। ণিচ্ ব্লেপয়তি। লুঙ্ অবিব্লিপৎ, ক্ত, ব্লীন।

ব্লেক্ষ্, দর্শনার্থ। ব্লেক্ষয়তি, ব্লেক্ষাপয়তি।

শ

শ, তালব্য শকার, এই শকার শবর্গের প্রথমবর্ণ, ব্যঞ্জনের ত্রিশংদ্ বর্ণ। ইহাকে উষ্মবর্ণ কহে। ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, বাহ্যপ্রযত্ন বিকার, শ্বাস ও ঘোষ, ইহা মহাপ্রাণ। ইহার বাচক শব্দ শ, সব্য, কামরূপী, কামরূপ, মহামতি, সৌখ্য, কুমার, অস্থি, শ্রীকণ্ঠ, বৃষকেতন, বৃষঘ্ন, শয়ন, শান্তা, সুভগা, বিস্ফুলিঙ্গিনী, মৃত্যু, দেব, মহালক্ষ্মী, মহেন্দ্র, কুলকৌলিনী, বাহু, হংস, বিঘ্নবক্ত্র, হৃদ, অনঙ্গ, অঙ্কুশ, খল, বামোরু, পুণ্ডরীকাত্মা, কান্তি ও কল্যাণবাচক।

"শঃ সব্যশ্চ কামরূপী কামরূপো মহামতিঃ।
সৌখ্যনামা কুমারোঽস্থি শ্রীকণ্ঠো বৃষকেতনঃ॥
বৃষঘ্নঃ শয়নং শান্তা সুভগা বিস্ফুলিঙ্গিনী।
মৃত্যুর্দেবো মহালক্ষ্মী র্মহেন্দ্রঃ কুলকৌলিনী॥
বাহুর্হংসো বিঘ্নবক্ত্রং হৃদনঙ্গাঙ্কুশঃ খলঃ।
বামোরুঃ পুণ্ডরীকাত্মা কান্তিঃ কল্যাণবাচকঃ॥"
(যোগিনীতন্ত্র ৩।৩ পটল)

বর্ণমালাতন্ত্রে ইহার লিখনপ্রণালীর এইরূপ উল্লেখ আছে যে, প্রথমতঃ বামদিকে ও পরে দক্ষিণদিকে কুঞ্চিত রেখা করিয়া অধোদিকে গবাকৃতি সদৃশ করিয়া তাহাকে উর্দ্ধদিকে টানিয়া একটী মাত্রা দিতে হইবে। এই মাত্রাটী ভবানীস্বরূপা এবং ইহার অন্যান্য রেখাগুলিতে বহ্নি, চন্দ্র ও দিবাকর বিদ্যমান।

"কুঞ্চিতা বামতো দক্ষগতা চ গোকৃতিস্ত্বধঃ।
পুনরূপগতা তাসু বহ্নিচন্দ্রদিবাকরাঃ।
মাত্রা ভবানী বিজ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

শকারের ধ্যান—

"শকারং পরমেশানি! শৃণু বর্ণং শুচিস্মিতে।
রক্তবর্ণপ্রভাকারং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥
চতুর্বর্গপ্রদং দেবি শকারং ব্রহ্মবিগ্রহম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং প্রিয়ে॥
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণমাত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্॥" (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকা ন্যাসে হৃদাদি দক্ষ করে এই বর্ণের ন্যাস করিতে হয়। "শং হৃদাদি দক্ষ করে" (তন্ত্রসার)
কাব্যের আদিতে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে সুখ হইয়া থাকে।

"শঃ সুখং সম্ব খেদম্" (বৃত্তরত্না° টীকা)

শ (পুং) ১ শিব। ২ শস্ত্র। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ৩ শুভ, কল্যাণ, মঙ্গল।

"ন চ হর্ম্ম্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্ব্বতে।"
(দেবীভাগবত ৩।১৮।৭)

শং (অব্য°) কল্যাণ, মঙ্গল।

"যঃ কীর্ত্তৌ ভবতো বতো নৃপগুণৈর্যঃ শং তনুঃ শন্তনুঃ।"
(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৫১) ২ শুভ। ৩ শাস্ত্র। (শব্দরত্না°)

শংয (ত্রি) সামভেদ।

শংযু (ত্রি) শং শুভমস্যাস্তীতি (শংকংভ্যাং বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮) ইতি যুস্। শুভান্বিত, শুভযুক্ত।

"কুর্ব্বাণা পশ্যতঃ শংযূন্ স্রগ্বিণী সুহসাননা।" (ভট্টি ৪।১৮)

(পুং) ২ বৃহস্পতির অপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের ৬।৪৪-৪৬ ও ৪৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ সর্পভেদ। ৪ বৃহস্পতিপুত্র অগ্নি বিশেষ। (ভারত ৩।২১৮।২)

শংযুবাক (পুং) ১ প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি, অবিকল গঠন। ২ পশু হননরূপ যাগভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১ ৫।২৬)

শংযোর্বাক (পুং) পবিত্রমূর্ত্তি গঠন।

শংব (ত্রি) শং (কংশংভ্যামিতি। পা ৫।২।১৩৮) ইতি ব। ১ শুভান্বিত। (ত্রি পুং) ২ মুষলাগ্রস্থিত লৌহমণ্ডলক। ৩ বজ্র। (ধরণি)

শংবদ (পুং) শং বদতীতি (শমি ধাতোঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৪) শং-বদ-অচ্। কল্যাণবাদী, শুভবাদী।

শংবর (ক্লী) শং বৃণোতীতি বৃ-অচ্। জল। (অমর)

শংবূক (পুং) শম্বূক।

শংস ১ হিংসা। ২ স্তুতি, প্রশংসা। ৩ কথন। ৪ দুর্গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। ক্ত্বা পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ শংসতি। লিট্ শশংস। শশংসতুঃ। লুট্ শংসিতা। লৃট্ শংসিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ শস্যাৎ। লুঙ্ অশংসীৎ, অশংসিষ্টাং, অশংসিষুঃ। সন্ শিশংসিষতি। যঙ্ শাশস্যতে। যঙ্লুক্ শাংস্তি, ণিচ্ শংসয়তি। লুঙ্ অশশংসৎ। ক্ত্বা শশংসিত্বা, শংস্ত্বা। ক্ত-শংসিত। আ-শংস আশংসা, ইচ্ছা, ভ্বাদি° আত্মনে°। লট্ আশংসতে। প্র-শংস—প্রশংসা।

শংসথ (পুং) সংভাষণ।

"স চেতসো ভবতু সংসথে জনঃ" (পার° গৃ° ৩।১৩)

শংসন (ক্লী) শংস-ল্যুট । ১ হিংসন । ২ কথন । ৩ প্রার্থনা ।

শংসনীয় (ত্রি) শংস-অনীয়র্ । ১ হিংসনীয় । ২ কথনীয় । ৩ প্রার্থনীয়।

শংসিত (ত্রি) শংস-ক্ত । ১ নিশ্চিত । (হলায়ুধ) ২ হিংসিত । ৩ স্তুত ।

"ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ সোমপাঃ শংসিতব্রতাঃ।" (ভা° ১।১১০।২৫)

৪ সূচিত । ৫ বাঞ্ছিত । ৬ অনুষ্ঠিত।

শংসা (স্ত্রী) শংস-অ-স্ত্রিয়াং টাপ্ । ১ বাক্য । ২ বাঞ্ছা । (মেদিনী) ৩ প্রশংসা । (শব্দরত্না°)

শংসিন্ (ত্রি) শংস-ইনি । ১ সূচক । ২ জ্ঞাপক, জ্ঞাপন-কারক । ৩ কথক । ইহা প্রায়ই উপপদ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা শুভশংসী ইত্যাদি।

শংস্তৃ (পুং) শংস (তৃণ-তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। উণ্ ২।৯৪) ইতি তৃণ্ । যদ্বা ছন্দসি (গ্রসিতস্কভিত-স্তভিতেতি। পা ৭।২।৩৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ স্তোতা। ২ হোতা। ৩ প্রশস্তা। "উত সংস্তা সুবিপ্রঃ" (ঋক্ ১।১৬২।৫) 'শংস্তা প্রশস্তা' (সায়ণ)

শংস্তব্য (ত্রি) মঙ্গলার্থ স্তবনীয়, মঙ্গলকামনায় যে স্তব করা যায়।

শংস্থ (ত্রি) শং শুভে তিষ্ঠতীতি শংস্থা-ক (সুঃ ক চ। পা ৩.২।৭৭) শুভান্বিত।

শংস্থা (স্ত্রী) শংস্থা-কিপ্ । শুভযুক্ত, শুভান্বিত।

শংস্য (ত্রি) শংস-ণ্যৎ (ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ। পা ৬.১।২১৪) ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। ১ হিংস্য, হিংসার যোগ্য । ২ স্তুত্য ।

শক্, ১ শক্তি। ২ মর্ষণ। স্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্ । লট্ শক্নোতি, শক্নুতঃ শক্নুবন্তি। লিঙ্ শক্নুয়াৎ। লঙ্ অশক্নোৎ। লিট্ শশাক। শেকিথ, শশকৃথ, শেকে। লুট্ শক্তা। লৃট্ শক্ষ্যতি। লুঙ্ অশকৎ। সন্ শিক্ষতি। যঙ্ শাশক্যতে। যঙ্লুক্ শাশকীতি, শশতি। ণিচ্ শাকয়তি। লুঙ্ অশীশকৎ।

শক শক্তি দিবাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ শক্যতি-তে। "শক্যতি শক্যতে দুঃখং দীনঃ" (দুর্গাদাস)

শকি শকধাতু, ১ ত্রাস, ভয়। ২ শঙ্কা, সংশয়ারোপ। ভ্বাদি° আত্মনে° ত্রাসার্থে অক° শঙ্কার্থে সক° সেট্।

ইদিৎ ধাতুর উত্তর নুমাগম হয়। লট্ শঙ্কতে। লিট্ শশঙ্কে। লুট্ শঙ্কিতা। লুঙ্ অশঙ্কিষ্ট, অশঙ্কিষাতাং, অশঙ্কিষত। সন্ শশঙ্কিষতে। যঙ্ শাশঙ্ক্যতে। যঙ্ লুক্ শাশঙ্ক্তি। ণিচ্ শঙ্কয়তি। লুঙ্ অশশঙ্কৎ। আ-শক—আশঙ্কা।

শক (পুং) শক-অচ্ । ১ জাতিভেদ, শকজাতি। [ভারতবর্ষ শব্দে শকাধিকার ও শাকশব্দ দ্রষ্টব্য।] ২ নৃপভেদ। (মেদিনী) ৩ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে সগরোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, রাজা সগর শকরাজের মস্তকার্দ্ধ মুণ্ডন করিয়া বেদবাহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি ম্লেচ্ছ হইয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

"ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা।
পহ্লবাংশ্চাপি নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ॥
সগরস্তাং প্রতিজ্ঞান্ত নিশম্য সুমহাবলঃ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাঞ্চ বেশানন্যাংশ্চকার হ॥
অর্দ্ধং শিরঃ শকানান্ত মুণ্ডয়ামাস ভূপতিঃ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানামপি দ্বিজঃ॥"

(পদ্মপু° স্বর্গখ° ১৫ অ°)

৪ দেশভেদ। (বিশ্ব) [শাকদ্বীপ দেখ।]

শকচেল্ল একজন প্রাচীন কবি।

শকট (পুংক্লী) শক্নোতি ভারং বোঢ়ুমিতি শক (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ইতি অটন্। যানবিশেষ, চলিত গাড়ী। পর্য্যায়—অন, অক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ অসুরবিশেষ, শকটাসুর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে বধ করেন। এই অসুর শকটাকৃতি ছিল, এই জন্য ইহার নাম শকটাসুর হইয়াছিল। (ভাগবত ১০।৭ অ°)

৩ দ্বিসহস্র পল পরিমাণ, পর্য্যায় ভার, আচিত, শাকটীন, শলাট। (হেম) ৪ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ ব্যূহ-বিশেষ। এই ব্যূহ শকটাকৃতি করিয়া রচনা করা হয়, এই জন্য ইহার নাম শকটব্যূহ।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াৎ তু শকটেন বা।" (মনু ৭।১৮৭)

[এই ব্যূহের বিবরণ ব্যূহ শব্দে দ্রষ্টব্য]

৫ রোহিণী নক্ষত্র। (বৃহৎস° ২৪।৩০)

শকটবিল (পুং) জলকুক্কুটভেদ।

শকটহন্ (পুং) শকটং হন্তীতি হন-কিপ্ । শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে বধ করেন, এই জন্য ইনি শকটঘ্ন নামে খ্যাত। (ভাগবত ১০।৭ অ)

শকটাঙ্গজ, শাকটায়নের নামান্তর।

শকটার (পুং) মহারাজ নন্দের মন্ত্রী।

শকটাল (পুং) মহারাজ নন্দের মন্ত্রিভেদ।

শকটাবিল (পুং) জলচরপক্ষীভেদ।

শকটাহ্বা (স্ত্রী) শকটমিতি আহ্বা যস্যাঃ। রোহিণী নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শকটাকৃতি।

শকটি [টী] শকটশব্দার্থ।

শকটিক (ত্রি) শকটসম্বন্ধীয়।

শকটিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র শকট, খেলিবার ছোট গাড়ী।

শকটিন্ (ত্রি) শকটাধিকারী, শকটবান্।

শকটীয় শবর, একজন প্রাচীন কবি।

শকট্যা (স্ত্রী) শকটানাং সমূহঃ (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯১ ইতি শকট-য-টাপ্। শকটসমূহ।

শকধূম (পুং) গোময়াগ্নির ধূম।

শকন্ (ক্লী) শকৃৎ, বিষ্ঠা।

শকনি (পুং) শকারিলিপি, বিক্রমাদিত্যানুমোদিত তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি।

শকন্ধি (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১২৩)

শকন্ধু (পুং) শকানাং অন্ধুঃ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অকারলোপঃ। শকদিগের কূপ।

শকপিণ্ড (পুং) শকস্য পিণ্ডঃ। বিষ্ঠার পিণ্ড, গোময় পিণ্ড। "পায়ুনা কুশ্মাণ্ডকপিণ্ডৈঃ" (শুক্লযজুঃ ২৫।৭) 'শকপিণ্ডৈঃ শকো দেশে নৃপে বিশি। বিশি বিষ্ঠায়াং শকস্য বিষ্ঠায়াঃ পিণ্ডৈঃ' (মহীধর)

শকপূণ (পুং) ঋষিভেদ।

শকপূত (পুং) ১ ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২ গোময় দ্বারা পবিত্র।

শকম্ (অব্য) সুখরূপ।

শকময় (ত্রি) ১ গোময়যুক্ত। ২ গোময়সম্ভূত।

(ঋক্ ১।১৬৪।৪৩ সায়ণ)

শকম্ভর (ত্রি) গোময়পূর্ণ দ্রব্য, যাহাতে গোময় রাখা যায়।

শকর (ক্লী) শকল, খণ্ড। (শত° ব্রা° ১৪।৬।৯।৩২)

শকল (ক্লী) শক্নোতীতি শক (শকিশম্যোর্ণিৎ। উণ্ ১।১১১) ইতি কল। ১ ত্বক্। ২ খণ্ড, টুকরা।

"অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং
দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্।" (রঘু ২।৪৬)

৩ রাগবস্তু। ৪ বল্কল। (মেদিনী) ৫ শল্ক, আঁইশ। (পুং) ৬ খণ্ড। ৭ একদেশ।

"প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা।" (মনু ৬।২৮)

শকলবৎ (ত্রি) শকল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শকলযুক্ত, খণ্ডবিশিষ্ট।

শকলিন্ (পুং) শকলমস্যাস্তীতি ইনি। মৎস্য। (অমর)

শকলেন্দু (পুং) অপূর্ণেন্দু, যে চন্দ্রের ষোলকলা পূর্ণ হয় নাই।

শকলোষ্ট (পুং) গোময় গোলক।

শকল্যেষিন্ (ত্রি) কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্তেচ্ছু। (অথর্ব্ব ১।২৫।২)

শকবর্দ্ধন্ (পুং) একজন কবি।

শকবৃদ্ধি (পুং) জনৈক কবিভেদ।

শকসংবৎ, শকাব্দ। [সংবৎ দেখ।]

শকাদিত্য (পুং) রাজভেদ, শালিবাহন রাজা।

শকান্তক (পুং) শকস্য জাতিবিশেষস্য অন্তকঃ। বিক্রমাদিত্যরাজা।

শকাব্দ (পুং) শকরাজ প্রচলিত বৎসর।

[সংবৎসর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শকার (পুং) রাজার শ্যালক, রাজার অনূঢ়া পত্নীর ভ্রাতা, রাজার অবিবাহিতা অর্থাৎ রক্ষিতা পত্নীর ভ্রাতা নাটকাদিতে শকার নামে অভিহিত হয়। এই শকার মদ ও মূর্খতাভিমানী, এবং ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত, ইহারা নাট্যাদিবর্ণণের অতি অধম সহায়।

"মদমূর্খতাভিমানী দুষ্কুলতৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ।
সোঽয়মনূঢ়ভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকার ইত্যুক্তঃ॥"
"তথা শকার চেটাদ্যা অধমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩।৮৪-৮৫)

শ-স্বরূপ কার। ২ শ স্বরূপবর্ণ শকার।

শকারবকার (দেশজ) অকথ্য অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ।

শকারি (পুং) শকস্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষস্য অরিঃ। উজ্জয়িনী দেশাধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্য।

'সাহসাঙ্কঃ শকারিঃ স্যাদ্বিক্রমাদিত্য ইত্যপি।' (জটাধর)

শকারিলিপি (পুং) ভারতের প্রাচীন লিপিভেদ।

শকুন (ক্লী) শক্নোতি শুভাশুভং বিজ্ঞাতুমনেনেতি শক (শকে রুনোন্তোন্ত্যনয়ঃ। উণ্ ৩।৪৯) ইতি উণ্। শুভাশুভসূচক লক্ষণ, শুভশংসিনিমিত্ত। যে চিহ্ন দেখিলে শুভ বা অশুভ জানিতে পারা যায়, তাহাকে শকুন কহে, যথা বাহুস্পন্দন বা কাকোলূকাদি। শকুনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে দক্ষিণবাহুস্পন্দিত হইলে স্ত্রী লাভ হয়, সুতরাং দক্ষিণবাহুস্পন্দন শুভ শকুন। এইরূপ যে নিমিত্তদ্বারা শুভবিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে শুভশকুন এবং অশুভ বিষয় অবগত হইলে তাহাকে অশুভশকুন কহে। কোন কার্য্যে গমন করিবার সময় বা কোন কার্য্য করিবার কালে শুভাশুভ শকুন অবগত হইয়া তাহা করা আবশ্যক।

"কীর্ত্তনাৎ শ্রবণতো বিলোকনাৎ
স্পর্শনাৎ সমোঽধিকং সমোত্তরম্।
মঙ্গলায় দধিচন্দনাদিকং
স্যাৎ প্রবাসভবনপ্রবেশয়োঃ॥" (বসন্তরাজশাকুন)

প্রবাসগমন বা নবগৃহপ্রবেশকালে দধিচন্দনাদি মঙ্গল দ্রব্যের কীর্ত্তন, শ্রবণ,দর্শন ও স্পর্শন উত্তরোত্তর অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে।

বসন্তরাজশাকুনে শুভাশুভ শাকুনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শুভশকুন—দধি, ঘৃত, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, পূর্ণকুম্ভ, সিদ্ধান্ন,

শ্বেতসর্ষপ, চন্দন, দর্পণ, শঙ্খ, মাংস, মৎস্য, মৃত্তিকা, গোরোচনা, গোধূলি, দেবমূর্ত্তি, বীণা, ফল, ভদ্রাসন, পুষ্প, অঞ্জন, অলঙ্কার, অস্ত্র, তাম্বূল, যান, আসন, শরাব, ধ্বজ, ছত্র, ব্যঞ্জন, বস্ত্র, পদ্ম, ভৃঙ্গার, (ঝারি) প্রজ্বলিত বহ্নি, হস্তী, ছাগ, কুশা, চামর, রত্ন, সুবর্ণ, রূপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মেষ, ওষধি, মন্ত্র ও নূতন পল্লব এই ৫০টী দ্রব্য দর্শন বা স্পর্শ করিয়া গমন করিলে শুভ হইয়া থাকে, যাত্রা করিয়া গমনকালে দক্ষিণদিকে এই সকল দ্রব্য দেখিলে যাত্রায় শুভ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা শুভশকুন।

যাত্রাকালে যদি গান্ধার ও ষড়জ প্রভৃতি রাগে ও গম্ভীর মনোহর স্বরে বাদ্যমান বাদিত্র, বেদধ্বনি, নৃত্য গীত প্রভৃতি শ্রুত হওয়া যায়, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে। গমন সময় যদি কেহ শূন্য কলসী লইয়া পথিকের সহিত গমন করে এবং ঐ কলসী পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে পথিকও কৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগমন করে। যাত্রাকালে গণ্ডূষ জলদ্বারা কুলি করিলে যদি অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ জল গলাধঃকরণ হয়, অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি ও সুখ লাভ হয়।

অশুভশকুন—অঙ্গার, ভস্ম, কাষ্ঠ, রজ্জু, কর্দ্দম, পিণ্যাক, কার্পাস, তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিনব্যক্তি, লৌহ, আবর্জ্জনারাশি, কৃষ্ণধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ঔষধ, তৈল, গুড়, চর্ম্ম, বসা, শূন্য-ভাণ্ড, লবণ, তৃণ, তক্র, অর্গল, শৃঙ্খল, বৃষ্টি ও বায়ু এই ৩০টী দ্রব্য যাত্রাকালে অপ্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য দর্শন করিয়া গমন করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

যদি যাত্রা করিয়া যানারোহণকালে পাদস্খলন হয়, অথবা যান পলায়ন করে, কিংবা বহির্গমন কালে দ্বারে অভিঘাত হয়, তাহা হইলে গমনকর্ত্তার প্রস্থানে বিঘ্ন হইয়া থাকে। মার্জ্জারযুদ্ধ, মার্জ্জারশব্দ, কুটুম্বের পরস্পর বিবাদ, যাত্রাকালে এই সকল দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে না। নূতন গৃহে প্রবেশকালে শবদর্শন হইলে মৃত্যু অথবা মহৎ রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু যাত্রাকালে রোদন-শব্দহীন শবদর্শন হইলে সেই যাত্রাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়।

এই সকল শুভাশুভ শকুন দেখিয়া শুভকার্য্য উচিত। ইহা ভিন্ন শাকুনদীপিকায় দ্বিপদ শকুনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"অথাভিধাস্যে দ্বিপদেষু তাবৎ
প্রধানভাবাৎ শকুনং নরাণাম্।
নৈমিত্তিকং যৎ প্রতিভাষ্য সর্ব্বং
ফলং শুভাশোভনয়োর্ ব্রবীতি ॥" (শাকুনদীপিকা)

যে সকল নিমিত্ত দেখিয়া যাত্রাকালেও শুভাশুভ কার্য্যের শুভাশুভ ফল বলিতে পারা যায়, তাদৃশ দ্বিপদ শকুনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

গমন সময় অথবা আগমন কালে যদি অতিশয় সুন্দর, শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্যধারী পুরুষ বা স্ত্রী দর্শন হয়, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। রাজা, হৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, কুমারী, বন্ধু, সুবেশ মনুষ্য, অশ্বারূঢ় বা গজারূঢ় ব্যক্তি যাত্রাকালে দেখিলে শুভ হইয়া থাকে। শ্বেতবস্ত্রধারিণী, শ্বেতচন্দনলিপ্তা এবং যে নারী শ্বেতমাল্য মস্তকে ধারণ করিয়াছে, ও সন্তুষ্ট চিত্তা এবং গৌরবর্ণা নারী যাত্রাকালে দেখিলে অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হয়। ছত্রধারী, শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী, পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা চিত্রিতাঙ্গ, ভোজন কার্য্যে নিযুক্ত ও পাঠনিরত ব্রাহ্মণকে যাত্রা-কালে দর্শন করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। যাহার গমন সময়ে নর বা নারী ফল হস্তে করিয়া সম্মুখে আগমন করে, তাহার অভিলষিত কার্য্য সত্বর সিদ্ধি হয়।

যাত্রাকালে হতগর্ব্ব, অপমানিত, অঙ্গহীন, নগ্ন, অন্ত্যজ, তৈলপ্রলিপ্ত, রজস্বলা, গর্ভবতী, রোদনকারিণী, মলিনবেশ-ধারী, উন্মত্ত, বিধবা, দীন, শত্রু, মুক্তকেশ, উষ্ট্র বা গর্দ্দভস্থিত-সন্ন্যাসী ও নপুংসক এই সকল দেখিলে দুঃখ ও অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী, কৃষ্ণানুলেপনযুক্তা এবং যে নারী কৃষ্ণবর্ণমালা মস্তকে ধারণ করিয়াছে, ঐ রূপ নারী অথবা কৃষ্ণবর্ণা কুপিতা রমণী যাত্রাকালে দেখিলে যাত্রায় বিপদ ঘটিয়া থাকে।

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠদেশে কিংবা অগ্রভাগে দণ্ডায়মান অন্য কোন ব্যক্তি "গমন কর" এইরূপ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সকল প্রকার মঙ্গল, সন্তোষ ও বিজয় লাভ হইয়া থাকে। শত্রুবধার্থ যাত্রাকালে যদি সেই সময় মার, কাট, ভেদকর ইত্যাদি শব্দ হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, এবং যাত্রাকালে 'কোথায় যাইতেছ? যাইও না' ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই যাত্রায় বিপদ হইয়া থাকে। যাত্রাকালে লাভ, জয়, মঙ্গল, ও অমঙ্গল ইত্যাদি সূচক বাক্য দ্বারা তত্তৎ ফলের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাত্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রুত হইলে উপদ্রব, অগ্নিকোণে ভয়, এবং নৈঋত কোণে যুদ্ধে বিপদ ও বায়ুকোণে রোদনশ্রবণে সমৃদ্ধি লাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে রোদন-শ্রবণে সন্তাননাশ, রোদনধ্বনির নিবৃত্তি হইলে লাভ এবং শত্রুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। যে হস্তী ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড উত্তোলন অথবা দক্ষিণ দন্তোপরি শুণ্ডাগ্র স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া দিক্ সকল পূর্ণ করে, এইরূপ হস্তী দেখিয়া যাত্রা করিলে সকল মনোরথ সিদ্ধ হয়। যাত্রাকালে শব্দহীন শৃগাল দেখিলে তৎক্ষণাৎ কোন অনিষ্ট হইবে বুঝিতে হইবে। বামভাগে শৃগালের গতি দেখিলে শুভ এবং রাত্রি-

কালে যদি অনেক শৃগাল একত্র হইয়া বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলেও শুভ জানিতে হইবে।

যদি শৃগাল প্রথমে 'হুবা হুবা' শব্দ করিয়া পরে 'টটা' এই রূপ শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ এবং অন্যবিধ শব্দ করিলে অশুভ হইয়া থাকে। যাহার ভবনে নিশাভাগে পশ্চিমদিকে শৃগাল শব্দ করে, সেই গৃহস্বামীর উচ্চাটন, পূর্ব্বদিকের শব্দে ভয়, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে।

যদি ভ্রমর বামদিকে মনোহর গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া কোন স্থানে স্থিত থাকে অথবা ভ্রমণ করে, যাত্রাকালে ঐরূপ ভ্রমর দেখিলে শুভ হয়। গোক্ষুর, কৃষ্ণসর্প প্রভৃতি স্বাভাবিক অতি ভয়ঙ্কর যাত্রা বা কোন কার্য্যারম্ভকালে সর্প দেখিলে সেই কার্য্য বা যাত্রা হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক, কারণ উহাতে বিঘ্ন হয়। ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, যাত্রাকালে সর্পদর্শন হইলে পাষাণ বা কন্টকে পাদস্পর্শ করিয়া যাত্রা করিলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। যাত্রাকালে সর্প কিংবা পঞ্চনখী যদি বামভাগে দৃষ্ট হয়, তাহা শুভ এবং অর্দ্ধপথে উন্নতমস্তক সর্প দৃষ্ট হইলে যদি রাজ্যলাভ সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও গমন করিবে না।

যাত্রাকালে হাঁচি, টিকৃটিকী ও কাকরব শুনিয়া নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। যে বারে যাত্রা করিতে হইবে, সেই বার প্রথমে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে তাহার পর পর বার এবং রাহুগ্রহ পরবর্ত্তী দিক্ সমূহে বিন্যস্ত করিবে। কিন্তু শনিগ্রহের পর রাহুগ্রহ স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে দেখিবে যে কোন্ দিকে হাঁচি, টিকৃটিকী বা কাকরব হইয়াছে, সেই দিকে পূর্ব্বোক্ত বার স্থাপনক্রমে কোন্ গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে। যদি সেই দিকে রবি পতিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কার্য্যের জন্য যাত্রা করা হইয়াছে, তাহাতে ভয়, সোম হইলে কর্ম্মের শুভ, মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধে শুভ, বৃহস্পতিতে সর্ব্বসিদ্ধি, শুক্র হইলে ঈষল্লাভ, শনি হইলে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ এবং রাহু হইলে সেই কার্য্যের নাশ জানিতে হইবে।

অঙ্গস্পন্দন হইলে নিম্নোক্ত রূপে শুভাশুভ স্থির করিতে হয়। অঙ্গের দক্ষিণভাগ স্পন্দিত হইলে শুভ এবং পৃষ্ঠের ও হৃদয়ের বামভাগের স্ফুরণ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। মস্তকস্পন্দন হইলে ভূমিলাভ, কপালস্পন্দনে স্থানবৃদ্ধি, এবং ভ্রূ ও নাসাস্পন্দনে প্রিয়সঙ্গম হয়। চক্ষুঃস্পন্দনে ভৃত্য লাভ, চক্ষুর উপান্ত দেশ স্পন্দনে অর্থপ্রাপ্তি এবং চক্ষুর মধ্যদেশ স্পন্দনে উদ্বেগ ও মৃত্যু হয়। যুদ্ধের সময় ও নিমীলন অবস্থায় চক্ষুঃস্পন্দিত হইলে শীঘ্র জয়লাভ, অপাঙ্গ দেশ স্পন্দনে স্ত্রীলাভ ও কর্ণের প্রান্তভাগ স্পন্দনে প্রিয় সংবাদ লাভ হয়। নাসিকাস্পন্দনে প্রণয় ও বন্ধুতা, অধর ও ওষ্ঠদেশ-স্পন্দনে অভীষ্ট বিষয় লাভ, কণ্ঠদেশ-স্পন্দনে সুখ, বাহু-স্পন্দনে মিত্রস্নেহ, স্কন্ধদেশ-স্পন্দনে সুখ, হস্ত-স্পন্দনে ধনলাভ, পৃষ্ঠদেশ স্পন্দনে যুদ্ধে পরাজয় এবং বক্ষঃস্থল স্পন্দনে জয় লাভ হইয়া থাকে। কুক্ষিদেশ-স্পন্দনে প্রীতি, স্ত্রীদিগের স্তন-স্পন্দনে সন্তানোৎপত্তি, নাভিস্পন্দনে স্থান চ্যুতি, অন্ত্র স্পন্দনে অর্থ-লাভ, জানুসন্ধি অর্থাৎ হাটু স্পন্দনে শত্রুর সহিত সন্ধি, জঙ্ঘা স্পন্দনে কোননা কোন দিকের নাশ, চরণস্পন্দনে উত্তম স্থান-প্রাপ্তি ও পদতল-স্পন্দনে পথভ্রমণ হয়।

স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে এই সকল শুভাশুভ বিপরীত ভাবে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ ভাগ এবং স্ত্রীদিগের বাম ভাগে শুভ এবং তত্তদ্বিপরীত ভাগে অশুভ জানিতে হইবে।

(শাকুনদীপিকা)

(পুং) ২ পক্ষিমাত্র, পক্ষীর সাধারণ নাম শকুন। ৩ পক্ষিবিশেষ, গৃধ্র। কশ্যপপত্নী তাম্রার গর্ভে গৃধ্রের উৎ-পত্তি হয়। (ভাগবত)

গৃধ্র যদি বাম, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্ ভাগে থাকিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে অমঙ্গল হয়।

"বামেঽপসব্যে পুরতশ্চ পৃষ্ঠে যুদ্ধং বিভেদং মরণং স্ত্রিয়শ্চ।
গৃধ্রঃ স্থিতঃ সন্ কুরুতে ক্রমেণ শব্দোঽপসব্যোঽস্য বিপত্তিহেতুঃ ॥"

(বসন্তরাজশা°)

৪ বিপ্রভেদ। (উজ্জ্বল) ৫ গীতবিশেষ। উৎসবাদিতে মঙ্গলার্থ ইহা গীত হইয়া থাকে।

শকুনক (পুং) শকুন-স্বার্থে-কন্। শকুন শব্দার্থ।

শকুনজ্ঞ (ত্রি) শকুনং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ শকুনজ্ঞাতা, যিনি শুভাশুভ শকুন অবগত আছেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। শকুনজ্ঞা, জ্যেষ্ঠী, জেটী, টিকটিকী। (ত্রিকা°)

শকুনজ্ঞান (ক্লী) শকুনস্য শুভাশুভনিমিত্তস্য জ্ঞানং। শুভাশুভ নিমিত্তের জ্ঞান।

শকুনদ্বার (পুং) শকুনবিষয়ক সংজ্ঞা বিশেষ। যদ্যপি দুইটী শকুন যথাভাগে অবস্থিত হইয়া শান্তভাবে শব্দ ও চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে শকুনদ্বার কহে। এই শকুনদ্বার শুভসূচক। যাত্রাদি কালে এইরূপ শকুনদ্বার দেখিলে শুভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এক জাতীয় শান্তচেষ্ট ও শব্দরহিত শকুনদ্বার উভয় পার্শ্বস্থ হইলে শুভ হইয়া থাকে।

"তাবেব তু যথাভাগং প্রশান্তকৃতচেষ্টিতৌ।
শকুনৌ শকুনদ্বারসংজ্ঞিতাবর্থসিদ্ধয়ে ॥
কেচিত্তু শকুনদ্বারমিচ্ছন্ত্যভয়তঃ স্থিতৈঃ।
শকুনৈরেকজাতীয়ৈঃ শান্তচেষ্টাবিরাবিভিঃ ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮৬।৫২-৫৩)

শকুনশাস্ত্র (ক্লী) শকুনবিষয়কং শাস্ত্রং। যে শাস্ত্রে শকুন দ্বারা শুভাশুভ জানা যায়, তাহাকে শকুনশাস্ত্র কহে।

শকুনসূক্ত (ক্লী) সূক্তমন্ত্রভেদ। মৃগ পক্ষীর বিকারে এই সূক্ত জপ করিতে হয়, ইহাকে শাকুনসূক্তও কহে।

"সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণা।
জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাংসি চ॥" (বৃহৎসং ৪৬।৭৩)

শকুনাশা (স্ত্রী) গুল্মাকার বৃক্ষভেদ, চারাগাছ।

শকুনাহৃত (পুং) ১ বালরোগবিশেষ। শিশুগণ শকুনিগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহাকে শকুনাহৃত কহে। ২ শকুনিগ্রহ। ৩ মৎস্যবিশেষ। (বৈদ্যবি°) ৪ শালিধান্যভেদ। (ভাবপ্র°)

শকুনি (পুং) শক্নোতি উন্নেতুমাত্মানমিতি শক (শকেরুনোন্তো-ন্যঃ। উণ্ ৩।৪৯) ইতি উনি। ১ পক্ষী মাত্র। ২ চিল্লপক্ষী, চিল, গৃধ্। (হেম) ৩ কৌরব মাতুল, দুর্য্যোধনাদির মামা, ইনি সুবলরাজপুত্র, এই জন্য ইহার নাম সৌবল। ইনি দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হন এবং এই শকুনির পরামর্শে ও সাহায্যে কপটদ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করেন। পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়া বনগমন করেন। শকুনির পরামর্শমূলক এই কপটদ্যূতক্রীড়াই কুরুকুলধ্বংসের একমাত্র কারণ। সহদেব কর্ত্তৃক সপুত্র শকুনি নিধন প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সভা ও শল্য পর্ব্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

৪ ববপ্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত অষ্টম করণ। এই করণে কোন বালক জন্মিলে পরধনহারী, বঞ্চক, ক্রূরচেষ্ট, কৃতঘ্ন, অতিশয় পরদারাসক্ত, ক্রোধী ও শীঘ্রকর্ম্মা হইয়া থাকে।

"পরজনধনহর্ত্তা বঞ্চকঃ ক্রূরচেষ্টঃ
করধৃতকরবালঃ ব্যাহতস্বামিপক্ষঃ।
অতিশয়পরদারাসক্তচিত্তঃ সরোষো
ভবতি শকুনিজন্মা মানবঃ শীঘ্রকর্ম্মা॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৫ দুঃসহপুত্র। দুঃসহের ঔরসে নির্ম্মাষ্টির গর্ভে দন্তাকৃষ্টি ও শকুনি প্রভৃতি ৮ পুত্র এবং ৮ কন্যা হয়। ইহারা সকলেই অতিশয় পাপাচারী। শকুনির শ্যেন, কাক, কপোত, গৃধ্র ও উলূক এই পাঁচ পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু°)

৬ বিকুক্ষিপুত্র। বৈবস্বত মন্বন্তরে ইক্ষ্বাকু নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ। এই বিকুক্ষি অযোধ্যাধিপতি ছিলেন, ইহার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র হয়। (অগ্নিপু° সগরোপাখ্যান-নামাধ্যায়)

শকুনি, স্বনাম প্রসিদ্ধ পক্ষীবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—গৃধ্র। ইহারা মাংসাশী; গলিত শবদেহ মাত্রই ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। মাঠের পোকা মাকড়ও ইহারা খায়। বাহ্যিক গঠন দেখিয়া ইহাদিগকে চিল্লজাতীয় পক্ষিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ নানাদেশে নানাপ্রকার শকুনি দেখিয়া তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। Jerdon সাহেব প্রকৃত শকুনিদিগকে Vulturinæ শাখার অন্তর্ভুক্ত করেন, বাহুন শকুনি (Vultur monachus) কৃষ্ণ শকুনি (Olygyps Calvus), শ্বেতপৃষ্ঠশকুনি (Gyps Bengalensis), বৃহদাকৃতি তাম্রবর্ণ শকুনি (G. fulvus), দীর্ঘচঞ্চু কটাশে শকুনি (G. Indicus), প্রভৃতিকে এই শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্নদেশে এই শ্রেণীর যে সকল পক্ষী আছে, তাহাদের Neophroninæ, Gypaetinæ, Sarcoramphinæ, American Vulture ও Gypohieracinæ (Angola Vulture) প্রভৃতি কয়টী থাকে বিভক্ত করা হয়। Neophron percnopterus পক্ষীগুলি আমাদের দেশে কালমুর্গ বা কালমুর্গী নামে পরিচিত। যে সকল শকুনির নিম্ন ঠোঁটের নীচে দাঁড়ির ন্যায় লালবর্ণ একটা মাংসের থোলে থাকে তাহারাই Gypaetus barbatey নামে খ্যাত। ইহাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষায় Lammergeyers ও বলে।

মিশরদেশীয় শকুনি এসিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আমাদের দেশের কালমুর্গী (Neophron perenopterus) ও বাইবেল গ্রন্থের "Pharaoh's chicken".।

হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে মনুষ্যজাতির বাসভূমির সন্নিহিত প্রদেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সমতল প্রান্তরেও এই কৃশকায় ও দুর্দ্দৃশ্য পক্ষিজাতির বাস আছে। পূর্ব্বাঞ্চলে যত প্রকার শকুনি আছে তাহাদের মধ্যে উপরি উক্ত জাতিই ক্ষুদ্রাকৃতি। ওষ্ঠাগ্র হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ইহারা প্রায় ২৬ ইঞ্চির বড় হয় না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অম্বালা সহরে একটী বৃহদাকৃতি বাহুন শকুনি (Great brown Vulture) গুলির আঘাতে নিহত হয়। ডানা দুইটীর বিস্তার ৮ ফিট্ ২ ইঞ্চি এবং মাংসপিণ্ড ১৭ পাউণ্ড।

শকুনিকা (স্ত্রী) শকুনি-কন্-টাপ্। ১ শকুনি। ২ স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ।

শকুনিগ্রহ (পুং) স্কন্দানুচরভেদ।

শকুনিপ্রপা (স্ত্রী) শকুনীনাং পক্ষিণাং পানার্থং যা প্রপা। পক্ষীদিগের পানীয়শালা। পর্য্যায় শ্রীগ্রহ। (হারাবলী)

শকুনিসবন (ক্লী) শকুনযজ্ঞ।

শকুনিসাদ (পুং) পক্ষীর ন্যায় গমন। "বৃহস্পতিং শকুনিসাদেন" (শুক্লযজুঃ ২৫।৩) 'শকুনিসাদেন শকুনিঃ পক্ষী তদ্বৎ সাদো গমনং যদ্‌৯ বিশরণ-গত্যাদৌ ষঞ্' (মহীধর)

শকুনী (স্ত্রী) শকুন-ঙীষ্। ১ শ্যামাপক্ষী। (রাজনি°) ২ চটকা। ৩ পক্ষিরূপধারিণী পূতনা। পূতনা নামে শকুনী অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা ও প্রাণীদিগের পক্ষে অতি ভয়ঙ্করী।

"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শকুনীবেশধারিণী।
ধাত্রী কংসস্য ভোজস্য পূতনেতি পরিশ্রুতা॥
পূতনা নাম শকুনী ঘোরা প্রাণিভয়ঙ্করী।
আজগামার্দ্ধরাত্রেতু পক্ষৌ ক্রোধাৎ বিধুন্বতী॥"(হরিব° ৬২।১-২)

৪ তন্নামক বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বালকের অঙ্গশৈথিল্য, দাহ, পাক ও স্রাববিশিষ্ট ব্রণ সকল জন্মে। শরীরে পক্ষীর গন্ধ হইয়া থাকে এবং অকারণে শকুনীপীড়িত বালক থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে।

"স্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ
সাস্রাবব্রণপরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ।
স্ফোটৈশ্চ প্রচিততনুঃ সদাহপাকৈঃ
বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্যা॥"

(সুশ্রুত উত্তরত° ২৭অ°)

শকুনীশ্বর (পুং) শকুনীনাং পক্ষিণামীশ্বরঃ। গরুড়। (ধনঞ্জয়)

শকুনোপদেশ (পুং) শকুনশাস্ত্র।

শকুন্ত (পুং) শক্নোতি উৎপতিতুমিতি শক (শকেরুনোন্তোস্ত্যুনয়ঃ। উণ্ ৩।৪৯) ইতি উন্ত। ১ পক্ষী, পক্ষিমাত্র। (অমর) ২ কীটভেদ। ৩ ভাস পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কাকভেদ। ৫ কুক্কুটভেদ। (বৈদ্যকনি°)

শকুন্তক (পুং) পক্ষী।

শকুন্তলা (স্ত্রী) শকুন্তৈঃ পক্ষিভির্লাত্যতে পাল্যতে ইতি লা-ঘঞর্থে ক, স্ত্রিয়ামাপ্। মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে বিশ্বামিত্র হইতে জাতা কন্যা। এই কন্যা নির্জ্জন বনে শকুন্ত কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শকুন্তলা।

"নির্জ্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিরক্ষিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥"

(মহাভারত ১।৭২।১৬)

রাজা দুষ্মন্তের সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং তাঁহা হইতে ইহার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরত হইতেই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে।

মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা রাজা দুষ্মন্ত অসংখ্য সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ গমন করেন। সহসা মৃগয়া শেষে তিনি একাকী কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। এই সময়ে কণ্ব তথায় ছিলেন না। শকুন্তলার উপরই আশ্রমরক্ষার ভার ছিল। একারণ শকুন্তলাই রাজাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা এবং অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা দুষ্মন্ত তাপসী স্বরূপা পরমবেশধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভগবান্ কণ্বকে পূজা করিতে আশ্রমে আসিয়াছি। তিনি কোথায়? শকুন্তলা কহিলেন, পিতা ফলাহরণার্থ আশ্রম হইতে বহির্গমন করিয়াছেন, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিতে পাইবেন।

তখন রাজা কিঞ্চিদ্‌বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন শুনিয়াছি, ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ, অতএব তুমি কি প্রকারে তাঁহার কন্যা হইলে? এ বিষয়ে আমি সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার এই সংশয় দূর কর।

রাজার এই বাক্যে শকুন্তলা কহিলেন, আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি যে, বিশ্বামিত্র নামে এক মহাতপাঃ ঋষি হিমালয়ের এক প্রান্তে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। মেনকাকর্ত্তৃক তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। সেই স্থানে মুনির ঔরসে মেনকার গর্ভে আমার জন্ম হয়।

প্রসবের অব্যবহিত পরেই মেনকা আমাকে সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল বিজনবনে পরিত্যাগ করিয়া যান। শকুন্তগণ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য আমার নাম শকুন্তলা হইল। পিতা কণ্ব আমাকে ঐ অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমে আনিয়া লালনপালন করিয়াছেন, এইজন্য তিনি আমার পিতা।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, তুমি রাজার কন্যা, অতএব আমার বিবাহযোগ্যা। গান্ধর্ব্ব-বিধানে আমাকে বরমাল্য প্রদান কর, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। ইহাতে শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! আমার পিতা এখনই আসিবেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, তিনি আসিয়াই আপনাকে সম্প্রদান করিবেন। তাহাতে রাজা বলিলেন, আমার ইচ্ছা যে তুমি স্বয়ংই আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি, আমার হৃদয় তোমাতে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ববিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে তোমার কোনরূপ ধর্ম্মহানি হইবে না।

তখন শকুন্তলা কহিলেন, হে পৌরব! যদি ইহা ধর্ম্মপথানুসারী হয় এবং আত্মসমর্পণ বিষয়ে আমার প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে আমার এক পণ আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র যুবরাজ ও আপনার উত্তরাধিকারী হইবে। আপনি এই প্রতিজ্ঞা করিলে এইরূপ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই।

মন্মথশরে নিতান্ত ব্যথিত রাজা কিছুমাত্র বিচার না

করিয়াই শকুন্তলার বাক্যে সম্মত হইলেন। অতঃপর যথাবিধানে পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সুখসম্ভোগ করেন। কিছুকাল প্রণয়ালাপের পর রাজা, "আমি রাজধানীতে যাইয়াই তোমাকে তথায় লইয়া যাইব।" ইত্যাদি রূপ আশ্বাসবাক্যে শকুন্তলাকে প্রীত করিলেন, এবং মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিয়া ইহা অনুমোদন করিবেন কি না, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

অনতিবিলম্বে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিয়া দিব্যজ্ঞানে সকল অবগত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, ভদ্রে! অদ্য তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে যে পুরুষ-সংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মহানি হয় নাই। তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তিনি তোমাকে ভজনা করিয়াছেন। ইহাতে তোমার গর্ভে এক মহাবল পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সাগর পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের অধিপতি হইবে। যাত্রাকালে তাহার রথচক্র কোথায়ও প্রতিহত হইবে না।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হওয়ার পর, তিন বৎসর পূর্ণ হইলে শকুন্তলা এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহর্ষি বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিলেন। ঐ বালক সকল প্রাণীকে দমন করিত, এইজন্য উহার নাম 'সর্ব্বদমন' হইল। মহর্ষি ঐ বালকের অলোকসামান্য বল ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন যে, এই বালকের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি এই শিষ্য-গণের সহিত রাজধানীতে স্বামীর নিকট গমন কর, স্ত্রীলোকের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা বিধেয় নহে।

শকুন্তলা মহর্ষির আদেশে শিষ্যগণের সহিত রাজসমীপে গমন করিলেন। শকুন্তলা রাজাকে যথাযোগ্য সংকার করিয়া কহি-লেন, রাজন্! দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, ইহাকে আপনি যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এখন তদনুযায়ী কার্য্য করুন। ইহাই আমার অভিলাষ।

রাজা শকুন্তলার এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বকৃত সকল কার্য্যই তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন, দুষ্ট তাপসি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোন সম্বন্ধই স্মরণ হইতেছে না, অতএব তুমি ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাও, অথবা এইখানে থাক ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

তখন তপস্বিনী শকুন্তলা লজ্জায় অভিভূতা ও অচৈতন্যের ন্যায় হইলেন। পরে তিনি দুঃখ, অভিমান ও অমর্ষভরে রাজাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি সমুদয় বিষয় জ্ঞাত থাকি-য়াও কি নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে 'জানি না' এই কথা বলিতেছেন। ইহা সত্য, কি মিথ্যা, আপনার অন্তঃ-করণই তাহা জানে, আপনি রাজা, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অন্যায়াচরণ করিবেন না। আপনি কি ইহা মনে করিয়াছেন যে, আমি একাকী নির্জ্জনে এই কর্ম্ম করিয়াছি, সঙ্গে কেহ ছিল না, কে জানিতে পারিবে? কিন্তু আপনি কি জানেন না, পরমাত্মা পরমেশ্বর সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক আছেন, তাঁহার নিকট পাপকর্ম্ম গোপন থাকে না। আপনি তাঁহার সাক্ষাতেই এই পাপকর্ম্ম করিয়াছেন। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, কেহ ইহা জানিতে পারিবে না; কিন্তু দেবগণের অন্তরস্থ পরম পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিত্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, ভূমি, জল, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও যম প্রভৃতি সকল লোকের সমুদয় চরিত্রজ্ঞাত হইয়া থাকেন। আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার সমাদরণীয়া ভার্য্যা, আমাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত। আমি কি পাপ করিয়াছি, জানি না। বাল্যে পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এইক্ষণ আপনিও পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই বালক আপনার সন্তান, ইহাকে ত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নহে।

শকুন্তলার কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত কহিলেন! যে শকুন্তলে এই বালক আমার পুত্র কি না তাহা আমি জ্ঞাত নহি। তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ তোমার জননী ব্যভিচারিণী দয়াহীনা মেনকা নির্ম্মাল্য ত্যাগের ন্যায় তোমাকে হিমালয়পৃষ্ঠে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণত্বলুব্ধ নির্দ্দয়স্বভাব বিশ্বামিত্রও কামের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার জনক হইয়াছিলেন। তোমার মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব নহে। আমার সমক্ষে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে তোমার লজ্জা বা শঙ্কা হইল না। তোমাকে অধিক বলিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

তখন শকুন্তলা অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে কহিলে, রাজন্! আপনি ধর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়া ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবেন না। আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি, আপনার সহিত আমার মিলনের প্রয়োজন নাই। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনি আমাকে গ্রহণ না করিলেও আমার এই পুত্র সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে।

শকুন্তলা ইত্যাদিরূপে নানাপ্রকার ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে রাজাকে তিরস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই

স্থলে রাজার প্রতি এই দৈববাণী হইল যে, দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্মকোষ স্বরূপা তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব পুত্রকে ভরণপোষণ কর. শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না। শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, তাহা সকলই সত্য। আমাদের বচনানুসারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ করিতে হইবে, এই কারণে ইহার নাম ভরত হইবে।

রাজা দুষ্মন্ত এই দৈববাণী শুনিয়া অমাত্য প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, আপনারা এই দেবদূতের বাক্য শ্রবণ করুন এবং আমিও ইহা সত্যরূপে জানি। কিন্তু ইহা জানিয়াও, যদি এই পুত্র আমা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমি গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে এই পুত্র বিশুদ্ধ কি না সে বিষয়ে প্রজাগণ সন্দেহ করিত।

তখন রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের সমক্ষে শকুন্তলা ও তৎপুত্রকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া ভরত নাম দিলেন, এবং অচিরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

(মহাভারত আদিপ° ৬৮-৭৪ অ°)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ১ম হইতে ৫ম অধ্যায়ে শকুন্তলার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের মতে দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রম পরিত্যাগ কালে অভিজ্ঞানের জন্য শকুন্তলাকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়া যান। পতিভবন গমনকালে দৈবক্রমে ঐ অঙ্গুরীয়টী নদীগর্ভে নিপতিত হয়। সেই অভিজ্ঞানটী দেখাইতে না পারায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে এক ধীবরের জালে পতিত মৎস্যের উদর হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির হয় এবং সেই অঙ্গুরীয়টী দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। অবশেষে হিমালয়প্রদেশে ভরতের বীর্য্য-পরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাকে আপনার পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন এবং সমাদরে সপুত্রশকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। মহাকবি কালিদাস এই উপাখ্যান লইয়াই অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শকুন্তলাত্মজ (পুং) শকুন্তলায়াঃ আত্মজঃ পুত্রঃ। ভরতরাজ।

"দৌষ্মন্তি ভরতঃ সর্ব্বদমঃ শকুন্তলাত্মজঃ।" (হেম)

শকুন্তি (পুং) শক্নোতি উৎপতিতুমিতি শক-উন্তি। পক্ষিমাত্র। (অমর) ২ ভাসপক্ষী। (উজ্জ্বল)

শকুল (পুং) শক্নোতি গন্তুং বেগেনেতি শক (মদ্-গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ইতি উরচ্, রস্য ল। মৎস্যবিশেষ, চলিত শোল মাছ। ইহার মাংস গুণ—মধুর, রুক্ষ, গ্রাহী, পিত্ত ও আমনাশক এবং গুরু। (রাজনি°)

"নাতিগাধে জলাধারে সুহৃদঃ শকুলাশ্রয়ঃ।

ভূতমৎস্যে কৌন্তেয়! বভূবঃ সহচারিণঃ॥"(ভা° ১২।১৩৭।৩)

শকুলগণ্ড (পুং) শকুলস্য গণ্ড ইব গণ্ডো যস্য। মৎস্যবিশেষ, শাল মৎস্য। (ত্রিকা°)

শকুলাক্ষক (পুং) শ্বেতদূর্ব্বা। (অমর)

শকুলাক্ষী (স্ত্রী) গণ্ড দূর্ব্বা। (রাজনি°)

শকুলাদ (ত্রি) ১ শকুল মৎস্যাশী। ২ জাতি-বিশেষ।

শকুলাদনী (স্ত্রী) শকুলানামদনং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ চক্রাঙ্গী। (অমর) চলিত কট্কী। ২ কঞ্চট শাক, চলিত কাঁচড়া দাম। ৩ মাংসী। ৪ কিঞ্চুলিকা। ৫ গজপিপ্পলী। ৬ কট্ফল। (বিশ্ব) ৭ গণ্ডদূর্ব্বা। ৮ গণ্ডূপদ, কেঁচো। ৯ গজোষণা। (রাজনি°)

শকুলার্ভক (পুং) শকুলস্য অর্ভক ইব। গড়ক মৎস্য, গড়ুই মাছ। (অমর)

শকুলী (স্ত্রী) শকুল-ঙীষ্। মৎস্য বিশেষ, মৃগাল মাছ, কেহ কেহ বলেন মহাশকুল, এই মৎস্য প্রায় রোহিত মৎস্যের সদৃশ। ইহার গুণ—পাকে গুরু, মধুর, ভেদক ও দোষবর্দ্ধক।

"শকুলী রোহিতাকারা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ।

গুর্ব্বপাকে চ মধুরা ভেদিকা দোষকোপনা॥" (রাজবল্লভ)

কোন পুস্তকে 'শকলী' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

২ নদীবিশেষ।

"সুমেরুজা শুক্তিমতী শকুলী ত্রিদিবা ক্রমুঃ।

স্কন্দপাদপ্রসূতা বৈ তথান্যা বেগবাহিনী॥" (মার্ক° পু° ৫৭।২৩)

শকৃৎ (ক্লী) শক্নোতি সর্ত্তুমিতি শক (শকে ঋতিন্। উণ্ ৪।৫৮) ইতি ঋতিন্। বিষ্ঠা। (অমর)

শকৃৎকরি (পুং স্ত্রী) শকৃৎ করোতীতি শকৃৎ-কৃ (স্তম্ব শকৃতোরিন্। পা ৩।২।২৪) ইতি ইন্। বৎস, গো প্রভৃতির বৎস।

বিদ্যাবিনোদের মতে 'শকৃৎকরি' এই শব্দের সকার দন্ত্য।

শকৃৎকার (ত্রি) শকৃৎ করোতীতি শকৃৎ-কৃ-অণ্। মলত্যাগ কারক, যিনি মলত্যাগ করেন।

শকৃদ্দেশ (পুং) মলদ্বার। গুহ্যদ্বার।

শকৃদ্দ্বার (ক্লী) শকৃতো দ্বার। মলদ্বারম্। পর্য্যায়—অপান, পায়ু, গুদ, চ্যুতি, অধোমর্ম্ম, ত্রিবলীক, বলী। (হেম)

শক্কর (পুং) বৃষ। (হেম)

শক্কর্ (হিন্দি) শর্করা। শুষ্ক গুড়ের চিনির ন্যায় ঝুরা দানা।

শক্কারি (পুং) বৃষ। (ত্রিকা°)

শক্করী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। ২ মেখলা। ৩ ছন্দোভেদ। ইহা সমবৃত্ত ষড়্বিংশতি ছন্দের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ছন্দ।

"উক্থাত্যুক্থা তথা মধ্যা প্রতিষ্ঠান্যা সুপূর্ব্বিকা।

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ॥

ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব তথাতিজগতী মতা।

শক্করী সাতিপূর্ব্বা স্যাদষ্ট্যত্যষ্টী তথা মতা॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

শক্ত (ত্রি) শক-ক্ত। শক্তি বিশিষ্ট, সমর্থ। পর্য্যায়—সহ, ক্ষম, প্রভু, উক্ত। (হেম) ২ প্রিয়ংবদ। (অমরটীকায় স্বামী)

শক্তরূপ (ত্রি) দৃঢ়রূপ। কঠিন রকমের।

শক্তব (পুং) ভূমা, ভ্রষ্ট যবাদি চূর্ণ, চলিত ছাতু।

'ধানা ভ্রষ্টযবে ভূম্নি স্ত্রিয়াং পুং ভূম্নি শক্তবঃ।
কেচিত্তু শক্তুরস্ত্রীতি বক্তুরা ভূমনি স্ত্রিয়াম্ ॥' (জটাধর)

শক্তসিংহ, মিবারপতি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা। ভ্রাতৃবিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইনি প্রথমে মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের পক্ষাবলম্বন করেন। পরে ভ্রাতার রাজপুতোচিত বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পুনরায় তদীয় শরণাপন্ন হন। [প্রতাপসিংহ, রাণা দেখ।]

শক্তি (স্ত্রী) শক-ক্তিন্। সামর্থ্য, বল, ক্ষমতা। পর্য্যায়—দ্রবিণ, তর, বল, শৌর্য্য, স্থাম, শুষ্ম, পরাক্রম, প্রাণ, সহস্, ঊর্জ্জ। (জটাধর) ২ কার্য্যজননসামর্থ্য। (নাগোজী ভট্ট)

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।" (দেবীমাহাত্ম্য)

শক্যতে জেতুমনয়া শক-ক্তিন্। যাহা দ্বারা শত্রুপরাজয় করা যায়, এইরূপ কার্য্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম্মবিশেষ। রাজাদিগের তিন প্রকার শক্তি—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। কোষ ও দণ্ড বিষয়ে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার নাম প্রভুশক্তি, বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক স্বশক্তি দ্বারা বিস্ফুরণের নাম উৎসাহশক্তি এবং সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি ও সামদানাদি বিষয়ে যথারূপে অবস্থানের নাম মন্ত্রশক্তি। রাজা এই ত্রিশক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন।

৩ স্ত্রীদেবতা, দেবীমূর্ত্তি। ৪ গৌরী। ৫ লক্ষ্মী। (শব্দমালা)

এই দেবীশক্তি ত্রিবিধ—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। শ্বেতবর্ণা ব্রহ্মসংস্থিতা সাত্ত্বিকী শক্তি ; রক্তবর্ণা বৈষ্ণবী রাজসীশক্তি ও কৃষ্ণবর্ণা তামসী রৌদ্রীশক্তি। এক পরম দেবতাই প্রয়োজনানুসারে ত্রিশক্তিরূপে বিভক্ত হইয়াছেন।

"এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী।
এষা শ্বেতা পরাসৃষ্টিঃ সাত্ত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা ॥
এষৈব রক্তা রাজসী বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা।
এষৈব কৃষ্ণা তামসী রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥
পরমাত্মা যথা দেবো এক এব ত্রিধা স্থিতঃ।
প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ ॥"
(বরাহপু° ত্রিশক্তিনামাধ্যায়)

বিন্দু শিবস্বরূপ ও বীজ শক্তিস্বরূপ, এই দুয়ের একত্র সংযোগে নাদ। এই নাদ হইতে আবার ত্রিশক্তির উৎপত্তি। ইহা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে কথিত এবং এই ত্রিশক্তি, যথাক্রমে গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবীশক্তি ভেদে পরিচিত।

'বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ ॥' (ক্রিয়াসার)

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥"(গৌরীসংহিতা)

ইহা ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অষ্টশক্তির উল্লেখ আছে, যথা—ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, মাহেশ্বরী ও ভৈরবী।

"ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী বিকটাকৃতিঃ ॥
মাহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিণী।
অষ্টৌ চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রথস্থাঃ প্রযযুর্ম্মুদা ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১১৯ অ°)

বাণযুদ্ধ কালে এই সকল শক্তি সহর্ষে রথারোহণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে গমন করিয়াছিলেন।

স্থানান্তরে নবশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, কার্ত্তিকী ও সর্ব্বমঙ্গলা। এই সকল শক্তির যথাযোগ্য পূজা বিধেয়।

"তত্র পদ্মে চাষ্টদলে মধ্যে চ ভক্তিপূর্ব্বকম্।
বৈষ্ণবীঞ্চৈব ব্রহ্মাণীং রৌদ্রীং মাহেশ্বরীং তথা ॥
নারসিংহীঞ্চ বারাহীমিন্দ্রাণীং কার্ত্তিকীং তথা।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাম্।
নবশক্তীশ্চ সংপূজ্য ঘটে দেবাংশ্চ পূজয়েৎ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬১ অ°)

এতদ্ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে আরও অনেক শক্তির উল্লেখ আছে। নিম্নে ৫০টী বিষ্ণুশক্তি ও ৫০টী রুদ্রশক্তির নাম উল্লিখিত হইল :—

পঞ্চাশদ্ বিষ্ণুশক্তি যথা—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রীতি, রমা, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিরজা, বিজয়া, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্তি, মুক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুধা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, বিদ্যুতা, পরা ও পরায়ণা এই ৫০টী বিষ্ণুর শক্তি।

পঞ্চাশৎ রুদ্রশক্তি যথা—গুণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখা, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, ঊর্দ্ধকেশী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখা, বিদ্যামুখী, মহাকালী, সরস্বতী, গৌরী, লম্বোদরী, দ্রাবণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, চিত্রিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কুজিনী, কপর্দ্দিনী, জয়া, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বার্ষবী, কালরাত্রি, বজ্রা, সুমুখেশ্বরী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি, ৫০টী রুদ্রের শক্তি। (প্রপঞ্চসার)

তন্ত্রমতে, পীঠাধিষ্ঠাত্রী স্ত্রীদেবতামাত্রই শক্তি নামে অভিহিত। এই শক্তি যাহাদের অভীষ্ট দেবতা, তাহাদিগকে শাক্ত কহে। [শাক্ত শব্দ দেখ]

তন্ত্রমতে কুলশক্তি যথা—

"শক্তয়ঃ পরমেশানি বিদগ্ধাঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
নটী কাপালিকী বেশ্যা মালিনী কুঙ্কুমালিনী ॥" ইত্যাদি।
(রেবতীতন্ত্র ৩ প°)

রেবতীতন্ত্রে নটী, কাপলিকী প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকার কুলশক্তির উল্লেখ আছে।

গুপ্তসাধনতন্ত্রের ১ম পটলে লিখিত আছে যে, রূপযৌবনসম্পন্না ও শীলসৌভাগ্যশালিনী পঞ্চোপচারে নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা এবং গোপালক ও মালাকরকন্যা, এই সকল কুলশক্তিগণের পূজা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শক্তিকাগমসর্ব্বস্বে স্বয়ং মহাদেব শক্তির প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "শক্তিযুক্ত হইলেই আমি সর্ব্বকাম ফলপ্রদ শিবত্ব প্রাপ্ত হই, নচেৎ শবরূপে অবস্থান করি। অতএব শক্তিযুক্ত হইয়াই নিয়ত মন্ত্রজপ করা একান্ত কর্ত্তব্য; ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত ইষ্ট মন্ত্রজপপরায়ণ হওয়াতেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিকে স্বীয় ইষ্টদেবীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পান ভোজন করাইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বয়স্কা অপ্রসূতা কামিনীই শক্তিকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী।"

"শক্তিং বিনা মহেশানি! সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি! শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ ॥
শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোঽভূন্নগনন্দিনি ॥
যদ্দত্তং জলগণ্ডূষং শক্তিবক্তে্র সুরেশ্বরি!।
সিন্ধুরূপং মহেশানি! তজ্জলং নাত্র সংশয়ঃ ॥
স্বীয়েষ্টদেবীভাবেন ভোজয়েত্তাঞ্চ যত্নতঃ।
শক্তিশ্চ কথ্যতে দেবি! শৃণুষ্ব সুরসুন্দরি!
ত্রয়োদশাব্দাদূর্দ্ধং যা পঞ্চবিংশতিবার্ষিকী।
অপ্রসূতাবিশেষণ পঞ্চমেঽপি ভবেৎ প্রিয়ে! ॥"
(শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে, সত্য ও নিত্য পদার্থ এবং আমি ভিন্ন ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক জগৎ; ইঁহাদের উৎপত্তি কালে আমার ইচ্ছায় আমা হইতেই শক্তি উৎপন্ন হইয়া এই সকলে আবির্ভূত হয় এবং সৃষ্টিসংহরণকালে উহাদিগের হইতে তিরোহিত হইয়া পুনর্ব্বার আমাতেই আসিয়া লীন হয়। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে কুম্ভকার এবং স্বর্ণ ব্যতিরেকে স্বর্ণকার যেরূপ যথাক্রমে ঘট ও কুণ্ডল নির্ম্মাণে অক্ষম, শক্তি ব্যতিরেকে আমিও জাগতিক সৃষ্টি বিষয়ে তাদৃশ অসমর্থ; এ কারণ সৃষ্টি সম্বন্ধে শক্তিকেই সর্ব্বপ্রধানা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সৃষ্টিকালে রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী, এই পাঁচটী শক্তি আবির্ভূতা হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয়তমা শক্তির নাম রাধা এবং ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়িনী পরমানন্দস্বরূপা শক্তির নাম লক্ষ্মী। পরমেশ্বরের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ও বেদশাস্ত্রযোগমাতাস্বরূপা শক্তি সাবিত্রী এবং বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা ও দুর্গনাশিনী শক্তি দুর্গা বলিয়া অভিহিত হন। যে শক্তি রাগরাগিণী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী ও কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা তিনিই সরস্বতী নামে পরিচিতা। এই পাঁচটী শক্তিকেই মূল প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু সৃষ্টির ক্রম অনুসারে ইঁহারা আবার বহু অংশে বিভক্ত হন। ফলে যাবতীয় স্ত্রীজাতিই এই প্রকৃতি বা শক্তির অংশ এবং পুরুষপরম্পরা সকলেই পুরুষের অংশ বলিয়া বিখ্যাত। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ°)

ব্রহ্মাণীশক্ত্যুৎপত্তি—রুরুযুদ্ধে ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্বকীয় পরাজয় আশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ভীত হন, পরে ব্রহ্মা বহু চিন্তা করিয়া স্বয়ংই স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক মহাদেবের সাহায্যার্থ রণে অবতীর্ণ হন; এই হংসস্যন্দন-সমারূঢ়া ললনাকারা ব্রহ্মরূপধারিণী প্রতিপক্ষজয়কারিণী অপরাজিতা শক্তিই ব্রহ্মাণী-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। (দেবীপুরাণ)

দেবীপুরাণের নন্দাকুণ্ড প্রবেশাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবশক্তিদিগের মন্ত্রের কোনরূপ বিচার করিতে নাই। কেন না যাবতীয় শক্তিই অনাদি মধ্যান্ত শিবশক্তিময় পরমেশ্বরের পরমানন্দস্বরূপিণী এবং ইহাঁদের সকলেরই প্রভাবে তপোযজ্ঞাদির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (দেবীপুরাণ)

শক্তিপূজায় ব্যবহর্ত্তব্য পুষ্পাদি—পদ্ম, দুই প্রকার করবীর, কুসুম্ভ, দুই প্রকার তুলসী, জাতি, অশোক, কেতকী, চম্পক, নীলপদ্ম, কুন্দ, মন্দার, পুন্নাগ, পাটলপুষ্প, নাগচম্পক, সোঁদাল, কর্ণিকার, নবমল্লিকা, পলাশ, নিসিন্দা, অপামার্গ, দমনক বা দনাপুষ্প, গন্ধতুলসী, লবঙ্গ, জলকর্পূর, তগরপুষ্প, জবাপুষ্প, দ্রোণপুষ্প, এবং অন্যান্য এইরূপ বনজ, স্থলজ, জলজ ও গিরিজ নানাবিধ পুষ্পাদি শক্তিপূজায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।
(প্রপঞ্চসার

২ প্রকৃতি। পর্য্যায়—প্রধান, নিত্যা, অবিকৃতি। এই প্রকৃতি বা শক্তি পুরুষকে আশ্রয় করিয়া জগদুৎপত্তির হেতু হন; সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটী ইহাঁর গুণ। (ভাবপ্রকাশ)

৩ দ্রব্যগুণক্রিয়ানিষ্ঠ বস্তন্তরবিশেষ। এই পদার্থত্রয়ের শক্তি প্রত্যেকে বিভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও কাহার কোন শক্তির বিকাশ করিতে হইলে পরস্পরের সাহায্যের আবশ্যক। যেমন, বহ্নিসংযোজনক্রিয়া ব্যতিরেকে ইন্ধনে তদীয় দাহিকা-শক্তির বিকাশ করিতে পারে না, কটুরস কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহার জ্বলনশক্তির বিকাশ করিতে পারে না, উৎক্ষেপণাবক্ষেপ ক্রিয়া কোন পদার্থদ্বয়ের উপর ন্যস্ত না হইলে তাহাদের অবচূর্ণন করিবার শক্তি বিকাশ করিতে পারে না।

৪ অর্থবোধানুকূল পদপদার্থ সম্বন্ধরূপ বৃত্তিভেদবিশেষ। অর্থাৎ "এই পদ অমুক অর্থের বোধক হউক" বা "এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থের পরিগ্রহ হওয়া কর্ত্তব্য" এই প্রকারের যে ইচ্ছাত্মক সঙ্কেত কল্পিত হয়, তাহাও এক প্রকার শক্তি। শাব্দিকগণ এই শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রূঢ়ি, যৌগিক ও যোগরূঢ়ি। রূঢ়ি, যেমন ঘট; যৌগিক পাচক; যোগরূঢ়ি পঙ্কজ। এতদ্ভিন্ন লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তিদ্বারাও শব্দাদির অববোধ হয়। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শব্দশক্তি, শক্তিগ্রহ ও সঙ্কেত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। শক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সামর্থ্য-বাচী। শক্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া শক্তিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপাদন অনুসারে শক্তি শব্দের অর্থ বহুল ভাবগর্ভ। যদ্দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়,—অথবা যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য,—যাহা কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সাধক,—যাহা যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্ম্মী বা যাহা কোন দ্রব্যের ধর্ম্ম,—অথবা যাহা কারণের আত্মভূত তাহাই শক্তি।

অভিধানে শক্তির উৎসাহ বল, সামর্থ্যাদি অর্থের ব্যবহার আছে। নিঘণ্টুকার বলেন শক্তি শব্দের অর্থ কর্ম্ম। তিনি আরও বলেন যদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয় অথবা যদ্দ্বারা পরলোক জয় করা যায় তাহাই শক্তি। "শক্নোতেঃ স্ত্রিয়াং ক্তিন্। শক্যতে বানয়া পরলোকং জেতুম্।"

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

অর্থাৎ কারণের যাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি এবং শক্তির যাহা আত্মভূত তাহাই কার্য্য।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত।

আমরা অতি প্রাচীন ঋক্‌মন্ত্রেও এই শক্তি শব্দ এই অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। যথা :—

"স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভিরোদসি প্রাম্। তমূ অকৃণ্বন্ত্রেধাভুবে কংস ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ।" (১০।৮৮।১০).

নিরুক্তকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"স্তোমেন হি যং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভিঃ কর্ম্মভি-র্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্ব্বংস্ত্রেধা ভাবয় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবিতি শাকপূণির্যদস্য দিবি তৃতীয়ং তদসাবাদিত্যে ইতি ব্রাহ্মণম্।"

উক্ত ঋকের অর্থ এই যে দেবগণ স্তুতি দ্বারা যে ত্রিলোক-ব্যাপক সূর্য্যাত্মক অগ্নিকে দ্যুলোকে উৎপন্ন করিয়াছেন সেই অগ্নিকেই জগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য এই ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সর্ব্বব্যাপক অগ্নি জগতের হিতের নিমিত্ত ওষধি সকলের যথাবিধি পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন করেন। অগ্নি দ্বারাই জগতের সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হয়।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে দেবতাগণ শক্তিদ্বারাই অগ্নিকে উপজাত করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদেরও বহু স্থানে সামর্থ্য ও হেতু অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত শক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবীস্তস্মাদবানাম বো হিতম্।" (অথর্ব্ববেদ)

সায়ণ ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'ইন্দ্রঃ বঃ যুষ্মাকম্ শক্তিভিঃ হেতুভিঃ অবীবরত বৃতবান্ যুষ্মান্ সাত্মসাৎ কর্ত্তুং ঐচ্ছৎ।'

উপনিষদ্‌গ্রন্থেও শক্তি শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। শ্বেতাশ্বতর, নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী (৩।১), অথর্ব্বশীর্ষ (৪), সন্ন্যাসোপনিষৎ (২), কঠশ্রুতি (৩), হংসোপনিষৎ (৬) এবং কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ (১০।১৬।২২।৭২।৮৬।৯০) প্রভৃতিতে শক্তি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। আমরা এস্থলে শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষৎ হইতেই দুই একটী উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। তদ্‌যথা—

১। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। (৬।৮)

২। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।'

শ্বেতাশ্বতর পাঠে জানা যায় যে সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই শক্তি নামে অভিহিত। এই শক্তি বা প্রকৃতি পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা এবং তাহা হইতে অভিন্না। এই শক্তিই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী।

আমরা যোগবাশিষ্ঠেও শক্তির সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"অপ্রমেয়স্য শান্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌখ্যচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্থানাকৃতেরপি ॥
ইচ্ছাসত্ত্বা ব্যোমসত্ত্বা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত ॥

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃতাকর্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ ॥"

(যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ-প্রকরণ)

অর্থাৎ অপ্রমেয়, শান্ত, চিন্মাত্র নিরাকার ও মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মার প্রথমে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়, পরে ব্যোমসত্তার, কালসত্তার ও নিয়তি সত্তার যথাক্রমে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতাসত্তা মহাসত্তা নামে অভিহিত। ইচ্ছাদি সত্তাই ঐশীশক্তি। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃত্ব-শক্তি, অকর্তৃত্ব শক্তি ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের বহু শক্তি আছে। এই সকল শক্তি শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন—"শক্তিঃ শক্তিমতো রভেদাৎ"।

যোগবাশিষ্ঠকার বলেন—"শিবস্তানন্তরূপস্ত এষাচিন্মাত্রতাত্মনঃ।"

ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন; কিন্তু টীকাকার লিখিয়াছেন—

"মায়া হি স্বরূপতোঽনন্তং শিবং গুণতঃ শক্তিতঃ কার্য্যতশ্চানন্তং কুর্ব্বাণা তত্তানন্ত্যং বর্দ্ধয়তীব নতু বিহন্তীতি ভাবঃ মনাগপি বিকল্পনাভিন্না ন বস্তুত ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সেই শিব হইতে শক্তি যে ভিন্নরূপে বিকল্পিত হয়, উহা বিকল্প মাত্র, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা অপর রূপেও হইতে পারে; তদ্ যথা—চিন্মাত্রাত্ম যে পরমাত্মা তথা হইতে শক্তি ভিন্ন। শক্তি মায়ারই স্ফূর্তিমাত্র। তাদৃশ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ।

সাংখ্যদর্শনেও শক্তি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। করণ, যোগ্যতা বা শক্যতা এবং উপাদান কারণ বুঝাইতেই সাংখ্য দর্শনে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যথা—

"শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ।" (১।১১)

পদার্থের ধর্ম্মত্ব কখনও অপনোদিত হয় না, অর্থাৎ স্বভাব কিছুতেই একবারে বিধ্বস্ত হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে অঙ্কুরোৎপাদনই বীজের স্বভাব, কিন্তু বীজ দগ্ধ হইলে তাহার এই স্বভাব বিধ্বস্ত হয়। কপিলদেব এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তির অত্যন্ত উচ্ছেদ সপ্রমাণ হয় না। এই ব্যাপারে শক্তির কেবল ক্ষণিক তিরোভাবই সপ্রমাণ হয়, কিন্তু অত্যন্ত বিনাশ এ উদাহরণে সপ্রমাণ হয় না। যোগিগণের সঙ্কল্প কার্য্যবশতঃ দগ্ধবীজাদিতেও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। সাংখ্য প্রবচনভাষ্যে লিখিত হইয়াছে "ন শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যোরভাবো ভবতি। রজকব্যাপারৈর্যোগি-সঙ্কল্পাদিভিশ্চ রক্তপটভৃষ্টবীজয়োঃ পুনঃ শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যাবিভাবা-দিত্যর্থঃ।"

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে "কার্য্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি।" তদ্‌যথা—

"কার্য্যশক্তিস্বরূপমেব উপাদানকারণত্বম্। সা শক্তিঃ কার্য্য-স্তানাগতাবস্থৈব।"

পাতঞ্জলদর্শনেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায়ও যোগ্যতা ও সামর্থ্য প্রভৃতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসায়ও উক্ত অর্থেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তদশক্তিশ্চানুরূপত্বাৎ" (পূঃ মীঃ ১।৩।২)

অর্থাৎ শব্দাদির যে অপভ্রংশ হইয়া থাকে উহা অশক্তির অনুরূপ নিবন্ধন। অর্থাৎ উচ্চারণের সামর্থ্যহীনতা অনুসারেই শব্দাপভ্রংশদোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে গো শব্দটী সাধু। কিন্তু উচ্চারণ সামর্থ্যহীনতা নিবন্ধন কেহ কেহ ইহাকে "গাঠী" বলেন। মহর্ষি জৈমিনিও যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্থেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অতঃপর উত্তর-মীমাংসাতে বা ব্রহ্মসূত্রেও "শক্তি" শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়—

"শক্তি বিপর্য্যয়াৎ।" (২।৩।৩৮)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীবই কর্তা হইবার যোগ্য; বুদ্ধি নহে। বুদ্ধিকে কর্তা বলিলে তাহার করণশক্তির লোপ ও কর্তৃশক্তি বুদ্ধির আবার ভিন্ন করণের কল্পনা করিতে হয়; উহা অন্যায্য। এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের মর্ম্ম এইরূপ—অন্যান্য কারণেও জীবকেই কর্তা বলা উচিত। সে কারণ এই—যদি বিজ্ঞান শব্দবোধ্য বুদ্ধি-কর্তা হয়, তাহা হইলে শক্তিবৈপরীত্য মানিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির করণশক্তিহানি ও কর্ত্রীশক্তির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্তৃশক্তি মানিলে উহা যে অহং জ্ঞানের গম্য, ইহা স্বীকার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু আসল কথা এই যে কর্তা করণ হইতে পৃথক্। জীব কর্তা, বুদ্ধি করণ মাত্র, বুদ্ধিকে কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে শক্তি বিপর্য্যয় ঘটে। এস্থলেও শক্তি অর্থে সামর্থ্য বা যোগ্যতা।

ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয় গ্রন্থেও আমরা শক্তি শব্দের এক বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনেব বর্ত্ততে ॥"

অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মে একত্বের অবিরোধিনী, পরস্পর পৃথক্ আত্মভূতা শক্তিসমূহ বিরাজমানা। এই সকল শক্তির ভেদা-রোপ নিমিত্ত শক্তিসমূহ হইতে যদিও ব্রহ্ম মূলতঃ পৃথক্ নহেন, তথাপি ব্রহ্মের পৃথক্ত্ব আরোপ হইয়া থাকে।

বাক্যপদীয়কার আরও লিখিয়াছেন,—

"নির্জ্ঞতে শক্তেদ্র্ব্যস্ত তাং তামর্থক্রিয়াং প্রতি।
বিশিষ্ট দ্রব্যসম্বন্ধে সা শক্তি প্রতিবধ্যতে ॥"

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত দ্রব্য-শক্তিবিশিষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে উহার স্বীয় ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে পারে না, অনেক স্থলেই এইরূপ দেখা যায়। রসায়ণ বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে আমরাও এই শক্তিপ্রতিবাধার (Counteraction or Neutrlisation of forces) বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পারি।

প্রাচীন প্রাভাকরগণের নিকট যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শক্তিও একটী পদার্থ যথা। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, পারতন্ত্র্য, শক্তি ও নিয়োগ। মীমাংসকগণও অন্য প্রকার অষ্ট পদার্থ স্বীকার করেন, যথা—

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি ও সাদৃশ্য।

প্রাভাকরগণের মতে ঈশ্বরাস্তিত্বানুমানেরন্যায় শক্তি ও শক্তি-কার্য্য অনুমান সিদ্ধ। তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থের অনুমান পরিশিষ্ট খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"স্যাদেতৎ ঈশ্বরবচ্ছক্তিরপি কার্য্যৈনৈবানুমীয়তে।"

আপত্তি হইতে পারে যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে শক্তি থাকে, সুতরাং শক্তি পদার্থ ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রাভাকরগণ বলেন, অনুমান দ্বারা জানা যাইতে পারে যে শক্তি, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। শক্তি সামান্যাদির ন্যায় নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। ভাষাপরিচ্ছেদের দিনকরী নাম্নী টীকায় লিখিত আছে, "তথাহি ন তাবৎ দ্রব্যাত্মিকা শক্তি, গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ অতএব ন গুণাত্মিকা কর্ম্মাত্মিকা বা ন চ সামান্যান্যতমরূপা উৎপত্তিমত্ত্বে সতি বিনাশিত্বাৎ।" প্রভা-করগণের যুক্তি এই যে যাহা দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহাই সেই কার্য্যসাধিকা শক্তি। কার্য্যসাধন যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্ম্ম বিশেষই শক্তি শব্দবাচ্য। স্থল বিশেষে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা সুনিশ্চিত বস্তুশক্তি অনেক স্থলে যথাযোগ্য কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না। অনলের দাহিকা শক্তি, বিষের প্রভাব, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বত্রই ক্রিয়া প্রকাশে সমর্থ হয় না। যাহার অভাবেই কার্য্যের অভাব হয় তাহাই দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থ ব্যতীতও শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে পরিকীর্ত্তিত। প্রভাকরগণের যুক্তি এই যে—

"তথাহি যাদৃশাদেব করতলানলসংযোগাদ্দাহো জায়তে তাদৃশাদেব সতি প্রতিবন্ধকে ন জায়তে। অতো যদভাবাৎ কার্য্যাভাবস্তদ্বাহুল্যাদাবভ্যুপেয়ং তেন বিনা তদভাবাৎ যত্তদ্ভাবানু-পপত্তে র্ব্যতিরেকমুখেন শক্তিসিদ্ধিঃ।"(তত্ত্বচিন্তা°অনুষ্ঠানপরিশিষ্ট)

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে বলেন, ন্যায়-দর্শনেও শক্তি পদার্থ অস্বীকৃত হয় নাই। কারণত্বকেই ন্যায়দর্শনে শক্তি বলিয়া স্বীকৃত ; যথা—

"অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ? তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢ়ং নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোঽসৌ তর্হি? কারণত্বম্।"

সপ্তপদার্থী সংহিতায় শিবাদিত্য দ্রব্যাদি স্বরূপকেই শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তদ্ যথা—

"শক্তির্দ্রব্যাদিকস্বরূপমেব।" (সপ্তপদার্থী সংহিতা)

আমরা প্রকৃতিকেও শক্তি বলিতে পারি। কেন না যাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, যাহাতে কার্য্যসাধনের যোগ্যতা আছে তাহাই শক্তি। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। প্র উপসর্গ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তি প্রত্যয় করিয়া প্রকৃতি পদ সিদ্ধ হয়। যাহা কিছু উৎপাদন করে বা প্রকৃষ্টরূপে কোন কার্য্য সাধন করে, তাহাই প্রকৃতি। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে প্রকৃতিই সর্ব্ব প্রকার পরিণাম সাধন করে। এই নিমিত্তই ইহা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই প্রকৃতির অপর পর্য্যায় শক্তি। এই প্রকৃতি অজা, শক্তি প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, তমঃ ও অবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত।

পাণিনির মতে উপাদান কারণই প্রকৃতি।

"জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।" (পা ১।৪।২০)

পতঞ্জলি, কৈয়ট, জয়াদিত্য ও নাগেশ প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতিকে উপাদান কারণরূপেই বুঝিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ যে কারণত্বকেই শক্তি বলিয়াছেন, পাণিনির অভিপ্রায় ধরিয়া, প্রকৃতিকেই সেই শক্তির প্রতিনিধি বা পর্য্যায় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বশিষ্ঠদেব বলেন, "নাম রূপ বিনির্ম্মুক্ত জগৎ যাহাতে অব-স্থান করে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ অণু ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে।" শ্রীমদ্ভাগবতে জানা যায় যে প্রকৃতি পুরুষ ও কাল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। পুরুষ ও কাল ব্রহ্মেরই অবস্থা বিশেষ। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। মায়াবাদীরা প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া অভিহিত করেন।

আমরা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখিতে পাই পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তাই শক্তি। তাহা হইলে জানা যাইতেছে, যে পদার্থ মাত্রই শক্তি। শক্তিই দ্রব্য গুণ কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগুলি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিশেষ। আকাশ, দেশ, কাল, দিক্, পরমাণু, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন— ইহারা সকলেই শক্তিবিশেষ।

বৈশেষিকদর্শনে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই যে পাঁচ প্রকার কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; এই পঞ্চ কর্ম্মও শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমরা ঋগ্‌বেদ পাঠে বুঝিতে পারি যে এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের ইচ্ছাপ্রসূত। বেদান্ত পাঠে জানা যায় যে পরমেশ্বর মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। পণ্ডিতবর ওয়ালেশ ইচ্ছা শক্তিকেই জগতের মূলশক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

আমরা বাহ্য জগতে তাপ, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, আলোক, রাসায়নিক আকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তির বিবিধ লীলা দেখিতে পাই। এই সকল শক্তি শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাশক্তিপ্রণোদিত এবং মূলতঃ এক। যদিও আমরা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাপ, তড়িৎ ও আলোক প্রভৃতি একমাত্র শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে—

"অগ্নে যত্তে দিবি বর্চ্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্‌স্বা যজত্র।
যেনান্তরিক্ষ মুর্ব্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ॥"
(ঋক্ ৩।২২।২)

অর্থাৎ হে পরমদেব দ্যুলোকে যে তেজঃশক্তি বিদ্যমান তাহা তোমারই জ্যোতিঃ, পৃথিবীতে দাহ পাকাদি ক্রিয়ানিষ্পাদক রূপে যে যে তেজ দেখিতে পাই, তাহাও তোমারই তেজ, বৃক্ষাদিতে যে তেজ বিদ্যমান, বনস্পতি প্রভৃতিতে যে সামান্য তেজ আছে,জলে যে উর্ব্ব তেজ আছে, তাহাও তোমারই তেজ। তুমিই বায়ুরূপে সমগ্র আকাশে তেজঃস্বরূপে বর্ত্তমান আছ।

একই পরমতত্ত্বের শক্তি কোথাও অগ্নিরূপে, কোথাও তড়িৎ রূপে, কোথাও আদিত্যরূপে, আর সর্ব্বত্রই বায়ুরূপে প্রতিষ্ঠিত। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইহারা ত্রিলোকে বর্ত্তমান। ইহারা কখনও চেতন রূপ ধারণ করেন, কখনও অচেতন রূপে অবস্থান করেন। নিরুক্তকার লিখিয়াছেন—

"ইতরেতরয়ো জন্মানো ভবন্তীতরেতরয়ো প্রকৃতয়ঃ"।

ঋগ্‌বেদে অগ্নির প্রার্থনায় বর্ণিত হইয়াছে—

"অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনুরুধ্যসে। গর্ভে সজ্জায়সে পুনঃ।"
(ঋক্ ৮।৪৩।৯)

অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমিই জলে প্রবেশ কর, তুমিই ওষধি সমূহের সৃষ্টি করিয়া উহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার ইহাদের অপত্য রূপে উপজাত হও।

অথর্ব্ববেদে কথিত হইয়াছে—

"দিবং পৃথিবীমন্তরীক্ষং যে বিদ্যুতমনু সঞ্চরন্তি। যে দিক্ষ্বন্তর্যে বাতে অন্তস্তেভ্যোহগ্নিভ্যোহুতমস্ত্বেতৎ।" (অথর্ব্ববেদ ৩।২১।৭)

অর্থাৎ দ্যুলোকে ভূলোকে এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ লোকে যিনি প্রবেশপূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি তড়িতের আকারে প্রকাশিত হন, যিনি জ্যোতিশ্চক্রে সঞ্চরণ করেন, যিনি ত্রিলোকব্যাপী দিক্ সকল ব্যাপিয়া আছেন, যিনি সর্ব্ব জগতের আধার, যিনি সূত্রাত্মরূপে বায়ুতে বিদ্যমান, আমরা বিশ্ব জগতের অনুগ্রাহক সেই অগ্নির হোম করি।

শ্রুতির এই সকল প্রমাণ পাঠে আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি, জগতের আদিসভ্য আর্য্যজাতি জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্‌বেদে শক্তির একত্ব (Unity of forces) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা বেদের এই সকল প্রমাণ পাঠে আরও বুঝিতে পারি, ঋষিগণ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। যে শক্তি এই বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চের দৃশ্যাদৃশ্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থে বিদ্যমান, সেই শক্তিই আমাদের আত্মার অন্তস্তল প্রদেশে থাকিয়া আমাদের সকল প্রকার কার্য্যের নিয়মন করিতেছেন, আবার এই শক্তিই কখন তাপ, কখন তড়িৎ, কখন আলোক কখন বা অগ্নি, কখন বায়ু, কখন জল, কখন কখন শূন্য প্রভৃতির তেজের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। শক্তির একত্ব (Unity of forces) এবং শক্তির পৃথক্ প্রকটন (Transformation of forces) আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। অতি প্রাচীন ঋগ্‌বেদের সময়েও হিন্দু হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

আমরা দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী পাঠ করিয়াও শক্তির অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারি। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাকে বিশ্বশক্তি (Cosmo-physical Energy) বলেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসী দার্শনিকগণ যাঁহাকে বিশ্বপ্রাণশক্তি (Cosmo-psychical Energy) নামে অভিহিত করেন, এবং সুপণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার যাঁহাকে এই বিশাল বিশ্বপ্রসবিনী অজ্ঞেয় মহাশক্তি (Inscrutable Power) নামে অভিহিত করেন, মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে সেই চিন্ময়ী জগন্ময়ী অজ্ঞেয় মহাশক্তির অতি সুন্দর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। শক্তির এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্যত্র সুদুর্ল্লভ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে 'পাওয়ার' (Power), 'ফোর্স' (Force) এবং 'এনার্জী' (Energy) এই তিনটী শব্দই শক্তি শব্দের প্রতিনিধি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্যানো (Ganot) বলেন, যদ্দ্বারা স্থিতিশীল পদার্থ গতিবিশিষ্ট হয় এবং গতিশীল পদার্থের গতি সংরুদ্ধ হয়, বা যদ্দ্বারা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাই "ফোর্স" বা শক্তি। যে শক্তি দ্বারা গতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম এক্‌সিলারেটিং ফোর্স (Accelerating Force), যে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক, তাহার নাম Retarding Force.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এস্ এল্ নন্দী এম্ এ, মহোদয়ের শক্তি সম্বন্ধে সংজ্ঞাটীও গ্যানোর সংজ্ঞার অনুরূপ।*

প্রফেসর হলম্যানের (Halman) মতে গতিশক্তি (Energy of motion), ক্রিয়মাণ শক্তি (Kinetic Energy), মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (Energy of Gravitation), তাপ (Heat), স্থিতিস্থাপকতা শক্তি (Energy of Elasticity), যোগাকর্ষণ বা সংঘাতশক্তি (Cohersion Energy), তাড়িত শক্তি (Electrical Energy) এই সর্ব্ববিধ শক্তিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হলম্যানের 'ফোর্স' ও 'এনার্জী'র সংজ্ঞা পূর্ব্বপ্রদর্শিত শক্তিসংজ্ঞারই অনুরূপ। †

প্রফেসর গ্রাণ্ট এলেন (Grant Allen) শক্তি বুঝাইতে কেবল "পাউয়ার" (Power) শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই পাউয়ার দ্বিবিধ—ফোর্স ও এনার্জী। ইনি ফোর্স ও এনার্জীর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই "পাউয়ারের" আরও প্রকার ভেদ আছে। যথা—Aggregative Power বা যোগাকর্ষণশক্তি, Separative Power বা বিপ্রকর্ষণশক্তি, Molar Power বা সংস্থানিক শক্তি, Molecular Power বা আণবিক শক্তি, Atomic বা পারমাণবিক শক্তি, Electric বা তাড়িত শক্তি, Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণশক্তি, Chemical affinity বা রাসায়নিক শক্তি। ‡

অপর পক্ষে পণ্ডিতপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার Forceকেই শক্তি শব্দের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। হার্ব্বার্ট-স্পেন্সার অজ্ঞেয়তাবাদী। তাঁহার মতে শক্তিতত্ত্বও অজ্ঞেয়। শক্তি পরিমাপের কোন উপায় নাই। তিনি বলেন, Force, as we know it, can be regarded only as certain conditioned effect of the unconditioned cause. অর্থাৎ শক্তির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, তবে এই মাত্র আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, ইহা কোন অপরিচ্ছিন্ন কারণের একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যফল মাত্র। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের শক্তিতত্ত্বও সূক্ষ্ম দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার পরিচায়ক। স্পেন্সার শক্তির নিত্যতা (Persistence of Force) স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আদ্যা শক্তি নিত্যা ও সর্ব্বব্যাপিনী। এই শক্তি অনাদি ও অনন্ত,—যথা "By persistence of force we really mean the persistence of some cause which transcends over knowledge and conception. In asserting it, we assert an unconditioned reality without beginning or end."

যে আদ্য কারণ আমাদের জ্ঞান ও ধারণার অতীত, শক্তির সাতত্য স্বীকার করিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষেই সেই দুর্জ্ঞেয় কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। সেই আদ্য কারণই আদ্যন্তরহিত এক অপরিচ্ছিন্ন সত্তাবিশেষ।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই শক্তিকেই Mysterious ও Inscrutable Force নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই মহাশক্তিই এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিত্রী। আমাদের মার্কণ্ডেয়োক্ত চণ্ডী দেবীমাহাত্ম্যে ঐ একই তত্ত্ব "সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে" বাক্যে সূচিত আছে। এই শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধি দিশেহারা হইয়া পড়ে—জ্ঞান অনন্তে ডুবিয়া যায়।

চুম্বক-শক্তি বা Magnetic force সম্বন্ধে শক্তিবিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ Kinetic এবং Potential Energy সম্বন্ধেও যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এই দ্বিবিধ "এনার্জীর" যথেষ্ট প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। Dynamics নামক শক্তিবিজ্ঞানে এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। বাহ্য বেগাদি প্রাপ্ত শক্তিই সাধারণতঃ Kinetic Energy নামে অভিহিত। আর দ্রব্যাদির অভ্যন্তরে যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহাই Potential Energy। অধঃপতনশীল দ্রব্য, চলনাত্মক গোলা, কাইনেটিক এনার্জীর উদাহরণ। আবার অপরপক্ষে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের অভ্যন্তরে যে ধর্ম্ম অবস্থান পূর্ব্বক স্থিতিস্থাপকত্ব শক্তি প্রকাশ করে, তাহাকে Potential Energyর উদাহরণ বলা যায়। যেমন—একখানি বেত্রকে আনমিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা আবার আপন অন্তর্নিহিত

* Force is anything which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body.

† Force is that action of Energy by which it produces tendency to change in state of motion of bodies. Energy is power to change the state of motion of a body.

‡ এলেন সাহেবের এক খানি গ্রন্থ আছে, উহার নাম "Force and energy" উহাতে লিখিত আছে, A Power is that which initiates or terminates, accelerates or retards motion in one or more particles of ponderable matter or of the ethereal medium.

Allen সাহেব "ফোর্স" ও "এনার্জীর" যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য। তদ্যথা—A Force is a power which initiates or accelerates aggregative motion, while it resists or retards separative motion in two or more particles of ponderable matter.

An Energy is a Power which resists or retards aggregative motion while it initiates or accelerates separative motion in two or more particles of ponderable or of the Ethereal medium.

শক্তিবলে আপনি পূর্ব্ববৎ সরলভাব ধারণ করে। এই দুইটী শব্দ ক্রিয়মাণ বা উদিত Kinetic বা শান্ত Potential নামে অভিহিত হইতে পারে।

আমরা পাতঞ্জল-দর্শনেও এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাই। বৈশেষিক-দর্শনেও সংস্কার, বেগ, নোদন ইত্যাদির আলোচনা আছে। এই সকল বিষয়ও প্রাচীন হিন্দুগণের শক্তি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ভারতীয় শাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শক্তি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের সূত্র বেদে, উপনিষদে, দর্শন-শাস্ত্রে, ধর্ম্মবিজ্ঞানে ও পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করিয়া যে সূক্ষ্ম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত ক্রমশঃই ভারতীয় ঋষিগণের সিদ্ধান্তের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহাঁরা এক্ষণে বলিতেছেন, Matter is Force and conversely Force is Matter অর্থাৎ জড়ই শক্তি এবং শক্তিই জড়। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রকার বলেন "সর্ব্বং শক্তিময়ং জগৎ"। শ্রীচণ্ডীতে লিখিত আছে, নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ"। দার্শনিকগণ বহু পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন, শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ। আধুনিক বিজ্ঞান জড় পদার্থের চরম ক্ষুদ্রতন অংশকে "ইলেকট্রন" নামে অভিহিত করিয়াছেন, উহাও শক্তিরই অবস্থা বিশেষ।

শক্তিক (পুং) ১ শক্তিশব্দার্থ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

শক্তিকর (ত্রি) শক্তিপ্রদ। বলকর।

শক্তিকুমার (পুং) ১ একজন কবি। ২ এক শ্রেষ্ঠিপুত্র। (দশকুমারচ°)

শক্তিগ্রহ (পুং) শক্তিং গৃহ্লাতীতি শক্তি-গ্রহ (শক্তিলাঙ্গুলাঙ্কুশেতি। পা ৩। ২। ৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অচ্। ১ শিব। ২ কার্ত্তিকেয়। শক্তেঃ গ্রহঃ গ্রহণং। শব্দশক্তিজ্ঞান, শব্দের অর্থ-বোধক বৃত্তির জ্ঞান, "অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছা-শক্তিরিতি তার্কিকাঃ। তজ্‌জ্ঞানন্তু ব্যাকরণাদিভ্যঃ। অতএব
"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃতের্ব্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ ॥" (প্রাঞ্চ)

এই শব্দ হইতে এই অর্থবোধ হইবে, এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার নাম শক্তি; একটী শব্দ উচ্চারিত হইলেই তৎসঙ্গে তাহার একটী অর্থের প্রতীতি হইবে, এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই শক্তি নামে অভিহিত। শব্দের এই শক্তি ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য ও ব্যবহার হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কিরূপ নিয়মে শক্তিগ্রহ হয়, শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় তাহা বিশেষরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। [শব্দশক্তি দেখ]

শক্তিগ্রাহক (পুং) শক্তিং গৃহ্লাতি গ্রাহয়তি চ শক্তি-গ্রহ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শক্তিগ্রহীতা। ২ শব্দের শক্তিবোধক হেতু, শব্দশক্তি-জ্ঞান, শক্তিগ্রহ।

"সঙ্কেতস্য গ্রহঃ পূর্ব্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ।
পশ্চাদেবোপমানাদৌ শক্তিধীপূর্ব্বকৈরসৌ ॥"(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

প্রথমে বৃদ্ধের ব্যবহারানুসারে সঙ্কেতের গ্রহণ, তৎপরে উপ-মানাদি দ্বারা শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। [শব্দশক্তি দেখ]

শক্তিজাগর (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিজ্ঞ (ত্রি) শক্তিং জানাতীতি জ্ঞা-ক। শক্তিজ্ঞাতা, যিনি শক্তি অবগত আছেন।

শক্তিতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ, শক্তিবিষয়ক তন্ত্র।

শক্তিতস্ (অব্য°) শক্তি-তসিল্। শক্তি অনুসারে, যথাশক্তি।

শক্তিতা (স্ত্রী) শক্তে র্ভাবঃ তল্-টাপ্। শক্তিত্ব, শক্তির ভাব বা ধর্ম্ম।
"প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তি বুদ্ধে বিজ্ঞানশক্তিতা।"(ভাগব° ৩২৬।৩১

শক্তিদাস, মায়াবীজকল্পপ্রণেতা।

শক্তিদেব (পুং) একজন শাক্তমন্ত্ররচয়িতা।

শক্তিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, শক্তের্ধরঃ। ১ কার্ত্তিকেয়।
"বলেন বপুষা চৈব বাল্যেন চরিতেন চ।
স্যাত্তে শক্তিধরস্তুল্যো ন তু কশ্চন মানুষঃ ॥"(হরিবংশ ৭৩।৯)
(ত্রি) ২ শক্তিধারক। একজন তান্ত্রিক আচার্য্য। (শক্তিরত্না°)

শক্তিধ্বজ (পুং) কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ।

শক্তিন্ (পুং) বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। [শক্তি দেখ।]

শক্তিনাথ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শক্তিন্যাস (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিপর্ণ (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছেতেন গাছ। (জটাধর)

শক্তিপাণি (পুং) শক্তিরস্ত্রবিশেষঃ পাণৌ যস্য। কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ। (হলায়ুধ)

শক্তিপূজক (পুং) শক্তেঃ পূজকঃ। যাঁহারা শক্তির পূজা করেন, শক্ত্যুপাসক। যাঁহারা কালী, তারা প্রভৃতি শক্তি দেবতার উপাসনা করেন।

শক্তিপূজা (স্ত্রী) শক্তেঃ পূজা। ১ শক্তি দেবতার পূজা। ২ তন্ত্রভেদ।

শক্তিপূর্ব্ব (পুং) পরাশর, শক্তিপুত্র।

শক্তিবোধ (পুং) শক্তের্বোধঃ। ১ শক্তিজ্ঞান, শব্দের অর্থ-জ্ঞান। ২ তন্ত্রভেদ।

শক্তিভদ্র, চূড়ামণি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

শক্তিভৃৎ (পুং) শক্তিং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ কার্ত্তিকেয়। (হেম) (ত্রি) ২ শক্তি নামক অস্ত্রধারী।

শক্তিভৈরব (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিমত্ত্ব (ক্লী) শক্তিমতো ভাবঃ শক্তিমৎ ভাবে ত্ব। শক্তিমানের ভাব বা ধর্ম্ম, শক্তি।

শক্তিমৎ (ত্রি) শক্তি বিদ্যতেঽস্য শক্তি-মতুপ্। শক্তিবিশিষ্ট, শক্তিযুক্ত। সাংখ্যদর্শন মতে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ কল্পিত হইয়াছে।

শক্তিমন্ত্র (ক্লী) শক্তিদেবতার মন্ত্র। শক্তিউপাসকগণ যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শক্তিময় (ত্রি) শক্তিস্বরূপার্থে ময়ট্। শক্তি স্বরূপ।

শক্তিযশস্ (স্ত্রী) বিদ্যাধরীভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।১১)

শক্তিযামল (ক্লী) যামলতন্ত্রভেদ, ইহাতে শক্তিমাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শক্তিরক্ষিত (পুং) কিরাতরাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৯।১৯)

শক্তিরত্নাকর, তন্ত্রভেদ।

শক্তিবন, বনতীর্থভেদ। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই বনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

শক্তিবল্লভ, রসকৌমুদীরচয়িতা।

শক্তিবর (পুং) একজন যোদ্ধৃপুরুষ।

শক্তিবাদিন্ (ত্রি) শক্তি উপাসনায় আস্থাবান্।

শক্তিবীর (পুং) শাক্ত। শক্তিপূজক ব্যক্তি।

শক্তিবেগ (পুং) বিদ্যাধরভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৪।১১)

শক্তিবৈকল্য (ক্লী) শক্তির বিকলতা। অসমর্থতা। বলহীনতা।

শক্তিষ্ঠ (ত্রি) শক্তিশীল, বলিষ্ঠ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

শক্তিসঙ্গমামৃত (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিসাধন (ক্লী) শক্তিপূজাকালে স্ত্রীসহশাক্তগণের উপাসনা-প্রক্রিয়াবিশেষ।

শক্তিসিংহ (পুং) রাজভেদ। মদনরত্নপ্রণেতা মদনসিংহের পিতা।

শক্তিসেন (পুং) কাশ্মীরস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তি। (রাজতর° ৬।২১৬)

শক্তিস্বামিন্, কর্কোটবংশোদ্ভব রাজা মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী। ইহার পিতার নাম মিত্র। (রাজতর°)

শক্তিহর (ত্রি) বলনাশকারী। বলহারক।

শক্তিহস্ত (ত্রি) স্কন্দভেদ।

শক্তিহেতিক (ত্রি) শক্তির্হেতি প্রহরণাস্ত্রং যস্য। শক্তিঅস্ত্রধারী যোদ্ধা, যিনি শক্তি অস্ত্র ধারণ করেন, পর্য্যায় শাক্তিক, লক্ষ্যায়ুধ-ধর। (শব্দরত্না°)

শক্তীবৎ (ত্রি) শক্তিযুক্ত।

শক্তু (পুং ক্লী) শক-বাহুলকাৎ তুন্। ভর্জ্জিত যবাদিচূর্ণ। যব প্রভৃতি ভাজিয়া পরে তাহা চূর্ণ করিলে শক্তু প্রস্তুত হয়। চলিত কথায় ইহাকে ছাতু বলে।

"ধান্যানি ভ্রাষ্ট্রভৃষ্টানি যন্ত্রপিষ্টানি শক্তবঃ।" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ভর্জ্জনপাত্রে অর্থাৎ ভাজিবার খোলায় ধান্য ভাজিয়া তাহা তুষহীন করিয়া লইবে, পরে উহা যন্ত্রে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিলে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে শক্তু বা ছাতু কহে। এই ছাতু, ধান, যব ও ছোলা প্রভৃতির হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ ভিন্ন।

যবশক্তুর গুণ—শীতবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু,সারক, কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ এবং লেখন গুণযুক্ত হইয়া থাকে। এই ছাতু তরল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বলদায়ক, শুক্র-বর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুর রস ও উত্তরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগবিনাশক হইয়া থাকে। ইহা রৌদ্র, দাহ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামপরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চণকযবশক্তু—ছোলা ও যব তুল্যাংশে লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ছাতু প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে চণকযবশক্তু কহে। এই ছাতু গ্রীষ্মকালে ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শালিশক্তু—শালিধান্য ভাজিয়া উক্ত প্রকারে ছাতু প্রস্তুত করিলে তাহাকে শালিশক্তু কহে। এই ছাতু—অগ্নিকারক, লঘু, শীতবীর্য্য, মধুর রস, গ্রাহী, রুচিকারক, হিতজনক, বল-প্রদায়ক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বৈদ্যকশাস্ত্রে ছাতু-ভোজন সময়-বিশেষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আহারের পরে ছাতু ভোজন নিষিদ্ধ। ছাতু দন্তে চিবাইয়া বা রাত্রিকালে ভোজন করিতে নাই। কখন অধিক পরিমাণে ছাতু খাইবে না, জলসংযোগ ব্যতীত ছাতু ভক্ষণ করিবে না। ছাতু খাইবার সময় পানীয় দ্রব্য পৃথক্ ভাবে পান বা দুইবার খাইবে না। ভক্ষণকালে পুনর্দ্দত্ত ছাতু ভোজনও নিষিদ্ধ। দ্রব্যা-ন্তরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাতু সেবন করিতে থাকিলে তদুপরি অপর ছাতু প্রদান করিলে তাহাকে পুনর্দ্দত্ত ছাতু কহে। মাংসাদি আমিষ দ্রব্য বা দুগ্ধের সহিত শক্তুভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। গরম ছাতুও ভোজন করিবে না।

"ন ভুক্ত্বা ন রদৈশ্ছিত্ত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্।
ন জলান্তরিতান্ ন দ্বিঃ শক্তূনদ্যাৎ কেবলান্॥
পৃথক্পানং পুনর্দ্দানং সামিষং পয়সা নিশি।
দন্তচ্ছেদনমুষ্ণঞ্চ সপ্ত শক্তুষু বর্জ্জয়েৎ॥" (ভাবপ্রকা°)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, জন্মতিথি দিবসে জন্মতিথির

পূজাদি করিয়া শক্তু ভোজন করিবে। ঐ দিনে শক্তু ভোজন করিলে রিপু বিনষ্ট এবং নিরামিষ ভোজনে জন্মান্তরে পাণ্ডিত্য লাভ হয়।

"শক্তূন্ খাদতি যস্ত তস্য রিপবো নাশঃ প্রয়ান্তি ধ্রুবং।
ভুঙ্‌ক্তে যস্তু নিরামিষং সহি ভবেজ্জন্মান্তরে পণ্ডিতঃ॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত জ্যোতিষ বচন)

মেষ-সংক্রান্তিতে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে জলপূর্ণ-ঘটের সহিত ব্রাহ্মণকে শক্তু দান করিবার বিধি আছে, যিনি ঐ দিনে ইহা দান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

"মেষাদৌ শক্তবো দেয়া বারিপূর্ণা চ গর্গরী।
যো দদাতি হি মেষাদৌ শক্তূনম্বুঘটান্বিতান্।
পিতৄনুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।" (তিথিতত্ত্ব)

কৃত্যতত্ত্বে শক্তুদানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে। মেষসংক্রান্তিতে স্নানাদি করিয়া জলপূর্ণ ঘট এবং তদুপরি একটি পাত্রে ছাতু রাখিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পূর্ব্বমুখে গন্ধপুষ্প দ্বারা 'ওঁ জলঘটান্বিতশক্তুভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দানবাক্য করিবে। বাক্য যথা—

"ওমদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বপাপবিমুক্তিকামঃ এতান্ জলঘটান্বিতশক্তূন্ বিষ্ণুদেবতাকান্ অমুকগোত্রায় অমুকদেব-শর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি" এই বাক্যে দান করিবে। দানের পর দক্ষিণা দিতে হয়।

চাতুর্মাস্য ব্রতে প্রাতঃস্নানের পর ঘৃতশক্তু দক্ষিণা দিবার বিধি আছে।

"চাতুর্ম্মাস্যব্রতে প্রাতঃস্নানস্য ঘৃতশক্তবো দক্ষিণা।
যথা,—নারদীয়ং
"নিত্যস্নানে হবির্দ্দত্তান্নিঃস্নেহে ঘৃতশক্তবঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)

শক্তুক (পুং) বিষভেদ।

"যদ্‌গ্রন্থিঃ শক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স শক্তুকঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

শক্তুফলা (স্ত্রী) শমীবৃক্ষ। (অমর°)

শক্তুফলী (স্ত্রী) শমীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শক্ত্যর্দ্ধ (পুং) শক্তেরর্দ্ধঃ। শক্তির অর্দ্ধ পরিমাণ। শ্রম দ্বারা যখন কুক্ষি, ললাট ও গ্রীবাদেশে ঘর্ম্ম উৎপন্ন ও দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে থাকে, তখন শক্তির অর্দ্ধেক প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

"কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধং তং বিজানীয়াদায়তোচ্ছ্বাসমেব চ॥" (রাজবল্লভ)

শক্তি (পুং) বশিষ্ঠমুনির জ্যেষ্ঠপুত্র। একদা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ায় গমন করেন, তথায় তিনি মৃগয়া শেষ করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়া বনমধ্যে গমন করিতে করিতে এক ব্যক্তির গমনোপযোগী একটী অতি সঙ্কীর্ণ পথে উপস্থিত হন এবং তথায় সমাগত শক্তিকে দেখিতে পান। রাজা শক্তিকে পথ হইতে অপসৃত হইতে বলেন। তাহাতে শক্তি উত্তর করেন,"ইহা আমার পথ এবং রাজগণ ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, সুতরাং পথ হইতে আমি অপসৃত হইব না।" শক্তি এইরূপ বলিলে উভয়ের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অনন্তর নৃপতি মোহবশতঃ তাঁহাকে কশাঘাত করেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপালকে শাপ প্রদান করেন যে, আমি তপস্বী, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে এই কারণে অদ্যাবধি রাক্ষস হইয়া থাকিবে। রাজা মুনির শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন এবং ঘটনাক্রমে প্রথমে এই শক্তিকেই ভক্ষণ করেন। (ভারত ১।১৭৭ অ°)

শক্র (ত্রি) প্রিয়ংবদ, প্রিয়বাদী। (অমরটীকা ভরত)

শক্রু (ত্রি) প্রিয়ংবদ। (অমর)

শক্মন্ (পুং) শক (অশি শকিভ্যাং ছন্দসি। উণ্ ৪।১৪৬) ইতি মনিন্। ১ শক্তি। ২ ইন্দ্র। (উজ্জ্বল) (ক্লী) শক্যতে-হনেনাভিমতং প্রাপ্তুং শক্নোতীষ্টং সাধয়িতুং বা। ৩ কর্ম্ম।

"দুহন্তি শক্মনা পয়ঃ" (ঋক্ ৯।৩৪।৩) 'শক্মনা কর্ম্মণা' (সায়ণ)

শক্য (ত্রি) শক (শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯) ইতি যৎ। সমর্থনীয়, সম্ভব, যাহা করিতে পারা যায়।

"শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবিতা বিনেতুং
গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোধ্নীঃ॥" (রঘু ২।৪৯)

২ শক্ত্যাশ্রয়, শক্তির আশ্রয়। ৩ শক্তিযুক্ত। ৪ শক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা তিনটী শব্দের বৃত্তি, যে স্থলে শব্দের অর্থবোধ হয়, তাহাকে শক্য কহে।

"শক্যোঽর্থোঽভিধয়া জ্ঞেয়ঃ লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া জ্ঞেয়স্তিস্রঃ শব্দস্য বৃত্তয়ঃ॥" (সাহিত্যদ°)

শব্দের শক্তি দ্বারা অর্থবোধক পদ শক্য, শক্তিবাদে লিখিত আছে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার নাম সঙ্কেত, এই সঙ্কেতই শক্তি, ইচ্ছা দ্বারা অর্থবোধক যে পদ, তাহাকে বাচক বা শক্য কহে।

"ঈশ্বরসঙ্কেতঃ শক্তিস্তয়া অর্থবোধকং পদং বাচকং" (শক্তিবাদ)

[শব্দশক্তি দেখ]

শক্যতাবচ্ছেদক (ত্রি) শক্যতায়া অবচ্ছেদকং। শক্যাংশে ভাসমান ধর্ম্ম। শক্য পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের শব্দসঙ্কেতবিষয়তা বোধগম্য হয়, সেই ধর্ম্ম।

শক্র (পুং) শক্নোতি দৈত্যান্ নাশয়িতুং শক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ১ ইন্দ্র। (অমর) ২ কুটজ বৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, এই জন্য শক্র শব্দে এই নক্ষত্র বুঝায়। [ইন্দ্র দেখ]

(ত্রি) ৫ সমর্থ।

"বিশ্বানি শক্রো নর্য্যাণি বিদ্বান্" (ঋক্ ৪।১৬।৬)

'শক্রঃ সমর্থঃ' (সায়ণ)

শক্রকার্ম্মুক (ক্লী) শক্রস্য ইন্দ্রস্য কার্ম্মুকং। ইন্দ্রধনুঃ।

শক্রকুমারিকা (স্ত্রী) শক্রস্য কুমারিকা। শক্রকুমারী, শক্র-ধ্বজযষ্টিবিশেষ। [শক্রমাতৃকা দেখ।]

শক্রকেতু (পুং) শক্রস্য কেতুঃ। ইন্দ্রধ্বজ।

"স তূর্ণং পাতিতস্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ।" (রামায়ণ ৭।২৩।৩)

শক্রক্রীড়াচল (পুং) শক্রস্য ক্রীড়াচলঃ ক্রীড়াপর্ব্বতঃ। সুমেরু পর্ব্বত। ইন্দ্র এই পর্ব্বতে ক্রীড়া করেন, এই জন্য ইহাকে শক্রক্রীড়াচল কহে। (হলায়ুধ)

শক্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীট। (জটাধর)

শক্রচাপ (ক্লী) ইন্দ্রধনু, রামধনু।

শক্রজ (পুং) শক্রাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ কাক। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ ইন্দ্রজাত মাত্র।

শক্রজাত (পুং) শক্রাজ্জাতঃ। ১ কাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্র-জাত মাত্র।

শক্রজানু (পুং) বানরভেদ। (রামায়ণ ৬।৭৫।৬১)

শক্রজাল (ক্লী) ইন্দ্রজাল।

শক্রজিৎ (ত্রি) শক্রং জিতবান্ জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। ১ ইন্দ্রবিজয়ী রাবণপুত্র মেঘনাদ। (ত্রি) ২ ইন্দ্রজেতা মাত্র।

শক্রজাল (ক্লী) ইন্দ্রজাল।

শক্রতরু (পুং) বিজয়া, সিদ্ধিবৃক্ষ ; ভাঙ্গের গাছ।

শক্রত্ব (ক্লী) শক্রস্য ভাবঃ ত্ব। ইন্দ্রত্ব, শক্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

শক্রদিশ্ (স্ত্রী) শক্রস্য দিক্। পূর্ব্ব দিক্, ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের অধি-পাত, এই জন্য ঐ দিক্‌কে শক্রদিক্ কহে।

শক্রদেব (পুং) ১ ইন্দ্রদেব। ২ কলিঙ্গরাজভেদ। (ভারত ভীষ্মপ°) ৩ শৃগালের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ একজন কবি।

শক্রদেবতা (স্ত্রী) ইন্দ্রদেবতা।

শক্রদৈবত (ক্লী) নক্ষত্রভেদ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। (বৃহৎস° ৭।১২)

শক্রদ্রুম (পুং) শক্রস্য দ্রুমঃ। দেবদারু বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

শক্রধনুস্ (ক্লী) শক্রস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, চলিত ভাষায় ইহাকে রামধনুঃ কহে।

"ইন্দ্রায়ুধং শক্রধনুঃ কৌশিকায়ুধমিত্যপি।

ঐরাবতং রোহিতং স্যাদবক্রং যদি তদ্ধনুঃ॥" (শব্দরত্না°)

আকাশে এই ধনুঃ দেখা গেলে শুভাশুভ কিরূপ ফল হইয়া থাকে, বৃহৎসংহিতায় তদ্বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভ্রে।

বিয়তি ধনুঃসংস্থানাঃ যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ॥" ইত্যাদি।

সূর্য্যের নানা প্রকার বর্ণযুক্ত কিরণ বায়ুদ্বারা বিঘটিত হইয়া মেঘযুক্ত আকাশে যে ধনুর আকার পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে শক্র-ধনুঃ কহে। কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন, অনন্ত নামক কুলনাগের নিশ্বাসে এই ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। আকাশে যখন ইন্দ্রধনু দেখা যায়, রাজগণ তখন যদি তাহার অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের যুদ্ধে পরাজয় হয়। এই ধনুঃ অচ্ছিন্ন, অনতিগাঢ়, জ্যোতিঃবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, বিবিধ বর্ণযুক্ত, দুইবার উদিত বা অনুলোম হইলে প্রশস্ত হয়। ঈশান, অগ্নি, নৈঋ্ঋত ও বায়ু এই চারিটী কোণে যদি ইন্দ্রধনুঃ উদিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানের রাজার বিনাশ হয়। মেঘশূন্য আকাশে যদি ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অতিশয় মহামারী উপস্থিত হয়। ইন্দ্রধনু জলমধ্যে দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি, পৃথিবীতে হইলে শস্যহানি, বৃক্ষে হইলে ব্যাধি, বল্মীকে হইলে শস্ত্রভয় এবং রাত্রিতে হইলে সচিব বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টির সময় এই ধনু যদি পূর্ব্বদিকে দেখা যায়, তাহা হইলে অতিশয় জলবর্ষণ এবং বৃষ্টি হইলে জল-নিবারণ হয়। পশ্চিমদিকে এই ধনু উঠিলে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হয়। রাত্রিকালে যদি পূর্ব্বদিকে এই ধনু দেখা যায়, তাহা হইলে রাজার অমঙ্গল এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে হইলে যথাক্রমে সেনাপতি, নায়ক ও মন্ত্রীর অমঙ্গল হয়। রাত্রিকালে এই ধনুঃ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৩৫ অ°)

শক্রধ্বজ (পুং) শক্রস্য ধ্বজঃ। ইন্দ্রধ্বজ। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পূজনীয় ইন্দ্রদৈবত ধ্বজাকার পদার্থ। একটী ধ্বজাকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে পূজাদি করিয়া অতিশয় সমারোহের সহিত উৎসব করিতে হয়। (দেবীপু° ২১ অ°) [ইন্দ্রধ্বজ দেখ।]

শক্রনন্দন (পুং) শক্রস্য নন্দনঃ। ১ অর্জ্জুন। (জটাধর) ২ ইন্দ্রপুত্র মাত্র। শক্রং নন্দয়তীতি নন্দি-ল্যু। (ত্রি) ৩ ইন্দ্রানন্দকারক।

শক্রপর্য্যায় (পুং) শক্রস্য পর্য্যায়ো নাম যস্য। ১ কুটজবৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ ইন্দ্রবাচক।

শক্রপাদপ (পুং) শক্রস্য পাদপঃ। ১ দেবদারু বৃক্ষ। (অমর) ২ কুটজবৃক্ষ। (রাজনি°)

শক্রপুর (ক্লী) শক্রস্য পুরং। ইন্দ্রপুর, অমরাবতী।

শক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) শক্রপুষ্পী স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্, অত ইত্বং। অগ্নিশিখ বৃক্ষ। (রত্নমালা)

শক্রপুষ্পী (স্ত্রী) অগ্নিশিখা বৃক্ষ। (অমর)

শক্রপ্রস্থ (ক্লী) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ভাগবত ১০। ৭১। ২২)

শক্রবাণাসন (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ। (রামায়ণ ৪।৩১।১১)

শক্রবীজ (ক্লী) ইন্দ্রযব। (রাজনি°)

শক্রভবন (ক্লী) শক্রস্য ভবনং। স্বর্গ। (ত্রিকা°)

শক্রভিদ্ (পুং) শক্রং ভিনত্তীতি ভিদ-ক্বিপ্। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। (শব্দরত্না°)

শক্রভূভবা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শক্রভূরুহ (পুং) বৃক্ষভেদ (Wrightia antidysenterica)

শক্রমাতৃ (স্ত্রী) শক্রস্য মাতেব। ১ ভার্গী। (রাজনি°) ২ ইন্দ্রজননী, ইন্দ্রের মাতা।

শক্রমাতৃকা (স্ত্রী) শক্রস্য মাতৃকেব। শক্রধ্বজাঙ্গ যষ্টিবিশেষ।

"কুমার্য্যঃ পঞ্চ কর্ত্তব্যা ঃশক্রস্য নৃপসত্তম।
শালময্যস্তু তাং সর্ব্বাস্থপরাঃ শক্রমাতৃকাঃ॥
কেতোঃ পাদপ্রমাণেন কার্য্যাঃ শক্রকুমারিকাঃ।
মাতৃকার্দ্ধপ্রমাণা তু যন্ত্রং হস্তদ্বয়ং তথা॥
এবং কৃত্বা কুমারীশ্চ মাতৃকাং কেতুমেব চ।
একাদশ্যাং সিতে পক্ষে যষ্টীনামধিবাসনম্॥" (কালিকাপু°)

শক্রোত্থানে শালকাষ্ঠনির্ম্মিত ৫টী কুমারী এবং ইন্দ্রমাতাও করিবে। ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের ৫টী কন্যা করিবে। [শক্রোত্থান দেখ] ২ শক্রজনিত্রী। (কালিকাপু°)

শক্রমূর্দ্ধন্ (পুং) শক্রস্যেব মূর্দ্ধা যস্য। বল্মীক। (ত্রিকা°)

শক্রযব (ক্লী) শক্রবীজ, ইন্দ্রযব। (রাজনি°)

শক্রলোক (পুং) শক্রস্য লোকঃ। ইন্দ্রলোক, স্বর্গ।

শক্রবল্লী (স্ত্রী) শক্রপ্রিয়া বল্লী। ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°)

শক্রবাপিন্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শক্রবাহন (পুং) শক্রং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-ল্যু। মেঘ। (শব্দচ°)

শক্রবৃক্ষ (পুং) কুটজবৃক্ষ। [শক্রভূরুহ দেখ।]

শক্রশরাসন (ক্লী) শক্রস্য শরাসনং। ইন্দ্রধনুঃ। (হলায়ুধ)

শক্রশাখিন্ (পুং) শক্র নামকঃ শাখী। কুটজ বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

শক্রশালা (স্ত্রী) প্রতিশ্রয়। (ভূরিপ্র°) কোন কোন পুস্তকে 'সত্রশালা' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শক্রস্য শালা। ২ ইন্দ্রগৃহ। যজ্ঞাদিতে যে স্থানে বলি দেওয়া হয়।

শক্রশিরস্ (ক্লী) শক্রস্য শির ইব। ১ বল্মীক। ২ ইন্দ্রমস্তক।

শক্রসারথি (পুং) শক্রস্য সারথি। মাতলি। (হলায়ুধ)

শক্রসুত (পুং) শক্রস্য সুতঃ। ১ বানররাজ বালি। (হলায়ুধ) ২ ইন্দ্রের পুত্রমাত্র।

শক্রসুধা (স্ত্রী) শক্রস্য সুধেব। পালঙ্কী, কুন্দুরুখোটী, সরলের আটা। (শব্দচ°)

শক্রসৃষ্টা (স্ত্রী) শক্রেণ সৃষ্টা। হরিতকী। (ত্রিকা°)

শক্রাখ্য (পুং) শক্রস্য আখ্যা যস্য। ১ পেচক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ ইন্দ্রনামক।

শক্রাগ্নী (পুং) শক্রশ্চ অগ্নিশ্চ দৈবতে দ্বন্দ্বে ইকারস্য দীর্ঘঃ। বিশাখা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি। (বৃহৎসংহিতা ৯৮। ৪)

শক্রাণী (স্ত্রী) শক্রস্য পত্নী-ঙীষ্, আনুক্। শচী, ইন্দ্রের পত্নী।

শক্রাত্মজ (পুং) শক্রস্য আত্মজঃ। ১ অর্জ্জুন। ২ ইন্দ্রপুত্র মাত্র।

শক্রাদন (ক্লী) শক্রেণ অদ্যতে অদ-ল্যুট্। শক্রতরু, বিজয়া, ভঙ্গা, ভাঙ্, সিদ্ধি।

শক্রাদিত্য (পুং) রাজপুত্রভেদ।

শক্রানলাখ্য (পুং) ইন্দ্র ও অগ্নিসম্বন্ধীয়।

শক্রাভিলগ্নরত্ন (ক্লী) মূল্যবান্ প্রস্তর বিশেষ।

শক্রায়ুধ (ক্লী) শক্রস্য আয়ুধং। ইন্দ্রের আয়ুধ, ইন্দ্রধনুঃ।

শক্রারি (পুং) শক্রস্য অরিঃ। ইন্দ্রের শত্রু।

শক্রাবর্ত্ত (ক্লী) তীর্থক্ষেত্রবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শক্রাশন (ক্লী) শক্রেণ অশ্যতে ইতি অশ-ল্যুট্। ভঙ্গা, ভাঙ্, সিদ্ধি, বিজয়া। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের বানরসৈন্য লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হইলে ইন্দ্র অমৃতসিঞ্চন দ্বারা তাহাদের পুনর্জ্জীবিত করেন। বানরগণের গাত্রচ্যুত ভূমিপতিত অমৃতকণা হইতে বিজয়ার উৎপত্তি। বৈদ্যকশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—

"শক্রাশনস্তু তীক্ষ্ণোষ্ণং মোহকৃৎ কুষ্ঠনাশনম্।
বলমেধাগ্নিকৃৎ শ্লেষ্মদোষহারি রসায়নম্॥" (রাজব°)

গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মোহকারক, কুষ্ঠনাশক, বল, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক ও রসায়ন।

শক্রাসন (ক্লী) ১ ইন্দ্রের আসন। ২ সিংহাসন।

শক্রাহ্ব (পুং) শক্রস্য আহ্বা যস্য। ১ ইন্দ্রযব। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ইন্দ্রনামক। ৩ শক্রতরু।

শক্রি (পুং) শক-বাহুলকাৎ-ক্রিন্। ১ মেঘ। ২ বজ্র। ৩ হস্তী। ৪ পর্ব্বত। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শক্রোত্থান (ক্লী) শক্রস্য শক্রধ্বজস্য উত্থানম্। শক্রধ্বজোৎসব, ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই উৎসব করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দ্বাদশীকৃত্যের মধ্যে ইহার বিধান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অথাতঃ শৃণু রাজেন্দ্র! শক্রোত্থানমহোৎসবম্।
যৎ কৃত্বা নৃপতির্যাতি নো কদাচিদ্ পরাভবম্॥
রবৌ হরিস্থে দ্বাদশ্যাং শ্রাবণে সিতপক্ষকে।
আরাধয়েন্নৃপঃ সম্যক্ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥" ইত্যাদি।
(তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপু°)

অনন্তর শক্রোত্থানের বিষয় বলা হইতেছে, রাজা ইহার অনুষ্ঠান করিলে কখনও পরাভূত হন না। সূর্য্য সিংহরাশিতে অবস্থানকালে দ্বাদশী তিথিতে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশের জন্য এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরাকালে রাজা উপরিচর বসু নৃপতি এই শক্রোত্থানোৎসবের বিবরণ এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নানা প্রকার উৎসবের সহিত ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে। সম্বৎসর ধরিয়া এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইবে, তৎপরে ইন্দ্রধ্বজের জন্য মাঙ্গলিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বৃক্ষ সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম আছে। উদ্যান, দেবগৃহ, শ্মশান, এবং পথমধ্যে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই সকল বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজের জন্য গ্রহণ করিতে নাই। অনেক লতামণ্ডলবেষ্টিত বৃক্ষ, শুষ্কবৃক্ষ, বহুকণ্টকযুক্ত, বক্র, বৃক্ষান্তরযুক্ত, এবং লতাকীর্ণ বৃক্ষও গ্রহণ করিতে নাই। পক্ষিদিগের কুলায়সঙ্কুল, বহু কোটরযুক্ত, ও অগ্নিদগ্ধবৃক্ষ নিন্দনীয়। স্ত্রীনামে অভিহিত, হ্রস্ব অথবা কৃশবৃক্ষও নিষিদ্ধ। অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, উড়ুম্বর এবং বট এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন দেবদারু ও শাল প্রভৃতি বৃক্ষও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অপ্রশস্ত বৃক্ষ কখনই গ্রহণ করিবে না। যে দিন বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপূর্ব্ব রাত্রিতে সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"যানি বৃক্ষে তু ভূতানি তেভ্যঃ স্বস্তি নমোঽস্তু বঃ।
উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাং বাসবধ্বজঃ॥
পার্থিবত্বাং বরয়তে স্বস্তি তেঽস্তু নগোত্তম।
ধ্বজার্থং দেবরাজস্য পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

তৎপর দিন প্রাতে সেই বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে মূল এবং চারি অঙ্গুল অগ্রভাগ ছেদন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই বৃক্ষকে পুরদ্বারে আনিয়া সেই স্থানে ধ্বজ নির্ম্মাণ করিবে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উক্ত ধ্বজকে বেদীতে সংস্থাপন করিতে হয়। এই ধ্বজ ৫২ হস্ত পরিমাণ শ্রেষ্ঠ এবং ৩২ হস্ত পরিমাণ অধম। এই উৎসবে শালকাষ্ঠনির্ম্মিত ৫ জন কুমারী ও ইন্দ্রমাতা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের পঞ্চকন্যা প্রস্তুত করিবে। মাতৃকায় অর্দ্ধ পরিমাণ বা দুই হস্ত পরিমাণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপে কুমারী, মাতৃকা ও কেতু নির্ম্মাণ করিয়া শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ইহাদের অধিবাস করিতে হয়। 'গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং' ইত্যাদি মন্ত্রে, মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য প্রভৃতি অধিবাস দ্রব্য দ্বারা ঐ যষ্টির অধিবাস করা বিধেয়; এইরূপে অধিবাস শেষ হইলে অতি বিস্তৃত বাসবমণ্ডল নির্ম্মাণ করা বিধেয়। তৎপরে প্রথমে আদিদেব বিষ্ণুর পূজা করিয়া স্বর্ণ, বা পিত্তলাদি ধাতু, দারু, বা মৃত্তিকা দ্বারা ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মণ্ডলের মধ্যস্থলে এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। যথাবিধানে পূজা শেষ হইলে ধ্বজা তুলিয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"বজ্রহস্ত সুরারিঘ্ন বহুনেত্র পুরন্দর।
ক্ষেমার্থং সর্ব্বলোকানাং পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
এহ্যেহি সর্ব্বামরসিদ্ধসঙ্ঘৈরভিষ্টুতো বজ্রধরামরেশ।
সমুত্থিতস্ত্বং শ্রবণান্ত্যপাদে গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে॥"

এই উত্তরতন্ত্রোক্ত মন্ত্র এবং দহন প্লবন প্রভৃতি ইন্দ্রমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য, অপূপ, পায়স প্রভৃতি ভোজ্য দ্রব্য নিবেদন করিয়া পূজা করিবে।

ঘটে দশ দিক্‌পাল এবং গ্রহগণের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সাধ্যাদি দেবগণ এবং মাতৃগণেরও পূজা করিয়া রাজা শুভকালে বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও পুরোহিতের সহিত যজ্ঞবেদীর পশ্চিমভাগে যে স্থলে কেতু উত্থাপন করিতে হইবে, তথায় গমন করিবেন। পরে রজ্জু পঞ্চক দ্বারা যন্ত্রের সহিত সুশ্লিষ্টরূপে বদ্ধ, সমাতৃক কুমারীপঞ্চকযুক্ত, যথাস্থানে পট্টকসজ্জিত দিক্‌পাল স্থাপিত, বস্ত্রবেষ্টিত, কিঙ্কিণীজাল, বৃহৎ ঘণ্টাসমূহ ও চামরসংযুক্ত, উচ্চ মকর এবং নানাপ্রকার মাল্যদ্বারা বিভূষিত এবং চারিটী তোরণযুক্ত ধ্বজকে রাজা অমাত্যসহ অল্পে অল্পে উত্থাপিত করিয়া পূজা করিবেন। পরে এই ধ্বজের মূলদেশে মণ্ডলমধ্যে ইন্দ্রপ্রতিমাকে আনিয়া স্থাপনান্তর পূজা করিবে।

পূর্ব্বের ন্যায় বিধানানুসারে ঐ ধ্বজে শচী, মাতলি, কুমার, জয়ন্ত, বজ্র, ঐরাবত, গ্রহগণ, দিক্‌পাল, দেবসমূহ এবং সকল গণদেবতার পূজা ও অপূপ, পায়স প্রভৃতি নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পরে পূজিত দেবগণের উদ্দেশে হোম করিতে হয়। হোমের পর ইন্দ্রের উদ্দেশে বলি দিবে ও তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপ বিধানে ৭ দিন পূজা বিধেয়।

রাজা স্বয়ং 'ত্রাতারং' ইত্যাদি ইন্দ্রের প্রিয় মন্ত্রে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে দিবাভাগে শক্রোত্থাপন করিয়া পরে ভরণীর অন্ত্যপাদে রাত্রিকালে রাজা এবং অন্যান্য সকল লোকের নিদ্রিত অবস্থায় প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবে। ইহার মধ্যে রাজা যদি দর্শন করেন, তাহা হইলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার অসাক্ষাতে বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিসর্জ্জনের মন্ত্র এই—

"সার্দ্ধং সুরাসুরগণৈঃ পুরন্দর শতক্রতো।
উপহারং গৃহীত্বেমং মহেন্দ্রধ্বজ গম্যতাম্॥"

জননাশৌচ উপস্থিত হইলে শনি বা মঙ্গলবারে বা ভূমি-

কম্পাদি উৎপাত হইলে ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জ্জন করিবে না। জননা শৌচ হইলে অশৌচান্ত দিনে বিসর্জ্জন বিধেয়। যত দিন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন না হয়, ততদিন কেতুতে পক্ষী প্রভৃতি যাহাতে বসিতে না পারে, তাহা করিতে হইবে।

এই ধ্বজ যেমন অল্পে অল্পে তোলা হইয়াছিল, তদ্রূপ অল্পে অল্পে নামাইতে হইবে। নামান হইলে রাত্রিকালে অলঙ্কারের সহিত নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করিতে হয়।

"তিষ্ঠ কেতো মহাভাগ যাবৎ সংবৎসরং জলে।
ভবায় সর্ব্বলোকানামন্তরায়বিনাশক ॥"

এইরূপে বিসর্জ্জনের পর তূর্য্যধ্বনি প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

যিনি এই বিধানানুসারে ইন্দ্রের পূজা করেন, তিনি চিরকাল ইহলোকে আধিপত্য করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, শস্যবিঘ্নকর ৬ প্রকার ঈতি ও প্রজাগণ অধার্ম্মিক হয় না এবং অকালমৃত্যুও থাকে না। রাজ্যের সকল দিক্ই উপদ্রবশূন্য এবং বিবিধ প্রকার মঙ্গলযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এই উৎসব রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

(তিথিতত্ত্ব ধৃত কালিকাপুরাণ)

বৃহৎসংহিতায় শক্রধ্বজের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সুরগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাহাদিগকে ক্ষীরোদ সমুদ্রকূলে বিষ্ণুর নিকট যাইতে বলেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া তাঁহার স্তব করেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া অসুরবধের জন্য ইন্দ্রকে একটী ধ্বজ দেন। ইন্দ্র এই ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে বিনাশ করেন।

তৎপরে ইন্দ্র চেদিপতি উপরিচর বসুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই ধ্বজ দান করেন। সেই রাজা বিধিপূর্ব্বক এই ধ্বজের পূজা করিয়া বিবিধ উৎসব করেন। ইন্দ্র এই উৎসবে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যে রাজগণ এই উৎসব করিবেন, তাঁহারা এই বসুর ন্যায় বসুমান্ হইয়া বিচরণ করিবেন। তাঁহাদের প্রজা সকল সন্তুষ্ট, ভয়রোগবিবর্জ্জিত ও প্রভূতান্নযুক্ত হইবে। এবং এই ধ্বজও সৎ ও অসৎ নিমিত্ত দ্বারা শুভাশুভ ফল প্রকাশ করিবে। তদবধি বিবিধ উৎসবের সহিত রাজগণ কর্ত্তৃক এই ধ্বজের পূজা চলিয়া আসিতেছে।

যাত্রার বিধানানুসারে শুভদিন দেখিয়া দৈবজ্ঞ ও সূত্রধার ধ্বজ প্রস্তুতের নিমিত্ত বনে গমন করিবেন। উদ্যান, দেবালয়, পিতৃবন, বল্মীক, পথ ও চিতিজ, কুব্জ, উর্দ্ধশুষ্ক, কণ্টকযুক্ত, লতাবন্ধাকসংযুক্ত, বহুবিহগালয়-সমাযুক্ত, কোটরবিশিষ্ট বা পবন ও অনলদ্বারা পীড়িত বা স্ত্রী নামযুক্ত বৃক্ষ শক্রধ্বজের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, ধব, ও উডুম্বর এই পাঁচটী বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ, ইহাদের অভাবে অন্য বৃক্ষও গ্রহণ করা যাইতে পারে। গৌর বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষিতিজাত বৃক্ষকে অগ্রে যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে বিজন বনে যাইয়া যে বৃক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাহাকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবেন। তৎপরে প্রভাত সময়ে ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে। বৃক্ষচ্ছেদন কালে যদি পরশুর জর্জ্জর শব্দ হয়, তাহা হইলে অশুভ এবং মনোহর ঘন শব্দ হইলে শুভ হয়। বৃক্ষের পতন যদি অবিধ্বস্ত, অনাকুঞ্চিত, অন্য তরুতে অবিলগ্ন ও পূর্ব্বোত্তর দিক্স্থিত হয়, তাহা হইলে নৃপগণের জয়প্রদ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অপর ভাবে বা অন্যদিকে পড়িলে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃক্ষ ছেদের পর, মূলদেশ হইতে চারি অঙ্গুল পরিমাণ ৮ খান কাষ্ঠ কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে ঐ বৃক্ষকে উঠাইয়া শকট বা মনুষ্য দ্বারা পুরদ্বারে আনিতে হইবে। এই বৃক্ষ আনয়ন কালে যদি শকটের অরনেমী বা অক্ষ ভঙ্গ হয় তাহা হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে রাজা গ্রামবাসী সকল লোকের সহিত উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া তূর্য্যরবের সহিত যষ্টিকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইবেন। এই সময় সকল গ্রাম ও পুর মাল্য এবং পতাকাদি দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। নগর মধ্যে যষ্টি প্রবেশকালে যদি হস্তী কর্ত্তৃক উহা নিপতিত হয়, তাহা হইলে ভয় এবং ঐ সময় যদি বালকেরা হাত তালি দেয়, বা কোন প্রাণীর যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

পরে সূত্রধর ঐ যষ্টিকে উত্তমরূপে তক্ষণ করিয়া অর্থাৎ চাঁচিয়া উহাকে যন্ত্রে আরোপণ করিবে। পরে রাজা একাদশীতে জাগরণ করিয়া থাকিবেন। পুরোহিত ঐ ধ্বজের পূজা করিয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। হোমকালে দৈবজ্ঞ তথায় উপস্থিত থাকিয়া অগ্নির বর্ণ ও গন্ধাদি দ্বারা শুভাশুভ জানাইবেন। হোমাগ্নি যদি অভিলষিত দ্রব্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, সুরভি, স্নিগ্ধ, ঘন ও শিখাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভকর হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যরূপ হইলে অশুভ হয়। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় যদি অগ্নি স্বয়ং উজ্জ্বলশিখ, স্নিগ্ধ ও দক্ষিণদিক হইতে বেষ্টনকারী হয়, তাহা হইলে রাজার রাজ্যলাভ হইবে। হোমকালে অগ্নির বর্ণ যদি স্বর্ণ, অশোক, কুরুন্টক, পদ্ম, বৈদূর্য্য বা নীলোৎপল সদৃশ হয়, তাহা হইলে অশুভ এবং অগ্নির শব্দ যদি অর্ণব, মেঘ বা দুন্দুভির ন্যায় হয়, তাহা হইলে অশুভ হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে হস্তিমদ, মহী, পদ্ম, লাজ, ঘৃত বা মধুর ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হইলে শুভ হইয়া থাকে। এই যে অগ্নির লক্ষণ অভিহিত হইল, বিবাহ প্রভৃতি

সকল কার্য্যেই এইরূপ লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

পরে দক্ষিণা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে বা শ্রবণা নক্ষত্রের যোগে অন্য তিথিতে ধ্বজকে উত্তোলন করিতে হইবে। ধ্বজোপরি ৭ কিংবা ৫টী শক্র-কুমারী এবং ধ্বজটী যতদূর উচ্চ তাহার দেড় পাদে নন্দ ও উপনন্দ, ষোড়শ ভাগের কিঞ্চিদধিক জয় ও বিজয় নামক দুইটী বসুন্ধর এবং মধ্যস্থলে অষ্টাংশাধিক ইন্দ্রমাতা স্থাপন করিতে হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ সানন্দিত চিত্তে এই ধ্বজে নানা অলঙ্কার সংযোজিত করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সকল অলঙ্কার দ্বারাও এই ধ্বজ অলঙ্কৃত করা আবশ্যক। উহার মধ্যে মধ্যে পিটক সকল স্থাপন করাও বিধেয়। প্রথম পিটকের পরিধি ধ্বজ পরিমাণের একতৃতীয়াংশ। পরের পরিধি সকল প্রথম হইতে যথাক্রমে প্রথমের অষ্টাংশ করিয়া হীন। এই ধ্বজের চারিদিকে ছত্র, আদর্শ, ফল, অর্দ্ধচন্দ্র, বিচিত্র মাল্য, কদলী, ইক্ষুদণ্ড, কৃষ্ণসর্প, সিংহ, পিটক, গবাক্ষ ও দিক্‌পাল সকল অঙ্কিত করিতে হয়।

এই ধ্বজ তুলিবার কালে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ, প্রণাম, পটহ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ও ভেরী প্রভৃতির মধুর শব্দ করিতে হয়। এই ধ্বজ তুলিবার কালে অতিক্রত, বিলম্বিত ও প্রকম্পন রহিত হইবে। উত্থানকালে ধ্বজের মাল্য-পিটকাদি পতিত না হইলে শুভ হয়। ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার উত্থান অশুভকর। যদি ধ্বজের উত্থান অশুভকর হয়, তাহা হইলে তাহার শান্তি করা বিধেয়। মাংসাশী পক্ষী, পেচক, কপোত, কাক ও কঙ্ক কেতুতে উপবেশন করিলে রাজার অশান্তি, চাষপক্ষী বসিলে যুবরাজের ভয় ও শ্যেনপক্ষী পতিত হইলে রাজার চক্ষুরোগ হয়। ধ্বজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে রাজগণের মৃত্যু, ধ্বজে উল্কা পড়িলে পুরোহিতের নাশ, পতাকায় অশনিসম্পাতে, বা পতাকা-পাতে রাজ্ঞী বিনাশ, এবং পিটকের পতনে অবৃষ্টি হইয়া থাকে। মধ্য অগ্র ও মূলে কেতু ভঙ্গ হইলে যথাক্রমে মন্ত্রী, রাজা ও পৌরগণের বিনাশ হয়। ধ্বজ ধুমাবৃত হইলে অগ্নিভয়, অন্ধকারাবৃত হইলে মোহ; ভয়, পতিত ও ব্যাল দ্বারা আবৃত হইলে অমাত্যগণের অভাব হয়। ধ্বজ উত্তরাদি দিকে পতিত হইলে দ্বিজাতিগণের গ্লানি, কুমারীগণের ভঙ্গ হইলে অসতীবধ, রজ্জুর উৎসঙ্গ ছেদনে বালকগণের পীড়া, মাতৃকা ছেদনে রাজমাতার পীড়া হইয়া থাকে।

এই সকল লক্ষণ ধ্বজের শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হইবে। ধ্বজ উত্থিত হইলে উত্তমরূপে যথাবিধানে চারিদিন এই ধ্বজের পূজা করিয়া পঞ্চম দিনে রাজা প্রকৃতিগণের সহিত এই ধ্বজকে বিসর্জ্জন করিবেন। (বৃহৎসংহিতা ৪৩ অ°)

উপরিচর বসুপ্রবর্ত্তিত এই উৎসব বহু প্রাচীন কাল হইতে রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আমরা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও ইন্দ্রধ্বজের গৌরববর্দ্ধক শ্লোকের উল্লেখ পাই—

"মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশ বৎস মে মনুজধ্বজঃ।"

তৎকালে এই উৎসব যে রাজগণের অশেষ কল্যাণনিলয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শক্রোৎসব (পুং) শক্রস্য উৎসবঃ। ইন্দ্রের উৎসব, পর্য্যায়—শক্রোত্থান। [শক্রোত্থান দেখ]

শক্ল (পুং) শক (মৃঙ্‌শক্যবিভ্যঃ ক্লঃ। উণ্‌ ৪। ১০৮) ইতি ক্ল। প্রিয়ংবদ। (শক্ল শব্দটীকায় ভরত)

শক্বন্‌ (পুং) শক্নোতীতি শক-বনিপ্‌ (স্নামদি-পদীতি। উণ্‌ ৪।১১২) ১ হস্তী। (উজ্জ্বল) ২ শক্তিমান্‌ পুরুষ, যিনি সকল করিতে সমর্থ। "শাক্বরায় শক্বন ওজিষ্ঠায়" (শুক্লযজু° ৫।৫) 'শকনে শক্নোতি সর্ব্বং কর্ত্তুমিতি শক্বা তস্মৈ' 'অন্যেভ্যোপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।৭৫) ইতি বনিপ্‌ শক্বনে ইতি চতুর্থী সপ্তম্যর্থে, শক্বনি শক্তিমতি পুরুষে' (মহীধর)

শক্বর (পুং) শক্বন্‌-রচ্‌। বৃষ। (উজ্জ্বল) ২ যাহাতে প্রাণি সকল অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। আকাশ।

"শাক্বরায় শক্বনে" (শুক্লযজু° ৫।৫) 'শাক্বরায় শক্নুবন্তি স্থাতুং ভূতানি যত্র স শক্বরঃ আকাশঃ' (মহীধর)

শক্বরী (স্ত্রী) শক্নোতি কর্ম্মাণি কর্ত্তুমিতি শক-বনিপ্‌ (স্না মদি পদীতি। উণ্‌ ৪।১১২) (বনো রচ্‌। পা ৪।১।৭) ততো ঙীপ্‌ চ। ১ অঙ্গুলি। (উজ্জ্বল) ২ নদীবিশেষ। ৩ মেখলা। ৪ ছন্দোভেদ, চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক ছন্দঃ, যেমন, অসংবাধা, বসন্ততিলক, সিংহোদ্ধতা, অপরাজিতা, প্রহরণকলিকা, বাসন্তী, লোলা ও নান্দীমুখী প্রভৃতি। ৫ ঋক্‌। (ঋক্‌ ১০।৭১।১১) ৬ গাভী। (নিঘণ্টু ২।১১)

শগ্ম (ত্রি) সুখ। "প্রপদ্যে শিবং শগ্মং" (শুক্লযজু° ৩।৪৩) 'শগ্মং সুখং' (মহীধর)

শগ্মন্‌ (ক্লী) শক্মন্‌ শব্দার্থ। (নৈঘণ্টু ২।১)

শগ্মিয় (ত্রি) সুখবিশিষ্ট। "শিবা শগ্ম্যা যজ্ঞিয়া তনুঃ" (শাঙ্খা° ব্রা° ১।১)

শঙ্ক, ১ শঙ্কা, ভয়, আশঙ্কা। ভ্বাদি° আত্মনে, অক° সেট্‌। লট্‌ শঙ্কতে। লিট্‌ শশঙ্কে। লুট্‌ শঙ্কিতা। লুঙ্‌ অশঙ্কিষ্ট, অশঙ্কিষাতাং, অশঙ্কিষত। সন্‌ শিশঙ্কিষতে। যঙ্‌ শাশঙ্ক্যতে। যঙ লুক্‌ শাশঙ্‌ক্তি। নিশঙ্কয়তি। লুঙ্‌ অশশঙ্কৎ।

শঙ্ক (পুং) শকটাদি বাহক বৃষভ।

'স্কন্ধবাহস্ত শঙ্কশ্চ শৃঙ্গী গৌরক্ষধূর্ত্তিলঃ।' (হারাবলী)

শঙ্কন (পুং) ১ রাজভেদ। ২ শঙ্কাকর।

শঙ্কনীয় (ত্রি) শঙ্ক-অনীয়র্। শঙ্কার যোগ্য, ভয়ের যোগ্য।

শঙ্কর (পুং) শং কল্যাণং করোতীতি শম্ কৃ (শমি ধাতোঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৪) ইতি অচ্। ১ শিব। মহাদেব সকলের কল্যাণ করেন, এই জন্য ইনি শঙ্কর এবং স্কন্দ-পুরাণে-স্বয়ং শিবই এই নামের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যে—

"সদা ধ্যানাচ্চ ভক্তানাং পবনং যন্নিরাময়ম্।
ভূতনাথত্বমপ্যস্মাত্তেনাহং শঙ্করঃ স্মৃতঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

ভক্তদিগের সর্ব্বদা ধ্যানে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পবন অর্থাৎ পবিত্র এবং নিরাময় করায় আমি শঙ্কর ও ভূতনাথ নামে অভিহিত। ২ শঙ্করাচার্য্য, ইনি শঙ্করের অবতার বলিয়া অনেকের বিশ্বাস (ত্রি) ৩ মঙ্গলকারক।

"ক্ষেমঙ্করোঽরিষ্টতাতিঃ স্যান্মদ্রঙ্করশঙ্করৌ।"

(পুং) ৪ শ্বেতার্ক, শ্বেত আকন্দ। ৫ ভীমসেনী কর্পূর। ৬ কপোত। (বৈদ্যকনি°) ৭ বৈদ্যবিনোদগ্রন্থকার। ৮ শঙ্করচেতোবিলাস নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহাতে জমিদার চেতসিংহের জীবনী কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্কর, ১ বিল্বলের উদয়চন্দ্র (খৃঃ ৭৬৫) ইহাঁর সহিত নেলবেলিতে যুদ্ধ করেন। ইনি শঙ্করসেনাপতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

২ "গীতগোবিন্দতিলকোত্তম" নামক গ্রন্থে কালিদাসের পুত্র, হৃদয়াভরণ ও দেবদাসের ভ্রাতা বলিয়া ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩ দামোদরের পিতা এবং সংস্কারদামোদরময়ূখপ্রণেতা সিদ্ধেশ্বরের পিতামহ।

৪ "ওর্গণ্টি" বংশে জাত বলিয়া ইহার অপর নাম ওর্গণ্টি-শঙ্করভট্ট। ইহার পুত্র সীতারামবিহারপ্রণেতা লক্ষ্মণ সোমযাজী।

৫ ভাস্বতীকরণপ্রণেতা শতানন্দের (খৃঃ ১১০০) পিতা। শঙ্করের পত্নীর নাম সরস্বতী।

৬ একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ; শঙ্করভট্ট নামে বিদিত। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৭ অধ্যাত্মরামায়ণ-টীকাকার।

৮ "আরাধন-রত্নমালা"-প্রণেতা। শঙ্কর পণ্ডিত নামে পরিচিত।

৯ একখানি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের টীকাকার। প্রয়োগসার নামক পুস্তকে দেবভদ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১০ কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকাকার।

১১ গায়ত্রীপুরশ্চরণ-প্রণেতা।

১২ গোরক্ষশতকটীকা এবং যোগসূত্রটীকাকার।

১৩ জগন্নাথস্তোত্র ও জগন্নাথাষ্টকপ্রণেতা।

১৪ তিথিনির্ণয়ব্যাখ্যাকার। ইনি আচার্য্য উপাধিতে পরিচিত।

১৫ ত্রিপুরসুন্দরীমানসপূজারচয়িতা। ইহার উপাধি ভট্ট।

১৬ দশাক্ষটমালা ও 'পক্ষপক্ষী' নামক দুইখানি জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন।

১৭ রামার্য্যাকাব্যলেখক।

১৮ বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্যপ্রণেতা।

১৯ শঙ্করবিজয়বিলাসপ্রণেতা। ইনি শঙ্করদেশিকেন্দ্র নামে বিদিত।

২০ শারদাতিলকভাষ্যপ্রণেতা।

২১ সদাচারবিবরণপ্রণেতা।

২২ সন্ন্যাসপদ্ধতিপ্রণেতা।

২৩ সিদ্ধবিদ্যাদীপিকাপ্রণেতা। ইনি জগন্নাথের শিষ্য।

২৪ অনন্ত ভট্টের পুত্র। জয়সিংহের পুত্র রাজারামসিংহের আদেশক্রমে ইনি 'বিদ্যাবিনোদ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচিত 'শঙ্করাখ্য' নামক আর একখানি বৈদ্যকগ্রন্থও পাওয়া যায়।

২৫ বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র। ইনি রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণে ইনি শঙ্করভট্ট নামে পরিচিত।

২৬ নারদপুত্র এবং মানবশুল্বসূত্রভাষ্যকার।

২৭ শঙ্কর আচার্য্য বঙ্গে বাস হেতু ইনি গৌড় উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইনি কমলাকরের পুত্র এবং লম্বোদরের পৌত্র। ইহার রচিত তারারহস্যবৃত্তিকা, শিবমানসপূজা, শিবাচরণরত্ন ও ষট্‌চক্রভেদটিপ্পনীগ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৮ পুণ্যাকরের পুত্র,ইনি হর্ষচরিতসঙ্কেতনাম্নী টীকারচয়িতা।

২৯ বল্লালের পুত্র। ইনি তীর্থকৌমুদী, প্রতিষ্ঠাকৌমুদী, ব্রতকৌমুদী এবং ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী রচনা করেন।

৩০ গোবিন্দশিষ্য এবং জয়ধরাত্মজ রুদ্রতনয় বাসুদেবের পুত্র। রসচন্দ্রিকানাম্নী অভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকা-প্রণেতা।

৩১ শঙ্কর বা ওড়াশঙ্কর নামে খ্যাত। শুচিকরের পৌত্র এবং সুধাকরের পুত্র। গ্রন্থবিধান-ধর্ম্মকুসুম ও স্মৃতিসুধাকরপ্রণেতা।

৩২ হর্ষরত্নের শিষ্য এবং হরিহরের পুত্র (?) ইনি করণকুতূহলোদাহরণ (খৃঃ১৬১৯ লিখিত), করণবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবকরণ, জ্যোতিষ কেরলীয় এবং কেশব ও শ্রীপতি রচিত পদ্ধতির টীকা প্রণয়ন করেন।

৩৩ 'জাগদীশী'র 'পঞ্চলক্ষী ক্রোড়' নামক গ্রন্থরচয়িতা।

৩৪ হরিরাম তর্কবাগীশের 'অনুমিতি-পরামর্শ-বিচার' নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থের এক প্রকার ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণেতা। ইহার পুস্তকের নাম 'শঙ্কর-ক্রোড়'।

৩৫ মীমাংসা-নয়-বিবেক নামক মীমাংসাসূত্র-ভাষ্যের এক খানি মীমাংসা-নয়-বিবেকশঙ্কা-দীপিকা বা ন্যায়-বিবেক-শঙ্কা-

দীপিকা নাম্নী টীকা-রচয়িতা। এই টীকায় লিখিত আছে যে, ইনি রামার্য্য ও গোবিন্দ উপাধ্যায়ের শিষ্য।

৩৬ বিধি-রসায়ন-দূষণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি অপ্পয়্যদীক্ষিতের প্রণীত বিধিরসায়ন নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ। অপ্পয়্যদীক্ষিত এই গ্রন্থে ভট্টকুমারিলকৃত মীমাংসা বার্ত্তিকের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৩৭ একজন হিন্দু রাজা। ইঁহার রাজত্বকালে (১০৬৯ খৃঃ) "ধর্ম্মপত্রিকা"নামক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচিত হয়।

৩৮ দেবগিরির প্রথম 'জৈতুগি'র অধীন তর্দ্দবাড়ি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। (খৃঃ ১১৯৬)

৩৯ দেবগিরির রাজা রামদেব যখন ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর পিতার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। যুদ্ধে ইনিও পরাস্ত হইয়াছিলেন। 'শঙ্কর' খৃষ্টীয় ১৩১২ অব্দ পর্য্যন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইনি দিল্লীর সম্রাট্কে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় মালিক কাফুর ইঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রকে ভারত রাজ্যভুক্ত করেন।

৪০ দ্বাদশাহপদ্ধতিপ্রণেতা। ইঁহার পিতা বাচস্পতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৪১ সাংখ্যপ্রবচনসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

৪২ বাস্তুশিরোমণি নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি মাননরেন্দ্র-তনয় মহারাজ শ্যামশাহের গুরু।

৪৩ গঙ্গাবতারচম্পূ, প্রদ্যুম্নবিজয় নাটক ও শঙ্করচেতোবিলাস-রচয়িতা। ইনি দীক্ষিত বালকৃষ্ণের পুত্র এবং দীক্ষিত ঢুণ্ডিরাজের পৌত্র, ভূম্যধিকারী রাজা চৈতসিংহের আদেশে ইনি চেতোবিলাস গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রচনা করেন।

শঙ্কর আচার্য্য, ১ ভাবাধ্যায় নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-প্রণেতা। ২ সুজনোক্তি নামক জ্যোতিষশাস্ত্র-রচয়িতা।

শঙ্করকণ্ঠ (রাজানক), স্তুতিকুসুমাঞ্জলিটীকাকার রত্নকণ্ঠের পিতা এবং অবতারের পুত্র।

শঙ্করকণ্ঠ, শিবপ্রসাদসুন্দরস্তবপ্রণেতা।

শঙ্করকবি, পদ্যাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি। বররুচি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থে ভোজরাজের উল্লেখ আছে।

শঙ্করকিঙ্কর, অক্ষপাদদর্শনের একখানি ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা।

শঙ্করগণ, ১ একজন হিন্দু নরপতি। ইনি হৈহয়রাজ ১ম কোক্কলের এবং চন্দেল্লরাজ বল্লভরাজের সমসাময়িক ছিলেন। ২ কলচুরীরাজ লক্ষ্মণরাজের পুত্র এবং ২য় কোক্কলের পিতৃব্য।

শঙ্করগীতা (স্ত্রী) দেবীপুরাণের ৭ম অধ্যায়।

শঙ্করগৌরীশ (পুং) দেবতীর্থভেদ। (রাজতর° ৫।১৫৭)

শঙ্করজিৎ, সংক্ষেপতিথিনির্ণয়সার (খৃঃ ১৬৩২) প্রণেতা। গোকুলজিৎ ও শ্যামজিতের ভ্রাতা এবং হরিজিতের পুত্র।

শঙ্করজী "বেদান্তসার টিপ্পন"-কার।

শঙ্করতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শঙ্করদত্ত, পবমানসোমযজ্ঞ ও রুদ্রবিধানপ্রণেতা।

শঙ্করদয়ালু, বৃত্তপ্রত্যয় এবং সম্মিতবর্ণা নামক তট্টীকা-প্রণেতা।

শঙ্করদাস, হঠসঙ্কেতচন্দ্রিকাকার। ইনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দরিয়াবাদে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদীক্ষিত, ইনি লক্ষ্মণের পিতা এবং মৃচ্ছকটিকটীকা প্রণেতা লল্লাদীক্ষিতের পিতামহ।

শঙ্করদেব, কএকজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির নাম।

শঙ্করদেব, নেপালের লিচ্ছবী বা সূর্য্যবংশী মানদেবের পিতামহ। মানদেবের সময় ৭০৫ খৃষ্টাব্দ। শঙ্করদেব ধ্রুবদেবের (৬৫৪ খৃঃ ?) পুত্র বৃষদেবের পুত্র। ফ্লীট সাহেব নেপালরাজবংশাবলী অনুসারে স্থির করিয়াছেন, বৃষদেব ৬৩০–৬৫৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদেব, নেপালের নবাকোটের ঠাকুরীবংশোদ্ভূত, প্রদ্যুম্নকামদেব বা পদ্মদেব নামেও পরিচিত। (খৃঃ ১০৭৫)

শঙ্করদৈবজ্ঞ, ১ গোত্রপ্রবরমঞ্জরীসারোদ্ধার নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম শিব। ২ শালগ্রামপরীক্ষা-প্রণেতা।

শঙ্করদ্রবিড়াচার্য্য, শাক্তামোদতন্ত্ররচয়িতা।

শঙ্করনারায়ণ, রসিকামৃতনাটকরচয়িতা।

শঙ্করনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ দেবতীর্থ। ঘাট-পর্ব্বতমালাদ্বয়ের মধ্যস্থলে কন্দপুরনামক সমতলদেশে অবস্থিত।

শঙ্কর পণ্ডিত, মতোদ্ধার নামক ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করপ্রিয় (পুং) শঙ্করস্য প্রিয়ঃ। ১ তিত্তিরি পক্ষী। ২ দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসা। (পর্য্যায়মু°) (ত্রি) ৩ শিববল্লভ, মহাদেবের প্রিয়।

শঙ্করভট্ট, পার্থসারথিমিশ্ররচিত "শাস্ত্রদীপিকা"র টীকাকার। টীকাটীর নাম শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ। ইনি ভট্ট নারায়ণ ও পার্ব্বতীর পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। স্বরচিত মীমাংসাবালপ্রকাশ গ্রন্থে শঙ্করভট্ট সোমেশ্বর ভট্ট, বিজ্ঞানেশ্বর, হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রদীপিকার টীকা ব্যতীত সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রকাশ নামক সংক্ষিপ্তব্যবহারশাস্ত্র, স্মৃত্যর্থসার, কালাদর্শ, ত্রিস্থলীসেতু, মীমাংসাবালপ্রকাশ, বিধিরসায়নদূষণ, ব্রতময়ূখ, শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ, নির্ণয়চন্দ্রিকা, ধর্ম্মদ্বৈতনির্ণয়, শ্রাদ্ধকল্পসার ও তাহার টীকা ইত্যাদি শঙ্কর রচিত আরও কএক-

খানি গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে রঙ্গভট্ট, নীলকণ্ঠ, দামোদর ও নৃসিংহ নামে তাঁহার চারি পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর এবং পৌত্র শঙ্করভট্টও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কাশীনিবাসী ছিলেন।

শঙ্করভট্ট, কুণ্ডমণ্ডপনির্ণয়, কুণ্ডভাস্কর নামক কুণ্ডোদ্দ্যোতটীকা, সদাচারসংগ্রহ, কুণ্ডার্ক, কুণ্ডোদ্দ্যোতদর্শন, সংস্কারময়ুখ, ব্রতার্ক ও কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থরচয়িতা *। ইনি কাশীনিবাসী এবং কুণ্ডোদ্দ্যোতপ্রণেতা নীলকণ্ঠভট্টের পুত্র। শঙ্করভট্ট মীমাংসক ছিলেন। মহাদেব ভট্টাত্মজ দিবাকর ভট্ট সম্ভবতঃ ইঁহার খুল্লতাত। শঙ্কর কর্ম্মবিপাকে স্বীয় পিতামহরচিত ধর্ম্মদ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি কুণ্ডোদ্দ্যোত-দর্শন রচনা করেন।

শঙ্করভট্ট, মীমাংসা-সার-সংগ্রহ নামক এক সহস্র "মীমাংসা" বিষয়সংবলিত গ্রন্থরচয়িতা।

শঙ্করভট্ট, "নট্‌সমর্থনখণ্ডন"প্রণেতা।

শঙ্করভট্ট, প্রাতিষ্ঠাপদ্ধতিকার।

শঙ্করভট্ট, পঞ্চসার নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করভট্ট, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা ও শব্দেন্দুশেখরটীকারচয়িতা।

শঙ্করভারতীতীর্থ, নৃসিংহভারতীতীর্থের শিষ্য এবং অসঙ্গাখ্য-প্রকরণ-প্রণেতা।

শঙ্করভাষ্য (ক্লী) শঙ্করকৃত ভাষ্য। শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র উপনিষৎসমূহ ও গীতার যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তাহাই শঙ্করভাষ্য নামে অভিহিত।

শঙ্করমিশ্র, পদ্যামৃততরঙ্গিণীধৃত একজন কবি।

শঙ্করমিশ্র, রসমঞ্জরী নাম্নী গীতগোবিন্দটীকাকার। দিনেশ্বর মিশ্রের পুত্র। ইনি শালিনাথের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

শঙ্করমিশ্র, (মহামহোপাধ্যায়) বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, ন্যায়লীলা-বতীকণ্ঠাভরণ, আত্মতত্ত্ববিবেককল্পলতা ও ভেদপ্রকাশকার। এতদ্ভিন্ন ইনি খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থের "শঙ্করী" নাম্নী টীকা, কণাদ-রহস্য, ছন্দোগাহ্নিকোদ্ধার, প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপ, শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শঙ্করমিশ্র ভবনাথ মহামহোপাধ্যায়ের পুত্র এবং জীবনাথ মহামহোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। জীবনাথ ভবনাথের গুরু এবং শঙ্কর ভবনাথের নিকটই শিক্ষালাভ করেন। ইনি গৌরীদিগম্বর নাটক এবং সামান্যনিরুক্তিক্রোড় নামক আরও দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার রচিত শঙ্করক্রোড়, গদাধরটীকা, জাগদীশীটীকা, অনুমিতিটীকা, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিটীকা, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থটীকা, অসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত গ্রন্থটীকা, উদাহরণলক্ষণ-টীকা, উপাধি দূষকতা-বীজটীকা, উপাধিপূর্ব্বপক্ষটীকা, উপাধিসিদ্ধান্ত গ্রন্থটীকা, কূটঘটিতলক্ষণটীকা, কূটাঘটিতলক্ষণটীকা, কেবলান্বয়ীগ্রন্থটীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণটীকা, পক্ষতাটীকা, পক্ষতাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, পঞ্চলক্ষণ-টীকা, পরামর্শপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পরামর্শসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পুচ্ছ-লক্ষণটীকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথমচক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, প্রথম-মিশ্রলক্ষণটীকা, বাধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বাধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বিশেষনিরুক্তিটীকা, সৎপ্রতিপক্ষক্রোড়, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সামান্য-নিরুক্তিক্রোড়, সামান্যনিরুক্তিটীকা, সামান্যনিরুক্তিপত্র, সামান্য-লক্ষণটীকা, হেত্বলক্ষণটীকা, শঙ্করভট্টীয়, শঙ্করপত্র ও শঙ্করী নামে কএকখানি ন্যায় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

* "কুণ্ডগ্রন্থাবলীবিংশতি"র অন্তর্গত করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

শঙ্করলাল, লিপিবিবেকপ্রণেতা ভূধরের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক। ইনি পিংলাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

শঙ্করবর্ম্মা, একজন প্রাচীন কবি।

শঙ্করবিন্দু, "চিন্ত্য-সংগ্রহ" বা চিন্ত্যসংগ্রহবাদ নামক মীমাংসাগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ভট্টশঙ্কর বিন্দু নামে পরিচিত।

শঙ্করশর্ম্মা, ১ ত্রিকাণ্ডকোষদীপিকাকার। ২ কাতন্ত্রপরিশিষ্ট প্রবোধপ্রকাশিকা-প্রণেতা। ৩ দেবীমাহাত্ম্য-টীকাকার। ৪ বৃত্ত-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

শঙ্করশুক্র (ক্লী) পারদ।

শঙ্করশুক্ল, মীমাংসার্থ-প্রদীপ নামক বেদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-প্রণেতা। ইহাতে ৮০০ অনুষ্টুভ্ শ্লোক আছে।

শঙ্করসেন, নাড়ীপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করস্বামী, ললিতাস্তবরত্নকার।

শঙ্করস্বেদ (পুং) ১ আমবাতরোগাধিকারোক্ত স্বেদবিশেষ। ব্যবহারপ্রণালী—কার্পাসের আটি, কুলথকলাই, তিল, যব, লাল-ভেরেণ্ডামূল, মসিনা, পুনর্ণবা, শণবীজ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যদি সমস্ত গুলি না পাওয়া যায়, তবে তন্মধ্যে যাহা কিছু পাওয়া যায়, মাত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিবে এবং তদ্দ্বারা দুইটী পুটলী বাঁধিবে। পরে প্রজ্বলিত অগ্নিময় চুল্লীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটী হাড়ী চাপাইয়া তাহার মুখে বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একটী শরা ঢাকা দিয়া হাড়ী ও শরা উভয়ের এই সন্ধিস্থানে কর্দ্দমাদি দ্বারা প্রলেপ দিয়া আবদ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ শরার উপর পূর্ব্বোক্ত পুটলী দুইটীকে একটী একটী করিয়া উষ্ণ করিবে ও তদ্দ্বারা ক্রমে স্বেদ দিবে; এইরূপে বারংবার করিতে হইবে। (ভৈষজ্যরত্না°)

চরকে উক্ত হইয়াছে যে উচ্চীকৃত ঔষধ বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুটলী বান্ধিয়া অথবা সম্যক্ কুট্টিত ঔষধ উষ্ণ ও পিণ্ডীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে শঙ্করস্বেদ কহে। (চরকস্বেদাধ্যায়)

২ গো, মহিষ ও অশ্ব, ইহাদের অগ্নিসন্তপ্ত বিষ্ঠা দ্বারা প্রদত্ত স্বেদ।

"শকৃতা মহিষাশ্বানাং গোময়েন তথৈব চ।

আগ্নতপ্তেন যঃ স্বেদঃ শঙ্করস্বেদ উচ্যতে॥" (জয়দত্ত ১৮ অ)

শঙ্করা [রী] (স্ত্রী) ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। (রাজনি°) ২ মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দর°) ৩ শঙ্করভার্য্যা, শিবানী, ভবানী। ৪ শুভদায়িনী। "শঙ্করী শঙ্কপত্নী চ শিবা শতনিনাদিনী" (রুদ্রযামল)

(দেশজ) তৃতীয় ব্যক্তি। যেমন, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।

শঙ্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় দার্শনিক, সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক, এবং বেদান্ত ও উপনিষদ্ভাষ্যকার। ইঁহার অত্যুজ্জ্বল ও অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ ইঁহাকে "শঙ্করাবতার" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রধান স্থানে শঙ্করের পদার্পণ ঘটিলেও এবং সর্ব্বস্থানই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যানুশিষ্যে পরিব্যাপ্ত হইলেও আচার্য্যপ্রবরের প্রকৃত জীবনীর অভাব ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে কএক খানি চরিতাখ্যায়িকা রচিত হইলেও তদ্দ্বারা ইঁহার প্রকৃত জীবনী নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত শঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া যে কয় খানি জীবনী-পুস্তক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়, চিদ্বিলাস যতিবিরচিত শঙ্করবিজয় এবং মাধবাচার্য্যকৃত সঙ্ক্ষেপশঙ্করজয় নামক গ্রন্থত্রয়ই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন নীলকণ্ঠ, সদানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ বিরচিত লঘু শঙ্করবিজয়, তিরুমল্ল দীক্ষিতের শঙ্করাভ্যুদয় ও পুরুষোত্তম ভারতীকৃত শঙ্কর-বিজয়সংগ্রহও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ শঙ্করজয় বা "শঙ্কর বিজয়"।

মাধবের শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য মলবরের অন্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে ও সতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জন্মকালে মেষে রবি, তুলায় শনি এবং মকরে মঙ্গল সংস্থিত ছিল।* বৃহস্পতি কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া লিখিত থাকায় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে বৃহস্পতি লগ্নে ছিলেন, অথবা সেই চিহ্ন হইতে ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ঘরে ছিলেন; শঙ্করের জন্মকালে অন্যান্য গ্রহসংস্থান ইহাতে উল্লিখিত নাই। তৎপরে † তিনি অষ্টমবর্ষে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর ভারতে গমন করেন এবং

* ২।৫।৭১। † ২য় সর্গ।

নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দ যোগীর (গোবিন্দাচার্য্য) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করেন*—

"আপনি প্রথমে আদিশেষ ছিলেন, তৎপরে পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দযোগী।"

অতঃপর† তিনি নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও ভট্ট ভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের ভাষ্যেরও যথেষ্ট নিন্দা করেন। ইহার পর ‡ তিনি বাণ, দণ্ডী ও ময়ূরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার দর্শন বিষয়ে উপদেশ দেন।¶ তিনি খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-রচয়িতা হর্ষ § অভিনব গুপ্ত ** মুরারিমিশ্র †† উদয়নাচার্য্য ‡‡ কুমারিল §§ মণ্ডনমিশ্র ও ‖ প্রভাকরকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের সহিত মিলিত হন।

উক্ত গ্রন্থ খানি মাধবাচার্য্য-বিরচিত বলিয়া প্রখ্যাত। কিন্তু সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ইহার রচয়িতা কি না, তদ্বিষয়ে দু' একটী সন্দেহও বিদ্যমান আছে। মাধবাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা শেষে নিজ পরিচয়, স্বীয় গুরুর নাম ইত্যাদি লিখিত আছে, কিন্তু সঙ্ক্ষেপ-শঙ্করজয়ে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহা মাধবাচার্য্যনামা অপর কোন শৃঙ্গেরীমঠাবলম্বী আধুনিক ব্যক্তির রচিত। তারপর এ পুস্তকের রচনা-প্রণালী মাধবাচার্য্যের অন্যান্য রচনাপদ্ধতি হইতে একবারে পৃথক্। এই গ্রন্থ লেখক লিখিয়াছেন, তিনি এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী কোন 'শঙ্কর বিজয়' অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করজন্ম সম্বন্ধে শঙ্করবিজয়ের কোন সময়ের কথা ইহাতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিতও হয় নাই। গ্রন্থানীত ব্যক্তিবর্গের নাম হইতেও গ্রন্থখানির আধুনিকত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে, সুতরাং এই পুস্তকের মত অনেক স্থলেই গ্রাহ্য নহে। তবে সম্প্রদায়বিদ্গণের ইহা প্রধান গ্রন্থ বলিয়া কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ইহার প্রামাণিকতা গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থে যে সকল আচার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের কালনির্ণয় আবশ্যক।

নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য নামেও পরিচিত ছিলেন। ইঁহার লিখিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ইনি রামানুজের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইনি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, রামানুজের* কখনই পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। কাজেই শঙ্করের সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

হরদত্ত আপস্তম্ব, ও গৌতম ধর্ম্মসূত্রের টীকাকার। ইনি

* ৫।৫।৯৫। † ১৫।৫।৫৩, ৪৯, ৯০। ‡ ১৫।৫।১০১।
¶ ১৫।৫।১৫৬। § ১৫।৬।১৫৭। ** ১৫।৫।১৬৮।
†† ১৫।৫।১৬। ‡‡ ২য় সর্গ। §§ ১০ম সর্গ। ‖ ১২।৫।৪৩।

* প্রপন্নামৃতগ্রন্থের মতে রামানুজ ৪১১৮ কল্যব্দে বা ৯৩৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

কাশিকাবৃত্তির পদমঞ্জরী নামক টীকা রচনা করেন। কাশিকা-বৃত্তি জয়াদিত্য ও বামন কর্ত্তৃক লিখিত। বামন ও জয়াদিত্যর কাল স্থির হইয়া গিয়াছে। জয়াদিত্য ৫৯৫ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন; বামন সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। হরদত্ত ইঁহাদের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নন, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

২ হরদত্ত।

ভট্ট ভাস্কর জ্ঞানযজ্ঞ নামে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনিও একখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি শঙ্করকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছেন।

৩ ভট্ট ভাস্কর।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি পাঠে জানা যায় যে, বাণ ও ময়ূর শ্রীহর্ষের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। বাণ নিজেই তাঁহার শ্রীহর্ষ-চরিতে (২য় উচ্ছ্বাসে) বলিয়াছেন যে, তিনি রাজসভায় শ্রীহর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ময়ূর ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং বাণ শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। দণ্ডী ইঁহাদের পরে অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

৪ বাণ, দণ্ডী ও ময়ূর।

শঙ্করবিজয়ের শ্রীহর্ষ শ্রীহীর ও মামল্ল দেবীর পুত্র। জৈন কবি রাজশেখর তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহর্ষ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। অত্রত্য রাজা জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে তিনি নৈষধচরিত লেখেন। জয়ন্তচন্দ্র ১১০৩ ও ১১২৯ সংবতের মধ্যে বারাণসী ও কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। সুতরাং শ্রীহর্ষও এই সময়ের লোক।

৫ শ্রীহর্ষ।

অভিনবগুপ্ত—ডাঃ বুহ্লরের মতে অভিনবগুপ্ত প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মুরারিমিশ্র—কবি মুরারি মিশ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি মীমাংসাশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। ১১৮৫ সংবতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়নাচার্য্য—ইনি বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য নামক গ্রন্থের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নাম্নী টীকা লেখেন। ভট্টরাঘব ১১৯৬ সংবতে "ন্যায়সারবিজয়" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। সুতরাং উদয়ন ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ধর্ম্মগুপ্ত—খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কুমারিল, মণ্ডনমিশ্র, প্রভাকর—ইঁহাদের সময় পরে বিচার করা হইয়াছে। ইঁহারা শঙ্করের সমসাময়িক।

এখন দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেহ বা পরবর্ত্তী এবং আবার কেহ কেহ শঙ্করের সমসাময়িক; সুতরাং এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তির উপর নির্ভর করা কতদূর আশাপ্রদ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিদ্বিলাস যতির শঙ্করবিজয়। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। কেরল দেশান্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে আর্য্যাম্বার গর্ভে বসন্ত ঋতুর মধ্যাহ্নকালে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে আর্দ্রা নক্ষত্রে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল। ঐ পাঁচটী গ্রহের নাম গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শঙ্করের উপনয়ন হয়। তার পর তিনি একদিন নদীতে অবগাহন করিতে গিয়া কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু কৌশলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি তপোনিরত গোবিন্দপাদের শিষ্য হইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে যথাবিধি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। ইহার পর তিনি ভট্টপাদের (কুমারিলের) সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কাশ্মীরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গগিরি ও জগন্নাথে দুইটী মঠস্থাপন করিয়া সুরেশ্বর ও পদ্মপাদকে মঠরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে তিনি গুর্জ্জরের অন্তর্গত দ্বারকায় মঠস্থাপনপূর্ব্বক হস্তামলককে এবং বদরিকাশ্রমে আর একটী মঠস্থাপন-পূর্ব্বক তোটকাচার্য্যকে তত্তৎ স্থানের আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে শঙ্করাচার্য্যের বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি কালে বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয় শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক হিমালয় গহ্বরে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে শঙ্কর শিবের সহিত সম্মিলনার্থ কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয়। আনন্দগিরি লিখিত পুস্তকে শঙ্করের পূর্ব্ববিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ কামাক্ষী নাম্নী নিজ পত্নীর সহিত চিদম্বরে বাস করিতেন। বিশিষ্টা নাম্নী তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে; বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। বিশ্বজিৎ কিয়ৎকাল গৃহে থাকিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক বনগমন করিয়া তথায় তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বিশিষ্টা দুঃখিতান্তকরণে চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেবের কৃপায় বিশিষ্টা এক পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হন। এই পুত্র পরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণ ও হস্তামলককে শঙ্কর বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আদেশ করেন; তদনুসারে কাঞ্চীপুর হইতে একজন পূর্ব্বদিকে এবং অপর ব্যক্তি উত্তর-দিকে গমন করেন। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দ্বৈতবাদ প্রচার-

পূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, শঙ্কর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও চন্দ্রের মত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করেন।

"লঘুশঙ্কর বিজয়" বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ বিরচিত—(মহিসুরে প্রচলিত ১৭২৮ শকে লিখিত) "লঘুশঙ্করবিজয়" মতে শঙ্করাভ্যুদয় কাল ৭৮৮ খৃঃ প্রদত্ত হইয়াছে।

সদানন্দের পুস্তকে শঙ্করের কাল এইরূপ লিখিত আছে। যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৭২২, সর্ব্বজিৎ নামক সংবৎসরে শুভলগ্নে পাঁচটী

সদানন্দ গ্রহ তুঙ্গী হয়। এই সময়ে শঙ্করের জন্ম অর্থাৎ ৩৭৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শঙ্কর আবির্ভূত হন। কিন্তু পণ্ডিত গুরুনাথের আবিষ্কৃত সদানন্দ বিরচিত "শঙ্করবিজয়-সার" গ্রন্থের পাঠ কিছু স্বতন্ত্র। পণ্ডিত গুরুনাথের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"প্রাস্থতিষ্যশরদামতিযাতবত্যা-
মেকাদশাধিকশতোনচতুঃসহস্র্যাম্।
সংবৎসরে বিভবনাম্নি শুভে মুহূর্ত্তে
রাধে সিতে শিবগুরো র্গৃহিণী দশম্যাম্॥"

অর্থাৎ ৪০০০—১১১=৩৮৮৯ কলিগতবর্ষে বিভব নামক শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম হয়।

শঙ্কর সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ দৃষ্ট হয়; ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ম প্রবাদ—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তদনুসারে শঙ্করের গুরু গোবিন্দ-ভট্ট। জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবংশীয়া চারিটী রমণীকে বিবাহ করেন। ইহাঁর চারি পত্নীর গর্ভে চারিটী পুত্র হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে বররুচি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যার গর্ভে ভট্টি এবং শূদ্রার গর্ভে ভর্ত্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দভট্ট বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ-যোগী নামে বিখ্যাত হ'ন। শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদ নামক এক ব্যক্তিকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি বিক্রমের নবরত্নের এক রত্ন। এক্ষণে দেখা যা'ক্ প্রবাদটী কতদূর সত্য। প্রবাদানুসারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,—

(১) শঙ্করাচার্য্য, ভট্টপাদ ও বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক;
(২) ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি সেই সময়ে জীবিত ছিলেন;
(৩) বিক্রমাদিত্যের পিতা ও শঙ্করের গুরু গোবিন্দভট্ট।

এক্ষণে এই প্রবাদনিহিত উল্লিখিত তিনটী সিদ্ধান্তের কোন রূপ সারবত্তা আছে কি না দেখা যা'ক্। প্রথমতঃ, শঙ্কর শারীরক-ভাষ্যের স্থানে স্থানে ভট্টপাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চয়ই শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বলিতে হয়।

বোম্বাইএ ভট্টিকাব্যের যে সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, আমি শ্রীধরসেন নরেন্দ্র পালিত বলভী নগরীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।* গ্রন্থকর্ত্তার নিজের এই উক্তি অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীধরসেন নরেন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। বলভীরাজবংশে চারিজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৫ হইতে ৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রীধরের রাজত্বকাল। দ্বিতীয় শ্রীধর ৫৭১ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় শ্রীধর ৬২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। চতুর্থ শ্রীধর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ শ্রীধরের সময় "ভট্টিকাব্য"-রচয়িতা জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। গুজরাতের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত "বালা" নামক স্থানে বলভীপুর ছিল। এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কবি যে বলভীপুরে থাকিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিবেন তাহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি এই বলভীপুরে কোন্ সময়ে ছিলেন? তাহা স্থিরকরা কঠিন। [বলভীরাজবংশ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২। "কেরলোৎপত্তি"* নামক গ্রন্থের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ৩৫০১ কলিগতাব্দে (=৩২২ শকাব্দে=৩৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হ'ন। এই মহাত্মা কেরল দেশের অন্তর্গত "কালদী" (কালাডী) বিভাগের 'কৈপল্লে' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চেরুমাল পেরুমান রাজার রাজত্বকালে ইহাঁর জন্ম। ইনি ৩৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। †

চেরুমাল পেরুমাল রাজার সমাধি-মন্দিরে যে শিলালিপি ছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ নরপতি ২১৬ হিজরা বা ৭৬০ শকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং, চেরুমল পেরুমলরাজার রাজত্বকালে শঙ্করের জন্ম ধরিতে গেলে খৃষ্টিয় ৯ম শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে। এদিকে আবার 'কেরলোৎপত্তি' শঙ্করের জন্ম চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ বলিতেছে। কাজেই এই গ্রন্থকে বিশ্বাস্ত বলিতে পারি না।

৩। কুন্দপুরের রাজা ত্রিবিক্রমদেবের রাজত্বকালে মহাত্মা

* "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্ নৃপস্ত তস্ত ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্।"
ভট্টি ২২শ সর্গ, ৩৫ শ্লোক। বঙ্গদেশীয় সংস্করণে "শ্রীধরসূনু" পাঠ আছে, তাহা লিপিকরপ্রমাদ।

* F. W. Ellis-সম্পাদিত।

† Ind. Ant. Vol VII. p. 282.

শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এটী "কোঙ্গু-দেশ-রাজ-কাল" নামক গ্রন্থের মত। ডাউসন্ সাহেবের মতে ত্রিবিক্রম নামে দুইজন রাজা ছিলেন ; প্রথম ত্রিবিক্রম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় ত্রিবিক্রম অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রথম ব্যক্তি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ; কিন্তু ফ্লীট সাহেব এই মত স্বীকার করেননা।

৪। পদ্মপুরাণের ৪২শ অধ্যায়ে শঙ্করাবির্ভাবের কথা আছে। কিন্তু ইহাতে কোন সময়ের উল্লেখ নাই। শ্লোক গুলিও খাঁটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

৫ম। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে নাগার্জ্জুন শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। শকরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। মহাত্মা পার্শ্ব এই সঙ্ঘে সভাপতি হইয়াছিলেন। এই পার্শ্বের প্রধানশিষ্য অশ্বঘোষ এবং অশ্বঘোষের শিষ্য নাগার্জ্জুন। অভিমন্যু কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের পরবর্ত্তী রাজা এবং নাগার্জ্জুন ইহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নাগার্জ্জুন জীবিত ছিলেন ; অতএব শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পরবর্ত্তী। এই উক্তিতে বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। (Life and Legends of Năgarjuna, J. A. S. B. Vol. I. No 117)

৬ষ্ঠ। বৃষদেব সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নেপালের ইতিহাসে লিখিত আছে যে উক্ত রাজার শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। এই ইতিহাসমতে বৃষদেব ৪০০ শকাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজীর মতে বৃষদেব ১৮২ শকাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ফ্লীট সাহেবের মতে বৃষদেব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তেলাঙ্ মহাশয় নেপালের ইতিহাসের মত অগ্রাহ্য মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাতে ঘটনা-পরম্পরার সামঞ্জস্য অতি কম।

৭ম। কূর্ম্মপুরাণের ২৮।২৯ অধ্যায়ে শঙ্করপ্রসঙ্গ আছে ; এই পুরাণের শ্লোকাবলী হইতে শঙ্করের সময় জানিবার কোনও উপায় নাই।

৮ম। ভক্তমালগ্রন্থেও শঙ্করের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা আধুনিক গ্রন্থ।

৯ম ও ১০ম। বায়ুপুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণে শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বলিয়া গণ্য। ইহা হইতে শঙ্করের সময়-নিরূপণে কোন সুবিধা হইবে না।

১১শ। শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে শঙ্করকে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোনও যুক্তির উল্লেখ নাই।

১২শ। কাশীধামস্থিত কৃষ্ণানন্দ স্বামী ভাস্কর রায়ের "দীক্ষা মীমাংসা" নামক পুস্তকে একটী শ্লোক আছে। তদনুসারে ৬০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয় ; কিন্তু কোন্ অব্দের ছয়শত বৎসর পরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। "শঙ্করের সময়" নামক এই পুস্তকের একখানি গুজরাটী অনুবাদে কলির ৬০০ বৎসর বলা হইয়াছে।

১৩শ। স্কন্দপুরাণের শিবরহস্যে কলির ২০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হইবে ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ আছে।

১৪শ। রঘুনাথ ভাস্কর গোড়বেলে নামক পণ্ডিত অর্ব্বাচীন কোষে "জিনবিজয়" হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তদনুসারে ২১৫৭ যুধিষ্ঠিরাব্দে শঙ্করের জন্ম লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্যত্র অন্য আর একটী শ্লোকে ইহারই পুনরুক্তি হইয়াছে মাত্র।

১৫শ। মলবর দেশে শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। মলবরবাসিগণ ইহার জন্মবৎসর বুঝাইতে একটী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শব্দটী "আচার্য্যবাগথয্যা"—অর্থ ২৮০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রবাদানুসারে ২৮০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন যে "আচার্য্যবাগভেস্থা" নামক একটা অব্দ প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, অব্দস্থানে শব্দ বুঝিলেই অর্থসঙ্গতি হয়। কেন না ঐ নামে কোন অব্দই ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এটী শব্দ ধরিলে উহার অর্থ ৮৩২ খৃষ্টাব্দ হয়।

১৬শ। মুনি আত্মারামজী তাঁহার "অজ্ঞানতিমিরভাস্কর" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য প্রায় খৃঃ ৪৪৩ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৭শ। কাবলি রামস্বামীর "Biographical sketches of Deccan Poet"* নামক পুস্তকে শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির বিষয়েও অনেক অদ্ভুত কথার অবতারণা আছে। ইহার উপর আদৌ আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায় না।

১৮শ। জনার্দ্দন রামচন্দ্রজী তাঁহার "Lives of Eminent Hindu authors" নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যকে ২৫০০ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাও একটী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদ—তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

* এই পুস্তকখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহার ৬ পৃষ্ঠায় শঙ্কর-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৯শ। কাহারও কাহারও মতে শঙ্করকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই কোল্লম্ অব্দের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ৮২৪ খৃষ্টাব্দে কোল্লম্ অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং এই মতানুসারে শঙ্করও নবম শতাব্দীর লোক।

২০শ। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত তারনাথের "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাস" নামক গ্রন্থে রাজা "স্রোঙ্‌সন্ গম্-পো" ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। ইনি নেপালাধিপতি জ্যোতির্বর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। স্রোঙ্‌সন্-গম্-পো শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

২১। সর্ব্বজ্ঞমুনির মতে মনুকুলাদিত্য রাজার সময় সুরেশ্বর জীবিত ছিলেন। সুরেশ্বর শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন।

২২। নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলীর মতে—শঙ্করদেব খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ৫২৫ হইতে ৪৭৬ মধ্যে এবং শঙ্করাচার্য্য—৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

২৩। পারস্যগ্রন্থ দবিস্তানের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হ'ন। দবিস্তান গ্রন্থের উক্তি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

কালনির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও তদনুবর্ত্তী প্রাচ্য উভয় স্থানের পণ্ডিত মধ্যেই বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হ হ উইলসন১, বিণ্ডিষ্‌মান্২, টেলার৩, লাসেন৪, বেবের৫, মানিঙ্৬, কোলব্রুক৭, রাইস্৮, বুর্ণেল৯, বার্থ১০, কে বি পাঠক১১, কাউএল্১২, গাফ্১৩, অক্ষয়কুমার দত্ত১৪, কাশীনাথ তেলাঙ্১৫, মোক্ষমূলর১৬, টীল১৭, রেভারেণ্ড ফুলক্‌স্১৮, ফ্লীট্১৯, লোগান২০, এন্ ভাষ্যাচার্য্য২১, মণিয়র্ উইলিয়ম্২২, নিখিলনাথ রায়২৩ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের অধিকাংশের মতেই শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেবল নিখিলবাবু সারদামঠের গুরুপরম্পরা সাহায্যে ২৬৩১ যুধিষ্ঠির শকে বা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে* এবং এন্ ভাষ্যাচার্য্য বহু গবেষণা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শঙ্কর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাব কাল।

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়টী শঙ্করের আবির্ভাবকাল তাহা স্থির করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এত আলোচনা করিয়াছেন যে একজন সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সত্যনির্দ্ধারণ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের কাল-নিরূপণে এই ৪টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

(১) Sanskrit Dictionary, Preface, p. XVII; Essays. Vol. I. p, 194.

(২) Windischmann's Sankara, I. p, 42.

(৩) Journal Asiatic Society of Bengal, VII. (1). 512.

(৪) Indische Alterthumskunde, IV.

(৫) History of Indian Literature, 1882. p, 57 and foot-note.

(৬) Ancient and Mediæval India, by Mrs Manning, Vol. I. p, 210.

(৭) Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. p, 298 foot-note.

(৮) Mysore Gazetteer (Revised ed. 1897) Vol. I, p. 471.

(৯) South Indian Palæography, p, 37 foot-note; and Sâmavidhâna-brahmâna, Vol. I. p. 17.

(১০) The Religion of India, p, 87.

(১১) Indian Antiquary. Vol. XI.

(১২) Sarvadarsana-Sangraha, prafaee. p. viii.

(১৩) Philosophy of Upanishads.

(১৪) উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ১৯৩ পৃঃ।

(১৫) Indian Antiquary, Vol. XIII. p, 95-103.

(১৬) India, what can it teach us, p, 354-60.

(১৭) Prof. Tiele's History of Ancient Religion, 1877.

(১৮) Rev T. Foulkes in Journal R. A. S. (N. S,) Vol. XVII.

(১৯) Indian Antiquary, Vol. XVI. January

(২০) W. Lagan's Indian Antiquary, vol. xvi. May.

(২১) Theosophist, Nov. 1887, Jan.-Feb. 1890.

(২২) Brahmanism and Hinduism, p. 15; and Indian Wisdom, p, 48.

(২৩) সাহিত্য, ১৩০৬, চৈত্রসংখ্যা।

* ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৬এ এপ্রিল তারিখের পুণার "কেশরী" পত্রিকায় "পিনাকি" নাম চিহ্নিত একখানি পত্রে দ্বারাবতীমঠে লব্ধ প্রাচীন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও "যুধিষ্ঠির শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ" ইত্যাদি উক্তি দেখা যায়।

১। কাহারও মতামত প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইবে না।

২। যতদূর পারা যায় শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

৩। প্রাচীন বা দূরবর্ত্তী কালের পুস্তকাদিলব্ধ উপকরণ গুলিকে সহযোগী প্রমাণ মধ্যে গণনা করা হইবে।

৪। যাহা অধিকাংশ স্থলে মিলিবে, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রথমতঃ, শঙ্কর ও শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর নিজ নিজ গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম ও বাক্য, এবং কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শঙ্করকৃত উপদেশ-সহস্রীভাষ্য (শ্লোক ১৪২, Bibl. Indica, pp 50, 53, শাঙ্করভাষ্য।)—

"অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।

গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥"

আনন্দজ্ঞানভাষ্য—"কীর্ত্তিবাক্যমুদাহরতি।

অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা" ইত্যাদি।

কুমারিলের উল্লেখ—উপদেশ-সাহস্রী ১০৯-১৪০ শ্লোক।

সুরেশ্বর—বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

"ত্রিষেব ত্ববিনাভাবাদি যদ্ ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।" ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ—কুমারিল নিজ গ্রন্থে দুই বার ভর্ত্তৃহরির "বাক্যপদীয়" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অস্ত্যর্থঃ সর্ব্বশব্দানামিতি প্রত্যাঘ্যলক্ষণম্।

অপূর্ব্বদেবতাস্বর্গৈঃ সমমাহুর্গবাদিষু ॥"

এইটী বাক্যপদীয়ের (১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত) ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কাণ্ডের ১২১ শ্লোক ও কুমারিলের 'তন্ত্রবার্ত্তিকে'র (কাশী হইতে প্রকাশিত) ২৫১ ও ২৫৪ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখুন।

তৃতীয়তঃ—ইৎ-সিঙ্ নিজ গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন এবং ভর্ত্তৃহরিকে তিনি তাঁহার অপেক্ষা ৪০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক স্বীকার করিয়াছেন। ইৎ-সিঙের সময় ৬৯৪ খৃঃ। সুতরাং ভর্ত্তৃহরির সময় ৬৫৪ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত কয়টী কথাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এগুলি শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি লব্ধ, এগুলি প্রবাদ নয়, কাহারও মতামত নয়। এ গুলিতে কল্পনার লেশমাত্র নাই। সুতরাং এ গুলি হইতে যে সত্য বাহির হইবে, তাহা ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। উল্লিখিত তিনটী উক্তি হইতে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জানিলাম যে,

(১) শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন। ধর্ম্মকীর্ত্তি, কুমারিল ও ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্বে নয়।

(২) এবং ইৎ-সিঙের সময় ৬৯৪ হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে একজনের জীবিতকাল পরিমিত সময়ের পূর্ব্বে নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি—দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে জিনসেন নামে একজন পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময় ৭০৫ শকাব্দ বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ।* তিনি 'আদিপুরাণ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে শ্রীপালের নাম আছে। শ্রীপাল জিনসেনের উক্ত পুস্তকের টীকায় নিজ সময় ৬৫৯ শকাব্দ (বা ৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন।† সুতরাং, শ্রীপাল ও জিনসেন সমসাময়িক বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর, ৭৩৭ হইতে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে ৪৬ বৎসর তাহার অধিকাংশ সময় যে উভয়ে জীবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এই জিনসেন—অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, ও প্রভাচন্দ্র পণ্ডিতের নাম নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন। যথা,—

"ভট্টাকলঙ্কশ্রীপালপাত্রকেশীরিণাম্ গুণাঃ।

বিদুষাং হৃদয়ারূঢ়া হারয়ন্তেতি নির্ম্মলাঃ ॥" আদিপুরাণ।

কিন্তু, ইহাঁরা যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা কোথাও লেখা নাই, কিংবা অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ বা প্রভাচন্দ্র তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জিনসেন বা শ্রীপালের নামও করেন নাই। সুতরাং সিদ্ধ হইতে পারে যে, ইহারা জিনসেনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তবে কতপূর্ব্বে তাহা বলা যায় না।

অতঃপর দেখাইতে হইবে যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন ব্যক্তি সমসাময়িক। প্রভাচন্দ্র যে অকলঙ্কের শিষ্য তাহা আমরা প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থেই দেখিতে পাই, যথা—

'বোধঃ কোপ্যসমঃ সমস্তবিষয়প্রাপ্যাকলঙ্কং পদম্।'

ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়।

এ দিকে আবার বিদ্যানন্দের নাম প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (প্রমেয়-মার্ত্তণ্ড, পৃঃ ১১৬।)

বিদ্যানন্দ আবার অকলঙ্কের নাম নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদকলঙ্কবিবৃতাং সমন্তভদ্রোক্তিমত্র সংক্ষেপাৎ ॥"

অষ্টসাহস্রী ১৬শ অধ্যায়।

মাণিক্যনন্দী অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন যথা—

---

* "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাম্।

* * * * *

প্রাপ্তঃ শ্রীজিনসেনকবিনা লাভায় বোধঃ পুনঃ ॥" (জৈন হরিবংশ)

† "এ:কোনষষ্টিসমধিকষষ্ঠশতাব্দেষু শকনরেন্দ্রস্য।

সমতীতেষু সমাপ্তা জয়ধবলটীকা প্রাভৃতব্যাখ্যা ॥

* * * শ্রীপাল-সম্পাদিতা জয়ধবলা টীকা।

"সিদ্ধং সর্ব্বজনপ্রবোধজননং সদ্যোঽকলঙ্কাশ্রয়ং।
বিদ্যানন্দসমন্তভদ্রো গুণতো নিত্যং অনুনন্দনম্।"

প্রভাচন্দ্র মাণিক্যনন্দীর গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য। বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন। মাণিক্যনন্দী অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন।

সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হইল যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন জনই সমসাময়িক। তা'রপর দেখিতে পাই, মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে কুমারিল অকলঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছেন।

আবার বিদ্যানন্দ কুমারিলকে আক্রমণ করিয়াছেন।

সুতরাং বলিতে হইবে কুমারিল অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক।

বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। এদিকে সুরেশ্বর শঙ্করের শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও বিদ্যানন্দের পরে হইতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শঙ্কর কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন অর্থাৎ শঙ্কর কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী ন'ন। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শঙ্কর, সুরেশ্বর, কুমারিল, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই ছয় জনই সমসাময়িক। ইহা তাঁহাদের নিজ নিজ পুস্তক হইতে প্রমাণিত। ইহা হইতে বলবত্তর প্রমাণ আর হইতে পারে না। কেবল যে গ্রন্থের শ্লোক দেখিয়া ইহা সিদ্ধ, তাহা নহে। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সমসাময়িক না হইলে পরস্পর পরস্পরের নাম কখনই উল্লেখ করিতে পারেন না। এক্ষণে আমরা কি পাইলাম, তাহাই দেখা যা'ক্। এক দিকে দেখিতেছি ইৎ-সিঙ্ ভর্তৃহরির মৃত্যুকাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়া যাওয়ায় ভর্তৃহরির সময় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। কুমারিল ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করায় কুমারিল ৬৪০ খৃষ্টাব্দের যে পূর্ব্ববর্ত্তী ন'ন, তাহাও প্রমাণিত হইল। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জিনসেনের পরবর্ত্তী ন'ন। আর জিনসেনের সময় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় তাঁহাদিগকে ৭৮৩ খৃঃঅব্দের পরবর্ত্তী বলা যায় না। সুতরাং দেখা গেল ৬৫০ খৃঃ হইতে ৭৮৩ খৃঃ ভিতর উক্ত কয়জন ব্যক্তি এককালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন ব্যবধান রহিল প্রায় ১৩৩ বৎসর। আমরা পণ্ডিত কে, বি, পাঠকের প্রবন্ধাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি পাইয়াছি। ঐ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যে কতপরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি যে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাহ'তে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিনি উল্লিখিত উপকরণগুলি পাইয়াও একটু অন্যায় করিয়াছেন। তিনি শঙ্করকে ৭৮৮ খৃঃ দাঁড় করাইয়াছেন। এটী তাঁহার যুক্তির ভুল। তিনি কুমারিলকে অকলঙ্ক, ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক বলিয়াও শঙ্করকে কুমারিলের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বলিয়া মনে করেন। তাঁহার যুক্তি এই, কুমারিল প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে ত শঙ্কর তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং, কুমারিলের ৫০ বৎসর পরে শঙ্করের কাল অনুমান করা উচিত। পাঠক-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ এই—কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে অকলঙ্ক কৃষ্ণরাজার সমসাময়িক। দন্তিদুর্গের শিলা-লিপিতে কৃষ্ণরাজার সময় ৭৫৩ খৃঃ পরে এবং ৭৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থান্তরের তুলনায় কথাসরিৎসাগর অতি আধুনিক পুস্তক। আধুনিক পুস্তকের কথায় ওরূপ সিদ্ধান্তকে অন্যথা করা উচিত নহে। শঙ্কর কুমারিলকে খণ্ডন করায় যদি কুমারিল শঙ্করের ৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন, তবে বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করায় সুরেশ্বর কেন বিদ্যানন্দের ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক হইবেন না? আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিত পাঠকের যুক্তির এটী দুর্ব্বল অংশ। যাহা হউক, আমরা আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি; শঙ্কর, কুমারিল, ও অকলঙ্ক ইঁহারা সমসাময়িক। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে আমাদের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে এবং যে যুক্তি গুলি আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সে গুলির কোনটাই শঙ্কর যে সময়ের সে সময়ের পুস্তকাদি হইতে লব্ধ নহে অথবা যুক্তিগুলি লেখকগণের নিজ নিজ অনুমান হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং শঙ্করকালনির্ণয়ে আমরা সে গুলির আদৌ আলোচনা করিলাম না। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমরা প্রধানতঃ তিনটী যুক্তি দেখিতে পাই; একে একে যুক্তি তিনটীর উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। ভবভূতির সময় স্থির হইয়াছে। তিনি ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও যে বিদ্যমান ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পাণ্ডিত একটী অতি প্রাচীন কালের লিখিত "মালতী মাধবে"র পুঁথিতে তিনটী বচন পাইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বাক্‌পতিকৃত 'গৌড়বহ' নামক পুস্তকের সংস্করণে লিখিয়াছেন যে ইন্দোরের মহাদেব বেঙ্কটেশ লেনের নিকট তিনি এই পুঁথিখানির বিবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে—

(১) ইতি শ্রীভট্টকুমারিলশিষ্যকৃতে মালতীমাধবে তৃতীয়াঙ্কঃ।

(২) ইতি শ্রীকুমারিলস্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভবশ্রীমদুম্বেকাচার্য্য বিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

(৩) ইতি শ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ।

কুমারিলশিষ্যকৃত, কুমারিলশিষ্য উম্বেকাচার্য্যকৃত এবং ভবভূতি বিরচিত এই তিন পৃথক্ পৃথক্ বচন তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পরের পর অধ্যায়ের শেষে পাইয়াছেন। শঙ্করবিজয়ে শঙ্করশিষ্য মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরের নাম উম্বেকাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং বলিতে হয় শঙ্কর ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবভূতির সময় বিদ্যমান ছিলেন। 'মালতীমাধব' ভবভূতি কর্তৃক সমাপ্ত হয় বলিয়াই, উহা ভবভূতির নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উম্বেকাচার্য্য উহা আরম্ভ করেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ উক্ত পুঁথির তৃতীয় অঙ্কে কুমারিলশিষ্য কৃত, ষষ্ঠ অঙ্কে উম্বেকাচার্য্য কৃত এবং দশম অঙ্কে ভবভূতি কৃত লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন সপ্তম শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে শেষ হয়।

দ্বিতীয়। এইবার আরও একটু বিশেষভাবে স্থির করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপরম্পরায় দেখা যায় যে শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আরও দেখা যায় যে সুরেশ্বরশিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরকের শেষে লিখিয়াছেন, মনুকুলের আদিত্যরাজার সময় তিনি উক্ত পুস্তক রচনা করেন। এই দুইটী উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে শঙ্করের উক্ত সময় অর্থাৎ ১৪ বিক্রমার্কাব্দ চালুক্যবংশীয় প্রথম বিক্রমার্কের সময়; কারণ আদিত্য রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। উক্ত প্রথম বিক্রমাদিত্য ৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন; ইহাতে পূর্ব্বের ১৪ বিক্রমার্কাব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারা যায় শঙ্কর ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন।

তৃতীয়। মাধবাচার্য্য একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইনি শঙ্করের একটী গ্রহ-সংস্থান দিয়াছেন। ইহাতে ৪টী মাত্র গ্রহ নিজ তুঙ্গে ও কেন্দ্রে অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে। মাধব জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহার এরূপ গ্রহ সংস্থান বর্ণনা আমাদের নিকট কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ইহা যথার্থ জ্যোতিষিক বর্ণনা হইলে মাধবাচার্য্য জন্মসময় ও অন্যান্য গ্রহস্থিতি বলিতে কখনই বিস্মৃত হইতেন না। যাহা হউক আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উক্ত চারিটী গ্রহের উক্তপ্রকার স্থিতিতে যাহা যাহা ঘটা উচিত তাহা শঙ্করের বাস্তবজীবনে ঘটা চাই অথবা তাহার সহিত শঙ্করের জীবনের ঐক্য হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এইরূপ অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত প্রকার গ্রহসংস্থান কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি শঙ্করের জন্ম-জ্ঞাপক যাবতীয় প্রবাদের এক এক খানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। কিন্তু কোনটীতে তিনি মাধববর্ণিত যোগ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে ষোলখানি কোষ্ঠী লইয়া শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্দর্শনে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ঐ কোষ্ঠীতে শঙ্করের মত একজন বড়লোক জন্মিতে পারে, অপর সমস্ত কোষ্ঠীতে তাহা ঘটে না। ইহাতে বেদান্তজ্ঞযোগ, যুক্তিসমন্বিত বাগ্মিযোগ, তর্কযুক্তি-পরায়ণযোগ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌যোগ, গ্রন্থকর্ত্তৃযোগ, মুক্তিযোগ, ভগন্দরযোগ, অল্পায়ুযোগ, জনকজননীবিয়োগযোগ প্রভৃতি শঙ্করের জীবনের অনুকূল সমুদায় যোগ পাওয়া যায়; ইহাতে মাধবের কথিত তিনটী গ্রহ মিলে, একটীমাত্র অমিল থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের নিরূপিত সময়ের সহিত জ্যোতিঃ-শাস্ত্রেরও সহায়তা রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা শঙ্করের সময় সম্বন্ধে প্রচলিত মত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ এবং আমাদের নিরূপিত ৬৮৪ বা ৬৮৬ খৃঃ এই দুইটী সময়ের সহিত স্থিরীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কিরূপ ঐক্য আছে তাহা দেখিব।

১। যাঁহারা বলেন, যুয়ন চুয়ঙ্ (Yuan-Chuang) ও ইৎসিঙ্ (I-tsing) এই চীনপরিব্রাজকদ্বয় শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহারা আমাদের নিরূপিত সিদ্ধান্তে আপত্তি করিতে পারিবেন না; কেন না, ইৎসিঙ্ যে সময় ভারতে, শঙ্কর তৎকালে বালকমাত্র। সুতরাং ইৎসিঙের শঙ্কর নামোল্লেখের সম্ভাবনা কোথায়?

২। পূর্ণবর্ম্মা যুয়ন-চুয়ঙের সমকালবর্ত্তী এবং শঙ্কর যে ভাবে পূর্ণবর্ম্মার নাম করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণবর্ম্মা শঙ্করের খুব বেশী পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয় না। ৭৮৮ খৃঃ হইতে আরও ১০০ বৎসর ব্যবধান হয়।

৩। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ললিতাদিত্যের সময় গৌড়ীয় কি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের শারদামন্দিরে শাস্ত্রবাদ কানিংহাম সাহেব শঙ্কর কর্ত্তৃক বলিয়া স্থির করেন। ৬৮৬ খৃঃ হইলে উহা সঙ্গত হয়, ৭৮৮ খৃঃ হইলে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না।

৪। কোঙ্গুদেশরাজকাল মতে বুর্ণেল যাহা বলিয়াছেন, ৬৮৬ খৃঃ হইলে মিলে। (Sewell's S. I. D.) ৭৮৮ খৃঃ হইলে বড় দূর হইয়া পড়ে।

৫। মাধবোক্ত শঙ্কর প্রতিপক্ষের মধ্যে শ্রীহর্ষ, উদয়ন,

অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত অনেকের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকার ৬৮৬খৃঃ হইলে সঙ্গত হয়, কিন্তু ৭৮৮ হইলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার সঙ্গত হয় না।

৬। সর্ব্বজ্ঞাত্মকথিত আদিত্য রাজাকে ৬৮৬ খৃঃ হইলে পাওয়া যায়,—৭৮৮ খৃঃ হইলে পাওয়া যায় না।

৭। শৃঙ্গেরী-মঠে সুরেশ্বরের যে সময় দেওয়া হইয়াছে ৬৮৬ হইলে তাহা মিলে, কিন্তু ৭৮৮ খৃঃ হইলে তাহা অমিল হয়।

৮। ৬৮৬খৃঃ হইলে ওঁয়েক্ট সাহেবোক্ত বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্কর হইতে পৃথক্ করিতে হয় না। এই বঙ্গীয় শঙ্করের সময় শশাঙ্করাজ বৌদ্ধবিতাড়ন করেন।

৯। ভাণ্ডারকার অনেক যুক্তি দেখাইয়া শঙ্করের সময় ৬৮০ স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিরূপিত ৬৮৬ ভাণ্ডারকারের নিরূপিত সময়ের খুব নিকটবর্ত্তী।

১০। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইলে শ্রুয়পাটলিপুত্রসংক্রান্ত কথনও মিলে, ৭৮৮ খৃঃ হইলে মিলে না। এ কারণ ৬৮৬ খৃঃ অব্দে শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যায়।

শাঙ্করগ্রন্থ।

শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত বলিয়া বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়, নিম্নে অকারাদিক্রমে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল —

অচ্যুতাষ্টক, অজপাগায়ত্রী, পুরশ্চরণপদ্ধতি, অজ্ঞানবোধিনী নাম্নী আত্মবোধটীকা, অথর্ব্ববেদান্তর্গতোপনিষদ্ভাষ্য, অদ্বৈতপঞ্চপদী, অধ্যাত্মপ্রকাশ, অধ্যাত্মবোধ, অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ, অধ্যাসভাষ্য, অনুভবপঞ্চরত্ন, অনুস্মৃতি, অন্নপূর্ণানবরত্নমালিকা, অপরাধক্ষমাস্তোত্র, অপরাধসুন্দরস্তোত্র, অপরাধস্তোত্র, অপরোক্ষানুভূতি, অমরুশতকটীকা, অম্বাষ্টক, অর্দ্ধনারীশ্বরাষ্টক, অবধূতষট্‌ক, অষ্টাঙ্গযোগ, আগমশাস্ত্রবিবরণ, আঞ্জনেয়স্তোত্র, আত্মজ্ঞানোপদেশপ্রকরণ, আত্মনিরূপণ, আত্মপঞ্চক, আত্মবোধ, আত্মষট্‌ক, আত্মানাত্মবিবেক, আত্মোপদেশবিধি, আনন্দলহরীস্তোত্র, আর্য্যা, আর্য্যাসপ্ততি, ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, উত্তরগীতাব্যাখ্যা, উপদেশপঞ্চক, উপদেশসাহস্রী, একশ্রুত্যুপদেশ, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য, কনকধারাস্তোত্র, কবিকল্পদ্রুম, কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, কাদিক্রমস্তুতি, কামাক্ষীস্তোত্র, কারণপ্রকরণ, কালভৈরবাষ্টক, কালিকাস্তোত্র, কাশীপঞ্চক, কৃষ্ণদিব্যস্তোত্র, কৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণস্তোত্র, কৃষ্ণাষ্টক, কেনোপনিষদ্ভাষ্য, কৈবল্যোপনিষদ্ভাষ্য, কৌপীনপঞ্চক, কৌষীতকোপনিষদ্ভাষ্য, ক্ষমাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, গণেশভুজঙ্গস্তোত্র, গণেশাষ্টক, গণ্ডকীভুজঙ্গস্তোত্র, গন্তবন্ধ, গায়ত্রীভাষ্য, গিরিজাদশক, গুরুং প্রাতঃস্মরামি, গুরুস্তোত্র, গুর্ব্বষ্টক, গোপালতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্য, গোবিন্দদামোদরস্তোত্র, গোবিন্দভজনস্তোত্র, গোবিন্দাষ্টক ও তদ্ভাষ্য, গৌড়পাদীয়ভাষ্য, গৌরীদশক, চক্রপাণিস্তোত্র, চতুর্দ্দশমতবিবেক, চতুর্ব্বিধসংশয়োচ্ছেদ, চর্পটপঞ্জরিকা, চিদানন্দস্তবরাজ, চিদানন্দাষ্টক, চিন্তামণিস্তোত্র, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, জগন্নাথস্তোত্র, জগন্নাথাষ্টক, জ্ঞানগীতা, জ্ঞানতমোদীপিকা, জ্ঞাননৌকা (বিজ্ঞাননৌকা), জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানসন্ন্যাস, জ্ঞানোপদেশ, তত্ত্বসংগ্রহ, তত্ত্বসার, তন্ত্রসার, তারাপজ্ঝটিকা, তারারহস্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, ত্রিপুটীপ্রকরণ বা ত্রিপুর্য্যুপনিষদ্, ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র, ত্রিবেণীস্তোত্র, ত্রিশতীনামার্থপ্রকাশিকা, দক্ষিণামূর্ত্তিকল্প, দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রার্ণব, দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক ও টীকা, দত্তভুজঙ্গস্তোত্র, দত্তমহিমাখ্যস্তোত্র, দশরত্নাভিধান, দশশ্লোকী, দশাবতারমূর্ত্তিস্তোত্র, দৃগ্‌দৃশ্যপ্রকরণ, দেবীপঞ্চরত্ন, দেবীভুজঙ্গ, দেবীমানসপূজাবিধি, দেবীস্তুতি, দেব্যপরাধক্ষমার্পণস্তোত্র, দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র, দ্বাদশমঞ্জরী, দ্বাদশমহাবাক্যবিবরণ, দ্বাদশমহাবাক্যসিদ্ধান্তনিরূপণ, দ্বাদশলিঙ্গস্তোত্র, ধন্যস্তোত্র, নর্ম্মদাষ্টক, নবরত্নমালিকা, নারায়ণস্তোত্র, নারায়ণোপনিষদ্ভাষ্য, নিজানন্দানুভূতিপ্রকরণ, নিরঞ্জনাষ্টক, নির্ব্বাণষট্‌ক, নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্য, নৃসিংহপঞ্চরত্নমালা, পঞ্চচামরস্তোত্র, পঞ্চপ্রকরণী ও টীকা, পঞ্চরত্ন, পঞ্চবক্ত্রস্তোত্র, পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া ও টীকা, পঞ্চীকরণমহাবাক্যার্থ, পদকারিকারত্নমালা, পদ্মপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্র, পরমহংসোপনিষদ্ধৃদয়, পরাপূজা, পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক, পাষণ্ডমুখচপেটিকা, পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্য, প্রপঞ্চসার, প্রবোধসুধাকর, প্রশ্নোত্তরমালিকা, প্রশ্নোত্তররত্নমালা, প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, বালকৃষ্ণাষ্টক, বালবোধসংগ্রহ, বালবোধিনী, বালাপঞ্চরত্ন, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য, ব্রহ্মগীতাটীকা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মনামাবলী, ব্রহ্মভাবস্তোত্র, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক-মীমাংসাভাষ্য, ব্রহ্মানন্দস্তব, ভগবদ্গীতাভাষ্য, ভগবন্মানসপূজা, ভর্ত্তৃকাব্যটীকা, ভবানীভুজঙ্গ, ভবান্যষ্টক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ভৃগুবল্ল্যুপনিষদ্ভাষ্য, ভৈরবাষ্টক, ভ্রমরাম্বাষ্টক, মণিকর্ণিকাস্তোত্র, মণিরত্নমালা, মনীষাপঞ্চক, মন্ত্রবীর, মহাকরণপ্রকরণ, মহাপুরুষস্তোত্র, মহাবাক্যপঞ্চীকরণ, মহাবাক্যবিবরণ, মহাবাক্যবিবেক, মহাবাক্যসিদ্ধান্ত, মহাবাক্যার্থ, মহাবেদান্তষট্‌ক, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মানসপূজাবিধি, মীনাক্ষীস্তোত্র, মুকুন্দচতুর্দ্দশ, মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য, মৈত্রায়ণীয়োপনিষদ্ভাষ্য, মোহমুদ্গর, যতিস্বধর্ম্মভিক্ষাবিধি, যমুনাষ্টক, যোগতারাবলী, রাগদ্বেষপ্রকরণ, রাঘবাষ্টক, রামভুজঙ্গ, রামসপ্তরত্ন, রামাষ্টক, লক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র, লঘুবাক্যবৃত্তি ও টীকা, ললিতা ত্রিশতীভাষ্য, ললিতাসহস্রনামভাষ্য, বজ্রসূচ্যুপনিষদ্ ও টীকা, বরদগণেশস্তোত্র, বাক্যবৃত্তি, বাক্যসুধা, বিবেকচূড়ামণি বা বেদান্তবিবেকচূড়ামণি, বিশ্বনাথনগরীস্তোত্র, বিষ্ণুপাদাদিকেশান্তস্তুতি, বিষ্ণুভুজঙ্গ, বিষ্ণুষট্‌পদী, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, বিষ্ণুস্তোত্র, বৃদ্ধব্রাহ্মণোপনিষদ্ভাষ্য,

বেদসারশিবসহস্রনামন্, বেদসারশিবস্তব, বেদান্তপ্রক্রিয়া, বেদান্তমন্ত্রবিশ্রাম, বেদান্তশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্রসংক্ষিপ্তপ্রক্রিয়া, বেদান্তসার, বেদান্তসিদ্ধান্তদীপিকা, বৈরাগ্যশতক, শতশ্লোকী ও টীকা, শরভহৃদয়,শাকটায়নোপনিষদ্ভাষ্য, শাস্ত্রদর্পণ, শিক্ষাপঞ্চক, শিবকেশাদিপাদান্তবর্ণনস্তোত্র, শিবগীতাব্যাখ্যা, শিবদশক, শিবনামাবলী, শিবপঞ্চবদনস্তোত্র, শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র, শিবপাদাদিকেশান্তবর্ণনস্তোত্র, শিবভক্তানন্দকারিকা, শিবভুজঙ্গ, বা শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র, শিবভুজঙ্গাষ্টক, শিবানন্দলহরী, শিবাষ্টক, শিবস্তোত্র, শ্যামলানবরত্ন, শ্যামামানসার্চ্চন, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য, ষট্‌পদীস্তোত্র, ষড়ক্ষরস্তোত্র, সংযমিনামমালিকা, সগুণবতী, সংক্ষেপশারীরকভাষ্য, সচ্চিদানন্দানুভবদীপিকা নাম্নী পঞ্চপদীপ্রকরণটীকা, সত্যসূত্র, সদাচারপ্রকরণ,সনৎসুজাতীয় বিবরণ,সন্ধ্যাভাষ্য, সন্ন্যাসগ্রহণপদ্ধতি, সপ্তমঠাম্নায়দশনামাভিধান, সপ্তসূত্র, সম্বন্ধদীপিকা, সহজাষ্টক, সাধনপঞ্চক, সিদ্ধান্তবিন্দু, সুখবোধিনী, সূতসংহিতাভাষ্য, স্তোত্রপাঠ, স্বরূপনিরূপণ, স্বরূপনির্ণয়, স্বাত্মনিরূপণ বা স্বাত্মানন্দপ্রকাশ, স্বাত্মপূজা, স্বাত্মপ্রবোধ, স্বরাজ্যসিদ্ধি, হরিনামমালা, হরিমীড়েস্তোত্র বা হরিস্তোত্র, হরিহরস্তোত্র, হস্তামলকস্তোত্র বা হস্তামলকসংবাদ এবং তাহার টীকা ও হালাস্যাষ্টক।

উপরিবর্ণিত গ্রন্থনিচয় সকলই সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও উপনিষদ্‌ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত নহে। তাহা অনেক গ্রন্থের ভাষা, শব্দবিন্যাস ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিয়া স্বরচিত গ্রন্থের বা কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন ২ মহাত্মা ও কবি শঙ্করাচার্য্যের নামে স্ব স্ব গ্রন্থ চালাইয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যের মঠাধিকারী মহন্তগণও শঙ্করাচার্য্য উপাধিধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও শঙ্করাচার্য্যের ভণিতা আছে। এতদ্ভিন্ন শঙ্কর নামধেয় কএকজন আচার্য্যও গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন,তাহাতেই আমরা একাধিক শঙ্করাচার্য্যের রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথক্‌রূপে নির্ব্বাচিত করিতে আমাদের সাধ্য নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আদি শঙ্কর কএকখানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা ও বেদান্তসূত্রভাষ্য, ও কেবলাদ্বৈত বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। এমন কি, তাঁহার নামে প্রচলিত বহু উপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তগ্রন্থ আছে, যাহা তাঁহার রচিত বলিতে আমাদের সন্দেহ হয়। অবশিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে একাধিক শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই বাদটী মায়াবাদ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচীন উক্তি এই যে—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

অর্থাৎ বহু গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে শ্লোকার্দ্ধে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে, সেই সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ফলতঃ শঙ্করের দার্শনিক অভিমত এই তিনটী বিষয়ের প্রগাঢ় আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। ব্রহ্ম মনোবাক্যের অগোচর, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, এক, অদ্বিতীয় ও চিন্মাত্র। শঙ্কর বলেন, এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র চিন্মাত্র পরমব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। এই পরমব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম সৎ আর সৃষ্ট জগৎ অসৎ। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তিতে এবং তর্কযুক্তির অনুবলে উহাদের বিপরীত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যবাদী। তাঁহারা বলেন—

"রূপাণি রূপী পশ্যতি শূন্যম্। বিজ্ঞান্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্।" আবার অন্যত্র লিখিত আছে—

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্য বহির্গতম্।" মাধ্যমিক ১৮ অঃ।

এইরূপ শূন্যবাদ যে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে না আছে তাহা নহে। আমরা শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই—

"তত্র শব্দপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্‌তা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥" (১১।১৪)

আবার অন্যত্র—

"খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যেব খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।"

এই সকল উক্তি শূন্যবাদের পোষক। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া মায়াবাদের সাহায্যে এই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে কার্য্যতঃ শূন্যে পরিণত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক বিচারে এক প্রকার শূন্যবাদেরই অপর পিঠ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৮ সূত্রের "নাভাব উপলব্ধেঃ" ভাষ্যে শঙ্কর প্রকারান্তরে শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করের ব্রহ্ম "চিন্মাত্র" হইলেও উহা পূর্ণ ও সত্য

জ্ঞানানন্দ স্বরূপ বলিয়া প্রখ্যাত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-ভাষ্যে তিনি ব্রহ্মকে পূর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যথা—

"ন বয়মুপহিতেন রূপেণ পূর্ণতাং ব্রূমঃ কিন্তু কেবলেন স্বরূপেণ।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।১।

শঙ্করের ব্রহ্ম নির্গুণ চিন্মাত্র হইলেও উহা পূর্ণ ও বিভু।

ব্রহ্ম কেবল পূর্ণ ও বিভু নহেন, ইনি স্বপ্রকাশ।

জগদুৎপত্তি বিষয় ধরিয়া শঙ্কর ঈশ্বরানুমান করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বান্যতঃ প্রধানাদচেতনাদণুভ্যো বা ভাবাদ্বা সংসারিণো বা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।"

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মব্যতীত শূন্য বা অতীব অণু হইতে কিংবা জড় স্বভাব প্রকৃতি হইতে অথবা পরমাণু হইতে, জন্ম কিংবা মরণবান্ সংসারী জীব হইতে এই বিচিত্র জগতের এরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। শঙ্কর ভাবপদার্থের পূর্ণ বিশ্বাসী। তবে তাঁহার স্বীকৃত ভাব পদার্থ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। এই ভাব পদার্থটী চিদেকমাত্র।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—"আত্মনঃ স্বরূপো জ্ঞপ্তির্ন ততো ব্যতিরিচ্যতে অতো নিত্যৈব। প্রাপ্তমন্ত-বত্বং লৌকিকস্য জ্ঞানস্য অন্তবত্বদর্শনাৎ অত তন্নিবৃত্ত্যর্থং।"(২।১)

অর্থাৎ চিন্মাত্রই আত্মার স্বরূপ। এই জ্ঞান উহার স্বরূপ হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন নহে। অতএব উহা নিত্য। কিন্তু লৌকিক জ্ঞানের সীমা আছে, জ্ঞান স্বরূপ আত্মার অন্তর্বত্ব নাই, উহা অসীম ও অনন্ত। সচেতন জীব সকলে আমরা যে জ্ঞান দেখিতে পাই, উহা তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য হইতে উপলব্ধ।

জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কঠোপনিষদ্‌ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চ চেতয়িতৃত্বমন্যেষাম্"

ইত্যাদি। (২।১।৩)

অন্যান্য উপনিষদ্‌ভাষ্য এবং সূত্রভাষ্য হইতে শঙ্কর-দর্শনের এই প্রধানতম একটী সিদ্ধান্ত বিবৃতরূপে ও বিশদরূপে আলো-চিত হইতে পারে। আত্মা যে চিন্মাত্র বা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, শঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্তটীকে যথেষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ইনি স্থূল নহেন, সৎ নহেন, অসৎ নহেন, কার্য্য নহেন, কারণও নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং তিনি বাক্যমনের অগোচর, সেখানে চক্ষু যাইতে পারেনা, মন যাইতে পারে না বাক্যও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তিনি শব্দের অগোচর। তিনি জ্ঞাতা নহেন জ্ঞেয় নহেন, তিনি জ্ঞানের অতীত ও ক্রিয়ার অতীত।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রভাষ্যে, গীতাভাষ্যে, বৃহদারণ্যক এবং প্রভৃতি উপনিষদ্ ভাষ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বাচক এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত করিয়াছেন।

সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মও শঙ্করের অস্বীকৃত নহেন। শঙ্কর বলেন, ঈশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম। মায়া সম্বন্ধে ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে সগুণ ব্রহ্ম মায়িক, সুতরাং ব্রহ্মের গুণময় অভিব্যক্তি অনিত্য। গুণ যেমন অনিত্য ব্রহ্মের সগুণ অভিব্যক্তি ও তাদৃশ অনিত্য। শ্রুতিতে সবিশেষ ও সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, শঙ্করাচার্য্যকে সেই সকল শ্রুতিবাক্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে শ্রুতির সগুণ ব্রহ্ম অনিত্য ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া-ছেন। শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মেই শক্তি ও গুণাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই সগুণ ব্রহ্ম যখন অনিত্য ও মায়িক, তখন শক্তিও মায়িক। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য বস্তুতঃ আদৌ শক্তিবাদী নহেন এবং কোনও ক্রমে শক্তির পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন না।

শঙ্কর বলেন, ব্যবহারিক ভাবেই এই সগুণ ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছেন। জগতের উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় প্রভৃতির কারণও এই সগুণ ব্রহ্ম। কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিমল আলোকে যখন মায়ার অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন আর এই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই এক মাত্র সার ও পারমার্থিক তত্ত্ব। শাস্ত্র ও ব্যবহারের অনুরোধে শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মের স্বীকার করিয়াছেন। নচেৎ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ মনে করেন, অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বেদান্তসূত্র পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারেন যে বেদান্তসূত্র রচিত হওয়ারও বহুপূর্ব্বে এদেশের ঋষিগণের মধ্যে এই সকল বাদ লইয়া যথেষ্ট বাদবিসংবাদ প্রচলিত ছিল। আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরায়ণ, আত্রেয়ী, কাশকৃৎস্ন ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম ও জীব শব্দে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ করিতেন। শঙ্করাচার্য্য বাদরি ও কাশকৃৎস্নের মত সমর্থন করিয়াই "ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন" এই মত প্রচার করিয়াছেন। কেবল মায়া দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য সূচিত। জ্ঞানের সাধনে মায়া তিরোহিত হইলে জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ থাকে না। এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ারই লীলামাত্র,

অভেদ বাদ বা অদ্বৈত বাদ

ইহা অসৎ ও মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র। এক মাত্র ব্রহ্মই সৎ ও নিত্য। এই ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মে ও জীবের কোন পার্থক্য নাই। মায়াবশতঃ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ এই উভয়েই এক; জ্ঞান ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্ম চিদেক মাত্র ও বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ।

ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ গুণগন্ধবিবর্জ্জিত। যদি বল যে এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিলক্ষিত হইতেছে ইহা কি অবাস্তর? অভেদবাদী শঙ্কর ইহার উত্তরে বলেন পারমার্থিক হিসাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অলীক ও অবাস্তর বই আর কি? সগুণ ব্রহ্মের মায়াগুণেই জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। এই জগৎ একটা ইন্দ্রজাল মাত্র। এই মায়া অবিদ্যা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। তত্ত্বজ্ঞানের নিকট এই মায়া অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আবার ব্যবহারিক জ্ঞানের সমক্ষে উহা সৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই মায়া সদসদাত্মিকা ও অনর্ব্বচনীয় মায়াই জগতের উপাদান। মায়াগুণসমন্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে খ্যাত। ঈশ্বর মায়াশক্তির ইন্দ্রজালে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এই জগৎ মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ গোচর করিতেছেন। মায়াই ভেদজ্ঞানের কারণ। এই যে অনন্ত জীব প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, এই সকল জীবের পার্থক্য কেবল মায়ারই ক্রীড়া মাত্র। নচেৎ এক অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই মায়ার ইন্দ্রজাল মাত্র। মায়াবদ্ধ জনের যে পার্থক্য-জ্ঞান, তাহাও মিথ্যা বদ্ধজীব মায়ার মোহ আবরণ ভেদ করিয়া পরমতত্ত্ব দেখিতে পায় না, সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান হয় না। জীব নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া মায়ার উপাধিকেই অহং বলিয়া জ্ঞান করে। মায়োপহিত দেহী জীব অহং জ্ঞান করিয়া ভ্রান্তিকূপে নিমজ্জিত থাকে, সুবিশাল ব্রহ্ম-সাগরের আনন্দলীলালহরী আর তাহার জ্ঞান-নেত্রের গোচর হয় না। আত্মা যে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ নিষ্ক্রিয় ও অনন্ত, জীবের সে জ্ঞান থাকে না। জীবের জ্ঞান আপন দেহে সীমাবদ্ধ থাকে। তখন জীব আপন কৃতকর্ম্মফলে সুকৃতি দুষ্কৃতি অর্জ্জন করে। তজ্জন্য জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ যাতনা সহ্য করিতে হয়। ঈশ্বর জীবগণের দুষ্কৃতি ও সুকৃতির ফল প্রদান করেন। কল্পান্তে জগতের প্রলয় হয়। তখন এই বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মায়াতে বিলীন হয়। জীবের আর তখন উপাধি থাকে না। কিন্তু তখনও তাহাদের কৃত কর্ম্মের প্রণাশ না হওয়ায় আবার যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন উহারা কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে। এই প্রকারে মায়াবদ্ধ জীব অনন্ত সংসার-প্রবাহে ভ্রমণ করিতে থাকে।

শঙ্কর বলেন, এই অনন্ত সংসার-প্রবাহ হইতে জীব কি প্রকারে বিমুক্ত হইতে পারে তাহার বিধান বেদে বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াদির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতে জীবের মুক্তিলাভ হয় না। স্বর্গাদির জন্য যত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, তাহাতে জীবের মুক্তি হইতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের পর্য্যালোচনাতে দুই প্রকার ব্রহ্মের বিষয় জানা যায়—এক সগুণ ব্রহ্ম, অপর নির্গুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর নামে অভিহিত, জাগতিক ক্রিয়াদি এই সগুণ ব্রহ্মের কার্য্য। সগুণ ব্রহ্মের সহিতই এই জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ। পরম ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার সহিত মায়িক জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই, তিনি পরমাত্মা। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতে মুক্তিলাভ হয় না। পরব্রহ্ম জ্ঞান না হইলে সংসার দুঃখ হইতে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অনুষ্ঠানে জীব ও ব্রহ্মের ভিন্ন জ্ঞান তিরোহিত হইলেই জীব মুক্তিলাভ করিয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শঙ্কর সিদ্ধান্তের ইহাই সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। [বেদান্ত শব্দ দ্রষ্টব্য।]

মুক্তির উপায়

শঙ্করাদি (পুং) শুক্লার্কবৃক্ষ, শ্বেত আকন্দ। (রাজনি°)

শঙ্করানন্দ (পুং) শ্রুতিগীতাটীকাকার। ২ ব্রহ্মসূত্রপ্রদীপরচয়িতা। ৩ বিবেকসারপ্রণেতা আনন্দাত্মার শিষ্য।

শঙ্করানন্দ, বাল্লেশ ও বেঙ্কটাম্বার পুত্র, ইনি সায়ণ ও পঞ্চদশীকার মাধবাচার্য্যের গুরু। শঙ্করানন্দ আনন্দাত্ম মুনির শিষ্য ছিলেন। ইনি আত্মপুরাণ* নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচিত অপরাপর গ্রন্থের নাম—ভগবদ্গীতাতাৎপর্য্যবোধিনী, শিবসহস্রনামটীকা, সর্ব্বপুরাণসার, যত্যনুষ্ঠানপদ্ধতি। ইনি নিম্নলিখিত উপনিষদের দীপিকা রচনা করেন—অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশিরঃ, অমৃতবিন্দু, আরুণী, ঈশাবাস্য, ঐতরেয়, কাঠক অথর্ব্বশীর্ষ, অমৃতনাদ কেনোষিত, কৈবল্য, কৌষীতক, গর্ভ, ছান্দোগ্য, জাবাল, তৈত্তিরীয়, নারায়ণ, নৃসিংহতাপনীয়, পরমহংস, প্রশ্ন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবল্লী, মহোপনিষদ্, মাণ্ডক্য, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর ও হংস।

শঙ্করানন্দতীর্থ, শিবনারায়ণানন্দতীর্থের শিষ্য, ইনি ষট্পদীমঞ্জরী রচনা করেন।

শঙ্করানন্দনাথ, ত্রিপুরাসুন্দরী-মহোদয়-রচয়িতা। ইনি রামানন্দনাথের শিষ্য, স্বীয় গ্রন্থে মন্ত্রমহোদধির উল্লেখ করিয়াছেন।

শঙ্করালয় (পুং) শঙ্করের অবস্থিতি স্থান, কৈলাস।

শঙ্করাবাস (পুং) ১ ভীমসেনী কর্পূর। (রাজনি°) ২ মহাদেব আবাস স্থান, কৈলাস।

* "উপনিষদ্-রত্ন" ইহার অপর নাম। ইহাতে শ্লোকাকারে কতকগুলি উপনিষদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে

শঙ্করাহ্বয়া (স্ত্রী) হ্রস্বশমীবৃক্ষ, ছোট শাঁইগাছ।

শঙ্করীয় (ত্রি) শঙ্করসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৯০)

শঙ্কর্ষণ (পুং) বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৩।৭২)

শঙ্কব্য (ত্রি) শঙ্কবে হিতং শঙ্কু-যৎ। শঙ্কুকরণে উপযুক্ত।

শঙ্কা (স্ত্রী) ১ ত্রাস।

"শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তমন্নং পানঞ্চ ভূতলে।" (হিতোপদেশ)

২ বিতর্ক, সংশয়। (মেদিনী)

শঙ্কাময় (ত্রি) শঙ্কা-ময়ট্। শঙ্কাযুক্ত। (রামায়ণ ২।২২।৬)

শঙ্কিত (ত্রি) শঙ্কা জাতা অস্য শঙ্কা-ইতচ্। ১ ভীত। (ত্রিকা°) ২ সন্দিগ্ধ, অবিশ্বস্ত, তর্কিত। (পুং) ৩ চোরক নাম গন্ধ দ্রব্য, গেঁটেলা। (রাজনি°)

শঙ্কিতবর্ণক (পুং) শঙ্কিতং অত্র কোঽপ্যস্তি নাস্তীত্যাদিকং বা বর্ণয়তি তর্কয়তি ইতি বর্ণি-ণ্বুল্। তস্কর, চোর।

শঙ্কিতব্য (ত্রি) শঙ্ক-তব্যৎ। শঙ্কার যোগ্য, ভয়ের উপযুক্ত।

শঙ্কিন্ (ত্রি) শঙ্কা বিদ্যতেঽস্য। শঙ্কান্বিত। ভয়যুক্ত।

শঙ্কু (পুং) শঙ্ক্যতেঽস্মাদিতি শঙ্ক (খরু শঙ্কু পীযু নীলঙ্গুলিগু। উণ্ ১।৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু। ১ স্থাণু, চলিত মুড়াগাছ। ২ মৎস্য বিশেষ, শাঁকোচ মাছ। ৩ শল্যাস্ত্র, চলিত শেল। (অমর) ৪ সংখ্যাবিশেষ। লীলাবতী মতে দশ লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু হয়। ৫ কীলক, চলিত গোঁজ বা খোটা। ৬ ঈশ। ৭ কলুষ। (মেদিনী) ৮ পত্র-শিরাজাল। ৯ মেঢ্র। ১০ রাক্ষস। (শব্দমালা) ১১ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ১২ দীপ ও সূর্য্যের ছায়া পরিমাপের জন্য ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত কীলক।

"অর্কাঙ্গুলা চ সূচ্যগ্রা কাষ্ঠী দ্ব্যঙ্গুলমূলিকা।
শঙ্কুসংজ্ঞা ভবেচ্চৈব তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ॥
মধ্যাহ্নহীনৈরাদিত্যযুক্তৈশ্ছায়াঙ্গুলৈর্হরেৎ।
ষট্ পূরিত দিবা দণ্ডং লব্ধং দণ্ডাদিকং ভবেৎ॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

১৩ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ।

"দ্বাদশাঙ্গুলিকঃ শঙ্কুস্তদ্দ্বয়ন্ত শয়ঃ স্মৃতঃ।
তচ্চতুষ্কং ধনুঃ প্রোক্তং ক্রোশো ধনুঃ সহস্রিকঃ॥"(তিথিতত্ত্ব)

১৪ জনমেজয়ের পুত্র। (ভারত ১।৯৫।৮৬) ১৫ উগ্রসেনের পুত্র (ভাগবত ৯।২৪।২৪) ১৬ ভূত। ১৭ কন্দর্প। ১৮ বল্মীক। ১৯ শিবের অনুচর গন্ধর্ব্ববিশেষ। ২০ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। ২১ হংসী। ২২ ঘড়ির কাঁটা।

শঙ্কুক, ১ ভুবনাভ্যুদয়কাব্যপ্রণেতা। ইহার রচিত অলঙ্কার-গ্রন্থের পরিচয় কাব্যপ্রকাশে পাওয়া যায়।

২ একজন কবি। ময়ূরের পুত্র।

শঙ্কুকর্ণ (পুং) শঙ্কু ইব কর্ণৌ যস্য। ১ গর্দ্দভ। (ত্রিকা°) ২ দানববিশেষ। (হরিবংশ ৩।৮১) ৩ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৫) (ত্রি) ৪ শঙ্কু সদৃশ কর্ণবিশিষ্ট।

"আস্তব্রজঃ ক্ষতজকেশরশঙ্কুকর্ণা-
ন্নিহ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ।" (ভাগবত ৭।৯।১৫)

শঙ্কুকর্ণিন্ (ত্রি) শিব।

শঙ্কুকর্ণেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শঙ্কুচি (পুং) শঙ্কুমৎস্য, চলিত শাঁকোচমাছ। (শব্দরত্না°)

শঙ্কুজিহ্বা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত গণিতভেদ (Gnomon-sine)।

শঙ্কুতরু (পুং) শঙ্কুরিব তরুঃ। শালবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শঙ্কুপথ (পুং) পথভেদ। (পা ৫।১।৭৭)

শঙ্কুপুচ্ছ (ক্লী) যাহাদের পুচ্ছে হুল আছে (ভ্রমরাদি)। (রাজতর° ৩।৩১৬)

শঙ্কুফণিন্ (পুং) জলচর প্রাণিমাত্র। (হেম)

শঙ্কুফলিকা[**ফলী**] (স্ত্রী) হ্রস্ব শমী বৃক্ষ, ছোট শাঁই গাছ।

শঙ্কুমৎ (ত্রি) শঙ্কু অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ শঙ্কুবিশিষ্ট, শঙ্কুযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শঙ্কুমতী=ছন্দোভেদ।

শঙ্কুমুখ (ত্রি) ১ শঙ্কুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ বেজী, ইন্দুর প্রভৃতি। ৩ কুম্ভীর।

শঙ্কুর (ত্রি) শঙ্ক্যতেঽস্মাদিতি শঙ্ক বাহুলকাদুরচ্। ১ ত্রাসদায়ী, ভীষণ, ভয়ঙ্কর। (হেম) ২ দানবভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শঙ্কুলা (স্ত্রী) শঙ্কু পূর্ব্বাৎ লাতেঃ (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি কপ্রত্যয়ে শঙ্কুলা, (উণ্ ১।৩৭) শঙ্কুপূর্ব্বাল্লাতে র্ঘঞর্থে কবিধানমিতি বা ক প্রত্যয়ঃ। (কাশিকা ৬।২।৬) ১ উৎপলপত্রিকা। ২ পূগকর্ত্তনী, চলিত জাতী, সুপারি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ।

শঙ্কুলাখণ্ড (ক্লী) জাঁতীদ্বারা দ্বিখণ্ডিত বস্তু।

শঙ্কুবৃক্ষ (পুং) শঙ্কুরিব বৃক্ষঃ। শালবৃক্ষ। (রত্নমালা)

শঙ্কুশিরস্ (পুং) অসুরবিশেষ। (ভাগবত ৬।৬।৩০)

শঙ্কুশ্রবণ (ত্রি) শঙ্কুরিব শ্রবণৌ যস্য। শঙ্কুর ন্যায় কর্ণবিশিষ্ট; শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ হইলে রাজা হয়।

"কৃপণাশ্চ হ্রস্বকর্ণাঃ শঙ্কুশ্রবণাশ্চ ভূপতয়ঃ।" (বৃহৎসংহিতা ৬৮।৫৮)

শঙ্কুষ্ঠ (ত্রি) শঙ্কু-স্থা-ক। সত্ত্ব ষঃ। (পা ৮।৩।৯৭) শঙ্কুতে অবস্থিত।

শঙ্কৃৎ (ত্রি) শম্-কৃ-ক্বিপ্। মঙ্গলকারী।

শঙ্কোচ (পুং) শঙ্কুমৎস্য। (জটাধর)

শঙ্কোচি (পুং) মৎস্য বিশেষ, শাঁকোচ মাছ।

'অথ শঙ্কুঃ শঙ্কুচিঃ স্যাৎ শঙ্কোচিঃ শঙ্কুচীত্যপি।' (শব্দরত্না°)

শঙ্খ (পুং ক্লী) শাম্যতি অশুভমস্মাদিতি শম-খ (শমেঃ খঃ। উণ্

১। ১০৪) সমুদ্রোদ্ভব জন্তু বিশেষ, চলিত শাঁখ। পর্য্যায় কম্বু (অমর), কম্বোজ, অব্জ, জলজ, (শব্দর°) অর্ণোভব, পাবনধ্বান অন্তঃকুটিল, মহানাদ, শ্বেত, পূত, মুখর, দীর্ঘনাদ, বহুনাদ, হরিপ্রিয়। গুণ—কটুরস, পুষ্টিবর্দ্ধক, বীর্য্য ও বলপ্রদ, গুল্ম, শূল, কফ, শ্বাস ও বিষদোষনাশক।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—শঙ্খ, নাভিশঙ্খ, ঝিনুক, শম্বুক ও কাকড়া প্রভৃতি কোষস্থ জীব মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, হিম, পুষ্টিদ, মলকারক, শুক্রল ও বলবর্দ্ধক।

রাজবল্লভে উল্লিখিত হইয়াছে যে শঙ্খ ও সমুদ্রফেন শীতবীর্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট ও অতি বহির্মলনিঃসারক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শঙ্খোৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড সদৃশ দীপ্যমান শূল দানব-প্রবীর শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তদীয় দেহ ভস্মসাৎ করিলে শিব সানন্দে উক্ত দানবের অস্থিসমূহ লবণাম্বু মধ্যে নিক্ষেপ করায় ঐ সকল অস্থি হইতে নানাপ্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ১৮ অঃ)

শঙ্খের মাহাত্ম্য—দেবতাদির পূজায় শঙ্খ অতি পবিত্র পদার্থ; শঙ্খের জল তীর্থবারি তুল্য এবং দেবতাদিগের সাতিশয় প্রীতি-প্রদ, শঙ্খের ধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত সমুত্থিত হয়, তথায় লক্ষ্মীদেবী স্থিরভাবে অবস্থান করেন। শঙ্খে সর্ব্বদাই হরির অধিষ্ঠান, অতএব যেখানে শঙ্খ থাকে, লক্ষ্মীজনার্দ্দন তথাকার সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া নিয়ত সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। কিন্তু যদি কখন স্ত্রীশূদ্র কর্ত্তৃক ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হয় তাহা হইলে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। (ব্রহ্মবৈ°) শঙ্খে কপিলা গাভীর দুগ্ধ পূরিয়া তদ্দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে অযুত সহস্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে কোন গাভীর দুগ্ধ শঙ্খে পূর্ণ করিয়া নারায়ণের স্নান করাইলে লোক ব্রহ্মপদ লাভ করে। শঙ্খস্থ গঙ্গাজল দ্বারা 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইলে জীব যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। শঙ্খসংলগ্ন বিষ্ণুপাদোদক তিল বা তুলসী সংমিশ্রিত করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করিলে, লোক চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফললাভ করে। নদী, তড়াগ, কূপ, সরোবর, হ্রদ প্রভৃতি যে কোন জলাশয়ের জল হউক না কেন তাহা শঙ্খস্থ হইলে উহা গঙ্গাজলের তুল্য হয়। যে বৈষ্ণব শঙ্খস্থ বিষ্ণুপাদাম্বু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নিত্য বহন করে সে তাপসশ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হয়। ত্রিভুবনে যতগুলি তীর্থ আছে বাসুদেবের আজ্ঞায় তৎসমস্তই শঙ্খের ভিতর অধিষ্ঠিত; এ কারণ "ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে। নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥" এই মন্ত্রে সর্ব্বদা শঙ্খের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ফলপুষ্প চন্দনাদি দ্বারা যিনি বাসুদেবের সমক্ষে শঙ্খের অর্চ্চনা করেন, লক্ষ্মী সতত তাঁহার প্রতি সদয় থাকেন। শঙ্খের অর্চ্চনা করা দূরে থাকুক শঙ্খ দর্শন মাত্রেই সূর্য্যোদয়ে শিশিরবিন্দুসমূহের ন্যায় পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। পাঞ্চজন্য শঙ্খের নাদে অসুরপত্নীদিগের গর্ভ-সমূহ সহস্রধা বিভক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। যমদূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি, মস্তকে শঙ্খোদক ধারণশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া ভীত-চিত্তে দূরে পলায়ন করে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নানার্চ্চন বিলেপনাদিতে যিনি শঙ্খের অর্চ্চনা করেন, শ্বেতদ্বীপে তাঁহার গতি হয়। (পাদ্মোত্তরখ° ১২৯ অঃ)

দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খমাহাত্ম্য—পূর্ব্বদিগ্‌গামিনী নদী সমীপে গিয়া দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ দ্বারা বিধিবৎ অভিষেক করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তিল ও জল সম্পৃক্ত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দ্বারা উক্তরূপ পূর্ব্বদিগ্‌গামিনী নদীর গর্ভে নাভি পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া যথাবিধি অভিষেক করিলে যাবজ্জীবনের পাপ-রাশি ক্ষণ মধ্যেই দূরীভূত হয়। দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ দ্বারা পরিশোধিত জল হৃষ্টচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলে জন্মার্জ্জিত পাপনিচয় সদ্যো-বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা কখনও মৎস্য কিম্বা শূকর হনন করিবে না। এই শঙ্খে করিয়া জলপান করা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। (বরাহপু°)

দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে উহার মূল্যও অধিক। একটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ গুণানুসারে ৪০০৲ ৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। বামাবর্ত্তশঙ্খের যে স্থলে মুখসংযোগ করিয়া আমরা শঙ্খনাদ উচ্চারণ করি, দক্ষিণাবর্ত্তের সেই মুখ কর্ণে লাগাইলে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুরধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। এই মহার্ঘতা নিবন্ধন ইহা একটী রত্ন বলিয়া গণ্য।

আহ্নিকাচারতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ একেবারে দূরীভূত হয়।

যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতিতে শঙ্খকে রত্নবিশেষের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। এই শঙ্খ ক্ষীরোদোপকূলে সুরাষ্ট্রদেশে বা তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ তরুণারুণসদৃশ বা শশিশুভ্র, মুখ সাতিশয় সূক্ষ্ম, ইহা অতিশয় গুরু ও বৃহৎ; বাম ও দক্ষিণাবর্ত্তভেদে ইহাও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তগুলি আয়ু, যশঃ ও ধনবর্দ্ধক; যিনি এই শঙ্খ দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত বারি গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। বৃত্তাকার ভাব, স্নিগ্ধতা ও নির্ম্মলতা এই তিনটী শঙ্খের গুণ। এই শঙ্খে যদি আবর্ত্তভঙ্গরূপ কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে সুবর্ণসংযোগ দ্বারা সেই দোষের শান্তি হইতে পারে। এই শঙ্খগুলি আবার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদে চারিবর্ণে বিভক্ত।

"ক্ষীরোদকূলেঽপি সুরাষ্ট্রদেশে তদন্যতোঽপি প্রভবন্তি শঙ্খাঃ।
অরুণবর্ণাঃ শশিশুভ্রভাসঃ সূক্ষ্মবক্ত্রা গুরবো মহান্তঃ॥

তে বামদক্ষিণাবর্ত্তভেদেন দ্বিবিধা মতাঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্তু কুর্য্যাদায়ুর্যশোধনম্॥
তেনৈব শিরসা যস্তু শ্রদ্দধানঃ প্রতীচ্ছতি।
বারি হিত্বা স পাপানি পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ॥
বৃত্তত্বং স্নিগ্ধতাচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ম্।
আবর্ত্তভঙ্গদোষো হি হেমযোগাদ্ধি নশ্যতি॥
ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন স পুনস্তু চতুর্ব্বিধঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দেবপূজাকালে বাজাইবার জন্য যেরূপ শঙ্খের আবশ্যক আরত্রিকাদিতেও সেইরূপ "পাণি-শঙ্খের" প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

শঙ্খ শম্বুকজাতির (Mollusca) অন্তর্গত এবং একটী স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ শঙ্খ শব্দ বা তাহার বাদ্যধ্বনি হইতেই ইহার Conch-shell বা Chank-shell নামকরণ করিয়াছেন। এই জাতীয় জীবের বৈজ্ঞানিক নাম Turbinelle pyrum। একমাত্র ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে শঙ্খজাতীয় শম্বুক পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট শঙ্খবাদ্য পরম পবিত্র। স্বয়ং বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। যুদ্ধে প্রধান প্রধান রথী এবং সেনাদলও শঙ্খনিনাদে ধরাতল প্রকম্পিত করিত, ইহা তৎকালে তূরীভেরী অপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক রথীর স্ব স্ব শঙ্খ থাকিত। যথা—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ, সহদেবের মণিপুষ্পক ইত্যাদি। (গীতা)

প্রতি হিন্দুমন্দিরে পূজার সময় অথবা সন্ধ্যাকালে শঙ্খনাদ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার্থ গমনকালে ও শ্রাদ্ধাদি সময়েও শঙ্খ বাজাইয়া যাইতে দেখা যায়। অষ্ট্রেলেসিয়া ও পোলিনেসিয়া দ্বীপবাসীরা Triton tritonis নামক শম্বুক কাটিয়া ঐরূপ শঙ্খের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। পাশ্চাত্য সভ্যজাতির মধ্যেও ঐরূপ Buccinum whelk নামক শম্বুক বাজাইবার প্রথা আছে। লাটিনভাষায় Buccina শব্দই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বাঙ্গালার ঢাকা অঞ্চলের শঙ্খবণিকেরা শাঁক কাটিয়া সুন্দর সুন্দর চুড়ী, বালা, শাঁকা, বোতাম, পায়ের বেঁকী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ছোট শাঁক অপেক্ষা বড় শাঁকের আদর বেশী, কারণ তাহাতে নানা শিল্পকার্য্য চলিতে পারে। ভারতের সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে শঙ্খনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করিবার রীতি আছে। কোন কোন দেবমন্দিরে শঙ্খের প্রদীপে ঘৃত দিয়া আলোক জালিয়া দেওয়া হয়। ধোবারা বস্ত্রাদি আস্তুনদাস্ত করিবার সময় উপরিভাগ শাঁক দিয়া ঘসিয়া দেয়, তাহাতে উপরের পাড় বেশ চক্‌চকে দেখায়।

একসময়ে মান্নার উপসাগরে প্রায় ৪০ লক্ষ শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। উহা লক্ষাধিক টাকায় বিক্রীত হয়।

[শঙ্খের অপরাপর বিবরণ শম্বুক শব্দে দেখ।]

২ রণবাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—ভক্তৃর্য্য, গন্ধতূর্য্য, রণতূর্য্য, মহাস্বন, সংগ্রামপটহ, অভয়ডিণ্ডিম, মহাদ্বন্দ, নৃপাভীরু, ভীরু, কোলাহল। (শব্দরত্না°)

৩ ললাটাস্থি, কপালের অস্থিভেদ।

"তত্র ভ্রূগণ্ডশঙ্খললাটাক্ষিপুটৌষ্ঠদন্তবেষ্টকক্ষাকুক্ষিবঙ্ক্ষণেষু তির্য্যক্‌ছেদ উক্তঃ।" (সুশ্রুত)

৪ কুবেরের নিধিবিশেষ। (২১১০।৩৬)

"নিধিপ্রবরমুখ্যৌ চ শঙ্খপদ্মৌ ধনেশ্বরৌ" (মহাভারত ২।১০।৩৬)

মার্কণ্ডপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—৮ প্রকার নিধির মধ্যে শঙ্খ অষ্টমনিধি। ইহা রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট, এই হেতু ইহার অধীশ্বরও তত্তদ্‌গুণ প্রাপ্ত হয়। যিনি শঙ্খনিধির অধিপতি তিনি সর্ব্বদা কেবল একমাত্র আত্মপরিপোষণেই রত; এমন কি সুহৃদ্, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্বজনবর্গের অন্ন বস্ত্রাদির উৎকৃষ্টাপকৃষ্টত্বের প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না, নিয়ত আত্মপরিতুষ্টির জন্যই ব্যস্ত থাকেন।*

৫ নখীনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

"মনঃশিলা ত্ব্যগশঙ্খমাক্ষিকৈঃ।
সসিন্ধুকাসীসরসাঞ্জনৈঃ ক্রিয়াঃ॥" (সুশ্রুত ৬।১৭)

৬ কর্ণের নিকটবর্ত্তী অস্থিভেদ। (রাজনি°)

"কর্ণৌ শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে" (যাজ্ঞবল্ক্য)

৭ অষ্টনাগনায়কান্তর্গত নাগবিশেষ।

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মস্ত তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

৮ হস্তিদন্তের মধ্যভাগ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৯ দশ নিখর্ব্বসংখ্যা বা লক্ষকোটি

"একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রময়ুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ॥

---

* "মুকুন্দো নন্দকশ্চৈব নীলঃ শঙ্খোঽষ্টমোনিধিঃ।
রজস্তমোময়শ্চান্যঃ শঙ্খসংজ্ঞো হি যো নিধিঃ।
তেনাপি নীয়তে বিপ্র তদ্‌গুণিত্বং নিধীশ্বরঃ।
একস্যৈব ভবত্যেষ নরং নান্যমুপৈতি চ।
যস্য শঙ্খো নিধিস্তস্য স্বরূপং ক্রৌষ্টুকে শৃণু।
এক এবাত্মনা মৃষ্টমন্নং ভুঙ্‌ক্তে তথাম্বরম্।
কদন্নভুক্ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্।
ন দদাতি সুহৃদ্ভার্য্যাভ্রাতৃ-পুত্র-স্নুষাদিষু।
স্বপোষণপরঃ শঙ্খী নরো ভবতি সর্ব্বদা।" (মার্কণ্ডপু° ৬৮ অ:)

বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্॥" (ব্রহ্মাণ্ড°)
৯ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মুনিবিশেষ।
"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তা কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যবচন)

শঙ্খক (পুং ক্লী) শঙ্খ স্বার্থে কন্। ১ কম্বু, শঙ্খ, শাঁখ। (ক্লী) ২ বলয়। (মেদিনী) (পুং) ৩ শিরোরোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"পিত্তরক্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ।
তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোথং কুর্ব্বন্তি দারুণম্॥
স শিরো বিষবদ্ বেগান্নিরুধ্যাশু গলন্তথা।
ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ।
ত্র্যহং জীবতি ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায়াস্য কারয়েৎ।"
(ভাবপ্র° শিরোরোগা°)

পিত্ত, রক্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত এবং দূষিত হইয়া শঙ্খদেশে অতিশয় বেদনা ও দাহযুক্ত ভয়ঙ্কর শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথ বিষের ন্যায় বেগবান্ হইয়া অবিলম্বে মস্তক ও গলদেশকে রুদ্ধ করে; এই রোগ হইলে প্রায়ই ৩ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই তিন দিন জীবিত থাকিলে, পরে প্রত্যাখ্যেয় অবস্থায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ৪ ললাটাস্থি।
"দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা।
উরঃ সপ্তদশাস্থীনি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৯০)
৫ নীলকাশীস, চলিত নীলবর্ণ হিরাকস্। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খকন্দ (পুং) শঙ্খালু, চলিত শাঁক আলু। (পর্য্যায়মু°)

শঙ্খকর্ণ (পুং) শিবানুচর গণভেদ।

শঙ্খকার (পুং) শঙ্খং করোতীতি শঙ্খ কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ, শাঁখারি, এই জাতি শঙ্খ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। শূদ্রার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°) পর্য্যায় শাঙ্খিক, কাম্বুজক, শাম্ববিক।

শঙ্খকুম্ভশ্রবস্ (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শঙ্খকুসুমা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী, শ্বেত অপরাজিতা। (রাজনি°)

শঙ্খকূট (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু° ৫৫।১২) ২ নাগভেদ। (হেম)

শঙ্খচরী (স্ত্রী) শঙ্খে ললাটাস্থিঃ চরতীতি চর-ট, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ললাটিকা। (ত্রিকা°)

শঙ্খচর্চ্চী (স্ত্রী) ললাটিকা। (শব্দরত্না°)

শঙ্খচূড় (পুং) দৈত্যভেদ। তুলসীর স্বামী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শঙ্খচূড়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সুদামা নামে গোপ শ্রীমতী রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। শঙ্খচূড় তপস্যা দ্বারা এক কবচ লাভ করিয়া দেবগণের অজেয় হন। তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয়। শঙ্খচূড় দেবগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বর্গের আধিপত্য লাভ করে। তৎপরে এক মন্বন্তর কাল দেব, দানব, অসুর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির শাসনকর্ত্তা হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতে থাকে। দেবগণ স্বীয় অধিকার চ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাগত হন; অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মা মহাদেব ও দেবগণের সহিত গোলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বিষ্ণুর নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করেন।

ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, মন্বন্তরকাল অতীত হইয়াছে, শঙ্খচূড়ের শাপাবসান সময় উপস্থিত, মহাদেব এই শূল গ্রহণ করুন, এই শূল দ্বারা ঐ দানবকে সংহার করিবেন। শঙ্খচূড় আমারই সর্ব্বমঙ্গলকর মঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া সকলের নিকট অজেয় হইয়াছে, সেই কবচ তাহার কণ্ঠে থাকিতে কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। এজন্য আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া ঐ কবচ চাহিয়া লইব এবং তুমিও তাহাকে বর দিয়াছ যে, যখন তাহার পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইবে, সেই সময় ভিন্ন তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব তদ্বিষয়ে একটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পরে দেবগণ শঙ্খচূড়ের সহিত স্বর্গরাজ্যের জন্য যুদ্ধারম্ভ করেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকট হইতে ঐ কবচ গ্রহণ ও শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাহার পত্নী তুলসীর সতীত্বনাশ করেন। এইরূপে তদীয় কবচ গৃহীত ও পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইলে মহাদেব শূল দ্বারা তাহাকে সংহার করেন। শঙ্খচূড় শাপ বিমুক্ত হইয়া পুনরায় গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখণ্ড)
[তুলসী শব্দ দেখ]

শঙ্খচূড়ক (পুং) নাগভেদ। (হেম)

শঙ্খচূড়েশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শঙ্খচূর্ণ (ক্লী) শঙ্খস্য চূর্ণম্। শঙ্খজাত চূর্ণ, শাঁখের গুঁড়া। গুণ কটু, ক্ষার, উষ্ণ, ও ক্রিমিনাশক।
"শঙ্খচূর্ণং কটু ক্ষারমুষ্ণং ক্রিমিহরং পরং।" (রাজব°)

শঙ্খজ (পুং) শঙ্খাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ মুক্তাভেদ, কপোতাণ্ডবৎ বৃহন্মুক্তা। (ত্রি) ২ শঙ্খজাত বস্তু, যে সকল দ্রব্য শঙ্খ হইতে উৎপন্ন হয়।

শঙ্খজাতী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (তারনাথ)

শঙ্খণ (পুং) ১ কল্মাষপাদের পুত্রভেদ। (রামা° ১।৭০।৩৯) ২ বজ্রনাভের পুত্র। নামান্তর শঙ্খনাভ।

শঙ্খতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

শঙ্খদত্ত (পুং) কবিভেদ। ইনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভায় বিগুমান ছিলেন। (রাজতর° ৪।৪৯৬)

শঙ্খদারক (পুং) শঙ্খকার, শাঁখারী।

শঙ্খদ্রাবক (পুং) শঙ্খং দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণ্বুল্। ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—আকন্দ ছাল, সিজমূল, তেতুল ছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদাল ছাল, চিতা, অপাঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের ভস্ম সমান ভাগে লইয়া জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ ক্ষারজল যতক্ষণ না লবণ রস হয়, ততক্ষণ উহা মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। পরে ঐ লবণ রস ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্তী, হরিতাল, হীরাকস, ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অম্লসংযোগে কাচকূপীর মধ্যে ৭ দিন রাখিয়া দিবে, পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইলে দ্রাবক প্রস্তুত হয়। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া যায়। সেবনে প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতি উদররোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

শঙ্খদ্রাবকরস (পুং) ঔষধ বিশেষ ; ইহা শঙ্খদ্রাবকরস ও মহাশঙ্খ দ্রাবকরসভেদে দুই প্রকার। শঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুতপ্রণালী—শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফট্‌কিরি ও নিশাদল এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাচকূপীতে স্থাপিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয় ; এই রসে অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য দ্রবীভূত হয়। ইহার মাত্রা ১০ বা ১২ ফোটা। এই রস আহারান্তে সেবনীয়, ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি ও গুল্ম প্লীহা প্রভৃতি সকল প্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়।

মহাশঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুতপ্রণালী—তেঁতুল ছাল, অশ্বথ ছাল, সিজছাল, আকন্দছাল, ও অপাঙ্গ এই সকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তী, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল, ও হীরাকস এই সকল চূর্ণ সমভাগে বেতের রসে ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া পশ্চাৎ মৃদু অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সারাংশপাতন করিবে। ঐ দ্রবাংশ জলসংযুক্ত কোন কাচপাত্রে রাখিতে হইবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবনীয়। প্রতিদিন ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, যকৃৎ, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। প্লীহা-যকৃদধিকারে ইহা অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধ। কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া এই ঔষধের ১ রতি সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ পরিপাক হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

শঙ্খদ্রাবিন্ (পুং) শংখ্যং দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণিনি। অম্লবেতস। (Rumex vesicarius) (রাজনি°)

শঙ্খদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

শঙ্খধর, একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি স্মৃতিচন্দ্রিকার পর গ্রন্থরচনা করেন। হেমাদ্রি, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ কবিকর্ণ টিকা নামক অলঙ্কার ও লটকমেলন নামক প্রহসন-রচয়িতা।

শঙ্খধরা (স্ত্রী) ধরতীতি ধৃ-অচ্-টাপ্, শঙ্খস্য ধরা। হিলমোচিকা। (রত্নমালা)

শঙ্খধবলা (স্ত্রী) শুক্ল যূথিকা, শ্বেত জুই। (বৈগুকনি°) ২ শঙ্খের ন্যায় শ্বেত বর্ণা।

শঙ্খধ্ম (পুং) শঙ্খ ধমতীতি ধ্মা-ক। শঙ্খবাদক, যিনি শঙ্খ ধ্বনি করেন, পর্য্যায়—শাঙ্খিক। (জটাধর)

শঙ্খধ্মা (পুং) শঙ্খং ধমতীতি ধ্মা-ক্বিপ্। শঙ্খবাদক।

শঙ্খনখ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, চলিত জোঙ্গড়া, জঙ্গরা, জোঙ্গড়া-শামুকপোড়াইয়া কলিচূণ হয়। ২ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দরত্না°) ৩ বৃহন্নখী।

শঙ্খনখা (স্ত্রী) শঙ্খনখী, বৃহন্নখী,

"দ্বিধা শঙ্খনখাখ্যাস্যা শুক্ত্যাখ্যা বদরীচ্ছদঃ।" (রত্নমালা)

শঙ্খনাভ (পুং) বজ্রনাভের পুত্রভেদ। [শঙ্খণ দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্। শঙ্খনাভী=১ নাভীশঙ্খ নামক পদার্থ।

শঙ্খনাম্নী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী নামক লতাবিশেষ।

শঙ্খনারী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ৬টী অক্ষর। ইহার ১ম ও ৪র্থ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

শঙ্খনূপুরিণী (স্ত্রী) শঙ্খনির্ম্মিত হস্ত ও পদালঙ্কারধারিণী।

শঙ্খপদ্ (পুং) ১ বিশ্বেদেব ভেদ। ২ কর্দ্দমের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ ১।২২)

শঙ্খপাণি (ত্রি) শঙ্খং পাণৌ যস্য। বিষ্ণু। (হেম)

শঙ্খপাত্র (পুং) শঙ্খনির্ম্মিত পাত্র বা তরবারির বাঁট। (রামায়ণ ১।৭৩।২১)

শঙ্খপাদ (পুং) কর্দ্দমরাজপুত্র। শঙ্খপাল নামেও পরিচিত।

শঙ্খপাল (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ দর্ব্বীকর মহাসর্প। ৩ পাতালস্থ নাগভেদ। (সুশ্রুতকল্প ৪ অ°) ৪ সূর্য্যের নামান্তর।

শঙ্খপিণ্ড (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ।

শঙ্খপুর (ক্লী) নগরভেদ। (কথাসরিৎ ১০৪।৮৪)

শঙ্খপুষ্পিকা (স্ত্রী) ১ শ্বেতারাজিতা। ২ শ্বেতযূথিকা।

শঙ্খপুষ্পী (স্ত্রী) শঙ্খবৎ পুষ্পাংযস্যাঃ ঙীপ্। কম্বুপুষ্পী,(Audropogon aciculartum, or conscora decussata) লতাবৃক্ষ বিশেষ, চলিত শঙ্খা হুলুই, ডানকুনী। পর্য্যায়—সুপুষ্পা, শঙ্খাহ্বা, কম্বুমালিনী, পীতপুষ্পী, কম্বুপুষ্পী, মেধ্যা, মলবিনাশিনী, কিরিটী, শঙ্খকুসুমা, ভূলগ্না, শঙ্খমালিনী। গুণ—শীতল, তিক্ত, মেধা ও সুস্বরজনক, গ্রহভূতাদি দোষনাশক, বশীকরণ ও সিদ্ধিদায়ক।

ভাবপ্রকাশ মতে মেধ্য, বৃষ্য, মানস-রোগনাশক, রসায়ন, কষায়, উষ্ণ, স্মৃতি, কান্তি, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, দোষ, অপস্মার, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষদোষনাশক। ২ শ্বেতাপরাজিতা।

শঙ্খপ্রণাদ (ক্লী) শঙ্খের নাদ বা শব্দ।

শঙ্খপ্রবর (ত্রি) বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ শঙ্খ।

শঙ্খপ্রস্থ (পুং) চন্দ্রের চিহ্ন।

'লিঙ্গং শৃঙ্গঞ্চ চিহ্নঞ্চ শঙ্খপ্রস্থো বিধোরথ' (শব্দমালা)

শঙ্খভিন্ন (পুং) যাহার শঙ্খ অর্থাৎ ললাটসন্ধি ভিন্ন হইয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পা ৪।১।৫২)

শঙ্খভৃৎ (পুং) শঙ্খং বিভর্ত্তীতি ভৃ কিপ্-তুক্ চ। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২২০)

শঙ্খমালিনী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী লতা। [শঙ্খপুষ্পী দেখ]

শঙ্খমিত্র (পুং) ঋষিভেদ।

শঙ্খমুক্তা (স্ত্রী) শঙ্খজাতা মুক্তা। শঙ্খোৎপন্ন মুক্তা, যে মুক্তা শঙ্খ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে শঙ্খমুক্তা কহে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে হস্তী, ভুজঙ্গ, শুক্তি, শঙ্খ ও অভ্র প্রভৃতি হইতে মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মুক্তা অতিশয় গুণবিশিষ্ট, এ জন্য ইহার মূল্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই. ইহা ধারণে পুত্র, অর্থ, সৌভাগ্যলাভ এবং রোগশোক নাশ হইয়া থাকে। (বৃহৎসং ৮১ অ°) [মুক্তা শব্দ দেখ]

শঙ্খমুখ (পুং) শঙ্খবৎ মুখং যস্য। ১ কুম্ভীর। (হেম) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৩৫।১১)

শঙ্খমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাভেদ। অঙ্গুলিসমূহকে শঙ্খাকৃতি করিলে এই মুদ্রা হয়। (তন্ত্রসার) [মুদ্রাশব্দ দেখ]

শঙ্খমূল (ক্লী) শঙ্খবৎ শুক্লং ক্রমসূক্ষ্মং বা মূলং যস্য। ১ মূলক। শ্বেত মূলক, হাসা মূলো। (রাজনি°) ২ শঙ্খের মূল, শঙ্খের অগ্রভাগ।

শঙ্খমেখল (পুং) মুনিবিশেষ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শঙ্খমৌক্তিক (পুং) শঙ্খোৎপন্ন মুক্তা।

শঙ্খযূথিকা (স্ত্রী) শুক্লযূথী, শ্বেতযূঁই। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খরসগুটিকা (স্ত্রী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী, তেঁতুল ছালভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জম্বীররস ৮ সের। এই সকল অল্পে অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, পাঁরদ, গন্ধক ও বিষ, প্রত্যেকে ৪তোলা, এই সকল মিশ্রিত করিয়া জামির লেবুর রসে মাড়িয়া ৭দিন রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। পরে উহা শুষ্ক হইলে কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। উষ্ণ জলের সহিত ইহা সেবনীয়। পরিণাম-শূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

শঙ্খরাজ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ শঙ্খ। ২ রাজভেদ। (রাজতর° ৮।৩৭৬)

শঙ্খরাবিত (ক্লী) শঙ্খনিনাদ।

শঙ্খরোমন্ (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ। (হরিবংশ)

শঙ্খলিকা (স্ত্রী) স্কন্দানুচরমাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শঙ্খলিখিত, শঙ্খ ও লিখিত নামক ঋষিদ্বয়। ইহাদের রচিত স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

শঙ্খলিখিতপ্রিয় (ত্রি) যিনি ন্যায় বিচারের অনুরাগী।

শঙ্খবটী (স্ত্রী) অগ্নিমান্দ্য রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী ইহা দ্বিবিধ। শঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেতুল ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অপাঙ্গ ও চিতা মূলের কাথে, লেবুর রসে ও অম্লবর্গ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে।

জামীর, বীজপূরক, টাবালেবু, চুকাপালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, ও কুলকরঞ্জ এই ৮টী দ্রব্যকে অম্লবর্গ কহে। এইরূপে ভাবনা দিতে হইবে, যেন ঔষধ অম্লরসবিশিষ্ট হয়। এই ঔষধের সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। ২ রতি প্রমাণ এই বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন করিয়াও এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ তৎসমস্তই জীর্ণ হইয়া যায়। অগ্নিমান্দ্যাধিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ঔষধ।

অন্যবিধ শঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—তেঁতুলছাল ভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শঙ্খভস্ম ১ পল, (শাখের গেঁড়ে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াই সেইরূপ তপ্ত অবস্থায় লেবুর রসে নিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিয়া অম্লাস্বাদ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।) হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত ১ পল পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

ইহা সেবনেও গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ শঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব, বিট্ লবণ, ত্রিকটু ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, তেতুলছালভস্ম ৪ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত লৌহ, ঘৃত ভর্জ্জিত হিঙ্গু, ও বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাও উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধসেবনে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি এবং শূল, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ ও বিষ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার কাথে পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গের রস ও লেবুর রসে এই রূপ ভাবে ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অম্লাস্বাদ হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ভোজনের পর এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা সেবনে অর্শ, গ্রহণী, শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অন্যবিধ মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, শুলঙ্ক, হিং ও তেঁতুল-ছাল-ভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই অম্ল দাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি এবং অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগাধি°)

শঙ্খবৎ (ত্রি) ১ শঙ্খযুক্ত। ২ শঙ্খের ন্যায়।

শঙ্খবিষ (ক্লী) বিষভেদ, চলিত সেঁকোবিষ। (Arsenicum album)

শঙ্খশিরস্ (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ। (ভারত ১ম পর্ব্ব)

শঙ্খশিলা (স্ত্রী) শঙ্খমুক্তা।

শঙ্খশীর্ষ (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ। (ভারত ৫ পর্ব্ব)

শঙ্খসঙ্কাশ (পুং) শঙ্খালু, শাঁক আলু। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খহ্রদ (পুং) শঙ্খাদি নিধিযুক্ত হ্রদ, যে হ্রদে শঙ্খাদি নিধি আছে।

শঙ্খাখ্য (পুং) শঙ্খ ইতি আখ্যা যস্য। বৃহন্নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রত্নমা°)

শঙ্খান্তর (ক্লী) কপাল। শঙ্খদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

শঙ্খালু (পুং) শ্বেতালু, চলিত শাঁক আলু। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খাবতী (স্ত্রী) নদী-বিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।৭)

শঙ্খাবর্ত্ত (পুং) শম্বূকাবর্ত্ত নামক ভগন্দর রোগ। [শম্বূকাবর্ত্ত দেখ।]

২ শ্রোত্র ও শৃঙ্গাটকে তন্নামক অস্থিসন্ধিভেদ। (সুশ্রুত শা° ৫ অঃ)

শঙ্খাসুর, সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যভেদ। [শঙ্খ দেখ।]

শঙ্খাহত (ক্লী) গবাময় যজ্ঞের কৃত্যভেদ। (লাট্যায়ন ৫।৫।৫)

শঙ্খাহ্বা (স্ত্রী) শঙ্খ ইতি আহ্বা নাম যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খাস্থি (ক্লী) মস্তকস্থ অস্থিদ্বয়, মাথার খুলী। (চরক শা° ৭ অঃ) ২ পৃষ্ঠের অস্থি। (রাজনি°)

শঙ্খাহুলী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী, শ্বেত অপরাজিতা। (রাজনি°)

শঙ্খিক (পুং) বৌদ্ধভেদ। (তারনাথ)

শঙ্খিকা (স্ত্রী) শঙ্খবৎ পুষ্পমস্ত্যস্যাঃ শঙ্খ-ঠন, অত ইত্বং টাপ্। তৃণবিশেষ, চোরপুষ্পী, চলিত চোরহুলী। (শব্দচ°)

শঙ্খিন্ (পুং) শঙ্খোঽস্যাস্তীতি শঙ্খ-ইনি। ১ বিষ্ণু। ২ সমুদ্র। (মেদিনী) ৩ শাঙ্খিক। (ত্রি) ৪ শঙ্খবিশিষ্ট। ৫ শঙ্খনিধিযুক্ত। "স্বপোষণপরঃ শঙ্খী নরো ভবতি সর্ব্বদা।" (মার্ক° পু° ৬৮।৪৫)

শঙ্খিন (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খিনিকা (স্ত্রী) গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ, গেঁঠেলা। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খিনী (স্ত্রী) শঙ্খবৎ পুষ্পমস্ত্যস্যাঃ শঙ্খ-ইনি। ১ চোরপুষ্পী। (অমর) ২ শ্বেতপুন্নাগ। ৩ শ্বেতবৃন্দা। ৪ শ্বেতচুক্রা। ৫ যবতিক্তা। ৬ চর্ম্মকষা, চামরকষা। ৭ শ্বেতাপরাজিতা। ৮ বুদ্ধশক্তিভেদ। (ত্রিকা°) ৯ চতুর্বিধ স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রীজাতি বিশেষ। পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিণী ও হস্তিনী এই চারি প্রকার স্ত্রীজাতি। শশ, মৃগ, বৃষভ, ও হয় এই চারি প্রকার পুরুষ। ইহার মধ্যে শশজাতীয় পুরুষ পদ্মিনীতে, মৃগ চিত্রিণীতে, বৃষভ শঙ্খিনীতে এবং অশ্ব হস্তিনীতে তুষ্ট থাকে। দীর্ঘাকৃতি, সুদীর্ঘনয়না, অতি রমণীয়াকৃতি, কামোপভোগরসিকা, সদ্গুণ ও সৎস্বভাবযুক্তা, কণ্ঠদেশে তিনটী রেখাবিশিষ্টা এবং সম্ভোগকেলি বিষয়ে অতিশয় রসিকা যে স্ত্রী তাহাকে শঙ্খিনী কহে। এই স্ত্রী ক্ষারগন্ধযুক্তা হয়।

"দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা॥
শশকং পদ্মিনী তুষ্টা চিত্রিণী রমতে মৃগম্।
বৃষভং শঙ্খিনী তুষ্টা হস্তিনী রমতে হয়ম্॥
পদ্মিনী পদ্মগন্ধা চ মীনগন্ধা চ চিত্রিণী।
শঙ্খিনী ক্ষারগন্ধা স্যাৎ মদগন্ধা চ হস্তিনী।" (রসমঞ্জরী)

৯ শঙ্খযুক্তা।

"শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা।" (দেবীমাহাত্ম্য)

১০ উপদেবতা বিশেষ।

শঙ্খিনীফল (পুং) শঙ্খিন্যাঃ ফলমিব ফলং যস্য। ১ শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শঙ্খিনীবাস (পুং) শঙ্খিন্যা বাস আশ্রয়স্থানং। শাখোটবৃক্ষ, চলিত শ্যাওড়া গাছ, প্রবাদ আছে যে এই গাছে ভূত, প্রেত ও শঙ্খিনী প্রভৃতি বাস করে।

শঙ্খোদ্ধার (ক্লী) তীর্থভেদ। (হরিবংশ)

শঙ্গ (ত্রি) শঙ্গুশব্দার্থ। (তৈত্তিরীয়° ৪।৫।৮।১)

শঙ্গয় (ত্রি) সুখালয়। "শঙ্গয়ঃ সুখস্য গৃহরূপ আবাসভূতঃ সন্।" (ঋক্ ২।১।৬ সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ঋক্ ৯।৯৭।১৭)

শঙ্গবী (স্ত্রী) গবাদির মঙ্গলভূত। (শতব্রা° ১।৯।১।৮)

শঙ্গু (ত্রি) ১ সুখপ্রাপক। ২ যাহার বেদরূপ বাক্য, তাদৃশ দেবতা।

"নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ।" (শুক্লযজু° ১৬।৪০)

'শঙ্গবে শং সুখং গময়তি প্রাপয়তি শঙ্গু শং সুখরূপা গাবো বাচো বেদরূপা যস্যেতি।' (মহীধর)

শচ, কথন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শচতে। লিট্ শেচে। লুট্ শচিতা। লুঙ্ অশচিষ্ট। শচি, শচ গমন। ভ্বাদি, আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ শঞ্চতে।

শচি (স্ত্রী) শচ-কচি (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৩) ১ ইন্দ্র-পত্নী। (অমরটীকা ভরত)

শচিকা (স্ত্রী) শচী। ইন্দ্রপত্নী।

শচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় প্রাজ্ঞ। (ঋক্ ৪।২০।৯)

শচী (স্ত্রী) শচি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ ইন্দ্রপত্নী। পর্য্যায়—পুলোমজা, ইন্দ্রাণী, শচি, সচি, পূতক্রতায়ী, পৌলোমী, মাহেন্দ্রী, জয়বাহিনী, ঐন্দ্রী, শতাবরী। (শব্দরত্না°) ২ শতমূলী। ৩ স্ত্রীকরণান্তর, কেহ কেহ বিষ্টিকরণকে শচী বলিয়া থাকেন। ৪ কর্ম্ম। (নিঘণ্টু ২। ১) ৫ প্রজ্ঞা। (নিঘণ্টু ৩। ৯) ৬ বাক্য। (নিঘণ্টু ১। ১১)

শচীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শচীনর (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ১।৯৯)

শচীপতি (পুং) শচ্যাঃ পতিঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ কর্ম্ম-পালক। "শক্তং শচীপতী শচীভিঃ" (ঋক্ ৭। ৬৭। ৫।)

'হে শচীপতী শচীতি কর্ম্ম নাম কর্ম্মণাং পালকৌ' (সায়ণ)

শচীপতী (পুং) সৎকর্ম্মের পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

শচীবৎ (ত্রি) কর্ম্মবৎ। ২ প্রাজ্ঞবৎ। ৩ শক্তিমান্।

শচীবসু (ত্রি) কর্ম্মধন। যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা ধনবান্। ২ বল ধনযুক্ত। (ঋক্ ১।১৩৯।৫,৭।৭৪।১)

শচীশ (পুং) শচ্যাঃ ঈশঃ। শচীপতি, ইন্দ্র।

শজারু, (দেশজ) স্বনাম প্রসিদ্ধ জন্তু বিশেষ, শল্লকী।

[শল্লকী দেখ।]

শজিনা (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

শট, ১ সাদ, অবসাদ। ২ রোগ। ৩ বিশরণ, ভেদ। ৪ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক°; গত্যর্থে অক°। লট্ শটতি। লিট্ শশাট। লুট্ শটিতা। লুঙ্ অশটীৎ, অশাটীৎ। শট—শ্লাঘা। চুরাদি° আত্মনে সক° সেট্। লট্ শাটয়তে।

শট (ত্রি) শট-অচ্। অম্ল।

শটা (স্ত্রী) শট-অচ্-টাপ্। সটা, জটা। (অমরটীকা)

শটি (স্ত্রী) শট-ইন্। শটী। (শব্দরত্না°)

শটী (স্ত্রী) শটি বা ঙীষ্। স্বনামখ্যাত ওষধি, চলিত বনআদা। (Curcuma gedoaria, Syn Ccurcuma Zerumbet) চলিত গন্ধশটী। হিন্দী কচূর। বম্বে কচোরা, কাপুর, কাচরী। তৈলঙ্গ কিচলি, এগঙ্গল। সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধমূলী, ষড়্গ্রন্থিকা, কর্চ্চূর, সুগন্ধা, সটি, শটি, গন্ধমূলা, গন্ধোলি, গন্ধমূলক, গন্ধসটা, বধূ, গন্ধ-মূল, জীমূতমূল, কচ্ছোর, হিমজা, হৈমী, ষড়্গ্রন্থি, সুব্রতা, গন্ধালী, পলাশা, হিমা, ষড়্গ্রন্থা, আম্রনিশা, সুগন্ধমূলা, গন্ধালী, শটীকা, পলাশিকা, সুভদ্রা, তৃণী, দূর্ব্বা, গন্ধা, পৃথুপলাশিকা, সৌম্যা, হিমোদ্ভবা, গন্ধবধূ। গুণ—তিক্ত, অম্লরস, লঘু, উষ্ণ, রুচিকারক, জ্বর, কফ, অস্র, কণ্ডু, ব্রণদোষ, ও রক্তাময়নাশক। (রাজনি°)

শটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়, উহা উদরাময় রোগগ্রস্ত বালকবালিকাদের বিশেষ উপকারী। আরারুট, বার্লি প্রভৃতি যেরূপ উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, ইহাও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে আবীরও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শট্টক (ক্লী) ঘৃতজলমিশ্রিত শালিচূর্ণ, চালের গুড়ার সহিত ঘৃত ও জল মিশ্রিত করিলে শট্টক হয়। ময়দার শটা।

"শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ।" (ভাবপ্রকাশ)

শঠ, ১ কৈতব, মিত্রবঞ্চন, শঠতা। ২ হিংসা। ৩ ক্লেশ, দুঃখানুভব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শঠতি। লিট্ শশাঠ। লুট্ শঠিতা। লুঙ্ অশঠীৎ, অশাঠীৎ। ৪ আলস্য। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শাঠয়তি। ৫ শ্লাঘা। চুরাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শাঠয়তে। ৬ দুর্বাক্য। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শঠয়তি।

শঠ (ক্লী) শঠ-অচ্। ১ তগরপুষ্প। ২ তীক্ষ্ণ লোহ। ৩ কুঙ্কুম। (রাজনি°) (পুং) ৪ ধুস্তূর বৃক্ষ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। ৬ তালবৃক্ষ। ৭ মধ্যস্থ পুরুষ। ৮ ধূর্ত্ত, প্রতারক। মনু লিখিয়াছেন যে, যাহারা শঠ, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হেতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥" (মনু ৪।৩০)

ইহার লক্ষণ—

"প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
ব্যক্তাপরাধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥"
(বিষ্ণুপু° ৩। ১৮। ২১ শ্লোক টীকা)

যে সমক্ষে প্রিয় কথা বলে,অসমক্ষে অতিশয় বিপ্রিয় আচরণ করে, ও অপরাধ সকল প্রকাশ করে, তাহাকে শঠ কহে।

চাণক্যশ্লোকে লিখিত আছে যে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" যে ব্যক্তি শঠ, তাহার প্রতি শঠতাচরণ করাই শ্রেয়ঃ।

৯ নায়কভেদ, শঠ নায়ক। ইহার লক্ষণ—

"অনুকূল একনিরতঃ শঠোঽয়মেকত্র বদ্ধভাবো যঃ।
দর্শিতবহিরনুরাগো বিপ্রিয়মন্যত্র গূঢ়মাচরতি ॥"

যঃ পুনরেকস্যামেব নায়িকায়াং বদ্ধভাবো দ্বয়োরপি নায়িকয়োর্বহির্দ্দর্শিতানুরাগোঽন্যস্যাং নায়িকায়াং গূঢ়ং বিপ্রিয়মাচরতি স শঠনায়কঃ ॥" (সাহিত্যদ° ৩। ৭৪)

যে নায়ক একটী নায়িকার প্রতি বদ্ধভাব প্রকাশ এবং অন্য দুইটী নায়িকার প্রতি বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করেন, ও আর একটী নায়িকার প্রতি গোপনে বিপ্রিয় আচরণ করেন, তাহাকে শঠনায়ক কহে।

রসমঞ্জরী মতে, চতুর্বিধ পতির অন্তর্গত পতি বিশেষ, কামিনীবিষয়ক কপটবচনে পটু—

"মৌলৌ দাম বিধায় ভালফলকে ব্যালিখ্য পত্রাবলীং
কেয়ূরং ভুজয়ো নিধায় কুচয়ো বিন্যস্য মুক্তাস্রজম্।
বিশ্বাসং সমুপার্জয়ন্ মৃগদৃশঃ কাঞ্চীনিবেশচ্ছলা-
ন্নীবীগ্রন্থিমপাকরোতি মৃদুনা হস্তেন বামভ্রুবঃ ॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে যে—

"অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারিমত।
পতিভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥
ধৃষ্ট সেই দোষ ক'রে পুনঃ করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥
কালি কয়েছিনু, আনিতে ভুলিনু,
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব, যাহা চাহ দিব,
পূরাব সকল সাধ ॥
অঙ্গেতে যে দাগ, তোমারি সোহাগ,
মিথ্যা দেহ অপবাদ।
আমার পরাণ, হরিণী সমান,
তোমার চক্ষু নিষাদ ॥" (ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

১০ বৃষ্ণিবংশীয় বিশেষ। (হরিবংশ ২।৩)

শঠতা (স্ত্রী) শঠস্য ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি তল্-টাপ্। শঠের ভাব বা ধর্ম্ম, শঠের কার্য্য। পর্য্যায় মায়া, শাঠ্য, কুস্থতি, নিকৃতি। (হেম)

"অস্ত্রিয়াং কপটো ব্যাজ উপাধির্দম্ভ এব চ।
কূটং কল্কং ছলং ছদ্ম মিষ কৈবর কৈতবম্ ॥
অথ শাঠ্যঞ্চ শঠতা কুস্থতি নিকৃতিশ্চ সা।
হিংসা ফলে চতুষ্কং স্যাৎ শাঠ্য পর্য্যায় ঈরিতঃ ॥
পূর্ব্বঃ কপটপর্য্যায়ঃ ফলে বঞ্চনমাত্রকে।
উভয়োরেকপর্য্যায় ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে ॥" (শব্দরত্না°)

শঠত্ব (ক্লী) শঠ ভাবে ত্ব। শাঠ্য, শঠতা।

শঠাম্বা (স্ত্রী) অম্বষ্ঠা। (রাজনি°)

শঠারিমুনি, প্রমাণসাররচয়িতা। ইনি শিবকোপমুনির গুরু।

শঠিকা (স্ত্রী) শঠী, বন আদা।

শঠী (স্ত্রী) শটী, বন আদা।

শঠীরূপা (স্ত্রী) কন্দগুড়ূচী। বৈদ্যকনি°)

শঠ্যাদি (পুং) ত্রিদোষঘ্ন কষায় বিশেষ, জ্বরনাশক পাচনবিশেষ।

"শঠী পুষ্করমূলঞ্চ ভার্গী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচীনাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী ॥"
(চক্রদত্ত জ্বরচি°)

প্রস্তুত প্রণালী—শঠী, কুড়, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুড়ূচী, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, ও কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক একতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে ত্রিদোষের শমতা এবং জ্বর বিনষ্ট হয়।

শঠ্যাদিক্কাথ (পুং) কাথৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শঠী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, দেবদারু, শুণ্ঠী, পুষ্করমূল, অভাবে কুড়, এলাচি, গুড়ূচী, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিরতা, বিল্ব, সোঁদাল, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপানি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের কাথ সৈন্ধবচূর্ণের সহিত পান করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।
(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°)

শণ ১ দান। ২ গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শণতি। লিট্ শশাণ। লুট্ শণিতা। লুঙ্ অশণীৎ। ণিচ্ শণয়তি।

শণ (ক্লী) শণ-অচ্। ক্ষুপ বিশেষ। পর্য্যায় ভঙ্গা, মাতুলানী। (হেম) (পুং) স্বনামখ্যাত ক্ষুপ, চলিত শণগাছ। (Crotalaria juncea, Indian hemp.) হিন্দী শণ। তৈলঙ্গ শণ, মঙ্গুবেল্ল, জেনপনর, রেল্লচেট্টু। তামিল জেনম্পনর।

সংস্কৃত পর্য্যায়—মাল্যপুষ্প, বমন, কটুতিক্তক, নিশাবন, দীর্ঘশাখ, ত্বক্‌সার, দীর্ঘপল্লব। গুণ—অম্ল, কষায়, মল, গর্ভ ও অস্রপাতন, এবং রতিকারক, পিত্ত, কফ ও তীব্র অঙ্গমর্দ্দনাশক। (রাজনি°)

শণক (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৬।২।৩৬)

শণকন্দা (স্ত্রী) চর্ম্মকষা, চামরকষা।

শণঘণ্টিকা (স্ত্রী) শণস্য ঘণ্টেব তত্তুল্যাশব্দকারিফলবত্বাৎ, ইবার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। শণপুষ্পী। (রাজনি°)

শণতান্তব (ত্রি) শণতন্তুনির্ম্মিত।

"ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।" (মনু ২।৪২)

শণতূল

শণপর্ণী (স্ত্রী) শণস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ, ঙীষ্। অশনপর্ণী।

শণপুষ্পিকা (স্ত্রী) শণপুষ্পী স্বার্থে কন্ অত ইত্বং। ঘণ্টারবা, চলিত ঝনঝনিয়া বা বনশোণ। (অমর)

শণপুষ্পী (স্ত্রী) শণস্য পুষ্পমিব পুষ্পমস্যাঃ। ক্ষুপবিশেষ, শণসদৃশ বিটপ, বনশণ। হিন্দী ঘাঘরী, শণই, বনশনই, শতহুলী। সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃহৎপুষ্পী, শণিকা, শণঘণ্টিকা, পীতপুষ্পী, স্থূলফলা, লোমশা, মাল্যপুষ্পিকা। গুণ—অম্লতিক্ত, বমিকারক ও রসনিয়ামক। (রাজনি°)

শণফলা (স্ত্রী) শণফলজাতীয়া।

শণময় (ত্রি) শণবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (কাত্যা°শ্রৌ° ৭।৩।২৬)

শণমূল (ক্লী) শণস্য মূলম্। শণের শিকা, শণের মূল।

শণসূত্র (ক্লী) শণস্য সূত্রম্। পবিত্রক, পৈতা।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥" (মনু ২।৪৪)

শণালুক (পুং) শণালুরেব স্বার্থে কন্। আরেবত বৃক্ষ, চলিত শোণালু। (শব্দরত্না°)

শণিকা (স্ত্রী) শণ স্ত্রিয়াং টাপ্, কন্ অত ইত্বং। শণপুষ্পী।

শণীর (ক্লী) ১ শোণ মধ্যস্থ পুলিন। দর্দ্দরীতট। (মেদিনী)

শণ্ড, ১ রোগ। ২ সংঘাত, রাশী ভাব। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ শণ্ডতে। লুঙ্ অশণ্ডিষ্ট।

শণ্ড (ক্লী) ১ পদ্মাদি সমূহ। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ নপুংসক। ৩ গোপতি, ষাঁড়। (ভরতধৃত দ্বিরূপকো°)

শণ্ডতা (স্ত্রী) শণ্ডস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম, ক্লীবতা।

শণ্ডাকী (স্ত্রী) শিণ্ডাকী শব্দার্থ। [শিণ্ডাকী দেখ।]

শণ্ডিক (পুং) শুক্রতনয় শণ্ডের অপত্যাদি। (ঋক্ ২।৩০।৮)

শণ্ডিল (পুং) শড়ি রুজায়াং। (সলিকল্যানিমহিভড়িভাণ্ড-শণ্ডীতি। উণ্ ২।৫৫) ইতি ইলচ্। মুনিবিশেষ।

শণ্ঢ (পুং) শাম্যতি গ্রাম্যধর্ম্মাৎ শম (শমেঢ। উণ্ ১।১৩১) ইতি ঢ। ১ অন্তর্মহল্লিক, চলিত খোজা, ইহারা রাজাদিগের অন্দরমহলে থাকে বা স্ত্রীদিগকে রক্ষা করে। পর্য্যায় বর্ষবর। ইহার লক্ষণ—

"যে স্বল্পসত্ত্বাঃ প্রথমাঃ ক্লীবাশ্চ স্ত্রীস্বভাবিনঃ।
জাত্যা ন দুষ্টাঃ কার্য্যেষু তে বৈ বর্ষবরাঃ স্মৃতাঃ॥"
(অমর, ভরত)

২ নপুংসক, ক্লীব। ৩ গোপতি, চলিত ষাঁড়। ৪ বন্ধ্যাপুরুষ। ৫ উন্মত্ত। (ধনঞ্জয়)

শত (ক্লী) দশ দশতঃ পরিমাণমস্যেতি (পঙ্‌ক্তি বিংশতি ত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি ত, দশানাং শভাবশ্চ নিপাত্যতে। দশগুণিত দশসংখ্যা, শতসংখ্যা, পর্য্যায় দশতি।

"নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ।"
(শান্তিশতক)

শতস্বচক শব্দ ধার্ত্তরাষ্ট্র, শতভিষাতারা, পুরুষায়ুষ, রাবণাঙ্গুলি, পদ্মদল, ইন্দ্রযজ্ঞ, অব্ধিযোজন। (কবিকল্পলতা)

২ বহু। "বজ্রিবো ন শতায়" (ঋক্ ৮।১।৫)

'শতায় বহুনামৈতৎ অপরিমিতায়' (সায়ণ)

শতক (ত্রি) শতং পরিমাণমস্য। শত (সংখ্যায়া অতিদশন্তায়াঃ কন্। পা ৫।১।২২) ইতি কন্। শতসংখ্যাবিশিষ্ট। যেরূপ শান্তিশতক প্রভৃতি। স্বার্থে ক। ২ শত।

শতকলাপেশ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (রাজতর° ১।৩৩৭)

শতকর্ম্মন্ (পুং) শনিগ্রহ। (হেম)

শতকীর্ত্তি (পুং) ভাবী অর্হৎ বিশেষ। (হেম)

শতকুন্দ (পুং) শতং কুন্দা যস্য। করবীর।

শতকুম্ভ (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (শাতকুম্ভটীকায় ভরত) স্ত্রিয়াং টাপ্। শতকুম্ভা—নদীতীর্থ বিশেষ। এই নদীতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়।

"সুগন্ধাং শতকুম্ভাঞ্চ পঞ্চযক্ষাঞ্চ ভারত।
অভিগম্য নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (ভারত ৩।৮৪।১০)

শতকুলীরক (পুং) বায়ব্য কীটবিশেষ। (সুশ্রুতকল্প° ৮ অঃ)

শতকুসুমা (স্ত্রী) শতপুষ্পা, চলিত শুলফা।

শতকৃত্বস্ (অব্য°) শতবার।

শতকৃষ্ণল (ত্রি) শতসংখ্যক কৃষ্ণলপরিমিত। (তৈত্তিরীয়স° ২।৩।২।১)

শতকেসর (পুং) বর্ষপর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।২৬)

শতকোটি (পুং) শতং কোটয়োঽগ্রাঃ শিখা যস্য। ১ বজ্র, হীরক। (অমর°) ২ সংখ্যাবিশেষ। অর্ব্বুদসংখ্যা, (লীলাবতী)

শতকৌম্ভ (ক্লী) স্বর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

শতক্রতু (পুং) শতং ক্রতবো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ বহুকর্ম্মা। ৩ বহুপ্রজ্ঞ।

"ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে" (ঋক্ ১০।১০।১).
'হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞ বা।' (সায়ণ)

শতক্রতুদ্রুম (পুং) কৃষ্ণকুটজ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শতক্রতুপ্রস্থ (ক্লী) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ভারত)

শতক্রতুযব (পুং) ইন্দ্রযব। (বৈদ্যকনি°) .

শতক্রী (ত্রি) শতমূল্যের দ্বারা ক্রীত। (লাট্যায়ন ৯।৪।১৫)

শতখণ্ড (ক্লী) সুবর্ণ।
"সৌমেরুকং মহাধাতুঃ শতখণ্ডং মৃদুল্লকম্।" (শব্দচন্দ্রিকা°)
২ শতভাগ।

শতখণ্ডময় (ত্রি) শতখণ্ড-ময়ট্ স্বরূপার্থে। ১· সুবর্ণময়। ২ শতভাগ স্বরূপ।

শতগু (ত্রি) গোশত পরিমাণ ধনবিশিষ্ট, যাহার এক শত পরিমাণ গোধন আছে।
"যোহনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।
তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্॥" (মনু ১১।১৪)
'শতগুঃ গোশতপরিমাণধনঃ' (কুল্লূক)

শতগুণ (ত্রি) একশত গুণ।

শতগুপ্তা (স্ত্রী) পেষণ (Euphorbia antiquorum)

শতগ্রন্থি (স্ত্রী) শতং গ্রন্থয়ো যস্তাঃ। দূর্ব্বা। (রাজনি°)

শতগ্রাব (পুং) ভূতযোনিবিশেষ।

শতগ্ব (ত্রি) শতসংখ্যক।

শতগ্বিন্ (ত্রি) শতসংখ্যক গবাদিবিশিষ্ট। (ঋক ১।১৫।৫ সায়ণ)

শতঘ্নী (স্ত্রী) শতং হন্তীতি শত-টক্-ঙীপ্। শস্ত্রবিশেষ,ইহার লক্ষণ—
"অয়ং কন্টকসংচ্ছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা।" (বিজয়রক্ষিত)
একটী বৃহৎ শিলাখণ্ড লৌহকন্টকসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইলে তাহাকে শতঘ্নী কহে।
মল্লিনাথ রঘুবংশ-টীকায় লৌহকন্টককীলিত যষ্টি বিশেষকে শতঘ্নী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
"অয়ঃ শঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে।" (রঘু ১২।০৫)
'শতঘ্নীং লৌহকন্টককীলিতযষ্টিবিশেষাং।'
'শতঘ্নী তু চতুস্তালা লৌহকন্টকসঞ্চিতা যষ্টিঃ।' (মল্লিনাথ)
এই সকল শস্ত্র দুর্গের চারিদিকে রাখিতে হয়।
"দুর্গঞ্চ পরিখোপেতং চয়াট্টালকসংযুতম্।
শতঘ্নী যন্ত্রমুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্॥" (মৎস্যপু° ১৯.অঃ)
২ বৃশ্চিকালী। ৩ করঞ্জক। (মেদিনী) ৪ গলরোগ-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ।
অনেকরুক্‌প্রাণহারী ত্রিদোষা জ্ঞেয়া শতঘ্নী সদৃশী শতঘ্নী॥"
(ভাবপ্র° গলরোগা°)

যে গলরোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু গলমধ্যে বর্ত্তিসদৃশ কঠিন, কণ্ঠরোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানা প্রকার বেদনা যুক্ত, অথচ মাংসাঙ্কুর দ্বারা পরিবৃত শোথ উৎপন্ন হয়, ঐ শোথ কন্টকাবৃত শতঘ্নী নামক শস্ত্রের ন্যায় হইলে তাহাকে শতঘ্নী রোগ কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক এবং অসাধ্য। ইহাতে রোগীর প্রাণনাশ হয়। [গলরোগ দেখ।]

শতচক্র (ত্রি) শতকরণসাধন, বহুযাগনিষ্পাদন। বহুধনের কর্ত্তা। (ঋক্ ১০।১৪৪।৪)

শতচণ্ডী (স্ত্রী) শতরূপ চণ্ডী-পাঠ।

শতচন্দ্র (ত্রি) একশতচন্দ্র তুল্য।

শতচন্দ্রিত (ত্রি) শতচন্দ্রযুক্ত।

শতচর্ম্মন্ (ত্রি) শতচর্ম্মসূত্র বিনির্ম্মিত রজ্জু)। (ভারত) আদিপর্ব্ব)

শতচ্ছদ (পুং) শতং ছদা যস্ত। ১ কাষ্ঠকুট্ট পক্ষী, চলিত কাষ্ঠ-ঠোকরা পাখী। (ত্রিকা°) ২ শতদল পদ্ম।

শতজটা (স্ত্রী) শতমূলী।

শতজিৎ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ রজের পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৩ বিরাজের পুত্র। (ভাগবত ৫।১৫।১৩) ৪ সহস্রজিতের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।২০) ৫ ভজমানের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৮) ৬ যক্ষভেদ। (ভাগ° ১২।১১।৪৩)

শতজিহ্ব (ত্রি) শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

শতজীবন্ (ত্রি) শতং জীবতি জীব-ণিনি। যাহারা শতবর্ষ জীবন ধারণ করে।

শতজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের পুত্র। (ভারত ১।৪৪)

শততন্তি (স্ত্রী) শততন্ত্রী।

শততম (ত্রি) শত-তমপ্ পূরণার্থে। শতসংখ্যার পূরণ।

শততর্হ (পুং) শতছিদ্র।

শততারা (স্ত্রী) শতং তারা যস্যাং। শতভিষা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে শত তারা আছে।

শততিন্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ২।১।৪১)

শততেজস্ (ত্রি) ব্যাসের নামান্তর।

শতদ (ত্রি) শতং দদাতি দা-ক। শতসংখ্যক দানকারী, যিনি এক শত দান করেন।

শতদক্ষিণ (ত্রি) শতদক্ষিণাযুক্ত।

শতদৎ (ত্রি) শতদন্তবিশিষ্ট, চিরুণী।

শতদন্তিকা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (রাজনি°)

শতদল (ক্লী) শতং দলানি যস্ত। পদ্ম।

শতদলমল্লিকা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত পুষ্পক্ষুপ। (পর্য্যায়মু°)

শতদলা (স্ত্রী) ১ শতপত্রী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত শেউতি। ২ গোলাপ।

শতদা (ত্রি) শত-দা ক্বিপ্। শতদানকারী।

শতদাতু (ত্রি) শতসংখ্যক।

শতদায় (ত্রি) ১ প্রচুর ধনযুক্ত। ২ শতদানপটু।

শতদারুক (পুং) কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

শতদ্যুম্ন (পুং) ১ ঋষিভেদ। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।৪।২।১) ২ রাজভেদ। (ভারত ১০ পর্ব্ব) ৩ চাক্ষুষ মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৬।৫৫) ৪ ভানুমন্তের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।২১)

শতদ্রু (স্ত্রী) শতধা দ্রবতীতি শত-দ্রু (শেষে চ। উণ্ ১।৩৬) ইতি কু। নদীবিশেষ। পর্য্যায়—শিতদ্রু, শুতুদ্রি, শতদ্রু। (অমর) ইহার নামনিরুক্তি। "শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা।" (ভারত ১।১৭৮।৯) এই নদী শতভাগে বিদ্রুতা হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে। মহাভারতে এই নদীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ হিমালয় হইতে উৎপন্ন এক খরস্রোতা নদী দেখিয়া তাহার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া তাহাতে পতিত হইলেন, সেই নদী বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়া শতধা হইয়া বিদ্রুতা হইল, এই নিমিত্ত ঐ নদী তদবধি শতদ্রু নামে বিখ্যাতা হইয়াছে। (ভারত ১।১৭৮ অঃ) ঋগ্বেদে এই নদী শুতুদ্রি নামে অভিহিত।

এই নদীর জলগুণ—শীতল, লঘু, স্বাদু, সর্ব্বাময়নাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্জনক।

"শতদ্রোর্বিপাশায়ুজঃ সিন্ধুনদ্যাঃ
সুশীতং লঘু স্বাদু সর্ব্বাময়ঘ্নম্।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে বলং বুদ্ধি মেধায়ুষঞ্চ ॥" (রাজনি°)

শতদ্রু পঞ্চনদপ্রদেশের একটী সুবিখ্যাত নদী। চীনশাসনাধীন হিমালয় প্রদেশে শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান। সিন্ধু নদের সহিত শতদ্রু সম্মিলিত হইয়াছে। এই নদী কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়, মানস সরোবর হইতেই শতদ্রুর উৎপত্তি। আবার অপর কোন পৌরাণিক বৃত্তান্তে প্রকাশ, শতদ্রু নদী রাবণহ্রদ হইতে সমুৎপন্ন। রাবণহ্রদ মানস-সরোবরের পশ্চিম। ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর উৎপত্তিস্থলের নিকট হইতেই শতদ্রু উৎপন্ন হইয়াছে। মানস-সরোবর ও রাবণহ্রদ পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করা বড় কঠিন নহে। ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বদিকে, সিন্ধু পশ্চিম দিকে এবং শতদ্রু দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উৎপত্তিস্থান আমাদের এই সমতল ভূখণ্ড হইতে ১৫২০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে শতদ্রু নদীর যে স্থানে প্রথমতঃ সমতল ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে, সেই ভূখণ্ডের নাম গজ। এই সমতল ভূমিতে ইহার গভীরতা প্রায় ৪০০০ ফিট্। চীন দেশের পুলীশ ষ্টেসন সিপকী নামক স্থান হইতে শতদ্রু সোজা দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইয়াছে। হিমালয়ের প্রস্তরময় প্রদেশের মধ্য দিয়া এই স্থানে শতদ্রু যেরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, ভ্রমণকারীরা তাহার বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়ের মধ্য দিয়া শতদ্রু প্রবাহিত। এই স্থানে শতদ্রুর প্রস্তরময় তটের উচ্চতা প্রায় ২০০০০ ফিট্। সিপকীতেও সামুদ্রতট হইতে উচ্চতা ১০০০০ ফিটের কম নহে। হিমালয়ের প্রান্তভাগ হইতে শতদ্রু বসহর ষ্টেট ও বিলাসপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিলাসপুর সমতল ভূমিখণ্ড হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট উচ্চ।

বিলাসপুরের সীমা ছাড়িয়া শতদ্রু বৃটীশরাজ্যে পতিত হইয়াছে। দুইশত মাইল পর্য্যন্ত নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে লিবা স্পিতি নদীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে এই উভয় প্রবাহ একত্র সংমিলিত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বসাহর ও সিমলা পাহাড় পথে হুসিয়ারপুর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে শতদ্রু শিবালিক পর্ব্বতমালার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দক্ষিণদিকে ধাবিত হইয়াছে। শতদ্রু দ্বারা হোসিয়ারপুর ও অম্বালা বিভক্ত হইয়াছে। অতঃপর শতদ্রু প্রবাহ উত্তরে জালন্ধর এবং অম্বালা, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর দক্ষিণে রাখিয়া কপূর্রতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কপূর্রতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে শতদ্রু নদীতে বিয়স্ নদ সংমিলিত হইয়াছে। এই সংমিলিত জলপ্রবাহ এই স্থান হইতে বরাবর দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বতটে ফিরোজপুর, সির্সা ও বহাবালপুর অবস্থিত। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে বারিদোয়াব, লাহোরের কিয়দংশ, মণ্টগোমারী, ও মূলতান জেলা অবস্থিত। এই সংমিলিত বিপুল জলপ্রবাহের তটপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ স্থলই শ্যামল শস্য শোভা পরিশোভিত। উভয় পার্শ্বের তটভূমি উচ্চ। কিন্তু নিম্ন অংশে রাজপুতনা অঞ্চলে তট পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি তেমন উর্ব্বরা নহে। মদবালার নিকট শতদ্রু চিনাব নদের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এই স্থানে নদীগুলি পঞ্চনদ নামে খ্যাত।

শতদ্রু ৯০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে করিতে মিথুনকোটের নিকটে সিন্ধু নদের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। মিথুনকোট সামুদ্র সমতলভূমি হইতে ২৫৮ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই তিন মাসে শতদ্রুর বর্ষার প্লাবন পরিলক্ষিত হয়। ফিলোরের নিকট শতদ্রুর বক্ষে একটী রেলওয়ে সেতু এবং বহাবালপুরের নিকটেও আর একটী সেতু আছে। বর্ষার সময়ে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত ষ্টিমার চলিতে পারে।

শতদ্রুকা (স্ত্রী) শতদ্রু-স্বার্থে কন্ টাপ্। শতদ্রুনদী।

শতদ্রুজ (পুং) শতদ্রুতীরবাসী। (মার্কপু° ৫৭।৩৭)

শতদ্রুতি (স্ত্রী) সমুদ্রের কন্যা ও বর্হিষদের পত্নী। (ভাগ° ৪।১০।১৩)

শতদ্বসু (ত্রি) শতসংখ্যক ধনযুক্ত।

শতদ্বার (ত্রি) শতং দ্বারাণি যস্য। শতদ্বার বিশিষ্ট, যাহার শতটী প্রবেশপথ আছে।

শতধনুস্ (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ, হৃদিক রাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।২৭)

শতধন্য (ত্রি) শতবার ধন্যবাদের পাত্র।

শতধন্বন্ (ত্রি) ১ বহুধনুর্দ্ধারী। (শুক্লযজুঃ ১৬।২৯) ২ রাজভেদ। (হরিবংশ) ৩ ঋষিভেদ। (পা ৫।১।১৩৩)

শতধর (পুং) রাজভেদ। (বায়ুপুরাণ)

শতধা (অব্যয় শত প্রকারে ধাচ্। ১ শত প্রকার। (স্ত্রী) ২ দূর্ব্বা। (শব্দচ°)

শতধামন্ (পুং) শতং ধামানি বর্চ্চাংসি যস্য। বিষ্ণু। (জটাধর)

শতধার (ক্লী) শতং ধারাঃ কোণা যস্য। ১ বজ্র। (ত্রিকা°) ২ শত ধারাযুক্ত।

"বসোঃ পবিত্রমসি শতং ধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং।" (পশুপতিপদ্ধতি)

শতধারবন (ক্লী) তীর্থভেদ।

শতধৃতি (পুং) ১ ইন্দ্র। ২ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৩ স্বর্গ। (বিশ্ব)

শতধেনুতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শতধৌত (ত্রি) শতধা ধৌত, যাহা একশত বার ধৌত করা হইয়াছে।

শতধৌতঘৃত (ক্লী) ঘৃত শতবার উত্তপ্ত করিয়া শীতল জলে নির্ব্বাপিত করিলে তাহাকে শতধৌতঘৃত কহে। অথবা ঘৃত শীতল জলে এক শতবার ফেলিয়া ধৌত করিলে তাহাকেও শতধৌতঘৃত বলে।

"শতং বারান্ শীততোয়েন ধৌতং ফেনিতং ঘৃতম্।" (সিদ্ধযোগ দাহচি°)

শতনির্হ্রাদ (পুং) বহুভীষণ শব্দযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। (ভারত ৫ পর্ব্ব)

শতনেত্রিকা (স্ত্রী) শতাবরী। (রাজনি°)

শতপতি (পুং) শতভেদ। (পা ৪।১।-৪)

শতপত্র (ক্লী) শতং পত্রাণি যস্য। ১ পদ্ম। (অমর) (পুং) শতং পত্রাণি পক্ষা যস্য। ২ ময়ূর। ৩ সারস। ৪ দার্ব্বাঘাট পক্ষী। ৫ রাজকীর, চলিত সুয়া পাখী। (রাজনি°)

শতপত্রক (পুং) শতপত্র স্বার্থে কন্। শতপত্র শব্দার্থ।

শতপত্রনিবাস (পুং) শতপত্রে নিবাসো যস্য। ১ ব্রহ্মা। (কবিকল্পলতা) (ত্রি) ২ পদ্মস্থ।

শতপত্রযোনি (পুং) শতপত্রং যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য। পদ্মযোনি, ব্রহ্মা।

শতপত্রিকা (স্ত্রী) শতপত্র-কন্ টাপ্ অত ইত্বং। শতপত্রী।

শতপত্রী (স্ত্রী) শতং পত্রাণি যস্যাঃ ঙীপ্। পুষ্পবিশেষ। শতদলমল্লিকা, শ্বেত বা পাটলবর্ণ গোলাপ ফুল, চলিত সেউতী। হিন্দী সেবতী, গুলাব। কলিঙ্গ সেম্বতিগে। তৈলঙ্গ চেমন্তি চেট্টু। পর্য্যায়—সুমনাঃ, সুশীতা, শিববল্লভা, সৌম্যগন্ধী, শতদলা, সুবৃত্তা, শতপত্রিকা। গুণ—শীতল, তিক্ত, কষায়; কুষ্ঠ, মুখরোগ, স্ফোটক, পিত্ত ও দাহনাশক, রুচিকর ও সুরভি। (রাজনি°)

শতপথ, শুক্ল যজুঃ বা বাজসনেয়দিগের শাখাভেদ।

শতপথব্রাহ্মণ, শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণভেদ। [বেদ দেখ।]

শতপথিক (ত্রি) শতপথমধীতে তদ্বেদ ইতি বা (শতষষ্টেঃ-ষিকন্ পথো বহুলম্। পা ৪।২।৬০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শত শব্দোত্তর পথিন্ শব্দাৎ ষিকন্। ১ শতপথ মতাবলম্বী। ২ নানাপথগামী।

শতপথীয় (ত্রি) শতপথ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়।

শতপদ্ (ত্রি) ১ শতপদবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১১৬।৪।২) শতপদ, কেন্নুই নামক কীট।

শতপদ (ক্লী) একশতপদ সমন্বিত কীটভেদ, কেন্নই।

শতপদচক্র (ক্লী) শতং পদানি কোষ্ঠা যস্য তচ্চক্রঞ্চেতি। চক্রভেদ, নামদ্বারা নক্ষত্রজ্ঞানার্থ চক্র, নামকরণকালে এই চক্রানুসারে নাম রাখিতে হয়। এই চক্রানুসারে নাম রাখিলে জাতকের নামের আদ্যক্ষর দ্বারা তদীয় জন্ম নক্ষত্র এবং সেই নক্ষত্রের পাদজ্ঞান ও তদনুসারে বালকের রাশিজ্ঞান হইয়া থাকে।*

---

* "চক্রং শতপদং বক্ষ্যে ঋক্ষাংশাক্ষরসম্ভবম্।
নামাদিবর্ণতো জ্ঞেয়া ঋক্ষরাশ্যংশকাস্তথা॥
তির্য্যগূর্দ্ধগতা রেখা রুদ্রসংখ্যা লিখেদ্ বুধঃ।
জায়তে কোষ্ঠকানাঞ্চ শতৈকং নাত্র সংশয়ঃ॥
অ-ব-ক-হ-ড়া ঐশ্যাঞ্চ ম-ট-প-র-তা হরিতি চাগ্নেয্যাং।
ন-য-ভ-জ-খা নৈঋর্ত্যাং গ-স-দ-চ-লা বায়ব্যাম্॥
পঞ্চ পঞ্চ ক্রমেনৈব বিংশবর্ণান্ প্রয়োজয়েৎ।
পঞ্চস্বরসমাযোগে একৈকং পঞ্চধা কুরু॥
অবর্ণাত্তাস্ত্রয়ো জ্ঞেয়াঃ সন্ধ্যক্ষরযুতাস্তথা।
স্বজাতীয়ৈক্যমাস্থায় পঞ্চস্বরাবনির্ণয়ঃ॥
ঋদ্বন্তোরপ্যকারেণ লেনসস্ত পরিগ্রহঃ।
তুর্য্যাৎ কু পু ভু ঢু স্থানে ক্রৌং ক্রৌগ্যক্ষরাণি চ॥

এই চক্র লিখনের ক্রম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একাদশ রেখা আবার তাহার উপর উত্তর ও দক্ষিণে একাদশ রেখা দিলে শত কোষ্ঠ হয়। শত কোষ্ঠে এই চক্র হয় বলিয়া ইহার নাম শতপদচক্র। ইহাতে ঈশান কোণের পাঁচ কোষ্ঠে অ, ব, ক, হ, ড এই পাঁচ অক্ষর, এবং অগ্নিকোণের পাঁচ কোষ্ঠে ম, ট, প, র, ত এই পাঁচ অক্ষর, নৈর্ঋত কোণের পাঁচ কোষ্ঠে ন, য, ভ, জ, থ, এবং বায়ু কোণের পাঁচ কোষ্ঠে গ, শ, দ, চ, ল লিখিতে হইবে। আর আকারের কোষ্ঠের অধঃ যে চারি কোষ্ঠ তাহাতে ই, উ, এ, ও এই চারি স্বরবর্ণ এবং যে সকল হল বা ব্যঞ্জনবর্ণ ঈশান কোণ এবং অগ্নি কোণে আছে, তাহাতে ঐ কয় স্বরের যোগ করিয়া অধঃ অধঃ ক্রমে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিতে হইবে। নৈর্ঋত কোণ ও বায়ু কোণের হলবর্ণে ঐরূপ স্বরের যোগ করিয়া উপরি উপরি ক্রমে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিবে। ইহাতে হ্রস্ববর্ণ স্থলে দীর্ঘ বর্ণের গ্রহণ এবং এ, ও এই দুয়ে ক্রমে ঐ, ঔ, এই দুই স্বরের গ্রহণ এবং অকারে ঋ, ৯ এই দুই বর্ণের এবং তালব্য সকারে দন্ত্য সকারের গ্রহণ জানিতে হইবে।

এই প্রকারে অক্ষর সকল বিন্যাস করিয়া যে কোষ্ঠে কু এই অক্ষর হইবে সেই কোষ্ঠে ঘ, ঙ, ছ এই তিন বর্ণ লিখিয়া আর্দ্রা নক্ষত্রের অঙ্ক দিবে এবং যে কোষ্ঠে পু এই অক্ষর হইবে, সেই কোষ্ঠে ষ, ণ, ঠ এই তিন অক্ষর লিখিয়া হস্তা নক্ষত্রের অঙ্ক, যে কোষ্ঠে ভু অক্ষর আছে সেই কোষ্ঠে ধ, ফ ঢ় এই তিন অক্ষর লিখিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের অঙ্ক, এবং যে কোষ্ঠে দু এই অক্ষর হইবে, তাহাতে থ, ঝ, ঞ এই অক্ষর লিখিয়া উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের অঙ্ক দিবে। পরে অকারের কোষ্ঠ অবধি অক্ষর বিন্যাস ক্রমে অভিজিতের সহিত কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের এক এককে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিবে।

এই শতপদচক্রে নক্ষত্রের চারি চারি পাদে নক্ষত্রবিন্যাস

কু ঘ ঙ ছা ভবেৎ স্তম্ভে রৌদ্রে ত্বীশানগোচরে।
পু ষ ণ ঢ়া ভবেৎ স্তম্ভে হস্তে চাগ্নেয়সংজ্ঞকে॥
ভু ধ ফ ঢ়া ভবেৎ স্তম্ভে বায়ব্যে ভাদ্রউত্তরে।
এবং স্তম্ভচতুষ্কঞ্চ জ্ঞাতব্যং স্বরবেদিভিঃ॥
ধিষ্ণ্যানি কৃত্তিকাদীনি প্রত্যেকং চতুরক্ষরৈঃ।
সাভিজিতাংশকাস্তত্র শতৈকং দ্বাদশাধিকম্॥
যদৃক্ষাংশককোষ্ঠস্থং ক্রূরসৌম্যোঽপি বা গ্রহঃ।
তত্রস্থো বেধয়েৎ সম্যক্ পু.সো নামাদিমাক্ষরম্॥
সৌম্যৈর্বিদ্ধ শুভং জ্ঞেয়মশুভং পাপখেচরৈঃ।
মিশ্রৈর্মিশ্রফলং তত্র নির্দ্দেশেন শুভাশুভম্॥
যথাচ্যং সর্ব্বতোভদ্রে গ্রহোপগ্রহবেধতঃ।
শুভাশুভফলং সর্ব্বং তদিহাপি বিচিন্তয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ক্রমে চারি চারি কোষ্ঠে জানিতে হইবে। অর্থাৎ নামের আদ্যক্ষর যদি 'অ' হয়, তাহা হইলে কৃত্তিকার প্রথমপাদ, 'ই' হইলে দ্বিতীয় পাদ, 'উ' হইলে তৃতীয় পাদ এবং 'এ' হইলে চতুর্থ পাদ হয়। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

কোন্ নক্ষত্রের কোন্ পাদে কোন্ অক্ষর হইবে তাহা সহজে জানিবার জন্য নক্ষত্রের অক্ষর সকল বিন্যাস করিয়া দেওয়া গেল।

নক্ষত্রের নাম	১ পাদ,	২ পাদ,	৩ পাদ,	৪ পাদ
কৃত্তিকা ৩	অ	ই	উ	এ
রোহিণী ৪	ও	ব	বি	বু
মৃগশিরা ৫	বে	বো	ক	কি
আর্দ্রা ৬	কু	ঘ	ঙ	ছ
পুনর্ব্বসু ৭	কে	কো	হ	হি
পুষ্যা ৮	হু	হে	হো	ডু
অশ্লেষা ৯	ডি	ডু	ডে	ডো
মঘা ১০	ম	মি	মু	মে
পূর্ব্বফল্গুনী ১১	মো	ট	টি	টু
উত্তরফল্গুনী ১২	টে	টো	প	পি
হস্তা ১৩	পু	ষ	ণ	ঠ
চিত্রা ১৪	পে	পো	র	রি
স্বাতি ১৫	রু	রে	রো	ত
বিশাখা ১৬	তি	তু	তে	তো
অনুরাধা ১৭	ন	নি	নু	নে
জ্যেষ্ঠা ১৮	নো	য	যি	যু
মূলা ১৯	যে	যো	ভ	ভি
পূর্ব্বাষাঢ়া ২০	ভু	ধ	ফ	ঢ়
উত্তরাষাঢ়া ২১	ভে	ভো	জ	জি
অভিজিৎ	জু	জে	জো	খ
শ্রবণা ২২	খি	খু	খে	খো
ধনিষ্ঠা ২৩	গ	গি	গু	গে
শতভিষা ২৪	গো	শ	শি	শু
পূর্ব্বভাদ্রপদ ২৫	শে	শো	দ	দি
উত্তরভাদ্রপদ ২৬	দু	থ	ঝ	ঞ
রেবতী ২৭	দে	দো	চ	চি
অশ্বিনী ১	চু	চে	চো	ল
ভরণী ২	লি	লু	লে	লো

এই সকল নক্ষত্রের চারিপাদে উক্ত অক্ষর সকল হইবে। নাম রাখিবার কালে কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া পরে সেই নক্ষত্রের কোন্ পাদে জন্ম তাহা নিশ্চয় করিয়া

নক্ষত্রের প্রথমাদি পাদে যে অক্ষর আছে, নামের আদিতে সেই অক্ষর থাকিবে। এই চক্রানুসারে নাম রাখিলে নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের পাদ, রাশি ও দশা এই সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শতপদী (স্ত্রী) শতং পাদা যস্যাঃ ঙীপ্। বহু পদযুক্ত কীট বিশেষ, চলিত কেন্নই, কাণবিছা, কাণকোটারী। পর্য্যায়—কর্ণজলোকা, কর্ণকীটী, ভীরু, শতপাদিকা, কর্ণজলুকা, শতপাৎ, শতপাদী। (জটাধর) এই কীট আট প্রকার, যথা ১পরুষা, ২ কৃষ্ণা, ৩ চিত্রা, ৪ কপিলিকা, ৫ পিত্তিকা, ৬ রক্তা, ৭ শ্বেতা, ৮ অগ্নিপ্রভা এই কীটে দংশন করিলে দংশন স্থানে শোথ, হৃদয়ে দাহ ও বেদনা হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ২ শতমূলী। (রাজনি°)

শতপদ্ম (ক্লী) শ্বেত কমল, শ্বেতপদ্ম।

'শতপত্রং মহাপদ্মং পুণ্ডরীকং সিতাম্বুজম্।' (রত্নমালা)

শতপয়স্ (ত্রি) শতসংখ্যক পয়োবিশিষ্ট।

"শতপয়াঃ শতসংখ্যাকানি পয়ঃ প্রভৃতীনি হবীংষি যস্য সঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৭।৫৬ মহীধর)।

শতপর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইহার অপত্য শাতপর্ণেয় বলিয়া খ্যাত।

শতপর্ব্বক (ত্রি) ১ শতপর্ব্ব বিশিষ্ট। ২ শতপর্ব্বা, দূর্ব্বাঘাস।

শতপর্ব্বধৃক্ (পুং) বজ্রধারী ইন্দ্র। (ভাগবত ৩।১৪।৪১)

শতপর্ব্বন্ (পুং) শতং পর্ব্বাণি যস্য। ১ বংশ। (অমর) ২ ইক্ষুভেদ। চলিত শতপোর আক।

"শতপর্ব্বা ভবেৎ কিঞ্চিৎ কোশকারগুণান্বিতঃ।
বিশেষাৎ কিঞ্চিদুষ্ণশ্চ সক্ষারঃ পবনাপহঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

৩ শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্র। (ঋক্ ১।৮০।৬)

শতপর্ব্বা (স্ত্রী) শতং পর্ব্বাণি যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বা। ২ বচা। ৩ ভার্গব (শুক্রের) পত্নী। (ভারত ৫।১.৭।১৩) ৪ কোজাগর পূর্ণিমা। (শব্দরত্না°) ৫ কটুকা। ৬ শ্বেতদূর্ব্বা। ৭ নীলদূর্ব্বা। ৮ কলম্বীশাক। (ভাবপ্র°)

শতপর্ব্বিকা (স্ত্রী) শতপর্ব্বা কন্-টাপি অত ইত্বং। ১ দূর্ব্বা। ২ বচা। (মেদিনী) ৩ যব। (শব্দরত্না°)

শতপর্ব্বেশ (পুং) শত পর্ব্বায়া ঈশঃ। শুক্রগ্রহ। (ত্রিকা°)

শতপবিত্র (ত্রি) বহুপবিত্র রূপবিশিষ্ট। (জল) স্ত্রিয়াং টাপ্। (শতং বহূনি পবিত্রাণি পাবনানি রূপাণি যাসামৃতাঃ। ঋক্ ৭।৪৭।২ সায়ণ)

শতপাৎ [দ্] (স্ত্রী) শতং পাদা যস্যাঃ পাদস্য পাৎ। কর্ণজলোকা। কাণকোটারী। (জটাধর)

শতপাদক (পুং) অগ্নিকৃতিকীটবিশেষ।

শতপাদিকা (স্ত্রী) শতপাদ স্বার্থে কন্-টাপ্, অতইত্বং। ১ কাকোলী। (জটাধর) ২ কর্ণজলোকা। (শব্দরত্না°)

শতপাদী (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টভীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ নীলাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শতপাল (পুং) শতং পালয়তি পাল-অচ্। শতপালক, যিনি শতকে পালন করেন।

শতপুত্র (ত্রি) শতং পুত্রা যস্য। শতপুত্রবিশিষ্ট, যাহার একশত পুত্র।

শতপুত্রী (স্ত্রী) ১ হ্রস্ব শতমূলা। (রসেন্দ্রসারস°) ২ লঘুঘোষা, ক্ষুদ্রঘোষা। (বৈদ্যকনি°)

শতপুষ্প (পুং) কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থকর্ত্তা ভারবিনামক কবি। (ত্রিকা°) ২ ষষ্টিক শালিধান্য, চলিত ষেটেধান। (বৈদ্যকনি°)

শতপুষ্পা (স্ত্রী) শতং পুষ্পাণি যস্যাঃ। শাকবিশেষ, চলিত শুলফা। (Pencedanum Sowa, P. Graveolens) হিন্দী সোয়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিতছত্রা, অতিছত্রা, মধুরা, মিসি, অবাক্পুষ্পী, কারবী, শতাক্ষী, শতপুষ্পিকা, মধুরিকা, শতাহ্বা, ছত্রা, মিশী, মাধবী, ঘোষা। গুণ—মধুর, বাতপিত্তহর, গুরু। (রাজব°) ২ ক্ষুপবিশেষ, চলিত মৌরী। পর্য্যায়—শতাহ্বা, মিসি, ঘোষা, পোতিকা, অতিছত্রা, অবাক্পুষ্পী, মাধবী, কারবী, শিফা, সংঘাতপত্রিকা, ছত্রা, বজ্রপুষ্পা, সুপুষ্পিকা, শতপ্রসূনা, বহলা, পুষ্পাহ্বা, শতপত্রিকা, বনপুষ্পা, ভূরিপুষ্পা, সুগন্ধা, সূক্ষ্মপত্রিকা, মধুরিকা, অতিছত্রা। গুণ—কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মা, অতিসার, জ্বর, নেত্ররোগ ও ব্রণনাশক এবং বস্তিকার্য্যে প্রশস্ত।

ইহার দলগুণ—উষ্ণ, মধুর, গুল্ম, শূল ও বাতনাশক, দীপন, পথ্য, পিত্তহারক ও রুচিদায়ক। (রাজনি°)

শতপুষ্পিকা (স্ত্রী) শতপুষ্পা, স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। শতপুষ্পা। (শব্দরত্না°)

শতপোদক (পুং) শতপোনক নামক ভগন্দর রোগ।

শতপোনক (পুং) শূকরোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"ছিদ্রৈরণুমুখৈর্লিঙ্গং চিতং যস্য সমন্ততঃ।
বাতশোণিতজো ব্যাধিঃ বিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ॥
শতপোনকঃ চালনী, তত্তুল্যত্বাৎ শতপোনকঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ শূকরোগাদি°)

শিশ্নে চালনীর ন্যায় সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট ছিদ্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে শতপোনক নামক শূকদোষ কহে। বাত ও রক্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

২ ভগন্দররোগ বিশেষ।

"কষায়রুক্ষৈরতিকোপিতোঽনিল-
স্থপানদেশে পিড়কাং করোতি যাম্॥
উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং।
রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী॥

তত্রাগমো মূত্রপুরীষরেতসাম্
ব্রণৈরনেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ।"
(মাধবনি° ভগন্দররোগ)

কষায়রস এবং রুক্ষদ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে পীড়কা উৎপাদন করে, যদি আলস্যবশতঃ ঐ পীড়ার রীতিমত চিকিৎসা করা না হয়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে, এবং ভিন্ন হইলে অরুণবর্ণ অথচ সফেন স্রাব নির্গত হয়, ঐ ছিদ্র হইতে মূত্র, পুরীষ ও শুক্র নির্গত হইয়া থাকে, এই রোগে গুহ্যদেশে চালনীর ন্যায় অধিক ছিদ্র হয়, এইজন্য ইহাকে শতপোনক কহে।
[ভগন্দররোগ দেখ]

শতপোর (পুং) ইক্ষুবিশেষ। গুণ ঈষদুষ্ণ, বাতশান্তিকর।
(সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অ০)

শতপ্রদ (ত্রি) শতদানশীল। (নিরু° ১১।৩১)

শতপ্রভেদন (পুং) ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ১০।১১৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি বৈরূপ গোত্রীয়।

শতপ্রসব (পুং) কম্বলবর্হির পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শতপ্রসূতি (পুং) [শতপ্রসব দেখ।]

শতপ্রসূনা (স্ত্রী) শতং প্রসূনানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। শতপুষ্পা।

শতপ্রাস (পুং) শতং প্রাসা ইব ফলানি যস্য। করবীর বৃক্ষ।

শতবলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

শতবলাক (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (বায়ুপু°)

শতবলাক্ষ (পুং) মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত একজন বৈয়াকরণ।
(নিরুক্ত ১১।৬)

শতবলি (পুং) ১ মৎস্য। (আপস্তম্ব ২।১৭।২) ২ বানরভেদ।
(রামায়ণ ৪।৩৩।১৪)

শতবাহু (পুং) ১ বায়ব্য কীট বিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮অ°) ২ অসুরভেদ। (ভাগ° ৭।২।৪) ৩ মারপুত্র। (ললিতবিস্তর) (ত্রি) ৪ শতবাহুবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয় আর° ১০।১।৬) (স্ত্রী) ৫ দেবতাবিশেষ।

শতবুদ্ধি (ত্রি) ১ বহুবুদ্ধিধারী। ২ পঞ্চতন্ত্রোক্ত মৎস্যবিশেষ।

শতভিষ (পুং) শতভিষা নক্ষত্র।

শতভিষজ্ (স্ত্রী) শতং ভিষজ ইব তারা যত্র। শতভিষা নক্ষত্র। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শতভিষা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি।
(পাণিনি ৪।৩।৩৬)

শতভিষা (স্ত্রী) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত বিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্বিংশতি নক্ষত্র। পর্য্যায় শতভিষক্। এই নক্ষত্র মণ্ডলাকৃতি, এই নক্ষত্রে একশত তারা মণ্ডলাকৃতিতে বিদ্যমান আছে।

"মণ্ডলাভশততারকাকুলৈ মর্দ্ধ্যভাজি নভসঃ প্রচেতসি।
বাণশৈলধরণীমিতাঃ কলাঃ শারদেন্দুমুখি তাবুরেধ্রুবঃ॥"
(কালিদাস কৃত রাত্রিলগ্ননি°)

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। ইহা উর্দ্ধমুখ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে কুম্ভরাশি হয় এবং জাতক অতি শীতার্ত্ত, সাহসী, নিষ্ঠুর, চতুর ও বৈরিহন্তা হইয়া থাকে।

"শীতভীতিরতিসাহসী সদা
নিষ্ঠুরো হি চতুরো নরো ভবেৎ।
বৈরিণামতিশয়েন দারুণো
বারুণোড়ু যদি যস্য সম্ভবে॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত রবি, শনি বা মঙ্গলবারে রোগোৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

"শিবশতভিষাবাতো যাম্যাসর্পাস্ত্রিপূর্ব্বাঃ
শনিরবিকুজবারে ভূতগোষ্ঠীনবম্যাম্।
ইহ হি মরণযোগে যোহি রোগোপযুক্তঃ
পশুপতিসমদেহঃ সোঽপি মৃত্যুং প্রযাতি॥"
(জ্যোতিঃসারধৃত কৌশিক বচন)

অষ্টোত্তরী মতে শতভিষা নক্ষত্রে জাত হইলে রাহুর দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্র সমগ্র পাইলে ৪ বৎসর ভোগ হয় সাধারণতঃ ৬০ দণ্ড নক্ষত্রমান ধরিলে নক্ষত্রের প্রতিপদে একবৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপদে ২৪ দণ্ড করিয়া ভোগ জানিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে নক্ষত্রমান যত দণ্ড হইবে সেই সকল দণ্ডে ৪ বৎসর ভোগ হইবে। বিংশোত্তরী মতেও শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর দশা হইয়া থাকে।

শতভীরু (স্ত্রী) শতং বহবো বিয়োগিনো ভীরবোঽস্যাঃ। মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ। (অমর) ভরত ইহার পাঠান্তর শতভীরু, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শতভুজি (ত্রি) ১ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। ২ শতগুণ। (সায়ণ) ৩ বহুসংখ্যক ভুজ (প্রাচীরাদি) বেষ্টিত। ৪ অসংখ্যজাত-ভোগবৎ। (ঋক্ ১।১৬৬।৮ সায়ণ)

শতভৃষ্টি (স্ত্রী) অতিশয় তীক্ষ্ণ বা ধারাল। (তৈত্তি°স° ২।৬।৪।১)

শতমখ (পুং) শতং মখা যজ্ঞা যস্য। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ)

শতমন্যু (পুং) শতং মন্যবো ক্রতবো যস্য। ১ ইন্দ্র। (অমর) (ত্রি) ২ শতযজ্ঞকারী। (ত্রি) ৩ বহুক্রোধ।

"ধীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ" (ঋক্ ১০।১০৩।৭) 'শতমন্যুঃ বহুযজ্ঞঃ বহুক্রোধো বা' (সায়ণ)

শতমন্যুকন্থিন্ (ক্লী) বৃক্ষভেদ।

শতময় (ত্রি) শত স্বরূপে ময়ট্। শত স্বরূপ, এক শত।

শতময়ূখ (ত্রি) ১ বহু রশ্মিবিশিষ্ট। (পুং) ২ চন্দ্র।

শতমাণ্টি (পুং) মাণ্টি নামধেয় বৈদিক আচার্য্যের বংশপরম্পরা।

শতমান (পুং ক্লী) ১ রূপ্যমল, চলিত রূপার খাদ। ২ আঢ়ক। (অমর)

"ধরণাদি দশ জ্ঞেয়া শতমানস্তু রাজতঃ।

চতুঃ সৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ ॥" (মনু ৮।১৩৭)

(ত্রি) ৩ শতলোকপূজ্য, জগৎপূজ্য।

"ইন্দ্রস্ত রূপং শতমানমায়ুশ্চন্দ্রেণ জ্যোতিরমৃতং দধানাঃ।"

(শুক্ল যজু° ১৯।৯৩) 'শতমানং অনেকেষাং প্রাণিনাং মানং পূজা যস্মিন্ তৎ জগৎপূজ্যম্' (মহীধর)

শতমায় (ত্রি) বহুমায়াবিৎ।

শতমার্জ (পুং) শতং শতবারং মার্জ্জয়তি শস্ত্রাণীতি মৃজ শুদ্ধৌ ণিচ্-অচ্। অস্ত্রকারক। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর শস্ত্রমার্জ্জ বলিয়া থাকেন।

শতমারিন্ (পুং) ১ বৈদ্য, উত্তম চিকিৎসক, যিনি লৌহের শতবার মারণ করিয়াছেন। ২ শত শক্রহন্তা।

শতমুখ (ত্রি) ১ অসুরভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব) ২ শিবগণভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শতমুখী, দুর্গা। (হেম)

শতমূতি (ত্রি) বহুবিধ রক্ষণোপেত। (ঋক্ ১।১০২।৬ সায়ণ)

শতমূলা (স্ত্রী) শতং মূলানি যস্তাঃ। ১ দূর্ব্বা। ২ বচা। (রাজনি°)

শতমূলিকা (স্ত্রী) শতং মূলানি যস্তাঃ ততঃ স্বার্থে কন্। দ্রবন্তী, দন্তী বিশেষ। ২ মহামূষিককর্ণী, চলিত বড় ইন্দুরকাণী।

শতমূলী (স্ত্রী) শতং মূলানি যস্তাঃ (পাককর্ণেতি। পা ৪।১।৬৪) ইতি ঙীষ্। স্বনামখ্যাত ঔষধ বিশেষ। পর্য্যায়—বহুসুতা, অভীরু, ইন্দীবরী, বরী, ঋষ্যপ্রোক্তা, ভীরুপত্রী, নারায়ণী, শতাবরী, অহেরু, রঙ্গিণী, শচী, দ্বিপিশত্রু, ঋষ্যগতা, শতপদী, পীবরী, ধীবরী, বৃষ্যা, দিব্যা, দীপিকা, দরকণ্ঠিকা, সূক্ষ্মপত্রা, সুপত্রা, বহুমূলা, শতাহ্বয়া, স্বাদুরসা, শতাহ্বা, লঘুপর্ণিকা, আত্মগুপ্তা, জটা, মূলা, শতবীর্য্যা, মহৌষধী, মধুরা, শতমূলা, কেশিকা, শতপত্রিকা, বিশ্বস্থা, বৈষ্ণবী, পাক্ষী, বাসুদেবপ্রিয়ঙ্করী, ছুর্ম্না, তৈলবল্লী। গুণ—বৃষ্য, মধুর, শীতল, মেহ, কফ, বাত ও পিত্তনাশক। তিক্ত ও রসায়ন। (রাজনি°)

শতমূল্যাদিলৌহ, রক্তপিত্তরোগে ফলপ্রদ ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল), ও কৃষ্ণতিল ইহাদের এক এক ভাগ, সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পোষণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

শতযজ্ঞোপলক্ষিত (পুং) ইন্দ্র।

শতযজ্বন্ (ত্রি) শতযজ্ঞকারী। (পুং) শতক্রতু, ইন্দ্র।

শতযষ্টিক (পুং) শতং যষ্ট্যো গুচ্ছা যস্ত। শত লতিকহার, একশ লহর হার, পর্য্যায় দেবচ্ছন্দ। (অমর)

শতযাজম্ (অব্য) শত যজ্ঞাস্তর্নিবিষ্ট। (অথর্ব্ব ৯।৪।১৮)

শতযাতু (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৭।১৮।২১)

শতযামন্ (ত্রি) বহুপথবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।৮৬।১৬)

শতযূপ (পুং) রাজর্ষিভেদ। (ভারত ১৫ পর্ব্ব)

শতযোজন (ক্লী) এক শত যোজনপরিমিত দূরবিস্তৃতি।

শতযোজনপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ।

শতযোনি (ত্রি) ১ বহু আবাসবিশিষ্ট। ২ বহু নীড়। (অথর্ব্ব ৭।৪।১২)

শতযোজনযায়িন্ (ত্রি) বহুদূরগামী।

শতরঞ্চ (দেশজ) ১ ক্রীড়া বিশেষ। ২ সূত্রনির্ম্মিত আসন বিশেষ। [সতরঞ্চ দেখ]

শতরথ (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শতরা (পুং) ১ বহুধনবিশিষ্ট। ২ ইন্দ্রিয়প্রসন্নতা-দানকারী, সুখ। 'শতরাং শতং সংখ্যাকানি বহূনি রায়ো ধনানি যয়োঃ সন্তি তৌ তথোক্তৌ সুপো ডাদেশঃ। যদ্বা শতমনেকমিন্দ্রিয়প্রসাদাদি রাতি দদাতীতি শতরা সুখং।' (ঋক্ ১০।১০৬।৫ সায়ণ)

শতরাত্র (পুং) শতরাত্রব্যাপ্য সত্রবিশেষ। (পঞ্চব্রা°)

শতরুদ্র (পুং) ১ শতমুখ রুদ্র। ২ আত্মার উৎপাদক শক্তিবিশেষ। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ শৈবদর্শন)

শতরুদ্রা, হিমপাদনিঃসৃতা নদীভেদ।

শতরুদ্রি[দ্রী]য় (ত্রি) শতং রুদ্রা দেবতা অস্ত, শতরুদ্র (শতরুদ্রাচ্ছশ্চ ঘশ্চ। পা ৪।২।২৮) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা ঘঃ পক্ষে ছশ্চ। ১ হবিরাদিক, হবিঃ প্রভৃতি। (ক্লী) ২ যজুর্ব্বেদান্তর্গত রুদ্রস্তববিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। (বাজসনেয়স° ১৬।১।৬৬) "পঠন্ বৈ শতরুদ্রীয়ং শৃণ্বংশ্চ সততোত্থিতঃ।" (ভা° ৭।২০০।১৪৬)

এই স্তোত্র পাঠ করিলে শতশীর্ষ রুদ্রদেব পরিতৃপ্ত হন। স্থলবিশেষে শম্-ক্ত করিয়া শান্তরুদ্রীয় শব্দের পরিবর্ত্তে শতরুদ্রীয় পদ সাধিত হয়। বাজসনেয়-সংহিতার ১৬শ অধ্যায়ে বহু মন্ত্রদ্বারা স্তুত শতরুদ্রীয় হোমের বিধি আছে।

(ঋক্ ১০।১০৬।৫ সায়ণ)

শতরূপ (ত্রি) ১ বহুরূপবিশিষ্ট। (পুং) ২ মুনিবিশেষ।

শতরূপা (স্ত্রী) শতং রূপাণি যস্তাঃ। ব্রহ্মার মানসী কন্যা ও পত্নী। ইহার গর্ভে উক্ত ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। (মৎস্যপু° ৩ অ°)

বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। (বিষ্ণুপুরাণ ১।৭।১৪-১৬।) মনুতে (১।৩২) শতরূপার কোন উল্লেখ নাই, তবে

পুরাণবর্ণিত এই উপাখ্যানের সারাংশ নিম্নোক্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা স্বইচ্ছায় দেহ দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করেন। পরে স্বয়ং সেই রমণীতে বিরাট্‌কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শতর্চ্চস্ (ত্রি) শতবিধ তেজঃবিশিষ্ট। 'শতর্চ্চসং শতসংখ্যান্যর্চ্চাংষি যস্যাস্তাদৃশীমেতাং পৃথিবীম্।' (ঋক্ ৭।১০০।৩ সায়ণ)

শতর্চ্চিন্ (পুং) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের মন্ত্রাদিদ্রষ্টা ও রচয়িতা ঋষিগণের উপাধি।

"দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দা হ্যধিকং যদৃচাং শতম্।
তৎসাহচর্য্যাদন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্ত শতর্চ্চিনঃ॥"
(ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকায় ষড়্‌গুরুশিষ্য)

শতলক্ষ (ক্লী) কোটিসংখ্যা।

শতলুম্প (পুং) ভারবিনামা কবি। স্বার্থে কন্। শতলুম্পক।

শতলোচন (ত্রি) ১ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)
২ অসুরভেদ। (হরিবংশ)

শতবক্ত্র (ত্রি) মন্ত্রাস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।৩০।৫)

শতবনি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। ইহার সন্তানাদি শাতবনেয় নামে খ্যাত।

শতবৎ (ত্রি) শত অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। শতবিশিষ্ট।

শতবপুস্ (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শতবর্ষ (ত্রি) ১ শতসংখ্যক বর্ষব্যাপ্যকাল, শতাব্দী। ২ শতাব্দ প্রাচীন।

শতবল (পুং) বহু বলধারী।

শতবল্‌শ (ত্রি) বহু শাখাবিশিষ্ট।

শতবাজ (ত্রি) প্রভূত শক্তিসম্পন্ন। (ঋক্ ৮।৮১।১০)

শতবাদন (ক্লী) বহুবাদ্যযন্ত্রের একত্র বাদন, ঐক্যতান বাদন।

শতবার (ত্রি) কবচবিশেষ। (অথর্ব্ব ১৯।৩৬।১)

শতবার্ষিক (ত্রি) শতবর্ষভব, যাহা একশত বৎসর ধরিয়া হয়। স্ত্রিয়াং ঙীব্। শতবার্ষিকী, অনাবৃষ্টি।

শতবাহী (স্ত্রী) ১ শতবহনকারিণী। ২ যে জায়া পিত্রালয় হইতে বহু যৌতুক সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে আইসে।

শতবিচক্ষণ (ত্রি) বহুদর্শন। (ঋক্ ১০।৯৭।১৮)

শতবীর (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর। (হেম)

শতবীর্য্য (ত্রি) শ্রোত্রেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় প্রভূত শক্তিসম্পন্ন। (অথর্ব্ব ৩।১১।৩)

শতবীর্য্যা (স্ত্রী) শতং বীর্য্যাণি যস্যাঃ। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। (অমর) ২ শতাবরী। ৩ কপিলদ্রাক্ষা। (রাজনি°) ৪ মহাশতাবরী। বড় শতমূলী।

শতবৃষভ (পুং) ত্রয়োবিংশ মুহূর্ত্তের নাম।

শতবেধিন্ (পুং) শতং বিধতীতি বিধ-ণিনি। অম্লবেতস।

শতশলাকা (স্ত্রী) ছত্র। (দিব্যা° ৫১৩।২০)

শতশস্ (অব্য°) শত চশস্ বারার্থে। শতবার, শতবার করিয়া।

শতশাখ (ত্রি) বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৪।১৯।৫)

শতশাখত্ব (ক্লী) ১ বহু শাখাবিশিষ্টের ভাব। ২ বহুত্বের নিদানভূত।

শতশারদ (ত্রি) শত সম্বৎসর।

শতশীর্ষ (ত্রি) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ মন্ত্রপূত অস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।৩।১৬) স্ত্রিয়াং টাপ্। বাসুকীদেবী। (ভারত উদ্যোগপ°)

শতশৃঙ্গ (ত্রি) পর্ব্বতভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১০) মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫৫) এই শৈল মহিসুরের অন্তর্গত কোলরের নিকট অবস্থিত। এই পর্ব্বতস্থ দেবকীর্ত্তির বিষয় শতশৃঙ্গমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

শতশ্লোকী, মধুসূদন সরস্বতীকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা অবলম্বনে উত্তমশ্লোকতীর্থ বিরচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ, ইহা শ্লোকাকারে রচিত।

শতসংবৎসর (ত্রি) শত বৎসর।

শতসংখ্য (ত্রি) শতং সংখ্যা যস্য। শতসংখ্যক, শতসংখ্যাবিশিষ্ট। ২ দশম মন্বন্তরের দেবতাভেদ। (বিষ্ণুপু° ৩।২।২৪)

শতসজ্যশস্ (অব্য°) শত শত সংখ্যক।

শতসনি (ত্রি) শত সংখ্যাবিশিষ্ট।

শতসহস্র (ক্লী) শতগুণিতং সহস্রং। শতগুণিত সহস্র, একলক্ষ। "অষ্টৌ শতসহস্রাণি দেশজাশ্চোত্তমা হয়াঃ।" (হরিবংশ ১২১।১৩)

শতসহস্রক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শতসহস্রধা (অব্য°) শতসহস্র প্রকারার্থে ধাচ্। শতসহস্র প্রকার।

শতসহস্রপত্র (পুং) পুষ্প।

শতসহস্রশস্ (অব্য°) শতসহস্র প্রকারার্থে চশস্। শতসহস্র প্রকার। (ভাগ° ৫।১৯।১৬)

শতসহস্রাংশু (ত্রি) চন্দ্র। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শতসহস্রান্ত (ত্রি) চন্দ্র। (নীলকণ্ঠ)

শতসা (ত্রি) শতদাতা। শতশনি।

শতসাহস্র (ত্রি) বহু সংখ্যক।

শতসাহস্রক (ক্লী) তীর্থভেদ।

শতসাহস্রিক (ত্রি) শত সহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট।

শতসুতা (স্ত্রী) শতাবরী। (বৈদ্যক)

শতসূ (ত্রি) শতপ্রসবকারী। ২ বহুধনানয়নকারী।

শতসেয় (ক্লী) অপরিমিত ধনপর্য্যবসান। (ঋক্ ৩।১৮।৩)

শতস্বিন্ (ত্রি) শতসংখ্যোপেত ধনবান্। (ঋক্ ৭।৫৮।৪ সায়ণ)

শতহন্ (ত্রি) শতং হন্তি হন্-কিপ্। ১ শতহন্তা। ২ শতঘ্নী নামক শস্ত্রভেদ। [শতঘ্নী দেখ।]

শতহস্ত (ত্রি) শতং হস্তা যস্য। ১ শতহস্তবিশিষ্ট। ২ একশত হাত পরিমাণ।

শতহিম (ত্রি) শত সম্বৎসর।

"শতং হিমং কালসম্বৎসরান্।" (ঋক্ ৬।৪।৮)

শতহুত (ত্রি) শতবার যে হোমে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। (ষড়্বিংশব্রা° ৪।১)

শতহ্রদ (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ)

শতহ্রদা (স্ত্রী) শতং হ্রদা অর্চীংষি যস্যাঃ যদ্বা শতং হ্রাদাঃ শব্দাঃ যস্যাঃ নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। ১ বিদ্যুৎ। (অমর°)

"সমুদ্রমেঘঃ স ররাজ রাজন্
শতহ্রদাস্ত্রী প্রভয়াভিরামঃ।" (হরিবংশ ১৪৬।৪৮)

২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ দক্ষকন্যাবিশেষ। (অগ্নিপুরাণ) ৪ বিরাধ রাক্ষসের মাতা। (রামা° ৩।৭।২০)

শতা (স্ত্রী) শতাবরী। (বৈদ্যকনি°)

শতাংশ (পুং) শতভাগের এক ভাগ।

শতাক্ষ (ত্রি) দানবভেদ। (হরিবংশ)

শতাক্ষী (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ শতপুষ্পা। (শব্দরত্না°) ৩ পার্ব্বতী, দুর্গা। ভগবতী দুর্গা শতনেত্রদ্বারা মুনিদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, এইজন্য লোকে তাঁহাকে শতাক্ষী কহে।

"ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥" (দেবীমা° চণ্ডী)

শতাগ্রমহিষী (স্ত্রী) প্রধান রাজমহিষীভেদ। (মার্ক°পু° ৭৪।২১)

শতাঙ্গ (পুং) শতং অঙ্গানি অবয়বা যস্য। ১ রথ। (অমর°) ২ তিনিস বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ দানব বিশেষ। (হরিবংশ ২৩২।২২) (ত্রি) ৪ শতাবয়ববিশিষ্ট।

"শতাঙ্গানি তূর্য্যানি বাদকাঃ সমবাদয়ন্।" (ভারত ১।১৯৮।২২)

শতাজিৎ (পুং) সাত্বত রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৮)

শতাতৃণ (ত্রি) বহু ছিদ্রবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৮।৬।২)

শতাত্মন্ (ত্রি) নানারূপ বিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১৪৯।৩)

শতাধিক (ত্রি) শত পরিমাণ অধিক, এক শত বেশী।

শতাধিপতি (পুং) শতস্য অধিপতিঃ। শতের অধিপতি। শতস্বামী। ২ শতবর্ষ বয়স্ক।

শতানক (ক্লী) শ্মশান। (ত্রিকা°)

শতানন (পুং) ১ বিল্ব, শ্রীফল। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ দেবতাভেদ।

শতানন্দ (পুং) শতং বহুলঃ আনন্দো যস্য। ১ গোতমপুত্র মুনিভেদ। এই মুনি রাজর্ষি জনক রাজার পুরোহিত ছিলেন। ২ দেবকীনন্দন। (মেদিনী) ৩ ব্রহ্মা। ৪ গৌতম মুনির পুত্র, অহল্যাগর্ভজাত। (হেম) ৫ বিষ্ণুরথ। (ত্রিকা°) ৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৯)

শতানন্দ, ১ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যসংগ্রহপ্রণেতা,। ২ তিথ্যধিকার-টীকা-কর্ত্তা। ৩ রত্নমালা নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। রঘুনন্দন জ্যোতিস্তত্ত্বে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ ভাস্বতীকরণ ও ভাস্বতী নাম্নী বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ইনি ১১০০ খৃষ্টাব্দে প্রথমোক্ত গ্রন্থ খানি রচনা করেন। ইহার পিতার নাম শঙ্কর এবং মাতা সরস্বতী। ৫ এক জন প্রাচীন কবি।

শতানন্দা (স্ত্রী) শতানন্দ-টাপ্। ১ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব) ২ নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৮।২১)

শতানীক (পুং) শতং অনীকানি যস্য। ১ বৃদ্ধ। ২ মুনিভেদ, ইনি ব্যাসশিষ্য। ৩ রাজভেদ। ইনি চতুর্থ যুগে চন্দ্রবংশীয় দ্বিতীয়-রাজ। ইহার পিতা জনমেজয়, পুত্র সহস্রানীক। (মেদিনী) ৪ সুদাসরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২২ অ°) ৫ নকুলপুত্র। দ্রৌপদীর গর্ভজাত। (ভারত ১।২৩৪।১০)

শতাব্জ (ক্লী) শতপদ্ম।

শতামধ (পুং) ১ শতধন। (ঋক্ ৮।১।৫ সায়ণ) ২ ইন্দ্র।

শতায়ুধ (ত্রি) শত অস্ত্রধারী। (তৈত্তিরীয় স° ৫।৭।২।৩)

শতায়ুস্ (ত্রি) শতং আয়ুর্যস্য। ১ শতবর্ষ পরিমিত আয়ুর্ব্বিশিষ্ট। পুরুষের পূর্ণ আয়ুঃ শতবৎসর। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" (শ্রুতি) ২ পুরূরবার পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৩ চিরায়ুর পুত্র। (কথাসরিৎসা° ৪১।৫৮) ৪ উশনার পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

শতার (ক্লী) শতং আরাণি যস্য। ১ বজ্র। (ত্রিকা°) ২ সুদর্শনচক্র।

শতারিত্র (ত্রি) বহু দাঁড়বিশিষ্ট, নৌকাদি। (ঋক্ ১।১১৬।৫)

শতারুক (পুং) কুষ্ঠরোগ ভেদ, শতারুঃ।

শতারুণ (পুং) রাজভেদ। (কৌষীতকী ১১৬)

শতারুস্ (ক্লী) কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

"রক্তশ্যাবং সদাহার্ত্তিঃ শতারুঃ স্যাদ্বহুব্রণম্।" (ভাবপ্র° কুষ্ঠচি°)

এই কুষ্ঠ রোগে রক্ত ও শ্যাববর্ণ এবং বহুব্রণ হয়, ইহাতে দাহ ও বেদনা বিদ্যমান থাকে।

শতারুষী (স্ত্রী) শতারু নামক কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

শতার্ঘ (ক্লী) বহুমূল্য।

শতার্ণা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (Anethum Sowa)।

শতার্দ্ধ (ক্লী) পঞ্চাশৎ সংখ্যা।

শতার্হ (ত্রি) শতার্ঘ, বহুমূল্য। (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।১০।১৩)

শতাবধান (পুং) ১ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপাধি। ২ শ্রুতিধর। যিনি বহুবিষয় শ্রবণ করিয়া তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ রাখিতে পারেন।

শতাবরী (স্ত্রী) শতমাবৃণোতীতি আ-বৃ-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শতমূলী। (Asparagus racemosus, or asparagus sarmentosus) হিন্দী সফেদমুশলী, শতাবর, ছোটী শতাবরী। ২ ইন্দ্রভার্য্যা। (শব্দরত্না°) ৩ শচী। (মেদিনী)

শতাবরীঘৃত, অম্লপিত্তরোগে উপকারক ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শতমূলীর মূল ১ সের, জল ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই পান করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানারোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্বাস ও সন্তাপ নিবারিত হয়।

শতাবরীমহাচৈতস, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার)

শতাবরীমণ্ডূর, শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শোধিতমণ্ডূরচূর্ণ ৮ পল, শতাবরী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমস্ত একত্র পাক করিবে। ক্রমে পিণ্ডবৎ হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। ইহা ভোজনের অগ্রে, মধ্যে ও শেষে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডূর—মণ্ডূর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার কাথে নিষিক্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ মণ্ডূর ৮ পল পাকার্থ শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাকসিদ্ধ হইলে জীরা, ধনিয়া, মুথা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল, ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অম্লপিত্তাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

শতবর্য্যাদি, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শতমূলী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিতণ্ডুল, কুক্ষেক্ষুমূল, ও কেশুরের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সুশীতল করিবে। ইহা সেবনে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নাশ হয়।

শতাবর্ত্ত (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

"অনুকূলঃ শতাবর্ত্তঃ পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৫০)

'ধর্ম্মত্রাণায় শতমাবর্ত্তমানাঃ প্রাদুর্ভাবা অস্যেতি শতাবর্ত্তঃ, নাড়ীশতেন প্রাণরূপেণ বর্ত্ততে ইতি বা শতাবর্ত্তঃ' (শাঙ্করভাষ্য) ২ মহাদেব। (ভারত ১২।২৮০।৬)

শতাবর্ত্তবন (ক্লী) পবিত্র বনভেদ। (হরিবংশ)

শতাবর্ত্তিন্ (পুং) শতেন প্রাণরূপেণ নাড়ীশতেন বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

শতাশ্রি (ত্রি) বজ্র। (ঋক্ ৬।১৭।১০)

শতাশ্ব (ত্রি) বহু অশ্বযুক্ত। (ঋক্ ৮।৪।১৯)

শতাষ্টক (ক্লী) অষ্টোত্তর শত।

শতাহ্বা (স্ত্রী) শতং আহ্বা যস্যাঃ। ১ শতপুষ্পা। (জটাধর) ২ শতাবরী। (রাজনি°)

শতিক (ত্রি) শত (শতাচ্চ ঠন্‌যতাবশতে। পা ৫।১।২১) ইতি ঠন্। ১ শত দ্বারা ক্রীত। ২ শতের বিকার। ৩ শত সম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শতিন্ (ত্রি) শতমস্যাস্তীতি শত-ইনি। শতসংখ্যাবিশিষ্ট, শত সংখ্যাযুক্ত। "সংস্থা বায়ঃ শতিনঃ" (ঋক্ ১।১০।১০) 'শতিনঃ শতসংখ্যাযুক্তাঃ' (সায়ণ)

শতেধ্ম (ক্লী) বহুকাষ্ঠ। (কাঠক ৩৬।৬)

শতেন্দ্রিয় (ত্রি) প্রভূত ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৭)

শতেপঞ্চাশন্ন্যায় (পুং) ন্যায়সূত্রবিশেষ।

(তৈত্তিরীয় প্রাতি° ২।২৫)

শতের (পুং) শদ শাতনে (শদেস্ত চ। উণ্ ১।৬১) ইতি এরক্। তকারান্তাদেশশ্চ। ১ শত্রু। ২ হিংসা। (উজ্জ্বল) ৩ সপ্তদশ সংখ্যা।

শতেশ (পুং) শতস্য ঈশঃ। শতাধিপতি, শতগ্রামের অধিপতি।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

শতৈকশীর্ষন্ (ত্রি) শত সংখ্যক শ্রেষ্ঠ শিরঃসমন্বিত।

"শতৈকশীর্ষ্ণঃ শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি যস্য তস্য।"

(ভাগ° ১০।১৬।২৮ স্বামী)

শতৈকীয় (ত্রি) শতসংখ্যাবিশিষ্ট। (রাজতর° ৮।১২।৭৪)

শতোক্‌থ্য (ত্রি) শত উক্‌থের সময়বিশিষ্ট।

(শতপথব্রা° ১১।৫।৫।২)

শতোতি (ত্রি) ১ বহুরক্ষক। ২ বহুগমন। (ঋক্ ৬।৬৩।৫ সায়ণ)

শতোদর (ত্রি) ১ শত উদরবিশিষ্ট। ২ শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব) ৩ অস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।৩০।৫) ৪ শিবগণভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শতোদরী স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শতোলূখলমেখলা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শতৌদনা (স্ত্রী) যজ্ঞকর্ম্মবিশেষ। (অথর্ব্ব ১০।৯।১)

শত্য (ত্রি) শত (শতাচ্চ ঠন্‌যতাবশতে। পা ৫।১।২১) ইতি যৎ। ১ শতের বিকার। ২ শতদ্বারা ক্রীত। ৩ শতিক। ৪ ধনপতিসংযোগ।

শত্যঞ্জয় (পুং) কর্ম্মমাসের ১৩শ দিন।

শত্র (ক্লী) বল। (ত্রিকা°)

শত্রি (পুং) শদ্ (রা শদিভ্যাং ত্রিপ্। উণ্ ৪।৬৭) ইতি ত্রিপ্। ১ হস্তী। (উজ্জ্বল) ২ রাজর্ষিবিশেষ।

"শত্রিময় উপমা" (ঋক্ ৫।৪।৯) 'শত্রিং এতন্নামকং রাজর্ষিং' (সায়ণ)

শত্রু (পুং) শদ শাতনে (রুশদিভ্যাং ক্রুন্। উণ্ ৪।১০৩) ইতি ক্রুন্। শাতক, বিপরীতকারী, পর্য্যায় রিপু, বৈরি, সপত্ন, অরি, দ্বিশ, দ্বেষণ, দুর্হৃদ্, দ্বিষ, বিপক্ষ, অহিত, অমিত্র, দস্যু, শাত্রব, অভিঘাতী, পর, অরাতি, প্রত্যর্থী, পরিপন্থিন্, বৃষ, প্রতিপক্ষ, দ্বিষৎ, ঘাতক, দ্বেষিন্, বিদ্বিষ, হিংসক, অপ্রিয়, অভিঘাতিন্, অহিত, দৌর্হৃদ্। (শব্দরত্না°)

শত্রুংসহ (ত্রি) শত্রুসহনশীল। যে শত্রুকে সহ্য করিতে পারে। শত্রুর সমকক্ষ ব্যক্তি। (পা ৩।২।৪৬)

শত্রুক (পুং) স্বার্থে কন্। শত্রু।

শত্রুঘ্ন (ত্রি) শত্রুনাশকারী।

শত্রুঘাত (ত্রি) শত্রুং হন্তীতি শত্রু-হন-ঘঞ্। শত্রুবিনাশকারী, বৈরিনাশক।

শত্রুঘাতিন্ (ত্রি) শত্রুঘ্নের পুত্র। (রঘু ১৫।৩৬)

শত্রুঘ্ন (পুং) শত্রূন্ হন্তীতি হন। মূলবিভুজাদিত্বাৎ ক। যদ্বা অমনুষ্যকর্ত্তৃকেঽপি চেত্যপি শব্দাৎ কৃতঘ্নশত্রুঘ্নাদয়ঃ সিদ্ধা ইতি দুর্গসিংহঃ। ১ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা। পর্য্যায় শত্রুমর্দ্দন। (শব্দরত্না°)

রাজা দশরথের তৃতীয়া পত্নী সুমিত্রা কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট চরু ভক্ষিত হওয়ার পর তৎফলে তদীয় গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মধুপুরনিবাসী লবণাখ্য অসুরকে নিহত করেন। (রামায়ণ)

(ত্রি) ২ শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী।

শত্রুঘ্ন শর্ম্মন্, মন্ত্রার্থদীপিকা, রুদ্রজপভাষ্য ও বেদবিলাসিনী নামক তিন খানি গ্রন্থরচয়িতা। কেশবমিশ্র স্বরচিত দ্বৈতপরিশিষ্টে ইঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

শত্রুঘ্নজননী (স্ত্রী) শত্রুঘ্নস্য জননী। সুমিত্রা। (শব্দরত্না°)

শত্রুজিৎ (ত্রি) শত্রূন্ জয়তীতি জি-কিপ্ ততস্তুক্। (সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২৬১) রাজবিশেষ। ইঁহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ এবং লোকে কুবলয়াশ্ব বলিয়া বিদিত। (মার্ক°পু°)

শত্রুঞ্জয় (পুং) ১ বিমলাদ্রি। ইহা জৈনদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। পালিতানার নিকটে অবস্থিত। (দিগ্বি° প্র° ৫৯।২১) ২ নাগবিশেষ। (রামায়ণ ৭।৩২।১০) (ত্রি) শত্রুং জয়তীতি জি-খচ্ ততো মুম্। (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীত। পা ৩।২।৪৬) ৩ শত্রুজয়কারী, শত্রুবিজেতা। ৪ একজন পাণ্ডুবংশীয় রাজা। ৫ নদীভেদ। ভৌগোলিক টলেমী ইহাকে 'Sodrana' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

শত্রুঞ্জয়শৈল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী পর্ব্বত ও তদুপরি স্থাপিত নগর। বর্ত্তমান কালে উহা পালিতানা নামে পরিচিত।

[পালিতানা দেখ।]

এই স্থান জৈন সম্প্রদায়ের একটী পবিত্র তীর্থ। তীর্থঙ্করশিষ্যগণ জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই এই পবিত্র স্থানকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত পালিতানা রাজধানীর অদূরস্থ প্রান্তর মধ্যে এই গণ্ড শৈল, এখানে গমনের বিশেষ সুবিধা নাই। যে অপ্রশস্ত পথ আছে, তাহাও বিশেষ কষ্টকর। পর্ব্বতের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য চত্বর কাটিয়া ছত্র ও পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার চারি দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তদুপরি স্থাপিত দুই চারিটী কামান আজিও প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। দুঃখের বিষয় এখন আর এখানে কেহ বাস করে না। অতি অল্প সংখ্যক যতি ও পুরোহিত দেবার্চ্চনার জন্য এখানে বাস করে। যাত্রীরা প্রাতে পর্ব্বতে দেবদর্শনে যায় এবং সন্ধ্যার সময় নগরে ফিরিয়া আসে।

ধর্ম্মপ্রাণ জৈন সম্প্রদায়ের যত্নে, অধ্যবসায়ে এবং অমিত ব্যয়ে আজিও মন্দিরগুলি সুরক্ষিত আছে। কোনটী সর্ব্ব প্রাচীন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। সকল গুলিই জীর্ণ সংস্কারে নবকলেবর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তবে মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক দৃষ্টে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় ১১শ।১২শ শতাব্দ হইতে বর্ত্তমান ১৯শ শতাব্দ পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরগুলি রক্ষিত রহিয়াছে। এক একটী মন্দিরের ১৬শ বার পর্য্যন্ত "উদ্ধার" বা জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

এখানকার মন্দির গুলির বিশেষত্ব এই যে, সকল গুলিই সাদা চক্‌চকে চূণের পালিস দ্বারা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় মন্দিরগুলি যেন মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত। মন্দিরগাত্রে স্তম্ভে বা ছাদে যে সমস্ত স্থাপত্য ও ভাস্করশিল্প চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা এখনও ঐ পলস্তারা ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট দেবমন্দির, ঐ গুলিও তেলচক্‌চকে চূণকাম করা। বড় বড় মন্দিরগুলি তুক্ নামক প্রাচীরসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। ধনবান্ ব্যক্তি বিশেষের ব্যয়ে ঐ মন্দিরগুলি নির্ম্মিত এবং তাহাদের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ও জৈন সম্প্রদায়ের বদান্যতায় পরিচালিত। মন্দিরগুলির বহির্গাত্রে প্রস্তরোপরি যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে, অভ্যন্তর ভাগেও সেইরূপ নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে। এই সকল কারণে এই মন্দির গুলি প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ সহায়।

এই তীর্থে যে সকল প্রধান প্রধান জৈন মন্দির বিদ্যমান আছে, নিম্নে তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

১ শ্রীআদীশ্বর ভগবান্ বা শ্রীমূলনায়ক আদীশ্বর। এই মন্দিরে ২৭৫টী প্রতিমূর্ত্তি, রঙ্গমণ্ডপ ও গম্ভীরা প্রতিষ্ঠিত আছে।

২ স্বয়ম্ভবনাথজী, ৩ শ্রীপদ্মপ্রভুজী, ৪ শ্রীশান্তিনাথ, ৫ শ্রীবাসুপূজ্য, ৬ শ্রীমহাবীরজী, ৭ শ্রীআদিনাথ, ৮ শ্রীধর্ম্মনাথজী, ৯ শ্রীঅভিনন্দজী, ১০ নেমিনাথজী, ১১ শ্রীপার্শ্বনাথজী, ১২ শ্রীঅজিতনাথজী, ১৩ শ্রীসুমতিনাথজী, ১৪ শ্রীচন্দ্রপ্রভুজী, ১৫ শ্রীপুণ্ডরীকজী বা পুণ্ডরীকনাথ, ১৬ শ্রীঋষভদেব, ১৭ শ্রীসমেতশিখরজী ও ১৮ শ্রীবিমলনাথজী।

এতদ্ভিন্ন আরও বিভিন্ন আদিনাথ, শ্রীনন্দীশ্বর, দীপ, মহাবীর স্বামী, শীতলনাথজী, সুপার্শ্বনাথজী, পার্শ্বনাথজী ও পদ্মপ্রভজী প্রভৃতি ধরিয়া এখানে প্রায় ৫১৩টী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরপ্রাচীরের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে, কুলুঙ্গীতে, ভিত্তিতে ও গোকলেও অনেক মূর্ত্তি ও তীর্থঙ্করদিগের পাদচিহ্ন স্থাপিত আছে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকলের বিবরণ উদ্ধৃত হইল না।

শত্রুতা (স্ত্রী) শত্রুর ভাব বা ধর্ম্ম, বিপক্ষতা, বৈরিতা, বিদ্বেষ।

শত্রুতাপন (ত্রি) ১ শত্রুন্তপ, শত্রুর তাপকারী। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।২৮)

শত্রুতূর্য্য (ক্লী) শত্রুতারণ, যিনি শত্রুকে ত্রাণ করেন।

"আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্য্যায় বৃহতীম মৃধ্রাং" (ঋক্ ৬।২২।১০) 'হে ইন্দ্র শত্রুতূর্য্যায় শত্রূণাং তারণায়' (সায়ণ)

শত্রুত্ব (ক্লী) শত্রুতা, শত্রুর ভাব বা ধর্ম্ম। (ঋক্ ৮।৪৫।৫)

শত্রুদমন (ত্রি) শত্রুবিমর্দ্দন, শত্রুদমনকারী।

শত্রুদ্রুম (পুং) অম্লবেতস।

শত্রুনিকায় (পুং) শত্রুসঙ্ঘ। বিপক্ষের দল।

শত্রুনিবর্হণ (ত্রি) শত্রুতাড়ন, শত্রুনাশ।

শত্রুনিলয় (পুং) শত্রুর বাসভূমি।

শত্রুন্তপ (ত্রি) শত্রুং তপতি তাপয়তি বা তপ-খচ্ ততো মুম্। (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা ৩।২।৪৬) শত্রুজয়কারী। বৈরিতাপকারী।

শত্রুন্দম (ত্রি) ১ শিব। (মহাভারত) ২ শত্রুদমনকারী, শত্রুবিমর্দ্দী।

শত্রুপক্ষ (পুং) বিপক্ষ, বিরোধি-সম্প্রদায়।

শত্রুবাধক (ত্রি) শত্রুপীড়নকারী।

শত্রুভঙ্গ (পুং) মুঞ্জতৃণ, চলিত মুঁজ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শত্রুভট (পুং) অসুরবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৮৭।২০)

শত্রুভূমিজ (পুং) নীলাঞ্জন। (বৈদ্যকনিঘ°)

শত্রুমর্দ্দন (পুং) শত্রুং মৃদ্নাতীতি মৃদ-ল্যু। ১ শত্রুঘ্ন। (শব্দরত্না°) ২ শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী। (কথাসরিৎসা° ৪২।১২৫)

শত্রুমিলন (ক্লী) শত্রু বা বিপক্ষের সহিত সম্ভাবস্থাপন।

শত্রুলাব (পুং) শত্রুচ্ছেদনকারী।

শত্রুবৎ (ত্রি) শত্রুসদৃশ। (অব্য) শত্রুতুল্য।

শত্রুবল (ত্রি) শত্রুর্বিদ্যতেঽস্য শত্রু-বলচ্। (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৬।২।১১২ বার্ত্তিক) ১ যাহার শত্রু বিদ্যমান আছে। (ক্লী) শত্রো র্বলম্। ২ শত্রুসৈন্য।

শত্রুবিগ্রহ (পুং) শত্রুতাপূর্ব্বক যুদ্ধ। শত্রুভাবে আক্রমণ।

শত্রুবিনাশন (পুং) শিব।

শত্রুসাৎ (ত্রি) ১ শত্রুরূপে পরিণত। ২ বিপক্ষসাৎ, বিপক্ষের হস্তগত। (মহাভারত)

শত্রুসা[স]হ (ত্রি) শত্রুর বিক্রমসহনশীল বা সহ্যকারী।

শত্রুহ (ত্রি) শত্রুং বধ্যাৎ শত্রু-হন-ড। (আশিষি হনঃ। পা ৩।২।৪৯) সে শত্রুবধ করুক বা শত্রুবধ করিবার উপযুক্ত হউক এই প্রকারে আশীর্ব্বাদ করা।

"যথাহং শত্রুহোঽসানি" (অথর্ব্ব ১।২৯।৫)

'অহং অভিবর্ত্তমাণধারকঃ যথা যেন প্রকারেণ শত্রুহঃ শত্রূণাং হন্তা অসানি ভবানি' (সায়ণ)

শত্রুহত্যা (স্ত্রী) শত্রু-হন-ক্যপ্ ভাবে। শত্রুবধ, শত্রুহনন বা নাশ করা।

শত্রুহন্ (ত্রি) ১ শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী, বৈরিনাশক।

"মম পুত্রাঃ শত্রুহণোঽথো মে দুহিতা বিরাট্" (ঋক্ ১০।১৫৯।৩)

'শত্রূণাং সপত্নানাং হন্তারো ভবন্তি' (সায়ণ)

(পুং) ২ শ্বফল্কের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শত্রুহন্তৃ (ত্রি) শত্রু-হন-তৃচ্। ১ শত্রুহননকারী, বৈরিনাশক। (পুং) ২ শম্বরের মন্ত্রিভেদ। (হরিবংশ)

শত্রূপজাপ (পুং) শত্রুর কুপরামর্শ।

শত্বরী (স্ত্রী) রাত্রি। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

শদ, ভ্বাদি° তুদা° পরস্মৈ° অক° সক° অনিট্। ১ গমন। ২ শাতন, ছেদন। ৩ বিশীর্ণতা। সার্ব্বধাতুক প্রত্যয়ে পরে ভৌবাদিকস্য আত্মনেপদ-বিধানাৎ লড়াদৌ যথা—লট্ শীয়তে। লোট্ শীয়তাম্। লিঙ্ শীয়েত। লঙ্ অশীয়ত। লিট্ শশাদ, শেদতুঃ। লুট্ শত্তা। লৃট্ শৎস্যতি। লুঙ্ অশদৎ, অশদতাং। সন্ শিশৎসতি। যঙ্ শাশদ্যতে। যঙ্ লুক্ শাশত্তি। ণিচ্ শাতয়তি। লুঙ্ অশীশতৎ। আ-শদ-গতি ভ্বাদি° পরস্মৈ° এই ধাতু আঙ্ পূর্ব্বকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শদ (পুং) শদ-অচ্। ফলমূলাদি।

শদ্রি (পুং) শীয়তে ইতি শদ (অদি শদি ভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্। উণ্ ৪।৬৫) ইতি ক্রিন্। ১ মেঘ। ২ জিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ হস্তী। (উজ্জ্বল) (স্ত্রী) ৪ বিদ্যুৎ। ৫ খণ্ড।

শদ্রু (ত্রি) শদ-শাতে-(দাধেট্ সি শদ সদোরুঃ। পা ৩।২।১৫৯) ইতি রু। ১ পতনকর্ত্তা। ২ গণ্ডা। ৩ বিষ্ণু।

শদ্বলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৫৫)

শন[ণ], স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (Canabis sativa)। ইংরাজীতে ইহাকে Hemp বলে। ইহার ছালের তন্তুতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট দড়ি (Cordage materials) প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা ভারতীয় বাণিজ্যের একটী মূল্যবান্ উপকরণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। য়ুরোপে এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে যে শণ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত শন বলিয়া পরিচিত। ইহার ত্বক্ হইতে যে সূত্র বাহির হয়, তাহা অতিশয় দৃঢ় এবং বস্ত্রবয়নে বা রজ্জু প্রস্তুতকরণে বিশেষ উপযোগী। গাছগুলি সাধারণতঃ ৩ হইতে ১০ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ডালে পুং স্ত্রী ভেদ দৃষ্ট হয়। এই সূত্র সকল দেশেই উৎপন্ন হয়। কোন এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ নহে। উদ্ভিদ্বিৎ উইল্‌ডেনো, গ্মেলিন ও থুনবার্গ যথাক্রমে পারস্য, তাতার ও জাপানে এই বৃক্ষ দেখিয়া অনুমান করেন, ঐ সকল দেশই এই বৃক্ষের আদিস্থান। হিরোদোতস্ এই বৃক্ষকে শাকদ্বীপের বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বির্বাষ্টিন ককেসসপর্ব্বতের সমীপদেশে ও তৌরিয়ায় এই বৃক্ষ দেখিতে পান। চীনদেশে হো-মা, থ-স, য-ম ও হ্বঙ্গ-ম নামেও কএকপ্রকার শন উৎপন্ন হয়। উহারা বস্তুতঃ এক নহে, বৃক্ষগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায় সমগুণসম্পন্ন। উহা প্রকৃত শনের ন্যায় দৃঢ়, জটিল ও পিচ্ছিল এবং গাছের বল্কলও অধিক হয়। ভারতে এই শ্রেণীর যে বৃক্ষ জন্মে, তাহা Canabis Indica নামে বিদিত। বোখারা, পারস্য এবং ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ১০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়পৃষ্ঠে এই জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ য়ুরোপে কেবলমাত্র তন্তুর জন্যই এই বৃক্ষের আদর। কারণ উহাতে নানাপ্রকার রজ্জু ও একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাচ্যভূখণ্ডে অর্থাৎ ভারত, পারস্য প্রভৃতি স্থানে একমাত্র গাঁজা ও সিদ্ধি বা ভাঙের জন্যই ইহার চাষ হয়। দড়ির নিমিত্ত বড় একটা বেশী চাষ হয় না। ইহার আটাবৎ পদার্থে চরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চাষের প্রয়োজন হয়। গাঁজা বা চরসের উৎপাদনের জন্য এই গাছে রৌদ্র এবং বায়ু ও আলোকের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই কারণে ইহাকে পাতলা করিয়া বপন করিয়া পরে স্থানান্তরে রোপণ করা হয়। দড়ির জন্য চাষ করিতে হইলে খুব ঘেসাঘেসী করিয়া গাছ বুনিলেই চলে। দড়ির জন্য গাছে তাপ বেশী লাগে না, ছায়া ও জলসিক্ত মৃত্তিকার বিশেষ আবশ্যক।

Crotalaria Juncea নামক বৃক্ষ হইতে ভারতীয় শণ, *Hibiscus Cannabinus* বৃক্ষ হইতে দক্ষিণী বা অম্বরী শন, *Musa textilis* নামক বৃক্ষ হইতে মানিলী শণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জব্বলপুরে একপ্রকার শণ উৎপন্ন হয়, তাহা য়ুরোপীয় বাণিজ্যে Jubbulpur hemp নামে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডরাজ্যে উহার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গাঁজা, চরস, সিদ্ধি বা ভাঙ্ শব্দে ইহার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা থাকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ লেখা হইল না। শন, সিদ্ধি ও গাঁজার বীজে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। উহা খোসপাঁচড়ার বিশেষ উপকারী। রুষিয়াবাসী উহাতে আলোক জ্বালে।

য়ুরোপে উৎকৃষ্ট শন ১ হান্দর পরিমাণ ৫০ সিলিং মূল্যে বিক্রীত হয়। উহাতে তোয়ালে প্রভৃতি ভোগবিলাসোপযোগী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। দড়ি ও কাম্বিস প্রস্তুতের জন্য মধ্যম বা নিকৃষ্ট শন ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শনকে বাণিজ্যের ভাষায় Outshot hemp ও তৃতীয়কে hemp codilla বা half cleaned hemp বলে। রুষরাজ্যে উৎকৃষ্ট শন প্রতি হান্দর ৪৭ সিলিং। [গাঁজা দেখ।]

শনক (পুং) শম্বরের পুত্রভেদ।

শনকাবলি (পুং) গজপিপ্পলী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শনকৈস্ (অব্য°) শনৈস্-স্বার্থে কন্। শনৈঃ, অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে।

শনপর্ণী (স্ত্রী) শণস্যেব পর্ণান্যস্যাঃ,ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ণস্য ন। কটুকী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শনি (পুং) রবি প্রভৃতি গ্রহের অন্তর্গত সপ্তমগ্রহ। সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌরি, শনৈশ্চর, নীলবাসস্, মন্দ, ছায়াত্মজ, পাতঙ্গি, গ্রহনায়ক, ছায়াসুত, ভাস্করি, নীলাম্বর, আর, ক্রোড়, বক্র, কোল, সপ্তাংশু, পঙ্গু, কাল, সূর্য্যপুত্র, অসিত। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ, ইনি পশ্চিম-দিগ্‌বলী, নপুংসক, অন্ত্যজজাতি, তমোগুণযুক্ত, কষায়রসাধিপতি ও তৎপ্রিয়, মকর ও কুম্ভরাশির অধিপতি, নীলকান্তমণি এবং সৌরাষ্ট্রদেশের অধিপতি, কশ্যপমুনির পুত্র, শূদ্রবর্ণ, সূর্য্যমুখ, চতুরঙ্গুল পরিমাণ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, গৃধ্রবাহন, সূর্য্যপুত্র, চতুর্ভুজ, চারি হস্তে ভল্ল,বাণ,শূল ও ধনু এই চারি অস্ত্র, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি। (গ্রহযাগতত্ত্ব ও বৃহজ্জাতক)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে শনিগ্রহের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন, এই কশ্যপের পুত্র বিভাবসু। ত্বষ্টৃ প্রজাপতির সংজ্ঞা নাম্নী কন্যার সহিত বিভাবসুর বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যগৃহে গমন করিয়া তাহার তেজ সহ্য করিতে না পারায় আত্মসদৃশী মায়াময়ী ছায়াকে নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাকে বলেন যে, তুমি নিঃশঙ্ক-

চিত্তে এই স্থানে অবস্থান কর, আমি পিতৃগৃহে গমন করিলাম। এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সূর্য্য হইতে ছায়ার সাবর্ণি মনু ও শনি এই দুই পুত্র হয়। (পদ্মপু° স্বর্গখ° ১১অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শনির ক্রূর দৃষ্টি হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দেব গণপতি জন্মগ্রহণ করিলে পর একদা শনি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ গণেশকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। শনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারীকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। পরে দ্বারী ভগবতী দুর্গার আদেশে দ্বার খুলিয়া দিলে শনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবতীকে প্রণাম করিলেন। তখন পার্ব্বতী তাঁহাকে কহিলেন, শনি! তোমার মুখ নত কেন? তুমি কি নিমিত্ত এই বালককে এবং আমাকে দেখিতেছ না! ইহাতে শনি কহিলেন, মাতঃ! সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মবশে আপন আপন ফলভোগ করিয়া থাকে, আমি আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। আমার মুখ নত করিয়া থাকিবার কারণ জননীর নিকট অকথ্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। আমি বাল্য হইতেই কৃষ্ণভক্ত এবং সর্ব্বদাই তপোনিরত ও ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করিতাম। চিত্ররথের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। পত্নীও পতিব্রতা ও তপোনিরতা ছিলেন। একদা আমার পত্নী ঋতুস্নান করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করেন, তখন আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, তখন তিনি তাঁহার ঋতুরক্ষা হইল না ভাবিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তুমি আমাকে দেখিলে না এবং আমার ঋতুরক্ষা করিলে না, এইজন্য বলিতেছি যে তুমি যে দিকে দৃষ্টি করিবে, তাহাই বিনষ্ট হইবে। পরে আমি ধ্যান হইতে বিরত হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিলাম, কিন্তু তিনি শাপ মোচন করিতে সমর্থ হইলেন না। এইজন্য আমি নিজ চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দেখিনা এবং সেই দিন অবধি আমি প্রাণিহিংসাভয়ে মুখ নত করিয়া থাকি।

পার্ব্বতী ইহা শুনিয়াও কৌতুকবশতঃ পুত্রকে দেখিতে কহিলেন। শনি দুঃখিতচিত্তে বালক গণেশকে দেখিবামাত্রই তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া পার্ব্বতীও শনিকে শাপ দিলেন। [গণেশ দেখ।]

এইরূপে শনি পত্নীর শাপে খরদৃষ্টি প্রাপ্ত এবং পার্ব্বতীর শাপে খঞ্জ হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ° ১২-১৩ অ°)

শনিগ্রহের সম্বন্ধে আমাদের দেশে যেমন পৌরাণিক আখ্যান আছে, য়ুরোপীয় সাহিত্যেও শনি সম্বন্ধে সেইরূপ বহু কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতালীয়গণ শনিকে সাতরণ (Saturn) দেবতা বলিয়া মান্য করিতেন। প্রাচীন এবং আধুনিক রোমকগণ এই Saturn বা শনিকে গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক দেবতা ক্রোণাস্ (Cronus) বলিয়া অভিহিত করেন। গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষায় আকাশ উরনাস (Uranus) এবং পৃথিবী জিআ (Gæa) নামে অভিহিত। আমাদের বেদেও আকাশ প্রভৃতি দেবতা বলিয়াই প্রথিত। যাহা হউক আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ টিটান (Titan) নামে অভিহিত হইতেন। ক্রোণাস বা শনিগ্রহ এই টিটানদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। টিটানগণ ভিন্ন আকাশ ও পৃথিবীর সাইক্লপ্‌স্ (Cyclops) এবং শতহস্ত (Hundred-Handers) নামক আরও সন্তান ছিল। এই সাইক্লপ্‌স্ এবং শতহস্তগণ যখন আকাশের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন তিনি আবার উহাদিগকে পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট করাইয়া ছিলেন। আকাশের এই কার্য্যে পৃথিবী অত্যন্ত দুঃখিতা এবং ক্রোধপরায়ণা হইলেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা আমার পুত্র হও, তাহা হইলে তোমার পিতার এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে হইবে। মাতার এই কথা শুনিয়া ক্রোণাস্ বা শনি ভিন্ন আর কোন পুত্র পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। ক্রোণাস বা শনিগ্রহ এক দিবস একগাছি কাস্তের দ্বারা তাহার পিতা আকাশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিলেন, সেই সময়ে আকাশের গাত্র হইতে যে রক্তপাত হইতেছিল, সেই রক্তবিন্দু হইতে ধরাতলে ক্রোধদৈত্যসমূহ এবং অসুরগণের উৎপত্তি হইল। এই সময়ে ক্রোণাস্ বা শনিগ্রহ পিতার প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পিতৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শনিগ্রহ তাহার আপন ভগিনী রিআ (Rhea) দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রোণাসকে তাহার পিতা মাতা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন যে ক্রোণাস্ তাহার কোন পুত্র দ্বারা নিহত হইবে। কংসরাজ যেমন দৈববাণীতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাগিনেয় কর্তৃক তিনি নিহত হইবেন, ক্রোণাস্‌ও সেই প্রকার পিতামাতার মুখে দৈববাণী শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে তাঁহার যখন যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত, তিনি নিজে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে ক্রোণাসের পাঁচটী সন্তান হইয়াছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে পাঁচটীকেই নিহত করেন। এই সকল সন্তানের নাম হেষ্টিয়া, জিমিটা, হেরা, হেডস্ ও পসিডন্। এইরূপে পাঁচটী সন্তানকে

নিহত হইতে দেখিয়া রিআদেবীর দুঃখের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে করিলেন তাহার একবারে গর্ভ না হয় তাহাও বরং ভাল, তথাপি তিনি নিজ সন্তানগণের এইরূপ অন্যায় রূপে অকালমৃত্যু সহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু কালধর্ম্মে আবার তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইল। যথাসময়ে তিনি একটী পুত্র প্রসব করিলেন। সেই সন্তানের নাম জিয়াস্ (Zeus)। এবার স্নেহময়ী মাতা পুত্রটীকে লুকাইয়া রাখিলেন, পুত্রের পরিবর্ত্তে একখানি প্রস্তর রক্তাক্ত বস্ত্রে জড়াইয়া ক্রোণাসের নিকট সমর্পণ করিলেন। ক্রোণাস্ পুত্রভ্রমে এই প্রস্তরটীকেই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ক্রীটদ্বীপে জিয়াস্‌কে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। জিয়াস্ ক্রমে বড় হইল। একদিবস জিয়াস্ তাহার পিতাকে বমনকারক একটী ঔষধ খাইতে দিল। সেই ঔষধসেবনে ক্রোণাসের ভয়ানক বমি হইল। প্রথমেই বমির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরটি বহির্গত হইয়া পড়িল এবং অতঃপর জিয়াসের ভ্রাতৃগণও বহির্গত হইল। এই প্রস্তরটী ডেল্‌ফীনগরে রাখা হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রত্যহই তৈল দিয়া ইহার গাত্র অভিষিক্ত করিত।

কালক্রমে জিয়াস্ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া উহাদের পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করিল। দশবৎসর ভীষণ যুদ্ধের পর ক্রোণাস্ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। জিয়াস্ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ জয়লাভ করিলেন। ক্রোণাস্ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পর তাঁহাকে তরতরস্ (Tartarus) নামক স্থানে নিক্ষিপ্ত করা হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাকে Island of the Blest নামক স্থানে রাখা হইয়াছিল। সেইখানে ইনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত বীরদিগের আত্মসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব ও বিচার করিতেন। গ্রীস দেশের প্রাচীন কাহিনী পাঠে জানা যায়, ক্রোণাস যে সময়ে রাজ্যশাসন করিতেন, সে সময় দেশের অবস্থা অতি সুচারু ছিল। তাঁহার শাসনাধীন জনগণ দেবতাদের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাহাদিগকে কোন প্রকারের দুঃখভোগ করিতে হইত না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের কোন শ্রম ছিল না। বার্দ্ধক্যের কোন প্রকার দুর্ব্বলতাতেও তাহারা ক্লিষ্ট হইত না। বিনা কর্ষণে পৃথিবী শস্য যোগাইতেন। গ্রীসদেশে এখনও ক্রোণাসের উপাসনার প্রথা কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। পসনিয়াস্ (Pausanius) লিখিয়াছেন, আথেন্‌সে একপালিস্ পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও ক্রোণাস্ বা শনিগ্রহের একটী মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, এখানে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। অলিম্পিয়াতে একটী পর্ব্বত ক্রোণাস পর্ব্বত নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর এই স্থানে শনিগ্রহের নামে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোণাসকে কাল দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই ধারণা যে কি প্রকারে গ্রীসদেশবাসীদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে একটী আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীস পণ্ডিত Curtius (কারটিয়াস্) বলেন, ক্রোণাসকে কালের দেবতা বলিয়া বুঝিয়া লইবার হেতু এই যে, ক্রোণাস্‌কে (Cronus) সাধারণ লোকেরা Chronus বলিয়া মনে করে। পরের লিখিত ক্রোণস্ শব্দটী ক্র (Kra) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্র (Kra) ধাতুর অর্থ সম্পন্ন করা। Cronus এক শ্রেণীর অসভ্য জাতীয় লোকের দেবতা। এই অসভ্যজাতি প্রাচীন গ্রীকগণ দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। কার্টিয়াস্ বলেন, ক্রোণাসের পুত্রভক্ষণের কাহিনীর ভাব বুসমেন, কাফের, বাসতু, গিণিয়াবাসী এবং স্কুইমো প্রভৃতি লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সাতর্ণ (Saturn) সম্বন্ধে ইতালীতে আরও এক প্রকারের পৌরাণিক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। সাতর্ণ প্রাচীন ইতালীয়দিগের পূজ্য দেবতা। ইহার স্ত্রীর নাম ওপস্ (Ops)। রোম নগরের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে এই দেবতার প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি কৃষিকার্য্যের দেবতা। Serere ধাতু হইতে সাতর্ণ (Saturn শব্দের উৎপত্তি)। এই ধাতুর অর্থ কৃষিকার্য্য করা। এই কাহিনী অনুসারেও ক্রোণাস্ (Cronus) ও সাতর্ণ একই দেবতা। ক্রোণাস তৎপুত্র জিয়াস বা জুপিটরদ্বারা বিতাড়িত হইয়া ইতালীদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইতালীতে তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইনি ইহার শাসিত ভূমণ্ডলকে Saturnia নামে অভিহিত করেন। ইতালীর অন্যতম প্রাচীন দেবতা সাতর্ণকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া রোমদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই দেবতার নাম জেনাস্ (Genus)। এই জেনাস্ রোমদেশের কাপিটাল পর্ব্বতের পাদদেশে সাতর্ণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কাপিটাল পর্ব্বত 'সাতর্ণিয়ান্' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই সাতর্ণিয়ান্ পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও শনিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাঁহার পদদ্বয় সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া পশম দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। কেবল বার্ষিক উৎসব সাতার্ণেলিয়ার সময়ে ঐ পদদ্বয়ের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রাচীন সময়ে সাতর্ণের নিকট নরবলি দেওয়া হইত। কিন্তু হারকিউলিজ এই জঘন্য প্রথা নিবারণ করিয়াছেন।

ইতালীতে সাতর্ণের বহুমন্দির রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সহর ও পর্ব্বত সাতর্ণের নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে ইতালীতে এক রকম কবিতা রচিত

হইত, সেই সকল কবিতা সাতর্ণিয়ান্ ভার্স (Verse) নামে কথিত হইত। অন্যান্য দেবতার ন্যায় সাতর্ণও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কাস্তিয়া সাতর্ণের চিহ্ন স্বরূপ। সাতর্ণের স্ত্রীর নাম ওপস্ (Ops), ওপস্ শব্দের অর্থ প্রাচুর্য্য। ওপস্ দেবী পৃথিবী মূর্ত্তি। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা লক্ষ্মীরই মূর্ত্তি-স্বরূপা। সাতর্ণের আর একটি স্ত্রী আছেন, তাঁহার নাম লুয়া; এই লুয়া অলক্ষ্মী বিশেষ।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়, সমগ্র সৌর জগতের মধ্যে কেবলমাত্র এক জুপিটার (বৃহস্পতি) ব্যতীত শনিগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। অন্যান্য সকল গ্রহ একত্র করিলে যে পরিমাণ হয়, শনিগ্রহ সেই সকলের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বড়। অন্যান্য গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্ববিনির্ণয়ে শনিগ্রহ ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্গণের ধারণা ছিল, শনিগ্রহই সূর্য্য হইতে অধিকতম দূরবর্ত্তী। ফলতঃ সূর্য্য হইতে গড়ে ৮৭২১৩৭০০০ মাইল দূরে থাকিয়া এই গ্রহটী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। যখন সূর্য্য অপেক্ষা এই গ্রহটী অধিকতম দূরে অবস্থান করে, তখন উহার দূরত্বের পরিমাণ ৯২০৯৭৩০০০ মাইল, আর উহার সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৮২৩৩১০০০ মাইল। ইহার কক্ষার উৎকেন্দ্রতা (Eccentricity of orbit) ০· ০৫৫৯৯৬ এবং ধরাতলের ক্রান্তিবৃত্তের অভিমুখে ইহার পাতকোণ (inclination to the plane of ecliptic) ২°২৯′২৮″। শনিগ্রহ উনত্রিশ বৎসর এক শত সাতষট্টি দিবসে আপন কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার যুতি-সংক্রান্ত (Synodical revolution) পরিভ্রমণকাল ৩৭৮·০৭০ দিবস। ইহার ব্যাসের গড় পরিমাণ ৭০০০০ মাইল। ইহার মেরুদেশস্থ ব্যাসের পরিমাণ ৬৬৫০০ মাইল এবং বিষুব প্রদেশস্থ ব্যাসের পরিমাণ ৭৩৫০০ মাইল। শনিগ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা আকারে সাতশত গুণ বড় এবং ওজনে নব্বই গুণ অধিক। পৃথিবী অপেক্ষা শনিগ্রহের ঘনত্ব কম, অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনত্ব এক শত ধরিয়া লইলে শনিগ্রহের ঘনত্ব ১৩ অধিক নহে। শনিগ্রহ সাড়ে দশ ঘণ্টায় আপন অক্ষে (Axis) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখা গিয়াছে, শনিকক্ষ জ্যোতির্ময় বলয় (Ring) দ্বারা পরিবেষ্টিত। গালিলিও সর্ব্ব প্রথমে শনিগ্রহের এই বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রহটীকে ত্রিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ দুইটী বলয়ের মধ্যে একটী পিণ্ডবৎ পদার্থ সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, কোন কোন সময়ে এই বলয়বৎ পদার্থ অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং কখনও বা উহা একবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়; তখন অন্যান্য গ্রহের সহিত আকারে শনিগ্রহের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। হাইঘেন্স (Huyghens) সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন যে, শনিগ্রহের বিষুব প্রদেশে স্বতন্ত্র ভাবে একটী জ্যোতির্ম্ময় বলয়বৎ পদার্থ আছে। এই পদার্থটী শনিগ্রহের সহচর হইলেও উহা উক্ত গ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

শনিগ্রহের বলয়ে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় উহা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। সূর্য্য ও পৃথিবী যখন উভয়ে উহার একপার্শ্বে থাকে, তখনই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। যখন একদিকে সূর্য্য অপরদিকে পৃথিবী এবং মধ্যে শনিগ্রহের অবস্থান হয়, তখন এই বলয় আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

ডবলিউ বন ও জে বন এই দুই ভ্রাতা শনিগ্রহের বলয়-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া স্থির করেন যে, এই বলয় দুইটী সমকেন্দ্রক (Concentric) নিম্নভাগের বলয়টী অধিকতর প্রসর। কাসিনী (Cassini) বলেন, শনিগ্রহের নির্ম্মাণোপাদান যেরূপ ঘন, উহার বলয়ের উপাদান তাহা অপেক্ষা কম ঘন নহে। শনিগ্রহ অপেক্ষা উহার বলয়ের জ্যোতিঃ অধিকতর সমুজ্জ্বল। উপরের বলয় অপেক্ষা নিম্নের বলয়টীই অধিকতর উজ্জ্বল। জ্যোতির্বিদ্গণ ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই বলয়ের উপরে অনেকগুলি সমকেন্দ্রক কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখিতে পান।

হারসেল বলেন, শনির বলয় উহার আপন প্লেনে (Plane) ১০ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে পরিক্রমণ করে। লাপ-লাসেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শনির বলয়-সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্গণের গ্রন্থাদিতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে একজন জ্যোতির্বিদ্ ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার নাম ডাক্তার গল্ (Gall) ইনি বার্লিনের অধিবাসী। ইনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শনিগ্রহের বলয় যন্ত্রসাহায্যে প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের কাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বণ্ড্ এবং মিঃ ডজ্ এই উভয়েই শনিগ্রহের বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে অভ্যস্ত চক্ষুর পক্ষে এই বলয় দেখা এখন আর তেমন কষ্টকর নহে। মিঃ ডজ এই বলয় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার বিশদবিবরণ লিখিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মানমন্দির হইতে কাপ্তেন জেকব এই বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এম অটো ষ্টুভ্ (M. otto Stuve) বলেন, শনিগ্রহের এই বলয় নূতন উৎপন্ন নহে। এই বলয় ক্রমশঃই শনিগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং উহার ঘনত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্পণ্ডিতগণ বলেন, এই বলয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহের সমষ্টি। এই সকল উপগ্রহ বাষ্পের সহিত সংমিশ্রিত। এই বলয় অসঙ্গভাবে শনিগ্রহের সহিত পরিভ্রমণ করে।

শনিগ্রহের আটটি উপগ্রহ (Satellites) আছে। সকলের বহিঃস্থ উপগ্রহটীর বিস্তৃতি পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ মাইল। ইহা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষাও অনেক বড়। ৬ষ্ঠ উপগ্রহ টিটান (Titan) মার্কুরীর তুল্য।

ফল—গ্রহগণ রাশিবিশেষে অবস্থান করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। শনিগ্রহের ফলবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, শনি পাপগ্রহ, সুতরাং অশুভফলদ, কিন্তু রাশি ও স্থানবিশেষে শুভফলও প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি শনি ও মঙ্গল এই দুইটী গ্রহ স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া রাজযোগ-কারকও হইয়া থাকে।

শনির স্থান—শনি শুভস্থানে অবস্থান করিলে রাজ্য, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তিকারক হইয়া থাকে। কিন্তু অশুভ হইলে অনিষ্ট ও বিনাশকারক হয়। ইহাকে সন্ন্যাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, ভৃত্য ও নীচ লোক কল্পনা করা হয়।

শনিগ্রহ ভারতবর্ষস্থিত সুরাটদেশের অধিপতি এবং পশ্চিম দিগ্‌বলী। মনুষ্য শরীরে শনির ভাগ অধিক হইলে স্বল্পকেশ, কৃশ ও দীর্ঘদেহ, পীননাসিকা, অধর ওষ্ঠ স্থূল, ক্ষুদ্রনেত্র ও বিস্তৃত কর্ণ হইয়া থাকে।

স্বভাব—জন্মসময়ে শনি অনুকূল থাকিলে জাতক গভীর বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, মিতভাষী, ধৈর্য্যশালী, পরিশ্রমী, সম্পত্তি উপার্জ্জনে যত্নবান্, ক্লেশসহিষ্ণু এবং দুরদর্শী হয়।

শনি বিগুণ হইলে মানব মলিন, হিংস্র, দ্বেষী, লোভী, ভীরু, নীচাশয়, সন্দিগ্ধ, অপবিত্র, অশুচি, নীচকর্ম্মরত, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

ব্যাধি—শনি বিগুণ হইলে বধিরতা, পদবিকলতা, প্লীহা, পক্ষাঘাত, শরীর কম্পন, উদরী, বাত, বায়ুরোগ, শ্বাসরোগ ও যক্ষ্মরোগ হইয়া থাকে।

কার্য্য—শনিগ্রহ অনুকূল হইলে মানব রাজা, খনির অধিপতি, উর্ণা ও কাষ্ঠব্যবসায়ী এবং কৃষী হয়। শনি প্রতিকূল হইলে জাতক ভারবাহক, শকটচালক, কুম্ভকার, ভূমিখননকারী, ভৃত্য, পশুরক্ষক, ডোম ও চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি হইয়া থাকে।

উষ্ট্র, গর্দ্দভ, উলূক, মহিষ, ভেক, সর্প, কূর্ম্ম, গৃধ, বাদুড় প্রভৃতি পক্ষী শনির প্রিয়।

বেড়েলা, শমী, তাল, খর্জ্জুর, শাল, সেগুন ও সমস্ত বিষাক্ত তরুলতা শনির প্রিয়। লৌহ, সীসক, এবং ইন্দ্রনীল রত্ন শনির অতি প্রিয়। শনি বিরুদ্ধ হইলে লৌহ ও সীসক দান এবং ধারণ বা ইন্দ্রনীল মণি ধারণ করিলে শুভ হয়।

শনিগ্রহ আড়াই বর্ষকাল এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং সমস্ত রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে ৩০ বৎসর সময় লাগে। শনি জন্মরাশি হইতে অবস্থান করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল জন্মাইয়া থাকে।

গোচরফল—শনি জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে দীর্ঘকালস্থায়ী শ্লেষ্মা, অথবা বায়ুজনিত পীড়া, কম্প, সংক্রামক বা ত্র্যাহিক জ্বর, পক্ষাঘাত, উদরী, বাত প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা, নানা প্রকার মনোবেদনা, অর্থহানি, অপবাদ, মাতা, পুত্র ও কলত্রা-দির পীড়া বা বিয়োগজনিত শোক হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ে—মনঃক্লেশ ও অর্থক্ষতি। তৃতীয়ে—শত্রুনাশ, ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ। কিন্তু শনি যদি এই স্থানে নীচস্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হইয়া থাকে। চতুর্থে—বন্ধুনাশ, শত্রুবৃদ্ধি, পিতার পীড়া ও স্থানভ্রংশ হয়। পঞ্চমে—সন্তানাদির অমঙ্গল, বুদ্ধিনাশ ও বিবিধ প্রকার মানসিক ক্লেশ। ষষ্ঠে—শত্রুনাশ, আরোগ্যলাভ, অর্থাগম ও কার্য্য সফল হইয়া থাকে। কিন্তু নীচস্থ হইলে এই ফলের হ্রাস হয়। সপ্তমে—স্ত্রীর পীড়া বা বিনাশ, বিরোধ, যাত্রাদিতে অমঙ্গল ও নানা প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টমে—পীড়াক্রান্ত ও বিপদাপন্ন হইতে হয়। নবমে—বাণিজ্যে ক্ষতি, মনঃক্লেশ এবং অর্থ ও কার্য্যহানি হয়। দশমে—প্রাজ্ঞতা, অর্থ ও বাহনাদি লাভ এবং দ্বাদশে শোক, বধবন্ধন, ভয়, ঋণ ও শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শনি জন্মকালে যে রাশিতে ছিল, গোচরে সেই রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে মানবদিগের নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটে, মঙ্গলের রাশিভোগকাল অল্প, কিন্তু শনির প্রায় আড়াই বৎসর এবং উহার ফলও দীর্ঘস্থায়ী। অতএব গোচরফল বিচার করিতে হইলে অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য যে, শনি জন্মকালে যে রাশিতে ছিল, সেই রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইয়াছে কি না? যেহেতু গোচরে শুভ হইলেও উক্ত দুই স্থানে উহা বিশেষ অশুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। জন্মসময় হইতে প্রায় ১৫ বৎসরে শনি স্বীয় সপ্তমে উপস্থিত হয় এবং ৩০ বৎসরে স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশিতে প্রত্যাগমন করে। সুতরাং ন্যূনাধিক ১৫ বৎসর অন্তর মানবগণ প্রায় সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ঐ গ্রহ তৎকালে জন্মকর্ম্মাদি ষষ্ঠাড়ীস্থ হইলে উক্ত ফল নিশ্চয়ই ফলে। এতদ্ব্যতীত শনি জন্মকালীন রবিভোগ্য রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে জাতকের পিতার অনিষ্ট, শত্রু-ভয়, বন্ধুনাশ ও মানহানি এবং রবি আয়ুর্দাতা হইলে জীবন-সংশয় পীড়া হয়। শনি জন্মলগ্নে উপস্থিত হইলে জাতব্যক্তির ও

তাহার সন্তানাদির পীড়া, ধনলগ্নে অর্থনাশ এবং দশমলগ্নে অর্থাৎ লগ্ন হইতে দশম স্থানে উপস্থিত হইলে কার্য্যহানি, অপমান ও নানা প্রকার উদ্বেগ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ রাশিতে শনি থাকিলে উক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে। মেষ রাশিতে শনি থাকিলে ব্যসন ও পরিশ্রমকাতর, কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, নিন্দিত ও নির্ধন হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে শনি থাকিলে অর্থহীন, ভৃত্য, মিথ্যাকর্ম্মনিযুক্ত, বাক্যবীর, বৃদ্ধা বা কুৎসিতস্ত্রীরত, স্ত্রীলোকের ভৃত্য, নিকৃষ্টস্থানবাসী ও দুষ্টস্বভাব হয়।

মিথুনে শনি থাকিলে বন্ধনযুক্ত, শ্রমাতুর, দাম্ভিক, মন্ত্রণানিপুণ, সর্ব্বদা পাঠরত, উত্তমশিল্পী ও বাক্যবীর। কর্কটে শনি থাকিলে উত্তম ভাগ্যযুক্ত, দরিদ্র, বাল্যকালে রোগপীড়িত, পণ্ডিত, জননীহীন, অতিমৃদু, শ্রমাতুর, বন্ধুযুক্ত, মধ্য বয়সে নরপতিতুল্য ও ভোগে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। সিংহরাশিতে শনি থাকিলে লিপিপাঠক ও পুরাণবেত্তা, নিন্দিতাচারযুক্ত, দুঃশীল, স্ত্রীবিজিত, চিন্তা এবং ভ্রমণশীল হয়। কন্যারাশিতে শনি থাকিলে ষণ্ডের ন্যায় আকৃতি, অতিশঠ, পরান্নভোজী, বেশ্যাসক্ত, অলস স্বভাব, অশুচি ও পরোপকারী হয়। তুলা রাশিতে থাকিলে মানী, অলস, বিদেশ ভ্রমণে রত, রাজা, তপস্বী, স্বপক্ষরক্ষক, শিরাল, বন্ধুসমূহের শ্রেষ্ঠ, সাধু, কুলটা, নট ও বৈশ্যস্ত্রীরমণশীল। বৃশ্চিকে থাকিলে বিদ্বেষ্টা, বিষমস্বভাব, বিষ ও অস্ত্রবেত্তা, প্রচণ্ডকোপী, লোভী, দর্পযুক্ত, পরধন হরণে পারগ, নৃশংসকর্ম্মকারক, অনেক দুঃখসহিষ্ণু, ক্ষয়, ব্যয় ও অনেক ব্যাধিযুক্ত। ধনুতে থাকিলে ব্যবহারজ্ঞ, বিদ্বান্, বিখ্যাতপুত্র, স্বধর্ম্মপরায়ণ, সুশীল, বৃদ্ধ বয়সে শ্রীভোগী, অতিশয় সম্মানী, অল্পবাক্যভাষী, বহুসঙ্গবিশিষ্ট ও মৃদুস্বভাব। মকররাশিতে থাকিলে পরযোষিৎ ও পরক্ষেত্রের অধিপতি, শাস্ত্রজ্ঞ, শিল্পবেত্তা, সদ্বংশোৎপন্ন, বিখ্যাত, প্রবাসশীল, সরলতাবিহীন ও শৌর্য্যযুক্ত। কুম্ভরাশিতে থাকিলে মিথ্যাবাদী, সুমিষ্টভাষী, স্ত্রী ও ব্যসনাসক্ত, ধূর্ত্ত, বঞ্চনাকুশল, কুমিত্রযুক্ত এবং অনেক আয়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। মীনরাশিতে শনি থাকিলে—যজ্ঞপ্রিয়, শিল্পবিদ্যাসম্পন্ন, স্বীয়বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণের প্রধান, শান্তস্বভাব, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক হয়।

রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষ, তাহার অধিপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় রাশি বৃষ, তাহার অধিপতি শুক্র; সুতরাং এইরূপে রাশিচক্রের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ফল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

শনি মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষিকর্ম্মে নিরত, ধনবান্, গো, মেষ ও মহিষযুক্ত, পুণ্যশীল ও কর্ম্মে উদ্যোক্তা হয়। ঐ শনি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চপলস্বভাব, নীচপ্রকৃতি, বেশ্যাসক্ত, সুখ ও ধনহীন, মঙ্গলকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাণিহিংসক, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চৌরাধিপতি, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যাদি পান নিরত এবং যুবতীপ্রিয়, বুধকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মিথ্যাবাদী, অধর্ম্মপরায়ণ, বহুবাক্যযুক্ত, তস্কর, যথেচ্ছাচারী, সুখ ও ধনবিহীন; বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখ, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রণাকুশল হয়। শুক্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধূর্ত্ত, বঞ্চনাকারী, কুরূপ, পরস্ত্রী ও বেশ্যাগামী এবং ভোগহীন হয়।

বৃষ ও তুলারাশি শুক্রের গৃহ; ইহাদের কোন গৃহে শনি অবস্থিত হইয়া রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্পষ্টবাক্যযুক্ত, ধনহীন, বিদ্বান্, পরগৃহভোজী ও অতিশয় কোমলকায় হয়। ঐ শনি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতীজনপ্রিয়, ধনপ্রিয়, রাজপূজিত ও ধনবান্ হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামকথায় অভিজ্ঞ এবং সংগ্রামে পলায়ক, অনেক উত্তম বাক্যসম্পন্ন ও ধনজনপরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। বুধ দেখিলে সদা হাস্যশীল, ক্লীবপ্রিয়, যুবতীসেবক ও নীচপ্রকৃতি; বৃহস্পতি দেখিলে অন্যের বিপদে বিপন্ন, পরোপকারী, লোকপ্রিয়, দাতা ও উদ্যমশীল; শুক্র দেখিলে মদ্যপায়ী, স্ত্রৈণ, ধনী, বলবান্ ও রাজপ্রিয় হইয়া থাকে।

মিথুন ও কন্যারাশির অধিপতি বুধ, ঐ বুধের গৃহে শনি অবস্থান করিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখবিহীন, প্রধান, ধার্ম্মিক, ক্রোধজিত, ক্লেশসহনশীল ও ধীরপ্রকৃতি হয়। ঐ শনি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতিতুল্য, স্নিগ্ধদেহবিশিষ্ট, স্ত্রীলোকের সম্পত্তিদ্বারা ধনবান্; মঙ্গল দেখিলে বিখ্যাত, মূর্খ, ভারবহনশীল ও ধনহীন; বুধ দেখিলে ধনী, বাহুযুদ্ধকুশল, বিদ্বান্, সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ এবং শিল্পকুশল; বৃহস্পতি দেখিলে রাজকুলের বিশ্বাসী, সর্ব্বগুণযুক্ত, সাধুগণের বাঞ্ছনীয় এবং শুক্র দেখিলে অতিশয় স্ত্রীপ্রিয় হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র, এই রাশিতে শনি থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বাল্যকালে পিতৃহীন, ধন ও সুখভোগরহিত, ও পাপভাগী হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জন্মকালে মাতার পীড়া, ধনী ও ভ্রাতার সহিত বিরোধ; মঙ্গল দেখিলে রাজদত্তধনে ধনী, বিকলদেহ, বন্ধুযুক্ত ও প্রভু, বুধ দেখিলে নির্দয়, বক্তা, দাম্ভিক, আচারহীন এবং উদ্যমশীল, বৃহস্পতি দেখিলে সম্পত্তিশালী, পুত্রবান্, ধনরত্নাদিযুক্ত, শুক্র দেখিলে কুরূপ, বিলাস ও সুখহীন হইয়া থাকে।

সিংহরাশি রবির স্বগৃহ, ঐ রাশিতে শনি থাকিয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ধন ও সুখহীন, অনার্য্যভাবাপন্ন, অনৃতপ্রিয়, মদ্যাদি পানরত, কৃশ, ভৃত্য ও দুঃখী হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনী, যুবতীপ্রিয়, বিপুল কীর্ত্তিযুক্ত

ও নৃপতির প্রিয় হয়। মঙ্গল দেখিলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পাপী, চৌর, গিরি ও দুর্গস্থাননিবাসী, নীচপ্রকৃতি, ভার্য্যা ও পুত্রহীন, বুধ দেখিলে রুক্ষস্বভাব, নির্ধন, আলস্তপরায়ণ, মলিনদেহ ও দীন। বৃহস্পতি দেখিলে শ্রেষ্ঠ, পুত্রবান্, বিশ্বাসী, সুশীল ও ধনী; শুক্র দেখিলে যুবতীদ্বেষী, সুখী, শান্তপ্রকৃতি, ধনবান্ এবং কর্কশ-বাক্যযুক্ত হইয়া থাকে।

ধনু ও মীন রাশি বৃহস্পতির স্বগৃহ, এই রাশিতে শনি থাকিয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পরপুত্রের পিতা, এবং ঐ পুত্র হইতে ধন ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতৃহীন, সচ্চরিত্র, ভার্য্যা, পুত্র ও ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে বাতব্যাধিরোগযুক্ত, লোকদ্বেষ্টা, প্রবাসশীল, নীচ স্বভাব ও নিন্দিতচরিত্র; বুধ দেখিলে ধনী, বিদ্বান্, মাননীয়, সুন্দর আকৃতিযুক্ত, বৃহস্পতি দেখিলে রাজা বা রাজসদৃশ, মন্ত্রী অথবা সেনানায়ক এবং সকল আপদ্‌বিহীন; শুক্র দেখিলে দ্বিমাতৃক, সুশীল ও সর্ব্ব সম্পদ্‌যুক্ত হয়।

মকর ও কুম্ভরাশি শনির স্বক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে থাকিয়া শনি যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে রোগী কুরূপা ভার্য্যাযুক্ত, পরান্নভোজী, অতিশয় দুঃখসহিষ্ণু এবং ভ্রমণশীল হইয়া থাকে, ঐ শনি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে চপল, অসত্যপরায়ণ, পাপী, মাতার অনিষ্টকারী ও ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় বীর, বিক্রমশালী, বিখ্যাত, মহাজনগণের অগ্রণী, ক্রোধী ও সাহসী, বুধ দেখিলে তামস প্রকৃতি, কুৎসিত আকৃতি ও উন্মাদ ব্যাধিযুক্ত বৃহস্পতি দেখিলে গুণী, রাজা বা আশ্রয়বিহীন, পরদারপরায়ণ; ভাগ্যবান্, সুখী ও ধনবান্ হইয়া থাকে।

শনি দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান কালে রবি প্রভৃতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। এই দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি জানিতে হইবে, ত্রিপাদ বা অর্দ্ধ দৃষ্টি স্থলে ফলের ন্যূনতা কল্পনা করিতে হয়।

লগ্ন ধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে শনি অবস্থান করিলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর শনি লগ্নে থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহুলোকপ্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্যালগ্নে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব অতি ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অন্য রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন দন্ত, সর্ব্বদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়।

ধনস্থানে শনি থাকিলে জাতব্যক্তি কাষ্ঠ, ঊর্ণা, অঙ্গার, পুরাতন অট্টালিকা বা কৃষিকার্য্য দ্বারা কিংবা বিদেশে অর্থ ও সম্মান লাভ করে। যদি দ্বিতীয়স্থ শনি মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বজনপরিত্যক্ত, বিধর্ম্মী, নীচ বিদ্যানুরক্ত ও ধনহীন হয়।

লগ্নের তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সোদর স্থানে শনি থাকিলে জাতক সংবৃত মন্ত্র বা অসরল, গণ্য, মান্য, পরাক্রান্ত, এবং বহুজন-প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি ভ্রাতৃবিহীন হইয়া থাকে, যদি তৃতীয়স্থ শনি মেষে অবস্থান করে, অথবা বক্রী হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হয়, অধিকন্তু তৃতীয় শনি স্বক্ষেত্র গত হইলে মানব অল্প পুত্রবিশিষ্ট হয়।

লগ্নের চতুর্থ অর্থাৎ বন্ধুস্থানে শনি থাকিলে লোকে বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তিহীন, ক্লেশযুক্ত, সন্তপ্ত হৃদয়, স্থানভ্রষ্ট ও কোন দীর্ঘ-স্থায়ী পীড়াক্রান্ত হয়। যদি ঐ শনি উচ্চস্থ বা শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে তাহারা রাজসদৃশ হয়, কিন্তু তাহাদের পিতা প্রায় ক্লেশে মানবলীলা সম্বরণ করে।

লগ্নের পঞ্চম অর্থাৎ পুত্র স্থানে শনি থাকিলে মানব পুত্রহীন, অল্প ও রুগ্নসন্ততিবিশিষ্ট, কুমতিসম্পন্ন, ক্রূরচেষ্টান্বিত, এবং বিদ্যা, ধন ও সুখহীন হয়। যদি ঐ শনি তুঙ্গগত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিচক্ষণ, দূরদর্শী, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, রাজসম্মানিত, কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ ও স্বার্থপর হয়।

লগ্নের ষষ্ঠ অর্থাৎ শত্রু স্থানে শনি থাকিলে জাতক শত্রুজিৎ, গুণগ্রাহী, আশ্রিত পালক ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, কিন্তু যদি ঐ শনি নীচস্থ বা বক্রী হয়, তাহা হইলে তাহার অনেক নীচজাতি শত্রু, অবিশ্বাসী ভৃত্য, এবং বাত ও বায়ুরোগ হয়।

লগ্নের সপ্তম অর্থাৎ পত্নী স্থানে শনি থাকিলে জাতক খঞ্জ, অথবা বাত বা বায়ুরোগাক্রান্ত, নীচ কর্ম্মরত, জনতোষক, এবং নারীর জন্য অতিশয় দুঃখিত হয়। তাহার জীবনযাত্রায় নানা বিঘ্ন ঘটে।

লগ্নের অষ্টম অর্থাৎ মৃত্যু স্থানে শনি থাকিলে মনুষ্য শোক-সন্তাপ ও বধবন্ধনরত, উচ্চস্থান হইতে পতিত, বিপদাপন্ন, অলস ও সতত অসুখী হয়। কিন্তু ঐ শনি উচ্চস্থ ও শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও উত্তম বাহনাদি প্রদান করে।

লগ্নের নবম অর্থাৎ ধর্ম্মস্থানে শনি অবস্থান করিলে মানবধর্ম্ম-কর্ম্মরহিত, স্বল্প বিশ্বাসী, বা নাস্তিক, কুপথগামী, নিন্দিত উপায় দ্বারা অর্থশালী, ভাগ্যহীন, অসুখী ও বিদেশে বিপদাপন্ন বা নিধন প্রাপ্ত হয়। যদি ঐ শনি উচ্চস্থ ও শুভগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব শক্তি ও সৌভাগ্যশালী, চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট, ভৃত্যপরিবৃত ও সম্মানিত হয়।

লগ্নের দশম অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতক উচ্চপদ-লাভ ও স্বীয় কুল উজ্জ্বল করে, সে ব্যক্তি বহু অনুচরযুক্ত, শত্রুজিৎ, উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ ও সতত কর্ম্মোদ্যোগী হয়, কিন্তু

ঐ শনি যদি শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোকে বেতনভোগী বা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া পরে পদচ্যুত হয়।

লগ্নের একাদশ স্থান অর্থাৎ আয়স্থানে শনি থাকিলে মনুষ্য নানারত্নে ভূষিত, ঐশ্বর্য্যশালী, বহুভৃত্য ও বাহনযুক্ত, প্রাচীন ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের দ্বিষ্ট হয়, এবং প্রায়ই তাহার অগ্রজ নাশ হইয়া থাকে।

লগ্নের দ্বাদশ স্থানে অর্থাৎ ব্যয়স্থানে শনি থাকিলে মানব ঋণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী বা শোকান্বিত হয়।

শনিগ্রহ লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ স্থানে থাকিলে উক্তরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। গ্রহগণ শুভ হইলে নিজ নিজ কারকতাশক্তি বৃদ্ধি করে। শনি চিন্তাশক্তি, ভৃত্য ও প্রাধান্য-কারক, সুতরাং শনি শুভ হইলে এই সকল ফলের শুভ হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

অষ্টোত্তরীমতে শনির দশা দশ বৎসর। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই তিন নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৪ মাস এবং নক্ষত্রের প্রতিপাদে ১০ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ২০ দিন ও প্রতিপলে ২০ দণ্ড হয়।

শনির স্থূলদশা দশবৎসর হইলেও প্রত্যেক গ্রহের অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ দশা ও অন্তর্দ্দশানুসারে ফলবিচার করিতে হয়। গ্রহদিগের শুভগৃহে অবস্থান প্রভৃতি দ্বারা দশাকালে ফলের শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়।

শনির নিজ অন্তর	০।১১।৩।২০ দণ্ড।
শনি বৃহস্পতি	১।৯।৩।২০ দণ্ড।
শনি রাহু	১।১।১০ দিন।
শনি শুক্র	১।১১।১০ দিন।
শনি রবি	০।৬।২০ দিন।
শনি চন্দ্র	১।৪।২০ দিন।
শনি মঙ্গল	০।৮।২৬।৪০ দণ্ড।
শনি বুধ	১।৬।২৬।৪০ দণ্ড।

এই সমুদায়ে দশবৎসর।

বিংশোত্তরীমতে শনির দশা ১৯ বৎসর। পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়। এই দশায় নিয়মানুসারে প্রত্যেক নক্ষত্রেই ১৯ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। তবে নক্ষত্রের যত দণ্ড ভোগ হইয়াছে, দশাও তত ভুক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। এই দশারও পূর্ব্বের ন্যায় অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা আছে; তাহার বিভাগ এইরূপ—

নিজ শনি	৩।০।৩ দিন।
শনি বুধ	২।৮।৯ দিন।
শনি কেতু	১।১।৯ দিন।
শনি শুক্র	৩।২।০ দিন।
শনি রবি	০।১১।১২ দিন।
শনি চন্দ্র	১।৭।০ দিন।
শনি মঙ্গল	১।১।৯ দিন।
শনি রাহু	২।১০।৬ দিন।
শনি বৃহস্পতি	২।৬।১২ দিন।

বিংশোত্তরীমতে উক্তরূপে ১৯ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। বিংশোত্তরীমতে পরাশর বিশেষরূপে দশাফল বিচার করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

শনিগ্রহ জন্মকালে শয়নাদি দ্বাদশভাবের কোন্ ভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা স্থির করিয়া তবে ফলনির্ণয় করা আবশ্যক। গ্রহের স্ফুট, ভাব, বল ও সন্ধি নির্ণয় করিয়াও ফল স্থির করিতে হয়। গ্রহগণ জন্মকালে, গোচর প্রভৃতিতে যদি বিরুদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে তাহার শান্তি কর্ত্তব্য, শান্তি করিলে সেই গ্রহ শুভ-ফলদাতা হইয়া থাকে।

গ্রহশান্তিসম্বন্ধে গাছগাছড়ার মূল, ধাতু, রত্নধারণ এবং দান; সেই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা, স্তব ও কবচাদি ধারণ বিধেয়। শনিগ্রহের দান—

"মাষাশ্চ তৈলং বিমলেন্দ্রনীলস্তিলাঃ কুলত্থা মহিষশ্চ লৌহং।
সদক্ষিণঞ্চেতি বদন্তি নূনং তুষ্টৈ্য দানং রবিনন্দনস্য॥"

মাষকলাই, তৈল, ইন্দ্রনীলমণি অর্থাৎ পান্না, কৃষ্ণতিল, কুলত্থ, মহিষ অভাবে মূল্য, লৌহ এই সকল দ্রব্য সবস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত দান করিতে হয়।

শনিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালী। অতএব কালীপূজা করিলেও শুভ হয়।

শনিগ্রহের স্তব যথা—

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥"

শনিচক্র (ক্লী) শনেশ্চক্রং। মানবের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ চক্র ভেদ, এই চক্রদ্বারা শনিভোগ্য নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭টী নক্ষত্র বিন্যাসপূর্ব্বক শুভাশুভফল নির্ণয় করিতে হয়। জ্যোতিস্তত্ত্বে এই চক্রের বিষয় লিখিত আছে যে, প্রথমে একটী নরাকার পুরুষ অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে শনি যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র তদীয় মুখে বিন্যাস করিবে, পরে ঐ নক্ষত্র হইতে পর পর নক্ষত্র উক্তস্থলে লিখিতে হয়। ঐ পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ৪, পদদ্বয়ে ৬, হৃদয়ে ৫, বামকরে ৪, মস্তকে ৩, নেত্রদ্বয়ে ২, এবং গুহ্যে ২, এইরূপে নক্ষত্র সকল রাখিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। মুখে হানি, দক্ষিণ হস্তে জয়, পাদে ভ্রম, হৃদয়ে লক্ষ্মী লাভ, বামহস্তে ভয়, মস্তকে রাজ্য, নেত্রে সুখ

এবং গুহ্যে মরণ হইয়া থাকে। যাহার জন্ম নক্ষত্র ঐ সকল দুঃস্থানে থাকে,তাহাদের উক্তরূপ অমঙ্গল এবং শুভস্থানে থাকিলে শুভ হইয়া থাকে। যে সময় শনি ৪, ৮, ১২ নক্ষত্রে থাকিয়া অমঙ্গলপ্রদ হয়, সেই সময় বপুঃ, হৃদয়, শীর্ষ, এবং দক্ষনেত্রস্থ শনি সুখদায়ক হইয়া থাকে। যে সময় শনি তৃতীয়, একাদশ ও ষষ্ঠে তখন সুখদায়ক হয়, গুহ্য, বক্ত্র ও বামচরণস্থ হইলে অশুভজনক হয়। এইরূপ প্রকারে শনি অশুভ হইলে ইহার শান্তির বিধান লিখিত আছে। এই চক্র কৃষ্ণ দ্রব্য দ্বারা লিখিয়া তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরে উহা ভূমি মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কৃষ্ণ পুষ্পদ্বারা উহার পূজা করিবে। ঐরূপে পূজা করিলে শনি শুভপ্রদ হইয়া থাকে। * (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শনিপ্রসূ (স্ত্রী) শনেঃ প্রসূর্জ্জননী। ছায়া, সূর্য্যপত্নী।

শনিপ্রিয় (ক্লী) শনেঃ প্রিয়ম্। নীলমণি।

শনিবার (পুং) শনিভোগ্যঃ শনের্বা বারঃ। শনিভোগ্য সাবন দিন অর্থাৎ শনিগ্রহের এক উদয় কাল হইতে আর এক উদয়কাল পর্য্যন্ত সময়। সাবন গণনায় উক্ত হইয়াছে, রব্যাদি সপ্তগ্রহ যথাক্রমে যিনি যে দিনের অধিপতি হইবেন, সেই তাঁহার ভোগ্য দিন এবং উহাই তত্তদ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে, চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে শনিবার ও শতভিষা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহা মহাবারুণী বলিয়া আখ্যাত হয়, ইহাতে গঙ্গাস্নানাদি করিলে শতবার সূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফল পাওয়া যায়।

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমাঃ।
শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা ॥"
(তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত স্কন্দপুরাণবচন)

কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে, যে বালক শনিবারে জন্মগ্রহণ করে সে অতিশয় কৃশ, নিয়ত রোগযুক্ত, অঙ্গহীন, সুবেশধারী, মধ্যধন, কুলকীর্ত্তিবিহীন, তমোগুণবিশিষ্ট এবং যাবতীয় লোকের ক্লেশপ্রদ হয়।

জ্যোতিস্তত্ত্বানুসারে শনিবারে যাত্রাদি নিষিদ্ধ।

"সন্ত্যজেদ্দিবসে যাত্রাং সূর্য্যারার্কীন্দুবক্রিণাম্ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শনিবারের বারবেলা প্রভৃতির বিবরণ শনিশব্দে দ্রষ্টব্য।

শনিরুহ (পুং) মহিষ। (বৈদ্যকনিঘ৹)

শনৈর্গঙ্গম্ (অব্য) যেখানে গঙ্গা ধীরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধীরগাঙ্গ দেশ।

শনৈর্মেহ (পুং) প্রমেহরোগ বিশেষ। এই মেহে মূত্রের বেগ উপস্থিত না হইলেও প্রায় সকল সময় ধীরে ধীরে অল্প অল্প মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হইতে থাকে। [চিকিৎসাদি প্রমেহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শনৈশ্চর (পুং) শনৈর্মন্দং মন্দং চরতীতি চর গতৌ পচাদ্যচ্। শনি। (অমর) ব্যাসদেবের নবগ্রহস্তোত্রে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে ইহাঁর উৎপত্তি।

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥" (ব্যাসস্তোত্র)

শনৈস্ (অব্য°) ১ অল্পে অল্পে। ২ আস্তে আস্তে।

"শনৈশ্চিদ্‌যন্তো গচ্ছন্তঃ" (ঋক্ ৮।৪৫।১১)
'শনৈমন্দং মন্দং যন্তো গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

৩ ক্রমে ক্রমে। ৪ শনৈশ্চর, শনি। (মেদিনী)

শন্ত (ত্রি) শং সুখং বিদ্যতেঽস্য শম্-ত মত্বর্থে। (শং কং ভ্যাং ব-ভ-যু-তি-তুত-যসঃ। পা ৫।২।১৩৮) সুখী।

শন্তনু (ত্রি) শং মঙ্গলাত্মকস্তনুর্যস্য। ১ শ্রেয়ঃপূর্ণ দেহবিশিষ্ট। (পুং) ২ দ্বাপরযুগে চন্দ্রবংশের একবিংশতি পর্য্যায়ে উৎপন্ন রাজভেদ। ভীষ্মের পিতা। ইনি প্রতীপের ঔরসে শৈব্যরাজনন্দিনী সুনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব মহাভিষ নামে এক নরপতি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। একদা তথায় সুরগণ-সমাবৃত ব্রহ্মার সমীপে বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও রাজা মহাভিষ উপস্থিত থাকা সময়ে সুধাধবলিত-বসনপরিহিতা গঙ্গাদেবী সেই স্থানে আগমন করিবামাত্র সহসা পবনকর্ত্তৃক তদীয় বসন সমুন্মুক্ত হয়। তদ্দর্শনে তত্রত্য প্রায় সকলেই লজ্জাবনত হইলেন, কিন্তু রাজা মহাভিষ অশঙ্কিত চিত্তে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন

---

* "শনিচক্রং নরাকারং লিখিত্বা সৌরিভাদিতঃ।
নামঋক্ষং ভবেদ্‌যত্র ফলং তত্র শুভাশুভম্ ॥
একং মুখে দক্ষহস্তে চত্বারি ষট্ পদদ্বয়ে।
হৃদি পঞ্চ করে বামে চত্বারি মস্তকে ত্রয়ম্ ॥
দ্বয়ং নেত্রদ্বয়ে গুহ্যে দ্বয়ং তত্র ন্যসেদ্ বুধঃ।
মুখে হানির্জ্জয়ো দক্ষে ভ্রমঃ পাদে শ্রিয়ো হৃদি ॥
বামে ভীর্মস্তকে রাজ্যং নেত্রে সৌখ্যং মৃতির্গুদে।
তুর্য্যাষ্ট দ্বাদশে ঋক্ষে যদি বিঘ্নকরঃ শনিঃ ॥
তদা সৌখ্যং বপুঃস্থস্তু হৃচ্ছীর্ষে নেত্রদক্ষয়োঃ।
তৃতীয়ৈকাদশে ষষ্ঠে যদা সৌখ্যকরঃ শনিঃ।
তদা বিঘ্নঃ শরীরস্থো গুহ্যে বক্ত্রে হস্তত্রিবাময়োঃ ॥
যস্তু পীড়াকরঃ শৌরিস্তস্য চক্রে ফলস্থিতম্।
লিখিত্বা কৃষ্ণদ্রব্যেন তৈলমধ্যে ক্ষিপেত্ততঃ ॥
নিক্ষিপ্য ভূমিমধ্যস্থং কৃষ্ণপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ।
তুষ্টিং যাতি ন সন্দেহঃ পীড়াং ত্যক্ত্বা শনৈশ্চরঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

করিবে। এতদ্রূপে অভিশপ্ত মহাভিষ তখন প্রতীপের ঔরসে জন্ম লইতে ইচ্ছুক হইলেন।

নৃপতির ধৈর্য্যচ্যুতিকালে সরিদ্বরা গঙ্গারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল; তিনি মনে মনে রাজাকে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যোপাসনানিরত বশিষ্ঠদেবের সম্মুখাতিক্রমকারিতাপ্রযুক্ত তৎকর্তৃক নরযোনি প্রাপ্তিরূপ অভিশাপগ্রস্ত বসুগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে সানুনয়ে অনুরোধ করেন যে আপনি মানবীরূপে আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া উদ্ধার করুন, আমরা সামান্ত মানবীর গর্ভে জন্ম লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু ত্রিলোকবিশ্রুত প্রতীপপুত্র রাজা শন্তনুর ঔরসে জন্ম লওয়া আমাদের একান্ত বাসনা। গঙ্গাদেবী তাঁহাদের প্রার্থনার সহিত স্বীয় বর্ত্তমান প্রবৃত্তির পরিণাম ফলের সামঞ্জস্ত বুঝিয়া উহাঁদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

এক সময়ে যখন রাজা প্রতীপ বহুবৎসর ব্যাপিয়া গঙ্গাতীরে থাকিয়া সাতিশয় তপজপ আরম্ভ করেন, তখন নিরতিশয় প্রলোভনীয়া দিব্যস্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী সুমুখী গঙ্গা সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বাধ্যায়নিরত রাজর্ষিকে ভজন মানসে তদীয় শালস্তম্ভ সদৃশ দক্ষিণোরুতে আশ্রয় লইলেন। রাজা অভিপ্রায় শুনিয়া অস্বীকার করেন, তাহাতে গঙ্গা একান্ত কামাভিলাষিণী নারীকে প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে নানারূপ ভীতি ও নীতি প্রদর্শন করিলে অবশেষে তিনি যুক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিলেন যে, তুমি যখন নিজেই প্রণয়িনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগ করিয়া কন্যা স্নুষা প্রভৃতি বাৎসল্যোপযুক্ত পাত্রীদিগের স্থান দক্ষিণোরু অবলম্বন করিয়াছ, তখন তোমাকে আমি স্নুষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; অতএব তুমি আমার স্নুষা হও। গঙ্গাও তাহাই স্বীকার করিলেন।

এই প্রস্তাবের পর কুরুকুলপ্রদীপ প্রতীপ স্ত্রীর সহিত পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় তপস্যা আরম্ভ করেন, পরে দম্পতীর বৃদ্ধাবস্থায় সেই শাপভ্রষ্ট মহাত্মা মহাভিষ জন্মগ্রহণ করিলেন। মঙ্গলময় দেহ ছিল বলিয়া কেহ ইঁহাকে 'শন্তনু' এবং ইনি জরাগ্রস্তকেও স্পর্শ করিলে সে শান্ততনু (স্থিরতনু বা স্থিরযৌবন) লাভ করিত, এই প্রবাদানুসারে কেহ কেহ তাঁহাকে শান্তনু নামে অভিহিত করিল। ক্রমশঃ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ প্রতীপ শন্তনুকে বলিলেন, বৎস! যদি কোন বরবর্ণিনী রূপবতী দিব্যযুবতী পুত্রকামনায় নির্জ্জনে তোমার নিকট আগমন করে, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকট কোন পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার আদেশক্রমে তদীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিবে।

অতঃপর রাজা প্রতীপ শন্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নবাভিষিক্ত রাজা শন্তনু একদা মৃগয়াপ্রসঙ্গে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী দিব্যাভরণভূষিতা পরম রমণীয়া এক রমণী দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, শোভনে! তুমি দেবী দানবী অপ্সরী কিন্নরী পন্নগী মানবী যেই হও না কেন, আমি তোমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে সাতিশয় ইচ্ছুক; অতএব আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমাকে চিরবাধিত কর।

রাজার ঈদৃশ আগ্রহান্বিত মনোমোহন মৃদু মধুর মনোহর বাক্যাবলি শুনিয়া বসুগণের বিবরণ স্মরণানন্তর সেই দিব্যমূর্ত্তিধারিণী গঙ্গা স্মিতমুখে সন্তোষচিত্তে বলিলেন, মহীপাল! আমি তোমার মহিষী ও বশবর্ত্তিনী হইব, কিন্তু আমা কর্ত্তৃক কোনরূপ শুভ বা অশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তন্নিবৃত্তির চেষ্টা বা তজ্জন্য আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলিয়া কিছুই করিতে পারিবে না, যদি কর, তবে আমি তখনই তোমাকে ত্যাগ করিব। রাজা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরস্পরের সহানুভূতিতে পরস্পর পরম আপ্যায়িত হইয়া অতুল হর্ষলাভ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের প্রীতি বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নবপরিণীতা ভার্য্যার ঔদার্য্য গুণে ও নির্জ্জন পরিচর্য্যায় রাজা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কতকদিন সুখ সম্ভোগের পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আটটী সন্তান উৎপন্ন হইল। বসুগণের সহিত নিয়ম ছিল যে, জন্মমাত্র জলে ফেলিয়া দিতে হইবে, তদনুসারে প্রথম হইতে সাতটী সন্তান পর্য্যন্ত প্রসবের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাদেবী তাঁহাদের প্রত্যেককেই জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন। গঙ্গার এই পর পর কঠোর ব্যবহারে রাজা ক্রমশঃ এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে অষ্টম পুত্র প্রসূত হইবামাত্রই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া গঙ্গার নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি গঙ্গাকে বলিলেন, তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত পুত্রবধ করিতেছ? রাজার এই উক্তিতে গঙ্গা নিরস্ত হইয়া বলিলেন, হে পুত্রকাম! আমি তোমার এ পুত্রকে বধ করিব না, কিন্তু তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিলে বলিয়া তোমার নিকট আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি মহর্ষিগণনিষেবিতা জহ্নুতনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজাঃ মহাভাগ অষ্টবসু। বশিষ্ঠ শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছেন। এই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদের জনক

এবং আমি ভিন্ন জননী হইবার উপযুক্ত কেহই নাই, এক্ষণে তুমি অষ্টবসুর জন্মদান করিয়া অক্ষয়লোক জয় করিলে। বসুদিগের সহিত আমার নিয়ম ছিল যে তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই আমি তাহাদিগকে মানব জন্ম হইতে মুক্ত করিব। এই কারণেই প্রসবান্তে উহাদিগকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু এই পুত্রটী তোমার নিমিত্তই বসুগণের নিকট হইতে যাজ্ঞা করিয়াছিলাম, এই কুমার প্রত্যেক বসুর অষ্টমাংশের সমষ্টিতে জন্মিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহাকে পালন করিও। তোমার মঙ্গল হউক্, আমি চলিলাম" ইহা বলিয়া তিনি সেই কুমারকে লইয়া যথাভিলষিত স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। এই কুমারই স্বর্গীয় দ্যু নামক বসু, মর্ত্ত্যে শন্তনুর সন্তান হইয়া দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁনিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান সেনাপতি পরম ধনুর্দ্ধর মহাবল ভীষ্ম।

গঙ্গাদেবীর অন্তর্ধানের পর রাজা শন্তনু অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে একদা তিনি এক বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে সহসা সমীপবর্ত্তিনী ভাগীরথীকে অল্পতোয়া এবং এক বৃহৎকায় চারুদর্শন কুমারকে শরজালদ্বারা তদীয় স্রোতঃ অবরোধ করিতে দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া গঙ্গার নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, নৃপতে! পূর্ব্বে তুমি যে আমার গর্ভে অষ্টমপুত্র লাভ করিয়াছিলে, ঐটী সেই পুত্র, এই কুমার অস্ত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র, বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যায় নিরতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। রাজা গঙ্গাপ্রদত্ত সেই তনয়কে স্বপুরে আনয়ন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর কোন এক দিন রাজা শন্তনু যমুনাতীরে বনভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে সহসা একটী সদ্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সেই দিকে গিয়া এক দেবরূপিণী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলেন যে, সে দাশরাজকন্যা, পিতৃ আজ্ঞায় ধর্ম্মসঙ্কল্পে নৌকাবাহনার্থ এখানে উপস্থিত। রাজা সুরভিসম্পন্না সেই পরমরূপবতী রমণীর রূপমাধুর্য্যে যারপর নাই বিমুগ্ধ হইয়া তাহার প্রাপ্তি লালসায় তদীয় পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় প্রত্যুত্তরে জানিলেন যে, যদি তিনি প্রথম পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ত্তমান প্রার্থনা সুসিদ্ধ হইতে পারে।

রাজা শন্তনু তীব্রতর মনোজ-বেদনায় দহ্যমান হইলেও সম্প্রতি দাশরাজের মত সমর্থনে সাহসী হইতে পারিলেন না; সুতরাং সেই কন্যাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহতচেতন হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন এবং নিয়ত দুর্ম্মনার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিপুলবুদ্ধি দেবব্রত পিতার ঈদৃশ দৌর্ম্মনস্য সন্দর্শনে চিন্তিতান্তঃকরণে অমাত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রুত হইলেন এবং অবিলম্বে দাশরাজসমীপে উপনীত হইয়া পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও ঈদৃশ শ্লাঘ্য ও একান্ত প্রার্থনীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে তাহাকে পরিণামে অবশ্যই অনুতপ্ত হইতে হইবে, তবে ইহাতে একমাত্র সাপত্ন্যদোষেই আমার মনে দ্বৈধ ভাবের উদয় হইতেছে, কেন না আপনি যাহার সপত্ন সে যদ্যপি দেব, নর, গন্ধর্ব্ব বা অসুর হয়, তথাপি আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে কখনই জীবিত থাকিতে পারে না, এতদ্ভিন্ন দানাদান বিষয়ে আর অধিক কোন বক্তব্য নাই।

অনন্তর গঙ্গাপুত্র দেবব্রত পিতার প্রীত্যর্থ ক্ষত্রিয়মণ্ডলী-সমীপে দাশরাজের নিকট "আপনার কন্যাগর্ভোৎপন্ন সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী হইবে এবং পরিণামে মদীয় সন্ততি হইতেও আশঙ্কা নিরাসার্থ আমি চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম" এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেই যোজনগন্ধা দাশরাজকন্যা সত্য-বতীকে বিমাতৃকল্পে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং ঈদৃশ ভীষণা-ঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় তদ্দিবসাবধি তিনি দেব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক 'ভীষ্ম' নামে অভিহিত হইলেন।

অতঃপর যথাকালে শন্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই বীর্য্যবান্ মহাধনুর্দ্ধর জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই শন্তনু পরলোকগত হন। তাঁহার স্বর্গারোহণান্তেই মহামতি ভীষ্ম সত্যবতীর মতাবলম্বী হইয়া অকপটচিত্তে অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে যথাসময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

৩ রাজভেদ। "শন্তনবে বৃষায়" (ঋক্ ১০।৯৮।১)
'শন্তনবে রাজ্ঞে বৃষায় বর্ষয়' (সায়ণ)
৪ বৃষ্টিকাম। "যয়া বৃষ্টিং শন্তনবে বনাব" (ঋক্ ১০।৯৮।৩)
'শন্তনবে বৃষ্টিকামায় বনাব সংভজেবহি' (সায়ণ)
৫ কৌরব্য। "যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতঃ"(ঋক্ ১০।৯৮।৭)
'শন্তনবে স্বভ্রাত্রে কৌরব্যায়' (সায়ণ)

শন্তনুত্ব (ক্লী) ১ শান্তিময় দেহের ভাব। ২ শন্তনুর ধর্ম্মবিশিষ্ট।

শন্তম (ত্রি) অতিশয় সুখকর স্তোত্র।
"বোচেম শন্তমং হৃদে" (ঋক্ ১।৪৩।১)
'শন্তমং অতিশয়েন সুখকরং স্তোত্রং' (সায়ণ)

শন্তাতি (ত্রি) সুখকর্ত্তা।

"যাভিঃ শন্তাতী ভবথো দদাশুষে" (ঋক্ ১।১১২।২০)

'শন্তাতী সুখস্য কর্ত্তারৌ শন্তাতি। 'শিবসমরিষ্টস্য করে। পা ৪।৪।১৪৩ ইতি শম-তাতিল্' (সায়ণ)

শন্তাতীয় (ত্রি) শান্তিসূচক-স্তোত্রসম্বন্ধীয়। (ঋক্ ৭।৩৫।১০।১৩) মন্ত্র শান্তি গাথায় পূর্ণ; এইজন্য উহার নাম শন্তাতীয়।

শন্তি (ত্রি) শমস্যাস্তীতি শম্ (কং শম্ভ্যাং বভযুস্তিতু তযসঃ। পা ৫।২।১৩৮) ইতি তি। মঙ্গলযুক্ত, কল্যাণবিশিষ্ট।

শন্তিব (ত্রি) সুখযুক্ত।

"শন্তিবাং সুখযুক্তাং বাচম্" কংশংভ্যাম্ ইতি শম্ শব্দাৎ তি প্রত্যয়ঃ। ততো মত্বর্থীয়ো বঃ। (অথর্ব্ব ৩।৩০।২ সায়ণ)

শন্তু (ত্রি) শম্ মত্বর্থে (কং শম্ভ্যামিতি। পা ৫।২।১৩৮) ইতি-তু। শান্ত, মঙ্গলযুক্ত।

শন্ত্ব (ক্লী) সুখের ভাব বা ধর্ম্ম। (তৈত্তিরীয়স° ৫।১।৬।২)

শন্ধ (পুং) ষণ্ড। (হেম)

শপ (অব্য) স্বীকার। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শপ্, ১ আক্রোশ, বিরুদ্ধানুধ্যান, শাপ। ২ উপালম্ভন, ভর্ৎসনা। ৩ শপথকরণ, প্রতিজ্ঞা। ভ্বাদি° পক্ষে দিবাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ শপতি-তে। পক্ষে শপ্যতি-তে। লিট্ শশাপ শেপে। লুট্ শপ্তা। লৃট্ শপ্স্যতি-তে। লুঙ্ অশাপ্সীৎ, অশাপ্তাং, অশাপ্সুঃ। অশপ্ত, অশপ্সাতাং, অশপ্সত। সন্-শিশপ্সতি-তে। যঙ্-শাশপ্যতে। যঙ্লুক্ শাশপ্তি। ণিচ্-শাপয়তি। লুঙ্ অশীশপৎ। অভি+শপ= অভিশাপ। পরি+শপ=অভিশাপ, আক্রোশ।

কাহার কাহার মতে এই ধাতুর উত্তর শপথ অর্থে নিত্য এবং অন্যস্থলে বিকল্পে আত্মনেপদ হয়।

"কেচিত্তু শপথে নিত্যমাত্মনেপদং অন্যত্র বিভাষয়া ইত্যাহুঃ"

"তেন প্রতিবাচমদত্তকেশবঃ
শপমানায় ন চেদি ভূভৃতে। ইতি মাঘ" (দুর্গাদাস)

শপ (পুং) শপ-অচ্। ১ শপথ। ২ নির্ভৎসন, গালি দেওয়া।

শপথ (পুং) শপ ক্রোশে (শীঙ্ শপি-রু-শমীতি। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ। দিব্য, যদি আমি মিথ্যা কথা বলি তাহা হইলে নরকে গমন করিব, ইত্যাদি প্রকার দিব্য, সত্যাবধারণ, বাক্য দ্বারা শরীরস্পর্শন। পর্য্যায়—শপন, শপ, সত্য, সময়, শাপ, প্রত্যয়, অভিবঙ্গ। (জটাধর) শপথের বিষয় মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।
ন বিন্দংস্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ॥
মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্য্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈজবনে নৃপে॥" (মনু ৮।১০৯-১০)

পরস্পর বিবদমান বাদী ও প্রতিবাদী এই দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয় পক্ষের শপথ গ্রহণ করিয়া সত্য নিরূপণ করিবেন। মহর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধির জন্য পূর্ব্বে শপথ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠঋষিও পিজবনের পুত্র সুদাসরাজার নিকট শপথ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-লোক বৃথা শপথ করেন না, যিনি বৃথা শপথ করেন, তাহার ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক হইয়া থাকে। শপথ বিষয়ে এইরূপ প্রতিপ্রসব লিখিত আছে—

"কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্॥" (মনু ৮।১১২)

তুমি আমার অতিশয় প্রিয়তমা, অন্যকে আমি প্রার্থনা করি নাই, এইরূপে সুরতলাভের জন্য স্ত্রীবিষয়ে মিথ্যা শপথ করিলে তাহাতে পাতক হয় না। বিবাহ, গোরুর ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহ, হোম-কাষ্ঠ আহরণ এবং ব্রাহ্মণরক্ষা এই সকল বিষয়েও যদি মিথ্যাশপথ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাতক হয় না।

বিচারকালে ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়। ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নি বা জল পরীক্ষা কিংবা স্ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শনরূপ পরীক্ষা করাইবে। এই পরীক্ষা বিষয়ে অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তাহা হইলে শপথ বিষয়ে তাহাকে বিশুদ্ধ স্থির করিতে হইবে। (মনু ৮ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, রাজদ্রোহ এবং সাহস অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি কার্য্যে যথেচ্ছ শপথ করাইতে হইবে। গচ্ছিত রাখা এবং চৌর্য্যে গচ্ছিত ও অপহৃত ধন প্রমাণে শপথ করিতে হয়। যে বস্তু ঘটিত শপথ হইবে, তন্মূল্য মত সুবর্ণ হিসাব করিয়া শপথ কর্ত্তব্য। ইহাতে বিশেষ এই যে কৃষ্ণলের (সুবর্ণ পরিমাণ বিশেষ) ন্যূন পরিমাণ হইলে শূদ্রের হস্তে দূর্ব্বা দিয়া শপথ করাইবে, দুই কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া, তিন কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইতে হইবে। সুবর্ণার্দ্ধের ন্যূন হইলে শূদ্রকে কোষ (দিব্যবিশেষ) প্রদান করিবে। তদূর্দ্ধ হইলে পাত্রানু-সারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষাদি দ্বারা দিব্য করাইবে। পূর্ব্বা-পেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্ত্তব্য, তিন হইলে ক্ষত্রিয়ের, চারিগুণ হইলে ব্রাহ্মণের শপথ হইবে। শপথ করিতে হইলে পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া থাকিবে। তৎপর দিন প্রাতে সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিয়া শপথ করিবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৯ অ°)

"দেবব্রাহ্মণপাদাংশ্চ পুত্রদারাশিরাংসি চ।
এতে তু শপথাঃ প্রোক্তা মনুনা স্বল্পকারণে।
সাহসেষ্বভিশাপে চ দিব্যানি তু বিশোধনম্॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির চরণ, পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির মস্তকস্পর্শ করিয়া অল্পকারণে শপথ করিলে শুদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু সাহস ও অভিশাপ প্রভৃতিতে তুলা, জল, অগ্নি প্রভৃতি দিব্য দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যবহারতত্ত্ব, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

শপথপত্র (ক্লী) কাগজে লিখিয়া যে শপথ জানান হয়। আদালতে হাকিমের সমক্ষে পত্রে লিখিয়া যে affidavit করা হয়, তাহাকে শপথপত্র বলা যায়।

শপথযাবন (ত্রি) আক্রোশনাশক।

"সত্যজিতং শপথযাবনীং সহমানাং পুনঃ সরাম্।" (অথর্ব্ব° ৪।১৭।২)

'শপথযাবনীং শপথস্ত পরিকৃতস্ত আক্রোশস্ত পৃথক্কর্ত্রীং নাশয়িত্রীম্।' (সায়ণ)

অনেক গ্রন্থে 'শপথযোপনী' পাঠ আছে, কিন্তু সায়ণ 'শপথযাবনী' পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। [শপথযোপনী দেখ।]

শপথযোপন (ত্রি) শাপনিবারণ।

"দেবজাতা বীরুচ্ছপথযোপনী।" (অথর্ব্ব ২।৭।১)

'শপথযোপনী লৌকিকস্ত বৈদিকস্ত বা ব্রাহ্মণাদিকৃতস্ত শাপস্ত বিমোহিনী নিবারয়িত্রী। যুপ রূপ বিমোহনে। অস্মাৎ করণে ল্যুট্।' (সায়ণ)

শপথেয্য (পুং) শপথকারী। অভিশাপপ্রদাতা।
(অথর্ব্ব ৫।৩১।১২)

শপথ্য (ত্রি) শপথ-যৎ। শপথসম্ভব, শপথ হইতে জাত। "মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো" (ঋক্ ১০।৯৭।১৬) 'শপথ্যাৎ শপথ-সংজাতাৎ' (সায়ণ)

শপন (ক্লী) শপ-ক্রোশে ল্যুট্। ১ শপথ। (অমর) ২ গালি।

শপনতর (ত্রি) আক্রোশশীল। (শতপথব্রা° ৯।১।৩।২৪)

শপ্ত (পুং) শপ-ক্ত। ১ তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ অভিশাপগ্রস্ত।

"নিশম্য শপ্তমতদর্হনরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।" (ভাগবত ১।১৮।৪১)

শপ্তৃ (ত্রি) শাপকর্ত্তা। "শপ্তারমেতু শপথো যঃ।" (অথর্ব্ব ২।৭।৫)

'অস্তকৃতস্ত শপথস্ত আত্মসম্বন্ধং পরিহৃত্য ব্রাহ্মণাদ্যাক্রোশস্ত অমোঘত্বাৎ শপ্তৈব বিষয়ো ভবতু ইত্যাহ। শপ্তারং শাপ-কর্ত্তারং পুরুষং শপথঃ তৎকৃতঃ শাপঃ প্রতিনিবৃত্তঃ।' (সায়ণ)

শপ্য (ত্রি) শাপ দিবার উপযুক্ত, যাহাকে শাপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শফ (ক্লী) গবাদির ক্ষুর, পশুর ক্ষুর।

"হেমশৃঙ্গা শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
স কাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° ১।২০৪)

২ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) ৩ বৃক্ষমূল। (মেদিনী)

শফক (পুং) শফ-স্বার্থে কন্। ১ গোখুর। ২ শফাকার (শিকড়াকৃতি) জলোৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ। (অথর্ব্ব ৪।৩৪।৫)

শফচ্যুত (ত্রি) ১ খুরভ্রষ্ট।

'শফচ্যুতস্তদীয়াশ্বস্ত শফাৎ পতিতো রেণুঃ।' (ঋক্ ১।৩৩।১৪ সায়ণ)

২ খুরহীন।

শফর (পুং স্ত্রী) মৎস্য বিশেষ, চলিত পুটী মাছ। (অমর)

"কৈবর্ত্তকর্কশকরাৎ শফরশ্চ্যুতোঽপি
জালে পুনর্নিপতিতঃ সকরো বিপাকঃ।"
"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥" (উদ্ভট)

শফরাধিপ (পুং) শফরাণাং অধিপঃ। ইল্লীশ মৎস্য, চলিত ইলিশমাছ। পর্য্যায় ইল্লীশ, বারিকর্পূর, গাঙ্গেয়, জলতাল। (ত্রিকা°)

শফরী (স্ত্রী) ১ অম্ললোণিকা, চলিত আমরুল শাক। (ভাবপ্র°) ২ প্রোষ্ঠী মৎস্য, পুটী মাছ।

শফরীয় (ত্রি) শফর সম্বন্ধীয়।

শফবৎ (ত্রি) শফ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্ত ব। শফবিশিষ্ট, শফযুক্ত। খুরোপেত। 'শফবন্নমে গোঃ" (ঋক্ ৮।৩৯।৬) 'শফবৎ খুরোপেতং' (সায়ণ)

শফশস্ (অব্য°) খুরে খুরে। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৫।১।৮)

শফাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ।

শফারুজ (পুং) অভিমুখে পরবলহননকারী। "মঘবন্ শফা-রুজঃ" (ঋক্ ১০।৪৫।৯) 'শফারুজঃ আভিমুখ্যেন পরবলানাং-হন্তৄন্" (সায়ণ)

শফোরু (ত্রি) গোখুরের ন্যায় যুক্তাকার ঊরুবিশিষ্ট।

শবর (পুং) শব্র (ঋচ্ছেররঃ। উণ্ ১।১৩১) ইতি অর। জাতি বিশেষ। ভারতবাসী আদিম অসভ্যজাতি। ইহাদের কতকাংশ বর্ত্তমান সময়ে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া কতক পরিমাণে সভ্যজাতির আচারের অনুকরণ করিলেও সম্পূর্ণ সভ্যতা-চার অবলম্বন করিতে পারে নাই। এখনও উড়িষ্যা ও মধ্য-ভারতের স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য বন্যপ্রদেশে শবর জাতির বাস আছে। ইহারা বনের কাঠ কাটিয়া অথবা বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী নগর বা গ্রামে আসিয়া বিক্রয় করিয়া যায়। ইহাই ইহাদের প্রধানতঃ উপজীবিকা।

এই জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে আপনাদের

অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮ মন্ত্রে ইহাদিগকে বিশ্বামিত্র ঋষির কোন অভিশপ্ত সন্তানের বংশধর বলা হইয়াছে। শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র ১৫।২৬।৮ সূত্রেও শবরগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের আদি, ভীষ্ম, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে শবর জাতির পরিচয় আছে। শেষোক্ত পর্ব্বে ইহাদিগকে "মধ্যদেশবহিষ্কৃত" বলা হইয়াছে। ভাগবতে (২।৭।৪৬) ইহারা পাপজীবী বলিয়া বর্ণিত। ভৌগোলিক টলেমী ইহাদিগকে Sabaræ এবং প্লিনি Suari শব্দে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে শবরেরা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস, আজও শবরেরাই জগন্নাথের পাচকতা করিতেছে। [জগন্নাথ দেখ।] বাক্‌পতির গৌড়বধ কাব্য পাঠে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ইহারা নরবলি দিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা করিত। ইহাদেরই এক শাখা রাজ্যলাভ করিয়া আপনাদিগকে সোমবংশ বলিয়া পরিচিত করে এবং আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া যায়। মধ্য প্রদেশের শ্রীপুর হইতে এই রাজবংশের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যা অঞ্চলে পর্ণশবর নামে এই জাতির এক শাখার বাস দৃষ্ট হয়। ইহারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ এবং বন্যপ্রকৃতি। ইহারা এখনও বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী এবং যাহারা নিরন্তর লোকালয়ে আসিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত বনবাসী শবর মাত্রেই এখনও পর্ণাচ্ছাদন দ্বারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। গোয়ালিয়র রাজ্যবাসী শবরী বা শহরীয়ারা কোটা সীমান্তস্থ জঙ্গলে বাস করে। পশ্চিমে মারবাড় ও গুণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে ইহাদের বাস আছে।

দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালায় শূয়র বা শূরা নামে যে অর্দ্ধসভ্য বন্যজাতির বাস আছে, তাহারাও শবর বলিয়া কথিত। শবর শব্দ অপভ্রংশে শূয়র বা শূরা হইয়াছে। ইহারা এখন যে যে স্থানে বাস করিতেছে, তত্তৎস্থানের সভ্য ও ইতরজাতিগণ ইহাদিগকে চেঞ্চুকুলম্, চেঞ্চবার ও চেনশূয়র নামে অভিহিত করে। ইহারা সাধারণতঃ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার পশ্চিম শৈল হইতে কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্ত্তী নল্লমলয় ও লঙ্কামলয় নামক স্থানে বাস করিতেছে। আফ্রিকা, নিকোবর দ্বীপ ও এসিয়োনেসিয়াবাসী অসভ্য জাতীয়েরা যে ভাবে ঘর বাঁধে, ইহারাও সেই ভাবে বন কাটিয়া একটী স্থান পরিষ্কার করে এবং তথায় মৌচাকের ন্যায় ঘর বাঁধিয়া থাকে।

ঘরের দেওয়াল ছিটা বাঁশের বেড়ার মত, কেবল মরাইএর মত কোণ্যকার ঘাসের ছাদ সংলগ্ন। ঘরগুলি ৩ ফুট মাত্র উচ্চ হয়। উহার দ্বারা তাহারা কেবল মাত্র একটা পর্দ্দা ঝুলাইয়া রাখে, পুরুষেরা প্রায়ই উলঙ্গ, লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য একটু বস্ত্রখণ্ড ইহারা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা একটু বস্ত্রখণ্ড কোমরে জড়ায় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে।

ইহারা খর্ব্বাকার, কিন্তু গঠন বলিষ্ঠ, হনুস্থি প্রশস্ত ও উচ্চ, নাক থেঁদা, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, চক্ষুগোলক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ইহারা নিকটবর্ত্তী অন্যান্য সভ্য ইতর জাতির অপেক্ষা ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি হইলেও বলবীর্য্যে তাহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহারা কোনরূপ দেবমূর্ত্তি পূজা করে না। সকলেই প্রায় বড় বড় কুকুর পালন করে। পার্ব্বত্য জঙ্গল রক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট বাহাদুর ইহাদিগকে পুলিশ প্রহরীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইহারা বহু বিবাহ করে। শবদাহ সাধারণতঃ প্রচলিত, কিন্তু কখন কখন দেহসমাধিকালে ইহারা মৃতের তীর ধনুক আনিয়া তাহার সঙ্গে পুঁতিয়া ফেলে বা পোড়াইয়া দেয়। ইহারা বড়শা, কুঠার ও বন্দুকও রাখে। কোনরূপ শিল্পবাণিজ্য বা বস্ত্রবয়নকার্য্য ইহারা ঘৃণিত বলিয়া মনে করে। ইহারা ধীর ও নম্র।

শবরক (পুং) বনবাসী অসভ্যজাতি।

শবরজম্বু (ক্লী) নগরভেদ।

শবরভাষ্য (ক্লী) শবরস্বামীকৃত বেদান্ত বা মীমাংসাসূত্রের প্রাসিদ্ধ ভাষ্য।

শবরলোধ্র (ক্লী) শ্বেতলোধ্র। (রাজনি°)

শবরসিংহ (পুং) রাজভেদ।

শবরস্বামিন্, ১ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক। ইনি মীমাংসাসূত্রভাষ্য ও শবরকৌস্তভ নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ দুই খানিতে তাঁহার বিজ্ঞবত্তার বিশেষ পরিচয় আছে। ২ ভট্ট দীপ্তস্বামীর পুত্র। ইনি হর্ষবর্দ্ধনকৃত লিঙ্গানুশাসনের টীকারচয়িতা। উজ্জ্বলদত্ত ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

শবল (পুং) শব আক্রোশে (শপের্ব'শ্চ। উণ্ ১।১০৭) ইতি বলঃ বশ্চাদেশঃ। ১ কর্ব্বুরবর্ণ। (ত্রি) ২ কর্ব্বুরবর্ণবিশিষ্ট।

শবলতা (স্ত্রী) শবলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শবলত্ব, শবলের ভাব বা ধর্ম্ম।

শবলা (স্ত্রী) শবলঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। শবলবর্ণা গাভী। (অমর)

শবলাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

শবলাশ্ব (পুং) ১ ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ২ অবিক্ষিতের পুত্র। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৩ দক্ষ হইতে পাঞ্চজন্য গর্ভজাত পুত্র। (ভাগবত ৬।৫।২৪) হরিবংশ মতে বৈরণীর গর্ভজাত।

শবলিকা (স্ত্রী) ১ পক্ষীভেদ।

শবলিত (ত্রি) মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। কর্বুরবর্ণযুক্ত। (রাজতর° ২।১৬৭)

শবলী (স্ত্রী) শবল-ঙীষ্। শবলবর্ণা। গাভী। (অমর)

শব্দ, ১ শব্দকৃতি, শব্দকরণ, শব্দ। ২ ভীষণ। ৩ আবিষ্কার। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শব্দয়তি। লুঙ্ অশশব্দৎ।

শব্দ (পুং) শব্দ-ঘঞ্ ভাবে যদ্বা শপ আক্রোশে (শাশপিভ্যাং দদনৌ। উণ্ ৪।৯৭) ইতি দন্ পকারস্য বকারঃ। শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণপদার্থবিশেষ। পর্য্যায়,—নিনাদ, নিনদ, ধ্বনি, ধ্বান, রব, স্বন, স্বান, নির্ঘোষ, নির্হ্রাদ, নাদ, নিঃস্বান, নিঃস্বন, আরব, আরাব, সংরাব, বিরাব, (অমর) সংরব, রাব, (শব্দচ°) ঘোষ। (জটাধর)

ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক ভেদে শব্দ দুই প্রকার। মৃদঙ্গাদির শব্দকে ধ্বন্যাত্মক এবং কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতজন্য ক, খ ইত্যাদি শব্দ বর্ণাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ; উভয়বিধ শব্দই আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যখন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত উহার অভিযোগ ঘটে, তখন অবিকৃত শ্রোত্রেন্দ্রিয়বান্ জীবমাত্রেই উহার অর্থবোধ করিতে পারুক বা না পারুক কেবল শব্দটী অবশ্য অনুভব করিতে পারে; ফলে যাবৎ শব্দের সহিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অভিষঙ্গ না ঘটে, তাবৎ উহার উপলব্ধি হয় না; এ কারণ আমরা অতি দূরবর্ত্তী শব্দ শুনিতে পাই না, কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের কৃপায় 'টেলিফোন্' প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিরতিশয় দূরবর্ত্তী শব্দসকলও শ্রোত্রেন্দ্রিয়গত হওয়ায় আমরা এক্ষণে বিশদরূপে উহার অনুভব করিতে পারি।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে শব্দের বিকাশ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন—মৃদঙ্গাদি বা কণ্ঠতাল্বাদিতে অভিঘাত জন্য তত্রত্য নভঃপ্রদেশে উৎপন্ন শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে অর্থাৎ যেমন কোন স্থানের জলে বায়ু কর্ত্তৃক একটী তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে ক্রমে তাহারই ঘাতপ্রতিঘাতে বহুদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত হয়, মৃদঙ্গাদিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি আঘাতজন্য উৎপন্ন শব্দগুলিও বায়ুভরে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উক্তরূপ তরঙ্গাকারে শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাতে প্রতিহত হওয়ায় তথায় উহাদের বিকাশ হয়।

কাহার কাহার মতে কদম্বগোলক ন্যায়ে অর্থাৎ মৃদঙ্গাদিতে প্রথম দ্বিতীয়াদি আঘাতজন্য ক্রমশঃ উৎপন্ন শব্দগুলির সেই প্রথম উৎপত্তি স্থানকেই কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোলাকার বস্তুর কেন্দ্রস্বরূপ এবং তদীয় কেশরগুলির ন্যায় উক্ত কেন্দ্রোৎপন্ন শব্দ বা তাহার গতি ব্যাসার্দ্ধ স্বরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, এই বিক্ষেপকালে যে যে স্থলে ঐ শব্দ বা তাহার গতির সহিত শ্রোত্রসংযোগ হয়, তত্তৎস্থানেই উহাদের বিকাশ দেখা যায়।

"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।
কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥
সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে॥
বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বগোলকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে॥" (ভাষাপরি°)

"শব্দো নিত্যঃ" এই শ্রুতির মর্ম্মে কেহ কেহ বলেন, "শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে" "উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ কঃ" 'ক' উৎপন্ন হইয়াছে 'ক' বিনষ্ট হইয়াছে; এই সকল প্রয়োগে কিরূপে সম্ভব হয় অর্থাৎ শব্দমাত্রেই যখন নিত্য, তখন কিছুতেই তাহাদের উৎপত্তি বা বিনাশ হইতে পারে না, তবে যে সকল স্থলে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তথায় অনিত্যতা বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে; আর প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে যে, "সোঽয়ং কঃ" সেই এই 'ক' এইরূপ ব্যবহৃত হয়, তথায় কেবল "ইহা সেই ঔষধ" (অর্থাৎ আমি যে ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলাম, এটী তৎ স্বজাতীয় ঔষধ) এইরূপ সাজাত্য অবলম্বন করিয়াই উহার অর্থনিষ্পত্তি করিতে হয়। বস্তুতঃ 'সেই এই ক' 'সেই এই ঔষধ' ইত্যাদি স্থলে আপাততঃ শব্দের নিত্যত্ব প্রতীত হইলেও প্রত্যভিজ্ঞাকালে উহাদের সজাতীয়ত্বই গৃহীত হইবে, তাহাতে ব্যক্তির (পূর্ব্বোচ্চারিত 'ক' বা পূর্ব্ব ব্যবহৃত ঔষধের) অভিন্নতার উপলব্ধি হইবে না।

"উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা।
সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।
তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাৎ॥"(ভাষাপরিচ্ছেদ)

'ননু শব্দস্য নিত্যত্বাদুৎপত্তিঃ কথমত আহ। উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা ইতি। শব্দানামুৎপাদবিনাশপ্রত্যয়শালিত্বাদনিত্যত্বমিত্যর্থঃ। ননু স এবায়ং ককার ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছব্দানাং নিত্যত্বং। ইত্থঞ্চোৎপাদবিনাশবুদ্ধিভ্রমরূপা চেত্যত আহ, সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে। তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাদিতি। অত্র প্রত্যভিজ্ঞানস্য তৎসজাতীয়ত্বং বিষয়ঃ। ননু তদ্ব্যক্ত্যভেদো বিষয়ঃ উক্তপ্রতীতিবিরোধাৎ ইত্থঞ্চ দ্বয়োরপি বুদ্ধ্যোর্ন ভ্রমত্বমিতি নন্ন সজাতীয়ত্বং সোঽয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞায়াং ভাষতে ইতি কুত্র দৃষ্টমিত্যত আহ তদেবেতি। যদৌষধং ময়া কৃতং তদেবান্যেনাপি কৃতমিত্যাদি দর্শনাদিতি ভাবঃ।' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

চরকের বিমান স্থানে বর্ণাত্মক শব্দকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য ও অনৃত। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

দৃষ্টার্থশব্দ—"ত্রিভির্হেতুভির্দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি" "ষড়্ভিরুপক্রমৈশ্চ প্রশাম্যন্তি" অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই তিনটী কারণে বাতাদিদোষের প্রকোপ হয় এবং লঙ্ঘন বৃংহণাদি প্রক্রিয়া দ্বারা সকল দোষ শমতা প্রাপ্ত হয়। এই উক্তির ফল সর্ব্বদা দেখা যায় বলিয়াই উহাদিগকে দৃষ্টার্থশব্দ বলে।

অদৃষ্টার্থ শব্দ—যাহার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই অদৃষ্টার্থ শব্দ, যেমন পুনর্জন্ম আছে, মোক্ষ আছে।

সত্যশব্দ—যাহা বিশ্বাসযোগ্য তাহাই সত্য; যেমন সিদ্ধির উপায় আছে, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ক্রিয়া করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়; চিকিৎসা করিলে সাধ্যরোগ আরোগ্য হয় ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে ভ্রম বিশ্বাস হইবে সেটী অবশ্য সত্য নয়।

অনৃত শব্দ—যাহা সত্যের বিপরীত তাহাই অনৃত অর্থাৎ যে গুলি মিথ্যা শব্দ; যেমন ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, কর্ম্মফল নাই, পুনর্জন্ম নাই ইত্যাদি। (চরক বিমানস্থান ৮ম অধ্যায়)

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ট ও সংহতভেদে শব্দকে দশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ নাম; যথা—গুণ ও অনুরাগ হইতে উত্থিত শব্দের নাম শব্দ। শীৎকৃত অর্থাৎ রতিকালে স্ত্রীগণের মুখোত্থিত অব্যক্ত ইস্ ইস্ বা শিস্ দেওয়ার মত শব্দের নাম প্রণাদ; মলদ্বারোত্থিত শব্দকে পর্দ্দন (পাদ) এবং কুক্ষিভব শব্দকে অর্থাৎ পেট ডাকাকে কর্দ্দন বলে; যুদ্ধ-কালীন বীরগণের চীৎকার ধ্বনি সিংহনাদ বা ক্ষ্বেড় নামে অভিহিত; কল কল শব্দ কোলাহল এবং ব্যাকুল বা হঠাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত অবস্থার রব তুমুল বলিয়া খ্যাত; বস্ত্র এবং বৃক্ষ-পত্রাদির শব্দ মর্ম্মর (ফর্ ফর্); অলঙ্কারধ্বনি শিঞ্জিত; গোধ্বনি হম্বা, রম্ভা ও রেভণ; অশ্বের রব হেষা ও হ্রেষা; গজের গর্জ্জ ও বৃংহিত; ধনুকের শব্দ বিস্ফার; মেঘের স্তনিত, গর্জ্জিত, গর্জ্জি, স্বনিত ও রসিত; বিহঙ্গদিগের কূজিত; পশু-পক্ষ্যাদি সাধারণ তির্য্যগ্‌জাতির শব্দকে রুত ও বাশিত বলে; নেকড়ে বাঘের ডাক রেষণ; কুক্কুরাদির ডাক বুক্কন ও ভষণ; যে কোন কারণে পীড়িত ব্যক্তির কাতরোক্তিকে কণিত; চুম্বন এবং রতিকালের অব্যক্ত শব্দের নাম মণিত; তন্ত্রীর স্বরকে প্রক্কাণ ও প্রক্বণ; মাদলের গুন্দন এবং ভেরীর স্বরকে টুট্‌কুর বলে; সচ্ছিদ্র-বংশের ধ্বনির নাম কীচক; অত্যুচ্চ শব্দের নাম তার; গম্ভীরধ্বনি মন্দ্র; মধুরধ্বনি কল; সূক্ষ্মমধুরধ্বনির নাম কাকলী; লয়সঙ্গতধ্বনিকে একতাল ও সহজ স্বরকে ব্যঙ্গ-চ্ছলে ইচ্ছাক্রমে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিলে তাহাকে কাকু বলে। (হেমচন্দ্র) ধনুকের ছিলার শব্দ টঙ্কার নামে অভিহিত এবং প্রতিধ্বনি প্রতিশ্রুৎ বলিয়া খ্যাত।

কবিকল্পলতায় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে অনুলোম বা বিলোম ইহার যে কোন ভাবেই পাঠ করা যাউক না কেন তাহাতে তাহাদের উচ্চারণ বা অর্থগত কোনরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। যথা—

নয়ন, নর্ত্তন, কনক, কণ্টক, মহিম, কালিকা, সরস, সহাস, মধ্যম, তাবতা, তারতা, বিভাবি, করক, কম্বুক, কাঙ্কিকা, নন্দন, দন্তদ, দন্তদ, লগুল, মুততমু, হাববহা, পঃদাতপ, বরভৈরব, কলপুলক, বরকৈরব, বরকৌরব, বরগৌরব, তরুণীকৃত, রদসোদর নদভেদন, লঙ্কাকঙ্কাল, মাধববল্লববধমা, নন্দনন্দন, তদ্ধিত, সমাস, কারিকা, জলজ, কটক, নানা, মম।

কবিকল্পলতায় নিম্নোক্ত শব্দ গুলির অনুলোমভাবে উচ্চারণ ও অর্থ একরূপ এবং বিলোম ভাবে উচ্চারণ ও অর্থ অন্যরূপ; যথা—

দেবে, লেখ, বিভু, বদ, যম, রাধা, সুত্রামা, নন্দক, মালিকা, কালিনী, করকা, দীনরক্ষা, সদালিকা, যমরাজ, নন্দনবন, নল-কূবর, সহসাস্থূত, নবতম, সংমদ, মার, বত, যুবা, সদা, বশি, লতা, সুত, লব, বিভা।

উক্ত গ্রন্থে লিখিত বক্ষ্যমাণ শব্দগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাঙ্গালা, সকল ভাষাতেই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যথা—

আহার, হার, বিহার, সার, সমর, সম্ভোগ, রোগ, অসুর, সংহার, অমর, বার, বারণ, গণ, টঙ্কার, ভার, আকর, লোন, উল্লোল, বিলাস, বায়স, হর, অহঙ্কার, হীর, অঙ্কুর, নীহার, উরগ, রাগ, ভাল, তরল, গোবিন্দ, কন্দ, উদর, তরুণ, তরণি, দাস, মোহ, সন্দোহ, মাস, খুর, তর, মল, সঙ্গর, আরম্ভ, হাস, কর, করি, কিরি, কীর, কীল, কন্দোল, ধীর, মল, মলয়, করীর, বামদেব, অসি, বীর, নর, নরক, করঙ্ক, দণ্ড, চণ্ডাল, রঙ্গ, দর, সরল, কলঙ্ক, কম্বল, আকার, পঙ্ক, খল, বহল, কুরঙ্গ, দেহ, সন্দেহ, সঙ্গ, পর, কূরর, তরঙ্গ, চারু, সঙ্কার, ভঙ্গ, অরি, হরি, পরিণাহ, কণ্ঠ, কুণ্ঠ, অহি, দাহ, পারিসর, রবি, হাহা, মঞ্জু, মঞ্জীর, বাহ, অচল, কুল, কুমার, কুম্ভ, কুম্ভীর, সার, বিরল, কবল, জার, কন্দর, উদার, পার, জম্বীর, কেশরি, বরাহ, মুরারি, কাল, কাকোল, কুন্তল, চমূরু, বিরাম, বাল, আলোল, বাহু, রণ, সঙ্গর, চোল, ভার, সংসার, কেরল, সমীরণ, টঙ্ক, তাল, আসার, চামর, কুলীর, তুরঙ্গ, স্মর, কঙ্কাল, কন্দল, করাল, বিকাস, পুর, হেরম্ব, কম্বু, বিধু, সিন্ধু, বুধ, অনুবন্ধ, কুন্দ, ইন্দু, মন্দর, সমীর, সমূহ, গন্ধ, ভীম, অঙ্ক, সঙ্কর, কিরীট, তমাল, গুঞ্জ, হিন্তাল, তোমর, মহীরুহ, বিম্ব, পুঞ্জ, হিণ্ডীর, পিণ্ড, বর, সংবর, কোণ, কাণ, সংরম্ভ, সোম, পরিরম্ভ, বিকার, বাণ, বসন্ত, আসব, বেসন্ত, বাস, বাসব, বাসর, কাসার, সরস, কিরণ, অরুণ।

নিম্নোক্ত শব্দগুলি পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষাই স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়; যথা—

হেলা, গেলা, কলা, মালা, রসালা, কাহলা, অচলা, কীলা, লীলা, বলা, বালা, লোলা, দোলা, অলসা, মসী, ধরণী, ধারণী,

গোপী, রোহিণী, রমণী, মণী, বীণা, বাণী, বসা, বেণী, রীঢ়া, গঙ্গা, তরঙ্গিণী, কন্দলা, লহরী, নারী, রামা, ভেরী, বসুন্ধরা, কালী, করালী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, রণ্ডা, তুলা, মহী।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দসমূহ ; যথা—

জাল, ফল, পল, মূল, বারি, কীলাল, কূল, বল্, পলল, হুকুল, লিঙ্গ, গম্ভীর, শরীর, কমল, সলিল, চীর, তুচ্ছ, রাজীব, নীর, হল, রজত, কুটীর, দারু, লাল, পটীর, কারণ, রোহণ, চেল, কুহর, অম্বর, মন্দির, কুটল, মণ্ডল, তামরস, কুণ্ডল, অঙ্গদ, পুর, অরবিন্দ, লোহ, অঙ্গ, তড়াগ, করণ, কুল, তোরণ, মরণ, তুঙ্গ, অলম্, আগার, ভাস্বর।

ঐ সকল ভাষায় ব্যবহৃত একার্থবোধক ক্রিয়াপদ, যথা—ভাণ, দেহি, গচ্ছ, সংহর, কুরু, চোরয়, মারয়, অবগচ্ছ, অবলোকয়, অবচিন্তয়, খাদ।

নিম্নে কতকগুলি ওষ্ঠবর্ণবর্জ্জিত পুংলিঙ্গ শব্দ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

নীহার, হার, হরিণ, অঙ্ক, হর, অট্টহাস, কৈলাস, কাস, রদ, নারদ, সিংহ, শঙ্খ, শেষ, অহি, হংস, ঘনসার, হলি, ইন্দ্র, নাগ, হিণ্ডীর, নির্ঝর, শরদ্ঘন, চন্দ্রকান্ত, শৃঙ্গার, সাগর, তড়াগ, জলাশয়, অগ, হর্য্যক্ষ, তক্ষক, নখ, ক্ষত, দীক্ষিত, অক্ষ, নারাচ, কাচ, কচ, কীচক, চঞ্চরীক, চাণক্য, চারণ, গণ, চণ, কাণ, শোণ, সংহার, সারস, রস, অরি, রসাল, সাল, কঙ্কাল, কাল, কলি, শৈল, খল, অনল, অর্ক, কিঞ্জল্ক, কল্ক, কর, শঙ্কর, কীর, হীর, লঙ্কেশ, কেশ, গর, কেশব, দেশ, লেশ, আনন্দ, নন্দন, ধনঞ্জয়, খঞ্জরীট, কীট, অগ্নি, কন্টক, কটাহ, কটাক্ষ, যক্ষ, দক্ষ, অঙ্গ, যজ্ঞ, জনক, অঞ্জলি, যন্ত্র, যত্ন, রত্নাকর, অন্ধক, ধরার, ধীর, শীর, নাসীর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হৃষীকেশ।

ওষ্ঠবর্ণরহিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—গঙ্গা, গীতা, সতী, সীতা, সিদ্ধি, সন্ধ্যা, গদা, গয়া, আশীঃ, কাশী, নিশা, নাসা, কান্তি, শান্তি, দয়া, রসা, আদ্রা, নিদ্রা, হরিদ্রা, দৃক্, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, ধৃতি, কৃতি, ছায়া, জায়া, কথা, কান্তা, ধাত্রী, রাত্রি, রতি, গতি, কন্ধরা, ধারণা, ধারা, তারা, কারা, জরা, ধরা, আজি, রাজি, রজনী, অর্ত্তি, কীর্ত্তি, কন্থা, তটী, নটী, নারী, সারী, দরী, দাসী, ঘটিকা, খটিকা, জটা, কক্ষা, রক্ষা, শিখা, সংখ্যা, কালিন্দী, কলিকা, কলা, কালী, করালী ও দুর্গা।

ওষ্ঠ্যবর্ণবিবর্জ্জিত ক্লীবলিঙ্গ – চরণ, করণ, চক্র, ক্ষত্র, নক্ষত্র, তক্র, রজত, শত, শরীর, ক্ষীর, নীর, অক্ষি, তীর, ধন, কনক, নিধান, ধ্যান, সন্ধান, দান, নলিন, নগর, গাত্র, ছত্র, নেত্র, অস্থি, দাত্র, আলিঙ্গন, স্থান, শিরঃ, চরিত্র, জল, স্থল, স্থান, কলত্র, চিত্র, কীলান, জাল, অলক, নাল, দৈন্য, লিঙ্গ, অঙ্গ, লাবণ্য, হিরণ্য, সৈন্য, অঞ্জ, অজিন, যান, অসৃক্, কাঞ্চন, আনন, কানন, হাটক, নাটক, নাট্য, তৈল, চেল, রসাতল, অদন, সদন, জ্ঞান, নিদান, দধি, চন্দন, অক্ষর, লক্ষণ, লক্ষ, শস্ত্র, শাস্ত্র, দল ও হল।

(কবিকল্পলতা ১ম স্তবক ২য় কুসুম)

শব্দকর্ম্মন্ (ত্রি) শব্দ যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ যে ক্রিয়াপদের কর্ম্মপদ শব্দ অর্থাৎ কোনরূপ ধ্বনি। (পা ১৩৫২) যেমন "স্বরান্ বিকুরুতে" স্বরকে বিকৃত করিতেছে ; এখানে 'বিকুরুতে' ক্রিয়ার কর্ম্ম স্বর অর্থাৎ শব্দ বা কোনরূপ ধ্বনি হওয়াতে 'বিকুরুতে' পদকে শব্দকর্ম্মা ক্রিয়াপদ বলা যায়।

শব্দকার (ত্রি) শব্দং করোতীতি কৃ-অণ্। (ন শব্দশ্লোককলহগাথেতি। পা ৩।২।২৪)। ১ যিনি সার্থক শব্দ প্রস্তুত বা সংগ্রহ করেন, শব্দকর্ত্তা, শব্দসংগ্রাহক। ২ ধ্বনিকারক।

"সতামরুস্করং পক্ষী বৈরকারং নরাশনম্।
হস্তং কলহকারোহসৌ শব্দকারঃ পপাত খম্॥" (ভট্টি ১০০)

শব্দকারিন্ (ত্রি) শব্দ-কৃ-ণিনি। শব্দকার, যিনি শব্দ করেন।

শব্দক্রিয় (ত্রি) শব্দঃ ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য। শব্দকর্ম্মক।

[শব্দকর্ম্মন্ দেখ।]

শব্দগ (ত্রি) শব্দং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি শব্দ-গম-ড। ১ শ্রোত্র। শব্দো গচ্ছতি যেন করণেন। ২ বায়ু।

শব্দগতি (স্ত্রী) ১ শব্দস্রোত। ২ গতি। (ত্রি) ৩ শব্দগ শব্দার্থ।

শব্দগোচর (পুং) বেদান্তৈকবেদ্য। বেদান্ত দ্বারা জ্ঞাতব্য।

(ভাগবত ৫।১৫।১১)

শব্দগ্রহ (পুং) শব্দং গৃহ্লাত্যনেনেতি গ্রহ-অপ্। (গ্রহ বৃদৃ নিশ্চিগমশ্চ। পা ৩৩৫৮) ১ কর্ণ। (অমর) ২ শব্দের গ্রহণ, শব্দের জ্ঞান।

শব্দগ্রাম (পুং) শব্দসমূহ। স্বরগ্রাম।

শব্দচিত্র (পুং) শব্দানুপ্রাস।

শব্দত্ব (ক্লী) শব্দের ভাব বা ধর্ম্ম।

শব্দন (ত্রি) শব্দং কর্ত্তুং শীলমস্য শব্দ-যুচ্। (চলনশব্দার্থাদকর্ম্মকাদ্‌যুচ্। পা ৩।২।১৪৯) ইতি তচ্ছীলে যুচ্। শব্দকর্ত্তা, পর্য্যায় রবণ। (ক্লী) শব্দ ভাবে ল্যুট্। ২ শব্দমাত্র।

শব্দনির্ণয় (পুং) ১ অভিধান। ২ স্বরনির্দ্ধারণ।

শব্দপতি (পুং) নামে মাত্র রাজা। (রঘু ৮।৫২)

শব্দপাত (ত্রি) শব্দস্য পাতো যত্র শব্দস্যেব পাতো যত্র বা। ১ যতদূর ব্যাপিয়া শব্দপতন হইতে পারে। ২ শব্দের ন্যায় পতনশীল অর্থাৎ শব্দের গতির ন্যায় গতি যার।

"শব্দস্য পাতো যত্রেতি খ বিশেষণং যাবদ্দূরং শব্দগমনং তাবদ্দূরমিত্যর্থঃ শব্দস্যেব পাতো গতির্যত্রেতি পতনক্রিয়াবিশেষণং বা এতেন যথা শব্দস্য শীঘ্রগমনং তথাস্যেতি ধ্বনিতং হাত"।

(ভট্টি ৫।১০০ ভরত)

শব্দপাতিন্ (ত্রি) ১ শব্দ সহকারে গমনকারী (তীর)। ২ শব্দসহ নিপতিত।

শব্দপ্রকাশ (পুং) শব্দোত্থান। শব্দের উদ্বোধন।

শব্দপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) শব্দস্য প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চারিপ্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি।

শব্দপ্রভেদ (পুং) শব্দের বিভিন্নতা।

শব্দপ্রমাণ (ক্লী) ১ মৌখিক প্রমাণ, মুখে মুখে জবানবন্দী দ্বারা যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। শব্দ এব প্রমাণং দ্রব্যোপলব্ধীভূত-কারণম্। ২ শব্দই প্রমাণ অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দসমূহই তত্তৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণ বা জ্ঞাপক। যেমন 'কৃষ্ণ'শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্রই যেন নবজলধরমূর্ত্তি এবং 'রাম'চন্দ্রের উল্লেখ করিলেই যেন সেই নবদূর্ব্বাদল মূর্ত্তির অনুভূতি হয়।

শব্দপ্রাচ্ছ্ (ত্রি) শব্দং পৃচ্ছতি প্রচ্ছ-কিপ্। (কিপ্‌বচি প্রচ্ছ্যায়-তস্তুকটপ্রুজুশ্রীণাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। পা ৩।২।১৭৮ বার্ত্তিক) শব্দজিজ্ঞাসু, যিনি শব্দ জিজ্ঞাসা করেন।

শব্দপ্রামাণ্যবাদ (পুং) শব্দবিচার সম্বন্ধীয় ন্যায়গ্রন্থভেদ।

শব্দবিশেষণ (ক্লী) শব্দ এব বিশেষণম্। শব্দই বিশেষণ, বিশেষণ শব্দ।

শব্দব্রহ্মন্ (ক্লী) শব্দ এব ব্রহ্ম। ১ শব্দাত্মক ব্রহ্ম, ওঁকারাদি। বেদাদি শাস্ত্রে নাদবিন্দুসম্বলিত ওঁকার প্রভৃতি শব্দব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥" (গীতা ৪ অঃ)

মৈত্রেয়োপনিষদে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম হইতে উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ ওঁকারাদি শব্দে যথার্থজ্ঞান জন্মিলে পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মাণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥" (মৈত্রেয় উপ°৬।২২)

২ বেদ, শ্রুতি। ৩ স্ফোটাত্মক শব্দ, উচ্চারিত বর্ণ বা যে কোন শব্দ।

শব্দব্রহ্মময় (ত্রি) শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ।

শব্দভিদ্ (স্ত্রী) শব্দস্য ভিৎ ভেদঃ। শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাখ্যা না করিয়া ছলপূর্ব্বক শব্দের বৈয়র্থ সম্পাদন করা। যেমন 'দশাবরান্ ভোজয়েৎ' এস্থলে 'দশ এব অবরাঃ নিম্নসংখ্যাঃ যেষাং তান্' দশটাই অবর অর্থাৎ ন্যূন বা নিম্ন সংখ্যা যাহাদিগের তাহাদিগকে ভোজন করাইবে, ফলে দশটার কম ভোজন করাইবে না এইরূপ সদর্থ না করিয়া, 'দশভ্যোঽবরান্" দশটা হইতেও কম, এই রূপ অসদর্থ ব্যবহার করিলে শব্দের অন্যথা ব্যবহার করা হয়।

"শব্দস্য ভিৎ ভেদঃ অন্যথা ব্যাখ্যানং যস্মিন্ যথা দশাবরান্ ভোজয়েদিত্যুক্তে দশভ্যোঽবরান্ ইতি" (ভাগব° ৭।১৫।১৩ স্বামী)

শব্দভৃৎ (ত্রি) শব্দং বিভর্ত্তীতি শব্দ-ভৃ-কিপ্। শব্দ মাত্র পালন করা, ধর্ম্মার্থ শব্দ মাত্র ধারণ করা। যেমন যাহাতে গোদানের ব্যবস্থা আছে তথায় একটী মরণাপন্ন গাভী দান করিয়া মাত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়।

"শব্দভৃদিতি পাঠে ধর্ম্মশব্দমাত্রং বিভর্ত্তীতি তথা যথা গাং দস্যাদিত্যুক্তে মরিষ্যন্ত্যা গোদানম্।" (ভাগবত ৭।১৫।১৩ স্বামী)

শব্দভেদ (পুং) শব্দের বিভিন্নতা।

শব্দভেদিন্ (ত্রি) শব্দমনুসৃত্য ভেত্তুং শীলমস্য ভিদ-ণিনি ১ যিনি কেবল মাত্র শব্দ অনুসরণ করিয়াই বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন, অর্জ্জুন। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ২ পায়ু, মলদ্বার। ৩ বাণবিশেষ রামায়ণে বর্ণিত আছে, দশরথ শব্দভেদী বাণ দ্বারা অন্ধক-মুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করেন।

শব্দময় (ত্রি) শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

শব্দমাত্র (ক্লী) কেবল শব্দ।

শব্দমাল (পুং) রন্ধ্রবংশ, চলিত ছেঁদা বাঁশ। (বৈদ্যকনিঘ°

শব্দমালা (স্ত্রী) ১ শব্দসমূহ। ২ রামেশ্বরশর্ম্মবিরচিত অভিধান

শব্দযোনি (স্ত্রী) শব্দস্য যোনিরুৎপত্তিস্থানম্। ১ শব্দের আকর, যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ধাতু প্রভৃতি। ২ বেদকর্ত্তা।

"শব্দযোনিনা বেদকর্ত্রা ঈজে পূজয়ামাস" (ভাগ° ৩।৪।৩২ স্বামী)

শব্দরহিত (ত্রি) নিঃশব্দ, শব্দশূন্য। (বৃহৎস° ৬৮।১১৫)

শব্দরাশিমহেশ্বর (পুং) শিবের নামান্তর।

শব্দরোচন (ক্লী) তৃণ। (বৈদ্যক নিঘ°)

শব্দবজ্রা (স্ত্রী) দেবীভেদ। (কালচক্র ৩।১৪৪)

শব্দবৎ (ত্রি) শব্দো বিদ্যতেঽস্য শব্দ-মতুপ্, মস্য ব। ১ শব্দশালী, শব্দবিশিষ্ট, যাহাতে শব্দ আছে। (অব্য) শব্দেন তুল্যঃ শব্দ-বতি (পা ৫।২।১১৫) ২ শব্দের ন্যায়, শব্দের তুল্য।

শব্দবারিধি (পুং) শব্দসমুদ্র।

শব্দবিদ্যা (স্ত্রী) শব্দবিষয়ক শাস্ত্র। ব্যাকরণাদি।

শব্দবিজ্ঞান, যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দবিষয়ক তত্ত্বনিচয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে শব্দবিজ্ঞান বলে। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বস্তু বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহাই শব্দ। শব্দ অর্থে ধ্বনি মাত্রই বুঝায়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ইহা দ্বিবিধ; যে সকল শব্দের অর্থ আছে ও যাহা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায়,তাহার নাম ব্যক্ত এবং যাহার অর্থ-নাই অথবা বর্ণ বিশেষ দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় না, এরূপ ধ্বনিকেই অব্যক্ত বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাতে যে নাদ বা স্বর উত্থিত হয়, তাহা আহত বা ব্যক্তস্বর, কিন্তু শৈশবা-

বস্থায় সন্তানাদির মুখে যে শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহাকে অস্ফুট বা অব্যক্ত বলা যায়। আবার ভিন্ন বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা অনাহত বা অব্যক্ত ধ্বনি।

এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধ্বনি আবার মধুর ও কঠোর ভেদে দুই প্রকার। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত অনুরণন পরম্পরা দ্বারা মনুষ্যকণ্ঠে যে শ্রুতিসুখকর স্নিগ্ধ মঞ্জুল ধ্বনি উচ্চারিত বা অনুকৃত হয়, তাহার নাম মধুর এবং অনিয়মিত কালের মধ্যে অনিয়মিত সংখ্যক অনুরণন পরম্পরা দ্বারা মাধুর্য্যগুণবিহীন যে কর্কশ শব্দ সমুত্থিত করা যায়, তাহা শ্রুতিসুখ সমুৎপাদন করে না বলিয়া শ্রুতিকঠোর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, সঙ্গীতেই একমাত্র এইরূপ শব্দবিপর্য্যয় সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

জড় দ্রব্যের অণু সকলের বিকম্পন হেতুই শব্দ উত্থিত হয়। সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের তন্ত্রীতে আঘাত করিলে তারটী আন্দোলিত হয় এবং পরে উহার বেগ ক্রমশঃ ধীর হইয়া আইসে। তারের কম্পনের বৃদ্ধি ও তাহার ক্রমিক হ্রাস হইতে শব্দেরও উন্নতি বা অবনতির ক্রম অনুভূত হইয়া থাকে। শব্দায়মান দ্রব্যের অণুসমূহ সকল স্থলেই আন্দোলিত হয় না। এক খানি ধাতুনির্ম্মিত থালের উপর কতকগুলি বালুকা রাখিয়া তাহার এক প্রান্তে একটী দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে একটী শব্দ উৎপাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে বালুকণাগুলি কম্পিত হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। থালার অণুগুলি আন্দোলিত না হইলে বালুকা-কণাগুলি কথনই প্রকম্পিত হইতে পারে না। শব্দায়মান দ্রব্যের অণু সকলের আন্দোলনই যে শব্দজ্ঞানের একমাত্র কারণ এরূপ স্বীকার করা যায় না। শব্দায়মান দ্রব্যের সন্নিহিত বায়ুরাশিতে অণুসমূহের আন্দোলন-সঞ্চারিত একটী তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই তরঙ্গ আসিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিলেই শব্দজ্ঞান সমুপস্থিত হয়।

শব্দকর দ্রব্যের অণুসমূহের কম্পনে প্রথমে তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুকণা সকল প্রকম্পিত হয়, সেই বিকম্পনে তৎসংলগ্ন বায়ুকণাসমূহ ক্রমান্বয়ে কম্পিত হইয়া কর্ণকুহরে আসিয়া পটহে আহত হইলে শব্দ উপলব্ধি হয়। শব্দায়মান দ্রব্য এবং কর্ণপটহের মধ্যবর্ত্তী বায়ুমধ্যে একটী শব্দতরঙ্গ যে বায়ুকণা গুলিকে স্থানচ্যুত না করিয়া আন্দোলিত করিয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। বায়ুদ্বারা শব্দ পরিচালিত হয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র সাহায্যে কোন গোলাকার কাচপাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশন কালে তন্মধ্যে স্থিত একটী ঘণ্টা যদি বাজান যায়, তাহা হইলে বায়ুর নিষ্কাশন অনুসারে ঐ শব্দ ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আইসে এবং ঐ পাত্রটী এক বারে বায়ুশূন্য হইলে আর শব্দ শুনা যায় না। বায়ু দ্বারা যে শব্দ চালিত হয়, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। জল মধ্যে ডুব দিয়া শব্দ শুনা যায়। বায়ু অপেক্ষা কাষ্ঠের শব্দ-পরিচালকতা গুণ অধিক। একখানি বৃহৎ চকোর কাষ্ঠের এক প্রান্তে অঙ্গুলী দ্বারা টোকা মারিলে উহার অপর প্রান্তে তাহা শ্রুত হইয়া থাকে। কোন রজ্জু বা তামার তার দ্বারাও শব্দ পরিচালিত হয়। অনেক সময় বালকেরা তাম্রকূটসেবনের কলিকার উপরের মুখে একটু পাতলা চর্ম্ম আটিয়া তাহার মধ্য দিয়া শণসূত্র চালাইয়া দূরবর্ত্তী কোন বন্ধুর বাটীতে ঐরূপ একটী কলিকার রজ্জুর অপর প্রান্ত বাঁধিয়া রাখে ও পরস্পরে কথাবার্ত্তা কয়। ইহাতে অতি স্পষ্ট ভাবে শব্দ শ্রুত না হইলেও কতক অস্পষ্ট শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। বর্ত্তমান Telephoue ও Telegraph যন্ত্র সাহায্যে ঐরূপ তামার তার দিয়া কথা চালিত হইতেছে। পৃথিবী দ্বারাও শব্দ পরিচালিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে পৃথিবীর উপর কর্ণ সংস্পৃষ্ট করিয়া বিশেষ মনোনিবেশের সহিত শ্রবণ করিলে দূরপথে ধাবমান অশ্বাদির পদশব্দ শুনা যায়। অধুনা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ রাত্রিতে গৃহস্থ কলের জল অপব্যয় করিতেছেন কিনা অথবা জলের লৌহনল মরিচা পড়িয়া ভিন্ন হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নলের গায় একটী লৌহ দণ্ড লাগাইয়া তাহার প্রান্তভাগ কর্ণরন্ধ্রে দিয়া জলনির্গমন শব্দ লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শব্দ বায়ুতরঙ্গ মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১১১৮ ফিট প্রধাবিত হয়। দুই বা তিন সেকেণ্ড পরে ঐ শব্দ তাহার দুই বা তিনগুণ দূর ব্যবধানে শ্রুত হয়। এই কারণে দূরে কোন বস্তু শব্দিত হইলে আমরা অচিরেই তাহা শুনিতে পাই। বায়ু অপেক্ষা জলের বেগ অধিক। জল মধ্যে শব্দ তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৭০৮ ফিট চলে। এই কারণে নদীতীরের তোপ বা বোমার শব্দ জলস্রোতে বহুদূর পর্য্যন্ত নীত হইয়া থাকে। লৌহদ্বারা শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৮০০ ফিট, তাম্র দ্বারা ১১৬০০ ফিট এবং কোন কোন কাষ্ঠ দ্বারা ১৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত দূর স্থানে চালিত হয়।

শব্দায়মান দ্রব্যের অণু সকল যত অধিক আন্দোলিত হয়, শব্দও তত অধিক হইয়া থাকে। যেখানে আন্দোলন কালে অণু সকল অল্প উন্নত ও অবনত হয়, সেইস্থলে শব্দেরও স্বল্পতা ঘটে। আবার শব্দবহ বায়ুর ঘনত্ব যে স্থলে যত অধিক হয় সে স্থলে শব্দও অধিকতর গভীর হয়। পর্ব্বতাদির উপরিস্থ বায়ু নিম্নস্থ বায়ু অপেক্ষা অনেক পাতলা, এই জন্য অনেক সময় গিরিসঙ্কটাদিতে উচ্চৈঃস্বরে কথা না কহিলে দূরস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় না। যদি শব্দায়মান দ্রব্যের দিক্ হইতে বায়ু শ্রোতার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে শব্দ যেরূপ গভীরতর শ্রুত হওয়া যায়,

বিপরীত দিকে বায়ু চলিতে থাকিলে সেরূপ আর শুনা যায় না। দুর্গের তোপধ্বনি তাহার প্রমাণ। গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ বায়ু ঐ শব্দকে উত্তরে চালিত করে এবং শীতের উত্তর-বাতাস তাহাকে দক্ষিণে লইয়া যায়। ঐ শব্দ আবার দূরত্বের বর্গানুসারে ক্রমেই মন্দীভূত হয়। ১০০ হস্ত দূরে ঘণ্টা বাজিলে যেরূপ শব্দ শুনা যায়, ৫০ হস্ত দূরে ঐ ঘণ্টা ঐরূপ জোরে যদি বাজান হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ধ্বনির চারিগুণ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। আবার ৫০ হাত দূরে ঘণ্টা বাজিলে যে শব্দ শুনা যায়, ১০০ হাত দূরে সেই শব্দ শুনিতে হইলে, ঐ ভাবে ঐরূপ চারিটী ঘণ্টা না বাজাইলে হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে শব্দের পরিমাণ চতুর্গুণ হ্রাস হয়।

কোন উচ্চ প্রাচীর, গৃহের দেওয়াল, অট্টালিকা কিংবা পর্ব্বতাদিতে শব্দ প্রতিহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। কোন কোন শব্দ ৪৫ ফিট্ দূরে প্রতিবন্ধক পাইয়া প্রত্যাগমন কালে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। মানুষের কথার শব্দ যদি ১১২ ফিট্ দূরে প্রতিবন্ধক পাইয়া প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কখন কখন একটী শব্দ দুইটী সমান্তরাল পদার্থে বারংবার প্রতিচালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে।

শব্দবিরোধ (পুং) ১ শব্দবৈকল্য। ২ বিরুদ্ধ শব্দের ব্যবহার। গ্রন্থের একস্থলে ভিন্নরূপ ও ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োগ।

শব্দবিশেষ (পুং) বিশিষ্ট-শব্দ। বহুবচনে বিভিন্ন শব্দ পর্য্যায়কে বুঝায়। সাংখ্যকার বলেন, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ এবং ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ স্বরগ্রাম শব্দবিশেষ বলিয়া উক্ত।

শব্দবৃত্তি (স্ত্রী) শব্দের কার্য্য। (অলঙ্কারশাস্ত্র)

শব্দবেধ (পুং) শব্দ শুনিয়া সেই শব্দানুসারে শব্দকারী অদৃশ্য বস্তুকে বিদ্ধকরণ।

শব্দবেধিত্ব (ক্লী) শ্রুত শব্দানুসরণ দ্বারা (অদৃশ্য বস্তুকে) বেধনের ভাব বা কার্য্য।

শব্দবেধিন্ (পুং) শব্দমনুসৃত্য বেদ্ধুং শীলমস্য বিধ-ণিনি। ১ অর্জ্জুন, ধনঞ্জয়। ২ বাণ বিশেষ। ৩ দশরথ রাজা। (রামায়ণ)

শব্দবেধ্য (ত্রি) শব্দানুসরণপূর্ব্বক বেধের যোগ্য, শব্দ মাত্র অনুসরণ করিয়া যাহাকে বিদ্ধ করা যায়।

শব্দশাসন (ক্লী) ব্যাকরণের নিয়মাদি।

শব্দশক্তি (স্ত্রী) শব্দস্য শক্তিঃ সামর্থ্যং অর্থাৎ শব্দাদয়মর্থোবোদ্ধব্যঃ ইতীশ্বরেচ্ছা শক্তিঃ। শব্দের শক্তি অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে শব্দের এমন একটী ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি। ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য ও লৌকিক ব্যবহার হইতে শব্দের এই শক্তির উপলব্ধি হয়। নিম্নে যথাযথভাবে ইহার বিবরণ বিবৃত হইতেছে,—

'শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ' (প্রাক্ত)

ব্যাকরণোক্ত সুবন্ত, তিঙন্ত, কৃদন্ত, সমাস ও তদ্ধিতান্ত শব্দগুলির শক্তি বা অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারে উপলব্ধি হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—

ব্যাকরণ।

'গামানয়' এই শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র প্রথমতঃ (গো-অম্+আ-নী-হি) গো অর্থাৎ গলকম্বলাদিবিশিষ্ট জন্তুবিশেষের অনুভূতি হইয়া পরে 'গো' ও 'অম্' এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন 'গাম্' শব্দ ও তাহার অর্থ 'গলকম্বলাদবিশিষ্ট কোন জন্তুকে' এইরূপ উপলব্ধি হইবে। আ=বৈপরীত্য, নী=লইয়া যাওয়া; লোট্-হি=অনুজ্ঞা, প্রকাশ করা, এই তিনের (উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়) যোগে উৎপন্ন 'আনয়' শব্দ দ্বারা লইয়া যাওয়ার বিপরীত ভাব অর্থাৎ আনয়ন করা সম্বন্ধীয় আজ্ঞা প্রকাশ করা হইতেছে, এইরূপ অর্থের বোধ হইবে। অধিকন্তু মধ্যম পুরুষীয় প্রত্যয় 'হি' ব্যবহৃত হওয়ায় 'ত্বং' তুমি আনয়ন কর এই পর্য্যন্ত অর্থ প্রকাশ করিবে। এক্ষণে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে 'গামানয়' এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইলে উক্ত প্রকারে তদন্তর্ভূত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বা শব্দের প্রত্যেকগত অর্থের সহিত তদীয় স্থূলার্থ 'ত্বং গাং আনয়' তুমি গলকম্বলাদি বিশিষ্ট কোন জন্তু অর্থাৎ গোরুকে আনয়ন কর, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। ব্যাকরণানভিজ্ঞ স্থূলদর্শী ব্যক্তি বা অশ্রুতপূর্ব্বশব্দ বালক সম্বন্ধে উক্ত 'গামানয়' শব্দের ভিন্নাকারে শব্দবোধ হইতে পারে, যথা—স্থূলদর্শী ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞের মুখে এবং বালক কোন বয়োবৃদ্ধের মুখে 'গামানয়' শব্দ শুনিবার পর যদি ঐ কথানুসারেই দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে তদ্দণ্ডেই একটী গোরু আনিতে দেখে এবং এইরূপ পর পর বহুবার দেখিতে পায়, তাহা হইলে কালে যদি কেহ উহাদের উপরই লক্ষ্য করিয়া 'গামানয়' এইরূপ উক্তি করে, তবে উহারাও যে তখন একটী গোরু লইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ইহাও একটী ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি। কৃদন্ত—'পাচক' (পচ-ণক) শব্দ দ্বারা প্রথমে পচ=পাক করা বা পাকক্রিয়া; পরে ঐ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণক প্রত্যয় হওয়াতে তদীয় (পাকক্রিয়া) আশ্রয় অর্থাৎ কর্ত্তা উপলব্ধি হইতেছে; অতএব ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন 'পাচক' শব্দে পাকক্রিয়াবান্ পুরুষকে বুঝাইবে। এইরূপ কর্ম্ম প্রভৃতি কোন বাচ্যে প্রত্যয় করিলেও তৎপ্রত্যয়ান্তপদ তদাশ্রিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সমাস—'নীলঘটঃ' (নীলঃ নীলাভিন্নঃ নীলগুণবিশিষ্ট ইতি ঘটঃ) নীলঘট বলিলে ঐ ঘট বা ঘটীয় যাবতীয় পরমাণুই নীলগুণযুক্ত

বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেননা শুক্লাদিগুণ, গুণ ও গুণী এই উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, বিশেষতঃ এখানে নীল ও ঘট এই দুই বিশেষ্য ও বিশেষণ কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ শাব্দবোধ হইতেছে; ফল যেখানেই কর্ম্মধারয় সমাস হইবে তথায়ই বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের অভিন্নতা বা একাধিকরণ-বৃত্তিত্ব বুঝাইবে। আর যেখানে ঐ উভয়ের একাধিকরণবৃত্তিত্ব বা অভিন্নতা না বুঝাইবে তথায় সমাস হইবে না; যেমন 'নীলেন ঘটঃ' নীলবর্ণ দ্বারা চিহ্নিত ঘট; এখানে ঘটটী নীলবর্ণ দ্বারা চিত্রিত কেবল এইমাত্র উপলব্ধি হইবে অর্থাৎ এই ঘটের বহির্ভাগ ভিন্ন উহার অভ্যন্তরাংশে কিছুমাত্র নীলবর্ণের সংস্রব নাই বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক সমাস সম্বন্ধেই অবস্থা বুঝিয়া তৎতৎ সমাসান্ত পদের শব্দগ্রহ করিতে হইবে। তদ্ধিত—'পাঞ্চালঃ' (পঞ্চালানাং রাজা অপত্যং বা পঞ্চাল-অণ্) পাঞ্চাল এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইলে প্রথমতঃ পঞ্চাল দেশ বা তদ্দেশবাসী বুঝায়, পরে অণ্ প্রত্যয়কে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের রাজা অপত্যের বোধ জন্মায়।

অভিধান।

অভিধানের অর্থ কথন বা শব্দকোষ; যদি কোন মহাকবি কোন স্থানে ব্যাকরণবিরুদ্ধ কোন প্রয়োগ করিয়া যান বা কোন কোষকার স্বীয় সংগ্রহে ঐরূপ শব্দ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তবে তাহা হইতেও শব্দ-গ্রহ হইয়া থাকে; যথা—'অস' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির ণল্ প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণমতে অস ধাতু স্থানে 'ভূ' আদেশ হইয়া 'বভূব' এইরূপ পদ হয় এবং ইহা সর্ব্ব বৈয়াকরণসম্মত; কিন্তু মহাকবি কালিদাস "তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী" রঘুর এই শ্লোকে অস+অ (ণল্) = আস, এইরূপ প্রয়োগ করিয়া যাওয়ায় উহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইলেও অভিধান অর্থাৎ মহাকবির কথন হেতুক উহা হইতেও শব্দগ্রহ হইবে। কেননা কথিত আছে যে—অভিধানই কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতির প্রকৃত ব্যবস্থাপক; লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাকরণাদির অনুশাসন কেবলমাত্র অনভিজ্ঞদিগের জ্ঞানের প্রথম পথ প্রদর্শক।

"কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম।
লক্ষণন্তনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্॥" (প্রাঞ্চ)

উপমান।

উপমান দ্বারাও শাব্দবোধ হইয়া থাকে; যেমন, যে ব্যক্তি কোন দিন 'গবয়' নামক জন্তুকে দেখে নাই তাহাকে যদি বলা যায় যে, 'গৌরিব গবয়ঃ' গবয় নামক যে জন্তু সে অবিকল গোরুর মত, তাহা হইলে ঐ অদৃষ্টগবয়ঃ ব্যক্তি এই উক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই গবয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবে; অবশ্য ঐ ব্যক্তির গোরুসম্বন্ধীয় জ্ঞান আবশ্যক।

আপ্তবাক্য।

আপ্ত অর্থাৎ যিনি জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন বলিয়া লোকের নিকট বিশ্বস্ত, তাঁহার কথা দ্বারাও শব্দের যথার্থ শক্তি নিরূপিত হইতে পারে; যেমন যদি কোন ভ্রমপ্রমাদরহিত লোক বলেন যে, 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বিষ প্রয়োগ করিলে বিষাক্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে যদিও আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে এক বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় বিষক্রিয়ায় ফলে রোগীর দেহ অবসানপ্রায়, এমতাবস্থায় পুনরায় তাহার উপর বিষপ্রযুক্ত হইলে কিরূপে তাহার দেহ-রক্ষা হইবে? তথাপি উক্ত অভ্রান্ত ব্যক্তির কথার উপর এতই বিশ্বাস যে, এই অসম্ভবনীয় বিষয়কেই সম্পূর্ণ সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হইবে।

লৌকিকশব্দ।

লৌকিক অর্থাৎ যাহা কোন বেদপুরাণাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই, কেবলমাত্র দেশীয় লোকে আপন আপনঃ কার্য্যসৌকর্য্যার্থে স্বীয় স্বীয় দেশে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, উহা দ্বারাও শব্দার্থের অবগতি হইতে পারে; যেমন বাঙ্গালায় গাছ, মাছ, খড়, কুটা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও উহা দ্বারা এক একটী পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে যে, বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যার্থভেদে শব্দের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে 'গামানয়' প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বাচ্যার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে; এক্ষণে লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণা দ্বারা এবং ব্যঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জনা দ্বারা যেরূপে শক্তির নিরূপিত হয়, যথা ক্রমে তাহার বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে;—

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥" (সাহিত্যদ° ২।২০)

লক্ষণা, যথা—

"মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৩)

"কলিঙ্গঃ সাহসিক" ইত্যাদৌ কলিঙ্গাদি শব্দো দেশ-বিশেষাদিরূপে স্বার্থে অসম্ভবন্ যয়া শব্দস্য শক্ত্যা স্বসংযুক্তান্ পুরুষাদীন্ প্রত্যায়য়তি যয়া চ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদৌ গঙ্গাদি শব্দো জলময়াদিরূপার্থবাচকত্বাৎ প্রকৃতে ঽসম্ভবন্ স্বস্ব সামীপ্যাদি সম্বন্ধসম্বন্ধিনং তটাদিং বোধয়তি সা শব্দস্যার্পিতা স্বাভাবিকেতরা ঈশ্বরানুদ্ভাবিতা বা শক্তিৰ্লক্ষণা নাম।'

কোন স্থলে শব্দের প্রকৃতার্থবোধে বাধ অর্থাৎ বিঘ্ন বা অসঙ্গত বোধ হইলে প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজন হেতুক যাহা দ্বারা শব্দের অর্থান্তরের প্রতীতি হয়, সেই অর্পিতা অর্থাৎ স্বাভাবিকেতরা বা ঈশ্বরানুদ্ভাবিতা শক্তিই শব্দের লক্ষণা শক্তি; যেমন,

"কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ" কলিঙ্গ সাহসী একথা বলিলে কলিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ কলিঙ্গদেশ ধরিলে উহা হইতে কোনরূপ অর্থ বোধ করা নিতান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে; কেন না চেতনধর্ম্ম সাহসিকতা অচেতন দেশাদিতে কখনই সম্ভব হয় না, অতএব প্রসিদ্ধি হেতুক লক্ষণা শক্তি দ্বারা কলিঙ্গ শব্দে তদ্দেশসংযুক্ত পুরুষাদির প্রতীতি হইয়া 'কলিঙ্গবাসী সাহসী' এইরূপ অন্য অর্থ প্রকাশ করিবে। আবার "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ঘোষ গঙ্গায় বাস করিতেছে ইত্যাদি স্থলে গঙ্গারূপ জলময় স্থানে বাস করা অসম্ভব বিবেচনায় শৈত্য সংস্রব বা পাবনস্বরূপ প্রয়োজন হেতুক লক্ষণা শক্তি দ্বারা গঙ্গাশব্দে তদীয় তটকে বুঝাইয়া 'ঘোষ শৈত্যসংস্রব বা পাবন নিমিত্ত গঙ্গাতটে বাস করিতেছে' এরূপ ভিন্নার্থের উপলব্ধি হইবে।

উক্ত লক্ষণা শক্তির জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, উপাদান-লক্ষণা, লক্ষণলক্ষণা ইত্যাদি ভেদ, তদ্‌ভেদ রূপ পরম্পরায় অশীতি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে তত্তদ্ বিবরণ বিবৃত হইল না।

ব্যঞ্জনা শক্তি যথা—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেহপরঃ।
সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥" (সাহিত্যদ° ২।২৩)

শব্দের যে শক্তি দ্বারা তদীয় বাচ্যার্থের বোধ জন্মাইয়া পরে তাহা হইতে যদি অপর কোন অর্থাদির উপলব্ধি হয়, তবে তাহাকে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলে। ইহা অভিধামূলক ও লক্ষণামূলক ভেদে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে অভিধামূলক ব্যঞ্জনা শক্তির বিষয় আপাততঃ বলা যাইতেছে; যথা—

"অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে।
একত্রার্থেহন্যধীহেতুর্ব্যঞ্জনা সাভিধাশ্রয়া॥" (সাহিত্যদ° ২।২৫)

অনেকার্থ শব্দ নিম্নোক্ত সংযোগাদি কারণ দ্বারা এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ বিধিবদ্ধ হইলেও যদি সে তাহার অন্যান্য অর্থের বোধযোগ্য হয়, তবে তাহাকে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলে। অর্থাৎ যেখানে সংযোগাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে তথায় শব্দের যাবতীয় অর্থই প্রকাশ পাইবে। নিম্নে সংযোগাদি ও তজ্জন্য বহ্বর্থ শব্দের একার্থ-বোধকতার বিষয় ক্রমশঃ উদাহরণের সহিত বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে—

সংযোগ বা সঙ্গ—"সশঙ্খচক্রো হরিঃ" এখানে শঙ্খ ও চক্রের সহিত বর্ত্তমান হরি বলাতে (হরিতে শঙ্খ ও চক্রের সংযোগ থাকায়) হরি শব্দের অন্য কোন অর্থের উপলব্ধি না হইয়া উহাদ্বারা কেবলমাত্র বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে।

বিপ্রযোগ বা বিয়োগ—"অশঙ্খচক্রো হরিঃ" এখানে শঙ্খচক্র পরিত্যক্ত হইলেও হরিশব্দে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝাইবে না।

সাহচর্য্য—"ভীমার্জ্জুনৌ" অর্জ্জুন শব্দে কার্ত্তবীর্য্যাদিকে বুঝাইলেও এখানে ভীম শব্দের সাহচর্য্যপ্রযুক্ত ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা পার্থেরই উপলব্ধি হইবে।

বিরোধিতা—"কর্ণার্জ্জুনৌ" কর্ণশব্দে শ্রোত্রাদি বুঝাইলেও অর্জ্জুনের সহিত বৈরিতাপ্রযুক্ত ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা কুন্তীপুত্রকে বুঝাইবে।

প্রয়োজন—"স্থাণুং বন্দে" শিবকে ভববন্ধন হইতে মুক্তি-নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি; এইস্থলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ প্রয়োজন হওয়ায় ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা স্থাণু শব্দে শাখাপল্লবরহিত শুষ্ক তরুকাণ্ডকে না বুঝাইয়া শিবকেই বুঝাইবে। কেননা সামান্য তরুকাণ্ডের কখনও মুক্তিদানের ক্ষমতা নাই।

প্রকরণ বা প্রস্তাব—প্রস্তাবানুসারেও বহ্বর্থ শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, নাটকাদিতে রাজা প্রভৃতির প্রতি বলা হইয়া থাকে, "সর্ব্বং জানাতি দেব" আপনি সমস্ত জানিতেছেন; এখানে প্রস্তাবানুসারে দেব শব্দে রাজা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে বুঝাইবে না।

চিহ্ন—"কুপিতো মকরধ্বজঃ" কোপচিহ্নযুক্ত মকরধ্বজ বলিলে, মকরধ্বজ শব্দে কামদেবকেই বুঝাইবে; কেননা চেতন ধর্ম্ম কোপ অচেতন সমুদ্রার্থক মকরধ্বজে সম্ভব হয় না।

সন্নিধি—শব্দান্তরের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত অনেকার্থ শব্দের মাত্র একার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন—"দেবঃ পুরারিঃ" পুরারি শিব, এখানে পুরারি শব্দের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত দেব শব্দে শিব ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে বুঝাইবে না; কেননা শিবই পুরাসুরের শত্রু বা হন্তারক।

সামর্থ্য—"মধুনা মত্তঃ পিকঃ" বসন্তকর্তৃক অর্থাৎ বসন্তকালে কোকিল মত্ত হয়; কোকিলকে মত্ত করিবার ক্ষমতা এক বসন্তকালেরই আছে বলিয়া এখানে মধু শব্দে মদ্যাদিকে না বুঝাইয়া কেবল বসন্তকালকেই বুঝাইতেছে।

ঔচিত্য—"যাতু বো দয়িতামুখম্" তোমাদের দয়িতাভিমুখে গমন করুক; এখানে গমন করিতে হইলে দয়িতাদিগের মুখের উপর গমন করা উচিত বা সম্ভব হয় না; সুতরাং মুখশব্দের অভিমুখার্থ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

দেশ—দেশ অর্থাৎ স্থানের নির্দ্দিষ্টতাপ্রযুক্ত শব্দের একার্থতার উপলব্ধি হয়; যেমন, "বিভাতি গগনে চন্দ্রঃ" আকাশে চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে; এখানে আকাশ চন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া চন্দ্রশব্দে কর্পূরাদিকে না বুঝাইয়া সুধাংশুকে বুঝাইবে।

কাল—কালানুসারেও অনেকার্থ শব্দের মাত্র একার্থের বোধ হয়; যেমন, "নিশি চিত্রভানুঃ" রাত্রিতে বহ্নি দীপ্তি

পাইতেছে; চিত্রভানু শব্দে সূর্য্যকে বুঝাইলেও রাত্রিকালে তদীয় দর্শনাসম্ভব প্রযুক্ত এস্থলে উহাদ্বারা বহ্নিরই উপলব্ধি হইতেছে।

ব্যক্তি বা পুংস্ত্বাদি—কোন কোন অনেকার্থ শব্দ পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করে; যেমন, রথাঙ্গ শব্দ নপুংসক লিঙ্গে চক্র অর্থই ব্যক্ত করে; চক্রবাকাদি অর্থে উহার ব্যবহার হয় না।

স্বর—উচ্চারণের তারতম্যানুসারেও ভিন্ন ভিন্নরূপে শব্দার্থের প্রতীতি হয়। বেদে উক্ত আছে, "ইন্দ্র শত্রু র্বিবর্দ্ধস্ব"; এস্থলে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বহুব্রীহি সমাসান্তের ন্যায় উচ্চারণ করিলে ইন্দ্র বিবর্দ্ধিত হউন এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু ঐ শব্দই আবার তৎপুরুষ সমাসান্তের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তদীয় শত্রু বৃত্র বিবর্দ্ধিত হউক এই অর্থের অভিব্যক্তি হয়। এতদ্ভিন্ন সচরাচর ভাষাতেও কাকু অর্থাৎ স্বরবিকৃতি দ্বারা সহজ শব্দের অর্থ বৈলক্ষণ্য ঘটে; যেমন, কোন যুবতী স্বীয় সখীর নিকট বলিতেছেন যে, 'সখি! প্রিয়তম পতি পরাধীনতাপ্রযুক্ত কার্য্যব্যপদেশে দূরদেশে গমন করিয়াছেন; কিন্তু এই অলিকুলগুঞ্জিত কোকিলকূজিত বসন্ত সময়ে তিনি আসিবেন না?' এস্থলে 'তিনি আসিবেন না' এই সহজ উক্তি, জিজ্ঞাসাচ্ছলে উচ্চারিত হওয়ায় উহা দ্বারা তাহার আসা হইবে না এরূপ অর্থের অভিব্যক্তি না হইয়া তদ্বিপরীতার্থের বিকাশ করিতেছে যে, যদিও তিনি কার্য্যানুরোধে বিদেশে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও কি এই বসন্ত সময়ে একবার আসিবেন না? অর্থাৎ অবশ্যই আসিবেন।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি প্রভৃতি দ্বারাও বাক্য বা শব্দ সমূহের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। [বাক্য ও মহাবাক্য শব্দ দেখ।]

শব্দশাস্ত্র (ক্লী) যে শাস্ত্র অধ্যয়নে শব্দসমূহের জ্ঞান জন্মে, ব্যাকরণাদি।

শব্দশেষ (ত্রি) শব্দের শেষাংশ।

শব্দশ্লেষ (পুং) অলঙ্কার বিশেষ। ইহাতে একটী শব্দ দ্বারা শ্লেষোক্ত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Punning বলে।

শব্দসংজ্ঞা (স্ত্রী) শব্দের একপর্য্যায়ক নাম। (পা ১।১।৬৮)

শব্দসম্ভব (ত্রি) শব্দানাং সম্ভবঃ উৎপত্তির্যস্মাৎ। ১ যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, নভঃপ্রদেশ। বায়ুমণ্ডল। (পুং) ২ শব্দের উৎপত্তি বা অভ্যুত্থান।

শব্দসাধন (ত্রি) লক্ষ্য সম্বন্ধে শব্দই যাহার কারণ। (ভারত ৩।২২।৬) 'শব্দসাধনৈঃ শব্দ এব সাধনং লক্ষ্য সম্বন্ধে কারণং যেষাং তৈঃ।' (নীলকণ্ঠ)

শব্দসাহ (ত্রি) ১ শব্দবেধি। ২ শব্দবাধানিবারক। (ভারত ৩।২২।৫) 'শব্দ এব সাহো লক্ষ্যং যত্র তং তথা শব্দবেধি, শব্দে অস্ত্রং উপারমন্নাপতদিত্যর্থঃ। শব্দসাহংশব্দ বাধানিবারকং বা।' (নীলকণ্ঠ)

শব্দসিদ্ধি (স্ত্রী) শব্দের পূর্ণব্যবহার। ২ কাব্যকল্পলতাবৃত্তি-পরিমল নামক গ্রন্থের একাংশ।

শব্দস্ফোট (পুং) বাক্যস্ফোট। বহ্বাড়ম্বর।

শব্দস্মৃতি (স্ত্রী) শব্দের স্মরণ।

শব্দহীন (ক্লী) ১ শব্দজ্ঞানশূন্য। ২ শব্দশাস্ত্রবর্জ্জিত বাক্য। "শব্দশাস্ত্রহতং বাক্যং শব্দহীনং প্রকীর্ত্ত্যতে।" (প্রতাপরুদ্র)

শব্দাকর (পুং) শব্দানাং আকরঃ। শব্দের মূল বা প্রকৃতি, শব্দসমূহের উৎপত্তিস্থান।

শব্দাক্ষর (ক্লী) ১ শব্দ ও অক্ষর। ২ শব্দজ্ঞাপক অক্ষর। ৩ ওম্ শব্দ।

শব্দাখ্যেয় (ত্রি) শব্দ দ্বারা কথনের উপযুক্ত।

শব্দাড়ম্বর (পুং) বাগাড়ম্বর।

শব্দাঢ্য (ক্লী) শ্রেষ্ঠ কাংস্য ধাতু, ভাল কাঁসা।

শব্দাতিগ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১০)

শব্দাতীত (ত্রি) যিনি শব্দের অতীত, যাঁহাতে শব্দাদি গুণ নাই বা শব্দ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, ব্রহ্ম পদার্থ।

শব্দাধিষ্ঠান (ক্লী) শব্দস্য অধিষ্ঠানং আশ্রয়স্থানম্। কর্ণ। (হেম)

শব্দানুকরণ (ক্লী) শব্দের অনুকরণ, শব্দ নকল করা। যেমন অনেক লোকে পশুপক্ষ্যাদির শব্দের অনুকরণ বা নকল অর্থাৎ অবিকল তৎপ্রতিরূপক শব্দ অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারে।

শব্দানুকৃতি (স্ত্রী) শব্দানুকরণ।

শব্দানুশাসন (ক্লী) শব্দস্য অনুশাসনং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিনা ব্যুৎপাদনং যত্র। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র।

শব্দানুস্মৃষ্টি (স্ত্রী) শব্দানুশাসন।

শব্দাভিবহ (ত্রি) শব্দবাহী, শব্দবহনকারী শিরা প্রভৃতি। (সুশ্রুত)

শব্দায়মান (ত্রি) শব্দিত, শব্দবিশিষ্ট, যে শব্দ করিতেছে।

শব্দার্থ (পুং) ১ শব্দের অর্থ অর্থাৎ অভিধেয় বা বাচ্য। ২ শব্দ এবং অর্থ। (পা ২।২।৩১)

শব্দালঙ্কার (পুং) শব্দ মাত্র কৃত অলঙ্কার, কেবল শব্দ বা বর্ণ বিন্যাস দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য্যবিস্তার। যেমন, পুনরুক্তবদাভাস, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার।

শব্দিত (ত্রি) ধ্বনিত, কৃতশব্দ, আহূত।

শব্দিন্ (ত্রি) শব্দবিশিষ্ট।

শব্দেন্দ্রিয় (ক্লী) শ্রোত্র, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ সকল গৃহীত হয়। (সুশ্রুত)

শম, দিবা° পরস্মৈ° সেট্। উপশম, শান্তভাব, নিবৃত্তি। লট্

শাম্যতি। লিট্ শশাম, শশমতুঃ। লুট্ শমিতা। লৃট্ শামম্যতি। লুঙ্ অশমৎ, অশমতাং, অশমন্। সন্ শিশমিষতি। যঙ্ শংশম্যতে, শংশন্তি। নিচ্ শময়তি। অশীশমৎ। কর্ম্মণি শম্যতে, শময়িতা, শমিতা, শামিতা, শময়িষ্যতে, শমিষ্যতে, শামিষ্যতে। (পা ৬।৪।৯২) অশমি, অশামি। অশময়িষত, অশমিষত। ক্ত শমিত, শান্ত। চুরা° আত্মনে° অক° সেট্। আলোচনা। (বোপদেব) শাময়তে, শাময়তি। উপ—নিবৃত্তি, বিনাশ। নি—শ্রবণ, দর্শন।

"দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্।" (রঘু ৪।২)

"নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম।" (দেবীমাহাত্ম্য)

'নিশম্য' ও 'নিশাময়' এই উভয় স্থলেই 'নি-শম' ধাতু শ্রবণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শম (পুং) শম্যত ইতি শম-ঘঞ্। (হলশ্চ পা ৩।৩।১২১) ১ শান্তি। (অমর) ২ মোক্ষ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৩ পাণি, হস্ত। (রামাশ্রম) ৪ উপচার। (রাজনি°) ৫ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। (বেদান্তসার) ৬ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ। (ভাগবত ৭।৩২।৩৩) ৭ সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি। (গীতা ৬।৩) ৮ শান্তরসের স্থায়িভাব।

"শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ।"(সাহিত্যদ°৩।২৩৮)

৯ নিবৃত্তি। (রাজতর° ২।৫৬) ১০ মনঃসংযম। ১১ ক্ষমা। ১২ তিরস্কার।

শমক (ত্রি) শাময়তীতি শম-ণিচ্-ণ্বুল্ নোদাত্তোপদেশস্তেতি ন দীর্ঘঃ। (পা ৭।৩।৩৪) শান্তিকারক।

শমকৃৎ (ত্রি) শমক, প্রশমকারী।

শমগির্ (স্ত্রী) শান্তিকথা, প্রশমোক্তি, যে বাক্য শুনিলে অন্তরে শান্তভাবের উদয় হয়।

শমঠ (পুং) শম-অঠ বাহুলকাৎ (জৃশমোরপ্যঠঃ। উণ্ ১।১০°) মহাভারতোক্ত জনৈক ব্রাহ্মণভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব) ২ শাকবিশেষ। ৩ তৃণভেদ, তুঁৎবিশেষ।

শমতা (স্ত্রী) শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি।

শমথ (পুং) শম-অথ বাহুলকাৎ (দৃশমিদমিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১১৪) ১ শান্তি। (অমর) ২ মন্ত্রী। (মেদনী)

শমন (ক্লী) শম-ল্যুট্। ১ যজ্ঞার্থ পশুহনন। (অমর) ২ শান্তি। ৩ মনের স্থিরতা। (মেদিনী) ৪ নিবৃত্তি। ৫ উপশম।

"বাতস্য শমনং কোপনং বা।" (পাণিনি ৫।১।৩৮ কাশিকা)

৬ চর্ব্বণ। (ধরণি) ৭ হিংসা। (হেম) ৮ প্রতিসংহার, প্রতিনিবৃত্তি, সম্বরণ। (মার্ক°পু° ৭৮।৩৩) ৯ নিবারক।

"দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলম্।" (দেবীমাহাত্ম্য)

(পুং) শময়তি পাপিনাং কর্ম্ম আলোচয়তীতি কর্ত্তরি ল্যু। ১০ যম। (অমর) ১১ মৃগভেদ। (শব্দচন্দ্র°) ১২ কষায়-ভেদ। (রাজনি°) (ক্লী) ১৩ তিরস্কার, শাপ। ১৪ আঘাত, ক্ষতি। ১৫ দমন। ১৬ অন্ন।

"পিত্তাদিভিস্ত্রিরামস্য যৎ স্যাত্তৎ শমনং মতম্।" (বৈদ্যকনি°)

(পুং) ১৭ তন্নামক কষায়বস্তি; প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুথা ও রসাঞ্জন এই সকলের কাথে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিলে সর্ব্বদোষের উপশম হয়।

"প্রিয়ঙ্গুর্ম্মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনং।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দোষাণাং শমনঃ স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°)

১৮ ধূমপানভেদ। ইহাতে রোগীর হস্তের চত্বারিংশদঙ্গুলি পরিমিত নল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা এলাইচ, তগরপাছকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারু-চিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখী (গন্ধদ্রব্য), নখী, চোচ (গন্ধদ্রব্য), গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, কোঁচথড়িকা, বালা, গুগ্‌গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরুখোটী, অগুরু, পৃক্ক (পিড়িং শাক), বেণামূল, ভদ্রদারু, কুঙ্কুম, কেশর ও পুন্নাগ, এই সকল দ্রব্যের সমস্তগুলি অথবা যাহা পাওয়া যায়, সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া ধূমপানবিধি অনুসারে উহাদের ধূমগ্রহণ করিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশ মতে নল প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ,—নল তিন খণ্ড ও তিনপর্ব্বযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই নল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল এবং ইহার অভ্যন্তরের ছিদ্র রাজমাষের ন্যায় ও নলের দীর্ঘতা রোগীর ৪০ অঙ্গুলি হইবে। এইরূপ নল দ্বারা শমন-ধূমপান করিতে হয়।

(ত্রি) ১৯ সম, উদ্ধত ও বিষম বাতপিত্তাদি, দোষসমূহের শমতাসম্পাদক। (বা°ভট) ২০ অরুণ। (স্ত্রী) শমনী। ২১ রাত্রি। ২২ কষায়ভেদ। যে সকল কষায় অর্থাৎ কাথাদি-দ্বারা বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম ব্যতিরেকেও বাতাদিদোষের উপশম হয়, তাহা শমনী বলিয়া খ্যাত।

"যেন বমনাদিভির্বিনৈব বাতাদয়ঃ শান্তিং যান্তি।" (চক্রদত্ত)

২৩ বস্তিভেদ, শমননামক নিরূহবস্তি।

প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুস্তক ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে শমন-বস্তি কহে।

দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ একটী শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া উহার গাত্রের চারিদিকে ৮ অঙ্গুল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ২ তোলা এলাদি-গণের কল্ক লেপন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। উত্তম-রূপ শুষ্ক হইলে শরকাণ্ডটী ধীরে ধীরে অপনীত করিতে হয়, পরে ঐ কল্কবর্ত্তি স্নেহাক্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ অঙ্গারের অগ্নি দ্বারা জ্বালাইবে, পরে নলের অপর ভাগ প্রথমে মুখে দিয়া ধূম গ্রহণ ও মুখ দ্বারা তাহা নির্গত করিবে, পরে নাসিকা

দ্বারা ধূম গ্রহণ করিয়া সেই ধূম মুখ দিয়া নির্গত করিতে হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

শমনস্বসৃ (স্ত্রী ; শমনস্ত যমস্ত স্বসা। যমুনা। (অমর)

শমনী (স্ত্রী) শময়তি নৃণাং ব্যাপারান্ শম-ল্যু, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ রাত্রি। শাম্যতে হনেন ইত্যর্থে করণে ল্যুট্-ঙীষ্। শান্তিকারয়িত্রী। (ভাগবত ৩।২৪।১৯) [শমন দেখ।]

শমনীয় (ত্রি) শম-অনীয়র্। শমনযোগ্য, শমনার্হ।

শমনীষদ্ (পুং) শমন্তাং রাত্র্যাং সীদন্তি সদ্-অচ্-ষত্বং। নিশাচর, রাক্ষস। (ত্রিকা°)

শময়িতৃ (ত্রি) শম-ণিচ্-তৃচ্। শমনকারক, শান্তিকারক, নিবারক, দমনকারক, বিনাশক।

শমল (ক্লী) শম (শাকশম্যোর্ণিৎ। উণ্ ১।১১১) ইতি কল। ১ বিষ্ঠা। (অমর) ২ পাপ। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

"উচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্কং" (ভাগবত ২।৭।৩)

শমবৎ (ত্রি) শম-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। শমগুণবিশিষ্ট।

শমশম (ত্রি) ১ সুখশান্তিবিশিষ্ট। ২ শিবের নামান্তর। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

শমান্তক (পুং) শমস্ত শান্তেরন্তকঃ। কামদেব। (ত্রিকা°)

শমালা (স্ত্রী) রাজদত্ত ব্রাহ্মণশাসনভেদ। (রাজতর° ৭।১৫৯)

শমি (স্ত্রী) ১ শিম্বী, শিম। (হেম) ২ অন্ধকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৩ উশীনরের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।২১) ৪ যজ্ঞ বা যজ্ঞরূপ কর্ম্ম। (ঋক্ ৩.৫০।৩) ৫ শমীবৃক্ষ। [শমী দেখ।]

শমিক (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১০৪)

শমিত (ত্রি) শম-ক্ত। শান্ত। (অমর)

শমিতৃ (ত্রি) শম-তৃচ্। নিবারক, শান্তিকারক।

শমিন্ (ত্রি) শমো বিদ্যতে হস্ত শম-ইন্। শান্ত, শমগুণবিশিষ্ট।

শমির (পুং) শমীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শমিরোহ (পুং) শিব। (ত্রিকা°)

শমিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন শমঃ। দুই বা বহুর মধ্যে অতিশয় শান্ত।

শমিষ্ঠল (ক্লী) স্থানভেদ।

শমী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত সকণ্টক বৃক্ষ। চলিত শাঁই গাছ। হিন্দী ছিকুর, মহারাষ্ট্র শমী, খৈরী ; কলিঙ্গ বণি, কাবন্নি; উৎকল শুমী। সংস্কৃত পর্য্যায়—শক্তফলা, শিবা, শক্তুফলী, শান্তা, তুঙ্গা, কচরিপুফলা, কেশমথনী, ঈশানী, লক্ষ্মী, তপনতনয়া, ইষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতদমনী, শক্তুফলিকা, সমুদ্রা, মঙ্গল্যা, সুরভি, পাপশমনী, ভদ্রা, শঙ্করী, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা। ইহা লঘু ও মহদ্ ভেদে দ্বিবিধ।

শাঁইকাঁটাগাছ (Acacia Suma) ক্ষুদ্রাকৃতি। বাঙ্গালা ও বেহারের সর্ব্বত্র, প্রায়োদ্বীপের পশ্চিমাংশ আবা (ব্রহ্ম) এবং সিংহলে পর্য্যাপ্ত জন্মে। ইহার কাষ্ঠ অনেকটা খদির কাষ্ঠের মত, কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট। ইহার ডাল হইতে খদিরের ন্যায় একপ্রকার আঠাবৎ নির্য্যাস পাওয়া যায়। এই জাতীয় লালবর্ণ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষগুলি অগ্নিগর্ভা নামে বিদিত।

অন্য একপ্রকার শমী বা শাঁইকাটা গাছ (Prosopis spicigera) মধ্যমাকৃতি হয়। ইহার ডালগুলি সকণ্টক। পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, গুজরাত, বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যের প্রান্তরভূমির যে স্থানের মাটী জলহীন ও কঠিন সেই স্থানে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বীজ অথবা ডাল কাটিয়া পুতিয়া দিলে সহজেই গাছ হয়, গাছগুলির শিকড় অতিশয় লম্বা হইয়া থাকে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পারী নগরীর সুবিখ্যাত প্রদর্শনীতে এই জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের ৮৬ ফিট্ লম্বা শিকড় দেখান হইয়াছিল। উহা ঠিক সমান ভাবে ৬৪ ফিট্ মাটী ভেদ করে।

গাছের গুড়ির ছালে আঘাত করিলে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল কাটিয়া দিলে সেই সেই স্থান হইতে একপ্রকার আটা নির্গত হয়। Pharmacographia Indica-গ্রন্থরচয়িতা রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা ইহাকে মেক্সিকোর Mozquite gum নামক দ্রব্যের সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

ইহার ছাল চামড়া পরিষ্কার ও রঙ্ করণে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিম পঞ্জাবের স্থানে স্থানে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষের ত্বকে কীটবিশেষ দ্বারা বড় বড় স্পঞ্জের ন্যায় একপ্রকার গাঁটুলী উৎপন্ন হয়। উহা বাজারে 'খর্নার হিন্দি' নামে পরিচিত। উহা সঙ্কোচন গুণবিশিষ্ট। বৃক্ষের ত্বক্ বাটিয়া বাতব্যাধিপীড়িত গ্রন্থিতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

ইহার শিমের বীজ পাকিলে সকলেই খায়। কাচা গুলি ঘৃত, পিয়াজ ও লবণ যোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রুটীর সহিত দরিদ্র লোকে ভক্ষণ করে, কখন কখন উহাতে দধি মিশাইয়া খাইতে দেখা যায়। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতনার দুর্ভিক্ষে ইহার কাচা ছাল এবং শুষ্কছালের চূর্ণ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া লোকে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। গাছের পত্র সমেত ক্ষুদ্র ডাল এবং শিম উষ্ট্র, গো মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পালিত পশুর প্রধান খাদ্য। দেরাইস্মাইল খাঁ ও সিন্ধুনদের পশ্চিম পারস্থিত দেশসমূহে শীতকালে তৃণাদি না পাওয়ায় ইহার শুষ্ক পত্রই সাধারণতঃ পালিত পশুর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার এক কিউবিক ফুট কাষ্ঠের ওজন ৫৮ পাউণ্ড, ইহাতে শকট ও গৃহের আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার জ্বলনশক্তি অধিক

বলিয়া অনেকেই আলানীকাষ্ঠ রূপে শমীকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রাণ্ডিস সাহেব বলেন, ১৩৭৪ পাউণ্ড শমীকাষ্ঠ, ১৩৮৮ পাউণ্ড বাটলাকাষ্ঠ ও ১৩২৭ পাউণ্ড তেঁতুল কাষ্ঠ একই সময়ে সমপরিমাণ জল জাল দিতে লাগে।

পঞ্জাববাসী সাধুদিগের সমাধিস্থলে শমীগাছ পুতিয়া দেয়। রাজপুতনায় বৎসরের এক সময়ে রাজা, মহারাজ, সামন্ত ঠাকুর ও প্রজাবর্গ মহাসমারোহে শমী বৃক্ষ পূজার্থ গমন করিয়া থাকেন। তথায় পূজার জন্য একটী স্বতন্ত্র শমীবৃক্ষ নির্দিষ্ট থাকে। হিন্দু-মাত্রেই শমীবৃক্ষকে সম্মানের চক্ষে দেখে। ব্রতরাজ নামক ব্রত-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে, আশ্বিন শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে শমীপূজা করিতে হয়। বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবেরা শমীবৃক্ষে অস্ত্রাদি রাখিয়া যান। অস্ত্রগুলি সর্প রূপে সেই বৃক্ষে ছিল। সাধারণের বিশ্বাস শমী ভগবতীরূপে কীর্ত্তিত। শমীকাষ্ঠ সমিধ্‌রূপে এবং পত্র গণপতিপূজায় ব্যবহৃত হয়। গণেশপুরাণে শমীমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—রুক্ষ, কষায়, রক্ত, পিত্ত ও অতি-সারনাশক। ফলগুণ—গুরু,স্বাদু, উষ্ণ ও কেশনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—তিক্ত, কটু, শীতল, কষায়, রেচক, লঘু, কম্প, কাস, শ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শ ও কৃমিনাশক। (ভাবপ্র°) ইহার কাষ্ঠ অতি দৃঢ় ও কঠিন। প্রাচীনদিগের বিশ্বাস ইহার শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি গুপ্তভাবে নিহিত আছে। (মনু ৮।২৪৭, রঘু ৩।৯) বৈদিকযুগে শমীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যানও প্রচলিত আছে যে, পুরূরবা অশ্বত্থ ও শমীবৃক্ষের শাখা ঘর্ষণ করিয়া জগতে সর্ব্ব প্রথমে অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

২ শিম্ব, চলিত ছিমড়া, বা ছিম। ৩ সোমরাজী, বাগুজি। (মেদিনী) ৪ কর্ম্ম।

"ঈজে যজ্ঞেভিঃ শশমে শমীভিঃ" (ঋক্ ৬।২।২)

'শমীভিঃ কর্ম্মভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ' (সায়ণ)

শমী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাধনপুর সামন্ত-রাজ্যের একটি নগর। সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৪১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৫´ পূঃ।

শমীক (পুং) মুনি বিশেষ। (ভাগবত ১।১৮ অ°)

শমীকুণ (পুং) শমী-কুণ পাকার্থে (পা ৫।২।২৪) পক্বশমীফল।

শমীগর্ভ (পুং) শম্যা গর্ভঃ। ১ ব্রাহ্মণ। ২ অগ্নি। (হেম)

শমীজাত (ত্রি) শমীগর্ভ। (হরিবংশ)

শমীধান্য (ক্লী) শমী যজ্ঞাদিকর্ম্ম, তদর্থং ধান্যং। শিম্বী ধান্য, মাষাদি। মুদ্গ, রাজমাষ,তিল ও কুলত্থ প্রভৃতিকে শমীধান্য কহে। পর্য্যায়—শমীজ, শিম্বিজ, শিম্বাতর, সূপ্য, বৈদল। গুণ—মধুর, রুক্ষ, কষায় রস, কটুপাকী, বাতবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক, মলমূত্র-বদ্ধকারক, এবং শৈত্যগুণবিশিষ্ট। শমী ধান্যের মধ্যে মুদ্গ ও মসুর কিঞ্চিন্মাত্র আধ্মানকারক, এতদ্ভিন্ন আর আর প্রায় গুলিই অত্যধিক পরিমাণে আধ্মান জন্মায়। (ভাবপ্রকাশ)

রাজবল্লভ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে সম্বৎসরা-তীত শমীধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। তদূর্দ্ধকাল প্রাপ্ত হইলে উহারা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বাতবর্দ্ধক ও রুক্ষ এবং অভিনবগুলি প্রায়ই গুরু হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে যব, গোধূম, মাষ ও তিল অভিনবই প্রশস্ত; উহারা যতই পুরাণ হইতে থাকে, ততই বিরস, রুক্ষ ও গুণভ্রষ্ট হয়। বিভিন্ন ঋতুজ, ব্যাধিবিপন্ন, অসম্যক্-পরিতুষ্ট, অনাকর্ষিত বা মৃত্তিকা ভিন্ন অর্থাৎ পোড়ামাটী প্রভৃতি কিংবা কোনরূপ কদর্য্য স্থানে জাত এবং অভিনব ধান্যাদি তাদৃশ গুণশালী হয় না।

শমীনহুষী (স্ত্রী) দ্যাবা পৃথিবী, স্বর্গমর্ত্ত্য।

"ধিয়া শমীনহুষী অস্য বোধতং।" (ঋক ১০।৯২।১২)

'শমী কর্ম্মবতী পৃথিবী শমীতি কর্ম্মনামসু পাঠাৎ নহুষী দ্যৌঃ অত্র বাজসনেয়কং দ্যৌর্নহুষীয়ং বৈ।' (সায়ণ)

শমীপত্রা[ত্রী] (স্ত্রী) শম্যাঃ পত্রাণীব পত্রাণি যস্যাঃ। লজ্জালু-লতা, চলিত লজ্জাবতী লতা।

শমীপ্রস্থ (পুং) স্থানভেদ। (পা ৬।২।৮৭)

শমীময় (ত্রি) শমীবিশিষ্ট। শমীনির্ম্মিত।

শমীর (পুং) হ্রস্বা শমী। (কুটীশমীশুণ্ডাভ্যো রঃ। পা ৫।৩।৮৮) ইতি রঃ। ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষ। (অমর)

শমীরকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ, শূয়ার আলু।

শমীবৎ (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৫।৩।১১৮)

শমীমন্দার (ক্লী) শমী ও মন্দারবৃক্ষ। পুরাকালে শমী ও মন্দার বৃক্ষের যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঋষিগণ ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। গণেশপুরাণের ক্রীড়াখণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

শমেশ্বরী (সোমেশ্বরী), ইষ্টারণ-বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশের গারোপাহাড় জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। তুরা নামক শৈলাবাসের সন্নিকটে উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া তুরা শৈলের উত্তর বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে পর্ব্বতবক্ষে প্রপাত সহকারে নিপতিত হইয়া ময়মনসিংহ জেলার সমতল ভূমিতে আসিয়াছে। পরে ধীর মন্থরগতিতে উহা সুসঙ্গ পরগণার কঙ্কনদীতে মিলিয়াছে। গারো পার্ব্বত্যদেশে শমে-শ্বরীর ন্যায় বিস্তৃত কলেবরা ও জনসমাজের উপযোগিনী নদী আর নাই। এই নদী বাহিয়া গারোপর্ব্বতের অধিত্যকা-দেশের শিজু পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ইহার ঊর্দ্ধে আর অগ্রসর

হইবার উপায় নাই। এখানে একটী দানাদার প্রস্তরের স্তর থাকায় নদীজল প্রতিহত হইয়া প্রপাতাকারে পতিত হইতেছে। ঐ প্রপাত অতিক্রম করিয়া পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া নদীবক্ষে নানাস্থানে যাওয়া যায়। এ স্থান বেলেপাথরস্তরে পূর্ণ। শমেশ্বর উপত্যকা অন্বেষণ করিয়া এই বেলেস্তরের স্থানে স্থানে কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে, নদীতীরবর্ত্তী স্থানে উৎকৃষ্ট চূণা-পাথর পাওয়া যায়। ঐ স্থানে মাঝে মাঝে চূণা-পাথরের স্তরে বৃহৎ বৃহৎ গুহা দৃষ্টিগোচর হয়। সিজুর নিকটে ঐরূপ একটী সুবৃহৎ গুহা আছে, উহার ভিতর দিয়া একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-ঝোরা প্রবাহিত। গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারাদিন হাটিলেও ঐ ঝোরার উৎপত্তি স্থানে যাওয়া যায় না।

এই নদীতে বড় বড় মহাশির বা মৌসুল মাছ পাওয়া যায়। গারোরা অতিশয় আগ্রহে ঐ মাছ ধরিয়া খায়।

শমোপ্য (স্ত্রী) সংবপন, অথবা সম্যক্ প্রকারে ভূমিতে পতন।
"আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ" (অথর্ব্ব ১।১৪।৩)
'সমোপ্যাৎ সংবপনাৎ ভূমৌ সম্পতনাৎ' (সায়ণ)

শম্পক (পুং) শাক্যভেদ।

শম্পদা (স্ত্রী) বৃদ্ধিনামক ওষধি। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্পা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। (অমর)

শম্পাক (পুং) ১ আরগ্বধ, সোঁদালবৃক্ষ; ইহার ফলের গুণ,— স্বাদুপাক, অগ্নিবলকারক, স্নিগ্ধ ও বাতপিত্তহর। (সুশ্রুত সূ°) ২ বিপাক। ৩ যাবক, অলক্তক, আলতা। (হেম) ৪ রন্ধন। ৫ হস্তিনাপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। (মহাভারত)

শম্পাত (পুং) ১ আরগ্বধবৃক্ষ, সোঁদাল গাছ। (শব্দর°) ২ অভিশম্পাত।

শম্ব, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট°। গতি, গমন। লট্ শম্বতি। লুট্ শম্বিতা। লুঙ্ অশম্বীৎ।

শম্ব (পুং) শম্-বন্ (শমেব্বন্। উণ্ ৪।৯৪) যদ্বা শমস্ত্যনেতি শং-ব। (শংকংভ্যাং বভযুস্তিতুতযসঃ পা ৫।২।১৩৮) ১ বজ্র।
"উগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন" (ঋক্ ১০।৪২।৭)
'শম্ব ইতি বজ্রনাম' (সায়ণ)

২ মুষলাগ্রস্থিত লৌহমণ্ডল, চলিত শাঁপি। (মেদিনী) ৩ লৌহকাঞ্চী। (হেম) ৪ অনুলোমকর্ষণ, পুনর্ব্বার চাস দেওয়া। ('শম্বাকৃত' শব্দের টীকায় ভরত) ৫ দরিদ্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (ত্রি) ৬ ভাগ্যবান্। (রামাশ্রম)

শম্বর (ক্লী) ১ সলিল, জল। ২ ব্রত। ৩ বিত্ত। (নানার্থরত্নমালা) ৪ চিত্র। ৫ বৌদ্ধ ব্রতবিশেষ। (হেম ও বিশ্ব) ৬ মেঘ।
"অবর্দ্দর্ম্ম্যুনা শম্বরাণি" (ঋক্ ২।২৪।২)
'শম্বরাণি মেঘনামৈতৎ মেঘান্ ব্যদর্দ্দঃ বর্ষণার্থং বিদারিতবান্'।
(পুং) ৬ মৃগবিশেষ, শম্বরমৃগ। ৭ দৈত্যবিশেষ। (মেদিনী) ঋগ্বেদের ১ম ও ২য় মণ্ডলে উক্ত হইয়াছে, যৎকালে ইন্দ্র শুষ্ণ, পিপ্রু, কুয়ব ও বৃত্র এই অসুরচতুষ্টয়কে সংগ্রামে নিহত করেন, সেই সময়ে তৎকর্ত্তৃক শম্বরাসুরের পুরীও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই দুর্ঘটনার পর শম্বর ইন্দ্রভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া বহুদিন পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত থাকে এবং বহু অন্বেষণের পর ৪০ বৎসর ইন্দ্রকর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হয়।

ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে রুক্মিণীগর্ভজ সদ্যঃপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রক্ষিপ্ত এবং তথায় কোন একটী মৎস্যের উদরস্থ হন। কালক্রমে সেই মৎস্য ধৃত হইয়া ধীবর কর্ত্তৃক শম্বরাসুরকে উপহার দেওয়া হয়। সূদগণ মৎস্যোদরে দিব্যবালমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অন্যতম সূপকারিণী মায়াবতীকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করে। এই মায়াবতী কামপত্নী রতি, রুদ্রকোপদগ্ধ পতির পুনঃপ্রাপ্তি-প্রতীক্ষায় সেই রুদ্রের কথানুক্রমেই বর্ত্তমান শম্বরসদনে সূপকার্য্যে নিযুক্তা আছেন। মায়াবতী যখন সূদগণ কর্ত্তৃক মৎস্যোদরস্থ বালবৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন আবার নারদ সমীপে উহার আমূলবৃত্তান্ত অর্থাৎ স্বীয় পতি কামদেবই প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরশত্রু শম্বরের চক্রে মৎস্যোদরস্থ হইয়াছেন শুনিয়া তদীয় প্রতিপালনে সাতিশয় মনোনিবেশ করিলেন। বালক যথাকালে যৌবনপদারূঢ় হইলে একদা মায়াবতী তাঁহাকে তদীয় এবং স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও শম্বরের নিরতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয় সম্যক্‌রূপে জানাইয়া বলিলেন যে এরূপ পরম দুরাচার দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে কখনই ক্ষণকালের জন্য জগতে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমার নিকট সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মায়াবিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অচিরাৎ শম্বরের বধোপায় চিন্তা কর।

মায়াবতীর প্ররোচনায় যুবক তদনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সহসা শম্বর সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করায় সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদুপরি গদা নিক্ষেপ করিল, এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল; পরে ঐ যুবক এক শাণিত অসি উত্তোলনপূর্ব্বক কিরীট ও কুণ্ডলের সহিত শম্বরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। (ভাগবত ১০।৫৫)

৮ মৎস্যবিশেষ। ৯ শৈববিশেষ। ১০ জিনভেদ। (বিশ্ব) ১১ যুদ্ধ। ১২ শ্রেষ্ঠ। (ধরণি) ১৩ চিত্রক বৃক্ষ। ১৪ লোধ। ১৫ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ১৬ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ১৭ পর্ব্বতভেদ।

শম্বর (শম্ভর), রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সুবৃহৎ হ্রদ। জয়পুর ও যোধপুর রাজাদ্বয়ের সীমা মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫২´ হইতে ২৭° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৭´ হইতে ৭৫° ১৬´ পূঃ

মধ্য। আজমীঢ় রাজ্য হইতে ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যেখানে আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর উত্তরদিগ্‌বাহিনী শাখা গুলি আপনাপনি নিমজ্জিত হইয়া একটী সুবৃহৎ অববাহিকার সৃষ্টি করিয়াছে, ঠিক্ সেই ভূগর্ভেই এই হ্রদের উৎপত্তি। এখান হইতে জল নিষ্কাশিত হইয়া যাইবার পথ নাই। সেই জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশবিধৌত অববাহিকা বাহিয়া নিম্নস্থ খাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। খাতটী গভীর না হইলেও বহুদূরব্যাপী। বর্ষা ঋতুর অব্যবহিত পরেই যখন উহা পূর্ণাবয়বে থাকে, তখন উহার পরিসর লম্বে ২০ মাইল এবং প্রস্থে ৩ হইতে ১০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তৎকালে জল পরিমাণ স্থানবিশেষে ১ হইতে ৪ ফিট্ গভীর দেখা যায়। বর্ষাপগমে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস হইতেই হ্রদের জল শুকাইতে আরম্ভ করে এবং কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শুকাইয়া হ্রদটি একবারে মরিয়া যায়। কেবল কিঞ্চিদধিক এক মাইল দৈর্ঘ্য এবং অর্দ্ধমাইল প্রস্থ স্থানে জল থাকে। হ্রদের মধ্যস্থল পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অপেক্ষা কিছু অধিক গভীর, এই জন্য এখানকার জল কখনও শুকায় না। স্থানীয় লোকে উহাকে "ধনভাণ্ডার" বলিয়া জানে। ইহারাই বিপরীত দিকে মাতা-কি দেবী নামীয় একটী পর্ব্বতশিখর দক্ষিণকূল ভেদ করিয়া হ্রদ-গর্ভের অভিমুখে মাথা বাড়াইয়াছে। এই ধনভাণ্ডার খাত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

হ্রদটীর চতুষ্পার্শ্ব চূণাপাথর ও লবণপর্ব্বত দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় ঐ স্থানের ভূমি সকল অনুর্ব্বর এবং বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য মরুস্থলী সদৃশ। ইহার মধ্যে মধ্যে পার্ম্মীয় স্তরের (Permian system) প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণের বিশ্বাস, লবণময় প্রস্তরস্তর জলপ্রবাহে বিধৌত হইয়া হ্রদের জলকে লবণাক্ত করে। হ্রদতলের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও আটাল।

গ্রীষ্ম ঋতুতে হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর ও বিস্ময়োদ্দীপক। দক্ষিণদিকের অববাহিকা দেশে যে সকল ক্ষুদ্রাকার বালিয়াড়ী দৃষ্ট হয়, তাহার একটীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে সম্মুখে ও পার্শ্বদেশ যেন বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত বলিয়া অনুমান হয়। কেবল খণ্ড খণ্ড জলরাশি এবং তত্তৎ স্থলে নামিবার রাস্তা ব্যতীত আর কিছুই সেই রজতধবল প্রান্তরের একাগ্রতা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক ঐ স্থান তুষারমণ্ডিত নহে, মাটীর উপর নুন ফুটিয়া ঐরূপ সাদা ফুল বিছানর মত দেখাইতেছে। হ্রদের জলে মিশ্রিত ভাবে এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার উপর কলম ও দানাকার লবণ পাওয়া যায়।

এই স্থানে হইতে লবণ উৎপন্ন হয় বলিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতেই হিন্দু ও মুসলমানরাজগণ এই মূল্যবান্ সম্পত্তি অধিকারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ ও তাঁহার বংশধরগণের শাসনকাল হইতে আহ্মদশাহের দিল্লী সিংহাসনাধিকার পর্য্যন্ত দিল্লী রাজসরকারের তত্ত্বাবধানে এখানে লবণ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। অবশেষে উহা জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ ইংরাজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া নানা স্থান উপদ্রবে আরম্ভ করে। দস্যুদিগের অত্যাচার দমনের জন্য ঐ সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; সেই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লবণ প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতে জয়পুর ও যোধপুর রাজসরকার যে ভাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিলেন, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই ভাবেই লবণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পর ইংরাজ গবর্মেণ্ট উক্ত রাজদ্বয়ের নিকট স্বতন্ত্র সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া ঐ স্থান ইজারা করিয়া লন। এই হ্রদের পূর্ব্ব কূল এবং দক্ষিণের কতকাংশ জয়পুর ও যোধপুররাজের মিলিত সম্পত্তি, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায়ই জয়পুরাধিপের অধিকৃত।

মাটির উপর নুন ফুটিয়া উঠিলেই, মজুরেরা ঝুড়ি হাতে হ্রদের তীরে নামিয়া আইসে এবং নুনের চাঙ্গড় ঝোড়া ভরিয়া কারখানায় লইয়া যায়। ঐ লবণ স্থানের গুণানুসারে এবং দ্রব্যবিশেষের আণবিক সংমিশ্রণহেতু লাল নীলবর্ণ ধারণ করে। কখন চেপ্টা কটাহে লবণাম্বু রাখিয়া, কখন বা হ্রদগর্ভ পর্য্যন্ত গভীর চৌবাচ্ছায় লবণজল পুরিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে সাধারণে শম্বর বা শাম্ভর লবণ বলে। পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যভারতের হিন্দুপ্রধান জনপদসমূহে এই লবণ প্রধানতঃ প্রচলিত। জয়পুর ও যোধপুরের মিলিত শাসনাধিকারে স্থাপিত শম্বরনগর এবং হ্রদের অপরপারস্থিত যোধপুরাধিকৃত নবা ও গুধা নগরের সহিত রাজপুতনা-মালব-রেলপথের সংযোগ হওয়ায় এখানকার লবণ দূরান্তরে লইবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল বিদেশী ভ্রমণকারী এবং দেশীয় তীর্থযাত্রী শম্বর হ্রদ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণীতে প্রকাশ যে ঐ হ্রদ লম্বে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল ছিল। বর্ত্তমানে উহা ক্রমে শুকাইয়া আসিয়াছে এবং কালে উহার গর্ভও মজিয়া উঠিতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেন্টের ইজারার পর ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরে বার্ষিক প্রায় ২৮০০০০০ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। একমাত্র শেষোক্ত বর্ষেই প্রায় ৭১১১৩৫৩ মণ লবণ পাওয়া যায়।

শম্বর, রাজপুতনার শম্বরহ্রদতীরবর্ত্তী একটী নগর। জয়পুর ও যোধপুর-রাজের শাসনাধীন। ইহা জয়পুর নগর হইতে

৩৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে রাজপুতনা-মালব-রেলপথের শম্বরশাথার একটী ষ্টেশন আছে।

শম্বরকন্দ (পুং) শম্বরঃ নামকঃ কন্দঃ। বারাহীকন্দ, শূয়ার আলু। (রাজনি°)

শম্বরচন্দন (ক্লী) শম্বরপর্ব্বতে জাত চন্দনবিশেষ, শবর বা বর্বর চন্দন। পর্য্যায়—কৈরাত, বহলগন্ধ, বল্য, গন্ধকাষ্ঠ, কৈরাতক, তৈলগন্ধ। গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ এবং বাত, শ্লেষ্ম, শ্রম, পিত্ত, বিস্ফোট, পামাদি কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, তাপ ও মোহ-নাশক। (রাজনি°)

শম্বরদেশজ (পুং) শুক্ররোধ্র, শ্বেতলোধ। (বৈদ্যনিঘ°)

শম্বরপাদপ (পুং) শুক্ররোধ্র। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্বরসূদন (পুং) শম্বরং সূদয়তি সূদ-ল্যু। কামদেব।

শম্বরহত্য (ক্লী) শম্বর-হন-ক্যপ্। শম্বরহনন, শম্বরবধ।

"দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতং" (ঋক্ ১।১১২।১৪)

'শম্বরহত্যে শম্ব আয়ুধং তদ্‌যুক্তঃ শম্বরোঽসুরঃ তস্য হননে বিষয়ভূতে সতি' (সায়ণ)

শম্বরারি (পুং) শম্বরস্যারিঃ। কামদেব। (অমর)

শম্বরাহার (পুং) বনবদর, বুনো কুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্বরী (স্ত্রী) ১ আখুপর্ণী, ইন্দুরকাণী। (মেদিনী) ২ মায়া। (শব্দরত্না°) ৩ শ্রুতশ্রেণীক্ষুপ। ৪ দ্রবন্তীক্ষুপ, বড়দন্তী বা স্বয়ম্বরা। (রাজনি°)

শম্বরীগন্ধা (স্ত্রী) বনতুলসী। (বৈদ্যনিঘ°)

শম্বরোদ্ভব (পুং) শুক্ররোধ্র, শ্বেতলোধ। (বাভট উত্তরস্থান)

শম্বল (পুং ক্লী) শম্ব-কলচ্ (উণ্ ১।১০৮) ১ কূল। ২ পাথেয়। ৩ মৎসর। (মেদিনী) ৪ শম্বর শব্দার্থ। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) শম্বলী—কুট্টিনী।

শম্বলপুর (সম্বলপুর), মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন একটী জেলা। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর, শম্বলপুর পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গীভূত হয়। তদবধি উহা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ও ছোটলাটের শাসনাধীন রহিয়াছে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিভাগানুসারে এই জেলার ভূ-পরিমাণ ৪৫২১ বর্গমাইল। কিন্তু ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করোণ্ড বা কালাহণ্ডি, রায়গড়, শুরগড়, পাটনা, শোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়া সামন্তরাজ্যসমূহের ভূপরিমাণ ১১৮৯৭ বর্গমাইল। ঐ সকল সামন্তরাজ্যে স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ থাকায় উহার পরিমাণ জেলার শাসনবিভাগ হইতে বিচ্যুত রাখা হইয়াছে। সুতরাং করদ সামন্তরাজ্যগুলি ও জেলার পরিমাণ একত্র ধরিলে ১৬৪১৮ বর্গমাইল হইবে। অক্ষা° ২১° ২´ হইতে ২১° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৬´ হইতে ৮৪° ২১´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর-সীমায় ছোটনাগপুর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে কটক জেলা এবং পশ্চিমে বিলাসপুর ও রায়পুর জেলা। ইহা ছত্রিশগড় বিভাগের সর্ব্ব পূর্ব্বসীমায় স্থাপিত ছিল। শম্বলপুর সদরে জেলার বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূর্ব্বে ইহা ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সংস্রব লইয়া গণনা করিলে উহাকে কিছুতেই ছত্রিশগড়ের সীমাবদ্ধ করা যায় না। খাল্‌সা বা গবর্মেণ্টের অধিকৃত জেলার অংশ মহানদীর উপত্যকাদেশে প্রসারিত এবং উহা বামড়া, করোণ্ড, পাটনা, রায়গড়, রৈরাখোল, শরগগড় ও শোণপুর নামক সপ্ত সামন্ত-রাজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত।

[সপ্ত সামন্তরাজ্যের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই জেলার সর্ব্বত্র গণ্ড শৈলমালা বিরাজিত। পর্ব্বতগুলির পাদদেশেও ক্রমোচ্চনিম্ন প্রান্তরে পরিপূর্ণ। এখানকার 'বড় পাহাড়' ৩৫০ বর্গমাইল বিস্তৃত একটী সুবিস্তৃত গিরিশ্রেণী। দেব্রিগড়ই ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমতলক্ষেত্র হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ২২৬৭ ফিট্।

উপরে যে সকল গণ্ডশৈলমালার উল্লেখ করা হইল তাহার অধিকাংশই মহানদীর একটী বাঁকের মুখে স্থাপিত; যেন নদী ঐ পর্ব্বতগুলির তিনধার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটী শৈলশ্রেণী ৩০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া সিংঘোড়াঘাট নামক গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এই স্থান দিয়াই রায়পুর হইতে শম্বলপুর যাইবার রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে। সিংঘোড়াঘাট হইতে গিরিশ্রেণী দক্ষিণে যাইয়া ফুলঝর হইতে পুনরায় পশ্চিমে ফিরিয়াছে। এই ফুলঝরেই বিখ্যাত গোঁড়দস্যু-দিগের বাস। সিংঘোড়াসঙ্কটে ছত্রিশগড়ের সভ্যসেনাদলের সহিত অসভ্য গোঁড়সর্দ্দারদিগের বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় শম্বলপুরে শান্তিস্থাপনের জন্য ইংরাজসেনানী কাপ্তেন উড, মেজর সেক্সপিয়র ও লেপ্টেনাণ্ট রাইবোৎ সদলে এই পথে যাত্রা করেন। দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহীরা এই সঙ্কটে বিশেষরূপে ইংরাজসেনাদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঝাড়ঘাটীর গিরিমালাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা সম্বলপুর নগরের ১০ ক্রোশ উত্তরে ছোটনাগপুর যাইবার রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই শৈলেও ঐ সময়ে বিদ্রোহিদল দুর্ভেদ্য ব্যূহ করিয়াছিল। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর ১৬৯৩ ফিট উচ্চ। দক্ষিণভাগে মহানদীর সমান্তরালে কতকগুলি গণ্ডশৈল খণ্ড খণ্ড ভাবে ৩০মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। উহাদের মধ্যে মন্ধর ১৫৬৩ ফিট এবং বোদাপালি ২৩৩১ ফিট উচ্চ। জেলার মাঝে মাঝে যে সকল

খণ্ডশৈল বিরাজিত আছে তন্মধ্যে সুণারি ১৫৪৯ ফিট, বেলা ১৪৫০ ফিট এবং রসোড়া ১৬৪৬ ফিট উচ্চ।

খরপ্রবাহা মহানদীই এখানকার প্রধান প্রবাহ। রায়পুর জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী শম্বলপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ, পরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব গতিতে চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর অতিক্রম করিয়া ৬৫ মাইলের পর শম্বলপুর নগরের নিকট আসিয়াছে। অতঃপর দক্ষিণে ৪৫ মাইল ধীরগতিতে প্রবাহিত হইয়া শোণপুরের নিকট পূর্ব্বে বাঁকিয়া উড়িষ্যাবিভাগের মধ্য দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত মহানদীর জলপ্রবাহ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়াছে; কিন্তু বউদ নামক স্থান অতিক্রম করিবার পর ঝাউবন, পাথর ও গাছপালায় ইহার বেগ দ্বিগুণ করিয়াছে। শম্বলপুর জেলার মধ্যে এই নদীতে ইব, কেলু ও ঝিরা শাখা মিশিয়াছে।

শম্বলপুর জেলার সর্ব্বত্রই এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। মহানদীর পশ্চিমভাগে "বড় পাহাড়" সমীপস্থ স্থান ব্যতীত উহার চতুর্দ্দিকের বনজঙ্গল কাটিয়া তদ্দেশবাসী-কৃষকেরা সুন্দর আবাদ করিয়াছে। পূর্ব্বতন বনভাগের নিদর্শন-স্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে আম্র, মহুয়া, অন্যান্য ফলের গাছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শালবন দৃষ্ট হয়। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বড় বড় দীর্ঘিকা আছে। উহাদের জলও খুব গভীর, কিন্তু কোন দীর্ঘিকাই সোপানশ্রেণী-শোভিত নহে। বড়পাহাড় নামক গিরিমালার চারিদিকেই বন, কিন্তু উহার পার্শ্বদেশে ও উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ আপনাপন শস্যক্ষেত্রসহ বিরাজিত রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, তথাকার শান্তচিত্ত কৃষক-সম্প্রদায় যেন শান্তির বিশাল বক্ষে অঙ্গ ঢালিয়া সুখে ও আনন্দে দিন যাপন করিতেছে।

খালসা বা গবর্মেণ্টের রক্ষিত ভূমিভাগে অধিক মূল্যবান্ শালের চকোর জন্মে না। স্থানীয় জমিদারীগুলিতে শাল, সাজ, বীজ-শাল, ধোরা, আব্লুস প্রভৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গাছ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট লাভও হয়। ফুলঝর ও রাইরাখোল নামক গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত সামন্ত রাজ্যদ্বয়ে বিস্তৃত শালবন আছে।

এখানকার মৃত্তিকা হালকা ও বেলে। কলমেপাথর (crystalline metamorphic rock) জেলার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমকোণে বেলেপাথর, চূণাপাথর ও চটা-পাথরের (shale) অভাব নাই। উত্তরদিকের স্থানে স্থানে নরম বেলেপাথরের আকর আছে। রাইরাখোলে সুন্দর লৌহ পাওয়া যায়। জমিদারী ও অন্যান্য সামন্তরাজ্যগুলিতে খনিজ-লৌহের অভাব নাই। শম্বলপুরে গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট বেলেপাথর প্রভৃত আছে। চূণাপাথর প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। পদ্মপুরের নিকট মহানদীতটে এরূপ উৎকৃষ্ট বেলেপাথর পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিলে মর্ম্মরপ্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। মহানদী ও ইব-সঙ্গমের নিকটস্থ হীরাখুড়া নামক একটী দ্বীপে সময় সময় হীরা এবং নদীস্রোতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুইটীর পরিমাণ এত অল্প যে, সংগ্রহের খরচা কুলায় না।

কিংবদন্তী এই যে, রাজা নরসিংহদেবের ভ্রাতা বলরামদেব শম্বলপুরের প্রথম রাজা। মহারাজ নরসিংহদেব পাটনার ১০শ রাজা। তিনি তৎকালে গড়জাত রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। [পাটনা দেখ।]

রাজা বলরাম স্বীয় ভ্রাতার নিকট হইতে মহানদীর উঙ্গ শাখার পরপারস্থিত জঙ্গলপ্রদেশ জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই বনজঙ্গল কাটাইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন এবং নিজ ভুজবলে সরগুজা, গাঙ্গপুর, বোণাই ও বামড়া-রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ দেব ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র মদন-গোপালকে বর্ত্তমান শোণপুররাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারই বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ সম্পত্তির অধিকারী রহিয়াছে

হরিনারায়ণের পর, ধীরে ধীরে দুই শতাব্দে শম্বলপুররাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই পাটনার প্রভূত-প্রভাব অবসাদপ্রাপ্ত হয়। শম্বলপুর-রাজশক্তি এই সময়ে বলবীর্য্যে পুষ্ট হইয়া সামন্তরাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানে আসীন ছিলেন ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা অভয়সিংহ শম্বলপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সর্ব্বগ্রাসী মহারাষ্ট্রশক্তি এই সামন্ত-রাজপুঞ্জের রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইলে রাজা অভয়সিংহ মহারাষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাহাদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রসর্দ্দার কতকগুলি বড় বড় কামান কটক দিয়া মহানদীবক্ষে নাগপুরে পাঠাইতে ছিলেন। শম্বলপুর-রাজমন্ত্রী অকবর রায় এই সংবাদ পাইয়া কামান দখল করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া নাবিকদিগের দ্বারা নৌকার তলা ফুটা করিয়া দেন এবং কামান সহ কামানবাহী সেনাদল গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। আকবর রায় পরে কামানগুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া শম্বলপুরদুর্গে স্থাপিত করেন। নাগপুরপতি এই অবমাননার সংবাদ পাইলেন। তিনি শম্বলপুরপতিকে দণ্ডবিধানার্থ এবং কামানগুলি পুনরায় দখল করিবার জন্য মরাঠাসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় শম্বলপুরে আসিয়া সকলে যুদ্ধে নিহত হইল। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহারা নাগপুরে পলাইয়া রক্ষা পাইল।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অভয়সিংহের বংশধর জেঠাসংহের রাজ্যকালে পুনরায় মহারাষ্ট্রদলের সহিত শম্বলপুরাধিপের বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে নাগপুররাজের আত্মীয় নানাসাহেব সদলবলে জগন্নাথদর্শনে পুরীধামে আগমন করেন। সারণগড়, শম্বলপুর, শোণপুর ও বউদের অধিবাসীরা এই সুযোগে নানাসাহেবকে আক্রমণ করে। নানাসাহেব ইহাতে ভীত না হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং বিপক্ষদলের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া কটক পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন। এখানে কতকগুলি মরাঠা-সেনা দলভুক্ত করিয়া তিনি নবোদ্যমে সামন্ত সর্দ্দারগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। দুই দলে কএকটী ঘোরতর যুদ্ধের পর নানাসাহেব শোণপুর-সর্দ্দার পৃথ্বীসিংহকে এবং বউদসর্দ্দারকে বন্দী করিয়া ফেলেন। এই সময়ে বর্ষার বারিপাতে সেনাদলে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রসেনা তজ্জন্য আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। বর্ষা অপগত হইলে নানাসাহেব নববলে বলীয়ান্ হইয়া শম্বলপুর রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মহারাষ্ট্রসেনাদ্বারা যথারীতি নগর অবরোধ করেন।

এদিকে রাজা জেঠসিংহ পূর্ব্বাহ্ণে মহারাষ্ট্রসেনার আগমন সংবাদ পাইয়া দুর্গবল বৃদ্ধির উপায় ও আয়োজনাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ মাস অবরোধের পর নানাসাহেব পরিখা অতিক্রম করিয়া সলমাই-দ্বার ভঙ্গ করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। এখানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে শম্বলপুররাজ পরাজিত হন। দুর্গ মরাঠা সৈন্যের অধিকৃত হয়। রাজা জেঠসিংহ ও তদীয় পুত্র মহারাজ শা বন্দী হইয়া নাগপুরে আনীত হইলেন।

এই সময়ে নাগপুররাজের পক্ষ হইতে ভূপসিংহ নামক একজন মহারাষ্ট্র জমাদার শম্বলপুরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি অবসর বুঝিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। নাগপুরপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অবাধ্যতার জন্য দণ্ড দিতে মহারাষ্ট্রসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভূপসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া রায়গড় ও সারণগড়ের সামন্তরাজের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে সিংঘোড়া-সঙ্কটে মহারাষ্ট্র-দলকে উৎসাদিত করেন। নাগপুরে এই সংবাদ পৌছিবামাত্র নাগপুরপতি চামরা গাঁওথিয়া নামক এক মহারাষ্ট্র-সেনানীর অধীনে পুনরায় আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। ভূপসিংহ পূর্ব্বে গাঁওথিয়ার গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে ঘোর শত্রুতা ছিল। গাঁওথিয়া সদলে আসিয়া সিংঘোড়া-সঙ্কট অধিকার করিলেন এবং ভূপসিংহকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভূপসিংহ শম্বলপুরে পলাইয়া আইসেন। তিনি এখান হইতে রাজা জেঠসিংহের মাহষীকে লইয়া কোলাবীরা অভিমুখে পলাইয়া মহারাষ্ট্রক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পান। অতঃপর তিনি রাণীর পক্ষ হইতে ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামগড়েররাজ-সৈন্যসহ ইংরাজসেনানী কাপ্তেন রাফসেজ শম্বলপুরে প্রেরিত হইলেন। নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলে ইংরাজের এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টকে জানাইলেন, "আমার লব্ধ রাজ্যে ইংরাজের প্রতিপক্ষতা করিবার কোন আবশ্যক নাই।" ইংরাজ গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব স্বীকৃত সন্ধি অনুসারে নাগপুরপতিকে শম্বলপুর ছাড়িয়া দেন।

এই সময় হইতে শম্বলপুর জেলা কএক বৎসরের জন্য মহারাষ্ট্রদিগের শাসনাধীন থাকে। রাজা জেঠসিংহ ও তৎপুত্র ঐ সময়ে চান্দায় বন্দী ছিলেন; কিন্তু মেজর রাফসেজ শম্বলপুর ছাড়িয়া আসিবার পর, ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট জেঠসিংহের অবস্থা বর্ণন করিয়া তাহার পক্ষে রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিশেষভাবে আবেদন করেন, তাহার ফলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জেঠসিংহ পুনরায় শম্বলপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জেঠসিংহের মৃত্যু ঘটে। কএকমাস শম্বলপুররাজ্য রাজশূন্য থাকে এবং ইংরাজগবর্মেণ্ট উহার শাসনকার্য্য পরিদর্শন করেন। অবশেষে ইংরাজ-গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে মহারাজ শা সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আর সামন্তরাজগণের শীর্ষস্থানীয় সম্মান পান নাই। ঐ সময়ে মেজর রাফসেজ ইংরাজ গবর্মেণ্টের পক্ষে শম্বলপুরে এসিষ্টাণ্ট এজেণ্টরূপে নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শার মৃত্যু হয় এবং তাহার পত্নী রাণী মোহনকুমারী রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্র শা ও গোবিন্দ সিংহ নামক দুইজন চৌহানবার সামন্ত পদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া সিংহাসনলাভের প্রয়াস পান। এই সূত্রে রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিপ্লবকারীরা রাজশক্তির অবমাননা করিয়া শম্বলপুর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে। তখন এজেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। লেপ্টেনাণ্ট হিগিন্স বিদ্রোহী দলকে বিতাড়িত করিলেও, হাজারিবাগ হইতে কাপ্তেন উইলকিন্সনকে শম্বলপুরে আসিতে লিখিলেন। উইলকিন্সন কএকজন বিদ্রোহীকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রাণীকে রাজচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে নারায়ণসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে শম্বলপুর সিংহাসনে বসাইলেন। এই ব্যক্তি শম্বলপুরের ৩য় রাজা বালিয়ার সিংহের ঔরসে কোন নীচজাতীয়া রমণীর গর্ভজাত।

নারায়ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কারণ তিনি

জানিতেন যে, ইংরাজসেনা অপসৃত হইলেই তাঁহাকে অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। ফলে তাহাই ঘটিল। লখনপুরের গোঁড়সর্দ্দার বলভদ্র শা প্রথমেই শম্বলপুররাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি অবশেষে বড়পাহাড়শৈলে তাঁহার আশ্রয়স্থলে নিহত হইয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মেজর উস্‌লে শম্বলপুরের এসিষ্টাণ্ট এজেণ্ট নিযুক্ত হন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত সুরেন্দ্র শা পুনরায় শম্বলপুর সিংহাসনলাভের আশায় আপনাকে ৪র্থ রাজা মধুকর শার-বংশোদ্ভব বলিয়া বিজ্ঞাপিত করেন। এই সূত্রে রাজ্য মধ্যে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আত্মীয়দ্বয়ের যোগে রামপুররাজ দরিয়াও সিংহের পিতা ও পুত্রকে নিহত করেন। এই অপরাধে তাঁহারা চিরজীবনের জন্য ছোট নাগপুর জেলে বন্দী হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণসিংহের মৃত্যু হয় এবং শম্বলপুর ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তে আসে। ইংরাজগবর্মেণ্ট শম্বলপুর-সম্পত্তি হাতে লইয়াই চারি আনা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং রাজদত্ত দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর জমিসমূহ বাজেয়াপ্ত করিতে থাকেন। ইহাতে ব্রাহ্মণপ্রধান শম্বলপুরে সাধারণতঃ অসন্তোষের সূচনা হইতে থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ।০ আনা কর বৃদ্ধি করা হয়, তাহাতে বিরক্ত হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ রাঁচীতে এতদ্বিষয়ের প্রতিকারার্থ আবেদন করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ধূমায়মান বিদ্বেষাগ্নি ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে সেই বহ্নির প্রদীপ্ত শিখা শম্বলপুরের শাসনকেন্দ্র দগ্ধীভূত করিতে প্রয়াস পায়। সিপাহীগণ জেলখানা হইতে সুরেন্দ্র শা ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে মুক্তিদান করে। পিঞ্জরমুক্ত সিংহের ন্যায় সুরেন্দ্র শা তদ্দণ্ডেই শম্বলপুরে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যাপহারী গোবিন্দসিংহ ব্যতীত অন্যান্য সকল সর্দ্দারেরাই সেই বিপ্লবে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র শা তখন বহু সেনাদলে পরিবৃত হইয়া আপনাকে শম্বলপুরের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রাচীন ভগ্নদুর্গ তাঁহার প্রাসাদরূপে পরিণত হইল। বিপক্ষ ইংরাজ তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর দেখিয়া তিনি নিরুপায় হইলেন এবং সকলের পরামর্শে ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করিবেন এইরূপ স্থির হইল; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মতিগতি ফিরিল, তিনি সুযোগমত দুর্গ ছাড়িয়া জঙ্গলাবৃত পার্ব্বত্যদেশে আশ্রয় লইলেন এবং বিদ্রোহীদলের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইংরাজ-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট বৃথা চেষ্টা করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না, তাঁহার অধীনস্থ দলবল ইংরাজের বিরুদ্ধে যদৃচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। যে সকল গ্রামবাসী গবর্মেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, দুর্বৃত্তেরা সেই সকল গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়াছিল। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ডাঃ মুর নিহত হইল। বড়পাহাড়ের নিকট বিদ্রোহীদল লেপ্টেনাণ্ট উড্ ব্রিজ্‌কে নিহত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া গেল। রাজদ্রোহীর প্রতি ক্ষমাসূচক ঘোষণাপত্র (Proclamation of amnesty) জারি করা হইল, তথাপি বিদ্রোহীদল প্রশামত হইল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেজর ইম্পে ইংরাজ এজেণ্ট হইয়া শম্বলপুরে আগমন করিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে কঠোর শাসন দণ্ড ধারণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের প্রীতিপ্রদ শাসননীতি অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি প্রথমেই সামন্তদিগকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, মহামতি ইম্পে তাঁহাদের সাহায্যে বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত হইল। সুরেন্দ্র শা স্বয়ং ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

পরবৎসর পুনরায় বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুখের বিষয় তাহা আর ভীষণভাব ধারণ করে নাই। শাসনশৃঙ্খলা-সম্পাদনার্থ ইংরাজগবর্মেণ্ট শম্বলপুর জেলা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎকালের চিফ্ কমিসনর মিঃ টেম্পল প্রথমে এইস্থান পরিদর্শন করিতে আসিলে স্থানীয় অধিবাসীরা সুরেন্দ্র শাকে রাজরূপে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহারই হস্তে রাজ্য-শাসনভার প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। ইহার পরেই কমলসিংহের অধীনে বিদ্রোহিদল পুনরায় বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করে। কমলসিংহ ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহে সুরেন্দ্র শার সেনাপতি ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই বিদ্রোহিদল পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট সুরেন্দ্র শাকেই উত্তেজনাকারী বিবেচনা করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তিনি যে বিদ্রোহীকারীদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তথাপি ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আত্মীয় ও অনুচরবর্গের সহিত চিরজীবনের মত কারারুদ্ধ করিলেন। তদবধি শম্বলপুরে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে স্বতন্ত্র একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গদেশের কএকটী জেলা আসামপ্রদেশে যোগ করিয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন করা হয়।

ঐ সময়ে শম্বলপুর জেলা মধ্যপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গেশ্বরের শাসনসীমাভুক্ত করা হইয়াছে।

শম্বলপুরের অন্তর্গত ৭টী সামন্তরাজ্য স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। তত্তৎস্থানের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়ায় এখানে আর উল্লিখিত হইল না। ঐ সকল সামন্ত-রাজ্য ছাড়া, মূলজেলায় সর্ব্বসমেত ৩২৫৭টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ২০৬৪ খানি কেবলমাত্র কৃষকপল্লী। প্রত্যেকের লোকসংখ্যা দুই শতেরও কম হইবে। ৯২৩ খানিতে দুই শত হইতে পাঁচ শত লোকের বাস। ২৪৪ খানিতে পাঁচ শত হইতে হাজার, ২১ খানিতে হাজার হইতে দুই হাজার এবং ৩ খানিতে দুই হাজার হইতে তিন হাজার এবং ১ খানির লোকসংখ্যা ৩০০০ হইতে ৫০০০ পর্য্যন্ত।

এখানে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সমাদর নাই। কোষ্টীরা একপ্রকার সুন্দর কাপড় প্রস্তত করে। কাম্বারেরা কাঁসা ও পিত্তলের বাসন নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় লোকের ব্যবহার্য্য মোটা কার্পাসবস্ত্র বোনা হয়। এখান হইতে চাউল, তৈলকর-বীজ, অপরিষ্কৃত চিনি, লাক্ষা, তসর, তুলা ও লৌহ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং লবণ, পরিষ্কৃত চিনি, বিলাতী কাপড়, নারিকেল, মসলিন্, সুন্দর সুন্দর দেশীকাপড় ও নানা ধাতু আমদানী হয়। কটক ও মীর্জাপুরের সহিত এখানকার সাধারণতঃ বাণিজ্য চলিয়া থাকে। রায়পুর, শঙ্করা, রাইরাখোল, অঙ্গুল, পদ্মপুর, চন্দ্রপুর, বিন্ধা, রাঁচী ও বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানে শকটযোগে পণ্যাদি চালিত হয়। মহানদীবক্ষে প্রায় ৯০ মাইল পথ পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করে।

এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভাল নহে। জর সকল সময়েই হয়। নূতন লোক আসিলে জরে বিষম কষ্ট পায়; এমন কি, সময় সময় উহা মারাত্মক হইয়া উঠে। উদরাময় রোগে সাধারণতঃ লোকে পীড়িত হয়। গ্রীষ্মের সময় উহা বিসূচিকায় পরিণত হইয়া লোকের প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫০০ বর্গ মাইল। এখানে ৫টী দেওয়ানী ও ৭টী ফৌজদারী আদালত আছে। শম্বলপুর নগর ও ১৪৯৯টী গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানে সর্ব্বসমেত ৪টী থানা ও ১১টী ফাঁড়ি আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, মহানদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ২৭´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১´ পূঃ। বর্ষা ঋতুতে মহানদীর বক্ষ স্ফীত হইয়া প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে জল কমিয়া যায় এবং নদীর বিস্তার তখন ১০০ হস্ত মাত্র থাকে। নগরের অপর পারে নদীর পার্ব্বত্য বক্ষে নিবিড় ঝাউ বন দৃষ্ট হয়। বর্ষায় যখন সেই ঝাউ বনের মধ্য দিয়া কল কল নাদে মহানদীর প্রবল বন্যাস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন নগর ও নদীকূলের শোভা অতীব রমণীয় হইয়া থাকে। নদীকূলে সুবিস্তৃত আম্রাদি ফলের বাগান অধি-বাসীর সুখসমৃদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। নগরের দক্ষিণাংশে উচ্চ গিরিমালা নগরপৃষ্ঠরক্ষার্থে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

পূর্ব্বে এই নগরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সংস্কার আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে নগরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শকটাদি বিশেষ কষ্টে গমনাগমন করিত। নগরের উত্তরপশ্চিম অংশে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নদীতীরের স্থানে স্থানে ভাঙ্গা দেওয়াল ও কএকটী বপ্রমাত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। চারিদিকের গড়খাই এখনও পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ববৎ জল থাকে না। দুর্গের কোন স্থানের প্রবেশদ্বার নাই। কেবল শামলাই দেবীমন্দিরের সম্মুখস্থ শামলাই দ্বারের কতকাংশ এখনও নয়নপথে পতিত হয়। শামলাই দেবী শম্বলপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজিত। এতদ্ভিন্ন দুর্গসীমার অভ্যন্তর ভাগে আরও কতকগুলি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে পদ্মেশ্বরী দেবী, বুড়া জগন্নাথ ও অনন্ত-শয্যা মন্দির প্রধান। মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিনির্ম্মিত এবং গঠন প্রায় একরূপ, উহাতে তেমন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় নাই। উক্ত দুর্গের পার্শ্বেই "বড় বাজার" নামক পল্লী। পূর্ব্বে এখানে একটী ক্ষুদ্র বাজার ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে বহুলোকের বাসযোগ্য অট্টালিকায় পূর্ণ হইয়াছে। নদীতীরে গবর্মেণ্টের বিচারাদালত ও সবডিভিসনাল অফিসারের কাছারী ব্যতীত এখানে দুইটী সরাই, জেলখানা, কমিসনারের সার্কিট হাউস প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

প্রতি বৎসর রথ ও দোলযাত্রার সময় তীর্থযাত্রীরা এই নগর দিয়া শ্রীজগন্নাথধামে গমন করে। সেই সময় এখানে বিসূ-চিকা রোগ দেখা দিয়া থাকে।

শম্বাকৃত (ত্রি) শম্বং কৃষ্টমপ্যনুলোমমাক্রিয়তে শম্ব-ডাচ্ কৃ-ক্ত। (দ্বিতীয় তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ। পা ৫।৪।৫৮) দুইবার আকৃষ্ট ক্ষেত্র, যে জমিতে দুইবার চাস দেওয়া হইয়াছে। পর্য্যায়—দ্বিগু-ণাকৃত, দ্বিতীয়াকৃত, দ্বিহল্য, দ্বিসীত্য। (অমর)

শম্বু [ম্বু] (পুং স্ত্রী) শম্ব-উন্ কু বা। শম্বুক, শামুক।

শম্বু [ম্বু] (পুং স্ত্রী) শম-কন্ স্বার্থে; শম-উক বুগাগমশ্চ (উণ্ ৪।৪১) ১ জলজন্তু বিশেষ, শামুক। পর্য্যায়—জলশুক্তি, শম্বুকা, শম্বুক, শাম্বুক, শম্বু, শাম্বুক, জলডিম্ব, দুশ্চর, পঙ্কমণ্ডুক।

[শম্বুক দেখ।]

(পুং) ২ গজ কুম্ভের অগ্রভাগ। ৩ যোগ। ৪ শূদ্রতাপস। (রামায়ণ) ৫ দৈত্যবিশেষ। ৬ শঙ্খ। (হেম) ৭ ক্ষুদ্র শঙ্খ, ছোট শাঁক। (রাজনি°) ৮ প্রাণনাশক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

হড্ড্চন্দ্র বলেন শম্বূক শব্দ নিত্যই ককারান্ত বলিয়া পঠিত হয়, কিন্তু শম্বুক শব্দের ব্যবহার ককারহীন অবস্থায়ই বিস্তরগ্রন্থে দেখা যায়।

"শম্বূকঃ শম্বুকো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বঃ কান্তস্ত সর্ব্বদা।
ককারেণ বিনা শেষো দৃশ্যতে গ্রন্থবিস্তরে॥" (হড্ড্চন্দ্র)

শম্বূক (পুং) শম্বুক শব্দার্থ।

শম্বূকপুষ্পী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী। (ভাবপ্রকাশ)

শম্বূকা (স্ত্রী) শম্বূক-টাপ্। ১ জলশুক্তি, শামুক। (রাজনি°) ২ ঝিনুক।

শম্বূকাদ্যতৈল (ক্লী) কর্ণরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈলে শম্বুকের মাংস ভাজিয়া সেই তৈল কর্ণগত নাড়ীরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হয়।

বৃহৎ শম্বুকাদ্যতৈল—শম্বূক মাংস /২ সের, জল ষোলসের শেষ /৪ সের; কটুতৈল /৪ সের; কুড়, কেশরাজ, ক্ষেত্রপর্পটী, বাসকছাল, আকন্দপত্র, সীজপত্র, মুথা, বিল্বমূল, শালিঞ্চপত্র, কিসমিস্, আতইস, যষ্টিমধু, শটী, এরণ্ডমূল ও কার্পাস ফল ইহাদের প্রত্যেক দুই তোলা এবং ভৃঙ্গরাজ ও নাগকেশরের ৪ তোলা কল্ক গ্রহণপূর্ব্বক তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে তদ্গত নাড়ীব্রণ আশু প্রশমিত হয়। (রত্নাকর)

শম্বূকাবর্ত্ত (পুং) সন্নিপাতজ ভগন্দররোগ। এই রোগে গোস্তন সদৃশ পীড়কা জন্মে এবং সে গুলি নানাবর্ণ, বহু বেদনা-বিশিষ্ট ও অনেক স্রাবযুক্ত হয়, আর ইহাতে যে নাড়ীব্রণ দেখা যায়, তাহা শম্বুকের আবর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহা শম্বুকাবর্ত্ত নামে অভিহিত।

শম্ভ (ত্রি) শমস্ত্যস্ত শং-ভ (পা ৫।২।৬৩৮) কল্যাণযুক্ত, মঙ্গল বিশিষ্ট।

শম্ভর (পুং) ঋষিভেদ।

শম্ভল (পুং) গ্রামবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব) ইহার বর্ত্তমান নাম শম্বলপুর, ইহা গোণ্ডবানার অন্তর্গত, মতান্তরে মোরাদাবাদের অন্তর্গত। ভাগবত মতে (১২।২।১৮) এই গ্রামে ভগবান্ কল্কি অবতার হইবেন। কল্কিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে এই স্থানে ৬০টী তীর্থ আছে এবং কলিকলুষমোচনার্থ ভগবান্ কল্কিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন।

"শম্ভলে বসতস্তস্য সহস্রং পরিবৎসরাঃ।
ব্যতীতা ভ্রাতৃপুত্রস্বজ্ঞাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ।
যত্রাস্তে ষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ শম্ভলেঽভবৎ।
মৃতৌ মোক্ষঃ ক্ষিতৌ কল্কেরকল্কস্য ক্ষয়াশয়ঃ।"(কল্কিপু° ১অঃ)

স্কন্দপুরাণের শম্ভলগ্রামমাহাত্ম্যে ঐ সকল তীর্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) শম্ভলী—২ কুট্টনী। (অমর)

শম্ভল, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সোৎ ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহা লম্বে প্রায় ৩২ মাইল এবং প্রস্থে ১৫ মাইল। ভূপরিমাণ ৪৬৮৻০ বর্গমাইল। তন্মধ্য হইতে প্রায় ৪৪৩ বর্গমাইল জমির উপর গবমেণ্ট বাহাদুর রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই তহশীলটী প্রকৃতি কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার একভাগের জমি কাঠিহর বা কঠিন মৃত্তিকাবিশিষ্ট এবং অপরাংশ ভূর বা বালুকাময়। শেষোক্ত স্থানের মাঝে মাঝে দো-আঁশ মাটির বিস্তৃত ক্ষেত্রসকল থাকায় ঐ সকল স্থানে উৎকৃষ্ট তৃণ উৎপন্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে উহাই গোচারণ ভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্ভুক্ত একটী পরগণা।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ২৮°৩৫´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৬´৪৫´´ পূঃ সোৎ নদী হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এবং মোরাদাবাদ সদর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আলিগড় রাস্তার উপর অবস্থিত। নগরটী বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনমালাবিভূষিত প্রান্তর মধ্যে বিরাজিত। মহাভারতীয়যুগে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, এখন সে সমৃদ্ধি সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন ধ্বস্তকীর্ত্তিস্তূপের উপর বর্ত্তমান নগর গঠিত। ভাগেশ্বর ও বিকটেশ্বর নামক সুবৃহৎ স্তূপদ্বয়ে এখনও নগর প্রাচীরের উপরিস্থ বপ্রগুলির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছে।

মুসলমান অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ হইতেই এই নগর স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালে এই নগরে একটী সরকারের বিচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তদবধি উহা মোগল-রাজ্যের একটী রাজধানীরূপে গণ্য হয়।

নগরটী ক্ষুদ্রায়তন হইলেও সুন্দর। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। নগর ও তাঁহার উপকণ্ঠের রাস্তাগুলি পাকা; তদ্ব্যতীত এই নগর হইতে মোরাদাবাদ, বিলারী, আমরোহা, চন্দৌসী, বহজোই ও হসনপুর প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধার্থ আরও কতকগুলি কাচা রাস্তা আছে। নগরের সৌধমালা প্রায়ই পাকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত। কলেক্টারী কাছারী ও জজ-আদালত, পুলিশ ফাঁড়ি, পোষ্ট আপিস, সাধারণ ঔষধালয়,

গির্জ্জাঘর, গবমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটীর সাহায্যকৃত বিদ্যালয়সমূহ, চোলাইখানা, সরাই প্রভৃতি সাধারণ গৃহগুলি সমস্তই পাকা।

এখানে পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত হয়। চিনির বাণিজ্যেই এখানকার প্রসিদ্ধি। এতদ্ভিন্ন এখান হইতে গোম ও অন্যান্য শস্য, ঘৃত ও শুষ্ক চর্ম্ম দূর দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে যে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা স্থানীয় অধিবাসীদিগের ব্যবহারে লাগে।

শম্ভলীয় (ত্রি) কুট্টিনী সম্বন্ধীয় (নৈষধ ৬।৭৬)

শম্ভলেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শম্ভব (ত্রি) শং-ভূ-অচ্ (শমিধাতোঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৪) ১ যাঁহা হইতে মঙ্গল হয়। ২ সুখরূপ সংসার বা মুক্তিরূপ ভব অর্থাৎ পরম শিব। "নমঃ শম্ভবায়" (শুক্লযজুঃ ১৬।৪১)

'শং সুখং ভবত্যস্মাদিতি শম্ভবঃ যদ্বা শং সুখরূপশ্চাসৌ ভবঃ সংসাররূপশ্চ মুক্তিরূপো ভবরূপশ্চ' (মহীধর)

শম্ভবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন শম্ভুঃ শম্ভু-ইষ্ঠন্ (পা ৫।৩।৫৫) যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল করেন।

শম্ভু (পুং) শং মঙ্গলং ভবত্যস্মাদিতি শং-ভূ-ডু। (মিতদ্রবাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৩।২।১৮০ বার্ত্তিক) ১ শিব। (অমর) ২ একাদশ রুদ্রের অন্যতম। (বিষ্ণুপু° ১।৫।১২৩-১২৪।) ৩ ব্রহ্মা। (মহাভারত) ৪ বুদ্ধ। (মেদিনী) ৫ বিষ্ণু। (হলায়ুধ) ৬ সিদ্ধি। (শব্দরত্না°) ৭ শ্বেতার্ক, শ্বেত আকন্দ। (শব্দচ°) ৮ অগ্নি। (মহাভারত) (ত্রি) ৯ সুখসম্বর্দ্ধনাকারী, সুখের ভাবয়িতা অর্থাৎ সম্বর্দ্ধয়িতা বা বৃদ্ধিকারক।

"মহুষচ্ছম্ভু, আগতম্" (ঋক ১।৪৬।১৩)

'হে শম্ভু সুখস্য ভাবয়িতারৌ' (সায়ণ)

শম্ভু, কাশ্মীরস্থ একজন কবি। শ্রীকণ্ঠচরিতপ্রণেতা আনন্দবৈদ্যের পিতা। ইনি অন্যোক্তিমুক্তালতা ও রাজেন্দ্রকর্ণপুর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পদ্যাবলীতে ইহাঁর রচিত অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।

২ কামধেনু নামক একখানি দীধিতিরচয়িতা। হেমাদ্রি পরিশেষখণ্ডে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ হৈহয়েন্দ্রকাব্যটীকাপ্রণেতা। ৪ একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি পরিভাষেন্দুশেখরটীকাপ্রণেতা গোপালদেবের এবং কৃষ্ণদেবের পিতা।

শম্ভুকালিদাস, রামচন্দ্রকাব্যরচয়িতা।

শম্ভুকেতন (পুং) পীতশাল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্ভুগঞ্জ, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নাশিরাবাদ হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের একটী হাট বসে। ঐ হাটে প্রতি দিন অনেক টাকার মাল ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহাকে জেলার একটী বাণিজ্যকেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে কলিকাতায় প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৭৫ হাজার মণ পাট, ৩০ হাজার মণ চাউল এবং ১০ হাজার মণ সরিষা রপ্তানী হইয়া থাকে।

শম্ভুগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। ইহা একটী তীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত শম্ভুগিরিমাহাত্ম্যে ইহার বিষয় সবিস্তার বর্ণিত আছে।

শম্ভুচন্দ্র, ১ রঙ্গপুর জেলাস্থ কাকনীয়ার ভূম্যধিকারী। ইনি ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে "বিক্রমভারত" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর। ইনি বহু কীর্ত্তিশালী ও দানশীল ছিলেন।

শম্ভুতনয় (পুং) শম্ভোস্তনয়ঃ। ১ গণেশ। ২ কার্ত্তিকেয়। (শব্দমালা) ৩ শম্ভুসুত মাত্র।

শম্ভুতেজস্ (ক্লী) পারদ। (রসেন্দ্রসারস°)

শম্ভুদাস, গণিতপঞ্চবিংশটীকাকার।

শম্ভুদেব, প্রশস্তিপ্রকাশিকাপ্রণেতা, ইনি ব্রহ্মানন্দের শিষ্য।

শম্ভুনন্দন (পুং) শম্ভোর্নন্দনঃ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ গণেশ।

শম্ভুনাথ (পুং) ১ শিব, মহাদেব। ২ নেপালস্থ বিখ্যাত শৈবতীর্থ। [নেপাল দেখ।]

শম্ভুনাথ, ১ ভুবনেশ্বরীস্তোত্ররচয়িতা পৃথ্বীধরের গুরু। ২ কালজ্ঞান ও সন্নিপাতকলিকা নামক দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ গণিতসাররচয়িতা। ৪ জাতকভূষণপ্রণেতা। ৫ শম্ভুতত্ত্বানুসন্ধান নামক গ্রন্থকর্ত্তা।

শম্ভুনাথ আচার্য্য, সঙ্কেতকৌমুদী নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

শম্ভুনাথসিদ্ধান্তবাগীশ, দিনভাস্কর, দুর্গোৎসবকৌমুদী, দেবীপূজনভাস্কর, অকালভাস্কর ও বর্ষভাস্কর নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি শেষোক্ত গ্রন্থখানি স্বীয় প্রতিপালক রাজা ধর্ম্মদেবের অনুমত্যনুসারে রচনা করিয়াছিলেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে অকালভাস্কর লিখিত হইয়াছিল।

শম্ভুনাথার্চ্চন, একখানি তন্ত্র।

শম্ভুপ্রিয়া (স্ত্রী) শম্ভোঃ প্রিয়া। ১ দুর্গা। ২ আমলকী। (শব্দরত্না°)

শম্ভুভট্ট, কালতত্ত্ববিবেচনসারসংগ্রহ, ত্রিংশচ্ছ্লোকীবিবরণসারোদ্ধার (এই গ্রন্থখানি রঘুনাথকৃত ত্রিংশচ্ছ্লোকী বৃহদ্বিবরণগ্রন্থের টীকা), পাকযজ্ঞপ্রয়োগ ও ভট্টদীপিকা-প্রভাবলী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহার পিতার নাম বালকৃষ্ণ ভট্ট এবং গুরুর নাম খণ্ডদেব। ইনি মণ্ডল শম্ভুভট্ট নামেও বিদিত ছিলেন। শম্ভুভট্টীয় নামক ন্যায়গ্রন্থ ইহার রচিত কি না তাহা ঠিক বলা যায় না।

শম্ভুমহাদেবক্ষেত্র, একটী শৈবতীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত শম্ভুমহাদেবক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

শম্ভুরাজ, নীতিমঞ্জরীপ্রণেতা।

শম্ভুরাম, ১ আত্মবিদ্যাবিলাসপ্রণেতা। ২ ছন্দোমুক্তাবলী-রচয়িতা। ৩ তাজিকালঙ্কারপ্রণেতা। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি রচিত হয়। ইঁহার পিতার নাম গোকুল।

শম্ভুভৈরব (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শম্ভুবর্দ্ধন (পুং) অক্ষপটলাধীশ শঙ্করবর্দ্ধনের দূতভেদ। (রাজতর° ৫।৩০৭)

শম্ভুবল্লভ (ক্লী) শম্ভোর্ব্বল্লভম্। ১ শ্বেতকমল, শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শম্ভুর প্রিয়বস্তু মাত্র।

শম্ভূ (পুং) শং-ভূ ক্বিপ্ (ভুবঃ সংজ্ঞান্তরয়োঃ। পা ৩।২।১৭৯) শম্ভুশব্দার্থ।

শম্ভুনাথ (পুং) [শম্ভুনাথ দেখ]

শম্মদ্ (পুং) আঙ্গিরসভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৫।৫।১১)

শম্যা (স্ত্রী) শম্যতেঽনয়া শম-যৎ টাপ্। ১ যুগকীলক, যুগকাষ্ঠের খিল, লাঙ্গল বা শকটাদির জোয়ালের খিল। (অমর)

"উদ্ব উর্ম্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপঃ" (ঋক্ ৩।৩৩।১৩)'শম্যা যুগকীলা'(সায়ণ)

২ লকুট, যষ্টি, দণ্ড, লগুড়।

"তে তে ভিনদ্মি শম্যয়ামুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ।" (অথর্ব্ব ৭।৭১।১০)

'অমুষ্যাঃ প্রসিদ্ধায়াঃ শিলায়া অধি উপরি শম্যয়া লকুটেন ভিনদ্মি পেষয়ামি।' (সায়ণ) ৩ অশ্বত্থগর্ভা শমী।

"শম্যাং গৌর্জগার" (ঋক্ ১০।৩১।১০)

'শম্যাং অশ্বত্থগর্ভাং তাং শমীং' (সায়ণ)

৪ দক্ষিণহস্তগৃহীত তালবিশেষ। (সঙ্গীতদামোদর)

শম্যাক (পুং) শম্পকা বৃক্ষ, সোঁদাল গাছ।

শম্যাক্ষেপ (পুং) শম্যায়াঃ ক্ষেপো যত্র। ১ সাতিশয় ভ্রমিত যষ্টি তদবস্থায়ই সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ যেখানে গিয়া ঐ যষ্টি পতিত হয়, নিক্ষেপ স্থান হইতে ততদূর পরিমিত ভূমি।

"ভ্রামযিত্বা বহুগুণং যষ্টিঃ ক্ষিপ্তা সমাপ্নুয়াৎ।
ভুবঃ প্রদেশং যাবন্তং শম্যাক্ষেপঃ স উচ্যতে॥" (মার্কপু°)

২ যজ্ঞবিশেষ।

"সহদেবোঽযজদ্‌যত্র শম্যা ক্ষেপেণ ভারত।" (মহাভার°৩।১০।৫)

'বলবতা ক্ষিপ্তা শম্যা লগুড়বিশেষো যাবদ্দূরং পতেৎ তাবান্ যজ্ঞমণ্ডপো যস্মিন্ যজ্ঞে স শম্যাক্ষেপস্তেন' (নীলকণ্ঠ)

শম্যাতাল (পুং) দক্ষিণহস্তগৃহীত তালবিশেষ। (সঙ্গীতদামো°)

শয় (ত্রি) শেতে সর্ব্বমস্মিন্নিতি প্রায়ো বস্তুনঃ করাধীনত্বাৎ শী-অ (পা ৩।৩।১১৮) ১ হস্ত, হাত। (অমর) ২ শয্যা, বিছানা। ৩ সর্প। (মেদিনী) ৪ নিদ্রা। ৫ পণ। (বিশ্ব) ৬ শয়নকারী, অবস্থানকারী, বাসকারী।

শয়চান (দেশজ) শ্যেনপক্ষী, শিকরা পাখী।

শয়ণ্ড (পুং) শী-অণ্ডন্ (উণ্ ১।১২৮) ১ তন্নামক দেশ বা জনপদভেদ। (ত্রি) ২ নিদ্রাশীল, নিদ্রালু।

শয়ণ্ডক (পুং) শয়ণ্ড স্বার্থে কন্। ১ শয়ণ্ড শব্দার্থ। ২ কৃকলাস।

শয়ত (পুং) নিদ্রালু। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি)

শয়তান, (আরবা) ১ দৈত্য ২ ভূত। ৩ দুষ্ট, চালাক। ৪ পাশ্চাত্য পুরাণবর্ণিত পাপপ্রবর্ত্তক দেবযোনিভেদ। পাশ্চাত্য জগতে Satan নামে বিদিত। ইনি জগতের আদি মনুষ্য আদম ও হবাকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া স্বর্গভ্রষ্ট করাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিলটন তাঁহার "স্বর্গচ্যুতি" ও "স্বর্গ-পুনঃপ্রাপ্তি" গ্রন্থে শয়তানের প্রভাব ও নির্য্যাতন বর্ণনা করিয়াছেন।

শয়তানী, (আরবী মিশ্রজ) ১ শয়তানের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ দুষ্টতা, দুষ্টামী, চালাকী, চতুরতা।

শয়থ (পুং) শেতে ইতি শী-অথ (শীঙশপীতি। উণ্ ৩।১১৩) ১ অজগর, সর্প। ২ মৃত্যু, যম। (পুং স্ত্রী) ৩ বরাহ। ৪ মৎস্য। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি) (পুং) ৫ নিদ্রালু। ৬ মরণ।

"বিশ্বায়ুঃ শয়থে জঘান" (ঋক্ ৬।১৭।৯)

'শয়থে শয়ননিমিত্তে মরণায় ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

শয়ন (ক্লী) শী-ল্যুট্। ১ নিদ্রা। ২ শয্যা। ৩ স্ত্রীসঙ্গ, মৈথুন। (মেদিনী) ৪ সর্ব্বদেব শয়নকাল অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকী শুক্লৈকাদশী পর্য্যন্ত সময়। এই কালের মধ্যে প্রথমে হরি এবং ত পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেব, যক্ষ, নাগ ও গন্ধর্ব্ব সকলেই কিছু দিনের জন্য সুখশয্যায় শয়িত থাকেন। বামনপুরাণে উক্ত হইয়াছে, সূর্য্যদেব মিথুন রাশিতে গমন করিলে পর শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে বাসুকীর ফণার উপর সোপবীতক জগৎপতি শ্রীহরির শয়ন কল্পনা করিয়া তদীয় পূজা সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে, পরে পরদিন দ্বাদশীতে ঐ সকল ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া ভগবানের নিদ্রানয়ন করিবে। তৎপরদিন ত্রয়োদশীতে সুকোমল সুগন্ধযুক্ত কদম্বকুসুম-শয্যায় শ্রীকামদেব, তদ্দ্বিতীয় দিবসে চতুর্দ্দশী তিথিতে সুবর্ণ পঙ্কজোপরি যক্ষগণ, তৎপৌর্ণমাসীতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংস্তরে চর্ম্মাম্বর দ্বারা জটাভারসমুদ্‌গ্রথ্যমান পিনাকী নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করেন।

অতঃপর সূর্য্যদেব কর্কট রাশিতে গমন করিলে কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে নীলোৎপলদলশয্যায় ব্রহ্মা, দ্বিতীয়াতে বিশ্বকর্ম্মা, তৃতীয়াতে গিরিসুতা, চতুর্থীতে গণপতি, পঞ্চমীতে ধর্ম্মরাজ, ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয়, সপ্তমীতে সূর্য্যদেব, অষ্টমীতে ভগবতী কাত্যায়নী, নবমীতে কমলালয়া লক্ষ্মী, দশমীতে নাগরাজগণ ও

একাদশীতে সাধ্যাগণ যথাযথভাবে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন।

উক্তরূপে দেবগণ প্রভৃতির শয়নক্রিয়া সম্পন্ন হইতে হইতেই প্রাবৃট্ কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কঙ্কগৃধ্রবলাকা প্রভৃতি পক্ষীগণ সুখনিদ্রায় কালাতিবাহনের নিমিত্ত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করে এবং বায়স ও যথাকালে গর্ভভারাক্রান্ত বায়সী নীড় সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় সুখনিদ্রায় অভিভূত হয়।

যে দ্বিতীয়াতে বিশ্বকর্ম্মার শয়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তিথিতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত পর্য্যঙ্কস্থ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন চতুর্ভুজমূর্ত্তি হরির অভ্যর্চ্চনা করিয়া সুস্বাদু সুগন্ধবিশিষ্ট ফলসমূহ নিবেদনান্তর তদীয় শয্যায় প্রক্ষেপ করিতে হইবে এবং

"যথাহি লক্ষ্ম্যা ন বিযুজ্যসে ত্বং ত্রিবিক্রমানন্ত জগন্নিবাস।
তথাত্বশূন্যং শয়নং সদৈব অস্মাকমেবেহ তব প্রসাদাৎ ॥
তদা ত্বশূন্যং তব দেব তল্পং, স্বয়ং হি লক্ষ্ম্যা শয়নে সুরেশ।
সত্যেন তেনামিতবীর্য্য বিষ্ণো গার্হস্থ্যনাশো মম চাস্তু দেব ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বারম্বার যথেষ্ট চেষ্টা করিবে। এই অর্চ্চনার দিন ব্রতীর দিবাভাগে তৈলক্ষারবিবর্জ্জিত হইয়া উপবাসানন্তর অর্চ্চনান্তে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে। পরদিন 'লক্ষ্মীধর প্রীয়তাং মে' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ফল নিবেদন করিয়া কোন সৎশীল ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। এইরূপে চাতুর্ম্মাস্যব্রত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর দিবাকর বৃশ্চিক রাশিস্থ হইলে উক্ত সুষুপ্ত সুরগণ ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইতে থাকেন।

ভাদ্রমাসের মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী তিথির নাম কামাষ্টমী; এই তিথিতে জগতের যাবতীয় লিঙ্গে শিব শয়ন করেন, অতএব ইহাতে যে কোন লিঙ্গের সন্নিধানে পূজাদি করিলে তজ্জন্য অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। (বামনপু°)

ভবিষ্য ও নারদীয়পুরাণে নিম্নোক্তরূপে হরিশয়নাদির ব্যবস্থা আছে—অনুরাধার আদ্যপাদে শ্রীবিষ্ণুর শয়ন, শ্রবণার মধ্যপাদে তদীয় পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং রেবতীর অন্ত্যপাদে তাঁহার উত্থান কল্পিত হয়। অবশ্য এই সকল নক্ষত্রের যথানির্দ্দিষ্ট পাদগুলির সংঘটন যথাক্রমে আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লৈকাদশী তিথিতে এবং তত্তদ্দিনের নিশা, সন্ধ্যা ও দিবা ভাগে হইলে উহা সাতিশয় ফলপ্রদ হয়, কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে যথাক্রমে শয়নাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ইহার প্রতিপোষক বচন পাওয়া যায়, যথা—

"স্বাস্তীর্ণ শয়নং কৃত্বা প্রীণয়েদ্ ভোগশায়িনম্।
আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥" (বিষ্ণুধর্ম্ম°)

বরাহপুরাণে স্বয়ং ভগবান্ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আষাঢ় শুক্লদ্বাদশীতে কদম্ব, কুটজ, ধবক ও অর্জ্জুন প্রভৃতির পুষ্প দ্বারা প্রথমে যথাবিধি আমার অভ্যর্চ্চনা করিয়া পরে "নমো নারায়ণ" বলিয়া যিনি বিধিপূর্ব্বক—

"পশ্যন্তু মেঘানপি মেঘশ্যামং হ্যপাগতং সিচ্যমানং মহীমিমাম্।
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্লাতু লোকনাথ বর্ষাম্বিমং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্।
জ্ঞাত্বৈব পশ্যেব চ লোকনাথ মাসাশ্চত্বারি বৈকুণ্ঠস্য চ পশ্য নাথ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি কোন যুগেই সংসারে অধঃপতিত হইবেন না।

উক্ত বিধানে শয়নমন্ত্রাদি পাঠ করার পর পুনর্ব্বার—

"সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্ ॥"

এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

অতঃপর ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভগবানের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উপলক্ষে যথাবিধি তদীয় পূজাদি সমাপন করিবে।

কামরূপীয় নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নিম্নোক্ত মন্ত্রে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

"বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব ॥
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্ ॥"

অতঃপর উত্থান সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"একাদশ্যাস্তু শুক্লায়াং কার্ত্তিকে মাসি কেশবম্।
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥"
"কৃত্বা বৈ মম কর্ম্মাণি দ্বাদশ্যাং মৎপরো নরঃ।
মমৈব বোধনার্থায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥"

শ্লোকদ্বয়ে তিথিঘটিত সংশয় হওয়ায় বলা হইতেছে যে, একাদশীর রাত্রিতে প্রসুপ্ত কেশবের অর্চ্চনাদি কার্য্যসমাপনান্তে পরদিন দ্বাদশীর দিবাভাগে আমার প্রবোধনের জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"মহেন্দ্ররুদ্রৈরভিভূয়মানো ভবানৃষির্ব্বন্দিতবন্দনীয়ঃ।
প্রাপ্তা তবেয়ং কিল কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ ॥
মেঘা গতা নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রঃ শারদ্য পুষ্পাণি চ লোকনাথ।
অহং দদানীতি চ পুণ্যহেতো জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ ॥"

বাচস্পতিমিশ্র বলেন, উক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠানন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রটীও পাঠ করা কর্ত্তব্য। যথা—

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন উত্থিতং ভুবনত্রয়ম্।"

কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থলিখিত সংবাদানুসারে গুরুচরণ প্রভৃতি শয়নোত্থান সম্বন্ধীয় মন্ত্রের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যে দ্বাদশী

বা একাদশী ইহার যে যে দিনে রেবতী নক্ষত্রের অন্ত্যপাদের যোগ হইবে, সেই দিন দিবাভাগে উত্থানক্রিয়া সমাধা করিবে, আর যদি কোন দিনেই নক্ষত্রের যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতেই উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

"আ-ভা-কা সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী।
আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তবোধনম্ ॥" (ভবিষ্যপু°)

'আ-ভা-কা সিতপক্ষেষু আষাঢ়ভাদ্রকার্ত্তিকশুক্লপক্ষেষু এষাঞ্চ দ্বাদশ্যাং প্রাপ্তৌ মুখ্যকল্পঃ।' (জীমূতবাহন)

এস্থলে দেখা যাইতেছে, জীমূতবাহন ভবিষ্যপুরাণোদ্ধৃত উক্ত বচনটীর পরিষ্কার মীমাংসা করিতেছেন যে আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতেই যদি যথাক্রমে অনুরাধার আদ্য, শ্রবণার মধ্য ও রেবতীর অন্ত্য পাদের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দ্বাদশীতেই যথাক্রমে ভগবানের শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান ক্রিয়ার সমাধান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্প।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণুর্দিবা ন স্বপিতি ন রাত্রৌ প্রতিবুধ্যতে।
দ্বাদশ্যামৃক্ষসংযোগে পাদযোগো ন কারণম্ ॥
অপ্রাপ্তে দ্বাদশীমৃক্ষে উত্থানশয়নে হরেঃ।
পাদযোগে ন কর্ত্তব্যে নাহোরাত্রং বিচিন্তয়েৎ ॥"

বিষ্ণুকে দিবায় শায়িত এবং রাত্রিতে প্রবুদ্ধ করিবে না, আর দ্বাদশীতে অনুরাধাদি নক্ষত্রের কোন রকম যোগ হইলে তদ্দিনেই যথোক্ত সময়ে শয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, তাহাতে নক্ষত্রের যথোক্ত পাদযোগাদি লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই, তবে যদি ঐ সকল নক্ষত্রের সহিত দ্বাদশীর সংস্রব না ঘটে, তাহা হইলে সেই স্থলেই পাদযোগাদি দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে যে যথাক্রমে উত্থান ও শয়নের ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। কেন না শ্রুতি আছে যে রাত্রিতে প্রবুদ্ধ করিলে পৌরজন বিনষ্ট এবং দিবাতে শয়ন করাইলে রাজ্যনাশ হয়, আর উভয় সন্ধ্যাতে শয়নোত্থান করাইলে লোকের রোগদুঃখাদি এবং ধরিত্রী স্বল্পফলা হয়।

বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে।
আ-ভা-কা-সিতপক্ষেষু শয়নাবর্ত্তনাদিকম্ ॥" (বরাহপু°)

'তদেবং শয়নাদৌ কালচতুষ্টয়ম্। দ্বাদশ্যাং নিশাদৌ নক্ষত্রযোগঃ তদভাবেঽপি নিশাত্তনাদরেণ তিথ্যন্তরে পাদযোগঃ তস্যাপ্যভাবেঽপি সন্ধ্যায়াং নক্ষত্রমাত্রযোগঃ তস্যাপ্যভাবে দ্বাদশ্যাং সন্ধ্যায়ামিতি।'

এতদ্দ্বারা শ্রীহরির শয়নাদি সম্বন্ধে চারি প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে, যথা—

(১) দ্বাদশীর নিশিতে নক্ষত্রের যোগ হইলে তদ্দিনেই শয়নাদিক্রিয়া কর্ত্তব্য।

(২) উক্ত রূপে নক্ষত্রের যোগ না হইলে যে তিথিতে যথোক্ত সময়ে উহাদের পাদযোগ ঘটিবে, তদ্দিনে শয়নাদি কর্ত্তব্য।

(৩) যদি উক্ত প্রকারদ্বয়ে তিথিনক্ষত্রের সমাবেশ না হয় তবে যে তিথিতে সন্ধিকালে অর্থাৎ সায়ং বা প্রাতে মাত্র নক্ষত্রের যোগ হইবে, সেই দিনে যথা সময়ে ক্রিয়াদি করিতে হইবে।

(৪) যদি ঐরূপ কোন প্রকারই তিথিনক্ষত্রের যোগাযোগ না হয়, তবে দ্বাদশীর সায়ং সন্ধিতে শয়নক্রিয়া এবং প্রাতঃসন্ধিতে প্রবোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। আর পার্শ্বপরিবর্ত্তনক্রিয়া যেরূপ সন্ধিতে করা হইয়া থাকে, তদনুসারেই করিতে হইবে।

যমস্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আষাঢ়ী শুক্লৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত শ্রীহরির নিদ্রাগ্রহণ রূপ শয়নকাল, এই হেতু ব্রহ্মপুরাণেও প্রথমে একাদশীতে শয়নের উল্লেখ করিয়া তদবধি পাঁচদিন পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মসাধনের বিষয় বলা হইয়াছে।

"ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে আষাঢ্যাং সংবিশেদ্ধরিঃ।
নিদ্রাং ত্যজতি কার্ত্তিক্যাং তয়োস্তং পূজয়েৎ সদা ॥" (যম)

'আষাঢ়শুক্লৈকাদশীমারভ্য পৌর্ণমাসীপর্য্যন্তং বিষ্ণোর্নিদ্রাগ্রহণরূপশয়নসময়ে অতএব একাদশ্যাং শয়নমভিধায় তদাদি দিনপঞ্চকে কর্ম্মকথনং ব্রহ্মপুরাণে পৌর্ণমাস্যাং শয়নাভিধানং আষাঢ়ী পদস্যানুপাধেস্তত্রৈব প্রবৃত্তেঃ।'

শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তনঘটিত একাদশীতে প্রত্যেক লোকেরই অনশনে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন যে, আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তনের দিন ফল, মূল বা জলাহারী ব্যক্তি মদীয় হৃদয়ে শেল নিক্ষেপ করে অর্থাৎ ঐ ঐ দিনে কেহ ফল, মূল বা জল বিন্দুমাত্র গ্রহণ করিলে আমি শল্যবিদ্ধবৎ যাতনা অনুভব করি।

"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

মর্ত্ত্যগণের শয়নবিধিনিষেধ।

বহ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি অবসানে অগ্নিতে আহুতি এবং তদীয় উপাসনান্তর ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের সহিত লঘুতর ভোজন করিয়া তদনন্তর গোময়লিপ্ত নির্জ্জন পবিত্র প্রদেশে শয়ন কর্ত্তব্য। শয়নকালে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালনীয়। যথা—জ্ঞানিগণ যে গৃহের উত্তর এবং পূর্ব্বদিক্ ক্রমশঃ নিম্ন তথায় শয়ন স্থান নির্দ্দেশ করিবেন। শয়নকালে সর্ব্বদা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখা উচিত; উত্তর এবং পশ্চিম দিকে কখনই রাখিবে না। পরস্পর অব্যবধানে বা ভিন্ন-

গ্‌ভাবে শয়ন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শূন্যালয়ে অর্থাৎ ছাড়া বাড়ীতে, শ্মশানে, একবৃক্ষে, চতুষ্পথে, মহাদেবগৃহে, যক্ষনাগায়তনে অর্থাৎ যে সকল স্থানে যক্ষ, স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহ বা সর্পাদির আশ্রয় আছে তথায়, ধান্যগৃহে, গুরুজন বা বিপ্রবর্গের অবস্থিতি স্থান হইতে উপরিস্থ স্থানে, অশুচি প্রদেশে, তৃণপত্রাদি পরিপূর্ণ স্থানে, নিজে অশুচি, শিখা রহিত বা উলঙ্গ অবস্থায়, দীক্ষা ব্যতিরেকে গর্ত্তদেশে, দিবাভাগে, উভয় সন্ধ্যাকালে, পর্ব্বতোপরি, শূন্য স্থানে, দেবাশ্রিত বৃক্ষে, জলক্লিন্ন দ্বারযুক্ত গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহের দ্বারদেশ অত্যন্ত জলকর্দ্দমাক্ত সেই গৃহে, আর্দ্রপদে বা অধৌত পদে, পলাশকাষ্ঠ নির্ম্মিত খট্টাদিতে, বহুবিদীর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ বা অগ্নিদগ্ধ স্থানে, জলের উপর এবং শরের আসনে শয়ন নিষিদ্ধ; অতএব ইহার কোনরূপ ব্যত্যয় করিলে লোক ইহকালে সাতিশয় দুঃখী এবং পরকালে নিরয়গামী হয়। (বহ্নিপুরাণ)

স্মৃত্যাদির মতে সূর্য্যবিম্বমানে শয়নশয্যার পাতনোত্তোলন নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর শয্যা পতিত এবং সূর্য্যদেবের উদয়ের পূর্ব্বে তাহা উত্তোলিত করিবে।

"ভাস্করাদৃষ্টশয্যানি নিত্যাগ্নিসলিলানি চ।
সূর্য্যাবলোকদীপানি লক্ষ্মা বেশ্মানি ভাজনম্॥" (স্মৃতি)

ব্যাস বলেন, শয়নকালে শিরোভাগের অনতিদূরে একটী মাঙ্গল্য পূর্ণকুম্ভ বৈদিক গারুড়মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইবে।

গর্গ বলিয়াছেন যে স্বগৃহে দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে এবং প্রবাসে পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কখন উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে ধনলাভ, দক্ষিণদিকে আয়ুর্বৃদ্ধি, পশ্চিমদিকে প্রবল চিন্তা এবং উত্তর দিকে হানি ও মৃত্যু হয়। আর প্রত্যহ নিশা কালে বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া সমাধিস্থ হইয়া নিদ্রিত হইবে। কখনও শূন্যগৃহে, শ্মশানে, একবৃক্ষে, চতুষ্পথে, মহাদেবগৃহে, শর্করা লোষ্ট্র, বা ধূলির মধ্যে, ধান্য, গো, বিপ্র, দেবতা ও গুরুজন হইতে উচ্চাসনে, ভগ্নশয্যায়, অপবিত্র শয্যায়, স্বয়ং অপবিত্র অবস্থায়, আর্দ্র বসনে, উলঙ্গাবস্থায়, উত্তর বা পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া, শূন্য বা অনাবৃত স্থানে এবং দেবতাশ্রিত বৃক্ষে শয়ন করিবে না।

মৎস্যসূক্তের ৪৪পটলে উল্লিখিত হইয়াছে,—গৃহী ব্যক্তি সন্ধ্যার পর যথোক্ত সময়ে আহারান্তে পাদাদি শৌচবিধানানন্তর যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শয্যাপার্শ্বে গমন করিবে। কিন্তু শাল্মলী, কদম্ব, নীপ, মন্দার, পলাশ ও বট প্রভৃতির কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং কুশময় শয্যায় কখন শয়ন করিবে না, কারণ তাহা হইলে অশেষ পাপভাগী হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষাদির মূলদেশে, পাট, শণ প্রভৃতির সূত্রোপরি, শুক্রাদি দ্বারা অপবিত্র শয্যায়, খড় তৃণ প্রভৃতির উপর, নিরবচ্ছিন্ন মৃত্তিকার উপর এবং পট্টবস্ত্র ও কলঙ্কী অর্থাৎ কোন রকম দাগযুক্ত কম্বলে শয়ন নিষিদ্ধ। গৃহীর পক্ষে তূলা নির্ম্মিত শয্যা বা শুদ্ধ বস্ত্রোপরি শয়নের ব্যবস্থা আছে।

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে সূর্য্যদেব গগনে উদিত হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাঁহার অস্তগমন মাত্রই যদি পীড়িত লোক ভিন্ন কেহ শয্যাপাশে শয়ন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্তার্হ।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে যে, ভোজনোত্তর ধীরে ধীরে শতপদ গমনানন্তর শয়ন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়।

"ভুক্তোপবিশতস্তন্দ্রং শয়ানস্য তু পুষ্টিদা।
আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥"

উক্ত শয়নের ব্যবস্থা এইরূপ—

অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তান ভাবে, তাহার দ্বিগুণিত কাল দক্ষিণপার্শ্বে এবং তাহার দ্বিগুণ কাল অর্থাৎ যে কালে (৮×২×২) ৩২ বার শ্বাস প্রবাহিত হইতে পারে সেই সময় পর্য্যন্ত বাম পার্শ্বে শয়নানন্তর পরে স্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। জন্তুদিগের বাম পার্শ্বে নাভির ঊর্দ্ধ দেশে পাচকাগ্নির অধিষ্ঠান, অতএব ভুক্তবস্তু সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ হইবার জন্য ভোজনের পর বাম পার্শ্বে শয়ন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

খট্টাদি শয্যায় শয়নগুণ।

খট্টা অর্থাৎ খাটাদিতে শয়ন করিলে ত্রিদোষের শমতা হয়; তুলানির্ম্মিত শয্যায় শয়ন বাতশ্লেষ্মনাশক; ভূশয্যা শরীরের উপচয়কারক ও শুক্রজনক; কাষ্ঠপীঠের শয্যা বায়ুবর্দ্ধক।

কোন কোন মতে ভূশয্যা অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং রক্তপিত্তবিনাশক।

"ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী।" (ভাবপ্রকাশ)

সুশয্যা অর্থাৎ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলে অন্তঃকরণের স্ফূর্ত্তি, শরীরের পুষ্টিতা, সহজে নিদ্রাকর্ষণ, ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, শ্রমনাশ এবং বায়ু প্রশমিত হয়। নিকৃষ্ট শয্যা ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট; অতএব তাহাতে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে।

৫ গ্রহগণের দ্বাদশ ভাবের অন্যতম ভাব বা অবস্থা, গ্রহদিগের ভাব বা অবস্থাবিশেষ। নিম্নে প্রত্যেক গ্রহের শয়ন ভাব নির্ণয় ও তদ্ভাবাপন্ন গ্রহের ফল বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে,—গ্রহদিগের শয়নাদি ভাব জানিতে হইলে জাতকের জন্ম সময়ে গ্রহগণ কোন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহা সর্ব্ব প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়, পরে ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্রসংখ্যা দ্বারা

ঐ সংখ্যাকে গুণ করিবে, তৎপরে গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা ঐ গুণফলকে আবার গুণ করিতে হয়। এক্ষণে গ্রহগণের আপন জন্ম নক্ষত্র, ঐ জাতকের জন্মলগ্নসংখ্যাক অঙ্ক এবং উদয়াবধি যত দণ্ডে তাহার জন্ম হইয়াছে, সেই দণ্ড পূর্ব্বোক্ত গুণফলে যোগ করিয়া তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ এক থাকে, তবে সেই গ্রহের শয়নভাব জানিবে। এইরূপ দুই থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি।

গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র যথা—রবির জন্মনক্ষত্র ১৬ বিশাখা। চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা। মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। বুধের ২২ শ্রবণা। বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্বফল্গুনী। শুক্রের ৮ পুষ্যা। শনির ২৭ রেবতী। রাহুর ২ ভরণী। কেতুর ৯ অশ্লেষা।

কোন পাপগ্রহ শয়ন বা নিদ্রিত অবস্থায় অন্য কোন পাপ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়া সপ্তম অর্থাৎ জায়াস্থানে অবস্থিতি করিলে জাতকের শুভফল হইয়া থাকে। রিপুদৃষ্ট ও রিপুগৃহাগত পাপগ্রহ ঐ ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া সপ্তমে থাকিলে পত্নীসহ জাতকের মৃত্যু সংঘটিত হয়; ঐরূপ অবস্থাপন্ন শুভগ্রহ শুভাশুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতকের মাত্র প্রথম পত্নীর বিয়োগ হয়।

উক্ত ভাবদ্বয়াপন্ন পাপগ্রহ সুত বা পঞ্চম স্থানে থাকিলে জাতকের বিলক্ষণ শুভ হইয়া থাকে, ঐ গ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ, বা মূলত্রিকোণস্থ হয়, তবে সন্তানের হানি হয়। ঐ ঐ অবস্থাপন্ন শুভগ্রহ যদি শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া সুতস্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতকের প্রথম সন্তানটীর মাত্র অনিষ্ট হয়।

মৃত্যু বা অষ্টম স্থানে ঐ অবস্থাদ্বয়সম্পন্ন পাপগ্রহ থাকিলে রাজা বা কোন শত্রুর হস্তে জাতকের অপমৃত্যু ঘটে; কিন্তু ঐ পাপগ্রহ শুভদৃষ্ট হইলে নিঃসন্দেহে উহার গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়। শত্রু বা পাপগ্রহদৃষ্ট শুভগ্রহ শয়ন ভাবে মৃত্যু স্থানে থাকিলে শিরশ্ছেদ হয়; বিশেষতঃ শনি, মঙ্গল বা রাহু ঐরূপ ভাবে ঐ স্থানে থাকিলে হয় অপমৃত্যু নয় শিরশ্ছেদ অনিবার্য্য।

কর্ম্ম অর্থাৎ দশম স্থানে শয়ন বা ভোজনভাবাপন্ন পাপগ্রহ থাকিলে জাতক দারিদ্র্য হেতু পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়।

রবি শয়নভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিলে জাতক মন্দাগ্নি, পিত্তশূল, শ্লীপদ ও গুহ্যরোগে আক্রান্ত হয়।

চন্দ্র শয়নভাবাপন্ন হইলে লোক ক্রোধী, দরিদ্র, সাতিশয় লম্পট ও গুহ্যরোগী হয়, এমন কি প্রায় সর্ব্বদাই তাহার দেহ অসুস্থ থাকে। (চন্দ্র লগ্নস্থ হইয়া শয়নাবস্থাপন্ন হইলেই জাতকের এই সকল রোগাদির আধিক্য দেখা যায়, অন্তস্থানস্থ হইলে তত বেশী হয় না।)

শয়নাবস্থাপন্ন বুধ লগ্নে থাকিলে বালক ধনবান্, সর্ব্বদা ক্ষুধিত ও খঞ্জ এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হয়; অন্যস্থানে ঐরূপ ভাবে থাকিলে উহার দারিদ্র্য ও সাতিশয় লাম্পট্য দোষ ঘটে।

বৃহস্পতি শয়নাবস্থায় কোন স্থানে থাকিলে মানব বিদ্যা বুদ্ধি সমন্বিত, নানা গুণযুক্ত, দাতা ও সুখী হয়।

সপ্তম কিম্বা একাদশ স্থানে শুক্রের শয়নাবস্থা ঘটিলে লোক কখনই দরিদ্র হয় না, তাহার নিয়তই সুখ থাকে, এবং কম করিয়া হইলেও তাহার সাতটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা প্রায়ই হইতে দেখা যায়; তবে গ্রহের বলাবল বুঝিয়া ইহার ন্যূনাধিকও হইতে পারে। ঐ অবস্থায় অন্যগৃহে থাকিলে জাতক ধনবান, ধার্ম্মিক ও সুখী হয় কিন্তু তাহার অবশ্য পুত্রনাশ ঘটে।

মঙ্গল শয়ন ভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিলে জাতক লম্পট, কৃপণ, সুখী, মহাক্রোধী, মহাদক্ষ ও পণ্ডিত হয়; কিন্তু ঐরূপ ভাবে পঞ্চম ও সপ্তম স্থানে থাকিলে যথাক্রমে তাহার প্রথম অপত্য এবং প্রথমা স্ত্রী বিনষ্ট হয়। শত্রুগৃহস্থ মঙ্গল রিপু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতকের কর্ণনাসাদি বা ভুজচ্ছেদ এবং তথায় থাকিয়া শনি ও রাহুযুক্ত হইলে উহার শিরশ্ছেদ ঘটে। শয়নভাবাপন্ন মঙ্গল যদি লগ্নে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতক নানা রোগসমন্বিত এবং দদ্রু, কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি দ্বারা তাহার দেহ ভঙ্গ হয়।

শনির শয়ন ভাবে জাতক ক্ষুধিত, বিকলাঙ্গ ও গুহ্যরোগী এবং তাহার কোষবৃদ্ধি রোগ হয়। লগ্ন, ষষ্ঠ ও অষ্টমে উহার ঐ অবস্থা হইলে মানব চিরপ্রবাসী, দরিদ্র ও সাতিশয় বিকলাঙ্গ হয়। পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমে যদি তাহার শয়নভাব দেখা যায়, তবে লোক পুত্রবান্ ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয়।

যাহার জন্মকালে রাহুর শয়ন অবস্থা ঘটে, তাহার বহুক্লেশ ও মহাদুঃখ উপস্থিত হয় এবং সে শ্লীপদরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে. রাজারও এই অবস্থায় জন্ম হইলে তাঁহার নিত্য ধনহানি ও পীড়াদি হয়। কিন্তু বৃষ, মিথুন, সিংহ ও কন্যা রাশিতে থাকিয়া শয়নভাবগ্রস্ত হইলে লোক যাবতীয় সুখের অধিকারী হয়।

শয়নকক্ষ (পুং) শয়নঘর, শয়নপ্রকোষ্ঠ।

শয়নগৃহ (ক্লী) শয়নঘর, যে ঘরে শয়ন করা হয়।

শয়নঘর, শয়নগৃহ, শুইবার ঘর।

শয়নপ্রকোষ্ঠ (পুং) শয়নগৃহ, শয়নমহল।

শয়নভূমি (স্ত্রী) শয়নস্থান, যে ভূমিতে শয়ন করা যায়।

শয়নমন্দির (ক্লী) শয়নগৃহ, শুইবার ঘর।

শয়নমহল, শয়নঘর।

শয়নবাসস্ (ক্লী) যে বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করা হয়, রাত্রিবাস কাপড়।

শয়নস্থান (ক্লী) শয়নভূমি।

শয়নাগার (পুং) শয়নগৃহ।

শয়নাবাস (পুং) শয়নার্থ বাসগৃহ।

শয়নাস্পদ (ক্লী) শয়নযোগ্য, যাহাতে শয়ন করা যাইতে পারে।

শয়নীয় (ক্লী) শেতেঽস্মামিতি শীঙ্-অনীয়র্ অধিকরণে। শয্যা, বিছানা। (অমর) (ত্রি) ২ শয়নযোগ্য, শয়ন করিবার উপযুক্ত। (রামায়ণ ২।৭২।১১)

শয়নীয়ক (ক্লী) শয়নীয়মেব স্বার্থে কন্। শয্যা।
(কথাসরিৎসাগর ৩৩।১৭৭)

শয়নীয়গৃহ (ক্লী) যে গৃহে শয়ন করা যাইতে পারে।

শয়নীয়বাস (পুং) শয়নকালীন পরিধেয় বস্ত্র।

শয়নৈকাদশী (স্ত্রী) শয়নায় শয়নস্য বা একাদশী। শ্রীহরির শয়নসম্বন্ধীয় তিথি, আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশী।
[বিস্তৃত বিবরণ শয়ন ও হরিশয়ন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শয়াণ্ড (পুং) তন্নামক দেশ বা জনপদভেদ।

শয়াণ্ডভক্ত (পুং) শয়াণ্ডানাং বিষয়ো দেশঃ। শয়াণ্ড নামক জনপদবাসীদিগের বিষয় বা দেশ। (পা ৪।২।৫৪)

শয়াণ্ডক (পুং) কৃকলাস। (শুক্লযজুঃ ২৪.৩৩)

শয়ান (পুং ক্লী) নিদ্রিত, যে শয়ন করিয়া আছে।

শয়ানক (পুং) শী-শানচ্ ততঃ কন্ যদ্বা 'আনকঃ শীঙ্ভিয়ঃ ইতি আনক্'। (উণাদিকোষ) ১ সর্প। ২ কৃকলাস।

শয়ামূত্র (ক্লী) শয্যামূত্র, বিছানায় মূত্রত্যাগ।

শয়ালু (ত্রি) শী-আলুচ্ (আলুচি শীঙো গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। পা ৩।২।১৫৮ বার্ত্তিক) ১ নিদ্রাশীল। (মাঘ ২।৮০) (পুং) ২ অজগর, সর্প। ৩ কৃকলাস।

শয়িত (ত্রি) শী-ক্ত। ১ নিদ্রালু। (অমর) ২ কৃতশয়ন, যে শয়ন করিয়াছে। (কথাসরিৎসা° ৫৬।১৮৭) ৩ বসন্তকুসুম, চালিতা।

'বসন্তকুসুমঃ শেলুঃ শয়িতো দ্বিজকুৎসিতঃ' (শব্দমালা)

(ক্লী) ৪ শয়ন। ৫ নিদ্রিত। ৬ নিদ্রা।

শয়িতবৎ (ত্রি) শী-ক্তবতু। নিদ্রালু।

শয়িতব্য (ক্লী) শয়ন করিবার যোগ্য। (কথাসরিৎসা° ১৬।৪৮)

শয়িতৃ (ত্রি) শী-তৃচ্ (পা ৪।২।১৫) শয়নকারী, যিনি শয়ন করেন।

শয়ু (পুং) শী-উ। ১ অজগর, সর্প। (অমর) ২ ঋষিবিশেষ।

"যাভির্নরা শয়বে যাভিরত্রয়ে।" (ঋক্ ১।১১২।১৬)

'শয়বে এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে।' (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ শয়ান।

"কস্তে মাতরং বিধবামচক্রৎ শয়ুং কস্তামজিঘাংসচ্চরন্তম্।" (ঋক্ ৪।১৮।১২) 'কস্ত্বোঽন্যঃ শয়ুং শয়ানং চরন্তং জাগ্রতং বা ত্বাং অজিঘাংসৎ।' (সায়ণ)

শয়ুত্রা (পুং) ১ শয়ন, নিবাসস্থান। ২ শয়ু নামক ঋষির ত্রাণকর্ত্তা।

"কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা বৃষণা শয়ুত্রা।"
(ঋক্ ১।১১৭।১২)

'শয়ুত্রা শয়নে নিবাসস্থানে বর্ত্তমানস্য কাব্যস্য ভার্গবস্য সুষ্টুতিং শোভনাং স্তুতিং শ্রোতুং যান্তা গচ্ছন্তৌ যদ্বা শয়ুরেতন্নামকস্তস্য ত্রাতারৌ এতদশ্বিনোর্বিশেষণং শয়ুনাম্নস্ত্রায়কৌ যুবাং।' (সায়ণ)

শয়ুন (পুং) শী-উনন্ (উণাদিকোষ)। অজগর, সর্প।

শয্যম্ভদ্র (পুং) জৈনদিগের ছয় শ্রুতকেবলীর একতম। সম্ভবতঃ শয্যম্ভবের পাঠান্তর।

শয্যম্ভব (পুং) জৈনদিগের ছয় শ্রুতকেবলীর একজন।

শয্যা (স্ত্রী) শী ক্যপ্ 'সংজ্ঞায়াং সমজেতি (পা ৩।৩।৯৯) ১ গুম্ফন। (মেদিনী) শীয়তে যত্র সা। ২ বিছানা, যাহাতে শয়ন করা যায়। পর্য্যায়—শয়নীয়,শয়ন,তল্প শয়নীয়ক। (শব্দরত্না°)

শয্যা ও আসনাদি কুসুমসুকোমল হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে নিয়ত শয়নোপবেশনাদি করিলে নিদ্রা, পুষ্টি ও ধৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমজন্য প্রকুপ্ত বায়ু বিনষ্ট হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ কদর্য্য শয্যায় শয়ন করিলে এই সকল গুণেরও বৈপরীত্য ঘটে। ভূশয্যা বাতপিত্তপ্রশমনী, বৃংহণী ও শুক্রবর্দ্ধিনী। খট্বা বাতবিবর্দ্ধিনী এবং পট্টশয্যা অতি রুক্ষতমা ও সাতিশয় বাত-প্রকোপণী। (রাজবল্লভ)

কাহারও কাহারও মতে খট্বা ত্রিদোষ শমনী; তূলিকাশয্যা বাতকফাপহারিণী; ভূশয্যা বৃংহণী ও শুক্রলা; কাষ্ঠ এবং পট্টশয্যা বাতলা।

"ত্রিদোষশমনী খট্বা তূলী বাতকফাপহা।
ভূশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা কাষ্ঠপট্টী তু বাতলা॥" (বৈদ্যক)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ভূশয্যা নিরতিশয় বাতলা, রুক্ষ ও রক্তপিত্তবিনাশিনী।

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে, গৃহীলোক সায়ংকালীন ভোজনোত্তর হস্তপাদাদিশৌচ সম্পন্ন করিয়া অস্ফুটিত দারুনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত অভগ্ন সমতল অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যোপরি শয়ন করিবে; অবিস্তৃত বা কোন জন্তুময়ী শয্যায় কখনও শয়ন করিবে না। (বিষ্ণুপু° ৩য় অংশ ১১ অঃ)

শয্যাদানফল।

শুদ্ধিতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, গৃহ, ধান্য, হরীতকী, পাদুকা, ছত্র, মালা, চন্দনাদি অনুলেপনদ্রব্য, শকটাদি যান, বৃক্ষ, শয্যা এবং যাহার নিজের নিকট যে বস্তু অত্যন্ত প্রিয়, সেই সকল

দ্রব্য দান করিলে গৃহীলোকের সাতিশয় সুখসম্ভোগ হয়। বিশেষতঃ সমর্থসত্ত্বে শয্যাদিদানে কখনই লোককে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, দধি, ক্ষিতি, মাংস, শয্যা, আসন, যান ও জল এই সকল দ্রব্যদানে কখনই কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না।

"গৃহধান্যোভয়োপানচ্ছত্রমাল্যানুলেপনম্।
যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দত্ত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ॥"

'প্রিয়ং যদ্যস্য হর্ম্ম্যাদি। প্রতিগ্রহসমর্থেন শয্যা ন প্রত্যাখ্যেয়া।'

"কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধিক্ষিতিঃ।
মাংসশয্যাসনং যানাঃ প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মড়ার সহিত যে সকল শয্যাদি দেওয়া যায় তাহা এবং মুমুর্ষু বা মৃতব্যক্তির উদ্ধারকামনায় যে সকল তিল ও ধেনু দান করা হয়, উহা যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে সে কদাপি নরক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। তবে ঔত্তানাঙ্গিরস দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল ছত্র, কৃষ্ণাজিন, শয্যা, রথ, আসন, পাদুকা, শকটাদি যান এবং প্রাণবর্জ্জিত যে কোন দ্রব্য দান করা যায়, মনুষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

"ছত্রং কৃষ্ণাজিনং শয্যা রথমাসনমেব চ।
উপানহৌ তথা যানং তথা যৎ প্রাণবর্জ্জিতম্।
ঔত্তানাঙ্গিরসস্ত্বেতৎ প্রতিগৃহ্লীত মানবঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দেবীপুরাণে পুষ্পাভিষেক নামক অধ্যায়ে শয্যাপট্টক অর্থাৎ পীঠশয্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে; যথা—দুই হস্ত দীর্ঘ, হস্তপরিমিত বিস্তৃতিযুক্ত দশাঙ্গুল উচ্ছ্রায়বিশিষ্ট রত্নালঙ্কার দ্বারা সুশোভিত পীঠক উপবেশনার্থ প্রস্তুত করিবে; স্নানার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে সার্দ্ধহস্ত ব্যাস ধরিয়া বৃত্তাকারে করিতে হইবে; শয়নের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে চারি হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ করা কর্ত্তব্য। (দেবীপুরাণ পুষ্পাভিষেক)

শয্যাগত (ত্রি) ১ শয্যাশায়ী। ২ পীড়িত, যিনি পীড়ানিবন্ধন শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থানে অসমর্থ।

শয্যাগৃহ (ক্লী) শয়নগৃহ; শুইবার ঘর।

শয্যাচ্ছাদন (ক্লী) আস্তরণ, শয্যার উপরিস্থ বস্ত্রাবরণ, চলিত বিছানার চাদর।

শয্যাধ্যক্ষ (পুং) শয্যাপাল।

শয্যাপতিত (ত্রি) শয্যাগত।

শয্যাপালক (পুং) ১ রাজার শয়ন গৃহপরিরক্ষক। ২ রাজপ্রাসাদস্থ শয়নগৃহ ও শয্যাদির পরিদর্শক, খাস খানসামা।

শয্যাপালত্ব (ক্লী) শয্যাপালকের কার্য্য।

শয্যামূত্র (ক্লী) শিশুদিগের রোগভেদ, চলিত সেজি মোতা, বালকেরা শয্যায় অসাড়ে মূত্র নিঃসারণ করিয়া থাকে।

শয্যাবাসবেশ্মন্ (ক্লী) শয়নগৃহ। (কথাসরিৎসা° ৪৬।১৮০)

শয্যাবেশ্মন্ (ক্লী) শয্যাগৃহ, শয়নঘর।

শয্যোৎসঙ্গ (পুং) শয্যার পার্শ্বদেশ। মতান্তরে শয্যার মধ্যস্থান।

শয্যোত্থায়ম্ (অব্য) শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপযুক্ত সময়, প্রাতঃকাল।

শর (পুং) শৃণাত্যনেনেতি শৄ-হিংসে (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। স্বনামখ্যাত তৃণভেদ। পর্য্যায়—ইষু, কাণ্ড, বাণ, মুক্ত, তেজন, গুন্দ্রক, উৎকট, শায়ক, ক্ষুর, ইক্ষুপ্র, ক্ষুরিকা, পত্র, বিশিখ। বৈদ্যকমতে গুণ—মধুর, তিক্ত, ঈষদুষ্ণ, কফ, শ্রম ও মত্ততানাশক, বলবীর্য্যকারক, ইহা প্রতিদিন সেবন করিলে বাতবর্দ্ধক। (রাজনি°)

ইহা অতিশয় বড় বড় হয় এবং ইহার ডাঁটা বিশেষ উপকারে লাগে। উদ্ভিদ্বিদ্গণ দেশভেদে পার্থক্য নিরূপণ করিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন; যথা—রক্তবর্ণ Saccharum sara ও S. Munja এবং এণ্ডাস্ন S. Ciliare; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই তৃণজাতি এক, নামভেদ হইলেও উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। দেশভেদেও ইহা বিভিন্ন নামে প্রচলিত। হিন্দী—শর, শরকাণ্ড, শর্করা, শরপাত, শরপত্র, রামশর, মুঞ্জা, বাঙ্গালা শর; সাঁওতাল—শর; যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ—পাতাবর; ঐ পশ্চিমাংশে—ইকর, শরহর, শরকাণ্ড; অযোধ্যা—পালবা; পঞ্জাব—খড়কানা, কাণ্ড, সর্জ্জবর, শর্কর; আজমীঢ়—শর, শরপাত; সিন্ধুদেশ—শর; সিন্ধুর পশ্চিম পাড়—দগী, সাদা, কড়ে; তেলগু—গুন্দ্রা, পোলিকা; ইংরাজী—Pen-reed grass.

উত্তরপশ্চিম ভারত এবং পঞ্জাবের সমতল প্রান্তরে প্রভূত পরিমাণে এই তৃণ জন্মে। ইহা দেখিতে দীর্ঘাকার ও সুন্দর। সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কখন কখন নদীতীরস্থিত জমি অথবা যে সকল নিম্নভূমি নদীর বন্যায় জলপ্লাবিত হয়, সেইরূপ জমির আলের উপর শরঘাস পুতিয়া বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ জলসিক্ত ভূমিতে গাছগুলি অতিশয় বাড়িয়া পড়ে এবং অন্যান্য উচ্চ স্থানজাত তৃণের অপেক্ষা ইহার আকৃতিগত অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার কাণ্ডাবরক পত্রবৃন্ত হইতে যে আঁইস বাহির হয়, তাহাতে উৎকৃষ্ট রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ষাপগমে ইহা পুষ্পিত হয়। Erianthus Ravennæ নামক তৃণ বিশেষের সহিত ইহার আকৃতিগত ও স্বভাবগত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অনেকে এই দুইটী দেখিয়া ভ্রমে পতিত হন; কিন্তু ইহাদের পুষ্পোদ্গমকালের পার্থক্য

আছে। শেষোক্ত তৃণের পুষ্পনির্গমের বহুপরে প্রথমোক্ত বৃক্ষ পুষ্পিত হয়।

পঞ্জাবে ইহার মূল 'গর্ভগন্ধ' নামে বিক্রীত হয়, ইহা প্রসূতির একটী উপকারক ঔষধ। সন্তান প্রসূত হইলে এই গর্ভগন্ধ প্রসূতির সমক্ষে জ্বালান হয়। ইহার ধুম অগ্নিদগ্ধ বা ক্ষত স্থানের বিশেষ উপকারী। ইহার মুঞ্জ বা আঁইস অতিশয় দৃঢ়, টানসহ এবং জলে সহজে পচে না। আলাহাবাদ ও মীর্জা-পুরের মাঝিরা শরমুঞ্জনির্ম্মিত দড়ি দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যায়। ইহাদ্বারা সরু দড়ি, মাদুর, ঝুড়ি ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শরগাছের আগায় শকটাদির ছাদ ছাওয়া হয়। নিম্নের মোটা ডাঁটা বা কাণ্ডা হইতে কেদারা, টেবিল, ঝুড়ি, পর্দ্দা, ধান্যাদি শস্যের গোলা, গৃহের ছাদ ও কূপের পাড় প্রভৃতি প্রস্তুত-বিষয়ে শরের পর্য্যাপ্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলা হয়, তখন বহুসংখ্যক শরের ঘর গড়ের মাঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার কচি কচি পাতা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে পঞ্জাববাসীরা গবাদিকে ইহার শুষ্কপত্র ভূষি ও ছোলার সঙ্গে খাওয়ায়। ইহার ডাঁটায় লিখিবার কলম প্রস্তুত হয়। আরবী, পারসী ও ভারতের বিভিন্ন জাতির ভাষালিপি শরের কলমে লিখিত হয়। পূর্ব্বে যোদ্ধৃপুরুষেরা শর হইতে বাণ প্রস্তুত করিত। এখনও সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য-জাতিরা শরদ্বারা বাণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সরস্বতীপূজার সময় দেবীসমক্ষে শর বা খাঁকের কলম দিয়া পূজা করা হয়।

শরকাণ্ড (S. arundinaceum বা S. procerum, এই জাতির অপর একটী শ্রেণী। পর্ব্বতাদির বালুকাময় শৃঙ্গদেশে ও সমতল ক্ষেত্রে এই তৃণ জন্মে। ইহা ভারতে প্রায় ২০ ফিট্ উচ্চ হয়। কার্ত্তিক মাসে এই তৃণগুলি পুষ্পভারে অবনত হইয়া অতীব সুন্দর দৃশ্য ধারণ করে। ইহা দেখিতে প্রায় ইক্ষুর (S. officinarum) ন্যায়, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে তদপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর; ইহাতে উপরি উক্ত শরের ন্যায় নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শরের পুষ্পযুক্ত অগ্রভাগ হইতে ঝাঁটা, চুবড়ী, চালুনী, পাখা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২ বাণ।

"তবমন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ।
প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ শরাঃ ॥" (রঘু ১।৬১)

৩ দধ্যগ্রভাগ, দধির প্রথমে যে সারভাগ জমিয়া থাকে, তাহাকে শর কহে, ইহার পর্য্যায় দধিসার, দধিস্নেহ, কট্টর। (রত্নমালা) দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার অগ্রেও শর পড়ে।

৪ উশীর। ৫ মহাপিণ্ডীতরু। (রাজনি°) ৬ হিংসা। ৭ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চমাঙ্ক, কামদেবের পঞ্চবাণ হইতে শর শব্দে পাঁচ অঙ্ক বুঝায়। ৮ অসুরভেদ। (হরিবংশ) ৯ ঋচৎকের পুত্র। (ঋক্ ৫।১১৬।২৩) ১০ শিব। ১১ জল। ১২ বৃত্তাংশের শিঞ্জিনী (Sine of an arc)

শরক (ত্রি) শরতৃণভব। (পা ৪।২।৮০)

শরকাণ্ড (পুং) শরদণ্ড।

শরকার (পুং) বাণনির্ম্মাতা, যে শর কাটিয়া তীর প্রস্তুত করে।

শরকুণ্ডেশয় (ত্রি) শরকুণ্ডে অবস্থানকারী (অগ্নি)। (রামায়ণ)

শরকূপ (পুং) প্রস্রবণভেদ। (ললিতবিস্তর)

শরগুল্ম (পুং) ১ শরতৃণ। ২ বানরবিশেষ। (রামা° ৪।৪১।৩)

শরঘাত (পুং) শর হন্-ঘঞ্। শরাহত, শরাঘাত।

শরচ্চন্দ্র (পুং) শরৎ কালের চন্দ্র।

শরচ্ছশিন্ (পুং) শরৎ কালের চন্দ্র।

শরচ্ছালি (পুং) শারদীয় ধান্য।

শরচ্ছিখিন্ (পুং) ময়ূর। (ভারত শান্তি)

শরজ (ক্লী) শরাৎ জায়তে জন-ড। হয়ঙ্গবীন, নবনীত। (হেম) (ত্রি) ২ শরজাত মাত্র।

শরজন্মন্ (পুং) শরে শরবনে জন্ম যস্য। কার্ত্তিকেয়। (অমর)

শরজ্যোৎস্না (স্ত্রী) শরৎ কালের চন্দ্রিকা।

শরট (পুং) শৄ-শকাদিত্বাদটন্। কুসুম্ভশাক। (রত্নমালা) ২ কৃক-লাস। (অমরটীকা) "ভট্টস্য কট্যাং শরটঃ প্রবিষ্টঃ" (হাস্যার্ণ°)

শরণ (ক্লী) শৃণাতি দুঃখমনেনেতি শৄ-ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ রক্ষিতা।

"ত্যজ সংসারমসারং ভজ শরণং পার্ব্বতীরমণম্।
বিশ্বসিহি শ্রুতিশিখরং বিশ্বমিদং তব নিদেশকম্ ॥"
(বৈরাগ্যশতক ৯১)

৩ রক্ষণ। ৪ বধ। (মেদিনী) ৫ ঘাতক। (শব্দরত্না°)

৬ একজন কবি। গীতগোবিন্দে জয়দেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি শরণদত্ত নামে পরিচিত এবং লক্ষ্মণসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শরণদেব, একজন কবি। [শরণ দেখ।]

শরণা (স্ত্রী) প্রসারণী। (শব্দরত্না°)

শরণাকুরু (ত্রি) অন্নভেদ। 'বাঘাতেন বা স্বয়ং বা পক্বতয়া ফলানাং অধঃপতনেন বিশরণং শরণা তৎপ্রধানাঃ কুরবোঽস্মিন শরণা-কুরবঃ। শৄ বিশরণেঽস্মাত্তাবে ল্যুঃ। কুরুর্ন্ পান্তরে ভক্ত ইতি মেদিনী। ভক্ত ওদনঃ।' (ভারত ১৩ পর্ব্ব নীলকণ্ঠ)

শরণাগত (ত্রি) শরণমাগতঃ প্রাপ্তঃ। শরণাপন্ন, পর্য্যায় শরণা-র্থক, অভিপন্ন, শরণার্থী। (ত্রিকা°)। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করে, তাহার যুগপরিমাণ কুম্ভীপাক নরক হইয়া থাকে

এবং শরণাগতকে রক্ষা করিলে শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

"শস্ত্রহীনঞ্চ ভীতঞ্চ দীনঞ্চ শরণাগতম্।
যো ন রক্ষত্যধর্ম্মিষ্ঠঃ কুম্ভীপাকে বসেদ্ যুগম্॥
রাজসূয়শতানাঞ্চ রক্ষিতা লভতে ফলম্।
পরমৈশ্বর্য্যযুক্তশ্চ ধর্ম্মেণ স ভবেদিহ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫৫ অ°)

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি ধন বা প্রাণ দ্বারা শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তকালে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

"শরণাগত রক্ষাং যঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কুরুতে মানবো জ্ঞানী তস্য পুণ্যং নিশাময়॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মহত্যামুখৈরপি।
আয়ুষোহন্তে ব্রজেন্মোক্ষং যোগিনামপি দুর্লভম্॥"
(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগ° ৮অ°)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি লোভ, দ্বেষ ও ভয়ে শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়। মহাপাতকিদিগেরও পাপের নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগকারীর পাপের নিস্তার নাই।

"লোভাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যস্ত্যজেৎ শরণাগতম্।
ব্রহ্মহত্যাসমং তস্য পাপমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
শাস্ত্রেষু নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মহাপাতকিনামপি।
শরণাগতহন্তুস্তু ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিঃ কচিৎ॥" (অগ্নিপু°)

শরণার্থিন্ (ত্রি) শরণং অর্থয়তে ইতি অর্থ-ণিনি। শরণপ্রার্থী। (হেম)

শরণার্পক (ত্রি) শরার্থমর্পয়তি আত্মানমিতি অর্প-ণ্বুল্। শরণাপন্ন। (ত্রিকা°)

শরণালয় (পুং) আশ্রয়স্থান।

শরণি (স্ত্রী) পন্থা। (অমর) "সরন্ত্যনয়েতি সরণিঃ নাম্নীতি অনিঃ ইদন্তত্বাৎ পক্ষে ঙীপি সরণী চ। সরণি শ্রেণিবর্ত্ম নোবিতি দন্ত্যাদৌ রভসঃ। শৃ স্বৃ গি হিংসনে ইত্যস্মাৎ পূর্ব্ববদনৌ শরণিস্তালব্যাদিশ্চ। শুভং শুভে প্রদীপ্তে চ শরণিঃ পথি চাবনৌ।' ইতি তালব্যাদাবজয়ঃ।" (অমরটীকায় ভরত)

২ পৃথ্বী। ৩ হিংসা।

"ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো নঃ" (ঋক্ ১।৩১।১৬)
'শরণিং হিংসাং, শৄ হিংসায়ামৌণাদিকঃ অনিঃ' (সায়ণ)

শরণী (স্ত্রী) শরণি বাহু ঙীষ্। ১ পন্থা। ২ প্রসারণী। চলিত গন্ধভাদুলে (শব্দরত্না°) ৩ জয়ন্তী। (শব্দচ°)

শরণৈষিন্ (ত্রি) শরণার্থী, শরণাগত।

শরণ্ড (পুং) ১ পক্ষী। ২ কামুক। (শব্দরত্না°) ৩ ধূর্ত্ত। ৪ শঠ। ৫ কৃকলাস। ৬ ভূষণভেদ। (মেদিনী) ৭ গৃহগোধা, টিকটিকি। ৮ চতুষ্পাৎ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শরণ্য (ত্রি) শৃণাতি ভয়মিতি শৄ-হিংসায়াং (শৄরমোশ্চ। উণ্ ৩।১০১) ইতি অন্য যদ্বা শরণমিব (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি য। রক্ষাকর্ত্তা, শরণাগতরক্ষক।

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" (ভাগবত)

শরণ্যতা (স্ত্রী) শরণ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শরণ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

শরণ্যা (স্ত্রী) শরণ্য-টাপ্। দুর্গা। বিষ, অগ্নি প্রভৃতি ভয় উপস্থিত হইলে ভগবতী দুর্গা দেবীকে স্মরণ করিলে তিনি রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি শরণ্যা নামে অভিহিতা হন।

"বিষাগ্নিভয়ঘোরেষু শরণ্যং স্মরণাদ্ যতঃ।
শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠ্যতে॥" (দেবীপু°)

শরণ্যু (স্ত্রী) সূর্য্যের পত্নী আপ্যা যোষা। [সরণ্যু দেখ।]

শরৎ (স্ত্রী) শৄ-হিংসায়াং (শৄ দৄভসোঽদি। উণ্ ১।১২৯) ইতি অদি। ১ বৎসর।

"পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ।
কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ॥" (রঘু ১০।১)

২ ঋতুবিশেষ, শরৎ ঋতু।—পর্য্যায় শারদা, কালপ্রভাত, বর্ষাবসান, মেঘান্ত, প্রাবৃড়ত্যয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস শরৎ ঋতু। বৈদ্যক মতে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস শরৎ।

"ঋতুষট্কং সমাখ্যাতং রবে রাশিষু সংক্রমাৎ।
গ্রীষ্মো মেষবৃষৌ প্রোক্তঃ প্রাবৃট্ মিথুনকর্কটৌ।
সিংহকন্যে স্মৃতা বর্ষা তুলাবৃশ্চিকয়োঃ শরৎ॥" (ভাবপ্র°)

মতভেদে ভাদ্র ও আশ্বিন বা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস শরৎকাল। এই কাল উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, এবং মানবগণের পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে বলপ্রদ। শরৎকালে বায়ু প্রশমিত, ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

যেরূপ বৎসরে ৬টী ঋতু হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিদিনও ৬টী ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে বসন্ত ঋতু, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, অর্দ্ধ রাত্রে শরৎ ইত্যাদি রূপে ঋতু সকলের আবির্ভাব হয়।

শরৎ ঋতুতে ইক্ষুবিকার গুড় চিনি প্রভৃতি, শালিধান্য, মুদ্গ, সরোবরজল, কথিত দুগ্ধ এবং প্রদোষ সময়ে চন্দ্রকিরণ সেবন প্রশস্ত। (ভাবপ্র°)

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, শরৎকালে এই সকল বর্ণনা করিতে হয় ;—চন্দ্রপটুতা, রবিপটুতা, জলশুষ্কতা, বকপুষ্প, হংস, বৃষ, সর্প, সপ্তচ্ছদ, পদ্ম, শ্বেতমেঘ, ধান্য, শিখিপক্ষ। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, শরৎকালে জন্ম হইলে মানব উত্তম কর্ম্মকারী, তেজস্বী, শুচি, সুশীল, গুণবান্, সম্মানী, ধনী ও রাজকুল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"নরঃ শরৎসংজ্ঞকলব্ধজন্মা ভবেৎ সুকর্ম্মা মনুজস্তপস্বী।

শুচিঃ সুশীলো গুণবান্ সুমানী ধনান্বিতো রাজকুলপ্রপন্নঃ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

শরৎকামিন্ (পুং) শরদি শরৎকালে কাময়তে কুক্কুরীমিতি কম 'কমের্ণিঙ্' ইতি ণিঙ্, ততঃ ণিনি। কুক্কুর। (শব্দরত্না°)

শরৎকাল (পুং) শরৎ সময়, শরৎ ঋতু।

শরৎকাব্য (ক্লী) শরৎকাল।

শরৎপদ্ম (ক্লী) শরদঃ পদ্মম্। সিতাম্ভোজ, শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°)

শরৎপর্ব্বন্ (ক্লী) শরদঃ পর্ব্ব। কোজাগরপূর্ণিমা।

'কোজাগরঃ শরৎপর্ব্ব শারদী দ্যূতপূর্ণিমা।' (জটাধর)

শরৎপুষ্প (ক্লী) শরদঃ পুষ্পং। ১ আহুল্য ক্ষুপ। (রাজনি°) ২ শরৎকালোদ্ভব কুসুম, যে সকল ফুল শরৎকালে হয়।

শরৎসময় (পুং) শরৎকাল।

শরদ্ (স্ত্রী) শৄ-অদি। (উণ্ ১।১২৯) ১ শরৎঋতু। (অমর) ২ রাজপত্নীভেদ। (রাজত° ৮।১-২৫)

শরদক্ষ (পুং) স্মৃতিশাস্ত্ররচয়িতা আচার্য্যভেদ। (হেম)

শরদণ্ড (পুং) ১ শরযষ্টি। ২ চাবুক। "শরদণ্ডঃ সার প্রকাণ্ডইব অশ্বদণ্ডঃ পৃষ্ঠবংশো যেষাং সিতগৌরপৃষ্ঠা (হয়াঃ) ইত্যর্থঃ।' (ভারত দ্রোণপর্ব্বটীকায় নীলকণ্ঠ) স্ত্রিয়াং টাপ্। শরদণ্ডা—নদীভেদ।

শরদন্ত (পুং) শরদঃ তদাখ্য ঋতোরন্তো যস্মাৎ। হেমন্ত। (রাজনি°)

শরদসিংহদেব (পুং) রাজভেদ।

শরদিজ (ত্রি) শরদি জায়তে ইতি জন-ড (প্রাবৃট্ শরৎকাল-দিবাং জে। পা ৬।৩।১৫) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। শরৎকালজাত, যাহা শরৎকালে উৎপন্ন হয়।

শরদুদাশয় (ক্লী) শরৎকালীন সরোবর।

"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥"

(ভাগবত ১০।৩১।২)

'শরদুদাশয়ে শরৎকালীনসরসি' (স্বামী)

শরদুদ্ভব (পুং) বৃন্তপত্রশাক বিশেষ, চলিত নটেশাক। (রত্নমালা)

শরদেব, একজন প্রাচীন কবি।

শরদ্গত (ত্রি) শরদং গতঃ। শরৎকালপ্রাপ্ত।

শরদ্বিমরুচি (পুং) শরৎকালের চন্দ্র।

শরদ্ধ্রদ (পুং) শরৎকালীনো হ্রদঃ। শরৎকালীন জলাশয়।

"তদা বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা প্রজাপতিঃ।

শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ॥"

(ভাগবত ৪।৭।১০)

শরদ্বৎ (ত্রি) ১ শরৎকাল। ২ বিশীর্ণ কার্ম্মুক। ৩ বহুসংবৎসরযুক্ত অথবা পূর্ব্বতন বা নিত্যবস্তু।

"প্র বাং শরদ্বান্ বৃষভো ন নিষ্যাট্" (ঋক্ ১।১৮১।৬)

'শরদ্বাঞ্ছরণবান্ মেঘবৃক্ষপর্ণাদিনাং বিশরণবান্ অথবা বহুসংবৎসরঃ পূর্ব্বতনো নিত্য ইত্যর্থঃ পক্ষে শরদ্বাঞ্ছরৎকালবান্।'(সায়ণ) ৪ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১০২) ৫ গোতমের বংশধরভেদ। শারদ্বত ঋষি। (হরিবংশ)

শরদ্বসু (পুং) মুনিভেদ।

শরদ্বিহার (পুং) শরৎকালীন আমোদ প্রমোদ।

শরদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (হরিবংশ) নীলকণ্ঠের মতে ইহার অপর নাম জলদ্বীপ। (নীলকণ্ঠ)

শরধান (পুং) ১ উত্তর দিকস্থ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী।

"কেশধরচিপিটনাসিকদাসেরকবাটধানশরধানাঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ১৪।২৬)

শরধি (পুং) শরা ধীয়ন্তে হস্মিন্নিতি শর-ধা-(কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) ইতি কি। তূণ।

"স্বাঙ্গে কবচং নিবধ্য শরধিং কৃত্বা পুরোমাধবং"

(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ৩৩)

শরনিবাস (পুং) শরবনে বাসকারী। (পা ৮।৪।৩৯)

শরন্মেঘ (পুং) শরৎকালীনো মেঘঃ। শরৎকালের মেঘ।

শরপঞ্জর (ক্লী) শরশয্যা।

"যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।

অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মানৃষীনামনুশৃণ্বতাম্॥" (ভাগবত ১।৯।২৪)

শরপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। (পা ৪।১।৬৪)

শরপুঙ্খ (খা) (পুং স্ত্রী) শরস্য পুঙ্খে আকৃতির্যস্য। স্বনাম খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ। (Sephrosia purpures, নীলী বৃক্ষাকৃতি বৃক্ষ বিশেষ। চলিত শরফোকা, হিন্দী শরফোঁকা। বম্বে জংলি কুলথি। কলিঙ্গ—যেরডু কোগ্গি। মহারাষ্ট্র—উন্ডলি। তৈলঙ্গ—তেল্লবেপল্লি চেট্টু। তামিল—কোল্লুক্ক যবেল্লয়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—কাণ্ডপুঙ্খা, বাণপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খিকা, শায়কপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খা। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি ও বাতনাশক। শ্বেতবর্ণ শরপুঙ্খ অধিক গুণযুক্ত। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে তিক্ত ও কষায় ; যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ ও বিষ, কাস, অস্রজ্বর ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্রকাশ) (পুং) ২ বাণের পক্ষ। (ক্লী) ৩ বস্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত)

শরবন্ধ (পুং) শরযোজন।

শরভ (পুং) শৃণাতি হিনস্তীতি শৃ হিংসায়াং (কৃ শ শলিকলিগর্দিভ্যো ঽভচ্। উণ ৩।১২২) ইতি অভচ্। মৃগেন্দ্রবিশেষ, পর্য্যায় মহামৃগ, মহাস্কন্ধী, মহামনাঃ, অষ্টপাদ, মহাসিংহ, মনস্বী পর্ব্বতাশ্রয়। ইহার লক্ষণ—

"অষ্টপাদূর্দ্ধনয়ন উর্দ্ধপাদচতুষ্টয়ঃ।
তং সিংহ তস্মাগচ্ছন্ মুনেস্তস্য নিবেশনম্॥" (ভা° ১২।১১৭।১২)

এই মৃগের আটটী পাদ, ইহার চারি পাদ ও নয়ন উর্দ্ধদিকে অবস্থিত। ২ করভ। ৩ বানর বিশেষ। (মেদিনী) ৪ উষ্ট্র। (জটাধর) ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) ৬ দস্যুপুত্র-বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।২৬) ৭ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১)

শরভকেতু (পুং) বাসবদত্তাবর্ণিত নায়কভেদ। (বাসবদত্তা ৫৩।২)

শরভঙ্গ (পুং) ঋষিবিশেষ। (রামায়ণ ১।১।৪০)

শরভতা (স্ত্রী) শরভস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শরভের ভাব বা ধর্ম্ম।

শরভাননা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিক রমণীভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৮।১২৭)

শরভূ (পুং) শরে শরবণে ভূরুৎপত্তির্যস্য। কার্ত্তিকেয়। (হেম)

শরভৃষ্টি (স্ত্রী) শরাগ্র। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৬।১১)

শরভেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। মহাকালভৈরবকল্পে লিখিত আছে যে শরভেশ্বরকবচ ধারণ করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

শরভোজী, দক্ষিণ ভারতের তঞ্জোর রাজ্যের একজন রাজা। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ১৭৯৮ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করেন। রাঘবচরিত, ব্যবহারপ্রকাশ, ব্যবহারার্থস্মৃতিসারসমুচ্চয় ও একখানি জাতক গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিত অনন্তনারায়ণ তাঁহার স্বরচিত শরভোজিরাজ চরিত্র গ্রন্থে ইহার জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

শরময় (ত্রি) শরস্য বিকারোঽবয়বো বা শর (নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।১৪৪) ইতি ময়ট্। শরনির্ম্মিত।

শরমল্ল (পুং) শরে শরবণে মল্ল ইব। ১ পক্ষিবিশেষ। চলিত গোশালিক। (শব্দচন্দ্রিকা) শরে বাণনিক্ষেপাদৌ মল্লঃ। ২ বাণযোদ্ধা।

শরমুখ (ক্লী) বাণের অগ্র বা মুখ। (হেম)

শরযু, শরযূ (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (দ্বিরূপকো°) এই নদীতে রামলক্ষ্মণাদি আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ) ইহা ঘর্ঘরা নদীর একটী শাখা। [ঘর্ঘরা ও সরযু দেখ।]

শরল (ত্রি) ১ বিনীত। ২ স্বচ্ছহৃদয়, সরল। (পুং) ৩ বৃক্ষবিশেষ। (সারস্বতাভিধান)

শরলক (ক্লী) জল। (শব্দচ°)

শরলোমন্ (পুং) মুনিবিশেষ।

শরবণ (ক্লী) শরস্য বনং বনশব্দস্য ণত্বং। শরের বন।

শরবণোদ্ভব (পুং) শরবণে উদ্ভবো যস্য। কার্ত্তিকেয়।

শরবৎ (ত্রি) ১ বাণবিশিষ্ট। ২ শরতুল্য।

শরবাণি (পুং) ১ শরমুখ, বাণের অগ্রভাগ। ২ পদাতি। ৩ শরজীবী। (হেম)

শরবান্, অযোধ্যা প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উণাও নগর হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্বে ও পূর্ব্বা নগর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬´ পূঃ। এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ লিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ একদা ঐ শিবলিঙ্গপূজামানসে এই স্থানে আগমন করেন তিনি ইহার সন্নিকটবর্ত্তী বন প্রদেশে মৃগয়া করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া শর্ব্বারা নামক স্থানে একটী দীর্ঘিকাতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ সময়ে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী চৌসা নামক স্থান হইতে শরবান্ নামে এক পবিত্রাত্মা ঋষি তীর্থযাত্রামানসে বহির্গত হইয়া রাত্রিকালে রাজা দশরথের শিবিরের সন্নিকটে উপনীত হন। ঋষিবর তাঁহার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতাকে দুইটী ঝুড়ীতে বসাইয়া স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। শিবির-নিকটস্থ সরোবর সন্দর্শন করিয়া পিপাসাতুর শরবান্ তৃষ্ণাপনোদনের জন্য পিতামাতাকে তীরে নামাইয়া স্বয়ং জলপানার্থ জলে নামিলেন। মুনিকর্ত্তৃক আলোড়িত সরোবরজল হইতে সেই রাত্রে একটী গভীর শব্দ শ্রুত হয়। পুষ্করিণীতে কোন বন্য পশু জলপানার্থ আসিয়াছে বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ প্রহার করেন। বাণ শব্দানুসরণ দ্বারা ঋষিপুত্রকে বিনাশ করে। অন্ধ পিতামাতা পুত্রের করুণ রোদনে উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া কাতরকণ্ঠে ও শোকার্ত্তহৃদয়ে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, যে ব্যক্তি মাদৃশ নয়নহীনের নয়নস্বরূপ এবং হৃদয়ানন্দকর পুত্রকে এই ভাবে নিহত করিল ও যাঁহার জন্য আমাদের প্রাণ দারুণ যন্ত্রণায় বহির্গত হইতেছে, সেই ব্যক্তি যেন নিশ্চয়ই পুত্রের কারণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দেহ বিসর্জ্জন করে।" ঋষি ও ঋষিপত্নী এই বলিয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য তথায় শরবান্ নগর প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়সন্তান আর সেই ব্রহ্মশাপদগ্ধ স্থানে ভিটা করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইল না। অনেক ক্ষত্রিয়সন্তান ঐ স্থানে বাস্তুনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুর প্রাণে তাহা সহ্য হয় নাই।

ঐ পুষ্করিণী আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার কূলে

একটী বৃক্ষের ছায়ায় শরবান্ ঋষির প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ঋষিকুমার যেরূপ অতৃপ্ত-পিপাসু হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন, সেই ঘটনা জ্ঞাপনার্থ ঐ মূর্ত্তিটীও এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ঐ মূর্ত্তির নাভিমূলে যতই জল ঢালুন না কেন, কিছুতেই উহা পূর্ণ হইবে না।

শরবারণ (ক্লী) ঢাল। যদ্দ্বারা শরবর্ষণ আবরণ করা যায়।

শরবৃষ্টি (স্ত্রী) শরস্য বৃষ্টিঃ। ১ শরবর্ষণ, বাণবর্ষণ। ২ মরুদ্বৎভেদ। (হরিবংশ)

শরবেগ (পুং) শরস্য বেগঃ। বাণের বেগ।

শরব্য (ক্লী) শরবে হিংসায়ৈ বাণশিক্ষায়ৈ বা সাধু শরু-(উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ, যদ্বা শরান্ ব্যয়তি ব্যে-ড। লক্ষ্য, বাণের নিশানা।

শরব্যক (ক্লী) শরব্য স্বার্থে কন্। শরব্য।

শরশয্যা (স্ত্রী) শরনির্ম্মিতা শয্যা। শরনির্ম্মিত শয্যা। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। [ভীষ্ম দেখ]

শরস (ক্লী) ১ সারপ্রচয়ভাবাপন্ন। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।২৬) ২ শর। "পয়োহবসেকে যো পরি তারকা জায়তে সা শরঃ শব্দেনোচ্যতে।" (মহীধর)

শরস্তম্ব (পুং) শরস্য স্তম্বঃ। শরের স্তম্ব, বাণের ডাটা। ১ শরের ঝাড়। (ভাগবত ১।৬।১৩) ২ স্থানভেদ। (ভারত অনুশাসন) ৩ ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শরাক (পুং) ১ সঙ্কর জাতীয় পশু। ২ জাতিভেদ। [সরাক দেখ]

শরাগ্নি (পুং) পঞ্চাগ্নি। (নীলকণ্ঠ)

শরাঘাত (পুং) শরস্য আঘাতঃ। বাণাঘাত, পর্য্যায়,—প্রচলাক। (জটাধর)

শরাটি (পুং) শরং জলং প্রাপ্নোতীতি অট-ইন্। শরালিপক্ষী, শরাল পাখী। (শব্দরত্না°)

শরাড়ি[তি] (পুং) পক্ষিবিশেষ, শরালিপক্ষী।

শরাভ্যাস (পুং) শরাণামভ্যাসঃ। বাণশিক্ষা। পর্য্যায়—উপাসন, বিকর্ষণ, শস্ত্রাভ্যাস। (শব্দরত্না°)

শরাদিপঞ্চমূল (ক্লী) শরাদিপঞ্চদ্রব্যকৃত কষায়। শর, ইক্ষু, দর্ভ, কাশ ও শালিধান্য এই পাঁচটী দ্রব্যের মূল একত্র করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। (চক্রদ° অশ্মরীরো°)

শরাদিপঞ্চমূলাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শরাদিপঞ্চমূলের কষায়ে চারি সের ঘৃত ও এক সের গোক্ষুর কল্কের সহিত পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হয়। এই ঘৃতসেবনে অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত অশ্মরীচি°)

শরারি (পুং) শরং জলং ঋচ্ছতীতি ঋ গতৌ ই। স্বনামখ্যাত প্লবজাতীয় পক্ষী, শরালি পাখী, পর্য্যায়—আটি, আড়ি, আড়ী, শরাড়ী, আড়িকা, শরালী, শরালি, শরাটি, শরালিকা। (শব্দরত্না°) ইহার মাংসগুণ—বায়ুদোষনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক, সৃষ্টমলত্ব, বাতরক্তনাশক ও শীতল। (রাজব°)

শরারি[রী]মুখ (পুং) ১ শরারি পক্ষী। (ক্লী) ২ সুশ্রুতোক্ত শরারিপক্ষীর মুখসদৃশ; ইহা পূয়াদির স্রাবকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৮ অ°)

শরারু (ত্রি) শৃণোতীতি শৄ (শৄবন্দ্যোরারুঃ। পা ৩।২।১৭৩) ইতি আরু। হিংস্র। (অমর)

শরারোপ (পুং) শরস্য আরোপো যস্মিন্। ধনু। (জটাধর)

শরার্চ্চিস্ (পুং) বানরভেদ। (রামা° ৪।৪১।৩)

শরার্য্যাস্য (পুং) শরারি পক্ষীর মুখের ন্যায় বিস্রাবণাস্ত্রভেদ।

শরালি (স্ত্রী) শরারি পক্ষী। (শব্দরত্না°)

শরালিকা[লী] (স্ত্রী) শরারি পক্ষী। (শব্দরত্না°)

শরাব (পুং ক্লী) শরং জলং অবতি রক্ষতীতি অব রক্ষণে অণ্। ১ মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত শরা, পর্য্যায়—বর্দ্ধমানক, মার্ত্তিক, সরাব, শালাজির, পার্থিব, মৃৎকাংস। (শব্দরত্না°)

২ কুড়বদ্বয় বা ১ সের পরিমাণ, ৬৪ তোলা, এক সের। বৈদ্যক মতে ৬৪ তোলায় সের। পর্য্যায়—মাণিকা। (বৈদ্যকপরি°)

শরাবক (পুং) শরাব-স্বার্থে কন্। ১ শরাব। স্ত্রিয়াং টাপ্। শরাবিকা=শরাব। ২ পীড়কাভেদ। ইহাতে মুখ হয় না। পৃষ্ঠ শরার আকৃতি মত।

শরাবক, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বোর্ণিও দ্বীপস্থ একটী জনপদ। পয়েন্ট-আপি নামক অন্তরীপের পূর্ব্বস্থিত উপসাগরের উপকূলে গিরিপাদমূলে অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতমালা ১৫০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ এবং বোর্ণিওদ্বীপের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দাতু অন্তরীপ হইতে বড়ম্ নদীপর্য্যন্ত স্থান শরাবকরাজের অধিকৃত। এখানে শরাবক নামক নদীকূলে লিচু, জাম, গাব, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বটাঙ্গলুপানদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী একটী শাখার লিঙ্গা নামক স্থানে এক প্রকার উজ্জ্বল বালুকামিশ্রিত প্রস্তর-খণ্ড নিপতিত রহিয়াছে। উহা পুষ্পরাগ (topaz) বা বেগুণী পাথরবিশেষের (amethyst) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মুকা নামক স্থানে সাণ্ড এবং বসাই নগরের নিকট রসাঞ্জন পাওয়া যায়।

শরাবকুর্দ্দ (পুং) বায়ব্যকীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

শরাবতী (স্ত্রী) শরাস্তৃণবিশেষাঃ সন্ত্যস্যামিতি শর-মতুপ্ (শরাদীনাঞ্চ। (পা ৬।৩।১২০) ইতি দীর্ঘঃ। ১ নদীবিশেষ। (অমর) ২ নগরভেদ, লবের রাজধানী। কুশাবতী ও শরাবতী এই দুই স্থান যথাক্রমে কুশ এবং লবের রাজধানী ছিল।

"স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্।
শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জ্জনিতাশ্রুলবং লবম্ ॥" (রঘু ১৫।৯৭)

শরাবতী, নদীভেদ। সম্ভবতঃ রামগঙ্গানদী। টলেমী ইহাকে Sarabas শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নিকটে হোনাবর রাজ্য অবস্থিত।

শরাবর (পুং) ১ ঢাল। ২ বর্ম্ম। (নীলকণ্ঠ) ৩ কটাহাদি।

শরাবরণ (ক্লী) ঢাল।

শরাবান্, বেলুচীস্থানের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। বেলুচীস্থানের মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমে স্থাপিত। শরাবান্, ঝালাবান্ ও লুস প্রদেশ লইয়া উক্ত অধিত্যকা বিভক্ত।

শরাবার্দ্ধ (ক্লী) শরাবস্য অর্দ্ধং। কুড়বপরিমাণ, শরাবের অর্দ্ধ-পরিমাণ, ৩২ তোলা। (বৈদ্যকপরি°)

শরাবাপ (পুং) ধনু।

শরাবি (পুং) ঋষিভেদ।

শরাবী, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা ফকির-বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

শরাশ্রয় (পুং) শরাণামাশ্রয়ঃ। তূণ। (হেম)

শরাস (পুং) শর-অস-ঘঞ্। শরাসন। (ভাগবত ৪।১০।২২)

শরাসন (ক্লী) শরা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তেঽনেনেতি অস-করণে-ল্যুট্। ১ ধনুঃ। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৪)

শরাসনিন্ (ত্রি) শরাসনযুক্ত। ধনুর্ব্বাণধারী। (ভারত উদ্যোগ)

শরাস্য (ক্লী) শরাঃঅস্যন্তেঽনেনেতি অস-ণ্যৎ। ধনুঃ।

শারু (ত্রি) হিংস্র। (উণ্ ৪।১২৭)

শরিকা (স্ত্রী) প্রাসাদভেদ।

শরিন্ (ত্রি) বাণবিশিষ্ট। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শারিমন্ (পুং) শৃণাতি যৌবনমিতি শৄ-ইমন্ (হৃ ভৃ ধৃ সৃ স্তৃ শৃভ্য ইমনিচ। উণ্ ৪।১৪৭) প্রসব। (উজ্জ্বল)

শরিয়া, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে এই স্থান ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বয়া নদীর কূলে অবস্থিত। এখানে নদীর উপর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক তিন খিলানযুক্ত সেতু আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া ছাপরা রোড্ গিয়াছে। শরিয়া হইতে কিছু দূরে "ভীমসিংহের লাঠী বা গদা" নামক একখণ্ড প্রস্তরের একটী স্তম্ভ আছে। উহার শিরোদেশে সিংহমূর্ত্তি খোদিত। ভূপৃষ্ঠ হইতে স্তম্ভটী প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ। উপরের সিংহ ও তাহার আসন এবং নিম্নের স্তম্ভমূল বাদে স্তম্ভদণ্ডটী প্রায় ২৪ ফিট। স্তম্ভমূলের নিম্নে মৃত্তিকাভ্যন্তরে ঐ প্রস্তরখণ্ডের কতটা প্রোথিত আছে তাহা আজিও নিরূপিত হয় নাই। যে ব্রাহ্মণের গৃহ-প্রাঙ্গণে ঐ স্তম্ভটী স্থান পাইয়াছে, তথাকার অনেক লোকে উহার মৃত্তিকানিম্নস্থ ভিত্তি দেখিতে প্রয়াসী হইয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করেন। কএক ফুট মৃত্তিকা বাহির করিয়াও তাহারা উহার তল-দেশ দেখিতে পান নাই। স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি নাম খোদিত আছে। ঐ স্তম্ভটী যে কোন প্রাচীন রাজকীর্ত্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, উহা এই ভাবে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহার ইতিহাস উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ইহার পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ কূপ। যে ব্রাহ্মণের জমিতে এই স্তম্ভ রহিয়াছে তিনি বলেন যে উহার নিম্নদেশে অনেক ধনরত্ন আছে, তাহা বাহির করিবার জন্য এই কূপ কাটা হইয়াছিল।

এই স্থানে একটী নীলকুঠী আছে। ঐ কুঠীর অধীনে ৪৬০০ বিঘা জমি চাস হয়।

শরীর (স্ত্রী) এরকাতৃণ। (ভারত সভাপর্ব্ব।

শরীর (ক্লী) শৄ-ঈরন্ (কৄ শৄ পৄ কটি পটিশৌটিভ্য ঈরন্। উণ্ ৪।৩০) দেহ, ইহা রোগাদিদ্বারা শীর্ণ হয়, এইজন্য শরীর নামে অভিহিত। পর্য্যায়—কলেবর, গাত্র, বপুঃ, সংহনন, বর্ষ্ম, বিগ্রহ, কায়, দেহ, মূর্ত্তি, তনু, তনূ, ক্ষেত্র, পুর, ধন, অঙ্গ, পিণ্ড, ভূতাত্মা, স্বর্গলোকেশ, স্কন্ধ, পঞ্জর, কুল, বল, আত্মা, ইন্দ্রিয়ায়তন, মূর্ত্তিমৎ, করণ, বের, সঞ্চয়, বন্ধ, পুদ্গল। (হেম)

কবিকল্পলতায় স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ এইরূপ বর্ণিত—প্রপদ, অঙ্ঘ্রি, গুল্ফ, পার্ষ্ণি, জঙ্ঘা, জানু, উরু, বঙ্ক্ষণ, কটি, ত্রিক, নিতম্ব, স্ফিক্, বস্তি, উপস্থ, কুকুন্দর, জঘন, জঠর, নাভি, বলি, স্তন, চূচুক, ক্রোড়, রোম, কক্ষ, অংশ, বক্ষঃ, দোঃ, পার্শ্ব, প্রপণ্ড, কূর্পর, হস্ত, প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, করভ, নখ, পর্ব্ব, চপেটক, কণ্ঠ, শিরোধি, শ্মশ্রু, মুখ, ওষ্ঠ, চিবুক, হনু, সৃক্ক, তালু, রদ, জিহ্বা, নাসা, ভ্রূ, গণ্ড, লোচন, অপাঙ্গ, তারা, কর্ণ, ভাল, মস্তক, কেশ। (কবিকল্পলতা)

সাংখ্যদর্শনের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, শরীর দুই প্রকার স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর।* বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ অবয়বের নাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর। এই লিঙ্গশরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়। মহা-

---

* "সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে ॥"

সূক্ষ্মদেহাঃ পরিকল্পিতাঃ পিতৃজাঃ ষাট্কৌশিকাঃ, তত্র মাতৃতো লোম-লোহিতমাংসানি পিতৃতস্তু স্নায়্বস্থিমজ্জান ইতি ষট্কোশাঃ। সূক্ষ্ম-মাতাপিতৃজয়োর্দ্বয়োর্বিশেষমাহ সূক্ষ্মাস্তেষাং বিশেষাণাং মধ্যে যে, তে নিয়তাঃ নিত্যাঃ মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে রসান্তা বা ভস্মান্তা বা বিড়ন্তা বেতি।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ° ৩৯)

প্রলয়ের পর পুনরায় যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হয়, তখন অন্য লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। বিশেষ ইন্দ্রিয়দ্বারা গঠিত এইজন্য লিঙ্গশরীরকে বিশেষও কহে। স্থূলশরীর মাতাপিতৃজ। এই মাতাপিতৃজ শরীর কিছু কালের পর হয় মাটীতে না হয় অগ্নিতে অথবা পশুপক্ষীর উদরে পরিসমাপ্ত হয়।

পরলোকগত লিঙ্গশরীর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শস্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে, পরে ভোজনের সঙ্গে অদৃষ্টানুসারে পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে পিতৃশুক্রকে আশ্রয় করে, তৎপরে মাতৃজরায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রশোণিতমিশ্রণসম্ভূত ক্রমোৎপন্ন দেহকোষে আবদ্ধ হয়। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং মাতা হইতে লোম, লোহিত ও মাংস লাভ হয়, এইজন্য ইহাকে ষাট্‌কৌষিক শরীর কহে। এই ষাট্‌কৌষিক শরীর লাভের পর অদৃষ্টানুসারে ভোগ ও পরে তাহার নাশ হয়। এইরূপে লিঙ্গশরীরের বারংবার জন্ম ও মৃত্যু হয়।

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল, কেহ বিষাদকর বা গুরু। অতএব ইহা শাস্ত্রে বিশেষ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষ সকলও তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত। সূক্ষ্মশরীর, মাতাপিতৃজ বা স্থূলশরীর, এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই সকলের সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক সুতরাং উহাও বিশেষ। সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত, অতএব তাহাও বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। এক এক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূল দেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারই নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, এইজন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয় স্বরূপ স্থূল শরীর অপেক্ষিত।

সাঙ্খ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু, যে তিনটী শরীর স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও স্থূলশরীর। তাহার মতে স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর লিঙ্গশরীরের যে লোকান্তর গমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে সূক্ষ্মশরীর কোন সময়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই অধিষ্ঠান শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর। সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক এবং কাহার বা উপায়ানুষ্ঠানসাধ্য। যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন উক্ত সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর গ্রহণ এবং অদৃষ্টানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া তাহা ত্যাগ করিবে। (সাংখ্যদ°)

আয়ুর্ব্বেদ মতে যেরূপে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ স্থূলশরীরের বিকাশ হইয়াছে নিম্নে তাহা যথাযথ লিখিত হইল,—যিনি নিখিল জগতের কারণ অর্থাৎ উৎপত্তির হেতু তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক এবং তাঁহার নাম অব্যক্ত। এই অব্যক্তের কোনরূপ কারণ বা উৎপত্তির হেতু নাই। উক্ত অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়; এই মহত্তত্ত্বও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট। ইহা হইতে তৎসমগুণান্বিত অহঙ্কার উদ্ভূত হয়। এই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যখন রাজস অহঙ্কার সাত্ত্বিকের সহায়ভূত হয়, তখন সত্ত্ব বা প্রকাশলক্ষণ একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন উৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটী যথাক্রমে বুদ্ধীন্দ্রীয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়, শেষটী অর্থাৎ মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়; ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান বা কর্ম্ম কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্যকারিতালাভে সমর্থ হয় না। উক্ত রূপে রাজস অহঙ্কার তামস অহঙ্কারের সহায়ভূত হইলে তাহা হইতে তমো বা মোহলক্ষণ পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চতন্মাত্রকে প্রকারান্তরে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বলা যায়; কেননা ইহা হইতেই নিম্নোক্ত প্রকারে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি। এই পাঁচটী ভূত এই রূপে উৎপন্ন হইয়াছে যথা—শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ শব্দগুণ বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রের সমবায়ে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দস্পর্শ রূপ-তন্মাত্র সমবায়ে শব্দস্পর্শ গুণবিশিষ্ট তেজ, শব্দস্পর্শ-রূপ-রস-তন্মাত্রের সমবায়ে ঐরূপ তত্তদ্ গুণবিশিষ্ট জল এবং শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধ তন্মাত্রের সমবায়ে উক্ত পঞ্চগুণবিশিষ্ট ক্ষিতির উৎপত্তি হয়।

উক্ত অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত, এই প্রকৃতিমূলক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় দেহের সৃষ্টি হয়। স্থাবর শব্দ সাধারণতঃ নিশ্চল উদ্ভিজ্জমাত্র বোধক; তন্মধ্যে উদ্ভিদ্‌গুলি চারিভাগে বিভক্ত—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ্ ও ওষধি। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হয় না, ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উভয়ই হয় তাহারা বৃক্ষ; যাহারা লতাইয়া যায় এবং স্তম্ব অর্থাৎ ঝোড় বিশিষ্ট তাহারা বীরুধ্ এবং যাহারা ফল পাকিলে পর মরিয়া যায়, তাহারা ওষধি বলিয়া অভিহিত হয়। জঙ্গম সকলও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে

চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে পশু মনুষ্যাদি জরায়ুজ; পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ; ক্রিমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি স্বেদজ এবং ইন্দ্রগোপ-মণ্ডূক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজ শরীর শুক্র ও আর্ত্তব হইতে উৎপন্ন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে এই দুই দ্রব্যে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অতি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে। স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষের সংযোগ হইলে বায়ু শরীরস্থ তেজকে উদ্দীপিত করিয়া তেজ ও বায়ু এই উভয়ে যথাসময়ে পুরুষের শুক্র মেঢ্রমার্গে সঞ্চালিত করে এবং অচিরাৎ উহা যোনিপ্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তবের সহিত সংসৃষ্ট হয়। অনন্তর যথাক্রমে অগ্নি ও সোমগুণবিশিষ্ট শোণিত ও শুক্রের সম্মিলনে উৎপন্ন গর্ভ জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ গর্ভ-শয্যায় নিহিত হইবা মাত্র যাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ, বেদয়িতা, স্পষ্টা, ধাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, পুরুষ, স্রষ্টা, গন্তা, সাক্ষী ও বক্তা এবং যাঁহার অন্যান্য নামও আছে, তিনি অক্ষয়, অব্যয় ও অচিন্ত্য হইলেও প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ ভূতাত্মা সত্ত্বরজস্তমোগুণের এবং দেবাসুরসুলভ অন্যান্য ভাবের সহিত গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হন। উক্ত শুক্রশোণিতসংযোগ সময়ে যদি শুক্রের বাহুল্য হয় তবে পুরুষ, আর্ত্তব বাহুল্যে কন্যা এবং উভয়ের সমতায় নপুংসক সন্তান জন্মে।

শুক্র ও শোণিতের সংযোগের পর এক মাস পর্য্যন্ত উহা কলল অর্থাৎ ঈষৎ তরল অবস্থায় থাকে; দ্বিতীয় মাসে গর্ভসম্পাদক মহাভূতগণ শীত, উষ্মা ও অনিল সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াতে সংহত ও ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় গর্ভ পিণ্ডাকৃতি হইলে পুরুষ, দীর্ঘাকৃতি হইলে কন্যা এবং অর্ব্বুদাকৃতি হইলে নপুংসক সন্তান জন্মে। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচটী পিণ্ডাকারে এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠাদি অঙ্গ ও নাসাচিবুকাদিপ্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ অধিকতর ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং গর্ভহৃদয়ের প্রব্যক্ততা হেতু তথায় চেতনাধাতুর অভিব্যক্তি হয়; কেন না হৃদয়ই চেতনাধাতুর স্থান। এই সময়ে গর্ভবিষয়ে অভিলাষ হয় এবং তজ্জন্যই তৎকালে গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদের অবমাননা করিলে গর্ভিণী কুব্জ, কুণি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ ও হীনাঙ্গ সন্তান প্রসব করে; অতএব তখন গর্ভিণী যাহা অভিলাষ করে, তাহা তাহাকে সাধ্যমত প্রদান করা কর্ত্তব্য। পঞ্চম মাসে মনের বোধশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি হয়; ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি শক্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ স্ফুটতর হয়। অষ্টম মাসে গর্ভের ওজো ধাতু স্থির হয় না অর্থাৎ তখন ওজোনামক ধাতু অস্থির ভাবে কখন মাতৃ হৃদয়ে কখন বা শিশুহৃদয়ে অবস্থান করে; একারণ মাতৃহৃদয়ে ওজো ধাতুর অবস্থানকালে প্রসূত হইলে শিশু জীবিত থাকিতে পারে না; কারণ ওজো ধাতুই জীবের এক রকম জীবন ও বল; সুতরাং ওজোধাতুর নাশ হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বা বলের নাশ হয়। উক্ত ওজো ধাতু শিশুহৃদয়ে অবস্থানকালে প্রসূত হইলে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসের অন্যতম মাসেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত কাল। ইহার অন্যথা হইলে গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

গর্ভের নাভিনাড়ী মাতার রসবহা নাড়ীতে সম্বদ্ধ থাকিয়া তদীয় আহার-রসবীর্য্য গর্ভশরীরে বহন করায় মাতার সেই উপস্নেহ দ্বারা ক্রমশঃ গর্ভের অভিবৃদ্ধি হয়। যোনিতে শুক্রের নিষেচন হওয়া অবধি যতদিন পর্য্যন্ত গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সম্যক্ জাত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মাতার সর্ব্বশরীরাবয়বগামিনী রসবহা তির্য্যগ্‌গত ধমনীদিগের উপস্নেহ সকল তাহাকে জীবিত রাখে ও পরিপুষ্ট করে।

গর্ভের কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির অঙ্গসকল পিতৃজ এবং মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, গুদ প্রভৃতি কোমলাঙ্গ গুলি মাতৃজ। উহার শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, স্থিতি ও হানি রসজ; ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু ও সুখ দুঃখাদি আত্মজ; এবং বীর্য্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ ও মেধা সাত্ম্যজ এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সত্ত্বজ লক্ষণও উহার শরীরে দেখা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শুক্রার্ত্তব সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হয়, কিন্তু যেমন ঋতু, ক্ষেত্র, জল ও বীজের সমগ্রতা না হইলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ ঋতু, ক্ষেত্র, আহাররক্ত রস ও বীজের সমগ্রতা না হইলে সন্তানোৎপন্ন হয় না; একারণ সন্তানকামী নরনারীর নিয়তই যথাবিধানে শুক্রশোণিত পরিশুদ্ধি বিষয়ে সচেষ্ট থাকা একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা হইলে যথাকালে ঐ উভয়ের সংযোগ হইলে রূপগুণযুক্ত* মহাবল চিরায়ু সন্তান প্রসূত হয়।

যমজাদির উৎপত্তিবিবরণ।

ঘৃতপিণ্ড যেমন অগ্নিকে আশ্রয় করিলে গলিয়া যায়, তদ্রূপ নারীর আর্ত্তব পুরুষ-সমাগমে গলিত হইয়া বিসর্পিত হয় এবং তদীয় শুক্রের সহিত মিলিয়া যখন গর্ভোৎপত্তি করে, তখন ঐ শুক্র আর্ত্ত-

* তেজোধাতু সকল প্রকার বর্ণের উৎপাদক. গর্ভোৎপত্তিকালে উহা জলধাতুবহুল হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ, পৃথ্বীধাতুবহুল হইলে কৃষ্ণবর্ণ, পৃথ্বী ও আকাশধাতুবহুল হইলে কৃষ্ণশ্যাম, জল ও আকাশধাতুবহুল হইলে গৌর-শ্যামবর্ণ হয়; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, গর্ভিণী যেরূপ বর্ণের আহার অধিক সেবন করে তৎপ্রসূত সন্তানও সেই বর্ণের হইয়া থাকে। আবার তেজোধাতু গর্ভের দৃষ্টি-ভাগগত না হইলে সন্তান জাত্যন্ধ হয়; কিন্তু রক্তে উহার আধিক্য হইলে সন্তান রক্তাক্ষ, পিত্তে আধিক্য হইলে পিঙ্গলাক্ষ, শ্লেষ্মানুগত হইলে শুক্লাক্ষ এবং বায়ুর অনুগত হইলে বিকৃতাক্ষ সন্তান জন্মে। অতএব রূপগুণ সম্বন্ধেও অগ্নিসোমগুণ বিশিষ্ট শোণিত-শুক্রের পরিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বের সহিত সম্মিলিত হইবার প্রাক্কালে যদি কোন কারণে বায়ু কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই অদৃষ্ট কারণবশতঃ দুই জীব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যমজ সন্তান উৎপাদন করে। যমজেরা অধর্ম্মকে সম্মুখীন করিয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ অধর্ম্মকারীরাই যমজ হইয়া জন্মে। মাতাপিতার অল্প শুক্রতা হেতু আসেক্য (শিথিল শেফঃ) নামক পুরুষ উৎপন্ন হয়। যে সন্তান পূতিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সৌগন্ধিক কহে; পুরুষের ন্যায় স্ত্রীদিগের পায়ুতে গমনকারী অজিতেন্দ্রিয় জাতককে কুম্ভীক বলে; অন্যের ব্যবায় সন্দর্শনে যাহার ব্যবায় প্রবৃত্তি জন্মে তাহার নাম ঈর্ষক; পুরুষ যদি মোহবশতঃ উত্তানভাবে শয়নপূর্ব্বক স্বীয় চেষ্টায় স্ত্রীতে বীর্য্যাধান করে, তাহা হইলে সেই গর্ভে ষণ্ড নামক সন্তান জন্মে এবং তাহার আকার প্রকার ও চেষ্টাদি স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। আবার যদি উক্ত অবস্থাপন্ন পুরুষ হইতে স্ত্রী স্বীয় চেষ্টা দ্বারা বীর্য্যগ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তান জন্মে তাহা হইলে তাহার চেষ্টাদি পুরুষের ন্যায় হয়। উক্ত ষণ্ডের শরীরে শুক্রের ভাগ থাকে না। নারীদ্বয় রমণেচ্ছুক হইয়া পরস্পর কথঞ্চিৎ গমন করিলে যদি পরস্পর শুক্রমোচন করে, তবে অস্থিহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে মৈথুনাচরণ করিলেও তাহা হইতে সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই গর্ভ পিতৃজদেহবিবর্জ্জিত হয় অর্থাৎ তাহার কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি হয় না। সাতিশয় পাপকৃত গর্ভ সর্প, বৃশ্চিক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় বিকৃতাকারে প্রসূত হয়। দৌহ্বদের অবমাননা করিলে গর্ভের যে অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ফল কথা মাতাপিতার নাস্তিকতা, পূর্ব্বজন্মকৃত অশুভসমূহ ও বাতাদির প্রকোপ বশতঃই গর্ভ নানারূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস-সংক্ষোভ ও নিদ্রা হইতে গর্ভস্থ শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস-সংক্ষোভ ও নিদ্রা হইয়া থাকে; কিন্তু মলের অল্পতা হেতু এবং বায়ু ও পক্কাশয়ের অযোগ হেতু অর্থাৎ উহাদের প্রকৃতাবস্থার অপ্রাপ্তি হেতু ঐ শিশুর বাত, মূত্র ও পুরীষ নির্গম হয় না; আর যদি উহার মুখ জরায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কণ্ঠ কফবেষ্টিত ও তাহার বায়ুমার্গ প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত শিশু রোদন করিতে অসমর্থ হয়।

শরীরবিচয়।

অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা (কর্ম্মপুরুষ) ইহারা প্রাণ। যেমন দুগ্ধ পচ্যমান হইলে তাহা হইতে সর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শুক্র ও শোণিত, অগ্নি প্রভৃতি প্রাণ দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া পচ্যমান হইলে তাহাতে সপ্ত ত্বক্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

১ম অবভাসিনী—এই ত্বক্ সর্ব্ববর্ণের ব্যঞ্জক ও পঞ্চভূতাত্মক কান্তির প্রকাশক। উহার স্থূলতা একটী ব্রীহির অষ্টাদশ ভাগ।

২য় লোহিতা—ইহা অবভাসিনীর অব্যবহিত নিম্নবর্ত্তিনী এবং একটা ব্রীহির ষোড়শ-ভাগৈকভাগ প্রমাণ।

৩য় শ্বেতা—ইহার পরিমাণ ব্রীহির দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ।

৪র্থ তাম্রা—ইহা একটী ব্রীহির অষ্ট-ভাগৈকভাগপ্রমাণ।

৫ম বেদিনী—একটী ব্রীহির পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ইহার পরিমাণ।

৬ষ্ঠ রোহিণী—ইহার স্থূলতা সম্পূর্ণ একটী ব্রীহির সমান।

৭ম মাংসধরা—ইহার পরিমাণ দুইটী ব্রীহির স্থূলতার সমান।

উক্ত সপ্ত ত্বকের স্থূলতার সমষ্টি এক অঙ্গুষ্ঠোদর; কিন্তু ত্বক্সমূহের প্রত্যেকগত ও সমুদয়ের সমষ্টির যে পরিমাণ বলা হইল, উহা শরীরের মাংসল প্রদেশঃসমূহ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, ললাটাদি অস্থিময় স্থানের ত্বক্ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে না।

শরীরাভ্যন্তরস্থ ধাতু ও আশয়দিগের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী সীমাস্বরূপ, স্নায়ুসমূহে সমাচ্ছন্ন ও জরায়ু নামক সূক্ষ্ম চর্ম্মাকৃতি পদার্থ দ্বারা সন্তত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত পদার্থের নাম কলা; এই কলাও শরীরের মধ্যে সাতটী; যথা,—

১ম মাংসধরা কলা—ইহা মাংসকে বেষ্টন করিয়া থাকে অর্থাৎ ধাত্বন্তর হইতে মাংসকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া রাখে এবং পঙ্ক সংসৃষ্ট জলে বিস-মৃণাল যেরূপ ইতস্ততঃ বিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শিরা, স্নায়ু ধমনী ও স্রোতঃসমূহ ইহাতে প্রতানভাবে অবস্থিত থাকিয়া মাংসের সহিত সম্বদ্ধ থাকে।

২য় রক্তধরা—ইহা মাংসের অভ্যন্তরস্থ রক্তকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রক্তবহা শিরা, প্লীহা ও যকৃৎকেও রক্তধরা কলা বলা যায়।

৩য় মেদোধরা—মেদ প্রধানতঃ সর্ব্বজীবের উদরেই থাকে; তবে সূক্ষ্ম ও মহদস্থির মধ্যে যে মেদ থাকে, তাহা মজ্জা নামে অভিহিত হয়।

৪র্থ শ্লেষ্মধরা—ইহা প্রাণীদিগের সর্ব্বসন্ধিতে অবস্থিত, যেমন, চক্রচ্ছিদ্রান্তর্গত কাষ্ঠ স্নেহাভ্যক্ত হইলে উত্তম চলে, তদ্রূপ সন্ধি সকল শ্লেষ্মাশ্রিত হওয়াতে উহা উত্তমরূপে সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

৫ম পুরীষধরা—ইহা পক্কাশয়ে অবস্থিত এবং নিম্ন কোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ উণ্ডুকস্থ মলকে অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র রক্ষা করে। উক্ত পক্কাশয় বা ক্ষুদ্রান্ত্র সকল নাভির নিম্ন প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কুক্ষিতে জটিল ভাবে ডানদিকের কুচকির নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে; এই স্থানে একটী থলি আছে, তাহাতে বিষ্ঠা সঞ্চিত থাকে; ইহারই নাম উণ্ডুক; এই

উণ্ডুকই স্থূলান্ত্রের প্রথম সীমা, এখান হইতে স্থূলান্ত্র ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখে উঠিয়া যকৃৎ ও আমাশয়কে বেষ্টন করিয়া ফুস্‌ফুসের নিম্ন দিয়া প্লীহা পর্য্যন্ত আসিয়া পরে নিম্নমুখে মলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। মলধরা কলা উক্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকিয়াই তত্রত্য পদার্থান্তর হইতে উণ্ডুকস্থ মলকে পৃথক্ রূপে বিভাগ করিতেছে।

"যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ যথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা।

উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরাকলা।" (সুশ্রুত শারীরস্থান)

৬ষ্ঠ পিত্তধরা—ইহার নাম গ্রহণী নাড়ী বা পচ্যমানাশয়; ইহাতে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নপান আমাশয় বা পাকস্থলী হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে আসিয়া স্থানীয় পাচকনামা পিত্তের তেজে শোষিত হইয়া যথাকালে জীর্ণ হয় এবং পক্কাশয়ে গমন জন্য প্রস্তুত থাকে।

৭ম শুক্রধরা—যেমন দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষুরসে গুড় অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রাণীদিগের সর্ব্বশরীরেই শুক্র বর্ত্তমান থাকে। যখন পুরুষ প্রসন্ন হইয়া স্ত্রীতে রত হয়, তখন হর্ষ বশতঃ শরীরে উত্তেজিত হইয়া উহা পুরুষের বস্তিদ্বারের দুই অঙ্গুল দক্ষিণপার্শ্বে অধোভাগে মূত্রস্রোতের পথ দিয়া নির্গত হয়। সর্ব্বদেহগত এই শুক্রকে ধাত্বন্তর হইতে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে শুক্রধরা-কলা বলা হয়।

গৃহীতগর্ভা রমণীদিগের আর্ত্তববাহী স্রোতঃসমূহের পথ গর্ভ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হওয়ায় তৎকালে উহাদিগের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না, এবং এইরূপে প্রতিহত হওয়ায় উর্দ্ধগত হইয়া কতক তথায় উপচীয়মান হইয়া অপরা রূপে (চলিত ফুল) পরিণত হয়; তদতিরিক্ত আর্ত্তব আরও উর্দ্ধাগত হইয়া পয়োধর দ্বয়কে প্রাপ্ত হইলে গর্ভিণীগণ পীনোন্নতপয়োধরা হন এবং এই আর্ত্তবই কালে তথায় স্তন্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

গর্ভের রক্ত হইতে প্লীহা ও যকৃৎ এবং রক্তের ফেন হইতে ফুস্‌ফুস্ ও রক্তের মল হইতে উণ্ডুক উৎপন্ন হয়। রক্ত ও শ্লেষ্মার প্রসাদভাগ পিত্ত কর্ত্তৃক পচ্যমান হইলে বায়ু তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার স্ফীতি সম্পাদন করে, তাহাতে গর্ভের অন্ত্রসমূহ, গুদ ও বস্তি উৎপন্ন হয়। কফ, শোণিত ও মাংসের সার হইতে জিহ্বার উৎপত্তি হয়। বায়ু যথাপ্রয়োজন পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া মাংসে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক পেশীদিগকে স্বতন্ত্র করে, মাংস ও পেশী একই জিনিষ, এ পেশী মাংসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বায়ু মেদের স্নেহ ভাগ গ্রহণ করিয়া শিরা ও স্নায়ুরূপে পরিণত হয়; কিন্তু তন্মধ্যে শিরাদিগের পাক মৃদু ও স্নায়ুদিগের পাক খর। রক্ত ও মেদের প্রসাদ হইতে বৃক্কদ্বয় উৎপন্ন হয়। মাংস, রক্ত, কফ ও মেদের প্রসাদ হইতে বৃষণদ্বয় এবং রক্ত ও কফের প্রসাদ হইতে হৃদয়ের উৎপত্তি হয়। এই হৃদয় যাবতীয় প্রাণবহা ধমনীর আশ্রয়; ইহারই অধোদেশে বামপার্শ্বে প্লীহা এবং ফুসফুসের অধোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত। যকৃতের অধঃস্থভাগকে ক্লোম কহে। উক্ত হৃদয়ের আকার পদ্ম-মুকুলের ন্যায়, কিন্তু উহা নিয়ত অধোমুখে থাকে এবং জীবের জাগ্রদবস্থায় বিকসিত ও নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রাণীদিগের বিশেষরূপ চেতনাস্থান; সুতরাং যখন উহা তমসাবৃত হয়, তখনই প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে। যৎকালে তমোভূয়িষ্ঠ শ্লেষ্মা সংজ্ঞাবহ-স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হয়, তখন তামসী নামক নিদ্রা উৎপন্ন হয়; উহা প্রলয়কালে আবির্ভূত হইলে জীবের আর নিদ্রাভঙ্গে না।

মাতৃজ রস ও মারুতাধ্মান অর্থাৎ উপ্ত রস দ্বারা স্রোতঃসমূহের পূরণই গর্ভের পরিবৃদ্ধির কারণ; গর্ভের নাভির অন্তরে অগ্নিস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; বায়ুর আধমনে সেই অগ্নি আধ্মাত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রসকে পরিপাক এবং তদ্দ্বারা স্রোতঃসমূহকে পূরণ করে।

শুক্রার্ত্তব সংযোগকালে উহাদের মধ্যে বাতপিত্তাদির যেরূপ আধিক্য বা ঔৎকট্য থাকে, তদনুসারেই গর্ভের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ শুক্রশোণিতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে লোক বাতপ্রকৃতিক হয়; এইরূপে পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং উভয়ের আধিক্যে বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক এবং তিনের সংমিশ্রণে সান্নিপাতিক প্রকৃতি হইয়া থাকে। নিম্নে ক্রমশঃ ইহাদের নাম ও গুণাবলী যথাযথভাবে বর্ণিত হইতেছে, যথা—

বাতিক প্রকৃতি—এই প্রকৃতিস্থ লোক জাগরূক, শীতদ্বেষী, দুর্ভাগ্য, চৌরপ্রকৃতি, মৎসরী, অনার্য্য, গীতাদিরত, স্ফুটিত করচরণ, অতি রুক্ষ শ্মশ্রুনখকেশ, ক্রোধী এবং তদবস্থায় দন্তনখখাদী অর্থাৎ দাঁত কিড়মিড় করে ও কামড়ায়, সে অধীর, কৃতঘ্ন, কৃশ, পরুষ, বহুভাষী, দ্রুতগামী, ভ্রমণশীল, অনবস্থিত-চিত্ত, স্বপ্নে আকাশে গমনকারী, অত্যন্ত চঞ্চলদৃষ্টি, অল্প ধনরত্নসঞ্চয়ী ও অসম্বদ্ধপ্রলাপী হয় এবং তাহার শরীর শিরাজালে ব্যাপ্ত ও কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহা স্থির রাখিতে পারে না। এই প্রকৃতিক লোক ছাগ, শৃগাল, শশ, ইন্দুর, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ্র, কাক ও গর্দ্দভ প্রভৃতির সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

পিত্ত-প্রকৃতি—যাহার প্রকৃতি পৈত্তিক, সে নিয়ত ঘর্ম্মযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পীতাঙ্গ, শিথিল ভাবাপন্ন, তাহার নখ, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, পাদ ও পাণিতল তাম্রবর্ণ, সে বলি-পলিত-খালিত্য-দূষিত, দুর্ভাগ্য, বহুভোজী, উষ্ণদ্বেষী, মধ্যম বল ও মধ্যমায়ুবিশিষ্ট, মেধাবী, নিপুণমতি, উচিত বক্তা, তেজস্বী, সভাস্থলে দুর্নিবার বীর্য্য, স্বপ্নে কনক, পলাশ, কর্ণিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা দর্শন-

কারী, প্রণত ব্যক্তির প্রতি সান্ত্বনাপ্রদ ও সহৃদয় এবং অনত ব্যক্তির প্রতি অমৃদু হয়; তাহার কোপ এবং প্রসাদ ক্ষিপ্রতর অর্থাৎ সে যেমন কোন কারণে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আবার শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহাকে মুখপাকাদি রোগে কষ্ট পাইতে দেখা যায়; এই প্রকৃতিক লোক ভুজঙ্গ, উলূক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মার্জ্জার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও নকুলের সহিত উপমিত হয়।

শ্লেষ্ম-প্রকৃতি—যে লোকের প্রকৃতি শ্লেষ্মভাবাপন্ন, তাহার শারীরিক বর্ণ দূর্ব্বা, ইন্দীবর, খড্গ, কাঁচা রীঠাফল ও শরকাণ্ড সদৃশ; সে প্রিয়দর্শন, মধুরসপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধৃতিমান্, সহিষ্ণু, অলোভী, বলবান্, চিরগ্রাহী অর্থাৎ বিলম্বে ধারণশীল, শুক্লাক্ষ ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়; তাহার কেশ গুলি দৃঢ়, কুটিল ও সাতিশয় নীলবর্ণ এবং স্বর মেঘ, মৃদঙ্গ বা সিংহের ধ্বনির ন্যায়; সে স্বপ্নে কমল, হংস, চক্রবাকসঙ্কুল মনোজ্ঞ জলাশয় সকল সন্দর্শন করে। তাহার নেত্রপ্রান্ত রক্তলাঞ্ছিত, গাত্র সুবিভক্ত, দৃষ্টি স্নেহময়; সে সত্ত্ব-গুণোপপন্ন, ক্লেশক্ষম, গুরুজনসম্মানকারী, ও কফবহুল হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাহার বুদ্ধি অতিশয় দৃঢ়, সে স্থিরমিত্র অর্থাৎ তাহার মিত্রতা সহজে বিনষ্ট হয় না; সে স্থিরধন ও বহু বিবেচনার পর দানকারী এবং যে যে বাক্য দান করে তাহা অটল অর্থাৎ সে কখনই ঐ কথার ব্যতিক্রম করে না। এই প্রকৃতিক ব্যক্তি ব্রহ্ম, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ অশ্ব, গজ, গো, বৃষ, গরুড় ও হংসের সহিত উপমিত হয়।

বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রকৃতি উক্ত দুই অথবা তিন দোষের লক্ষণাবলী দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত বাতাদি তিন প্রকার প্রকৃতিই ভৌতিক। তন্মধ্যে বাতিক প্রকৃতি বায়ব্য, পৈত্তিক আগ্নেয় এবং শ্লৈষ্মিক আপ্য। আবার কোন কোন মতে, পার্থিব ও নাভস প্রকৃতিও আছে; তন্মধ্যে দৃঢ় বিপুলশরীর ও ক্ষমাবান্ পুরুষকে পার্থিব প্রকৃতি এবং শুচি, চিরজীবী ও বৃহচ্ছিদ্রসম্পন্ন ব্যক্তিকে নাভস প্রকৃতি বলা যায়। আর ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভেদেও প্রকৃতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের বিবরণ বিবৃতি করা যাইতেছে, যথা—

ব্রাহ্ম প্রকৃতি—শৌচ, আস্তিক্য, বেদাভ্যাস, গুরুপূজা, অতিথি-প্রিয়তা ও যজ্ঞক্রিয়া প্রভৃতি এই প্রকৃতির লক্ষণ।

ঐন্দ্র প্রকৃতি—মাহাত্ম্য, শৌর্য্য, আজ্ঞা, সতত শাস্ত্রবুদ্ধিতা ও ভৃত্যাদিগের ভরণপোষণ এই প্রকৃতিক লোকের লক্ষণ।

বারুণ প্রকৃতি—লোক এই প্রকৃতিস্থ হইলে তাহার শীত সেবন, সহিষ্ণুতা, পিঙ্গলাক্ষতা, কপিলকেশতা ও প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পায়।

কৌবের প্রকৃতিতে—লোকের মধ্যস্থতা, সহিষ্ণুতা, অর্থাগম, অর্থসঞ্চয় ও অতিশয় সন্তানোৎপাদন শক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্ব প্রকৃতি—লোক যখন এই প্রকৃতিস্থ হয়, তখন তাহার গন্ধমাল্য প্রিয়তা, নৃত্যবাদিত্রকামিতা ও বিহারশীলতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

যাম্য প্রকৃতি—এই প্রকৃতিস্থ লোক শীঘ্রারম্ভী ও বিলম্বে নিষ্পন্নকারী, নির্ভয়, স্মৃতিমান্, শুচি ও রাগদ্বেষ-ভয়-মোহ বর্জ্জিত হয়।

ঋষিসত্ত্ব—এই সত্ত্ব বিশিষ্ট লোক জপ, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, হোম ও অধ্যয়নপর এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকৃতি গুলিকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে। নিম্নে রাজসিক প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে;—

অসুরসত্ত্ব—এই সত্ত্বসম্পন্ন লোক ঐশ্বর্য্যবান্, রৌদ্রস্বভাব, শূর, চণ্ড-স্বভাব, অসূয়ক, একাকী ভোজনকারী ও অতিশয় ঔদরিক হয়।

সর্পসত্ত্ব—তীক্ষ্ণ, আয়াসী অর্থাৎ কষ্ট কর্ম্মকারী, ভীরু, মণ্ড, মায়াবী, আহারশীল ও চরণশীল ব্যক্তিকে এই সত্ত্ববিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে।

শাকুনসত্ত্ব—এই সত্ত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি অতিশয় কামসেবী, অজস্রাহারী, অমর্ষযুক্ত ও অনবস্থিত স্বভাবাপন্ন হয়।

রাক্ষসসত্ত্ব—একান্তগ্রাহিতা অর্থাৎ সমস্তই নিজে গ্রহণ করিব এইরূপ ভাব, রৌদ্রতা, অসূয়া, ধর্ম্মাভিমানিতা ও অতিশয় তমোগুণ, এই গুলি রক্ষ-সত্ত্বের লক্ষণ

পৈশাচসত্ত্ব—এই সত্ত্বে লোকের উচ্ছিষ্টাহারিতা, তীক্ষ্ণতা, সাহসপ্রিয়তা, স্ত্রীলোলুপতা ও নিলর্জ্জতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রেতসত্ত্ব—অসংবিভাগ অর্থাৎ কাহাকেও ভাগ না দেওয়া, অলসতা, দুঃখশীলতা, অসূয়া, লোলুপতা ও অদাতৃত্ব প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা এই সত্ত্ব-সম্পন্নের উপলব্ধি হয়।

এক্ষণে তামস-স্বভাবের বিষয় বলা যাইতেছে; যথা—

পাশবস্বভাব—এই স্বভাবের লোকের মেধার অভাব, নিদ্রালুতা, মৈথুননিত্যতা, ও নিরাকরিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

মৎস্যসত্ত্ব—অনবস্থিততা, মূর্খতা, ভীরুতা, জলপ্রিয়তা ও পরস্পরের অভিমর্দ্দন অর্থাৎ লোকের পীড়ন বা ধ্বংসন, এইগুলি মৎস্যসত্ত্বের লক্ষণ।

বনস্পতিসত্ত্ব—যাহার এক স্থানে অনুরাগ ও নিত্য কেবল আহারে অনুরক্তি এবং যে সত্ত্ব, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ পরিবর্জ্জিত, সে বনস্পতিসত্ত্ব সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত।

পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, শুক্রশোণিতসংযোগে অষ্টপ্রকৃতি, ষোড়শ বিকার ও ভূতাত্মা বা পুরুষ একত্র হইলে তাহাদের সমবায়কে গর্ভ বলে। বায়ু সেই চেতনাবস্থা প্রাপ্ত গর্ভকে দোষ, ধাতু, মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বিভাগ করে। জল উহাকে ক্লেদিত করে, পৃথিবী সংহত করে, এবং আকাশ বর্দ্ধিত করে; এইরূপে ক্রমে যখন তাহার হস্ত, পদ, ঘ্রাণ, শ্রোত্রাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত দোষ ধাতু, মল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সমষ্টিকে শরীর বলা যায়। এই দোষ, ধাতু ও মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আবার বহু বিভাগ উপ-বিভাগ বা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে; তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য; তবে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু কিছু বিবৃত করা যাইতেছে,—

দোষ—বায়ু, পিত্ত, ও কফ। শরীরের মলিনীকরণ হেতু ইহাদিগকে মলও বলা হয়; বিশেষতঃ পিত্ত রক্তের এবং কফ রস ধাতুর মল।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র। এই শুক্র ধাতুর চরম তেজকে ওজঃ কহে; ইহা অষ্টম ধাতু এবং শরীরের একমাত্র বলা বা জীবনী শক্তি। এই ওজঃ ধাতুকে শুক্রের মল বলা হইয়া থাকে।

মল—প্রধানতঃ আহারজ রসের অসার ভাগ অর্থাৎ মূত্র ও পুরীষকে মল বলা হইয়া থাকে; কিন্তু তদ্ভিন্ন উক্ত আহারজ রসের সার ভাগ রসধাতু এবং তৎপরবর্ত্তী রক্তাদি ধাতু গুলিরও যথানির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ মল আছে, যথাক্রমে তাহাদের বিষয় বলা যাইতেছে,—রস ধাতুর মল কফ, রক্তের পিত্ত, মাংসের কর্ণাদি স্রোত সমূহের মল, মেদের স্বেদ, অস্থির নখ, রোম শ্মশ্রু প্রভৃতি, মজ্জার বসা, এবং শুক্রের ওজঃ। আপাততঃ মনে হয় বটে, এই সকল মল শরীরের অনিষ্টকারী, কিন্তু ইহারা না থাকিলেও শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি কোন সময়ে ইহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। যেমন যক্ষ্মরোগের চিকিৎসা কালে বলা হইয়াছে যে, শুক্রই পুরুষের বল এবং তাহার জীবন মলমূলক, অতএব যক্ষ্ম রোগীর শুক্র এবং মলরক্ষার জন্য সাতিশয় চেষ্টা করিবে।

"শুক্রমূলং বলং পুংসাং মলমূলং হি জীবিতং।
তস্মাদ্‌যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণাং মলরেতসী॥"
(বিজয়রক্ষিত নিদানটীকা)

অঙ্গ—ছয়টী অঙ্গের নাম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রত্যঙ্গ—মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা, চিবুক, বস্তি, গ্রীবা, কর্ণ, নেত্র, ভ্রূ, শঙ্খ, অংস, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, বৃষণ, পার্শ্ব, স্ফিক্, জানু, বাহু, উরু, অঙ্গুলি।

এক্ষণে সুশ্রুত মতে সংক্ষেপে শরীরের মোট সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, যথা—ত্বক্ ৭টী, কলা ৭টী, আশয় ৭টী, শিরা সাত শত, পেশী পাঁচশত, স্নায়ু নয় শত। অস্থি তিন শত, সন্ধি দুইশত দশ, মর্ম্ম একশত সাত, ধমনী চতুর্ব্বিংশতি, দোষ বা মল তিন, স্রোতঃ নয়। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের প্রত্যেকের যথাযথ বিস্তৃত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না।

শরীরক (ক্লী) শরীর স্বার্থে কন্। শরীর শব্দার্থ।

শরীরকর্ত্তৃ (ত্রি) শরীরনির্ম্মাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

শরীরকৃৎ (ত্রি) শরীরকারী, শরীরকর্ত্তা, শরীরোৎপাদক।

শরীরজ (পুং) শরীরাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ রোগ। ২ কামদেব, মনসিজ। (মহাভারত ১।১০০ ৫৬) ৩ পুত্র (মহাভারত ১৩।২৪।৪) (ত্রি) ৪ দেহজাত মাত্র।

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

শরীরতা (স্ত্রী) শরীরের ভাব বা ধর্ম্ম।

শরীরত্যাগ (পুং) দেহত্যাগ, মৃত্যু।

শরীরত্ব (ক্লী) শরীরতা।

শরীরদণ্ড (পুং) শারীরিক দণ্ড, শরীরের উপর শাস্তি দেওয়া। (ভাগবত ৫।২৬।১৬)

শরীরধাতু (পুং) রস, রক্ত ও মাংস।

শরীরপণ (ক্লী) শরীরক্ষয়, শরীরপাক।

শরীরপতন (ক্লী) ১ মৃত্যু। ২ শরীরের ক্রমিক ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে শরীরের অপচয়।

শরীরপাক (পুং) শরীরক্ষয়, শরীরের ক্রমিক অপচয়।

শরীরপাত (পুং) শরীরপতন, শরীরনাশ।

শরীরপ্রভ (পুং) প্রভবত্যস্মাৎ প্রভবঃ শরীরস্য প্রভবঃ। শরীরকৃৎ, শরীরোৎপাদক, যাহা হইতে শরীর উৎপন্ন হয়।

শরীরবন্ধ (পুং) ১ শরীরযোগ, দেহসংশ্রব। (ভাগবত ৪।৫।৫) ২ শারীরিক ক্রিয়াযাগ। (রঘু ১৬।২৩)

শরীরবন্ধক (পুং) জমিদার, যে কোন অপরিচিত বা অবিশ্বস্ত ব্যক্তির বিশ্বাসার্থ রাজদ্বারাদিতে স্বয়ং অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে।

শরীরভাজ্ (ত্রি) শরীরং ভজতীতি ভজ-ণ্বি (ভজো ণ্বিঃ। পা ৩।২।৬২) শরীরধারী, প্রাণী। (ভাগবত ১।১।৪২) (পুং) ২ দেহী, জীবাত্মা।

শরীরভৃৎ (ত্রি) ১ দেহধারী। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভাগবত ১০।১৫৯।১১) ৩ জীবাত্মা।

শরীররক্ষক (পুং) দেহরক্ষী (Body guard)

শরীরবত্ত্ব (ক্লী) শরীর যুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম। শরীর। (সর্ব্বদ°)

শরীরবৎ (ত্রি) দেহবিশিষ্ট, যাহার দেহ আছে।

শরীরবৃত্ত (ত্রি) শরীরের সৌন্দর্য্যসম্পাদনে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

শরীরবৃত্তি (স্ত্রী) জীবিকা, জীবনোপায়, যে বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা হয়। (রঘু ২।৪৫)

শরীরশুশ্রূষা (স্ত্রী) দেহসেবা। (মনু ৯।৮৬)

শরীরশোষণ (ক্লী) দেহক্ষয়।

শরীরসংস্কার (পুং) দেহপবিত্রীকরণ। ২ শরীরের বাহ্য শোভা সম্পাদন বা পরিষ্করণ।

শরীরসন্ধি (পুং শরীরগ্রন্থি, শরীরের প্রত্যেক স্থ্যাংস শিরাস্নায়ু অস্থি প্রভৃতির পরস্পর মিলনস্থান। (ভাগবত ৩।১৩।৪৮)

শরীরস্থান (ক্লী) শারীরস্থান)

শরীরাবয়ব (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

শরীরাবরণ (ক্লী) শরীরস্য আবরণং। ১ চর্ম্ম। (রাজনি°) ২ বর্ম্ম। (মহাভারত) ৩ কায়বেষ্টন, শরীরের যে কোন আবরণ। ভাবে ল্যুট্। ৪ দেহাচ্ছাদন, শরীরকে ঢাকা।

শরীরাস্থি (ক্লী) শরীর সম্বন্ধীয় হাড়, কঙ্কাল, অস্থিপঞ্জর।

শরীরিন্ (পুং) শরীরমস্ত্যস্তীতি শরীর-ইনি। ১ দেহী, শরীরবিশিষ্ট, অবয়বসমষ্টিযুক্ত। পর্য্যায়—ভব, উদ্ভব, প্রাণী, জন্ম্য, জন্তু, প্রাণভৃৎ, চেতন, জন্মী।

বৈদ্যকশাস্ত্রে নিম্নোক্ত প্রকারে শরীরীর লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

"গর্ভাশয়গতং শুক্রমার্ত্তবং জীবসংজ্ঞকং।
প্রকৃতিঃ সাবকারা চ তৎসর্ব্বং গর্ভসংজ্ঞকং॥
কালেন বৰ্দ্ধিতো গর্ভো যদ্যঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ।
ভবেত্তদা স মুনিভিঃ শরীরীতি নিগদ্যতে॥" (বৈদ্যক)

গর্ভশয্যাসমাধিষ্ঠিত শুক্র, শোণিত, জীব অর্থাৎ চৈতন্য এবং সবিকার অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই সকল বিকার সমবেত প্রকৃতি, ইহাদের সাধারণ নাম গর্ভ। এই গর্ভ যখন কালপ্রাপ্ত হইয়া হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মস্তক ও মধ্যদেহ এই ষড়ঙ্গ, জঙ্ঘাপিণ্ডিকাদ্বয়, উরুপিণ্ডিকাদ্বয়, স্ফিক্‌দ্বয়, বৃষণদ্বয় ও লিঙ্গ ইত্যাদি ৫৬টী প্রত্যঙ্গ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ ও প্লীহা ইত্যাদি ১৫টী কোষ্ঠাঙ্গ, চেতনাধিষ্ঠান একটী, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান ১০টী, প্রাণায়তন ১০টী, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬০ খানি অস্থি, ৯০০ স্নায়ু, ৭০০ শিরা, ২০০ ধমনী, ৫০০ পেশী, ১০৭টী মর্ম্ম, ও ২০০ সন্ধি সমাযুক্তা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে শরীরী বলা হইয়া থাকে। [অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিস্তৃত বিবরণ শরীর শব্দে দ্রষ্টব্য] ২ ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা। (মনু ১।৫৩) ৩ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা, আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত দেহে অবস্থান করেন, ততদিন তাহাকে শরীরী বলা যায়। ৪ জীব, জন্তু, প্রাণী।

শরু (পুং) শৃ হিংসায়াং শৃ-উ (শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসীতি। উণ্ ১।১১) ১ ক্রোধ। ২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ বাণ। (হেম) ৪ আয়ুধ। (সিদ্ধান্তকৌ°) ৫ হিংসা।

"বৃচীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ" (ঋক্ ৬।২৭।৬)
'শরবে হিংসায়ৈ' (সায়ণ)

৬ গন্ধর্ব্ব বিশেষ। (মহাভারত ১।১২৩।৫৫) (ত্রি) ৭ হিংসক।

"দিবা নক্তং শরুমস্মদ্যুযোতম্।" (ঋক্ ৭।৭১।১)
'শরুং হিংসকং' (সায়ণ)

৮ কাগজাদির ন্যায় পাতলা। ৯ সূচ্যগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম।

শরুমৎ (ত্রি) আয়ুধবিশিষ্ট। (ঋক্ ১০।৮৭।৫ সায়ণ)

শরুমোটা (দেশজ) সূক্ষ্ম ও স্থূল। উচ্চ ও নীচ।

শরেজ (ত্রি) শরে শরবণে জায়তে জন ড (বিভাষা বর্ষক্ষরশরবরাৎ। পা ৬।৩।১৫) ইতি বিকল্পে সপ্তম্যা অলুক্। শরবণজাত কার্ত্তিকেয়।

শরেষ্ট (পুং) আম্র। (জটাধর)

শর্কর (পুং) ১ কঙ্কর, চলিত কাঁকর। ২ বালুকা কণা। ৩ জলজ জীবভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৫।১৫) ৪ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (মার্ক°পু° ৫৮।৩৫)

শর্করক (পুং) শর্কর (বুঞ্ছণ্কঠেতি। পা ৪।২।৮০) ইত্যনেন কঃ। মধুর জম্বীর, শরবতী লেবু। (রাজনি°)

শর্করকন্দ (পুং) আলুক বিশেষ, রাঙাআলু, শকরকন্দ আলু। (Ipomoea batatas) হিন্দী শকরকন্দ, তামিল—বুল্লি কিজহঙ্গু।

শর্করজা (স্ত্রী) শর্করাজ্জায়তে ইতি জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। সিতাখণ্ড। (রাজনি°)

শর্করা (স্ত্রী) খণ্ডবিকার, চলিত চিনি, পর্য্যায় সিতা, শুক্লোপলা, শুক্লা, সিতোপলা, মীনাণ্ডী, শ্বেতা, মৎস্যাণ্ডিকা, অহিচ্ছত্রা, সুসিকতা, গুড়োদ্ভবা। গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ, শ্রম, রক্তদোষ, ভ্রান্তি ও কামকোপনাশক। (রাজনি°)

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ খর্জ্জুর, ইক্ষু তালের রস হইতেই চিনি প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হয়। আজ কাল বিট্ হইতে প্রস্তুত চিনি বিশেষ প্রচলিত। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে শ্বেতবর্ণ অথচ বালুকার ন্যায় খণ্ডকে শর্করা বা সিতা কহে। ইহা অতিশয় মধুরস, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, রক্ত, পিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জরনাশক।

পুষ্পশর্করা—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক, এবং লঘু। কষায় রস, শীতবীর্য্য, এবং কফ, পিত্ত, বমি, অতীসার, পিপাসা, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তদোষনাশক। ইহা যত নির্ম্মল হইবে, ততই মধুর, স্নিগ্ধ, লঘু, শীতল ও সারক হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

[বিশেষ বিবরণ চিনি শব্দে দেখ]

২ উপলা। ৩ কর্পরাংশ, কর্পরখণ্ড। ৪ রোগভেদ, শর্করা রোগ। ইহার লক্ষণ—

"বস্তিরুক্‌কৃচ্ছ্রং মূত্রত্বং মুষ্কশ্বয়থুকারিণী।
তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলীয়তে।
পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিন্নশ্মর্য্যেব চ শর্করা॥"
সা ভিন্ন মূর্ত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে॥"

(ভাবপ্রকা° অশ্মরীরোগাধি°)

শুক্রাশ্মরীরোগে রোগীর মূত্রাশয় বেদনা, কষ্টের সহিত মূত্রনির্গম এবং মুষ্কদ্বয়ে শোথ হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই শুক্র স্খলন হইতে থাকে, কিন্তু শিশ্ন ও মুষ্কের মধ্যদেশ পীড়ন করিলে অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়। এই অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক ভিন্ন অর্থাৎ চিনি কণার ন্যায় হইলে তাহাকে শর্করা কহে। শর্করা ও সিকতার প্রভেদ এই যে, শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণু সমূহ সূক্ষ্ম। বায়ু কর্ত্তৃক প্রভিন্ন শর্করা ও সিকতারোগে যদি বায়ু স্বপথগামী হয়, তাহা হইলে মূত্রের সহিত ঐ রেণু সকল বহির্গত হয়, এবং বায়ু বিপথগামী হইলে রুদ্ধ হয় ও মূত্র স্রোতের সহিত সংলগ্ন হইয়া বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। দুর্ব্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষি, শূল, অরুচি, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত, পিপাসা, হৃদ্রোগ ও বমি, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°) [অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র শব্দ দেখ]

৫ শকল। (মেদিনী) ৬ কূর্ম্মচক্রের পুচ্ছদেশস্থিত দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৩৫) ৭ বালুকা, বালি। ৮ মৃত্তিকার চূর্ণখণ্ড।

শর্করাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ। (চরক)

শর্করাচল (পুং) শর্করাময়ো অচলঃ। দানার্থ কৃত্রিম শর্করাময় পর্ব্বতবিশেষ। চিনির পাহাড় প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে দান করিতে হয়। (হেমাদ্রি দানখ°)

শর্করাধেনু (স্ত্রী) শর্করাভির্নির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থ শর্করা নির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণে এই ধেনু দানের বিধান আছে,— চিনি দ্বারা সবৎসা ধেনু প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে দান করিতে হয়। যিনি দক্ষিণার সহিত এই দান করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

(বরাহপু° শর্করাধেনুদানমাহাত্ম্য)

শর্করাপ্রভা (স্ত্রী) শর্করেব প্রভা যস্যাঃ। জিনদিগের নরক বিশেষ। 'রত্নশর্করা বালুকা পঙ্কধূমতমপ্রভা।
মহাতমপ্রভা়েত্যধোঽধো নরকভূময়ঃ॥' (হেম)

শর্করার্ব্বুদ (পুং ক্লী) শর্করাবদর্ব্বুদঃ। ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে রোগে কফ বায়ুর প্রকোপহেতু মাংস, স্নায়ু ও মেদ দূষিত হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ঐ গ্রন্থি ভিন্ন মধু ঘৃত বা বসার ন্যায় অত্যন্ত স্রাবিত হয় এবং অত্যধিক স্রাব হেতু বায়ু পুনর্ব্বার অতি বর্দ্ধিত হইয়া মাংসকে শুখাইয়া শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া তন্মধ্যস্থ শিরাসমূহ দ্বারা নানা প্রকার বর্ণবিশিষ্ট অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ দুষ্ট ক্লেদস্রাব হয়, কখন বা উহা হইতে হঠাৎ রক্তস্রাব হয়, ইহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। এই রোগ হইলে মেদ জন্য অর্ব্বুদ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

শর্করালেহ (পুং) রসায়নাধিকারোক্ত লেহবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ৪ তোলা, ৫ মাষা ৫ রতি পরিমাণ; কুশমূল, কাসমূল, উলুমূল, শরমূল ও ইক্ষুমূল ইহাদের প্রত্যেকে ৩ পল, জল ৩২ সের; অগ্নিতে পাক করিয়া শেষ ৮ সের, নারিকেল জল ১২ সের, ঘৃত ৪ পল, যথানিয়মে পাক করিয়া ১৬ পল শর্করা দিতে হইবে, পরে পাক সিদ্ধ হইলে এলাচি, তেজপত্র, ধনে, জীরে, গুড়ত্বক্, কৃষ্ণজীরে, বংশলোচন ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হইবে। এই লেহ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। (রস° র°)

শর্করাসপ্তমী (স্ত্রী) শর্করায়া দানবিধায়িকা সপ্তমী। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী। মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বৈশাখী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে প্রাতঃ স্নানানন্তর কুঙ্কুম দ্বারা স্থণ্ডিল মধ্যে সকর্ণিক পদ্ম অঙ্কিত করিয়া শুক্ল তিল ও শুক্ল মাল্যানুলেপনের সহিত 'তস্মৈ সবিত্রে নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প নিবেদন করিবে, পরে তদুপরি শর্করাপাত্র সংযুত উদকুম্ভ স্থাপন করিবে; এই কুম্ভ শুক্ল বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা অলঙ্কৃত সুবর্ণাশ্বের সম্মুখে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"বিশ্ববেদময়ো যস্মাৎ বেদবাদীতি পঠ্যতে।
ত্বমেবামৃতসর্ব্বস্ব মতঃ কান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

তদনন্তর পঞ্চগব্য পান করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তির এক পার্শ্বে মৃত্তিকাশয্যায় শুইবে এবং সৌরসূক্ত স্মরণ ও পুরাণাদি শ্রবণ করিবে। এইরূপে অহোরাত্র অতিবাহিত হইলে পরদিন অষ্টমীতে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর পূজোপকরণাদি সমস্তই একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিয়া যথাশক্তি শর্করাঘৃতসংযুক্ত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং নিজে বাক্‌সংযত হইয়া অতৈল লবণান্বিত অন্নাদি ভক্ষণ করিবে। মাসে মাসে এইরূপ বিধানে ব্রত করিয়া এক বৎসর অতীত হইলে পর সর্ব্বোপকরণসমন্বিত শয্যা, সশর্কর কলস, পয়স্বিনী গাভী এবং যথাশক্তি অন্যান্য গৃহসামগ্রীর সহিত পূর্ব্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণাশ্ব দান করিতে হইবে। এই সুবর্ণাশ্ব নিজের শক্তি অনুসারে সহস্র, শত, দশ অথবা পঞ্চনিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ

দ্বারা প্রস্তত করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে বিত্তশাঠ্য করিলে দোষভাগী হইতে হয়। নিষ্কশব্দে এখানে ৮ তোলা বা ১ পল বুঝিতে হইবে।

অমৃতপায়ী সূর্য্যের মুখনিঃসৃত অমৃতবিন্দুই শালি, মুদ্গ ও ইক্ষু নামে অভিহিত এবং সেই অমৃতাত্মক ইক্ষুর সারভাগই শর্করা; সুতরাং সেই শর্করা সূর্য্যদেবের অতি প্রিয় বস্তু; এ কারণ শর্করাসপ্তমীতে শর্করাসংসৃষ্ট উপকরণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সুবর্ণাশ্বের পূজা ও সৌরসূক্ত স্মরণাদি করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। (মৎস্যপু° ৭২ অ:)

শর্করাসব (পুং) শর্করা দ্বারা প্রস্তত আসব বা অরিষ্ট। গুণ—মুখপ্রিয়, সুখমাদক, সুগন্ধি, বস্তিরোগনাশক ও পাচক; ইহা পুরাতন হইলে হৃদ্য ও বর্ণকর হয়। (চরক সূ° ২৭ অ:)

শর্করাসুরভি (পুং) শর্করাসব। (বৈদ্যনিঘ°)

শর্করিক (ত্রি) শর্করা বিদ্যতেঽস্মিন্ শর্করা ঠক্ (বুঞ্ছণ্‌কঠজিলেতি কুমুদাদিত্বাৎ ঠক্। পা ৪।২।৮০) শর্করাবান্। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

শর্করিল (ত্রি) শর্করা বিদ্যতেঽস্মিন্ শর্করা-ইলচ্ (দেশে লুবিলচৌ চ। পা ৪।২।১০৫) শর্করাবান্। (অমর)

শর্করী (স্ত্রী) ১ ছন্দোবিশেষ। ২ নদী। ৩ মেখলা। (মেদিনী) ৪ লেখনী। (ধরণি) কোন কোন মুদ্রিত মেদিনী ও হেমচন্দ্রের অভিধানে এই শব্দ রেফশূন্য দ্বিককারমধ্য ভাবে লিখিত আছে দেখাযায়। [শক্করী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শর্করীয় (ত্রি) শর্করা সম্বন্ধীয়।

শর্করোদক (ক্লী) শর্করাযুক্ত জল, চলিত চিনিপানা বা শরবৎ। এলাচী, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণের সহিত শুভবর্ণ অর্থাৎ অতি পরিষ্কার শর্করামিশ্রিত করিয়া শীতল জলদ্বারা উহা উত্তম রূপে আলোড়িত করিলে শর্করোদক প্রস্তুত হয়; ইহা শুক্রল, শৈত্যকারক, মলনিঃসারক, বলবর্দ্ধক, রুচিপ্রদ, লঘু, স্বাদু; বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বর শান্তিকারক।

শর্কার (পুং) বস্তুবিশেষ। গৌরাদি° ঙীষ্ (পা° ৪।১।৪১)

শর্ক (পুং) দস্যুবিশেষ। (অথর্ব্ব ৮।৬।২)

শর্কোট (পুং) সর্প। অথর্ব্ব ৭।৫৬।৫)

শর্ণচাপিলি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শর্ত্ত্ (আরবী) ১ সর্ত্ত। ২ বন্দোবস্তী লিপি। ৩ অবস্থা। ৪ চিহ্ন।

শর্ত্তী (আরবী) সুর্ত্তীখেলা (lottery) সম্বন্ধীয়।

শর্দি (ক্লী) ধ্বস্ত নগরবিশেষ। "সর্দিনে অত্রিরপ্রভীন্নমোভিঃ।" (অথর্ব্ব ১৮।৩।১৬)

শর্দ্ধ (পুং) শৃধু শব্দকুৎসায়াঞ্চ শৃধু-ঘঞ্। ১ অপান বায়ুত্যাগ, মরুৎক্রিয়া, বাতকর্ম্ম। ২ তেজঃ।

"প্র শর্দ্ধ আর্ত্ত প্রথমং বিপন্যা" (ঋক্ ৪।১।১২)

'শর্দ্ধস্তেজঃ' (সায়ণ)

৩ সমূহ।

"বৃষ্ণে শর্দ্ধায় সুমখায় বেধসে" (ঋক্ ১।৬৪।১)

'শর্দ্ধায় সমূহায়' (সায়ণ)

(ত্রি) ৪ প্রবহননীল।

"প্রবঃ শর্দ্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষ দ্যুম্নায় শুষ্মিণে।" (ঋক্ ১।৩৭।৪)

'শর্দ্ধায় প্রসহনশীলায়' (সায়ণ)

৫ আর্দ্রত্ব।

শর্দ্ধঞ্জহ (পুং) শর্দ্ধং জহাতীতি শর্দ্ধ-হা-খশ্ (বাতশুনীতিল শর্দ্ধেষ্বিতি। পা ২।২।২৮। অরুদ্বিষদজন্তস্যেতি মুম্। পা৬।৩।৬৭) ১ মাষ, শিম্বাদি। (ব্যাকরণ) (ত্রি) ১ মলদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসারক, বাতকর্ম্মকারী।

শর্দ্ধন (ক্লী) শর্দ্ধ-ল্যুট্। ১ অধোবায়ু, চলিত বাতকর্ম্ম। (মনু ৮।২৮২ কুল্লূক) ২ আর্দ্রতা।

শর্দ্ধনীতি (ত্রি) প্রবৃদ্ধ কর্ম্মা।

"ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্দ্ধনীতিঃ" (ঋক্ ৩।৩৪।৩)

'শর্দ্ধনীতিঃ নয়নং নীতিঃ কর্ম্ম শর্দ্ধং প্রবৃদ্ধং নীতিঃ কর্ম্ম যস্ত স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

শর্দ্ধস্ (ত্রি) ১ অভিভবিতা, পরাভবকারী। ২ বলবান্।

"শর্দ্ধস্তরো নরাং গূর্ত্তশ্রবাঃ" (ঋক্ ১।১২২।১০)

'শর্দ্ধস্তরোঽতিশয়েনাভিভবিতা অথবাতিশয়েন বলবান্' (সায়ণ)

(ক্লী) ৩ বল।

"মারুতং শর্দ্ধো অদিতিং হবামহে" (ঋক্ ১।১০৬।১)

'মারুতং শর্দ্ধো মরুৎ সমূহরূপং বলং চ হবামহে' (সায়ণ)

শর্দ্ধিন্ (ত্রি) স্পর্দ্ধাযুক্ত, গর্ব্বিত।

শর্দ্ধ্য (পুং ক্লী) প্রাপ্য, লক্ষ্য।

"যেমতুরস্ত শর্দ্ধাং" (ঋক্ ১।১১৯।৫)

'শর্দ্ধ্যং প্রাপ্যমাদিত্যাখ্যমবধিভূতং লক্ষ্যং' (সায়ণ)

শর্ব্ব, ১ হিংসা। ২ গতি। লট্ শর্ব্বতি।

শর্ম্ম (ক্লী) শর্ম্মন্ স্বার্থ।

শর্ম্মক (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শর্ম্মকৃৎ (ত্রি) মঙ্গলকারী, সুখের হেতু। (ভাগবত ৭।১১।৩১)

শর্ম্মণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মীক্ষুপ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শর্ম্মণ্য (ত্রি) ১ সুখের যোগ্য। ২ আশ্রয়ের যোগ্য।

শর্ম্মন্ (ক্লী) শৃ-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪) ১ সুখ।

"তস্মা অগ্নির্ভারতঃ শর্ম্ম যং সৎ" (ঋক্ ৪।২৫।৪)

'শর্ম্ম সুখং' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ সুখী। ৩ গৃহ।

শল্ভ, কথন অর্থাৎ প্রশংসা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শল্ভতে।

শল্মলি (পুং) শাল্মলীবৃক্ষ।

"বৃক্ষ্যা স্বামবতু শল্মলির্বনস্পতীনাং" (শুক্লযজুঃ ২৩।১৩ মহীধর)

শল্মলী (স্ত্রী) শাল্মলীবৃক্ষ।

"শল্মলিঃ স্যাৎ শাল্মলিশ্চ শাল্মলী শল্মলী তথা।"

(ভরতধৃত দ্বিরূপকোষ)

শল্য (ক্লী) শলতি চলতীতি শল-য। (সানসি-বর্ণসি-পর্ণসীতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। উণ্ ৪।১০৭) ১ ক্ষেড়। ২ ইষু, বাণ। (রঘু ৯।৭৫) ৩ তোমর। (মেদিনী) ৪ বংশকম্বিকা। ৫ দুঃসহ। ৬ দুর্ব্বাক্য। (শব্দরত্না°) ৭ পাপ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৮ অস্থিবিশেষ, মৃত্তিকানিহিত মার্জ্জার—বানরাদির অস্থি, কারণান্তরে উহারাই শল্য বলিয়া অভিহিত। বাটী কিম্বা গৃহাদি নির্ম্মাণকালে যাবতীয় বাস্তুভূমি অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহাতে উক্ত কোনরূপ শল্য আছে বলিয়া জানা যায়, তবে অচিরাৎ তাহার উদ্ধার করিয়া ঐ ভূমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য; নচেৎ তাহাতে নিশ্চয়ই ভাবী অশুভ হইয়া থাকে।

নিম্নে শল্যোদ্ধরণের নিয়মাদি প্রদত্ত হইতেছে; যথা—

যে স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার মনন করা হইয়াছে, প্রথমতঃ তথাকার মৃত্তিকা এরূপভাবে খনন করিতে হইবে যে, যেন খুঁড়িতে খুঁড়িতে জল দেখা দেয়; পরে ঐ সকল উত্তোলিত মৃত্তিকা হইতে অতি সূক্ষ্মানুসন্ধানে যে সকল অস্থি প্রভৃতি পাওয়া যাইবে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তদুপরি গৃহাদি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য; যদি জল পর্য্যন্ত খনন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তবে অভাবে একটী পুরুষপরিমাণ গভীর গর্ত্ত খনন করিলেও এক রকম চলিতে পারে; অথবা গৃহস্বামীকে স্বয়ং শুচি অবস্থায় দূর্ব্বা, প্রবাল, আতপতণ্ডুল ও পুষ্প হস্তে লইয়া বিনীতভাবে মধুরস্বরে কোন পবিত্রদেহ দৈবজ্ঞের নিকট শল্যবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া তাহার যথার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া যথাযথভাবে শল্যোদ্ধার করা আবশ্যক।

প্রশ্নানুসারে শল্যনির্ণয়াদি।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নের আদ্যক্ষর অতি যত্নের সহিত সন্ধারণ করিবেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রশ্নকর্ত্তার নিকট হইতে• পুষ্প, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে নদী, বৈশ্যের নিকট হইতে দেবতা এবং শূদ্রের নিকট হইতে ফলের নাম শ্রুত হইয়া তাহার আদ্যক্ষর গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রকারে শল্যনির্ণয় করিতে হয়; যথা—

প্রশ্নের বা পুষ্পাদির নামের আদ্যক্ষর	শল্যান্তর জাতি-নির্ণয়	যে দিকে শল্যের অবস্থিতি	শল্যাবস্থানের ফল
ব	মানবাস্থি	পূর্ব্ব	মরক
ক	গর্দ্দভাস্থি	অগ্নিকোণ	রাজদণ্ড বা সর্পাঘাতে মৃত্যু
চ	বানরাস্থি	দক্ষিণ	গৃহস্বামীর নাশ
ত	কুক্কুরাস্থি	নৈর্ঋতকোণ	মহদ্ভয়
এ	বালকাস্থি	পশ্চিম	প্রবাস হইতে আসিয়া বাটীতে মৃত্যু
হ	নরাকৃতি অর্থাৎ পূর্ণাবয়বশিষ্ট মানবাস্থি	বায়ুকোণ	দারিদ্র্য ও মিত্রক্ষয়
শ	বিপ্রাস্থি	উত্তর	বিত্তক্ষয়
প	জম্বুকাস্থি	ঈশানকোণ	কুলনাশ

প্রকারান্তর যথা—

অ	১॥ হাত মৃত্তিকার নিম্নে মানবাস্থি	পূর্ব্ব	মৃত্যু
ক	২ হাত মৃত্তিকার নীচে গাধার হাড়	অগ্নিকোণে	রাজদণ্ড, ভয়
চ	কটি পর্য্যন্ত মাটীর নীচে মানুষের হাড়	দক্ষিণ	চিররোগী হইয়া মৃত্যু
ট	১॥০ হাত মাটীর নীচে কুকুড়ের হাড়	নৈর্ঋতকোণ	বালকের মৃত্যু
ত	১॥০ হাত মাটীর নীচে বালকের অস্থি	পশ্চিম	গৃহস্বামী চিরপ্রবাসী
প	৪ হাত মাটীর নীচে কয়লাভস্ম	বায়ুকোণ	দুঃস্বপ্ন ও মিত্রনাশ
য	১ হাত মাটীর নীচে ব্রাহ্মণের অস্থি	উত্তর	নির্ধন
শ	১॥০ হাত মাটীর নীচে গোরুর অস্থি	ঈশানকোণ	গোধননাশ
হ	মানুষের বুকের ছাতি পর্য্যন্ত মাটীর নীচে মনুষ্যের মাথার খুলি, ভস্ম বা লৌহ	বাটীর মধ্যস্থলে	কুলনাশ

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে, পুরুষপ্রমাণ মৃত্তিকার নিম্নে শল্য থাকিলে সাধারণতঃ তাহা দোষাবহ হয় না; কিন্তু প্রাসাদাদি নির্ম্মাণকালে জল উঠা পর্য্যন্ত খনন করাই নিতান্ত আবশ্যক, তবে সাধারণ গৃহাদি নির্ম্মাণকালে পুরুষপ্রমাণ মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহা হইতে শল্যোদ্ধার করিলেই চলিতে পারে। গৃহারম্ভ কালে যদি গৃহস্বামীর অঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে ক

প্রভৃতি জন্মে, তাহা হইলে কি প্রাসাদ কি সামান্য ভবন ইহার যে কোন গৃহই হউক না কেন, তাহা প্রস্তুতকালে যথারীতি শল্যোদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"পুরুষাধঃস্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ।
প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলান্তকম্॥
গৃহারম্ভেঽতিকণ্ডূতিঃ স্বাম্যঙ্গে যদি জায়তে।
শল্যং ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেঽপি বা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে, লিখিত হইয়াছে, হরিভক্তিহীন নৃপ, ব্যয়ার্থধন কৃষ্ণোদ্দেশে অনর্পণকারী, কৃষ্ণকথাবিহীন কাব্যরচয়িতা, গুরূপদেশ পাইয়াও অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুতে অনাসক্ত, নানা গুণে গুণী অথচ ভগবদ্ভক্তিহীন, রসিক হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমবিহীন এবং ব্রজজনানুকরণে অননুরক্ত, এই সপ্তজন শল্য।

"নৃপো ন হরিসেবকো ব্যয়ধনো ন কৃষ্ণার্পকঃ।
কবি র্ন মুরজিৎকবিঃ শ্রুতগুরুর্ন সবৈষ্ণবঃ॥
গুণী ন ভগবৎপরো রসিকধীর্ন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ
স ন ব্রজজনানুগো জগতি সপ্ত শল্যানি চ॥"
(পদ্মপু° উত্তরখ° ১০০ অঃ)

৯ শরীরের দুঃখোৎপাদক যাবতীয় ভাব, বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, পূয়, আস্রাব, গর্ভ প্রভৃতি।

"তৎশল্যমিতি জানীয়াল্লোষ্টকষ্টিবিভিন্নকম্" (বৈদ্যকসংগ্রহ ২ অঃ)

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, শারীর ও আগন্ত ভেদে শল্য দুই প্রকার। লোম ও নখাদি, ধাতুসমূহ, অন্ন, মল ও বাতপিত্তাদি দোষসমূহ দূষিত হইয়া পীড়াকর হইলে শারীর-শল্য বলা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য যত প্রকার দ্রব্য শরীরের ক্লেশ উৎপাদন করে, তাহাদের সকলগুলিই আগন্তুকপদ-শল্য বাচ্য। ইহাদের মধ্যে লৌহ, বেণু, কাষ্ঠ, তৃণ, শৃঙ্গ ও অস্থিময় শল্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাহার মধ্যে আবার লৌহেরই অধিক প্রাধান্য; কেন না ইহা শররূপে গৃহীত হইয়া সর্ব্বদা মারণকার্য্যে প্রযুক্ত হয়।

শল্য সকল বেগক্ষয় বা প্রতিঘাতবশতঃ ত্বগাদির অভ্যন্তরে ক্ষত হইবার উপযুক্ত স্থানসমূহের মধ্যে অথবা ধমনী, স্রোতঃ, অস্থি, অস্থিবিবর ও পেশী প্রভৃতি বা শরীরের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে অবস্থান করিলে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, নিম্নে যথাযথ ভাবে তাহা বিবৃত হইতেছে—

সামান্য ও বিশেষভেদে শল্য-লক্ষণ দুই প্রকার; তন্মধ্যে ব্রণ বা ক্ষত শ্যাববর্ণ, পীড়কাব্যাপ্ত, শোফ ও বেদনাবিশিষ্ট, মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবী, বুদ্বুদের ন্যায় উন্নত ও মৃদুমাংস-যুক্ত হইলে শল্যের সামান্য লক্ষণ জানিবে। শল্যের বিশেষ লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল; যথা—

১ ত্বক্‌গত শল্যের লক্ষণ—শল্যনিবদ্ধ স্থান বিবর্ণ, শোথযুক্ত, আয়ত ও কঠিন হয়।

২ মাংসগত—শোথের অতিবৃদ্ধি, শল্যমার্গের উপসংরোহ অর্থাৎ ব্রণমুখ প্রায় বুজিয়া যায়, পীড়ন করিলে লাগে এবং দাহ ও পাক হয়।

পেশীগত—দাহ ও শোথ ভিন্ন মাংসগত যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শিরাগত—শিরাতে আধ্মান, শূল ও শোথ হয়।

স্নায়ুগত—স্নায়ুজাল উৎক্ষিপ্ত এবং শোথ ও উগ্র বেদনা হয়।

স্রোতোগত—স্রোতঃসমূহের স্ব স্ব কর্ম্মহানি হয়।

ধমনীগত—বায়ু সফেন রক্তের সহিত সশব্দে নির্গত হয় এবং অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা ও হৃল্লাস হইতে থাকে।

অস্থিগত—বিবিধ বেদনার প্রাদুর্ভাব ও শোথ হয়।

অস্থিবিবরপ্রবিষ্ট—অস্থির পূর্ণতাবোধ, অস্থিতে সূচীভেদবৎ পীড়া এবং অত্যন্ত সংহর্ষ হয়।

সন্ধিগত—অস্থিগতের ন্যায় লক্ষণ, আর চেষ্টায় উপরম অর্থাৎ সন্ধির ক্রিয়াহানি বা নিশ্চেষ্টতা হইয়া থাকে।

কোষ্ঠগত—আটোপ অর্থাৎ পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ, আনাহ অর্থাৎ বন্ধনবৎ পীড়ন এবং ব্রণমুখ হইতে মূত্র, পুরীষ বা আহারের দর্শন হইয়া থাকে।

মর্ম্মগত—মর্ম্মবিদ্ধের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এইরূপেও ত্বগাদির অভ্যন্তরস্থ শল্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে;—

ত্বক্‌গত—ত্বকে স্নিগ্ধস্বেদ প্রদানপূর্ব্বক মৃত্তিকা, মাষ, যব, গোধূম বা গোময়-যোগে মর্দ্দন করিলে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হয়, সেই স্থলেই শল্য আছে বলিয়া জানিবে; অথবা ঘন ঘৃত, মৃত্তিকা ও চন্দনকল্ক লেপন করিলে ত্বকের যে স্থানের উষ্মা দ্বারা ঘৃত গলিয়া যায় বা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়, তথায় শল্য আছে জানিতে হইবে।

মাংসগত—শল্য মাংসের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে প্রথমে স্নেহস্বেদাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াযোগেও অবিরুদ্ধভাবে রোগীকে উপপন্ন করিবে; তাহা হইলে শল্য শিথিলীভূত ও অবদ্ধ হইয়া সঞ্চালিত হইবে; এইরূপ করিলে যে স্থলে শোথ বা বেদনা বোধ হইবে, তথায় শল্য আছে জানিতে হইবে।

কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি, পেশী ও অস্থিবিবরে অবস্থিত শল্যেরও এইরূপে পরীক্ষা করিতে হয়।

শল্য শিরা, ধমনী, স্রোতঃ বা স্নায়ুর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে রোগীকে ভগ্নচক্রসংযুক্ত যানে আরোহণ করাইয়া বিষম অর্থাৎ উচ্চনীচ পথে গমন করাইলে তাহার যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে, তথায় শল্য আছে বলিয়া জানিবে;

অস্থিগত—শল্য অস্থির মধ্যে গুপ্ত হইলে অস্থিকে স্নেহ-স্বেদোপপন্ন করিয়া বন্ধন ও পীড়ন করিবে; তাহাতে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে সেইখানেই শল্য আছে জানিবে।

মর্ম্মগত—শল্য যে অবয়বের অন্তর্গত মর্ম্মে নিহিত হইবে, সেই অঙ্গগত শল্যের লক্ষণের ন্যায় মর্ম্মগত শল্যের লক্ষণ হইবে। (ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, শরীরের প্রায় প্রত্যেক অবয়বেই দুই একটা করিয়া মর্ম্ম আছে)।

বক্ষ্যমাণ সামান্য লক্ষণ দ্বারাও গুপ্তশল্যের স্থান নির্ণীত হইতে পারে; যথা—অবস্থাভেদে রোগীকে হস্তিস্কন্ধ, অশ্বপৃষ্ঠ, পর্ব্বত বা বৃক্ষে আরোহণ, ধনুরাকর্ষণ, দ্রুতযান-গমন, বাহু-যুদ্ধ, পথভ্রমণ, উল্লম্ফন, সন্তরণ, প্লবন (ভাসা), ব্যায়াম, জৃম্ভণ, উদ্‌গার, কাস, ক্ষবথু, ষ্ঠীবন, হাস্য, প্রাণায়াম (প্রাণবায়ুর অবরোধ), এবং বাত, মূত্র, পুরীষ ও শুক্র পরিত্যাগ করাইবে, ইহাতে তাহার শরীরের যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে, তথায় শল্য আছে জানিবে।

শরীরের যে প্রদেশে তোদ প্রভৃতি পীড়া, সুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শবোধরহিত, গুরুত্ব, নানারূপ ঘট্টন অর্থাৎ শল্যের ইতস্ততঃ সঞ্চালন, স্রাব ও ক্লেশ হয় এবং কেহ গাত্র মর্দ্দন করিতে থাকিলে রোগী যে স্থান অনবরত রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

শরীরাভ্যন্তরনিহিত শল্যনিচয়ের মধ্যে অস্থি, শৃঙ্গ বা লৌহময় শল্য স্বয়ং ভগ্ন ও ক্রমে ক্রমে দেহে বিলীন হইতে থাকে; কাষ্ঠ, বেণু ও তৃণময় শল্য সকল দেহ হইতে নিঃসারিত না হইলে ক্রমে রোগীর রক্ত ও মাংস শীঘ্রই পাক করিতে থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকময় শল্যসমূহ পিত্ত ও শরীরের উষ্মা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহু বিলম্বে দেহমধ্যেই লয় পায়।

শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড, ও মৃন্ময় দ্রব্য সকল শরীরের মধ্যে বিশীর্ণ হয় না অর্থাৎ উহা যেমন তেমনই থাকে।

ঐ সকল শল্য শরীরের ভিতর অববদ্ধ (অস্থিমাংস প্রভৃতিতে আটকান) এবং অনববদ্ধ এই দুই প্রকারে অবস্থিত থাকে। তন্মধ্যে অববদ্ধ শল্যের উদ্ধারার্থ পঞ্চদশ প্রকার উপায় উদ্‌ভাবিত হইয়াছে; নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইতেছে; যথা—

স্বভাব—অশ্রু, ক্ষবথু, উদ্‌গার, কাস, মূত্র, পুরীষ ও বায়ু স্বভাববলে নির্গত হইয়া নয়নাদি হইতে ধূলি প্রভৃতি অববদ্ধ-শল্য নিঃসারিত করে।

পাচন—মাংসাববদ্ধ শল্য শরীরোষ্মায় দহ্যমান হইয়া স্থানীয় পাক জন্মায় এবং প্রকোপবশতঃ তাহা হইতে বেগে পূয় শোণিতাদি স্রাবিত হয়।

ভেদন, দারণ ও পীড়ন—গূঢ় শল্য শরীরে পক্ক হইলে অথচ স্বয়ং ভিন্ন না হইলে তাহাতে ভেদন বা দারণ ক্রিয়া করিতে হয়; কিন্তু যদি উহাতেও শল্য বহির্গত না হয় তবে পীড়নীয় দ্রব্য সহ-যোগে বা হস্ত দ্বারা ঐ স্থানের পীড়ন করিতে হইবে।

প্রমার্জ্জন ও আধ্মাপন—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত শল্যসমূহ সূক্ষ্ম হইলে পরিষেচন (ধারাভিষিঞ্চন), আধ্মাপন (ফুৎকার প্রদান) বা কেশ, বস্ত্র ও হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়। নাসিকাদি সংলগ্ন আহার দ্রব্য, শ্লেষ্মা এবং নিঃসৃত শল্যের সূক্ষ্মাংশ শ্বাস, উৎকাস ও প্রধমন দ্বারা নিষ্কাশনীয়।

বমন, প্রতিমর্ষ বা ঘর্ষণাদি ও বিরেচন—কণ্ঠ বা আমাশয় গত অন্নশল্য বমন ও অঙ্গুল ঘর্ষণ দ্বারা এবং পক্কাশয়গত শল্য বিরেচন দ্বারা নিঃসারিত হইয়া থাকে।

প্রক্ষালন—পূয় ও ব্রণাশ্রিত অন্যান্য শল্য প্রক্ষালন দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রবাহণ—বাত, মূত্র, পুরীষ ও গর্ভের বিবন্ধ হইলে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন আবশ্যক হয়। [গর্ভের বিমুক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মূঢ়গর্ভ শব্দে দ্রষ্টব্য]

আচূষণ—বায়ু বা জল শল্যত্ব প্রাপ্ত হইলে মুখ বা শৃঙ্গ দ্বারা আচূষণ করিতে হয়।

আকর্ষণ—সরলভাবে প্রবিষ্ট, অবদ্ধ, কর্ণহীন লৌহময় শল্যকে অয়স্কান্ত দ্বারা আকর্ষণ করা যায়; কিন্তু ব্রণের মুখ অপেক্ষাকৃত বড় হইলে ভাল হয়।

হর্ষ—নানা কারণে উৎপন্ন শোক-শল্য হৃদয়ে অবস্থান করে, অতএব উহা হর্ষদ্বারা উৎপাটিতব্য।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই উভয় বিধ শল্যই প্রতিলোম ও অনুলোম এই দুই প্রকার উপায় দ্বারা আহৃত হইয়া থাকে। যে দিক্ দিয়া শল্য প্রবিষ্ট হয়, সেই দিক্ দিয়া বাহির করাকে প্রতিলোম এবং তাহার বিপরীত দিক্ দিয়া বাহির করাকে অনুলোম কহে। শল্য যে অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে, সে যদি সেই অঙ্গের অর্দ্ধেকের বেশী অতিক্রম করিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে অনুলোম উপায় দ্বারা এবং যদি অর্দ্ধেকের কম গিয়া থাকে, তবে উহাকে প্রতিলোম দ্বারা নিঃসারিত করা কর্ত্তব্য। রোগীকে শীতল জলাদি দ্বারা ত্রাসিত করিয়া হৃদয়ের নিকটস্থ শল্য যথামার্গে আনয়নপূর্ব্বক আহরণ করিবে। শরীরের অন্য প্রদেশস্থ পীড়ক শল্য এইরূপ দুরাকর্ষ হইলে ব্রণের মুখ বড় করিয়া তাহাকে যথামার্গে উদ্ধার করিবে। অস্থিবিবরপ্রবিষ্ট বা অস্থিসংলগ্ন শল্য, রোগী পাদদ্বয় পীড়ন করিয়া যন্ত্র দ্বারা অপহৃত করিবে। যদি তাহাতে শল্য বাহির না হয়, তবে বলবান্ ভৃত্যাদিগের দ্বারা রোগীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক যন্ত্র দ্বারা উহা টানিয়া বাহির করিবে। ইহাতেও বাহির

না হইলে, দেহ প্রবিষ্ট শল্যের বারঙ্গ অর্থাৎ মূলদেশ বক্রীকৃত করিয়া তাহাতে ধনুকের ছিলার এক পার্শ্ব বন্ধন করত ঐ ধনুঃ নোওয়াইতে আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ ঐ শল্য উদ্ধৃত হইবে; কিন্তু যদি তাহাতেও না হয়, তবে একটী অশ্বের চারি পা ও মস্তক উত্তমরূপে বন্ধনপূর্ব্বক সাবধানে তাহার মুখবন্ধন চর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত বক্রীকৃত বারঙ্গ বন্ধন করিয়া দিয়া অশ্বকে যথোপযুক্ত রূপে কশাঘাত করিলে সে যেমন সহসা মস্তক উন্নমিত করিবে, অমনিই শল্য উদ্ধৃত হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন কোন একটী বৃক্ষশাখাকে অবনমিত করিয়া রজ্জু দ্বারা তাহার অগ্রভাগের সহিত উক্ত বারঙ্গ সম্বদ্ধ করিয়া হঠাৎ শাখাটীকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঐ শাখা যেমন বেগে স্বস্থানে গমন করিবে, অমনিই তৎসঙ্গে সঙ্গে শল্যোদ্ধার হইয়া যাইবে। ছেদনের অযোগ্য স্থানে শল্য প্রবিষ্ট হইলে যদি উহার মুখ উর্দ্ধে বহির্গত হয়, তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ড, লৌহ বা মুদ্গর দ্বারা চালিত করিয়া উহাকে যথামার্গে আনয়নপূর্ব্বক নিঃসারিত করিবে। আর ছেদন-যোগ্য স্থানে শল্যের মুখ উর্দ্ধে নির্গত হইলে উহাকে সম্মুখ হইতেই আকর্ষণ করিবে; কিন্তু যদি উহার কর্ণ থাকে, তবে যন্ত্র দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

জতুময় শল্য কণ্ঠে আসক্ত হইলে নলের ভিতর দিয়া অগ্নিতপ্ত শলাকা কণ্ঠে প্রবেশ করাইয়া কণ্ঠ হইতে সেই শল্য উক্ত শলাকায় জড়াইয়া গেলে শীতল জলে উহা নির্ব্বাপিত করিয়া আহরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত শল্যে যদি জতু সংস্রব না থাকে, তবে জতু বা মধুচ্ছিষ্ট লিপ্ত শলাকা পূর্ব্ববৎ অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া নাড়ী যোগে কণ্ঠে নিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ শল্য আহরণ করিবে। অস্থি অর্থাৎ মাছের কাঁটা প্রভৃতি বা অন্য কোন শল্য তির্য্যগ্‌ভাবে কণ্ঠে সংলগ্ন হইলে এক গোছা চুল দৃঢ় সূত্রে বাঁধিয়া বমনকারক পানীয় দ্রব্য বা ভক্তের সহিত উহাকে গলাধঃকরণ করাইবে। চুলের গোছা গিলিবার সময় তৎসংলগ্ন সূতাটী দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হইবে, পরে বমন হইতে আরম্ভ হইলে যখন বুঝিবে যে চুলের গোছা শল্যের এক স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে, তখন সহসা সূতায় টান দিলে ঐ চুলের গোছার সহিত শল্য বাহির হইয়া যাইবে। কেবল যথামাত্রায় বমনকারক পানীয় বা ভক্ত সেবনে সহজে বমি না হইলে পুনরায় আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জল পান করিতে হইবে।

দন্তধাবন কাষ্ঠের অগ্রভাগ চর্ব্বিত করিলে যখন উহা কোমল হইবে, তখন তাহা দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কণ্ঠগত শল্য অন্তঃপ্রবিষ্ট বা বহির্নিঃসারিত করা যাইতে পারে।

জলমগ্ন ব্যক্তির উদর জলপূর্ণ হইলে তাহার পাদদ্বয় উর্দ্ধে লম্বমান করিয়া উহার মুখ ধরাতলস্থ ভস্মরাশি মধ্যে নিহিত করিবে অথবা উক্তরূপ লম্বভাবে শূন্য অবস্থায়ই রাখিয়া উহাকে দৃঢ়রূপে কম্পিত বা উহার উদরে পীড়ন অর্থাৎ ধীরে ধীরে চাপ দেওয়ার ন্যায় করিতে হইবে।

ভক্তাদির গ্রাস কণ্ঠগত হইলে অশঙ্কিত বা অতর্কিতভাবে তাহার স্কন্ধে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে; অথবা স্নেহ, মদ্য বা পানীয় পান করিতে দিবে।

বাহু, রজ্জু, লতা বা পাশরূপ শল্যে কণ্ঠ পীড়িত হইলে বায়ু প্রকুপিত হয় এবং শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া স্রোতোরোধ করে। তাহাতে লালাস্রাব, ফেনোদ্গম ও সংজ্ঞানাশ হইয়া থাকে; এরূপ রোগীকে স্নেহাভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন এবং বাতায় মাংসরস পথ্য দিবে।

(পুং) ১০ মদন বৃক্ষ। ১১ শ্বাবিৎ। (অমর)

১২ নৃপভেদ। ইনি বাহ্লিকরাজতনয় এবং মদ্রদেশের অধিপতি; পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী ইঁহার ভগিনী। মহাভারতের উল্লেখানুসারে জানা যায় যে, পাণ্ডুনন্দন নকুল ও সহদেব ইঁহার সাক্ষাৎ ভাগিনেয় হইলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কারণ দূতগণ মুখে সংবাদ পাইয়া মদ্ররাজ যখন বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণ সমীপে যাত্রা করেন, তখন দুর্য্যোধন সেই সংবাদ জানিয়া পথিমধ্যে তদীয় বিশ্রামার্থ বহুতর শিল্পদক্ষ কিঙ্কর দ্বারা রত্ননিচয়খচিত সুসজ্জিত সভাগৃহ এবং বহুবিধ কৌতুকাবহ দ্রব্যজাত, মাংসাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, সুরুচির গন্ধমাল্য ও চিত্ত প্রফুল্লকর বিবিধাকার কূপ, বাপী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া স্বয়ং প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রহিলেন। ঘটনা ক্রমে মদ্রপতিও যথাসময়ে তথায় আসিয়া বিশ্রাম লইলেন এবং সেই বিশ্রাম সুখে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের কোন্ লোক এই সভাগৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে? আমি কুন্তী পুত্রের প্রীত্যর্থে তাহাকে প্রসাদ দান করিব।' এতচ্ছ্রবণে তত্রত্য ভৃত্যগণ অচিরাৎ দুর্য্যোধন সমীপে বিবরণ বিবৃত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রচিত্তে শল্য সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিলেন। মদ্ররাজ তাঁহাকে দেখিয়া এবং ঐ সমস্ত সভা নির্ম্মাণাদি বিষয়ে তাঁহারই সম্পূর্ণ প্রযত্ন জানিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমার নিকট তোমার যে কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা করিয়া লও। শল্যের এই আশাতীত আশ্বস্ত বাক্য শুনিয়া দুর্য্যোধন পরম হর্ষে তৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে শল্য ইহা স্বীকার করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগমন কর, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই তোমার নিকট গমন করিব।

শল্যের নিদেশে দুর্য্যোধন স্বগৃহে প্রত্যাগত হইবার পর মদ্র-পতি পাণ্ডবসদনে গমনান্তর পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া বরং বলিলেন যে, আপনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন; তবে যাহাই হউক আসন্ন সংগ্রামে প্রকারান্তরে আমার কিছু উপকার করিতে হইবে। যখন কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনিই কর্ণের সারথ্য কর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজসত্তম! যদি আমার প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সেই সময়ে আপনি অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং বাক্য কৌশলে সূতপুত্রের তেজের হানি করিয়া যাহাতে আমাদের জয় হইতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবে। শল্য যুধিষ্ঠিরের এই প্রার্থনা-পূরণেও সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে দুর্য্যোধনের আলয়ে গমন করিলেন।

ভারতযুদ্ধে অশেষ বীরত্ব প্রদর্শনের পর, শল্যরাজ যুধিষ্ঠির হস্তে নিহত হন।

শল্য (পুং ক্লী) ১ শস্ত্র বিশেষ, চলিত শেল অস্ত্র। পর্য্যায়—শঙ্কু, দীর্ঘায়ুধ, শল, কুন্ত, বিষাঙ্কুর। (ত্রিকা°)

শল্যক (পুং) শল্য ইব শল্য ইবার্থে কন্। ১ মদনবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ শল্লকী, শজারু। (রাজনি°)

শল্যকণ্ঠ (পুং) শল্যং তদ্বল্লোম কণ্ঠে যস্য। শল্লকী, শজারু।

শল্যকর্ত্তন (পুং) জনপদভেদ। (রামা° ২।৭১।৩) কর্ত্তন ও কার্ত্তনপাঠও দেখা যায়।

শল্যকর্ত্তৃ (পুং) শল্যোদ্ধারকারী (চিকিৎসক)। যিনি শল্যক্রিয়া করিয়া থাকেন।

শল্যকবৎ (ত্রি) ১ শল্যকযুক্ত। ২ আখু, ইন্দুর বিশেষ। (ভারত উদ্যোগপ°)

শল্যকৃন্ত (পুং) শস্ত্রচিকিৎসক। আপস্তম্ব ১।১৯।১৫)

শল্যকৈটর্য্য (পুং মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ। (রাজনি°)

শল্যক্রিয়া (স্ত্রী) শরীরাভ্যন্তরে কণ্টকাদি প্রবিষ্ট হইলে যে প্রকার শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা উহা বাহির করা হয়।

শল্যতন্ত্র (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত অষ্টবিধ তন্ত্রের মধ্যে অন্যতম তন্ত্র। "শল্যং নাম বিবিধ তৃণকাষ্ঠপাষাণপাংশুলোহলোষ্টাস্থিবাল-নখপূযাস্রাবান্তর্গর্ভশল্যোদ্ধারার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানিব্রণবিনি-শ্চয়ার্থঞ্চ" (সুশ্রুত ১অ°)

বিবিধপ্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, লোহাদি ধাতু, ইষ্ট-কাদির অংশ, অস্থি, কেশলোমাদি, নখ প্রভৃতি কোন কারণে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পূয ও রক্ত প্রভৃতি বিকৃত হইয়া অতি উৎকট যন্ত্রণা হইতে থাকে। উক্ত দ্রব্য সকল শরীর হইতে বাহির করিয়া যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য যে তন্ত্রে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতির প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ আছে, তাহাকেই শল্যতন্ত্র কহে। সুশ্রুতের মতে, ৮ প্রকার তন্ত্রের মধ্যে শল্য তন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা, ইহা দ্বারা শীঘ্র ফল লাভ করিতে পারা যায়, এই শল্যতন্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলে পুণ্য, স্বর্গ যশঃ অর্থ ও আয়ুঃ লাভ হয়। (সুশ্রুত ১ অ°)

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা নামক বৈদ্যকগ্রন্থের উত্তরখণ্ডের ২৫ হইতে ৩৪ অধ্যায় শল্যতন্ত্র নামে বর্ণিত।

শল্যদা (স্ত্রী) মেদা। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, ইহার অভাবে অশ্বগন্ধ ঔষধে দিতে হয়। (রাজনি°)

শল্যপর্ণিকা (স্ত্রী) মেদা। (রাজনি°)

শল্যপর্ব্ব, মহাভারতের ৯ম পর্ব্ব। ইহাতে শল্যরাজের কর্ণ-সারথ্য, সেনাপত্য, ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের হস্তে মৃত্যু কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শল্যলোমন্ (ক্লী) শল্লবৎ লোম। শললী, শল্লকীর লোম, শজারুর কাঁটা। (রাজনি°)

শল্যবৎ (ত্রি) শরযুক্ত। বাণবিশিষ্ট। তীরত্যাগশীল। বিপদ্ বিভ্রান্ত।

শল্যবারঙ্গ (ক্লী) বাণ বা অন্যান্য শল্যের পশ্চাদ্ভাগ। শস্ত্র প্রয়োগকালে শল্যের যে স্থান ধরিয়া শরীর হইতে শল্যোদ্ধার করা যায়।

শল্যস্রংসন (ক্লী) শল্যনিষ্কাশন। কণ্টকোদ্ধার। (কৌষিতকী° ৩৩)

শল্যহর্ত্তৃ (পুং) শল্যোদ্ধারকর্ত্তা। (রামা° ৫।২৮।৬)

শল্যহৃৎ (পুং) শল্যহরণকারী। (বৃহৎস° ৫।৮০)

শল্যা (স্ত্রী) ১ মেদা। ২ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ৩ নাগবল্লী লতা।

শল্যারি (পুং) শল্যস্য অরিঃ তন্নাশকত্বাৎ। যুধিষ্ঠিররাজ। (হেম)

শল্যোদ্ধরণ (ক্লী) শল্যস্য উদ্ধরণং। বিদ্ধ শল্যের উৎপাটন। [শল্য শব্দ দেখ]

শল্ল, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শল্লতি। লুঙ্ অশল্লীৎ। এই ধাতু সৌত্র ধাতু।

শল্ল (ক্লী) ১ ত্বক্। (পুং) ২ ভেক। (শব্দরত্না°)

শল্লক (ক্লী) শল্লমেব স্বার্থে কন্। ১ ত্বক্। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ শোণবৃক্ষ। (জটাধর) ৩ শল্লকী জন্তু, শজারু।

শল্লকী (স্ত্রী) পশু বিশেষ। চলিত শজারু। হিন্দী—সাহিল, শালই, শলগ; বোম্বাই—শালয়্যধুর্প। তামিল—কুংলি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্বাবিৎ, শলকা, শল্য, ক্রকচপাদ, ছেদার, শল্যক, শল্যমৃগ, বজ্রশল্য, বিলেশয়। ইহার মাংসগুণ—গুরু, স্নিগ্ধ শীতল, এবং কফপিত্তনাশক। (রাজনি°) শজারু পঞ্চনখের মধ্যে সুতরাং ইহার মাংস ভক্ষণীয়।

"ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশাশ্চ মৎস্তেষ্বপি হি সিংহতুণ্ড করোহিতাঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৭) [সজারু দেখ।]

২ বৃক্ষবিশেষ। (Boswellia serrata, Indian olibanum) পর্য্যায়—গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রসা, মহেরণা, কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী, হ্রাদিণী, গজভক্ষা, সুরভী, মহেরুণা, মহারণা, সিল্লকী, সল্লকী, সুরভীরসা, শিল্লকী, সিহ্লকী, সিহ্লভূমিকা, অশ্বস্থত্রী, কুন্তী। (জটাধর)

শল্লকীত্বচ (স্ত্রী) সিহ্লকী বৃক্ষত্বক্। (চরক সূ° ৪ অ°)

শল্লকীদ্রব (পুং) সিহ্লক, কন্দুরুখোটী, শিলারস। (জটাধর)

শল্লকীয় (স্ত্রী) শিলারস। সিহ্লনির্য্যাস।

শল্লিকা (স্ত্রী) নৌকা। (হরিবংশ)

শল্লী (স্ত্রী) ১ সল্লকী বৃক্ষ। ২ সল্লকী মৃগ, সজারু। (বৈদ্যকনি°)

শল্ব (পুং) শাবদেশ। (উণাদি)

শব, ১ বিকার। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শবতি। লোট শবতু। লিট্ শশাব। লুঙ অশাবীৎ।

শব (ক্লী) শবতি গচ্ছতীতি শব-অচ্। ১ জল। (মেদিনী) (পুং ক্লী) শবতি দর্শনেন চিত্তং বি-করোতীতি শব বিকারে অচ্। ২ মৃতশরীর, চলিত মড়া। পর্য্যায় কুণপ, ক্ষিতিবর্দ্ধন, মৃতক। দেহ গতপ্রাণ হইলে তাহাকে শব কহে। শাস্ত্রে শব দাহ করিবার বিধান আছে। দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বা বালিকার মৃত্যু হইলে তাহার শব পুতিয়া ফেলিতে হয়, এবং দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে তাহার শব দাহ করিতে হয়।

"ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যু র্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে।
নাস্য কার্য্যোঽগ্নিসংস্কারো নাপি কার্য্যোদকক্রিয়া॥"(শুদ্ধিতত্ত্ব)

শবের অনুগমন করিলে একদিন অশৌচ হয়। যিনি শব দহন বা বহন করেন, তাহারও এক দিন অশৌচ হইবে। তিনি শবদাহাদি করিয়া জলে অবগাহন স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করেন। জল তুলিয়া স্নান করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে হয়।

"প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যোঽনুগচ্ছতি কামতঃ।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্টাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি।
অনুগমাস্তাস স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ॥
তৎপ্রমাদাদনুগমনে কথঞ্চনেত্যভিধানাৎ, অম্ভসি নতু-দ্ধৃতোদকে" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণাদির শব ব্রাহ্মণাদিই দহন ও বহন করিবে, অন্যবর্ণ দহন ও বহন করিলে তাহার পাতক হইবে। শূদ্র বহন করিলে, তাহার নরক হয়।

"মৃতব্রাহ্মণদেহাংশ্চ দৈবাৎ শূদ্রা বহন্তি চেৎ।
পদপ্রমাণবর্ষঞ্চ তেষাঞ্চ নরকে স্থিতিঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্যাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতিতে যাহাদের মাংস অভক্ষ্য এইরূপ কোন জন্তু মরে, তাহাহইলে তাহার জল দুষ্ট হয়, পুনর্ব্বার শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ বাপী প্রভৃতি শোধন করিয়া লইলে তাহার জলদ্বারা দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম করা যায়। নচেৎ ঐ জলে কোন ক্রিয়া হয় না। বাপী প্রভৃতির জলে মানুষ মরিলেও তাহার জল দুষ্ট হইবে। "যেষামভক্ষ্যং মাংসঞ্চ তচ্ছরীরে মৃতঞ্চ যৎ।
বাপীকূপতড়াগেষু জলং সর্ব্বঞ্চ দুষ্যতি॥
স কুণপং সকর্দ্দমং তেভ্যস্তোয়মপাস্য তৎ।
প্রক্ষিপেৎ পঞ্চগব্যঞ্চ সমন্ত্রং বর্ণশুদ্ধিকৃৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গৃহ হইতে বাহির করিতে হয়, যদি বাহির করা না হয় এবং গৃহে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহ দুষ্ট হয়।

"এবং মরণসময়ে গৃহান্নিঃসার্য্যতে অন্যথা গৃহস্য দুষ্টতা স্যাৎ।"
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

মহাপাতকী বা অতিপাতকীর শবদহন বা বহন করিতে নাই, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগগ্রস্তকে মহাপাতকী এবং অর্শঃ রোগীকে অতিপাতকী কহে। কিন্তু ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে তাহাদের শবদাহ হইবে। আত্মঘাতীর ও শব দাহ করিতে নাই। যাহারা এই শব দাহ করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। [অন্ত্যেষ্টি ও শবদাহ দেখ।]

শবকাম্য (পুং) শবঃ কাম্যো যস্য। কুক্কুর। (শব্দরত্না°)

শবকৃৎ (ত্রি) কৃষ্ণের নামান্তর। (পঞ্চরত্ন ৪।৮।১০৬)

শবঘান, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্য ব্র° খ° ৪২।২০,২১২)

শবদাহ, মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহের সৎকার। ইহাকে অন্ত্যেষ্টিকৃত্য বলে। শুদ্ধ ভারত নহে, সমগ্র জগতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সৎকারপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সকলের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পাশ্চাত্যজগতের অন্যান্য স্থানে অতি প্রাচীনকালেও শবদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রন্থপ্রমাণে এই দাহপ্রথাই প্রধানতঃ প্রাচীন বলিয়া গণ্য, কারণ সল্ (Saul) নামক রাজার দেহ দাহ করিয়া অস্থি প্রভৃতি সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। আশা (Asa) মৃত্যুর পর, স্বরচিত শয্যায় গন্ধদ্রব্যাদি সহ দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য স্থানে কবরস্থ করা, নদীজলে ভাসান বা ভূপৃষ্ঠে নির্জ্জনে শবস্থাপনের প্রথাও প্রচলিত ছিল। নিমরুদের ধ্বস্তনিদর্শন হইতে যে সকল সমাধি দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাতে নানারূপ পাত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদি পাওয়া

গিয়াছে। মিশরের কএকটী সমাধি মধ্যেও ঐরূপ অলঙ্কার ও পাত্রাদি দেখিয়া মনে হয় যে এই যুগে উভয় দেশেই শব-সংকারের এইরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লেয়ার্ড এই সকল সমাধি মধ্যে আসিরীয়া দেশের নল দেখিয়া অনুমান করেন যে, এই কবরগুলি প্রাচীন পারসিকদিগের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে। থিওফ্রাষ্টাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে পারস্যপতি দরায়ুসকে মিশরদেশজাত টবে (alabaster) রাখিয়া ও কাইরাস্‌কে কাষ্ঠের ডোঙ্গায় রাখিয়া সমাহিত করা হইয়াছিল।

প্রাচীন পারসিকদিগের ন্যায় আসিরীয়গণও শব প্রোথিত করিত। কখন কখন তাঁহারা মধু বা মোম দিয়া দেহরক্ষাও করিত। (Herod. lib. I. C. 140 ; Arian de Bello, Alex. Theoph. de Lapid. C. XV.) ইলিয়ান্ লিখিয়াছেন, রাজা জরক্সেশ যখন বেলুসের সমাধি উৎখাত করেন, তখন তিনি শবসিন্ধুকের কাণাপর্য্যন্ত তৈলবিশেষে পূর্ণ দেখিয়াছিলেন। এই শবসিন্ধুকের বর্ণনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিঃ লেয়ার্ড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসিরীয়ার প্রাচীনতম প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইবার পর এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকতম অট্টালিকাদি গঠনের পূর্ব্বে আসিরীয়ার রাজ্যে যে জাতি বা জন সম্প্রদায় বাস করিয়াছিল, ঐ শবসমাধি সেই মধ্য যুগের প্রথা।

সুপ্রাচীন নিনিভে-রাজ্যবাসী জনসাধারণের নানা সমাধি-স্তম্ভ নয়ন পথে সমুদিত হইলেও নিনিভিৎগণ কি উপায়ে শব সংকার করিতেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র বাবিলোনিয়ারাজ্যে প্রাপ্ত কএকটী অস্থিভস্মাধার (Sepulchral urns) হইতে পোড়ামাটির জলপাত্র, খাদ্য ভাণ্ড, মৃত্যুর তারিখ সম্বলিত মৃৎখণ্ড, মস্তকের অস্থিসমাধানার্থ কাটা ইষ্টক প্রভৃতি পাওয়া যায়। বুশায়ার রাজধানীর সন্নিকটে এইরূপ একটী ভস্মভাণ্ডে বালুকাযোগে একটী পূর্ণাবয়ব মনুষ্যের দেহাস্থি পাওয়া গিয়াছে। ঐ ভাণ্ডগুলি সাধারণতঃ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহা লম্বে ৩´ ৪´´ হয় এবং উহার মধ্য স্থানের পরিধি ২´ ৯´´ ইঞ্চ, ভাণ্ডগাত্র এক ইঞ্চির তৃতীয়াংশ হইবে। ভাণ্ডের উপরের দুই পার্শ্বে দুইটী নিরেট শৃঙ্গবৎ দণ্ড আছে। উহার উপর পৃথগ্‌ভাবে দুইটী পাত্র সাজান। পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে মেটে তৈলের ন্যায় এক প্রকার তৈল দ্বারা সম্পৃক্ত দেখা যায়। ইহাদের গাত্রে এমন কোন চিহ্ন নাই, যদ্দ্বারা ইহাদের সময় অবধারণ করা যাইতে পারে। কালদীয়গণ সেই প্রাচীন সময়ে মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার শবাধার প্রস্তুত করিত। উহার কতকগুলির আকৃতি অনেকটা ডিসের ঢাক্‌নির ন্যায়। ইহারা তন্মধ্যে শব সম্মুখে পাত্র সহ খাদ্য ও জল এবং মস্তক রক্ষার জন্য সূর্য্যপক্ক ইষ্টক রাখিয়া সমাধিস্থ করিত। কোন কোন স্থলে জালার (Jar) আকারে শবাধার দেখা যায়। মনে হয় তাহারা ঐ ভাণ্ডে শব রাখিয়া তদুপরি স্তূপাকারে মৃত্তিকা চাপাইয়া দিত।

কালদীয় জাতির অভ্যুত্থান কালে একমাত্র প্রকৃত কাল-দীয়া (Chaldæa proper) ভিন্ন উত্তর-বাবিলোনীয়া বা আসিরীয়া রাজ্যের অপর কোথাও এরূপ প্রাচীন কবর দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। রেভারেণ্ড জি, রলিন্‌সন্ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পারসিকেরা যেরূপ মৃত দেহ কার্বিলা বা মেশেদ আলী নামক স্থানে লইয়া সমাধিস্থ করা গৌরবজনক বিবেচনা করে, ভারতবাসী হিন্দুরা যেমন দূরদেশে মৃত ব্যক্তির শব বা অস্থি, বারাণসী, চক্রদহ প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরে আনিয়া পুনরায় দাহ করা মুক্তিপ্রদ বলিয়া মনে করে, এক দিন কালদীয়াবাসীও কালদীয়ার পবিত্র ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সমাধিস্থ করা সম্মানজনক মনে করিত।

প্রাচীন রোমকেরাও শবদাহের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও রোগবিশেষে মৃতের গোর দিতেন। অতি শৈশবে বালকবালিকার মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে জন্মভূমির অদূরে প্রোথিত করা হইত। ঐ জাতির মধ্যে ভস্মাস্থি ভাণ্ডে রাখিয়া পুতিবার ব্যবস্থা ছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২ফুট নিম্নে ঐ ভাণ্ড স্থাপন করিয়া তদুপরি স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করিত। এই জাতির প্রাচীন কবর মধ্যে যে সকল শবাধার পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানের জন্য রোমকেরা শববহনকালে পথে শোকসূচক ধ্বনি করিতে করিতে গমন করিত। চুল্লিতে শবস্থাপনের পর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত এবং তদুপরি মৃতের বস্ত্রালঙ্কারাদি ও প্রিয়তম ভোগ্য পশু মারিয়া তাহার মাংস নিক্ষেপ করিত।

প্রাচীন গ্রীকজাতির শবসৎকারপ্রণালী অনেকাংশে ভারতীয় আর্য্যগণের মত। তাহারা বৈতরণী (Styx ও Acheron) নামক স্বর্গস্থ নদী পার কামনায় শবে মুখে একটী মুদ্রা দিত। এবং সরমার (Cerberus) প্রাত্যর্থে গোধূমচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত পিষ্টক পিণ্ড দিত। মৃতের উদ্দেশে মস্তকমুণ্ডনের আভাসও গ্রীক-দিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কোন নিকটাত্মীয় মরিলে গ্রীকেরা শোকচিহ্ন স্বরূপ কেশ বপন করিত। ইলিয়াডে (Iliad, xxiii) লিখিত আছে পেট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টির সময় একিলিসের বন্ধুগণ আপনাপন মাথার চুল কাটিয়া শবের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। আবার গ্রীকের অপরাপর স্থানের অধিবাসীরা মৃতের জন্য শোকচিহ্ন স্বরূপ কেশ রক্ষা করিত এবং আলুলায়িত কেশ-রাশি দেখিয়া তাহাদের শোকের মাত্রা অবধারণ করা যাইত।

লুরিস্থানবাসী রমণীরা স্বামীর মৃত্যুতে মস্তক মুণ্ডন করে এবং সেই চুল তাহারা কবরের চারিদিকে ঝুলাইয়া দেয়। ডেলোস দ্বীপের যুবক যুবতীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপনাপন কেশগুচ্ছ লইয়া উত্তর দেশ হইতে সমাগত কুমারীগণের সমাধিস্তম্ভের উপর স্থাপন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ভূমধ্যসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মধ্য-এসিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পুরাকালে ও বর্ত্তমান সময়ে মৃৎপিণ্ড চাপা দিয়া শবরক্ষার ব্যবস্থা ছিল ও রহিয়াছে। বাইবেলে দেখা যায়, রাজা আই যসুয়া কর্ত্তৃক নিহত হইলে নগরদ্বারে রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সেই শবোপরে একটী সুবৃহৎ প্রস্তরস্তূপ গঠিত হইয়াছিল। (Joshua VII. 26) হিরোদোতস লিখিয়াছেন, লিডিয়ারাজ অল্যাত্তেশের শবোপরি যে মৃৎস্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল, উহার পরিধি প্রায় ১মাইল এবং প্রস্থ ১৩০০ ফিট্। বর্ত্তমান ভ্রমণকারীদিগের যত্নে ঐ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

টিউটন জাতির মধ্যেও শবোপরি ঐরূপ মৃৎস্তূপ স্থাপন প্রিয়তম স্মৃতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন সাক্সনগণ চর্ম্মকোষ বা প্রস্তরপেটিকায় শবদেহ রক্ষা করিয়া তদুপরে মাটী চাপা দিত। মধ্য এসিয়ার জনপদসমূহে বলশালী ও ধনশালী ব্যক্তির কবরোপরে স্তূপনির্ম্মাণ (Tumuli) প্রচলিত ছিল। স্কন্দনাভবাসীরা শবসৎকারে ঐ প্রথা অবলম্বন করেন।

হিরোদোতসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন শাকদ্বীপিগণের (Scythians) শব সৎকার ঐরূপেই নির্ব্বাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে কর করেল্লা নামক জনপদে ও কির্ঘজ্ জাতির বাস ভূমি "ষ্টেপী" প্রান্তরে ঐরূপ অনেক শবসমাধি দৃষ্টি গোচর হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, কোন কোন দেশে মৃত সর্দ্দারের গোরের সময় তাহার অনুগত লোকদিগকে নিহত করিয়া ঐ কবর মধ্যে নিহিত করিবার রীতি আছে। (Ezekiel) হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, যখন কোন রাজার মৃত্যু হয়, তখন তাহার শবদেহ তৈলসিক্ত ও মোমাবৃত করা হয়, এবং সেই দেহ রথে চড়াইয়া বিশেষ সমারোহে সমাধিক্ষেত্রে আনা হয়। শব রক্ষার জন্য সমাধিক্ষেত্রে একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন করা হইয়া থাকে। তাহার ভিতর খড় বিছাইয়া তদুপরি শব স্থাপন করিয়া কাষ্ঠখণ্ড চাপা দেওয়া হয়। শবের সম্মানার্থ দেহের উভয় পার্শ্বে বড়সা সারিবদ্ধ ভাবে পুতিয়া রাখে। অতঃপর রাজার একটী পত্নীকে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া ঐ গর্ত্তের অপরাংশে স্থাপন করে। ঐ সঙ্গে রাজার তাম্বুলকরঙ্কবাহী পাচক, প্রিয় অনুচর, মন্ত্রী, দূত ও অশ্বাদি এবং পানার্থ স্বর্ণপাত্রাদি পুতিয়া ফেলে। তাহাদের বিশ্বাস, রাজার পরলোকযাত্রায় ঐ সকল না থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইবে। উপরি কথিত, দ্রব্যাদি গর্ত্ত মধ্যে সংরক্ষিত হইলে সমবেত শবানুগমনকারীরা মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্তপূরণ করিয়া একটী সুবৃহৎ স্তূপে পরিণত করে। ইহাতেও সকল শেষ হয় না। বৎসরান্তে পুনরায় রাজার ৫ টী বিশ্বস্ত অনুচর ও ৫০টী অশ্ব মারিয়া ঐ অশ্ব পৃষ্ঠে অনুচরদিগকে বসাইয়া উক্ত সমাধি স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করা হইত।

মোগলসর্দ্দার চেঙ্গিজখানের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ একটী সুবৃহৎ স্তূপ দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল এবং পাছে মানুষে সেই স্তূপের উপর বিচরণ করে, এই জন্য তাঁহার মোগল অনুচরেরা তদুপরি বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহা জঙ্গলে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কর্ণেল টড্‌কৃত রাজস্থানের ইতিবৃত্তেও আমরা মৃৎস্তূপ বা সমাধিস্তম্ভ দেখিতে পাই। যে সকল রাজপুত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত,তাহাদের শবের উপর যে সকল সমাধিস্তম্ভ আছে, তাহার উপর সশস্ত্র অশ্বারোহী বীরমূর্ত্তি ও তৎপার্শ্বে তদীয় পত্নীর সহমরণচিত্র এবং তদুভয়ের পার্শ্বদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্যমূর্ত্তি রাজপুতবীরের অক্ষয় যশঃ ঘোষণা করিতেছে। (Tod's Rajasthan I. p. 54)।

প্রাচীন সৌরাষ্ট্রজনপদবাসী কাঠী, কোমানি, বল্ল প্রভৃতি শকজাতীয়ের মধ্যেও ঐরূপ শবোপরি "ঝুঝার" (সমাজিস্তম্ভ) স্থাপনের রীতি ছিল। প্রত্যেক নগরপ্রাচীরের মূলে এখনও ঐরূপ ধ্বস্তপ্রায় স্তম্ভাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ঐ স্তম্ভগুলির উপরে অস্পষ্টাকারে মৃত্যুর অবস্থাদ্যোতক বীরমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। অধিকাংশ মূর্ত্তিই অশ্বারোহী, কেবল কতকগুলি রথোপবিষ্টভাবে প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পঞ্জাবের নানা স্থানে, বামিয়ান্‌প্রদেশে, আফগানিস্থানে ও কাবুলের সন্নিকটে এইরূপে বহু সমাধিস্তূপ বিদ্যমান আছে। এইগুলি মাটীর ঢিপির উপর ইষ্টক দিয়া গাঁথনি করা। ভারতের স্থানে স্থানে বুদ্ধের অঙ্গবিশেষের উপর যেরূপ ইষ্টকস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ গুলি তাহারই রূপান্তরমাত্র; তবে এই সমাধি গুলিতে কেবল একজন ব্যক্তির অস্থি বা ভস্ম নিহিত আছে। উহাদের গঠন গ্রীক্‌দেশীয় স্থাপত্যশিল্পের অনুকূল। মাণিক্যালনগরীর নিকটে একটী ৮০ ফিট্ উচ্চ এবং ৩২০ ফিট্ পরিধিবিশিষ্ট ঐরূপ একটী স্তূপ আছে। উহার মধ্যভাগে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রপাত্রাদি এবং রোমক ও বাহ্লিকযবনগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ একটী ৬০ ফিট্ গভীর গৃহে তাম্রনির্ম্মিত সিন্দুক মধ্যে পশুর অস্থি রহিয়াছে।

ডাঃ কানিংহাম দাক্ষিণাত্যের শব-সমাধি ও স্তূপনির্ম্মাণপ্রথা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্টজাতির সমাধি-প্রস্তরাদির (Cairns, cromlechs,

Kistvaens and circles of upright loose stones) সহিত নীলগিরিবাসী অসভ্য জাতীয়ের সমাধিপ্রস্তরের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ঐ সকল সমাধিমধ্যে নানাপাত্র, ভস্মভাণ্ড, নরাস্থি ও ভস্ম, উজ্জ্বল মৃণ্ময়াসন প্রভৃতি ন্যস্ত থাকে। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সী, দক্ষিণভারতের নাগপুর হইতে মদুরা পর্য্যন্ত স্থান, ও কোয়ম্বাতোরের দক্ষিণস্থ অনমলয় শৈলপৃষ্ঠে প্রভূত দৃষ্টিগোচর হয়। নীলগিরিস্থ সমাধিস্তম্ভ হইতে এ গুলি বিগত সভ্যযুগের আদর্শ বলিয়া অনুমিত হয়। রুষিয়ারাজ্যে এবং সার্কেসিয়ায় এইরূপ ধরণের অনেক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আরবের দক্ষিণোপকূলদেশে এবং আফ্রিকাদেশের সোমালীরাজ্যে প্রস্তর-স্তম্ভপরিবৃত গোরস্থানসমূহ বিদ্যমান আছে। মেজর কন্‌গ্রীভ্ বিশেষ গবেষণার সহিত নীলগিরির শবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন। কাপ্তেন মিডোস্ টেলার রাজনকুলুর, শোরাপুর, শিরবাজী, ফিরোজাবাদ ও ভীমাতীরস্থ স্থানসমূহের শবস্থান পরীক্ষা করিয়া এবং ইংলণ্ডের এইরূপ শবক্ষেত্রের সহিত মিল করিয়া বলিয়াছেন যে, এ সকল Scytho-celtic বা Scytho-Druidical.

উক্ত স্থানের তোডা, কুরুবর প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিরা এবং নিকটবর্ত্তী আর্য্যহিন্দুগণ ঐ সকল শবক্ষেত্রের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। সংস্কৃতসাহিত্যে অথবা দ্রাবিড়ীয় লিপিমালায় উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তামিলভাষায় ঐ গুলি পাণ্ডু-কুড়ি নামে অভিহিত। তামিলভাষায় কুড়ি শব্দের অর্থ কবর বা গর্ত্ত। এই কারণে অনেকে উহাকে পাণ্ডব-সমাধি বলিয়া ঘোষণা করিতে চান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দক্ষিণভারতে দ্রাবিড়জাতির আগমনের পূর্ব্বে এখানে অধিকসম্ভব ভ্রমণকারী রাখালদলের বাস ছিল। দ্রাবিড়-জাতির পদার্পণে এবং তাহাদের নিকট দলিত বা বিতাড়িত হইয়া অথবা তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়া ঐ জাতি বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ জাতির ধর্ম্মবুদ্ধির একমাত্র পরিচয় এই অন্ত্যেষ্টি-কৃত্যই সূচনা করিয়া থাকে।

হায়দরাবাদরাজ্যে এবং বলরাম ও সিকন্দরাবাদ নগরের চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ প্রস্তরস্তম্ভবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্রসমূহ দৃষ্ট হয়। সিকন্দরাবাদের ২০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে ঐরূপ একটী সুবৃহৎ সমাধিক্ষেত্র আছে। উহা দেখিলে বোধ হয়, ঐ স্থানে শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া বহু লোকের সমাধি দেওয়া হইয়াছে। যে জাতির এই কীর্ত্তি তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। এই গোরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে এক-একটী গর্ত্ত আছে। ঐ গর্ত্ত আঁকাবাঁকা। উহার মধ্যস্থলে শবাস্থি ও ভস্মভাণ্ড এবং উপরে নীচে মৃতের ব্যবহার্য্য ধনুর্ব্বাণ ও পাত্রাদি দিয়া চাপা দেওয়া। পরে ঐ সমাধি বেষ্টন করিয়া গোলাকার প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোনটীর পরিধি প্রায় ৬ শত হস্ত।

এই সকল সমাধিক্ষেত্র যে কোন প্রাচীন ভ্রমণশীল জাতির কীর্ত্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না ইহারই অদূরে নোমাদগণের অধিকৃত একটী নগর-প্রাচীরের নিদর্শন লক্ষিত হয়। নোমাদগণ সাধারণতঃ তাম্বুতে বাস করিত; সেই কারণেই ঐ স্থানে অট্টালিকাদির চিহ্নস্বরূপ কোন ইষ্টকপ্রস্তর বা মৃত্তিকা-স্তূপই পরিদৃষ্ট হয় না, যদ্দ্বারা উহাদের বাসভবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। ঐ গোরস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে, এই জাতির মধ্যেও সর্দ্দারগণের মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গে তৎপত্নী ও অনুচরগণকে নিহত করিয়া সমাহিত করা হইত। বালফোর সাহেব অনুমান করেন, হিন্দু ও রাজপুত জাতির মধ্যে যে সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাচীন শকজাতির অনুসরণ সৎকারপদ্ধতির ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র।

খৃষ্টানজগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে শব-সৎকার হয়। ইতালী ও জর্ম্মণিবাসী রোমানিষ্ট ও প্রোটেষ্টাণ্টদলের সমাধিক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিলে সহজেই উভয়ের আচার-পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। জর্ম্মণেরা শবসৎকার সময়ে যেরূপ কোমলতা ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইতালীয়গণ ঠিক্ তাহার বিপরীতভাব প্রদর্শন করেন। নেপল্‌স রাজধানীতে দুইটী গোরস্থান আছে, তথায় বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য এক-একটী গর্ত্ত খোলা হয়। ঐ স্থানে সামান্য অবস্থার শব আনীত হইলে গোরস্থানের লোকেরা (Cemetry assistants) প্রথমেই তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লয়। তৎপরে যাজক আসিয়া শবের উপর ভজন পাঠ করে, পাঠ সমাপ্ত হইলেই গোরস্থানের ভৃত্যবর্গ নানারূপ বিদ্রূপ পরিহাস করিতে করিতে ঐ মৃতদেহ গর্ত্তে ফেলিয়া দেয়। প্রত্যহ যতগুলি শব আনীত হয় সকলগুলিকেই ঐ এক গর্ত্তে ফেলিয়া চাপা দেওয়া হয়। ধনশালী ব্যক্তির শবের প্রতি কিন্তু স্বতন্ত্র নিয়ম। সমাধিক্ষেত্রে শব আনীত হইলে বস্ত্র উন্মোচনের পর, নগ্নদেহ শুষ্ক বালুকা-ক্ষেত্রে শোয়াইয়া দেয়। ক্রমে চর্ম্মমাংস বিশীর্ণ হইয়া আসিলে ঐ দেহ পুনরায় বস্ত্রাদি পরাইয়া কাচকূপ (Glass-case) মধ্যে টিকিট দিয়া সাজাইয়া রাখে। জর্ম্মণজাতীয়েরা কিন্তু বিশেষ উৎসবের সহিত শব-সৎকার করে এবং যতদূর সাধ্য তাহারা গোরস্থান ও প্রত্যেক কবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা পায়। এই স্থানকে তাহারা দেবক্ষেত্র (Gotts Aker) বলে। দোষের বিষয় এই যে, ঐ গোরস্থান কএকবৎসরের শবসমাধি পূর্ণ হইলে তাহারা পুনরায় লাঙ্গল দিয়া শবাস্থিসমূহ উত্তোলনপূর্ব্বক

দূরদেশে ফেলিয়া দেয় এবং সেই স্থানে পুনরায় শবাধান করে।

সিংহল দ্বীপে কাণ্ডীরাজবংশে একটী অপূর্ব্ব সৎকারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কাণ্ডীর রাজা দেহত্যাগ করিলে রাজপুরবাসিগণ প্রথমে সেই দেহ দাহার্থ নদীতীরে লইয়া যায় এবং এক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া নৌকায় করিয়া মহাবলীগঙ্গার মধ্যস্থলে রাজদেহভস্ম লইয়া যায়। সেই গভীর প্রবাহে সে নৌকা স্থির করিয়া ভস্মভাণ্ড হস্তে লয় এবং তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্রোতোগর্ভে ভস্মরাশি ছড়াইয়া দেয়। তৎপরে সে নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীজলে নিমজ্জিত হয় এবং ডুব দিয়া নদীর অপরকূলে উঠিয়া বনমধ্যে পলাইয়া যায়। প্রবাদ, ঐ ব্যক্তি আর কখন লোকসমাজে মুখ দেখায় না। শবানয়নকালে যে সকল হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া যায়, তাহাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা বনভূমে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। যে সকল রাজান্তঃপুরকামিনী রাজার মৃতদেহের উপর চাউল বিছাইয়া থাকে, তাহাদেরও নদীপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কখন রাজপুরে আসিতে দেওয়া হয় না।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থে (Old Testament) আর্য্যজাতির প্রসিদ্ধ কএকটী আচারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি যে পূর্ব্বে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল, নিম্নোক্ত উক্তিই তাহার প্রমাণ—

(১) Neither shall men lament for them, nor cut themselves. (Jeremiah XVI. 6)

হিন্দুদের মধ্যে আত্মীয়ের মৃত্যুতে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শোকপ্রকাশ এবং মাথা খোড়া ও বুক চাপড়ান রীতি আছে।

(২) They shall come at no dead person to defile themselves" (Ezekial XLIV. 25)

হিন্দুরা শবস্পর্শে অপবিত্র হয় এবং স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

(৩) The rich man shall lie down but shall not be gathered. (Job XXVII. 19)

হিন্দুদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর যাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাশাস্ত্র নিষ্পাদিত হয় না, তাহাদের প্রেতাত্মা ঘুড়িয়া বেড়ায়, কোথাও শান্তি পায় না। এই কারণে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।

(৪) So shall they burn odours for thee. (Jeremiah XXXIV. 5)

হিন্দুদিগের শবদাহের সময় চন্দনকাষ্ঠ, ধুনা ও ঘৃত পুড়াইবার রীতি আছে।

(৫) Rachel weeping for children and would not be comforted, because they are not. (Mathew II. 18)

পুত্রের মৃত্যুতে মাতার হৃদ্‌বিদারক ক্রন্দনধ্বনি চিরাভ্যস্ত। যুদ্ধে নিহত পুত্রগণের জন্য তাহাদের মাতার সমবেত ক্রন্দনধ্বনি নগরময় যে শোকোদ্রেককর কোলাহল সমুত্থিত করে তাহা স্বভাবতঃই মর্ম্মভেদী। লঙ্কাধ্বংসের পর এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণ ঐ রূপ ভীষণ শোকচিহ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বৈদিক আর্য্য-সমাজে আর একপ্রকার শবসংকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার আত্মীয়েরা গো-শকটে শব বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইত, কখন বা তাহার অনুচরেরা তাহাকে বহন করিত। মৃতের নিকট আত্মীয় বা কোন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ শবযাত্রার নায়ক হইয়া যাইতেন। সঙ্গে একটী কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধা গাভী লইয়া যাওয়া হইত। শ্মশানে ঐ গাভী নিহত করিয়া তাহারা মাংস বসা প্রভৃতি শবের উপর রাখিয়া ঐ গোচর্ম্মে শবদেহ আচ্ছাদন করিত। তদনন্তর তাহার পত্নীকে ঐ শবোপরি শোয়াইত। কখন কখন মৃতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সতীর্থ বা কোন অনুচর ঐ বিধবাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গে আনিত। ৩য়, ৫ম, ৭ম বা ১০ম দিনে শোককারীরা মৃতের শব পুঁতিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরশলাকা সাজাইয়া দিত এবং অশৌচগ্রহণকারীর বাটীতে আসিয়া শক্তু ও ছাগমাংস ভক্ষণ করিত।

হিন্দুবৈষ্ণবেরা শবদাহ করিয়া ভস্ম প্রোথিত করে। মৃত্যু নিকটস্থ হইলে তাহারা শয্যার শিয়রে প্রদীপ জ্বালে এবং কর্পূর ও নারিকেল যোগে হোম করে। মৃত্যু ঘটিলে তুলসীপত্র দিয়া মৃতের মুখে পঞ্চগব্য দেয়। তৎপরে দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে শব বাহিরে আনিয়া সৎকারার্থ শ্মশানে লইয়া যায়। স্থানবিশেষে কাষ্ঠ বা শুষ্ক গোময়ের চুল্লী দ্বারা শবদাহ করা হয়। তদুপরি শব স্থাপন করিয়া তুলসীপত্র দেয় এবং পিণ্ডদান করে। দাহের পরদিন তাহারা অস্থি ও করোটী সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল দেয়। পরে একটী পাত্রে করিয়া সেই অস্থিগুলি নদী বা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে।

আসামে হিন্দুরা বাটীতে কাহাকেও মরিতে দেয় না। কেন না, তাহা হইলে বাটী অপবিত্র হয় এবং কেহ সেই অপবিত্র গৃহে ভোজনাদি করে না। এই জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহারা পীড়িতকে বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া আইসে। কেহ কেহ ঐ সময়ে রক্ষার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। অনেক স্থলে মৃতের ইচ্ছানুসারে তাহার সৎকারকার্য্য

নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সিন্ধুদেশেও বিছানায় মরিতে দেয় না। তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে শবকে বাহিরে আনিয়া গোময়লিপ্ত স্থানে শোয়ায়। বাটীতে মরিলে যে অশৌচ হয়, তজ্জন্য বাটীর কর্তৃপক্ষকে ধারাতীর্থ বা কচ্ছের অন্তর্গত নারায়ণ-সরোবরে না আসিলে সে গৃহাশৌচ নিবৃত্তি হয় না।

তিব্বতীয় বৌদ্ধদের শবানয়ন চিত্র অদ্ভুত। তাহারা শবদেহ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লোকালয় হইতে দূরে লইয়া যায় এবং পর্ব্বতপৃষ্ঠের বনপ্রদেশে এক স্থানে রাখিয়া আইসে। কখন তাহারা দেহ দাহ করে, কখন বা জলে ভাসাইয়া দেয়, কখন বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুরকে খাইতে দেয়। দরিদ্রেরা পথের কুকুরকে খাওয়ায়। বড় লোকে ঐ কারণে কুকুর পালন করে। রাজা ও বড় লামাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে পোতা হয়। নিম্ন শ্রেণীর লামাদিগকে পোড়ান হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশবাসী ফুঙ্গী নামক বৌদ্ধ যতিরা শবদেহ এক বৎসর মধুতে ডুবাইয়া রাখে। তার পর নানা বাদ্যোদ্যম সহকারে তাহারা ঐ শব বাহির করিয়া দাহ করিতে লইয়া যায়। দাহকালে তাহারা নানা অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। চীন দেশবাসীরা মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে সম্মান করে এবং আপনাপন পূর্ব্বপুরুষের সমাধিস্থলে তাহারা তীর্থ করিতে যায়। সেখানে শবদেহ কাষ্ঠের বাক্সে পুরিয়া এক স্থানে রাখা হয় এবং প্রাচীন য়িহুদী জাতির ন্যায় তাহারা ঐ শবদেহের উপরে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করে। ধনশালী চীনবাসিগণ ঐ সকল বাক্স নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত করিয়া রাখে। কখন কখন তাঁহারা স্বীয় মৃত্যুর পর শবদেহ রক্ষিত হইবে বলিয়া আপনার মনোমত বাক্স প্রস্তুত করে।

দক্ষিণ ভারতের শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দুগণ, জঙ্গমেরা, লিঙ্গায়তেরা, পারিয়া নামক জাতি, অন্যান্য অনার্য্য জাতি এবং পঞ্চ প্রধান শিল্পজীবীরা শবদেহ গর্ত্ত মধ্যে উত্তরমুখে স্থাপন করিয়া প্রোথিত করে। কোন কোন স্থলে লিঙ্গায়তেরা খট্টার পরিবর্ত্তে কেদারায় বসাইয়া শব সমাধিস্থলে লইয়া যায়। ভারতীয় বৈষ্ণবেরা শবদেহ সাধারণতঃ দাহ করে। উত্তর-ভারতবাসী ও মহারাষ্ট্র দেশবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এবং রাজপুত জাতির মধ্যে শবদাহ করাই বিধি। ঐ সকল স্থানে স্বামীর মৃত্যুর পর তৎসঙ্গে সতীদাহের ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজরাজের শাসনে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সামান্য রোগে মৃত ব্যক্তির দাহান্তে ভস্ম লইয়া সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু বিসূচিকা বসন্ত বা কোন প্রকার ছোয়াচে রোগে অথবা অবিবাহিত অবস্থায় মরিলে পুতিয়া ফেলা হয়। বালিদ্বীপের কোন বড় রকম সর্দ্দার মরিলে তাহার শবদাহ কালে তাহার বিধবা পত্নীগণ এবং দাসদাসীরা সহমরণে যায়। যবদ্বীপে একটী ভারতীয় উপনিবেশ আছে। এখানে শবদাহ-প্রথা এবং নদী বা সমুদ্র জলে ভাসান অথবা বৃক্ষে শবদেহ ঝুলাইয়া পশু পক্ষী দ্বারা খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বালোন্দা জাতির মধ্যে এইরূপ একটী রীতি আছে যে, যে স্থানে তাহাদের স্ত্রীবিয়োগ হয়, সেই স্থান তাহারা পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া যায়, কখনও আর সে স্থান পরিদর্শনে আসে না। প্রাচীন মিশরবাসীরা শবদেহের কি ভাবে সংকার করিত, তাহা ঠিক বলার উপায় নাই। তাহারা প্রাচীন রাজগণের মৃত দেহ পরিষ্কৃত ও তৈল সিক্ত (Embalm) করিয়া বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিত। এখনও ঐ সকল রক্ষিত শবদেহ পিরামিড নামক কীর্ত্তি স্তূপের গৃহ-গহ্বরে রক্ষিত আছে। উহাকে Mummy বলে। ক্রমে যখন তদ্দেশবাসী এই প্রথাকে বিধিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিল না, তখন তাহারা শব দেহকে অগ্নি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কখন কখন পশু পক্ষী দ্বারা খাওয়াইতে লাগিল। কখন নির্জ্জন স্থানে ফেলিয়া কীটসমূহের ভক্ষ্য বিশেষে পরিণত করিল। নীলনদতীরস্থ সুবৃহৎ শবখাত (Catacombs) গুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ সময়ে তদ্দেশবাসী জন সাধারণ প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র সমাধিস্থান রচনা করিতে শিক্ষা করে নাই।

পাশ্চাত্য জগতেও বর্ত্তমান কালে শবদাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ফরাসিগণ ভারতীয় বিজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সমাধি (কবর) অপেক্ষা শবদাহপ্রথাই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশের স্থানে স্থানেও শবদাহের ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু তদ্দেশে উহা এখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দুরা যেমন শ্মশানে শব বহন করিয়া স্নানকরণানন্তর মুখাগ্নি দিয়া দাহন করেন; উহারা সেরূপ করেন না। কেবল কয়লা বা কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করেন মাত্র। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা শব কবরস্থ করিলেও সমাধিক্ষেত্রে লইবার পূর্ব্বে শবকে স্নান করান এবং গা ধোওয়াইয়া দেন। ধনী খৃষ্টানেরা সাধারণতঃ গাড়ীতে শব বহন করেন। ঐ শব লইয়া যাইবার জন্য এক একটী দল আছে। উহাদিগকে Undertaker বলে। সমাধিক্ষেত্রে শব পুতিবার জন্য স্থানক্রয় করিতে হয়। শবানয়ন, স্থানক্রয় ও সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ সকলই উক্ত আণ্ডারটেকার দলের হস্তে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পরে তাহারা মৃতের নিকট আত্মীয়ের নিকট হইতে ঐ খরচা আদায় করিয়া লয়। ইহাদেরও শবানুগমন আছে। নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণকে মৃত্যু ও শবানয়নসংবাদ পত্র দ্বারাই জানান হয়। ঐ পত্র পাইলে সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত আত্মীয়ের বাটীতে যান

এবং গাড়ীর পশ্চাদ্‌গমন করেন। ইহারা শবদেহ কাষ্ঠের বাক্সে (Coffin) পুরিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া লইয়া যান।

দরিদ্র খৃষ্টানেরা গাড়ী প্রভৃতির খরচা দিতে অসমর্থ বলিয়া শববাহকদিগের স্কন্ধেই শব বহন করে। ইহাদের শবানয়নে তেমন বিশেষ জাকজমক নাই।

মুসলমানদিগের শবানয়ন স্কন্ধেই নির্ব্বাহিত হয়। উহাদের শবানয়নের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত স্বতন্ত্র খট্টা আছে। কোন ব্যক্তি মরিলে শববাহীদিগকে সংবাদ দিতে হয়। তাহারা শববহনোদ্দেশে রক্ষিত খট্টা তখন সাজাইয়া আনে। শবানুগমনের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংবাদ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই; নিকট আত্মীয়েরা মৃত্যুর অব্যাহিত পূর্ব্বে বা পরেই সংবাদ পায়। তাহারা শববাহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে। পথে স্ব-সাম্প্রদায়িক জানিতে পারিলেই অমনি শবের অনুগমন করেন এবং সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া সকলেই ফতিহা পাঠের পর মৃতের সমাধির উপর এক এক মুষ্টি মাটী দিয়া আইসেন। [মুসলমান দেখ।]

মৃত্যুর পূর্ব্বে পীড়িতকে কোরাণ পড়াইয়া শুনান হয়। মৃত্যু ঘটিলে শবকে গোশল দেওয়া হয়। উপরি কথিত প্রথায় মাটি দেওয়া হইবার পর কবরের উপর মাটীর ঢিপি বা স্তম্ভ এবং কখন কখন সুবৃহৎ প্রাসাদাদিও নির্ম্মিত হয়। আগ্রার তাজ-মহল, ফতেপুর শিক্রীর বাবর সাহের সমাধি,অরঙ্গাবাদের অরঙ্গ-জেব-কন্যার সমাধি, দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা,গোলকণ্ডা ও বীজাপুর প্রভৃতি স্থানে আদিলশাহী, কুতব শাহী ও বাহ্মণী রাজবংশধর-গণের সমাধিমন্দিরসমূহ এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অসভ্য অনার্য্য জাতির মধ্যেও প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহারা শব লইয়া আপনাপন আবাসের অদূরস্থ বনে বা স্থানবিশেষে যাইয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া শবস্থাপন করে এবং শবের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখে ও প্রদীপ জালিয়া দেয়। পরে তদুপরি মৃত্তিকা চাপা দিয়া থাকে। কেহ কেহ শব বনে ফেলিয়া আইসে। বন্য জন্তুতে ঐ দেহ খাইলে পরকালে ভাল হইবে, এই তাহাদের বিশ্বাস। আর্য্য হিন্দুদিগের মধ্যেও শব-সমাধি প্রচলিত আছে। কোন কোন দশনামী সন্ন্যাসীর কবর দিবার সময়ে তাহার শরীরে চতুর্দ্দিকে লবণ দেওয়া হয়। কাহাকেও জলে ভাসাইয়া দেয়। মৎস্যাদি জলজ জীব ঐ মাংস খাইলে পুণ্যার্জ্জন হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। [কুটীচক, বহূদক প্রভৃতি দেখ।]

পার্শীরা জরথুস্ত্রের প্রবর্ত্তিত অগ্ন্যুপাসক। পূর্ব্বে হংকং হইতে পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সুদূর স্থানে ইহাদের দু এক ঘরের বাস আছে; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশেই ইহাদের বাস অধিক। ইহাদের মধ্যে নেস্সুস-সালর নামক এক নিকৃষ্ট শ্রেণী আছে, তাহারাই শব বহন করে। ইহারা শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শবদেহ দোখ্‌মায় (tower of silence) লইয়া যায়। ঐ দোখ্‌মার ছাদ নাই। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, তাহার মধ্য স্থলে একটী উচ্চ চত্বর। ঐ চত্বরে তাহারা শব স্থাপন করিয়া চলিয়া আইসে। দোখ্‌মার যে চত্বরে শব রাখা হয়, তাহার মধ্যস্থলে একটী কূপ আছে। চত্বরের ঢালু দিয়া গলিত শবদেহের রসাদি ঐ নর্দ্দমাপথে কূপে আসিয়া পড়ে। যখন ঐ কূপ পূর্ণ হইয়া উঠে,তখন ভিতরের অস্থি ও রস বাহির করিয়া দোখ্‌মার বাহিরে পুতিয়া ফেলা হয়।

মৃতের প্রেতের মঙ্গল কামনার জন্য পার্শীদিগের অগ্ন্যুপাসক পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা মাসে মাসে অথবা বৎসরে প্রতিশবের হিসাবে কিছু বেতন পান। তার পর প্রতি সাম্বৎ-সরিক ভজনার জন্যও কিছু পাইয়া থাকেন।

পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যুর পর এবং তাহার শব দোখ্‌মায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে পার্শীরা একটী কুকুর আনিয়া শবদর্শন করান। ইহাকে সগ্‌দিদ্ বা কুকুর-দৃষ্টি বলে। তাঁহাদের বিশ্বাস, কুকুরের সুদৃষ্টি শবের উপর নিপতিত হইলে উহার প্রেতাত্মা অনায়াসে স্বর্গস্থ চিগ্‌বন্ সেতু উত্তরণ করিতে সমর্থ হইবে।

পশ্চিম ভারতবাসী পার্শীজাতি মধ্যে শবদেহ পক্ষী প্রভৃতিকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ জন্য তাঁহারা শব রক্ষার্থ একটী অতি উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। উহাকে Tower of silence বলে। বোম্বাই নগরের অদূরে ঐরূপ একটী সচূড় মন্দিরবাটিকা আছে। পার্শীরা ঐ বাটীর মধ্যদেশে শব রাখিয়া আইসে। শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষীরা মহানন্দে ঐ শবদেহ খায়। শবের পূত গন্ধে পাছে নগরবাসীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়,এই জন্য উহার প্রাচীর অতি-উচ্চ করা হইয়া থাকে। বায়ু সঞ্চালনে ঐ গন্ধ দূরপথে চালিত হয়, নগরবাসী তাহার কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। [বোম্বাই দেখ।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রায় ২ কোটির অধিক অসভ্য জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে গোঁড়, কোল, ভীল ও সানর জাতির সংখ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বনচারী জাতির সংখ্যা অল্প। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সরকার প্রদেশের পর্ব্বতবাসী শোরা জাতি, শ্রীকাকোল, কালহস্তী ও বৃদ্ধাচলম্ নামক স্থানবাসী অসভ্য জাতিরা তাতার জাতির ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ শবদেহ প্রোথিত করে। নল্ল-মলয় নামক বনবাসী চেঁচবারেরা কখন শব দাহ করে, কখন বা তাহাদের ব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্র সহ গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলে।

আসামের কুকী জাতিরা কোন সর্দ্দার মরিলে তাহার দেহ ধূমে পক্ব করিয়া দুই মাস গৃহে রাখে। তাহাদের আরও বিশ্বাস ঐ সময়ে প্রেত ও পিতৃপুরুষের প্রীত্যর্থে নরমুণ্ড তর্পণ করিতে হয়। এই কারণে তাহারা ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজাধি-

কারে আসিয়া এক রাত্রে পঞ্চাশের অধিক নরমুণ্ড লইয়া যাইত। কোন সর্দ্দার রণক্ষেত্রে নিহত হইলে, তদ্দণ্ডেই মুণ্ডসংগ্রহের কুকীরা সমতল প্রান্তরে আসিয়া নরমুণ্ড সংগ্রহ করিত। গ্রামে আসিয়া মহাসমারোহের সহিত তাহারা নৃত্যগীত ও ভোজনাদি সমাপনের পর, ঐ সংগৃহীত মুণ্ডগুলি অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিত এবং তাহার এক একখণ্ড গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিত। খসিয়া পর্ব্বতের ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বত বক্ষেও পর্ব্বত-বাসীর গোরস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ চারিটী ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তম্ভের উপর একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর চাপান। ঐ স্থানে সুদীর্ঘ প্রস্তরস্তম্ভ (Menhir) বিরাজিত আর এক প্রকার কবরও আছে। উহার প্রস্তরখণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিট উচ্চ, ৬ ফিট্ প্রস্থ এবং ২॥০ ফিট্ পুরু। ইহার প্রত্যেক গুলি dolmen বা cromlech এর ন্যায় বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়া সাজান আছে। মোঙ্গল (Mougol) জাতিরা কখন কখন শব কবরস্থ করে; কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ শব শবাধারে রাখিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখে, কখন বা তাহার উপর একখানি পাথরের ডালা চাপা দেয়। তাহারা লামার নিকট হইতে মৃতের জন্মরাশি, বয়স ও মৃত্যুর তিথি মিলাইয়া তদনুসারে শবসমাবিস্থ করে। শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে পিতামাতা ঐ শবদেহ রাস্তায় ফেলিয়া যায়। শবদেহ দাহ করিতে বা বন্যপশু পক্ষীদ্বারা খাওয়া-ইতে ইহাদের কোন বাধা নাই।

উত্তরপশ্চিমহিমালয়-শৃঙ্গের স্পিতি নামক স্থানবাসীয়েরা শব দাহ করে। কখন কখন তাহাদিগকে শবদেহ গোর দিতে বা জলে ভাসাইতে অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পোড়াইতেও দেখা যায়।

ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধগণের শবসৎকার বিশেষ কৌতুকাবহ। ইহারা মৃতের আত্মার নির্ব্বাণকামী হইয়া কখনই শোক প্রকাশ করে না। ফুঙ্গীদিগের দেহ অবস্থানুসারে মধুতে ভিজাইয়া সপ্তাহ, মাস বা বৎসরদ্বয় পর্য্যন্তও রাখিতে দেখা যায়। ঐ সময়ে তাহারা শবের অন্ত্রাদি বাহির করিয়া মসলা সংযুক্ত করে। পরে দেহ মধু হইতে তুলিয়া তন্মধ্যে নাড়ীভুড়ি পুরিয়া মোমদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া থাকে এবং তাহার উপর গালার আচ্ছাদন দিয়া স্বর্ণপাত মুড়িয়া দেয়। অতঃপর একটা মাচার উপর শ্বেতছত্রতলে ঐ দেহ কিছুদিন শুকায়, অনন্তর কাগজ বা কাষ্ঠে একটা উপবিষ্ট হস্তিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া তন্মধ্যে শব স্থাপন করে। বৌদ্ধ পুরোহিত শব-দাহের দিন স্থির করিয়া দিলে, বহুশত বৌদ্ধ ঐ সময়ে শবানয়ন জন্য সমাগত হয়। যে শকটে শব স্থাপন করা হয়, সেই শকটের অগ্র পশ্চাতে দড়ি দিয়া দুই দলে বিপরীত দিকে অর্থাৎ অগ্রদল শ্মশানের অভিমুখে এবং পশ্চাদ্দল গৃহের দিকে সেই রজ্জু ধরিয়া টানাটানি করে। ঐ সময়ে সকলে মহোল্লাসে চিৎকার ও বাদ্যো-দ্যম করিতে করিতে অবশেষে শব শ্মশানে আনে।

দুই দল কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে শবদেহের টানাটানি হইতে অনুমান হয় যে, পৌরাণিক কিংবদন্তী মত দেবদূত ও যমদূত শব লইয়া যাইবার জন্য পথে যুদ্ধ বাধাইয়াছে, কিন্তু এই সংস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা জানা যায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের মাতার শবদাহ রাজপ্রাসাদের মধ্যে সমাহিত হয়। ঐ সৎকারকার্য্যে রাণীর সপত্নীগণ ও অপরাপর রাজকুলললনাগণও যোগদান করিয়াছিলেন। দাহশেষে একজন ভস্মভাণ্ড লইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক মধ্য নদীজলে তাহা নিক্ষেপ করিতে যায়। সে ব্যক্তি ভাণ্ড সহ নদীজলে নিমজ্জিত হইয়া নিম্নস্রোতে ভাণ্ড রাখিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন লোকে তাহাকে কূলে আনয়ন করে।

সাধারণ ব্রহ্মবাসীর মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করা হয়। পরে তাহার উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া মুখে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দেয়। ইহাই তাহার 'কাদোয়াকা' বা বৈতরণী পারের খরচ। এক বা দুই দিন পরে তাহারা শবাধার খট্টায় স্থাপন করিয়া যুবকদিগের দ্বারা উহা গোরস্থানে আনয়ন করে। তৎপরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেহ রক্ষা করে। ১৫ বৎসরের অনধিক বর্ষ-বয়স্ক বালকবালিকা এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মৃত ব্যক্তিকেও সমাধি দেওয়া হয়।

ব্রহ্মের করেণ জাতি শবদাহান্তে অস্থিগুলি তুলিয়া রাখে এবং বার্ষিক উৎসবের সময় সেই অস্থি গুলি লইয়া 'আগোতোঙ্গ' নামক অস্থিপর্ব্বতে যাইয়া পুতিয়া আসে।

শ্যামদেশবাসী দরিদ্র ব্যক্তিরা শবদেহ গোর দেয়, কিন্তু যাহারা শবাধার প্রস্তুত করিবার খরচ বহন করিতে পারে, তাহা-দের দেহ অন্তর্দ্ধানের পর শবাধারে রাখিয়া উপরে গালার লেপ ও স্বর্ণপাত দিয়া মোড়া হয়। তৎপরে শববাহীরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐ দেহ শ্মশানে লইয়া দাহ করে।

জাপানীরা শবদেহের প্রতি বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে একটা চতুষ্কোণ নলের মধ্যে শবদেহ বসায়। কঠিন শবদেহ সরল ভাবে উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবে ভাবিয়া তাহারা শবের মুখে দোসিও নামক একটা গুড়া দেয়। তারপর তাহাকে এক খানি তক্তে বা কেদারায় বসাইয়া শববাহ-কেরা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। নানা বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া কএকটী রমণী ও পুরুষ তাঁহার অনুগমন করে। পথে পুরোহিত আসিয়া যোগ দেয়; বাদ্যকর বাজাইতে থাকে। ঐ সময়ে সকলে মহোল্লাসে নিকটবর্ত্তী মন্দিরে প্রবেশ করে এবং শবদেহকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া একস্থানে রাখে। সেই খানে তাহার মস্তকো-

পরি স্তুতি পাঠ করা হয়। তার পর দাহের জন্য শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়।

উপরে বিভিন্ন দেশের শব দাহন, বহন ও শবানুগমন প্রথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সকল জাতি মধ্যে শববাহীরা দাহ সমাপনান্তে মৃতের গৃহে আসিয়া ভোজন করিয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে ঐরূপ ভোজনের রীতি আছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অনুমরণ শব্দে সাধারণ হিন্দুর শবসৎকারের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুপ্রাচীন হিন্দু জাতির মধ্যেও শবানুগমনপ্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শবানুগমনকারীরও অশৌচ হয়। ব্রাহ্মণ শবের অনুগমনকারী ব্রাহ্মণের সচেল স্নান, অগ্নি স্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশনে শুদ্ধি হয়। ঐরূপে ক্ষত্রিয় শবের একদিন, বৈশ্যের দুই দিন এবং শূদ্রের তিন দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ভ্রম ক্রমে অথবা দায়ে পড়িয়া যদি কোন উচ্চবর্ণ শূদ্র শবের অনুগমন করে, তাহা হইলে তাহার জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশনেই শুদ্ধি হয়। ধর্ম্ম বুদ্ধি বলে যদি কেহ অনাথ ব্রাহ্মণের দহন বহনাদি করে, তবে স্নান ও ঘৃতপ্রাশন দ্বারা তাহার সদ্যশৌচ নিবৃত্তি হয়। লোভবশে যদি কেহ সজাতীয়ের দাহ করে, তাহা হইলে তাহার স্বজাতীয়ের ন্যায় অশৌচ হয়। অসজাতীয় শবের দহন, বহন বা স্পর্শে শব যে জাতীয় হইবে, সেই জাতির ন্যায় অশৌচ হইয়া থাকে।

[অশৌচ ও শুদ্ধি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শবধান (পুং) দেশভেদ। শরধানের পাঠান্তর। (মার্ক°পু° ৫৮।৪৪)

শবমন্দির (ক্লী) শ্মশান। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮।১০৬)

শবযান (ক্লী) শবস্য যানং। শববহনার্থ খট্টা, মড়ার খাট, যে খাটে শব বহন করা হয়। পর্য্যায় কাষ্ঠমল্ল, খোট, খাটী, খাটিকা, শবরথ। (শব্দরত্না°)

শবর (পুং) শব বাহুলকাদর যদ্বা শবং রাতি গৃহ্লাতীতি রা-ক। হীনজাতি বিশেষ। (অমর) অমরটীকাকার ভরত শবর শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "ময়ুরপুচ্ছপরিধানো ম্লেচ্ছঃ কিরাতঃ, পত্রপরিধানঃ শবরঃ" (ভরত) যাহারা ময়ুরপুচ্ছ পরিধান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কিরাত এবং যাহারা পত্র পরিধান করে, তাহাদিগকে শবর কহে। ২ পানীয়। ৩ শিব। (মেদিনী) ৪ শাস্ত্র বিশেষ। ৫ হস্ত। (উজ্জ্বল)

[বর্গীয় শবর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শবরথ (পুং) শবস্য রথঃ। শবযান, মড়া বহার খাট। (শব্দরত্না°)

শবরলোধ্ (পুং) শ্বেতলোধ্। (রত্নমালা)

শবরহ্রদ, যুক্ত প্রদেশের জোনপুর জেলার খুটাহন তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, খুটাহন নগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১′ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৪′ ২১″ পূঃ। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার এখানে হাট বসে। পার্শ্ববর্ত্তী দেশভাগের উৎপন্ন নানা দ্রব্য ঐ হাটে আনীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

শবরালয় (পুং) শবরস্যালয়ঃ। শবরগৃহ, পর্য্যায় পকণ, পক্কণ, শবরাবাস। (হেম) [জগন্নাথ শব্দ দেখ]

শবরাবাস (পুং) শবরস্যাবাসঃ। শবরালয়। (হেম)

শবরী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জয়পুর রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা পার্ব্বত্য বক্ষে প্রপাতাকারে নিপতিত হইয়াছে। ঐ প্রপাতগুলির সন্নিকটে জলরাশি আলোড়িত হইয়া ফেনোদ্গীরণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে মধ্যপ্রদেশের উত্তর গোদাবরী জেলার সমতল প্রান্তরে পড়িয়াছে। এখানে প্রায় ২৫ মাইল পথ কোন বাধা প্রাপ্ত না হইয়া নদীজল মন্দস্রোতা হইয়াছে। অক্ষা° ১৭° ৩৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১৮′ পূঃ, ইহা গোদাবরী নদীতে মিশিয়াছে।

শবরীপুর, একটী প্রাচীন নগর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, বেহার প্রদেশের কাসিম জেলায় অবস্থিত। শবরীপুর হইতে উহা ক্রমে শিরপুর বা শেরপুর হইয়াছে। এইস্থান জৈনসম্প্রদায়ের একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে অন্তরীক্ষ পার্শ্বনাথের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। [শিরপুর দেখ]

শবর্ত্ত (পুং) কীটবিশেষ। (অথর্ব্ব ৯।৪।১৬)

শবল (পুঃ) শপ আক্রোশে (শপের্ব্বশ্চ। উণ্ ১।১০৭) ইতি কল বশ্চান্তাদেশঃ। ১ কর্ব্বুর বর্ণ। (ত্রি) ২ কর্ব্বুর বর্ণবিশিষ্ট। "অঙ্গশ্চ মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্।" (ভাগবত ৩।২৩।২৪)

শবলা (স্ত্রী) শবল-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ শবলবর্ণা। ২ শবলবর্ণা গাভী। (অমর)

শবলী (স্ত্রী) শবল-ঙীষ্। শবলবর্ণা গাভী। শবলবর্ণা।

শববাহ (পুং) শবং বহতি শব-বহ-ণ। শববাহক, শববহনকারী।

শববাহক (পুং) শববহনকারী।

শবশয়ন (ক্লী) ১ শ্মশান।

"তং নস্তং শবশয়নাভশান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি।" (ভাগবত ৪।৭।৩০)
'শবাঃ শেরতে যাস্মন্নিতি শবশয়নং শ্মশানং' (স্বামী)

শবস্ (ক্লী) শব-অসুন্। বল।

"মহে ক্ষত্রায় শবসে হি জজ্ঞে" (ঋক্ ৭।২৮।৩)
'শবসে বলায়' (সায়ণ)

শবসাধন (ক্লী) শ্মশানে মড়ার উপর, বসিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনভেদ। এক্ষণে এই সাধন সেরূপ প্রচলিত না থাকিলেও এক সময়ে তান্ত্রিক সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। কিরূপে এই

শব সাধন হইত, তন্ত্র হইত সংক্ষেপে তাহার প্রণালী লিখিত হইল :—

শবসাধনস্থান ও কাল।—বীরতন্ত্রে লিখিত আছে—

"অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েৎ বীরসাধনম্ ॥
তৎসার্দ্ধ প্রহরে যামে গতে চ সুরসুন্দরী।
শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথাসুখম্ ॥
সাধয়েৎ স্বহিতং মন্ত্রী মন্ত্রধ্যানপরায়ণঃ ॥
ভয়ং নৈব তু কর্ত্তব্যং হাস্যং তত্র বিবর্জ্জয়েৎ।
চতুর্দ্দিশং ন বীক্ষেত মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ ॥"

কৃষ্ণ অথবা শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে বীরসাধন করিবে। তবে কৃষ্ণপক্ষেই বিশেষ ভাবে বীরসাধন কর্ত্তব্য। দেড় প্রহর রাত্রি অতীত হইলে সাধক হৃষ্টচিত্তে চিতাস্থানে গিয়া একটী শব আনিয়া মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া নিজ হিত সাধনার্থ কার্য্য করিবে। এই সময় কখনই ভীত হইবে না, হাসিবে না, কোনদিকে চাহিবে না, কেবল মন্ত্র জপ করিবে।

ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে লিখিত আছে—

"শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥"

শূন্যগৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন স্থানে, বিল্ববৃক্ষের মূলে, শ্মশানে বা তন্নিকটস্থ বন মধ্যে, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবারে মহানিশায় উত্তমা সিদ্ধির জন্য শবসাধন করিবে। সাধনযোগ্য শব।—ভৈরবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"যষ্টিপ্রভৃতি বিদ্ধং বা বাভিভূতং জলে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্ ॥
স্ত্রীবশ্যং পাতিতাস্পৃশ্যং নয়বর্জং হি তূবরম্।
অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্ঠং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ ॥
ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

যষ্টি প্রভৃতির আঘাতে মৃত বা জলে মৃত এরূপ ব্যক্তির শবই লওয়া কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছামৃত, স্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ্য, ন্যায়-পথভ্রষ্ট, শ্মশ্রুবিহীন, ক্লীব, কুষ্ঠরোগী, বৃদ্ধ, দুর্ভিক্ষে মৃত, বা পচা মড়া গ্রাহ্য নহে। স্ত্রীলোক বা স্ত্রীলোকের মত যাহার রূপ, সেরূপ শবও সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

ভাবচূড়ামণিতে লিখিত হইয়াছে—

"যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং জলে মৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্ ॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিণাম্ ॥"

যে ব্যক্তি যষ্টি, শূল বা খড়্গাঘাতে বা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বজ্রপাতে বা সর্পদংশনে যাহার প্রাণ গিয়াছে এবং চণ্ডালের শব, তরুণ, সুন্দর, বীর, যুদ্ধে নিহত, সমুজ্জ্বল ও সম্মুখ যুদ্ধ হইতে যে পলায়ন করে নাই, এরূপ মৃত ব্যক্তির শবই প্রশস্ত।

কালীতন্ত্রের মতে, চণ্ডালের শবই মহাশব বলিয়া কীর্ত্তিত। সকল সিদ্ধি কার্য্যে এই মহাশবই প্রশস্ত—

"মহাশবা প্রশস্তাঃ স্যু প্রধানে বীরসাধনে।
ক্ষুদ্রপ্রয়োগকর্ত্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্ব সিদ্ধয়ে ॥"

অধিকারী।—সকল ব্যক্তিই শবসাধনে অধিকারী নহে। তন্ত্রের মতে, মহাবলশালী, অতি বুদ্ধিমান্, মহাসাহসিক, পবিত্র-চেতা, মহাস্বচ্ছ, দয়ালু ও সর্ব্বভূত হিতে রত, এইরূপ ব্যক্তিই শব সাধনে যোগ্য।

"মহাবলো মহাবুদ্ধি র্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥"

সাধনবিধি।—বলির জন্য মাষ, ভক্ত, তিল, কুশ, সর্ষপ ও ধূপ দীপাদি পূজার উপকরণ চাই। এই সকল দ্রব্য লইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাইবে। প্রথমে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া যাগ স্থান অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে পূর্ব্বদিকে গুরু, দক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক ভৈরব ও উত্তরে ৬৪ যোগিনীর পূজা করিয়া ভূমিতে বীরার্দ্দন মন্ত্র লিখিতে হইবে। বীরার্দ্দন মন্ত্র যথা—

"হূং হূং হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শব শরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূং ফট্" তৎপরে—

"যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচা সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরা স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাস্তা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিক্ চতুষ্টয়ে শ্মশানাধিপতি, ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি দিতে হইবে :—

"ওঁ হূঁ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ন বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় বিঘ্ন নিবারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে শশ্মানাধিপের এবং 'ওঁ হূঁ ভৈরব ভয়ানক ইমং সামিষান্নমিত্যাদি'রূপ মন্ত্রে ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালের বলি দিতে হইবে। অতঃপর—"ওঁ হ্রীঁ স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হূং ফট্ সহস্রারে হূং

ফট্' এই অঘোর-সুদর্শনমন্ত্রান্তে শিখা বন্ধন ও হৃদয়ে হস্ত দিয়া "আত্মানং রক্ষ রক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিবে।

পরে ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস জাল করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই জয়দুর্গা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক—চারিদিকে সর্ষপ এবং

"ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ।
পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ॥
ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ।"

এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চারিদিকে তিল ছড়াইয়া বিহিত শব সমীপে উপস্থিত হইবে। শবের নিকট বসিয়া 'হূঁ ফট্' এই মন্ত্রে শবোপরি অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে 'ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ ফট্' এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শব স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

"বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।
আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্ক শঙ্কর॥
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে।"

প্রণামের পর 'ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ' এই মন্ত্রে শবের প্রক্ষালন ও সুগন্ধি জল দিয়া স্নান করাইয়া কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিবে। পরে ধূপ জ্বালাইয়া শবদেহে চন্দনাদি মাখাইবে। শব রক্তবর্ণ হইলে সাধককে খাইয়া ফেলে। পরে শবের মুখে জাতীফল, খদির, আর্দ্রক, ও তাম্বুল পূরিয়া শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। শবপৃষ্ঠে চন্দনাদি লেপিয়া বাহুমূল হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিবে। চতুরস্র মধ্যে অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার আঁকিয়া পদ্ম মধ্যে 'ওঁ হ্রীঁ ফট্' এই মন্ত্র ও এই সঙ্গে কল্পোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিবে এবং তাহার উপর কম্বলাদি আসন বিছাইবে।

শবের কটিদেশ ধরিয়া পূজাস্থানে আনিতে হয়। আনিবার সময় যদি কোন প্রকার উপদ্রব করে, তাহা হইলে শবে থুথু দিবে ও পুনবার প্রক্ষালন করিয়া জপস্থানে আনিতে হইবে।*

পরে দ্বাদশাঙ্গল যজ্ঞকাষ্ঠ জপস্থানের দশ দিকে রাখিয়া যথাক্রমে ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পূজা করিতে হয়। † "ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় স্বশক্তিপারিষদায় সপরিবারায় নমঃ" এইমন্ত্রে পাদ্য এবং "ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ন নিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে মাষ ভক্ত বলি দিয়া 'ওঁ লাং ইন্দ্রায় স্বাহা' উচ্চারণ করিবে।

অগ্নির পূজা ও বলিমন্ত্র—"ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তিহস্তায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বৎ পূজা ও 'ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বলি দেয়।

যমের মন্ত্র—"ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা ও 'ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইমং বলিং' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ বলি দেয়।

নির্ঋতির মন্ত্র—'ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে অসিহস্তায়াশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা এবং 'ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বরুণের মন্ত্র—'ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সায়ুধায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা এবং 'ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বায়ুর মন্ত্র—'ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায় অঙ্কুশহস্তায় নমঃ' ও 'ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

কুবেরের মন্ত্র—'ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ' ও 'ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ঈশানের মন্ত্র—'ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ' ও 'ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ব্রহ্মার মন্ত্র—'ওঁ ইন্দ্রেশানয়োর্ম্মধ্যে আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্মহস্তায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ' ও 'ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অনন্তের মন্ত্র—'ওঁ নৈঋতবরুণয়োর্ম্মধ্যে ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ' ও 'ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

দশ দিক্‌পালের উদ্দেশে পূজা বলি দিবার পর সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি দিবে। সর্ব্বত্রই সামিষান্ন বলি দিবার বিধি।

* "ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ।
রক্তাক্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকম্॥......
কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবম্।
এলালবঙ্গকর্পূরজাতীখাদিরমার্দ্রকম্।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥
তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রযতঃ সুধীঃ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
পীঠমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে তত্তৎকল্পবিধানতঃ॥....
গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।
যদ্যুপদ্রাবয়েত্তস্য দদ্যান্নিষ্ঠীবনং শবে॥
পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমানয়েৎ॥" (ভাবচূড়ামণি)

† "দ্বাদশাঙ্গুলমানানি যজ্ঞকাষ্ঠানি দিক্ষু চ।
সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ক্রমাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ॥"

তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীদিগের উদ্দেশেও বলি দিতে হয়। ‡

তারপর সাধক আপনার নিকট পূজা দ্রব্য ও কিছুদূরে উত্তর-সাধককে রাখিয়া 'ওঁ হ্রীঁ ফট্ শবাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে শবের পূজা করিবে। পরে 'হ্রীঁ ফট্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অশ্বারোহণক্রমে শবপৃষ্ঠোপরি বসিয়া আপনার চরণতলে কতিপয় কুশ নিক্ষেপ করিবে এবং শবের কেশ ছড়াইয়া ঝুটি বাঁধিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে প্রণাম করিবে। পরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দনমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা 'অদেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতায়াঃ সন্দর্শনকামঃ অমুকমন্ত্রস্যামুক সংখ্যজপমহং করিষ্যে' সঙ্কল্পান্তে 'ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া আপনার বাম ভাগে শবের নিকট অর্ঘ্য রাখিয়া পূজা করিবে। পরে সাধক যথা শক্তি ষোড়শোপচার, দশোপচার অথবা বা পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া শবমুখে সুগন্ধি জল দিয়া তর্পণ করিবে। ইহার পর শব হইতে উঠিয়া শব সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র পড়িবে—

'ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মম বীর সিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণ'

তারপর পাটের সূতা দিয়া শবের পা ছখানি বাঁধিয়া মূলমন্ত্রে শবদেহ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। মন্ত্র যথা—

'ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ।
ওঁ ভীম ভীরু ভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ॥'

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর শবের পাদ মূলে ত্রিকোণ যন্ত্র আঁকিবে। শবের উপর বসিয়া শবের হাত দুই খানি ছড়াইয়া তাহার উপর কুশ বিছাইবে। সেই কুশোপরি সাধক পা রাখিয়া পুনরায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শিরঃস্থিত পথে গুরুদেবকে ও আপন হৃদয়ে দেবীকে ভাবিতে ভাবিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুটবৎ করিয়া নির্ভয় হৃদয়ে মৌনভাবে বিহিত মালা লইয়া শ্মশানসাধন ক্রমানুসারে জপ করিবে। এই প্রকারে জপ করিলেও যদি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দেখা না যায়, তাহা হইলে আবার পূর্ব্ববৎ সরিষা ও তিল ছড়াইয়া উপবিষ্ট স্থান হইতে সাত পা গিয়া আবার জপ করিবে। জপ কালে শব নড়িলে ভীত হইবে না, ভয় হইলে বলিবে যে "দিনান্তরে কুঞ্জরাদিকং দাস্যামি মম স্থানে স্বনাম কথয়" অর্থাৎ দিনান্তরে গজাদি দিব, তুমি কে, তোমার নাম বল? এইরূপ সংস্কৃত বলিয়া নির্ভয়ে আবার জপ করিবে।

মধুর বাক্যে নাম বলিলে সাধকও পুনরায় বলিবে যে 'তুমি আমাকে বর দিবে, প্রতিজ্ঞা কর।' এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক বর চাহিবে। যদি প্রতিজ্ঞা না করে ও বর না দেয়, তাহা হইলে ঐকান্তিক মনে আবার জপ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বরদানে সম্মত হইলে আর জপে আবশ্যক নাই। এরূপ স্থলে অভীষ্ট বর লইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইল মনে করিয়া শবের ঝুটি খুলিয়া দিয়া তাহাকে ধোয়াইয়া ও স্থানান্তরে রাখিয়া শবের পা খুলিয়া দিবে এবং পূজোপকরণ জলে ফেলিয়া দিবে। পরে শবকেও জলে অথবা গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সাধক স্নান করিবে।

সাধক বাড়ীতে আসিয়া শবের প্রার্থনানুসারে দিনান্তরে প্রতিশ্রুত গজ, অশ্ব, নর বা শূকরের পিষ্টময় বলি প্রদান করিয়া উপবাসী থাকিবে। বলিমন্ত্র যথা—

"অগ্রিমরাত্রৌ যেষাং যজমানোঽহং তে গৃহ্ণন্তিমং বলিং।"

পরদিন সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে ও ২৫টী ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অক্ষম হইলে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইলেও দোষ নাই। ব্রাহ্মণভোজন হইলে সাধক স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে অবস্থান করিবে। মন্ত্রসিদ্ধির পর তিন রাত্রি বা নব রাত্রি পর্য্যন্ত গোপন রাখিবে। কাহাকেও মন্ত্রসিদ্ধির কথা জানিতে দিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পর স্ত্রী-শয্যায় গমন করিলে ব্যাধিগ্রস্ত, গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দেখিলে অন্ধ, এবং দিবাভাগে কথা কহিলে সাধক মূক হইয়া থাকে। পক্ষ দিন পর্য্যন্ত সাধক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে, এই সময়ে সাধকের দেহে দেবীর অধিষ্ঠান থাকে। এই এক পক্ষ সাধক গন্ধ পুষ্প লইবে না, বাহিরে যাইতে হইলে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়িয়া অপর বস্ত্র পরিবে; গোব্রাহ্মণের নিন্দা, অথবা দুর্জ্জন, পতিত ও ক্লীবকেও স্পর্শ করিবে না। প্রত্যহ অতি শুদ্ধাচারে দেব, ব্রাহ্মণ ও গো স্পর্শ করিবে। প্রভাতে নিত্যকর্ম্মের পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। ষোড়শ দিবসে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন শত বার জল দিয়া দেবগণের তর্পণ করিবে। তর্পণের শেষে নমঃ বলিতে হয়। নিজে স্নান ও পিতৃতর্পণ না করিয়া দেবের তর্পণ করিতে নাই। তৎপরে দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। উক্ত প্রকারে শব সাধন করিলে সাধক সিদ্ধি লাভ করেন এবং ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ করিয়া অন্তে হরি পদ লাভ করেন। (আগমতত্ত্ববিলাস)

শবসান (পুং) শব-ঔণাদিক সানচ্। পথিক। এ শব্দটী বৈদিক, অর্থাৎ বেদেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

শবসাবৎ (ত্রি) বলবৎ, শক্তিবিশিষ্ট।

‡ "অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিক্ষ আরয়েত্ততঃ।
চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সাদিশেৎ॥"

"স্পৃশন্তিত্বা শবসাবন্মনীষাঃ" (ঋক্ ১৮২।১১)

'শবসাবন্ বলবন্' (সায়ণ)

শবসিন্ (ত্রি) বলযুক্ত, শক্তিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৭।২৮।২)

শবাগ্নি (পুং) শবদাহের অগ্নি। (ঐত°ব্রা° ৭।৭)

শবান্ন (ক্লী) নষ্ট অন্ন। ২ শবমাংস। (পার°গৃ° ২৮)

শবাশ (পুং) শবং অশ্নাতি অশ-অণ্। শবভক্ষক।

শবিষ্ঠ (ত্রি) বলবত্তম, সকলের মধ্যে অতি বলবান্।

"শবিষ্ঠং ন আ-ভর" (ঋক্ ৬।১৯।৬)

'শবিষ্ঠং বলবত্তমং' (সায়ণ)

শবীর (ত্রি) গতিযুক্ত।

"নয়া শবীরয়া ধিয়া" (ঋক্ ১।৩।২)

'শবীরয়া গতিযুক্তয়া' (সায়ণ)

শবোদ্বহ (পুং) শববাহী। (শত°ব্রা° ১২।৫।২।১৪)

শব্য (ক্লী) শব লইয়া যাইবার কালে উৎসব। (ছান্দো°উপ° ১৫।৫)

শশ, প্লবন, প্লুতগতি, লাফাইয়া যাওয়া। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শশতি। লোট্ শশতু। লিট্ শশাশ, শেশতুঃ। লুঙ্ অশাশীৎ, অশশীৎ। ণিচ্ শশয়তি। লুঙ্ অশীশশৎ। যঙ্ শাশশ্যতে। যঙ্ শশশীতি।

শশ (পুং) শশতি প্লবেন গচ্ছতীতি শশ-অচ্। মৃগবিশেষ, বিলেশয়মৃগভেদ। চলিত—খরগোশ, মহারাষ্ট্র—খরহা, তৈলঙ্গ—চেবুলপিল্লি। ইহার মাংসগুণ—স্বাদু, কষায়, মলবন্ধকারক, শীতল, লঘু, শোথ, অতীসার, পিত্ত ও রক্তনাশক এবং রুক্ষ। (রাজবল্লভ)

রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার মাংস ত্রিদোষনাশক, দীপন, শ্বাস ও কাসনাশক।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিত আছে যে শ্রাদ্ধে ইহার মাংস দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মাংসে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন।

"হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন চ বৎসরম্।
মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনিছাগপার্ষতৈঃ ॥
ঐণরৌরববারাহশাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যন্তি দত্তেনেহ পিতামহাঃ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

একাদশীতত্ত্বে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুকেও ইহার মাংস দেওয়া যাইতে পারে।

"মার্গং মাংসং তথা ছাগং শাশং সমনুযুজ্যতে।
এতানি হি প্রিয়ানি স্যু প্রয়োজ্যানি বসুন্ধরে ॥" (একাদশীত°)

২ চন্দ্রলাঞ্ছন। (ধরণি) ৩ বোল। ৪ লোধ্র। ৫ মনুষ্য-বিশেষ, (মেদিনী) চারিপ্রকার পুরুষের অন্তর্গত পুরুষ-বিশেষ। শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব এই চারি প্রকার পুরুষ। ইহার লক্ষণ—

"মৃদুবচনশীলঃ কোমলাঙ্গঃ সুকেশঃ
সকলগুণনিধানঃ সত্যবাদী শশোঽয়ম্।" (রসমঞ্জরী)

মৃদুবাক্যযুক্ত, কোমলশরীর উত্তমকেশযুক্ত, সকলগুণনিলয় ও সত্যবাদী এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে শশজাতীয় পুরুষ কহে। এই পুরুষে পদ্মিনীস্ত্রী বশীভূতা হয়।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে যে—

"চারিজাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।
শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষদায়ক ॥
পদ্মিনীর শশপতি মৃগ চিত্রানীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ॥
রূপগুণ দোষসব নায়িকার মত।
চারিজাতি নায়কেতে লক্ষণসম্মত ॥" (রসমঞ্জরী)

শশক (পুং) শশ-স্বার্থে কন্। স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। ইহার স্তন্যপায়ী। খরগোষ নামে পরিচিত। [খরগোষ দেখ।]

ইহারা ক্ষুদ্রাকার এবং ইহাদের গাত্রচর্ম্ম অতিকোমল। ইহারা পুষিলে পোষ মানে। অনেকে সক্ করিয়া খরগোষ পালন করেন। অনেকে শশক মাংস খায়।

শশক পঞ্চনখের মধ্যে গণ্য, সুতরাং ইহার মাংস ভক্ষণ করা যাইতে পারে।

"শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ।
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখেষ্বেতে ন ভক্ষ্যাশ্চান্যজাতয়ঃ ॥" (স্মৃতি)

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে শীতের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক সেখানেও খরগোষ বাঁচিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় খরগোষ Leporidæ জাতিগত এবং Lepus নামে অভিহিত। ইংরাজীতে ইহাকে Hare বলে। এতদ্ভিন্ন জর্ম্মণ—Hase, ফরাসী—Lievre, হিব্রু—আর্নেবেথ, ইতালী—Lepre, স্পেন—Lievre, আরব—আর্নেব, তুর্ক—তাওসান, তিব্বত—আর্জহোঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার খর-গোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে L. ruficaudatus ভারতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় প্রদেশে, পঞ্জাব ও আসাম হইতে দক্ষিণে গোদাবরী তট ও মলবার উপ-কূল পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর শশক আছে। ইহাই প্রাণিবিৎ হজসন-কথিত L. Indicus ও L. macrotus ইংরাজীতে ইহা Common Indian hare নামে উল্লিখিত। হিন্দুস্থানে ইহা খরা ও খরগোষ বা লম্‌সা নামে খ্যাত।

আরাকান, তেনাসেরিম প্রদেশ, সমগ্র মলয়-প্রায়োদ্বীপ ও পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে আদৌ খরগোষ নাই। কেবল যবদ্বীপে L. Nigri-

collis শ্রেণীর খরগোষ দেখা যায়। অধিক সম্ভব দক্ষিণভারত ও সিংহল হইতে এখানে ও পরে মরসিস্ দ্বীপে শশক নীত হইয়াছিল। ভারত-সংস্পৃষ্ট চীনরাজ্যে, এমন কি সুদূর কোচিন-চীনেও এক জাতীয় খরগোষ আছে।

মিসর রাজ্যে যে খরগোষ দেখা যায়, তাহা ইংরাজীতে Egyptian hare সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

য়ুরোপ মহাদেশে যে ক্ষুদ্রকায় খরগোষ (L. cuniculus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বেলজিয়ম ও হলণ্ড রাজ্যে konyn, konin, ডেনমার্ক—kanine, জর্ম্মণ—kaninchen, ইতালী—Coniglio, পর্ত্তুগাল—Coelho, স্পেন—Conejo, সুইজর্লণ্ড—kanin, ওয়েলস্—Cednigen, ইংলণ্ড—Coney বা rabbit নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ছয় মাসের হইলেই ছানা দিতে আরম্ভ করে এবং বৎসরে ৩।৪ বার ছানা দেয়। প্রতি বারেই ৫ হইতে ৮টী পর্য্যন্ত শাবক প্রসূত হইয়া থাকে। সদ্যজাত শাবকগুলির গায় লোম থাকে না এবং চক্ষুও ফুটে না। টুপিতে বসাইবার জন্য য়ুরোপে ইহার লোম দামে বিক্রয় হয়। রূপার ন্যায় সাদা লোমবিশিষ্ট চর্ম্মগুলি এক সময়ে প্রতিখণ্ড ৩ শিলিং মুদ্রায় বিক্রীত হইত। তখনকার লোকে আপনাপন জামার ধারিতে ঐ চর্ম্ম কাটিয়া সেলাই করিয়া দিত।

হিমালয়ের পাদমূলস্থ শালবনে ও তাহার আশ পাশে, গোরখপুর হইতে পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজ্য পর্য্যন্ত স্থানে ও শিলিগুড়ীর তরাই দেশে L. Hispidus জাতীয় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে L. migricollis বা কৃষ্ণগ্রীব শশক এবং হিন্দুস্থানে লোহিতপুচ্ছ (L. ruficandata) শশক জাতি যে ভাবে বিস্তৃত, এই ম্যালেরিয়াপূর্ণ হিমালয় পাদস্থ বনভাগেও Hispid hare নামক শশজাতি সেইরূপ প্রবল। ইহারা কখন সমতল ক্ষেত্রে আসে না বা হিমালয়ের পার্ব্বত্য পৃষ্ঠে উঠে না। এই কারণে ইহাদের স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ হয় নাই।

ইহারা বনভাগে একমাত্র মূল ও গাছের ছাল খাইয়াই জীবন ধারণ করে। প্রকৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুরূপেই ইহাদের শরীর গঠন ও বল সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাদের চক্ষু ও কর্ণ ক্ষুদ্র, দেহ স্থূল ও দৃঢ়, ক্ষুদ্রাবয়ব এবং পদচতুষ্টয় দৃঢ়নিবিষ্ট। পুংশশকগুলি নাসাগ্র হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত প্রায় ১৯।০ ইঞ্চ লম্বা হয়। স্ত্রীশশকগুলি ওজনে ৫।০ পাউণ্ড এবং পুরুষের অপেক্ষা এক আধ ইঞ্চ ছোট হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই স্কন্দদেশের পশ্চাতে ১২ ইঞ্চ লম্বা একটা দাগ আছে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীগুলির পুচ্ছ বড় হয়। ইহাদের ৬টী স্তন আছে, তন্মধ্যে দুইটী স্তনে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। দেশী খরগোষের তুলনায় ইহারা ক্ষুদ্রায়তন ও অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের লোমগুলিও কর্কশ। নখ অপেক্ষাকৃত বড়; কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ঈষৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট। দেখিলে অঙ্গুলী গুলি সমভাবে সাজান বলিয়া বোধ হয় না।

হিমালয়পৃষ্ঠে ও নেপালরাজ্যে L. macrotus শ্রেণীর খরগোষ আছে। ইহারা দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণগ্রীব শশজাতি হইতে অনেক বড়। L. nigricollis বা কৃষ্ণগ্রীব শশক গুলি কোন কোন গ্রন্থে L. malananchen নামে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণভারত, সিংহল ও যবদ্বীপে এই জাতীয় খরগোস যথেষ্ট দেখা যায়। সিন্ধু প্রদেশে ও পঞ্জাবেও অভাব নাই। তিব্বত ও নেপালের পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ নীল-খরগোষ (L. diostolus বা L. pallipes) নামে বর্ণিত। ইহাদের পদদ্বয় শ্বেতবর্ণ, পৃষ্ঠ ও দেহ কতকটা শ্লেট প্রস্তরের ন্যায় গাঢ় নীল-কৃষ্ণাভ। ইহাদের সহিত য়ুরোপের পার্ব্বত্য শশকের (alpine hare) অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

ব্রহ্মরাজ্যে যে শশজাতি (L. peguensis) দেখা যায়, তাহার সহিত ভারতের লোহিতপুচ্ছ শশজাতির অনেক সাদৃশ্য আছে। উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে, আসাম প্রদেশে এবং উত্তর-ব্রহ্মে প্রধানতঃ এই শশজাতি বিচরণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার খরগোষের ন্যায় ইহাদের গাত্রবর্ণ ঈষৎ ধূসরবর্ণ, কিন্তু উদর সম্পূর্ণ সাদা। পুচ্ছের উপরি ভাগও কাল।

L. sinensis জাতির সহিত L. raficandata শ্রেণীর শশকের আকৃতিগত সাদৃশ্যের সর্ব্বতোভাবে সমতা পরিদৃষ্ট হয়; কেবল গাত্রবর্ণের পার্থক্যই একমাত্র বিশেষত্ব। ইহাদের পায়ের থাবা নিম্নভাগে কাল, কিন্তু উপরিদেশ লালাভ। পুচ্ছাগ্র কাল, কিন্তু মূলদেশ অপেক্ষাকৃত সাদা। ইহাদের পার্শ্বদ্বয়ের এবং উদর দেশের লোম লোহিতপুচ্ছ শশকের পৃষ্ঠ লোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; কিন্তু পৃষ্ঠের রঙ্গ গাঢ় লাল ও কৃষ্ণ মিশ্রিত।

শশকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্‌বেদের অষ্টমমণ্ডলের নবম সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২ সামভেদ।

শশকবিষাণ (ক্লী) শশকস্য বিষাণং। শশকশৃঙ্গ, মিথ্যা, আকাশকুসুম বলিলে যেরূপ কিছুই বুঝায় না, শশবিষাণ শব্দেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কিছুই না।

শশকাদ্যঘৃত, নেত্ররোগনাশক ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত অর্দ্ধসের। ক্বাথার্থ শশকমাংস ১ সের, জল ৮ সের; শেষ ২ সের। ছাগদুগ্ধ ২ সের। কল্ক—যষ্টি মধু ও গুগুরীয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা চক্ষে পূরণ করিলে শুক্র ও অজকারোগ নষ্ট হয়।

অন্যপ্রকার। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ।০ সের। কল্ক—শশকের মস্তক; ক্বাথ্য শশকের অবশিষ্টাঙ্গ যথাশাস্ত্র পাক

করিবে। এই ঘৃত চক্ষে পূরণ করিলে অজকা রোগ দূরীভূত হয়।

শশঘাতিন্ (পুং) প্রসহজাতীয় পক্ষী, চলিত বাজপাখী। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

শশঘ্ন (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৃহৎস° ৮৮।১)

শশধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, শশস্য ধরঃ। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (অমর)

শশধর, ১ কিরণাবলী নামক অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা। ২ রাঘব-পাণ্ডবীয় টীকা-রচয়িতা, ইহাঁর পিতামহের নাম রুদ্রসিংহ।

শশধর আচার্য্য, শশধরীয় বা ন্যায়সিদ্ধান্তদীপন্যায়নয়, ন্যায়-মীমাংসাপ্রকরণ, ন্যায়রত্নপ্রকরণ ও শশধরমালা নামক ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থরচয়িতা।

শশধরীয় (ত্রি) শশধরসম্বন্ধীয়। ২ শশধরকৃত গ্রন্থ।

শশধর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শশপ্লুতক (ক্লী) নখাঘাত। (শব্দমালা)

শশবিন্দু (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ রাজবিশেষ। (মেদিনী)

"রামং দাশরথিঞ্চৈব শশবিন্দুং ভগীরথম্।" (ভারত ১।১।২২৫)

পুরাণে লিখিত আছে যে ইনি চিত্ররথের পুত্র।

শশভৃৎ (পুং) শশং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্। চন্দ্র। (হেম)

শশভৃদ্ভৃৎ (পুং) শশভৃতং চন্দ্রং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্-তুক্‌চ। শিব।

"আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা মনস্বিনী।

দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্দ্ধং শশভৃদ্ভৃতঃ॥"(কালিকাপু° ৪৪ অ°)

শশমুণ্ডরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। (শার্ঙ্গধরস° ২।১।১৬)

শশয় (ত্রি) শয়ান।

"যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো" (ঋক্ ১।১৬৪।৪৯)

'শশয়ঃ শয়ানঃ' (সায়ণ)

শশয়ান (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শশয়ু (ত্রি) শয়নশীল।

শশলক্ষণ (পুং) শশং লক্ষণং চিহ্নং যস্য। চন্দ্র, শশাঙ্ক।

শশলক্ষ্মন্ (পুং) শশ লক্ষ্ম চিহ্নং যস্য। ১ চন্দ্র। (ক্লী) ২ শশচিহ্ন।

শশলাঞ্ছন (পুং) শশঃ লাঞ্ছনং চিহ্নং যস্য। চন্দ্র।

শশলোমন্ (ক্লী) শশস্য লোম। ১ শশকের রোম। পর্য্যায়—শশোর্ণ। (অমর)

(পুং) ২ তন্নামক রাজভেদ। (ভারত ১৫।২০।১৪)

শশবিষাণ (ক্লী) শশস্য বিষাণং। শশকের শৃঙ্গ। আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অত্যন্ত অসম্ভব বা অলীক বিষয়ের উদাহরণ-প্রদর্শনকালে এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে

শশশিম্বিকা (স্ত্রী) জীবন্তীলতা। (রাজনি°)

শশশৃঙ্গ (ক্লী) শশবিষাণ।

শশস্থলী (স্ত্রী) দেশভেদ, অন্তর্বেদী। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত দেশ, অধুনা এই দেশ দোয়াব নামে আখ্যাত। (ত্রিকা°)

শশাঙ্ক (পুং) শশোহঙ্কশ্চিহ্নং অঙ্কে ক্রোড়ে বা যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (রাজনি°) প্রাচ্য ভারতের একজন পরাক্রান্ত হিন্দু নৃপতি। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

[বঙ্গদেশ দেখ।]

শশাঙ্ককুল (ক্লী) শশাঙ্কস্য কুলং। চন্দ্রের কুল।

শশাঙ্কজ (পুং) শশাঙ্কাজ্জায়তে জন-ড। চন্দ্রতনয় বুধ।

(বৃহৎস° ৪।২৬)

শশাঙ্কতনয় (পুং) শশাঙ্কস্য তনয়ঃ। বুধ।

শশাঙ্কদেব, গুপ্তবংশীয় একজন পরাক্রান্ত প্রাচ্যভূপতি। রোহতস গড় (রোটাস গড়) দুর্গে তাঁহার যে মোহরাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণমালা বিচার করিবার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে চীনপরিব্রাজক বর্ণিত কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী কনোজরাজ রাজ্য-বর্দ্ধনকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট্ হর্ষ-বর্দ্ধনের নিকট পরাজিত হন। [বঙ্গদেশ দেখ।]

শশাঙ্কধর (ভট্ট), একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ, ক্ষীরতরঙ্গিণী গ্রন্থে ক্ষীরস্বামী ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন।

শশাঙ্কপুর (ক্লী) শশাঙ্কস্য পুরং শশাঙ্কপূর্ব্বং পুরং। ১ চন্দ্রের পুর। শশাঙ্ক শব্দপূর্ণ পুর।

শশাঙ্কমুকুট (পুং) শশাঙ্কের মুকুটে মৌলৌ যস্য। শশাঙ্ক-শেখর, শিব।

শশাঙ্কবতী (ক্লী) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত রাজকন্যাভেদ।

শশাঙ্কশেখর (পুং) শশাঙ্কঃ শেখরে যস্য। শিব।

(ভাগবত ৪।৬।৪১)

শশাঙ্কসুত (পুং) শশাঙ্কস্য সুতঃ। চন্দ্রতনয় বুধ। (বৃহৎস° ৫।২)

শশাঙ্কার্দ্ধ (পুং) শশাঙ্কস্য অর্দ্ধঃ। ১ অর্দ্ধচন্দ্র। ২ শিব।

শশাঙ্কোপল (পুং) শশাঙ্কনামোপল। চন্দ্রকান্তোপল, চন্দ্রকান্তমণি।

শশাণ্ডুলি (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত ফলশাকবিশেষ, কর্কটীভেদ, চলিত তিৎকাকুড়। পর্য্যায়—বহুফলা, তণ্ডুলী, ক্ষেত্রসম্ভবা, ক্ষুদ্রাম্লা, লোমশফলা, ধূম্রা, বৃত্তফলা। গুণ—তিক্ত, কটু, কোমল, কটু ও অম্লগুণবিশিষ্ট, মধুর, কফনাশক, পাকে অম্লযুক্ত, মধুর, দাহকারক, কফশোষক, রুচিকর ও দীপন। (রাজনি°)

শশাদ (পুং) শশমত্তীতি অদ-অচ্। ১ শ্যেনপক্ষী। (রাজনি°) ২ ইক্ষ্বাকুপুত্র। ইহার নাম বিকুক্ষি ছিল। ভাগবতে

মাৎস্যমত।	বিষ্ণুপুরাণ।	গারুড়।	ব্রহ্মাণ্ড।	ভাগবত।	দেবীভাগবত।
১ম জলধার বা গতভয়	জলদ	জলদ	জলধার	পুরোজব	পুরোজব
২য় সুকুমার বা শৈশির	কুমার	কুমার	সুকুমার	মনোজব	মনোজব
৩য় কৌমার বা সুখোদয়	সুকুমার	সুকুমার	কৌমার	বেপমান	পবমানক
৪র্থ মণীচক বা আনন্দক	মণীচক	মণীচক	মণীচক	ধূম্রানীক	ধূম্রানীক
৫ম কুসুমোৎকর বা সোমক	কুসুমোদ	কুসুমোদ	কুসুমোত্তর	চিত্ররেফ	চিত্ররেফ
৬ষ্ঠ মৈনাক বা ক্ষেমক	মৌদাকি	মৌদাকি	মৌদাক	বহুরূপ	বহুরূপ
৭ম ধ্রুব বা বিভ্রাজ	মহাক্রম	মহাক্রম	মহাক্রম	বিশ্বাধার	বিশ্বধৃক্

হয়। গ্রীকদিগের মতে হিমদেশে (Hemodes) দেবগণের বাস ছিল। পুরাণ-মতেও মেরু বা সুমেরু-শিখরে দেবগণের বাসস্থান। এস্থলে পামীর ও তৎসংলগ্ন তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই জম্বুদ্বীপ ও শাকদ্বীপের ব্যবধান বলিয়া ধরা যায়। অতি পূর্ব্বকালে এই দুর্গম প্রদেশে সহজে কেহ যাইতে পারিত না ও উভয় দেশের লোকের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ না থাকায় নানা কল্পিত আখ্যান প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পারস্য দেশীয় পূর্ব্বতন রাজগণের প্রাচীনতম শিলালিপিতে শক বা শাকজাতির উল্লেখ আছে। ভারতীয় শক-কুষণদিগের মুদ্রায়ও 'শাক' নাম পাওয়া যায়†। এই শক বা শাক দিওদোরাস, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ স্কিদীয়* (Scythian) বা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—"কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী সকল জাতিই স্কিদী† বলিয়া খ্যাত। সাগরের ঠিক পার্শ্বেই দহী (Dahæ), একটু বেশী পূর্ব্বে মস্সগেতই (Massagetai) ও সাকী (Sacæ)র বাস। কিন্তু এই সকল জাতির বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ইহারা এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করে না। ইহাদিগের মধ্যে অসি (Asi), পসিআনি (Pasiani), তোচারি (Tochari) ও সকরনলি (Sacarauli)র নামই প্রসিদ্ধ। ইহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে বক্ত্রিয়া (Bactria) ‡ জয় করিয়াছিল। সাকেরা (Sacae) এসিয়ায় প্রবেশ করিয়া কিমেরী (Cimmeræ) দিগের মত বক্ত্রিয়া ও আর্মেণিয়ার প্রধান জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিল এবং তাহাদের নামানুসারে ঐ স্থান শকসেনী (Sacasenæ) নামে খ্যাত হয়।"§

দিওদোরস্ লিখিয়াছেন,—"শাক (Sacae or Scythian)-দিগের আদি বাসস্থান অরক্সেস উপর। এল্লা (Ella = ইলা) নামে পৃথিবীজাতা এক কুমারী হইতে এই জাতির উদ্ভব। এই কুমারী কটি হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত নারীরূপা এবং অধোভাগে সর্পাকৃতি। জুপিটারের ঔরসে সেই কুমারীর গর্ভে স্কিদিস্ (Scythes) বা শাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার আবার দুই পুত্র হয়—পালি (Palis) ও নাপ (Napas), দুই জনেই মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাদের নামানুসারে পালিয়া ও নাপিয়া জাতির নামকরণ হইয়াছে। তাহারা বহুদূরবর্ত্তী ইজিপ্টদেশে নীলনদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল এবং নানাজাতিকে পরাজয় করিয়াছিল। তাহাদের প্রভাবে শকরাজ্য পূর্ব্বসাগর হইতে কাস্পীয় ও মেওতি (Maeotis) হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই জাতীয় বহু নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ হইতে শাক (Sacae), মস্সগ (Massagetai), অরি-অস্প (Ariaspa)* প্রভৃতি বহুশ্রেণীর উৎপত্তি। তাহারা বহু সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আসিরীয় ও মিদীয় জয় করিয়াছিল এবং সৌরমতীয় (Sauromatae)-দিগকে অরক্সেস্‌তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।"+

পূর্ব্বতন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান তাতার, এসিয়াটিক রুষিয়, সাইবেরিয়া, মস্কোবী, ক্রিমিয়া, পোলণ্ড, হঙ্গেরির কতকাংশ, লিথুয়নিয়া, জর্ম্মনীর উত্তরাংশ, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি জনপদ লইয়া প্রাচীন স্কিদিয়া (বা শাকদ্বীপ*) বিস্তৃত ছিল।

† Numismatic Chronicle, 1893, No. 2. 5.

* Scythia = শক + দীয় = দ্বীপ। † Scythae = শাকদ্বীপি।

‡ পৌরাণিক নাম বাহ্লিক। § Strabo, lib, XI.

* অরি-অস্প = আর্য্যাশ্ব (সংস্কৃত)।

† Diodorus Siculus, Book ii.

* কেহ কেহ বলিতে পারেন, মহাভারত ও মাৎস্য-মতে শাকদ্বীপ ক্ষীরোদসাগরবেষ্টিত, সুতরাং কিরূপে আমরা উক্ত বিস্তৃত ভূভাগকে শাকদ্বীপ

শাকদ্বীপে বর্ণ-বিভাগ।

এখন কথা হইতেছে, শাকদ্বীপ যেন জম্বুদ্বীপের পরই হইল। বর্ত্তমান তুর্কীস্থান, সাইবিরিয়া, এসিয়াস্থ রুষিয়া, পোলণ্ড প্রভৃতি যেন শাকদ্বীপের মধ্যেই হইল; কিন্তু এই সকল স্থানে যে বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল, এই ভারতের মত তথায় যে আর্য্যসমাজ ছিল, প্রমাণ কি? যে সকল প্রদেশ লইয়া শাকদ্বীপ ধরা হইতেছে, ঐ সমুদয় স্থানই এখন হিন্দুর চক্ষে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—

"চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥" (বিষ্ণু ৮৪।৪)

'যে দেশে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, তাহাই ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য, আর্য্যাবর্ত্ত তাহা হইতে ভিন্ন।' এরূপ স্থলে শাকদ্বীপ কিরূপে আর্য্যদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

আমরা বহু প্রাচীন প্রমাণ পাইয়াছি যে, শাকদ্বীপ পূর্ব্বকালে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া কখন প্রসিদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্ববর্ণিত মহাভারতের বর্ণনা হইতেই তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপে কিরূপ বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ॥৩৫
মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ॥৩৬
মশকেষু তু রাজন্যা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বকামদাঃ।
মানসাশ্চ মহারাজ বৈশ্যধর্ম্মোপজীবিনঃ।
সর্ব্বকামসমাযুক্তাঃ শূরা ধর্ম্মার্থনিশ্চিতাঃ॥
শূদ্রাস্তু মন্দগা নিত্যং পুরুষা ধর্ম্মশীলিনঃ॥৩৮
ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্॥৩৯"
(ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অধ্যায়)

সেই শাকদ্বীপে পুণ্যপ্রদ লোক-প্রসিদ্ধ চারিটী জনপদ আছে, যথা—মগ, মশক, মানস ও মন্দগ। মগ-বিভাগে স্বকর্ম্মনিরত শ্রেষ্ঠ মগ ব্রাহ্মণগণের বাস, মশক-বিভাগে ধার্ম্মিক ও সর্ব্বকামপ্রদ মশক নামক ক্ষত্রিয়গণের বাস, মানস-বিভাগে সর্ব্বকামসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থতৎপর ও শূর মানসনামক বৈশ্য ধার্ম্মিকগণের বাস এবং মন্দগ-বিভাগে নিত্যধর্ম্মনিরত মন্দগ নামক শূদ্রগণের বাস। তথায় রাজা নাই, দণ্ড নাই বা দণ্ডধারীও নাই। সেই ধর্ম্মজ্ঞ-নরগণ স্বধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পর রক্ষিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

"মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা॥
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষান্তু মন্দগাঃ॥
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।" (২।৪।৬৯-৭১)

মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ এই চারিবর্ণ। মগগণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মাগধগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য ও মন্দগগণ শূদ্র। এই শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন।

সাম্ব-পুরাণেও আছে,—

"মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মগসাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা॥
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ।
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্কচিৎ॥
তেজসশ্চাস্মদীয়স্ত নির্ম্মিতা বৈ পুরা ময়া।
তেভ্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্যা ময়েরিতাঃ।" (২৫।৩০-৩২)

ভবিষ্যপুরাণেও ঠিক ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"জম্বুদ্বীপাৎ পরং যস্মাচ্ছাকদ্বীপমিতি স্মৃতম্।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণসমাবৃতাঃ।
মগাশ্চ মসগাশ্চৈব মানসা মন্দশাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মসগাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ॥
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মাশ্রয়কৃতঃ ক্কচিৎ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারত্বাদেকান্তসুখিনঃ প্রজাঃ।
তেভ্যো বেদাস্ত চত্বারঃ সরহস্যা ময়োদিতাঃ।
তেজসস্তে মদীয়স্ত নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
বেদোক্তৈর্বিবিধৈস্তোত্রৈঃ পরৈশ্চ হৈর্ম্ময়া কৃতৈঃ॥"
(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯। ৭৩-৭৭)

জম্বুদ্বীপের পর বিখ্যাত শাকদ্বীপ, তথায় চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্ত জনপদ আছে। সেই জনপদের (ও তজ্জনপদবাসী চারি জাতির) নাম মগ, মসগ, মানস, ও মন্দগ বা মন্দস। মগগণ ব্রাহ্মণ, মসগগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য এবং মন্দসগণ শূদ্র বলিয়াই গণ্য। তাহাদের মধ্যে সঙ্কর বর্ণ নাই, সকলেই ধর্ম্মাশ্রিত। ধর্ম্মের কোন প্রকার ব্যভিচার না থাকায় প্রজাগণ একান্তই সুখী। আমার (অর্থাৎ সূর্য্যের) তেজঃ দ্বারা তাহারা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের জন্য বেদোক্ত বিবিধ স্তোত্র ও গুহ্য বিষয় দ্বারা আমি চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছি।

উপরোক্ত পৌরাণিক প্রমাণে শাকদ্বীপে যে চারি বর্ণ ছিল, তাহা কে আর অস্বীকার করিবে? * মহাভারতের 'মশক' ও

বলিয়া গণ্য করি। যে ভূভাগের দুই দিকে জলরাশিবেষ্টিত, পুরাণে তাহাই দ্বীপ বলিয়া বর্ণিত। পূর্ব্বোক্ত ভূভাগের দুই দিকে যে জলরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এক্ষণে শাকগণকে আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। (Encyclopedia Brittanica, 9thed Vol. xxi.p.516)

ভবিষ্যোক্ত 'মসগ' নামক ক্ষত্রিয় জাতিই যে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ ও ষ্ট্রাবো প্রভৃতি কর্ত্তৃক Massagetae অর্থাৎ মস্‌সগ নামে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। সাকিতই বা শাকদ্বীপে * এই মসগ ব্যতীত অপর জাতির বাস ছিল, তাহাও গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিওদোরস্ আরও লিখিয়াছেন, যে, সেই মসগ প্রভৃতি বীর জাতিই অসুর (Assyria) ও মদ্র (Media) জয় করিয়া অরক্ষেসতীরে † 'সৌরমতীয়' (Sauromatian = সূর্য্যোপাসক মগ ?)—দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভাগবতাদি কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালে আর্য্য প্রভাব-বিস্তারের সহিত এখানেও যে চাতুর্ব্বর্ণ-সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্য এসিয়াবাসী প্রাচীনতম আর্য্যসন্তানগণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করিবার পর, এখানকার ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সকল কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। বৈদিক আর্য্যদিগের সময় হইতে যে চারিবর্ণ স্থির হইয়াছিল, মধ্য এসিয়া হইতেই যে বর্ণবিভাগের সৃষ্টি, তাহা এখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছে না। ইরাণীয় (আর্য্য) ও তুরাণীয় উভয় প্রাচীন সমাজেই যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণাখ্যান হইতে অনেকটা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা প্রচলিত পুরাণ-সমূহের আখ্যানসমূহ অতি প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য আমাদের ঋগ্বেদোক্ত চারি বর্ণ-বিভাগ ও প্রাচীন পারসিকগণের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র জন্দ অবস্থা উল্লেখ করিতে পারি। জন্দ অবস্তার অন্তর্গত 'যশ্ন' নামক বিভাগে ১ আথ্ৰব, ২ রথএস্তাও, ৩ বাশ্‌ত্রিয়-ফ্‌সুয়ণ্ট ও ৪ হূইতি এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। (যশ্ন ১৯।৪৬)। যশ্নের সংস্কৃত-টীকাকার নেরিওসিংহ ঐ চারি শব্দের যথাক্রমে অর্থ করিয়াছেন, ১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বিন্ ও ৪ প্রকৃতিকর্ম্মন্। এই চারি প্রকার লোকের উল্লেখের পূর্ব্বেই যশ্নে (১৯।৪৪) দেখা যায়, "এই যে আদেশ অহুরমজ্‌দ বলিতেছেন, তাহা চারি পিস্ত্র বা শ্রেণীই গ্রহণ করিবে।" এতদ্ভিন্ন যশ্নের অন্যস্থলেও (১৪।৯) লিখিত আছে—আথ্ৰব (বা 'আচার্য্য'), রথএস্তাও ('রথস্থ' বা ক্ষত্রিয়) এবং বাশ্‌ত্রিয়-ফ্‌সুয়ন্ট ('কুটুম্বী' অর্থাৎ বৈশ্য) এই তিন শ্রেণীই মজ্‌দীয় ধর্ম্মের শক্তিস্বরূপ। এই ভারতেও যেমন প্রথম ত্রিবর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আর্য্যসমাজের শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অগ্নিপূজক ইরাণীদিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও তাহাই দেখিতেছি। অবস্তা-শাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিত কার্ণ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"It is thus established that according to the Zend Avesta the first class *(pishtra)* consists of teachers or priests, of *Brahmans,* the second of knights, *Kshatriyas,* exactly in India consequently a division of the nobility into *Brahmans* and *Kshatriyas,* and the precedence of the former over all the classes, is not the work of the Indian Brahmans." *

শাকদ্বীপের যে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান পারস্যদেশের উত্তরাংশ হইতেই শাকদ্বীপের সীমা আরম্ভ। অবস্তা পারসিকদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। এই অবস্তায় যখন (আবস্তিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের সময়) চারিবর্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে, তখন শাকদ্বীপের চারিবর্ণ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

পারস্য রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে স্কিদীয় বা শাকদ্বীপীয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। পারস্যসম্রাট্ দরায়ুস্ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ৫১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে সেতুসংযোগে বস্‌ফরাস্ প্রণালী ও দানিয়ুব নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকদিগের রাজ্যে প্রবেশ করেন; কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। আরও আমরা জানিতে পারি, উত্তর-মদ্রের (Media) রাজারাই সর্ব্বপ্রথম আবস্তিক জরথুস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্য সম্রাট্‌গণ উত্তরমদ্রদিগের (Medians) মধ্য হইতেই পূর্ব্বতন পারসিক পুরোহিত নির্ব্বাচিত করিতেন, সেই সকল অগ্নিপূজক পুরোহিতগণ মগ বা মগব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অনেকেই লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয়গণ (Scythians) সমস্ত উত্তর মদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও সৌরমতীয়দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সৌরমতীয় বা সূর্য্যোপাসকগণ পারসিকদিগের নিকট মগুস্ বা মগ, হিন্দুপুরাণে 'মগ' বা 'মগস' এবং প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট 'মগী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কাল ক্রমে সেই মগ-পুরোহিতদিগের প্রভাব সমস্ত সভ্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া পারস্যের প্রতাপ-

* See Pinkerton's Researches on Goth. Vol. II. and Tod's Rajasthan, Vol. 1. 57-61.

† বর্ত্তমান নাম অক্‌সাস্, মহাভারতোক্ত চক্ষু। টড্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, "Sakitai, a region at the fountains of the Oxus and Jaxartes, styled *Sakita* from the *Sacæ.*"

See D. Anville's Anc. Geo .

* Indische Theorieen over de standenverdeeling, p, 11.

শালী সম্রাটগণ এই মগ-পুরোহিতগণের প্রাধান্য ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই মগ-পুরোহিত-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন এবং তদুপলক্ষে অবস্তা-শাস্ত্র প্রচার করিয়া বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যাদির ন্যায় সভ্যজগতে অবিনশ্বর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মত।

বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ভৌগোলিকগণ বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা গ্রীক্ ইতিহাসোক্ত স্কিদীয় জাতির (Scythian) বাসভূমি স্কিদিয়াকেই (Scythia) প্রাচীন শাকদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সভ্যতা ও জ্ঞান মার্গে অগ্রসর হইয়া গ্রীকেরা নানাস্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ করিতে সচেষ্ট হন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে এক দল গ্রীক্ কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তখন তাহারা রুষ রাজ্যের দক্ষিণস্থ তৃণাচ্ছাদিত ষ্টেপী নামক প্রান্তর ভাগে স্কোলোটী (Scoloti) নামক জাতিকে বাস করিতে দেখিতে পায়। ঐ স্কোলোটী জাতিকে প্রকৃত নামে বর্ণিত না করিয়া গ্রীকেরা তাহাদিগকে স্কিদীয় নামে অভিহিত করে। তদবধি শাকদ্বীপেরা প্রাচ্যতন অধিবাসীর ইতিহাসে স্কিদীয় নামে স্থান পাইয়াছে।

হেসিয়ডে (Strabo, VII, p. 300) ৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এবং হেরোদোতসের (Herod IV. 15) বর্ণনায় ৬৮৯ খৃঃ পূঃ অব্দে শাকদ্বীপবাসীর বাণিজ্য প্রভাবের পরিচয় আছে। প্রোকনিসাসবাসী আরিষ্টিয়াস্ স্কিদীয়গণের মধ্যে এসিয়ায় বাণিজ্যবিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন। হিরোদোতস্ ও হিপোক্রেটিসের লিখিত বিবরণী বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে উপলব্ধি হয় যে, স্কিদীয় জাতির বাসভূমি বহুকাল ধরিয়া য়ুরোপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশেই ছিল এবং তাহার আশে পাশে শর্ম্মশীয়, বুদিনী, গোলিনী, থাইসাপেটী ও আইয়র্কি প্রভৃতি কএকটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল। স্কিদীয়গণ ইহাদের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহারে কতক সাদৃশ্যও দেখা যাইত। এই কারণে গ্রীক্গণ তাহাদিগকেও স্কিদীয় বলিয়া আখ্যাত করে।

হিরোদোতস্ (IV. 101) লিখিয়াছেন যে, স্কিদিয়া প্রদেশের ভূপরিমাণ ৪০০০ বর্গ-ষ্টাডিয়া এবং ইষ্টার হইতে পলাসমিওটিস ও সমুদ্রতীর হইতে মেলাঙ্কলিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি হইতে স্কিদীয় প্রদেশের প্রকৃত সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে মোটামুটী এইমাত্র বলা যায় যে, উহা য়ুরোপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা ও টানাই (ডন) নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, এই স্কিদীয় বা শকজাতির আদিবাস এসিয়াভূভাগে ছিল। ইহারা মোঙ্গোল জাতিরই এক অংশ হইতে পারে। মসগ (Massagetæ) জাতি কর্তৃক জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা আরাস্কেস (Araskes) নদী উত্তরণপূর্ব্বক উত্তরপথে য়ুরোপে সমাগত হয় এবং তথাকার কিমেরিয় (Cimmerians)-দিগকে তাড়াইয়া আপনারা সেইস্থানে বাস করে। শকদিগের বাসভূমি পরে শাকীয় হইতে স্কাইথী (Scythæ) আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। কোন সময়ে শাকদ্বীপবাসী শকগণ য়ুরোপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। তবে যদি রাজা আর্ডিসের রাজত্বকালে ৬৪০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কিমারীয়গণের লিডিয়া-লুণ্ঠন শকজাতিকর্ত্তৃক পরাভবের পরবর্ত্তী কারণ বলিয়া গণনা করা হয়, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বেই য়ুরোপে শকজাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল স্বীকার করা যাইতে পারে।

য়ুরোপে আসিয়া শকগণ যে কেবল রুষিয়ার দক্ষিণস্থ বিস্তীর্ণ ষ্টেপীপ্রান্তরে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, কৃষিকার্য্যের জন্য সেই প্রাচীন তৃণ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে নদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লয়। অলুতা ও দানিউব (Atlas and Ister) নদীর মধ্যবর্ত্তী গ্রেটওয়ালাচিয়া প্রদেশও তাহাদের করতলগত হইয়াছিল। উহার উত্তরাংশে ট্রান্সিলভানিয়া দেশে আগথার্সিয়ান্ জাতির উপনিবেশ ছিল। উহারা আর্য্যবংশসম্ভূত এবং থ্রেসীয়দিগের আচারসম্পন্ন। নিষ্টার (Dniester) নদীর কূল বাহিয়া গ্রীকেরা যতদূর যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ততদূরেই তাঁহারা শকজাতির বাস দেখিতে পান। বাগনদীর তীরে তাঁহারা যবনভাবাপন্ন কালিপিডি নামক এক শকজাতি (Græco-Scythian Callipidæ) এবং উত্তরনদীর এক্সাম্পিয়াস নামক পূর্ব্বশাখার কূলে কৃষিকর্ম্মনিরত অপর একটী শক-উপনিবেশ দেখিয়াছিলেন। উহারা শস্যাদি রপ্তানী করিত। নিপার নদীর বামকূলস্থ "বনভূমি" অতিক্রম করিয়া আর একটী শকজাতির উপনিবেশ পাওয়া যায়। ইহারা বোরিস্থেনিয়ান্ নামে প্রসিদ্ধ। গেরহ বা কন্স্কায় নদীসীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বাংশে কৃষিজীবী ও ভ্রমণশীল শকজাতির বাস ছিল, তাহারা হিপাকাইরিস্ বা মোলোচ্নায়া নদীসৈকতবর্ত্তী উর্ব্বরপ্রদেশেই বাস করিত। গেড়হ নদীর পূর্ব্বাংশে ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত রাজ-শকদিগের (Royal horde of Scythians) অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে পার্ব্বত্য টৌরিয় জাতির বাস। আজফ্ সাগরের উপকূল ব্যাপিয়া ক্রেমি ও ডন নদী পর্য্যন্ত পুনরায় রাজশকদিগের অধিকার ছিল। এখান হইতে ষ্টেপীর অভিমুখে ·০ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলে মেলাঙ্কলেনী জাতির বাসভূমি দেখা যায়।

উপরে যে শকজাতির উপনিবেশের বিষয় বিবৃত হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে শকগণ য়ুরোপে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণশীল জাতির ন্যায় বাস করিয়াছিল। তৎকালে তাহারা প্রাচীন শকজাতির যোদ্ধৃ প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিচয় দেয় নাই। হিপোক্রেটিসের সময় পর্য্যন্ত (Ed. Litteri, II. 22) য়ুরোপীয় শকেরা অন্যান্য বর্ব্বরজাতির ন্যায় বিশেষ বলিষ্ঠ ও বীরচেতা বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে তাহারা দৃঢ়কায়, মাংসল ও রক্তাভবর্ণবিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহারা সাহসিকতার বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পায় নাই। আমরক্ত ও বাতের পীড়ায় এবং ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যারোগে শকেরা বিশেষ কষ্ট পাইত।

হিপোক্রেটিসের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, এই শকজাতি মোঙ্গোলীয় বংশপ্রসূত। অধ্যাপক A. Von. Gutschmid বলেন, আকৃতগত সাদৃশ্য দেখিয়া শকদিগকে মঙ্গোল জাতীয় বলা সমীচীন নহে। কারণ ঐ তৃণপ্রান্তরের অধিবাসীমাত্রেরই দৈহিকগঠন ঐরূপ দেখা যায়। জিউস্ (Zeuss) শকজাতির ভাষা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে এই জাতি আর্য্য এবং ঔপনিবেশিক ইরাণীয়দিগের একটী শাখামাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে হিরোদোতসের উক্তিই অখণ্ডনীয় প্রমাণ (Herod. IV. 117)। তিনি বলেন শক ও শর্ম্মতীয় জাতির ভাষা পরস্পর অনুরূপ। শর্ম্মতীয় জাতি নিঃসন্দেহ আর্য্যসমাজ-ভুক্ত এবং একটী মদ্র উপনিবেশ (Median colony) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (Diod. II. 43, Pliny. VI. 19); এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হয় যে ঐ সময়ে অক্ষু ও জক্ষর্তেশ নদীদ্বয়ের অববাহিকাভুক্ত তৃণময় প্রান্তর হইতে হাঙ্গেরীরাজ্যের পুগ্তাস্ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভ্রমণশীল আর্য্যজাতিসমূহের অধিকৃত হইয়াছিল।

শকজাতির দেববৃন্দের যেরূপ বর্ণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র আর্য্য দেবতা মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের রন্ধনশালার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম তবিতী। ইনিই দেবতাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তৎপরে স্বর্গপতি পাপিয়ুস্ ও তৎপত্নী পৃথ্বীদেবী আপিয়া, সূর্য্যদেব ইতোসিরুস্। অরিম্পাসা তাহাদের প্রজননদেবতা (goddess of focundity), ইনিই আবার স্বর্গের রাণী বলিয়া কথিত। হিরোদোতস্ 'হিরাক্লিস্' ও "আরেয়স্" এই গ্রীক নাম দিয়া দুইটী শকদেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ দুই দেবতা সকল সম্প্রদায়ের শকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। রাজ-শকদিগের মধ্যে থমিমাসদস নামে এক দেবতা আছেন। ইনি সমুদ্রদেব বলিয়া উক্ত হন। এই সকল দেবতা তাহারা প্রকৃত ইরাণীয় পদ্ধতি অনুসারে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইত না এবং তাঁহাদের জন্য বেদী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিত না। কেবল একটী বেদীর উপর কাঁটা গাছের ডাল স্তূপাকারে রাখিয়া তন্মধ্যে একখানি তরবারি উর্দ্ধমুখে খাড় করাইয়া আরেয়স্ মূর্ত্তি কল্পিত হইত।

গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ পারস্যপতি দারয়বুসের (Darius) পূর্ব্বে ৭জন শাকপতির উল্লেখ করিয়াছেন যথা—স্পর্গ-পীঠ (Spargapeithes), লিয়ক (Lycus), নুর (Gnurus), সৌলিক (Saulius) ও ইদন্থুরস্ (Idanthyrsus)। স্পর্গপীঠের সময় (৬৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ওলবীয় সহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইদন্থুরসের সময় (৫১৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) দারয়বুসের সহিত শাক-দিগের যুদ্ধ বাধে এবং পারস্যপতির হস্তেই শাকগণের প্রভাব খর্ব্ব হয়।

য়ুরোপের দক্ষিণাংশস্থিত পারস্যাধিপের নবাধিকারভুক্ত জনপদসমূহ যখন যবন (Ionian) বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত, সেই সময় শাকেরা থ্রেস জয় করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণে ভীত হইয়া মিলতিয়াদিস (৪৯৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এই সময় পাছে শাকেরা এসিয়া আক্রমণে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায় দারয়বুস্ আবিদস্ নগরী ভস্মীভূত করেন। (Strabo, xiii. p. 591.) শাকেরাও এই সময়ে এসিয়া বিজয়ে সাহায্য পাইবার আশায় ক্লিওমেনেসের নিকট স্পার্টায় দূত পাঠাইয়াছিল। (Herod. vi. 84) শাকপতি স্কাইলেসের (Scyles) সময় হইতেই য়ুরোপীয় শাকগণের জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তনের ও অধোগতির সূত্রপাত। উক্ত শাকপতি গ্রীক রীতি অবলম্বন ও বাকাস্ উৎসবে যোগদান করায় প্রাণ হারাইয়া ছিলেন।

ইহারই পর শাকজাতির পালি নামে এক শাখা ডন নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া 'নাপ' নামক অপর এক শাখাকে পরাজয় করেন। এই সময় হইতেই এই জাতির মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত। পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে হিরোদোতাসের সময় শাকদিগের যেরূপ বিস্তৃত অধিকার ছিল, এসময়েও (৩৪৬ খৃঃপূর্ব্বাব্দে) তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, কেবল পূর্ব্বদিকে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই সৌরমতীয়গণ ডন নদী ছাড়াইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। অতিস্ (Ateas) তখনও পূর্ব্বসীমাবদ্ধ স্কিদীয় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ৩৩৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মাকিদনপতি ফিলিপ দানি-য়ুবের নিকট অতিস্‌কে পরাজয় করেন। দিওদোরস্ লিখিয়াছেন যে সৌরমতীয়েরাই স্কিদীয়ার অধিবাসীদিগকে (৩৪৬ হইতে ৩৩৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে) সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মাকিদনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শাকদিগের

প্রভাব বিলুপ্ত হইতে থাকে। ১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পর পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই পরাক্রান্ত বীর জাতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য জগতে এই জাতির প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও প্রাচ্য জগতে ইহাদের প্রভাব তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এই জাতি বহুকাল প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। [ভোজক ব্রাহ্মণ শব্দ এবং ভারতবর্ষ শব্দে শকাধিকার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবে যে পরাক্রান্ত বীর জাতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই শাক জাতির কোন না কোন শাখাভুক্ত। কেবল পঞ্জাবে কেন একসময়ে ভারতের পূর্ব্বাংশেও শাকেরা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে বংশে বুদ্ধ শাক্যসিংহের অবতার সেই শাক্যবংশকেও অনেকে শাকদ্বীপী বলিয়াই মনে করেন। শাক্য জাতির ও শাকদ্বীপীয়গণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহাতে বড় ভেদ নাই; উভয়েরই শাকবৃক্ষ আশ্রয়, সেই জন্য উভয়েই শাক বা শাক্য নামে পরিচিত। ফেরিস্তা ও রিয়াজ উস্ সলাতিন নামক মুসলমান ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দে পারস্যের উত্তরে শাকদ্বীপ হইতে পরাক্রান্ত শাক জাতি আসিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের বহু পূর্ব্বে শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরা ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।] খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দ পর্য্যন্ত এক প্রকার সমস্ত ভারতে শকাধিকার চলিয়াছিল; শকসংবৎ বা শকাব্দ এই জাতির প্রভাবের পরিচয় আজও ভারতে গৃহে গৃহে উজ্জ্বল রাখিয়াছে। উক্ত শক বা শাক জাতি হইতেই নাগ, হূণ প্রভৃতি জাতি উৎপন্ন এবং তাহাদের বংশধরগণ বিভিন্ন নামে এক্ষণে রাজপুত ও জাট সমাজে বিস্তার করিতেছেন।

শাকদ্বীপী, শাকদ্বীপবাসী, শাক বা শক জাতি।
[শাকদ্বীপ ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

শাকদ্রুম (পুং) ১ বরুণ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ শাকবৃক্ষ।

শাকধ্রব্য (পুং) শকন্ধু (কুর্ব্বাদিভ্যঃ ণ্য) ইতি ণ্য। শকন্ধুর গোত্রাপত্য।

শাকন্ধেয় (পুং) শকন্ধি (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। শকন্ধির গোত্রাপত্য।

শাকপত্র (পুং) শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনা গাছ। (রাজনি°)

শাকপার্থিব (পুং) শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। শাকপ্রিয় পার্থিব। যে স্থলে মধ্যপদলোপ কর্ম্মধারয় সমাস হয়, তথায় শাকপার্থিববদ্ সমাস বলিয়া অভিহিত হয়।

শাকপূণি (পুং) শকপূণের অপত্য ঋষিভেদ। ইনি বৈদিক ব্যাকরণকার ও আচার্য্য ছিলেন। (নিরুক্ত ৩।১১)

শাকপূত (ক্লী) সামভেদ।

শাকপোত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১৪)

শাকফল (ক্লী) শাকস্য ফলং। শাক বৃক্ষফল। চলিত সেগুণ ফল। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৮ অ°)

শাকমৎস্য (ক্লী) মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ। (রাজব°)

শাকবালেয় (পুং) ব্রহ্মযষ্টি, চলিত বামুনহাটী। (শব্দরত্না°)

শাকবিল্ব (পুং) শাকে বিল্বইব। বার্ত্তাকু, বাগুন। (জটাধর) স্বার্থে কন্। শাকবিল্বক, শাকবিল্বপদার্থ। (ত্রিকা°)

শাকভব (পুং) প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (মার্ক° পু° ৫৩।৯)

শাকম্পূত (পুং) ঋষিভেদ। [শকপূত দেখ]

শাকম্ভরী (স্ত্রী) শাকেন বিভর্ত্তি ভৃ খশ্ মুমাগমঃ ঙীষ্। ভগবতী দুর্গা। শাকজাতির ইষ্টদেবী।

"ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥" (মার্ক° পু° চণ্ডী)

২ নগরবিশেষ, কেহ কেহ বলেন শাম্ভর বা শম্বর নগর।

শাকম্ভরীয় (ক্লী) লবণভেদ, আজমীরাখ্য দেশের অন্তর্গত শাম্ভরনগরস্থ জলাশয়বিশেষোদ্ভব লবণ। গুণ—বাতনাশক, অত্যুষ্ণ, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, অভিষ্যন্দী ও কটুপাকযুক্ত। (ভাবপ্র°) [শম্বর দেখ।]

শাকম্ভরাভব (ক্লী) লবণভেদ, রোমক লবণ, সাম্ভর লবণ। (ভাবপ্র°)

শাকযোগ্য (পুং) শাকস্য যোগ্যঃ। ধান্যক। (রাজনি°)

শাকরস (পুং) শাকস্য রসঃ। শাকের রস।

শাকরাজ (পুং) শাকানাং রাজা নির্দ্ধোরণত্বাৎ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। বাস্তুক শাক। (রাজনি°) ২ শকাব্দপ্রবর্ত্তক নৃপভেদ।

শাকল (ক) (পুং) শকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলাস্তেষাং সঙ্ঘোঽঙ্কো ঘোষো বা (শাকলাদ্বা। পা ৪।৩।১২৮) ইতি অণ্। ১পরস্পরা সম্বন্ধ অঙ্ক। (সিদ্ধান্তকৌ°) ২ দ্বীপভেদ। [শাকদ্বীপ দেখ।

"শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেষু যে নৃপাঃ।" (ভারত ২।২৬।৬)

৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

শাকলহোমীয় (ত্রি) শাকলহোম সম্বন্ধীয় মন্ত্র।

'দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি' ইত্যাদি ৮টা মন্ত্রকে শাকলহোমীয় কহে।

"এতৈঃ শাকলহোমীয়ৈরব্দং হুত্বা ঘৃতং দ্বিজঃ।" (মনু ১১।২৫৭)

শাকলিক (ত্রি) শকল (কলকর্দ্দমাভ্যামপসংখ্যানং। পা ৪।।২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শাকলিকঃ কার্দ্দমিকঃ। শকল-সম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শাকল্য (পুং) শকল (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি অপত্যার্থে যঞ্। শকলের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১১।৬।৩৩)

শাকল্যায়নী (স্ত্রী) শাকল্য (লোহিতাদিকতন্তেভ্যঃ। পা ৪।১।১৮ ইতি ষ্ফ, ঙীষ্। শাকল্যের পত্নী।

শাকবর (পুং) জীবশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাকবরা, (বৈদ্যকনি°)

শাকবাট (পুং) শাকের বাগান, শাকসবজীর বাগান।

শাকবাটিকা (স্ত্রী) শাকের বাগান।

শাকবিল্বক (পুং) শাকবিল্বক, বার্ত্তাকু, বাগুন। (ত্রিকা°) জীবন্তী শাক।

শাকবল্লী (স্ত্রী) লতাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

শাকবীজ (ক্লী) শাকস্য বীজং। শাকতরুর বীজ, সেগুনের বিচি। ২ শাকের বিচি।

শাকবীর (পুং) শাকেষু বীরঃ। ১ বাস্তূক শাক। ২ জীবন্তী শাক।

শাকবৃক্ষ (পুং) শাকাখ্যো বৃক্ষঃ। বৃক্ষবিশেষ, চলিত সেগুণ গাছ। (রত্নমালা)

শাকশাকট (ক্লী) শাকানাং ভবনং ক্ষেত্রং শাক 'ভবনে ক্ষেত্রে শাকটশাকিনৌ' ইতি শাকট। শাকক্ষেত্র, শাকের বাগান। (হেম)

শাকশাকিন (ক্লী) শাকক্ষেত্রার্থে শাকিন। শাকক্ষেত্র। (হেম)

শাকশাল (পুং) মহানিম্ব, মহানিম। (বৈদ্যকনি°)

শাকশ্রেষ্ঠ (পুং) শাকেষু শ্রেষ্ঠঃ। ১ বাস্তুকশাক, চলিত বেতোশাক। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাকশ্রেষ্ঠা ১ লঘু জীবন্তী লতা। ২ লতা বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকু। ৪ কুষ্মাণ্ড লতা, কুমড়া গাছ। ৫ তরম্বুজ লতা। (বৈদ্যকনি°)

শাকা (স্ত্রী) হরীতকী।

শাকাখ্য (স্ত্রী) শাক ইতি আখ্যা যস্য। পত্র পুষ্পাদি। ব্যঞ্জনযোগ্য পত্র পুষ্পাদিকে শাক কহে। অমরটীকাকার ভরত শাক শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে---যাহা ভোজন করিতে শক্ত হওয়া যায়, তাহাই শাক। এই শাক দশ প্রকার, যথা ১ মূল, ২ পত্র, ৩ করীর, ৪ অগ্র, ৫ ফল, ৬ কাণ্ড, ৭ অধিরূঢ়ক, ৮ ত্বক্, ৯ পুষ্প, ১০ কবক। এই দশ প্রকারের লক্ষণ এইরূপ আছে, মূলক প্রভৃতির মূল, পটোল প্রভৃতি পত্র, বংশাঙ্কুরাদি করীর, বেত্রাদি অগ্র, কুষ্মাণ্ডাদি ফল, উৎপল প্রভৃতির নাড়ী কাণ্ড, তালাদি প্রভৃতির মজ্জা অধিরূঢ়, মাতুলুঙ্গাদি ত্বক্, কোবিদার প্রভৃতি পুষ্প, ছত্রিকা অর্থাৎ বেঙের ছাতা প্রভৃতিকে কবক। এই দশপ্রকার শাক। এই সকল বস্তুই ভক্ষণ করা যায় এইজন্য শাক।

"ব্যঞ্জনযোগ্যং পত্রপুষ্পাদি শাকপদবাচ্যং আদিনা ফলমূলাদি-গ্রহঃ। যদুক্তং—

মূলপত্রকরীরাগ্রফলকাণ্ডাধিরূঢ়কং।
ত্বক্‌পুষ্পং কবকঞ্চৈব শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥

তত্র মূলং মূলকাদেঃ। পত্রং পটোলাদেঃ। করীরং বংশাঙ্কুরাদি। অগ্রং বেত্রাদেঃ। ফলং কুষ্মাণ্ডাদেঃ। কাণ্ডং উৎপলাদিনাড়ী। অধিরূঢ়ং তালাস্থিমজ্জা। ত্বক্ মাতুলুঙ্গাদেঃ। পুষ্পং কোবি-দারাদেঃ। কবকং ছত্রিকা। শক্যতে ভোক্তুমনেনেতি শাকং।" (ভরত) ২ শাকবৃক্ষ, সেগুণগাছ। (রত্নমালা) ৩ শাকপদার্থ।

শাকাঙ্গ (ক্লী) শাকস্য অঙ্গমিব। মরিচ। (রাজনি°)

শাকাদ (পুং) শাকং অত্তি অদ্। শাকভক্ষণ, শাকভোজী।

শাকাম্ল (ক্লী) শাকযুক্তমম্লং, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। শাক-যুক্ত অম্ল, শাকমিশ্রিত ভক্ত। ইহার গুণ—লেখন, উষ্ণ, রুক্ষ ও দোষবর্দ্ধক।

"শাকাম্লং লেখনং চোষ্ণং রুক্ষং বৈ দোষদ্রাবকম্।"

শাকাম্ল (ক্লী) শাকে অম্লো যস্য। ১ বৃক্ষাম্ল, চলিত তেঁতুল। ২ চিঞ্চাম্ল, তেঁতুলের অম্বল। (রাজনি°)

শাকাম্লভেদন (ক্লী) শাকাম্লঃ ভেদনঞ্চ। চুক্র। চুক্র নামক কাঞ্জিকভেদ। (রাজনি°)

শাকায়ন (পুং) শাকস্য গোত্রাপত্যং শাক (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যো-শ্চফঞ্। পা ৪।১।৯৮) ইতি অপত্যার্থে ফঞ্। শাকের গোত্রাপত্য।

শাকায়নিন্ (পুং) শাকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৮) শাকায়নের শিষ্যসমূহ।

শাকায়ন্য (পুং) শাকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৮)

শাকারিকা (স্ত্রী) নাটকে রাজার শ্যালককে শকার কহে, শকার কর্ত্তৃক উচ্চারিত যে অপভাষা তাহাকে শাকারিকী কহে।

শাকারী (স্ত্রী) শকারের কথিত অপভাষা।

শাকালাবু (স্ত্রী) রাজালাবু, বড় লাউগাছ। (রাজনি°)

শাকাষ্টকা (স্ত্রী) শাকা অষ্টৌ প্রদেয়া যত্র। শাকোপকরণক শ্রাদ্ধই অষ্টমী তিথি। শাক, মাংস, অপূপ প্রভৃতি দ্বারা পিতৃ-গণের উদ্দেশে অষ্টমী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ঐ সকল শ্রাদ্ধ শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও অপূপাষ্টকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। গৌণ ফাল্গুন ও মুখ্যচান্দ্রমাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিকে শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং ঐ তিথিতে শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধান আছে বলিয়া ঐ তিথিও শাকাষ্টকা নামে অভিহিত হয়।

"পিত্র্যানাম্নাং মূলেন্দ্রাষ্টকাস্তিস্র এব চ।
কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠাহি পূর্ব্বচৈত্রী বিভাবতে॥

প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া বৈশ্বদেবিকী।
আপূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যাভবেত্তথা।
শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়াস্যাদেবো দ্রব্যগতো বিধিঃ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

শাকাষ্টমী (স্ত্রী) গৌণফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাষ্টমী। এই দিন শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

শাকিন্ (ত্রি) শক্তিযুক্ত, সামর্থ্যবিশিষ্ট।
"অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে" (ঋক্ ১।৫৪।২)
'শাকিনে শক্তিযুক্তায় শক্তি-শাকঃ শকশক্তো ভাবে ঘঞ্, মত্বর্থীয় ইনিঃ।' (সায়ণ)

শাকিনিকা (স্ত্রী) শাকিনী।

শাকিনী (স্ত্রী) শাকোঽস্ত্যত্রেতি শাক-ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ শাকযুক্তা ভূমি, শাকবাটিকা, শাকের ক্ষেত।
"শকটঃ শাকিনী গাবো জালমস্পন্দনং বনং।
অনূপঃ পর্ব্বতো রাজা দুর্ভিক্ষে নববৃত্তয়ঃ ॥
শকটো ধান্যাদিবহনদ্বারেণোপজীবঃ।
পত্রং পুষ্পং ফলং কন্দং নালং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্ ॥
ইতি বৈদ্যোক্ত শাকযোগাৎ শাকিনী গৃহবাটিকা শাকাদ্যা-হরণেন।" (আহ্নিকতত্ত্ব)
২ দুর্গার অনুচরী দেবীবিশেষ। দিক্‌সমূহে ডাকিনী, যোগিনী, শাকিনী প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।
"ডাকিনী যোগিনী চৈব খেচরী শাকিনী তথা।
দিক্ষুপূজ্যা ইমাদেব্যঃ সুসিদ্ধা ফলদায়িকাঃ ॥" (কাত্যায়নীকল্প)
তন্ত্রসারেও শাকিনীর পূজাদির বিষয় লিখিত আছে। তারাদেবীর ন্যাসস্থলে লিখিত আছে যে ষট্‌চক্রের মধ্যে বিশুদ্ধাখ্য মহাচক্রে শাকিনীর সহিত সদাশিবকে অকারাদি ষোড়শ স্বর সংযুক্ত করিয়া ন্যাস করিতে হয়।
"বিশুদ্ধাখ্যে মহাচক্রে ষোড়শস্বরসংযুতং।
সদাশিবং শাকিনীঞ্চ বিন্যসেৎ পূর্ব্ববৎ ততঃ ॥"
(তন্ত্রসার—তারান্যাস)

শাকিনীত্ব (ক্লী) শাকিন্যাঃ ভাবঃ ত্ব। শাকিনীর ভাব বা ধর্ম্ম, শাকিনীর কার্য্য।

শাকী (স্ত্রী) শাকক্ষেত্র।

শাকায় (ত্রি) শাকের অদূরভবস্থান। (পা ৪।২।৯০)

শাকুণ (ত্রি) ১ পরোত্তাপী, অপরের পীড়াদায়ক। অন্যের ক্লেশদায়ক। ২ পক্ষিসম্বন্ধীয়।

শাকুন (পুং) শকুনমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শকুন-অণ্। পশুপক্ষী প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়কগ্রন্থ, শাকুনশাস্ত্র, কাকচরিত্র, যে শাস্ত্রদ্বারা বায়স প্রভৃতি পক্ষীর ও শৃগালাদি জন্তুর শব্দাদি দ্বারা মানবদিগের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে শাকুনশাস্ত্র কহে।
"শুভাশুভজ্ঞানবিনির্ণয়ায় হেতুর্নৃণাং যঃ শকুনঃ স উক্তঃ।
গতিঃ স্বরালোকনভাবচেষ্টাং সংকীর্ত্তয়ামো দ্বিপদাদিকানাং ॥"
(বসন্তরাজশাকুন ১স°)
বসন্তরাজশাকুনে এবং বৃহৎসংহিতায় এই শাকুনের বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে গমনকালে শকুন বা পক্ষিপ্রভৃতি মানবগণের জন্মান্তরকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই শাকুননামে অভিহিত হয়। পুরাকালে শুক্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কপিষ্ঠল প্রভৃতি এই শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, পরে বরাহমিহির তাঁহাদের মত অবগত হইয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। (বৃহৎস° ৮৬° অঃ)
বৃহৎসংহিতায় ৮৬ অধ্যায় হইতে ৯৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত শাকুনের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [শকুন শব্দ দেখ।]

শাকুনসূক্ত (ক্লী) মন্ত্রবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে মৃগপক্ষী প্রভৃতি হইতে উপদ্রব উপস্থিত হইলে সদক্ষিণ হোম ও শাকুনসূক্ত প্রভৃতি জপ করিবে।
"মৃগপক্ষিবিকারেষু কুর্য্যাদ্ধোমান্ সদক্ষিণান্।
দেবাঃ কপোত ইতি চ জপ্তব্যাঃ পঞ্চভির্দ্বিজৈঃ ॥
সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণা।
জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাংসি চ ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৪৫।৭২-৭৩)

শাকুনিক (পুং) শাকুনান্ হন্তীতি শকুন (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। পক্ষিহন্তা, যাহারা পক্ষী প্রভৃতি হনন করে। পর্য্যায়—জীবান্তক। (অমর)

শাকুনিন্ (পুং) শাকুনিক, পক্ষিহন্তা।
"নৈঋ'তী বারুণী মধ্যে প্রমদাস্থিতিতস্করাঃ।
শৌণ্ডিকঃ শাকুনী হিংস্রো বায়ব্যপশ্চিমান্তরে ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৮৬।৩১)

শাকুনেয় (পুং) শকুনেরপত্যং শকুনি (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ১ ডুণ্ডুলপক্ষী। (রাজনি°) ২ শকুনিপুত্র বৃকাসুর। (ভাগবত ১০।৮৮।২৯) (ত্রি) ৩ শকুনসম্বন্ধী।

শাকুন্তকি (পুং) ১ যোদ্ধৃজাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৬) ২ দেশভেদ।

শাকুন্তকীয় (পুং) শাকুন্তকি দেশের রাজা।

শাকুন্তল (পুং) শকুন্তলাপুত্র ভরত।

শাকুন্তলেয় (পুং) শকুন্তলায়া অপত্যমিতি শকুন্তলা (স্ত্রীভ্যো-ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ ভরতরাজ। (ত্রি) ২ শকুন্তলাসম্বন্ধী।

শাকুলাদিক (ত্রি) শকুলাদ ঋষির গোত্রাপত্য। (পা ৪।২।১১৬)

শাকুলিক (ত্রি) শকুলান্ হন্তি যঃ শকুল (পক্ষিমাংসমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। শকুলহন্তা।

শাকেক্ষু (পুং) ইক্ষুবিশেষ।

শাকৃৎক (ত্রি) শকৃৎসম্বন্ধীয়। (পা ৭।৩।৫১)

শাকেয় (পুং) বৈদিকশাখাভেদ।

শাক্কর (পুং) শক্কর এব স্বার্থে অণ্। অনড়ান্, বৃষ, ষাঁড়। (হেম)

শাক্কী (স্ত্রী) পঞ্চ বিভাভার একতম।

শাক্ত (ত্রি) শক্তির্দেবতাহস্য শক্তি (সাস্য দেবতা। পা ৪।২।২৪) ইত্যণ্। শক্ত্যুপাসক, তন্ত্রোক্ত শক্তিমন্ত্রোপাসক, যাঁহারা কালী, তারা প্রভৃতি শক্তিমন্ত্রের উপাসনা করেন, তাহাদিগকে শাক্ত কহে।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে দেবীকে শিব বলিতেছেন,

"মদংশাশ্চৈব যে ভূতাস্তে শৈবা নাত্র সংশয়ঃ।
ত্বদংশাশ্চৈব শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনী॥
বহুবর্ষসহস্রান্তে শৈবাঃ শক্তিপরায়ণাঃ।
শাক্তা বৈ শঙ্করা দেবী যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ॥
চণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসম্ভবাঃ।
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন॥
পশ্যন্তি মানুষান্ লোকে কেবলং চর্ম্মচক্ষুষা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরেব চ জাতিভিঃ॥
বামমার্গপ্রভাবেণ কর্ত্তব্যং জপপূজনং।
যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
বৈশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণা দেবি সর্ব্বে শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ শঙ্করাশ্চণ্ডি ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ॥"
(মুণ্ডমালাতন্ত্র ৭প°)

আমার অর্থাৎ শিবাংশসংভূত জন মাত্রই নিঃসন্দেহ শৈব, এবং তোমার অর্থাৎ দেবী আদ্যাশক্তির অংশসম্ভব মাত্রেই প্রকৃত শাক্ত। শৈবগণ বহুবর্ষ সাধনার পর তবে শাক্ত হইতে পারে, কিন্তু যে কোন কুলোদ্ভব শাক্ত ইচ্ছা করিলেই শৈব হইতে পারে। আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত শাক্ত মাত্রকেই কখন সামান্য মনুষ্য মনে করিও না। চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাধারণে মানুষ বলিয়াই দেখে মাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যে কোন জাতীয় শাক্ত হউন, বামাচার প্রভাবে তাহাদের জপপূজা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্য হউন, বা শূদ্র হউন, শাক্তগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিবে। এই শাক্তরূপী ব্রাহ্মণগণই সাক্ষাৎ শিব ত্রিনেত্র, চন্দ্রশেখর।

নির্ব্বাণতন্ত্রে আছে (৩য় পটল)—

"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥"

পরমাক্ষরী দেবী গায়ত্রীর উপাসনা করেন বলিয়া সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহেন।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ২য় পটলে আছে—

"সৌরাণাং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ॥
তদন্তে চৈব শাক্তাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে।
শৃণু দেবি বরারোহে নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ॥
শাক্তোঽপি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মস্বরূপভাক্।
আরাধিতা যেন কালী তারা ত্রিভুবনেশ্বরী॥
ষোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্না চ বগলামুখী।
আরাধিতা মহেশানি স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥
অতিগোপ্যং মহেশানি শাক্তানাং পরমং পদং।"

সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব ক্রমান্বয়ে এই ত্রিবিধ আচারে সিদ্ধ হইলে তৎপরে শাক্ত হইতে পারা যায়। শাক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। শাক্তই শিব, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ। কালী, তারা, ত্রিভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী প্রভৃতি যাহার নিকট উপাসিত, সেই শাক্তই যে শিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাক্তগণের পরম পদ অতি গোপনীয়। শাক্তেরা বলিয়া থাকেন যে—

"শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তি র্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্॥
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী।"
(শিবাগম ও শ্যামারহস্য ৮ পরিচ্ছেদ)

শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণুও শক্তি, ইন্দ্র সূর্য্য দেবগণও শক্তি, চন্দ্রাদি গ্রহগণও নিশ্চয় শক্তি, এই সমস্ত জগৎই শক্তির বিকাশ, যে শাক্ত ইহা না জানে, সে নারকী।

শক্তি ছাড়া এই সম্প্রদায়ের পূজা বা কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না, এজন্য ও ইহারা শাক্ত নামে পরিচিত।

[তন্ত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শাক্তসম্প্রদায়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়।

ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে শাক্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তন্ত্রের উৎপত্তির সহিত যে শাক্তমত প্রচারিত, তাহা কতকটা ঠিক। বিশ্বকোষে তন্ত্র শব্দে লিখিত হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের পর এবং ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল।* কিন্তু পরে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তন্ত্র তদপেক্ষা বহু প্রাচীন। অথর্ব্ববেদেই যে তন্ত্রশাস্ত্রের সূত্র প্রকাশিত, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও

* বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৪০৮ পৃষ্ঠা।

স্বীকার করিতেছেন।* জাপানের হোরিউজী মঠ হইতে "উষ্ণীষবিজয়ধারণী" নামে তালপত্রে লিখিত একখানি তান্ত্রিক পুথি বাহির হইয়াছে, সেখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে জাপানে আনীত হইয়াছিল,সুতরাং মূল গ্রন্থ যে তাহারও বহুপূর্ব্বে লিখিত, তাহা বলাই বাহুল্য। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে শাক্তপূজা ভারতের সর্ব্বত্রই যে বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পুরাতন কদম্ববংশ সপ্তমাতৃকার বিশেষ উপাসক ছিলেন।† সপ্ত মাতৃকাই পূর্ব্বতন চালুক্য-রাজগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।‡ মালবপতি বিশ্ববর্ম্মার ৪৮০ সংবতে (৪২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে আছে—

"মাতৃণাঞ্চ প্রমুদিতঘনাত্যর্থনির্হ্রাদিনীনাম্।
তন্ত্রোদ্ভূতপ্রবলপবনোদ্বর্ত্তিতাম্ভোনিধীনাম্॥
* * * গতামিদং ডাকিনীসংপ্রকীর্ণম্।
বেশ্মাত্যুগ্রং নৃপতিসচিবো কারয়েৎ পুণ্যহেতুঃ॥"§

অর্থাৎ পুণ্যলাভের জন্য (উক্ত) রাজার সচিব ডাকিনীগণ-পূর্ণ আনন্দে বিকট জলদনিনাদিনী তন্ত্রোদ্ভূত-প্রবল-জলনিধি-বিক্ষোভকারিণী মাতৃকাগণের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

উক্ত প্রমাণে মধ্যভারতেও তন্ত্রের প্রভাব ও শক্তির উপাসনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এমন কি গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত মাতৃকাভক্ত বা শাক্ত ছিলেন, তাহাও তাঁহার শিলালিপি হইতে আভাস পাওয়া গিয়াছে।** সুতরাং শাক্তধর্ম্মের উৎপত্তি যে তাহারও বহু পূর্ব্বে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রারম্ভে যেরূপে শিবশক্তির স্তুতি আছে, তাহাতেও আমরা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের পূর্ব্বে শিবশক্তিসাধনমূলক (তান্ত্রিক) প্রেমালিঙ্গন-চিত্রেরই কতকটা আভাস পাই। যথা—

"পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥"

ঐরূপ হরপার্ব্বতীর প্রাচীনমূর্ত্তি ভারতের নানাস্থানে বিদ্যমান। মথুরা ও সারনাথের ভূগর্ভ হইতে শকাধিকার-কালের ঐরূপ চিত্র পাওয়া গিয়াছে, এরূপ স্থলে শকাধিকারকালে যে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

কাহারও মতে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন যে সংশোধিত মহাযানমত প্রচার করেন, তাহাতেই শাক্ত ধর্ম্মের বীজ নিহিত। তাঁহারই চেষ্টায় বৌদ্ধ শক্তিমূর্ত্তি মহাযান সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে তাঁহার যত্নে মহাযান বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিক দেবদেবী বা শক্তিপূজা প্রচলিত হইলেও সৌর ও শৈব-সমাজে তৎপূর্ব্বেই শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে—

"হ্রীং শ্রীং গার্গীঞ্চ গান্ধারীং যোগিনাং যোগদাং সদা" ইত্যাদি দেবীস্তোত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শক্তিমন্ত্রের প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া গেলেও তৎকালে শাক্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অথবা নানা শক্তিমূর্ত্তি পূজিত হইত কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ললিতবিস্তরে এই কয়টী দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে—

"শিবস্কন্দনারায়ণকুবেরচন্দ্রসূর্য্যবৈশ্রবণশক্রব্রহ্মলোকপালপ্রভৃতয়ঃ প্রতিমা।"

অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পর তাঁহাকে শিব,কার্ত্তিক, নারায়ণ, কুবের,চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্রবণ,ইন্দ্র,ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণের প্রতিমা দেখান হইয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে কোন প্রকার শক্তিপ্রতিমা থাকিলে ললিতবিস্তরে তাহার আভাস থাকিত। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে,বুদ্ধের সময় সপ্তমাতৃকা বা শক্তিমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল না। আবার কেহ কেহ ললিতবিস্তরের (২৪ অধ্যায়ে)

"পূর্ব্বস্মিন্ বৈ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ॥
জয়ন্তী বিজয়ন্তী চ সিদ্ধার্থা অপরাজিতা।
নন্দোত্তরা নন্দিসেনা নন্দিনী নন্দবর্দ্ধনী॥
তাপি ব অধিপালেন্ত আরোগ্যেণ শিবেন চ॥"
"দক্ষিণস্যাং দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
শ্রিয়ামতী যশোমতী যশঃপ্রাপ্তা যশোধরা।
সুউত্থিতা সুপ্রথমা সুপ্রবুদ্ধা সুখাবহা॥
তাপি ব অধিপালেন্ত আরোগ্যেণ শিবেন চ॥"
"পশ্চিমেহস্মিন্ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা তথাহরুণা।
একাদশা নবনামিকা সীতা কৃষ্ণা চ দ্রৌপদী।
তাপি ব অধিপালেন্ত আরোগ্যেণ শিবেন চ।"
"উত্তরেহস্মিন্ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
ইলাদেবা সুরাদেবী পৃথ্বী পদ্মাবতী তথা।
উপস্থিতা মহারাজা আশা শ্রদ্ধা হিরী শিরী॥
তাপি ব অধিপালেন্ত আরোগ্যেণ শিবেন চ।"

(ললিতবিস্তর ৫০২-৫০৭ পৃঃ)

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে কেহ কেহ চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্টনায়িকা বা অষ্টশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

শক্তিপ্রধান তন্ত্রসমূহে বেদের প্রাধান্য অস্বীকার, অবৈদিকাচার এবং স্থানে স্থানে বেদনিন্দা থাকায় অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে তান্ত্রিক বা শাক্তমত বৈদিকনিষ্ঠ ভারতীয় ব্রাহ্মণ

* Dr. Bloomfield's Atharvaveda.

† Indian Antiquary, Vol. vi. p. 27.

‡ Indian Antiqnary, Vol. vii. p. 162, xiii. p. 137,

§ Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 76.

** Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 48.

সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত নহে। বাস্তবিক দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত কুলালিকাম্নায় বা কুব্জিকামততন্ত্রে লিখিত আছে—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষেঽধিকারায় সর্ব্বতঃ।
পীঠোপপীঠক্ষত্রেষু কুরু সৃষ্টিরনেকধা ॥
গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে কুরু সৃষ্টিত্বমীদৃশঃ।
পঞ্চবেদাঃ পঞ্চৈব যোগিনঃ পীঠপঞ্চকং ॥ ... ...
এতানি ভারতে বর্ষে যাবৎ পীঠাস্থাপ্যতে।
তাবৎ ন মে ত্বয়া সার্দ্ধং সঙ্গমঞ্চ প্রজায়তে ॥"*

হে দেবি! সর্ব্বত্র অধিকারার্থ ভারতবর্ষে যাও, পীঠ, উপপীঠ ও ক্ষেত্রসমূহে বহু সৃষ্টি কর। ভারতবর্ষে যাও, তথায় গিয়া পঞ্চ বেদ, পঞ্চ যোগী ও পঞ্চ পীঠের সৃষ্টি কর। যতদিন ভারতবর্ষে এই রূপ পীঠাদি প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গম হইবে না।

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে এই মতের উৎপত্তিস্থান ভারতের বাহিরে। বাস্তবিক হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাক্ত সমাজের প্রধান আরাধ্যা তারা বা আদ্যাশক্তির পূজাপ্রচার প্রসঙ্গে চীনাচার প্রভৃতি তন্ত্রে বর্ণিত আছে, যে বশিষ্ঠ দেব চীনদেশে গিয়া বুদ্ধের উপদেশে তারার দর্শন পাইয়াছিলেন। [১৭শ ভাগ ৭১৮পৃঃ দেখ।] ইহাতেও এক প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে যে, হিমালয়ের বাহিরে উত্তরদেশ হইতেই তারারূপা আদ্যাশক্তির পূজা আসিয়াছে। উক্ত সুপ্রাচীন কুলালিকাম্নায়তন্ত্রে মগদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই এদেশে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজা প্রচার করেন। পরে তাঁহাদের যত্নেই শিবশক্তি মূর্ত্তি গঠিত ও তাঁহাদের পূজাও প্রচারিত হইয়া থাকিবে। মগেরাই আদি সূর্য্যপূজক। এ কারণ প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে শিবশক্তি অথবা বোধিসত্ত্বশক্তির সাধনাপ্রসঙ্গে অগ্রে সূর্য্যমূর্ত্তিভাবনার প্রসঙ্গ আছে। ইহা যে আদি সৌরপ্রভাবের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যেমন Sakitai নামে শাক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ শাকগণের এক শাখা শক্তিপূজকগণ ভারতে 'শাক্ত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শাকজাতির আচার ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানা যায় যে তাহারা মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকারের সেবায় সিদ্ধ ছিল; তাহাদের গুরুস্থানীয় মগাচার্য্যগণ কতকটা উন্নত হইলেও অপর সাধারণে বীরাচারী ছিল, এ কারণ ভারতে তাহাদের প্রভাববিস্তারের সহিত অবৈদিক শাক্ত মত সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং অপর সমাজেও গৃহীত হইয়াছিল। শাকাধিক কনিষ্কের সময় মহাযানমত প্রচারিত হয়, উত্তরে মোঙ্গলিয়া, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পারস্য পর্য্যন্ত এই শাকনৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। তাঁহার যত্নে সমস্ত এসিয়াখণ্ডে মহাযান মত প্রচারিত ও গৃহীত হয়। মহাযানেরাই সর্ব্বত্র শক্তিপূজা প্রচার করিয়াছিলেন।* বহু শক্তিমূর্ত্তি যে হিমালয়ের উত্তর হইতে ভারতে আনীত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্রযামলাদি হিন্দুতন্ত্র সমূহে যেমন চীন হইতে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক তারাতন্ত্র অনায়নসংবাদ আছে, সেইরূপ নেপালী বৌদ্ধদিগের সাধনমালাতন্ত্রে একজটাসাধনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে

"আর্য্যনাগার্জ্জুনপাদৈর্ভোটে সমুদ্ধৃতা ইতি"

অর্থাৎ একজটা নাম্নী তারা দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তি মহাযান-মত-প্রতিষ্ঠাতা আর্য্যনাগার্জ্জুন ভোটদেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র তন্ত্রেও লিখিত আছে—

"মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাখ্যো হ্রদো মহান্।
তত্র যজ্ঞে স্বয়ং তারা দেবীনীলসরস্বতী ॥"

কুলালিকাম্নায়ে যে পঞ্চ বেদ, পঞ্চযোগী ও পঞ্চ পীঠের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত তন্ত্রানুসারে ১ উত্তরাম্নায়, ২ দক্ষিণাম্নায়, ৪ পশ্চিমাম্নায় ও ৫ উর্দ্ধাম্নায় এই পঞ্চাম্নায়, পঞ্চ মহেশ্বর বা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ, এবং ১ ওড়িয়ান (উৎকলে), ২ জাল (জালন্ধরে), ৩ পূর্ণ (মহারাষ্ট্রে), ৪ মতঙ্গ (শ্রীশৈলে) এবং কামাখ্যা এই পঞ্চপীঠ। পরবর্ত্তী কালে ৫১ পীঠের উৎপত্তি হইলেও উক্ত ৫টীই শাক্তদিগের আদি পীঠ বা কেন্দ্রস্থান। অবৈদিক শাক্ত মত প্রথমে বেদমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু যখন ভারতের সর্ব্বত্র এইমত আদৃত হইতে চলিল, তখন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শাক্ত তন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে অষ্টমাতৃকার পূজা গ্রহণ করেন। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় এই সকল ব্রাহ্মণ "মাতৃকামণ্ডলবিৎ" বলিয়া পরিচিত। চক্র, মণ্ডল বা যন্ত্র ভিন্ন শক্তিপূজা হয় না, একারণেও হয়ত শাক্তব্রাহ্মণেরা 'মাতৃকামণ্ডলবিৎ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। [চক্র, মণ্ডল, যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্র শব্দ দেখ।] ইহাদেরই চেষ্টায় শাক্তপূজার মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডমূলক কতকগুলি মন্ত্র প্রবিষ্ট হয়। ইহাদিগকেই আমরা হিন্দু শাক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। ইহারা দক্ষিণাচারী। এতদ্ভিন্ন কুলালিকাম্নায় নামক উক্ত সুপ্রাচীন তন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শাক্তদিগের মধ্যে দেবযান, পিতৃযান ও মহাযান এই তিনটী সম্প্রদায় হইয়াছিল।

* M. Haraprasad Shastris Nepalcat. p. L. xxix

* নেপালে মহাযানদিগের যে ৯ খানি প্রধান শাস্ত্র প্রচলিত আছে, এবং নেপালী বৌদ্ধাচার্য্যগণ আজও যে ৯ খানি শাস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে 'তথাগতগুহ্যক' নামে একখানি বৃহৎ বৌদ্ধতন্ত্র আছে। এই তন্ত্রে দেখা যায়—
"স সিদ্ধিং বিপুলাং গচ্ছেন্মহাযানাগ্রধর্ম্মেষু।" (সোসাইটীর পুথি ১৫ পৃঃ)

"দক্ষিণে দেবযানন্ত পিতৃযানন্ত গোচত্তরে।

মধ্যমে তু মহাযানং শিব সংজ্ঞা প্রগীয়তে॥" (কুলালিকাম্নায়)

দক্ষিণে দেবযান, উত্তরে পিতৃযান এবং মধ্যদেশে মহাযান প্রচলিত ছিল। এই তিনটী যানের মধ্যে বিশেষত্ব কি তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে মহাযানদিগের শ্রেষ্ঠ তন্ত্র তথাগতগুহ্যক পাঠ করিলে মনে হইবে, রুদ্রযামলাদি তন্ত্রে যাহা বামাচার বা কৌলাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মহাযান তান্ত্রিকগণের অনুষ্ঠেয় আচার। এই সম্প্রদায় হইতেই কালচক্রযান বা কালোত্তর মহাযান এবং বজ্রযানের উৎপত্তি। নেপালের শাক্ত বৌদ্ধগণ সকলেই বজ্রযানসম্প্রদায়ভুক্ত।

নেপালে লক্ষশ্লোকাত্মক শক্তিসঙ্গমতন্ত্র প্রচলিত আছে, এই মহাতন্ত্রে শাক্ত সম্প্রদায়ের সাবস্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই তন্ত্রে শাক্ত মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়—

"সংসারোৎপত্তিকার্য্যার্থং প্রপঞ্চোয়ং বিনির্ম্মিতম্।
শাক্তং শৈবং গাণপত্যং বৈষ্ণবং সৌরবৌদ্ধকং॥৩
এবং ক্রমেণ দেবেশি মতমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
মতানি বহুসংখ্যানি তদারভ্য মহেশ্বরি॥৭
সংজাতানি মহেশানি প্রপঞ্চার্থং হি নিশ্চিতম্।
অম্ভোধি জলধিশ্চৈব সমুদ্রঃ সাগরো যথা॥৮
যথা এতেতু পর্য্যায়া তথৈতানি মতানি চ।
বৈদিকে শক্তিনিন্দা চ চীনে জৈনস্য নিন্দনম্॥৯
সৌরে চান্দ্রস্য নিন্দাচ চান্দ্রে বৌদ্ধস্য নিন্দনম্।
স্বায়ম্ভুবস্য নিন্দা চ বৌদ্ধমার্গে মহেশ্বরি॥১০
পৌরাণে জৈননিন্দা চ জৈনে পৌরাণনিন্দনম্।
পৌরাণে তন্ত্রশাস্ত্রস্য নিন্দনং পরমেশ্বরি॥১১
এবং ভিন্নমতাঙ্গেবং সংজাতানি মহেশ্বরি।
বেদানাং শাখাবাহুল্যং প্রপঞ্চার্থং মহেশ্বরি॥১২
এবং নিন্দাসমাপন্নে ভেদে জাতে মহেশ্বরি।
নৈকত্র তু মনো লগ্নং কস্যচিৎ পরমেশ্বরি॥১-
সর্ব্বাত্রান্যোন্যনিন্দা চ তদৈক্যঞ্চ প্রজায়তে।
তদৈকাস্য সুসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চার্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥১৪
ভিন্নাঃ ভিন্নং প্রশংসন্তি নিন্দন্তি চ পরস্পরম্।
ন বিদ্যা সিদ্ধিমাপ্নোতি মন্ত্রমন্তি পিশাচবৎ॥
অন্যোন্য যদি নিন্দা চ তদৈক্যং প্রজায়তে।
তদৈকাস্য সুসিদ্ধ্যর্থং কালিকাং তারিণীং যজেৎ॥
সুন্দরক্রূরচাত্মাগ্রে রূপা সংবিভ্রতী শিবা।
রূপমেতৎ প্রপঞ্চার্থং কীর্ত্তিতন্তু ময়া তব॥
পুরাণং ন্যায়মীমাংসা সাংখ্যপাতঞ্জলে তথা।
বেদান্তো ব্যাহৃতি দেবি ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রতা।
ছন্দোজ্যোতির্বেদসাঙ্গবিদ্যা এতাশ্চতুর্দ্দশ।
প্রপঞ্চার্থং ময়া প্রোক্তং একত্বং পরিণামজে॥
প্রকৃতং কথ্যতে দেবি শৃণু সাবহিতা ভব॥
চতুর্বেদ ত্রয়ী প্রোক্তা শ্রীমহাভবতারিণী।
অথর্ব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহাকালিকা পরা॥
বিনা কালীং বিনা তারাং নাথর্ব্বণো বিধিঃ ক্বচিৎ।
কেরলে কালিকা প্রোক্তা কাশ্মীরে ত্রিপুরা মতা॥
গৌড়ে তারেতি সংপ্রোক্তা সৈব কালোত্তরা ভবেৎ।......
অবচ্ছিন্না সদা সা বৈ চতুঃশঙ্করঃযোগতঃ॥
তদন্তঃ সম্প্রদায়ো হি ভবিষ্যতি মহেশ্বরি।
কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ॥
(শক্তিসঙ্গম উত্তরভাগ ১ম খণ্ডে ৮ম পঃ)
কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়শ্চৈবঃ তৃতীয়কঃ।
কেরলাখ্য মতে দেবি বলিপাত্রং তু দক্ষিণে।
কাশ্মীরতর্পণে ভেদো গৌড়ে বামকরে ভবেৎ॥ (ঐ৪র্থ পটল)

সংসারসৃষ্টির সুবিধার জন্য এই প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর ও বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায় ক্রমে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অম্ভোধি বা জলধি এবং সমুদ্র সাগর বলিলে যেমন একই বস্তু বুঝায়, বিভিন্ন নাম হইলেও যেমন একেরই পর্য্যায়, সেইরূপ সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন নাম হইলেও সৌর বৌদ্ধাদি একই জিনিস, কেবল মতভেদে পর্য্যায় শব্দ মাত্র। বৈদিকে শক্তি নিন্দা, চীনে বা বৌদ্ধে জৈন নিন্দা, চান্দ্রে বৌদ্ধের নিন্দা, বৌদ্ধ মার্গে শৈবের নিন্দা, পৌরাণিকে জৈন নিন্দা, জৈনে পৌরাণিকের নিন্দা, এইরূপ বিদ্বেষ ভাবে নানা মত উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ প্রপঞ্চের জন্যই বেদের বহু শাখা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পরস্পর নিন্দা হইতে ভেদ ঘটিয়াছে, একত্র হইবার জন্য কাহারও মন লয় নাই। সকল স্থলেই পরস্পর নিন্দা, অর্থাৎ এক শাস্ত্রে অপর শাস্ত্রের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল মতেরই ঐক্য আছে। এই ঐক্য সিদ্ধির জন্য প্রপঞ্চার্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় প্রশংসা বা নিন্দা করেন, যাহারা এইরূপ করেন, তাহাদের বিদ্যা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না এবং মন্ত্র পিশাচবৎ হইয়া থাকে। পরস্পরের যদি নিন্দা না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের একত্ব নিশ্চয় করা যায়। এই রূপে পরস্পরের ঐক্য সিদ্ধির জন্য কালী বা তারার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুন্দর ও ক্রূর অর্থাৎ ভাল ও মন্দ এই উভয়ই শিবা (শাক্ত) ধারণ করেন। এই মত প্রকাশের জন্যচ আমি শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছি। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বেদ, ধর্ম্ম-

শাস্ত্র, ছন্দঃ জ্যোতিষ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা পরিণামে একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই আমিই (শক্তিতত্ত্ব) উপদেশ দিয়াছি। প্রকৃত বিষয় বলিতেছি যে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভবতারিণী দেবী চতুর্ব্বেদময়ী, কালিকাদেবী অথর্ব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী, কালী এবং তারা ব্যতীত আথর্ব্বণক্রিয়া অর্থাৎ অথর্ব্ববেদবিহিত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। কেরল দেশে কালিকা দেবী, কাশ্মীর দেশে ত্রিপুরা ও গৌড় দেশে তারা এবং ইনিই পরে কালী রূপে উপাস্যা হইয়া থাকেন। সকল সময়ই ইঁহারা চতুঃশঙ্কর যোগে অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকেন। হে মহেশ্বরি! ইহা ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ও হইবে। কেরল, কাশ্মীর ও গৌড় এই তিন স্থানে যথাক্রমে ত্রিপুরা, কালী, ও তারা এই তিন ভেদ হইয়া থাকে।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের উক্ত বচন হইতে মনে হয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্প্রদায়িকগণের মত সামঞ্জস্য করিবার উদ্দেশ্যেই তান্ত্রিক বা শাক্ত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক দেখা যায়, পরবর্ত্তী কালে কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ স্ব স্ব উপাস্যের এক একটী শক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তবে কেহ অল্প কেহ বা বহু সংখ্যক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেই বোধ হয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় শাক্ত সমাজেই অনেকটা সাম্যভাব বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই বৌদ্ধতন্ত্রে হিন্দুদিগের শক্তি এবং হিন্দুদিগের তন্ত্রে বৌদ্ধশক্তিগণের পূজা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী তন্ত্রসমূহে ১ বেদাচার, ২ বৈষ্ণবাচার, ৩ শৈবাচার, ৪ দক্ষিণাচার, ৫ বামাচার, ৬ সিদ্ধান্তাচার ও ৭ কুলাচার বা কৌল এই সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ আছে, এই সপ্তাচার উক্ত ত্রিযানের অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়। [তন্ত্রশব্দ ৫১১-১২ পৃষ্ঠায় এই সপ্তবিধ আচারের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহারাষ্ট্রে বৈদিকগণের মধ্যে বেদাচার, রামানুজ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণবাচার. দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত শৈবগণের মধ্যে দক্ষিণাচার, দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে শৈবাচার ও বীরাচার. কেরল. গৌড়, নেপাল ও কামরূপের শাক্ত সমাজে বীরাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার এই চতুর্ব্বিধ আচারই দৃষ্ট হয়। প্রথম তিন আচারের তান্ত্রিক গ্রন্থ বড় বেশী নাই, শেষোক্ত আচার চতুষ্টয়ের তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্য।

উক্ত বিভিন্ন আচারের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষত্ব এই যে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচারমূলক তন্ত্রসমূহে বীরাচার বা বৌদ্ধাচারের নিন্দা, কিন্তু অপরাপর আচারমূলক তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে বীরাচার বা বৌদ্ধাচারের বিশেষ সুখ্যাতি পরিদৃষ্ট হয়।

এখন ভারতবর্ষে শাক্তের সংখ্যা কম নহে। প্রধানতঃ রক্ত চন্দনের ফোঁটা শাক্তনির্দেশক, কিন্তু শাক্ত ধর্ম্ম অতি গুহ্য বলিয়া সাধারণের সহজে ধরিবার উপায় নাই; তাই প্রাচীন তান্ত্রিক নিবন্ধকারগণ লিখিয়াছেন—

"অন্তঃ শাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানা রূপধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥"

বর্ত্তমান শাক্তগণের মধ্যে পশু, বীর ও দিব্য এই তিনটী ভাব প্রচলিত। এ সম্বন্ধে রুদ্রযামলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শাক্তগণ দেখাইয়া থাকেন—

"শক্তিপ্রধানং ভাবানাং ত্রয়াণাং সাধকস্য চ।
দিব্যবীরপশূনাঞ্চ ভাবত্রয়মুদাহৃতম্॥
পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্বাচারনিরূপণম্।
বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ রুদ্রো ন সংশয়ঃ॥
দিব্যভাবে দেবতায়া দর্শনং পরিকীর্ত্তিতম্।
জ্ঞানী ভূত্বা পশোর্ভাবে বীরাচারং ততঃ পরম্।
বীরাচারাদ্ভবেদ্রুদ্রোহন্যথা নৈব চ নৈব চ॥
ভাবদ্বয়স্থিতো মন্ত্রী দিব্যভাবং বিচারয়েৎ।
সদা শুচির্দ্দিব্যভাবমাচরেৎ সুসমাহিতঃ।
দেবতায়াঃ প্রিয়ার্থঞ্চ সর্ব্বকর্ম্ম কুলেশ্বর॥
দেবতাতুল্যভাবশ্চ দেবতায়াঃ ক্রিয়াপরঃ।
তদ্ধিদ্ধি দেবতাভাবং সুদিব্যভাক্ প্রকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বেষাং ভাববর্গানাং শক্তিমূলং ন সংশয়ঃ॥" (রুদ্রযা° ১অঃ)

সাধকদিগের পক্ষে দিব্য, বীর ও পশু (তন্ত্রে) এই যে ত্রিবিধ ভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই শক্তিপ্রধান অর্থাৎ শক্তিসাধকগণ এই ত্রিবিধ ভাব আশ্রয় করিবেন। যে পশুভাবে জ্ঞান সিদ্ধি হয়, তাহাই পশ্বাচার, যে বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধি অর্থাৎ সাধক সাক্ষাৎ রুদ্র হইয়া থাকেন, তাহারই নাম বীরাচার। যে দিব্য ভাবে দেবতাগণের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে, তাহাই দিব্যাচার। সাধক প্রথমে পশু ভাবে জ্ঞানী হইলে পরে বীরাচার অবলম্বন করিবেন। বীরাচারেই কেবল রুদ্রত্বলাভ, অপর কোন প্রকারে রুদ্রত্ব লাভ হয় না। পশু ও বীর এই দুই ভাবে সিদ্ধি হইলে তবে দিব্যভাব আলোচনা করিবে। এই দিব্য ভাবের দ্বারা দেবতার তুল্য ভাব ও দেবতার ন্যায় ক্রিয়াপর হওয়া যায়, এই জন্যই ইহা শ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞান বা দেবতাভাব বলিয়া কথিত। এই সকল ভাবের মূলই নিঃসন্দেহে শক্ত।

শাক্তাচার।

শ্যামারহস্যে শাক্তদিগের আচার-বিষয়ে লিখিত আছে—সর্ব্বদা সকল প্রাণীর হিতে রত এবং বিহিত আচারপরায়ণ হইবেন। অনিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত এবং ইষ্টদেবতার প্রতি সকল কর্ম্ম নিবেদন করিবেন। ইষ্টদেবতার মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রার্চ্চনে শ্রদ্ধা, অন্য

মন্ত্রের পূজা, কুলস্ত্রী এবং বীরনিন্দা, সেই স্থলে বেশ্যোপাহরণ, স্ত্রীগণের প্রতি প্রহার ও তাহাদের প্রতি রোষ পরিত্যাগ করিবেন। কারণ সকল জগৎ স্ত্রীময় এবং শাক্ত নিজেও আপনাকে স্ত্রীস্বরূপ বিবেচনা করিবেন। স্ত্রীদিগের পূজা করিতে হয়, এই জন্য সাধকের স্ত্রীদ্বেষ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শাক্তসাধক জপকালে জপস্থানে মঙ্গলশঙ্খ স্থাপন করিয়া শুভা ও কুলজাতা শক্তিতে গমন এবং তাহাকে দর্শন ও স্পর্শন; মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যথারুচি দ্রব্য সকল ভক্ষণ ও তাম্বুল সেবন করিয়া মৎস্য, মাংস, দধি, মধু, দুগ্ধাদি এবং নানাপ্রকার ভোজ্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া জপবিধানানুসারে জপ করিবেন।

শাক্তসাধক সিদ্ধির নিমিত্ত যখন জপ করিবেন, তখন তাঁহার দিক্, কাল ও স্থিত্যাদির কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ তিনি কোন্ দিনে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে অবস্থান করিয়া পূজাজপাদি করিবেন, তাহার বিশেষ কিছুই নিয়ম নাই। বলি ও পূজাদি সকলই তিনি ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে সাধক যেস্থলে মহামন্ত্রের সাধন করিবেন, তথায় স্বেচ্ছা নিয়ম চলিবে না। তখন তাহার বিধিবিধানে পূজা ও জপাদি করিতে হইবে। এইকালে বস্ত্র, আসন, স্থানাদি সকলই নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

সাধক সাধনকালে মনকে নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ স্থির করিবেন। তখন সুগন্ধি শ্বেত ও লৌহিত্য কুসুম ও বিল্বপত্রাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করা বিধেয়। অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা ও জপের পর পেয়, চব্য, চোষ্য, ভোজ্য, ভোগ, গৃহ, সুখ এই সকলই যুবতীরূপ চিন্তা করিবেন। এই রূপ চিন্তার পর কুলজা শক্তিকে দর্শন করিয়া সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। এইরূপ করিলে যদি সাধকের ভাগ্যবশে কুলদৃষ্টি জন্মে, তাহা হইলে তখন তিনি মানসী পূজার অধিকারী হইবেন। তখন তিনি মানসী পূজা করিয়া বালা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা ও মহাদুষ্টা ইহাদিগকে নমস্কার করিয়া ইহাদিগেরই চিন্তা করিবেন। এই সকল স্ত্রীদিগের প্রহার, ইহাদের নিন্দা বা ইহাদের প্রতি কৌটিল্যাচরণ, বা অপ্রিয়ভাষণ পরিত্যাগ করিবেন, কারণ এই সকল করিলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। স্ত্রীশক্তিগণই একমাত্র দেবতা, প্রাণ এবং বিভূষণ স্বরূপ। সকল সময়ই স্ত্রীসঙ্গী হইয়া অবস্থান করিবেন।

"স্ত্রীসাঙ্গনা সদা ভাব্যমস্তথা স্বস্ত্রিয়ামপি।
বিপরীতরতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি॥
নাধর্ম্মো জায়তে শুক্র কিন্তু ধর্ম্মো মহান্ ভবেৎ।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র গাদতঃ প্রচরেৎ হৃষ্টমানসঃ॥" (শ্যামার' ৮ প)

শাক্ত সাধক এই প্রকার আচারযুক্ত হইয়া পূজা ও জপাদির অনুষ্ঠান করিবেন। কুলস্ত্রীদিগের সহিত উক্তরূপে পান-ভোজনাদি করিয়া পূজাজপাদি করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

কৌলতন্ত্রে লিখিতে আছে যে, পানে যাহার ভ্রান্তি, রক্ত-রেতে ঘৃণা, শুদ্ধিতে অশুদ্ধতাভ্রম এবং মৈথুনে পাপশঙ্কা তিনি ভ্রষ্ট, ভ্রষ্টব্যক্তি কিরূপে চণ্ডীমন্ত্র সাধন করিবেন? এই ভ্রষ্টব্যক্তি ইহজীবনে রোগ ও শোকভোগ করিয়া অন্তকালে তাহার রৌরব নরকভোগ হইয়া থাকে। শাক্তদিগের পক্ষে পঞ্চমকারই সুখ ও মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠসাধন। শক্তিদেবী ভাবরূপা এবং তিনি রেতঃদ্বারা প্রসন্না হন। রেতঃদ্বারাই তাঁহার তর্পণ মদ্য এবং মাংসের তুল্য। কেবল পঞ্চমকার দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

"কেবলৈঃ পঞ্চমৈর্দেবি সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং শক্তিং রমন্ রেতো বিমুঞ্চয়েৎ॥"

যদি শক্তিসাধনে অমন্ত্রনারী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আত্মদেহস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তৎকর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তিনি ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদায়িনী শক্তি হইবেন। রম্ভা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গে এবং ইহলোকে যে সকল শ্রেষ্ঠা স্ত্রী আছে, তাহার নাথ হইলে তিনি শাক্ত বা কৌলিক নামে অভিহিত হন।

সাধক গুরুপত্নী প্রভৃতিকে শক্তি করিতে পারেন না। কারণ গুরু সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ, তৎপত্নী পরমেশ্বরী,—

"গুরোঃ স্বসা গুরোঃ কন্যা তথা চ মন্ত্রপুত্রিকা।
এতস্যা মরণং বর্জ্জং ব্রহ্মস্বং মানসেঽপি চ॥
কৌলিকস্য চ পত্নী চ সা সাক্ষাদীশ্বরী শিবে।
তস্যা রমণমাত্রেণ কৌলকো নারকী ভবেৎ॥
মাতাপি গৌরবাদ্বর্জ্জ্যা অন্যা বা বিহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভুক্তীবাগে চ কর্ত্তব্যো বিচারো মন্ত্রবিত্তমৈঃ।"

শিবহীন যে শক্তি, তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধক পঞ্চমকারের প্রথমটী দ্বারা ভৈরব, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মরূপতাক্, তৃতীয়ে মহাভৈরব, চতুর্থে পুষ্টৈকনায়ক এবং পঞ্চম দ্বারা শিবতুল্য হইয়া থাকেন।

সাধক কুলাচার্য্য গৃহে গমন করিয়া পাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত অমৃত প্রার্থনা করিবেন, যদি অমৃত না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জল পান করিবেন। কুলাচার্য্য যেরূপ ভাবে পাত্র দিবেন, তাহা ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

জ্ঞানবান্ সাধক দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। দেবতাপূজা, জপ, যজ্ঞ ও স্তব পাঠাদি দ্বারা সময় অতিবাহিত করিবেন। সর্ব্বদা গুরুর সহিত শাস্ত্রালাপ, গুরুদর্শন, গুরু

প্রণাম ও গুরুপূজাদি করিবেন। গুরুর অগ্রে পৃথক্ পূজা ও ঔদ্ধত্য, দীক্ষা, ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করা বিধেয়, গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, স্নানোদক, ও ছায়া এই সকল লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর নাম ধরিবে না। কায়মনোবাক্যে গুরুর অনুগামী হইয়া গুরুর প্রতি ভক্তি রাখিয়া সাধক সাধনা করিবেন।

শাক্তগণ সকলই শক্তিরূপে অবলোকন করিবেন। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্র রবি চন্দ্র ও গ্রহগণ প্রভৃতি সকলই শক্ত স্বরূপ, অধিক কি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলই শক্তি স্বরূপ, যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন। (শ্যামারহস্য)

বর্ত্তমান শাক্তাচার সম্বন্ধে অসংখ্য তান্ত্রিক নিবন্ধ আছে, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ দেশিকের শারদাতিলক, রাঘবভট্টকৃত শারদাতিলকের টীকা, ব্রহ্মানন্দ গিরির শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যের তারারহস্য, জ্ঞানানন্দের কৌলাবলীতন্ত্র, ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার এই কয়খানি গ্রন্থে মোটামুটী সকল কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

২ শক্তিমান্।

"বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ" (ঋক্ ৭।১০৩।৫)

'শাক্তস্যেব শক্তিমতঃ শিক্ষকস্য' (সায়ণ)

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

শাক্তিক (ত্রি) শক্ত্যা জীবতি শক্তি (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি-ঠক্, আত্বচো বৃদ্ধিঃ। যিনি শক্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শক্তিজীবী।

শাক্তীক (পুং) শক্তিপ্রহরণমস্য শক্তি (শক্তিযষ্ট্যো রীকক্। পা ৪।৪।৫৯) ইতি ঈকক্। শক্তিধারক। পর্য্যায়—শক্তি-হৈতিক। (অমর)

শাক্তেয় (ত্রি) ১ শক্তিসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ শাক্ত, শক্ত্যুপাসক। ৩ শক্তির পুত্র পরাশর।

শাক্ত্য (পুং) শক্তি-ষ্ণ্য। ১ শক্ত্যুপাসক, শাক্ত। ২ বৈদিক গৌরিবীতি ঋষির গোত্রাপত্য। ৩ পরাশর।

শাক্ত্যায়ন (পুং) শাক্ত্যঋষির গোত্রাপত্য।

শাক্মন্ (ক্লী) বল।

"শাক্মনা শাকোঽরুণং" (ঋক্ ১০।৫৬।৬)

'শাক্মনা বলেন শাকঃ শক্তঃ স্বশক্ত্যৈব সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্ত-ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

শাক্য (পুং) শকোঽভিধানমস্যেতি (শণ্ডিকাদিভ্যোঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯৩) ইতি ঞ্য। বুদ্ধদেব। (হলায়ুধ)

২ একটী প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি। ইহারা সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব বলিয়া কথিত। এক সময়ে শাক্যগণ বলবীর্য্যপ্রভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ এই বংশে অবতীর্ণ হইয়া শাক্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

যে সময়ে মগধাধিপ বিম্বিসার রাজগৃহের, অঙ্গাধিপতি চম্পা নগরে, লিচ্ছবীগণ বৈশালীতে এবং সাকেতপুরী পরিত্যাগের পর যখন কোশলপতি প্রসেনজিৎ উত্তরে শ্রাবস্তিনগরে বিশেষ গৌরবের সহিত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোশল রাজ্যের পূর্ব্বভাগে রোহিণী নদীতটে শাক্য ও কোলি নামে দুইটী ক্ষত্রিয় শাখা ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতে ছিলেন। এই সময়ে মগধাধীশ্বর ও কোশলপতি পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাজ্যসীমা বৃদ্ধিমানসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া-ছিলেন, সেই সুযোগে রোহিণী নদীর একপারে শাক্যগণ এবং অপর পারে কোলিগণ স্বাধীনতাধ্বজা উড্ডীন করিতে সমর্থ হন এবং কপিলবাস্তুতে শাক্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শাক্য ও কোলিগণ পরস্পরে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরম আনন্দে কিছুকাল শান্তি সুখভোগ করিয়াছিলেন। শাক্যপতি শুদ্ধোদন দুইটী কোলীয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই রাজকুমারীর গর্ভে বহুকাল কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় রাজা শুদ্ধোদন বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন এবং রাজবংশধরের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে, জ্যেষ্ঠারাজমহিষীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। প্রাচীন প্রথানু-সারে রাজনন্দিনী সূতিকাগারে আবদ্ধ হইতে পিত্রালয়ে চলিলেন। কিন্তু পথে যাইতেই তিনি লুম্বিনী উদ্যানে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত কুমার ও প্রসূতিকে তখনই কপিল-বাস্তুতে ফিরাইয়া আনা হইল। সাতদিন পরে সূতিকাগারেই মাতার বিয়োগ ঘটিল, মাতৃস্বসা কনিষ্ঠা মহিষীই রাজকুমারের পালনভার গ্রহণ করেন। ঐ বালক শাক্যবংশকেতু বলিয়া শাক্যসিংহ নামে বিদিত হন। তিনি কোলিয়-রাজকন্যা যশোধারা বা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। [বুদ্ধ দেখ।]

যে শাক্যবংশে শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই ঐক্ষ্বাক বংশধরগণ কিরূপে শাক্য নামে প্রথিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী মধ্যে লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রবর্দ্ধিত শাক্য জাতির সংখ্যা ও তাঁহাদের প্রভাব এবং বৌদ্ধমতে তাঁহাদের বিরাগ ও আসক্তির যথাযথ ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

তিব্বত দেশীয় দুব বা বিনয়পিটক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বারাণসীপতি মহেশ্বর সেনের বংশধরগণ কুশীনগর ও পোতলে রাজত্ব করিতেন। ঐ বংশে পোতল নামে এক রাজা ছিলেন,

তাঁহার গৌতম ও ভরদ্বাজ নামে দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ গৌতম পিতার অনুমতি লইয়া পোতলের প্রান্তদেশে তপশ্চরণার্থ আগমন করেন এবং কর্ণিকের মৃত্যুর পর ভরদ্বাজ রাজা হন। ভরদ্বাজের পুত্র সন্তান না থাকায় দুখিত অন্তঃকরণে একদিন গৌতম স্বীয় গুরু ঋষি কনকবর্ণকে বলিলেন, প্রভো! পোতলরাজবংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, আপনি ইহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। প্রিয়শিষ্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি যোগবলে গৌতম শরীরে বৃষ্টিপাত করাইলেন, তাহাতে তাঁহার দেহে দিব্য শক্তির সঞ্চার সহ দিব্য জ্ঞান লাভ হইল এবং তাঁহারই দেহনিঃসৃত দুইটী রক্ত মিশ্রিত বিন্দু কিছু কালে সূর্য্যোত্তাপে থাকিয়া অণ্ডে পরিণত হইল। উত্তরোত্তর সূর্য্যোত্তাপে ঐ অণ্ডদ্বয় ফুটিয়া গেল এবং দিব্যকান্তি দুইটী নবকুমার তদভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ইক্ষুক্ষেত্রে গমন করিল। সেই প্রখর তাপে বালকদ্বয়ের উৎপত্তি ঘটিল বটে; কিন্তু নষ্টবীর্য্য গৌতম দিন দিন পরিশুষ্ক হইয়া দেহ রক্ষা করিলেন। ঋষি কনকবর্ণ ঐ সন্তানদ্বয়কে গৌতমের পুত্র জানিয়া গৃহে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাহাদের জন্ম বলিয়া তাহারা সূর্য্যবংশ, গৌতমের অঙ্গজাত বলিয়া আঙ্গিরস এবং ইক্ষুক্ষেত্রে প্রাপ্ত বলিয়া ইক্ষ্বাকু বা ঐক্ষ্বাক নামে পরিচিত হয়।

ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর, মন্ত্রিদল ঋষির সহিত পরামর্শ করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করেন। কিছু কাল রাজত্ব করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে কনিষ্ঠতনয় ইক্ষ্বাকু নামগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যেশ্বর হইলেন। তৎপরে তাঁহার সাতবংশধর ক্রমান্বয়ে পোতল-রাজধানীতে রাজত্ব করেন। ঐ বংশের শেষ রাজা ইক্ষ্বাকু বিরূধক। তাঁহার উল্কামুখ, করকর্ণ, হস্তিনাজক ও নূপুর নামে চারি পুত্র ছিল; কিন্তু রাজা এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপবতী নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গর্ভজাত তনয়কে রাজ্য দিতে অঙ্গীকার করিয়া সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণীগর্ভে রাজ্যানন্দ নামে যে পুত্র জন্মে রাজা পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারপালনার্থ তাঁহাকেই রাজসিংহাসন দান করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুত্রচতুষ্টয়কে নির্ব্বাসিত করিলেন। রাজকুমারেরা আত্মীয় ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক ভাগীরথীতীর কপিল মুনির আশ্রমে উপনীত হন। এখানে ঋষির আশ্রম সান্নিধ্যে তাঁহারা কুটীর নির্ম্মাণ করেন। ঋষির আদেশানুসারে তাঁহারা আপন স্বজাতীয় ভগিনীগণকে বিবাহ করিয়া আপনাদের মধ্যেই বহু সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিতে বাধ্য হন।

এইরূপে দলপুষ্ট হইলে তাঁহারা ঋষিপ্রদর্শিত আশ্রমভাগে একটী নগর স্থাপন করেন, ঋষির নামানুসারে উহা কপিলবাস্তু নামে প্রথিত হয়। এই খানে উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইলে তাঁহারা দেবদহ নামে নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। এই সময় "শাক্যগণ স্বজাতীয় ভিন্ন কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না" এইরূপ বিবাহপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়।

এদিকে একদিন রাজা বিরূঢ়ক আপন প্রথম পুত্র চতুষ্টয়ের কথা স্মরণ করিয়া রাজসভায় তাঁহাদের কথা উত্থাপন করিলে রাজামাত্যগণ কহিলেন, মহারাজ আপনার পুত্রগণ আপনাদের অদৃষ্ট ও শক্তিবলে এইরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছে। তখন রাজা পুত্রগণের অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'কুমারেরা সাহসী ও শক্তিমান্', তদবধি তাহারা শাক্য নামে পরিচিত হইল। মতান্তরে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শাকবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ইহারা তাঁহাদের বংশধর বলিয়া "শাক্য" নামে পরিচিত হন।

বিরূঢ়কের মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হন। ইহাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় তদন্তে উল্কামুখই পুনরায় পোতলের রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে যথাক্রমে করকর্ণ, হস্তিনাজক ও নূপুর রাজা হন। নূপুরের পুত্র বশিষ্ঠ, তৎপরে ঐ বংশে কএকজন রাজার পর ধনুদুর্গ কপিলবাস্তুর অধীশ্বর ছিলেন। ইহাঁর সিংহ-হনু ও সিংহনাদ নামে দুই পুত্র ছিল। সিংহ-হনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র এবং শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা নামে চারিকন্যা জন্মে। শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ ও আয়ুষ্মৎ নন্দ; শুক্লোদনের পুত্র আয়ুষ্মৎ জিন ও শাক্যরাজ ভদ্র (ভল্লিক), দ্রোণোদনের পুত্র মহানাম ও আয়ুষ্মৎ অনিরুদ্ধ; অমৃতোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত, শুদ্ধার সুপ্রবুদ্ধ, শুক্লার মল্লিক, দ্রোণার সুলভ, অমৃতার কল্যাণবর্দ্ধন এবং সিদ্ধার্থের রাহুল নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সকল শাক্যকুলরথী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুষ্টি ও প্রচার হয়।*

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি এবং তন্মতপ্রচারের পূর্ব্বে শাক্যগণ শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন, তাহার আভাস ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই সময় সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত শাক্যগণের প্রভাব যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কোশলরাজ প্রসেনাজিতের পুত্র বিঢ়ূঢ়ক বা বিরূধক পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং কোশলের রাজা হন, তৎপরে তিনি কপিলবাস্তুর

* উপরে যে উপাখ্যান বর্ণিত হইল, তাহা কতকটা রামায়ণের ছায়া অবলম্বনে রচিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক উহাতে মূল ইতিহাসের কতক ছায়াও প্রতিফলিত দেখা যায়।

শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। জাতিগত ও ধর্ম্মগতবিদ্বেষই ইহার একমাত্র কারণ।

শাক্যগণ যে বুদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশের ইতিহাসে সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। আনন্দ, কাশ্যপ প্রভৃতি সিদ্ধার্থের অনুচরগণ সকলেই শাক্যবংশোদ্ভব ছিলেন। ধর্ম্মের আচ্ছাদনে সামাজিক আবরণ ঘুচিয়া গেল, শাক্যগণ তখন বৌদ্ধ যতি বা শ্রমণ নামে পরিচিত হইলেন। শিলালিপি হইতে শাক্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা খৃষ্টীয় ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শাক্যভিক্ষু বোধিধর্ম্মের মূর্ত্তি-লিপি, যশোবিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুণী জয়ভট্টারিকার মূর্ত্তিলিপি, শাক্যরাজ মহানামের বোধগয়াস্থ লিপি, গোস্থর সিংহবলপুত্র বিহারস্বামী রুদ্রের লিপি,শাক্যযতি ধর্ম্মদাসের সাঞ্চী-লিপি এবং তিষ্যাম্রতীর্থনিবাসী শাক্যভিক্ষু ধর্ম্মগুপ্ত ও দংষ্ট্রসেনের বোধগয়াস্থ লিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।*

শাক্যপাল (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৮।১৩২৬)

শাক্যপুঙ্গব (পুং) শাক্যে শাক্যবংশে পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠঃ। শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি।

শাক্যপ্রভ (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শাক্যবুদ্ধ (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি।

শাক্যবুদ্ধোপজীবিন্ (ত্রি) শাক্যবুদ্ধং বুদ্ধমতং উপজীবতি জীব-ণিনি। শাক্যবুদ্ধ মতাবলম্বী।

শাক্যবুদ্ধি (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ, শাক্যবোধ নামান্তর।

শাক্যবোধিসত্ত্ব (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি।

শাক্যভিক্ষু (পুং) বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মনুটীকাকার কুল্লূক শাক্য ভিক্ষুদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।" (মনু ৪।৩০)

'পাষণ্ডিনঃ বেদবাহ্যব্রতলিঙ্গধারিণঃ শাক্যভিক্ষু ক্ষপণকাদয়ঃ' (কুল্লূক)

শাক্যভিক্ষুকী (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুরমণী। (দশকুমারচ°)

শাক্যমতি (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শাক্যমহাবল (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

শাক্যমিত্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

শাক্যমুনি (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যবংশাবতংস বুদ্ধ, মুনিবিশেষ। পর্য্যায়—স্বজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী মহাবোধ, মহাবল, বহুক্ষম, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শক। (শব্দরত্না°) অমরটীকাকার ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—"বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই জন্য শাক্য এবং মুনির ন্যায় আচরণ করিতেন, এই জন্য শাক্যমুনি নামে অভিহিত হইতেন। শাক শব্দে বৃক্ষবিশেষ, এই বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেন এই কারণ শাক্য। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি পিতার শাপে গৌতম বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাক বৃক্ষতলে বাস করিতেন, সেই জন্য তাহারা শাক্য নামে অভিহিত হন।

'শাক্যবংশত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি শাকো বৃক্ষবিশেষ তত্রভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যাঃ। পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষ্বাকুবংশ্যা গৌতমবংশজকপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যা উচ্যন্তে।' তদুক্তং

"শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।

তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।" (অমরটী° ভরত)

শাক্যবর্দ্ধ (পুং) শাক্যকুলদেবতাবিশেষ।

শাক্যশ্রী (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যবিশেষ।

শাক্যসিংহ (পুং) শাক্যঃ সিংহ ইব; শাক্যমুনি। (অমর)

শাক্র (ত্রি) শক্র-অণ্। ১ শক্র সম্বন্ধীয়। ২ শক্রদৈবত নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

শাক্রী (স্ত্রী) দুর্গা দেবী।

"ইন্দ্রাণী ইন্দ্রজননী শাক্রী শক্রপরাক্রমা।

বজ্রাঙ্কুশকরা দেবী বজ্রা তেনোপগীয়তে॥" (দেবীপু°)

২ শক্রপত্নী।

শাক্রীয় (ত্রি) শক্র শব্দার্থ, শক্র সম্বন্ধীয়।

শাক্কর (ত্রি) ১ আকাশোদ্ভব বায়ু। সৃষ্টির প্রথমে আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হয়, পরে ঐ আকাশ হইতে বায়ু জন্মে। ২ শক্তিমান্ পুরুষ সম্বন্ধীয়। "শাক্করায় শকন ওজিষ্ঠায়" (শুক্ল যজু° ৫।৫) 'শাক্করায় শক্নুবন্তি ব্যাপ্তুং ভূতানি যত্র স শক্করঃ আকাশস্তজ্জাপত্যং শাক্করং তস্মৈ তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুরিতি শ্রুতেঃ। যদ্বাশাক্করায় শকনশীলঃ শক্করঃ শক্তিমান্ পুরুষস্তস্যেদং শাক্করং শক্তিস্বরূপং শাক্করং তস্মৈ' (মহীধর)

শাক্করবর্ণ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৭।২।১৬)

শাক্কর্য্য (ক্লী) শাক্করের কার্য্য।

শাখ ব্যাপ্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শাখতি। লোট্ শাখতু। লিট্ শশাখ। লুঙ্ অশাখীৎ। ণিচ্ শাখয়তি। লুঙ্ অশশাখৎ।

শাখ (পুং) কৃত্তিকাপুত্র, কার্ত্তিকেয়।

"অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ॥

অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কার্ত্তিকেয়স্ততঃ স্মৃতঃ॥" (মৎস্যপু° ৫অ°)

* Vide Dr. Fleet's Inscriptions of Gupta kings. Vol. III. p. 272-282.

শাখা (স্ত্রী। শাখতি গগনং ব্যাপ্নোতীতি শাখ-অচ্-টাপ্। বৃক্ষাঙ্গ-বিশেষ, ডাল। পর্য্যায়—লতা, লঙ্কা, শিখা। (ভরতধৃত মেদিনী)

"শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং নচ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো।
গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গপূজাং করোম্যহম্ " (দুর্গাপূজাপদ্ধতি)

১ পক্ষান্তর ৩ বাহু। ৪ বেদভাগ, বেদের শাখা। (মেদিনী)

"যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্ ॥" (মনু ৩।১৪৫)

৫ গ্রন্থভেদ। (ধরণি) ৬ অন্তিক, সমীপ। (বিশ্ব) ৭ প্রকার। (গীতা ২।৪১) ৮ গ্রন্থপরিচ্ছেদ।

শাখাকণ্ট (পুং। শাখায়াং কণ্টোযস্য। স্নুহীবৃক্ষ, মনসা গাছ। এই বৃক্ষের প্রতি শাখায় কাঁটা আছে এই জন্য ইহার নাম শাখাকণ্ট। (রাজনি°)

শাখাঙ্গ (ক্লী) অঙ্গস্য শাখা পূর্ব্বনিপাতঃ। দেহাবয়ব, অঙ্গের হস্তপদাদি।

শাখাগ্র (ক্লী) শাখায়া অগ্রং। ১ বিটপাগ্র, শাখার অগ্রভাগ। ২ অঙ্গুলি।

শাখাদ (ত্রি) ১ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। (চরক ১।২৫) ২ হস্তী।

শাখানগর (ক্লী) শাখেব নগরং। নগরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগর, উপনগর। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে, নগরে অপরিমিত লোকের স্থান না হওয়ায় সেই সকল লোকের অবস্থানের জন্য তাহার সমীপে যে নগর স্থাপিত হয়, তাহাকে শাখানগর কহে। মূলনগর বৃক্ষ স্থানীয়, তাহার সমীপে হয় বলিয়া তাহাকে শাখানগর কহে। সহরতলী (Suburb)

"মূলনগরেঽপর্য্যাপ্তস্য জনৌঘস্য স্থানায় মূলনগরস্য সমীপে হক্কে বা যদন্যৎ পুরং নগরান্তরং ক্রিয়তে তৎশাখানগরং, মূলনগরস্য তরুস্থানীয়স্য শাখেব। অভিষ্যন্দি রমণমপ্যত্র স্যাদভিষ্যন্দি রমণং শাখানগরমিত্যপি।" (ভরত) শব্দরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে মূলনগর হইতে আরম্ভ করিয়া অপর যে নগর হয়, তাহাকে শাখানগর কহে।

'আরভ্যমূলনগরাদপরং নগরং হি যৎ।
তদভিষ্যন্দিরমণং শাখানগরমিত্যপি ॥' (শব্দরত্না°)

শাখান্তর (ক্লী) শাখায়া অন্তরং। অন্যশাখা, ভিন্নশাখা।

শাখাপশু (পুং) যূপবদ্ধ পশু। (সাংখ্যা° গৃহ্য° ১।১০)

শাখাপিত্ত (ক্লী) হস্তপাদাংশমূলদাহ, চলিত হাত পা ও মুখাদি জ্বালা। পিত্ত কুপিত হইয়া দাহ জন্মায়, আংশিকরূপে স্থানবিশেষে পিত্ত কুপিত হইয়া এইরূপ দাহ জন্মিলে তাহাকে শাখাপিত্ত কহে। ইহার লক্ষণ—

"সদাহমুখতাহোষ্ঠে দবথুশ্চক্ষুরাদিষু।
পাণিপাদাংশমূলেষু শাখাপিত্তং তদুচ্যতে ॥" (রাজনি°)

শাখাপুর (ক্লী) পুরস্য শাখা অভিধানাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ, শাখেব-পুরমিতি বা। শাখানগর, উপপুর। (হেম)

শাখাপ্রকৃতি (স্ত্রী) প্রকৃতিবিশেষ। মনুতে লিখিত আছে—অরিভূমির অগ্রে মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র ও অরিমিত্রমিত্র এই চারিটী প্রকৃতি আর শাখাপ্রকৃতি ৮টী।

"এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌচান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ॥"(মনু ৭।১৫৬)

'অগ্রতোঽরিভূমীনাং মিত্রং অরিমিত্রং মিত্রমিত্রং অরিমিত্রমিত্রঞ্চেতি এবং চতস্রঃ প্রকৃতয়ঃ। আসাং মূলপ্রকৃতীনাং চতসৃণাং অষ্টানাং শাখাপ্রকৃতীনাং' (কুল্লুক)

শাখাভৃৎ (পুং) শাখাং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্। বৃক্ষ।

শাখামৃগ (পুং) শাখায়াং মৃগঃ। বানর। (অমর)

"মুক্তফলায় করিণং হরিণং বধায়
সিংহঃ:নিহন্তি ভুজবিক্রমসূচনায়।
কা নীতি রীতি রিয়তী রঘুবংশবীর
শাখামৃগে জরতি যস্তব বাণমোক্ষঃ ॥" (উদ্ভট)

শাখাম্লা (স্ত্রী) তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। (রাজনি°)

শাখারণ্ড (পুং) যে ব্রাহ্মণ স্বীয় শাখা পরিত্যাগ করিয়া অপরের শাখা অধ্যয়ন করে, তাহাকে শাখারণ্ড কহে। পর্য্যায়—অন্যশাখক। (হেম)

শাখারথ্যা (স্ত্রী) ষোড়শ হস্ত প্রশস্ত পথ, ১৬ হাত চওড়া পথ। ইহার লক্ষণ—

"ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্তু নির্ম্মিতাঃ।
ত্রিকরাশ্চোপরথ্যাস্তু দ্বিকরাপ্যপরক্ষকাঃ॥"
(দেবীপুরাণ গোপুরদ্বারলক্ষণনামাধ্যায়)

শাখারোগ (পুং) রোগবিশেষ। রক্তাদি ধাতু কুপিত হইয়া ত্বগ্‌জাত বীসর্প ও গুল্মাদিরোগ। (চরক সূত্রস্থা° ১১ অ°)

শাখাল (পুং) শাখাং লাতি আশ্রয়তীতি লা-ক। বানীরবৃক্ষ, জলবেতস। (রাজনি°)

শাখাবাত (পুং) বাতরোগবিশেষ, হস্তপদাদিগত বাতরোগ। হস্ত ও পদকে দেহের শাখা কহে, এইস্থানে বাত আশ্রয় করিলে তাহাকে শাখাবাত কহে। (সুশ্রুত)

শাখাশিফা (স্ত্রী) শাখায়াঃ শিফা। শাখাজাত শিফা, চলিত নামনা। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে অগ্র পর্য্যন্ত যে সকল লতাদি হয়, তাহাকে শাখাশিফা কহে। পর্য্যায়—অবরোহ। (অমর)

'তরোর্মূলাদারভ্য অগ্রং যাবৎ গতা লতাগুড়ূচ্যাদিঃ শাখাশিফা।' (ভরত)

শাখাস্থি (ক্লী) হস্তের অস্থি, হাতের হাড়। (হেম)

শাখি (পুং) তুর্কীস্থান।

শাখিন্ (পুং) শাখাঽস্ত্যস্যেতি শাখা-ইনি। বৃক্ষ, গাছ।

"সীতায়া হৃদি যচ্ছিরীষকুসুমপ্রায়ে পক্ষালোচ্চকৈঃ
পৌলস্ত্যস্য নিতান্তকুণ্ঠকুলিশে বজ্রাধিকে বক্ষসি।
আপুঙ্খং নিমজ্জমন্মথশরস্তন্নৈব জানীমহে
কঃ শাখী সখি যস্য পুষ্পমভবৎ পুষ্পায়ুধস্যায়ুধম্॥" (উদ্ভট)

২ বেদ। ৩ নৃপবিশেষ। ৪ তুরুষ্কদেশীয় লোক। (ত্রি) ৪ শাখাবিশিষ্ট, শাখাযুক্ত।

শাখিল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৪৭,৮৫)

শাখীয় (ত্রি) শাখাসম্বন্ধীয়।

শাখোট (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Streblus asper) চলিত শেওড়াগাছ। হিন্দী—সহোরা, রুষা, সিওড়; কলিঙ্গ—আখোড়মরণু; মহারাষ্ট্র—সাহোড়; তৈলঙ্গ—ভারণিকেচেট্টু, বরন্‌কী; বম্বে—সাহোড়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—পিশাচক্র, পীতফল, কর্কশচ্ছদ, ভূতবৃক্ষ, সকট, অক্ষধর, গবাক্ষী, ধূকাবাস, রুক্ষপত্র, পীত, কৈশিক্যোজ, ক্ষীরনাশন। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—রক্তপিত্ত, অর্শ, বাতশ্লেষ্ম ও অতিসারনাশক। (ভাবপ্রকাশ) শ্বিত্ররোগে ইহার বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

শাখ্য (ত্রি) শাখা-ষ্ণ্য। শাখাসম্বন্ধী।

শাগলি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শাঙ্কর (ক্লী) শঙ্কর-অণ্। ১ ছন্দোভেদ। (মেদিনী) ইহার রূপান্তর শাকর বা শার্কর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করো দেবতাঽস্য অণ্। ২ রুদ্রদৈবতক নক্ষত্র, আর্দ্রানক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শঙ্কর, এই জন্য ইহার নাম শাঙ্কর।

"মৃগেতু মূষকাস্তয়ং অসুস্থমেব শাঙ্করে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১।৭)

(পুং) শঙ্করস্যায়ং বাহনত্বাৎ শঙ্কর-অণ্। ৩ বলীবর্দ্দ। (মেদিনী) ৪ শঙ্করসম্বন্ধী।

শাঙ্করভাষ্য (ক্লী) শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য। বেদান্তদর্শন, গীতা ও উপনিষদ্‌সমূহের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে শাঙ্করভাষ্য কহে।

শাঙ্করি (পুং) শঙ্করস্যাপত্যং পুমান্ শঙ্কর-ইঞ্। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ গণেশ। (মেদিনী)

শাঙ্কব্য (পুং) শঙ্কোর্গোত্রাপত্যং শঙ্কু (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। শঙ্কুর গোত্রাপত্য।

শাঙ্কব্যায়নী (স্ত্রী) শাঙ্কব্য ষ্ফ, ঙীষ্। শাঙ্কব্যের স্ত্রী। (পা ৪।১।১৮)

শাঙ্কুক (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত কবিভেদ। ইনি ভুবনাভ্যুদয় নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৭০৪)

শাঙ্কুপথিক (ত্রি) শঙ্কুপথেন আহৃতঃ গচ্ছতীতি বা। শঙ্কুপথ (উত্তরপথেনাহৃতঞ্চ। পা ৫।১।৭৭) ইতি ঠঞ্, আদ্যচো বৃদ্ধিঃ। ১ শঙ্কুপথ দ্বারা আহৃত। ২ শঙ্কুপথদ্বারা গমনকারী।

শাঙ্কুর (ত্রি) ১ শঙ্কুসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ লিঙ্গভেদ। (অথ° ৭।৯০।৩)

শাঙ্খ (ত্রি) শঙ্খস্যেদং অণ্। শঙ্খসম্বন্ধী।

শাঙ্খমিত্র (পুং) শঙ্খমিত্রের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খমিত্রি (পুং) ১ অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের একজন বৃত্তিকার। ২ শঙ্খমিত্রের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খলিখিত (ত্রি) শঙ্খ ও লিখিত ঋষির ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

শাঙ্খায়ন (পুং) শঙ্খস্য গোত্রাপত্যং শঙ্খ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। শঙ্খের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খায়ন্য (পুং) শাঙ্খায়নস্য গোত্রাপত্যং শাঙ্খায়ন (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্য চ্ফঞ্। পা ৪।১।৯৮) ইতি চ্ফঞ্। শাঙ্খায়নের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খিক (পুং) শঙ্খকরণং শিল্পমস্য ইতি শঙ্খ-ঠক্। শঙ্খকারজাতিবিশেষ, শাঁখারিজাতি। পর্য্যায়—কাম্ববিক, শঙ্খকার, কাম্বজক। ২ শঙ্খবাদক। পর্য্যায়—শঙ্খধ্মা। (জটাধর)

শাঙ্খিন (পুং) শঙ্খিনোঽপত্যং শঙ্খিন্ (সংযোগাদিভ্যশ্চ। পা ৬।৪।১৬৬) ইতি অণ্। শঙ্খীর অপত্য।

শাঙ্খ্য (পুং) শঙ্খস্য গোত্রাপত্যং শঙ্খ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। শঙ্খের গোত্রাপত্য।

শাচি (পুং) সক্তুসমূহ।

"ভূর্ভুবঃ স্বর্জালীন্ শাচীন্ যব্যে" (শুক্লযজুঃ° ২৩।৮)

'শাচীন্ সক্তূনাং সমূহঃ' (মহীধর)

২ শক্ত। ৩ প্রখ্যাত। (ঋক ৮।১৭।১২)

শাচিগু (ত্রি) শক্ত গাভীযুক্ত। যাহার গাভী সকল কার্য্যে সমর্থ আছে। ২ বিখ্যাত গাভীযুক্ত।

"শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায়তে সুতঃ" (ঋক্ ৮।১৮।১২)

'হে শাচিগো! শাচয়ঃ শক্তাঃ গাবঃ যস্যাস্তৌ, সাচিগুঃ, যদ্বা শচ ব্যক্তায়াং বাচি অস্মাদৌণাদিক ইঞ্। শাচয়ো ব্যক্তা প্রখ্যাতা গাবো যস্য তাদৃশ, হে শাচিপূজন! পূজ্যতেঽনেনেতি পূজনং স্তোত্রাদি, প্রখ্যাতপূজন।' (সায়ণ)

শাচিপূজন (ত্রি) বিখ্যাতপূজন। (ঋক্ ৮।১৮।১২)

শাণ্ডা (স্ত্রী) শালিঞ্চশাক। (রসচিং° ৯ অ°)

শাট (পুং) বস্ত্রভেদ, চলিত শাড়ী বা ধুতি। (অমর)

"দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎকিঞ্চিন্নভাষতে॥" (চাণক্যশতক)

শাটক (পুং ক্লী) শাট-স্বার্থে-কন্। পট, শাট-শব্দার্থ। ২ নাটকভেদ। (অমর)

শাটিকা (স্ত্রী) শাটী। (ভরত)

শাটী (স্ত্রী) বস্ত্রভেদ। চলিত শাড়ী, সধবা স্ত্রীগণ চেটাল পাড়যুক্ত যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহাই শাটী নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাভায় এই শব্দে এইরূপ কোন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, বস্ত্রমাত্রই শাট ও শাটী শব্দে অভিহিত হয়।

শাট্য (ত্রি) শটোঽভিজনোঽস্য শট (শস্তিকাদিভ্যো ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২) ইতি ঞ্য। শট অভিজন যাহার। ২ শটের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১০৫)

শাট্যায়ন (ক্লী) হোমভেদ, শাট্যায়নহোম। প্রকৃতকর্ম্ম-বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ হোমবিশেষ। বিবাহ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন একটী কর্ম্ম করিতে হইলে সেই কর্ম্মে যে হোম অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতকর্ম্ম কহে। প্রকৃতকর্ম্ম করিতে করিতে যদি ভ্রম ও প্রমাদবশতঃ কোন ত্রুটি হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রুটি প্রশমনের জন্য যে হোম অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে শাট্যায়ন হোম কহে। ভবদেবভট্ট প্রকৃতকর্ম্মের বৈগুণ্য-সমাধানের জন্য এই হোম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই হোম করিতে হয়, ইহাই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত কর্ম্মের যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই হোম করিবে।

"যত্তু প্রকৃতকর্ম্মবৈগুণ্যপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমাভিধানং ভবদেবভট্টসম্মতং তন্ন প্রামাণিকং তস্মাদপি মহাপ্রামাণিকৈ-ভট্টনারায়ণচরণৈর্গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণীকৃতত্বাৎ। ছন্দোগ-পরিশিষ্টে প্রায়শ্চিত্তার্থং প্রকারত্রয়মাত্রমুক্তং।" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) ২ মুনিবিশেষ।

শাট্যায়নক (ক্লী) শাট্যায়নহোমকর্ম্ম।

শাট্যায়নি (পুং) শাট্যায়নস্য গোত্রাপত্যং শাট্যায়ন (ত্রিকা-দিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) ইতি ফিঞ্। শাট্যায়ন মুনির গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ৮।১।৪।৮)

শাট্যায়নিন্ (পুং) শাট্যায়নেন যৎ প্রোক্তং শাট্যায়ন (পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু। পা ৪।৩।১০৫) ইতি ণিনি। শাট্যায়নপ্রোক্ত, শাট্যায়ন যাহা বলিয়াছেন। শাট্যায়নোক্ত শাস্ত্র।

শাঠায়ন (পুং) শঠের গোত্রাপত্য।

শাঠায়ন্য (পুং) শঠের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।৯৮)

শাঠ্য (ক্লী) শঠস্য ভাবঃ শঠ-ষ্যঞ্। শঠতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, খলতা, শঠের কার্য্য। পর্য্যায়—কপট, ব্যাজ, দম্ভ, উপধি, ছদ্ম, কৈতব, কুসৃতি, নিকৃতি এই ৯টী অযথার্থ ব্যবহারকে শাঠ্য কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে—পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ে কপট প্রভৃতি ৬টী ছদ্মার্থে এবং কুসৃতি প্রভৃতি তিনটী চিত্তকৌটিল্যে ব্যবহার হয়। এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ভেদ এই যে, কপট, ব্যাজ প্রভৃতি ৬টী বঞ্চনমাত্রফল এবং কুসৃতি প্রভৃতি ৩টী হিংসামাত্র ফল। কিন্তু অনেকেরই মত এই যে এই নয়টীই একার্থে ব্যবহৃত হয়।

"নব অযথার্থ ব্যবহারে। শঠ বধে ক্লেশকৈতবে তালব্যাদিঃ অল, তস্য কর্ম্ম শাঠ্যং ষ্যঃ, কপটাদি ষট্‌কং ছদ্মনি কুসৃত্যাদি-ত্রয়ং চিত্তকৌটিল্যে ইত্যেকে। কপটাদিষট্‌কং বঞ্চনমাত্রফলং, কুসৃত্যাদি ত্রিকস্তু হিংসাফলমিতি ভেদঃ। ইতি সর্ব্বানন্দো মধুশ্চ। নবৈবৈকার্থা ইতি বহবঃ। অপিচ। শব্দরত্নাবল্যাং—

"অস্ত্রিয়াং কপটো ব্যাজ উপধির্দ্দম্ভ এব চ।

কূটং কল্কং ছলং ছদ্মমিষ কৈরব কৈতবম্॥

অথ শাঠ্যঞ্চ শঠতা কুসৃতির্নিকৃতিশ্চ সা।

হিংসাফলে চতুষ্কং স্যাৎ শাঠ্যপর্য্যায় ঈরিতঃ॥

পূর্ব্বঃ কপটপর্য্যায়ঃ ফলে বঞ্চনমাত্রকে।

উভয়োরেক পর্য্যায় ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে॥" (ভরত)

চাণক্যপণ্ডিত চাণক্য শ্লোকে লিখিয়াছেন যে ব্যক্তি শঠ, তাহার প্রতি শঠতাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। কুটিল ব্যক্তির প্রতি সরলতানীতি শাস্ত্রবিগর্হিত।

"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" (চাণক্য)

শাঠ্যবৎ (ত্রি) শাঠ্যং বিদ্যতে ঽস্য মতুপ্ মস্য ব। শাঠ্যযুক্ত, শঠতাবিশিষ্ট, শঠ, ধূর্ত্ত। (বৃহৎসংহিতা ৬৮।৫৫)

শাড়্, শ্লাঘা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শাড়তে। লোট্ শাড়তাং। লিট্ শশাড়ে। লুঙ্ অশাড়িষ্ট।

শাড় (দেশজ) ১ শব্দ। ২ স্পন্দ।

শাড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, শাখোটবৃক্ষ। ২ উত্তর। ৩ ধ্বনি। ৪ স্পন্দন।

শাড়ী (দেশজ) শাটী, শাটীশব্দের অপভ্রংশ। সধবা স্ত্রীলোক-দিগের পরিধেয় বস্ত্র।

শাড্বল (পুং) শাদ্বল।

শাণ (ক্লী) শণেন নির্ম্মিতমিতি শণ-অণ্। শণনির্ম্মিত বস্ত্র।

"ক্ষৌমং শাণং বা ব্রাহ্মণস্য কার্পাসং ক্ষত্রিয়স্য আবিকং বৈশ্যস্য, শাণং শণতন্তুভবং তদুভয়ং ব্রাহ্মণস্য।" (সংস্কারতত্ত্ব)

(পুং) শণ্যতে জায়তে গুণাদিরত্রেতি শণ-ঘঞ্। ২ কষপট্টিকা, চলিত কষ্টিপাথর। পর্য্যায়—নিকষ, কষ, শান, নিকস, কস, আকষ। ৩ পরিমাণবিশেষ, মাষচতুষ্টয়। ৪ মাষা-পরিমাণ।

"মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাৎ ধরণঃ স নিগদ্যতে।

টঙ্কঃ সএব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

৫ লৌহাদির নিকষ, চলিত শাণপাথর। (মেদিনী) ৫ কর-পত্র, চলিত করাৎ। (বিশ্ব)

শাণক (পুং) শণ-অণ্ স্বার্থে কন্। শণনির্ম্মিত বস্ত্র।
শাণকবাস (পুং) শণনির্ম্মিত বস্ত্র।
শাণপাদ (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ) ২ পরিমাণ বিশেষ, মাষ পরিমাণ। [শাণ শব্দ দেখ]
শাণবত্য (পুং) জনপদ বিশেষ। (ভারত)
শাণবাসিক (পুং) অর্হদ্ভেদ।
শাণাজীব (পুং) শাণেন আজীবতীতি আ জীব-অচ্। অস্ত্রমার্জক, যাহারা অস্ত্রে শাণ দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে বা শাণ দিয়া বেড়ায়।

'শাণাজীবঃ শস্ত্রমার্জো ভ্রমাসক্তোঽসি ধাবকঃ।' (হেম)

শাণি (পুং) পট্টবৃক্ষ, চলিত পাটশাক গাছ।

'পট্টে রাজশণঃ শাণিশ্চিমিঃ ককৃথটপত্রকঃ।' (শব্দমালা)

শাণিক (ত্রি) রাজশণ সম্বন্ধীয়।
শাণিত (ত্রি) শাণ-ইতচ্। তীক্ষ্ণীকৃত, নিশিত, কৃতশাণ, যাহা শাণ দেওয়া হইয়াছে।
শাণী (স্ত্রী) শাণস্য বিকারঃ শণ-অণ্-ঙীপ্। ১ শণসূত্রময়ী পট্টিকা, শণের কাপড়।

"শাণী প্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥" (বিষ্ণুপু° ৬।১ অ°)
'শাণী শণসূত্রময়ী পট্টিকা তণ্ডুল্যাদি বস্ত্রাণি' (টীকা)

মহাভারতে লিখিত আছে যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্রকে শাণী কহে।

'বস্ত্রাণাং প্রবরা শাণী ধান্যানাং কোরদূষকঃ।' (ভারত ৩।১৯৪।১৯)

২ প্রাবরণান্তর, চলিত তাঁবু। (মেদিনী) ৩ ছিন্নবস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়। (হেম) ৪ হস্তকটাক্ষাদি সূচনা, চলিত ইশারা। (শব্দরত্না°)
শাণীর (ক্লী) শোণনদ মধ্যস্থিত তট, দর্দ্দরী নদীর তট। (বিশ্ব)
শাণোত্তরীয় (পুং) পাণিনি মুনির নাম। [শালাতুরীয় দেখ]
শাণ্ড একজন রাজা। "শাণ্ডো দাক্ষিরণিনঃ" (ঋক্ ৬।৬৩।৯) 'শাণ্ডঃ রাজা' (সায়ণ)
শাণ্ডদূর্ব্বা (স্ত্রী) পাকদূর্ব্বা বিশেষ।
শাণ্ডিক (পুং) হরিণভেদ। (চরক)
শাণ্ডিক্য (ত্রি) শণ্ডিকোঽভিজনোঽস্য শাণ্ডিক (শণ্ডিকাদিভ্যো ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২) ইতি ঞ্য। শাণ্ডিকাভিজন যাহার। শাণ্ডিকদেশবাসী।
শাণ্ডিল (শাণ্ডিলা), অযোধ্যাপ্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল বা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬° ৫৩´ হইতে ২৭° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৮´ হইতে ৮০° ৫২´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৫৫৭ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে হার্দোই ও মিস্রিখ, পূর্ব্বে মাল্ক্ দাবাদ, দক্ষিণে মালিহাবাদ ও মোহন এবং পশ্চিমে বিলগ্রাম তহশীল। শাণ্ডিল, কল্যাণমল, বালামৌ ও গুন্দাবা পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানে ৪টী দেওয়ানী ও ৬টী ফৌজদারী আদালত এবং ৪টী থানা আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে ও বালুকাময় প্রান্তরে পূর্ণ। কেবল ১৭০ বর্গমাইল স্থানে বসবাস হয়। যব, গম, বজরা, ছোলা, অড়হর, মাষকলাই ও জোয়ার, তূলা, ইক্ষু, পোস্ত, তামাক, নীল ও চাউল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই পরগণা মধ্যে ২০৩ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৮২ খানি রাজপুত, ৮১ খানি মুসলমান ও ৪১ খানি কায়স্থের অধিকৃত।

৩ উক্ত জেলার একটী নগর এবং শাণ্ডিল উপবিভাগের বিচার সদর। লক্ষৌসহর হইতে ৩২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং হার্দোই হইতে ৩৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩৩´ ২০´´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। শ্রীসমৃদ্ধিতে এই নগর হার্দোই জেলার দ্বিতীয় এবং সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশের চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ আদরের কিছুই নাই। প্রায় দুই শত বৎসর হইল এখানে "বারখাম্বা" অর্থাৎ দ্বাদশ স্তম্ভ সম্বলিত একটী প্রস্তর-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিখ্যাত সিপাহীযুদ্ধের সময় এখানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ও ৭ই অক্টোবর দুইটী ভীষণ যুদ্ধ হয়।

এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। ঐ হাটে বহু পরিমাণে পাণ ও ঘৃত বিক্রীত হইয়া থাকে। আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের এখানে একটী ষ্টেসন থাকায় উক্ত দ্রব্যাদি রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।
শাণ্ডিলেয় (পুং) অগ্নিভেদ।
শাণ্ডিল্য (পুং) শাণ্ডিলস্য মুনের্গোত্রাপত্যং শণ্ডিল (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। শাণ্ডিলমুনির গোত্রাপত্য, এই মুনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক, এই গোত্রের তিনটী প্রবর, শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। রাঢ়ী শ্রেণীর বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ সকলই শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ২ ভক্তিসূত্রকার একজন মুনি। শাণ্ডিল্যসূত্রের নাম ভক্তিশাস্ত্র।

"প্রপদ্য পরমং দেবং শ্রীস্বপ্নেশ্বরসূরিণা।
শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ং ভাষ্যমাভাষ্যতেঽধুনা॥"
(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যের আদ্য শ্লোক)

শাণ্ডিল্য, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ শূরসেনবাসী একজন সুপণ্ডিত। লাড়মপুত্র গোবিন্দ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের বালবোধ নামে টীকা প্রণয়ন করেন। ৩ মহাভারতটীকা-প্রণেতা। ইনি শাণ্ডিল্য-লক্ষ্মণ নামে পরিচিত

ছিলেন। ৪ শাণ্ডিল্যসূত্র বা ভক্তিমীমাংসাসূত্র-প্রণেতা একজন ঋষি। শাণ্ডিল্যোপনিষদ্ ও শাণ্ডিল্যস্মৃতি নামে দুইখানি গ্রন্থ এতন্নামীয় কোন ঋষিকর্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া সাধারণে প্রচলিত।

শাণ্ডিল্যলক্ষণ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

শাণ্ডিল্যায়ন (পুং) ১ শাণ্ডিল্য মুনির গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ৯।৫।১ ৬৪)

শাণ্ডিল্যায়নক (ত্রি) শাণ্ডিল্য মুনির অদূরভবস্থানাদি। (পাণিনি ৪।২।৮০)

শাণ্য (ত্রি) শাণ-যৎ। শাণ সম্বন্ধীয়।

শাত (ক্লী) শো-ক্ত, (শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা ৭।৪।৪১) ইতি পক্ষে ইত্বাভাবঃ। ১ সুখ। (ত্রি) ২ সুখী, সুখযুক্ত। (অমর) ৩ বিনাশ।

"পাণিপ্রাপ্তং পাণিদাহং নখশাতং করোতি চ।" (সুশ্রুত ৪।১)

৪ পাতন, পতন, শাণিত, নিশিত। ৫ দুর্ব্বল, কৃশ। (মেদিনী) ৬ সুন্দর। ৭ প্রভাশীল, দীপ্তিমান্। ৮ ধুস্তূর বৃক্ষ।

শাতক (পুং) রাজভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৬৩) (ত্রি) শতক-অণ্। ২ শতক সম্বন্ধীয়।

শাতকর্ণি (পুং) মুনিবিশেষ। শতকর্ণির গোত্রাপত্য। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১২)

শাতকর্ণি, একজন আলঙ্কারিক। শঙ্কর ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাতকর্ণি, দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় কএকজন রাজা। প্রথম রাজা শ্রীশাতকর্ণি বা শ্রীশান্তকর্ণি, দ্বিতীয় শাতকর্ণি, তৃতীয় সুন্দর শাতকর্ণি বা সুনন্দ, চতুর্থ চকোর শাতকর্ণি, পঞ্চম শিবশ্রী শাতকর্ণি বা শিবস্কন্দ শাতকর্ণি, ষষ্ঠ যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি এবং সপ্তম চন্দ্রশ্রী বা দন্তশ্রী শাতকর্ণি নামে খ্যাত। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবতপুরাণে এই রাজগণের নাম অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহারা সাতবাহনবংশীয় বলিয়া কথিত। নানাঘাটের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাজা ১ম শাতকর্ণি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৮০ হইতে ১৬০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইহার মহিষীর নাম নায়নিকা। হাতিগুম্ফায় প্রাপ্ত শিলাফলকে লিখিত আছে কলিঙ্গরাজ খারবেল তাঁহার রাজ্যকালের দ্বিতীয় বর্ষে অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[ভারতবর্ষ দেখ।]

শাতকুম্ভ (ক্লী) শতকুম্ভে পর্ব্বতে ভবং শতকুম্ভ-অণ্। কাঞ্চন, সুবর্ণ। (পুং) ২ ধুস্তূর বৃক্ষ। ৩ করবীর বৃক্ষ। (মেদিনী)

শাতকুম্ভময় (ত্রি) শাতকুম্ভস্য বিকারঃ, বিকারে ময়ট্। সুবর্ণ-বিকার, সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

শাতকৌম্ভ (ক্লী) ১ স্বর্ণ। (ভরত দ্বিরূপকোষ) (ত্রি) ২ সুবর্ণনির্ম্মিত বস্তু।

"শতঞ্চ শাতকৌম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চ্চসাম্।" (রামায়ণ ২।৩।১১)

শাতদ্বারেয় (পুং) শতদ্বারস্য গোত্রাপত্যং শতদ্বার (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। শতদ্বারের গোত্রাপত্য।

শাতন (ক্লী) ১ কার্শ্য, কৃশকরণ, কোন একটী স্থূল বস্তুকে কৃশ করণ। ২ বিনাশন, নাশ।

"বসন্তে সর্ব্ব শস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্।
মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ॥" (সারমঞ্জরী)

(ত্রি) ৩ ছেদক, ছেদকারী। (রঘু ৩।৪২)

শাতপত (ত্রি) শতপতি (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্। শতপতির অপত্যাদি।

শাতপত্র (ক্লী) শতপত্রমিব শতপত্র (শর্করাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইতি অণ্। শতপত্রের ন্যায়, পদ্মতুল্য, পদ্মসদৃশ।

শাতপত্রক (পুং) শাতপত্রং পদ্মমিব কন্। চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্র উত্তমরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে শাতপত্রক কহে।

'চন্দ্রিকা কৌমুদী জ্যোৎস্না প্রকাশোদ্যোত আতপঃ।
অকল্পা চন্দ্রিকায়াঞ্চ প্রকাশে শাতপত্রকঃ॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

শাতপথ (ত্রি) শতপথ-অণ্। শতপথ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়, শ্রুতি সম্বন্ধীয় শতপথ। (বৃহদারণ্যকউপ° ২।৪।৭)

শাতপথিক (পুং) শতপথব্রাহ্মণ-অধ্যেতা।

শাতপর্ণেয় (পুং) শতপর্ণের গোত্রাপত্য।

শাতপুত্রক (ক্লী) শতপুত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, শতপুত্র (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। শতপুত্রের ভাব বা কর্ম্ম।

শাতপুরশৈল (সাতপুরা পর্ব্বত), মধ্যভারতের একটী গিরি-শ্রেণী। নর্ম্মদা ও তপতী (তাপ্তী) নদীদ্বয়ের মধ্যদেশে অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি পূর্ব্বে অমরকণ্টক হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বে ইহা বিন্ধ্যগিরির অংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরে নর্ম্মদা ও তাপ্তী উপত্যকার বিভাগকারী পর্ব্বতাংশ শাতপুরা নামে বিদিত হয়। কিন্তু নর্ম্মদার উত্তরস্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতের গঠন ও বেলেপাথরের স্তররাজী এবং মহাদেব পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানের (সাতপুরা পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশের) স্তরগঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ঐ দুইটী পর্ব্বতের প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুইটী বৃহৎ নদী দ্বারা এই পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি সম্পূর্ণ পৃথক্ সীমায় আবদ্ধ থাকাতেও উহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্রতা সূচিত হয়।

অমরকণ্টককে শাতপুরার পূর্ব্ব সীমা বলিয়া গ্রহণ করিলে

সমস্ত পর্ব্বতটীকে পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬শত মাইল দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তরদক্ষিণে উহার প্রস্থ কোন কোন স্থলে একশত মাইল অমরকণ্টকের নিকট এই পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩২৮ ফিট্ উচ্চ। এখান হইতে একটী শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ১০০ মাইল বিস্তৃত হইয়া ভাণ্ডারা জেলার সালে-তেক্রী পর্ব্বতে আসিয়া মিশিয়াছে। ঐ পর্ব্বতাংশ মৈকালগিরিশ্রেণী নামে বর্ণিত এবং ইহা এই পার্ব্বত্য ত্রিকোণ অধিত্যকার মূলদেশ বলিয়া গৃহীত। এই ভিত্তি হইতে শাতপুর পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া দুইটী সমান্তরাল সূক্ষ্মকায় পর্ব্বতশাখারূপে পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। ঐ দুইটী পর্ব্বত শাখা তাপ্তী উপত্যকার সীমা রূপে গণ্য।

আশীরগড়ের পূর্ব্বাংশে এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নিম্ন থাকায় ঐ পথে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলা রেলপথ পরিচালনের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ঐ পথে জব্বলপুর হইতে খান্দেশ দিয়া বোম্বাই সহর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে। ঐ আশীরগড় নগর পর্য্যন্তই শাতপুরার প্রাচ্য সীমা।

এই পর্ব্বতের গঠনপ্রণালী অতি বিচিত্র। উত্তরে বিন্ধ্যশ্রেণী উচ্চ চূড়ায় সুদূর বিস্তৃত অধিত্যকা ব্যাপিয়া যে অববাহিকা বিস্তার করিয়াছে, এই পর্ব্বতমালাও খণ্ড খণ্ড অধিত্যকা ও উপত্যকা লইয়া সেইরূপ অববাহিকায় নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর কলেবর পুষ্ট করিতেছে। মণ্ডলাজেলায় এই পর্ব্বতের ঢাল উত্তর দিকেই অধিক। এখানে পর্ব্বতপৃষ্ঠে চারিটী প্রধান উপত্যকা আছে। ঐ চারিটী স্থান হইতে চারিটী নদী পার্ব্বত্য অববাহিকার জলরাশি বহন করিয়া নর্ম্মদাবক্ষে ঢালিতেছে। পশ্চিমাংশের উপত্যকা অপেক্ষা পূর্ব্বাংশের উপত্যকা গুলি কিছু উচ্চ, এই কারণে শেষোক্ত স্থানের জলরাশির বেগ কিছু অধিক হয় এবং তাহাতেই স্রোতের বেগও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। থারমের ও বুর্হনের নামক শাখানদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতাংশ বৃক্ষলতা-পরিশূন্য সুবিস্তৃত প্রস্তরস্তূপমণ্ডিত। উহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতক্রিয়া দ্বারা উহা ঐ ভাবে গঠিত হইয়াছে। কারণ উহার চূড়া দেশে একমাত্র বেসাল্ট ও লেটারাইট প্রস্তরস্তরই বিরাজমান। চৌড়াদাদর নামক অধিত্যকা ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩০০ ফিট্ এবং ৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

শিওনী জেলায় এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে শিওনী ও লক্ষণাদোন নামে দুইটী অধিত্যকা দৃষ্ট হয়। উহারা ১৮০০ হইতে ২২২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই দেশভাগে পর্ব্বতের ঢালু উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী। ইহার অববাহিকাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্নভূমি হইতে বেণগঙ্গা নদী উদ্ভূত। ছিন্দবাড়া জেলায়ও ঐ ঢাল দক্ষিণামুখী রহিয়াছে। এখানে পেঞ্চ ও কোলবীড়া নদীর পার্ব্বত্য উপত্যকা বিরাজিত। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু মোতূর অধিত্যকা ৩৫০০ ফিট উঠিয়াছে। বেতুল জেলায়ও ঐ ঢাল ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে আসিয়াছে। এই খানে তাপ্তী নদীর উৎপত্তি। অতঃপর সেই পার্ব্বত্যবক্ষঃ ভেদ করিয়া তাপ্তী নদী গভীর খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে খাম্‌লা পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরে শাতপুরার কতকগুলি শাখা হোসঙ্গাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। ধূপগড় (৪৪৫৪ ফিট) এখানকার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। পাঁচমাড়ী নামক অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৮১ ফিট্ উচ্চ এবং প্রায় ১২ বর্গ মাইল বিস্তৃত। এই পর্ব্বতাংশ বনরাজি বিরাজিত হওয়ায় নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে।

হোসঙ্গাবাদের দক্ষিণে বেলেপাথর ও উদ্গার্ণ প্রস্তরীভূত স্তর (metamorphic rocks) দৃষ্ট হয়। উহা ক্রমে বেতুল ও পাঁচমাড়ী পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে trap নামক প্রস্তর দৃষ্ট হয়। নিমার জেলায় এই পর্ব্বত তাপ্তী ও নর্ম্মদা নদীর উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে ইহা ১৫ মাইল প্রস্থ এবং এখানকার পর্ব্বতগাত্রে বৃক্ষলতাদি দৃষ্ট হয় না। এই পর্ব্বতাংশের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে বিখ্যাত আশীরগড় দুর্গ অবস্থিত। আশীরগড়ে শাতপুরা পর্ব্বত স্তরে স্তরে যে ভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহা তাপ্তার দক্ষিণকূল হইতে অবলোকন করিলে অনুমান হয়, রণকুশল যোদ্ধৃবৃন্দ যেন রণপ্রতীক্ষায় গম্ভীর ও শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণে খরপ্রবাহা তাপ্তী নদী বিরাজ করিতেছেন। তাহা উত্তরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন কষ্টকর জানিয়াই যেন শাতপুর আর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় নাই। তাপ্তীর উত্তরকূল হইতে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গগুলি উন্নতমস্তকে ক্রমশঃ ২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার নর্ম্মদাতটে অবগাহন মানসে যেন অবতরণ করিয়াছে। এই পর্ব্বতের সর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তে বোম্বাই হইতে আগ্রা যাইবার রাস্তা। উহা বোম্বে-আগ্রা-ট্রাঙ্করোড নামে খ্যাত।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে ৩০০০ হইতে ৩৮০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ যতগুলি শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে তুরণমলয় সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। এই অধিত্যকা অধিক দূরব্যাপী না হইলেও লম্বভাবে প্রায় ১৬ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৩৩০০ ফিট্ উচ্চ। তুরণমলয়ের পশ্চিমে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি পুনরায় সেনাসজ্জার ন্যায় নর্ম্মদা ও তাপ্তীর সম্মুখে স্তরে স্তরে দণ্ডায়মান আছে।

নর্ম্মদা ও তাপীনদীতট ও তৎসন্নিহিত পর্ব্বতমালা দেবমণ্ডলীর বিহার স্থান বলিয়া বিন্ধ্যশৈলের এই অংশ শাতপুর

নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা সাতপুরা নামেও লিখিত হইয়া থাকে। [বিন্ধ্য পর্ব্বত দেখ।]

২ মধ্য প্রদেশের শিওনী, ছিন্দবাড়া ও নাগপুর জেলায় শাতপুরা পর্ব্বতের যে দক্ষিণ ঢালু প্রদেশ বিস্তৃত আছে, তদুপরি জাত বনমালা গবর্মেণ্ট কর্তৃক রক্ষিত এবং উহা সরকারী কাগজপত্রে 'শাতপুরা বনমালা' নামে কথিত। ইহার ভূ-পরিমাণ ১০০০ বর্গ মাইল। সাজ ও সেগুণ বৃক্ষ এখানে বিস্তর আছে। বড় বড় শালগাছ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ছোট গাছ গুলি বিশেষ তত্বাবধানে রক্ষিত হইতেছে। সীতাঝরী ও সুকাটা নামক স্থানে শালের নূতন চাস বসিয়াছে।

শাতভিষ (ত্রি) শতভিষা-অণ্। শতভিষানক্ষত্র সম্বন্ধীয়। (পা৪।২।৮)

শাতভিষজ (ত্রি) শতভিষক্জাত। (পাণিনি ৪।৩।৩৬)

শাতভীরু (পুং) মদনমালী নামক মল্লিকা বৃক্ষ।

'শাতভীরুর্ভদ্রবল্লী ভূমিমণ্ডোহষ্টপাদিকা।' (রত্নমালা)

শাতমন্যব (ত্রি) শতমন্যু-অণ্। শতমন্যু সম্বন্ধীয়, ইন্দ্র সম্বন্ধীয়।

শাতমান (ত্রি) শতমানেন ক্রীতং শতমান (শতমানবিংশতিকেতি। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্। শতমান দ্বারা ক্রীত, শত পরিমাণ বিশেষ দ্বারা যাহা কেনা হইয়াছে।

শাতরাত্রিক (ত্রি) শতরাত্রভব, যাহা শতরাত্রি ধরিয়া হয়। (কাত্যা° গৃহ্য° ২।৬।১৪)

শাতলা (স্ত্রী) শাতং ছেদং লাতীতি,লা-ক। সাতলা, চলিত চৰ্ম্মকষা, মনসা গাছ। (অমরটীকায় ভরত)

শাতলেয় (পুং) শতল-ঠক্। শতলের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শাতবনেয় (পুং) শত যজ্ঞকারীর পুত্র, যিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে শতবনি কহে। শতবনির অপত্য শাতবনেয়-"শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুনীথে" (ঋক্ ১।৫৯।৭) 'শাতবনেয়ে শতসংখ্যাকান্ ক্রতূন্ বনতি সম্ভজত ইতি শতবনিঃ তস্য পুত্রঃ শাতবনেয়ঃ' (সায়ণ)

শাতশূর্প (পুং) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যভেদ।

শাতশৃঙ্গিন্ (পুং) মেরুর উত্তরদিক্স্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।
ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগাঃ॥" (মার্ক° পু° ৫৫।১৩)

শাতহ্রদ (ত্রি) বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়।

শাতাতপ (পুং) সংহিতাকার ঋষিভেদ।

"শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

শাতাতপ প্রভৃতি ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডদান করিবার সময় ইঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ঋষি শাতাতপ যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম শাতাতপসংহিতা। এই সংহিতা ৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য উহার উল্লেখ করিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বিজ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থেও শাতাতপস্মৃতির বচন উদ্ধৃত আছে। বৃদ্ধ শাতাতপের বচনও হলায়ুধ, হেমাদ্রি প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাতাতপীয় (ত্রি) শাতাতপসম্বন্ধীয়। শাতাতপ প্রণীত কর্ম্মবিপাক। কোন কর্ম্ম করিলে কিরূপ নরক, এবং নরক ভোগের পর কোন কোন ব্যাধি ও জন্ম প্রভৃতি হয়, তাহা শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। [কর্ম্মবিপাক দেখ।]

শাতাহর (পুং) শতাহরের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শাতাহরেয় (পুং) শাতাহরের গোত্রাপত্য।

শাতিন্ (ত্রি) ছেদক, ছেদকারী। (রঘু ৩।৪২)

শাত্রব (ক্লী) শত্রোর্ভাবঃ সমূহো বা শত্রু-অণ্। ১ শত্রুভাব, শত্রুতা, শত্রুর কার্য্য। ২ শত্রুসংহতি, শত্রুসমূহ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ শত্রুসম্বন্ধী।

"তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতা পানভূময়ঃ।
নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ॥" (রঘু ৪।৪২)

(পুং) শত্রুরেব স্বার্থে অণ্। ৪ শত্রু। (মাঘ ১৪।৪৪)

শাত্রুন্তপি (পুং) শত্রুন্তপ-জনপদবাসিভেদ।

শাত্রুন্তপীয় (পুং) শত্রুন্তপি জনপদের রাজা।

শাদ (পুং) শো তনূকরণে (শাশপিভ্যাং দদনৌ। উণ্ ৪।৯৭) ইতি দ। ১ কর্দ্দম, কাদা। ২ শষ্প।

শাদন (ক্লী) পতন।

শাদহরিত (ত্রি) শাদৈঃ শষ্পৈঃ হরিতঃ। শাদ্বল, নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান।

শাদা (পারসী) শ্বেতবর্ণ, শুভ্র, শুক্ল।

শাদাকাঙ্কুর (দেশজ) গুল্মভেদ।

শাদাকেওড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

শাদাজবা (দেশজ) শ্বেতজবা।

শাদাজাতি (দেশজ) শ্বেতবর্ণ জাতিপুষ্পবিশেষ।

শাদাজামাইপুলি (দেশজ) ১ পুলিপিঠাভেদ। ২ বৃক্ষভেদ।

শাদাতুতি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

শাদাধুতি (দেশজ) বস্ত্র বিশেষ। যে বস্ত্রে কোন প্রকার রঙ্গিন পাড় না থাকে, তাহাকে শাদাধুতি কহে। হিন্দু বিধবা স্ত্রী ও বয়োবৃদ্ধ পুরুষে এই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। সধবা স্ত্রীগণ এই বস্ত্র পরিধান করে না।

শাদাধুতুরা (দেশজ) শ্বেতবর্ণ ধুস্তুর।

শাদানটিয়া (দেশজ) শ্বেতবর্ণ নটে-শাক।

শাদাবুড়ি (দেশজ) গুল্মভেদ।

শাদাহাজারমণি (পারসী) গুল্মভেদ।

শাদী (পারসী) বিবাহ।

শাদমানখাঁ, একজন গক্কর সর্দ্দার।

শাদী (সাদী), স্বনামপ্রসিদ্ধ পারসীকবি। ইনি কবিজগতে উচ্চাসন লাভ করিলেও হাফিজের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইঁহার প্রকৃত নাম শেখ মসালহ্-উদ্দীন্। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সিরাজ নগরে ইহার জন্ম এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। পারস্তরাজ শাদ্‌বিন্ জঙ্গীর রাজ্যকালে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। রাজার নামের সার্থকতা রক্ষাহেতু ইহাকে শাদী উপাধি দেওয়া হয়।

বাল্যকাল হইতে শাদী উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করেন। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার হৃদয়ে দয়া ও ধর্ম্মের প্রবল বন্যা আসিয়া সমুদিত হয়। এই কারণে তিনি দর্‌বেশবেশে জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন এবং প্রায় ১৪শ বার মক্কাযাত্রা করেন। [হাফিজ দেখ। [

শাদীখাঁ, একজন আফগানসর্দ্দার। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সেনাপতি আলী কুলীখাঁর সহিত ইহার যুদ্ধ হয়।

শাদী বে উজবক, অকবর শাহের একজন সেনাপতি। পাতশানামায় ইহার নাম শাদীখাঁ শাদীবেগ ও একহাজার সেনানায়ক বলিয়া লিখিত আছে। ইহার পিতার নাম নজর বে উজবক। ইনি মৎলব খাঁর অধীনে তারিখীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

শাদীবেগ সুজায়ৎ খাঁ, বাদশাহ শাহজহানের একজন সেনাপতি। ইনি জানিস্ বাহাদুরের পুত্র, উক্ত সম্রাটের রাজ্যকালের ৭ম বর্ষে শাদ্‌খাঁ উপাধিসহ ইনি ১ হাজারী পদ পান। ১২শ বর্ষে ইনি বাহ্লিকরাজ নজর্ মহম্মদ খাঁর নিকট ভারতসম্রাটের দূতরূপে গমন করেন। ১৪শ বর্ষে ১॥০ হাজারী পদ ও ভক্করের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পরে ঘৈরাত খাঁর মৃত্যু ঘটিলে ইনি ২ হাজারী মনসবদার ও ঠাঠার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯শ বর্ষে তিনি রাজকুমার মুরাদবক্সের সহিত বাহ্লিক ও বদকসান অভিমুখে অভিযান করেন। ২১শ বর্ষে রাজা শিবরামের পদচ্যুতি হইলে ইঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় এবং তৎপরবর্ষে ইনি রাজপুত্র অরঙ্গজেবের সঙ্গে কান্দাহার ও বস্ত্ বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। ২৩শবর্ষে ইনি ৩ হাজারী পদাতিক ও ২॥০ হাজার অশ্বারোহী সেনানায়কপদ ও মর্য্যাদাসূচক পতাকা ও ডঙ্কা প্রাপ্ত হয়। ইহার দুই বর্ষ পরে, অর্থাৎ সম্রাট্ শাহ জহানের রাজ্যকালের ২৫শ বর্ষে ইনি পুনরায় কান্দাহার-বিজয়ে গমন করেন। সম্রাট্ শাহজহান ইহার যুদ্ধ-নিপুণতায় বিমুগ্ধ হইয়া কাবুলে আসিয়া ইহাকে ৩॥০ হাজারী পদাতিক ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনানায়কের পদে উন্নীত করেন। ঐ সময়ে তিনি শাদীবেগকে সুজায়ৎ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি পুনরায় সম্রাটের ২৬শ বর্ষে দারাসিকোর সহিত কান্দাহার জয়ে এবং রুস্তম খাঁর সহিত বস্ত্ বিজয়ে যাত্রা করেন। ইহারই কিছুকাল পরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

শাদ্বল (ত্রি) শাদ (নড়শাদাৎডড্বলচ্। পা ৪।২।৮৮) ইতি ড্বলচ্। নবতৃণবহুল দেশ, নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান। ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে,শাদশব্দে নবতৃণ, এই নবতৃণ যে স্থলে বিদ্যমান আছে, এই স্থানকে শাদ্বল কহে। "শাদো নবতৃণং বিদ্যতেহত্র শাদ্বলঃ, শষ্পবাচিন এব শাদ শব্দাদ্ বলঃ স্তাৎ ন তু পঙ্কবাচিনোঽনভিধানাৎ' (ভরত)

শাদ্বলবৎ (ত্রি) শাদ্বল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শাদ্বলবিশিষ্ট, শাদ্বলযুক্ত। (পার° গৃহ্য° ৩।১৩)

শাদ্বলাভ (পুং) শাদ্বলস্ত আভাইব আভা যস্ত। মন্দবিষ বৃশ্চিক ভেদ, এই বৃশ্চিকের বর্ণ শাদ্বলের ন্যায়, এই জন্য ইহাকে শাদ্বলাভ কহে। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

শাদ্বলিত (ক্লী) শাদ্বল-ইতচ্। শাদ্বলরূপতা, শাদ্বলবর্ণত্ব।

"ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা।
ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্ণতে॥" (ভাগবত ১০।১৮।৬)
'শাদ্বলিতং শাদ্বলরূপতাং' (স্বামী)

শাদ্বলিন্ (ত্রি) শাদ্বল অস্ত্যর্থে ইনি। শাদ্বলবিশিষ্ট, শাদ্বলযুক্ত। (রামায়ণ ৪।৫।১১)

শান, তেজঃ। ভ্বাদি° উভ° সক° সেট্। লট্ শীশাংসতিতে। পরার্থে শানয়তি। কাহারও কাহারও মতে শানতি।

শান (পুং) শাণ। (অমরটীকায় ভরত) (দেশজ) ২ সোপান।

শান, ব্রহ্মরাজ্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা তৈ বা থৈ নামেও পরিচিত। হিন্দু-চীন বলিয়াও প্রখ্যাত। উত্তরে চীন ও তিব্বতপ্রান্তে, বিশেষতঃ ২৫॥০ অক্ষাংশ হইতে শ্যামউপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত ১৩॥০ অক্ষাংশে ইহাদের বাস দেখা যায়। মণিপুর নদীর উপত্যকাভূমি, খেন্দবেন, ইরাবতী, শালবিন্ ও মেনাম্ নদীর শাখাপ্রশাখাতীরে এই জাতির বাস আছে। শ্যামদেশীয় ভাষায় ইহারা থৈ নামে কথিত এবং লেয়স, শান, আহোম ও খাম্‌তী নামক চারিটী প্রধান বিভাগে ইহারা বিভক্ত। স্থানে স্থানে ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হইয়া এক একটী ক্ষুদ্রবংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখনও ইরাবতীতীর হইতে আনামরাজ্যের পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ শানজাতির অধিকৃত। চীনসীমা হইতে শ্যামোপসাগর-

তীর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডবাসী সমগ্র শানজাতিকে যদি একত্র সন্নিবেশিত করা যায় তাহা হইলে, ইহারা পূর্ব্বএসিয়ার একটী মহতী শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ব্রহ্মবাসীকে মধ্যে রাখিয়া উত্তরপশ্চিম, উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিমে পরিক্রম করিলে আসাম ও ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি, মণিপুররাজ্য, যুনানপ্রদেশ, বাঙ্কক ও কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক শানজাতির বাস দেখা যায়। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সকলেই কতক পরিমাণে সুসভ্য এবং সকলেরই ভাষা প্রায় একরূপ; তবে স্থানভেদে ভাষাগত সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়।

শ্যামবাসী শানজাতির ন্যায় অন্যান্য স্থানবাসী শানজাতির মধ্যেও কিংবদন্তী আছে যে, তাহারা একসময়ে একটা বলশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রহ্মরাজ্যের উত্তরে তাহাদের রাজ্যও ছিল, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহারা সেই রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কালধর্ম্মে যেন কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক বিভাগে একএকজন সর্দ্দার এবং কোন কোন রাজ্য সামন্তরাজের অধীন হইয়াছে। একমাত্র শ্যামরাজ্যই শানজাতির অতীত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। উত্তরে যতগুলি সামন্তসর্দ্দার আছেন সকলেই এখন ইংরাজ-রাজের অধীন। মুঙ-যু-বে, মুয়ে-লাৎ, মোনে, লেগ্যা, থেয়িন্নে, মোরমিয়েৎ, থুঙবেন, কৈঙ্গমা-মৈঙ্গ-মৈঙ্গ, মৈঙ্গ লেঙ্গ-গ্যো, কৈঙ্গ-হুঙ্গ, কৈঙ্গ-তুঙ্গ ও কৈঙ্গ-খেন্ নামক স্থানবাসী শান-সামন্তেরা ব্রহ্মরাজকে কর দিত। ঐ স্থান কয়টী শালবিন নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কুবো-উপত্যকা, নাম-কাথে বা মণিপুর নদীতীর, ইরাবতীর দক্ষিণতীরস্থ বামো নামক স্থানে মেনাম নদীতীরে শানরাজ্য আছে। এই সকল রাজ্য পর্ব্বতের গভীর জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত এবং সহজে কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। মণিপুরীভাষায় শানজাতিকে কুবো বা কবু বলে।

শ্যামরাজ্যের লেওসবিভাগ একটী শানরাজ্য। এখানকার অধিবাসীরা উত্তর ইরাবতীতীরে কতকপরিমাণে সিঙ্গফো নামক ব্রহ্মজাতির সহিত মিশ্রিত হইলেও দক্ষিণের শানগণ এখনও আপনাদের ছোট-তৈ বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা প্রকৃত লেওসবাসী শানদিগকে বড়-তৈ বলিয়া জানে। পূর্ব্বে ইহারা কাম্বোজপতির অধীন ছিল। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে ইহারা আপনাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে উত্তরইরাবতীদেশে লৌ নামে একটী জাতি আপন প্রতিভায় নানা দেশ জয় করে। মুঙ্গ-গৌঙ্গ নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা আসাম জয় করিয়া আহোম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মেই-কোঙ ও মেনাম নদীর অববাহিকাভূমে ও যুনানপ্রদেশের কতকাংশে এই আহোমদিগের আদি বাস ছিল। মতান্তরে উত্তরপশ্চিমভাগের আহোমেরা ১২শ শতাব্দীতে আসামে আইসে; ঐ সময়েই শ্যামবাসীরা শ্যামরাজ্যে চলিয়া যায়। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে পোঙ্গরাজ চুকাফা প্রথমে আহোম উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে তাহারা সদলবলে মিলিয়া উপত্যকা জয় করিয়া খাম্‌তীতে রাজপাট স্থাপন করে। এই সময় হইতেই আহোমদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহারা আহোম বলিয়া আখ্যাত হয়। [আহোম দেখ।]

ভামো নগরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে যে সকল শান-জাতি বাস করে তাহাদের এবং চীনসীমান্তস্থিত লৌজাতির ভাষার সহিত শ্যাম-ভাষার অধিকতর সংশ্রব দৃষ্ট হয়। কিন্তু য়ুনানের চীনভাষার সহিত লৌদিগের ভাষায় অনেক পার্থক্য আছে। [বিস্তৃত শ্যাম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শানজাতি কর্ম্মঠ ও দৃঢ়কায়। ইহাদের নাক চেপ্টা। ইহারা রূপার বাসন ও নানা শিল্পপূর্ণ পাত্র নির্ম্মাণ করিতে জানে। ১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগে আবা ও অমরাপুর রাজধানীতে প্রায় ২৫ হাজার কাথে-শান কারিগর ছিল। মান্দালয়ের দক্ষিণপশ্চিমস্থ শানপ্রদেশে টিন পাওয়া যায়। এখানে ও পাগান জেলায় লৌহও পাওয়া গিয়াছে। উহার অল্পবিস্তর কাজও এখানে হয়।

শানক (দেশজ) মাটীর পাত্রভেদ, সরা অপেক্ষা বড়। শানক বা শানকী কাচনির্ম্মিতও হয়। মুসলমানেরা উহা ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শানকর্‌মচা (দেশজ) করমচা বৃক্ষবিশেষ। ২ করমচাভেদ। (Carissa diffusa)

শানদু (শান্দু), আরাকান ও নিম্নব্রহ্মবাসী একটী আদিম অসভ্যজাতি।

শানপাদ (পুং) পারিপাত্রপর্ব্বত, এই পর্ব্বতের বিবরণ হরিবংশে ১৩১ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২ চন্দনঘর্ষণ, পাষাণ, চলিত চন্দনপীড়ি, যে শিখাখণ্ডে চন্দন ঘসা হয়।

শানবতী, প্রাচীন জনপদভেদ। (ভারত ২।৫২।১৬)

শানবাঁধান (দেশজ) ইষ্টকদ্বারা ঘাট বাঁধান (জলাশয়)।

শানম্‌পুড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলায় কন্দুকুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গ্রামের পূর্ব্বাংশে নদীকূলে সোমেশ্বর স্বামীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। পশ্চিমাংশে একটী পর্ব্বতের উপর কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

শানশিলা (স্ত্রী) শানার্থং শিলা। শানপাথর, যে পাথরে লৌহাদির শান দেওয়া হয়।

শানষ্টেট্‌, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যের একটী প্রদেশ।

শানা (দেশজ) ১ শাণ দেওয়া, অস্ত্রাদির ধার মন্দ হইলে শাণ পাথরে উহা মার্জ্জিত করিয়া লইলে তাহাকে শানা কহে। ২ বস্ত্র বয়নার্থ তাঁতের অংশবিশেষ।

শানাম্‌, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। তালগাছ কাটিয়া তাড়ি প্রস্তুত করা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা অপদেবতার পূজা করিয়া থাকে।

শানী (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শানৈশ্চর (ত্রি) শনৈশ্চর-অণ্‌। শনৈশ্চর অথবা শনিগ্রহ সম্বন্ধীয়।

শান্ত (ত্রি) শম-ক্ত (বা দান্তশান্তেতি। পা ৭।২।২৭) ইতি নিপাতিতঃ। ১ উপশমপ্রাপিত। ২ প্রাপ্তোপশম, শমতাপ্রাপ্ত, পর্য্যায়—শমিত, শ্রান্ত, জিতেন্দ্রিয়। ৩ অনুদ্ধত। ৪ শিষ্ট। ৫ নিবৃত্ত। ৬ বিনীত। ৭ মৃত। ৮ বিনষ্ট। ৯ পরিস্কৃত, বিশুদ্ধীকৃত। ১০ মলযুক্ত। ১১ অভিযুক্ত। (মেদিনী) (পুং) ১২ রস বিশেষ, শান্তরস। নবরসের একটী রস। ইহার লক্ষণ—

"শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তম প্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ॥
অনিত্যত্বাদিনা শেষবস্তুনিঃসারতা তু যা।
পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥
পুণ্যাশ্রমহরিক্ষেত্রতীর্থরম্যবনাদয়ঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ॥
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবা স্তথাস্য ব্যভিচারিণঃ।
নির্ব্বেদহর্ষস্মরণমতিভূতদয়াদয়ঃ॥" (সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরি°)

এই রসের স্থায়িভাব শম, নায়ক উত্তম প্রকৃতি এবং কুন্দেন্দু সুন্দরছায় অর্থাৎ সুন্দর আকৃতি, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারায়ণ। এই সংসার বা জগৎ অনিত্য, সকলই অসার, একমাত্র পরমাত্মাই সার, ইত্যাদি রূপভাবনাই ইহার আলম্বন। পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, তীর্থস্থল, রম্য বনাদি, এবং মহাপুরুষ ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাব। নির্ব্বেদ, হর্ষস্মরণাদি ব্যভিচারিভাব।

যে স্থলে সুখ বা দুঃখ, রাগ বা দ্বেষ, প্রিয় বা অপ্রিয়, ইত্যাদি কোন রূপ ইচ্ছাই না থাকে এবং শমপ্রধান হইয়া থাকে, তথায় শান্তরস হয়। এই রসে শান্তিপ্রিয়তাই প্রধান কার্য্য।

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা
ন রাগদ্বেষৌ ন কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ
সর্ব্বেষু ভাবেষু শমঃ প্রমাণঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

কেহ কেহ বলেন যে, মানব যখন সংসার দশায় নানা প্রকার দুঃখে নিপীড়িত হইয়া বিবেকসাহায্যে এক মাত্র মোক্ষমার্গে পরমাত্মচিন্তনে কালাতিপাত করে, তখন তাহার সুখ বা দুঃখ কোন বিষয়েই ইচ্ছাদি থাকে না, সুতরাং তখন তাহার উদ্দীপন, আলম্বন, সঞ্চারী ও ব্যভিচারী প্রভৃতি কোন ভাবই হয় না, অতএব ইহা রস হইতে পারে না। কারণ শৃঙ্গার প্রভৃতি যে সকল রস আছে, তাহাদের আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি ভাব আছে; যাহার কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই, তাহার পক্ষে এই সকল ভাব অসম্ভব। সুতরাং ইহা কি প্রকারে রস হইতে পারে। "ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা' ইত্যেবং রূপস্য শান্তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপাপত্তিলক্ষণায়াং প্রাদুর্ভাবাৎ তত্র সঞ্চার্য্যাদীনামভাবাৎ কথং রসত্বমিত্যুচ্যতে।

যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ সএব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্য্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা॥

যশ্চাস্মিন্ সুখাভাবোঽপ্যুক্তস্তস্য বৈষয়িকসুখপরত্বান্ন বিরোধঃ উক্তং হি।

'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহাসুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥
সর্ব্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ।
অত্রান্তর্ভাবমর্হন্তি দয়াবীরাদয়স্তদা॥
আদিশব্দাৎ ধর্ম্মবীরদানবীরদেবতাবিষয়রতিপ্রভৃতয়ঃ।'
(সাহিত্যদ° ৩পরি°)

যাঁহারা বলেন, শান্ত রস হইতে পারে না, তাহাদের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যুক্ত বা বিযুক্তাবস্থায় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় বা সংসারবৈরাগ্যদশায় অবস্থিত যে শমগুণপ্রধান তাহার শান্তরস হইবে এবং সঞ্চার্য্যাদি ভাবাবস্থাও তাহাতে বিরুদ্ধ হইবে না। কারণ শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহজগতে কাম, সুখ ও দিব্য মহাসুখ প্রভৃতি যে সকল সুখ আছে, তৃষ্ণাক্ষয় জন্য যে সুখ, উহা তাহার ১৬ ভাগের এক ভাগ নহে। সুতরাং সকল প্রকারেই যদি অহঙ্কাররাহিত্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে দয়াবীর প্রভৃতি অন্তর্ভূত হইবে। অর্থাৎ ইহাদের দেবাবিষয়ে রতি, সাধুসংসর্গে আগ্রহ প্রভৃতি আলম্বন-উদ্দীপনাদি ভাব পরিলক্ষিত হইবে। শান্ত নব রসের মধ্যে একটী রস। পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলি ইহার প্রধান লক্ষণ। অনিত্য চিন্তা ইহার সূত্রফল ও ভোগবিরাগ পরমাত্ম-চিন্তন প্রভৃতি আলম্বনাদি ভাব লইয়া এই রস হইবে।

সাহিত্যদর্পণে দেবাবিষয়ক রতির একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"তত্র দেববিষয়া রতির্যথা-

কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনী রোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্ ।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°)

কবে আমি বারাণসীতে গঙ্গাতীরে কৌপীনবাস পরিধান করিয়া মস্তকে অঞ্জলিপুটে 'হে মহাদেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' বলিতে বলিতে দিন সকল নিমিষ কালের ন্যায় অতিবাহিত করিব।

১৩ কৃশ। 'শিত শান্তৌ কৃশে তীক্ষ্ণে' (হেম)

১৪ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৪।২২)

শান্তক (ত্রি) শম-ক্ত, স্বার্থে ক। ১ শান্ত। ২ শমতাকারী। ৩ বাঙ্গালার সারণজেলার সেবান তহশীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

শান্তকর্ণ (পুং) আন্ধ্রবংশীয় রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১২১) [শাতকর্ণি দেখ।]

শান্তগতিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধরমণীভেদ। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

শান্তগুণ (ত্রি) শমগুণবিশিষ্ট।

শান্ততা (স্ত্রী) শান্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শান্তের ভাব বা ধর্ম্ম, শমগুণপ্রধানতা, শান্তত্ব।

শান্তনব (পুং) শন্তনোরপত্যং পুমান্, শন্তনু-অণ্। শন্তনুরাজ পুত্র, ভীষ্মদেব। (ত্রিকা°)

শান্তনব আচার্য্য, উণাদিসূত্র ও ফিট্সূত্রবৃত্তি নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা।

শান্তনু (পুং) দ্বাপর যুগের চন্দ্রবংশীয় রাজভেদ। রাজা প্রতীপের পুত্র। এই শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। পর্য্যায়—মহাভীষ্ম, প্রাতীপ, প্রতীপ, প্রতিপ। (শব্দরত্না°) [শন্তনু শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভাগবতে শান্তনু নামের এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে—জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে কর দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সে যৌবন লাভ ও শ্রেষ্ঠা শান্তি লাভ করিত, এই জন্য তাহার নাম শান্তনু হয়।

"ঋক্ষস্তস্য দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজাঃ।
দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজঃ ॥
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেষ্যতি।
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥"

(ভাগবত ৯।২২ অ°)

২ কুধান্য বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) ৩ কর্কটিকা, কাকুড় গাছ। (রত্নমালা)

শান্তপল্লি (শেন্তাপিল্লী), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোণাড় গ্রাম হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪২´ পুঃ। এখানে একটী গণ্ড-শৈলশৃঙ্গের উপর শান্তপল্লি-আলোকবাটিকা বিদ্যমান আছে। বিমলীপত্তন বন্দরে জাহাজ আসিয়া লাগিবার সময় পাছে জলগর্ভস্থ পর্ব্বতে আহত হয়, এই ভয়ে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঐ আলোঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমুদ্রকূল হইতে ৬।০ মাইল ব্যবধানে স্থাপিত হইলেও সমুদ্রপৃষ্ঠস্থ ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজ হইতে এই আলোক দৃষ্ট হয়।

শান্তপ্রকৃতি (ত্রি) শান্তা প্রকৃতির্যস্য। শান্ত-স্বভাব।

শান্তভয়, প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৪৩)

শান্তমতি (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°) (ত্রি) শান্তা মতি র্যস্য। ২ শান্তবুদ্ধি, শিষ্টপ্রকৃতি।

শান্তবয় (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ, ধর্ম্মসারথির পুত্র। পাঠান্তর 'শান্তরজস্'। (ভাগবত ৯।১৭।১২)

শান্তরূপ (ত্রি) শান্তপ্রকৃতি।

শান্তবীর দেশিকেন্দ্র, একাক্ষরনিঘণ্টু-প্রণেতা।

শান্তলদেবী, হোয়সলবংশীয় রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের (অপর নাম বীরগঙ্গ)-মহিষী। ইঁহার অপর নাম লকুমাদেবী।

শান্তশ্রী (পুং) প্রচণ্ড দেবের নামান্তর। (ললিতবি°)

শান্তসুমতি (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

শান্তসূরি (পুং) ১ একজন জৈনটীকাকার। ২ জাতকসার-রচয়িতা।

শান্তসেন (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ, সুবাহুর পুত্র। (ভাগবত ১০।৯০।৩৮)

শান্তা (স্ত্রী) দশরথ রাজার কন্যা, রাজা দশরথ লোমপাদকে এই কন্যা দত্তকপুত্রিকারূপে দান করিয়াছিলেন। লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সহিত ইহার বিবাহ দেন।

"কন্যাং দশরথো রাজা শান্তাং নাম ব্যজীজনৎ।
অপত্যকৃতিকাং রাজ্ঞে লোমপাদায় যাং দদৌ ॥"

(উত্তররামচরিত ১অ°)

২ শমীভেদ। পর্য্যায়—শুভা, ভদ্রা, অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া। ৩ আমলকী। (রাজনি°)

৪ দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিত একটী নদী। তাপ্তী নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। (তাপীখণ্ড)

৫ একটী গণ্ডগ্রাম। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

শান্তাত্মন্ (ত্রি) শান্তি আত্মা স্বভাবো যস্য। শান্তস্বভাব, শিষ্ট, সাধুপ্রকৃতি।

শান্তানু, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।৬৭)

শান্তাশান্তি, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম।

(ভবিষ্যব্র°খ° ৪২।২০)

শান্তি (স্ত্রী) শম-ক্তিন্। ১ কামক্রোধাদি প্রশম, চিত্তোপশম। নাগোজীভট্ট শান্তি শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের উপরম ; শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয় হইতে উপরত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে শান্তি কহে। পর্য্যায়—শমথ, শম, প্রশম, উপশম, প্রশান্তি, তৃষ্ণাক্ষয়। (হেম) ক্রিয়াযোগসারে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু সংপ্রাপ্য স্বল্পং বা যদি বা বহু।
যা তুষ্টির্জায়তে চিত্তে শান্তিঃ সা গদ্যতে বুধৈঃ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৫ অ°)

অত্যল্প বা বহু যে কিছু সামান্য বস্তুতেই চিত্তের যে পরিতোষ জন্মে, তাহাকে শান্তি কহে। অধিক পাইলেও আনন্দ নাই, এবং অল্পেও দুঃখ নাই, চিত্তের এইরূপ যে পরিতোষ, তাহার নাম শান্তি।

গীতায় লিখিত আছে যে—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

(গীতা ২।৭০)

জল যেরূপ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও অচলভাবে অবস্থিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া বিলীন হয়, সেইরূপ যখন কামনা সকল পুরুষের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, তখন তিনি শান্তি লাভ করিতে পারেন। কামকামী অর্থাৎ কামনাপূর্ণ ব্যক্তি শান্তির সুকোমল ছায়া কখনই প্রাপ্ত হন না। চিত্ত যখন কামনাশূন্য হয়, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত প্রভৃতি ভাব সকল দূর হয়, তখন শান্তি হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচিত্তে শান্তি হইতে পারে না। যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখও নাই।

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥" (গীতা ২।৬৬)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল বিজিত না হয়, ততক্ষণ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মে না। এই আত্মজ্ঞান না জন্মিলে শান্তি লাভ হয় না। অশান্ত ব্যক্তির সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা শান্তিপ্রয়াসী, তাহারা প্রথমে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া ভগবদুপাসনায় চিত্ত নিবিষ্ট করিলে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইলেই শান্তিলাভ হইল।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে শান্তি শব্দের মোক্ষ অর্থ স্থির করিয়াছেন।

২ ধর্ম্ম দ্বারা গ্রহদোঃস্থ দুঃস্বপ্নাদিসূচিত ঐহিক অনিষ্ট হেতু দুরিত নিবৃত্তি। গ্রহাদি বিগুণ হইয়া যে স্থলে অনিষ্ট ঘটে, সেই স্থলে কোন দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ অনিষ্টের নিবৃত্তি হইলে তাহাকে শান্তি কহে। গ্রহবিরুদ্ধ হইলে গ্রহদিগের পূজা, দান, স্তব, কবচ, হোম প্রভৃতি দ্বারা বা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং নারায়ণকে তুলসী প্রভৃতি দান করিলে বৈগুণ্যশান্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নামে আখ্যাত। যে রূপ অঙ্গে কবচধারণ করিলে শস্ত্রের বাধক হয়, তদ্রূপ দৈবোপঘাত ব্যক্তির শান্তিই বারক অর্থাৎ দৈববিরুদ্ধ হইলে শান্তি করিলে তাহার প্রশমন হয়।

"যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকম্।
তথা দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণম্॥"

'বালগ্রহভূতগ্রহনরাধিপপ্রবলতরশত্রুদুঃসহরোগাভিভবাদ্ভুতদুঃস্বপ্নগ্রহদোঃস্থাদিনিমিত্তকং শান্তিকর্ম্মাপি মলমাসে কর্ত্তব্যং।"

(মলমাসতত্ত্ব)

শান্তিকর্ম্ম বিশুদ্ধ দিনে করিতে হয়। কিন্তু যে স্থলে গ্রহাদির প্রবলপ্রকোপ বশতঃ কঠিন পীড়াদি হয়, তথায় মলমাসেও শান্তিকর্ম্ম করিতে পারিবে। কিন্তু মলমাস হইলেও বিশুদ্ধ দিন দেখিয়া শান্তি কর্ম্ম বিধেয়। যথাবিহিত শান্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বালগ্রহ, ভূতগ্রহ, রাজভয়, প্রবলতর শত্রু, দুঃসহরোগাভিভব, দুঃস্বপ্ন, গ্রহবিরুদ্ধ প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। অতএব গ্রহাদি বিগুণ হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহার শান্তি করা কর্ত্তব্য।

রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে অদ্ভুত-শান্তির বিধান উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বিরুদ্ধের নাম অদ্ভুত, অর্থাৎ যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অদ্ভুত শব্দবাচ্য; হঠাৎ যদি এক কাক আসিয়া গায় পড়ে, গৃহে পেচকাদি প্রবেশ করে, গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন হয়, তাহাকে অদ্ভুত কহে। দেবগণ মানবকে অশুভ ভাব অবগত করাইবার জন্য এইরূপ দেখাইয়া থাকেন। মানব উক্ত সকল উৎপাত দর্শনে তাহার ভাবী অনিষ্ট বুঝিতে পারিয়া আথর্ব্বণ বিধি অনুসারে শান্তি করিবে। বিধিবিধানে শান্তি করিলে তাহার আর ভাবী অনিষ্টের ভয় থাকে না।

রজস্বলা স্ত্রীগমন, গো, অশ্ব ও ভার্য্যায় যমজ সন্তান প্রসব বা বিজাতীয় প্রসব, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, বনকুক্কুট, রক্তপাদ ও বনকপোতের গৃহ প্রবেশ, অথবা মনুষ্যের পরিপতন, শ্বেতবর্ণ ইন্দ্রায়ুধ, বা রাত্রিকালে ইন্দ্রায়ুধ, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, সূর্য্যোপমণ্ডল, চন্দ্রোপমণ্ডল, গন্ধর্ব্বনগরদর্শন, ভূকম্প, ধূমকেতু ; রক্ত, শস্ত্র, বসা, অস্থি প্রভৃতি পতন, পেচক ও বানরাদি গৃহে প্রবেশ ও অকালে ফল পুষ্পাদির উদ্গম এবং সপ্তাহ ধরিয়া বৃষ্টি হইলে ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত বিধি অনুসারে শান্তি করা কর্ত্তব্য।

যদি এইরূপ অদ্ভুত বিপদে শান্তি না করা হয়, তাহা হইলে

গৃহপতির মৃত্যু বা সর্ব্বস্বনাশ হইয়া থাকে। এই শান্তির বিধানে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে বিশুদ্ধ দিনে দেবপূজাদি শেষ করিয়া স্বস্তিবাচন এবং পরে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প যথা—

"ওঁ তৎসৎ বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকাদ্ভুতসূচিত-দোষোপশমনকামঃ কাত্যায়নোক্তশান্তিমহং করিষ্যে" সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ এবং স্বগৃহোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া পরে বরদ নামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা, অদ্ভুতায়য়ে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা, ওঁ বসবে স্বাহা, ও মৃত্যবে স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো স্বাহা ইহাদের হোম করিয়া পরে আবার চরু দ্বারা ইহাদের হোম করিবে। এইরূপে হোম শেষ করিয়া ঘৃতপায়সাদি ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাসহ পরিতোষ করিবে। অথবা স্বগৃহোক্ত অগ্নিস্থাপন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সপ্রণবগায়ত্রী ও বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম এবং নবগ্রহ হোম করিয়া তাহা-দিগের পূজা করিলেও এই শান্তি হয়।*

দুঃস্বপ্ন ও অনিষ্ট প্রভৃতি দর্শনেও ব্রাহ্মণকে ঘৃত ও কাঞ্চন দান এবং ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিভোজন করাইলে শান্তি হয়। (কৃত্যতত্ত্ব)

বৈষ্ণবামৃতে ব্যাসবচনে লিখিত আছে যে, "নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে ভগবান্ নারায়ণকে তুলসী দিলে সকল শান্তি হয়। তুলসী দ্বারা নারায়ণ-পূজাই মহাশান্তি। ইহাতে সকল বিপদ্ দূর হয়। গ্রহযজ্ঞ ও শান্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা ক্লেশের আবশ্যক নাই। এক মাত্র তুলসী দানেই সকল শান্তি হইয়া থাকে।

"গ্রহযজ্ঞৈঃ শান্তিকৈশ্চ কিং ক্লিশ্যন্তি নরা দ্বিজ !
মহাশান্তিকরঃ শ্রীমান্ তুলস্যা পূজিতো হরিঃ ॥
উৎপাদান্ দারুণান্ পুংসাং দুর্নিমিত্তাননেকশঃ।
তুলস্যা পূজিতো ভক্ত্যা মহাশান্তিকরো হরিঃ ॥
অত্র ব্রহ্মপুরাণীয়ো মন্ত্রঃ—
নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি।"

(বৈষ্ণবামৃতধৃত ব্যাস)

এই যে শান্তির বিষয় কথিত হইল, ইহা বৈদিক শান্তি। ইহা ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রেও শান্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রে ষট্‌কর্ম্মস্থলে শান্তির বিধান আছে। ঐ স্থলে শান্তিকর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যে কর্ম্মদ্বারা রোগ, কুকৃত্যা, ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম কহে।

"শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ।
রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাশঃ শান্তিরীরিতা ॥" (তন্ত্রসার)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া শান্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই দিন যথা—রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এবং উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী. উত্তর-ভাদ্রপদ, রোহিণী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তা এই সকল নক্ষত্রযুক্ত এবং রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভলগ্নে চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হইলে শান্তিকর্ম্ম করিবে।

"তত্র বারা রবিসোমবুধবৃহস্পতিশুক্রাণাং তত্র নক্ষত্রাণি উত্তরাষাঢ়া-উত্তরফল্গুনীউত্তরভাদ্রপৎরোহিণীচিত্রা-অনুরাধা মৃগ-শিরঃ-রেবতী-পুষ্যা-অশ্বিনীহস্তা। তত্র চন্দ্রঃ শোভনঃ, লগ্নং শোভনমিত্যাদি।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

আপৎকালে চণ্ডীপাঠ, বটুকভৈরবাদি স্তোত্রপাঠ, স্বস্ত্যয়ন, হোম প্রভৃতিতে যেমন গ্রহবৈগুণ্য শান্তি হয়, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও রোগাদি শান্তির জন্য গ্রহশান্তি, কবচ ধারণ, তুলসীদান প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রহশান্তির জন্য ভৌতিকা-চারেরও ব্যবস্থা আছে। সাপের খোলস, লশুন, মুরগামুল, সর্ষপ, নিম্বপত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষপুচ্ছ, বচ ও মধু এই সমুদায়ের ধূপে গ্রহশান্তি হয় এবং বালরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

২ ভদ্র, মঙ্গল। (হেম) ৩ গোপীবিশেষ। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৯ অ°) (পুং) ৪ বৃত্তার্হদ্বিশেষ। ৫ জিন চক্রবর্ত্তী-বিশেষ। (হেম) ৬ দশম মন্বন্তরীয় ইন্দ্র। (গরুড়পু° ৮৭অ°)

৭ দেবপূজা প্রভৃতির পর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যজমানকে পুষ্পাদি দ্বারা যে আশীর্ব্বাদ দেওয়া হয়, তাহাকে শান্তি কহে।

"শান্তিস্তিলকদক্ষিণা।" (দেবপূজাপ°)

* "আথর্ব্বণাদ্ভুতবচনং প্রকৃতিবিরুদ্ধমদ্ভুতমাপদঃ। প্রাক্‌প্রবোধায় দেবাঃ সৃজন্তি ইতি তেনাপজ্ঞানায় পূর্ব্বং ভূম্যাদীনাং স্বভাবপ্রচ্যবোদেবকর্ত্তৃকো-হদ্ভুত ইতি রজস্বলাভিগমনে গোস্বভার্য্যাভ্যো যমজে জাতে দ্বিজাতীয়প্রসবে কাক-কঙ্ক-গৃধ্র-শ্যেনবনকুক্কুটরক্তপাদবনকপোতানাং গৃহপ্রবেশে মনুষ্যে পরি-পতনে বা অশ্লেষজুতেষু বা শ্বেতেন্দ্রায়ুধরাত্রৌন্দ্রায়ুধ-উল্কাপাত-দিগ্‌দাহসূর্য্যোপ-মণ্ডল-চন্দ্রোপমণ্ডল-গন্ধর্ব্বনগরদর্শনকৃত্তিকাচিত্রাস্থরজীভূতা মজ্জাপর্ব্বোপ-রাগ-ভূকম্প-ধূমকেতু রক্তশস্ত্রমাষাস্থি-বসাদিনধধান্তহিরণ্যত্বক্‌ফলপুষ্পাঙ্গারপাংশুঃ বনপ্রদোষে পেচকস নরগৃহপতনে অকালফলপুষ্পোদ্গমাদিষু সপ্তাহাভ্যন্তরবৃষ্টীষু ছন্দোগপরিশিষ্টীয় শান্তিং কুর্য্যাৎ।

এতৎ প্রায়শ্চিত্তাকরণে গৃহপতিমরণং সর্ব্বস্বনাশো ভবতি, যোগিযাজ্ঞ-বল্ক্যোক্ত সপ্রণবগায়ত্র্যা চ বিষ্ণুসূক্তেন অষ্টোত্তরহোমান্ নবগ্রহামপি পূজ-য়েৎ। ব্রাহ্মণায় কাঞ্চনং দদ্যাৎ। এবং দুঃস্বপ্নাদ্যনিষ্টদর্শনেষু ব্রাহ্মণায় ঘৃতং কাঞ্চনঞ্চ দদ্যাৎ ততো ব্রাহ্মণান্ জ্ঞাতীংশ্চ ভোজয়েৎ।"

(রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্ব অদ্ভুতশান্তি)

দেবপূজার পর শান্তি, তিলক ও পরে দক্ষিণান্ত করিতে হয়। [শান্ত্যুদক দান দেখ]

৮ ষোড়শমাতৃকাবিশেষ। কুলের রক্ষাকারিণী ১৬ জন মাতৃকা দেবতা আছেন, নান্দীমুখশ্রাদ্ধে প্রথমে ইঁহাদের পূজা করিয়া পরে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

শান্তিক (ত্রি) শান্তিকর্ম্ম, গ্রহাদি শান্তির নিমিত্ত যে দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে শান্তিক কর্ম্ম কহে। ২ শান্তি শব্দার্থ।

শান্তিকর (পুং) করোতীতি কৃ-ট, করঃ। শান্তিকারক, যাহাতে শান্তি হয়। (ভাগবত ৫।২২।১৬)

শান্তিকরণ (ক্লী) শান্তেব করণং। শান্তিকর্ম্ম, শান্তিকার্য্য। (কাত্যা° গৃ° ২৬।৭।৫৮)

শান্তিকর্ম্মন্ (ক্লী) শান্ত্যর্থং কর্ম্ম। শান্তিক্রিয়া, শান্তি কার্য্যের জন্য দৈবানুষ্ঠান। (আশ্ব° গৃ° ২৬।৭।৫৮)

শান্তিকলামল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।২৮)

শান্তিকল্প (পুং) অথর্ব্ববেদের পঞ্চম কল্প।

শান্তিকাম (ত্রি) শান্তিং কাময়তে ইতি কম-ণিঙ্-অচ্। শান্ত্যভিলাষী, যিনি শান্তি কামনা করেন। সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রী ও শান্তি কামনা করেন, তিনি গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

"শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নপি॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

শান্তিকুম্ভ (পুং) দেবপূজাদিতে প্রতিমাসমক্ষে যে ঘট স্থাপন করা হয়। দেবপূজাদির পর এই কুম্ভের জল লইয়া শান্তি দিতে হয়, এই জন্য ইহাকে শান্তিকুম্ভ বা শান্তিকলস কহে।

শান্তিকৃৎ (ত্রি) শান্তিং করোতীতি-কৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। শান্তিকারক।

শান্তিগুপ্ত (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শান্তিগুরু (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

শান্তিগৃহ (ক্লী) শান্তের্গৃহং। শান্ত্যালয়। যজ্ঞস্থানে নির্ম্মিত যে গৃহে যজ্ঞাবসানে শান্তিজল দ্বারা স্নান করিতে হয়। পর্য্যায় আথর্ব্বণ। (হেম)

"কণ্ঠেষু নিবদ্ধাঃ পুষ্ট্যর্থং শান্তিগৃহগানাম্।" (বৃহৎসংহিতা ৪৪।৫)

শান্তিজল (ক্লী) শান্ত্যর্থং জলং। শান্তিনিমিত্ত জল, পূজাদির পর যে জল দ্বারা শান্তি দেওয়া হয়।

শান্তিদ (ত্রি) শান্তিং দদাতীতি দা-ক। শান্তিদায়ক, শান্তি দানকারী। (বৃহৎসংহিতা ৫৮।৩৩)

শান্তিদেব (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

শান্তিদেবা (স্ত্রী) বাসুদেবপত্নী দেবকের কন্যা। (ভাগব° ৯।২৪।২২)

শান্তিনাথ (পুং) ১৬শ জৈনতীর্থঙ্কর। [জৈনশব্দ দেখ]

হেমচন্দ্রের গুরু দেবসূরি শান্তিনাথচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা পরে অপর এক দেবসূরি কর্ত্তৃক প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হয়। শান্তিনাথপুরাণেও শান্তিনাথের চরিত্র বর্ণিত আছে।

শান্তিপর্ব্ব, মহাভারতোক্ত দ্বাদশপর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজধর্ম্মে শান্তিবিষয়ক বিষয়াদি বিবৃত হইয়াছে। [মহাভারত দেখ।]

শান্তিপাল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩২।৫১)

শান্তিপুর (ক্লী) ১ শান্তিনিকেতন। ২ নগর বিশেষ।

বাঙ্গালার নদিয়াজেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপধাম হইতে দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১৪′ ২৪″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৯′ ৬″ পূঃ। লোকসংখ্যা ৩০ হাজারের অধিক।

বহুকাল হইতে এই নগর বস্ত্রবাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শান্তিপুরে-ধুতি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বাঙ্গালী বালকবালিকারা রেশমপাড় শান্তিপুরে সাটী পরিধান করিতে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে নদীয়া জেলার প্রায় সকল স্থানেই এই কাপড় প্রস্তুত হইয়া শান্তিপুরের হাটে বিক্রয় হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শান্তিপুরে কুঠী স্থাপন হইতে এই নগর বস্ত্রবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এবং তন্তুবায়-সমিতি শান্তিপুরে আসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে যত্নশীল, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদদ্বৈত গোস্বামী শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই পূজ্যপাদ গোস্বামীকে দর্শনমানসে শান্তিপুরে আগমন করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে, অদ্বৈতের সঙ্গলাভে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু এখানে হরিনাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হন। রাসযাত্রা উপলক্ষে শান্তিপুরে এখনও সেই ধর্ম্মপ্রচারের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন শান্তিপুরের ঘরে ঘরে রাসোৎসব হয়। মেলা তিন দিন থাকে। বাঙ্গলার নানাস্থানের বৈষ্ণবগণ ও অন্যান্য লোক ঐ মেলা দেখিতে ঐ সময়ে শান্তিপুরে যায়। অদ্বৈত প্রভুর বাসভূমি বলিয়া এই স্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট একটি তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখানে গঙ্গাস্নান মহাপুণ্যজনক।

শান্তিপুরাণ, জৈনপুরাণভেদ। সকলকীর্ত্তিরচিত শান্তিনাথ পুরাণ।

শান্তিপ্রভ (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য। (তারনাথ)

শান্তিমন্ত্র (পুং) মন্ত্রবিশেষ, শান্তিদানের মন্ত্র। যে মন্ত্রে শান্তিজল দেওয়া হয়। [শান্ত্যুদকদান দেখ]

২ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসারে এই মন্ত্র এইরূপ লিখিত আছে, যথা—অথ শান্তিমন্ত্রঃ।

ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানামিহৈব হি।

দেবেভ্যঃ পুষ্পাতি সর্ব্বমিদং মজ্জননং শিবশান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্যঃ উমায়ৈঃ শিবায় শিবযশসে। ইত্যনেন কুশোদকেন শান্তিং কুর্য্যাৎ।" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা শান্তি করিতে হয়।

শান্তিরক্ষিত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য। (তারনাথ)

শান্তিবর্ম্মা, কাদম্ব বংশীয় দুইজন নরপতি। শান্তি বর্ম্মা ১ম রাজা ২য় নাগবর্ম্মার পর সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা ২য় শান্তি বর্ম্মা ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি রাজা ২য় জয়বর্ম্মার পুত্র; কিন্তু রাজা জয়বর্ম্মার পৌত্র ২য় কার্ত্তিবর্ম্মার পর সিংহাসন লাভ করেন। হাঙ্গলে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা ২য় শান্তিবর্ম্মা পশ্চিম চালুক্য বংশীয় রাজা ২য় সোমেশ্বর এবং ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অধীন মিত্ররাজরূপে পরিগণিত ছিলেন। ইনি পাণ্ড্যবংশীয়া শ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন।

শান্তিবর্ম্মা, সৌন্দত্তির রট্টবংশীয় একজন সামন্ত রাজা। রাজা পিট্টুগের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অনুমান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমাসীন হন। পশ্চিম চালুক্যরাজ ২য় তৈলপের অধীনে ইনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শান্তিবাচন (ক্লী) শান্তিমন্ত্রের বাচন, শান্তিজল দানের মন্ত্র পাঠ, শান্তিমন্ত্র প্রয়োগ।

শান্তিবাচনীয় (ত্রি) শান্তিবাচন প্রয়োজনমস্য (অনুপ্রবচনাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৫।১।১১১) ইতি ছ। শান্তিবাচন যাহার প্রয়োজন তাহাকে শান্তিবাচনীয় কহে।

শান্তিবাহন (পুং) একজন বৌদ্ধরাজ। (তারনাথ)

শান্তিব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

শান্তিশতক (ক্লী) শিহ্লন কবিকৃত শ্লোকশতক। ইহাতে শান্তিবিষয়ক একশত শ্লোক আছে।

শান্তিসদ্মন্ (ক্লী) শান্তিগৃহ, যে গৃহে শান্তিজলে অভিষিক্ত হওয়া যায়। (বৃহৎসং ৪৪।৫)

শান্তিষেণ, একজন বিখ্যাত জৈনসূরি। দুর্লভসেন সূরির পুত্র, কুলভূষণের পৌত্র এবং গুরু দেবসেনের প্রপৌত্র। ইহারা লাটবাগটগণের অন্তর্ভুক্ত। রাজা ভোজদেবের সভায় অম্বর সেন ও অন্যান্য পণ্ডিত তর্কযুদ্ধে আহ্বানকারী পণ্ডিতদলকে শান্তিষেণ পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র বিজয়কীর্ত্তি কচ্ছপঘাতবংশীয় মহারাজাধিরাজ বিক্রমসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন (১১৪৫ সম্বত)।

শান্তিসূক্ত (ক্লী) বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। মহাবামদেব্য ঋষি প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রকে শান্তিসূক্ত কহে। এই সূক্তে শান্তিজল দিতে হয়।

শান্তিসূরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। ইনি উত্তরাধ্যয়নসূত্রটীকা ও মানাঙ্ক বিরচিত বৃন্দাবনযমকের টীকাপ্রণেতা। ইঁহার অপর নাম বাদিবেতাল এবং ইনি থারাপদ্রগচ্ছভুক্ত ছিলেন। ১০৯৬ সম্বতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শান্তিহোম (পুং) শান্ত্যর্থং হোমঃ। শান্তির নিমিত্ত হোম।

"সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ।
পিতৄংশ্চৈবাষ্টকা স্বর্চ্চেন্নিত্যমন্বষ্টকাসু চ॥"
(মনু ৪।১৫০)

মনুতে লিখিত আছে যে, অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য শান্তিহোম করিবে।

শান্ত্যুদকদান (ক্লী) শান্ত্যুদকস্য দানং। শান্তিজল দেওয়া, পূজা ও হোমাদির পর শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া যজমানের গাত্রে যে জলের ছিটা দেওয়া হয়, তাহাকে শান্ত্যুদকদান কহে। ইহা বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই মন্ত্রেই দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে তান্ত্রিক মন্ত্রেই শান্তি দেওয়া হয়।

বৈদিক শান্তি দিবার সময়, সামবেদী, যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীদিগের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। মহাবামদেব্যঋষি প্রভৃতি সামবেদীদিগের এবং 'ঋচং বাচং প্রপদ্যে' প্রভৃতি মন্ত্র যজুর্ব্বেদীয়দিগের জানিতে হইবে। কিন্তু তান্ত্রিক শান্তিতে সকল বেদীরই একই মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্র যথা—

"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ॥
ব্রহ্মণা সহিতা হ্যেতে দিক্‌পালাঃ পান্তু বঃ সদা।
কীর্ত্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ॥
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধো জীবসিতার্কজাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসোঽঙ্গনাঃ॥
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তি কলস হইতে শান্তিজল দিতে হয়।

শাম্ভ্ব (ক্লী) সাম্ব, অতি মধুর। (অমরটীকা সারসু°)

শাম্বতি (স্ত্রী) ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (শব্দচন্দ্রিকা) পুস্তকান্তরে ইহার পাঠান্তর 'শ্বানতি' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাপ (পুং) শপনমিতি শপ-ঘঞ্। আক্রোশ। অভিসম্পাত, অভিশাপ দেওয়া, পর্য্যায় অকরণি, অজীবনি, অজননি, অবগ্রহ, নিগ্রহ, অভিসম্পাত। ২ দিব্য। পর্য্যায়—শপন, শপথ। ৩ মিথ্যা নিরদন। (শব্দরত্না°) ৪ উপদ্রব।

"মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।

রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্॥" (রামায়ণ ১।২৬।৩৫)

'মুক্তশাপং অপগতোপদ্রবং' (টীকা) ৫ জল। "প্রতীপং শাপং নদ্যো বহন্তি" (ঋক্ ১০।২৮।৪) 'প্রতীপং প্রতিকূলং শাপং উদকং' (সায়ণ)

শাপগ্রস্ত (ত্রি) শাপেন গ্রস্তঃ। যাহাদিগকে শাপ দেওয়া হইয়াছে, অভিশপ্ত।

শাপবচন (ক্লী) শাপবাক্য।

শাপভ্রষ্ট (পুং) শাপেন ভ্রষ্টঃ। শাপদ্বারা ভ্রষ্ট, উচ্চাবস্থা হইতে শাপদ্বারা যিনি তদপেক্ষা নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হন।

শাপটিক (পুং) ময়ূর।

শাপনাশন (পুং) মুনিভেদ।

শাপ্যায়ন (পুং) শপ-অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্ (পা ৪।১।১১০) মুনি বিশেষ, শাপ ঋষির গোত্রাপত্য।

শাপাস্ত্র (পুং) শাপ এব অস্ত্রং যস্য। মুনি ও ঋষি, ইঁহাদের শাপই একমাত্র অস্ত্র। কারণ ইঁহারা শাপ দ্বারাই লোকসমূহকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন।

শাপেট (পুং) কুশজাতীয় তৃণভেদ। "নাব্যায়া দক্ষিণাবর্ত্তে শাপেটং নিখনেৎ।" (কৌশিকসূ° ১৮)

শাপেয় (পুং) ১ বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ তৎপ্রবর্ত্তিত শাখা।

শাপেয়িন্ (পুং) ১ শাপেয় শাখাধ্যায়ী। ২ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য-ভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

শাফরিক (পুং) শফরান্ হন্তীতি শফর (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। মৎস্যধারক, যাহারা মাছ ধরে।

শাফাক্ষি (পুং) শফাক্ষির গোত্রাপত্য।

শাফেয় (পুং) শাখাভেদ। [শাপেয় দেখ।]

শাবর (পুং) শবরস্যাপত্যং শবর (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। ১ শবরের গোত্রাপত্য। (ত্রি) ২ শবর সম্বন্ধীয়। ৩ শিবকৃত তন্ত্রবিশেষ। ৪ শবরস্বামিকৃত ভাষ্যবিশেষ। শবরাণামিদং। ৪ পাপ, অপরাধ। ৫ লোধ্র বৃক্ষ।

শাবরজম্বুক (ত্রি) শবরজম্বু (ওর্দেশে ঠঞ্। পা ৪।২।১১৯) ইতি ঠঞ্। শবরজম্বুদেশ সম্বন্ধীয়।

শাবরভাষ্য (ক্লী) শাবরেণ কৃতং ভাষ্যং। শবরস্বামী কৃত ভাষ্য। জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের শবরস্বামী যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার নাম শাবরভাষ্য।

শাবরভেদাখ্য (পুং) তাম্র। (হেম)

শাবরায়ণ (পুং) শবরস্য গোত্রাপত্যং শবর (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১০০) ইতি ফঞ্। শবরের গোত্রাপত্য।

শাবরি (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শাবরোৎসব (পুং) শাবরাণামুৎসবঃ। শবরজাতিকৃত উৎসব বিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে মহাষ্টমীর দিন এবং নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া শ্রবণা নক্ষত্র-যুক্ত দশমী তিথিতে শাবরোৎসব দ্বারা ভগবতীকে বিসর্জ্জন করিবে।

"পূজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিস্তথা।

বিসর্জ্জয়েৎ দশম্যাংতু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ॥" (কা° পু° ৬অ°)

চণ্ডালাদি নীচ জাতি অশ্লীল বাক্যাদি প্রয়োগ করিয়া যে উৎসব করে, তাহাই শাবরোৎসব। কিরূপ ভাবে শাবরোৎসব করিবে, তাহার বিধানও আছে—রাগনিপুণা কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্ত্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইতে হইবে এবং খই ও ফুল, ধূলি ও কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া ভগলিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্য শব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান, এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে নানা প্রকার উৎসব করিবে। এইরূপ উৎসবের নামই শাবরোৎসব। (কালিকাপু° ৬° অ°) চলিত নবমীর কাদামাটী, ঘোটা খেউড়।

শাবলীয় (ত্রি) শবরজন।

শাবল (ক্লী) শঙ্কর। (দেশজ) খনিত্র, চলিত খোন্তা।

শাবল্য (ক্লী) শাবর্য্য।

"ব্যোমোঽপ্সঙ্গং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঞ্চমপাং মলম্।"

(ভাগ° ১০।২০।৩৪)

'শাবল্যং সাঙ্কর্য্যং' (স্বামী) (ত্রি) ২ শবলবর্ণ সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। শাবল্যা—শবলশব্দে কর্ব্বুরবর্ণ, তদপত্যভূতা স্ত্রী। "হসায় কারিং যাদসে শাবল্যাং" (শুক্ল যজুঃ ৩০।২০) 'শাবল্যাং শবলঃ কর্ব্বুরবর্ণঃ তদপত্যভূতাং স্ত্রিয়াং' (মহীধর)

শাবস্ত (পুং) যুবনাশ্বের পুত্র, ইহার পাঠান্তর শ্রাবস্ত লিখিত আছে। (ভাগবত ৯।৬।২১)

শাবান্ (দেশজ) বস্ত্রাদি ক্ষালন জন্য দ্রব্য বিশেষ। [সাবান দেখ।]

শাবুদ্ (আরবী) প্রমাণ, সাক্ষ্য।

শাব্দ (ত্রি) শব্দস্যায়মিতি শব্দ-অণ্। শব্দ সম্বন্ধী। "একো শাব্দোঽপরশ্চার্থঃ" (দায়ভাগ) ২ শব্দময়, শব্দ স্বরূপ।

"শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভিধ্যায়তি ধীর পার্থৈঃ।" (ভাগবত ২।২।২)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্, শাব্দী—সরস্বতী।

শাব্দত্ব (ক্লী) শব্দস্য ভাবঃ ত্ব। শব্দের ভাব বা ধর্ম্ম, শব্দ সম্বন্ধীয়ত্ব। "আরোপ্যমাণামশেষাণাং শাব্দত্বে প্রথমং মতম্।" (সাহিত্যদ° ১০।৬৭৩)

শাব্দবোধ (পুং) শাব্দঃ শব্দসম্বন্ধী বোধঃ। ১ শব্দার্থজ্ঞান, শব্দের উচ্চারণে যে অর্থবোধ হইয়া থাকে, তাহাকে শাব্দবোধ বা শব্দার্থজ্ঞান কহে। ন্যায় মতে, পদার্থজ্ঞান জন্য জ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে শব্দার্থজ্ঞান স্থলে প্রথমে পদজ্ঞান হয়, তৎপরে পদশক্তি জ্ঞান, তৎপরে শাব্দবোধ অর্থাৎ পদার্থজ্ঞান জন্য জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বারাও শব্দার্থজ্ঞান হইয়া থাকে,—

"পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

পদজ্ঞান করণ, পদার্থজ্ঞান তাহার দ্বার, শাব্দবোধ ফল ও শক্তিধী সহকারিণী। প্রথমে একটী পদ শুনিলে পদ জন্য পদার্থ স্মরণ হইয়া থাকে। পদ জন্য পদার্থ স্মরণ হইলে তখন শব্দার্থের বোধ হইয়া থাকে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থে এই শাব্দবোধের বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে।
[শব্দশক্তি দেখ]

শাব্দিক (পুং) শব্দং করোতীতি শব্দ (শব্দ দর্দ্দুরং করোতি। পা ৪।৪।৩৪) ইতি ঠক্। শব্দশাস্ত্রবেত্তা, বৈয়াকরণ। কবিকল্পদ্রুমে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি ৮ জন আদিশাব্দিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ ॥" (কবিকল্পদ্রুম)

(ত্রি) শব্দ সম্বন্ধী।

শাম (ত্রি) শম-অণ্। শম-সম্বন্ধীয়।

শামকিল (দেশজ) বকজাতীয় পক্ষীবিশেষ। (Ardea Cinerea)

শামদয়াল (দেশজ) পক্ষবিশেষ। (Turdus roseus)

শামদোলন (দেশজ) গুল্মভেদ। (Elephantopus scaber)

শামনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।
[শ্যামনগর দেখ।]

শামন্ (ক্লী) সাম। (অমরটীকায় সারসুন্দরী)।

শামন (ক্লী) শমনমেব অণ্। ১ মারণ। ২ শান্তি। (পুং) শমন-প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ৩ শমন, যম।

শামনী (স্ত্রী) শমনস্য যমস্যেয়মিতি শমন অণ্-ঙীষ্। দক্ষিণদিক্, এই দিকের অধিপতি যম, এই জন্য ইহাকে শামনী কহে।

শামাদান (পারসী) আলো রাখিবার পাত্র, শামাদানের উপর বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হয়।

শামরাজ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্য° ৩১।৯৩৩,৫৯)

শামল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৩।৮৬)

শামলী, যুক্তপ্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৬১ বর্গ মাইল। শামলী, থানা ভাবান্, ঝন্ঝানা, কৈরাণা ও বিদৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। শামলী সদরে একটী দেওয়ানী ও দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে। যমুনানদীর পূর্ব্বথাল এই উপবিভাগের মধ্যদিয়া প্রবাহিত।

শামলাঘাস্ (দেশজ) এক প্রকার তৃণ, এই ঘাস্ আবাদ অঞ্চলে বহুতর জন্মে।

শামিআনা (পারসী) আচ্ছাদন, চাঁদনি। ইহাকে কেহ কেহ পাল বলিয়া থাকে।

শামিক (পুং) শমিক অপত্যার্থে অণ্। শামকের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১০৪)

শামিত্র (ক্লী) ১ যজ্ঞ। ২ পশুবন্ধন। ৩ যজ্ঞপাত্র। শমিতুরিদং শমিতৃ-অণ্। ৪ পশুহিংসন।

"ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি।
ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্যাবদাস্তে ইহান্তকঃ ॥" (ভাগবত ১।১৬।৮)

শামিল (আরবী) অন্তর্গত।

শামীল (ক্লী) শম্যাঃ বিকারঃ (শম্যাষ্টলচ্। পা ৪।৩।১৪২) ইতি টলচ্। ভস্ম। (সিদ্ধান্তকৌ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শামীলী, স্রুক্।

শামীবত (পুং) শমীবৎ-অপত্যার্থে অণ্। শমীবতের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৫।৩।১১৮)

শামীবত্য (পুং) শমীবৎ অপত্যার্থে যঞ্। শমীবতের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৫।৩।১১৮)

শামুল্য (ক্লী) শরীরাবচ্ছিন্ন মলধারকবস্ত্র। "পুরাণেহ্‌শামুল্যং" (ঋক্ ১০।৮৫।২৯) 'শামুল্যং শামলমিত্যর্থঃ, শমলং শারীরং মলং শরীরাবচ্ছিন্নস্য মলস্য ধারকং বস্ত্রং পরাদেহি পরাত্যজ' (সায়ণ)

শামূক্ (দেশজ) শাম্বূক শব্দের অপভ্রংশ, শামুক।

শামূল (ক্লী) পুরাতন পশমী বস্ত্র। (লাট্যা° ৯।৮।৭)

শামেয় (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

শাম্ব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে ভগবানের আদেশে শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সূর্য্যপূজা দ্বারা মুক্ত হন। (বরাহপু°)

শাম্বর (ত্রি) শম্বর-অণ্। শম্বর নামক অসুর হইতে আগত। "রবিঃ শাম্বরং বসু প্রত্যগ্র ভীষ্ম" (ঋক্ ৬।৪৭।২২) 'শাম্বরং শম্বরাদসুরাদাগতং শম্বরং হত্বা ত্বয়া দত্তং' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ শম্বর সম্বন্ধীয়।

শাম্বরী (স্ত্রী) শম্বর-অণ্ ঙীষ্। শম্বর দৈত্যনির্ম্মিত মায়া। ইন্দ্রজালাদি মায়া। শাম্বর দৈত্য এই বিদ্যা প্রকাশ করেন, এই জন্য ইহাকে শাম্বরী কহে। (অমরটী° ভরত)

শাম্বুক (পুং) শম্বূক। (শব্দরত্না°)

শাম্বূক (পুং) শাম্বুক, শামুখ। (অমরটীকায় ভরত)

শাম্ভর (পুং) ১ রাজপুতনার অন্তর্গত শম্বরহ্রদতীরবর্ত্তী নগরবাসী লোক। ২ শম্ভর ঋষির অপত্য। ৩ হরিণভেদ। [হরিণ দেখ।]

শাম্ভরায়ণী (স্ত্রী) শম্ভর ঋষির অপত্য স্ত্রী।

শাম্ভব (ক্লী) শম্ভোরূপবেশায় ইদং অণ্। ১ দেবদারু। ২ কর্পূর। ৩ শিবমল্লী, বকফুল গাছ। ৪ গুগ্‌গুলু। (রাজনি°) ৫ বিষভেদ। (শব্দচ°) ৬ শম্ভুপত্র। ৭ শম্ভুপূজক। ৮ শম্ভু সম্বন্ধী।

শাম্ভব ক্ষেত্র, উৎকলের অন্তর্গত একটী শৈবতীর্থ। সম্ভবতঃ একাম্রক্ষেত্রই শাম্ভবক্ষেত্র নামে পরিচিত। (উৎকলখ° ৪৫।২।৬) [ভুবনেশ্বর দেখ।]

শাম্ভবদেব (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

শাম্ভবহি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শাম্ভবী (স্ত্রী) ১ দুর্গা দেবী।

"শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।" (তন্ত্রসার)

২ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

শাম্মদ (ক্লী) সামভেদ।

শাম্য (ত্রি) শাম-যৎ। ১ শমতা, বন্ধুত্ব। ২ শান্তি।

শাম্যপ্রাস (ক্লী) বলি। (দিব্যা° ৬৩৪।৭) পালিভাষায় সম্মাপাসো।

শাম্যাক (ত্রি) শম্যাক সম্বন্ধীয়।

শায় (ত্রি) নিদ্রিত।

শায়ক (পুং) শায়য়তি শত্রূন্ শী-ণিচ্-ণ্বুল্। যদ্বা শেতে তূণীরে ইতি শী-ণ্বুল্। ১ বাণ, শরণ। ২ খড়্গ। (অমরটীকায় স্বামী)

শায়ণ্ডায়ন (পুং) ঋষিভেদ। ২ তৎকৃত শাখা।

শায়াস্থ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শায়িত (ত্রি) শী-ণিচ্-ক্ত। ১ যাহাকে শয়ন করান হইয়াছে। ২ পাতত।

শায়িতা (স্ত্রী) শায়নো ভাবঃ শায়িন্-তল্-টাপ্। শয়নকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, শয়ন।

শায়িন্ (ত্রি) শেতে ইতি শী-ণিনি। শয়নকারী। এই শব্দ প্রায় উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা প্রাসাদশায়ী, শয্যাশায়ী ইত্যাদি।

শায্যিক (ত্রি) শয্যায়া জীবতি (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঠক্। শয্যাদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শার, দৌর্ব্বল্য, দুর্ব্বলতা। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শারয়তি। লুঙ্ লিট্ শারয়ামাস। লুঙ্ অশশারৎ।

শার (ত্রি) শৃ-ঘঞ্। ১ কর্ব্বূরবর্ণ। (অমর) (পুং) শীর্য্যতে হনেন শৃণাতি বা শৄ (শৄ বায়ুবর্ণনিবৃত্তেষু। পা ৩।৩।২১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঘঞ্। ২ বায়ু। ৩ অক্ষর উপকরণ। (মেদিনী) ৪ হিংসন। (স্ত্রী) ৫ কুশ।

শারঙ্গ (পুং) শীর্য্যতে আতপৈঃ শৃ (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১৯) ইতি অঙ্গচ্। চাতক।

"অষ্টৌ মাসান্ জলধর তবাপেক্ষয়া শুষ্ককণ্ঠঃ
শারঙ্গোঽহং নিরবধিবতব্যানিনাযাতি কৃৎযাৎ।
আস্তাং তাবৎ সলিলকণিকালাভসম্ভাবনাপি
বর্ষারম্ভপ্রথমসময়ে দারুণো বজ্রপাতঃ॥" (উদ্ভট)

২ হরিণ।

"এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ শারঙ্গেনাতিরংহসা।" (শকুন্তলা ১অ°)

৩ হস্তী। ৪ ভৃঙ্গ। ৫ ময়ূর। (ত্রি) ৬ কর্ব্বূরবর্ণবিশিষ্ট।

শারঙ্গী (স্ত্রী) শারঙ্গ-ঙীষ্। বংশযন্ত্রবিশেষ, শারেঙ্ যন্ত্র।

শারঙ্গীহর, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ [বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখ।]

শারণিক (ত্রি) রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক।

শারতল্পিক (ত্রি) শরশায়ী, যে শরশয্যায় শয়ন করে।

শারৎক (ত্রি) শরতমধীতে বেদ বা শরৎ (বসন্তাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।২।৬৩) ইতি ঠক্। শরৎকালে অধ্যয়নকারী।

শারদ (ক্লী) শরদি ভবং শরদ্ (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। ১ শ্বেত কমল। (রাজনি°) ২ শস্য। (মেদিনী) (পুং) ৩ কাস। ৪ বকুল। ৫ হরিদ্বর্ণ মুদ্গ, হরিন্মুদ্গ। ৬ পীতমুদ্গ। ৭ বৎসর। ৮ রোগ।

(ত্রি) ৮ শরজ্জাত, যাহা শরৎকালে হয়। (মনু ৬।১১) ৮ নূতন। ৯ অপ্রতিম। (মেদিনী) ১০ শালীন। (বিশ্ব) (ত্রি) ১১ শরৎকালীন, শরৎসম্বন্ধীয়।

শারদণ্ডায়নী (স্ত্রী) শারদণ্ডায়ন ঋষির ভার্য্যা। (নীলকণ্ঠ)

শারদজল (ক্লী) শারদং শরৎকালোদ্ভবং জলম্। শরৎকালীন জল, যে জল শরৎকালে হয়।

শারদমল্লিকা (স্ত্রী) শরৎকালভব মল্লিকা। (রত্নমা°)

শারদমুদ্গ (পুং) হরিৎমুদ্গ।

শারদযাবনাল (পুং) শরৎকালভব যাবনাল বিশেষ, গুণ—শ্লেষ্মকর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, মধুর, বৃষ্য ও বলপুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

শারদসিংহ, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শারদা (স্ত্রী) শরদ্-অণ্-টাপ্। ১ সরস্বতী। দুর্গা, ভগবতী।

"শরৎকালে পুরা যস্মাৎ নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবগণ পূর্ব্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবী ভগবতীর বোধন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি শারদা নামে বিখ্যাত হন। ৩ বীণাবিশেষ। (শব্দরত্না°) ৪ ব্রাহ্মী। ৫ সারিবা। (রাজনি°) ৬ লিপিবিশেষ। ত্রিগর্ত্তরাজ জয়চ্চন্দ্রের রাজ্যকালে করিগ্রামের রাজানক লক্ষ্মণচন্দ্র স্বরাজ্যেস্থ বৈজনাথ মন্দিরে এই লিপিতে একখানি প্রশস্তি উৎকীর্ণ করেন।

শারদাম্বা (স্ত্রী) সরস্বতী।

শারদিক (ক্লী) শরদ্ (শ্রাদ্ধে শরদঃ। পা ৪।৩।১২) ইতি ঠঞ্। ১ শ্রাদ্ধ। (পুং) শরদ্ (বিভাষা রোগাতপয়োঃ। পা ৪।৩।১৩) ইতি ঠঞ্। ২ রোগ। ৩ আতপ। (সি°কৌ°)

শারদিন্ (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। ২ কঞ্চটশাক, চলিত কাঁচড়া শাক। ৩ অপরাজিতা। (জয়দত্ত)

শারদী (স্ত্রী) শারদ-ঙীপ্। ১ তোয়পিপ্পলী। ২ সপ্তপর্ণ, চলিত ছাতিন। (মেদিনী) ৩ কোজাগরপূর্ণিমা, চান্দ্রাশ্বিন পূর্ণিমাকে শারদী পূর্ণিমা কহে। এই পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বিহিত হইয়াছে। (ত্রি) ৪ শরৎকালীন, যাহা শরৎকালে হয়।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥" (তিথিতত্ত্ব)

শরৎকালভব দুর্গাপূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। [দুর্গা শব্দ দেখ] ৫ সংবৎসরসম্বন্ধিনী। "ঋদিন্দ্রশারদীরবাতিরঃ" (ঋক্ ১।১২১।৪)

শারদীয় মহাপূজা (স্ত্রী) শারদীয়া মহাপূজা। শরৎকালীন দুর্গাপূজা, শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু শরৎকালে যে দুর্গাপূজা হয়, ইহাকে মহাপূজা কহে। এই পূজা চতুঃকর্ম্মময়ী, অর্থাৎ স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান পূজার অঙ্গ। চান্দ্র আশ্বিনের শুক্লপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে উক্ত পূজার বিধান আছে।

"শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা বিধানতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ প্রভৃতিতে এই পূজার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [দুর্গোৎসব দেখ।]

শারদ্য (ত্রি) শরৎ সম্বন্ধীয়, শরৎকালীন।
"নৈকাস্বস্থিতনীলমেঘপটলা শারদ্য সংবর্দ্ধিতা।" (বৃহৎস° ২৭।১)

শারদ্বত (পুং) শরদ্বৎ-অপত্যার্থে অঞ্। (পা ৪।১।১০৪) শরদ্বতের গোত্রাপত্য। কৃপ। (ভারত)

শারদ্বতায়ন (পুং) শারদ্বতের গোত্রাপত্য।

শারভ (ত্রি) শরভ-অণ্। শরভ সম্বন্ধীয়।

শারম্বর (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর° ৮।১৮৭৮)

শারাব (ত্রি) শরাবে উদ্ধৃতঃ শারাব (তত্রোদ্ধৃতমমত্রেভ্যঃ। পা ৪।২।১৪) ইতি অণ্। শরাবে উদ্ধৃত অন্ন, শরাবে তোলা ভুক্তাবশেষ অন্ন। 'শরাবে উদ্ধৃতঃ শারাবো ভুক্তোচ্ছিষ্ট ওদনঃ' (সিদ্ধান্তকৌ°)

শারি (পুং) শৄ-হিংসায়াং ইঞ্। ১ অক্ষোপকরণ, পাশক ক্রীড়াদির বল, চলিত পাশা খেলার গুটি। পর্য্যায়—গুটিকা, শার, খেলনী। (হেম) (স্ত্রী) (শ্রঃ শকুনৌ। উণ্ ৪।১২৭) ইতি ইঞ্। ২ শকুনিকাভেদ। ৩ যুদ্ধার্থ গজপর্য্যাণ। ৪ ব্যবহারান্তর, ব্যবহার বিশেষ। ৫ কপট। (ধরণি) ৬ গীতবিশেষ।

শারিকা (স্ত্রী) শারিরেব স্বার্থে কন্। ১ পক্ষিবিশেষ, চলিত ময়না পাখী। পর্য্যায়—পীতপাদা, গোরাটী, গো-কিরাটিকা, সারিকা, শারী, চিত্রলোচনা, শারি, মদনশারিকা, শলাকা। (জটাধর) [ময়না দেখ।] ২ বীণাদি বাদন। পর্য্যায় কোণ। (হেম) ৩ শারি শব্দার্থ। ৪ দুর্গা দেবী।

শারিকাকবচ, রুদ্রযামলোক্ত দুর্গানামীয় ধারণীয়কবচভেদ।

শারিকাকূট (ক্লী) ১ নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৩।১১১)

শারিকাপীঠ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৭৩।১১৪)

শারিকুক্ষ (ত্রি) শারেরিব কুক্ষিরস্য (সুপ্রতাস্মশ্বসুদিবশারিকুক্ষেতি। পা ৫।৪।১২০) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। শারির ন্যায় কুক্ষিদেশবিশিষ্ট।

শারিপ্রস্তর (পুং) ক্রীড়ার্থ প্রস্তরবিশেষ।

শারিফল (পুং ক্লী) শারীণাং খেলনীনাং ফলম্। শারিপট, শারিখেলনধার, চলিত পাশা খেলার ছক, পর্য্যায় অষ্টাপদ, ফলক, আকর্ষ, শারিফলক, বিন্দুত্রয়, অক্ষপীঠী। (জটাধর)

শারিবা (স্ত্রী) শ্যামলতা, স্বনামপ্রসিদ্ধ লতা, ইহার পত্র জম্বুফলের ন্যায়। ইহার মধ্য দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ক্ষীরযুক্ত। ইহা দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ, চলিত অনন্তমূল, হিন্দী—অনন্তমূল, উপলসরী, উৎকল—গুয়াপান মূল। সংস্কৃতপর্য্যায়—গোপী, শ্যামা, অনন্তা, উৎপলশারিবা। (অমর) অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, পঞ্চশ্যামলতা। কোন কোন মতে নাগজিহ্বা, গোপী প্রভৃতি তিন এবং অনন্তাদি দুই, এই পাঁচটী শ্যামলতা, কাহার মতে অনন্তমূল।

'পঞ্চ শ্যামলতায়াং, নাগজিহ্বায়ামিতি। কেচিৎ গোপ্যাদিত্রয়ং শ্যামলতায়াং অনন্তাদিদ্বয়ং অনন্তমূলে ইতি কেচিৎ। গুপূ রক্ষণে।' (ভরত)

"গোপী শ্যামা গোপপত্নী গোপা গোপালিকাপি চ।" ইতি বাচস্পতিঃ। একং বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্।" (বৈদ্যক) গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি-

নাশক, শ্বাস, কাস, বমি ও তৃষ্ণানাশক, ত্রিদোষঘ্ন, রক্তপ্রদর ও জ্বরাতিসারনাশক। (মদ° ব° ১) ২ দুরালভা।

শারিশাকা (স্ত্রী) সচ্ছ্রশঃ বর্দ্ধমান প্রাণিবিশেষ। (অথর্ব্ব৩।১৪।৫)

শারিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) শারীণাং শৃঙ্খলা যত্র। পাশকবিশেষ।

'চুঙ্কুরী তিন্তিড়ী দ্যূতং পঞ্চমী শারিশৃঙ্খলা।
নয়পীঠী চাষ্টকাক্ষো নয়ঃ স্যাজ্জয়পুত্রকঃ।
এতে পাশকভেদাঃ স্যুর্জয়কোলাহলোহপি চ॥' (শব্দরত্নাবলী)

শারী (স্ত্রী) শৃ-ইঞ্, বা ঙীষ্। কুশা, শরপত্র, কুশ, মুঞ্জ তৃণ। (রাজনি°) ২ শকুনিকা ভেদ।

"সা বিহরদহনদুনা মৃত্বা মৃত্বাপি জীবতি বরাকী।
শারীব কিতব ভবতানুকূলিতা পাতিতাক্ষেণ॥"(আর্য্যাসপ্তশ°৬।২৩)

বৈষ্ণবকবিগণ শুকশারীর মনোবাদে রাধাকৃষ্ণের বিরহকীর্ত্তন করিয়াছেন।

শারীটক (পুং) গ্রামভেদ। (রাজতর° ৩।৩৭৯)

শারীর (ক্লী) ১ বৃষ। শরীরে ভবঃ শরীর-অণ্। (ত্রি) ২ শরীর জাত, শরীরদণ্ড, বধদণ্ডকেও শারীর কহে। ব্যবহারশাস্ত্রে অপরাধ বিশেষে শারীর দণ্ডের বিধান আছে।

"দিগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাৎ বাগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডঞ্চ বধদণ্ডমতঃপরম্॥
বধদণ্ডোহপি শারীরব্রাহ্মণ্যব্যতিরিক্তানাং" (মিতাক্ষরা)

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের শারীরদণ্ডের বিধান নাই। ব্রাহ্মণকে শারীর ভিন্ন অন্য দণ্ড দিতে হয়।

২ শরীর সম্বন্ধীয় দুঃখ। দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার শারীর এবং মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষমতা-নিবন্ধন যে দুঃখ হয়, তাহাকে শারীর দুঃখ কহে। অর্থাৎ রোগ জন্য যে দুঃখ তাহার নাম শারীর।

"আধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ, শারীরং বাতপিত্ত-শ্লেষ্মণাং বৈষম্যনিবন্ধনঃ" (তত্ত্বকৌ°)

শারীর দুঃখ জ্বর প্রভৃতি রোগভেদে বহু প্রকার। যত প্রকার রোগ আছে, সকলই শারীর।

সুশ্রুতাদি বৈদ্যকসংহিতাসমূহে শরীরবিষয় অধিকার করিয়া কৃত শরীর বৃত্তান্তব্যাখ্যান রূপ অন্যতম স্থান। অর্থাৎ সুশ্রুতাদি বৈদ্যক গ্রন্থসমূহে শরীর সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যে স্থলে অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে শারীরস্থান কহে। শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা।

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥" (গীতা ১৮ অ°)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই সকলের নাম শারীর তপ।

শারীরবিধান (ক্লী) যাবতীয় সজীব পদার্থ যে নিয়মে অবস্থিতি করে, উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই নিয়মবিধায়ক শাস্ত্র। (Anatomy)

শারীরশাস্ত্র (ক্লী) সজীব পদার্থ সমুদায়ের শরীরগত রাসায়নিক কার্য্য যে শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শারীরক (ক্লী) শরীরমেব শারীরং কুৎসিতত্বাৎ তন্নিবাসী শারীরকো জীবস্তমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ শারীরক-অণ্। ১ বেদব্যাস যে বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে শারীরকসূত্র কহে। জীবের অধিষ্ঠান শরীর, জীব এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে, এই জন্য ইহা অতি নিন্দিত। শরীরাধিষ্ঠিত জীব শারীরক নামে অভিহিত হয়। এই শারীরক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বলিয়া ইহার নাম শারীরকসূত্র। এই সূত্রে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের যাহাতে নিবৃত্তি হয়, তাহার বিষয় বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ বেদান্তদর্শন দেখ]

শরীরমেব শরীরকং তত্র ভবং শরীরক অণ্। (ত্রি) ২ শরীরভব।

"পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে॥" (ভাগবত ৩।৩১।১৯)

শারীরতত্ত্ব (ক্লী) শারীরস্য তত্ত্বং। শারীরস্থান, শরীরের তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্র। (Physiology)

শারীরকন্যায়রক্ষামণি (পুং) শারীরক মীমাংসার একখানি ভাষ্য। শঙ্করাচার্য্যকৃত।

শারীরকভাষ্য, শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য।

শারীরকভাষ্যবার্ত্তিক (ক্লী) বেদান্তসূত্রের একখানি ভাষ্য।

শারীরকভাষ্যবিভাগ (পুং) শারীরক সূত্রের একখানি ভাষ্য।

শারীরকমীমাংসা (স্ত্রী) উত্তরমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা, বেদান্ত-সূত্র। [বেদান্তদর্শন শব্দ দেখ]

শারীরকশাস্ত্রদর্পণ (পুং) বেদান্তদর্শনের একখানি ভাষ্য।

শারীরকোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

শারীরিক (ত্রি) শরীর-ঠক্। শরীরসম্বন্ধী, পর্য্যায় কালেবরিক, গাত্রিক, বাপুষিক, সাংহননিক, বার্ষ্মিক, বৈগ্রহিক, কায়িক, দৈহিক, মৌর্ত্তিক, তানবিক।

শারুক (ত্রি) শৃণাতীতি শৃ (লসপতপদস্থেতি। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। হিংসক, হিংস্র।

"দৃষ্ট্বা দধিং শারুকমেতদর্ব্বকান্
উন্নীতবস্তং যতিভিঃ সুদর্শনম্॥" (মুগ্ধবোধব্যাক°)

শার্ক (পুং) ১ শর্করা, চিনি। (শব্দরত্না°) ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (নাগরখণ্ড)

শার্কক (পুং) ১ দুগ্ধফেন, দুধের ফেনা। ২ শর্করাপিণ্ড, চলিত চিনির ডেলা। (মেদিনী)

শার্কর (পুং) শর্করাস্ত্যত্রেতি শর্করা (দেশে লুবিলচৌ চ। পা ৫।২।১০৫) ইতি অণ্। শর্করান্বিত দেশ। (মেদিনী) ২ দুগ্ধ-ফেন। (ত্রি) ৩ শর্করা সম্বন্ধী। শর্করেব (শর্করাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইতি অণ্। ৪ শর্করা সদৃশ। ৫ শর্করাযুক্ত, শর্করাবিশিষ্ট। শিকতা (শর্করাভ্যাঞ্চ। পা ৫।২।১০৪) ইতি অণি শর্করাবিশিষ্টঞ্চ।" (কাশিকা) ৫ লোধ্রবৃক্ষ। (মেদিনী)

শার্করক (পুং) শর্করাবহুল দেশ।

শার্করমদ্য (ক্লী) মদ্য বিশেষ, শর্করাধাতকীসিদ্ধ মদ্য, এই মদ্য শর্করা এবং ধাতকীর জল দিয়া ক্বথিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

"শর্করাধাতকীতোয়কথিতৈঃ শার্করী মতা।" (দ্রব্যগুণ)

এই মদ্যগুণ—শীত, বৃষ্য, দীপন ও মোহজনক। (রাজনি°) অন্য প্রকার শর্করাজাত তীক্ষ্ণ মদ্যগুণ—মধুর, রুচিকর, দীপন ও বস্তিশোধন। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°)

শার্করাক্ষ (পুং) শর্করাক্ষের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।২।১১১)

শার্করাক্ষি (পুং) শর্করাক্ষের প্রবর্ত্তিত গোত্র।

শার্করাক্ষ্য (পুং) শর্করাক্ষের গোত্রাপত্য।

শার্করিক (পুং) শর্করাবহুল দেশ, যে দেশে অতিশয় শর্করা আছে।

শার্করিল (ত্রি) শর্করান্বিত ভূমিজ, শর্করাযুক্ত ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হয়। ২ শর্করাভূয়িষ্ঠ।

শার্করীধান (পুং) উত্তরদিক্‌স্থিত দেশভেদ।

শার্করীয় (ত্রি) শর্করাযুক্ত দেশ।

শার্কোট (ত্রি) বিষ সম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব° ৭।৫৯।৭)

শার্ঙ্খলতোদি (পুং) শৃঙ্খলতোদিন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। শৃঙ্খলতোদির গোত্রাপত্য।

শার্ঙ্গ (ক্লী) শৃঙ্গস্য বিকার শৃঙ্গ-অণ্। ১ বিষ্ণুধনু। ২ ধনুমাত্র। (মেদিনী) ২ আর্দ্রক, আদা। (রাজনি°) ৪ সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৩) (ত্রি) ৪ শৃঙ্গসম্বন্ধী। ৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৬।৩৯)

শার্ঙ্গক (পুং) পক্ষী।

শার্ঙ্গদত্ত, ধনুর্ব্বেদ-রচয়িতা।

শার্ঙ্গদেব (পুং) সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা। কাশ্মীরে ইঁহার আদি বাস, ইনি সোঢ়লের পুত্র ও ভাস্করের পৌত্র।

শার্ঙ্গদেব, গুজরাতের অণহিলবাড়ের বাঘেলবংশীয় একজন চৌলুক্য রাজা। অর্জ্জুনদেবের পুত্র এবং ২য় কর্ণদেবের পিতা। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

শার্ঙ্গধন্বন্ (পুং) শার্ঙ্গং ধনুর্যস্য 'ধনুর্ধন্বম্ বাচনাম্নি' ইতি ধন্বনা দেশঃ। ১ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। ২ ধনুর্ধারিমাত্র।

শার্ঙ্গধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ শার্ঙ্গস্য ধরঃ। শার্ঙ্গভৃৎ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (পুং) ২ স্বনামখ্যাত চিকিৎসাসংগ্রহকার।

শার্ঙ্গধর, ১ ছন্দোমালাপ্রণেতা। ২ বীরচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ও শার্ঙ্গধরসংহিতা নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দামোদরের (মতান্তরে সোমদেবের) পুত্র ও রাঘবদেবের পৌত্র। চৌহানরাজ হম্মীরের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বৈদ্যবল্লভ বা ত্রিশতী নামক গ্রন্থকর্ত্তা, দেবরাজের পুত্র ও বৈকুণ্ঠাশ্রমের শিষ্য।

শার্ঙ্গধর মিশ্র, প্রজ্ঞাপ্রকাশ ও বিবাহপটল নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। এই দুই খানি ছাড়া ইঁহার রচিত আরও কয়খানি জ্যোতির্গ্রন্থের বচন নির্ণয়সিন্ধু, সংস্কারকৌস্তভ, অহল্যাকামধেনু প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়।

শার্ঙ্গধর (শেষ), লক্ষণাবলীবিবৃতি নাম্নী ন্যায়মুক্তাবলীটীকা এবং সপ্তপদার্থব্যাখ্যা নামক পদার্থচন্দ্রিকার টীকারচয়িতা।

শার্ঙ্গপাণি (ত্রি) শার্ঙ্গং পাণৌ যস্য। ধনুর্ধারী। (পুং) ২ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

শার্ঙ্গপুর, গুজরাতপ্রান্তস্থ মালবরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মালিক শারঙ্গ কর্ত্তৃক স্থাপিত। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরপতি ১ম আহ্মদ শাহের পুত্র মহম্মদ খাঁ শার্ঙ্গপুর অধিকার করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মালবপতি মাহ্মূদ খিলজি রণক্ষেত্রে সেনাপতি উমার খাঁকে নিহত করিয়া নিজ বাহুবলে শার্ঙ্গপুর পুনরায় উদ্ধার করেন।

শার্ঙ্গভৃৎ (ত্রি) শার্ঙ্গং ধনুঃ বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্‌চ। ধনুর্ধারী। ২ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

শার্ঙ্গরব (পুং) শৃঙ্গরবের গোত্রাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শার্ঙ্গরবী, শার্ঙ্গরবের স্ত্রী। (পাণিনি ৪।১।৭৩) কালিদাস শকুন্তলাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শকুন্তলার সহিত যে দুইজন ঋষিকুমার রাজা দুষ্মন্তের সভায় আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের নাম শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত মিশ্র।

শার্ঙ্গরবিন্ (পুং) শার্ঙ্গরবেণ প্রোক্তমধীতে বা শার্ঙ্গরব (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬) ইতি ণিনি। শার্ঙ্গরবপ্রোক্ত ছন্দোধ্যেতা, যিনি শার্ঙ্গরবকথিত ছন্দ অধ্যয়ন করেন। যে স্থলে এই অর্থ না হইবে, তথায় শার্ঙ্গরবীয় এইরূপ হইবে। অর্থ শার্ঙ্গরব সম্বন্ধীয়।

শার্ঙ্গবেরিক (পুং) শুণ্ঠীসমানবর্ণ স্থাবর বিষভেদ। (অত্রি ৫৫ অ°)

শার্ঙ্গষ্টা (স্ত্রী) কাকজঙ্ঘা, চলিত কাঁটা গুড়কাউলি। ২ কাকমাচী। ৩ গুঞ্জা। (সুশ্রুত সূত্র° ৩৮অ°)

শার্ঙ্গষ্ঠা (স্ত্রী) মহাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ। (রাজনি°) ২ লতা-করঞ্জ। ৩ কাকমাচী। (বৈদ্যকনি°) ইহার পাঠান্তর 'শার্ঙ্গেষ্ঠা' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শার্ঙ্গায়ুধ (পুং) শার্ঙ্গং আয়ুধো যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রি) ২ ধনুরায়ুধবিশিষ্ট।

শার্ঙ্গিক (পুং) শার্ঙ্গক নামক পক্ষিবিশেষ।

শার্ঙ্গিন্ (পুং) শার্ঙ্গমস্তাস্তীতি শার্ঙ্গ-ইনি। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

"স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ॥" (রঘু ১২।৭০)

২ ধন্বিমাত্র, ধনুর্ধারী।

শার্দ্দূল (পুং) শৃ-হিংসায়াং (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরো লচৌ। উণ্ ৪।৯০) ইতি উলচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ব্যাঘ্র, এই শব্দ উত্তরপদে হইলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক হইয়া থাকে। যথা মুনিশার্দ্দূল, মুনিশ্রেষ্ঠ। (অমর) ২ রাক্ষস। ৩ পশুভেদ, শরভ। (মেদিনী) ৪ পক্ষিবিশেষ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।৪৫)

শার্দ্দূলকর্ণ (পুং) ত্রিশঙ্কুর পুত্রবিশেষ।

শার্দ্দূলললিত (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। অষ্টাদশাক্ষরপাদক ছন্দঃ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার দ্বাদশ অক্ষর ও চরণান্তে যতি এবং ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ও ১৭ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দের লক্ষণ হইবে—"মঃ সো জঃ সতসা দিনেশ ঋতুভিঃ শার্দ্দূলললিতং।" উদাহরণ

"কৃত্বা কংসমৃগে পরাক্রমবিধিং শার্দ্দূলললিতং
যশ্চক্রে ক্ষিতিভারকারিষু সুরারাতিষ্বতিদবম।
সন্তোষং পরমস্ত দেবনিবহে ত্রৈলোক্যশরণং
শ্রেয়ো বঃ স তনোত্বপারমহিমা লক্ষ্মীপ্রিয়তমঃ॥"
(ছন্দোমঞ্জরী ২স্ত°)

শার্দ্দূলবর্ম্মন্ (পুং) মৌখরিবংশীয় রাজভেদ।

শার্দ্দূলবাহন (পুং) পঞ্চবিংশতি পূর্ব্বজিনান্তর্গত জিনবিশেষ। (ত্রিকা°)

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ইহার দ্বাদশাক্ষর ও শেষাক্ষরে যতি। এবং ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ও অষ্টাদশ বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন অক্ষর সকল গুরু। ইহার লক্ষণ—"সূর্য্যাশ্বৈর্ম্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং।" উদাহরণ—

"গোবিন্দং প্রণমোত্তমাঙ্গরসনে ত্বং ঘোষয়াহর্নিশং
পাণী পূজয়তং মনঃস্মরপদে তস্থালয়ং গচ্ছতম্।
এবঞ্চেৎ কুরুতাখিলং মমহিতং শর্যাদয়স্তদ্ ধ্রুবং
ন প্রেক্ষ্যো ভবতাং কৃতে ভব মহাশার্দ্দূল বিক্রীড়িতম্॥"
(ছন্দোমঞ্জরী ২স্ত°)

শার্দ্দূলস্ত বিক্রীড়িতং। ২ শার্দ্দূলের বিক্রীড়িত, বাঘের খেলা।

শার্যাত (পুং) রাজর্ষি বিশেষ। "আ স্মা রথং বৃষ পাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য" (ঋক্ ১।৫১।১২) 'শার্যাতস্য শার্যাতনাম্নো রাজর্ষে' (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ সামভেদ।

শার্ব্ব (ত্রি) শর্ব্ব-অণ্। শিব সম্বন্ধীয়।

শার্ব্বর (স্ত্রী) ১ অন্ধতমস, নিবিড় অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। (ত্রি) শর্ব্বর্য্যা ইদং শর্ব্বরী-অণ্। শর্ব্বরী সম্বন্ধী, রাত্রিকালীন। ৩ ঘাতুক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ শার্ব্বরী। রাত্রি। (তর্কতত্ত্ব বাচস্পতি)

শার্ব্বরিন্ (পুং) বার্হস্পত্য ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত ৩৪ সংখ্যক বৎসর।

শার্ব্ববর্ম্মিক (ত্রি) শর্ব্ববর্ম্মা সম্বন্ধীয়।

শাল, কত্থন, শ্লাঘা, প্রশংসা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শালতে। লোট্ শালতাং। লিট্ শশালে। লুঙ্ অশালিষ্ট।

শাল (পুং) শল্যতে প্রশংস্যতে ইতি শাল-ঘঞ্। ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Shorea robusta), শাল গাছ। সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্জ্জ, কার্য্য, অশ্বকর্ণক, শস্যসম্বর, শঙ্কুবৃক্ষ। (রত্নমালা) ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে শতদ্রু হইতে আসাম পর্য্যন্ত স্থানে, পশ্চিম বঙ্গে, ছোটনাগপুর বিভাগে এবং মধ্যভারতে বিস্তৃত শালবন আছে। ঐ সকল শালবন পার্ব্বত্যপ্রদেশেই অধিক, সমতল ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে শালবন দেখা যায়, কোথাও কোথাও শালের আবাদ হইয়া পরে তাহা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এই বৃক্ষ অতিশয় বড় হইয়া থাকে। এমন কি কোন কোন বৃক্ষ এত বড় হয় যে উহা ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। উহার কাষ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়, এই কারণে উহা মনুষ্যের বিশেষ উপকারে লাগে।

ভারতের বিভিন্নস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানে—শাল, সাল, শালবা, শাখুশখের, ধূণা, ডামর,(রজন = রাল); বাঙ্গালা—শাল, সাল ; কোল—সর্জ্জম্, মেরুয়া, সাঁওতাল—সর্জ্জোম্, ভূমিজ,—শর্ণি, গারো—বোল-শাল ; নেপাল—শকবা ; লেপ্‌ছা—তেতুরাল ; উড়িষ্যা—শাল, শোরিঙ্গী, মধ্যপ্রদেশ—শাল, সাবই, রিঞ্জাল ; উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ—শাল, কাণ্ডার, শাখু, কোরোন ; অযোধ্যা—কোর্ত্তো ; পঞ্জাব—সাল, সেরাল, (রজন = রাল-জর্দ্দ), রাল-সফেদ, রাল-কালা), ধূণা ; বোম্বাই—শাল, (রজন = রাল ধূণা,) ; মরাঠী—(রজন = রল, গুগ্গিলু ; তামিল—রঙ্গিলিয়ম্, তেলগু—গুগিগ্‌লমু, (রজন—গুগল) ; কণাড়ি—কব্বু, (রজন—গুগ্‌গল) ; ব্রহ্ম—এল্-খ্যেন্ ; শিঙ্গাপুর—(রজন = দম্মল) ; আরব—কৈকহর ; পারস্য—লালে মোয়াব-বাড়ি।

শালবৃক্ষের ত্বক্ ছেদন করিয়া দিলে, উহা হইতে এক প্রকার

আঠা নির্গত হয়, উহাই বাজারে ধূণা বা গুগ্‌গুল নামে পরিচিত। নির্য্যাস প্রথমে সাদা বর্ণের হয়, পরে ক্রমশঃ শুকাইয়া ঈষৎ পাটল ধূসর বর্ণ ধারণ করে। দেশীয় লোকেরা ঐ ধুনা সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমূল হইতে ৩।৪ ফুট উর্দ্ধে বৃক্ষস্কন্ধকে ৪ বা ৫টী আঘাত করে। গাছ বড় হইলে তদপেক্ষা অধিক ক্ষত করিলেও বৃক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসেই সাধারণ গাছের ছালের উপর ছিদ্র করা হয়। ১০।১২ দিন পরে ঐ ছিদ্র আঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিলে লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনে এবং পুনরায় সেই গর্ত্ত আঠাপূর্ণ হইবার জন্য কিছুদিন চুপ করিয়া থাকে ও তৎপরে আঠা সংগ্রহ করে। এইরূপ একটী তেজাল গাছ হইতে বৎসরে তিনবার মাত্র আঠা সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাতে সর্ব্ব সমেত প্রায় ৫ সের পরিমাণ আঠা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার কার্ত্তিক মাসে হয় এবং ৩য়বার পৌষের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমে এক গর্ত্ত হইতেই আঠা গৃহীত হয়। প্রথম বারের আঠা পরিমাণে অধিক ও সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। শেষোক্ত বারের আঠা ভাল হয় না এবং পরিমাণেও অনেক কম হইয়া থাকে। মধ্যভারতের বুনোরা প্রত্যহ গাছ ছেঁদা করিয়া দেয় এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা তৎপর দিন সংগ্রহ করিয়া আনে। এইরূপে নিত্য আঠা সংগ্রহ করাতে গাছ সকল নষ্ট হইয়া বন বৃক্ষশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাতে দেশীয় রাজগণের বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট বনবিভাগীয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ঐ সকল বনরক্ষা-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। ইহাতে ভারতে কাষ্ঠের বাণিজ্য রক্ষিত হইলেও ধূনার ব্যবসা এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন শিঙ্গাপুর হইতেই সাধারণতঃ ধুনা বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আমদানী হয়। ভারতের সুবিস্তৃত বনভাগে আর ধুনার চাস নাই। পূর্ব্বে উত্তরভারতে প্রচুর ধুনা হইত। গাম্বলসাহেবের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ত্রিস্রোতা নদীর উত্তরস্থ শালবনের বৃক্ষমূলে এক এক খণ্ড ধুনা বা গুগ্‌গুলু ৩০ হইতে ৪০ কিউবিক ইঞ্চ পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে যাহা এদেশে আমদানী হয়, তাহা ছোট ও খণ্ড খণ্ড এবং উহা অস্বচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর। উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১·০৯৭ হইতে ১·১২৩। ইহার কোন স্বাদ নাই। অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠে। এলকোহলে ও ইথারে ইহা অতি সামান্য ভাবে গলিয়া থাকে, কিন্তু তার্পিণ তৈলে রাখিলে উহা পূর্ণমাত্রায় গলিয়া যায়। সালফিউরিক এসিডেও উহা গলে বটে, কিন্তু মিশ্রিত পদার্থ একটু লালবর্ণের দেখায়।

চর্ম্ম পরিষ্কার ও রঙ্গ করিতে ইহার ছাল বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোটনাগপুরবাসীরা এবং সাঁওতালেরা ইহার ছালের ক্বাথ হইতে এক প্রকার লাল ও কাল রঙ্‌ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অযোধ্যা বিভাগের বনপরিদর্শক কাপ্তেন ই, স, উড্‌ শাল গাছের ছাল হইতে রঙ্‌ প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে চুল্লীতে ক্বাথ জ্বাল দেওয়া হয়, তাহা গোণ্ডা প্রদেশের খদিরপ্রস্তুতকারীদিগের চুল্লীর মত, অথবা আমাদের দেশে যে ভাবে ইক্ষু গুড় জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে, সেই ভাবেই উনান প্রস্তুত হয়। উহার এক ধারের ছিদ্র দিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ উনানের ভিতর প্রবেশ করান হয় এবং অপর মুখের ছিদ্র পথে ছাইগুলি বাহিরে আনা হইয়া থাকে, উপরে ছালের ক্বাথ বাহির করিবার জন্য হাড়ি বসান হয়। ঐ উনানের চারি ধারেই ছাল ও জল দিয়া হাড়ি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। উহা প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ফুটিয়া জল গাঢ় লালবর্ণের হইয়া আসিলে ছাঁকিয়া লওয়া হয় এবং এইজন্য তিনটী হাঁড়ির রঙ্গীন জল পুনরায় চুল্লীর মধ্যস্থ অপর একটী পাত্রে ঢালিয়া জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে; পরে এই শেষোক্ত হাঁড়ির জল গাঢ় আঠাবৎ হইয়া আসিলে নামাইয়া রাখা হয়। নামাইবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যেন ঐ গাঢ় আঠাবৎ রঙ্গ চোঁয়াইয়া না যায়। এইরূপে এক মণ ছালে প্রায় ৩।০ সের রঙ্গের ক্বাথ হইয়া থাকে।

শালগাছে ছোট ছোট থোকাবাঁধা ফুল হয়। বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐ গন্ধ বড়ই মনোরম। কোল-রমণীরা সন্ধ্যাকালে কবরীতে শালফুল গুজিয়া মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে পথে চলে। ঐ সময়ে বায়ুর হিল্লোলে চালিত সেই পুষ্পগন্ধে পথের পার্শ্বদেশ আমোদিত হইয়া উঠে। শালবীজেও এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, উহা বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। অগ্ন্যুত্তাপে বীজগুলি সিদ্ধ করিলেই তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

বৈদ্যক শাস্ত্রে ধুনা অজীর্ণ ও মেহরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ধুনার অপরাপর গুণ যথাস্থানে বিবৃত হওয়ায় এখানে আর তাহা লিখিত হইল না। ধুনা অগ্নিতে জ্বালাইলে দুর্গন্ধ নাশ হয় এবং সেই স্থানের বায়ু পরিস্কৃত হইয়া থাকে। এইজন্য রোগী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ধুনা দিবার ব্যবস্থা আছে। ভৈষজ্যতত্ত্বে ধুনা যোগে প্রলেপ দেওয়ার বিধি দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠের উপর ধুনা ও রজন উত্তমরূপে ঘসিয়া এক প্রকার পালিস দেওয়া হয়, উহাতে অতি নিকৃষ্ট কাষ্ঠও মেহগ্নি বলিয়া ভ্রম হয়। সাঁওতালেরা ঔষধার্থে শালপাতার রস খায়। সার্জ্জন মেজর টমসন এম ডি, বলেন ধূনার কামোদ্দীপনশক্তি আছে। তিনি বলেন, দুই ঔন্স পরিমাণ ধুনা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গব্য ঘৃতে ১০ মিনিট কাল ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ

ঘৃত একটী শীতল জলপূর্ণ পাত্রে আস্তে আস্তে ঢালিয়া ফেলিবে। শীতল জল সংস্পর্শে ঘৃত মিশ্রিত ধুনার যে অংশ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, তাহা অঙ্গুলী দ্বারা উঠাইয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। পরে তাহাতে জল দিয়া ঐ গুলি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ক্রমান্বয়ে চটকাইবে, তাহাতে উহা ক্রমশঃ কোমল ও সাদা হইয়া আসিবে। ঐরূপ পুনঃপুনঃ এক ঘণ্টা কাল জল বদলাইয়া চট্‌কাইলে উক্ত মিশ্র পদার্থ মাখমের ন্যায় বর্ণযুক্ত ও কোমল হইবে। তখন উক্ত ঘৃত একটী স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। ঐ ঘৃত একটী সুপারির আকৃতি পরিমাণ দিবসে দুইবার সেবনীয়।

ডাক্তার ডবলু, এফ্‌ টমাস, বলেন ২০ গ্রেণ পরিমাণ ধুনা চূর্ণ এক পাইট উত্তপ্ত দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পান করিলে শরীরে কামশক্তির উদ্দীপনা হয়।

সাঁওতালেরা এবং ছোটনাগপুরবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শালের বীজ খাইয়া থাকে। প্রথমে পোড়া কাষ্ঠের ছাই মাখাইয়া ইহারা বীজগুলিকে উত্তমরূপে ২।৩ ঘণ্টা সিদ্ধ করে। তৎপরে বীজগুলি উঠাইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া মহুয়াফুলের সহিত মাড়িয়া লয়। অনন্তর উহা জলে সিদ্ধ বা কাট-খোলায় সেঁকিয়া লয়। এই ভোজ্য তাহারা এক দিন এরূপ পরিমাণে প্রস্তুত করে যে, একটী পরিবারে ৩।৪ দিন ধরিয়া খায়।

ছালের নীচের শালকাষ্ঠ তত দৃঢ় নহে, উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের সার ভাগ অতিশয় গুরু এবং দৃঢ়; সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ঘুণ ধরে। শালকাষ্ঠের পরিষ্কৃত গুড়িকে 'চকোর' বলে। উহা কাটিয়া ছাদের কড়ি ও বরগা এবং সাইজ কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়। উহাতে তক্তা, জানালা,দরজা প্রভৃতি গৃহোপকরণ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও নৌকাদিও এই কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। শালের "বাতি" অর্থাৎ ছোট শালগাছের দণ্ড দ্বারা চালা ঘরের খুটি করা হয়। পাকা শাল চকোরের এক কিউবিক ফুট পরিমাণের ওজন ৫৫ পাউণ্ড। জলে পচাইয়া পরে শুকাইলে কাষ্ঠ পাকা হয়। স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারেরা শালকাষ্ঠের কয়লায় হাপোড় জ্বালে।

ধূনা হিন্দু গৃহী মাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় এবং প্রয়োজনীয়। নৌকাবাহীরা ডামরের পরিবর্ত্তে ধূনা গলাইয়া নৌকার তক্তার ফাটালে লাগায়। ধূনার আঠায় হাড়ি কলসী প্রভৃতি জোড়া হয়। অনেক স্থানের লোকে শালপাতা কাটা দিয়া জুড়িয়া গোলাকার থালার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তদুপরি খাদ্যাদি খায়। শালপাতার ঠোঙ্গায় পেয় দ্রব্যাদি অথবা ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া থাকে। কলিকাতার দোকানে শালপাতার ঠোঙ্গার ব্যবহার আছে।

শাল, অপর নাম অশ্বকর্ণ বৌদ্ধদিগের বিশেষ আদরণীয়। কারণ শাক্যবুদ্ধের মাতা শাক্যসিংহের জন্ম সময়ে একটী সপত্র শালদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, এই উপাখ্যান সম্বলিত চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং বুদ্ধদেব শালবৃক্ষ মূলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রামবাসী শালপত্রে প্রতি-বেশিনী রমণীগণের নাম লিখিয়া জলে ডুবাইয়া রাখে। ৪॥০ ঘণ্টার পর ঐ ডাল জল হইতে তুলিয়া যখন তাহারা কোন পত্রকে নেতান দেখে, তখন তাহারা সেই নামের স্ত্রীলোককে ডাইন সাব্যস্ত করে।

২ শাল, পশমনির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ শীতবস্ত্রবিশেষ। গুজরাটী, হিন্দী, পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় এই শীতবস্ত্র "শাল" নামেই খ্যাত। উত্তরভারতের কাশ্মীর রাজ্যই শাল বাণিজ্যের আদি স্থান। পশম হইতে শাল প্রস্তুত হইলে তদুপরি শিল্পময় রেশমী পাড় যোজনা করিয়া উহা সভ্য জগতের সকল স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। জগতের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু দেশে প্রাচীন সময় হইতে শালের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শাল শব্দটীও ভিন্ন আকারে গৃহীত হইয়াছে। যথা—ফরাসী—Chals, chales, জর্ম্মন্—Schalen, ইতালীয়—Shanali, মালয়—কাইন রামবুৎ, পর্ত্তুগাল—Chalesha, স্পেনিস্—Schanalos, তামিল—শালু বৈগল এবং তেলেগু—শালু বলু।

শীত হইতে দেহরক্ষার জন্য শালের ব্যবহার। দক্ষিণ এসিয়া-বাসীর মধ্যে যেরূপ শাল ব্যবহারের বহু প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, য়ুরোপ খণ্ডে সেরূপ নাই। ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৬১ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এগার বর্ষকাল ভারতবর্ষ হইতে যত মূল্যের শাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার একটী তালিকা হইতে পাশ্চাত্য জগতে শালের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১৮৫০—৫১	১৭১৭০৯	পাউণ্ড
১৮৫১—৫২	১৪৬২৭০	ঐ
১৮৫২—৫৩	২১৫৬৫৯	ঐ
১৮৫৩—৫৪	১৭০১৫৩	ঐ
১৮৫৪—৫৫	১৯৭৮৯০	ঐ
১৮৫৫—৫৬	২০৯২৭৯	ঐ
১৮৫৭—৫৭	২৯০৬৪০	ঐ
১৮৫৭—৫৮	২২৭৬১৮	ঐ
১৮৫৮—৫৯	৩১০০২৭	ঐ
১৮৫৯—৬০	২৫২৮২৮	ঐ
১৮৬০—৬১	৩৫১০৯৩	ঐ

বিদেশে যে সকল শাল রপ্তানী হইত, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই যুক্তপ্রদেশে, সুয়েজে, আরবে ও পারস্যে প্রেরিত

হইত। এতদ্ব্যতীত অপর ২০ ভাগ আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীনদেশে প্রেরিত হইত। ফরাসীরা ভারতীয় শালের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্স-প্রুসিয়ানযুদ্ধের পর হইতেই ফ্রান্সে শালের প্রচলন অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়। অধুনা য়ুরোপে ও আমেরিকায় শালের ব্যবহার বড় কম হইয়া পড়িয়াছে।

কাশ্মীরে যখন শাল-ব্যবসায়ীরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, য়ুরোপে তখনও শাল ব্যবহারের নিমিত্ত জনসাধারণের অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছিল। পইজলী (Paisly) নগরে কাশ্মীরী শালের অনুকরণে শাল নির্ম্মিত হইত। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে বিবাহের সময়ে কন্যাকে শাল দিয়া আচ্ছাদিত করা হইত। ক্রমে বিবাহে শালব্যবহার বিবাহের একটী প্রথা রূপে পরিণত হইয়া যায়। পইজলীতে কলের তাঁতে শাল প্রস্তুত হয়। এতদ্দ্বারা য়ুরোপে কাশ্মীরী শালের আদর ও আমদানী অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে শালের ব্যবহার চিরন্তন। সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্যলোকেরা শাল সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা করিতেন। এখনও সম্ভ্রান্ত রাজা মহারাজদের গৃহে প্রাচীন কালের বহুমূল্য শাল দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ শাল এখন আর প্রস্তুত হয় না। একখানি শাল ১০ হাজারেরও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ এবং বাঙ্গালার নবাবগণ অধীন অমাত্য ও কর্ম্মচারীদিগকে কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ শালশিরোপা দিতেন।

এই শালের ব্যবসা এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। গড়ে প্রতি বর্ষে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার শাল বিক্রীত হইয়া থাকে।

বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে য়ুরোপ যদিও এখন অত্যন্ত দক্ষতা দেখাইতেছেন, কিন্তু বস্ত্রশিল্পে এখনও ভারতবাসীর যে গৌরব আছে, বিজ্ঞান বলে বলীয়ান্ সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয়গণ এ বিষয়ে এখনও তাদৃশ গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে যেরূপ উৎকৃষ্ট শাল নির্ম্মিত হইয়া থাকে, য়ুরোপের শিল্পীরা এখনও তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই, এখন তাদৃশ শালনির্ম্মাণে তাঁহাদের যোগ্যতা জন্মে নাই। আধুনিক য়ুরোপীয় বস্ত্রশিল্পীরা বিজ্ঞান আন্দোলনের ফলে এবং বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতিসাধন করিতেছেন, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নিরক্ষর বা অল্পবিত্ত তন্তুবায়গণ বস্ত্রশিল্পে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকগণও বহু স্থলে নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় শিল্পিগণের অনুকূলে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে শালবয়নেই ইহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে, বর্ণসৌন্দর্য্য এবং কলানৈপুণ্য প্রভৃতিতেও এই সকল শিল্পীরা যে সবিশেষ কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, য়ুরোপীয় লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদিও য়ুরোপীয় শিল্পীরা শালনির্ম্মাণে যথেষ্ট যত্নবান্ হইতেছেন, কিন্তু কাশ্মীরে যেরূপ উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হয়, জগতের আর কুত্রাপি তাদৃশ শাল দেখিতে পাওয়া যায় না।*

আইন অকবরী পাঠে জানা যায়, সম্রাট্ অকবর শালনির্ম্মাণ কার্য্যের যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি তিনি নিজেও অনেক সময়ে নমুনা দেখাইয়া দিতেন। কারুকার্য্যে ও বর্ণপ্রতিফলনে সম্রাট্ অকবর শালনির্ম্মাণে নানা প্রকার অভিনব সৌন্দর্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি শাল ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। চারি প্রকার শাল প্রস্তুত করাইতেন। প্রথমতঃ তুজ্ আস্‌শাল্, ইহা ধূসর বর্ণ বা শুভ্র। এই শাল যেমন কোমল, তেমনই নরম ও পাতলা। এই শ্রেণীর শালে শিল্পীরা পূর্ব্বে রং ধরাইতে পারিত না। কিন্তু সম্রাট্ অকবর বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই শ্রেণীর শালে রং প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকার শালের নাম—সফেদ আলচে, ইহার অপর নাম তেঢ়েদার; সফেদ ও কাল দুই রকম পশমে এই জাতীয় শাল দ্বিবিধ বর্ণেই প্রস্তুত হইত। শিল্পীরা ইহা হইতে এক প্রকার ধূসর বর্ণের শাল প্রস্তুত করিত। অকবরের পূর্ব্বে তিন বা চারি রঙ্গের শাল প্রস্তুত হইত। ইহার বেশী রঙ্গদার শাল দেখা যাইত না। কিন্তু অকবরের সময় হইতেই বিবিধ রঙ্গের শাল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তৃতীয় প্রকার শালের নাম জরদী, গুলা-বাতান, কাশাদী, কাল্‌ঘাই, বুন্ধীনমা ছিট্, আলচে এবং পরজদার। এই সকল শাল সম্রাট্ অকবরের উদ্ভাবিত। চতুর্থ—জামার নিমিত্ত এক প্রকার সুদীর্ঘ শাল প্রস্তুত হইত। অকবরই শালের জুড়ী ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

আইন অকবরী পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাটের উৎসাহে এই সময়ে লাহোরে প্রায় সহস্রাধিক তন্তুশালা ছিল। তথায় তন্তুবায়গণ শালনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা ময়ান্ নামে একরূপ নকল শাল প্রস্তুত করিত। ময়ান্ রেশম ও পশমে নির্ম্মিত হইত।

অধুনাও কাশ্মীরী শাল এদেশে সুবিখ্যাত। ১৮২০ খৃঃ অব্দে

* "From the neck and underpart of the body of the wool-goat is taken the fine flossy silk-like wool which is worked up into those beautiful shawls with an exquisite taste and skill, which all the mechanical ingenuity of Europe has never been able to imitate with more than partial success".

(The Cyclopædia of India)

পূর্ব্বে পঞ্জাবের বহু স্থানে শাল প্রস্তুত হইত, কিন্তু তৎপর হইতে কাশ্মীরই শালনির্ম্মাণের প্রসিদ্ধ স্থল বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃঃ অঃ কাশ্মীরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় শালকরগণ কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া অমৃতসর, নূরপুর, দীননগর, ত্রিলোকনাথ, জালালপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি বিবিধ স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখনও এই সকল স্থানে বহু পরিমাণে শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পঞ্জাবে যে সকল শাল বোনা হয়, তন্মধ্যে অমৃতসরী শালই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাশ্মীরী শালের সহিত অমৃতসরীর তুলনা হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে পঞ্জাবী শালকরেরা তেমন পশমসংগ্রহে অসমর্থ, দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীরে যেমন রং হয়, অমৃতসরে যেরূপ রং ফলে না। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীরের জলের কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক গুণেই এইরূপ ভাল রং ফলিয়া থাকে।

শালনির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে শালের উপাদান পশমের কথাই অগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ছাগ বিশেষের লোমই শালের উপাদান। তিব্বতে ও স্পিতি নামক স্থানে এক ছাগ আছে। এই সকল ছাগেল লোম সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারাই শাল নির্ম্মিত হয়। স্পিতির ছাগলোম অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় ছাগলের লোমই অধিকতর উৎকৃষ্ট। কাশ্মীরে লাদক বিভাগে শালের পশমের জন্য ছাগ পালন করা হয়। এই সকল ছাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকারের ছাগের আকার খুব বড়, ইহাদের বড় বড় শৃঙ্গ আছে, ইহারা রাপ্‌পু নামে খ্যাত। ক্ষুদ্র জাতীয় ছাগগুলি তিল্‌ নামে অভিহিত। এই সকল ছাগ পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের গুব্রা, জালন্ধর, এবং রাকচু প্রভৃতি স্থানেও এই সকল ছাগ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা রুকণ নগর নামক স্থানেই সাধারণতঃ উত্তম পশম সংগৃহীত হয়। খোতানের দক্ষিণ অঞ্চলও উত্তম পশমের জন্য বিখ্যাত। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পশম সংগ্রহ করা হয়। এই সকল ছাগের সকল লোমই পশম নহে। ঘাড়ের ও নিম্ন ভাগের (বক্ষ ও পেটে) পশমই শাল নির্ম্মাণের উপাদান। মোটা মোটা লোমগুলি হইতে সূক্ষ্মলোম স্বতন্ত্র করিয়া শালকরদের নিকট রপ্তানী করা হইয়া থাকে। মোটা লোমে কম্বলাদি প্রস্তুত হয়। তিব্বত হইতে পশম কাশ্মীর, নূরপুর, অমৃতসর, লাহোর, লুধিয়ানা, অম্বালা, শতদ্রু তটবর্ত্তী রামপুর ও নেপালে প্রেরিত হইয়া থাকে। উত্তম পশম "লেনা" নামে অভিহিত, সাধারণ পশম "বাল" নামে খ্যাত।

কাশ্মীরে পূর্ব্বে ২।৶ আনায় এক এক সের পশম বিক্রীত হইত। লাদক হইতে কাশ্মীরে প্রতি বর্ষে প্রায় তিন হাজার মণ পশম আমদানী হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাগ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধসের পশম পাওয়া যায়। লাদকে প্রায় ৮০০০০ ছাগ পালন করা হয়। প্রত্যেক ছাগলের মূল্য চারি টাকা। এক কাশ্মীরেই প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিন্ধু ও সাইফুক নদীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থানসমূহেও পশমের উপযোগী ছাগ পালন করা হয়।

শালনির্ম্মাণের পূর্ব্বে পশম পরিষ্কৃত করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ পশম পরিষ্কার করে। সাধারণতঃ ময়দার সহিত পশম মিশাইয়া পেষা হইয়া থাকে। অতঃপর পশমগুলি ঝাড়িয়া লইলেই উহা পরিষ্কৃত হয়। ইহার পরে পশম হইতে চুলগুলি বাছিয়া ফেলা হয়। চুল বাছিয়া ফেলা খুব সময়সাপেক্ষ; বিশুদ্ধ পশমে প্রস্তুত শালাদির মূল্যও অত্যন্ত অধিক। অতঃপর চরকার সাহায্যে পশমগুলিকে সূত্রে পরিণত করিয়া তাহা রং করা হইয়া থাকে। সাদা বিশুদ্ধ পশম সূত্রের অর্দ্ধসেরের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকার কম নহে।

একরঙ্গা শাল তাঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু নানা রঙ্গে চিত্রিত শাল সূচ দিয়া বোনা হয়।

যে শাল সকল তাঁতে প্রস্তুত হয়, সেই সকল শাল তিলিবালা, তিলিকার, কানিকার বা বিনৌট নামে খ্যাত। সূচীকার্য্যে শালগুলি সাধারণতঃ অমলীকর নামে অভিহিত। এতদ্ব্যতীত দোশালা, রুমাল, জামীওয়ার প্রভৃতি নামে শালের আরও প্রকার ভেদ আছে। জামীওয়ার গুলি বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত। শালের কিনারা (পাড়) নির্ম্মাণেও এক বিপুল ব্যবসায় চলিতেছে। কালিকার, ও অমলীকর শালে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁতে কন্দা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া উহা আবার জুড়িয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর শাল কাশ্মীরে যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শাল প্রস্তুত করার সময়ে বিবিধ শ্রেণীর লোক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যথা নকাশ, তারা গুরু, এবং তালিম গুরু ইত্যাদি। নকাশ শালের নমুনা দেখাইয়া থাকেন। তারা গুরু রং ও রঙ্গিন সূত্রাদির পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। তালিম গুরু এই সকল বিষয় সাঙ্কেতিক ভাবে লিখিয়া তাঁতিদের তাঁতে প্রদান করেন, তাহারা তদনুসারে শাল বয়ন করিয়া থাকে।

শালনির্ম্মাণের জন্য যে কাষ্ঠসূচী ব্যবহৃত হয়, উহা তোজী নামে খ্যাত। এই তোজীতে চারি গ্রেণ ওজন পরিমিত রঙ্গিন সূত্র জড়ান থাকে।

দোশালা।—দোশাল বিবিধ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা দোশালা বা "খালি মাটান", রঙ্গিন পাড়দার, বা "চার বাগান", মধ্যস্থলে ফুলদার বা চাঁদদার, কুঞ্জদার। যে শালের দুই

পার্শ্বের পাড় হইতে দুই প্রান্তের পাড় অধিকতর প্রসর হইয়া থাকে, উহা "শাহপসন্দ" বা পাল্লেদার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চতুঃপার্শ্বের পাড় সমপরিমিত হইলে উহাকে "দরদার" বলা যায়। দুই পার্শ্বে সমভাবে সূচীকার্য্যবিশিষ্ট শাল "দোরোখ" নামে খ্যাত।

সাধারণতঃ সফেদ (সাদা), মুস্কী. (কাল) গুলালার (Crimson), খার্ম্মিজ (Scarlet), উদা (Purple), ফেরোজী, জিঙ্গারী (সবুজ) এবং জরদ্ (পীত) বর্ণের শাল দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কসবা, চাদর ও রুমালও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। য়ুরোপীয়গণ এই শ্রেণীর শালের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয়গণ পূরাশাল ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা রুমাল পসন্দ করেন। রুমাল ব্যতীত অর্দ্ধ পরিমিত এক প্রকার শালও প্রস্তত হইয়া থাকে, উহা আধাথৎ বা পসি নামে প্রসিদ্ধ। এই পশি শাল তেরহিবেল ও চুরীবেল এই দুই প্রকারেও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। রামপুরী চাদর গুলিও য়ুরোপে শাল বলিয়া খ্যাত।

শ্রীনগর মিউজিয়মে এক খানি শাল আছে, উহার মূল্য ২২০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৩০০০ হইতে দশ হাজার টাকা মূল্যের শাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০২-৩ দিল্লী নগরে শিল্প সম্বন্ধীয় যে প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে মেজর ষ্টুয়ার্ট এইচ্ গড্ফে্ এক খানি শাল প্রেরণ করেন। এই শাল খানিতে শ্রীনগরের প্রাসাদ, জনসাধারণ, হ্রদ নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির চিত্র চিত্রিত। প্রত্যেকটী দৃশ্যের নিম্নে উহার পরিচয় সূচীর কার্য্যে লিখিত। মহারাজ স্যার রণবীর সিংহের সময়ে এই শাল তাঁহারই আদেশে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ যখন শ্রীনগর পরিদর্শন করিতে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে উপহার দেওয়ার জন্যই নাকি এই শাল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শাল খানিতে শ্রীনগরের মানচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনায়াসেই উক্ত স্থানগুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

শাল (পুং) শল্যতে প্রশংস্যতে ইতি শাল-ঘঞ্। মৎস্যভেদ, চলিত গজাল মাছ, শাল মাছকে কেহ কেহ গজাল মাছ কহে, শাল ও গজাল দেখিতে প্রায় এক প্রকার; একটু বিশেষ এই যে গজাল মাছের গায় চাকা চাকা চিহ্ন থাকে। ২ প্রকার। ৩ নদভেদ। (শব্দরত্না°) ৪ নৃপভেদ, শালনৃপ, শালিবাহন রাজা। (বিশ্ব) ৬ বৃক্ষমাত্র। (রাজনি°)

শালক (ক্লী) নাড়ীশাক, পাটশাক। (বৈদ্যকনি°)

শালকটঙ্কট (পুং) রাক্ষসভেদ। ঘটোৎকচ ইহাকে বধ করিয়াছিল। (ভারত) ২ শাল ও কটঙ্কটমল্ল বিশেষ।

"মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটাঙ্কটৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২৮৫)

শালকল্যাণী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ। গুণ - গুরু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, মধুর, শীতবীর্য্য ও পুরীষভেদক। (চরক সূত্রস্থা° ২৭অ°)

শালগ্রাম (পুং) বিষ্ণুমূর্ত্তিবিশেষ। গণ্ডক্যুদ্‌ভব বজ্রকীট কৃত চক্রযুক্ত শিলা, গণ্ডকী নদীতে জাত বজ্রকীট কর্ত্তৃক চক্রযুক্ত যে শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে শালগ্রাম শিলা কহে। ইহা ভিন্ন দ্বারকোদ্ভব শিলাও শালগ্রাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শিলায় ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। অন্য দেবমূর্ত্তির যেরূপ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তদ্রূপ এই শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। এই শিলার অভিষেক করিয়াই পূজা করা বিধেয়। শিলার চক্রের লক্ষণ অনুসারে ঐ শিলার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। এই শিলাতে ভগবান্ বিষ্ণু সদা বিরাজমান থাকেন, এইজন্য ইহাতে দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

শালগ্রামের উপাসনা ভারতে বহু প্রাচীন।* ভগবান্ বিষ্ণু শিলাচক্র রূপে জগতে প্রকট হইয়াছিলেন, ইহাই পৌরাণিক উক্তি; গণ্ডকীতীর বা চক্রতীর্থ এবং দ্বারকাই ভগবানের চক্ররূপী লীলার প্রশস্ত স্থান †। কিরূপে ভগবান্ হরি ঐ ক্ষেত্রদ্বয়ে স্বলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে;—

ভগবান্ হরি ছলে শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়া শঙ্খচূড়বেশে তুলসী সম্ভোগ করিলে তুলসী তখন ভগবান্‌কে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে নাথ! আপনি পাষাণহৃদয় ও দয়াহীন, অতএব পাষাণ সদৃশ হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করুন। তুলসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ বলিলেন, সাধ্বি! তোমার শাপপালনার্থ আমি গণ্ডকীতীর সান্নিধ্যে শিলারূপী হইয়া অনুষ্ঠান করিব। বজ্রকীট, কৃমি ও বজ্রদংষ্ট্রগণ সেই স্থলে শিলাকুহরে আমার চক্র কর্ত্তন করিবে ‡।

ধর্ম্মসংহিতায় শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিপ্রকার অন্যরূপ

* "যথা হি বিষ্ণোঃ শালগ্রামঃ।" ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে শাঙ্খায়ন।

† "গণ্ডক্যামেকদেশেতু শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণান্তর্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্থিতিম্॥" (পদ্মপু° ১১অঃ)
"শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ।" (পদ্মপু° ১০ অঃ)
শ্রীধরস্বামী ভাগবতের ৫।৮।৩০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—
"শালগ্রামাভিধানে ভগবতঃ ক্ষেত্রে চক্রতীর্থে।"

‡ অতঃপর বিভিন্ন শিলারূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত জন্মখণ্ড ২১অঃ)

বর্ণিত আছে,—ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং নারায়ণ, তিনি আদিতে বজ্রকীটরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে সুবর্ণ ভ্রমর রূপে অতি তেজে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দেবগণ ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন; তখন সমস্ত চরাচর ষড়ঙ্ঘ্রি দলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। হিরণ্যগর্ভ এইরূপে ভ্রমণশীল ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক বিভ্রান্ত হইয়া বৈনতেয়াসন জগৎপতি বিষ্ণুকে দেখিবার নিমিত্ত শৈলরূপে জগতের মঙ্গলবিধাতা হরিকে অবরুদ্ধ করিলেন। ইহাতে সহসা নিরুদ্ধবেগ হইয়া তিনি একটী বৃহদ্গর্ত্তে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে ঐরূপে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভ্রমরগণও সেই গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতেই শঙ্খবৎ বেশ্ম সহ চক্রাকার শিলা সমুৎপন্ন হইল*।

মেরুতন্ত্রে ৫ম পটলে শালগ্রামোৎপত্তি প্রসঙ্গ ক্রমে শালগ্রাম, শিলা নির্ণয় ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। পুরাকালে গণ্ডকী 'দেবগণ আমার পুত্র হউন' এই আকাঙ্ক্ষায় তপশ্চরণ করেন। তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বর দিবার জন্য তাঁহার নিকট উপনীত হইলে গণ্ডকী তাঁহাদিগকে আপনার পুত্ররূপে প্রার্থনা করেন। তাঁহারা এইরূপ বরদানে অশক্ত হইলে গণ্ডকী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যেরূপ বারবার প্রতারণা করিলে সেইরূপ এই খানে কীটযোনি লাভ করিয় অবস্থান কর।" গণ্ডকীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ বলিলেন, তুমি যেরূপ তপোবলে উদ্ধতা হইয়া অবিচারপূর্ব্বক আমাদিগকে অভিশপ্ত করিলে সেইরূপ কর্ম্মবিপাকে তুমিও জড়-প্রকৃতি কৃষ্ণা নদী হও। পরস্পরের অভিশাপে সেই স্থানে একটী মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। তাহাতে দেবগণ ও গণ্ডকী কম্পিত হইলেন, তখন ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিয়া সকলে বলিলেন, ব্রহ্মন্! ক্রোধবশে আমরা পরস্পরে মহাশাপে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিন। ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্করকে জানাইলেন। দেবদেব পদ্মযোনিকে তদুত্তরে জ্ঞাপন করিলেন, আমি সংহারকারক, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিষ্ণু সর্ব্বজীবপালক। বিষ্ণুই আমাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান্। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, এ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কি?

মহেশ্বরের এই উক্তি শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু গজানন তোমরা সকলে শ্রবণ কর, এখানে আমার গণসমূহ, ব্রাহ্মণগণ ও গজমাতঙ্গরূপধারী শাপগ্রস্তগণ যদি কার্য্যবশে আসিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে এবং তাহারা দিব্যকলেবর ধারণ করিবে। আর তাহাদের মেদমজ্জসম্ভব স্থূলদেহ শীর্ণ হইয়া পাষাণান্তর্গত বজ্রকীট প্রসব করিবে। অদ্য হইতে গণ্ডকী পুণ্যতোয়া ও গঙ্গার সমতুল্য হইলেন। গিরিরাজের দক্ষিণে গণ্ডকী পর্য্যন্ত দশযোজন বিস্তীর্ণ ভূমি ধরাতলে মহাপুণ্যক্ষেত্র হইল। ইহাই ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ। এই চক্রতীর্থের অন্তর্গত শালগ্রামগত দেবগণ অথবা দ্বারাবতীগত দেবতা যেখানে উভয়ে সঙ্গত হইবেন*; সেই স্থানে নিশ্চয়ই মুক্তি করতলগত হইবে। এই ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী সর্ব্বদেবপ্রীতিকরা গণ্ডকীর গর্ভজ পাষাণখণ্ড ও তদন্তর্গত বজ্রকীটই তাঁহার প্রার্থিত সুরপুত্র†। অতঃপর ব্রহ্মার বচনে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু গণ্ডকীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন‡ করিতে করিতে

*হিরণ্যগর্ভো ভগবানাদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
বজ্রকীটপ্রভুর্ভূত্বা চচার ধরণীতলে॥
সৌবর্ণং ভ্রমরং দৃষ্ট্বা দেবাস্তদ্রূপধারিণঃ।
উপতস্থুর্মহাত্মানং ভ্রমন্তমতিতেজসম্॥
ষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্।
হিরণ্যগর্ভোভ্রমরৈর্ভ্রমদ্ভিঃ ভ্রান্তবৎ সদা॥
দ্রষ্টুং জগৎপতিং বিষ্ণুং বৈনতেয়াসনং স্বয়ম্।
রুরোধ শৈলরূপেন জগদ্ধিতকরং হরিম্॥
নিরুদ্ধবেগঃ সহসা প্রবিবেশ বিলং মহৎ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টে ভ্রমরাস্তদ্বিলং বিবিশুঃ শুভম্॥
চক্রুঃ শঙ্খং মহদ্বেশ্ম কোষাকার ইবাত্মনঃ।
নাস্তিকানাং প্রত্যয়ার্থং বজ্রকীটঃ ষড়ঙ্ঘ্রয়ঃ॥
চক্রাকারং বিনির্ম্মায় বিনির্গচ্ছন্তি সাধবঃ॥ (ধর্ম্মসংহিতা)

* "শালগ্রামগতা দেবা দেবো দ্বারবতীগতঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥" (মেরুতন্ত্র)
টীকাকার 'উভয়োঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, কথিত শিলাদ্বয়ের "একটী"ও যেখানে থাকে, সেই স্থানে মুক্তিলাভ সুনিশ্চয়।

† "সর্ব্বদেবপ্রীতিকরা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
ভবন্তস্তাস্ত পাষাণা যে তদন্তর্গতা সুরাঃ॥
প্রার্থিতং যং বিনা সর্ব্বে বজ্রকীটা ভবন্তিতি।
অনেনৈব তু গণ্ডক্যাঃ পুত্রত্বং ভবতামপি॥" (মেরুতন্ত্র ৫ পটল)

‡ পদ্মপুরাণের ১১ অধ্যায়ে গণ্ডকীতীর শালগ্রামের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—
"গণ্ডকীয়ং নদী রাজন্ সুরাসুরনিষেবিতা।
পুণ্যোদকপরিবাহৈর্হতপাতকসঞ্চয়া॥
দর্শনান্মানসং পাপং স্পর্শনাৎ কর্ম্মজং দহেৎ।
বাচিকং শীয়তোয়স্ত পানতঃ পাপসঞ্চয়ম্॥
পুরা দৃষ্টা প্রজানাথঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ বিপাপ্মনঃ।
স্বগণ্ডাদ্বিপ্রযোঽনেকপাপঘ্নীসৃষ্টবানিমান্॥
এনাং নদীং যে পুণ্যোদাং স্পৃশন্তি সুতরঙ্গিণীম্।
তে গর্ভভাজো নৈব স্যুরপি পাপকৃতো নরাঃ॥
তস্যাং ভবা যে চাশ্মানশ্চক্রচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ॥
তে সাক্ষাদ্ভগবন্তো হি স্বস্বরূপধরাঃ পরাঃ॥" (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১১অঃ)

পূজ্যশিলার নাম নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে তিনি ত্যাজ্য-শিলারও বর্ণাদি ভেদ নিরূপণ করিয়া দিলেন।

(মেরুতন্ত্র ৫ পটল)

পূজ্য-শিলা।

সচক্রশিলাই সাধারণের পূজ্য, কিন্তু এই শিলা দ্বারবতী বা গণ্ডকীভব হওয়া চাই। সহস্র পাপের অধিকারী এবং শত-জন্মপাপরত হইলেও একবার মাত্র শিলার্চ্চনা করিলে তৎক্ষণাৎ পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপ সকল বিলুপ্ত হয়। শালগ্রামশিলাবিধৌত জলপান করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পূতদেহ হয় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রও বেদপথে স্থিত হইয়া থাকে।

শালগ্রাম শিলার মধ্যে সূক্ষ্ম শিলাপূজাই প্রশস্ত। ধর্ম্ম-কামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ শিলার নিত্য পূজার বিধান আছে। শিবার্চ্চনচান্দ্রকায় বশিষ্ঠব্রহ্ম-সংবাদে সূক্ষ্ম ও স্থূল শিলার এইরূপ আকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"শালগ্রামেষু সর্ব্বেষু সূক্ষ্মঃ গ্রাহ্যং কুটুম্বিনা।
শ্রীফলাদধিকং স্থূলং সূক্ষ্মং জম্বুফলাদপি॥"

প্রয়োগপারিজাতে লিখিত হইয়াছে যে, বিবিধাকার লাঞ্ছন দ্বারা লাঞ্ছিত ও চক্রাঙ্কিত শালগ্রামেই শ্রীহরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। প্রথমে শিলা লইয়া উহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবে। স্থিরাসনা, সুবৃত্তা, ফলাকারা, যবাননা, কৃষ্ণা, পাণ্ডুরা, পীতা, নীলা, শ্যামলা, শুক্লা বা কপিলাভা, দূর্ব্বাভা এবং রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণা শিলাই শুভা ও গ্রাহ্যা। উক্ত বর্ণ সমূহের মিশ্রণ থাকিলেও তাহার বিশেষত্ব আছে।

পদ্মপুরাণে শালগ্রামশিলার্চ্চনপ্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ রেখা-বিশিষ্ট শিলার পূজার্হতা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল শিলা স্বতন্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—

" শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নদ্বিচক্রধৃক্।
শুক্লাভাখ্যশ্চ সোঽব্যাদ্বঃ সদৈব শ্রীগদাধরঃ॥
লগ্নদ্বিচক্রো চক্রাভঃ পূর্ব্বভাগস্থ পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রাস্ত পীতকঃ॥
স দীর্ঘঃ স শিরশ্ছিদ্রো যোঽনিরুদ্ধস্ত বর্ত্তুলঃ।
নানাহারদ্বিরেখশ্চ অথ নারায়ণোঽসিতঃ॥
মধ্যে গদাকৃতা রেখা নাভিপদ্মমহোন্নতঃ।
পৃথুচক্রো নৃসিংহো বঃ কপিলোঽব্যাৎত্রিবিন্দুকঃ॥
অথবা পঞ্চবিন্দুস্তৎপূজনং ব্রহ্মচারিণঃ।
বরাহশক্তিলিঙ্গোঽব্যাদ্বিষমদ্বয়চক্রকঃ॥
নীলস্ত্রিরেখ স্থূলোঽথ কূর্ম্মমূর্ত্তিসবিন্দুমান্।
কৃষ্ণঃ সবর্ত্তুলাবর্ত্তঃ পাণ্ডরোন্নতপৃষ্ঠকঃ॥
শ্রীধরঃ পঞ্চরেখোঽব্যাদ্বনমালাগদাঙ্কিতঃ।
বামনো বর্ত্তুলো নাম বামচক্র সুরেশ্বরঃ॥
নানাবর্ণোঽনেকমূর্ত্তির্নাগভোগী ত্বনন্তকঃ।
স্থূলো দামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ সুনীলকঃ॥
সংকীর্ণদ্বারকো যোঽব্যাদথ ব্রহ্মা সুমোহিতঃ।
সদীর্ঘরেখা শুষির একচক্রাম্বুজঃ পৃথুঃ॥
প্রত্যুচ্ছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণোঽবিন্দুশ্চ বিন্দুমৎ।
হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারঃ পঞ্চরেখ সমস্ততঃ॥
বৈকুণ্ঠোঽমলবস্তাত একচক্রাত্মকোঽসিতঃ।
মৎস্যো দীর্ঘাম্বুজাকারো দ্বাররেখস্ত পাণ্ডরঃ॥
বামচক্রো দক্ষরেখঃ শ্যামো যোঽব্যাৎ ত্রিবিক্রমঃ।
শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ॥
একেন লক্ষিতো যোঽব্যাদ্ গদাধারী সুদর্শনঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভির্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ॥
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ব্যূহো বাসুদেবস্ত পঞ্চভিঃ।
প্রদ্যুম্না ষড়্‌ভিরেবাব্যাৎ সঙ্কর্ষণ ইব স্মৃতঃ॥
পুরুষোত্তমোঽষ্টভিঃ স্যাচ্চ নবব্যূহো নবান্বিতঃ।
দশাবতারো দশভিরনিরুদ্ধোঽবতাদথ।
দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভিরতঊর্দ্ধোঽনন্তকঃ * ॥"

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১০অ°)

* " স্থিরাসনা পরিজ্ঞেয়া স্বস্থাসনা সুখপ্রদা।
বৃত্তা সুবৃত্তদা প্রোক্তা ফলাকারা ফলপ্রদা॥
যবাননা চ বিজ্ঞেয়া বাক্‌সৌন্দর্য্য প্রদায়িকা।
কীর্ত্তিভোগপ্রদা কৃষ্ণা পাণ্ডরা পাপহারিণী॥
পীতা পুত্রপ্রদা নিত্যং লক্ষ্মী শান্তিপ্রদা তথা।
নীলা বহুরত্নদা জ্ঞেয়া তথা চ কান্তিদায়িনী॥
পুষ্টিবৃদ্ধিপ্রদা শ্যামা শ্বেতা সাত্ত্বিকদায়িনী।
নেত্রে উন্মীলিতে যস্ত অক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্॥
কপিলাখ্যা ভবেৎ সূক্ষ্মা জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রদায়িকা।
কামপ্রদায়িকা চাভা দূর্ব্বাভা পশুদায়িনী।
রক্তা রোগপ্রদা নিত্যং মিশ্রা মিশ্রফলপ্রদা।
এবং লক্ষণসম্পন্না পারম্পর্য্যক্রমাগতা॥
উত্তমা সা তু বিজ্ঞেয়া গুরুদত্তা তদুত্তমা।
শালগ্রামং স্বয়ং প্রাপ্তা ব্রতৈঃ সহ বিশেষতঃ॥
দ্বিতীয়া যেন সংপূজ্যা সা শিলা চোত্তমোত্তমা।
ক্রয়ক্রীতা পরিজ্ঞেয়া মধ্যমা যাচিতাঽধমা॥" (প্রয়োগপারিজাত)

* নিম্নলিখিত নামনিরুক্তি হইতে উক্ত শালগ্রাম শিলাসমূহের নাম ও বিশেষত্ব কল্পনা করা হইয়াছে পদ্মপুরাণের শালগ্রাম শিলাপ্রসঙ্গ পাঠে ইহাই অনুমিত হয়—

'শঙ্খচক্রগদাপদ্মং কেশবাখ্যো গদাধরঃ।
সাব্জকৌমোদকীচক্রশঙ্খী নারায়ণো বিভুঃ।

মেরুতন্ত্রেও পূজ্য শালগ্রাম শিলার বিষয় বর্ণিত দেখা যায়;—স্বীয় বর্ণা, অর্থাৎ শিলার যে বর্ণ তাদৃশী বর্ণবিশিষ্টা শিলা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ সুখলাভের নিমিত্ত পূজা করিবে। স্নিগ্ধ ও রুক্ষবর্ণ শিলা পূজনীয়া, এই শিলাপূজনে সিদ্ধিলাভ হয়। পীতবর্ণ শিলাপূজনে পুত্র লাভ হয়। নীলবর্ণশিলা পূজনে লক্ষ্মীলাভ, এবং সমশিলা সর্ব্বার্থসাধিকা হয়।

গৃহস্থদিগের কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত শিলা সুখদায়ক, লক্ষণানুসারে তাহার নিম্নে নাম লিখিত হইল। যে শালগ্রাম শিলায় পদ্মের সহিত চক্র বিদ্যমান থাকে, অথবা কেবল বনমালা চিহ্ন থাকে, তাহার নাম লক্ষ্মীহরি, এই শিলা গৃহস্থদিগের অভীষ্টদায়িনী। যে শালগ্রামের চক্রযুক্ত দুইটী দ্বার থাকে, অথবা যে শিলা শ্বেতবর্ণ ও দুইটী সমান চক্রবিশিষ্ট তাহা বাসুদেব নামে কথিত। এই শিলা পাপনাশক। পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্ভাগে দুইটী চক্র থাকিলে সেই শিলা সঙ্কর্ষণ নামে পূজিত হয়। ইহা রত্ন স্বরূপ ও সুশোভন, গৃহী ব্যক্তির এই শিলা পূজনে অভীষ্ট লাভ হয়।

যে শালগ্রাম শিলার চক্র সূক্ষ্ম এবং ছিদ্র দীর্ঘ ও বিচিত্রিত, অন্তঃ ও বহির্দ্দেশ ছিদ্রযুক্ত, তাহা প্রদ্যুম্ন। ইহা পীতবর্ণ ও ইষ্টপ্রদায়ক। শিলা নীলাভ, বর্ত্তুল ও অতি সুন্দর, দ্বারদেশে দুইটী রেখা যুক্ত, এবং পৃষ্ঠদেশ পদ্ম লাঞ্ছিত হইলে অনিরুদ্ধ কহে। শিলায় পূর্ব্ব বা পশ্চাদ্ ভাগে এক বা দুইটী চক্র থাকিলে কেশব। ইহা চতুষ্কোণ, এই শিলা পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্যামবর্ণ, নাভিদেশ উন্নত চক্রবিশিষ্ট এবং দীর্ঘরেখাযুক্ত ও দক্ষিণদেশ পৃথু শুষির অর্থাৎ স্থূল গহ্বরসমন্বিত এরূপ শিলাকে নারায়ণ কহে।

যে শিলার মুখ উর্দ্ধদেশে স্থাপিত অথচ শিলার ন্যায় হরিদ্বার দৃষ্ট হয়, তাহার নাম হরি। এই শিলাচক্র ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ। যে শিলা পদ্ম ও চক্রযুক্ত, বিল্বফলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, শুক্লাভ এবং পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ শুষির অর্থাৎ গর্ত্ত-বিশিষ্ট তাহা পরমেষ্ঠী নামে কথিত। কৃষ্ণবর্ণ, সুশোভন দুইটী চক্রযুক্ত, মধ্যদেশ হইতে দ্বারোপরি একটী রেখাসম্বলিত শিলার নাম বিষ্ণু।

নৃসিংহলক্ষণ যুক্ত শিলা যদি গুড় বা লাক্ষা সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তন্মধ্যে দুইটী স্থূল চক্র ও দ্বারে সুশোভনা রেখা থাকে, এবং তাহাকে এই রেখা যদি কেশবাকার দীর্ঘ ও ভয়ানক মুখযুক্ত হয়, তাহার নাম মহানৃসিংহ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত শিলা বনমালাবিরাজিত, চারিটী চক্র ও বিন্দুযুক্ত হইলে লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে অভিহিত হয়। ইহা শুভপ্রদ।

পূর্ব্বোক্ত বরাহলক্ষণযুক্ত শিলা যদি ইন্দ্রনীলসদৃশ স্থূল, তিনটী রেখাযুক্ত এবং শক্তি, লিঙ্গ ও চক্র বিষম হয়, তাহা হইলে তাহা পৃথ্বী-বারাহ নামে কথিত। ইহা যদি অভুগ্না ও একটী রেখাযুক্তা হয়, তাহা হইলে গতরাজ্যপ্রদ হইয়া থাকে।

বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, দীর্ঘাকৃতি, তিনটী বিন্দুবিভূষিত এবং কাংস্য হইতেও অধিক ভারবিশিষ্ট, তাহাই মৎস্যশিলা নামে অভিহিত। এই শিলাপূজনে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যে শিলার পৃষ্ঠদেশ বর্ত্তুল ও উন্নত এবং কৌস্তুভ চিহ্নিত ও হরিদ্বর্ণ, তাহাই কূর্ম্মাখ্য শিলা। কূর্ম্মাকার, চক্রান্বিত, ও বৃত্তযুক্ত শিলাও কূর্ম্মশিলা নামে অভিহিত। এই শিলাচক্র অভীষ্টফলপ্রদ।

চক্রসমীপে অঙ্কুশাকার রেখা ও বহু বিন্দু বিদ্যমান এবং পৃষ্ঠদেশ নীরদ নীলবর্ণ, তাহা হয়গ্রীব সংজ্ঞিত। যে শিলা হয়গ্রীবসদৃশ ও দীর্ঘরেখাযুক্ত, তাহাকে সৌম্য হয়গ্রীব কহে।

মুখ হয়াকৃতি বা পদ্মাকৃতি এবং মস্তক অক্ষমালাযুক্ত হইলে তাহার নাম হয়শীর্ষ।

তিলবর্ণাভ এবং একটী চক্রযুক্ত, ধ্বজচিহ্নিত, দ্বারোপরি সুশোভন রেখাবিশিষ্ট শিলা বৈকুণ্ঠ নামে বিদিত।

যে শিলা বনমালা চিহ্নিত, কদম্বকুসুমাকার, রেখাপঙ্ক-শোভিত, তাহার নাম শ্রীধর। অতিহ্রস্ব, বর্ত্তুল, অতসী-

---

স চ শঙ্খাব্জপদো মাধবঃ শ্রীগদাধর।
গদাব্জশঙ্খচক্রী যা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ।
পদ্মশঙ্খাদি গদিনে বিষ্ণুশঙ্খায় বৈ নমঃ।
স শঙ্খাব্জগদাচক্রমধুসূদনমূর্ত্তয়ে।
নমো গদাসিচক্রাব্জযুক্তস্ত্রৈবিক্রমায় চ।
সাব্জকৌমোদকীপদ্মশঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে।
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে।
হৃষীকেশ সাব্জগদাশঙ্খপাণি নমোঽস্তু তে।
সাব্জশঙ্খগদাচক্রপদ্মনাভস্বরূপিণে।
দামোদর শঙ্খগদাচক্রপাণি নমোঽস্তু তে।
সাব্জশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেব নমো নমঃ।
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
শঙ্খচক্রগদাব্জায় ধৃত প্রদ্যুম্নমূর্ত্তয়ে।
নমোঽনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খাব্জবরধারিণে।
সাব্জশঙ্খগদাচক্র পুরুষোত্তমমূর্ত্তয়ে।
নমোঽধোক্ষজরূপায় গদাশঙ্খবিধারিণে।
নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খবিধারিণে।
পদ্মাব্জশঙ্খগদিনে নমোঽস্ত্বচ্যুতমূর্ত্তয়ে।
সশঙ্খচক্রাব্জগদং জনার্দ্দনমিহো নমঃ।
উপেন্দ্রং গদিনং সাব্জ পদ্মশঙ্খ নমোঽস্তু তে।
স চক্রাব্জগদাশঙ্খযুক্তায় হরিমূর্ত্তয়ে।
স গদাব্জবিশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে।"

কুসুম সদৃশ বর্ণ, এবং বিন্দুযুক্ত শিলা বামন। অতি হ্রস্ব এবং উর্দ্ধ ও অধোদেশ চক্রসংযুক্ত ও মহাদ্যুতিবিশিষ্ট তাহার নাম দধিবামন। এই শিলা বিশেষ মঙ্গলদায়ক।

যে শিলা শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতি, বামপার্শ্বে চক্রবিশিষ্ট এবং দক্ষিণে একটী রেখা থাকিলে সুদর্শন কহে।

যে শিলা নানারেখাযুক্ত এবং যাহার ষষ্ঠ-পঙ্‌ক্তি চক্রাকার, তাহার নাম সহস্রার্জ্জুন; ইঁহার পূজনে মঙ্গল হয়। যাহার মধ্যে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে, এরূপ স্থূল শিলার বর্ণ দূর্ব্বা সদৃশ, এবং দ্বারদেশ সঙ্কীর্ণ ও পীতরেখা যুক্ত হইলে তাহাকে দামোদর কহে। এই শিলাপূজনে অশেষ প্রকার কল্যাণ হয়। যে শিলার দুইটী চক্র এবং বিবর সূক্ষ্ম তাহাও দামোদর নামে অভিহিত। দামোদর শিলার উর্দ্ধ ও অধোদেশে চক্রবৎ গর্ত্ত থাকিলে, এবং মুখ নাতিদীর্ঘ ও লম্বরেখাযুক্ত হইলে রাধা-দামোদর বলা যায়।

বহুবর্ণ নাগ-ভোগ চিহ্নিত, অনেক চক্রযুক্ত হইলে তাহাকে অনন্ত কহে। ইহার পূজা করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে শিলার সকল দিকে উর্দ্ধ আস্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পুরুষোত্তম। ইহাও বিশেষ মঙ্গলদায়ক। যে শিলায় শিরোগত লিঙ্গ থাকে, তাহার নাম যোগেশ্বর, ইহার পূজায় ব্রহ্মাহত্যাদি পাপনাশ ও যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পদ্ম ও ছত্র চিহ্নযুক্ত শিলার নাম পদ্মনাভ। ইহার পূজায় দরিদ্র ধনশালী হয়। মধ্যদেশে পক্ষ দ্বয়ের চিহ্ন এবং একটী সুদীর্ঘ রেখা থাকিলে তাহাকে গরুড় বলা যায়।

যে শিলার উদরে চারিটী প্রস্ফুট চক্র আছে, তাহা জনার্দ্দন। যাহার উদর বনমালা চিহ্নিত এবং সূক্ষ্ম চারিটী চক্রযুক্ত, তাহা লক্ষ্মী-নারায়ণ। শিলা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি হইলে হৃষী-কেশ। এই শিলা পূজনে অভীষ্ট প্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ হয়।

কৃষ্ণবর্ণ, বিন্দুযুক্ত, এবং বামপার্শ্বে দুইটী চক্রযুক্ত শিলার নামও লক্ষ্মীনারায়ণ। এই শিলা গৃহস্থদিগের অভীষ্টদায়ক। শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতি, বামপার্শ্বে দুইটী চক্র ও দক্ষিণ দিকে একটী রেখা বিশিষ্ট শিলার নাম ত্রিবিক্রম।

কৃষ্ণবর্ণ শিলা যদি চক্রযুক্ত বা চক্রশূন্য হয় এবং তাহাতে যদি প্রদক্ষিণাবর্ত্তরূপে বনমালা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কৃষ্ণ কহে। শিলার মধ্যদেশে দুইটী চক্র, এবং পার্শ্বদেশে চারিটী রেখা হইলে চতুর্ম্মুখ। (মেরুতন্ত্র)

ত্যাজ্যশিলা।

প্রয়োগপারিজাতে ত্যাজ্যশিলার আকৃতি কথিত হইয়াছে; পূজাকামী নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া গণনা করিবেন। তির্য্যকচক্রা, বদ্ধচক্রা, ক্রূরা, স্ফোটবিশিষ্টা, রুক্ষা, কুরূপা, বিষ্টরা, অনাস্যা, করালা, বিকরালিকা, কপিলা, বিষমাবর্ত্তা, ব্যালাস্যা, কোটরযুক্তা, আসনে চলনা, ভগ্না, মহাস্থূলা, রুধিরাননা, একচক্রযুতা, দর্দ্দুরা, বহুচক্রা, অধোমুখী, লগ্নচক্রা, বা চক্রদ্বারা আবৃতচক্রা, বহুরেখা-সমাযুক্তা, ভগ্নচক্রা, দীর্ঘচক্রা, পঙ্‌ক্তিচক্রা, মস্তকাস্যা ও অচিহ্না শিলা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়া *।

এতদ্ভিন্ন মেরুতন্ত্রে আরও কয়টী নিন্দিত শিলার পরিচয় পাওয়া যায়, ধৌত অঙ্গারবৎ শিলাকে মেচকী কহে, ইহা পূজা করিলে যশোহানি হয়। পাণ্ডু ও মলিনবর্ণ শিলা নিন্দনীয়া। আর-বর্ণ শিলা পূজনে পুত্রহানী, ধূমাভ শিলায় বুদ্ধিহানী, রক্ত-বর্ণা রোগদায়িনী, বক্রশিলা দারিদ্রকারিণী, স্থূলশিলা আয়ু-নাশিকা ও সিন্দুরাভা শিলা নিন্দিতা বলিয়া ত্যাজ্য।

চক্রাদি চিহ্নিত শিলাই পূজায় প্রশস্ত, লাঞ্ছন অর্থাৎ চিহ্ন ব্যতীত শিলা পূজা করিলে কোন ফল হয় না। ভগ্ন-

---

* ক্রূরা দংষ্ট্রা সমাযুক্তা স্ফোটা বহুব্রণসংযুতা।
অচিরাচ্ছুক্ততাং যাতি যস্যাং লিপ্তস্ত চন্দনম্ ॥
কুরূপা কুৎসিতাকারা নিষ্ঠুরা নিস্র্বা স্মৃতা।
স্ববেষ্টন তুরীয়াংশমাস্যং যস্যাঃ শুভা হি সা ॥
তস্মাদধিকবক্ত্রা চ করালেতি প্রকীর্ত্তিতা।
যা তৃতীয়াংশসংযুক্তা দংষ্ট্রয়া বিকরালিকা ॥
সংবৃতাস্যা পরিজ্ঞেয়া বেষ্টনস্যাষ্টভাগতঃ।
ব্যালাস্যা চাধিকে জ্ঞেয়া বৃত্তাধিকে তু কোটরা ॥
অধিকে তু মহাস্থূলা তাং গৃহী তু ন পূজয়েৎ।
অধোমুখী ত্বধস্থাস্যা উর্দ্ধাস্যা চাপি নিন্দিতা ॥
তির্য্যকচক্রান্বিতা দদ্যাৎ ভ্রমণং ক্লেশসংযুতম্।
ক্রূরা রোগপ্রদা নিত্যং স্ফোটা চায়ুর্ব্বিনাশিনী ॥
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং দুঃখদারিদ্র্যনাশিকা।
কুরূপা দৈন্যদা চৈব নিষ্ঠুরা পুণ্যনাশিনী ॥
অনাস্যা মৌর্খ্যদা চৈব করালা ভয়দায়িকা।
ঐহিকামুষ্মিকং হন্তি বিকরালা স্বভাবতঃ ॥
কপিলা পতিহা নিত্যং ব্যালাস্যা জপনাশিনী।
কোটরা পূজকং হন্তি তথা বন্ধুবিনাশিনী ॥
আসনে চলনা নিত্যং প্রজ্ঞাশস্যপ্রণাশিনী।
ভগ্না ধনহরা নিত্যং মহাস্থূলা ব্যয়প্রদা ॥
গর্হিতা পাপদা প্রোক্তা কীর্ত্তিহা শুষিরাবহা।
একচক্রা কুলঘ্নী সা মস্তকাস্যা চ পুত্রহা ॥
দর্দ্দুরা কুষ্ঠদা জ্ঞেয়া বহুচক্রা ভয়প্রদা।
বহুচিন্তাপ্রদা ছিন্না লগ্না চাধিপ্রদা হি সা ॥
অধোগতিপ্রদা জ্ঞেয়া তথৈবাধোমুখী তু সা।
বহুচক্রা নরং হন্তি যশোঘ্নী বহুরেখিকা ॥
পঙ্‌ক্তিচক্রা পতিং হন্তি বৃহচ্চক্রা গৃহক্ষয়ী।
অচিহ্না নিষ্ফলা জ্ঞেয়া নিরন্নক প্রদায়িনী।
শেষা তু গর্হিতা প্রোক্তা তাং গৃহী তু ন পূজয়েৎ ॥" (প্রয়োগপারিজাত)

শিলা পূজা করিলে বিপত্তি, বহুচক্রযুক্ত শিলাপূজনে অপমান, লক্ষণহীন শিলাপূজনে বিয়োগ, বৃহন্মুখযুক্ত শিলাপূজনে কলত্রনাশ, এবং বৃহচ্চক্রযুক্ত শিলায় পুত্রনাশ, সংলগ্ন চক্রযুক্ত শিলায় অসুখ, বদ্ধ চক্রযুক্ত শিলায় পীড়া, ভগ্নচক্র শিলায় দারিদ্র্য, অধোমুখযুক্ত শিলায় সর্ব্বনাশ, ব্যালমুখযুক্ত শিলায় কুষ্ঠাদি রোগ, বিষম শিলায় বিবিধ প্রকার আপদ্‌, বিকৃতাবর্ত্ত নাভি, অর্থাৎ যে শালগ্রাম শিলায় চক্রের আবর্ত্ত ও নাভি বিকৃত হইয়াছে, তাদৃশী শিলাপূজনে বহু প্রকার বিকার হয়।

কপিল বর্ণ, স্থূল চক্র ও বৃহন্মুখযুক্ত, এবং তাহা তিন বা পাঁচটী বিন্দুযুক্ত হইলে নৃসিংহ কহে। এই শিলা গৃহস্থদিগের মঙ্গলদায়ক নহে। এই শিলাপূজনে গৃহীদিগের বিপদ্‌ হইয়া থাকে। (মেরুতন্ত্র)

উপরে যে সকল শিলার লক্ষণ ও পূজাফল বিবৃত হইল, তদপেক্ষা আরও বহু প্রকার শালগ্রাম শিলা দৃষ্টিগোচর হয়। উহারা দ্বাদশ চক্রবর্গে বিভক্ত অর্থাৎ যে শিলাগুলি একচক্রবিশিষ্ট তাঁহারা একচক্রক, যাহাদের দুইটী চক্র আছে তাহারা দ্বিচক্রক, এতদ্ভিন্ন যাহাদের ভিতরে তিন হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত চক্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে পর্য্যায় ক্রমে সেই সেই সংখ্যক বর্গে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই রূপে একচক্র বর্গে ১৯ প্রকার, দ্বিচক্রবর্গে ৮৮ প্রকার, ত্রিচক্র বর্গে ১১ প্রকার, চতুশ্চক্রবর্গে ১৬ প্রকার, পঞ্চচক্রবর্গে ৬ প্রকার, ষট্‌চক্রবর্গে ৭ প্রকার, সপ্তচক্রবর্গে ৬ প্রকার, অষ্টচক্রবর্গে ৪ প্রকার, নবচক্রবর্গে ১ প্রকার, দশচক্রবর্গে ৩ প্রকার, একাদশচক্রবর্গে ১ প্রকার, দ্বাদশচক্রবর্গ ১ প্রকার এবং বহুচক্রবর্গে আরও ৮ প্রকার শালগ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাণাদিতে ঐ সকল শালগ্রামের লক্ষণ ও নাম আছে। এখানে একচক্র ক্রমে তাঁহাদের বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

১। বৈকুণ্ঠ, মধুসূদন, সুদর্শন, সহস্রার্জ্জুন, নরমূর্ত্তি, রামমূর্ত্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ, ক্ষীরাব্ধিশয়ন, মাধব, হয়গ্রীব, পরমেষ্ঠী, বিষ্বক্‌সেন, বিষ্ণুপঞ্জর, গরুড়, বুদ্ধ, হিরণ্যগর্ভ, পীতাম্বর ও পদ্মনাভ নামধেয় শিলাগুলি একচক্রাঙ্কিত।

নীলবর্ণাভ, ধ্বজযুক্ত, দ্বারোপরি ও পূর্ব্বভাগে সর্পাকার। সুশোভন রেখা-বিলম্বিত শিলাই বৈকুণ্ঠ নামে বিদিত।[১] পুরাণান্তরে শুক্লবর্ণাভ, গুঞ্জাকার ও পুচ্ছরেখক শিলাও বৈকুণ্ঠ বলিয়া গৃহীত। মহাদ্যুতিমান্‌ ও মহাতেজশালী সর্ব্ববর্ণসমাযুক্ত শিলা মধুসূদন[২] পদবাচ্য। চক্রবিবেক নামক গ্রন্থে লিখিত আছে রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ স্থূল অথচ ছিদ্রযুক্ত শিলাও মধুসূদন[৩] নামে কথিত। ইহা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়ক। শিরোদেশে একটী চক্র, ও মুখে কৃষ্ণবর্ণ শিলা সুদর্শন নামে অভিহিত। মতান্তরে শ্যামবর্ণ, বামপার্শ্বে গদা ও চক্র এবং দক্ষিণে একটী রেখা থাকিলে সুদর্শন শিলা বলা যায়। চক্রবিবেকের মতে বনমালা দ্বারা বেষ্টিত, কদম্ব কুসুমাকার, পঞ্চরেখাসমন্বিত, বিন্দুত্রয়সমাযুক্ত, চারুবর্ণ ও সুশোভন শিলাই সুদর্শন[৪]। নানা রেখাময় শিলাই সহস্রার্জ্জুন বলিয়া কথিত। ইহা পূজা করিলে নষ্ট দ্রব্য পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়। অতসীকুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং পার্শ্বদেশে অক্ষসূত্র অর্থাৎ জপমালাচিহ্নযুক্ত যে শিলা তাহা নরমূর্ত্তি[৫] বলিয়া কথিত। তন্ত্রে উহার প্রকার নির্দ্দেশ আছে। যথা—
"গোপুচ্ছসদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।"

বদনে চক্র ও কৃষ্ণবর্ণ শিলা রামমূর্ত্তি বলিয়া কথিত[৬]। ইনি পূজককে কবিত্ব দান করেন। একচক্র, চতুর্ব্বক্ত্র, বর্ত্তুল,

(১) বৈকুণ্ঠং নীলবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা পূর্ব্বা রেখা সুশোভনা॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
প্রকারান্তরম্—
বৈকুণ্ঠঃ শুক্লবর্ণাভশ্চক্রমেকং তথাম্বুজম্।
দ্বারো পরিগতা রেখা সর্পাকারা সুশোভনা॥
বৈকুণ্ঠো নীলবর্ণাভশ্চক্রৈকেন তথাঙ্কতম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা গুঞ্জাকারা সুশোভনা॥
বৈকুণ্ঠএকচক্রোঽম্বুজী মণিভঃ পুচ্ছরেখকঃ। (অগ্নিপুরাণ)

(২) মধুসূদনো মহাদেবো হ্যেকচক্রো মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্ববর্ণসমাযুক্তো মহাতেজাঃ শুভপ্রদঃ॥
রক্তা কৃষ্ণা তথা স্থূলা নিষ্ঠুরা শুষিরাবহা।
মধুসূদনাখ্যা বিজ্ঞেয়া সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িকা॥ (চক্রবিবেক)
নাভিদেশে শঙ্খপদ্মে যস্যাং মুদ্রা প্রদৃশ্যতে।
মধুসূদন আখ্যাতঃ শক্রহা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ (বৈশ্বানরসংহিতা)
মধুসূদনোমহাদেব একচক্রোমহাদ্যুতিঃ।
স সুবর্ণসমাযুক্তো মহাতেজঃপ্রদঃ শুভঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৩) একচক্রং শিরোদেশে কৃষ্ণবর্ণমুখস্তথা।
সুদর্শনস্তথা দেবঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥ (শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা)
সুদর্শনস্তথাদেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে॥ (পদ্মপুরাণ)
চক্রাকারেণ পঙ্‌ক্তিঃ সা যত্র রেখাময়ী ভবেৎ।
স সুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পূজাফলপ্রদঃ॥
সুদর্শনস্তথা দেবো বেষ্টিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চসমন্বিতঃ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তশ্চারুবর্ণঃ সুশোভনঃ॥ (চক্রবিবেক)

(৪) সহস্রার্জ্জুননামাসৌ নানারেখাময়ো ভবেৎ।
চক্রাকারা যত্র পঙ্‌ক্তিঃ স নষ্টদ্রব্যদায়কঃ॥

(৫) নরমূর্ত্তিস্ত ভগবানতসীকুসুমপ্রভঃ।
একচক্রসমাযুক্তো হ্যক্ষসূত্রক পার্শ্বকে॥

(৬) একচক্রস্তু বদনে কৃষ্ণবর্ণঃ সুশোভনঃ।
সা রামমূর্ত্তির্বিজ্ঞেয়া পূজকস্য কবিত্বদা॥

শ্যামবর্ণ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নধারী, মালাযুক্ত বিন্দুবিশিষ্ট, সমুন্নত-পৃষ্ঠ ও স্থূলশিলাই লক্ষ্মীনারায়ণ[৭]। এই শিলাদর্শনেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি ঘটে। কৌস্তুভশোভন, বনমালাবিভূষিত, পাঞ্চজন্য, গদা, পদ্ম ও চক্রযুক্ত, দীর্ঘ ত্রিরেখাবিশিষ্ট এবং স্বর্ণ বিলেপিতগাত্র শিলাচক্রই বীরনারায়ণ[৮] নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন। বদনে একটী চক্রচিহ্ন, গাত্রে পঞ্চায়ুধ রেখা, চক্রের উভয় পার্শ্বে ফণি ও পঙ্কজ রেখা, সুবর্ত্তুল, সু স্নিগ্ধ এবং ক্ষীর সদৃশ কান্তিসমন্বিত শিলাই ক্ষীরাব্ধিশয়ন নামে কথিত[৯]। নাভিচক্র উন্নত ও উজ্জ্বল রেখাদ্বয়বিশিষ্ট, অথবা তাহা পদ্মচিহ্নযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত হইলে মাধব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়[১০]। বৈশ্বানর-সংহিতায় লিখিত আছে,—মধুবর্ণ, গদাকম্বুবিলক্ষিত, সূক্ষ্ম ও মধ্যে শোভনচক্র-বিশিষ্ট হইলে মাধবশিলা বলা যায়, এই শিলাচক্র সৌভাগ্য ও মোক্ষদায়ক। অঙ্কুশাকার, কৃষ্ণবর্ণ, রেখাসমন্বিত, অথবা শ্যাম দূর্ব্বাদলাকার, বামোন্নত ও কপিঞ্জল হইলে হয়গ্রীব বলা যায়।[১১] সাব্জচক্র, পৃষ্ঠছিদ্র ও বিন্দুমান্, পদ্মবৎচক্রশালী ও শুক্লাভ অথবা লোহিতাভ হইলে পরমেষ্টিশিলা কহে[১২]। বিষ্বক্সেন শিলা অতি স্থূল, ইহাকে দামোদরও বলে[১৩]। দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও পঞ্জরাকৃতিরূপলাঞ্ছনবিশিষ্ট শিলাই বিষ্ণুপঞ্জর নামে আখ্যাত[১৪]। ইহা সর্ব্বকামপ্রদ। শ্যাম, নীল, অথবা সিতবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ দুই তিন বা চারিটী লম্বাকার রেখা যাহাতে আছে, সেই শিলা গরুড় নামে পূজিত হইয়া থাকে[১৫]। অণুগহ্বর-সংযুক্ত ও চক্রহীন শিলা নিবীত বুদ্ধ নামে আখ্যাত হয়[১৬]। ইহা পূজা করিলে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। ঈষৎ দীর্ঘ, মনোজ্ঞ, স্নিগ্ধ ও মধুপিঙ্গলবিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হয়[১৭]। ইহার উপরে স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট বহুল স্বর্ণরেখাও থাকে। এতদ্ভিন্ন পৃষ্ঠ পার্শ্বে শ্রীবৎসাকার লাঞ্ছন যে শিলায় আছে, এরূপ বর্ত্তুল ও কৃষ্ণবর্ণ শিলাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া জানিবে। উর্দ্ধচক্র অম্বুজ দ্বাদশমুখ, পীতাভ এবং দ্বারদেশ রেখাত্রয়বিভূষিত, অথবা সচক্র, গোস্তনাকার ও বর্ত্তুল শিলাচক্র পীতাম্বর দেব বলিয়া পূজিত[১৮]। আরক্ত বর্ণ, পদ্মযুক্ত, নিক্ষেশবদ্ধচক্র, অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত,

(৭) একচক্রশ্চতুর্ব্বক্ত্রো বর্ত্তুলঃ শ্যামবর্ণকঃ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশোপেতো মালাযুক্তঃ সবিন্দুকঃ।
পৃষ্ঠে সমুন্নতঃ স্থূলো লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ হ্যভীষ্টফলমাপ্নুয়াৎ॥

(৮) কৌস্তুভী শোভনৈর্যুক্তঃ শ্রীধরো বনমালয়া।
পাঞ্চজন্য-গদাপদ্ম-চক্রযুক্তঃ শ্রিয়ং বিদুঃ।
দীর্ঘরেখাত্রয়োপেতঃ স্বর্ণপঙ্কবিলেপনঃ।
বীরনারায়ণো দেব একচক্রধরদ্যুতিঃ॥

(৯) একচক্রস্তু বদনে পঞ্চায়ুধলসত্তনুঃ।
রেখয়া বর্ত্তুলঃ পৃষ্ঠে ক্ষীরকান্তিসমন্বিতঃ।
চক্রস্যোভয়পার্শ্বে তু ফণিপঙ্কজশোভিতম্।
সুবর্ত্তুলশ্চ সুস্নিগ্ধঃ ক্ষীরাব্ধিশয়নং বিদুঃ॥

(১০) তথোন্নতো নাভিচক্রে দীর্ঘরেখাদ্বয়োজ্জ্বলঃ।
চক্রং বা কেবলং যত্র পদ্মেন সহ সংযুতম্।
মাধবঃ সতু বিজ্ঞেয়ো বনমালাবিভূষিতঃ॥
মধুবর্ণা তথা সূক্ষ্মা মধ্যচক্রাতিশোভনা।
মাধবাখ্যাহি বিজ্ঞেয়া সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িকা। (বৈশ্বানরসংহিতা)
মাধবো মধুবর্ণাভো গদাকম্বুবিলক্ষিতঃ।
মধুবর্ণো মধুচক্রঃ স্নিগ্ধসূক্ষ্মতনুস্তথা।
মাধবঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ভক্তানাং মোক্ষদায়কঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১১) হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখাচক্রসমন্বিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণঃ সমাখ্যাতো মহাসারস্বতপ্রদঃ॥
হয়গ্রীবশ্চক্রচিহ্নং বামোন্নতকপিঞ্জলম্।
শ্যামং দূর্ব্বাদলাকারং রামং তদপি কীর্ত্তিতম্। (মৎস্যসূক্ত ১২ পটল)

(১২) পরমেষ্ঠী সাব্জচক্রঃ পৃষ্ঠচ্ছিদ্রস্তু বিন্দুমান্। (ব্রহ্মপুরাণ)
পরমেষ্ঠী তু শুক্লাভঃ পদ্মচক্রসমদ্যুতিঃ।
চিত্রাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরঞ্চাতিপুষ্কলম্॥
পরমেষ্ঠী চ রক্তাভঃ পঙ্কযক্তু সমন্বিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলচক্রঃ সুশোভনঃ।
দ্বারোপরি তথা রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ॥ (শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা)

(১৩) বিষ্বক্সেনমতিস্থূলং স তু দামোদরঃ স্মৃতঃ॥ (মৎস্যসূক্ত)

(১৪) বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাঃ পঞ্চভূতাশ্চ যত্র বৈ।
শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা॥
দীর্ঘকায়ঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পঞ্জরাকৃতিলাঞ্ছনঃ।
বিষ্ণুপঞ্জর আখ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

(১৫) দ্বিপক্ষাভ্যামশেষেণ যচ্চক্র ভুবি দুর্ল্লভম্।
বিষমঞ্চাত্র দুর্লক্ষ্যং চক্রমেতৎ কলৌ নহি।
কল্মষৌঘবিনাশি স্যাদ্ লম্বাকারা স্বরেখয়া।
সুবর্ণনিচয়দ্বিত্রিচতুষ্টয়নমা চ যা।
সংযুক্তা শুভদা তু স্যাৎ শ্যামা নীলা সিতাপি বা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১৬) অণুগহ্বর-সংযুক্তং চক্রহীনং যথা ভবেৎ।
নিবীতবুদ্ধসংজ্ঞঃ স্যাদ্দদাতি পরমং পদম্॥ (পদ্মপুরাণ)

(১৭) হিরণ্যগর্ভদেবঞ্চ মধুপিঙ্গলবিগ্রহম্।
ঈষদ্দীর্ঘং মনোজ্ঞঞ্চ স্নিগ্ধং সকলকামদম্॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
বর্ত্তুলঞ্চ সুবদনং চক্রমধ্যে চ কোমলম্।
শ্রীবৎসং কোমলাকারং লাঞ্ছনং পৃষ্ঠপার্শ্বকে।
হিরণ্যগর্ভো বিখ্যাতঃ পৃথুনাভিসমন্বিতঃ।
হিরণ্যেন বিমিশ্রস্তু শ্রীপদঃ কুলবর্দ্ধনঃ॥

(১৮) পীতাম্বরস্তথা দেব উর্দ্ধচক্রমুখাম্বুজঃ।
পীতাভো দ্বারদেশে তু রেখাত্রয়বিভূষিতঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
স্থিরা গোস্তনাকারঃ সচক্রোবর্ত্তুলস্তথা।
পীতাম্বরধরো দেবঃ সৌখ্যদঃ ফলদঃ সদা॥

বনমালাঙ্কিত ও কণ্ঠে শ্রীবৎসাঙ্কিত থাকিলে পদ্মনাভ নামে কথিত হয়[১৯]। এই শিলা প্রতিদিন তুলসী পত্র দ্বারা পূজা করিলে অতি দরিদ্রেরও রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে।

২য় বা দ্বিচক্র।—গণ্ডকী নদীতে দুইটী চক্রযুক্ত যে সকল শিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহাই সাধারণতঃ পূজিত হইয়া থাকে। ঐ সকল শিলা মৎস্য-কূর্ম্মাদি নামে সাধারণে বিদিত। নিম্নে ঐ সকল শিলার সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল—

মৎস্যাকৃতির ন্যায় মুখ এবং মুখের মত চক্রবিশিষ্ট, শ্রীবৎস বিন্দু ও মালাযুক্ত, দীর্ঘাকার; কৃষ্ণাভ মূর্ত্তিই মৎস্য[১] নামে কথিত। (বরাহপুরাণ) ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ মতে শ্যাম অথবা কাঞ্চন বর্ণ, বিন্দুত্রয়বিভূষিত, মৎস্যরূপ, দীর্ঘ অথবা বামভাগে মৎস্যচিহ্ন থাকিলে মৎস্যমূর্ত্তি বলা যায়। অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মৎস্য-সূক্তে ইহার প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে। পৃষ্ঠভাগ কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত, বর্ত্তুল, হরিদ্বর্ণসমাকীর্ণ ও কৌস্তভভূষিত শিলাই কূর্ম্মমূর্ত্তি। উন্নতপৃষ্ঠ, পীতবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, অধশ্চক্র ও দ্বারদেশে চক্রসমন্বিত হইলে বরাহ মূর্ত্তি[৩] বলা যায়। মতান্তরে বিষমস্থিত চক্র, ইন্দ্রনীলনিভ বর্ণবিশিষ্ট, স্থূল, ত্রিরেখালাঞ্ছিত, অথবা অতসীকুসুমপ্রখ্য বা নীলোৎপলনিভ, দীর্ঘাকার, দীর্ঘ দ্বার যুক্ত, অজর্জ্জরতনু, পৃষ্ঠোন্নত, দীর্ঘাস্য, বামভাগে উন্নতচক্র, পৃষ্ঠে রেখাযুক্ত ও বরাহাকার শিলা বরাহমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। অধশ্চক্র, অতিকলস, স্বর্ণদংষ্ট্র, ও অঙ্কুশাকার বদন হইলে ভূবরাহ হইবে[৪]। পীতাভ, সূক্ষ্মরন্ধ্র, চক্রসমন্বিত সুন্দর দন্তসহিত শিলার নাম ধরণীধর বরাহ[৫]। চক্রসমন্বিত ও দক্ষিণ ভাগে গোষ্পদ চিহ্ন থাকিলে লক্ষ্মীবরাহ বলিয়া জানিবে[৬]। অতিবিকৃতাস্য, দ্বিচক্র বিশিষ্ট এবং বিকট মূর্ত্তি নৃসিংহ নামে কথিত[৭]। ঐরূপ লক্ষণযুক্ত দীর্ঘ মুখ ও কেশরাকার রেখাযুক্ত শিলাও নরসিংহ নামে উক্ত হয়। পৃথুচক্র, মহাস্যুথ, ত্রি বা পঞ্চবিন্দুযুক্ত অথবা স্থূলচক্র, গুড় লাক্ষাবর্ণ, দ্বারোপরি সুশোভন যুগ্মরেখা বিশিষ্ট হইলে কপিল-নরসিংহ বলা যায়[৮]। দ্বারভাগ পীত-বর্ণ ও স্বর্ণরেখাযুক্ত এবং মুখের সমীপদেশে চক্র থাকিলে যোগিনৃসিংহ[৯] শিলা বলা হইয়া থাকে। দন্তশোভিত, দীর্ঘকন্দরবিশিষ্ট, অণ্ডবৎ চন্দ্রযুক্ত, দক্ষিণোন্নত মস্তক হইলে বিদারনৃসিংহ[১০] বলে। মহোদর এবং মধ্যস্থ, চক্র উন্নত ও সমভাবাপন্ন হইলে আকাশনরসিংহ বলা হয় [১১]। বহুছিদ্র, ভীমবক্ত্র ও স্বর্ণবর্ণ চক্র থাকিলে রাক্ষস নৃসিংহ[১২]। ইহা গৃহে থাকিলে নিশ্চয়ই অগ্নিযোগে গৃহভস্ম হইবে। দুইটী চক্র ও দুইটী মুখ, দ্বার উর্দ্ধাকৃতি এবং স্থূলদেহ হইলে জিহ্বানৃসিংহ[১৩]। রন্ধ্র সূক্ষ্ম, চক্র দুইটী ও বনমালা বিভূষিত হইলে জ্বালানৃসিংহ বলা যায়[১৪]। স্থূল

(১৯) আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং সংকৃতং পদ্মসংযুতং।
তুলস্যা পূজয়েন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
নিষ্কেশবদ্ধচক্রস্তু অর্দ্ধচন্দ্রঃ সকেশরঃ।
পদ্মনাভ ইতি প্রোক্তো বিপরীতো হলায়ুধঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
বনমালাঙ্কিতঃ কণ্ঠে শ্রীবৎসাঙ্কশ্চ দৃশ্যতে।
পদ্মনাভঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শত্রূণাঞ্চ পরাভবঃ॥

(১) ত্রয়ো মৎস্যাদয়ঃ শ্যামা দ্বিচক্রশঙ্খসংযুতাঃ।
তেষাং সন্দর্শনাদেব সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যরূপস্তু দেবস্য দীর্ঘাকারং সুপূজিতম্।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাচবর্ণং সুশোভনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

(২) শীলকূর্ম্মস্তথা জ্ঞেয়ো বর্ত্তুলঃ পুষ্করস্তথা।
হরিদ্বর্ণঃ সমাকীর্ণঃ কৌস্তভেন তু ভূষিতঃ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
কূর্ম্মোন্নতস্তথা পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ।
হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তভেনচ চিহ্নিতঃ॥
কূর্ম্মাকারা চ চক্রাঙ্কা শিলা কূর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। (পদ্মপুরাণ)

(৩) দ্বারদেশে লসচ্চক্রে বরাহং তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
অধশ্চক্রমতিস্নিগ্ধং পৃষ্ঠোন্নতসপীতকম্।
বারাহং বাঞ্ছফলদং সর্ব্বৈরারাধনীয়কম্॥ (বারাহপুরাণ)

(৪) অধশ্চক্রাতিকলসং হেমদংষ্ট্রসমুচ্ছ্রিতম্।
অঙ্কুশাকারবদনং ভূবরাহং শুভং বিদুঃ॥

(৫) সুখাসীনং সুপীতাভং সূক্ষ্মরন্ধ্রং সুচক্রকম্।
সুদংষ্ট্রাভ্যাং সমাযুক্তং বরাহং ধরণীধরম্॥

(৬) লক্ষ্মীবরাহোদেবশ্চ সম চক্রসমন্বিতঃ।
গোষ্পদং দক্ষিণে ভাগে ধনধান্যসুতপ্রদঃ॥

(৭) যস্য দীর্ঘমুখং পূর্ব্বকথিতৈর্লক্ষণৈর্যুতম্।
রেখাশ্চ কেশরাকারা নরসিংহো মতোহি সঃ॥ (মৎস্যপুরাণ)

(৮) স্থূলচক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষাসবর্ণকঃ।
দ্বারোপরি তথা রেখা যুগ্মাকারা সুশোভনা।
স্ফুটিতং বিষমক্রং নারসিংহস্তু কাপিলম্।
সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ॥

(৯) দ্বারভাগে পীতবর্ণঃ স্বর্ণরেখা তু দৃশ্যতে।
যোগিনৃসিংহো বিজ্ঞেয়ো মন্ত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ॥

(১০) বিদারণাভিধানঃ স্যাৎ নৃসিংহো দীর্ঘকন্দরঃ।
অণ্ডশ্চক্রং বৃহদ্বারং দক্ষিণোন্নতমস্তকম্॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১১) অত্যুচ্চচক্রং মধ্যস্থং সমভাবং মহোদরম্।
আকাশনরসিংহাখ্যং বনবাসিভিরর্চ্চিতম্॥

(১২) বহুচ্ছিদ্রং ভীমবক্ত্রং সুবর্ণকনকান্বিতম্।
চক্রস্তু রাক্ষসং জ্ঞেয়ং নৃসিংহং গৃহদাহকম্॥

(১৩) দ্বিচক্রং দ্বিমুখং স্থূলং দ্বারকোর্দ্ধকৃতং শিরঃ।
দারিদ্রফলদং জ্ঞেয়ং জিহ্বানৃসিংহকং শুভম্॥

(১৪) সূক্ষ্মরন্ধ্রং দ্বিচক্রঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
তং জ্বালানরসিংহাখ্যং নৃণাং সংসারমোচনম্॥"

চক্রদ্বয়ের মধ্যে রেখা থাকে এবং গাত্রেও সুশোভনা রেখা দৃষ্ট হয়, আবার তাহাতে কপিল-নরসিংহের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে সেই শিলা মহানৃসিংহ নামে উক্ত হইয়া থাকে[১৫]। বিকৃতাস্য, বনমালাভূষিত, বাম পার্শ্বে চক্র, কৃষ্ণবর্ণ, ও বিন্দুযুক্ত হইলে লক্ষ্মীনরসিংহ বলে[১৬]। শিলাগাত্র কর্কশ এবং পৃষ্ঠদেশ সপ্তফণাঙ্কিত থাকিলে অনন্তনৃসিংহ শিলা বুঝায়[১৭]।

ইন্দ্রনীল সদৃশাকার, বনমালা ও অম্বুজদ্বারা উজ্জ্বল, হ্রস্ব এবং বর্ত্তুলাকৃতি শিলা বামন নামে আখ্যাত[১৮]। এই বামন মূর্ত্তি অতসীকুসুম প্রখ্য ও কিঞ্চিৎ উন্নতমস্তক হয় এবং তাঁহার চক্র কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট থাকে, ইহা কামপ্রদ। রন্ধ্র সূক্ষ্ম এবং কুক্ষি বৃহৎ, এরূপ বামন দুর্ল্লভ। মতান্তরে স্পষ্ট চক্র, দীর্ঘাস্য, বৃহদ্‌গহ্বর, বর্ত্তুল, শিলার মুখ উন্নত, বা উচ্চ অবস্থিত, নাভি উন্নত ও কূটস্থ রেখা দ্বারা বেষ্টিত, আর চক্রের উভয় পার্শ্বে সূচী পুষ্পাকৃতি প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই শিলা বামন বলিয়া জানিবে। বামন মূর্ত্তি শ্বেতবিন্দুযুক্ত অথবা উজ্জ্বল বিন্দু দ্বারা ভূষিত, অতসী কুসুম সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বা নীল রক্তাভ হইলে দধিবামন বলা যায়[১৯]। পীতবর্ণ এবং পরশু, কোদণ্ড ও লাঙ্গলচিহ্নসমন্বিত শিলা রাম-মূর্ত্তি[২০]। এই রামমূর্ত্তির আবার নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। পরশু সমন্বিত, দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, উন্নত এবং মধ্যদেশে চক্র থাকিলে তাহা পরশুরাম[২১]। এই মূর্ত্তি পীত চিহ্নযুক্ত, বামে বা দক্ষিণে চক্রযুক্ত এবং পৃষ্ঠে বা পার্শ্ব ভাগে দণ্ডাকার রেখা দৃষ্ট হইলেও জামদগ্ন্য নামে আখ্যাত হয়। ধনুর্ব্বাণের ন্যায় রেখাকার স্থূল অথচ দীর্ঘ, বিন্দুযুক্ত ও নাভিচক্রে বহু ছিদ্র থাকিলে দাশরথি রাম শিলা বলা হয়[২২]। যাহার উর্দ্ধদেশে চক্র, তূণ, শার্ঙ্গ ধনু ও শরচিহ্ন বিদ্যমান, তাহা কৌশল্যানন্দন রাম নামে খ্যাত[২৩]। স্নিগ্ধ, দূর্ব্বাভ, চক্রশোভন এবং ঐ চক্র বাণ, তূণ ও কার্ম্মুক সমাযুক্ত, অথবা পৃষ্ঠদেশে দণ্ড ও পার্শ্বে দুইটী রেখা দৃষ্ট হইলে তাহা রামচন্দ্র[২৪]। শ্যামল ও বর্ত্তুলাকার শিলাই বাল্যরাম নামে পরিচিত[২৫]। বাণতূণীর ও চাপশোভিত এবং কুণ্ডল ও মালাসমাহিত শিলা বীররাম নামে বিদিত[২৬]। পৃষ্ঠ ভাগে পাঁচটী রেখা এবং পার্শ্বদেশে ধনুর্ব্বাণচিহ্নযুক্ত বিল্বফল সদৃশ শিলা পুত্রদ রাম নামে পূজিত।[২৭]

রক্ত বিন্দুযুক্ত, চক্রশোভিত, দিব্যাম্বরধারী, চাপ ও তূণীর সংযুক্ত ও করালবদন শিলা বিজয়রাম বলিয়া জানা যায়[২৮]। বর্ত্তুল অথচ কিছু আয়ত এবং একটী ধনুর্যুক্ত ও নীলাম্বুদ-প্রভাবিশিষ্ট শিলা কোদণ্ডিরাম নামে অভিহিত[২৯]। মূর্দ্ধাদেশে মালাচিহ্ন, ধনুর্ব্বাণ ও পার্শ্বে খুরযুত শিলাই হৃষ্টরাম[৩০]। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, শ্যামল ও উন্নত-পৃষ্ঠ ও রেখাদ্বয় সমাযুক্ত এবং কোদণ্ডী লক্ষণ হইলেও হৃষ্টরাম বলা যায়। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আকার; অধোবক্ত্র, কুণ্ডলযুক্ত, দ্বারদেশে সমান দুইটী চক্র ও কল্পবৃক্ষচিহ্নিত শিলা সীতারাম নামে আখ্যাত[৩১]।

(১৫) স্থূলচক্রদ্বয়ং মধ্যে রেখা রেখা সুশোভনা।
মহানৃসিংহো বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তৈর্লক্ষণৈর্যুতম্॥ (মেরুতন্ত্র ৫মপ্রকাশ)

(১৬) দ্বিচক্রং বিকৃতাস্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাং সুখদায়কম্॥ (প্রকৃতিখণ্ড)
বামপার্শ্বে স্থিতে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
(মিত্রোদয়ধৃত পুরাণসংগ্রহ)

(১৭) নৃসিংহানন্তদেবঃ স পৃষ্ঠে সপ্তফণান্বিতঃ।
পৃথুকর্কশগাত্রশ্চ পূজ্যতে ব্রহ্মচারিভিঃ॥

(১৮) ইন্দ্রনীলনিভাকারং বনমালাম্বুজোজ্জ্বলম্।
হ্রস্বঞ্চ বর্ত্তুলঞ্চৈব বামনং পরিচক্ষতে॥ (বরাহপুরাণ)

(১৯) অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনোজ্জ্বলভূষিতঃ।
যো বামনাভিধো দেবঃ শ্বেতবিন্দুযুতোমুখঃ॥
দধিবামনসংজ্ঞঃ স্যাৎ ক্ষুধাস্বাদিশুভপ্রদঃ।
বামনং নীলরক্তাভং বদন্তি দধিবামনম্॥ (বরাহপুরাণ)

(২০) পীতঃ পরশুকোদণ্ডলাঙ্গলেন সুলক্ষিতঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ জ্ঞেয়ো মৃত্যুহরঃ ক্রমাৎ॥

(২১) লসৎপরশুরেখাঢ্যো দূর্ব্বাশ্যামস্তথোন্নতঃ।
নাভিদেশে লসচ্চক্রো রামঃ স্যাজ্জামদগ্নিকঃ॥

(২২) রেখাকারং ধনুর্ব্বাণং স্থূলং দীর্ঘং সবিন্দুকম্।
নাভিচক্রে বহুচ্ছিদ্রং রামং দাশরথিং বিদুঃ॥ (বরাহপুরাণ)

(২৩) চক্রোর্দ্ধং দৃশ্যতে যস্য তূণং শার্ঙ্গং ধনুঃ শরৈঃ।
কৌশল্যানন্দনো রামস্তুতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(২৪) রামচন্দ্রস্তথা স্নিগ্ধো দূর্ব্বাভশ্চক্রশোভনঃ।
পৃষ্ঠে দণ্ডস্তথা পার্শ্বে রেখাদ্বয়েন সংযুতঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(২৫) শ্যামলো বর্ত্তুলাকারাশ্চক্রদ্বয়সমন্বিতঃ।
বাল্যরামঃ সবিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥

(২৬) বাণতূণীরচাপাঢ্যঃ কুণ্ডলস্রক্‌সমাহিতঃ।
পুষ্পকেশরচাপাঢ্যো বীররামঃ শ্রিয়ঃ প্রদঃ॥

(২৭) পৃষ্ঠভাগে পঞ্চরেখা চাপবাণৌ চ পার্শ্বতঃ।
স বৈ বিল্বসমো জ্ঞেয়ঃ পুত্রদাতা ন সংশয়ঃ॥

(২৮) দিব্যাম্বর-সমাযুক্তশ্চাপতূণীরসংযুতঃ।
করালবদনোরক্তবিন্দুযুক্‌চক্রশোভিতঃ।
স স্যাদ্বিজয়রামাখ্যঃ কেশরোপেতচক্রকঃ॥

(২৯) ধনুষৈকেন সংযুক্তো বর্ত্তুলঃ কিঞ্চিদায়তঃ।
কোদণ্ডিরামো বিখ্যাতঃ শুদ্ধনীলাম্বুদপ্রভঃ॥

(৩০) মূর্দ্ধ্নি মালা ধনুর্ব্বাণৌ পার্শ্বে খুরযুতস্তথা।
হৃষ্টরাম ইতি খ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

(৩১) কুক্কুটাণ্ডসমাকারস্ত্বধোবক্ত্রঃ সকুণ্ডলঃ

মধ্যমাকৃতি, বর্ত্তুলাকার, শরতূণীরসমন্বিত ও বাণবিক্ষত এবং দূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ বিগ্রহ রণরাম নামে পরিচিত[৩২]। মস্তকে বা জানুতে ধনুর্ব্বাণ চিহ্ন, পার্শ্বে থুর এবং নীলাম্বুদসমপ্রভ হইলে দুষ্ট রাম[৩৩]। পৃষ্ঠভাগে পঞ্চরেখা, পার্শ্বদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ চিহ্ন, স্থূলাঙ্গ, হরিলোচনসন্নিভগাত্র অথবা দীর্ঘাকার, বৃহদ্দ্বার, শ্বেতলাঙ্গল-চিহ্নিত, পৃষ্ঠে মুষলচিহ্ন, নীলবর্ণ, উজ্জ্বল প্রভাশালী ও পৃথুচক্র শিলা বলরাম বলিয়া খ্যাত[৩৪]। হল ও মুষলরেখাঙ্কিত, শুক্লাভ, বনমালাযুক্ত,মধুবর্ণ বিন্দুবিশিষ্ট শিলা সঙ্কর্ষণ-রাম নামে বিদিত[৩৫]। যাহার পৃষ্ঠভাগে পুষ্কর চিহ্ন, এরূপ একলগ্ন শিলা অথবা যাহার সকল দিকেই উর্দ্ধমুখ দেখা যায়, সেই শিলাই পুরুষোত্তম বলিয়া গণ্য[৩৬]। যে শিলার দেহ চাপাকৃতি ও যাহা বিবিধ বর্ণে শোভিত, সেই শিলাই মহীধর নামে খ্যাত[৩৭]। কৃষ্ণবর্ণ, পীত চিহ্নযুক্ত, কৃশদেহ, পার্শ্বে বিন্দুযুক্ত, দ্বারতুল্য নাভিদেশ, পৃষ্ঠ, কূর্ম্মাকার ও দীর্ঘাকৃতি হইলে সেই শিলা কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়[৩৮]। উন্নতদেহ, কৃষ্ণাভ, নিম্ন ও অধোদেশ বিন্দুযুক্ত এবং দীর্ঘাস্য হইলে সেই শিলাকে বালকৃষ্ণ বলা যায়[৩৯]। শ্যামবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, ছত্রাকার, সূক্ষ্মদ্বার, বিন্দুযুক্ত রক্তবর্ণ রেখাবিশিষ্ট ও শিরোদেশে পদ্মচিহ্ন থাকিলে গোপাল মূর্ত্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়[৪০]। এই গোপালমূর্ত্তি নাতিস্থূল, নাতিকৃষ্ণ, বনমালাযুত, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট ও পার্শ্বে বেণুচিহ্নাঙ্কিত হইলে ভূমি, ধান্য ও ধনপ্রদ হইয়া থাকে।

অর্দ্ধশ্যাম ও অর্দ্ধরক্তাকার, শঙ্খ চক্র ধনু ও শর চিহ্নবিশিষ্ট এবং দীর্ঘ ও শুষিরযুক্ত হইলে মদনগোপাল নামে খ্যাত হয়[৪১]। যে মদনগোপাল শিলার বামপার্শ্বে পদ্ম এবং মালা ও কুণ্ডলাদি চিহ্ন থাকে, সেই মূর্ত্তি পুত্র পৌত্র ও ধনৈশ্বর্য্য দান করে। উক্ত রূপ লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তি দীর্ঘাকার ও সুরেখাবিশিষ্ট হইলে গোপাল নামে খ্যাত হয়[৪২]। যদি শিলা বর্ত্তুল, মস্তক নিম্নমুখী, পার্শ্বদ্বয় রজতবিন্দুযুক্ত এবং দণ্ড স্রক্ ও বেণু শোভিত হয়, তাহা হইলে তাহা গোবর্দ্ধন-গোপাল নামে আখ্যাত হইয়া থাকে[৪৩]।

বংশীচিহ্ন সমাযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, শ্যাম অথবা নানাবর্ণ সমাযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত হইলে বংশীবদন বা বংশী-গোপাল বলা হয়[৪৪]। অর্দ্ধচন্দ্রনিভানন, কৃষ্ণবর্ণ, ও দীর্ঘাকার শিলাই সন্তান-গোপাল নামে খ্যাত[৪৫]। কুক্কুটাণ্ডাকৃতি, বনমালাভূষিত, শ্রীধর মূর্ত্তিতুল্য এবং লাঙ্গল, বেণু ও কুণ্ডল চিহ্নাক্রান্ত শিলাই লক্ষ্মী-গোপাল[৪৬]। দ্বারদেশে দুইটী চক্র ও লক্ষ্মী সমন্বিত; অথবা পঞ্চায়ুধ রেখাবিশিষ্ট হিমাংশুসদৃশ বর্ণ ও নাভিদেশে চক্র

দ্বারদেশে সমে চক্রে কল্পবৃক্ষস্থচিহ্নিতঃ।
সীতারামঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

(৩২) মধ্যমং বর্ত্তুলাকারং দ্বিচক্রং বাণবিক্ষিতম্।
রণরামাভিধং জ্ঞেয়ং শরতূণসমন্বিতম্॥
(ব্রহ্মবৈ॰ প্রকৃতিখ॰ ২১।৬৬)

(৩৩) মূর্দ্ধ্নি জানু ধনুর্ব্বাণঃ পার্শ্বে থুরযুতস্তথা।
দুষ্টরাম ইতি খ্যাতো নীলাম্বুদসমপ্রভঃ॥

(৩৪) পৃষ্ঠভাগে পঞ্চরেখা চাপবাণৌ চ পার্শ্বয়োঃ।
বলরামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পুত্রদাত্রী ন সংশয়ঃ॥
স্থূলাঙ্গো রামদেবশ্চ হরিলোচনসন্নিভঃ।
বলভদ্রঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সদ্যো লক্ষ্মীপ্রদায়কঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৩৫) হলরেখামুষলবান্ শুক্লাঙ্গো বনমালাবান্।
মধুবিন্দুধরঃ শ্রীমান্ রামঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ॥ (বরাহপুরাণ)

(৩৬) যে চক্রে একলগ্নে তু পূর্ব্বভাগে তু পুষ্করম্।
স এব দেবো বিজ্ঞেয়ঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ॥

(৩৭) যশ্চ চাপাকৃতির্দ্দেহো নানাবর্ণৈরতিশোভনঃ।
মহীধরঃ স বিজ্ঞেয়ো বিশ্রুতঃ সর্ব্বপূজকঃ॥

(৩৮) কৃষ্ণঃ পীতঃ কৃশতনুং বিভ্রৎ পার্শ্বে সবিন্দুযুক্।
দ্বারতুল্যো ভবেন্নাভিঃ কূর্ম্মাকারস্তু পৃষ্ঠতঃ।
কৃষ্ণো দণ্ডাকৃতিস্তার্ক্ষ্যঃ সর্ব্বেষাং পাপনাশনঃ॥

(৩৯) উন্নতো মূর্ত্তিকৃষ্ণাভো নিম্নোঽধস্তত্র বিন্দবঃ।
স বালকৃষ্ণো বিজ্ঞেয়ো দীর্ঘাস্যঃ পুত্রভাগ্যদঃ॥

(৪০) শ্যামবর্ণমতিস্নিগ্ধং ছত্রাকারং তথৈব চ।
সূক্ষ্মদ্বারং সবিন্দুঞ্চ রক্তরেখাসমন্বিতম্॥
শীর্ষে পুষ্করযুক্তঞ্চ অতিস্নিগ্ধঞ্চ কোমলম্।
গোপালমূর্ত্তির্ব্বিজ্ঞেয়া দুর্লভা ভুবনত্রয়ে॥

(৪১) অর্দ্ধশ্যামোঽর্দ্ধরক্তশ্চ শঙ্খচক্রধনুঃশরী।
দীর্ঘঃ শুষিরবান্নাম গোপালো মদনাহ্বয়ঃ॥

(৪২) এতল্লক্ষণসংযুক্তং দীর্ঘাকারং মনোহরম্।
শ্রীগোপালমিমং প্রাহুঃ সুরেখাবংশনায়কম্॥ (বরাহপুরাণ)

(৪৩) বর্ত্তুলো মস্তকোনিম্নঃ পার্শ্বে রজতবিন্দুকঃ।
গোবর্দ্ধনাখ্যো গোপালো দীর্ঘরেখা তু দক্ষিণে॥
দণ্ডস্রক্‌সংযুতঃ পার্শ্বে বেণুনা শোভিতং মুখম্।
সর্ব্বকল্মষনাশী স্যাদ্‌গোধান্যাদিধনপ্রদঃ॥
সর্ব্বারিষ্টপ্রণাশী চ ধ্যানতোঽভীষ্টপ্রদায়কঃ॥

(৪৪) বংশীচিহ্নসমাযুক্তং স্নিগ্ধং শ্যামং মনোহরম্।
তং বংশীবদনং প্রাহুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥

(৪৫) দীর্ঘাকারঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সার্দ্ধচন্দ্রনিভাননঃ।
স স্যাৎ সন্তানগোপালঃ পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধিদঃ॥

(৪৬) কুক্কুটাণ্ডসমোপেতঃ শ্রীধরো বনমালয়া।
লাঙ্গলং বেণুচক্রঞ্চ কুণ্ডলং পরিবেষ্টিতঃ॥
লক্ষ্মীগোপালকখ্যাতো দুর্লভো ভুবনত্রয়ে।
পুত্রলাভাদিকং সম্পদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

থাকিলে সেই শিলা বাসুদেব নামে কথিত হয়[৪৭]। সুবর্ণ-বর্ণ রেখা ও বিন্দুত্রয়সমন্বিত এবং হিরণ্যবর্ণ পদ্মযুক্ত হইলে কালীয়-দমন বলা যায়[৪৮]। চক্র ভাগ অতি শোভাশালী, অসিবর্ণ, নাতিস্থূল, বনমালাপরিবৃত ও পৃষ্ঠদেশে শ্রীবৎসলাঞ্ছন থাকিলে তমস্তহারী[৪৯]। রক্তবর্ণ বিন্দুদ্বয়যুক্ত, শ্যামবর্ণ, দন্তিভৃতোপম শিলাই চানূরমর্দ্দন নামে খ্যাত[৫০]। কৃষ্ণ ও নীলাম্বুদ বর্ণবিশিষ্ট শিলা কংসমর্দ্দন বলিয়া পূজিত[৫১]। বদ্ধচক্র হওয়ায় বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। অতি রক্তবর্ণ সূক্ষ্মগর্ত্ত, স্পষ্টচক্র, স্থিরাসন, দ্বারের উপরে ও পৃষ্ঠ ভাগে কপালাকৃতি রেখা থাকিলে কল্কিমূর্ত্তির বলা যায়[৫২]। বরাহপুরাণ মতে এই মূর্ত্তি ইন্দ্রনীলনিভ, দীর্ঘাকার, বনমালাবিভূষিত ও অঙ্কুশাকারবদন। কৃষ্ণবর্ণ স্থূলচক্র, দ্বারোপরি অথবা পৃষ্ঠে গদাকৃতি রেখাযুক্ত হইলে বিষ্ণুমূর্ত্তি হয়[৫৩]। বরাহপুরাণে অপরাজিতা পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বনমালা ও পদ্মচিহ্নযুক্ত এবং পঞ্চায়ুধধর শিলাকে বিষ্ণুলক্ষণ বলা হইয়াছে।

সুদর্শন মূর্ত্তির লক্ষণাক্রান্ত অথচ দুইটী চক্রযুক্ত শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া গৃহীত[৫৪]। নারায়ণ-শিলা শ্যামবর্ণ, নাভিচক্র উন্নত, দীর্ঘ তিনটী রেখাযুক্ত, দক্ষিণে ক্ষুদ্র ছিদ্র, এক পদ্মাঙ্কিত এবং দক্ষিণাবর্ত্ত ও চতুর্ল্লাঞ্ছনযুক্ত[৫৫]। মুষল, আয়ুধ, মালা, শঙ্খ, চক্র ও গদাঙ্কিত শিলা রূপিনারায়ণ নামে খ্যাত[৫৬]। তমালদলসঙ্কাশ ও স্বর্ণবর্ণলিপ্ত এবং শোণচক্রসমন্বিত শিলা নরনারায়ণ বলিয়া কথিত[৫৭]। বর্ত্তুল মূর্ত্তি, রেখাবৃত, নীল-রেখাযুক্ত, দীর্ঘাস্য ও পৃথুচক্র হইলে স্বয়ম্ভু শিলা বলা যায়[৫৮]। মেঘবর্ণ, গোষ্পদচিহ্নশালী, ছত্রাকার, দ্বিচক্রবিশিষ্ট, ও মধ্যমাকার শিলা মধুসূদন নামে খ্যাত[৫৯]। হয়গ্রীবসদৃশ, অঙ্কুশাকার, চক্র সমীপে রেখাযুক্ত, বহুবিন্দুসমন্বিত এবং পৃষ্ঠে নীরদ-নীলদ্যুতিবিশিষ্ট দ্বিচক্র শিলাও হয়গ্রীব নামে বিদিত[৬০]। কেশব লক্ষণ শিলা চতুষ্কোণ, শ্যামবর্ণ, বনমালান্বিত সূক্ষ্মচক্র ও স্বর্ণবর্ণ বিন্দু বিশিষ্ট[৬১]। সূক্ষ্মচক্র, পীতবর্ণ বা নীলাম্বুজনিভ শিলা প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুরাণ মতে উহা নবীন নীরদপ্রভ[৬২]।

ললাটদেশ শ্বেতনাগ চিহ্ন ও কাঞ্চনবর্ণ উর্দ্ধরেখাসমন্বিত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণাভ শিলা লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত[৬৩]। বরাহপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, জবাকুসুমসঙ্কাশ, বনমালাধর এবং ধনুর্ব্বাণ ও অজিন চিহ্নযুক্ত শিলাও লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্ন বলিয়া পরিচিত। ঐরূপ সূক্ষ্মচক্রশালী এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যরেখাবিশিষ্ট হইলে অনিরুদ্ধ বলা যায়। এই অনিরুদ্ধ বিগ্রহ পীতাভ, বর্ত্তুল, রেখাত্রয়পরিবৃত,

(৪৭) দ্বারদেশে দ্বিচক্রঞ্চ সলক্ষ্মীকং সমং স্ফুটম্।
বাসুদেবং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥
(ব্রহ্মবৈ॰ প্রকৃতিখ॰ ২১।৭৩)

(৪৮) রেখা সুবর্ণবর্ণাহি বিন্দুত্রয়বিভূষিতম্।
কালীয়মর্দ্দনঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বশত্রুনিকৃন্তনঃ॥
সব্যাপসব্যরেখাভ্যাং ভূষিতঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রকঃ।
পার্শ্বস্থূলযুতো দেবো ধনপুত্রযুতঃ শুভঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৪৯) অসিবর্ণশ্চ ন স্থূলশ্চক্রভাগেঽতিশোভনঃ।
বনমালাপরিবৃতঃ পৃষ্ঠে শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
তমস্তহারী বিজ্ঞেয়ঃ পুত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ॥

(৫০) রক্তবিন্দুদ্বয়যুতঃ শ্যামো দন্তিভৃতোপমঃ।
রেখা দক্ষিণতো বামে মুষ্টিবন্ধোঽষ্টবিন্দুযুক্।
চানূরমর্দ্দনাখ্যঃ স্যাৎ সর্ব্বশত্রুনিকৃন্তনঃ॥

(৫১) পূর্ব্বভাগৈকবর্ণেন পার্শ্ববর্ণেন বা ভবেৎ।
কংসমর্দ্দো ভবেৎ কৃষ্ণো নীলাম্বুদনিভঃ শুভঃ।

(৫২) অতিরক্তং সূক্ষ্মবিলং স্পষ্টচক্রং স্থিরাসনম্।
কপালাকৃতিরেখে দ্বে দ্বারস্তোপরি পৃষ্ঠকে।
ম্লেচ্ছনাশী ভবেৎ কল্কী কলিকল্মষনাশনঃ॥

(৫৩) কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলচক্রে সুশোভনে।
দ্বারোপরি তথা রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
বিষ্ণুক্রান্তা সমাকারো বনমালাব্জচিহ্নিতঃ।
পঞ্চায়ুধধরঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ (বরাহপুরাণ)

(৫৪) সুদর্শন স্ত্বেকচক্রো লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বয়াৎ। (অগ্নিপুরাণ)

(৫৫) শ্যামো নারায়ণো দেবো নাভিচক্রে তথোন্নতে।
দীর্ঘরেখাত্রয়োপেতো দক্ষিণে শুষিরং পৃথু॥
একপদ্মাঙ্কিতশ্চৈব দক্ষিণাবর্ত্তসংযুতঃ।
চতুর্ল্লাঞ্ছনযুক্তস্তু ভোগমোক্ষপ্রদায়কঃ॥

(৫৬) মুষলায়ুধমালাভিঃ শঙ্খচক্রগদান্বিতঃ।
রূপিনারায়ণো দেবো মুখে বাভিমুখং ধনুঃ॥

(৫৭) নরনারায়ণো দেবঃ শোণচক্রঃ সুশোভনঃ।
তমালদলসঙ্কাশঃ স্বর্ণপঙ্কবিলেপনঃ॥

(৫৮) মূর্ত্তিবর্ত্তুলরেখাভিরাবৃতো নীলরেখবান্।
দীর্ঘাস্যঃ পৃথুচক্রস্তু স্বয়ম্ভুরিতি বিশ্রুতঃ।
কেবলং মোক্ষফলদো ভক্তানান্তু ন সংশয়ঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৫৯) ছত্রাকারং দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকং জলদপ্রভম্।
সগোষ্পদং মধ্যমঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুসূদনম্॥ (ব্রহ্মবৈ॰ প্রকৃতিখ॰)

(৬০) হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখাচক্রসমীপগা।
বহুবিন্দুসমাযুক্তং পৃষ্ঠে নীরদনীলকম্॥ (পদ্মপুরাণ)

(৬১) সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাচ্চতুষ্কোণো ভবেত্তু সঃ।
রাজতে বিন্দুভির্হৈমৈরন্বিতঃ সূক্ষ্মচক্রগঃ।
বনমালান্বিতঃ শ্যামঃ কেশবং তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

(৬২) প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রঃ স্যান্নীলাম্বুজনিভস্তথা।
স দদাতি শ্রিয়ং নৃণাং ভক্ত্যাশ্চৈব প্রপূজিতঃ॥
প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্মচক্রঞ্চ নবীননীরদপ্রভম্॥

(৬৩) ললাটে শ্বেতনাগস্তু উর্দ্ধরেখাতু কাঞ্চনী।
বহ্নিকাঞ্চনবর্ণাভো লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্ন উচ্যতে॥

পদ্মলাঞ্ছিত অথবা পীতাভ হইয়া থাকে[৬৪]। গোপীনাথ শিলা বর্ত্তুল, বকুলাকৃতি, বীরাসনস্থ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ পুষ্করযুক্ত ও বেণু-বক্তু হয়[৬৫]। শ্রীযুক্ত, সূক্ষ্মগহ্বরবিশিষ্ট, শ্যামলাভ, নিম্নাকৃতি শিরঃ নিম্নদন্ত ও বর্ত্তুল শিলাকে শ্রীধর বলা যায়[৬৬]। মধ্যদেশে চক্র, স্থূল, দূর্ব্বাভ, সঙ্কীর্ণদ্বার ও পীতরেখাযুত শিলা দামোদর নামে কথিত[৬৭]। ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে চক্রবৎ গর্ত্ত, মুখ নাতি দীর্ঘ ও মধ্যে লম্বরেখা থাকিলে রাধা-দামোদর বলা যায়[৬৮]। মুখ ও পৃষ্ঠদেশ ময়ূরের গলার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলচক্র, বৃহদাস্য ও মালাচিহ্নাঙ্কিত শিলা লক্ষ্মীপতি নামে খ্যাত[৬৯]। ইহা লক্ষ্মী ও সম্পত্তিদায়ক। বর্ত্তুল, বহু চিহ্নযুক্ত, হ্রস্বচক্র, লোলস্তন-সন্নিভ শিলা চক্রপাণি নামে পূজিত[৭০]। দ্বারদেশে চক্র এবং রক্তবর্ণ শিলা জগদ্‌যোনি নামে প্রখ্যাত[৭১]। পীত ও রক্ত রেখাবিমিশ্রিত, দ্বারে ও বামভাগে চক্র, দক্ষিণভাগে মালা থাকিলে যজ্ঞমূর্ত্তি বলা হয়[৭২]। পার্শ্বে বা পৃষ্ঠে দুইটী নয়ন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহাকে পুণ্ডরীকাক্ষ শিলা বলে[৭৩]। এই শিলা-পূজায় সকল লোক বশীভূত হয়। অতিশয় কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আবৃতদেহ, চক্রবিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ কপিল এবং সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শিলা অধোক্ষজ শিলা নামে খ্যাত[৭৪]। শালগ্রামের শিখর বা উপরিভাগে শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন থাকিলে যোগেশ্বর মূর্ত্তি বলা যায়[৭৫]। একচক্রাদি শিলা মূর্ত্তিতেও যদি এই লিঙ্গ চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই শিলাচক্র যোগেশ্বর নামে প্রথিত হইয়া থাকে। ইহার পূজায় ব্রহ্মহত্যাপাতক বিদূরিত হয়। ইন্দ্রনীলাভ, বৃত্তচক্র, মহাবিল এবং সর্পফণা ও পার্শ্বরেখাসমন্বিত শিলা উপেন্দ্র নামে কথিত[৭৬]। শ্যামল, স্বল্পদ্বার, চক্রসমন্বিত, ঊর্দ্ধমুখ ও অধোদেশ বিন্দুযুক্ত হইলে তাহা হরিমূর্ত্তি শিলা নামে পূজিত[৭৭]। ইহা কামদ, মোক্ষদ ও অন্নদ এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। কেবল বনমালা, পদ্ম ও চক্র চিহ্ন থাকিলে লক্ষ্মীহরি বলা যায়[৭৮]।

যে শিলার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহা সুবর্ত্তুল ও হ্রস্বচক্র হইলে সপ্তবীরশ্রবস্‌ বলা হয়[৭৯]। সুবর্ণশৃঙ্গের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ, কেশর মধ্যগত চক্র এবং পৃষ্ঠ রেখা ও বিন্দুভূষিত হইলে গরুড়ধ্বজ বলে[৮০]। দুইটী রন্ধ্রবিশিষ্ট বিষমস্থ, সমচক্র এবং দুইটী পক্ষদ্বারা শোভিত হইলে গরুড়শিলা বলা যায়[৮১]। যে শিলা স্থূল-চিহ্ন এবং কলস দ্বারা শোভিত, তাহা বৈনতেয় নামে খ্যাত[৮২]। যাহার পৃষ্ঠদেশে সিত, অরুণ ও অসিতাভ বর্ণবিশিষ্ট এবং অক্ষমালাকৃতি চিহ্নসংযুক্ত, সেই শিলার নাম দত্তাত্রেয়[৮৩]। যে শিলার পৃষ্ঠ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত এক দুই, চারি বা পাঁচটী বলয়াকার স্বর্ণরেখা থাকে এবং তাহা

(৬৪) অনিরুদ্ধস্তু পীতাভং বর্ত্তুলঞ্চাতিশোভনম্।
রেখাত্রয়যুতঞ্চোর্দ্ধে পৃষ্ঠে পদ্মেন লাঞ্ছিতম্।
সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (ব্রহ্মবৈ॰ পু॰)

(৬৫) গোপীনাথো মহাদেবো বর্ত্তুলো বকুলাকৃতিঃ।
বীরাসনস্থো বিজ্ঞেয়ো মহদৈশ্বর্য্যদায়কঃ॥

(৬৬) চক্রেচ মধ্যদেশে তু পঙ্কজেন সমন্বিতঃ।
সূক্ষ্মনাভঃ শ্যামলাভাসংযুতঃ শ্রীধরঃ স্মৃতঃ॥
নিম্নাকৃতিশিরঃ পার্শ্বে নিম্নদন্তস্তু বর্ত্তুলঃ।
নিম্নচক্রঞ্চাতিহ্রস্বং শ্রীধরং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(৬৭) দামোদরং তথা স্থূলং মধ্যচক্রপ্রতিষ্ঠিতম্।
দূর্ব্বাভং দ্বারসঙ্কীর্ণং পীতরেখাযুতং শুভম্॥

(৬৮) রাধাদামোদরো জ্ঞেয় ঊর্দ্ধাধশ্চক্রবদ্বিলম্।
নাতিদীর্ঘমুখং মধ্যে লম্বরেখা স ভোগদঃ॥

(৬৯) মুখতঃ পৃষ্ঠতোবাপি ময়ূরগলসন্নিভঃ।
কৃষ্ণবর্ণঃ স্থূলচক্রঃ বৃহদাস্যঃ স্রগন্বিতঃ।
লক্ষ্মীপতিরিতি খ্যাতো লঘুসম্পত্তিদায়কঃ॥

(৭০) অমৃতাংশুরদো দেবো লোলস্তনসমপ্রভঃ।
বর্ত্তুলো বহুচিহ্নশ্চ হ্রস্বচক্রোঽতিকোমলঃ॥

(৭১) দ্বারচক্রো রক্তবর্ণো জগদ্যোনিঃ শুভপ্রদঃ।

(৭২) যজ্ঞমূর্ত্তিস্তু ভগবান্ পীতরক্তবিমিশ্রিতঃ।
দ্বারে চ বামতশ্চক্রং স্রগ্‌যুক্তো দক্ষিণেঽপিবা।
সিতরক্তা চ যা মূর্ত্তিরিতি বেদবিদো বিদুঃ॥

(৭৩) পার্শ্বে বা মূর্ত্তিপৃষ্ঠে বা নয়নদ্বয়সংযুতা।
পুণ্ডরীকাক্ষমূর্ত্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বলোকবশঙ্করী॥

(৭৪) অতিকৃষ্ণো রক্তরেখাবৃতদেহঃ সচক্রকঃ।
কিঞ্চিৎ কপিলসংযুক্তঃ সূক্ষ্মো বা স্থূল এব বা॥

(৭৫) দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
তস্য যোগেশ্বরোনাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ (ব্রহ্মপু॰)

(৭৬) উপেন্দ্র ইন্দ্রনীলাভো বৃত্তচক্রো মহাবিলঃ।
সচক্রশ্চ সনাগশ্চ পার্শ্বরেখাসমন্বিতঃ॥

(৭৭) শ্যামলং কোমলং পার্শ্বে স্বল্পদ্বারং সচক্রকম্।
হরিমূর্ত্তিং বিজানীয়াৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্॥ (গরুড়পু॰)

(৭৮) লক্ষ্মীহরিঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্র পদ্মং সচক্রকম্।
কেবলা বনমালা বা গৃহস্থানামভীষ্টদঃ॥ (মেরুতন্ত্র)

(৭৯) সুবর্ত্তুলো হ্রস্বচক্রঃ সর্ব্বাঙ্গে হেমবিন্দবঃ।
সপ্তবীরশ্রবাঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধনঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(৮০) সুবর্ণশৃঙ্গসঙ্কাশো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধকেশরঃ।
চক্রমধ্যগতে পৃষ্ঠে রেখাবিন্দুবিভূষিতঃ।
লক্ষ্মীকরো বৈনতেয়-গরুড়ধ্বজ-সংযুতঃ॥ (গরুড়পু॰)

(৮১) দ্বিপক্ষাভ্যামুপেতঞ্চ দ্বিরন্ধ্রং বিষমস্থিতম্।
সমচক্রঞ্চ গরুড়ং কলিকল্মষনাশনম্॥

(৮২) স্থূলচিহ্নযুতে যস্তু কলসেন সমন্বিতম্।

(৮৩) সিতারুণাসিতাভশ্চ পৃষ্ঠদেশে যদা ভবেৎ।
অক্ষমালাকৃতিঃ পৃষ্ঠে দত্তাত্রেয়ঃ শুভপ্রদঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

যদি শ্যাম,নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হয় অথবা তাহাতে কুণ্ডলীকৃত সর্পফণা চিহ্ন দৃষ্ট হয়,তাহা হইলে সেই শিলা শেষমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে।[৮৪] যে শিলার পার্শ্ব ও সমীপে চারিটী রেখা এবং মধ্যদেশে দুইটী চক্র আছে, তাহা চতুর্ম্মুখ শিলারূপে পুজিত[৮৫]। ধনুকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, চক্র ও পদ্মসমন্বিত এবং নীল ও শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত হইলে হংসমূর্ত্তি বলা যায়[৮৬]। ময়ূরের গলার সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, খগেশান মূর্ত্তি, বর্ত্তুলাকার দ্বারযুত, বিল মধ্যে চক্র, চক্রের দক্ষিণ-পার্শ্বে ভাস্করমূর্ত্তি এবং বরাহরেখাসমন্বিত শিলা পরহংস নামে খ্যাত[৮৭]। শরীরে সর্পফণাচিহ্ন, একবক্ত্র ও তাহাতে দুইটী সমান চক্র, দক্ষিণদিকে পদ্মপত্রসদৃশ চিহ্ন এবং হেমবর্ণ কলা যে শিলায় বিদ্যমান থাকে, সেই শিলা হৈহয়-মূর্ত্তি বলিয়া বিদিত[৮৮]।

৩। ত্রিচক্রসমন্বিত একাদশ প্রকার শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। উহারা পুরুষোত্তম, শিশুমার, ত্রিবিক্রম, মৎস্যমূর্ত্তি, অধোমুখ, নৃসিংহ, বুদ্ধ, অচ্যুত, কল্কি, ত্রিলোচন, লক্ষ্মীনারায়ণ ও অনিরুদ্ধ নামে কথিত। উপরে এই নামে বর্ণিত দ্বিচক্র শিলা হইতে ইহাদের লক্ষণ স্বতন্ত্র।

মধ্যে স্বর্ণবর্ণ চক্র এবং মস্তকদেশ বৃহৎ চক্রসমন্বিত ও অতসী-কুসুমের ন্যায় বিন্দুশোভিত শিলা পুরুষোত্তম নামে খ্যাত[১]। দীর্ঘকায় ঈষৎ গহ্বর, সম্মুখভাগে দুইটী এবং পৃষ্ঠভাগে একটী চক্র থাকিলে শিশুমার[২]। গহ্বরে দুইটী এবং উন্নতপুচ্ছ একটী চক্রবিশিষ্ট শিলাকেও শিশুমার বলে। ত্রিকোণাকার ও চক্রত্রয়ভূষিত শিলা ত্রিবিক্রম নামে বিদিত। ইহা ভ্রমরাঞ্জন সঙ্কাশ ঈষদ্দীর্ঘ ও পার্শ্বে কোদণ্ডলাঞ্ছন; ইহাতে অধশ্চক্র, বিশালার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূর্দ্ধচক্র ও গর্ত্তে চক্র থাকে[৩]। কাংস্য সদৃশ বর্ণ, তিনটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন দীর্ঘরেখাযুত, দ্বারমধ্যে দুইটী চক্র এবং পুচ্ছ ভাগে একটী চক্র, দক্ষিণে শকটাকৃতি চিহ্ন ও বামে রেখা থাকিলে মৎস্যমূর্ত্তি জানা যায়[৪]। সম্মুখে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে যে শিলার তিনটী চক্র দৃষ্ট হইবে, তাহাই অধোমুখনৃসিংহ বলিয়া খ্যাত[৫]। যে শিলার চক্ষুগহ্বরদ্বয় চক্রদ্বয় দ্বারা অঙ্কিত এবং শিরঃ পুচ্ছ বা ঊর্দ্ধভাগে একটী মাত্র চক্র থাকে, তাহাকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলা হয়[৬]। অধোদিকে দুইটী এবং বহির্দ্দেশে একটী চক্র ও সূক্ষ্ম গহ্বরবিশিষ্ট সুশীতল শিলাই অচ্যুত নামে খ্যাত[৭]। হয়াকার ও ত্রিচক্রলাঞ্ছিত শিলা কল্কিমূর্ত্তি[৮]। একদ্বার ও ত্রিচক্রযুক্ত শিলা ত্রিলোচন[৯]। ঐরূপ ত্রিচক্রশোভিত অন্য এক প্রকার শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া আখ্যাত[১০]। কৃষ্ণবর্ণ, নাভিসমীপগত সমদ্বার চক্র, ঊর্দ্ধে সূক্ষ্ম চক্র এবং পার্শ্বে পুষ্পচিহ্ন প্রকাশক চক্র থাকিলে অনিরুদ্ধশিলা বলা যায়[১১]।

(৮৪) পৃষ্ঠাদিকণ্ঠপর্য্যন্তং বলয়াকারবেষ্টিতম্।
রেখা সুবর্ণবর্ণাভা চতুঃপঙ্ক্তিরেকধা।
সংযুক্তা শুভরেখাঢ্যা শ্যামা নীলা সিতাপি বা॥
অথবা কুণ্ডলীভূত-নাগ-ভোগ-সমপ্রভা।
শেষমূর্ত্তিস্তু ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কঃ॥

(৮৫) চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপতঃ।
দ্বে চক্রে মধ্যদেশে চ সা শিলা স্যাচ্চতুর্ম্মুখঃ॥ (ব্রহ্মপু॰)

(৮৬) হংসস্তু ধনুরাকারো নীলশ্বেত-বিমিশ্রিতঃ।
চক্রপদ্মসমোপেতঃ কেবলো মোক্ষদো ভবেৎ॥ ,,

(৮৭) পরহংসঃ খগেশান-ময়ূরগল-সন্নিভঃ।
স্নিগ্ধশ্চ পতদত্তশ্চ বর্ত্তুলদ্বারসংযুতঃ॥
বিলমধ্যে তথা চক্রে দৃশ্যেতে স্বতিশোভনে।
চক্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দ্যুতিমান্ ভাস্করো ভবেৎ॥
বরাহরেখে দৃশ্যেতে যত্র বৈ বিনতাসুত।
মূর্ত্তিঃ স্যাৎ পরহংসাখ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(৮৮) অঙ্গভোগাবেকবক্ত্রে দ্বে সমে দক্ষিণাবহিঃ।
পদ্মপত্রাকৃতির্ব্বাপি হেমবর্ণসমা কলা।
হৈহয়স্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

(১) মধ্যচক্র সুবর্ণশ্চ মস্তকে পৃথুচক্রকঃ।
পুরুষোত্তমদেবশ্চ পূজকস্য শুভপ্রদঃ॥

(২) শিশুমারো দীর্ঘকায়ো বলশাল্যনিগহ্বরঃ।
পুরতঃ পৃষ্ঠভাগেতু চক্রেণৈকেন সংযুতঃ॥ ,,

(৩) ত্রিবিক্রমস্ত্রিকোণাঢ্যশ্চক্রত্রয়বিভূষিতঃ।
প্রযত্নেন দ্বিজেন্দ্রাণাং পূজ্যস্ত্রিভুবনপ্রদঃ॥
অধশ্চক্রং বিশালাভমূর্দ্ধচক্রং সুদীর্ঘকম্।
ভ্রমরাঞ্জনসঙ্কাশমীষদ্দীর্ঘং সুনির্ম্মলম্।
চক্রদ্বয়বিলং বিদ্যাৎ পার্শ্বে কোদণ্ডলাঞ্ছনঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(৪) নানাবর্ণবলোপেতঃ কাংস্যবর্ণযুতোঽপিবা।
দীর্ঘাকারযুতঃ স্নিগ্ধো দ্বারমধ্যে চ চক্রযুক্॥
চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে মকরাকৃতিঃ।
বামে তু দৃশ্যতে রেখা মৎস্যমূর্ত্তিঃ শুভাবহা॥

(৫) পুরঃ পার্শ্বে চ পৃষ্ঠে চ ত্রিচক্রেণোপশোভিতম্।
অধোমুখমিতি খ্যাতমর্চ্চকানাং বিমুক্তিদম্॥

(৬) দৃশ্যরন্ধ্রদ্বয়োপেতামস্তশ্চক্রদ্বয়ান্বিতাম্।
শিরঃ পুচ্ছোর্দ্ধচক্রঞ্চ পার্শ্বয়োর্ব্বাপি দৃশ্যতে।
নানাবর্ণময়ঞ্চাপি বুদ্ধমূর্ত্তিং প্রচক্ষতে॥

(৭) বহিশ্চক্রসমাযুক্তমধশ্চক্রদ্বয়ান্বিতম্।
মূর্ত্তিং তামচ্যুতং জ্ঞেয়ং সূক্ষ্মরন্ধ্রং সুশীতলম্॥

(৮) কল্কিনস্তু হয়াকারং ত্রিচক্রেণৈব লাঞ্ছিতম্॥

(৯) দ্বারমেকং ত্রিচক্রঞ্চ ত্রিলোচনমিতি স্মৃতঃ॥

(১০) লক্ষ্মীনারায়ণোদেব স্ত্রিভিশ্চক্রৈর্ব্ব্যবস্থিতঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

(১১) কৃষ্ণবর্ণঃ সমদ্বারশ্চক্রং নাভিসমীপগম্।
সূক্ষ্মচক্রং ভবেদূর্দ্ধং পার্শ্বচক্রেণ পুষ্পকৃৎ।
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বলোকৈককারণম্॥

৪র্থ বা চতুশ্চক্র—এই শালগ্রাম শিলাগুলি চারি চক্রাঙ্কিত। লক্ষণের ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহাদের নামে বিশেষ পার্থক্য নাই।

কেশরাকার রেখাসমন্বিত, দীর্ঘমুখ, বনমালাবিরাজিত এবং বিন্দুযুক্ত ও চারি চক্রবিশিষ্ট শিলা লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে কথিত[১]। দ্বিচক্রবর্গে মহানৃসিংহ শিলার অপর যে যে লক্ষণ আছে, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শিবনাভিযুত মস্তক বা পৃষ্ঠদেশ দুই এবং দুই, বা তিন ও এক, বা চারিটী চক্র থাকিলে হরিহর সংজ্ঞক শিলা[২] বলে। এই শিলা সুখ ও সৌভাগ্যদায়ক। কোদণ্ডধারী, কুক্কুট অণ্ডের সদৃশ আভাশালী, শ্যামল, উন্নতপৃষ্ঠ, দ্বারদেশে খগেশ্বর চিহ্ন, রেখাদ্বয়যুক্ত এবং পার্শ্বদেশে ধনুকের ন্যায় আকৃতি দৃষ্ট হইলে দশকণ্ঠকুলান্তক রাম বলা যায়[৩]। বহুদন্তযুক্ত, একবদনশালী ও তাহাতে চারিটী চক্রসন্নিবিষ্ট, অম্বুদপ্রভ, ধনুর্ব্বাণাঙ্কুশছত্রচামর-চিহ্নসংযুক্ত, বামোন্নত এবং বনমালাচিহ্নধারী শিলা সীতারাম নামে আখ্যাত[৪]। চারি চক্রবিশিষ্ট এবং তূণ পূরিত বাণচিহ্নধারী শিলা রামচন্দ্র বলিয়া কথিত[৫]। একদ্বারে বা দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোষ্পদ চিহ্ন থাকিলে, অথচ বনমালা চিহ্ন নাই এরূপ শিলা রঘুনাথ নামে পূজিত[৬]। পূর্ব্বভাগে ও পশ্চাতে এক একটী বদন এবং মধ্যভাগে চারিটি চক্রচিহ্ন, বনমালা-বিভূষিত, নীলবর্ণ শিলা জনার্দ্দন নামে খ্যাত[৭]। নবীননীরদোপম, বনমালারহিত এবং একটী দ্বারে চারিচক্র এরূপ শিলাকে লক্ষ্মীজনার্দ্দন বলা হয়। স্থলান্তরে কণ্ঠদেশ শ্রীবৎসচিহ্নশোভিত, বনমালান্বিত, দক্ষিণভাগে চারিচক্র ও গোষ্পদচিহ্নসম্বলিত শিলা লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামে উক্ত হইয়া থাকে[৮]। চতুর্ভুজ, মণ্ডলাকার, চতুশ্চক্র-চিহ্নশালী এবং নবমেঘসদৃশ দ্যুতিবিশিষ্ট শিলা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বলিয়া কথিত[৯]। চতুর্ব্বক্ত্র শিলা চতুশ্চক্রসমন্বিত হইলে পিতামহ[১০]। একদ্বারবিশিষ্ট, চতুশ্চক্রযুক্ত, ও ছত্রাকার শিলা পুরুষোত্তম[১১] এবং যে শিলার অর্দ্ধভাগে বিবর এবং সুন্দর চারটী চক্র থাকে, তাহা হরিব্রহ্ম মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়[১২]। বদনে দুইটী চক্র ও গহ্বরে দুইটী, এরূপ চারি চক্রান্বিত শিলার উপরে যদি দুইটী রেখা ও তাহার মধ্যে পদ্ম ও ছত্র চিহ্ন থাকে এবং মুষল, অসি, ধনু, মালা, শঙ্খ, চক্র ও গদাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা লক্ষ্মীনারায়ণ নামে আখ্যাত[১৩]। বামে ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী করিয়া চক্র মুখে রক্তবর্ণ কুণ্ডলদ্বয়, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, বাণ ও কুমুদধারী, এবং মুষল, ধ্বজ, শ্বেতবর্ণ ছত্র এবং রক্তাংশুকধারী শিলা অচ্যুত নামে পরিচিত[১৪]

(১) রেখাশ্চ কেশরাকারা মুখং দীর্ঘং ভয়ানকম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিজ্ঞেয়শ্চতুশ্চক্রঃ সবিন্দুকঃ।
পূর্ব্বোক্তলক্ষণৈর্যুক্তো বনমালাবিরাজিতঃ॥ (মেরুতন্ত্র)

(২) চতুস্ত্রয়ঃ সমস্তাদ্বা চক্রদ্বয়যুতোঽপি বা।
শিবনাভিযুতো মূর্দ্ধ্নি পৃষ্ঠে বাপি তথৈব চ।
এতদ্ধরিহরং বিদ্যাৎ সুখসৌভাগ্যদায়কঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৩) কোদণ্ডিকুক্কুটাণ্ডাভং শ্যামলং পৃষ্ঠমুন্নতম্।
রেখাদ্বয়সমোপেতং দ্বারয়োশ্চ খগেশ্বরঃ॥
ধনুরাকৃতিকারেখা দৃশ্যতে পার্শ্বতোপি বা।
ভবেদ্রামো দশকণ্ঠ-কুলান্তক ইতীরিতঃ॥

(৪) রদনৈশ্চৈকবদনশ্চতুশ্চক্রোঽম্বুদপ্রভঃ।
চাপবাণাঙ্কুশচ্ছত্রধ্বজচামরসংযুতঃ॥
বনমালাধরোদেবঃ সীতারামঃ শুভপ্রদঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যদশ্চোক্তঃ সর্ব্বত্র বিজয়প্রদঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৫) চতুশ্চক্রসমাযুক্তো বাণতূণপ্রপূরিতঃ।
অযোধ্যাধীশ্বরঃ শ্রীমান্ রামচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(৬) একদ্বারে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমন্বিতম্।
রঘুনাথাভিধং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া॥
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমন্বিতম্।
রঘুনাথাভিধং বিদ্যাদ্রহিতং বনমালয়া॥

(৭) পূর্ব্বভাগৈকবদনঃ পশ্চাদেকাস্যসংযুতঃ।
জনার্দ্দনশ্চতুশ্চক্রঃ শ্রীপ্রদো রিপুনাশনঃ॥
অন্তর্লক্ষং চতুশ্চক্রং শীতলকোপলপ্রভম্।
জনার্দ্দনং বিজানন্তি বনমালা-বিভূষিতম্॥

(৮) একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন-নীরদোপমম্।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া।
গোষ্পদং দক্ষিণে ভাগে চতুশ্চক্রসমন্বিতঃ।
বনমালান্বিতঃ কণ্ঠে শ্রীবৎসাঙ্কশ্চ দৃশ্যতে।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বশত্রুবিনাশনঃ॥ (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখণ্ড)

(৯) চতুর্ভুজশ্চতুশ্চক্রো নবমেঘসমদ্যুতিঃ।
মণ্ডলাকারচক্রস্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্প্রদঃ॥

(১০) পিতামহশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চতুশ্চক্রসমন্বিতঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১১) একদ্বারশ্চতুশ্চক্রশ্ছত্রাকারঃ সুশোভনঃ।
পুরুষোত্তমসংজ্ঞ বিজ্ঞেয়ঃ সদ্যো লক্ষ্মীপ্রদায়কঃ॥

(১২) যস্যার্দ্ধভাগে বিবরশ্চতুশ্চক্রাতিশোভনঃ।
ত্রৈলোক্যদুর্লভা মূর্ত্তির্হরিব্রহ্মাত্মিকা শুভা।
তুষ্টিদা চৈব শত্রুঘ্নী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

(১৩) দ্বিচক্রাঙ্কিতবদনশ্চতুশ্চক্রসমন্বিতঃ।
রেখে দ্বে চ তয়োর্মধ্যে পদ্মং ছত্রং তথৈব চ।
ধ্বজশঙ্খাঙ্কুশোপেতো বামে পার্শ্বে চ বর্ত্তুলঃ।
দীর্ঘরেখাসমাযুক্তশ্চতুশ্চক্রসমুজ্জ্বলঃ।
মুষলাসিধনুর্ম্মালাশঙ্খচক্রগদান্বিতং।
লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তৌ মুখে নাভৌ চ সৌখ্যদঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যদো নৃণাং লক্ষ্মীনারায়ণং ভজ॥ (স্কন্দপুরাণ)

(১৪) চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈস্তু বামে দক্ষিণপার্শ্বকে।
অধিষ্ঠিতো মুখে রক্তকুণ্ডলদ্বয়শোভিতঃ॥

বর্ত্তুলাকার, ক্ষীর ও তাম্র সমবর্ণ অথবা নীল ও শ্বেত মিশ্রিত বর্ণ, বদনে এক ও মধ্যদেশে চারিটী চক্র ও ত্রিবিন্দু এবং চক্রের বামে শঙ্খ ও দক্ষিণে পদ্মচিহ্ন থাকিলে বটপত্রশায়ী নারায়ণ শিলা নামে খ্যাত হয়[১৫]। শিবনাভিযুত এবং পার্শ্বে, বামে বা দক্ষিণে দুইটী করিয়া চক্র থাকিলে শঙ্করনারায়ণ বলা যায়। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধ শঙ্খ সদৃশ শ্বেতবর্ণ এবং পশ্চিমার্দ্ধ শ্যামল, অধোদেশ রক্ত বিন্দুযুক্ত, পদ্মপুটসদৃশ চক্র ও মস্তকে শররেখা দৃষ্ট হয়[১৬]। এই শেষোক্ত শিলাকে পঞ্চচক্র বর্গের অন্তর্গত গণনা করিলে দোষ হয় না।

৫ম বা পঞ্চচক্র। যে শিলার দ্বারদ্বয়ে চারিচক্র এবং বামে একটী চক্র থাকে এবং তাহাতে বাণ, তূণীর, চাপ ও মালাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা সীতারাম বলিয়া খ্যাত[১]। বনমালাঙ্কিত, অথচ পঞ্চচক্রযুক্ত শিলা শ্রীসহায় নামে পরিচিত[২]। লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার দ্বারদ্বয়ের বাম ও দক্ষিণ দিকে চারিটী চক্র থাকে[৩] এবং তাহা শ্রীবৎসশঙ্খচক্রাঢ্য ও পার্শ্ব চম্পকপুষ্পযুক্ত হয়। কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্চচক্র, নাতিস্থূল, বৃহদ্দ্বার, উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন ও পঞ্চচক্রযুক্ত হইলে গোবিন্দাখ্যা প্রাপ্ত হয়[৪]। পূর্ব্ব ও পার্শ্বভাগে একএকটী বদন এবং কৃষ্ণ ও নীলাম্বুদ বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যদেশে এক চক্র এবং অপর চারিটী চক্র বিন্দুযুক্ত হইলে কংসমর্দ্দন বলা যায়[৫]। দ্বিচক্রবর্গোক্ত বাসুদেব লক্ষণাক্রান্ত বিন্দুযুক্ত শিলা পঞ্চ চক্রান্বিত হইলেও বাসুদেব নামে আখ্যাত হয়। অগ্নিপুরাণ মতে চতুশ্চক্রান্বিত জনার্দ্দন লক্ষণাক্রান্ত শিলা পঞ্চ চক্রবিশিষ্ট হইলেও বাসুদেব বলে[৬]।

৬ষ্ঠ বা ষট্‌চক্র। নিম্নলিখিত শালগ্রাম শিলায় ছয়টী চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের চক্রবিন্যাসের বিশেষ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না। বর্ণ, চক্র ও অন্যান্য লক্ষণ হইতে এই শিলাগুলি শ্রীমূর্ত্তি[১], তারকব্রহ্মসীতারাম[২], রাজরাজেশ্বর[৩], রামচন্দ্র[৪], কল্কিমূর্ত্তি[৫], প্রদ্যুম্ন[৬] ও অনন্তপুরুষোত্তম[৭] আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবাণকৌমোদকীধরঃ।
মুষলধ্বজশ্বেতচ্ছত্ররক্তাংশুকৈর্যুতঃ।
সোঽচ্যুতঃ কথিতো নাম্না দুর্লভস্তু সদা নৃণাম্॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(১৫) বটপত্রশায়ী ভগবান্ বর্ত্তুলোপেতশোভনঃ।
ক্ষীরতাম্রসমোবর্ণো নীলশ্বেতবিমিশ্রিতঃ॥
চক্রস্ত বামতঃ শঙ্খো দক্ষিণে পদ্মমেব চ।
বদনৈকে মধ্যদেশে চতুশ্চক্রস্ত্রিবিন্দুকঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(১৬) শিবনাভিযুতঃ পার্শ্বে বামে বা দক্ষিণেঽপি বা।
স চ শঙ্করপূর্ব্বাখ্যো নারায়ণ ইতীরিতঃ॥
গণ্ডকীগর্ভসম্ভূতং বন্ধুরাকারশোভিতম্।
শঙ্খপ্রতিমপূর্ব্বার্দ্ধং পশ্চিমার্দ্ধন্তু শ্যামলম্॥
সরোজপুটচক্রাঙ্গমধস্তাদ্রক্তবিন্দুমান্।
গৌরীলক্ষ্মীসমাযুক্তঃ ফণী শ্রীবৎসসঙ্গতম্॥
শীর্ষস্থিতশরারেখা বনমালাপরিষ্কৃতম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং শ্রীশং শঙ্করনারায়ণাত্মকম্॥
যঃ পূজয়েন্নরো ভক্ত্যা লভ্যং ভাগ্যবশান্মুনে।
কোটিজন্মকৃতং পাপং স্পর্শে সদ্যো বিনশ্যতি॥
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য সপ্তমন্বন্তরাণি চ॥
ভুক্ত্বা স্বর্গফলং ভূয়ো ভবতীহ ভবেৎ ধ্রুবম্। (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)

(১) দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রঃ শ্যামবর্ণঃ স্রগন্বিতঃ।
কোদণ্ডী কুক্কুটাণ্ডাভো বাণভৃৎখণ্ডতূণবান্॥
পৃষ্ঠদেশে শিরশ্চক্রঃ সীতারামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যদশ্চাপি সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥

(২) চক্রৈস্তু কেবলৈর্যস্তু পঞ্চভিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
বনমালাঙ্কিতশ্চাত্র তত্রাস্তে শ্রীসহায়বান্॥
তস্য গেহে ন দারিদ্র্যং দুঃখশোকাদি কিঞ্চন।
ন চৌরাদিভয়ং তত্র দুগ্রহৈশ্চ ন পীড্যতে।
অন্তে মোক্ষো ভবেত্তস্য পূজকস্য ন সংশয়॥

(৩) নিম্নাকারশ্চতুশ্চক্রো বর্ত্তুলঃ শীতলাকৃতিঃ।
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রো বামে বা দক্ষিণেঽপি বা॥
শ্রীবৎসশঙ্খচক্রাঢ্যঃ পার্শ্বে চম্পকপুষ্পযুক্।
লক্ষ্মীনারায়ণো দেবোঽভীষ্টফলদায়কঃ॥

(৪) নাতিস্থূলঃ কৃষ্ণবর্ণো গোবিন্দঃ পঞ্চচক্রকঃ।
বামচক্রো বৃহদ্দ্বার উন্নতো মধ্যনিম্নগঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু॰)
গোবিন্দঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
দক্ষিণে তু গদাচক্রে বামে পর্ব্বতলাঞ্ছনম্॥ (পুরাণসংগ্রহ)

(৫) একচক্রং মধ্যদেশে চতুশ্চক্রঃ সবিন্দুকঃ।
পূর্ব্বভাগৈকবদনঃ পার্শ্বৈকবদনস্তথা॥
কংসমর্দ্দী স্মৃতঃ কৃষ্ণো নীলাম্বুদসমপ্রভঃ।

(৬) জনার্দ্দনশ্চতুশ্চক্রো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ॥ (অগ্নিপু॰)

(১) ঊর্দ্ধাধঃপার্শ্ববদনঃ ষট্‌চক্রঃ শ্যামলো বিভুঃ।
শ্রীমূর্ত্তিরিতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কঃ॥

(২) সব্যসৌম্যেন বপুষা গোষ্পদেন চ লাঞ্ছিতঃ।
বিলপঙ্কসমাযুক্তঃ ষট্‌সুদর্শনসংযুতঃ॥
শ্যামলোন্নতপৃষ্ঠাশ্চ স্থূলো জম্বুফলোপমঃ।
সীতারামঃ সবিজ্ঞেয়স্তারকব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥

(৩) ঈষৎপিঙ্গস্তু ষট্‌চক্রো ধনুর্ধারণবিগ্রহঃ।
রাজরাজেশ্বরো জ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥

(৪) বামপার্শ্বে গতে চক্রে রেখা চৈবতু দক্ষিণে।
শরকোদণ্ডকৃষ্ণাভং শরত্রয়বিভূষিতম্।
জানকীলক্ষ্মণোপেতং রামচন্দ্রং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

(৫) অলিবর্ণং স্বল্পবীর্য্যং ষট্‌চক্রঞ্চ স্থিরাসনম্।
কৃপাণাকৃতিকা রেখা দ্বারস্তোপরি পৃষ্ঠকে।

৭ম বা সপ্তচক্র। পট্টাভিরাম[৮] রাজরাজেশ্বর[৯] সর্ব্বতোমুখ নৃসিংহ[১০] গদাধর[১১] অনন্ত[১২] ও বলরাম[১৩] নামাভিধেয় ছয় প্রকার শিলা সাতটী চক্র যুক্ত। ইহারা রাজ্য, সুখ ও সৌভাগ্যপ্রদ। *

৮ম বা অষ্টচক্র। নারায়ণ[১৪] চক্রপাণি[১৫] পিতামহ[১৬] ও পুরুষোত্তম এবং নবচক্রবর্গে নরাধিপ শিলা অতি দুর্লভ।† এতদ্ভিন্ন দশচক্রবর্গে হৃষীকেশ[১৭] অনন্ত বিশ্বরূপ-গোবিন্দ[১৮] ও দশাবতার শিলা[১৯]; একাদশে অনিরুদ্ধ[২০] এবং দ্বাদশে সূর্য্য[২১] বা দ্বাদশাত্মমূর্ত্তি শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‡

অতঃপর বহুচক্রবিশিষ্ট শিলার বিষয় লিখিত হইতেছে। এই সকল শিলায় সাধারণতঃ ত্রয়োদশ হইতে এক বিংশতি পর্য্যন্ত চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ বহুচক্রাঙ্কিত শিলা পূজনে গৃহস্থের অশেষ মঙ্গল এবং চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। এই বর্গে উক্ত অনন্ত নানা বর্ণযুত হইয়া থাকে, কখন কৃষ্ণবর্ণ কখন বা নবীন নীরদপ্রভ নীলসন্নিভ বর্ণবিশিষ্ট পাওয়া যায়। ইহাতে চতুর্দ্দশ হইতে বিংশতিটী চক্রচিহ্ন থাকে এবং অনেক অনেক মূর্ত্তি সর্পফণা ও বনমালা চিহ্ন সহ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত দৃষ্ট হয়[২২]। অঙ্কুশাকার, চক্র সমীপগত রেখাবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠদেশ নীরদ সদৃশ নীলবর্ণ ও বহুচক্র সমাযুক্ত হইলে হয়গ্রীব বলে[২৩]। যে শিলার বহুচক্র, বহুদ্বার ও বহুবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদর বৃহৎ এরূপ শিলা পাতালনরসিংহ নামে কথিত[২৪]। ইহার তৃতীয় চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া পার্শ্বদেশে ক্রমান্বয়ে দশটী চক্র বিদ্যমান থাকে। বহুচক্র, বহুদ্বার ও বহুরেখাবিশিষ্ট, বহূদরযুক্ত শিলার অভ্যন্তরভাগে বৃহৎ একটী চক্র থাকিলে বহুরূপী শিলা বলা যায়[২৫]। যে শিলার পুরোভাগে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে অনেক চক্র থাকে, তাহাকে অধোমুখ চক্রশিলা বলে[২৬]। বহু চক্রাঙ্কিত,

---

ম্লেচ্ছনাশী ভবেৎ কল্কী কলিকল্মষ-নাশকঃ।
ষট্‌চক্রশ্চৈব প্রদ্যুম্নঃ। (অগ্নিপু০)

(৬) ষট্‌চক্রৈস্তু সমাযুক্তো নানাবিন্দুসুশোভনঃ।
জম্বুবর্ণশ্চ পৃথুলো হ্যনন্তপুরুষোত্তমঃ।

(৭) পূর্ব্বভাগে ত্রিবদনঃ পার্শ্বে চক্রেণ সংযুতঃ।
বাণতূণীরচাপাঢ্যঃ কল্পবৃক্ষসমন্বিতঃ।
সিংহাসন-সমাসন্নো রামঃ পরিজনৈঃ সহ।
পট্টাভিরাম ইত্যুক্তো রাজলক্ষ্মীপ্রদো নৃণাম্। (পদ্মপুরাণ)

(৮) সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রঞ্চ শরতূণসমন্বিতম্।
রাজরাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজ্যসম্পৎপ্রদায়কম্।

(৯) সপ্তচক্রং বহুমুখং সমন্তাৎ স্বর্ণভূষিতম্।
সর্ব্বতোমুখমাহুস্তং বক্রবর্ণন্তু মোক্ষদম্।

(১০) গদাধরস্ত্রিরেখাভির্লাঞ্ছিতো মধ্যদেশতঃ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশৈঃ পীতো বামচক্রঃ সুবর্ত্তুলঃ।
সুদর্শনৈকৈকচক্রং সপ্তচক্রং গদাধরম্। (ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখণ্ড)

(১১) ধ্বজাকারযুতারেখা লক্ষিতো মধ্যদেশতঃ।
শেষাকারো মহাস্থূলঃ সপ্তচক্রসমন্বিতঃ।

(১২) বলভদ্রশিলা জ্ঞেয়া সপ্তচক্রান্বিতা খগ।
পূজিতস্তদ্‌যাতে দেবঃ পুত্রপৌত্রপ্রদো ভবেৎ।

* অগ্নিপুরাণের "ষট্‌চক্রশ্চৈব প্রদ্যুম্নঃ সঙ্কর্ষণশ্চঃ সপ্তভিঃ।" বচন হইতে সপ্তচক্রবর্গে আর একটী শিলার নাম পাওয়া যায়।

(১৩) নারায়ণশ্চতুর্ব্বক্ত্রোঽষ্টচক্রসমন্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন স্থিরঃ স্নিগ্ধশ্চ বর্ত্তুলঃ।

(১৪) পূর্ব্বভাগে ত্রিবদনঃ পশ্চাদেকাস্তসংযুতঃ।
চক্রপাণিরিতি খ্যাতশ্চক্রবর্ত্তিত্বদায়কঃ।

(১৫) পিতামহশ্চতুর্ব্বক্ত্রো হ্যষ্টচক্রসমন্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন স্থিরঃ স্নিগ্ধশ্চ বর্ত্তুলঃ।
ধ্বজাকারযুতা রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ।
অথবা চাষ্টচক্রস্তু সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।

† "পুরুষোত্তমোঽষ্টচক্রো নবব্যূহো নবাঙ্কিতঃ." (অগ্নিপু ৪৬.১৩)

(১৬) পঞ্চরন্ধ্রসমাযুক্তং দশচক্রসমন্বিতম্।
শ্যামলং কোমলাকারং হৃষীকেশং প্রচক্ষতে।

(১৭) অনন্তো বিশ্বরূপশ্চ গোবিন্দশ্চ ত্রয়স্তথা।
পঞ্চবক্ত্রং স্থূলতরং পুরুষং দশচক্রকম্।
অনন্তং বিশ্বরূপং বা পুত্রপৌত্রাদিকং বিদুঃ।

(১৮) দশাবতারদেবশ্চ পৃথুচক্রসমন্বিতঃ।
ঈপ্সিতং লভতে রাজ্যং বিধিমন্ত্রেণ পূজিতঃ।

‡ "দশাবতারো দশভির্দ্বৈশেকেনানিরুদ্ধকঃ।
দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভিরত উর্দ্ধমনন্তকঃ" । (অগ্নি ৪৬।১৬)

(১৯) বাহ্যে বাভ্যন্তরে বাপি চক্রদ্বাদশসংযুতা।
সূর্য্যমূর্ত্তিরিতি খ্যাতা সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী।

(২০) চতুর্দ্দশাদ্য প্রভৃতি বিংশাৎ প্রাক্ চক্রলাঞ্ছিতঃ।
নানাবর্ণো হ্যনন্তাখ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেকমূর্ত্তিসংযুক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।
প্রদক্ষিণাবর্ত্তযুতবনমালাবিভূষিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণযুতশ্চাপি ধনধান্যশুভপ্রদঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন শুভস্নিগ্ধশ্চ বর্ত্তুলঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(২১) হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখাচক্রসমীপগা।
বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকম্।

(২২) বহুচক্রং বহুদ্বারং বহুবর্ণং মহোদরম্।
পাতালনরসিংহাখ্যং ভিক্ষূণামমৃতপ্রদম্। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(২৩) বহুচক্রং বহুদ্বারং বহুরেখং বহূদরম্।
অভ্যন্তরে পৃথুশ্চক্রং বহুলাঙ্গসমন্বিতঃ।
বহুরূপী সমাখ্যাতঃ পূজকস্য শুভপ্রদঃ।

(২৪) পুরঃ পার্শ্বে চ পৃষ্ঠে চ চক্রৈরভ্যুপশোভিতঃ।
অধোমুখ ইতি খ্যাতোঽর্চ্চকানাং বিমুক্তিদঃ।

অনেক মূর্ত্তিসমন্বিত, পঞ্চবক্ত্র, ও স্থূলগাত্র শিলার নাম বিশ্বরূপ[২৭], ইহা দ্বিবিধ। শুক্লাদি বর্ণ শোভিত এবং বহু গদা ও চক্র দ্বারা চিহ্নিত শিলা পদ্মনাভ নামে আখ্যাত হয়[২৮]। বিংশ বা এক বিংশতি সংখ্যক চক্র থাকিলে সেই শিলা বিশ্বম্ভর নামে প্রথিত হয়[২৯]।

উপরি বর্ণিত শিলা ব্যতীত দ্বারাবতী-ক্ষেত্রভব চক্র শিলা বা দ্বারকা চক্র নানা বর্ণের হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কতকগুলি পূজ্য ও কতকগুলি ত্যাজ্য। যথা—

"কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা তু ভয়াবহা।
উন্মত্তং কর্ব্বুরা দদ্যাৎ পীতা বিত্তবিনাশিনী॥
ধূম্রাভা পুত্রনাশায় ভগ্না ভার্য্যাবিয়োগদা।
শ্বেতা স্নিগ্ধা শিলা পূজ্যা সর্ব্বকামার্থদায়িকা॥
পুত্রপৌত্রগৃহাদীনি স্বর্গমোক্ষসুখানি চ।
দদাতি শুক্লবর্ণাভা যত্নেন তু সমর্চ্চয়েৎ॥
বর্ত্তুলা চতুরস্রা চ পূজিতা সিদ্ধিদায়িকা।
ছিদ্রা ভগ্না ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি॥" (পদ্মপুরাণ)

শালগ্রাম শিলা পূজনকালে দ্বারকাচক্র পূজারও বিধি আছে। ঐ দুইটী শিলা যেখানে একত্র পূজিত হয়, তথায় মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। গৃহী ব্যক্তি বৃদ্ধিকামনায় কখনও একটী শালগ্রাম শিলা পূজা করিবেন না। একচক্রাশিলা পূজাও নিষিদ্ধ *। দুইটী চক্রযুক্ত শিলাই পূজনীয়। এরূপ শিলার সহিত যদি দ্বারাবতীভব শিলার পূজা করা হয়, তাহা হইলে পাপমুক্তি ঘটিয়া থাকে। †

উপরে শালগ্রাম শিলাস্থিত শিবলিঙ্গ চিহ্নের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল শিলাস্থ লিঙ্গ শিবনাভি, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান, তৎপুরুষ, সদাশিব, হরিহরাত্মক, শিবনাভি, ত্র্যম্বক, ধূর্জ্জটী, শম্ভু, ঈশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, চন্দ্রশেখর ও রুদ্র নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন শালগ্রাম শিলায় শ্রীবিদ্যা, মহাকালী ও গৌরী নাম্নী শক্তি লক্ষণ এবং রবি ও চন্দ্রাদি গ্রহলক্ষণ ‡ বিদ্যমান আছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় এখানে লিখিত হইল না।

শালগ্রাম-শিলাপূজাবিধি।

শালগ্রাম-শিলা প্রতিদিন পূজা করিতে হয়। শালগ্রাম পূজা করিলে সকল দেবতারই পূজা করা হয়। স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিতে হইবে।

আচমনের বিধানানুসারে ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্রে তিনবার একটু জল মুখে দিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি স্পর্শ করিবে। আচমনের পর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়।

বামদিকে মাটীতে একটী চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তন্মধ্যে বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

পুষ্প না থাকিলে গন্ধ ও আতপ তণ্ডুল লইয়া এতে "গন্ধাক্ষতে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। তৎপরে "ফট্" এই মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া যে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পূজা করা হইয়াছে, তদুপরি

(২৭) বিশ্বরূপোঽপি ভগবান্ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিশ্বরূপো হরিঃ সাক্ষাৎ দ্বারাবতপরোত্তমঃ॥
বহুচক্রাঙ্কিতোঽনেকমূর্ত্তিরূপসমন্বিতঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থূলতরঃ পুরুষো বহুচক্রকঃ।
বিশ্বরূপো হ্যনন্তো বা পুত্রপৌত্রাদিকপ্রদঃ॥
(২৮) বহুভিস্তু গদাচক্রৈঃ শুক্লবর্ণাদিশোভিতঃ।
দৈত্যারিঃ কমলাশ্চ গদাপাণিরধোক্ষজঃ।
পদ্মনাভশ্চ দেবঃ স্যাৎ প্রত্যহং দুঃখদায়কঃ॥
(২৯) চক্রাণাং বিংশকতয়া যুক্তোবিশ্বম্ভরঃ শুভঃ।
চক্রাণ্যৈকৈকবিংশত্যা যুক্তো বিশ্বম্ভরোমতঃ॥

* "শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারাবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥
একমূর্ত্তির্ন পূজ্যেব গৃহিণা বৃদ্ধিমিচ্ছতা।
অনেকমূর্ত্তিসম্পন্না সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥
অনেকমূর্ত্তিকাস্তস্মাৎ পূজয়েদ্বুদ্ধিমান্ গৃহী।
পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥
চক্রাঙ্কমিথুনং পূজ্যং নৈকচক্রাঙ্কমর্চ্চয়েৎ।
চক্রাঙ্কমিথুনাৎ সার্দ্ধং শালগ্রামং প্রপূজয়েৎ॥"
(স্কন্দপুরাণ ও প্রয়োগপারিজাত)

† "যত্র তিষ্ঠতি চক্রাঙ্কো দেবো দ্বারাবতীভবঃ।
তীর্থকোটিসহস্রাণি তত্র সন্নিহিতানি বৈ॥
সম্বৎসরস্তু যৎ পাপং মনসা কর্ম্মণা কৃতম্।
তৎসর্ব্বং নশ্যতে পুংসাং সকৃচ্চক্রাঙ্কদর্শনাৎ॥ (স্কন্দপুরাণ)

‡ "অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যত্র দৃশ্যতে সকলদ্বয়ম্।
সাতু চন্দ্রশিলাত্রপ্রযুক্তা ভৌমশিলা মতা।
বাণাকারেণ চিহ্নেন জ্ঞেয়া বুধশিলা সুরাঃ।
দীর্ঘেণ চতুরস্রেণ যুক্তা গুরুশিলামতা॥
পঞ্চকোণাতু শুক্রস্য চাপাকারা শনের্ম্মতা।
সূর্পকারা তু রাহো স্যাৎ কেতোস্তু ধ্বজরূপিণঃ॥"

স্থাপন করিতে হইবে। পরে নমঃ এই মন্ত্রে ঐ কোশায় জল এবং উহার অগ্রভাগে, গন্ধপুষ্প, বিল্বপত্র এবং গর্ভশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা দিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘ্যে পূজা করিতে হয়। তৎপরে জল শুদ্ধি করিতে হয়। পরে তর্জ্জনীর অগ্রদ্বারা অঙ্কুশ মুদ্রাযোগে ঐ জল আলোড়ন করিয়া ;—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিতে হয়। তদনন্তর বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দশধা বা অষ্টধা প্রণবমন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে বারত্রয় ঐ জল ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মস্তকে ও যাবতীয় পূজোপকরণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিতে হইবে।

এইরূপে জল শোধন করিয়া আসনশুদ্ধি করিতে হইবে। আসনের নীচে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া আসনের উপর ওঁ হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে একটী সচন্দন পুষ্প আসনের উপর দিবে। পুষ্পের অভাবে এতে গন্ধাক্ষতে বলিয়া সচন্দন আতপ তণ্ডুল দিবে। পরে আসনে হস্ত দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

'ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥"

আসনশুদ্ধির পর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ, মধ্যে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

তৎপরে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিতে হয়। রক্ত পুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল এবং রক্ত চন্দন এই সকল কুশীতে লইয়া 'ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে সুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।' এই বলিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে হয়, তৎপরে এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিবে—

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥"

তৎপরে বিঘ্নাপসরণ করিতে হয়, যথা ওঁ নমঃ নারায়ণায় এই মন্ত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উর্দ্ধদিকে উর্দ্ধভাগস্থ, অষ্টায় ফট্ মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মস্তকে চতুর্দ্দিকে শূন্যে জল প্রোক্ষণ করিয়া নভোমার্গস্থ এবং বামপাদের গুল্ফ দ্বারা বামদিকে মাটীতে তিন বার আঘাত করিয়া ভূতলস্থিত সকল বিঘ্ন বিদূরিত করিবে। তৎপরে উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যস্থিত সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। তৎপরে গন্ধ ও অক্ষত নারাচ মুদ্রা দ্বারা গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিতে হইবে—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥"

পরে এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিবে যে, গৃহমধ্যস্থিত সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে।

তৎপরে গন্ধাদির পূজা করিতে হয়। কারণ কোন দ্রব্য পূজা না করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না, উহা অসুরদিগের ভোগ্য হয়। প্রথমে বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার জল প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদ্ সম্প্রদানেভ্যো নারায়ণাদিভ্যো নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে এক একটী গন্ধপুষ্প দিতে হইবে।

তৎপরে শালগ্রাম-শিলাকে স্নান করাইতে হয়। শালগ্রাম শিলাকে ঘৃত মাখাইয়া তাম্র টাটের উপর রাখিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে এই মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"

ইহা ভিন্ন বেদাদি চতুষ্টয় মন্ত্র, পুরুষসূক্ত, ও শ্রীসূক্ত পাঠ করিয়াও স্নান করান যাইতে পারে। এতদ্ স্নানীয়োদকং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এই বলিয়া জল দিতে হইবে। পরে নারায়ণকে জল হইতে তুলিয়া গামছা দ্বারা জল উত্তম রূপে মার্জ্জনা করিয়া নারায়ণের উপর ও নিম্নে এক একটী সচন্দন তুলসী দিয়া শালগ্রাম শিলাকে পূজা স্থানে রাখিতে হইবে।

তৎপরে পুষ্প শোধন করিয়া পূজা করিতে হয়, পুষ্পের উপর হস্ত দিয়া ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে, পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস প্রভৃতি এই সময় করিতে হয়। কিন্তু পূজাস্থলে এই সকল ন্যাসাদি করা হয় না, কিন্তু ঐ সকল করিয়া করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজা নিষ্ফল হয়।

তদনন্তর গণেশপূজা করিতে হয়, কারণ প্রথমে গণেশপূজা

না করিয়া অন্য কোন পূজা করিতে নাই। প্রথমে গাং, গীং, গুং, গেং, গৈং, গোং, গৌং, গঃ, এই মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া পূজা করিতে হয়; যথা—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ইত্যাদি। তৎপরে কূর্ম্মমুদ্রা যোগে একটী পুষ্প লইয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প আপনার মস্তকে দিতে হইবে, পরে মানস উপচার দ্বারা মনে মনে পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কর ও অঙ্গন্যাস করিয়া পুনরায় আবার ধ্যান পাঠ করিয়া নারায়ণের মস্তকে ঐ ফুল দিতে হইবে। তৎপরে দশোপচারে উহার পূজা করিতে হয়। এতদ্‌পাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ, এইরূপে অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশোপচারে পূজা করিতে হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারেও পূজা করা যাইতে পারে।

তৎপরে ওঁ গণেশায় নমঃ এই মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তংসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

এইরূপে জপ সমাধান করিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥"

তৎপরে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, এই সকল দেবতা দশোপচার, পঞ্চোপচার, বা কেবল গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া সূর্য্যপূজা করিতে হইবে। ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥"

পূজার পর সূর্য্যদেবকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিতে হয়।

তৎপরে মূলপূজা অর্থাৎ নারায়ণপূজা করিতে হইবে। প্রথমে নাং নীং নূং নৈং নৌং নঃ এই মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা একটী পুষ্প লইয়া এই মন্ত্রে নারায়ণের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যানমন্ত্র—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প মস্তকে দিয়া জপান্তে মানস-পূজা করিবে। মানসপূজার পর পুনরায় কর ও অঙ্গন্যাস করিয়া পুনরায় ধ্যান পড়িয়া পুষ্প নারায়ণের মস্তকে দিবে। পরে নারায়ণের পূজা করিতে হয়, এতদ্‌পাদ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এষঃ গন্ধঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ সচন্দনপুষ্পং ওঁ নারায়ণায়ঃ নমঃ, এতদ্ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ এষঃ দীপঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ নৈবেদ্যং ওঁ নারায়ণায়ঃ নমঃ।

পাদ্যাদি নারায়ণায় নমঃ না বলিয়া বিষ্ণবে নমঃ, বলিয়া দিলেও পূজা হইবে। তৎপরে ওঁ নারায়ণায় নমঃ এই মন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ করিয়া গুহ্যাতিমন্ত্রে জপবিসর্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে—

"ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিদং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং।
ত্যক্‌ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

তৎপরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও প্রণাম ভিন্ন, তদ্ভিন্ন সকল দেবতার পূজাই একপ্রকার। লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার পর ইচ্ছানুসারে সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। কারণে শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।

তৎপরে ওঁ কুলদেবতায়ৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে সকল দেব ও দেবীর উদ্দেশে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত

মন্ত্রপাঠ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হয়। মন্ত্র—

"যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তং করোম্যহম্॥"

তৎপরে—

"ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

পূজার পরে নির্ম্মাল্য-ধারণ, নারায়ণ-চরণামৃত পান বিধেয়। নারায়ণকে অন্নাদি ভোগ এবং রাত্রিতে আরতি করিয়া শীতলী দিতে হয়। প্রতি দিন উক্ত নিয়মে শালগ্রাম শিলার পূজা করিতে হয়।

শালগ্রাম-পূজামাহাত্ম্য।

শালগ্রাম পূজা করিলে মাধব প্রীত হন। তাহার ফলে কোটি যজ্ঞ সমাপন বা কোটি গোদান ফল লাভ হইয়া কোটি পাপ বিনাশ হয়। এমন কি, শালগ্রামমূর্ত্তি স্মরণ, তন্নাম কীর্ত্তন বা দর্শন করিলেও পাপমুক্তি হয়। সম্বৎসর যে ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা, স্পর্শ ও দর্শন করে, সাংখ্যযোগ ব্যতীতও সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এক মাত্র শালগ্রামেই বিশ্ব জগৎ বিদ্যমান।

চক্রবিবেকে লিখিত আছে, যাহার বিধিবৎ মন্ত্রদীক্ষাদি কিছুই হয় নাই, তাহাদেরও শালগ্রামশিলাপূজার অপরাধ নাই। শালগ্রামপূজার মন্ত্র, ধ্যান, জপ বা ভাবনার আবশ্যক করে না। কেবল "নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প ও তুলসীদানে পুণ্য হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, অশুভ ম্লেচ্ছ দেশেও যদি চক্রচিহ্নান্বিত শিলা থাকে, তাহা হইলে তাহার তিন যোজন ব্যাপ্তস্থান হরিক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সেখানে জ্বর, দাহ, বিষ, বহ্নি ও চৌর ভয় নাই. মোট কথায় সেখানে শ্রীহরি নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি গৃহে শালগ্রাম শিলা স্থাপিত হয়, তাহার জীবন সফল এবং তাহার গৃহে গয়া গঙ্গা পুষ্করাদি তীর্থ সদা বিরাজিত। যথা—

"তিষ্ঠন্তি নিত্যং পিতরো মনুষ্যাস্তীর্থানি গঙ্গাগয়া-পুষ্করাণি।
যজ্ঞাশ্চ মেধাস্বপি পুণ্যশৈলাশ্চক্রাঙ্কিতা যস্য বসন্তি গেহে।"

শালগ্রাম শিলার সম্মুখে শ্রাদ্ধ, হোম, দান প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান সুপ্রশস্ত। এই কারণে সকল কৃত্যই শালগ্রাম শিলা সমক্ষে সমাহিত হইয়া থাকে *। এমন কি, শালগ্রাম শিলা সম্মুখে দেহত্যাগ করিলে প্রেতাত্মা বিষ্ণুলোকে গমন করেন †।

পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলায় গোবিন্দের অর্চ্চনা করেন, দান যজ্ঞাদি বিনা তাহার মুক্তি লাভ হয়। তাহাকে কখন গর্ভবাসাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কলিতে যে ব্যক্তি বিবিধ নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন এবং গীতবাদ্যাদি স্তোত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনা করেন, তিনি কল্পকোটি সহস্র বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির সমক্ষে বাস করিতে সমর্থ হন। ভক্তিভাববর্জ্জিত হইয়া কামাসক্ত চিত্তেও পূজা করিলে পাপনাশ ও মুক্তি ঘটে।

একাধারে দুইটী শালগ্রাম পূজা করিতে নাই। পূজা করিলে গৃহী ব্যক্তি কষ্ট পায়, কিন্তু পদ্মপুরাণে আমরা উহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই—

"শালগ্রামযুগাঃ পূজ্যা" যুগ্মেষু দ্বিতয়ং নহি।
অযুগ্মা নৈব পূজ্যন্তে বিষমেষ্বেক এব হি॥" (পদ্মপুরাণ)

আবার বরাহপুরাণেও শালগ্রামদ্বয় পূজার নিষেধ এবং সচক্রক ভগ্ন শিলার পূজা বিধিসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—

"গৃহে লিঙ্গদ্বয়ং নার্চ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ন্তথা।
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু নার্চ্চ্যং সূর্য্যদ্বয়ং তথা॥
শক্তিদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয়মেব চ।
দ্বৌ শঙ্খৌ নার্চ্চয়েচ্চৈব ভগ্না চ প্রতিমাং তথা॥ * * * *
এতাসাং পূজনান্নিত্যং ন সুখং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী।
শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রকা॥" (বরাহপুরাণ)

এমন কি, পদ্মপুরাণে দ্বাদশ ও শত সংখ্যক শালগ্রাম শিলা-পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ কল্পে স্বর্ণপঙ্কজ দ্বারা দ্বাদশ কোটি লিঙ্গপূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাদশ শালগ্রাম পূজায় একদিনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

"শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
বিধিবৎ পূজিতো যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে॥
কোটিদ্বাদশলিঙ্গাস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
যৎ স্যাৎ দ্বাদশকল্পেস্তু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রাম-শিলা শতম্।
উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তীহ জায়তে॥" (পদ্মপুরাণ)

শালগ্রাম শিলায় স্বয়ম্ভুত্ব আরোপিত হওয়ায় উহা নিত্য দেবতা বলিয়া গ্রাহ্য। এই কারণে অন্যান্য দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার ন্যায় এই শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই।

---

* "চক্রাঙ্কিতস্য সান্নিধ্যে যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে নরৈঃ।
স্নানং দানং তপো হোমঃ সর্ব্বং তদক্ষয়ং ভবেৎ॥" (চক্রবিবেক)

† "শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তৎসন্নিধৌ ত্যজন্ প্রাণান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥"

"শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠানৈব বিদ্যতে।
মহাপূজাস্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

পূজাকালে শালগ্রাম শিলার আবাহন বা বিসর্জ্জন করিবে না। যেহেতু উহাতে শ্রীহরি নিত্য বিরাজিত আছেন।

"শালগ্রামে স্থাবরে বাবাহনং ন বিসর্জ্জনম্।
শালগ্রাম-শিলাদৌ যন্নিত্যং সন্নিহিতে হরিঃ॥"
(বৃহত্তন্ত্রসারে রামানন্দতীর্থ স্বামিধৃত রাঘবভট্ট)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, শালগ্রাম শিলায় সোম শম্ভু প্রভৃতি সকল দেবতাই অর্চ্চনীয়। পূজাকালে শালগ্রাম শিলাতে সেই সেই দেবতা জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়।

রৌদ্রময় স্থানে, রন্ধনালয়ে, সূতিকাগৃহে, দংশ, মশক ও মক্ষিকাদি বহুল স্থানে, পুরাতন গৃহে ও বর্ষাকালে শালগ্রাম স্থাপনা করিতে নাই। সকল প্রকার উপদ্রববর্জ্জিত নূতনাগারে শালগ্রামশিলা রক্ষাই বিধেয়।

"ন রৌদ্রদেশে বিপ্রেন্দ্র সধূমে রন্ধনালয়ে।
ন সূতিকাগৃহে চৈব স্থাপয়েৎ কমলাপতিম্॥
নিবিড়ে নূতনাগারে সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতে।
স্থাপয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্॥
দংশৈশ্চ মশকৈশ্চৈব প্রকীর্ণে মক্ষিকাদিভিঃ।
হরিং পুরাতনাগারে স্থাপয়েন্ন হি ভক্তিমান্॥
সকর্দ্দমে পতদ্বারিগলদ্ভিত্তৌ গৃহে তথা।
হরিং ন স্থাপয়েৎ প্রাজ্ঞ বর্ষাসু পরমেশ্বরম্॥"
(ক্রিয়াযোগসার ১২ অধ্যায়)

শালগ্রাম-শিলার নৈবেদ্য ভক্ষণ প্রশস্ত ও পুণ্যপ্রদ। স্ত্রী, বালক ও শূদ্রকে শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিতে নাই। দৈবাৎ যদি তাহারা ভ্রমক্রমে নারায়ণশিলা স্পর্শ করে, তাহা হইলে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা নারায়ণের অভিষেক ও পূজা করিতে হয়।

প্রবাদ আছে, লক্ষ শালগ্রাম শিলা যেখানে থাকে, তাহা রত্নবেদী নামে প্রসিদ্ধ। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে পীঠের উপর স্থাপিত আছেন, তাহা রত্নবেদী নামে আখ্যাত। সচক্র লক্ষ শিলা লইয়া অনেক ভক্তিমান্ ব্যক্তি রত্নবেদী প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন।

শিলাখণ্ডে শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলায় নারায়ণের পূজা আমাদের দেশে যেরূপ এক সময়ে প্রচলিত ছিল, সুদূর য়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও পলিনেসিয়া, নিউ হিব্রাইডিস্ প্রভৃতি দেশবাসীর মধ্যেও ঐরূপ শিলাখণ্ডে দেবত্ব আরোপ করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের পূজা প্রচলিত দেখা যায়। কোন কোন স্থানের শিলাগুলি শালগ্রাম-শিলার ন্যায় মসৃণ গাত্র ও ক্ষুদ্রাকার, কোথাও অসমান, মধ্যমাকার, কোথাও বা অণ্ডাকার দৃষ্ট হয়। তত্তদ্দেশবাসীরা ঐ সকল শিলা অতি ভক্তি সহকারেই অভিপ্রায়ানুরূপ সাজাইয়া পূজা করিয়া থাকে, তত্তদ্দেশের জন সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি অনুসারে শিলার্চ্চনায় শুভ ফল ঘটে।

শালগ্রামগিরি (পুং) শালগ্রামস্ত গিরিঃ। শালগ্রামোৎপাদক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে শালগ্রামগিরি কহে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বরাহদেব বলিয়াছিলেন, শালগ্রাম পর্ব্বতে দেব হর আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন এবং আমিও সেই খানে পর্ব্বতরূপে অবস্থিত আছি। অতএব ঐ স্থানের সমস্ত শিলাই আমার স্বরূপ জানিতে হইবে। অতএব এই স্থানে চক্রচিহ্নাদির কোন আবশ্যক নাই। সকল শিলাই যত্নপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে।

"কথয়িষ্যামি তে গুহ্যং শালগ্রামমিতি শ্রুতম্।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে হরো দেবো মৎস্বরূপেণ সংযুতঃ॥
শালগ্রামে গিরৌ তস্মিন্ শিলারূপেণ তিষ্ঠতি।
অহং তিষ্ঠামি তত্রৈব গিরিরূপেণ নিত্যদা॥
তস্মিন্ শিলাঃ সমগ্রাস্তু মৎস্বরূপা ন সংশয়ঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন কিং পুনশ্চক্রলাঞ্ছিতাঃ॥" ইত্যাদি।
(বরাহপুং সোমেশ্বরাদি লিঙ্গমহিমাধ্যায়) [শালগ্রামশব্দ দেখ।]

শালঙ্কটাঙ্কট (পুং) সুকেশী রাক্ষস। বিদ্যুৎকেশির ভার্য্যা শালঙ্কটঙ্কটার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। (বামনপুং)

শালঙ্কায়ন (পুং) শলঙ্কস্যাপত্যং শলঙ্ক (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। মুনিবিশেষ। শলঙ্কের গোত্রাপত্য। ২ নন্দী। (মেদিনী)

শালঙ্কায়নক (পুং) শালঙ্কায়নানাং বিষয়ো দেশঃ। (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।২।৫৩) ইতি বুঞ্। শালঙ্কায়ন মুনিদিগের অবস্থিত দেশ। স্বার্থে কন্। ২ শালঙ্কায়ন।

শালঙ্কায়নজা (স্ত্রী) সত্যবতী, ব্যাসের মাতা।

শালঙ্কায়নজীবসূ (স্ত্রী) সত্যবতী, ব্যাসের মাতা।

"ব্যাসস্বাম্বা সত্যবতী বাসবী গন্ধকালিকা।
যোজনগন্ধা দাসেয়ী শালঙ্কায়নজীবসূঃ॥" (হেম)

শালঙ্কায়নি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। শালঙ্কায়নের গোত্রাপত্য।

শালঙ্কায়নিন্ (পুং) শালঙ্কায়ন প্রবর্ত্তিত শাখাযুক্ত শিষ্য।

শালঙ্কি (পুং) মুনিভেদ, পাণিনি মুনি।

"বশিষ্ঠোঽক্ষমালাখ্যা মৈত্রাবরুণিরিত্যপি।
শালাতুরীয়ঃ শালঙ্কির্দাক্ষীপুত্রশ্চ পাণিনিঃ॥" (জটাধর)

শালজ (পুং) শালাজ্জায়তে জন-ড। শাল মৎস্য, শালমাছ। (শব্দরত্না°)

শালদ্বয় (ক্লী) শাল ও পীতশাল, শাল ও পিয়াশাল।

শালন ক্লী) ১ হরিতক, চলিত শাকসব্জি। (বাভট) (পুং) ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।২৬)

শালনদী, বাঙ্গালার উড়িষ্যা বিভাগে প্রবাহিত একটী নদী। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মেঘাসনি পর্ব্বতের দক্ষিণঢালু প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শালবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ইহা শাল নদী বা শালন্দী নামে আখ্যাত। অতঃপর ইহা নানারূপ বক্রগতিতে আসিয়া ধামরাই নদীর মোহানার নিকটে সম্মিলিত হইয়াছে।

শালনির্য্যাস (পুং) রাল, চলিত ধুনা; শাল গাছের আটা। ২ সর্জবৃক্ষ। (রাজনি°)

শালপত্রসমপত্রী (স্ত্রী) শালপর্ণী। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শালপর্ণিকা (স্ত্রী) ১ মুরা। ২ একাঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

শালপর্ণী (স্ত্রী) শালস্য পর্ণবৎ পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। (Desmodium Gangeticum) স্বনামখ্যাত ক্ষুপবৃক্ষ বিশেষ, চলিত শালপানি। পর্য্যায়—সুদলা, সুপত্রী, স্থিরা, সৌম্যা, কুমুদা, গুহা, ধ্রুবা, বিদারিগন্ধা, অংশুমতী, সুপর্ণিকা, দীর্ঘমূলা, দীর্ঘপত্রিকা, বাতঘ্নী, পীতিনী, তন্বী, সুধা, সর্ব্বানুকারিণী, শোফঘ্নী, সুভগা, দেবী, নিশ্চলা, ত্রীহিপর্ণিকা, সুমূলা, সুরূপা, শুভপত্রিকা, সুপত্রী, শালিপত্রী, শালিদলা। (রাজনি°) বিদারী, সালপর্ণী। (অমরটীকা ভরত) ইহার গুণ—গ্রাহক, কফ ও পিত্তনাশক, গুরু, উষ্ণ, বাতদোষ, বিষমজ্বর, মেহ, অর্শ, শোফ ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°)

শালপর্ণ্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত শালপর্ণী প্রভৃতি দ্রব্য। যথা—শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বেড়েলা ও বেলশুঁঠ, এই চারিটী দ্রব্যের নাম শালপর্ণ্যাদি। (চক্রদত্ত) পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অতিসার রোগে এই পাচন উপকারী।

"শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥" (চক্রদত্ত)

শালপুষ্প (ক্লী) শালফুল।

শালপুষ্পভঞ্জিকা (স্ত্রী) ক্রীড়াদ্রব্যবিশেষ।

শালভঞ্জিকা (স্ত্রী) শালেন ভজ্যতে নির্ম্মীয়তে ইতি ভনজ (ক্বুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি উণ্ ২।৩২) ইতি ক্বুন্, টাপ্ অত ইত্বং। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পুত্রিকা। কাঠের পুতুল।

"অলোলকীর্ত্তিকল্লোলদুকুলবসনোজ্জ্বলাম্।
বভার যস্তুজস্তম্ভো জয় শ্রীশালভঞ্জিকাম্॥"
(রাজতরঙ্গিণী ২।৬৬)

২ বেশ্যা। (জটাধর) ৩ ক্রীড়াবিশেষ।

শালভঞ্জী (স্ত্রী) কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পুত্রিকা, কাঠের পুতুল।

শালময় (ত্রি) শাল-ময়ট্। শালবিকার, শালস্বরূপ।

শালমর্কট(ক) (পুং) দাড়িমবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শালরস (পুং) শালস্য রসঃ। সর্জ্জরস, রাল, চলিত ধুনা।

শালব (পুং) লোধ্র। (শব্দরত্না°)

শালবদন (পুং) অসুরভেদ। ইহার পাঠান্তর কালবদন ও শৃগালবদন দেখিতে পাওয়া যায়।

শালবরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ধারবাড় হইতে ১৮ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত।

শালবন্দী, মধ্যপ্রদেশের বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী শৈল। ইহার কতকাংশ ইলিচপুর জেলায় এবং কতকাংশ বেতুল জেলায় পড়িয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে মারু নদীতীরে শালবন্দী নামক গ্রাম। অক্ষা° ২১° ২৬´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৯´ পূঃ। এখানে একটী শীতল জলের ও একটী উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী, এই স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল ও এই খানেই লবকুশের জন্ম হয়।

শালবাই, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইংরাজের সহিত মরাঠাদিগের সন্ধির জন্য প্রসিদ্ধ।

[সালবাই দেখ।]

শালবানক (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপু°)

শালবাহ, একজন প্রাচীন কবি।

শালবাহন, বাঘেল বংশীয় একজন রাজা।

শালবেষ্ট (পুং) শালস্য বেষ্টো নির্য্যাসঃ। শালনির্যাস, ধুনা। (ত্রিকা°)

শালবীন্, দক্ষিণ-ব্রহ্মের তানাসারিমবিভাগের অন্তর্গত ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ইহা শালবীন পার্ব্বত্য প্রদেশ নামে খ্যাত। পূর্ব্বে যখন উত্তরব্রহ্ম ইংরাজরাজের রাজ্যসীমাভুক্ত হয় নাই, তখন ইহা উত্তরে ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে দক্ষিণে শালবিন্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বসীমায় শালবীন্ নদী ও পশ্চিমে পোঙ্গ-লৌঙ্গ পর্ব্বতমালা বিদ্যমান। সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই জেলার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শালবিন্, বি লিন ও যুন্-জা-লিন নামে তিনটী নদী এই পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। শেষোক্ত নদীকূলে জেলার সদর পা পুন নগরী অবস্থিত।

[এই নদী ও জেলার বিস্তৃত বিবরণ সালবিন্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শালবেত (শিয়ালবেত), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সমুদ্রোপকূলের ২ মাইল অদূরস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। মোবা অন্তরীপ হইতে ১৭ মাইল এবং জাফ্রাবাদ হইতে ৮ মাইল

উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই দ্বীপটী লম্বে ৩ পোয়া ও প্রস্থে ১ পোয়া দীর্ঘ এবং জাফ্‌রাবাদ সামন্ত রাজ্যের শাসনভুক্ত। ইহার দক্ষিণে ও উত্তরপশ্চিমে দুর্গবাটিকার ন্যায় প্রাচীরাদির চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্টি গোচর হয়। তদ্দর্শনে বোধ হয়, পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত জলদস্যুগণ এক সময়ে এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। অধিক সম্ভব, পর্ত্তুগীজগণ দীউ নগর অধিকারের পর, শালবেত অধিকারপূর্ব্বক উত্তর দিকে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পায়; পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই নগরের অধঃপতনের সঙ্গে পর্ত্তুগীজগণের উত্তরাংশের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং তাহারা ঐ সময়ে শালবেত পরিত্যাগ করিয়া দীউ রক্ষার্থ যত্নশীল হয়।

শালশাঁইবাবলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

শালসার (পুং) শালস্থ সারঃ। ১ দ্রুম। ২ হিঙ্গু। (বিশ্ব)

শালসারাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত শালাদি দ্রব্যগণ। এই গণ যথা—শাল ও পেয়াশাল, দুই প্রকার করঞ্জ, খদির এবং দুই প্রকার চন্দন, ঝাটি, অর্জ্জুন, ভূর্জ্জ, লোধ্রযুগ্ম অর্থাৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ লোধ, শিরীষ, অগুরু, কালীয়, পূগ, পূতিক (গন্ধভাদুলি) ও কর্কট এই সকল দ্রব্য লইয়া শালসারাদিগণ। এই গণ—শ্লেষ্মাদোষনাশক।

"শালযুগ্মং করঞ্জৌ দ্বৌ খদিরচন্দনদ্বয়ম্।
গন্ধশাণ্ডোঽর্জ্জুনো ভূর্জ্জো লোধ্রযুগ্মধবাস্তথা॥
শিরীষাগুরুকালীয়পূগপূতিককর্কটাঃ।
শালসারাদিরপ্যেষ গণঃ শ্লেষ্মগদাপহঃ॥" (সারকৌমুদী)

শালসেট, বোম্বাই নগরের উত্তরস্থ একটী দ্বীপ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থানা জেলার উপবিভাগরূপে পরিগণিত। ভূপরিমাণ ২৪১ বর্গ মাইল। এখানে অনেকগুলি গুহামন্দির, চৈত্য ও বৌদ্ধ বিহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। [সালসেট দেখ।]

শালা (স্ত্রী) শো (বাহুলকাৎ শুতে রূপি কালন্। উণ্ ১।১১৭) ইতি উজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা কালন্। ১ গৃহ। (অমর) ২ বৃক্ষের স্কন্ধশাখা। ৩ গৃহৈকদেশ, গৃহের একদেশ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শ্যালক, পত্নীর ভ্রাতা।

শালাক (পুং) অগ্নিভেদ। (শতপথব্রা° ৬।৬।২।১৯)

শালাকাভ্রেয় (পুং) শালকাভ্রু (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি অপত্যার্থে ঢক্। শলকাভ্রুর গোত্রাপত্য।

শালাকিন্ (পুং) ১ অস্ত্রবৈদ্য। অস্ত্রচিকিৎসক। ২ নাপিত। কেহ কেহ শেলধারীও অর্থ করিয়া থাকেন।

শালাক্য (পুং) শলাকা (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি অপত্যার্থে ণ্য। শলাকার গোত্রাপত্য। (পাণিনি) (ক্লী) ২ আয়ুর্ব্বেদোক্ত অষ্টবিধ তন্ত্রের মধ্যে অন্যতম তন্ত্র। যে তন্ত্রে জত্রুর ঊর্দ্ধভাগস্থ অংশসমূহের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর, মুখগহ্বর প্রভৃতির পীড়ার বিবরণ, ও তাহার প্রশমিত করিবার উপায় বর্ণিত আছে, তাহাকে শালাক্য তন্ত্র কহে।

"শিরোরোগা নেত্ররোগাঃ কর্ণরোগা বিশেষতঃ।
ভ্রূশঙ্খকণ্ঠমন্যাসু যে রোগাঃ সম্ভবন্তি হি॥
তেষাং প্রতীকারকর্ম্ম নাসাবস্ত্যঞ্জনানি চ।
অভ্যঙ্গমুখগণ্ডূষক্রিয়া শালাক্যনামকাঃ॥" (বৈদ্যকসংহিতা ২অ°)

শালাক্ষ (পুং) ঋষি বিশেষ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪।৬)

শালাগ্নি (পুং) শালাস্থিত অগ্নি, গৃহের আগুন। (আশ্ব° শ্রৌ° ৭।২।৫)

শালাঙ্কী (স্ত্রী) পুত্তলিকা, পুতুল। (শব্দরত্না°)

শালাঙ্গার (পুং) ১ কর্ম্মকার, শালাগ্নি, কামারশালের আগুন। ২ শাল কাঠের অঙ্গার।

শালাজ (দেশজ) শ্যালকের পত্নী।

শালাজির (পুং) শরাব, চলিত শরা। (হেম)

শালাঞ্চি (স্ত্রী) শাকভেদ, চলিত শালিঞ্চি শাক। (শব্দরত্না°)

শালাতুরীয় (পুং) মুনিভেদ, পাণিনি মুনির নামান্তর।

শালাত্ব (ক্লী) শালা ভাবে ত্ব। ১ শালার ভাব বা ধর্ম্ম।

শালাথল (পুং) শলাথল ঋষির গোত্রাপত্য।

শালাথলেয় (পুং) শালাথল শুভ্রাদিত্বাৎ অপত্যার্থে ঢক্। শালাথলের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শালাদ্বার (ক্লী) শালায়াঃ দ্বারং। গৃহের দ্বার।

শালাদ্বার্য্য (ত্রি) গৃহের দ্বার সম্বন্ধীয়।

শালানী (স্ত্রী) বিদারী। (শব্দরত্না°)

শালাপাত (পুং) শালায়াঃ পতিঃ। গৃহপতি।

শালামর্কটক (ক্লী) ১ চাণক্যমূল। (রাজনি°) ২ বালমূলক। (ভাবপ্র°)

শালামুখ (পুং) ধান্য বিশেষ, কৃষ্ণশুক, তণ্ডুলীকৃত ব্রীহিধান্য

"শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতণ্ডুল উচ্যতে।" (ভাবপ্র°)

শালামুখীয় (ত্রি) ১ শালামুখসম্বন্ধীয়। ২ গৃহের দ্বার সম্বন্ধীয় (অগ্নি)। (শাংখ্য° শ্রৌ° ৫।৮।৬)

শালামৃগ (পুং) শালায়া মৃগঃ। শৃগাল। (হারা°)

শালার (ক্লীব) শালাং ঋচ্ছতীতি ঋ-অণ্। ১ হস্তিনখ। ২ সোপান। ৩ পাক্ষপঞ্জর। (মেদিনী)

শালালুক (ত্রি) শলালু (পণ্যমস্য শালালুনোঽন্যতরস্যাং পা ৪।৪।৫) ইতি ঠন্। শলালু যাহার পণ্য, শলালুবিক্রেতা। সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষকে শলালু কহে।

শালাবৎ (পুং) ঋষিবিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিশ্বামিত্রের কন্যা। (হরিবংশ)

শালাবত (পুং) শলাবতের গোত্রাপত্য।

শালাবত্য (পুং) শালাবতের গোত্রাপত্য। ২ শালাবত দেশের রাজা।

শালাবৃক (পুং) শালায়াং গৃহে শাখায়াং বা বৃক ইব। ১ বানর। ২ কুকুর। ৩ শৃগাল। প্রসহজাতীয় শৃগাল বিশেষ, ফেউ। (অমর) ৪ মৃগ। (শব্দরত্না°) ৫ বিড়াল। (রাজনি°)

শালাস্থলি (পুং) শালস্থলবাসী রমণী।

শালি (পুং স্ত্রী) শৃণাতীতি শৃ-বাহুলকাৎ ইঞ্, রস্য লত্বং। কলমাদি ধান্য, ষষ্টিকাদি ধান্য, হৈমন্তিক ধান্য। চলিত আমন ধান। দেশভেদে ইহার নানাপ্রকার ভেদ আছে। বৈদ্যকে ইহার নাম ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্।
শিম্বীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্।
কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।" (ভাবপ্র°)

শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বিধান্য ও ক্ষুদ্রধান্য এই পাঁচ প্রকার ধান্য। এই সকল ধান্যের মধ্যে যে সকল ধান্য হেমন্তকালে উৎপন্ন এবং কণ্ডন অর্থাৎ ছাটন ব্যতীত শ্বেতবর্ণ হয়, তাহাকে শালিধান্য কহে। এই শালিধান্য যথা—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন ও লোধ্রপুষ্পক প্রভৃতি। দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শালিধান্য আছে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুর, রুচা, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ, নৃপপ্রিয়, ধান্যোত্তম, কেদার, সুকুমারক। কোন কোন পুস্তকে মধুর স্থানে কলম পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। গুণ—মধুর, কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকারক, মলকাঠিন্য ও মলের অল্পতাকারক। লঘুপাক, রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক।

স্থানবিশেষে উৎপন্ন শালিধান্যের গুণও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। দগ্ধভূমিজাত শালি—কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক।

ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক। অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা আপনি যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহা ঈষৎ তিক্ত সংযুক্ত, মধুর, কষায় রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কটু ও বিপাক।

বাপিতশালি—যে শালিধান্য একবার উৎপাটন করিয়া পুনরায় বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতশালি কহে। এই ধান্য মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিত শালি বাপিত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন গুণযুক্ত। রোপিতশালি—বোনাশালি উৎপাটন করিয়া রোপণ করিলে যে ধান হয়, তাহাকে রোপিতশালি কহে। ইহা নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক এবং পুরাতন হইলে লঘু। অতিরোপ্যাশালি—রোপ্যাশালিকে উৎপাটন করিয়া বপন করিলে যে ধান হয়, তাহাকে অতিরোপ্যাশালি কহে। ইহা রোপ্যাশালি অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাক।

ছিন্নরূঢ়াশালি—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বলকারক, কফনাশক, মলরোধক, ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, কষায় রস এবং লঘু। শালি ধান্যসমূহের মধ্যে রক্তশালি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ধান্য বলকারক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষু-হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক, পিপাসা, জ্বর, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

বাভট মতে—শালিধান্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম—শালি, মহাশালি, কলম, তূর্ণক, শকুনাহৃত, সারামুখ, দীর্ঘশূক, রোধশূক, সুগন্ধক, পতঙ্গ ও তপনীয় এই সকল শালি নির্দ্দোষ। গুণ—স্নিগ্ধ, বলকর, কষায়, লঘু, পথ্য, শীতল ও মূত্রবর্দ্ধক। (বাভট সূত্রস্থা° ৬ অ°) সুশ্রুতমতে নাম—শালি, কলম, সুগন্ধক, শকুনাহৃত, মহাশালি, শীতভীরুক, রোধ্রপুষ্পক, মহিষমস্তক, কর্দ্দমক, পাণ্ডুক, মহাদূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, কাঞ্চনক, দীর্ঘশূক, হায়নক, দূষক, মহাদূষক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) রাজনির্ঘণ্ট মতে শালি ধান্য দশ প্রকার।

"রাজান্নষষ্টিকসিতেতররক্তমুণ্ড-
স্থূলাণুগন্ধনিরাপাদিকশালিসংজ্ঞাঃ।
ব্রীহিস্তথেতি দশধা ভুবি শালয়স্যু-
স্তেষাং ক্রমেণ গুণনামময়ং ব্রবীমি॥" (রাজনি°)

[ধান্য শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ গন্ধমৃগ, চলিত গন্ধগোকুল। (ত্রিকা°) ৩ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ৪ রসালেক্ষু, অতিশয় রসযুক্ত ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°) ৫ পক্ষী। (উণ্ ৪।১২৭ উজ্জ্বল)

শালি (দেশজ) শ্যালিকা শব্দের অপভ্রংশ, পত্নীর ভগিনী।

শালিআনা (পারসী) বাৎসরিক, যথা শালিআনা খাজনা, এক বৎসরে যে খাজনা দিতে হয়।

শালিক (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, শালিক পাখী, শুক পক্ষী।

শালিক (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রকায় পক্ষিবিশেষ (Turdus salica)। শালিক, গাঙ্গ-শালিক ও গুয়ে-শালিক নামে

ইহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে। শালিকগুলি দেখিতে হরিদ্রাভ কপিশবর্ণ, পদদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ এবং কাণের পার্শ্বে হরিদ্রাবর্ণের রোমরেখা আছে। গুয়ে শালিকের রঙ্গ সাদা ও কাল বর্ণে মিশ্রিত। গাঙ্গ শালিকের বর্ণে সাদা রঙ্গের ভাগ বেশী থাকে। ইহারা পোষ মানে এবং কথা বলাইতে চেষ্টা করিলে বেশ পড়ে।

শালিক আচার্য্য, একজন দার্শনিক। ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীপ্রণেতা রামাচার্য্যের গুরু।

শালিকনাথ, একজন প্রাচীন কবি।

শালিকনাথ মিশ্র, নয়রত্ন, প্রকরণপঞ্চিকা, প্রশস্তপাদভাষ্যব্যাখ্যা ও শবরভাষ্যটীকা নামক চারি খানি বেদান্ততত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি প্রভাকরগুরুর শিষ্য। চিৎসুখ স্বকৃত মানসনয়নপ্রসাদনী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। প্রমাণপারায়ণ নামে ইহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শালিকা (স্ত্রী) শালিরেব স্বার্থে কন্। বিদারিকা, চলিত ভূইকুমড়া। (শব্দরত্না°)

শালিখা, কলিকাতা রাজধানীর অপরপারস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী নগর। ইহা কলিকাতার অংশরূপে গণ্য, কিন্তু হাওড়ায় ইহার বিচার সদর। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। ইহা একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে অনেক কল্ কারখানা ও জাহাজ নির্ম্মাণের ডক আছে।

শালিগোত্র (পুং) বৈদিকাচার্য্যভেদ। সম্ভবতঃ শালিহোত্র। (হেম)

শালিগোপ (পুং) ধান্যক্ষেত্ররক্ষী। যাহারা ক্ষেত্রাদিতে কুঁড়ে বাঁধিয়া চৌকী দেয়। (রঘু ৪। ২০)

শালিঞ্চ (পুং) শাকবিশেষ, চলিত শাঞ্চা শাক। পর্য্যায়—শালঞ্চ, শিতসার, পত্রকেষ্ট, লৌহসারক। গুণ—দীপন, তিক্ত, গ্রাহী, অর্শ, কফ ও বাতনাশক। (রাজনি°)

শালিঞ্চী (স্ত্রী) শালিঞ্চ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শাকভেদ, শালিঞ্চ শাক।

শালিত (ত্রি) শালযুক্ত, শালিন্।

শালিত্ব (ক্লী) ১ যুক্তত্ব। ২ শালি যুক্তত্ব।

শালিন্ (ত্রি) শালাস্ত্যস্তীতি ইনি। ১ শালাবশিষ্ট। ২ পদের শেষে এই শব্দ হইলে যুক্তবাচক হইয়া থাকে।

"চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসন বনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী॥" (জয়দেব)

২ শ্লাঘ্য। (ভাগবত ৩। ২৪। ১)

শালিনাথ (পুং) ১ রসমঞ্জরী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। বৈদ্যনাথের পুত্র। ২ গীতগোবিন্দটীকারচয়িতা।

শালিনী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ইহার চতুর্থ ও তাহার পর পঞ্চম অক্ষরে যতি, ষষ্ঠ ও নবম বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ সমুদয় গুরু। ইহার লক্ষণ—"মাত্তৌ গৌ চেৎ শালিনী বেদলোকৈঃ"উদাহরণ—

"অংহো হন্তি জ্ঞানবৃদ্ধিং বিধত্তে
ধর্ম্মং ধত্তে কামমর্থঞ্চ সূতে।
মুক্তিং দত্তে সর্ব্বদোপাস্যমানা
পুংসাং শ্রদ্ধাশালিনী বিষ্ণুভক্তিঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই শব্দও পদের শেষে প্রযুক্ত হইলে যুক্ত অর্থ বুঝায়। যথা—গুণশালিনী, গুণবিশিষ্টা স্ত্রী।

শালিনীকরণ (ক্লী) স্নগ্ ভাবন, তিরস্কার, ভৎ সনা। (ত্রিকা°)

শালিপর্ণী (স্ত্রী) শালেরিব পর্ণানি যস্যাঃ। ঙীষ্। মাষপর্ণী। (রাজনি°)

শালিপিণ্ড (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শালিপিষ্ট (পুং) শালেঃ পিষ্টমিব শুভ্রত্বাৎ। স্ফটিক। (ত্রিকা°)

শালিভদ্র, ১ জনৈক জৈনাচার্য্য, ইনি জিনভদ্র মুনির (১১৪৮ খৃঃ) গুরু। ২ কাব্যালঙ্কারটীকাপ্রণেতা নমির (১০৬৩ খৃঃ অব্দে) গুরু।

শালিমঞ্জরী (পুং) ঋষিভেদ।

শালিমূল (ক্লী) হৈমন্তিক ধান্যমূল। (চরক)

শালিবহ (ত্রি) ১ শালিবহনকারী। ২ ধান্যবহনকারী। স্ত্রীলিঙ্গে শালুহী পদ হয়।

শালিবাহ (পুং) ধান্যবহনকারী বৃষ। (রামা° ২।৩২।২০)

শালিবাহন (পুং) শক-প্রবর্ত্তক রাজবিশেষ।

[সাতবাহন শব্দ দেখ।]

শালিশক্তু (পুং) শালিধান্য কৃত শক্তু। গুণ—মধুর, লঘু, শীতল, গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও জ্বরনাশক।

"মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালিসম্ভবাঃ।
গ্রাহিণী রক্তপিত্তঘ্নাঃ তৃষ্ণাছর্দ্দিজ্বরাপহাঃ॥" (চরকসূত্র ২৭অ°)

শালিসূর্য্য (ক্লী) গ্রামভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শালিহোত্র (পুং) ১ ঘোটক। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ নকুলকৃত অশ্ববৈদ্যক বিশেষ। ৩ ভোজরাজকৃত অশ্ববৈদ্যক। ৪ গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিভেদ। (লিঙ্গপু° ৭। ৪৯)

শালিহোত্র মুনি, রৈবতস্তোত্র ও সিদ্ধযোগসংগ্রহরচয়িতা।

শালিহোত্রায়ণ (পুং) শালিহোত্রের গোত্রাপত্য।

শালী (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ২ মেখলা। ৩ শালপর্ণী। ৪ দুরালভা। (বৈদ্যকনি°) ৫ বাঙ্গালায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী।

শালীকি, প্রাচীন আচার্য্যভেদ। বৌধায়নশ্রৌতসূত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শালীক্ষুমৎ (ত্রি) শালি ও ইক্ষুযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। (বৃহৎস°১৯।১৬)

শালীগনামী, (শালগ্রামী) গণ্ডকী নদীর স্থানবিশেষের নাম।

শালীন (ত্রি) শালাপ্রবেশনমর্হতীতি শালা (শালীনকৌপীনে অষ্টকাকার্য্যয়োঃ। পা ৫।২।২০) ইতি খঞ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ অধৃষ্ট, বিনীত, অপ্রগণ্ড।

"অথ নিত্যং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্ যতিঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু°৪১।৯)

২ সলজ্জ, লাজুক। ৩ সদৃশ, তুল্য। ৪ শালা সম্বন্ধী।
৫ উৎকৃষ্ট ধান্য। (দিব্যা ৫৫৯।৮)

শালীনতা (স্ত্রী) শালীনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শালীনের ভাব বা ধর্ম্ম, অপ্রগণ্ডতা, অধৃষ্টতা।

শালীনত্ব (ক্লী) শালীনস্য ভাবঃ ত্ব। শালীনের ভাব বা ধর্ম্ম, অধৃষ্টতা।

শালিনীকরণ (ক্লী) শালীন-কৃ-অভূত তদ্ভাবে চ্বি। নম্রীকরণ।

শালীনা (স্ত্রী) মিশ্রেয়াখ্য ক্ষুপ, চলিত মৌরিগাছ। (রাজনি°)

শালীন্য (পুং) শালীন (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি অপত্যার্থে ণ্য। শালীনের গোত্রাপত্য।

শালীপুর, বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৪০।৪৬)

শালীয় (ত্রি) শালা অর্থাৎ গৃহ সম্বন্ধীয়। ২ শাল অর্থাৎ শাল বৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ৩ বৈদিক আচার্য্য বিশেষ।

শালু (ক্লী) শৃণাতি শীতাগমে-শৃ বাহুলকাৎ-ঞুণ্, রস্য লত্বং। (উণ্ ১।৫) ১ শালূক, কুমুদাদি মূল। (পুং) ২ কষায় দ্রব্য। ৩ চোরকাখ্যৌষধি। (মেদিনী) ৪ ভেক। (হেম)

শালুক (ক্লী) কুমুদাদি মূল, শালূক। (শব্দরত্না°)

শালুম্ব্রা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে চন্দ্রাবৎ রাজপুতগণের রাজধানী ছিল। [সালুম্ব্রা দেখ।]

শালূক (ক্লী) শল (শলিমণ্ডিভ্যামূকণ্। উণ্ ৪।৪২) ইতি উকণ্। কুমুদাদি মূল, পদ্মকন্দ, পদ্মের গেঁড়ো, চলিত শালুক। হিন্দী—কসেরুভি সীড়া, তৈলঙ্গ—জাজিকায়, সংস্কৃত পর্য্যায়—পঙ্কশূরণ, শালু। (শব্দরত্না°) গুণ—শীতল, বলকর, পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষনাশক, গুরু, দুর্জ্জর, স্বাদুপাক; স্তন্য, বাত ও কফবর্দ্ধক, সংগ্রাহী, মধুর ও রুচিকর। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে, ইহা শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, পিত্তঘ্ন, দাহনাশক, রক্তদোষাপহারক, গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুর বিপাক, স্তন্যজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, ধারক, মধুর রস এবং রুক্ষ। শালূকমূলও উক্ত প্রকার গুণযুক্ত।

অল্পদিনোৎপন্ন, অকালোৎপন্ন, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও অগ্নি জলাদি দ্বারা দূষিত শালূক বর্জনীয়। (ভাবপ্রকাশ) ২ মণ্ডুক। ৩ জাতীফল। (রাজনি°)

শালূকিনী (স্ত্রী) শালূক অস্ত্যর্থে ইনি। শালূকযুক্ত ভূমি। ২ গ্রামভেদ। (পা ২।৪।৭) ৩ তীর্থভেদ। (ভারত বনপ°)

শালূকেয় (পুং) শালূকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শালূর (পুং) শলতে প্লবেন গচ্ছতীতি শল (খর্জিপিঞ্জাদিভ্যঃ উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ইতি উর। ১ ভেক। (অমর) ২ ছন্দোভেদ।

শালেমমিশ্রী, কাবুল ও কাশ্মীরাদি প্রদেশজাত বৃক্ষের মুস্তা। ইহা অত্যন্ত কঠিন ও গঁদের ন্যায় কিঞ্চিৎ আঠাযুক্ত ও স্বচ্ছ। গরম জলে দ্রব হয়। গুণ—উষ্ণ, গুরু, আগ্নেয়, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকারক, কামবর্দ্ধক, ধাতুপোষক, মেধ্য, হৃদ্য; কফ, যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, দুর্ব্বল, উন্মাদ, অপস্মার, উরুস্তম্ভ, শূল, মূত্ররোগ, প্রমেহ, উদরী, শোথ, বৃদ্ধি, গলরোগ, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বিদ্রধি, ব্রণ, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট, মুখ, কর্ণ, নেত্র, শির, যোনি ও সূতিকা এই সকল রোগনাশক। মতান্তরে স্নিগ্ধকারক, বালকের হিতকর, ও পথ্য। (দ্রব্যগুণ)

শালেয় (পুং) শালীনাং ক্ষেত্রং শালি (ব্রীহি শাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। শাল্যুদ্ভব ক্ষেত্র। (অমর) ২ শালা সম্বন্ধী। ৩ শালসম্বন্ধী। ৪ মধুরিকা, মৌরি। (রাজনি°) ৫ বালমূলক। (ভাবপ্রকাশ)

শালেয়া (স্ত্রী) শালেয়-টাপ্। মিশ্রেয়া, চলিত মেতি। ২ শলফা। (বৈদ্যকনি°)

শালৈ, জাতিবিশেষ।

শালোত্তরীয় (পুং) শালোত্তরে গ্রামে ভবঃ শালোত্তর-ছ। পাণিনি মুনি, শালাতুরীয়। (ত্রিকা°)

শালোন, যুক্তপ্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [শালোন দেখ]

শাল্তী (দেশজ) শালকাষ্ঠনির্ম্মিত নৌকা বিশেষ। এক একটী শালকাষ্ঠের দীর্ঘকাণ্ডে এক এক খানি দীর্ঘাকার শাল্তী প্রস্তুত হয়। এক একখানি শাল্তীতে ২০, ৩০ মণ পর্য্যন্ত মাল বোঝাই দেওয়া যায়।

শাল্মল (পুং) শাল্মলিবৃক্ষ, চলিত শিমুল গাছ। (শব্দরত্না°) ২ সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। শাল্মলি দ্বীপ।

এই দ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ। (মৎস্যপু° ১০০ অ°)

২ মোচরস। (রত্নমালা)

শাল্মলি (পুং স্ত্রী) স্বনামখ্যাত মহাতরু, চলিত শিমুল গাছ, (Bombax malabaricum) হিন্দী—শেম্বল, শেমুল, রক্তশেমুল, শেমুর; উৎকল—বোন্‌রো, তামিল—পুলা, মহারাষ্ট্র—শাম্বরি, সংস্কৃত পর্য্যায়—পিচ্ছিলা, পূরণী, মোচা, স্থিরায়ু, দুরারোহা, শাল্মলিনী, শাল্মল, তুলিনী, কুক্কুটী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকারী, মোচনী,

চিরজীবী, পিচ্ছিল, রক্তপুষ্পক, তূলবৃক্ষ, মোচাখ্য, কণ্টকদ্রুম, রক্তোৎপল, রম্যপুষ্প, বহুবীর্য্য, যমদ্রুম, দীর্ঘদ্রুম, স্থূলফল, দীর্ঘায়ু, কণ্টকাষ্ঠ। (ভাবপ্রকাশ)

পূর্ব্বভারত, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও সুমাত্রাদ্বীপে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। আসাম অঞ্চলের ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশেও শিমুলগাছ দেখা যায়, ইহার পুষ্প লালবর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর। এই জন্য অনেকে সুবেশধারী মূর্খের সহিত শিমুল-ফুলের তুলনা করিয়া থাকে। বীজকোষে তূলা জন্মে, উহা শয্যার গদী, বালিস, লেপ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ড অতিশয় মোটা হয়, উহার উপরে কর্কের ন্যায় পুরু ছাল হয়। ছালের উপর কাঁটা আছে। ইহার নির্য্যাস মোচরস নামে প্রসিদ্ধ। [মোচরস দেখ।]

ইহার ছাল ও শিকড়ের গুণ—পিচ্ছিল, বলকর, বৃষ্য, মধুর, শীতল, কষায়, লঘু, শুক্র ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। ইহার রসগুণ—গ্রাহক, কষায়, ও কফনাশক। ইহার পুষ্প ও ফল পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছিলাদি গুণবিশিষ্ট। (রাজনি°)

বীজ—চিক্কণ, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, গ্রাহী, ও রক্তপিত্তনাশক, ইহার ফুলের পাতায় ঘৃত সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়। ইহার নির্য্যাসের গুণ—বৃষ্য, শোথ, পিত্ত ও বাতনাশক। শিমুলগাছের তক্তা তাদৃশ দৃঢ় নহে, গুড়ির কাষ্ঠেও সার জন্মে না। তক্তায় চা প্রভৃতি প্যাক করিবার বাক্স, মাছ ধরিবার ক্ষুদ্রনৌকা, কফিন বা শবাধার ও খেলার পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তূলদেখ।] (ভাবপ্রকাশ)

২ নরকবিশেষ।

শাল্মলিক (পুং) শাল্মলি (বুঞ্ছণকঠজিলেতি। পা ৪।২।৮০) ইতি কুমুদাদিত্বাৎ ঠক্। রোহিতক বৃক্ষ, চলিত রক্তরোড়া। (রাজনি°)

শাল্মলিদ্বীপ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটী দ্বীপভাগ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণপাঠে জানা যায় যে এই দ্বীপে প্রচুর শাল্মলিবৃক্ষ ছিল, এই জন্য উহা শাল্মলিদ্বীপ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই দ্বীপ দ্বারা ইক্ষুসমুদ্র পরিবেষ্টিত। এখানে শ্বেতবর্ষে কুমুদপর্ব্বত, লোহিতবর্ষে উত্তমপর্ব্বত, জীমূতবর্ষে বলাহকপর্ব্বত, হরিতবর্ষে দ্রোণপর্ব্বত, বৈদ্যুতবর্ষে কঙ্কপর্ব্বত, মানসবর্ষে মহিষপর্ব্বত এবং সুপ্রভবর্ষে ককুদপর্ব্বত বিদ্যমান*। এই সপ্তবর্ষে যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি নামে সাতটী প্রধানা নদী। এই সকল নদী হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখাও প্রসৃত হইয়াছে। ইহার আকার প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ।

(ব্রহ্মাণ্ডপু° অনুষঙ্গ° ৫২অঃ)

হরিবংশে এই দ্বীপের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"দক্ষিণোত্তরতো মেরোঃ শীতোদায়াস্তটে পরে।
নিষধস্য সমীপস্থং রাজতং শাল্মলীস্থলম্॥" (হরিব° ৫।১৮৭)

শাল্মলিন্ (পুং) শাল্মল আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। গরুড়। (ত্রিকা°)

শাল্মলিনী (স্ত্রী) শাল্মলি-বৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শাল্মলিপত্রক (পুং) শাল্মলিপত্রমিব পত্রং যস্য। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (রাজনি°)

শাল্মলিস্থ (পুং) শাল্মলৌ বৃক্ষে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। গরুড়।

শাল্মলা, রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।২৬০)

শাল্মলী (স্ত্রী) শাল্মলি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। শাল্মলি বৃক্ষ, শিমুল গাছ। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন 'শলতি দৈর্ঘ্যাৎ দূরং গচ্ছতি শাল্মলিঃ শল জ গতৌ নাম্নীতি মলিন্ বৃদ্ধিঃ। দ্বয়োরিত্যুক্তে স্ত্রীপক্ষে পাচ্ছোণাদীতি ঙীপি শল্মলী চ শাল্মলিশ্চেতি কেচিৎ তন্মতে বিভাষয়া বৃদ্ধিঃ।' (ভরত)

শাল্মলীকণ্টক (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ কণ্টকবিশেষ, চলিত শিমুল কাঁটা, ইহা ব্যঙ্গরোগনাশক। (বাভট উত্তর ৩২ অ°)

শাল্মলীকন্দ (পুং) শাল্মল্যাঃ কন্দঃ। শাল্মলীবৃক্ষ, শিমুল গাছের মূল। পর্য্যায়—বিজুল, বনবাসক, বনবাসী, মলয়, মলহস্তা। ইহার গুণ—মধুর, মলসংগ্রাহ, রোধ ও জয়কারক, শীতল, পিত্ত, দাহ, শোক ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°)

শাল্মলীকল্প (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত চিকিৎসাকল্পভেদ।

(জয়দত্ত)

শাল্মলীফল (পুং) শাল্মল্যাঃ ফলমিব ফলং যস্য। তেজঃফল বৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ শিমুল ফল।

শাল্মলীফলক (ক্লী) ক্ষুরাদি শস্ত্রের ধারা সংস্থাপনার্থ কর্কশ কাষ্ঠপট্টক। (সুশ্রুত সূত্রস্থ° ৮, ৯ অ°)

শাল্মলীবেষ্ট[ক] (পুং) শাল্মল্যা বেষ্টঃ। শাল্মলীনির্য্যাস, মোচরস, চলিত শিমুল আটা। পর্য্যায়—পিচ্ছা, মোচরস, শাল্মলীবেষ্টক, মোচস্রাব, মোচনির্য্যাস। ইহার গুণ—শীতল, গ্রাহক, স্নিগ্ধ, বলকর, কষায়; প্রবাহিকা, অতিসার, আম, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক। (ভাবপ্র°) স্বার্থে কন্। শাল্মলীবেষ্টক, শাল্মলীবেষ্ট শব্দার্থ। (রত্নমালা)

শাল্মলীসত্ত্বনির্য্যাস (পুং) মোচরস। (ভৈষজ্যরত্না°)

শাল্মলীস্থল (ক্লী) শাল্মলী দ্বীপ। [শাল্মলী দ্বীপ দেখ]

শাল্মল্যা (স্ত্রী) শাল্মলির স্ত্রী অপত্য। (পা ৪।১।৮০)

শাল্যপতি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

শাল্ব (পুং) ১ দেশবিশেষ, শাল্বদেশ।

"শাল্বাস্ত কারকুক্ষীয়া মরবস্ত দাশেরকাঃ।" (হেম)

২ রাজবিশেষ। ইনি সৌভ রাজ্যের অধিপতি। মহা-

* লিঙ্গপুরাণে (৫৩অ) উক্ত সাতটী পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

ভারতে লিখিত আছে যে, যখন কাশীরাজদুহিতাদিগের স্বয়ম্বরা হয়, সেই সময় ভীষ্মদেব ঐ কন্যাগণকে রাজগণের সমক্ষে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে শাল্বরাজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। যুদ্ধবিজয়ের পর কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভীষ্মদেবকে বলিয়া ছিলেন যে আমি পূর্ব্বে সৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্বরাজকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনিও মনে মনে আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে আমার পিতারও অভিলাষ ছিল, স্বয়ম্বরস্থলে আমি তাঁহাকেই বরণ করিতাম, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, এখন বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মবিহিত কার্য্য করুন।

ভীষ্মদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে শাল্বরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। (ভারত আদিপ° ১০২,৩অ°)

শিশুপালের সহিত শাল্বের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলে শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণের সহিত ইঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বিনাশ করেন।

(ভারত বনপর্ব্ব ১৪-২০ অ°)

শাল্বক (ত্রি) ১ শাল্বদেশভব।

শাল্বকিনী (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ৬।১০৯।৪৯)

শাল্বণস্বেদ (পুং) বাতব্যাধিরোগে স্বেদবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—জীবনীয়দশক, গুড়ূচী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণত্বক্‌, মেষশৃঙ্গী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী, শর, ঝাঁটী, শ্বেত আকন্দ, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, পাষাণভেদ, রক্ত আকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, বক্ষ আটা, ধুতুরা, বামনহাটী, বিছাতী, যব, কুল, কুলত্থ, এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৯ মাষা মিলিত ৮ পল, এই সকল দ্রব্য বিধি অনুসারে স্বেদ দিলে বাতব্যাধি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(চক্রদত্ত বাতব্যাধিচি°, সুশ্রুত চিকি° ৪ অ°)

শাল্বসেনি[নী] (পুং) ১ দেশবিশেষ। (ভারত ৬।৯।৬০) এই জনপদ গোদাবরী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ ইহাকে Salakenoi শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

২ তদ্দেশবাসী লোক।

শাল্বাগিরি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (পা ৬।৩।১১৭)

শাল্বায়ন (পুং) শাল্বরাজের গোত্রাপত্য।

শাল্বিক (পুং) ক্ষুদ্রচূড় নামক পক্ষী।

শাল্বেয় (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তদ্দেশাধিপতি।

শাল্বেয়ক (পুং) শাল্বের জনপদবাসী।

শাব (পুং) শব্যতে প্রাপ্যতে ইতি শব-গতৌ-ঘঞ্‌। ১ শিশু। (শব্দরত্না°) ২ শবস্থান। (ত্রি) ৩ শবসম্বন্ধী।

"গ্রহণে শাবমাশৌচং বিমুক্তো সৌতিকং স্মৃতম্‌।
তয়োঃ সম্পত্তিমাত্রেণ উপস্পৃশ্য ক্রিয়াক্রমঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাবক (পুং) শাব এব স্বার্থে কন্‌। শাব, শিশু। (অমর)

শাবতা (স্ত্রী) শাবস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। শাবের ভাব বা ধর্ম্ম, শাবত্ব, শিশুত্ব, বালত্ব। শাবকের কার্য্য। ২ শ্যাবতা।

শাবর (পুং) শবর-অণ্‌। ১ পাপ। ২ অপরাধ। ৩ লোধ্রবৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ শবরস্বামিকৃত ভাষ্যবিশেষ, মীমাংসাভাষ্য। ৫ শিবকৃত তন্ত্রবিশেষ। (ত্রি) ৬ শবর সম্বন্ধী।

শাবরকরোধ্র (পুং) অক্ষিমেষজাপরসংজ্ঞক স্বনামখ্যাত লোধ্র, চলিত পাটিয়া-লোধ। (বাভট)

শাবরভেদাক্ষ (ক্লী) তাম্র। (হেম)

শাবরী (স্ত্রী) শূকশিম্বী। (মেদিনী)

শাবসায়ন (পুং) শবসের গোত্রাপত্য।

শাশ (ত্রি) শশ-অণ্‌। শশ সম্বন্ধীয়। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৫৮)

শাশক (ত্রি) শশকস্যেদং শশক-অণ্‌। শশক সম্বন্ধীয়।

শাশবিন্দব (ত্রি) শশবিন্দুর অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। শাশবিন্দবী।

শাশাদনক (ত্রি) শশাদন (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্‌। শশাদন দেশবাচী।

শাশিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী।

শাশুড়ী (দেশজ) শ্বশ্রূ, শ্বশ্রূশব্দের অপভ্রংশ, পত্নীর মাতা।

শাশুড়ীয়া (দেশজ) অপবাদবিশেষ, যাহারা শাশুড়ীর সহিত ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে শাশুড়ে বা শাশুড়িয়া কহে।

শাশ্বৎ (পুং) শাশ্বত।

শাশ্বত (ত্রি) শশ্বদ্ভবং, শশ্বৎ-অণ্‌। ১ নিত্য। চিরস্থায়ী।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

(রামায়ণ ১।২।১৫)

পারিভাষিক শাশ্বত যথা—দেবপূজা প্রভৃতি, ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দান, সগুণবিদ্যা, সুহৃদ্‌ ও মিত্র এই সকলকে পারিভাষিক শাশ্বত কহে।

"শাশ্বতং দেবপূজাদি বিপ্রদানঞ্চ শাশ্বতম্‌।
শাশ্বতং সগুণা-বিদ্যাঃ সুহৃন্মিত্রঞ্চ শাশ্বতম্‌॥"

(গরুড়পু° নীতিসা° ১১৯ অ°) (পুং) ২ বেদব্যাস। (শব্দরত্না°) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩২)

শাশ্বতিক (ত্রি) ১ শাশ্বত। নিত্য।

শাষসান (পুং) জনৈক বৈদ্যকশাস্ত্রবেত্তা।

শাষ্কুল (ত্রি) মাংসাশী। (হেম)

শাষ্কুলিক (ক্লী) শষ্কুল সমূহার্থে ঠক্‌। শষ্কুলী সমূহ। (অমর)

শাষ্পক (ত্রি) শষ্প (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। ১ শষ্পবহুল দেশ। ২ শষ্পবহুল দেশস্থিত।

শাষ্পেয় (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (পা ৪।৩।১০৬)

শাষ্পেয়িন্ (পুং) শাষ্পেয় শাখাধ্যায়ী।

শাস্, শাসন, অনুশাসন। ২ উপদেশ। অদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শাস্তি, শিষ্ট, শাসতি। লিঙ্ শিষ্যাৎ। লোট্-হি শাধি। লঙ্-অশাৎ, অশিষ্টাং, অশাসুঃ। লিট্ শশাশ, শশাসতুঃ। লুট্ শাশিত। লৃট্ শাসিষ্যতি। লুঙ্ অশিষৎ। সন্ শিশাসিষতি। যঙ্ শেশিষ্যত। যঙ্লুক্ শাশাস্তি। নিচ্ শাসয়তিং। লুঙ্ অশশাসৎ। অনু-শাস অনুশাসন। আ-শাস=আদেশ, কথন। "রক্ষাংসি রক্ষিতুং সীতা মাশিষৎ" (ভট্টি ৬।৪)

আঙ্+শাস=আশীর্ব্বাদ, ভ্বাদি° অদাদি° সক° সেট্। লট্—আশাস্তে, আশাসাতে, আশাসতে। লিট্—আশসাসে। লুট্—আশাসিতা। লৃট্—আশাসিষ্যতে। লুঙ্—আশাসিষ্ট। অদাদি স্থলে লট্ আশাস্তে। আঙ্ পূর্ব্বক-শাস ধাতু আশীর্ব্বাদ অর্থে আত্মনেপদ হয়, কিন্তু প্রপূর্ব্বক শাস-ধাতু আত্মনেপদের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইদং পূর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যঃ নমো বাক্যং প্রশাস্মহে।"

(উত্তরচরিত ১ অ°)

শাস্ (স্ত্রী) ১ শাসন। ২ আয়ুধবিশেষ। "তে চিদ্ধি পূর্ব্বীরভিসন্তি শাসা" (ঋক্ ৭।৪৮।৩) 'শাসা শাসনেন স্বকীয়য়া জ্ঞয়া, যদ্বা বিশস্যতে হিংস্যতে হননেনেতি শাস্ শব্দ আয়ুধবাচী তেন' (সায়ণ)

শাস (পুং) শাস-ঘঞ্। ১ অনুশাসন। ২ স্তব।

"রাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি" (ঋক্ ১।৫৪।৭)

'শাসং ইন্দ্রকর্ত্তৃকমনুশাসনং যদ্বাতস্য স্তুতিং শাসু অনুশিষ্টৌ-বিত্যস্মাদ্ভাবে ঘঞ্' (সায়ণ)

শাসক (পুং) শাস-ণ্বুল্। শাস্তা, শাসনকর্ত্তা।

শাসন (ক্লী) শাস-ল্যুট্। আজ্ঞা, পর্য্যায়—অববাদ, নির্দ্দেশ, শিষ্টি, শাস্তি, আদেশ, আদেশন, শাস্ত্র। (জটাধর)

"কুর্ব্বীত শাসনং রাজা সম্যক্সারাপরাধতঃ।" (মনু ৯।২৬২)

কুল্লূক শাসন শব্দের অর্থ দণ্ড করিয়াছেন, চৌর্য্যাদি কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রাজা ধর্ম্মানুসারে তাহার শাসন অর্থাৎ দণ্ড বিধান করিবেন।

২ রাজদত্ত ভূমি। ৩ লেখা। ৪ শাস্যতেঽনেন শাসনং। ৪ শাস্ত্র, যাহা দ্বারা লোক শাসিত হয়। শাস্ত্র দ্বারা লোক সকল শাসিত হয় এইজন্য উহাকে শাসন কহে। ৫ শাস্তি। (মেদিনী) ৬ দানলিখিত তাম্রফলকাদি। যে তাম্রফলক প্রভৃতি দান বাক্যাদি লিখিয়া দেওয়া যায়, ইহাকে চলিত কথায় স্থায়ী দলিল্ বলা যাইতে পারে।

"শাসনং লেখয়িত্বা চ তমেবং স সমাদিশৎ।
ওঁকারপীঠমার্গেণ ভদ্র গচ্ছোত্তরাং দিশম্॥
তত্রামুনা শাসনেন গ্রামং ভুঙ্ক্ষ্ মদর্পিতম্।
নাম্না তং খণ্ডবটকং পৃচ্ছন্ গচ্ছন্ন বাপ্স্যসি॥"

(কথাসরিৎসা° ১২৪।৬২-৩)

শাসনদেবতা (স্ত্রী) অর্হৎ দেবীবিশেষ। (হেম)

শাসনদেবী (স্ত্রী) অর্হৎ দেবীবিশেষ। (শক্রঞ্জয়মা°)

শাসনধর (ত্রি) ধরতীতি ধরঃ শাসনস্য ধরঃ। রাজদূত।

শাসনবাহক (পুং) ১ রাজদূত। ২ আজ্ঞাবাহক।

(কামন্দকীয় ১২।৩)

শাসনহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, শাসনস্য হরঃ। ১ রাজদূত। ২ আজ্ঞাবাহক।

শাসনহারক (পুং) ১ রাজদূত। (কামন্দকীয় নীতি ১২.৩) ২ আজ্ঞাবাহী।

শাসনহারিন্ (ত্রি) রাজদূত। (রঘু ৩।৬৮)

শাসনী (স্ত্রী) শাসন স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রী।

"অকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীং" (ঋক্ ১।৩১।১১)

শাসনীয় (ত্রি) শাস-অনীয়র্। শাসনার্হ, শাসনযোগ্য, শাসনের উপযুক্ত।

শাসিত (ত্রি) শাস-ক্ত। কৃতশাসন, যাহাকে শাসন করা হইয়াছে।

"সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালোঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্॥" (পঞ্চতন্ত্র)

শাসিতৃ (ত্রি) শাস্-তৃচ্। শাস্তা, শাসনকর্ত্তা।

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ॥" (মনু ৭।১৭)

২ ব্যাখ্যাতা।

"ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।" (মনু ২।১৫০)

'স্বধর্ম্মস্য শাসিতা স্বধর্ম্মস্য ব্যাখ্যাতা' (কুল্লূক)

শাসিন্ (ত্রি) শাস-ণিনি। শাসনকারী, এই শব্দ প্রায় উপপদ পূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শাস্তৃ (ত্রি) শাসিতা, শাসনকর্ত্তা।

"অস্য শাস্তুরুভয়াসঃ সঞ্চতে" (ঋক্ ১।৬০।২)

'শাস্তঃ শাসিতুঃ, শাসু অনুশিষ্টৌ তৃন্ ইড়াগমাভাবশ্চ তকার লোপশ্ছান্দসঃ' (সায়ণ)

শাস্তি (স্ত্রী) শাস-বাহুলকাৎ তি। (উণ্ ৪।১৭৯) শাসনদণ্ড।

শাস্তৃ (ত্রি) শাস্ (তৃন্‌তৃচৌ শংসীতি। উণ্ ২।৯৪) ইতি অসংজ্ঞায়ামপি তৃন্ সচ অনিট্। শাসনকর্ত্তা, শাসক, পর্য্যায় দেশক, শাসিতা। (ত্রিকা°)

"দ্বৌ শাস্তারৌ ত্রিলোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥"

(অগ্নিপু° গণভেদনামাধ্যায়)

২ বুদ্ধ। (অমর) ৩ উপাধ্যায়। ৪ রাজা। ৫ পিতা।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শাস্তৃত্ব (ক্লী) শাস্তু র্ভাবঃ ত্ব। শাস্তার ভাব বা ধর্ম্ম, শাস্তার কার্য্য, শাসন, শাস্তি।

শাস্ত্র (ক্লী) শিষ্যতেঽনেন শাস (সর্ব্ব ধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। ১ নিদেশ। হিতানুশাসনগ্রন্থ, যে সকল গ্রন্থ বেদমূলক তাহাই শাস্ত্র, তাহাই সাধুগণ কর্ত্তৃক আদরণীয়। শাস্ত্র অষ্টাদশবিধ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র। এই অষ্টাদশ শাস্ত্র অষ্টাদশ বিদ্যা নামে অভিহিত।

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র দ্বারা লোক সকল অনুশিষ্ট হয়, এই জন্য ইহা শাস্ত্র নামে অভিহিত।

মৎস্যপুরাণে শাস্ত্রের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে পূর্ব্বে দেবতাদিগের পিতামহ কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন, তাহাতে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র আবির্ভূত হয়। সকল শাস্ত্রের প্রথমে পুরাণ ও অপর বক্তু হইতে বেদ মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি বিনির্গত হয়।

"তপশ্চচার প্রথমমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতা স্ততো বেদাঃ সঙ্গোপাঙ্গপদক্রমাঃ ॥
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথম ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্ ॥
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা।
মীমাংসান্যায়বিদ্যাশ্চ প্রমাণং তর্কসংযুতাঃ ॥
বেদাভ্যাসরতস্যাস্য প্রজাকামস্য মানসাঃ।
মনসঃ পূর্ব্বসৃষ্টা বৈ জাতা যে তেন মানসাঃ ॥"

(মৎস্যপু° ৩ অ°)

শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে, তদনুসারে আচরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই বিধেয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। গীতায় লিখিত আছে যে যাহারা শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা সিদ্ধি এবং সুখ কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥" (গীতা ১৭ অ°)

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, সর্ব্বদা শ্রুতি, স্মৃতি, ও সদাচারবিহিত কর্ম্ম আচরণ করিবে, যাহারা ইহার অন্যথাচরণ করে, তাহাদের নরক হইয়া থাকে। অতএব যে সকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ, তাহাতে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্ববুদ্ধিরচিত শাস্ত্রে মুখ-দিগকে প্রতারিত করা হইয়াছে, তাহারা এই অসচ্ছাস্ত্রানুসারে কর্ম্মাচরণ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অসচ্ছাস্ত্র লোকনাশের হেতু। বেদবিরুদ্ধ যে শাস্ত্র তাহাই অসচ্ছাস্ত্র।

"শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম কেবলম্।
সেবিতব্যং চতুর্ব্বর্ণৈ র্ভজদ্ভিঃ কেশবং সদা ॥
অন্যথা নিরয়ং যান্তি কুমার্গাগমসেবনাৎ।
অতো বেদবিরুদ্ধার্থং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম সংত্যজেৎ ॥
স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রতার্য্যেহ চ বালিশান্।
বিঘ্নন্তি শ্রেয়সো মার্গং লোকনাশায় কেবলম্ ॥
নিন্দন্তি দেবতা বেদাংস্তপো নিন্দন্তি সদ্দ্বিজান্।
তেন তে নিরয়ং যান্তি হ্যসচ্ছাস্ত্রনিষেবনাৎ ॥
শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম শাশ্বতম্।
স্বং স্বং ধর্ম্ম প্রযত্নেন শ্রেয়োঽর্থীহ সমাচরেৎ ॥
স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ।
তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্ত বিংশতিঃ ॥"

(পদ্মপুরাণ উত্তরখ° ১৭ অ°)

শাস্ত্র সকল সংশয়চ্ছেদকারক, অর্থাৎ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সকল প্রকার সংশয় নিরাকৃত হয়, এবং ইহা পরোক্ষার্থের দর্শক, ও সকলের চক্ষুঃ স্বরূপ, যাঁহার এই শাস্ত্রচক্ষুঃ নাই, তিনি অন্ধ, চক্ষু না থাকিলে প্রকৃত অন্ধ হয় না, যাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তিনিই প্রকৃত অন্ধ।

"অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥" (চাণক্য)

শাস্ত্রকার (পুং) শাস্ত্রং করোতীতি কৃ 'কর্ম্মণ্যুপপদে' ইতি অণ্। শাস্ত্রকর্ত্তা, যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

শাস্ত্রকৃৎ (পুং) শাস্ত্রং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্‌চ। ১ ঋষি। ২ আচার্য্য। (ত্রিকা°) ২ শাস্ত্রকর্ত্তা, শাস্ত্রপ্রণেতা।

শাস্ত্রগঞ্জ (পুং) কথাসরিৎসাগর বর্ণিত শাস্ত্রজ্ঞ তোতাপাখী।
(কথাসরিৎসা° ৫০।২৮)

শাস্ত্রগণ্ড (পুং) প্রঘটাবিৎ। (ত্রিকা°) হারাবলীতে ইহার পাঠান্তর ছাত্রগণ্ড।

শাস্ত্রচক্ষুস্ (ক্লী) শাস্ত্রেষু চক্ষুরিব। ১ ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না হইলে কোন শাস্ত্রের অধিকার হয় না, এই জন্য ব্যাকরণকে শাস্ত্রচক্ষুঃ কহে। শাস্ত্রমেব চক্ষুঃ রূপক-কর্ম্মধারয়ঃ। ২ শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ। (ত্রি) শাস্ত্রং চক্ষুর্যস্য। ৩ যাহাদের শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ আছে। যাহারা জ্ঞানী, তাহারা শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রচারণ (ত্রি) শাস্ত্রং চারয়তি প্রচারয়তি চর-ণিচ্-ল্যু। শাস্ত্রদর্শী। (শব্দরত্না°)

শাস্ত্রচিন্তক (পুং) শাস্ত্রং চিন্তয়তীতি চিন্তি-ণ্বুল্। শাস্ত্রচিন্তা-কারী, যিনি শাস্ত্রালোচনা করেন।

শাস্ত্রচৌর (পুং) শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য।

শাস্ত্রজ্ঞ (পুং) শাস্ত্রং জানাতীতি জ্ঞা-ক। শাস্ত্রবেত্তা, যাহারা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন, শাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত।

"অনিযুক্তো নিযুক্তো বা শাস্ত্রজ্ঞো বক্তুমর্হতি"। (নারদ)

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) শাস্ত্রস্য তত্ত্বং জানাতীতি জ্ঞা-ক। শাস্ত্রার্থ-দর্শী, শাস্ত্রের তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, পণ্ডিত, জ্ঞানী। (পুং) ২ গণক।

'দৈবজ্ঞো গণকো জ্ঞানী মৌহূর্ত্তো দৈবলেখকঃ।' (শব্দরত্না)

শাস্ত্রতস্ (অব্য°) শাস্ত্র-তসিল্। ১ শাস্ত্রানুসারে। ২ শাস্ত্র হইতে। পঞ্চমী বা সপ্তমীর অর্থ হইলে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

শাস্ত্রত্ব (ক্লী) শাস্ত্রস্য ভাবঃ ত্ব। শাস্ত্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

শাস্ত্রদর্শিন্ (ত্রি) শাস্ত্রং দ্রষ্টুং শীলমস্য দৃশ-ইনি। শাস্ত্রদ্রষ্টা, শাস্ত্রজ্ঞ।

শাস্ত্রদৃষ্ট (ত্রি) শাস্ত্রে দৃষ্টঃ। শাস্ত্রে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট।

"প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।" (মনু ৮।৩)

শাস্ত্রদৃষ্টি (পুং) শাস্ত্রমেব দৃষ্টির্যস্য। শাস্ত্রই যাহাদের চক্ষু, শাস্ত্রজ্ঞ।

"দিনং লগ্নঞ্চ হোরাশ্চ নবিস্তঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ॥" (মার্কপু° ১০৯।৩৯)

(স্ত্রী) ২ শাস্ত্ররূপ দৃষ্টি।

শাস্ত্রনেত্র (ত্রি) শাস্ত্রমেব নেত্রং যস্য। শাস্ত্রচক্ষুঃ।

শাস্ত্রবক্তৃ (ত্রি) শাস্ত্রস্য বক্তা। শাস্ত্রোপদেষ্টা, যিনি শাস্ত্রবিষয়ক উপদেশ দেন।

শাস্ত্রবুদ্ধি (ত্রি) শাস্ত্রে বুদ্ধির্যস্য। যাহার শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধি আছে, শাস্ত্র বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে তাহাকে শাস্ত্রবুদ্ধি কহে। (স্ত্রী) ২ শাস্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধি, যে বুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্র বুঝিতে পারা যায়, তাহাই শাস্ত্রবুদ্ধি।

শাস্ত্রমতি (ত্রি) শাস্ত্রে মতির্যস্য। শাস্ত্রবুদ্ধি।

শাস্ত্রবৎ (অব্য°) শাস্ত্রতঃ।

শাস্ত্রবিদ্ (ত্রি) শাস্ত্রং বেত্তীতি বিদ-ক্বিপ্। শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র-বেত্তা। শাস্ত্রদর্শী। (অমর)

শাস্ত্রবিপ্রতিষিদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রেণ বিপ্রতিষিদ্ধঃ। শাস্ত্রনিষিদ্ধ, শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাস্ত্রশিল্পিন্ (পুং) শাস্ত্রং শিল্পমস্যাস্তীতি ইনি। ১ কাশ্মীরদেশ। ২ তদ্দেশস্থ। ৩ ভূমি। (ত্রিকা°)

শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি (পুং) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

শাস্ত্রিত (ত্রি) শাস্ত্রমস্যাস্তীতি শাস্ত্র তারকাদিত্বাদিতচ্। (পা ৫।২।৩৬) শাস্ত্রযুক্ত।

শাস্ত্রিন্ (ত্রি) শাস্ত্রং বেত্তি শাস্ত্র-ইন্। শাস্ত্রবেত্তা, শাস্ত্রজ্ঞ। ২ উপাধি বিশেষ।

শাস্ত্রীয় (ত্রি) শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

শাস্য (ত্রি) শাস-ণ্যৎ। ১ শাসনীয়, শাসনার্হ, শাসনের যোগ্য।

"যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চ নিক্ষেপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা তৎসমং দমম্॥" (মনু ৮।১৯১)

২ শিক্ষণীয়।

"মনবে শাস্যো ভূঃ" (ঋক্ ১।১৮২।৭)

'শাস্যো ভূঃ শিক্ষণীয়ো ভব' (সায়ণ)

শাহ (পারসী) ১ রাজা। ২ সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজপুরুষ বা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপাধি।

শাহ আব্বাস (১ম) পারস্যের শাফই বংশ্য সপ্তম রাজা। সুলতান সেকেন্দর শাহের পুত্র। খৃষ্টীয় ১৫৭১ অব্দে ২৯এ জানুয়ারী সোমবার (১লা রমজান ৯৭৮ হিঃ) ইহার জন্ম হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়সে ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি ইহার পিতার জীবদ্দশা-তেই খুরাসানের রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ইস্পাহান নগরে পারস্যের রাজধানী সংস্থাপন করেন। শাহ আব্বাস শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও শাসনগৌরবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতাপে স্বীয় রাজ্যের সীমা অধিকতর বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ইনি ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত এক যোগে অরমস্ দ্বীপ অধিকার করেন। এই অরমস্ দ্বীপ ১২২ বৎসর পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ শাসনাধীন ছিল। শাহ আব্বাস অকবর ও জাহাঙ্গীরের সমকালীন লোক। ৪৪ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া ১৬২৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারী (২৪ জুমাদা ১০৩৮ হিঃ) ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহার পৌত্র শাহসুফি ইহার উত্তরাধিকারী হন। শাহ আব্বাস একজন গোঁড়া শিয়া ছিলেন।

২, উক্ত ১ম আব্বাসের প্রপৌত্রও শাহ আব্বাস নামে পরি-

চিত। ১৬৪২ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইনি ইহার পিতা শাহ সাফির সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সময়ে ইহার বয়স প্রায় দশ বৎসর মাত্র। ইহার পিতার সময়ে কান্দাহার সহর ইহাদের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শাহ আব্বাস এই নগরীতে পুনর্ব্বার আধিপত্য সংস্থাপন করেন। এই সময়ে ইহার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক ছিল না। শাহজাহান কান্দাহারে পুনর্ব্বার স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াসই বিফল হইয়াছিল। শাহ আব্বাস প্রায় ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ৩৪।৩৫ বৎসর বয়সে ১৬৬৬ খৃঃ অব্দের ২৬এ আগষ্ট (৫ই রবি-উল্ আব্বল, ১০৭৭ হিঃ) ইহার মৃত্যু হয়, ইহাঁর পুত্র সাফি মীর্জ্জা (শাহ শোলেমান) পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

শাহ আলম্, দিল্লীর একজন সম্রাট্। ইনি আলিগোহর নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম সম্রাট্ আলমগীর (২য়) মাতার নাম জিন্নতমহল ওরফে বিনান কুন্‌বার। ১৭২৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুন তারিখে (১৭ জিকদা ১১৪০ হিঃ) ইহার জন্ম হয়। শাহ আলম্ পিতৃবিদ্বেষী ছিলেন। পাছে বা পিতৃমন্ত্রী ইমাদউল্-মল্লিকগাজী দ্বারা কারারুদ্ধ হয়েন, এই ভয়ে ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ নগরে উপস্থিত হন। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার সৌভাগ্যরবি চির দিনের তরে অস্তমিত হইয়াছিল। মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ আলম্ মুর্শিদাবাদ হইতে বিহার প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। শাহ আলম্ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৫এ ডিসেম্বর তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে তিনি "শাহ আলম্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে শাহ আলমের প্রধান মন্ত্রী সুজাউদ্দৌলা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। শাহ আলম্ নিরুপায় হইয়া ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট আল্লাবাদে আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার প্রদান করিয়া এক সনদ লিখিয়া দেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কর স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা মাত্র কর প্রাপ্ত হইতেন। লর্ড ক্লাইব প্রতি বর্ষে ২২ লক্ষ টাকা মাত্র দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া এই বিপুল প্রদেশের দেওয়ানী সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব জেনারল স্মিথকে দিল্লীতে রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। শাহ আলম্ নাম মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। তিনি জেনারল স্মিথের করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। জেনারল স্মিথই প্রকৃত পক্ষে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শাহ আলম্ আল্লাবাদ নগরে অবস্থান করিতেন, আর জেনারল স্মিথ দিল্লী দুর্গে থাকিতেন। সম্রাটের ভবনে পূর্ব্ব প্রথানুসারে নহবত বাদ্য হইত। নহবতের শব্দ জেনারল স্মিথের কর্ণে অপ্রীতিকর হইল, তিনি নহবত বাজাইতে নিষেধ করিলেন। আর অমনি বিনা বাক্য ব্যয়ে সম্রাট্‌কে নহবত বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং শাহ আলম্ নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। তিনি গৃহশত্রুদের ভয়ে আলাহাবাদ সহরে ইংরাজদের আশ্রয়ে দিন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এই রূপ ভাবে আলাহাবাদে অবস্থান করা তাঁহার নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তিনি অতঃপর ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে গমন করিলেন। অধিক দিন যাইতে না যাইতেই তিনি সহসা এক দিবস গোলাম কাদের খাঁ নামক একজন প্রবল পরাক্রম শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। গোলাম কাদের তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর শাহ আলমের মৃত্যু হয়। শাহ আলম্ একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁহার কৃত কাব্য গ্রন্থে তাঁহার নামের ভণিতায় "আফ্‌তাপ্" নামের উল্লেখ আছে। কুতব শাহের দরগার নিকটবর্ত্তী মতি মসজিদের সমীপস্থ বাহাদুর শাহের সমাধির নিকটে শাহ আলমের সমাধি হয়।

শাহ আলম্, কুতব আলম্ নামক একজন সাধু ফকিরের পুত্র। পূর্ব্ব নাম কুতবউদ্দীন্ সৈয়দ্ বরাউদ্দীন্। ইনিও পিতার ন্যায় ফকিরী অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম মুকদম জাহনিয়ান সৈয়দ জালাম কয়ারী। কুতব গুজরাতে থাকিতেন, ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। আল্লাবাদ হইতে ৬ মাইল দূরে তাঁহার সমাধি এখনও বিদ্যমান। শাহ আলমও গুজরাতেই অবস্থান করিতেন। এখানে তাঁহারও সমাধি রহিয়াছে।

শাহ আলি মহম্মদ, "তাজ্জনিয়াঃ রহমাণী" নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই গ্রন্থে সুফী ধর্ম্মমতের এবং তৎসংক্রান্ত রহস্যপূর্ণ পদাদির ব্যাখ্যা আছে।

শাহ আলি হজরৎ, একজন সৈয়দবংশীয় ধার্ম্মিক মুসলমান। ইনি পারস্য ভাষায়, আরবী ভাষায় ও গুজরাটী ভাষায় অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে আল্লাবাদে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

শাহ করক, একজন খ্যাতনামা মুসলমান ফকীর। আলাহাবাদের অন্তর্গত করা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। মুসলমানেরা এই ফকীরের সমাধিমন্দিরকে অদ্যাপিও একটী পবিত্র

স্থান বলিয়া মনে করেন। ফিরিস্তা নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ১২৯৬ খৃঃ অব্দে সুলতান জলাল-উদ্দীন্ ফিরোজের গুপ্তহত্যার পূর্ব্বদিন সুলতান আলাউদ্দীন্ এই ফকীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফকীর উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া একটী উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করেন, ঐ শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ—

"যে তোমার শত্রুরূপে আসিবে, নৌকার উপরেই সে তাহার মস্তক হারাইবে। আর তাহার দেহের অবশিষ্টাংশ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে।" ফকীরের এই ভবিষ্যবাণী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যে রাজা আলা-উদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, ফকীরের নির্দ্দেশ মতই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ১২৯৬ হইতে ১৩১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে শাহ করকের লোকান্তর হয়।

শাহ কাসিম, একজন সুশিক্ষিত মুসলমান সাধু। ১২৮৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়, খাজা আবদুল রেজার লিখিত বিবরণীতে ইঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় আছে।

শাহ কুলি খাঁ মহরম্, সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক সমর-সচিব। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে উদয়পুরের অধীনস্থ আমীরদিগকে দমিত করিবার জন্য পাঁচ হাজারী সেনানায়ক পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি সুলতান সেলিম ও মানসিংহের সহিত আজমীর যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ তাঁহার গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মীর্জ্জা হান্দোলের সুলতানা বেগম নাম্নী এক কন্যার সহিত শাহ কুলিখাঁ মহরমের বিবাহ হয়। কিন্তু মসির উল্ উমারা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৬০০ খৃঃ অব্দে কুলিখাঁ মহরম মৃত্যু মুখে পতিত হন।

শাহ কুদ্‌রৎ-উল্লা, ইনি দিল্লীর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় ইঁহার রচিত অনেক কাব্য আছে। ঐ কাব্য গুলির মধ্যে নটুয়ে চাঁহল আফকার ও "দিবান" নামক দুই খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ইনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া অবস্থান করেন। উক্ত দিবান গ্রন্থে ২০ হাজার পদ আছে। ইনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ নগরে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

শাহ জাদা (পারসী) রাজকুমার, যুবরাজ।

শাহ জাদা খানম্, বাদসাহ আকবরের কন্যা, ইঁহার মাতার নাম সলিমা বেগম। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

শাহ জাদী (পারসী) রাজকন্যা।

শাহ জমাল, কাবুল ও কান্দাহারের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহার পিতার নাম তৈমুর শাহ। সুপ্রসিদ্ধ আহ্মদ শাহ আবদালী ইঁহার পিতামহ। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ইনি দিল্লী আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়া লাহোর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এদিকে নিজ রাজ্যে ইঁহার ভ্রাতারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে কীরাত নিবাসী ইঁহার ভ্রাতা মহম্মদ শাহ ইঁহাকে অন্ধ করিয়া বালাহিসার কারাগারে অবরোধ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে আফগানেরা তাহাতে বাধা দিয়া শাহ জমালকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

শাহ জলাল, শ্রীহট্টের একজন বিখ্যাত ফকীর। শ্রীহট্টে এখনও ইহার সমাধি ও দরগা আছে। অনেক মুসলমান মৌলবী এই দরগায় উপস্থিত থাকিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি করেন। কপোত ও অন্যান্য বহু প্রকার পাখী, এই দরগায় আশ্রয় লইয়া থাকে। মক্কা মস্‌জিদে স্থানপ্রাপ্ত পক্ষীদিগের ন্যায় এই মসজিদের পক্ষী গুলিও মুসলমান সমাজে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

শাহগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার খুতাহন তালুকের অধীন একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ২´ ৪২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´ ৩৬´´ পূঃ। ফয়জাবাদের বাঁধা পথের উপরে খুতাহন সহরের ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই সহরটী অবস্থিত। অযোধ্যার নবাব উজীর সুজা উদ্দৌলা এই সহরের সংস্থাপক। তাঁহার প্রযত্নে সর্ব্বপ্রথমে এখানে একটী "বারদারী" (বাজার) এবং মক্কার প্রসিদ্ধ ফকির শাহ হজরাৎ আলীর সম্মানার্থ একটী মস্‌জিদ সংস্থাপিত হয়। শাহগঞ্জ এ অঞ্চলের বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থল। জৌনপুর জিলার মধ্যে সদর ব্যতীত শাহগঞ্জের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল আর নাই। এই স্থানটী তুলার আমদানির জন্য বিখ্যাত। এখানে মঙ্গলবার ও শনিবার হাট হইয়া থাকে। স্কুল, ডাকঘর, পুলিশ ষ্টেসন, ডিস্‌-পেন্‌সারী এবং অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

২ ফয়জাবাদ জেলায় আর একটী শাহগঞ্জ সহর আছে। ঐ স্থানটী ফয়জাবাদ হইতে দশ মাইল দূরে মোগল সম্রাটদের দ্বারা স্থাপিত। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রাজা দর্শনসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া এখানে দুর্গ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ইহার অপর নাম মকিমপুর।

শাহগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলার বান্দা তহ-শীলের অধীন শাহগড় নামক ভূখণ্ডের প্রধান নগর। সাগর সহর হইতে ৪০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অক্ষা° ২৪° ১৯´ উঃ এবং ৭৯° পুর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই স্থানটী মণ্ডলেশ

গৌড়রাজের অধীন ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে উক্ত রাজবংশের সদর আবাস ছিল। এই সহরটী উচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকেই ঘন সন্নিবিষ্ট চির শ্যামল উদ্ভিদ্‌রাজি অরণ্যানিতে পরিণত হইয়া প্রাকৃতিক শোভা বিস্তার করিতেছে। নগরের পূর্ব্ব ভাগে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এখনও প্রাচীন রাজপ্রাসাদ পরিলক্ষিত হয়। এই সহরের উত্তরাংশে বারেজ, অমরমৌ, হীরাপুর ও টিগড়ায় লৌহের খনি ও কারখানা আছে। এই স্থান হইতে লৌহ গালাই করিয়া কাণপুরে পাঠান হয়। এখানে মঙ্গলবার ও শনিবারে হাট হইয়া থাকে।

শাহ জহান, দিল্লীর সুবিখ্যাত সম্রাট্। ইহার অপর নাম শাহাবুদ্দীন মহম্মদ সাহিব কিরান সানী, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে ৫ই জানুয়ারী তারিখে লাহোরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি মির্জ্জা খুরাম্ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার মাতার নাম বালমতী। বালমতী রাজা উদয়-সিংহের কন্যা, যোধপুরের রাজা মালদেবের পৌত্রী। রাজা সুরজ সিংহ তাঁহার সহোদর ভ্রাতা। শাহজহান, তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার শ্বশুর আসফ্ খাঁয়ের চেষ্টায় তিনি সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। ১৬২৮ খৃঃ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট্‌গণের মধ্যে বাহাড়ম্বর প্রভৃতিতে তিনি সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ময়ূরসিংহাসন শাহজহানের বিনির্ম্মিত। ময়ূরসিংহাসন নির্ম্মাণার্থ মরকত আদি যে সকল বহুমূল্য মাণিক্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, অধুনা কোথাও তত মণিমাণিক্যাদি একযোগে দৃষ্টিগোচর হয় না। মণিতত্ত্ববিৎ সুবিখ্যাত পর্য্যটক টাভার-নেয়ার বলেন, ময়ূরসিংহাসনের মূল্য ৬৫ লক্ষ ষ্টার্লিং। শাহজহানের প্রাসাদাদিতে বহুল ঐশ্বর্য্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হইত। তিনি দিল্লীতে শাহ-জহানাবাদ নামে একটী নগর সংস্থাপন করেন। আগরার তাজমহলও তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত প্রধানতম কীর্ত্তি। সমগ্র য়ুরোপ ও এসিয়ার এরূপ প্রাসাদ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাজমহল মাম্-তাজমহল নামের অপভ্রংশ। মাম্ তাজমহল শাহ জহানের প্রিয়তমা পত্নীর নাম ছিল। তাঁহার নামানুসারেই এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। শাহজহান ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ৯ই জুন তারিখে তৎপুত্র আলমগীর অওরঙ্গজেব আগ্রার দুর্গে শাহ-জহানকে কারারুদ্ধ করেন। ৭ বৎসর ছমাসকাল কারাগারে রুদ্ধ থাকিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ২৩এ জানুয়ারী সোমবার রাত্রিকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তাজমহলে তদীয় পত্নীর সমাধির নিকট তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন ছিল। তাঁহার ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদের নাম দারা শেকো, সুল-তান সুজা, আলমগীর এবং মুরাদবক্স। আলমগীর তদীয় ভ্রাতা দারা ও মুরাদকে নিহত করেন। সুলতান সুজা আরাকানে চলিয়া যান এবং সেখানে আরাকানের রাজার চক্রান্তে নিহত হন। শাহজহানের কন্যাদের নাম আর্জ্জুমান-আরা, গেইতি-আরা, জাহানারা এবং রোশেনারা।

শাহজহানপুর, যুক্ত প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৭৪৫ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ হইতে ২৮° ২৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৩´ হইতে ৮০° ২৫´ ৪৫´´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরে পিলিভিৎ ও বরেলী জেলা, পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত খেরী জেলা, দক্ষিণে গঙ্গানদী ও ফরখাবাদ জেলা এবং পশ্চিমে বুদাউন ও বরেলী জেলা। শাহজহানপুর নগরে ইহার বিচার সদর।

এই জেলা গঙ্গার উত্তর হইতে হিমালয়পাদভূমি-প্রবা-হিত শারদানদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপূর্ব্বাংশে ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্ব্বত্য বনভূমি। ইহার মধ্য দিয়া পার্ব্বত্যঝোরাসমূহ প্রবাহিত থাকায় স্থানটী নিরন্তর জলসিক্ত হইতেছে। এই স্থান ম্যালেরিয়া প্রধান, ও প্রায় জনশূন্য।

গোমতী ও খানৌত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সমধিক উর্ব্বরা। এখানকার জনসংখ্যাও অধিক। স্থানবাসীরা ইক্ষু প্রভৃতি চাস করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। শাহজহানপুর নগরের অদূরে খানৌত নদী দেওহা বা দেববহা নদীতে সঙ্গত হইয়াছে।

উক্ত দেওহা ও গরাই নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড জলা জমিপূর্ণ। গড়াই নদীর দক্ষিণে রামগঙ্গা নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত ভূমি বালুকাময়। এই বালুকাপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়াই গঙ্গাতীরবর্ত্তী জলাভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ স্থান সোৎ প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বারা বিধৌত। রামগঙ্গা ও দেববহা নদী নিরন্তর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, ঐ কারণে ঐ খাতগুলি পলিজন্য বিশেষ উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়।

শাহজহানপুরের বিশেষ কোন ইতিহাস নাই। রোহিলা আফগান জাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইতেই এখানকার ইতি-হাস কল্পনা করা যায়। প্রথম মুসলমান শাসনকালে এই স্থান কঠোরিয়া রাজপুতগণের বাস ভূমি ছিল। এই কারণে ইহা কাঠেরভুক্তি নামে খ্যাত ছিল। পরে উহা বুদাউনের শাসনা-ধীন হয়। মোগল-সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের রাজত্ব কালে নবাব বাহাদুর খাঁ নামক একজন মুসলমান উক্ত নগর স্থাপন

করিয়া সম্রাটের নামে উহার নাম রাখেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আলী মহম্মদ খাঁ রোহিলা-বংশীয় আফগানদিগের নেতা হইয়া বরেলী ও মোরাদাবাদের শাসনকর্ত্তাকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বয়ং উক্ত জেলাদ্বয় ও শাহজহানপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্রের অভিভাবক হাফিজ রহমৎখাঁ রোহিলাদিগের সর্দ্দার মনোনীত হন। ঐ সময়ে রোহিলাদিগের উপদ্রবে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। তদ্দর্শনে দিল্লীর বাদশাহ রোহিলা-বিদ্রোহ-দমনার্থ সেনা প্রেরণ করেন। সম্রাট্‌সৈন্য হাফিজ মহম্মদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহজহানপুর বরেলীর পাঠান-সর্দ্দারবংশের শাসনাধীন থাকে। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব উজীর ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহায্যলাভে বলীয়ান্ হইয়া রোহিলখণ্ড বিভাগ আলোড়িত করেন।

এই জেলার পশ্চিমাংশে রোহিলাগণের আধিপত্য স্থাপিত হইলেও, পূর্ব্বাংশে তাঁহাদের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। উত্তরের বন্য প্রদেশে গৌড় বা কাঠোরিয়া বংশীয় ঠাকুরগণ আপনাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের সীমান্ত দেশে স্থাপিত হওয়ায়, অনুমান হয় যে, এই জেলা এক এক সময়ে উক্ত দুই প্রদেশের রাজ্যেশ্বরদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। শাহজহানপুরের পাঠানেরা কখনও রোহিলাদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিলেন। ১৭৭৪ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলা অযোধ্যার নবাবের অধিকারে থাকে। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত নবাবের লক্ষ্ণৌ সহরে যে সন্ধি হয়, তাহাতে শাহজহানপুর ইংরাজাধিকারে আইসে।

এই সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত এখানে আর বিশেষ কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। ইহার পার্শ্বস্থিত অযোধ্যা প্রদেশে উপদ্রব ও অনাচারস্রোত প্রবাহিত হইলেও শাহজহানপুরে ইংরাজের শাসনকৌশলে কোনরূপ দুর্ঘটনা স্থায়িভাব ধারণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, মিরাটের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া এখানকার বিদ্রোহী সিপাহীরা মনে মনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে, কিন্তু ২৫এ মে পর্য্যন্ত তাহারা বেশ ধীর ভাবে আপনাদের গতি বিধি গোপন রাখিয়াছিল। ৩১এ তারিখে তাহারা ইংরাজের রাজকোষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে এবং কোষাগার জ্বালাইয়া দেয়। ঐ সময়ে স্থানীয় ইংরাজেরা গীর্জ্জাঘরে লুকাইয়া আত্মরক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে অন্যান্য স্থান হইতে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া পড়ায় ইংরাজগণ আস্তে আস্তে পাবায়ন অভিমুখে পলাইতে থাকে এবং বিদ্রোহী দল স্বেচ্ছামত ধনরত্ন হস্তগত করিয়া নগরের ইংরাজবাস জ্বালাইয়া বরেলীর দিকে চলিয়া যায়। এখানে পূর্ব্ব হইতেই বহু বিদ্রোহী দলবদ্ধ হইয়াছিল, শাহজহানপুরের পাঠানেরা যাইয়া তাহাদের দল পুষ্টি করিল।

১লা জুন তারিখে বিদ্রোহী দলনেতা কাদের আলীখাঁ শাহজহানপুরে নিজের শাসনবিস্তার করিলেন; তদনুসারে এখানকার পূর্ব্বতন গোলাম কাদের খাঁ ১৮ই জুন তারিখে বরেলী যাইয়া খাঁ বাহাদুর খাঁকে সকল অবস্থা অবগত করিলে তিনি তাঁহাকে পুনরায় শাহজহানপুরের নাজিম করিয়া পাঠাইলেন। গোলাম কাদের ২৩এ তারিখে পুনরায় স্বদেশে আসিয়া নবাবী মসনদে উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশ পালন করিল না। তখন বিদ্রোহী দল সর্ব্বত্র আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এখানে আফগান শাসন চলিয়াছিল। শেষোক্ত মাসে ইংরাজসৈন্য ফতেগড় অধিকার করে। সুবিধা না দেখিয়া ফতেগড়ের নবাব ও ফিরোজ শাহ আত্মরক্ষার উদ্দেশে শাহজহানপুর হইয়া বরেলী যাইয়া আশ্রয়লাভের চেষ্টা পান। এদিকে লক্ষ্ণৌ নগরের অধঃপতনের পর নানা সাহেবও শাহজহানপুরে ১০ দিন মাত্র বাস করিয়া বরেলীতে আশ্রয় লইলেন। উক্ত জানুয়ারী মাসে নবাব হামিদ হসন খাঁ ও মহম্মদ হসন নামক কর্ম্মচারীদ্বয়কে ইংরাজের সহিত ষড়যন্ত্রকারী জানিয়া নিহত করেন। উক্ত বর্ষের ৩০এ এপ্রিল তারিখে লর্ড ক্লাইডের অধীনে ইংরাজ সেনাদল শাহজহানপুরে উপনীত হয়। বিদ্রোহীদল মহম্মদী নামক স্থানে পলায়ন করে। ২রা মে ইংরাজসেনার কিয়দংশ এখানে রাখিয়া লর্ড ক্লাইড বরেলী যাত্রা করেন। এখানে বিদ্রোহী দল নয়দিন ইংরাজ সেনাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখে। ব্রিগেডিয়ার জোন্স সদলে আসিয়া ১২ই তারিখে তাহাদিগকে মুক্ত করেন, ইহার পর শাহজহানপুরে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়।

শাহজহানপুর, তিলহর,জলালাবাদ, খুদাগঞ্জ, মীরণপুর কাটরা ও পাবায়ন নগর এখানকার বাণিজ্যপ্রধান এবং তথায় লোকসংখ্যাও অধিক। দেববহা ও রামগঙ্গা নদী ব্যতীত রোহিলখণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, পাবায়ন-জলালাবাদ রোড, লক্ষ্ণৌ হইতে বরেলী, শাহজহানপুর ও তিলহর এবং ফতেগড় হইতে জলালাবাদের মধ্য দিয়া মীরণপুর কাটরা পর্য্যন্ত যে চারিটী পাকারাস্তা আছে, তাহাতে শকটযোগে স্থানীয় বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়। আউধরোহিলখণ্ড রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ায় বর্ত্তমান বাণিজ্য রেলষ্টেসনসমূহে কেন্দ্রগত হইয়াছে। এখানকার চিনির কারবার উল্লেখযোগ্য।

এখানে নদী নালা থাকিলেও প্রায়ই অনাবৃষ্টিনিবন্ধন জল

কষ্ট হইয়া থাকে। ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-০৪, ১৮২৫-২৬, ১৮৩৭-৩৮, ৮৬০-৬১, ১৮৬৮-৬৯, ও ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ঘটিয়াছিল। এখানে ৩টী দেওয়ানী ও ১০টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব তহশীল বা উপবিভাগ। শাহজহানপুর, জামৌর ও কান্ত পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪০১ বর্গ মাইল। উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। দেববহা বা গড়া নদীর বামকূলে খানৌত সঙ্গমের অদূরদেশে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। অক্ষা ২৭° ৫৩´ ৪১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। গড়া-খানৌত সঙ্গমের উপর একটী প্রাচীন দুর্গ এবং তাহার পার্শ্বে খানৌত নদীর উপর হাকিম মেহেন্দী আলী নির্ম্মিত সুগ্রথিত সেতু আছে। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব বাহাদুর খাঁ কর্ত্তৃক মোগল সম্রাট্ শাহজহানের নামে এই নগর স্থাপিত হয়। নগরপ্রতিষ্ঠা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় ২৬২ বৎসর অতিবাহিত হইল, এখানকার ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহের দুর্ঘটনা ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এখানে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। জেলায় বর্ণিত চারিটী পাকা রাস্তা এই নগরের নিকট দিয়া গিয়াছে। ঐ সকল রাস্তা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, বরেলী, ফরুখাবাদ, পিলিভিৎ, মহম্মদী ও হার্দোই প্রভৃতি নগরে যাতায়াতের সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে। ইংরাজসেনার বারিক এখানকার প্রসিদ্ধ অট্টালিকা। কেরু কোম্পানীর চিনির কারখানা এবং রম নামক মদ্য চোলাই কারখানা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে উক্ত মদ্য "শাহজহানপুর-রম" নামে বিক্রীত হয়।

শাহজহানপুর, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের একটী নগর। বোম্বাই-আগ্রা ট্রাঙ্করোড নামক রাস্তার ধারে গুণা হইতে ১০৬ মাইল এবং ইন্দোর রাজধানী হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত শাহজহানপুর জেলার সদর।

শাহ জহান বেগম, ভূপালের এক শাসনকর্ত্রী। ১৮৬৮ খৃঃ ৩০এ অক্টোবর, ইঁহার মাতা সেকন্দর বেগম লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে ইনি ভূপালের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভূপাল-রাজ্যের দ্বিতীয় মন্ত্রী মহম্মদ শাদি হোসেন খাঁর সহিত ইঁহার নিকা হয়।

শাহজাদপুর, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার শিরাঠু তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। গঙ্গানদীর কূলে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার এক মাইল উত্তর ও শিরাঠু হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৯´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২১´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে জনক্ষয়-নিবন্ধন ইহার পূর্ব্বশ্রী বিনষ্ট হইতেছে। এখানে এক প্রকার ছাপা ছিটের কাপড় প্রস্তুত হয় এবং সোরার ব্যবসাই প্রধান।

শাহ তকি, একজন মুসলমান ফকীর। ইনি ১৪৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঝাঁসীতে ইহার সমাধিমন্দির এখনও বর্ত্তমান। এই স্থানে প্রতিবৎসর মুসলমানগণ সমবেত হইয়া ইহার স্মরণোপলক্ষে মহোৎসবাদি করিয়া থাকেন।

শাহ তাহীর জুনাইদি, শাহ জাফরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হুমায়ুন বাদশাহের সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আহ্মদনগরের বুরহান নিজাম শাহের মন্ত্রি-রূপে নিযুক্ত হন। ইনি শিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে শাহ তাহীর সম্রাট্কে শিয়া মতে দীক্ষিত করেন। ১৫০৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। ইঁহার রচিত এখনও অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাহদরা, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। ইরাবতী নদীর পশ্চিম কূলে লাহোর নগরের অপর পারে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২০´ পূঃ। এখানে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান মধ্যে মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, তদীয় মহিষী জগৎপ্রসিদ্ধ নূরজহান বেগম ও রাজশ্যালক আসফ্ খাঁর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ মসজিদের শিল্প ও গঠননৈপুণ্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ। লাহোরবাসী ঐ উদ্যানে প্রায়ই বেড়াইতে যান। শিখদিগের অভ্যুদয়ে ঐ সকল সমাধিমন্দির অনেকটা শ্রীহীন হয়। শিখগণ ঐ সকল মসজিদ্ গাত্র হইতে মর্ম্মরপ্রস্তর খুলিয়া লইয়া অমৃত-সহরের শিখমন্দিরে সংগ্রথিত করিয়াছেন। এখানে পঞ্জাব-নর্দ্দার্ণ-ষ্টেট রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে।

শাহদরা, যুক্ত প্রদেশের মিরাট জেলার গাজিয়াবাদ তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্ব যমুনা-খালের বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৪০´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২০´ ১০´´ পূঃ। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব দিল্লী রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহ এই নগর স্থাপন করিয়া "শাহদার" নাম দেন। তাহা হইতেই উহা শাহদরা নামে আখ্যাত হয়। উক্ত সম্রাটের অধিকার কালে এখানে সেনা-বিভাগের শস্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। ভরত-পুরের জাট সর্দ্দার রাজা সুর্য্যমল এবং পাণিপথ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আহ্মদ শাহ-দুররাণী এই নগর লুণ্ঠন করেন। জুতা ও অন্যান্য চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য এবং চিনির কারবারের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

শাহদাদ্‌পুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরসিন্ধু সীমান্ত জেলার একটী তালুক। সুজাবল, রতো-দেরো ও মাম্বার তালুকের কতকাংশ লইয়া এই তালুক গঠিত।

শাহদাদ্‌পুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের হায়দরাবাদ জেলার হালা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৭৩১ বর্গমাইল। এখানে ৭টী থানা ও তিনটী ফৌজদারী আদালত আছে। গ্রামসংখ্যা ১১১টী।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। জাম্বা খালের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৪০´ পূঃ। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী অতীত হইল, মীর শাহদাদ নামে এক মুসলমান এই নগর স্থাপন করেন। এখানে তৈল, চিনি ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

শাহধেরী (ধেরী শাহান্), পঞ্জাব প্রদেশের রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কনিংহাম্ ইহাকে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ স্থানে ঐ নগরের ধ্বস্ত স্তূপ নিপতিত আছে। উহার বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম গুলির নিদর্শন আজিও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে নূতন আলোক ও আনন্দ ঢালিয়া দেয়। মর্গালা গিরিসঙ্কটের কএক মাইল উত্তরে এই নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগালিক আরিয়ান্ ইহাকে সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিদনবীর আলেকজান্দার এখানে সসৈন্য তিন দিবস রাজাতিথ্য গ্রহণ করেন। অনুমান ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা হিয়ান্ পবিত্র তক্ষশিলাপুরি সন্দর্শন করিয়া যান। পরে তাঁহার সমধর্ম্মী য়ুঅন্ চুঅঙ্গ ৬৩০ ও ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে কাশ্মীরে এখানকার শাসন-কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষগুলি ছয় ভাগে বিভক্ত। পর্ব্বতগাত্রে স্থাপিত বর্ত্তমান শাহধেরী গ্রামের পার্শ্বভাগে বীর নামক যে সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়, উহার অভ্যন্তর হইতে ইষ্টক, মৃদ্বাসন, বহুসংখ্যক মুদ্রা ও রত্নালঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে। মর্গালা শৈলের শিখরদেশে হাতিয়াল নামে দুর্গাংশ, উহাই প্রাচীন নগর ও রাজপ্রাসাদের নিদর্শন। এখনও ভগ্নপ্রায় প্রাচীরবেষ্টিত সচূড় বপ্রাদি তাহার অতীত সমৃদ্ধিজ্ঞাপন করিতেছে। প্রাচীরপরিবেষ্টিত শির্‌কাপ্ নামক স্থান অপর একটী দুর্গের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। বাবরখানা একটী সুবৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ডাঃ কানিংহাম্ বলেন, চীনপরিব্রাজক হিয়ুন্‌ৎসঙ্গ যে অশোকনির্ম্মিত স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই বাবরখানা তাহারই অন্যতম নিদর্শন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধ প্রভাবজ্ঞাপক অনেক বিহার ও সঙ্ঘারামাদির বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়।

শাহ নবাজ খাঁ, আবদুল রহিম খাঁ খান খানানের পুত্র। যুবরাজ শাহজহানের সহিত ইহাঁর কন্যার বিবাহ হয়।

শাহ নবাজ খাঁ, বাদসাহ শাহজহানের রাজত্ব কালের একজন ওমরাহ। ইনি উজীর আসফ্ খাঁর পুত্র আলমগীর বাদসাহ ও তদীয় ভ্রাতা যুবরাজ মুরাদ বক্‌সের শ্বশুর। কিন্তু "মাসির-উল-উমরা" নামক গ্রন্থে লিপিতে আছে যে ইহার পিতার নাম মির্জ্জা রুস্তম কান্দাহারী। ইহাঁকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে মুরাদ বক্‌সের গৃহে তদীয় ভ্রাতা আলম্‌গীরের আদেশে ইহাঁকে বন্দী করা হয়। দারাশেকো মুলতান হইতে পলায়ন করিয়া যখন আহ্মদাবাদে আসিয়া ছিলেন, শাহনবাজ খাঁ তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, মুরাদ বক্‌সের স্ত্রী তখন শাহ নবাজ খাঁর নিকটেই অবস্থান করিতেন। ঐ রমণী আলম্‌গীরের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ছিলেন, কেননা আলম্‌গীর তাঁহার স্বামীকে নিহত করেন। মুরাদ-বক্‌সের স্ত্রীর পরামর্শে শাহ নবাজ খাঁ দারার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আলমগীরের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে আজমীরে উপস্থিত হন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ রবিবার আজমীরে আলমগীরের সৈন্যদের সহিত ইহাঁদের প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দারা পলায়ন করেন এবং শাহ নবাজ খাঁ নিহত হন।

শাহ নবাজ খাঁ, শাহ আলমের জনৈক ওমরাহ। ইনি মিরাট-আফ্‌তাব নুমাই নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আফ্‌তাব নুমাই বর্ত্তমান দিল্লীর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

শাহ নবাজ খাঁ, ইঁহার প্রকৃতি প্রকৃত নাম আবদুল রজক। সমসামউদ্দৌলা পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ইনি খোরাসানের খবাফদেশের সাদত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রপিতামহ আমীর কমালুদ্দীন্ খোয়াফ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অকবরের রাজত্ব কালে হিন্দুস্থানে আগমন করেন এবং দিল্লীর রাজসভার সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণের মধ্যে প্রতিপালিত হন। কমালউদ্দীনের পুত্র মীরহোসেন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মীরহোসেনের পুত্রের নাম মীরকমালউদ্দীন্। ইনি আমানত খাঁ নামেও অভিহিত হইতেন। শাহ জহান আমানত খাঁকে বড় ভালবাসিতেন। আলমগীরও আমানত খাঁকে লাহোর, মুলতান, কাবুল ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমানত খাঁ কোনও সময়ে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ানী

পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল কাদের দৌলত খাঁ সরকারী প্রধান খাজাঞ্চী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মীর হোসেন আমানত খাঁ সুরাটের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র আবদুল রহমান উজারদখাঁ মালব এবং বিজাপুরের দেওয়ানী পদে কার্য্য করিতেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন, ইহার রচিত দিবান্ গ্রন্থে ইহার বিক্রামী নাম পাওয়া যায়। ৪র্থ পুত্র কাসিম মুলতানের দেওয়ান ছিলেন। এই কাসিমের পুত্র মীর হোসেন আলীর ঔরসে ১৭০০ খৃঃঅব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে শাহ নবাজ খাঁর জন্ম হয়। ইনি বেরার প্রভৃতি বহু স্থানেই কার্য্য করেন ও সলাবত জঙ্গের অধীনে ৭ হাজার সৈন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। এই সময়ে ইনি সমসামুদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৫৮ খৃঃঅব্দে ১ মে ইনি সহসা নিহত হন। ইঁহার সহিত ইহাঁর একটী পুত্রও নিহত হইয়াছিল। শাহ নবাজ খাঁও একজন সুলেখক ছিলেন, ইনি মাসির-উল্ ওমরাই তৈমুরিয়া নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৈমুরবংশীয় যে সকল প্রধান লোক হিন্দুস্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে কার্য্য করিতেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই জীবনী। তাঁহার মৃত্যুকালে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ এবং অসংগৃহীত ছিল। মীর গুলাম আলী আজত এই গ্রন্থ খানি সংগ্রহ করেন এবং উহাতে গ্রন্থকারের জীবনী লিখিয়া দেন। অতঃপর শাহ নবাজ খাঁর পুত্র মীর আবদুল হাই খাঁ এই গ্রন্থ খানিকে পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

শাহনূর, একজন সুবিখ্যাত দরবেশ, ১৬৯৩ খৃঃ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। আরঙ্গাবাদের নিকটে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইঁহার সমাধিস্থান দেখিবার জন্য বহু সংখ্যক মুসলমান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

শাহ নূর আসারি, একজন সুবিখ্যাত কবি। ইনি জাহির উদ্দীন্ ফারিয়াবীর শিষ্য, সুলতান মহম্মদ খারিজম্ শাহের রাজত্বকালে ইনি সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইহাঁর পিতার নাম তাকাম। ১২০৪ খৃঃঅব্দে তাব্রিজে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শাহপুর, পঞ্জাবের একটি জেলা, অক্ষা° ৩১° ৩২´ হইতে ৩২°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৭´ হইতে ৭৩° ২৪´ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৪৬৯ বর্গমাইল। রাবলপিণ্ডী বিভাগের উত্তরাংশে এই জেলা সংস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় পিণ্ডদাদন খাঁ ও ঝিলামের তলাগঙ্গ তহশীল। পূর্ব্বসীমায় গুজরাট ও গুজরান্‌বালা জেলা এবং চেনাব নদী; দক্ষিণ সীমায় ঝাং জেলা, পশ্চিম সীমায় দেরা-ইস্‌মাইল খাঁ ও বান্নু জেলা। এই জেলা আবার তিনটী তহশীলে বিভক্ত—পূর্ব্বভাগে ভেরা, পশ্চিম শাহপুর ও ঝিলাম পারে খুসাব তহশীল। পঞ্জাবের জেলাসমূহের ভূমিপরিমাণের হিসাবে শাহপুর সপ্তম স্থানীয়, কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় ইহার লোকসংখ্যা অতি কম। ঝিলাম্ নদীতটবর্ত্তী শাহপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে এই জেলার শাসনসংক্রান্ত সদর কার্য্যালয়সমূহ অবস্থিত।

ঝিলাম্ নদের দ্বারা এই জেলাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থলই অনুর্ব্বর, তবে জল-সেচনের ব্যবস্থা হইলে স্থলবিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে। চেনাব এই জেলার অপর একটী নদী। এই জেলার দক্ষিণ অংশ নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশিদ্বারা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বালুকারাশি উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়। উত্তরাংশে লবণপর্ব্বতশ্রেণী ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া লোকেশ্বর পর্ব্বতে মিলিত হইয়াছে। সোমেশ্বর পর্ব্বত সামুদ্রিক সমতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। সোমেশ্বর পর্ব্বত প্রদেশে কতিপয় সুদৃশ্য হ্রদ পরিলক্ষিত হয়। পর্ব্বতমালার উপত্যকায় শস্যশ্যামল ভূখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীসমূহ কুলুকুলু রবে পর্ব্বতচরণাস্ত প্রস্থ ভূভাগের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে করিতে নিম্ন ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইতেছে।

ঝিলাম্ নদী উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া সমগ্র জেলাটীকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হইলে ঝিলামের জলপ্লাবনে উহার তট হইতে বহুদূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ বন্যায় পরিপ্লুত হয়। ইহাতে যদিও অধিবাসীদিগকে সহসা বিপদে পতিত হইতে হয়, কিন্তু ইহার ফলে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

চেনাব নদী শাহপুর ও গুজরাণবালা জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমারূপে বিদ্যমান। এই জেলায় এই নদীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫ মাইল। চেনাব ঝিলাম্ অপেক্ষা বিস্তৃত হইলেও এই নদী ঝিলামের ন্যায় খরস্রোতা নহে। ঝিলামের স্রোত এক ঘণ্টায় ৪ মাইল প্রবাহিত হয়। কিন্তু চেনাবের স্রোতের গতি ঘণ্টায় আড়াই মাইল মাত্র। ঝিলামের প্লাবনে ভূমির যেরূপ উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়, চেনাবের প্লাবনসংন্যস্ত পলি মৃত্তিকায় সেরূপ গুণ নাই।

শাহপুরে বন বিভাগ আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সবিশেষ কিছুই নাই। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ লবণ যথেষ্ট আছে। ঝিলাম্ জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা লবণের কারখানা। শাহপুর জিলার বর্চ্চা নামক স্থানে একটী মাত্র লবণের খনিতে কার্য্য হইতেছে। শাহপুরে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময়ে বহু সোরার কারখানায় কার্য্য হইত, কিন্তু এক্ষণে সে কারবার একবারে বিলুপ্ত প্রায়। লৌহ, সীসা, উদ্ভিদঙ্গার, সলফেট অব্ লাইম এবং অভ্রাদি এই স্থানের পর্ব্বতমালায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ এতই অল্প যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায় চলিতে পারে না।

মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে এই জেলার ইতিহাস অতীব অস্পষ্ট। কিন্তু ভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, প্রাচীন সময়ে এখানে লোকনিবাস ছিল। এই জেলার বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে কোথাও বা ভূপ্রোথিত ইষ্টকরাশি, কোথাও বা নাতিগভীর ইষ্টকনির্ম্মিত কূপ, কোথাও বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভগ্নপাত্রাদির স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ জলের অভাব হওয়ায় এই সকল স্থান ধীরে ধীরে লোক-নিবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই এখনও এই জেলাতে অনেক স্থানই মানুষের আবাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ৬০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর করিয়া কূপ খনন করিলেও কূপে জলোদ্ধার হয় না, হইলেও সে জল ব্যবহার করিতে পারা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। মহাবীর আলেকজান্দারের সমসাময়িক ইতিবৃত্তবিদ্‌গণ বলেন, এই স্থানে নরনিবাসে পরিপূর্ণ ছিল। অকবরের রাজত্ব সময়েও নাকি শাহপুর জেলার যথেষ্ট উন্নত অবস্থা বর্ত্তমান ছিল।

মহম্মদ শাহের শাসন সময় হইতেই আমরা শাহপুরের পরিস্ফুট ইতিহাসের প্রমাণ পাই। আনন্দবংশীয় রাজপুত রাজা সলামত রায় ভেরায় রাজধানী সংস্থান করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম গুলিকে স্বীয় আয়ত্তে রাখিয়া শাসন করিতেন। নবাব আহম্মদীয়ার খাঁ খুশাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই জেলার দক্ষিণপূর্ব্বস্থ ভূখণ্ডে মুলতানের শাসনকর্ত্তা মহারাজ কুমারমল শাসন দণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে শিখ ও আফগানগণ এখানে স্বীয় শাসনপ্রভাব বিস্তার করিতেন। আহ্মদ শাহ দুরাণী ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে নূর-উদ্দীন বমিজকে তদীয় পুত্র তৈমুরের সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত তৈমুরের দারুণ যুদ্ধ চলিতে ছিল। সৈন্যগণ খুশাবের নিকটে ঝিলাম্ নদী পার হইয়া ভেরা, মিয়ানী এবং চক্‌সাহু নামক তিনটী সমৃদ্ধিশালী নগরকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। কালক্রমে ভেরা ও মিয়ানী সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে আবার সমৃদ্ধির মুখ দর্শন করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চক্‌সাহু এখন কেবল নাম মাত্রেই প্রাচীন পরিচয় বজায় রাখিয়াছে। নবাব আহম্মদায়ার খাঁর মৃত্যুর পরে খুশাব রাজা সলামত রায়ের শাসনাধীন হইয়াছিল।

আব্বাস খাঁ নামে একজন শাসনকর্ত্তা আহ্মদ শাহের প্রতিনিধি রূপে পিণ্ডদাদন খাঁ নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, লবণপর্ব্বতশ্রেণীও ইঁহার শাসনাধীন ছিল। ইনি ভেরার রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিহত করেন এবং ভেরায় স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। আব্বাস খাঁ এই সকল স্থান হইতে যে রাজস্ব আদায় করিতেন, সে সমস্তই প্রায় নিজেই ভোগ তছরূপ করিতেন। এই অপরাধে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কারাবাসে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে সলামত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেসিংহ ভেরার অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে আহ্মদ শাহের সহিত শিখদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী শিখদিগকে সমাশ্রয় করেন। সুকর-চকিয়া মিশিলের নেতা ছত্রসিংহ বিজয়গৌরবে স্পর্দ্ধিত হইয়া সহসা লবণপর্ব্বতশ্রেণী করায়ত্ত করিতে প্রয়াস পান। এদিকে ভাঙ্গি রাজন্যবর্গ পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে চেনাব নদের তটান্ত পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহা আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লয়েন। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা সম্রাটের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজ নিজ বীরত্ব প্রভাবে সাহিবাল, মিঠাতিবানা এবং খুসাবে শিখগণের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমশঃই অরাজকতার অসঙ্গত আক্রমণে, এবং সীমা সম্বন্ধীয় বিবাদে এই অঞ্চল সততই অশান্তিতে আন্দোলিত হইতেছিল। এই অবস্থায় শিখবীর মহাসিংহের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার প্রভাবগৌরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির পরস্পর কলহ একবারে প্রশমিত হইয়া যায়। অতঃপর তৎপুত্র স্বনামধন্য বীরকেশরী রণজিৎসিংহ সম্যক্ পঞ্জাবে স্বীয় অসাধারণ প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মানসিংহ মিয়াণী নগর স্বীয় শাসনাধীন করেন, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র মহারাজ রণজিৎসিংহ ভেরায় স্বীয় শাসন-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে রণজিৎ শাহবাল ও খুসাবের বলুচ শাসনকর্ত্তা দ্বয়কে বিতাড়িত করিয়া এই দুই স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়ে তিনি আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক নিজের শাসনাধীন করিয়াছিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে ঝঙ্গের শিয়াল-বংশীয় সামন্তরাজবর্গের শাসিত স্থানগুলিও রণজিতের শাসনাধীন হয়।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রণজিতের বিজয়ধ্বজা মিঠাতিবানায় উড্ডীন হয়। মিঠাতিবানার মালিকগণ রণজিতের বিজয়োন্মত্ত সেনাদের বীরগর্ব্ব দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সুদূরে পলায়ন করেন। কিন্তু রণজিৎ মিঠাতিবানাগণের ক্ষমতা বিলক্ষণ রূপেই জানিতেন। সুচতুর রণজিৎ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরে তাঁহাদের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং হরিসিংহ নামক জনৈক শিখসর্দ্দারের প্রতি তিবানাদের রাজ্যশাসনের ভার সংন্যস্ত হইয়াছিল। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিবানাদের প্রতিনিধি ফতে খাঁকে রণজিৎ জামরুদ্ নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। রণজিৎ তৎপুত্র ও পৌত্র অল্প সময় মধ্যেই ক্রমে ক্রমে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। [রণজিৎ সিংহ দেখ।] এই সময়ে মালিক ফতেখাঁ যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

ফতেখাঁর দুর্ব্যবহারে শিখগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফতেখাঁর চক্রান্তে শিখনেতা ধ্যানসিংহ নিহত হন। ইহাতে শিখগণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ফতেখাঁকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়ে লেফ্‌টেনাণ্ট এডোয়ার্ড ফতেখাঁকে কারামোচন করিয়া তাঁহাকে মূলতান বিদ্রোহ দমন করার জন্য বান্নু নগরে প্রেরণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই একটা খণ্ডযুদ্ধে শিখেরা ফতেখাঁকে গুলি করিয়া নিহত করেন। ফতেখাঁর ভ্রাতা ও পুত্র ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময়েই শাহপুর ইংরাজের হস্তগত হয়। ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভে শাহপুর এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল অসভ্যপ্রায় জাতির আবাস ছিল। ইহারা কোনও স্থানে নির্দ্দিষ্টরূপে ঘর বাড়ী করিত না, কেবল এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। বৃটীশ শাসন বিস্তারের সঙ্গে ইহারা ক্রমশঃ গৃহী হইয়া পড়িয়াছে।

শাহপুর জেলায় ৬টী সহর আছে—১ শাহপুর, ২ ভেরা, ৩ খুসাব, ৪ শাহিবাল, ৫ মিয়ানী, ৬ গিরোট।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে গমই এখানে প্রধান। এত দ্ব্যতীত বাজরা, জোয়ার ও ধান উৎপন্ন হয়। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে লবণ, অহিফেন, সাজিমাটি, পশম, ঘৃত, সোরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় এই জেলার প্রধান রোগ।

শাহপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত শাহপুর জেলার একটী তহশীল। শাহপুর জেলার জাটদোয়াব অঞ্চলে এই তহশীল অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১০৩২ বর্গ মাইল। এই তহশীলে ন্যূনাধিক ২৩৯টী গ্রাম ও নগর আছে।

শাহপুর, শাহপুর জেলার সদর প্রধান সহর। অক্ষা° ৩২° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩২´ পূঃ, লাহোর-দেরা-ইস্‌মাইল্ খাঁ রাস্তার উপর ঝিলাম্ নদীর বামদিকে অবস্থিত। এই সহর হইতে দুই মাইল দূরে ঝিলাম্ নদী প্রবাহিত হইতেছে। সৈয়দবংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ এই সহর সংস্থাপন করেন। শাহ সাম্‌স্ তাঁহাদের নেতা ছিলেন। শামের বংশীয়েরাই এখনও এই স্থানের অধিকারী। সহরের পূর্ব্ব ভাগে শাহ সামের সমাধি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শাহ সামকে মুসলমানগণ ভগবৎ-প্রেরিত সাধু বলিয়া মান্য করিতেন। এখনও তাহার সমাধির নিকট প্রতিবর্ষে বিশাল মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় অন্যূন ২০০০০ লোক সমবেত হয়।

শাহপুর, মথুরা জেলার কোশী তহশীলের একটী ক্ষুদ্র পল্লী। এখন এই গ্রামে সমৃদ্ধির কোন পরিচয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বে এখানে নবাব আসরফ্ আলীর রাজধানী ছিল। গ্রামের বাহিরে এখনও তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নবাবের জীবদ্দশায় এই স্থানটী সর্ব্ব প্রকার সমৃদ্ধিশালী ছিল।

শাহপুর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটী সহর।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের সাগর জিলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নিমার জিলার বুরহানপুরের অধীন একটী পল্লীগ্রাম।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলা জেলার পর্ব্বতশ্রেণী। এই স্থানটী নর্ম্মদা নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত। গোঁড় ও বৈগা এই স্থানের অধিবাসী। গেজর ও গজাই নির্ঝর এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমুন্নত গিরিবক্ষ বিদারণ করিয়া এই দুই জলপ্রবাহ নিম্ন দেশে প্রবাহিত হইয়া পথে পথে নয়ন-সুভগ বহুল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম জলপ্রপাতটীর উচ্চতার পরিমাণ ৬০ ফিট। এই জলপ্রপাতের পশ্চাৎ ভাগে অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ব্যাঘ্রভল্লুকাদি নিষেবিত ভীষণ গহ্বর। জন সাধারণের সংস্কার, এই ভয়ঙ্কর স্থানটী মহাদেবের অনুচর ভূত প্রেত পিশাচ ও প্রমথগণের মহাভৈরব তাণ্ডব নৃত্যের নিত্য রঙ্গস্থলী। ভূতনাথ ভবানীপতি মহাদেবই নাকি এই পর্ব্বতমালার অধিপতি।

শাহপুর, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড় রাজ্যের অধীন একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহার পরিমাণ দশ বর্গ মাইল মাত্র।

শাহপুরা, রাজপুতনার একটী দেশীয় রাজ্য। এই অঞ্চলটী বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত হইলেও অনুর্ব্বর নহে। গোচারণের ভূমিও এখানে যথেষ্ট আছে। শাহপুরার রাজা উদয়পুরের মহারাণার নিকট হইতেও ৮০ খানি গ্রাম পত্তনী লইয়া তালুকদারের ন্যায় কর দিয়া ভোগ দখল করিতে থাকেন। সুতরাং এটি একটী করদ রাজ্য। ইহার রাজা শিশোদিয়া রাজপুতবংশীয়। উদয়পুরের পূর্ব্বতন রাণারাই ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ। সূর্য্যমল্ল এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার নিকট হইতে উদয়পুরের খেরার পরগণা প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ শাহজহান তাঁহার পুত্রের বীরত্বদর্শনে প্রীত হইয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে ফুলিয়ার পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। সূর্য্যমল উদয়পুরের রাণার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে শাহ-পুরের রাজা বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া সনদ গ্রহণ করেন।

২ রাজপুতনার উক্ত শাহপুরা রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৭° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১´ পূর্ব্ব। এই স্থানে হিন্দুই প্রধান অধিবাসী।

৩ মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলাজেলার রামগড় তহশীলের অধীন একটী সহর।

শাহপুরী, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী দ্বীপ, নায়াফ নদীর মুখে

অবস্থিত। এই স্থানটী লইয়াই প্রথমতঃ ব্রহ্মবাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা অনেক দিন বিনা আপত্তিতে এই দ্বীপের ভোগদখল করিতেছিলেন। বহুদিন পরে ব্রহ্মরাজের চৈতন্য হইল তিনি দ্বীপটাকে স্বীয় অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। ব্রহ্মদেশের কর্তৃপক্ষ এই স্থানে ঘাটকর সংস্থাপন করিয়া চট্টগ্রামের নৌব্যবসায়ীদের নিকট করের দাবী করেন। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ব্রহ্মের কর্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে নাবিকগণের নৌকা আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। এবং একজন সারেঙ্গকেও নিহত করা হয়। ইহার পরেই নায়ক নদের পূর্ব্বপারে অস্ত্রধারী ব্রহ্মসেনাগণ যুযুৎসুভাবে সমবেত হয়। ইহা দেখিয়া চট্টগ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃটীশ কর্তৃপক্ষের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করে। ১৮২৩ খৃঃঅব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মদেশের রাজকীয় কর্ম্মচারীরা সসৈন্যে আসিয়া শাহপুরী অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রায় এক সহস্র লোক সমর সাজে আসিয়া ইংরাজদের রক্ষিত প্রহরী প্রভৃতিকে নিহত ও আহত করিয়া শাহপুরীতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজকর্তৃপক্ষ কলিকাতা হইতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যপ্রেরণের ফলে অনেকদিন পর্য্যন্ত মগেরা চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমায় আর স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করার নিমিত্ত অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ইংরাজদিগকে শাহপুরী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজ আরাকানের রাজার উপর আদেশ জারি করেন। পরে আবা হইতে রাজকর্ম্মচারীরা শাহপুরী দখল লইবার জন্য সসৈন্যে শাহপুরীতে আগমন করেন। ফলতঃ শাহপুরীর অধিকার-নির্ব্বাচনই ব্রহ্মযুদ্ধের মূল কারণ। এই সকল কারণে ১৮২৭ খৃঃ অব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারী প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

শাহপৌ, মথুরা জেলার শাহাবাদ তহশীলের একটী সহর। শাহাবাদ সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৬′ ১৩″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১০′ ৪৯″ পূঃ। স্থানটী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের জলেশ্বর রোড ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে পুলিশথানা ও ডাকঘর উভয়ই আছে। রবিবারে ও বুধবারে এইস্থানে হাট বসিয়া থাকে।

শাহবন্দর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৩° ৩৫′ হইতে ২৫° উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭° ২০′ হইতে ৬৮° ৪৮′ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ৩৩৭৮ বর্গমাইল।

স্থানটী প্রধানতঃ একটা সমতল ভূমি ও নদীমাতৃক। সিন্ধুনদের স্রোতের জলে ইহাকে কতকটা ঐ নদের ব দ্বীপে পরিণত করিয়াছে। স্থানটী কতকগুলি নদীনালায় বিভক্ত। এই সকল নদী নালার মধ্যে কোরি খাল এবং পিঞ্জারী বা শিরনদী প্রধান। ইহার নানাস্থানে বহুসংখ্যক আম্রকুঞ্জ ও তিন্তিড়ীবৃক্ষের বন দৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণপশ্চিমাংশ সিন্ধুর বন্যায় ডুবিয়া যায়। ইহার কটিদেশ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি। মহিষাদি এইস্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। ধান্যই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, এতদ্ব্যতীত গম, কার্পাস, তামাক ও ইক্ষুও এই স্থানে জন্মিয়া থাকে।

২ এই মহকুমার একটী তালুক। উহার পরিমাণ ১৩৮৮ বর্গমাইল।

৩ শাহবন্দর তালুকের প্রধান নগর। মুগলভীনের ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং সুজাবাল হইতে ৩৩ মাইল দক্ষিণে সিন্ধুনদীর 'ব' দ্বীপাংশে এই বন্দর সংস্থাপিত। পূর্ব্বে এই স্থানটী মোলির নদীর পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। এখন এই স্থান হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল দূরে। এই সহরের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে লবণভূমি, পশ্চিমদিকে সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ জঙ্গল। সিন্ধুনদের বন্যায় আরঙ্গাবাদের কিয়দংশ যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন ইংরাজেরা আরঙ্গাবাদ হইতে শাহ-বন্দরে তাঁহাদের কারখানা তুলিয়া আনিয়া সংস্থাপন করেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের সিন্ধুর প্লাবনে শাহবন্দর একটী নগণ্য পল্লীতে পরিণত হয়।

শাহবাজ খাঁ কম্বু, সম্রাট্ অকবর শাহের সভাস্থ একজন আমীর। হাজি জমালের বংশধর ও ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন। এই হাজি জমাল মুলতানের সেখ বাহা-উদ্দীনের ধর্ম্মশিষ্য ছিলেন। ইনি জীবনের প্রথমাংশে দরবেশ বা ফকীর ছিলেন, পরে অকবর বাদশাহ ইঁহাকে ওমরাহ পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আমীরের পদে উন্নীত হন। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে শাহবাজ খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপদ লাভ করেন। ১৫৯৯ খৃঃ, ৭০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। আজমীরের খাজা মইন-উদ্দীন্ চিস্তির প্রকাণ্ড সমাধিমন্দিরের নিকটে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। শাহবাজ খাঁ একজন বিখ্যাত দাতা, ইঁহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, ইঁহার নিকটে কোনও মন্ত্রপূত প্রস্তরখণ্ড আছে।

শাহবাজনগর, শাহজহানপুর তহশীলের একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৫৬′ ৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ০৫′ ৬″ পূঃ। দারানদী তটে শাহজহানপুর হইতে ৩ মাইল দূরে এই পল্লী অবস্থিত। শাহবাজখানের নামানুসারে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পল্লীটী সংস্থাপিত হয়। শাহবাজ খাঁ এইস্থানে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া প্রায়শঃ অবস্থান করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এই স্থানের ভোগদখল করেন। ইঁহারা বিদ্রোহীদের

সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ইহাদিগকে এইস্থান হইতে বঞ্চিত করেন এবং বরেলির ডিপুটী কালেক্টর মৌলবী সেখ খয়ের উদ্দীন্‌কে এই স্থান অর্পণ করেন।

শাহবাজপুর, যুক্ত প্রদেশের ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহ-একটী গ্রাম, অক্ষা° ২৫° ৫৫′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০° ৩৯′ ৩৫″ পূঃ; বিন্দকী হইতে ৭ মাইল এবং ফতেপুর সহর হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ভাল বাজার আছে।

শাহবাজ বান্দা নবাজ, ইস্ক-নামা ও সাদ্দিৎ-নামা নামক দুই খানি গ্রন্থরচয়িতা। এই পুস্তকদ্বয়ে, ঐশ্বরিক প্রেম, আত্মা ও জীবনের ভাবী অবস্থার বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধের সমাবেশ আছে।

শাহবেগ অরঘন, সিন্ধু দেশের রাজা ও অরঘন বংশের স্থাপয়িতা। ইহাঁর পিতা জুনানবেগ অরঘন খোরাসানের রাজা সুলতান হোসেন মির্জ্জার সেনানায়ক ও প্রধান ওমরাহ এবং কান্দাহার, শালসিটানক ও অরঘন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মহম্মদ খাঁ সৈবানী উজবেগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া জুনানবেগ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁর মৃত্যুর পর কান্দাহারের অধিপতি তদীয় পুত্র শাহ বেগ অরঘনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। বাবর শাহ কান্দাহার প্রদেশ আক্রমণ করিলে, শাহবেগ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সিন্ধুদেশে প্রস্থান করেন। ১৫২১ খৃঃ অব্দে সামন-বংশের শেষ রাজা জাম ফিরোজকে পরাজিত করিয়া ঐ স্থানের রাজা হন। কিন্তু তিনি ঐ স্থানে অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই, কারণ ইহার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পরে ১৫২৪ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহবেগম, ভগবান্ দাসের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের প্রথমা পত্নী। জাহাঙ্গীর বাদশাহই ইহাঁকে শাহবেগম উপাধি দান করেন। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে যুবরাজ সেলিমের (পরে জাহাঙ্গীর) সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁরই গর্ভে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে খসরুর জন্ম হয়। জাহাঙ্গীর অকবরের রাজত্বকালে একবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কিয়ৎকাল আলাহাবাদে গিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করেন, ঐ সময়ে তিনি অসংযত ভাবে আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান খসরুকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব। খসরুও পিতার ন্যায় অসংযত চিত্ত ও অপরিমিতাচারী ছিলেন, বোধ হয় ইহাও তাঁহার পিতার এক প্রধানতম অসন্তুষ্টির কারণ। পিতা পুত্রের এইরূপ কলহের জন্য শাহবেগম এতদূর মর্ম্মাহত হন যে আলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই ১৬০৩ খৃঃ অব্দে অহিফেন-সেবনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সুলতান খসরুর বাগানে ইহাঁকে সমাহিত করা হয়। ইহার পরে সুলতান খসরুর মৃত্যু হইলে তাঁহাকেও ঐ স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।

শাহ বেগম, কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা (পরে সিন্ধুদেশের রাজা) শাহবেগ অরঘনের ভ্রাতা মহম্মদ মুকিমের কন্যা। কাসিম কোকার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। উজবেগজাতির সহিত যুদ্ধে কাসিম কোকার মৃত্যু হয়। বাবর শাহ কান্দাহার জয় করিলে ইহাঁকে কাবুলে আনয়ন করেন।

শাহ বেগম, বদকশানের খান মীর্জ্জার জননী। ইনি মহাবীর আলেকজান্দারের বংশাবতংশ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

শাহ মাদার, একজন সুবিখ্যাত দরবেশ। ইহাঁর প্রকৃত নাম বদী উদ্দীন্। ইনি সেখ মহম্মদ তইকরী রোস্তামীর ধর্ম্মশিষ্য এবং মাদারিয়া সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে ২০এ ডিসেম্বর ১২৪ বৎসর বয়সে ইহাঁর দেহান্তর ঘটে। কনোজের অন্তর্গত মকানপুরে ইহার কবর আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি কাজি শাহেব-উদ্দীন দৌলতাবাদীর সমসাময়িক। দৌলতাবাদী জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সর্কির রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন।

শাহ মনসুর, মুজাফফরের পুত্র ও মুজাফর-বংশের সর্ব্বশেষ সুলতান। ইনি জৈন-উল্-আবিদিনকে অন্ধ করিয়া সিরাজ দখল করেন ও পরে ইরাক্ ও ফার্সে রাজত্ব করিতে থাকেন। শাহ মনসুর ১৩৯৩ খৃঃ অব্দে ২২এ মে বৃহস্পতিবার আমীর তৈমুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

শাহ মীর, মীয়ান মীর নামেও অভিহিত, ইহার প্রকৃত নাম সেখ মহম্মদ। শাহমীর খলিফা ওমারের বংশধর ও অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। ইনি একজন মুসলমান সাধু বলিয়া পরিগণিত। ১৫৫০ খৃঃ অব্দে সিস্তানে ইহাঁর জন্ম হয়। তাহার পর লাহোরে আসিয়া ৬০ বৎসর বাস করিবার পর ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে ১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার ইহাঁর মৃত্যু হয়। লাহোরের নিকটবর্ত্তী হাসিমপুর নামক স্থানে ইহাঁকে সমাহিত করা হয়। ইহার কতকগুলি শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে শাহ জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকোর গুরু মোল্লা শাহ অন্যতম। ইনি জিয়া-উল্-আয়ুন অর্থাৎ নয়নের আলোক নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

শাহমীর, কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান রাজা। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে রাজা সেনদেবের সময়ে কাশ্মীরে প্রথম মুসলমান ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়। এই সময়ে শাহমীর নামে একজন মুসলমান কাশ্মীররাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি রাজপুত্র রাজা রঞ্জনের প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

রঞ্জনের মৃত্যুর পর আনন্দ দেব রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়েও শাহমীর মন্ত্রিত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে শাহমীর এবং তাঁহার পরিজনবর্গের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রজাগণও শাহমীরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠে। ইহাতে শাহমীরের পরিজনগণের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া রাজা উহাদিগকে রাজসভায় আসিতে নিষেধ করেন। এই নিষেধের ফল বিষময় হইয়া উঠে। শাহমীর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন, কতকগুলি সৈন্য সামন্ত লইয়া কাশ্মীরের উপত্যকায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, রাজার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ ও সৈন্যগণ শাহমীরের সহিত যোগ দিলেন, এই অসম্ভাবিত ব্যাপার দেখিয়া রাজার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে বিধবা পত্নীকে রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কএক বৎসর রাজপত্নী কোলদেবী শাহমীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শাহমীর এইরূপে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কোলদেবীর বিবাহের ঘটনা অনেকেই অলীক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, দুর্বৃত্ত মীরশাহ যখন কোলদেবীর সতীত্ব নষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তখন তিনি কতকগুলি দাসী সহ শাহমীরের নিকট উপস্থিত হন এবং উহাকে পামর, পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ, নরাধম, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিতে দিতে স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সতী রমণী তদ্দণ্ডেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরে শাহমীর সুলতান সামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুর পরে ইঁহার পুত্র জমসীদ ইঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

শাহরা, মধ্য প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত খাণ্ডোয়া তহশিলের একটী সহর।

শাহরিয়ার, সম্রাট জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র। শের আফগান খাঁর ঔরসে নুরজাহান বেগমের যে কন্যা হয়, সেই কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে শাহরিয়ার লাহোর হইতে আসিয়া কোষাগার দখল করেন এবং সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া উজীর আসফ্ খাঁকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। আসফ্ খাঁ সুলতান খসরুর পুত্র দেওয়ার বকস্ ওরফে বলাকীকে কারামুক্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শাহরিয়ার পরাস্ত ও কারা নিক্ষেপ্ত হন, অবশেষে ইহাঁর চক্ষু নষ্ট করা হয়। শাহ জহান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ইহাঁকে, দাবার বক্সকে এবং দানিয়ালের দুই পুত্র তৈমুর ও হোসঙ্গকে নিহত করেন।

শাহ রুক মীর্জ্জা, তৈমুরবংশীয়, ইহাঁর পিতার নাম ইব্রাহিম মির্জ্জা। বদাক্সনের শাসনকর্ত্তা মীর্জ্জা সোলেমান ইহাঁর পিতামহ ছিলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহাঁর পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং দশ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লা খাঁ উজবক্ নিজ পরাক্রমে ইহাঁকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। শাহরুক পলায়নপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাট্ অকবর ইহাঁকে আশ্রয় দান ও স্বীয় কন্যা দান করেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে শাহরুক্ অকবরের কন্যা শাকরেন্নেশা বেগমকে বিবাহ করিয়া পঞ্চ হাজারী আমীরের পদ প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইনি সপ্তহাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

শাহ সদর, একজন সুবিখ্যাত পীর। আরব হইতে ইনি সিন্ধুদেশে আসিয়া ছিলেন। এখানে অনেকে ইহাঁর ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। শিবিস্থান পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও ইহার সমাধি আছে। এই স্থানটী সিন্ধু প্রদেশের লকী গ্রামের অতি নিকট। পারস্যাধিপতি নাজীর শাহ ইহাঁর পরম ভক্ত ছিলেন। নাজী বলকে ইনি স্বপ্নে দর্শন দিয়া গুপ্তধনের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। নাজীর স্বপ্নাদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধন প্রাপ্ত হন এবং এই পীর সাহেবের পরম ভক্ত হন। সিন্ধু প্রদেশে এখন যে সকল সৈয়দবংশীয় ব্যক্তিগণ নাজীর সৈয়দ নামে অভিহিত হন, তাঁহারা ইঁহারই বংশীয়। ইমাম আলি নকির বংশ হইতে এই বংশ উদ্ভূত। "লকি" শব্দ "নকি" শব্দেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ।

শাহ সরফউদ্দীন্, একজন পীর। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বিহারে এখনও ইঁহার সমাধি আছে। মুসলমানগণ এই সমাধি দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার মৃত তারিখে প্রতিবর্ষে এই দরগার সমীপে ইহাঁর স্মরণার্থ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রতিবর্ষে প্রায় ৫৮০০০ লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাঁর অপর নাম সেখ শরীফ। বহলোল লোদীর পুত্র সম্রাট্ সেকেন্দর শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ইহাঁর সমাধি দর্শন করেন।

শাহ সুজা, কাবুলের আহ্মদশাহ আবদালীর পৌত্র, তৈমুর শাহের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ইহার ভ্রাতা ইহাঁকে কাশ্মীরে প্রেরণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। রণজিৎসিংহ ইহাঁকে কারামুক্ত করিয়া ছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ৮ইমে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইহাঁকে নিহত করেন। ইনি ইহার আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শাহসুজা, মুজাফরীয় সুলতান। সিরাজে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার এক অদ্ভুত রোগ ছিল যে, ইনি সর্ব্বদাই ক্ষুধায় কাতর থাকিতেন, কিছুতেই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঁহার পিতাকে অন্ধ করিয়া ফেলেন এবং নিজে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৩৭৫ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। শিরাজের নিকটস্থ হফ্‌তান উদ্যানে এখনও ইঁহার সমাধি আছে।

শাহ সুফী, পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের পৌত্র, ইঁহার প্রকৃত নাম বহরম মীর্জ্জা। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনি সিংহাসন এবং শাহসুফী পদবী লাভ করেন। ইনি অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, নিষ্ঠুর ও দুষ্কর্ম্মকারী ছিলেন। ইনি প্রতি বর্ষেই ভয়ানক লোমহর্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও লোকপীড়াজনক কার্য্য করিয়া জন সাধারণকে সন্ত্রস্ত রাখিতেন। রাজপরিবারের সকলের উপরেই ইঁহার অবিশ্বাস ছিল। ইনি কাহাকে নিহত করিতেন, কাহারও চক্ষু নষ্ট করিতেন, কাহাকেও কারা নিক্ষিপ্ত করিয়া কষ্ট দিতেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর রাজত্বের পর ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শাহ সুফী, একজন পীর, আগ্রার অন্তর্গত ফিরোজপুর পরগণার সুফীপুর গ্রামে ইঁহার দরগা আছে। এই দরগার খাদিমগণ বলেন, সম্রাট্ অকবরের রাজত্ব সময়ে শাহসুফী ইস্পাহান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং যমুনার তটবর্ত্তী পুরাতন চন্দ্রাবার নগরে আশ্রম করিয়া তাহাতে বাস করেন। এই স্থানের বহুদূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে অনেক মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শাহ সুফীর মসজিদ্ কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত, ইহা একটী দর্শনীয় বটে। যমুনা হইতে এই মসজিদ্ অতি সুন্দররূপে দেখা যায়।

শাহাদা, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার একটী মহকুমা। ভূমির পরিমাণ ৪৭৯ বর্গমাইল। এই মহকুমায় তাপ্তী ও গোমী এই দুইটী নদী আছে। ১৩৭০ খৃঃ অব্দে এই স্থান গুজরাটের অধীন ছিল। এই সময়ে খান্দেশের শাসনকর্ত্তা রাজামালিক এই স্থান আক্রমণ করিয়া একেবারে হতশ্রী করিয়া ফেলেন। অতঃপর এই মহকুমা মোগলদের এবং তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দের শাসনাধীন হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে বৃটীশ সিংহ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই মহকুমার প্রধান নগরের নাম শাহাদা। ধুলিয়া হইতে ৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে এই সহর অবস্থিত।

শাহাবাদ, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা, অক্ষা° ২৪° ৩১´ হইতে ২৫° ৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৩° ২৩´ হইতে ৮৪° ৫৽´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ৪৩৬৫ বর্গমাইল। পাটনা বিভাগের উত্তরপশ্চিমাংশই শাহাবাদ। ইহার উত্তর সীমায় গাজীপুর ও সারঙ্গ জেলা, পূর্ব্বসীমায় পাটনা ও গয়া, দক্ষিণসীমায় লোহারডাগা, পশ্চিমসীমায় মীর্জ্জাপুর, বনারস ও গাজীপুর। ইহার উত্তরাংশে গঙ্গানদী এবং পূর্ব্বভাগে শোণনদ প্রবাহিত হইয়া এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব অংশে সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কর্ম্মনাশা নদী উত্তরপশ্চিম বিভাগ হইতে এই জেলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কর্ম্মনাশা চৌশার নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। শোণনদ দক্ষিণদিকে লোহারডাগার সীমারূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই জেলার শাসনসংক্রান্ত সদর আফিস আদি প্রতিষ্ঠিত।

শাহাবাদ ভূখণ্ডে দ্বিবিধ ভাবের নৈসর্গিক অবস্থানিচয় দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগ এবং উত্তর ভাগ জল-বায়ু সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে এবং ভূমিজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক। উত্তরভাগের পরিমাণ সমগ্র জেলার প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ। এই অংশে যথেষ্ট চাষ আবাদ হয়। আম্র, মহুয়া, বাঁশ ও খেজুর বৃক্ষ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণাংশে কৈমুর গিরিশ্রেণী বিরাজমান। এই গিরিশ্রেণী বিন্ধ্যপর্ব্বতের শাখা। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পরিমাণ ৭৯৯ বর্গমাইল। শোণ ও গঙ্গা শাহাবাদের নদ নদী মধ্যে প্রধান। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মনাশা, ধোবা, দুর্গাবতী প্রভৃতি নদী শাহাবাদের মধ্যে প্রবাহিত। শুরা, কোরা, গণহুয়া এবং কুদ্রা এই কয়টী নদ নদী দুর্গাবতীতে বিমিলিত হইয়াছে। ধোবা বা কাউ নদীতে একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে। দুর্গাবতী কর্ম্মনাশার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গুপ্তগুহা দুর্গাবতীর তটেই অবস্থিত।

এই জেলায় পথ প্রস্তুত করিবার উপযোগী যথেষ্ট কঙ্কর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কঙ্করগুলি পোড়াইলে অতি উত্তম চূণ প্রস্তুত হয়। কৈ-মুর পাহাড়ে প্রাসাদাদির নির্ম্মাণোপযোগী যথেষ্ট চূণার পাথর আছে। এই সকল পাথর দ্বারা শেরশাহ অনেকগুলি প্রস্তরবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ৩০০ বৎসর অতীত হইল, তথাপি এই সকল বাটীতে কোনও ধ্বংসের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রস্তরে ৯০০ বৎসরের প্রাচীন শিলালিপি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মনাশা নদীর গর্ভেও এইরূপ প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাহাবাদে শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করার জন্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি খালের সৃষ্টি হইয়াছে। বিহিয়া, আরা, বক্সার, চৌসা, ডোমরাওণ, প্রভৃতিস্থলে অনেকগুলি কাটা খাল আছে।

এই জেলায় রোটাস্ বা রোহিতাসগড় একটী প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে পুরাণ-প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব এই গড় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে রাজা মানসিংহের নির্ম্মিত প্রাসাদগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। মানসিংহ ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গ ও বিহারের রাজপ্রতিনিধিপদে

প্রতিষ্ঠিত হন। প্রাসাদগুলি তৎকালে তাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। শেরগড় একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই শেরগড় শেরশাহের বিনির্ম্মিত। চৈনপুর স্থানটীও সুবিখ্যাত, এখানেও একটী দুর্গ আর কতগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সমাধি আছে। এতদ্ব্যতীত দারৌতী বৈদ্যনাথ ও মহাসার প্রভৃতি স্থানের নামও উল্লেখযোগ্য। চৌসা একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান; ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে এই স্থলে সেরশাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন। তিলোথু নামক স্থানে একটী সুন্দর প্রস্রবণ এবং প্রাচীন চেরু-প্রতিমা আছে। পটনা একটী সুবিখ্যাত স্থান। প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণ এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। গুপ্তসরের পবিত্রগুহা সেরগড় হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

আরা সহর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে। দানাপুর হইতে দুইহাজার সিপাহী এবং নানাস্থানের আরও ৮ হাজার সশস্ত্র অধিবাসী কুমার সিংহের অধিনায়কতায় জুলাই মাসের শেষভাগে আরা অভিমুখে যাত্রা করে। এই সকল বিদ্রোহী সৈন্য ২৭এ জুলাই তারিখে আরায় পঁহুছিয়া আরার জেল হইতে কয়েদীগণকে মুক্ত করিয়া দেয় ও ধনাগার লুণ্ঠন করে। ইতঃপূর্ব্বেই য়ুরোপীয় মহিলা ও বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

১২ জন সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী ও নানা সম্প্রদায়ের ৪৫ জন খৃষ্টান ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পাটনার কমিশনার মিঃ টেলার একদল সৈন্য এই স্থানে প্রেরণ করেন। এই সেনাদলে মাত্র ৫০ জন শিখ ছিল। তাহারা আট দিন পর্য্যন্ত অসম সাহসিকতার সহিত এই স্থান রক্ষা করে। তাহার পরে মেজর ভিনসেন্ট আয়ার ইহাদিগকে বিদ্রোহিগণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ঠিক এই সময়েই ঐ স্থানের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ ভিকার বয়েলের তত্ত্বাবধানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলপথের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দুর্গাদি সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অবিলম্বে ঐ স্থানের দুইটী বাড়ী দখল করিয়া লইলেন। এখন সেই বাড়ী দুখানি জজের বাড়ী (Judge's homes) নামে অভিহিত। উহার মধ্যে যে খানি ছোট, সে-খানি একখানা দোতালা বাড়ী, উহা বড় বাড়ী, হইতে ২০ গজ দূরে অবস্থিত। এই বাড়ী খানি দুর্গের মত করিয়া তাহাতে খাদ্যাদি রক্ষিত হইয়াছিল। নীচের জানালা গুলি বন্ধ করিয়া ছাদের উপরে বালির বস্তা সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল।

বিদ্রোহীর দল আরার পথে অগ্রসর হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়াই ইহারা সেই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা নগর লুণ্ঠন করিয়া বয়েল সাহেবের দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহাদের আক্রমণকৌশলে উহারা অবিলম্বে হটিয়া গিয়া বড় বাড়ী খানিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর তাহারা নানা উপায়ে এই ক্ষুদ্র দুর্গটী বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের বন্দুকাদি ছিল না। কুমারসিংহ অবশেষে ভূ-প্রোথিত দুইটী কামান সংগ্রহ করেন এবং নিজ গৃহ সামগ্রী প্রভৃতি দ্বারা গোলন্দাজদের ব্যবহার্য্য কতকগুলি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লন। য়ুরোপীয়দের কেহই বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাজিষ্ট্রেট মিঃ হারবার্ড ওয়েক শিখ সৈন্যগণের পরিচালনা করিয়াছিলেন, এই শিখ সৈন্যেরা নানা প্রকারে বিদ্রোহী দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াও পূর্ব্বাপর যেরূপ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা সবিশেষ প্রশংসার্হ। এই সময়ে দানাপুর হইতে ১৫০ জন সৈন্য য়ুরোপীয় সেনা তাহাদের রক্ষার্থ প্রেরিত হয়। ইংরাজ-সেনারা শাহাবাদে অবতরণ কালে বিপক্ষ সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। দিন যাইতে লাগিল, তথাপি ইহাদের সাহায্যার্থ আর কেহই অগ্রসর হইল না। দুর্গ মধ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইল। তাহার পর ঐ বাড়ীর ভিতরেই কূপ খনন করিয়া অতি কষ্টে জল তোলা হয় এবং গভীর নিশীথে কোনও প্রকারে কয়েকটী ছাগ ধরিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ ধারণে সমর্থ হন।

২রা আগষ্ট তারিখে মেজর ভিনসেণ্ট আয়ার ১৫০ জন পদাতিক, কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, ৩টী কামান ও ৩৪ জন গোলন্দাজ লইয়া ইহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বিপক্ষসৈন্য স্থানপরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরদিন প্রভাতে মেজর ভিন্‌সেণ্ট কুমারসিংহের সৈন্যগণকে পুনরায় আরার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে বাধ্য করেন।

শাহাবাদের শস্যাদির মধ্যে ধান্যই প্রধান। গম, যব, ভুট্টা, মটর, কলাই, তিল, রেড়ি, সর্ষপ, কার্পাস, পিঁয়াজ, পাট, ইক্ষু, পান, তামাকু, নীল ও অহিফেন প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য এখানে শস্যাদির অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। শাহাবাদ জেলায় হাট বাজার ও মেলা প্রভৃতিতে বাণিজ্য ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয়। রঘুনাথপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী বহরমপুর, বক্সার, জাখানী, ধূসরিয়ার, পয়ানিয়া, গাদাহ্নি, কস্তার, দানবার, ধামর, মাসাড়, এবং গুপ্তসর নামক স্থানে বৎসর বৎসর মেলা হইয়া থাকে। শাহাবাদ হইতে চাউল, যব, কলাই, তিসি, কাগজ, মসলা প্রভৃতির রপ্তানি করা হয়।

এখানকার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। এই স্থানের ব্যাধির মধ্যে জ্বর, উদরাময় ও চর্ম্ম রোগই প্রধান। ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগ সময় সময় সংক্রামকরূপে প্রবল হইয়া থাকে।

শাহাবাদ, অযোধ্যার হর্দোই জেলার একটী পরগণা। ইহার

উত্তর সীমায় শাহজহানপুর জেলা, পূর্ব্ব সীমায় আলম্ নগর, সারা ও সুখেতা নদী, দক্ষিণ সীমায় সরমন নগর ও পশ্চিম সীমায় প চোছা ও পালী। ইহার পরিমাণ ১৩১ বর্গ মাইল। এই স্থলে গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ধান্য, অরহর ও ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে।

এই ভূখণ্ড পূর্ব্বে ঠাটেরাদের শাসনাধীন ছিল, বর্ত্তমান সময়ে যে স্থলে শাহাবাদ জেলা অবস্থিত, সেই স্থানটী অগ্নিখেরা নামে অভিহিত হইত। এই অগ্নিখেরা এবং ইহার চতুর্দ্দিক্ ঠাটেরাদের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উহারা বনারস হইতে হরিদ্বারতীর্থযাত্রী একদল ব্রাহ্মণহস্তে এই স্থানের অধিকার হারাইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণগণ অরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে আপনাদের অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর দিলের খাঁ নামক একজন আফগান ব্রাহ্মণদিগকে নিহত করিয়া এই স্থানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে এই স্থানের অধিকার সম্বন্ধে সনদ দিয়াছিলেন। দিলের খাঁই অগ্নিখেরায় শাহাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই স্থানে তাঁহার আফগান আত্মীয় স্বজন এবং কতকগুলি সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে বাসস্থান এবং জঙ্গল জাইগীর প্রদান করেন। দিলের খাঁ এর বংশীয়গণ খরিদ, বন্ধক, বঞ্চনা ও জোর জুলুম দ্বারা এই পরগণার প্রায় প্রত্যেক গ্রামই আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এখনও দিলের খাঁর বংশধরগণ এই পরগণার প্রায় অর্দ্ধাংশের মালিক।

শাহাবাদ, শাহাবাদ পরগণার প্রধান নগর, অক্ষা° ৩৭° ৩৮´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৬৯´ ৫´´ পূঃ। শাহাবাদ সহরটী অত্যন্ত জনবহুল। সমগ্র অযোধ্যার মধ্যে এইটী চতুর্থ সহর বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। গত শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমেই এই সহরের অবস্থা হীনশ্রী হইয়া পড়িতেছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে এই স্থান বহুজনাকীর্ণ ছিল। দিলের খাঁ এই স্থানে কারুকার্য্য পরিপূর্ণ অতি সুপ্রশস্ত বারদুয়ারী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই নগরে অনেক গুলি বড় বড় দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল। সার উইলিয়মস্ স্লিমান তদীয় "অযোধ্যা ভ্রমণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'শাহাবাদ অতি প্রাচীন ও প্রধান সহর, এই সহরে পাঠান মুসলমানগণ বাস করিতেন। উহারা বড় অশান্তিপ্রিয় ছিলেন। শিবসুখ রায় নামক জনৈক হিন্দু বণিক এইখানে বাস করিতেন। কোনও সময়ে তিনি মুসলমানদের অধীন কার্য্যকারকরূপে কাজ চালাইতেন। কোনও সময়ে তিনি কতিপয় প্রধান প্রধান পাঠানকে টাকা ঋণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঋণ প্রতিশোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শিবসুখ ঋণদান বন্ধ করেন। মুসলমানেরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহরমের সময়ে শিবসুখ রায়ের অনর্থক দোষ ধরিয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করে এবং ৭০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লয়। শিবসুখ রায় এই বিপদে পরিবার সহ পলাইয়া শাহজহানপুরে গিয়া ইংরাজগণের শরণ লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই সময়ে এই সকল পাঠান একটী নকল মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বদাই মুসলমানদিগকে শিবসুখ রায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য চক্র করিয়াছিল। চুণ সুরকী প্রভৃতি দ্বারা এই মসজিদটী গঠিত করা হয় নাই, সময়ে সময়ে পাঠানের মধ্যে কেহ কেহ দুই চারিখানি ইট ফেলিয়া দিত, আর ঘোষণা করিয়া বেড়াইত যে শিবসুখ রায় আমাদের পবিত্র মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মসজিদ এখনও বিদ্যমান।'

শাহাবাদ, পঞ্জাবের অম্বালা জেলার পিপ্লি তহশীলের একটী নগর। অম্বালা সহর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে সরকারী পথের উপর অবস্থিত। ১০৮৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন্ ঘোরীর অনুচর দ্বারা স্থাপিত। এই সহরে ইষ্টকনির্ম্মিত অনেক ভাল ভাল বাড়ী আছে। এই সকল বাড়ী শিখসর্দ্দারগণের অধিকৃত। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে করম সিংহ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে মালিকের অভাবে গবর্ণমেণ্ট প্রায় অর্দ্ধেক আপনার হস্তে গ্রহণ করেন।

শাহাবাদ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রামপুর রাজ্যের একটী সহর। রামগঙ্গা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৩৩´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪´ পূঃ। এই সহরটী উচ্চ ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং রামপুর রাজ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানে একটী পুরাতন মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে এই স্থানটী প্রায় একশত ফিট উচ্চ। এখানে অনেক প্রাচীন পাঠান বংশীয় মুসলমানের বাস আছে।

শাহাবাদ, কাশ্মীর রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ৩৩° ৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১৬´ পূঃ। পূর্ব্বতন মোগলসম্রাট্গণ এই সহরটীকে বাসোপযোগী মনোরম স্থান বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন এই স্থানটী একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্থান অতি মনোরম উপত্যকায় সংস্থিত। ফলে ফুলে এখনও এই স্থানের কতকটা সৌন্দর্য্য রহিয়াছে।

শাহিবাল, পঞ্জাবের শাহপুর তহশীলের একটী সহর। এই স্থানটী কোনও সময়ে স্থানীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। অক্ষা° ৩১° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। ঝিলাম নদের পূর্ব্বতটে এই নগর সংস্থাপিত। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, গুলবহলোক নামক একজন বলুচ এই সহর সংস্থাপন করেন।

রণজিৎসিংহের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি ভোগাধিকারে ছিল। এই স্থানটী ম্যালেরিয়া প্রধান, সুতরাং এখানকার স্বাস্থ্য অতি কদর্য্য, কিন্তু এই স্থান শাহপুর অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া গণ্য।

শাহু, সাতারার একজন অধিপতি। ইনি ত্র্যম্বকজি ভোন্সলের পুত্র এবং আব্বা সাহেব নামে সাধারণে পরিচিত। রাজারাম ইঁহাকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর সাতারার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেও ইনি আজীবন নজরবন্দী ভাবে বাস করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর, ইঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শাহুকা, বোম্বাইর ঝালাবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। অক্ষা° ২৭° ২৮´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০´ ৪৯´´। শাহাবাদ সহর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জলেশ্বর ষ্টেসনের নিকট। এখানকার মালিক বৃটীশ গবর্মেণ্ট এবং জুনাগড়ের নবাবকে কর প্রদান করেন।

শাহুজি ভোন্সলে ১ম (শাহজী), একজন মহারাষ্ট্র সর্দ্দার। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজির পিতা। ইনি আহ্মদাবাদের অধীশ্বর মালিক অম্বরের অধীনে সেনাবিভাগীয় কার্য্যে স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া উচ্চ পদে উন্নীত হন। আহ্মদনগর রাজ্য বিভাগকালে তাঁহার লব্ধ জায়গীর বিজাপুর রাজ্য মধ্যে পতিত হওয়ায় তিনি স্বীয় জায়গীর রক্ষার জন্য বিজাপুর সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শাহজি মহিসুর রাজ্যে কতক জায়গীর পান এবং শিরা ও বঙ্গলূর নগর তাঁহার অধিকৃত হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার প্রথমাপত্নী শিবাজীর মাতার সহিত কোন কারণে বিরোধ ঘটায় তিনি তুকাবাই নাম্নী অপর এক দারপরিগ্রহ করেন। ঐ রমণীর গর্ভে একোজি নামে এক পুত্র জন্মে। শাহজী শিবাজীকে সাতারা এবং একোজিকে তাঞ্জোর রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

[তঞ্জোর, মহারাষ্ট্র ও সাতারা দেখ।]

শাহুজি ভোন্সলে ২য়, মহারাষ্ট্র সর্দ্দার শম্ভুজির পুত্র। ইনি শাহু বা শাহজি নামেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজির মৃত্যু ঘটিলে, ইনি শৈশবাবস্থায় সিংহাসন লাভ করেন। খুল্লতাত রাজারাম নাবালকের অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। শাহু আলমগীরের হস্তে বন্দী হইলে রাজারাম ভ্রাতুষ্পুত্রের কারাবাসকালে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাদশাহ আলমগীর সদলে সাতারা দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হন। দুর্গ মোগল অধিকারে আসিবার পূর্ব্বেই রাজারাম গিঞ্জী নামক স্থানে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তখন তদীয় পত্নী তারাবাই স্বীয় দুই বৎসরের পুত্র শিবকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

আলমগীরের মৃত্যুর পর, আজিম শাহ শাহুজিকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে সাতারায় আনিয়া ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পুনরায় রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয় দল নবোদ্যমে ভারতের সর্ব্বত্র বিজয়বাহিনী লইয়া যায় এবং বাঙ্গালা ব্যতীত উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম সমুদ্র এবং আগ্রা হইতে কর্ণাটক প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া মহারাষ্ট্র প্রভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রগণ এই সময়ে প্রায় ১০০০ মাইল ও প্রস্থে ৭০০ মাইল ব্যাপী স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী পেশবা বালাজিরাও বিশ্বনাথের প্রভুত্ব ও শাসনশক্তি তাঁহার অন্যতম কারণ। উক্ত পেশবা স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে বশীভূত করিয়া রাজ্যপরিচালনভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করেন। রাজা শাহু তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া নিজে কোন কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন না। তিনি সাতারা দুর্গে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য সুখ ও ভোগলালসা পরিতৃপ্ত করিতে ছিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর রাজত্বের পর শাহু ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তখন রাজপরিবার সকলে তদীয় দত্তকপুত্র এবং তারা বাইর পৌত্র রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, কিন্তু রাজ্যচালনার যাবতীয় ভার পেশবা বিশ্বনাথের উপর রহিল। রাজা শাহুও মৃত্যুর পূর্ব্বে পেশবাকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। ঐ সময়ে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, রাজারামের পুত্র শম্ভুজির অধিকৃত কোল্হাপুর রাজ্য যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকে।

[মহারাষ্ট্র ও পেশবা দেখ।]

শি, তনূকরণ, তীক্ষ্ণীকরণ। স্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ শিনোতি, শিনুতে, লিট্ শিশায় শিশ্যে। লুট্ শেতা। লৃট্ শেষ্যতি-তে। লুঙ্ শিশীষতি-তে। যঙ্ শেশীয়তে। যঙ্ লুক্ শেশীতি, শেশেতি। ণিচ্ শায়য়তি। লুঙ্ অশীশয়ৎ। ক্ত-শিত।

শিউলী (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ, শেফালিকা শব্দের অপভ্রংশ। শিউলি ফুল। ইহার পুষ্প সাদা, কিন্তু বৃন্ত লালাভ হরিদ্রা বর্ণ, গন্ধ উগ্র ও মধুর। পুষ্প দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়। পুষ্পবৃন্তে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। ২ যাহারা খর্জ্জুর গাছ কাটিয়া গুড় প্রস্তুত করে, চলিত কথায় তাহাদিগকে শিউলী কহে। স্থানভেদে ইহারা গাছী নামে অভিহিত।

শিংশপা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত তরু, বৃক্ষবিশেষ, চলিত শিশুগাছ।

(Dalbergia sesu, Timber tree) হিন্দী—শীশর, শিসই, তৈলঙ্গ—শিশুকরর,তামিল—জানুক কুকটুই, পংশকেদর। সংস্কৃত পর্য্যায়—পিচ্ছিলা, অগুরু, কপিলা, ভস্মগর্ভা, অগুরু শিংশপা, কৃষ্ণসারা, পিঙ্গলা, পিচ্ছলা, বীরা। (রত্নমালা) শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত ভেদে ইহা তিন প্রকার। ইহার সাধারণ গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, দীপন, শোথ ও অতিসারঘ্ন। শ্বেত শিংশপা—তিক্ত, শীতল, পিত্ত-দাহ নাশক। কপিলবর্ণ শিংশপা—তিক্ত, শীতবীর্য্য, শ্রমনাশক, বাত, পিত্ত, জ্বর, ছর্দ্দি, ও হিক্কানাশক। উক্ত তিন প্রকার শিংশপাই বর্ণ-প্রসাধক, হিম, শোফ, ও বিসর্পনাশক, রুচিকর এবং পিত্ত ও দাহনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—তিক্ত, কষায়, শোষকারক, উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠ, কৃমি ও বমিনাশক, এবং গর্ভস্রাবকারক। (ভাবপ্র°)

কেহ কেহ ইহাকে দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম কৃষ্ণসার ও দ্বিতীয় কপিলপুষ্প, ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেষ্ঠ ও দ্বিতীয় নিকৃষ্ট।

ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে যে এই কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ অতিশয় দৃঢ় হয়। "ওজোধেহি স্পন্দনে শিংশপায়াং" (ঋক্ ৩।৫৩।১৯) 'স্পন্দনে রথস্য গমনে সতি শিংশপায়াং শিংশপাদারুনির্ম্মিতে রথস্থ ফলকে ওজো ধেহি দার্ঢ্যং কুরু' (সায়ণ)

শিংশপাস্থল (ক্লী) স্থানভেদ। [শাংশপাস্থল দেখ।]

শিংশুমার (পুং) শিশুমার, গ্রাহ, জলজন্তু বিশেষ।

"বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ যুক্তা" (ঋক্ ১।১১৬।১৮)

'শিংশুমারঃ গ্রাহঃ' (সায়ণ)

শিংহান (ক্লী) ১ লৌহমল, মরিচা। ২ কাচপাত্রবিশেষ। ৩ ছর্দ্দি।

শিক্ (দেশজ) লৌহদণ্ড। ছত্রাদির লৌহ বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত দণ্ড। ২ প্রাসাদ বা সুবৃহৎ অট্টালিকাদির কোণে যে লৌহদণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া উর্দ্ধমুখে অট্টালিকাদি ছাড়াইয়া শূন্যমার্গে রাখা হয়। ইংরাজিতে ইহাকে (lightening conductor) বলে। বজ্রপাত হইলে উহার অগ্রভাগেই সর্ব্বাগ্রে বিজলীপাত হইয়া থাকে।

শিকড় (দেশজ) শিকা শব্দের অপভ্রংশ, বৃক্ষের মূল, গাছের শিকড়।

শিকদার (পারসী) উপাধিবিশেষ। যাহাদের উপর ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিত, তাহারা মুসলমান অধিকারে শিকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। তদ্বংশধরগণ এখনও শিকদার উপাধিতে ভূষিত।

শিকদারা (পারসী) রাজস্ব আদায়ের স্থান, রাজস্ব আদায়ের আফিস্।

শিকরা (পারসী) পক্ষিবিশেষ (Hawk)।

শিকল্ (দেশজ) শৃঙ্খল, শৃঙ্খল শব্দের অপভ্রংশ।

শিকল্‌কর্ (পারসী) পালিশ কারক।

শিকস্ত (পারসী) ভগ্ন, স্খলিত।

শিকা (দেশজ) রজ্জুনির্ম্মিত দ্রব্যাধার বিশেষ। দড়ি বিনাইয়া স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার ঝুলী প্রস্তুত করে। উহা ছাদ হইতে ঝুলাইয়া তাহাতে হাঁড়িকুড়ি রাখা হয়। [শিক্য দেখ।]

শিকার্ (পারসী) মৃগয়া। মৃগয়ালব্ধ পশু।

শিকারা (পারসী) যাহারা মৃগয়া করিয়া পশু মারে।

শিক্ক (ত্রি) অব্যবসায়ী। (ত্রিকা°)

শিক্ক (ক্লী) মধুজাত দ্রব্য বিশেষ, মধূচ্ছিষ্ট, চলিত মোম। পর্য্যায়—শিক্থক, মধুজ, বিঘস, মধুসম্ভব, মোদন, কাচ, উচ্ছিষ্ট, মোদন, মক্ষিকামল, ক্ষৌদ্রেয়, পীতরাগ, স্নিগ্ধ, মক্ষিকাজ, ক্ষৌদ্রজ, মধুশেষ, দ্রাবক, মাক্ষিকাশ্রয়, মধূত্থিত, মধূত্থ। গুণ—পিচ্ছিল, স্বাদু, কুষ্ঠ, বাত ও অস্রদোষনাশক, মৃদু, কটু ও স্নিগ্ধ। ইহার প্রলেপ দিলে স্ফুটিতাঙ্গ বিলেপন, অর্থাৎ শরীরের যে স্থানে কাঁটা, তাহা উত্তমরূপে নিরাকৃত হয়। (রাজনি°)

শিক্থক (ক্লী) শিক্থ-স্বার্থে কন্। শিক্থ, মোম। (রাজনি°)

শিক্য (ক্লী) স্রংস (স্রংসেঃ শি-কুট্ কিচ্চ। উণ্ ৫।১৬) ইতি যৎ, সচ কিৎ, কুডাগমঃ শিরাদেশশ্চ। দ্রব্যরক্ষার্থ রজ্জুময় আধার বিশেষ, চলিত শিকা, ছিঁকে। দড়ি বুনিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইহা দেওয়াল প্রভৃতিতে টাঙ্গাইয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রাখা হয়। ইহাতে দেশী কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য টাঙ্গাইয়া রাখিলে উত্তম থাকে, শীঘ্র নষ্ট হয় না। পর্য্যায়—কাচ, শিক্যা, শিক্।

"হস্তগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদৌ

শিছদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ ॥"

(ভাগবত ১০।৮।৩০)

শিক্যক (ক্লী) শিক্য-কন্। শিক্য শব্দার্থ।

শিক্যবৎ (ত্রি) শিক্যযুক্ত। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৬।৫।৫)

শিক্যা (স্ত্রী) শিক্য-স্ত্রিয়াং টাপ্। শিক্য। (শব্দরত্না°)

শিক্যাকৃত (ত্রি) শিক্য সদৃশ নির্ম্মিত। "তস্যৈব মারুতোগণঃ স এতি শিক্যাকৃতঃ।" (অথর্ব্ব° ১৩।৪।৮)

শিক্যত (ত্রি) শিক্যে স্থাপিতমিত্যর্থে প্রাতিপদিকা ধাত্বর্থে ইতি ণিচ্ ততঃ ক্তঃ। শিক্যস্থাপিত বস্তু, যে দ্রব্য শিকায় রাখা হইয়াছে। পর্য্যায়—কাচিত। (অমর)

শিক্ক (ত্রি) ১ কার্য্যনিপুণ, কুশলী। শিল্পকার্য্যপটু।

শিক্বন্ (ত্রি) ১ রজ্জু। "রথো ন যাতঃ শিক্বভিঃ" (ঋক্ ১।১৪১।৮) 'শিক্বভিঃ রজ্জুভিঃ' (সায়ণ) ২ তেজঃ। (ঋক্ ২।৩৫।৪)

শিক্বস্ (ত্রি) শক্ত, সমর্থ। (ঋক্ ৪।৫২।১৬)
শিক্ষ, শিক্ষণ, বিদ্যোপাদান, শিক্ষা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শিক্ষতে। লোট্ শিক্ষতাং। লিট্ শিশিক্ষে। লুট্ শিক্ষিতা। লৃট্ শিক্ষিষ্যতে। লুঙ্ অশিক্ষিষ্ট। সন্ শিশিক্ষিষতে। যঙ্ শেশিক্ষ্যতে। ণিচ্-শিক্ষয়তি-তে। লুঙ্ অশিশিক্ষৎ-তে।
শিক্ষক (ত্রি) শিক্ষ-ণ্বুল্। শিক্ষাদায়ক, যিনি শিক্ষা দেন, বিদ্যা প্রভৃতি যিনি শিক্ষা দান করেন। অধ্যাপক।
শিক্ষণ (ক্লী) শিক্ষ-ল্যুট্। বিদ্যোপাদন, বিদ্যাদান, বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, চলিত শেখান।
শিক্ষণীয় (ত্রি) শিক্ষ-অনীয়র্। শিক্ষার্হ, শিক্ষার উপযুক্ত, শিক্ষার যোগ্য।
শিক্ষা (স্ত্রী) শিক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইত্যঃ ততষ্টাপ্। শিক্ষণ, শেখান। ২ বেদাঙ্গশাস্ত্র বিশেষ। ষড়ঙ্গ বেদ, তাহার মধ্যে প্রথম বেদাঙ্গ শিক্ষা।

"শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥
তত্র অকারাদিবর্ণানাং স্থলকরণপ্রযত্নবোধিকা অ, কু, এ, হ বিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যা ইত্যাদিকা শিক্ষা।" (অমরটীকা ভরত)

বর্ণ, স্বর, মাত্রা ও উচ্চারণাদি এই বৈদিক অঙ্গবিশেষের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাসম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থের নাম ইতঃপূর্ব্বে "ব্যাকরণ" শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। পদপাঠ, ক্রমপাঠ, সংহিতাপাঠ, ঘনপাঠ প্রভৃতি বিবিধ পাঠ ও উচ্চারণাদির উপদেশ লাভের নিমিত্ত শিক্ষা বেদাঙ্গ আলোচিত হয়। স্বর ও উচ্চারণাদির ব্যতিক্রম হইলে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ বিফল হইত, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিত, এমন কি যজ্ঞাদিতে বিপরীত ফল ফলিত যথা—

"মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্ত ন তদর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোপরাধাৎ॥"

কাত্যায়ন বলেন—

"অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেবচ।
যোঽধ্যাপয়েদ্ জপেদ্ বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥
ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥
স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ।
মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই সপ্রমাণ হইতেছে যে, শিক্ষাপাঠ বেদ পাঠের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত। এই নিমিত্তই বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ শিক্ষা।

শৌনকীয় শিক্ষা প্রাচীন সময়ে বেদবৎ স্বীকৃত হইত। পাণিনি লিখিয়াছেন—

শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি (৪।৩।১০৬)

ইহার ব্যাখ্যায় শব্দেন্দুশেখরকার লিখিয়াছেন—

"ছন্দসি কিম্ শৌনকীয়া শিক্ষা ইতি"।

প্রাতিশাখ্যসমূহেও শিক্ষার বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন সময়ে সংহিতাপাঠই শিক্ষার এক আলোচ্য বিষয় ছিল। অতঃপরে ক্রমপাঠ প্রবর্ত্তিত হয়। পদপাঠে পদচ্ছেদ, সমাস ও সন্ধিচ্ছেদ করিয়া পঠনের নিয়ম আরম্ভ হয়। যেস্থলে এরূপভাবে পদচ্ছেদ না করিলেও সহজে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই সেই স্থলে পদপাঠের প্রবর্ত্তন যাস্ক ও পাণিনির অনুমোদনীয় নহে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিরও এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতিশাখ্যগ্রন্থে সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ উভয়ই দেখা যায়। প্রাতিশাখ্য পাণিনিরও পূর্ব্বে রচিত। বর্ত্তমান সময়ে ঋগ্‌বেদের সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের এক একখানি, যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার একখানি এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার একখানি প্রাতিশাখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যখানি ৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। আশ্বলায়নের গুরু শৌনক এই গ্রন্থের রচয়িতা। বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে আট অধ্যায় আছে, কাত্যায়ন ইহার রচয়িতা। অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্যে চারিটী অধ্যায় আছে, এই প্রাতিশাখ্যটীতে শৌনকীয় শিক্ষার উপদেশ আছে।

৩ শ্যোনাকবৃক্ষ। (শব্দমালা)
শিক্ষাকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, শিক্ষায়াঃ করঃ। ১ ব্যাস দেব। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ শিক্ষাকর্ত্তা।
শিক্ষাক্ষর (ক্লী) শিক্ষা প্রাপ্ত অক্ষরযুক্ত বাক্য বা মন্ত্রাদি।
শিক্ষাগুরু (পুং) শিক্ষায়াঃ গুরুঃ। বিদ্যাদাতা গুরু, যিনি শিক্ষা দেন। ২ মন্ত্রাদি উপদেশকর্ত্তা, দীক্ষাগুরু। (দেশজ) উপহাসচ্ছলে পত্নীকে শয্যাগুরু বা শিক্ষাগুরু বলে। যেহেতু অনেক গোপনীয় বিষয়ে পত্নীই পরামর্শদাতা।
শিক্ষাচার (পুং) ১ শিক্ষা ও আচার। ২ অভ্যস্তাচার।
শিক্ষানর (পুং) ইন্দ্র। (ঋক্ ১।১৫৩।২)
শিক্ষানবিস্ (পারসী) যাহারা শিক্ষার জন্য কার্য্য করে। কার্য্য উত্তমরূপে শিখিতে হইলে কিছু দিন শিক্ষানবিসী করিতে হয়। (Apprentice)
শিক্ষাপত্র (ক্লী) যে পত্র বা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করা যায়।
শিক্ষাবৎ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত।
শিক্ষাস্বর (পুং) শিক্ষাক্ষর।

শিক্ষিত (ত্রি) ১ বিজ্ঞ, শিক্ষাযুক্ত, যাহাদের উত্তম রূপে শিক্ষা হইয়াছে, পণ্ডিত, জ্ঞানী।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ॥" (শকুন্তলা ১অ°)

শিক্ষিতব্য (ত্রি) শিক্ষ-তব্য। শিক্ষণীয়, শিক্ষার যোগ্য। শিক্ষার উপযুক্ত।

শিক্ষিতাক্ষর (পুং) শিক্ষিতানি অক্ষরাণি যেন। শিক্ষাকারী ছাত্র, যাহারা শিক্ষা করে।

'স্যাদক্ষরমুখঃ কালাক্ষরিকঃ শিক্ষিতাক্ষরঃ।' (ত্রিকা°)

(ত্রি) ২ শিক্ষিত।

শিক্ষু (ত্রি) অভিমত ফল প্রদান করিতে ইচ্ছুক। "স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ" (ঋক্ ৩।১।৩)

'শিক্ষোঃ অভিমতফলপ্রদানে শকিতুমিচ্ছোঃ, শক শক্তৌ সন্, সনি ধাতো রচ, ইসাদেশঃ। অত্র অভ্যাসস্য লোপঃ, ততঃ সনাশংশসেতি উরিতু প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

শিখ১ (দেশজ) ছাতার শিক্, বাড়ীর ছাদের শিক্।

শিখ২, গমনার্থ। লট্ শিখতি।

শিখ৩, পঞ্জাববাসী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা একেশ্বরবাদী এবং বাবা নানক শাহের মতপোষক।

১৫২৬ সংবতে (১৪৬৯খৃঃ) লাহোর রাজধানীর উত্তরস্থ ইরাবতী তীরবর্ত্তী তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম। ইঁহার পিতা কালু স্থানীয় ভূম্যধিকারী রায় বুলারের অধীনে তালবন্দী গ্রামের পাটোয়ারী কার্য্য করিতেন এবং ঐ গ্রামেই তাঁহার একটী দোকান ছিল।

বাল্যকাল হইতেই নানক এই দুঃখের সংসারে প্রতিপালিত। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বর্ণপরিচয় হয়। তৎপরে তিনি কতক পরিমাণে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ঐ সময় হইতেই দেবতত্ত্বের রহস্যপূর্ণ দুর্ব্বোধ ছায়া তাঁহার হৃদয়ে নিপতিত হয়। তিনি সেই অজ্ঞাত তত্ত্বের অস্ফুট আলোকে ক্রমশঃই দিশেহারা হইয়া প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ঘাটনে নির্ব্বাক্ চিন্তায় দিন যাপন করিতেন। কিন্তু তখনও তাঁহার অনুসন্ধিৎসা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। জ্ঞানান্বেষণের প্রবল পিপাসা তাঁহাকে আহারনিদ্রাবর্জ্জিত করিলেও প্রকৃষ্ট পথ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইয়া ক্রমশঃই শাস্ত্রার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। হিন্দু সন্তানের হিন্দুশাস্ত্রে স্বভাবতঃ যে অনুরাগ থাকিতে পারে, নানকে তাহা যথেষ্ট ছিল, তদ্ভিন্ন তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব অবগত হইতেও সবিশেষ উৎসুক ছিলেন। কারণ উহা রাজধর্ম্ম, এবং হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষে রাজশক্তির প্রভাবে তখন প্রজার ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। কাহারও মতে নানক সৈয়দ হসন নামক একজন মুসলমান প্রতিবেশীর নিকট হইতে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন।

নানকের পিতামাতা স্নেহবন্ধন সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট থাকিলেও দৈববিড়ম্বনায় তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। নানক বেদীবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান। নবমবর্ষ পদার্পণ করিলে পুত্রের দীক্ষার আয়োজন করিয়া পিতা আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু নানক সমাগত লোক সমক্ষে দীক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যজ্ঞসূত্র সংসারীর, উহা ঈশ্বরপ্রয়াসীর নহে। অতঃপর পুত্র পঞ্চদশে উপনীত হইলে কালু একদিন নানককে বলিলেন, বৎস! তুমি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া পৈতৃক ব্যবসা পরিচালনা কর এবং এই ৪০টী টাকা লইয়া গ্রামান্তর হইতে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আন।" নানক পণ্যক্রয় করিতে চলিলেন, সঙ্গে বালা নামে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য চলিল, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই নানক দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি ফকির খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। তিনি সেই অর্থে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ফকিরদিগকে ভোজন করাইলেন। এই সংবাদে পিতার ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পুত্র বনে বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া পরিত্রাণ পাইল। এরূপ গোপনবাসে নানকের বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ এই বাল্যাবস্থায়ই ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর হইয়া নানক কএক দিন বনে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত সংসার ও অরণ্য, দিন বা রাত্রি তাঁহার পক্ষে সমান। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য তাঁহার পক্ষে শান্তিময় নিকেতন।

যাহা হউক, ভূম্যধিকারী রায় বুলার ঐ ৪০৲ টাকা দিয়া এ বারের মত পিতার ক্রোধ হইতে পুত্রকে রক্ষা করেন। অতঃপর কালু পুত্রের জন্য সুলতানপুরে একটা স্বতন্ত্র দোকান করিয়া দিলেন। পুত্র সকল মালপত্র দরিদ্রকে দান করিয়া পিতার ঘৃণা ও ক্রোধভোজন হইলেন। পুত্রকে কর্ম্মপথে আনিতে না পারিয়া কালু অবশেষে পুত্রের বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। বতালাবাসী মুলাবংশীয়া সুলক্ষণী নাম্নী এক সুন্দরী কন্যার সহিত নানকের বিবাহ হইয়া গেল, তথাপি পুত্র গৃহবাসী হইতে চাহে না দেখিয়া তিনি স্বীয় পুত্রকে জামাতা জয়রামের নিকট পাঠাইলেন। জয়রাম তৎকালে সুলতানপুরের জায়গীরদার নবাব দৌলৎ খাঁ লোদীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। জয়রামের প্রার্থনায় উক্ত নবাব নানককে "মোদীখানার" কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। এখানে স্বীয় ভগিনী নান্‌কীর অনুনয়ে নানক গৃহবাসে অভিলাষী হন। এই

সময়ে ৩২ বর্ষে ও ৩৬ বর্ষে নানকের যথাক্রমে শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ নামে দুই পুত্র জন্মে।

লক্ষ্মীচাঁদের অতি শৈশবাবস্থায় নানক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই সময়ে বিখ্যাত রবাব বাদক মিরাশীবংশীয় মর্দনা লহনা (পরে তাঁহার পদাধিকারী অঙ্গদ নামে খ্যাত), রামদাস বুড়া ও জনৈক সিন্ধু-দেশীয় জাট তাঁহার অনুসরণ করেন। নানক এই সময়ে যে ধর্ম্ম মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই শিষ্য শব্দের হিন্দী অপভ্রংশ 'শিখ' নামে পরিচিত হইলেন।

তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নানক সমগ্র ভারতীয় তীর্থপরি-ভ্রমণান্তে কাবুল ও পারস্ত হইয়া পশ্চিম এসিয়ার নানাস্থান পর্য্যটন করেন। প্রবাদ, তিনি মক্কাদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বৃত্ত হন এবং গুজরানবালার অন্তর্গত এম্নাবাদ নগরে লালু সূত্রধারের আলয়ে বাস করিতে থাকেন। তালবন্দীর সর্দ্দার রায় বুলার বালক নানকের ভগবৎ প্রেম সন্দর্শনে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রৌঢ় জীবনে সেই প্রেম-প্রস্রবণ উথ-লিয়া উঠিয়াছে এবং সম্প্রতি তিনি তীর্থযাত্রা হইতে স্বদেশে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একবার সাক্ষাতের প্রার্থনা জানা-ইলেন। তদনুসারে নানক জন্মভূমি সন্দর্শনে আসিলেন, এখানে তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে গৃহে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করেন, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহাদিগকে স্বীয় সত্যধর্ম্মের নীতি বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর নানক পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। এ যাত্রায় তিনি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া যোগী গোরক্ষনাথের মতাবলম্বীর সাক্ষাৎ পান। তাঁহার সহিত ঐশ তত্ত্ববিষয়ে নানকের বিস্তর বাদানুবাদ হয়। অতঃপর নানক দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন করিয়া সিংহলে উপনীত হন এবং সিংহলপতি শিবনাভকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। সিংহলে অবস্থিতি কালে নানক "প্রাণসন্দলি" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। দুই বৎসর পাঁচ মাস পরে এথান হইতে ফিরিয়া পাকপত্তনের অন্তর্গত বাবা ফরিদের সমাধিমন্দির সন্দর্শনে আইসেন এবং তথায় উক্ত ফকিরের বংশধর বহরামকে ধর্ম্মোপদেশ দানচ্ছলে 'আদ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

অতঃপর সিন্ধু প্রদেশ হইয়া তিনি পুনরায় আফগানস্থানে উপনীত হইলেন। পথি মধ্যে খুলম নামক স্থানে তাঁহার মুসলমান শিষ্য বীণকার মর্দ্দানার মৃত্যু ঘটে। মর্দ্দানার ইচ্ছানুসারে ঐ স্থানেই তাহার দাহক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই ঘটনার পর, নানক পুনরায় বতালা হইয়া তালবন্দী ফিরিয়া আইসেন। মর্দ্দানার পুত্র শাজাদা এই সময় হইতে শিষ্যরূপে তাঁহার পদানুসরণ করিল। মূলতানের নিকটবর্ত্তী তালাম্বা নামক স্থানে জনৈক ঠগীসর্দ্দার শাজাদাকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সেই কঠোর হৃদয় ঠগীসর্দ্দার অবিলম্বে তাঁহার পদাশ্রয় ভিক্ষা করিয়া শাজাদাকে মুক্তি দিলেন। ঐ সর্দ্দার সদলে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতা কালু ও সর্দ্দার রায় বুলারের মৃত্যু হইলেও নানকের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া জাট ও ভট্টি জাতীয় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এক সময়ে নানক মূলতানের গড়ছত্র মেলায় উপস্থিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে স্বীয় একেশ্বরবাদ মত প্রকাশ করেন। মুসলমানগণ কোরাণ সরিফ অবহেলা করিয়া তাঁহার মত পোষণ করিবে ভাবিয়া স্থানীয় সর্দার তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকটে প্রেরণ করেন। নানক নির্ভীকচিত্তে সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীর সমক্ষে বলিয়া ছিলেন, বেদ বা কোরাণের ধর্ম্ম ফকিরের নহে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাঠান সম্রাট্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সাতমাস কারাবাসে অতিকষ্টে জীবন যাপন করিয়াও তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মোগলসম্রাট্ বাবর শাহ কর্ত্তৃক ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে তাঁহার দুঃখের অবসান হয়।

অতঃপর নানক ইরাবতী তীরে ফকির বেশে বাস করিতে থাকেন। তিনি এখানে তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের বাসের জন্য অনেক বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ স্থান ডেরা-বাবা-নানক নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে লক্ষ্মীচাঁদ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন এবং শ্রীচাঁদ ফকির হইয়া উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে নানকের তিরোধান ঘটে।

যে সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে ধর্ম্মবীর নানক শাহের অভ্যুদয় হয়, সে সময়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে পাঠানগণ তৎ-কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যভিত্তি বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। একদিকে পাঠানদিগের হস্তে হিন্দুনিগ্রহ, দেবমন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্রাদি ধ্বংসসহ পৌত্তলিকতার বিলয়সাধনচেষ্টা এবং ভারত-বাসী হিন্দু সাধারণকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস যেমন প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল, অন্যদিকেও সেইরূপ হিন্দুগণ বহুশতাব্দী ধরিয়া মুসলমান সংস্রবে বাস হেতু মুসলমান ভাবাপন্ন হইতেছিলেন। উত্তর ভারতবাসী জাট ও ভট্টীগণ আচার ব্যবহারে প্রায় মুসলমান হইয়াছিলেন। এইরূপ বিপ্লবের সময় নানকের জন্ম। তিনি পুরাণ ও কোরাণ পাঠ করিয়া দেখিলেন প্রকৃত ধর্ম্ম উভয়েই বিরল। হিংসা ও দ্বেষাদ্বেষী যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাতে সত্য ধর্ম্মের স্থান কোথায়? তিনি

বলিলেন, অহিংসা বা সর্ব্বজীবে সমদয়াভাবই সার সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঈশ্বর এক, তিনি বহু হইতে পারেন না। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে সাধারণকে বুঝাইতে তাঁহাকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছেন। এই কারণেই দেশে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও জাতির সৃষ্টি ঘটিয়াছে। আমরা যখন এক পরম পিতার সন্তান, তাঁহারই উপাসনা আমাদের কর্ত্তব্য, সুতরাং পরস্পরের জাতিভেদ লইয়া বিরোধসূচনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাণ ও কোরাণের ধর্ম্মদ্বেষতা পরিত্যাজ্য; উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ধর্ম্মজীবনের বহু উপদেশ আছে তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রাহ্য। নানক ঐ সকল গ্রন্থ হইতে ধর্ম্মনীতি সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনে প্রয়াস পান। এই কারণে নানকের ধর্ম্ম তৎকালে পঞ্জাববাসী জন সাধারণের নিকট উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মুসলমানগণও তাঁহার মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ তাঁহার মতে এক ব্রহ্মই উপাস্য, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। বেদান্তশাস্ত্রের উহাই সারতত্ত্ব। এই কারণে নানক ফকির বা ভিক্ষু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ফকির বেশ তৎকালীন মুসলমান প্রভাবের ফল। নানক বলিতেন, মনুষ্য মৃত্যুর অধীন; সুতরাং তাঁহাতে পাপস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী। তিনি পাপী মানবকে সত্যপথের পথিক হইতে উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। তিনি অবতার বা প্যাগম্বর নহেন। পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের ন্যায় এই নবতত্ত্ব তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হন নাই। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণোদিত ন্যায়ধর্ম্ম এবং মনীষিগণপ্রবর্ত্তিত। নানক বলিতেন, একমাত্র ভগবান্‌ই সর্ব্বময় কর্ত্তা—

"তুঁহে নিরহঙ্কার কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা।" তিনি ব্যতীত জীবের মঙ্গলামঙ্গল সাধনে কেহই সমর্থ নহেন। তিনি আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি ও পাপক্ষয়ে পরমাত্মায় গতি স্বীকার করিতেন। [অপরাপর বিবরণ নানকশব্দে দ্রষ্টব্য।]

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা শব দাহ করিতে এবং মুসলমানগণ কবর দিতে চেষ্টা পান। এই সূত্রে উভয় দলে যুদ্ধের উপক্রম হয়। অবশেষে বিজ্ঞতম শিষ্য সম্প্রদায়ের বিচারে পরস্পরের বিবাদভঞ্জনের জন্য তাঁহার দেহ জলে ভাসাইবার প্রস্তাব হয়। তখন সকলে যাইয়া দেখে দেহ নাই, কেবল মাত্র শয্যা ও গাত্রবস্ত্র পুষ্পাচ্ছাদিত রহিয়াছে। তখন মুসলমান শিষ্যেরা উক্ত গাত্র বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ কবর দিয়া এবং হিন্দুরা অপরার্দ্ধ দাহ করিয়া তাঁহার সৎকার কার্য্য সমাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তাপুরে শিষ্যগণের যত্নে তাঁহার সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়।

নানকের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার প্রধান শিষ্য লহনা (১৫০৪ খৃঃ জন্ম) শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদে অভিষিক্ত হন। এক সময়ে নানক লহনাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিয়াছিলেন, আমার আত্মা তোমাতে প্রবেশ করিল এবং তুমিই আমার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইলে। শিখ সম্প্রদায়েরও বিশ্বাস নানকের আত্মা তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। এই কারণে তিনি গুরু অঙ্গদ নামে আখ্যাত হন।

গুরু অঙ্গদ শিখ গুরুপদের উপযুক্ত পাত্র। তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায়বান্ ছিলেন এবং স্বহস্তে মুঞ্জতৃণ হইতে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহাকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত করিয়া গুরু নানক সুবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতেই শিখ সম্প্রদায়ের একতা-ভিত্তি ও স্থায়িত্ব বদ্ধমূল হইয়াছিল। নানক-শিষ্য মাত্রই ঐ সম্মানভাজন পদের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন।

গুরু অঙ্গদ পূর্ব্বে জ্বালামুখী তীর্থস্থ দেবী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন এবং প্রতি বৎসর পদব্রজে উক্ত তীর্থে গমন করিয়া দেবীপূজা করিতেন। গুরুপদে আসীন হইয়া তিনি নানকের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদের পোষকতা করিতে লাগিলেন। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রখর না হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধিবলে অঙ্গদ বাবা নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়া শিখধর্ম্মবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানকের জীবনী ব্যতীত, স্বীয় ধর্ম্মচর্য্যার ফলস্বরূপ কতকগুলি ধর্ম্মনীতি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন। শেষ জীবনে অঙ্গদ শিখধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি ডেরা-বাবা-নানক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জন্মভূমি খাডুর গ্রামে চলিয়া আসেন। এখানে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবন্মুক্তি ঘটে। অঙ্গদ প্রায় ১৫শ বর্ষ গুরুপদে থাকিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যান।

তিরোধানকালে অঙ্গদ স্বীয় প্রিয় অনুচর বিশ্বস্ত শিষ্য অমরদাসকে গদীর উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচিত করেন। গুরু অঙ্গদে যে শিক্ষা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব ছিল, অমরদাসে তাহা সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান ছিল এবং অমরদাস গুরুপদের উপযোগী নৈতিক সাহস ও ধর্ম্মপ্রাণতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর জেলার বাসর্কী গ্রামে ভল্ল বংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায়, বাল্যকালে অমরদাসের বিশেষরূপ শিক্ষালাভ হয় নাই। তিনি সামান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া তাহা বেচিয়া লাভের অংশ হইতে স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই অবস্থায়ই ফকিরদিগের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে এবং তদনুসারে তিনি খাডুর গ্রামে আসিয়া অঙ্গদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ ভিন্ন গুরু ভাণ্ডার হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার আচার্য্যের প্রতি ভক্তি ও

অনুরক্তি দেখিয়া গুরু অঙ্গদ তাঁহাকে গদীর ভাবী গুরু বলিয়া স্বীকার করেন।

অঙ্গদের মৃত্যুর পর অমরদাস বিশেষ উদ্যম ও আগ্রহের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি, কমনীয় স্বভাব, দয়ালু হৃদয় এবং সুবাগ্মিতা বহু ব্যক্তিকেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া বহুলোকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিনি স্বীয় জ্ঞানগাম্ভীর্য্যবলে অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব ভাষায় রচনা করিয়া শিখসম্প্রদায়ের গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। স্বয়ং সম্রাট্ অকবর শাহ তাঁহার জীবনের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মুখে ধর্ম্ম গাথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

অমরদাস কর্ম্মজীবনময় শিখমত হইতে শ্রীচাঁদপ্রবর্ত্তিত উদাসী মতের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দুইটী ধর্ম্মমতকেই স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাবা নানকের ধর্ম্মনীতির পন্থানুসরণ করিয়া সতীদেহ বা সহমরণপ্রথা নিবারণ এবং বিধবার বিবাহ প্রচলন করিয়া যান। তাঁহার মতে অগ্নিতে আত্মত্যাগসতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে, সংসার পরীক্ষাস্থল। যে বিধবা রমণী, এই পরীক্ষা স্থলে অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মপথে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকৃত সতী। অমরদাস শিষ্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে প্রণামী প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে নিজ বাসভূমি গোবিন্দবাল গ্রামে একটী সুবৃহৎ বাওলী (দীর্ঘিকা) প্রস্তুত করিয়া দেন। উহার ঘাটে ৮৪টী সোপান আছে। শিখ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি একে একে ঐ চুরাশীটী সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বাওলীতে স্নান করিতে পারে। তাঁহাকে আর ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হয় না। এই পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার পর হইতে বহুলোকে মুক্তির কামনায় শিখধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন অমর শিখধর্ম্ম বিস্তারোদ্দেশে দ্বাবিংশতি সংখ্যক প্রিয় শিষ্যকে পঞ্জাবের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্ম প্রচারকগণ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত, তর্কযুক্তি দ্বারা নানকের মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অমরদাস স্বীয় কন্যা মোহিনীর সহিত লাহোরের সোঢ়ি রাজবংশীয় রামদাস নামা এক যুবকের বিবাহ দেন। এই বিবাহসূত্রে ভল্ল ও সোঢ়ি বংশের সম্মিলন হয়। কন্যার প্রতি আত্যন্তিক স্নেহ নিবন্ধন অমরদাস স্বীয় জামাতা রামদাসকেই আপনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

বিবাহের পর হইতেই রামদাস গোবিন্দবাল-গ্রামবাসী হন। এখানে তিনি বাওলীতলাও খননকালে কারিগরদিগের জল পানের উপযোগী ছোলাসিদ্ধ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গুরু অমরদাসের মৃত্যুর পর তিনি গদিতে উপবিষ্ট হইয়াও পূর্ব্বব্যবসা ত্যাগ করেন নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার পিতামাতার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

তিনি শান্ত প্রকৃতি ও মেধাবী ছিলেন। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। তাঁহার বাগ্মিতা, অধ্যবসায় ও উৎসাহে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া সহস্র সহস্র লোক শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি শিখধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও স্বীয় উপদেশাবলী কাব্যে রচনা করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

শিখগণ তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হন যে, সকলেই তাঁহার আদেশ পালনে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। একদা লাহোর রাজধানীতে গুরু-রামদাসের সহিত মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের সাক্ষাৎ হয়। শাহ অকবর সর্ব্বধর্ম্মেই সমবিশ্বাসী ছিলেন। রামদাসের চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় চিরাভ্যস্ত বদান্যতাগুণে শিখগুরুকে কিছু ভূমিদান করিয়া ধন্য হন। ঐ ভূমিখণ্ড গোলায়তন হওয়ায় "চক্র রামদাস" নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরে রামদাস তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রণামী হইতে ঐ জমির উপর একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। তাঁহার ইচ্ছামত উহার অমৃতসর নাম রাখা হয়। ঐ পুষ্করিণীর গর্ভে তিনি হরমন্দর বা হরিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে ফকিরদিগের বাসের জন্য ক্ষুদ্র গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ ফকিরাবাসসমষ্টি তৎকালে গুরু-কা-চক ও পরে অমৃতসর নামে আখ্যাত হয়। এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইতেই শিখধর্ম্মের ভাবী উন্নতির সূচনা হইতে থাকে। কারণ তৎকালে বিভিন্ন শিখসম্প্রদায় দেবপূজামানসে এখানে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পরে জাতীয় একতা বৃদ্ধি করিতে অবসর পান। একসময় পঞ্জাব প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। অন্নাভাবে স্থানবাসীরা মৃত্যুমুখে পতিত; এই সময় দেশের দুরবস্থা দেখিয়া রামদাস সম্রাট্ অকবর শাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া প্রজাবর্গের এক বৎসরের কর ছাড়া দেওয়াইয়া ছিলেন। গুরুর এই পরদুঃখকাতরতা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া বহুসংখ্যক জাটপ্রজা ও ভূম্যধিকারী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রামদাসের মৃত্যু ঘটিলেও তিনি স্বীয় পত্নীর অভিলাষপূর্ণ করিবার জন্য কনিষ্ঠপুত্র অর্জ্জুনমল্লকে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শিখগুরুপদে বরণ করিয়া যান। এই সময় হইতে শিখগুরুর গদি বংশপরম্পরাগত হয়। ইহা শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের বিশেষ সহায় হইল, যে হেতু এই

সময়ে শিখগণ গুরুকে যে কেবল একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাকে এই সংসারের একমাত্র নায়ক ও রাজা বলিয়া জানিতে শিখিলেন।

অর্জ্জুনমল্লই প্রথমে ফকিরীমালা ও বেশভূষা ত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণপূর্ব্বক গদিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য দাসদাসী ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি রাজোচিত সরঞ্জাম ছিল। তিনি যেমন উৎসাহী ছিলেন, সেইরূপ উচ্চাভিলাষও হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং যাহাতে সমগ্র নানকশিষ্য-সম্প্রদায় তাঁহার কর্তৃত্ব মান্য করিয়া চলে, তদ্বিষয়ে তিনি স্বীয় উদ্যমশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দেন।

বাবা নানকের ধর্ম্মগাথা গুলি তৎকালের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ীর ও সামাজিকগণের মনোমত হইবে কি না, বিবেচনা করিতে তিনি নানক-শিষ্ বা শিখগণকে একপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি নানক হইতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শিখগুরুগণের পবিত্র উপদেশাবলী ও ধর্ম্মব্যাখ্যা সকল একত্র করিয়া "গ্রন্থ" সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থই শিখগণের একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। যাঁহারা প্রকৃত শিখ তাঁহারা কখনও উহার মত উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হরমন্দিরে উহার একখণ্ড রক্ষিত হয়, উহা পাঠ করিয়া প্রত্যহ তথায় শিখদিগকে শুনান হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে শিখগণ গুরুকে শ্রদ্ধা করিয়া যে প্রণামী দিত, গুরু তাহাই পাইতেন। গুরু অর্জ্জুন ঐ প্রণামী, বা নজরাণা বার্ষিক বৃত্তিরূপে আদায় করিবার জন্য সহকারী চেলা বা পাণ্ডা নিযুক্ত করেন। ইহাতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে; একমাত্র গুরু অর্জ্জুনকেই শিখগণ আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও গুরুগদী সম্যক্ প্রকারে রাজদরবারে পরিণত হয়, এবং বলিতে কি, এই সময় হইতেই শিখশক্তির উদ্বোধন হয়।

অমৃতসর নামক পুণ্যপুষ্করিণীর কার্য্য সমাধান, 'কৌলসর' ও 'তরণতারণ' পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা গুরু অর্জ্জুনের মহৎকার্য্য।

অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় একাদশ বর্ষীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা যে রাজ্য পত্তন করেন, তিনি তাঁহার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি সাধু ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহকারী সেনানায়করূপে তিনি কাশ্মীরে অভিযান করেন। তাঁহার সেনাদলে রাজদণ্ড হইতে পলায়িত ব্যক্তি ও দুর্বৃত্ত-দস্যুদিগকে স্থান দান করায় এবং সম্রাট্প্রদত্ত সেনাগণের বেতন স্বয়ং আত্মসাৎ করায় সম্রাট্ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। শিখদিগের পুনঃপুনঃ আবেদনে অবশেষে সম্রাট্ দয়াপরবশ হইয়া হরগোবিন্দকে মুক্তি দেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ শাহজহান বাদশাহের অধীনে সেনাসাহায্য করিতে নিযুক্ত হন। এই সূত্রে দারাশিকোর সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মে। দারাশিকো ফকিরদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কোন একটী কারণে মোগলসম্রাট্ শিখগুরুর আচরণে বিরক্ত হন। তিনি তাঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সাতহাজার সেনাসহ মুখলিশ খাঁকে লাহোর হইতে অমৃতসর যাত্রা করিতে আদেশ করেন। অমৃতসরের নিকটে শিখহস্তে মোগলসৈন্য পরাভূত হয়।

মোগলসৈন্যকে বিদূরিত করিয়া হরগোবিন্দ ভীত হইলেন এবং সম্রাটের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার্থ ভাতিণ্ডার জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। এখানে দস্যুদলপতি বুদ্ধ (শিখদিগের মধ্যে বাবা বুদ্ধা নামে পরিচিত) সদলে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং লাহোর-রাজধানী হইতে দুইটী উৎকৃষ্ট অশ্ব অপহরণ করিয়া গুরুকে উপহার দেন। শিখগুরুর এই আচরণে কুপিত হইয়া সম্রাট্ পুনরায় কমার বেগ ও লালবেগ নামক দুইজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মোগল সেনাপতিদ্বয় পরাজিত ও নিহত হয়। ইহার পর পয়েন্দা খাঁর প্ররোচনায় মোগল সম্রাটের সহিত শিখগুরু হরগোবিন্দের পুনরায় আর একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখসম্প্রদায় রণকুশলতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

অতঃপর আপনার পৌত্র হররায়কে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া গুরু হরগোবিন্দ পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া নির্জ্জনে বাস করেন। এই সময়ে ভক্তশিষ্য বাবা বুদ্ধা তাঁহার সহচর ছিলেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু ঘটে।

গুরু হররায় শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদ্বয়ের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বপ্রতিভা জাগরিত হয় নাই, কিন্তু বিজয়দৃপ্ত শিখ সম্প্রদায় আপনাদের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। শিখ সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য এবং যুবরাজ দারাশিকোর সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা জ্ঞাত হইয়া অরঙ্গজেব সিংহাসনারোহণের পর শিখগুরু হররায়কে দরবারে ডাকিয়া পাঠান। গুরু হররায় তদনুসারে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বীয় পুত্রকে এক পত্র দিয়া প্রেরণ করেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব প্রতিভূস্বরূপ গুরুপুত্র রামরায়কে দরবারে আটক করিয়া রাখেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে হররায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ গুরুপদ প্রাপ্ত হন। অকালে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হরগোবিন্দের অন্যতম পুত্র তেগ বাহাদুরকে বতালা হইতে আনাইয়া শিখগণ গুরুপদে অভিষিক্ত করেন। মাতার নিকট

হইতে পিতার তরবারি পাইয়া তেগ বাহাছরের শৌর্য্য বীর্য্য জাগিয়া উঠে। প্রথমে তিনি দস্যুতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই সময়ে আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান ফকির তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেন। গুরু যেমন ধনবান্ হিন্দু পরিবারের নিকট হইতে দস্যুতা বা বলপূর্ব্বক অথবা বার্ষিক কর আদায় করিতেন, মুসলমান ফকির হাফিজও সেইরূপ মুসলমানগণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া শিখ সম্প্রদায়ের বলবৃদ্ধি করিতে থাকেন। এই সময়ে পলাতক অনেক মোগল-সৈনিক তাঁহার দলে আসিয়া আশ্রয় পায়। ইহাতে সম্রাট্ কুপিত হইয়া গুরুকে দিল্লীতে ধরিয়া আনান এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে বধ করা হয়।

তেগ বাহাদুর যখন দিল্লীযাত্রা করেন, তখন স্বীয় পুত্র গোবিন্দ সিংহকে হরগোবিন্দের তরবারি দিয়া বলিয়া যান, "এই নিদর্শন যেন তোমার পিতামহের বীরত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে এবং তুমি যেন আমার মৃত দেহ দিল্লী হইতে আনিতে সমর্থ হও।"

গুরু গোবিন্দসিংহ গদী লাভ করিলেন বটে, কিন্তু রামরায়ের অনুগত শিখগণ এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু-গিরিতে এই বিভ্রাট্ দেখিয়া গোবিন্দসিংহ যমুনা তীরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা করিতে থাকেন। এখানে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বন্য পশু শীকার করিয়া তাহার লক্ষ্য স্থির হয়। এই সময়ে তিনি হিন্দী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার কতক জ্ঞান জন্মিয়াছিল। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি ৩৫ বৎসর বয়সে শিখসম্প্রদায়ের সংস্কারকল্পে হিন্দুর জাতিভেদ লোপ, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে শিখধর্ম্মে গ্রহণ, সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের শস্ত্রধারণ, শিখদিগের ধনসঞ্চয় ও স্বধর্ম্মের পোষক সদনুষ্ঠান সাধন, শিখ মাত্রেরই পরস্পরে সমতা জ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপে গুরুগোবিন্দ হইতে নানকের অহিংসামূলক সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সহিত দেশ-হিতকর বীর ধর্ম্মের সংমিশ্রণ হওয়ায় শিখদিগের শৌর্য্যবীর্য্য অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

মোগলহস্তে পিতার ঘৃণিত নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল। তিনি স্বজাতিশত্রু প্রত্যেক মুসলমানকেই আপনার শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে এ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে পারেন, তাহ্বিষয়ের উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন।

এইরূপে মুসলমান শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া গোবিন্দসিংহ একদিন শিখদিগকে পবিত্র দ্রব্য স্পর্শে দিব্য করাইলেন যে, তাঁহারা বীরের ন্যায় মোগলের বিরুদ্ধে গুরুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নৈনাদেবী নামক শৈলশিখরে দুর্গামূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শক্তি দেবীর আরাধনা করেন। পূজান্তে নরবলি দিবার ব্যবস্থা হয়। ঐ সময়ে তিনি পুনরায় শিখদিগের দীক্ষার "পহাল" পাঠ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কথানুসারে শিখগণ খাল্সা নামে খ্যাত ও সিংহ উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময়ে তিনি শিখদিগকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, কাঙ্গী, কাছ, কর্দ্দ (ছুরি), কেশ ও কৃপাণবর্জ্জিত ব্যক্তি কখনই প্রকৃত ভক্ত শিখ বলিয়া গণ্য হইবে না।

শিখদিগকে এইরূপে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গোবিন্দসিংহ শিখদিগের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা নানকের শিষ্য সেই সকল ভক্ত শিখবীরগণ অচিরে আমাকে দর্শন করিতে আসিবে এবং যাহাদের পরিবারে চারিজন পুরুষ আছে তাহারা অন্ততঃ পক্ষে দুইজনকে দেশের ও গুরুর সেবায় নিযুক্ত করিবে। এই আদেশ পাইবার একপক্ষ মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার শিখ তাঁহাকে দর্শন করিতে মখোবাল গ্রামে সমবেত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন এবং সেই শিখদিগকে সেনাদলে বিভক্ত করিয়া যমুনা ও শতদ্রুর স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে নাহন, ইন্দোর ও নালগড়ের রাজগণ তাঁহার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার হস্তে তাঁহারা হতবল হইয়াছিলেন। স্বয়ং গোবিন্দসিংহ নালগড়াধিপতি হরিচাঁদকে স্বহস্তে নিহত করিয়াছিলেন। কহলুর পতি ভীমচাঁদ ও অপরাপর কএকজন পার্ব্বতীয় সামন্তরাজ শিখগুরুর আদেশে মোগল সরকারে রাজকর দিতে অস্বীকার করিলে মোগল-শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে দমন করিতে সেনা প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শিখদিগের হস্তে মুসলমান সৈন্য পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

মুসলমান সেনার পরাজয় সংবাদ পাইয়া মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব লাহোরের শাসনকর্ত্তা জবরদস্ত খাঁ এবং সর্হিন্দের শাসনকর্ত্তা সামস্ উদ্দীন্কে শিখগুরুর বিরুদ্ধে সদলে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর, মখোবাল দুর্গে গুরুজী সদলে অবরুদ্ধ হইলেন। যখন সমস্ত রসদ ফুরাইয়া আসিল, তখন গুরুজী ৪০ জন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া চামকোর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে স্বল্প মাত্র সেনা লইয়া তিনি মোগল সেনাপতি নাহর খাঁ ও খাজা মহম্মদকে স্বহস্তে নিহত করেন। অপরিমিত মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক শিখসেনা লইয়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া রাত্রির অন্ধকারে শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

পলায়নসংবাদ পাইয়া মোগল সৈন্য তাঁহার পদানুসরণ করে, কিন্তু নবে খাঁ ও গণি খাঁ নামক তদীয় অনুগত দুই পাঠানের সাহায্যে তিনি বহলোলপুরে স্বীয় পারসী শিক্ষক পীর মহম্মদের ভবনে আশ্রয় পাইলেন। গোপনবাসে কিছুকাল নানা কষ্ট ভোগ করিয়া গুরুগোবিন্দ ভাতিণ্ডার জঙ্গলে উপনীত হইলেন। এখানে বহুসংখ্যক শিখ পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইল। শিখদলে পরিবৃত হইয়া গুরুগোবিন্দ কিছুকাল রায়পুর ও কহলুর গ্রামে বাস করিয়া স্বাস্থ্য ও বল সংগ্রহ করিয়া ফিরোজপুর জেলার মুক্তেশ্বর গ্রামে আসিয়া দেখা দিলেন। মোগলসৈন্যের ভয়ে যে সকল শিখযোদ্ধা গুরুর পক্ষত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও এখানে আসিয়া যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় দ্বাদশ সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী শিখ সৈন্য তাঁহার ছত্রতলে সমাসীন হইল।

সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ পাইয়া শিখদিগের বিরুদ্ধে ৭ হাজার মোগল-সৈন্য প্রেরণ করেন। মুক্তেশ্বরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং মোগল-সৈন্য পরাভব স্বীকার করে। গুরুগোবিন্দ অধীনস্থ শিখসেনাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের বিজয়কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য ঐ রণক্ষেত্রে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করান। ঐ পুষ্করিণীর নাম মুক্তেশ্বর রাখা হয়। শিখদিগের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। মাঘমাসে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলিয়া প্রতিবৎসর সেই বিজয়ঘটনা স্মরণার্থ এখানে মাঘমাসে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে সমগ্র পঞ্জাববাসী শিখগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

অতঃপর গুরুগোবিন্দ কিছুদিন মালব রাজ্যে যাইয়া বাস করেন। এখানে তিনি স্বীয় জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দ্বারা বহুসংখ্যক লোককে পহুল পাঠ করাইয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত করেন। মালব হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি সরহিন্দ হইয়া আনন্দপুরে আসেন। সরহিন্দের মোগল-শাসনকর্ত্তা ১৭০২ খৃঃ জোরাবর সিংহ ও ফতেসিংহ নামক গুরুগোবিন্দের পুত্রদ্বয়কে ধৃত করিয়া নিহত করায় শিখগণ সেই ঘটনা স্মরণার্থে একটী মন্দির স্থাপন করেন। উহা শিখদিগের একটী তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। উক্ত বর্ষে চামকৌর দুর্গে পলায়নকালে মোগলসৈন্য জোঝর সিংহ ও জিৎসিংহ নামক গুরুগোবিন্দের অপর পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ সময়ে, গুরুগোবিন্দ দমদমায় যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ও নিরুদ্বেগে বাস করিয়াছিলেন, কারণ মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব বাদশাহ তৎকালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত। দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া সম্রাট্ সর্ব্বদাই শিখজাতির অভ্যুদয়ে রাজ্যের ভাবী বিপদ্ আশঙ্কা করিতেন। গুরুগোবিন্দ খালসা শিখশক্তি দৃঢ় করিতে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত "গুরুমাতা" সভা এবং "নূতন বিধি" শিখদিগকে নবোদ্যমে জাতীয়ব্রতে বলীয়ান্ করিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষায় একদল অশিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ জাট ধর্ম্মপ্রাণ যোদ্ধ্‌পুরুষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। একসময়ে দস্যুতা ও কৃষিবৃত্তি যাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহারাই গুরুগোবিন্দের অধীনে একটা জাতীয় শক্তি ও রাজনৈতিক সমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুরু নানকের আদিগ্রন্থ সংস্কারপূর্ব্বক তিনি দমদমায় অবস্থানকালে যে নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা "দশবান্ বাদশাহ কা গ্রন্থ" নামে পরিচিত। এই গ্রন্থই নিশ্চেষ্ট ও হতবীর্য্য শিখসম্প্রদায়কে নূতন শক্তিদানে উদ্বেজিত করে। ঐ গ্রন্থে তিনি শিখ জাতির সামাজিক স্বাধীনতা ও বীরত্ব ওজস্বিনী কবিতায় ও উজ্জ্বলময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া শিখদিগকে রণক্ষেত্রে বীরজীবন বহন করিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেব দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের এইরূপ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কৌশলে তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার নিকট পত্র সহ দূত পাঠাইলেন। গোবিন্দসিংহ সম্রাটের অভিসন্ধি জানিয়া এক সকরুণ পারসী গাথায় সম্রাট্‌কে স্বীয় দুঃখময় জীবনকাহিনী ও বংশনাশ ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। ভাই দয়াসিংহ ঐ পত্র লইয়া সম্রাট্ সকাশে উপনীত হইলে, সম্রাট্ পত্র পাঠান্তে শিখগুরুর দূতকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া গুরুগোবিন্দকে সাক্ষাৎলাভের প্রার্থনা জানান। তদনুসারে গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পান।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতিকালে একজন পাঠানের সহিত গুরুর পরিচয় হয়। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে কএকটী উৎকৃষ্ট ঘোটক বিক্রয় করে; কিন্তু যথাসময়ে বিক্রীত অশ্বের মূল্য শোধ না পাওয়ায় ঐ পাঠান বিরক্ত হইয়া কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে গুরুগোবিন্দ তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। ইহাতে প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া উক্ত পাঠানপুত্র গোপনে তাঁহার উদরে ছুরিকাঘাত করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নাদের নগরে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে যাইয়া সেই ক্ষতস্রাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শিখসেনা রাজ্যে বিপ্লব ঘটাইবে আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ বাহাদুর শাহও শিখগুরু গোবিন্দকে রাজনৈতিক কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ রাখিবার জন্য খেলাৎ ও পরিচ্ছদাদি ভূষণ দান করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতিকালে গুরুগোবিন্দের সহিত বান্দা নামক এক বৈরাগীর পরিচয় হয়। ঐ বৈরাগীও সহস্র শিষ্যে

পরিবৃত হইয়া রাজার হালে বাস করিতেছিলেন। ক্রমে উভয়ের বন্ধুত্ব গাঢ় হয় এবং গোবিন্দের ধর্ম্মকথায় মোহিত হইয়া বান্দা বৈরাগী অচিরে 'পহাল' গ্রহণ করেন। গোবিন্দের শিষ্য হইয়া বান্দা এরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে থাকেন যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিশেষ অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুচর জ্ঞান করিতে বাধ্য হন। গোবিন্দ তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত না করিলেও সমগ্র শিখসমাজে বলিয়া যান যে, এই ব্যক্তি অতিশয় কার্য্যদক্ষ এবং শক্তিশালী; সুতরাং বান্দাই তোমাদের পরিচালক ও পরিরক্ষক হইবেন। মৃত্যুকালে গোবিন্দ বান্দাকে মোগলের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়া যান।

বান্দা গুরুর অভিলাষ ও স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করিবার জন্য শিখসমাজে গুরুর নামে আদেশ প্রচার করিলেন যে, সকল শিখই যেন মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সমবেত হয়। দেখিতে দেখিতে দলে দলে শিখ সকল তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হইল। বান্দা গুরু উপাধি গ্রহণ করিয়া শিখসেনার নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। মোগল সম্রাট্ শাহ আলম্ বাহাদুর শাহ ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছেন, জানিয়া বান্দা প্রথমেই প্রতিহিংসাপ্রজ্বলিত হৃদয়ে সর্হিন্দ্ প্রদেশ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন। শিখগণ প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া গ্রাম ও নগর সমূহ উপর্য্যুপরি অগ্নিপ্রদানে ভস্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া তথাকার ফৌজদার উজীর খাঁ সদলে বহির্গত হইলেন। দুইটী খণ্ড যুদ্ধের পর উজীর শিখহস্তে নিহত হইলে বান্দা সরহিন্দে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে তথাকার সমগ্র মুসলমান নিহত হইল, মস্জিদ্ ধ্বস্ত বা দগ্ধীভূত হইল এবং মোল্লা মৌলবী ও হাফিজেরা যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিল।

সরহিন্দ বিজয়ে উল্লাসিত চিত্তে বান্দা শতদ্রু পার হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যে সকল গ্রাম বা নগর তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তৎসমুদায়ই তিনি উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সমানা নগরে শিখ তরবারিতে দশসহস্র নরনারী জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। ঐ সময়ে যাহারা শিখধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে, অথবা শিখের ন্যায় বেশধারী বা আচারশীল হয়, তাহারাই কেবলমাত্র পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর বিপাশা অতিক্রম করিয়া বান্দা সদলে গুরুদাসপুর জেলার বতালা নগর সমীপে আসিয়া উপনীত হন। তথাকার মুসলমান-নেতা সৈয়দ বংশীয় শেখ-উল্-আহদ বান্দার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়া নগর বাহিরে শিখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তখন বান্দা সদলে আসিয়া নগরদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নগরে প্রবেশপূর্ব্বক একে একে সকল গৃহেই অগ্নিযোগ করিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমান নিহত হইল। সেই বতালার তৎকালের বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরও মুসলমানের স্মৃতিলোপ করিবার জন্য ভস্মীভূত হইয়াছিল।

সুন্দর দৃশ্য সৌধমালা-শোভিত সুসমৃদ্ধ বতালা নগরী ধ্বংস করিয়া জয়দৃপ্ত শিখদল বান্দার অধীনে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিপাশা তীরস্থ বতালা, কলানৌর ও অন্যান্য নগরলুণ্ঠনকালে বহুলোক তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া শিখশক্তি বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। নানা স্থান লুণ্ঠনে বহু ধন রত্ন সংগৃহীত হওয়ায়, শিখগণ লাহোরের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

শিখগণ লাহোর আক্রমণে আসিয়াছে শুনিয়া লাহোরবাসী ভয়চকিত চিত্তে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ তখন রাজপুতবিদ্রোহদমনের জন্য উজ্জয়িনীতে ছিলেন, কাজেই অন্য সাহায্যের সম্ভাবনা কম দেখিয়া মোগল-প্রতিনিধি সৈয়দ ইস্লাম খাঁ ও তাঁহার দেওয়ান যথাসম্ভব নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তকি, মুসা বেগ, হাজি সৈয়দ ইস্মাইল, সৈয়দ ইনায়েৎ উল্লা ও মোল্লা পীর মহম্মদ বাইজ্ প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান প্রধান মুসলমান নেতাগণ শাসনকর্ত্তার প্রার্থনায় ইস্লাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ সমবেত হইলেন। ঐ সময়ে লাহোরবাসী অনেক ধনশালী হিন্দুও আপনাপন ধনরত্ন ও সম্মানরক্ষার্থ ইদ্গায় আসিয়া মুসলমানদলে যোগ দিলেন।

মোগল প্রতিনিধি ইস্মাইল খাঁ বিপুলবাহিনী লইয়া অগ্রগামী শিখদলের গতিরোধের চেষ্টা পাইলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মুসলমানগণ পরাভব স্বীকার করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরে মহম্মদ তকি, এনায়েৎ উল্লা ও মহম্মদ জমান প্রমুখ মুসলমানগণ পুনরায় শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু জয় গর্ব্বে মত্ত শিখসেনার সম্মুখে তাঁহারা অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না। সমবেত মুসলমান সৈন্য রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। লাহোর নগর দুর্গপ্রাচীর ও পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় শিখগণ নগরলুণ্ঠনে সমর্থ হয় নাই। নগরপ্রবেশে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াও যখন তাহারা নগরবাসীর কপর্দ্দক মাত্রও স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া নগরোপকণ্ঠস্থিত শালিমার উদ্যান পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। বলিতে কি দিল্লী সীমা হইতে তিন দিনের ব্যবধানে অবস্থিত স্থান সকল শিখদিগের অত্যাচারে ধনজনশূন্য হইয়া পড়িল। এই সময়ে নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু লুণ্ঠনের আশায় শিখদলে যোগ দিয়াছিল।

সম্রাট্ দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া এই সংবাদ পাইলেন। বৈরাগী বান্দার অত্যাচার তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি বিপুল মোগল-বাহিনী লইয়া আজমীরের পথে চলিলেন। এখানে সরহিন্দের পলাতক প্রবাসীগণ সম্রাট্ সকাশে উপনীত হইয়া শিখনিগ্রহের কথা জানাইল। সম্রাট্ গৃহহীন ইস্‌লামীয়দিগের বেদনায় সম্যক্ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তদ্দণ্ডেই ফিরোজ খাঁ মেবাতী ও সিপাসালর মহব্বৎ খাঁকে শিখদিগের গতিরোধ করিতে পাঠাইলেন। জম্মুর শাসনকর্ত্তা বয়াজিদ্ খাঁ এবং জালন্ধরের শাসন কর্ত্তা সামস উদ্দীন্ খাঁ সরহিন্দ প্রদেশে পুনরায় মুসলমান উপ-নিবেশ স্থাপনার্থ আদিষ্ট হইলেন। এইরূপে অন্যান্য কর্ম্মচারীর উপরও ধ্বস্ত নগরাদির শ্রীসম্পাদনের ভার পড়িয়াছিল।

সম্রাট্ বাহাদুর শাহ এইরূপ বন্দোবস্তের পর, স্বয়ং সেনাদল লইয়া পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বান্দা এই সংবাদ পাইয়াই শিবালিক শৈল-পাদমূলস্থ দাবর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানকার পথ ঘাট ভাল না থাকায় বান্দা এখানে অবস্থানই সুবিধাজনক বোধ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সসৈন্যে লাহোর ও সরহিন্দ হইয়া দাবর দুর্গ সমক্ষে উপস্থিত হইলে শিখগণ দুর্গ হইতে মোগল সৈন্যের উপর তীর ও গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল, ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ হতবল হইল। শিখগুরু বান্দা রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া পার্ব্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। পরদিন প্রভাতে মোগলসৈন্য দুর্গ অধিকার করিল।

শিখদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শাহ আলম্ বাহাদুর শাহ লাহোর রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই গৃহবিচ্ছেদ সুবিধাজনক মনে করিয়া শিখগণ পুনরায় পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সিন্ধুনদের সমতল প্রান্তরে সমবেত হইল এবং বৈরাগী বান্দাকেই আপনাদের নায়ক করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

এইবার শিখগণ মোগলের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরুপদ্রবে রাখিবার জন্য বিপাশা ও ইরাবতী নদী মধ্যবর্ত্তী সুবিখ্যাত গুরুদাসপুর দুর্গ সংস্কার করেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা ইস্‌লাম্ খাঁ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের আরব্ধকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য সদলে অগ্রসর হইলেন। একটী খণ্ডযুদ্ধে তিনি শিখহস্তে বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিখগণ আর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ না করিয়া সাহিদ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা বয়াজিদ খাঁকে রণক্ষেত্রে নিপাতিত করিলেন।

শিখদিগের পুনরায় এই অত্যাচারবার্ত্তা শুনিয়া সম্রাট্ মোইজ-উদ্দীন্ জহান্দর শাহ কাশ্মীর-শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত সেনা-পতি আবদুল সমদ্ খাঁ দিলের জঙ্গকে পঞ্জাবে এবং সেনাপতি মহম্মদ আমীন খাঁকে দিল্লী হইতে বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। সম্রাট্‌সৈন্য সমুপস্থিত দেখিয়া বান্দা পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। শিখগণও তাঁহার সঙ্গে যাইয়া দুর্ভেদ্য পর্ব্বতবক্ষে পলাইলেন। কিছু কালের জন্য পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইল।

এক বৎসর পরে শিখগণ পুনরায় গুরুদাসপুরের সুবিস্তৃত প্রান্তরে সমবেত হইল। বান্দা কলানের ও সন্তোষগড় অধি-কারপূর্ব্বক পর্ব্বতে লুক্কায়িত শিখদিগকে পুনরায় দলভুক্ত হইতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই মাসের মধ্যে ৩৫ হাজার (মতান্তরে ৫০ হাজার) শিখযোদ্ধা তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হইলেন। অম্বালার ফৌজদার শেখ মহম্মদ দায়েম শিখব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লাহোরের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আবদুল সমদ খাঁ ও অরঙ্গাবাদের ফৌজদার মীর আহ্মদ খাঁ অশ্বারোহী পদাতি ও কামানবাহী মোগল ও দুরাণী সেনা লইয়া গুরুদাসপুরের লোহগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। শিখগণ এই যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকক্ষয়ে মোগল সেনাপতি ভীত হইলেন, কিন্তু নূতন সেনা আসিয়া পড়ায় বান্দা পুনর্যুদ্ধ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সদলে লোহগড়ে আশ্রয় লইলেন। মোগল সৈন্য লোহগড় অবরোধ করিল। অবশিষ্ট শিখগণ বনে জঙ্গলে, পর্ব্বত গুহায় ও জনহীন গ্রাম নগরাদিতে যাইয়া ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিল।

পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া বান্দা অনাহারে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মসমর্পণই উপযুক্ত পরামর্শ স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি আবদুল সমদ্‌কে লিখিয়া জানাইলেন যে, যদি সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত আছেন। নবাব সমদ্ খাঁ তাঁহার জন্য সম্রাট্‌কে বিশেষ ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ করিবেন জানাইলে, বান্দা দুর্গ খুলিয়া নবাবের শরণাগত হইলেন। নবাব শিখ গুরুকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে ফিরিলেন। এখানে নবাবের আদেশে শিখদল নিহত ও ইরাবতীজলে নিক্ষিপ্ত হইল। বান্দা ও তাঁহার ৭৪০ জন প্রধান অনুচর জাকারিয়া খাঁ ও কমার উদ্দীন্ খাঁর অধীনে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। তথায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সম্রাটের আদেশে নিহত হইলেন।

গুরু গোবিন্দের ন্যায় বান্দার বিশেষ ধর্ম্ম বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার ন্যায় তিনি নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রণ পাণ্ডিত্য তাঁহাকে উচ্চাসন দান করিতে পারে নাই। তিনি

উদ্ধৃত শিখসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বহুবার মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে শিখধর্ম্মের বিশেষ কোন বিস্তার সাধন হয় নাই। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া গুরুর আদেশ মাত্র পালন করিয়াছিলেন। বান্দার মৃত্যুর সঙ্গে শিখগুরুর পদ লোপ পায়।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ পাণিপথযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে দিল্লী ও পঞ্জাবের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে শিখগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া এক এক জন সর্দ্দারের অধীনে নানাস্থান লুণ্ঠন ও গ্রাম অধিকার করিয়া লইল। তাহারা ঐ সময়ে যে সকল স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সেই সেই দেশভাগ তাহাদের জন্মভূমির নামানুসারে এক একটী ক্ষুদ্র জনপদ রূপে বিঘোষিত এবং তত্তৎ স্থানের শিখদল রামগড়িয়া, অহলুবালিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হইল। কোন কোন শিখদল স্বভাবগত ভাঙ্গ পানাদি দোষে আসক্তি হেতু ভঙ্গী প্রভৃতি নামে প্রথিত হইয়াছে। এইরূপে শিখদিগের মধ্যে ভঙ্গী, রামগড়িয়া, কানাইয়া, নাকই, অহলুবালিয়া, দলিবালিয়া, নিশানবালা, ফয়জলপুরিয়া, করোরি বা ক্রোড়ীসিংহী, সাহিদ বা নিহঙ্গ, ফুলকিয়া, ঝিন্দবংশী, নাভাবংশী, সুখের-চকিয়া প্রভৃতি কএকটী শিখ মিশ্‌লের উদ্ভব হইল।

জাটকুলোদ্ভব ছজ্জা সিংহ পঞ্জাববাসী ছিলেন। তিনি বৈরাগী বান্দার নিকট পহাল গ্রহণ করেন। বান্দার মৃত্যুর পর তিনি ভীমসিংহ, মল্ল সিংহ ও জগৎ সিংহ নামে স্বীয় আত্মীয় ত্রয়কে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দস্যুবৃত্তিপরায়ণ ছজ্জা সিংহের সহিত শেষোক্ত জাট-ত্রয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। অতঃপর ছজ্জা গুলাবসিংহ, ক্রোড়াসিংহ, গুরুবক্স সিংহ, অগ্রসিংহ ও সন্তানসিংহ নামা শিখদিগকে "পহাল" দান করিয়া আপনার দলভুক্ত করিয়া লন। ঐ কয়জন লইয়া ভঙ্গী মিশ্‌ল গঠিত হয়। ছজ্জা স্বদলে গুরুর ন্যায় সম্মানিত ছিলেন। তদন্তে ভীমসিংহ এবং তাঁহার পর বীরচূড়ামণি হরিসিংহ ভঙ্গী মিশ্‌লের নায়ক হইয়াছিলেন। [ভঙ্গী দেখ।]

বান্দাশিষ্য খোসাল সিংহ গুরুর মৃত্যুর পর দলবল সংগ্রহ করিয়া লুণ্ঠন কার্য্য আরম্ভ করেন। মৃত্যুর পর নোধসিংহ দলপতি হন। তাহার বারত্ব দেখিয়া অনেকেই তাঁহার দলভুক্ত হয়। যশঃসিংহ, মল্লসিংহ ও তারাসিংহ নামক ছুতার ভ্রাতৃত্রয় জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নোধসিংহের দলে সমাগত হন। উক্ত যশঃসিংহ হইতে এই মিশ্‌ল রামগড়ের নামে রামগড়িয়া নামে আখ্যাত হয়। যশঃসিংহ স্বীয় ভুজবলে বতালা, কলানৌর ও রামরৌনী (পরে রামগড়) দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এক সময়ে তিনি দিল্লীতে গিয়া মোগল সেনাকে পরাভূত করেন এবং তথা হইতে ৮টী বৃহৎ কামান লইয়া আইসেন।

[রামগড়িয়া ও যশঃসিংহ দেখ]

লাহোরের পূর্ব্বদিকৃস্থ কান্‌হা নামক মৌজাবাসী শিখদলপতি জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই মিশ্‌ল স্থাপিত হয়। খুসালী সিংহ দরিদ্র জাট সন্তান ছিলেন। তৎপুত্র জয়সিংহ ফয়জুল্লাপুরনিবাসী কর্পূর সিংহের নিকট পহাল গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি থানাকচানিবাসী অমরসিংহের দলে আসিয়া মিলিত হন। জয়সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঝান্দা উক্ত অমরসিংহের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। ইনি রামগড়িয়া সর্দ্দার যশঃসিংহের সহিত মিলিত হইয়া আবদালী সর্দ্দার আহ্মদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জয়সিংহের যত্নে অমৃতসর সৌধমালায় সুশোভিত হয়। [কানাইয়া দেখ।]

সিন্ধুবংশীয় জাটদলপতি হেমরাজের পুত্র হীরাসিংহ নাকই মিশালের প্রতিষ্ঠাতা, নিক্কা নামক স্থানে তাঁহার বাস বলিয়া ঐ শিখদল নাকাই নামে আখ্যাত হয়। হীরা নীচ লোকের সংস্রবে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারান এবং শেষে অনাহারে বড় কষ্ট পান। এই কষ্টে পড়িয়া তিনি শিখদিগের ন্যায় লুণ্ঠনদ্রব্যে জীবিকার্জ্জন করিবে ভাবিয়া পহাল গ্রহণ করেন। তদ্দর্শনে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও তাঁহার পথানুবর্ত্তন করিয়াছিল। এই রূপে দলপুষ্ট হইয়া হীরাসিংহ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে উপদ্রব করিতে থাকেন। কোন কোন গ্রাম হইতে তিনি করাংশ আদায় করেন। হীরাসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নাহর সিংহ দলপতি হন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কোট কামালিয়ার যুদ্ধে নাহর নিহত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ রণসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [নাকাই দেখ।]

সদাও সিংহ জাট অহলুবাসিয়া মিশলের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী অহলু গ্রাম হইতে এই দল অহলুবালিয়া নামে খ্যাত হয়। সদাও সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাপসিংহের পৌত্র বদরসিংহ ভাগাসিংহ নামাএকজন শিখের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। বদর সিংহের পুত্র যশঃসিংহ কর্পূরসিংহের অনুগ্রহে ও ভাগাসিংহের অধ্যবসায়ে ক্রমে মিশ্‌লের সর্দ্দার হইয়াছিলেন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে অগ্রসর হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা সলাবৎ খাঁকে নিহত করিয়া উক্ত প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করেন। উক্ত বর্ষে তিনি মুলতানের শাসনকর্ত্তা শাহ নবাজ খাঁকে নিহত করিয়া বহুধন রত্ন সংগ্রহ করিয়া আনেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যশঃসিংহ লাহোরের সেনাপতি আজিজ খাঁকে এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জালন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্তা আদিনাবেগ খাঁকে পরাস্ত করেন। [অহলুবালিয়া দেখ।]

ডেরা-বাবা-নানক নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী দলীবাল গ্রামে বাস হেতু এই মিশ্‌ল দলিবালিয়া নামে আখ্যাত হয়। গোলাপ নামক একজন ক্ষত্রিয় এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। গোলাপ অন্যান্য শিখসর্দ্দারদিগের ন্যায় প্রথমে দস্যুতা করিয়া বহু ধনরত্ন উপার্জ্জন করেন। কিছু দিন পরে তারাসিংহ নামক এক রাখাল তাঁহাদের দলে আসিয়া দস্যুতাচরণ করিতে থাকেন। গোলাপের দেহান্তে তারাসিংহের বীরত্ব তাঁহাকে দলীবালিয়া মিশ্‌লের সর্দ্দার পদে উন্নীত করিয়াছিল।

খালসা সেনার নিশান-বর্দ্দার সঙ্গত সিংহ ও মোহর সিংহ নামা জাটদ্বয় নিশানবালা মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠাতা। অম্বালা নগরে ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই দলে প্রায় ১২ হাজার শিখসৈন্য নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বলপুষ্টি করিয়াছিল। সঙ্গত সিংহের পর মোহরসিংহ দলপতি হইয়াছিলেন।

কর্প্‌ূর সিংহ নামক জনৈক জাট জমিদার ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের দলপতি ছিলেন। তিনি অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী ফয়-জুল্লাপুর গ্রাম দখল করিয়া নিজ দলস্থ শিখগণকে ফয়জলপুরিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। তৎপরে তিনি উক্ত গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ দখল করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জনপদের প্রধান নগরের সিংহপুর নাম দেন। ঐ সিংহপুর হইতে এই মিশ্‌ল সিংহপুরিয়া নামেও আখ্যাত হয়। অহলুবালিয়া সর্দ্দার যশঃসিংহের সময়ে এরূপ বলশালী ও যোদ্ধা শিখ-দলপতি আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার বীরত্ব-দর্শনে অধীনস্থ শিখদল তাঁহাকে নবাব কর্প্‌ূরসিংহ বলিয়া সম্বোধন করিত। অতঃপর সর্দ্দার খুসাল সিংহ ও বুধ-সিংহ মিশ্‌লের দলপতি হইয়াছিলেন। [ফয়জলপুরিয়া দেখ।]

কড়োরা সিংহী মিশ্‌লের অপর নাম পঞ্জাগড়িয়া। কড়োরি বা ক্রোড়ীমল্ল নানক জনৈক জাট সর্দ্দার এই মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পহাল গ্রহণের পর ক্রোড়ী সিংহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোড়ী সিংহের পর ভাগেল সিংহ এই দলের নেতা হন। সরহিন্দের সুবাদার জেন খাঁকে কৌশলে নিহত করায় তিনি শিখনেতাদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ১২ হাজার শিখ যোদ্ধা ছিল। ঐ শিখদল লইয়া তিনি পূর্ব্বে শতদ্রুতীর হইতে জালন্ধর দোয়াব পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শিখগণ মালব অধিকার ও সরহিন্দের ফৌজ-দার মোল্লা আহ্মদ দাদকে নিহত করে। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে সম্রাট্ শাহ আলম্ বিদ্রোহী শিখদিগকে দমনার্থ যুবরাজ জবান্ বখতের অধীনে আবদুল আহাদ খাঁকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ভাগেল সিংহ মোগল পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালারাজ অমরসিংহের সহিত মিলিত ফুলকিয়া, ঝিন্দ, নাভা, ভাদোর, মালোদ, কানাইয়া ও রামগড়িয়া প্রভৃতি শিখমিশ্‌ল সম্রাট্‌সৈন্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া উত্তর-দোয়াব লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন কালে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রদল পঞ্জাবের নানা স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার করিতে থাকে। ভাগেল সিংহ এই সময়ে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি অমররাও-এর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভাগেল সিংহের মৃত্যুর পর কালসিয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার গুরুবক্স সিংহের পুত্র যোধসিংহ এই মিশ্‌লের দলপতি হন। ইনি স্বীয় ভুজবলে চিক্‌রোলী, দেয়া, বাসী, লোতাব, এবং পাতিয়ালা ও নাভা রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। অবশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা-রাজ সাহেব সিংহ যোধ-সিংহের পুত্র হরিসিংহকে কন্যাদান করিয়া এই বিপ্লবের দায় হইতে অব্যাহতি পান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগড় অবরোধকালে সর্দ্দার যোধসিংহ বিশেষ বীরত্বের সহিত রণজিৎসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পঞ্জাবপতির নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে করোড়ি-সিংহিয়া মিশ্‌ল কাল্‌সিয়া সর্দ্দারের অধীন হয়।

দমদমায় মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত শিখদিগের বংশধরগণ এবং অমৃতসরের অকালী শিখদিগের কেহ কেহ লুণ্ঠনবৃত্তিপরায়ণ হইয়া করমসিংহ ও গুরুবক্স সিংহের অধীনে সাহিদ্ বা নিহঙ্গ মিশ্‌ল সংগঠিত করেন। শতদ্রুর পূর্ব্বাংশে ইঁহারা সুদূর বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া একটী খণ্ড রাজ্যরূপে শাসন করিয়া-ছিলেন। পদাতিক ব্যতীত এই দলে দুই সহস্র অশ্বারোহী শিখ যোদ্ধা ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশবাসী ভট্টি রাজপুতবংশীয় ফুল নামক জনৈক জাট কর্ত্তৃক পরিচালিত ও গঠিত মিশ্‌ল ফুলকিয়া নামে আখ্যাত। এই ব্যক্তি জশলমীর রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জশলদেব হইতে ত্রিংশ পুরুষ অধস্তন। তাঁহার মাতার নাম অম্বিকা ও পিতা রূপচাঁদ। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মৌজা বেদোলী বা মেহরাজ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় জন্মভূমি হইতে পাঁচ মাইল দূরে স্বনামে একটী গ্রাম স্থাপন করেন। উক্ত গ্রাম মিশ্‌লের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া তদধীন শিখ সম্প্রদায় ফুলকিয়া নামে অভিহিত হয়।

মোগল-সম্রাট্ শাহ জহান বাদশাহ ফর্ম্মাণ দ্বারা তাঁহাকে পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। ভাতিণ্ডার নিকটস্থ ফকরেশ্বর রণক্ষেত্রে তিনি মুসলমান সর্দ্দার হায়ৎখাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। অবশেষে পরাজিত হইয়া ভাট্‌নের অভিমুখে পলাইয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরেই

তিনি রাজপুতবংশীয় ইশাখাঁ ও কসুরের পাঠানসর্দ্দার নবাব হুসেন খাঁর মিলিত সৈন্য কর্ত্তৃক ফিরোজপুরের নিকট পরাজিত হন। ঐ সময়ে ইশা খাঁ ফুলগ্রাম লুণ্ঠন করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থ মেহরাজ মৌজায় পলাইয়া আইসেন। অতঃপর বলসঞ্চয় করিয়া তিনি ইশা খাঁর পিতা দৌলত খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ফুলগ্রামে অবস্থিত মুসলমানের রাজপুত-প্রতিনিধি মূলা সিংহকে তাড়াইয়া দেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উল্লাসিত মনে সদলে অগ্রসর হইয়া ভাট্নের যাত্রা করেন এবং তথাকার সর্দ্দার হায়ৎ খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও মহব্বৎ খাঁ ও মহব্ খাঁ নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগকে এইরূপে যুদ্ধে পরাজিত করিবার পর হইতেই তাঁহার দলে বহু সংখ্যক শিখযোদ্ধা আসিয়া সমবেত হইল এবং তিনি একজন বিখ্যাত বীর ও শিখ সর্দ্দার বলিয়া গণ্য হইলেন। এইরূপ সেনাবলে পুষ্ট হইয়া ফুল জাগরাওনের শাসনকর্ত্তার নিকট রাজকর পাঠান বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে উক্ত মোগল ফৌজদার তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করেন।

শিখসর্দ্দার ফুল এইরূপে বীরজীবন অতিবাহন করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সাতটী পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ হইতে পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ-রাজবংশের এবং ভাদোর, মালোদ, লন্দগড়িয়া ও জিয়ানদান সর্দ্দারবংশের উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলেই আপনাদিগকে ফুলকিয়া বলিয়া বিঘোষিত করেন।

ফুলের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদ পিতার গদিতে অভিষিক্ত হন। ইনি প্রথমেই ভট্টিরাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এই যুদ্ধে ভট্টিসর্দ্দার হসন খাঁ পরাজিত হন। অতঃপর তিনি পিতৃশত্রু ইশা খাঁ ও কোটরাজ্যের মুসলমান সর্দ্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মালের-কোতলা নামক স্থানে তদীয় সর্দ্দার চেনসিংহের সন্তানগণ পিতৃহত্যার প্রতিহিংসায় গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করেন।

রামচাঁদের মৃত্যুর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র আলাসিংহ মিশ্লের নেতা হন। ইনি বর্ণালা নগর জীর্ণসংস্কার করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপনানন্তর কোটের রায় রাজাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই যুদ্ধে মালের-কোতলার মুসলমান সর্দ্দার জমাল খাঁ এবং জালন্ধর দোয়াবের মুসলমান ফৌজদার নবাব সৈয়দ আসদ আলী খাঁ প্রভৃতি সাতজন বিভিন্ন মুসলমান সর্দ্দারের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমান-সেনা ও ফৌজদার আসদ আলী-খাঁ নিহত হন (১৭৩১ খৃঃ)।

মিলিত রাজপুত ও পাঠান-সেনার উপর বিজয় লাভ করিয়া আলাসিংহ স্বীয় দলবল পুষ্টির চেষ্টা পান। এদিকে শিখগণ তাঁহার বীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া শতদ্রু পার হইয়া তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হয়। এইরূপে বহুসংখ্যক সেনাদলে পরিবৃত হইয়া আলাসিংহ বহু গ্রাম জয় করেন এবং বহু অর্থব্যয়ে নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া আপনার কীর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া মীর মন্নু ও সমিয়ার খাঁ নামক মোগল প্রতিনিধিদ্বয়কে তাঁহার নিকট ফর্ম্মাণসহ পাঠাইয়া দেন। ঐ ফর্ম্মাণে রাজা উপাধিসহ তাঁহার উপর সরহিন্দের শাসনভার প্রদত্ত হইয়াছিল।

অতঃপর আলাসিংহ ভাট্নের সর্দ্দার হসনখাঁর পুত্র মহম্মদ আমীর খাঁর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যত্নে ভবানীগড় দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্যালক অন্যতম শিখসর্দ্দার গুরুবক্স সিংহ তাঁহার পক্ষ হইয়া পাতিয়ালার দক্ষিণস্থ সোণাবর প্রদেশ অধিকার করেন। ঐ স্থান চৌরাশি গ্রামবিশিষ্ট বলিয়া চৌরাশী নামেও আখ্যাত। বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজধানী ঐ চুরাশীগ্রামের একতম। সোণাবরের মুসলমান সর্দ্দার মহম্মদ সাল্লা আলাসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, পর বৎসর আলাসিংহ মৃত্তিকাদ্বারা পাতিয়ালার একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহা সোঢ়িঞো-কি-গড়ী নামে প্রথিত। অতঃপর আলাসিংহ সর্দ্দার করিম খাঁর অধীনে পরিচালিত রাজপুতদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমানা অধিকার করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হিসারের মোগল ফৌজদার নবাব নাশিব খাঁ অষ্টাহকাল ঘোরতর যুদ্ধের পর তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। ঐ যুদ্ধে মুসলমান ভট্টিগণও পরাজিত হয়।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ পাতিয়ালা রাজধানী বর্ণালা-নগরী আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আলাসিংহ সদলে পরাজিত এবং প্রায় ২০ হাজার শিখসৈন্য নিহত হয়। পাঠানেরা বর্ণালা লুণ্ঠন করিয়া আলাসিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। অবশেষে আলাসিংহের পত্নী রাণী ফত্তু শাহকে ৪ লক্ষ টাকা নজর দিয়া স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনায় শাহ তাঁহাকে ফর্ম্মাণ দ্বারা পাতিয়ালার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। সরহিন্দের সুবাদার জেন খাঁকে তাঁহার রাজ্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আদেশ পাঠাইলেন। এই ঘটনার পর, সর্দ্দার আলাসিংহ পাতিয়ালায় পাকা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আলাসিংহের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পৌত্র রাজা অমরসিংহ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দুরাণী সর্দ্দার কর্ত্তৃক রাজা-ই-

রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ মালের-কোতলার আফগান সর্দ্দার জমাল খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া মণিমাজরা ও কোটকর্পূর আক্রমণ করেন। ঐ সঙ্গে সৈফাবাদ ও রাণিয়া দুর্গ তাঁহার অধিকৃত এবং ফতেহাবাদ ও শীর্ষা প্রদেশে শিখপ্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি ঝিন্দ ও রাণিয়ার সম্মুখে মোগল-সৈন্যকে পরাভূত করিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ফরিদকোট লুণ্ঠন করেন। অতঃপর চারিমাস কাল অবিরত যুদ্ধের পর তিনি ভাতিণ্ডা অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্র সাহেব সিংহ ও পরে করমসিংহ রাজা হন। এই সময়ে জেব্ উল্ নিসার (বেগম সমরু) অধীনস্থ জর্জ্জ টমাস নামক একজন য়ুরোপীয় যোদ্ধা পাতিয়ালা লুণ্ঠন করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত শিখদিগের সন্ধি হয়।

বালক রাজাদিগের শাসনকালে পাতিয়ালা-রাজবংশের কর্ম্মভার প্রায় রাণীদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা ও সাহসিকতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। রাণী হুকুমা, রাণী ক্ষেমকুমারী, সাহেব সিংহের খুল্লপিতামহী বিবিপ্রধান ও রাণী রাজেন্দ্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহেব্ সিংহের ভগিনী রাণী সাহেব্‌কুমারী অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যচালনা করিয়া মহারাষ্ট্রদিগকে মর্দ্দনপুর যুদ্ধে পরাজিত করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজা করমসিংহের মৃত্যু হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নীরেন্দ্রসিংহ রাজা হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর যুদ্ধের সময় ইনি ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। সতীদাহ ও সন্তানহত্যা নিবারণকল্পে ইনি ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আচরণে প্রীত হন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। [পাতিয়ালা দেখ।]

পাতিয়ালা বংশের পর, ফুলকিয়া শিখসর্দ্দারদিগের ঝিন্দ রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। ফুলকিয়া সর্দ্দার ফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিলক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিলকের পৌত্র গজপতি সিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্‌হিন্দের পাঠান ফৌজদার জেনখাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া একটী রাজ্য অধিকার করেন। ইনি মোগল সরকারে রাজকর দিতে অশক্ত হওয়ায় রাজমন্ত্রী নাজীব খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। এখানে তিন বৎসর কারাবাসের পর তিনি স্বীয় পুত্র মেহরসিংহকে প্রতিভূস্বরূপ রাজদরবারে রাখিয়া ঝিন্দে ফিরিয়া আসেন। এখান হইতে তিনি ৩।০ লক্ষ টাকা রাজকোষে পাঠাইয়া পুত্রকে মুক্তি করেন এবং ফর্ম্মাণ সহ রাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রাজধানীতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন।

গজপতি হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন রাজা স্বরূপসিংহ ১৮৪৫-৪৬ খৃঃ যুদ্ধবিগ্রহে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের বিশেষ সাহায্য করেন। [ঝিন্দ দেখ।]

নাভাবংশ ঝিন্দেরই অন্যতম শাখা। ফুলকিয়া মিশ্‌লের প্রবর্ত্তক সর্দ্দার ফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিলকের পৌত্র হামীর সিংহ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভুজবলে নাভাবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে পাতিয়ালার রাজা আলাসিংহের সহযোগী রূপে সর্‌হিন্দের শাসনকর্ত্তা জেনখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আমলোহ প্রদেশ স্বীয় অংশে প্রাপ্ত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দরাজ গজপতি সিংহ তাহার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তদ্রাজ্যআক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রুর নগর কাড়িয়া লন।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হাঁসির মোগল ফৌজদার রোহিমদাদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া তিনি রোড়ি প্রদেশ দখল করেন ও স্বীয় রাজধানীতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হামীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন। তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র। নাবালকের পক্ষে তাঁহার মাতা দেশু রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। ঐ রাণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বীররমণী ছিলেন। তিনি স্বামীর কারাবাসকালে নিজ বুদ্ধি ও বীর্য্যবলে ঝিন্দরাজের নিকট হইতে স্বীয় হৃতরাজ্যসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। হোলকরপতি যখন মহারাষ্ট্রবাহিনী লইয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিতের অভ্যুদয়েও তিনি ইংরাজের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র দেবেন্দ্রসিংহ রাজা হন। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম জানিয়া এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে রণজিৎ সিংহের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন বুঝিয়া ইংরাজগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরপুরসিংহকে রাজা মনোনীত করেন এবং রাণী চাঁদকুমারী বালকের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। রাজা দেবেন্দ্রসিংহ প্রথমে মথুরায় নজরবন্দী থাকেন, কিন্তু এখান হইতেও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন জানিতে পারিয়া ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লাহোরে লইয়া মহারাজ খড়্গসিংহের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। ভরপুরসিংহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজরাজের যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অম্বালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। [নাভা দেখ।]

সুখের-চকিয়া মিশ্‌লের নাম পঞ্জাবের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই বংশে মহারাজ রণজিতসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। কিরূপে এই মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল—

১৬৯২ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ সিংহ নামক জনৈক জাট পহাল গ্রহণ করিয়া শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি তাঁহার পিতা বা পিতামহের ন্যায় শান্ত ও ধর্ম্মপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাহসী ছিলেন। লুণ্ঠন প্রবৃত্তিপরায়ণ শিখ সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশিলে সহজেই অদৃষ্ট লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া এবং কৌশলে অসংখ্য বিপদ্ অতিক্রম করিয়া তিনি সুখেরচকে অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে লোকে তাঁহাকে 'চৌধুরী' অর্থাৎ গ্রামপতি বলিয়া সম্মান করিত।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ সিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নোধ সিংহ দলপতি হইয়া প্রকাশ্যে লুণ্ঠন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ সম্মানার্হ ছিল। নোধসিংহের অন্যতম ভ্রাতা চন্দাসিংহ হইতে সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দার-বংশের উদ্ভব। মহারাজ রণজিৎ সিংহের মাতা শেষোক্ত বংশোদ্ভবা ছিলেন।

নোধসিংহ স্বীয় অধ্যবসায় ও বীর্য্যবলে অত্যল্পকাল মধ্যে শিখসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মজিথিয়ার সংশ্লী জাটবংশীয় বাসুদেবতনয় গোলাবসিংহের কন্যার সহিত নোধসিংহের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধের পর হইতে গোলাব ও তদীয় ভ্রাতা অমরসিংহ জামাতার দলভুক্ত হইয়া দস্যুতাচরণপূর্ব্বক বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন। কালে তাঁহারাও মজিথিয়ার সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত হন।

নোধসিংহ অতঃপর ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের নায়ক নবাব কর্পূর সিংহের সহিত যোগ দিয়া স্বদেশপ্রত্যাগত আহ্মদ শাহ আবদালীর ধনরত্ন ভাণ্ডার পশ্চাৎ হইতে লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনের মালিক হন। তাঁহার দলস্থ অন্যান্য সর্দ্দারেরাও এই সুযোগে বিলক্ষণ অর্থসঞ্চয় করিয়া শিখসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি সুখেরচকের সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সহিত বিরোধ কালে তাঁহার মস্তকে গোলার আঘাত লাগে, তাহাতেই তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। চরৎসিংহ, দালসিংহ, চেৎসিংহ ও মঙ্গীসিংহ নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ মঙ্গিসিংহ শিখ সন্ন্যাসী হইয়া গ্রন্থধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই কারণে তিনি শিখসমাজে "ভাই মঙ্গি" নামে আখ্যাত হন। চরৎসিংহ উন্নতচেতা ছিলেন। তিনি ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের অনুগত ও আজ্ঞাধীন থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি নিজ উদ্দেশ্য দালসিংহ ও চেৎসিংহকে জানাইয়া তাহাদিগকে ফয়জলপুরিয়া সর্দ্দারের অধীনতা ত্যাগ করিতে বলিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় অধ্যবসায়ে কতকগুলি মাজবি সন্ন্যাসী ও ভ্রমণকারী শিখদস্যু স্বীয় দলভুক্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শৌর্য্যে ও বীর্য্যে মোহিত হইয়া বহু সংখ্যক শিখ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার দলভুক্ত হয়। এমন কি, কিয়ালী নামক স্থানের মুসলমান সর্দ্দার মহম্মদ য়ার তাঁহাকে স্বীয় অধিকৃত কিয়ালী রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার দলভুক্ত হইলেন। মর্লিয়াবালা গ্রামের সর্দ্দার মিল্‌কাসিংহও সদলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন।

এইরূপে কতকগুলি পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদলে পরিবৃত হইয়া চরৎসিংহ গুজরান্‌বালার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম দখল করিয়া লন এবং তদন্তর্গত কাচিয় সরাই নামক স্থানে আপনার পাট নির্দ্ধারিত করেন।

এই সূত্রে গুজরান্‌বালার অধীশ্বর সর্দ্দার অমরসিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই অমরসিংহ প্রথমে পহাল গ্রহণ করিয়া ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে একটী দলগঠন করিয়া লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত হন। তিনি ঝিলাম নদীর কূল হইতে দিল্লী রাজধানী-প্রাচীর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া বহুঅর্থ উপার্জ্জন করেন। অমরসিংহের তিনপুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত চরৎসিংহের বিবাহ দেন (১৭৫৬ খৃঃ)। এই পরিণয়সূত্রে দুইটী বিখ্যাত শিখদলের সংমিশ্রণ হয় এবং তাহা হইতেই সুখের-চকিয়া মিশ্‌লের উৎপত্তি।

মিলিত সর্দ্দারদ্বয় সদলবলে অগ্রসর হইয়া এমনাবাদের মোগল ফৌজদারকে নিহত করেন এবং তাঁহার অধিকৃত বহু অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি তাঁহাদের হস্তগত হয়। কাচ্চিসরাই গ্রাম তাঁহাদের ধনাদি রক্ষার উপযোগী নহে জানিয়া তাঁহারা প্রথমে তথায় মৃত্তিকার একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিখগণ সমবেত শক্তিতে তাঁহাকে হটাইয়া দেন। এই যুদ্ধে শিখগণ চরৎসিংহের সাহস ও রণপাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকেই সুখেরচকিয়া শিখ মিশ্‌লের একমাত্র অধিনায়ক মনোনীত করেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদশাহ আবদালী যখন ভারত-বিজয়ে আগমন করেন, তখন চরৎ সদলে অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে আফগণ-সেনাদলকে বিশেষভাবে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। তিনি আবদালীর লুণ্ঠিত অনেক দ্রব্য ও রসদাদি হস্তগত করেন। আবদালী-সর্দ্দার ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে

চরৎসিংহ স্বীয় শ্যালক বক্‌সিস্‌সিংহের সহিত মিলিত হইয়া উজীরাবাদ ও আহ্মদাবাদ অধিকার করেন। ইহার পর তিনি রোহতস অভিমুখে যাত্রা করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা নূর-উদ্দীন্ খাঁ বমিজৈকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তদনন্তর ধন্নী চক্‌বাল ও জলালপুর অধিকার করিয়া লইলেন।

চরৎসিংহ জম্বুরাজ রণজিৎ রাওর সিংহাসনাধিকারের গোল-যোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজরাজরাওর পক্ষাবলম্বন করেন। পূর্ব্ব হইতেই রণজিৎরাওর উপর চরৎসিংহের আক্রোশ ছিল। তিনি প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত ও পারিতোষিক লাভের আশায় জম্বুসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর কথায় সম্মত হইয়া কানাইয়া মিশ্‌লের সর্দ্দার হকিকৎসিংহ ও জয়সিংহের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জম্বু আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে চম্বা, কাঙড়া, নূরপুর ও বসেহর সামন্তরাজের সেনাদল এবং ভঙ্গী সর্দ্দার হরিসিংহের পুত্র ঝন্দাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ জম্বুপতি রণজিৎ-রাওর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শীত ঋতুর প্রারম্ভে বাসন্তী নদীতীরে সমবেত সেনাদল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। কএকটী খণ্ডযুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হইল না। হঠাৎ স্বদলের কোন শিখসৈন্তের বন্দুক ফাটিয়া তাহার গুলি চরৎসিংহের অঙ্গে বিদ্ধ হইল। তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল এবং সেই সঙ্গেই সকল আড়ম্বর ও উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া গেল। চরৎসিংহ মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহার বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ টাকা।

তাঁহার দশমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহাসিংহ রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু মাতা দেশান্ পুত্রের হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কানাইয়া দলের সর্দ্দার জয়সিংহ এই সময়ে নাবালকের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ঝিন্দরাজ গজপতিসিংহের কন্তার সহিত মহাসিংহের বিবাহ হয়। ঐ রাজমহিষী মাই মালবী নামে আখ্যাত।

১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে মহাসিংহ রসুলনগরের মুসলমান সর্দ্দার পীর মহম্মদকে আক্রমণ করেন। আহ্মদশাহ আবদালীর সুবিখ্যাত "জমজমা" কামান অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধে কানাইয়া সর্দ্দার জয়সিংহ মহাসিংহের সহযোগী রূপে গমন করেন। যুদ্ধে রসুলনগর মহাসিংহের অধিকৃত হয়। এই যুদ্ধে সুখেরচকিয়া মিশ্‌লের শিখদল যে বীরত্ব ও কার্য্য-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে মহাসিংহের খ্যাতি দিগন্তব্যাপী হয় এবং এতকাল যে সকল শিখসর্দ্দার ভঙ্গীদলের অধীন ছিলেন, তাঁহারা এই সময় হইতে মহাসিংহের ছত্রতলে আসিয়া সমবেত হইতে থাকেন।

মহাসিংহ রসুলনগর ও আলীপুর অধিকার করিয়া যথাক্রমে তাহা রামনগর ও অকালগড় নামে পরিচিত করেন। প্রথমোক্ত নগরলুণ্ঠনকালে তিনি ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের যে স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হন, তাহা গুজরান্‌বালা নগরে লইয়া স্থাপন করেন এবং উপযুক্ত ন্যাসীর হস্তে উহার রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। মহাসিংহ ঐ দুই প্রদেশ স্বীয় সহকারী দালসিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রসুল নগরের অধঃপতনের দুই বর্ষ পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বরে পঞ্চনদ প্রদেশে মহাবীর রণজিতের জন্ম হয়। রণজয়ের শুভ ফলস্বরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া মহাসিংহ পুত্রের নাম রণজিৎ রাখেন, বাল্যকালে বসন্তরোগাক্রান্ত হওয়ায় রণজিতের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। পুত্রের মঙ্গল কামনায় মহাসিংহ বিস্তর ধন বিতরণ করিয়াছিলেন।

পুত্রজন্মের পর হইতেই মহাসিংহের রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। আহ্মদশাহের পুত্র তৈমুর শাহের আক্রমণে ভঙ্গীদল হতবল হইয়াছেন, সুতরাং এই সুযোগে তিনি পিণ্ডি, সাহিবাল, ইসাখেল, মুসাখেল ও ঝঙ্গ প্রভৃতি ভঙ্গী সর্দ্দারগণের অধিকৃত প্রদেশ হস্তগত করিয়া বসিলেন। অতঃ-পর মহাসিংহ শিয়ালকোটের নিকটস্থ কোটলী বিজয়ে যাত্রা করেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বিস্তর টাকা আদায় করিয়া আনেন।

এখানে অবস্থান কালে, তিনি আপনার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১৭৮৫-৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কতকগুলি শিখ-সর্দ্দারকে আমন্ত্রণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং বিশেষরূপ নজরাণা লইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় এবং স্বীয় বাসভূমির প্রজাবৃন্দের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেক গণ্যমান্য শিখসর্দ্দারকে তিনি বিশেষ কঠোরতার সহিত পদদলিত করেন। সকলেই তাঁহার নিষ্ঠুরতায় ভীত হইয়াছিলেন; কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিতেন না।

ইত্যবসরে জম্বুরাজ রণজিৎদেও পরলোকগমন করেন। ব্রজরাজদেও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঞা দালালসিংহকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইহাতে রাজ্যময় অশান্তির লক্ষণ সূচিত হইল। এদিকে অন্যান্য কারণেও মহাসিংহের জম্বু-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। জম্বুপতি ব্রজরাজদেও ভঙ্গীদল কর্ত্তৃক রাজ্যের কতকাংশ অপহৃত দেখিয়া কানাইয়া সর্দ্দার জয়সিংহ ও হকিকৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়সিংহের সাহায্যে জম্বুপতি করিয়ানবালা প্রদেশ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু অধিককাল আর তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার তোষামোদকারী বন্ধুগণের প্ররোচনায় তিনি অচিরকাল মধ্যে স্বীয় মিত্র হকিকৎ সিংহ ও

জয়সিংহের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিলেন। ফলে শিখদল পুনরায় করিয়ানবালা অধিকার করিয়া লইলেন এবং জম্বুপতি ব্রজরাজদেও ৩০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল, কিন্তু জম্বুপতি যথাসময়ে ঐ অর্থ হকিকৎ সিংহকে প্রত্যর্পণ না করায় বিরোধের সূত্রপাত হইল। হকিকৎ মহাসিংহকে লইয়া জম্বু আক্রমণ করিলেন। জম্বুরাজ ঐ সংবাদ পাইয়া ত্রিকোটদেবী শৈলে আশ্রয় লইলেন। তথন জম্বুনগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিবিধ উপহার লইয়া মহাসিংহের সমক্ষে উপনীত হইলেন। অর্থগৃধ্নু মহাসিংহ ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না, তিনি সেনাদলকে নগরলুণ্ঠনে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগর শ্রীভ্রষ্ট, ধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এদিকে জম্বুরাজ পলায়িত দেখিয়া মহাসিংহ মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনি স্বীয় সহযোগী হকিকৎকে লব্ধদ্রব্যের ভাগ দিবেন না মনস্থ করিয়া স্বয়ং কার্য্যকর্ত্তারূপে কার্য্যক্ষেত্রে আদেশ প্রচার করিলেন। হকিকৎ এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন। মহাসিংহের বিরুদ্ধাচারী হওয়া তাহার ক্ষমতাতীত জানিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন এবং প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাঁহার দিন ফিরিল না, তিনি অচিরে কালের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের দেওয়ালী উপলক্ষে মহাসিংহ অমৃতসরে আগমন করেন। দরবার-শাহির দীর্ঘিকাতটে পুণ্যকৃত্য সমাধানই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। মহাসিংহের ধনরত্নে ভঙ্গীসর্দ্দারগণ এবং কানাইয়া সর্দ্দার জয়সিংহ বিশেষ ঈর্ষান্বিত ছিল। অমৃতসরে আসিয়া মহাসিংহ যখন জয়সিংহের নিকট সম্মানদানার্থ গমন করেন, জয়সিংহ তথন অকথ্য ভাষায় গালি দেন ও তাঁহাকে সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করেন।

ধনমদে ও বীরত্বগৌরবে মত্ত মহাসিংহের এ হেয় সম্ভাষণ তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রামগড়িয়া সর্দ্দার যশঃসিংহকে শতদ্রুপার হইতে আহ্বান করিলেন এবং অবিলম্বে কানাইয়া মিশলের শক্তিকেন্দ্র অমৃতসর ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যশঃসিংহ তৎকালে হাঁসি ও হিসারের জঙ্গল প্রদেশে দস্যুতা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কারণ তৎপূর্ব্বে কানাইয়া ও অহলুবালিয়া মিশ্‌লের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শতদ্রুপারে পাঠাইয়া দেন এবং তদধিকৃত প্রদেশ অধিকার করেন। এই কারণে পূর্ব্ব হইতেই জয়সিংহের উপর যশঃসিংহের প্রতিহিংসাবহ্নি প্রধূমিত ছিল। মহাসিংহের আমন্ত্রণে ও তৎকর্ত্তৃক বিশ্বস্তভাবে পূর্ব্বহৃত রাজ্যগুলি পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি দলবল সঙ্গে লইয়া মহাসিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

যখন মহাসিংহ বৃদ্ধ কানাইয়া সর্দ্দার জয়সিংহের বিরুদ্ধে এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন তিনিও মহাসিংহের ঔদ্ধত্য দমনের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি হকিকৎ সিংহের মৃত্যু ও জম্বুর পতনে মহাসিংহের অমিতবলের পরিচয় পাইয়া তাহা খর্ব্ব করিতে মনস্থ করেন। মহাসিংহ বলদর্পে অন্ধ হইয়া হকিকতের পুত্র জয়মল্লসিংহকে গুজরানবালায় আসিতে আদেশ প্রেরণ করেন। জয়সিংহ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া জয়মল্লকে স্বীয় অধিকার ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া দেন। অনন্তর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসিংহের অধিকৃত জত্তিয়ালা, রসুলপুর ও মণ্ডিয়ালা প্রদেশ আক্রমণ করেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি মহাসিংহের মিত্র নাকাই সর্দ্দার উজীরসিংহ ও ভগবান্‌সিংহের অধিকৃত স্থানসমূহ আক্রমণপূর্ব্বক উক্ত সর্দ্দারদ্বয়কে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন; তাহাতে উভয়পক্ষে শত্রুতা আরও বর্দ্ধিত হয়। পুনরায় উভয়দলে মজিথিয়ার নিকট যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে জয়সিংহ পরাভূত হইয়া বিপাশা নদীর পরপারে পলায়ন করেন।

এই পরাজয়ে হতমান হইয়া জয়সিংহ পুনরায় মহাসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত হন। মহাসিংহ এই সময়ে কটোচের রাজা সংসারচাঁদ এবং রামগড়িয়া-সর্দ্দার যশঃসিংহের সাহায্যলাভ করায়, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অনতিবিলম্বে উভয়দলে বতালার সন্নিকটে সাক্ষাৎ হইল। জয়সিংহের সেনাপতি এই যুদ্ধে নিহত হইলে কানাইয়া মিশ্‌লভুক্ত শিখসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও বতালা মহাসিংহের হস্তগত হয়।

জয়সিংহ এই পরাজয়েও ভগ্নোদ্যম হন নাই। তিনি পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিয়া নৌশেরা নগর সন্নিধানে মহাসিংহকে আক্রমণ করেন। এবারের যুদ্ধেও জয়সিংহ পরাজিত হইয়া নূরপুরে পলাইয়া যান এবং তথায় শত্রুর আগমনে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে গুরুবক্সসিংহের বিধবা পত্নী বুদ্ধিমতী সদাকুমারী বৃদ্ধ শ্বশুরকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া স্বীয় কন্যার সহিত মহাসিংহের বালক পুত্রের বিবাহ দিতে অভিলাষ জানান। কেননা তাহা হইলে দুইটী বিরোধী দলের অবশ্যম্ভাবী মিলন এবং বৃদ্ধ জয়সিংহের দেহান্তে তিনি কানাইয়া মিশ্‌লের সর্দ্দারী পাইতে পারেন। এই প্রস্তাব মহাসিংহের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সাহ্লাদে তাহা অনুমোদন করেন এবং ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে বিবাহপত্র স্বাক্ষর করিয়া পাঠান। পরবৎসর মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। তদবধি কএক বৎসর পঞ্জাবে আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই, বরং পঞ্চনদপ্রদেশে শান্তির বিমল সুখ ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ভঙ্গী সর্দ্দার গুজরসিংহের মৃত্যু ঘটিলে মহাসিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ফতেসিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া জ্যেষ্ঠ সাহেব সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সাহেব্ সিংহ তিন মাস কাল সোঢ়া দুর্গে অবরুদ্ধ থাকেন। এই সময়ে মহাসিংহ শিরোরোগে আক্রান্ত হওয়ায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গুজরান্‌বালা দুর্গে নীত হন। তথায় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং রণজিৎসিংহ দ্বাদশ বৎসর পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মাতা মাই মালবী দেওয়ান লক্ষপতি রায়ের সহযোগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। রণজিতের খাশুড়ি সদাকুমারীও বালক সর্দ্দারের রাজ্যরক্ষার্থ বিশেষ বুদ্ধি, অদ্ভুত কৌশল ও অদম্য বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে রণজিতের সহিত স্বীয় তনয়া মহতাব কুমারীর বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যুতে তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়। তিনি কানাইয়া মিশ্‌লের সর্দ্দাররূপে গৃহীত হইলে সুখের-চকিয়া মিশ্‌লের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। ইতিহাসকারগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সদাকুমারী পঞ্জাবে একাধিপত্য স্থাপনের সোপানস্বরূপ। রণজিৎ সেই সোপানে আরোহণ করিয়া উন্নতির শীর্ষদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক বলিতে কি, একমাত্র রণজিতের অধ্যবসায়ে পঞ্চনদের সমগ্র শিখ সম্প্রদায় ক্রমে সুখের-চকিয়া মিশ্‌লের অধীন হইয়াছিল। এক সময়ে বিভিন্ন মিশ্‌লভুক্ত শিখগণ পরস্পরে কখন মিত্র কখন বা শত্রু ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহে ও লুণ্ঠনে পঞ্জাব প্রদেশ ধনশূন্য ও জনশূন্য হইয়াছিল। রণজিৎ সেই সকল বিরোধী দলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র শিখজাতিকে একটী মহতী শক্তিরূপে পরিণত করেন। ঐ শক্তিপুঞ্জ কালে ইংরাজরাজের ন্যায় একটী মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়।

মাতার প্রতিনিধিত্বে রাজ্যশাসন রণজিতের ভাল লাগিল না। নিজে বিশেষ লেখা পড়া জানিতেন না বলিয়া তিনি স্বীয় পিতার খুল্লপিতামহ দালসিংহের হস্তে রাজ্যের যাবতীয় মন্ত্রণাভার ন্যস্ত করিলেন। এই সময়ে আহ্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র শাহ জমান্ পুনঃ পুনঃ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাহারা শিক্ষিত আফগান সেনার সমক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বয়ং রণজিৎও জমান্ শাহের লাহোর আক্রমণ কালে সদলে পলাইয়া পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। যাহা হউক, প্রতিবার এইরূপে অবনতমস্তকে পলায়ন উচ্চমনা রণজিতের ভাল লাগিল না। তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; দৈব তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন, কাজেই অচিরে তাহার বল বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল। সুখেরচক বংশের প্রধান শত্রু সর্দ্দার যশঃসিংহ রামগড়িয়া এক্ষণে বার্দ্ধক্যে উপনীত; তিনি কানাইয়া সর্দ্দার রাণী সদাকুমারীর অধিকৃত মিয়াণী নগর অবরোধ কালে রণজিৎ সিংহের বীরত্ব-প্রতিভার যে পরিচয় পান তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে আর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে চেষ্টা পান নাই। বীরশ্রেষ্ঠ গোলাপসিংহ ভঙ্গীও এসময়ে অশ্ব হইতে পড়িয়া যাওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে আর রণজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হন নাই। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ-সর্দ্দারগণও রণজিতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করিলেন না। এই সুযোগে রণজিৎ জমান শাহের দৌরাত্ম্য ও আক্রমণ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় ভঙ্গী সর্দ্দার লহনা, গুজর ও শোভাসিংহের নিকট হইতে লাহোর রাজধানী কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাণী সদাকুমারী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ভিতরে ভিতরে বল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

এই সময়ে লহনাসিংহের পুত্র চেৎসিংহ বদর-উদ্দীন্ নামক লাহোরের একজন মুসলমান-নেতাকে বন্দী করেন। তাঁহার শ্বশুর মিঞা আসফ্ মহম্মদ শিখ্ দরবারে আবেদন করিয়াও জামাতাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা এক যোগে রাণী সদাকুমারী ও সর্দ্দার রণজিৎসিংহকে পত্র দ্বারা লাহোর আক্রমণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাণী সদাকুমারী ও রণজিৎ এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া একত্র মিলিত হইলেন এবং অমৃতসরে পূজা দিবার ভাণ করিয়া সদলে অমৃতসরাভিমুখে চলিলেন। এখান হইতে এক দিনেই তাঁহারা লাহোরে উপনীত হইয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করিলেন। চেৎসিংহ বৃত্তিলাভ করিয়া রণজিৎকে দুর্গ ও নগর ছাড়িয়া দিল। অপরাপর সর্দ্দারেরা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে পঞ্চনদরাজ্য কএকজন পাঠান ও শিখসর্দ্দারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কসুর নগর নিজাম্ উদ্দীন্ খাঁ নামক একজন পাঠান-সর্দ্দারের অধীন ছিল। গোলাপসিংহ ভঙ্গী অমৃতসর প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। মূলতান রাজ্য সদোজৈ সর্দ্দার মুজঃফর খাঁর এবং দায়েরা প্রদেশ আবদুল সমদ খাঁর অধীনে শাসিত হইত। উক্ত প্রদেশ সরবার খাঁ কট্টিখেল এবং মানখেরা, ছোট ও বান্নু প্রদেশ নবাব মহম্মদ খাঁর বংশধর শাহ নবাজ খান্ উদ্দৌলার কর্তৃত্বাধীন ছিল। এতদ্ভিন্ন দেরাগাজী

খাঁ, বহাবলপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ দাউদপুত্র বহাবলখাঁর, ঝঙ্গ আহ্মদ খাঁর, পেশাবর ফতে খাঁ বরকজৈয়, কাশ্মীর আজিম খাঁর, আটক দুর্গ জহান্দর খাঁর, কাঙড়া দুর্গ রাজা সংসারচাঁদের, চম্বা রাজা চরৎ সিংহের, হোসিয়ারপুর হইতে কপুরথলা প্রদেশ ফতেসিংহ অহলুবালিয়ার এবং শতদ্রুর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহ স্বাধীন শিখ সর্দ্দারগণের বা তাঁহাদের অধীন মিশ্‌লের অধিকারে ছিল।

রণজিৎসিংহ লাহোরের অধীশ্বর হইলেন, তাঁহার সমসাময়িক শিখসর্দ্দার যশঃসিংহ রামগড়িয়া, গোলাবসিংহ ভঙ্গী, সাহেব্ সিংহ ভঙ্গী, উজীরাবাদের যোধসিংহ ও কসুরের নিজাম্ উদ্দীন্ খাঁ বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া রণজিতের হস্ত হইতে লাহোর বিচ্ছিন্ন করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত সর্দ্দারগণের মিলিত সেনাদল রণজিতের বিরুদ্ধে লাহোর রাজধানীর অদূরে ভাসিন্ মৌজায় সমবেত হইল। দশমাস খণ্ডযুদ্ধের পর, অকস্মাৎ গোলাপ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় শিখসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। অতঃপর বতালার সন্নিকটে যশঃসিংহের সহিত সদাকুমারী ও রণজিতের পুনরায় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রামগড়িয়া সর্দ্দার একেবারে হতবল হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পর হইতে রণজিৎ শত্রুহীন হইয়া আপনাকে নিরাপদ বোধ করিতে লাগিলেন।

লাহোর রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া উক্ত বর্ষেই রণজিৎসিংহ জম্মু অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মীরোবাল, নরবাল ও জশরবাল অধিকার করিয়া তথাকার সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে নজরাণা আদায় করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু রাজধানীর অভিমুখে উপনীত হইলে জম্মুপতি তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা ও হস্তী প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন।

রণজিৎ জম্মুপতিকে সম্মানার্হ পরিচ্ছদ দিয়াও তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনরাধিষ্ঠিত করিয়া শিয়ালকোটবিজয়ে অভিযান করিলেন। শিয়ালকোট অধিকারের পর তিনি দিলাবরগড় জয় করেন এবং তথাকার সাধু বাবাকে বৃত্তি স্বরূপ শাহদেরা দান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইংরাজদূত ইসুফ আলীখাঁ গবর্মেণ্ট পক্ষ হইতে নজর লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপনীত হন। রণজিৎও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানদানের পর বিদায় দিয়াছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। লাহোরে তাঁহার আদেশে টাঁকশাল স্থাপিত হইয়া তন্নামে মুদ্রা প্রচলিত হয়। অতঃপর তিনি স্বীয় অধিকৃত প্রদেশের শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য কাজী, মুফ্‌তী, কোতয়াল, মহল্লাদার প্রভৃতি পদে লোক নিযুক্ত করিয়া রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করেন। তাঁহার উদ্যোগে লাহোর নগরের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত হয়।

এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া রণজিৎ পুনরায় গুজরাতের সাহেব সিংহ ভঙ্গী ও কসুরের নবাব নাজিম উদ্দীন্ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই দুইটী যুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, সাঁহেব্ সিংহ ও নিজামখাঁ লাহোর সর্দ্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ও নজরাণা দিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অব্যাহতি লাভ করেন। উক্ত বর্ষে রণজিৎ অকালগড় আক্রমণ করিয়া সর্দ্দার দালসিংহকে বন্দী করেন, পরে কৌশলে উক্ত রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি সাহেব সিংহের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং উজিরাবাদিয়া দলের সর্দ্দার যোধসিংহকে স্বদলভুক্ত করেন।

এদিকে মহারাজ রণজিৎ সংবাদ পাইলেন যে কাঙড়াধিপতি সংসারচাঁদ রাণী সদাকুমারীর অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি তদ্দণ্ডেই স্বীয় দলবল লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং অহলুবালিয়া সর্দ্দার ফতেসিংহকে বতালায় আসিয়া মিলিত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। মহারাজের আগমনে রাজার 'কারদার' পলাইয়া গেলেন, তখন রণজিৎ নিরুপদ্রবে নৌশেরা অধিকার করিয়া নূরপুর জয় করিলেন। পরে ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া রণজিৎ পাঠানকোটের নিকটবর্ত্তী সুজনপুর দুর্গ ধ্বংস করেন এবং বুধসিংহ ও সঙ্গতসিংহ নামক শিখসর্দ্দার-দ্বয়কে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে চারিটী কামান কাড়িয়া লন। অতঃপর তিনি ধর্ম্মকোট, সুকালগড়, বহরামপুর, পিণ্ডি, ভাতিয়ান্, বন্দদুর্গ, ধন্নী ও পোথোবার অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কুমার খড়্গসিংহের জন্ম হয়। মহারাজ উৎসবান্তে দাস্কা ও চিনিয়োত দখল করেন। তদনন্তর তিনি কসুর ও ফলাবাড়া অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর মুলতানের নবাবকে বশীভূত করিয়া তিনি অমৃতসর হইতে ভঙ্গী মিশ্‌লের শেষ সর্দ্দার গুরুদত্তসিংহকে তাড়াইয়া দেন এবং তৎপ্রদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অহলুবালিয়া সর্দ্দারের সহিত একযোগে নবাব আহ্মদ খাঁকে ঝঙ্গ নগরে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মুলতানে পলাইয়া যান। শিখসৈন্য ঝঙ্গরাজ্য লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল। রণজিৎ কিছুতেই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নবাবের সহিত তাঁহার সন্ধি হইল। নবাব আহ্মদ খাঁ তাঁহাকে বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া পুনরায় ঝঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

এখান হইতে তিরমু নদী পার হইয়া রণজিৎ সদলে উচ্চ

আক্রমণ করিলেন। স্থানীয় সর্দ্দার নাগ সুলতান তাঁহাকে কর দিতে স্বীকৃত হন। তৎপরে রণজিৎ সাহিবাল ও গড় রাজ্যে গমন করেন। তথাকার বলুচ সর্দ্দারেরা তাঁহাকে অর্থ ও অশ্ব দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাঙড়ার নরপতি রাজা সংসারচাঁদ পুনরায় হোসিয়ারপুর ও বিজবাড়া লুণ্ঠন করেন। রণজিৎ সসৈন্যে তথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুনরায় তাড়াইয়া দেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ চন্দ্রভাগা ও ঝিলাম্ নদী-তীরবর্ত্তী মুসলমানসর্দ্দারগণের সহিত সন্ধি করেন। ঐ বৎসর তিনি লাভের আশায় ঝঙ্গ ও মুলতান আক্রমণ করিয়া প্রভূত অর্থ নজরাণা স্বরূপ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি যশোবন্তরাও হোলকর ফতে-গড় ও দীগ্ নগরের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী জেনারেল লেক ও ফ্রেজারের নিকট পরাজিত হইয়া রণজিতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ইংরাজেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তথায় ছাউনি করেন। রণজিৎ পরের শত্রুকে আশ্রয় দিয়া শত্রু বাড়াইতে চাহিলেন না, অথচ আশ্রিতকেও ত্যাগ করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি শিখ-দলপতিগণকে ডাকাইয়া উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটী সভা করিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে, রণজিৎ সিংহ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিউন। তদনুসারে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উভয়দলে সন্ধি হইয়া গেল। রণজিৎও যশোবন্তরাওকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন।

এই সময়ে রণজিৎ ইংরাজ-সেনার শিক্ষা-নৈপুণ্য ও সমর-পটুতা দেখিয়া চমৎকৃত হন। তিনি যশোবন্তের মুখে ইংরাজ সেনার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং কথনও ইংরাজের সহিত শত্রুতা করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন।

পরবর্ত্তীকালে রণজিৎ সিংহ সমগ্র মিশলের সর্দ্দারদিগকে যে ভাবে করায়ত্ত করিয়া বিপুল শিখবাহিনীর অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন এবং যেরূপ বলদর্পে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণকে স্বীয় দোর্দ্দণ্ড শাসনদণ্ডের অধীন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। [রণজিৎসিংহ দেখ।]

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য দরবারে লর্ড অক্লাণ্ড রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইংরাজ ও শিখসৈন্য বীরদর্পে কান্দা-হার দখল করিয়া উক্ত বর্ষের এপ্রেলমাসে শাহসুজাকে কান্দা-হারে অভিষিক্ত করিলেন। যুদ্ধবিজয়ে উৎসাহিত হইয়া শিখপতি অক্লাণ্ড প্রমুখ ইংরাজ অতিথিগণকে লাহোর ও অমৃতসরে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সময়ে অত্যধিক সুরাপানে তাঁহার পক্ষা-ঘাত হইয়া বাক্‌রোধ উপস্থিত হয়। তাহারই ফলে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরদুর্গে পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের মৃত্যু ঘটে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ বীর্য্যবলে ও সুকৌশলে এতদিন ধরিয়া যে শিখজাতির বীরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় উত্তরাধিকারীদিগের ভীরুতা, অযোগ্যতা, অকর্ম্মণ্যতা ও আলস্যহেতু সেই গৌরব-গরিমা দিন দিন অপহৃত হইতেছিল। পঞ্চনদের যে সকল সর্দ্দারগণ একদিন তেজস্বী কর্ম্মবীর রণজিতের প্রভাবে প্রকম্পিত ছিলেন, এখন তাহারা ছিদ্রান্বেষী অরিরূপে পরিণত হইলেন। কাজেই ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিখজাতির ও মহাবীর রণজিৎ সিংহের স্থাপিত শিখসাম্রাজ্যের শীঘ্রই অধঃপতন সাধিত হইল।

কুক্ষণে খড়্গসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিহীনতানিবন্ধন মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহ ও তাঁহার পুত্র হরিসিংহকে রাজপ্রাসাদান্তঃপুরে প্রবেশে নিষেধ করিয়া-ছিলেন, এবং চেৎসিংহ নামা একজন অপরিণামদর্শী মূর্খকে প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ধ্যানসিংহ আপনাকে অপমানিত মনে করিলেন বটে, কিন্তু তথনও শিখ-কুলের গৌরবরক্ষার্থ তিনি রাজা খড়্গসিংহের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। চেৎসিংহ উজীরপদ পাইয়াও সন্তুষ্ট রহিলেন না, তিনি গোপনে ধ্যানসিংহকে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ধ্যান-সিংহ তাহা জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সাবধান হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা খড়্গসিংহ ইংরাজ-রাজকে রাজস্বের ভাগ দিয়া আপনার রাজপদ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। শিখসৈন্য বা শিখসর্দ্দারের সহায়তা তাঁহার আবশ্যক নাই। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ইংরাজ কর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য পরিষ্কাররূপে ও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইবে। এই কথা রাস্তাঘাটে নিরন্তর আলোচিত হইল। লোকে রাজা খড়্গসিংহকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তথন সর্দ্দারগণের অভিমতে কুমার নবনেহাল সিংহকে পেশাবর হইতে ডাকাইয়া রাজা দিবার ব্যবস্থা হইল। রাজা গোলাপসিংহও ঐ সঙ্গে লাহোরে আসিলেন। নবনেহাল পিতার এই আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা রাণী চাঁদকুমারীও স্বীয় স্বামীর সিংহাসন-চ্যুতিবিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। রাজমন্ত্রী ধ্যানসিংহ এবং সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দার গোলাপসিংহ ও সুচেতসিংহ কয়জনে গোপনে যাইয়া খড়্গসিংকে বন্দী করিলেন। রাজা রাজ্যচ্যুত হইল এবং উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখে চেৎসিংহ শত্রুহস্তে জীবন দিলেন।

বালক নবনেহাল সিংহ অষ্টাদশ বর্ষে লাহোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতি শৈশব হইতেই উচ্চাশা তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ, বাবা-(সাধু) ও ফকিরগণ তাহাকে রাজ্যেশ্বর হইবেন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিলেন যে, তাঁহার রাজদণ্ড আফগান সীমান্ত হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইবে। ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্ন্যাসীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই বিশ্বাসে তিনি ইংরাজের সহিত যুদ্ধবাসনা করিয়া সেনাদলসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদে তাঁহার কার্য্যগতি অন্যত্র পরিচালিত করিল। তিনি মণ্ডিরাজের বিরুদ্ধে স্বীয় সেনা পরিচালিত করিয়া কমালগড় দুর্গ অধিকার করিতে বাধ্য হইলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর খড়্গসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে গোলাপ সিংহের পুত্র ও ধ্যানসিংহের ভাগিনেয় মিঞা উধান সিংহের হাত ধরিয়া মহারাজ নবনেহাল সিংহ হজুরীবাগে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে প্রবেশদ্বারের খিলান তাঁহার মাথায় খসিয়া পড়ে ও তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

[নবনেহাল সিংহ দেখ]

ইহার দুই ঘণ্টা পরে রাণী চাঁদকুমারীকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, তাহার প্রিয়পুত্র অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আরও যদি তিনি স্বয়ং রাজপদের অভিলাষী হন, তাহা হইলে যেন, এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। কার্য্যে তাহাই ঘটিল। কিন্তু রাজমন্ত্রী রাজ্যের অন্যতম উত্তরাধিকারী খড়্গসিংহের ভ্রাতা শেরসিংহকে গোপনে সংবাদ দেন। শেরসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলে, রাজা নবনেহাল সিংহের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র করা হইল।

রাণী চাঁদকুমারী শেরসিংহের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পুনঃপুনঃ মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সংবাদ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ধ্যানসিংহ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে চাঁদকুমারী ও তাঁহার পক্ষীয় সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণ তাঁহার পরম শত্রু। চাঁদকুমারী রাজ্যাভিষিক্ত হইলেই তাঁহাকেই ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে। এইজন্য তিনি শেরসিংহের পক্ষ হইয়া বারবার সর্দ্দারগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণের উদ্যোগে রাণী চাঁদকুমারীই পঞ্জাবের মহারাণী বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

রাণী চাঁদকুমারী স্বহস্তে রাজ্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়াই সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দার আতরসিংহকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। আতরসিংহের অধীনে অপর চারিজন সর্দ্দার লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনার্থ আর একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। জম্বুরাজ গোলাপসিংহ এই গোলযোগের সময় মহারাণী চাঁদকুমারীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা ধ্যানসিংহ এই সময়ে জম্বুতে থাকিয়া লাহোর দরবারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি অর্থবলে খালসা সেনাদল ও সর্দ্দারদিগকে বশীভূত করিয়া শেরসিংহের পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কথা মত শেরসিংহ লাহোরের শালিমার উদ্যান সমীপে আসিয়া ছাউনী করিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী মিঞামীর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে খালসা সৈন্য দলে দলে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল।

রাণীর পক্ষে রাজা গোলাপসিংহ, জমাদার খুসালসিংহ ও সর্দ্দার তেজসিংহ প্রভৃতি সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণ যুদ্ধার্থ লাহোর দুর্গে আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুচেতসিংহ ও জেনারল ভেঞ্চুরা ঐ সময়ে লাহোরে আসিয়া শেরসিংহের সহিত যোগ দিলেন। এই সকল সেনানীদলে পরিবৃত হইয়া শেরসিংহ ৭০ হাজার শিখসৈন্যসহ রাত্রিকালে লাহোর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি সেনাদল বাজার, দোকান প্রভৃতি লুণ্ঠন করিল। প্রভাতে ৭০ হাজার পদাতিক ও প্রায় ৫০ হাজার অনুগামী সেনা "বাহ্ গুরুজি কি ফতে, বাহ্ গুরুজি কি খালসা জি" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে দুর্গ আক্রমণ করিল। দুর্গ অবরোধকালে তিনদিন দুর্গোপরি অবিরত গোলাবর্ষণ চলিয়াছিল। খালসা-সৈন্য ঐ সময়ে বাদশাহী মস্‌জিদের বারুদখানায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সমস্ত ভস্মসাৎ করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু ঐ উপায়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হন।

পঞ্চমদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শেরসিংহ সংবাদ পাইলেন, রাজা ধ্যানসিংহ জম্বু হইতে শাহদেরার সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু শেরসিংহ আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া গোলাপসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ধ্যানসিংহের মধ্যস্থতা ব্যতীত গোলাপসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। তখন শেরসিংহ তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ষষ্ঠদিনে ধ্যানসিংহ লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে যুদ্ধ বন্ধ হইল ও সেই সঙ্গে উভয়দলে সন্ধি হইয়া গেল। মহারাণী চাঁদকুমারী শেরসিংহকে লাহোরসিংহাসন দান করিলেন ও স্বয়ং ৯ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর লইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। রাজা গোলাপসিংহ চাঁদকুমারীর ধনরত্ন লইয়া প্রস্থানকালে, মহারাজ শেরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া যান, আমার অপরাধ লইবেন না। আমি ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ আপনার কর্ত্তব্য-

পালন করিয়াছি। মহারাজ রণজিৎসিংহ মৃত্যুকালে আমার হস্তে তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিয়া যান। আমি তাঁহার পুত্রবধূর সম্মানরক্ষার্থ এই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

[চাঁদকুমারী দেখ।]

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী শেরসিংহ লাহোরের সিংহাসনে বসিলেন। ধ্যানসিংহ আসিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দারগণের কেহই আসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল না। তজ্জন্য তিনি রোষকষায়িতলোচনে আতরসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা লহনাসিংহের বিরুদ্ধে সেনা সজ্জা করিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

সর্দ্দার আতর সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শতদ্রু অতিক্রম করিয়া ইংরাজাধিকারে পলাইয়া আসিলেন; কিন্তু ঐ বংশের অন্যতম সর্দ্দার লহনাসিংহ সসৈন্যে শেরসিংহের সম্মুখীন হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি খালসা সেনার হস্তে বন্দী হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় লাহোরে নীত হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয়। যে খালসা সৈন্যের সাহায্যে শের শাহ এতদিন বীরদর্পে লাহোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহারাই এখন তাহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা রাজকর্ম্মচারিগণের আদেশ কিছুমাত্র পালন করিত না। কোনরূপ নিষেধে তাহারা দৃক্পাত করিত না, যাহা তাহাদের মনে সমুদিত হইত, তাহাই তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইত। তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহারাই পঞ্জাবের সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহারা না থাকিলে শিখরাজ্য কখনই থাকিত না।

তাহাদের এই ঔদ্ধত্য উত্তরোত্তর প্রবল ভাব ধারণ করিল। কিছুতেই তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল না। যে রাজকর্ম্মচারী তাহাদের বেতন বা পারিতোষিক লইয়া তাহাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিত, অথবা অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিরক্তির কারণ হইত, তাঁহাদের উপর খালসা-শিখগণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কাতর হইত না। যাঁহারা কোনও কারণে সেনাদলের মনোবাদের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে সেনাদিগের হস্তে নিহত হন এবং সেনাগণ তাঁহাদের গৃহাদি দাহ করিয়া প্রতিশোধ লইত। লাহোর-দরবারে নিযুক্ত য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ খালসা সেনার এই ভীষণ অত্যাচারে ভীত হইয়া পড়িলেন। জেনারল কোর্ট রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, নিরুপায় হইয়া গোপনে লাহোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ফুলকিস্ (Foulkes) নামা বীর-হৃদয় ইংরাজপুঙ্গব বিনাকারণে শিখসৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেনাদলের বেতনদাতা বক্সীগণ ও রাজমন্ত্রিগণের ব্যবহারে তাহারা বিশেষ উত্তেজিত হয় এবং কোনরূপ নিষেধ না মানিয়াই তাহারা দিবা ভাগে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে।

কেবল লাহোর-রাজধানীতেই এই সেনা-বিদ্রোহ নিবদ্ধ ছিল না। খালসাগণ জেনারল মোহন সিংহের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। পেশাবর নগরেও ঐরূপে শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইয়া জেনারল আবি-তাবিলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহাদের দণ্ডবিধান করা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত জানিয়া তিনি আস্তে আস্তে জালালাবাদে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন, এইরূপে খালসা-দল ক্রমশঃই অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠে, কিন্তু যখন তাহারা শুনিল যে ইংরাজসেনা লাহোর-পতির পক্ষাবলম্বন করিয়া পঞ্জাবে আসিতেছেন, তখন তাহারা আস্তে আস্তে শান্তভাব ধারণ করিল।

মহারাজ শেরসিংহ বড়ই বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য দেখিতেন না; হজুরীবাগ প্রাসাদ, শালিমার ভবন, সামানা বুরুজ, বা শাহ বিলাবালের প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী আবাসে যখন যেখানে তিনি বাস করিতেন, তখন সেখানে সর্ব্বদাই নৃত্য-গীতে পূর্ণ থাকিত। তিনি নিরন্তর মদ্যপানে বিভোর থাকিতেন। মদ্যপান তখন সাধারণে নিন্দনীয় বলিয়া গৃহীত হইত না, তখন সকলেই মদ্য-পানকে বীরত্বের উত্তেজক ও বলাধিক্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করিত।

শেরসিংহ যখন লাহোরদুর্গে চাঁদকুমারীকে আক্রমণ করেন, তখন জবালাসিংহ নামক এক জন শিখসর্দ্দার বিশেষ বীরত্ব দেখান। শেরসিংহ লাহোরদুর্গ বিজয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যখন সেনাগণকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন; তখন জবালাসিংহ উজীরপদ প্রাপ্তির আশায় ধ্যান-সিংহ আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গজয় করিবার অভিপ্রায়ে শেরসিংহের নিষেধসত্ত্বেও বার ঘণ্টা কাল অমিত তেজে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সর্দ্দার জবালা সিংহের উপর মহারাজ শেরসিংহের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। রাজা তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুচতুর ধ্যান সিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসৃত করিবার বাসনায় মহারাজের কর্ণে নিরন্তর তাঁহার বিষয়ে নিন্দা-মন্দ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমশঃই রাজার কান ভারি হইয়া উঠিল। জবালাসিংহ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্বীয় অধীনস্থ পাঁচ হাজার 'ঘোড় চড়া' সেনা লইয়া শালিমার উদ্যানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ শেরসিংহ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি উপনীত হইলেন না। তখন শের-সিংহ মন্ত্রীসহ নগরহইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। ধ্যানসিংহের আদেশে ৪০ দিন নানা কষ্ট ভোগের পর তিনি শেখপুরা দুর্গে প্রাণত্যাগ করেন (১৮৪১, মে)।

মহারাজ শেরসিংহ এতদিন ধরিয়া রাণী চাঁদকুমারীকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি "চাদর আন্দাজি" প্রথায় তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। সুপ্রসিদ্ধ কানাইয়া সর্দ্দার জয়মল্ল সিংহের কন্যা এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন না। কাজেই তাঁহার উপর মহারাজের ক্রোধ হইল। তিনি কৌশলে রাণীর বাঁদী-দিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহার নিধনসাধন করিলেন (১৮৪২খৃঃ)।

এই সময়েই বৃটিশরাজ কাবুল বজয় করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। পঞ্জাবের মহারাজ উক্ত যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করায় ফিরোজ-পুরে উভয় পক্ষীয় সেনাদলের কুচকাওয়াজ হয়। স্বয়ং লর্ড এলেনবরো ঐ সময়ে যুবরাজ প্রতাপসিংহ ও মন্ত্রী ধ্যানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের মিত্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ মুক্ত হইয়া লাহোরে আসেন। শিখরাজ তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া ছিলেন।

এই সময়ে ভাই রামসিংহ ও গুরুমুখসিংহের প্ররোচনায় রাজপরিবার মধ্যে একটী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শেরসিংহ ধ্যানসিংহের আচরণে বিরক্ত হইয়া সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারদিগের উত্তেজনায় তাঁহার প্রাণসংহারের চেষ্টা পান। মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহ এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া সুকৌশলে অজিতসিংহের সাহায্যে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজার নিধন সাধন করেন। ইহাতেও বিদ্বেষবহ্নি প্রশমিত হইল না। লহনাসিংহ যুবরাজকে বধ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সর্দ্দার অজিতসিংহের নির্দ্দেশ মত রাজা ধ্যানসিংহ পশ্চাৎ হইতে গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দার লহনা-সিংহ ও অজিতসিংহের এই বীভৎস আচরণে সমগ্র নগরবাসী ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

লহনাসিংহ মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, রাজা ধ্যান সিংহ, তৎপুত্র হীরাসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা সুচেৎ সিংহকে কৌশলে এক স্থানে আনিয়া নিহত করিবেন। অজিতের হটকারিতায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না বুঝিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে তিরস্কার করিলেন; কারণ তখনও রাজা ধ্যানসিংহের ভ্রাতা ও পুত্র জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র খালসা সৈন্য তাঁহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল। কাজে কাজেই সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণের পঞ্জাবে প্রভুত্বস্থাপন সুদূরপরাহত হইল।

মিশ্র লালাসিংহ নামক জনৈক সিংহ সর্দ্দার মহারাজের মৃত্যু-সংবাদের অব্যবহিত পরেই রাজা ধ্যানসিংহের মৃত্যু বিবরণ গোপনে তৎপুত্র হীরাসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। হীরা-সিংহ পিতার মৃত্যুতে বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সুবিজ্ঞ সুচেৎ সিংহ এই ঘটনা সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণের ষড়যন্ত্রে সম্পাদিত জানিয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অবিলম্বে তিনি রায় কেশরীসিংহ প্রভৃতি পরামর্শদাতা নেতাদিগকে একত্র করিয়া খালসা সেনাদলকে ধ্যানসিংহের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। সিন্ধিয়ান্‌সর্দ্দার লহনাসিংহ অতর্কিত ভাবে রাজা সুচেৎ সিংহকে আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিবেন ভাবিয়া সসৈন্যে তাঁহাদের অধিকৃত পার্ব্বত্যদুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গসমীপবর্ত্তী হইয়া যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে রাজা পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইয়াছেন, তখন তিনি সহসা যুদ্ধ না করিয়া মনে মনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে রাজা হীরাসিংহের শোক কতক প্রশমিত হইল। তিনি তখন সর্দ্দার আবিতাবিলের বাড়ীতে উপনীত হইয়া সকল খালসা সর্দ্দারকে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা হীরাসিংহের প্ররোচনায় রাজা ও রাজপুত্রের হত্যাকারীর প্রতি-হিংসাসাধন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। অনতিবিলম্বে ৪০ হাজার খালসা সৈন্য হীরাসিংহের অধীনে লাহোরযাত্রা করিল।

এদিকে সর্দ্দার অজিতসিংহ লাহোর দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত থাকিয়া বাদ্যোদ্যম দ্বারা মহারাজ রণজিৎসিংহের কনিষ্ঠপুত্র দলিপ সিংহের সিংহাসনাধিকার জ্ঞাপন করিলেন। তিনি স্বয়ং রাজমন্ত্রীর পদ লইয়া ব্যস্ত; সুতরাং বুদ্ধআকা-শা নামক স্থানে হীরাসিংহের এই সেনাসমাবেশ সংবাদ তাহার অবিদিত রহিল। তথাপি তিনি হীরাসিংহের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া নগরের অন্যান্য সর্দ্দারদিগকে অর্থদানে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াও শেষে আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না।

সমগ্র খালসা-বাহিনী লইয়া হীরাসিংহ বীরদর্পে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে জেনারল ভেঞ্চুরা ও আবি-তাবিলে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহারা ১০০ কামান লইয়া লাহোর-নগরের দিল্লীদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। হীরাসিংহ নগরে প্রবেশ করিয়াই দুর্গ অবরোধপূর্ব্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতেও শত্রুর উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের ভীষণ গোলাপাতে দুর্গপ্রাচীর ও দেওয়ালের কোন কোন অংশ খসিয়া পড়িল। রাজা হীরাসিংহ অর্থের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, যে সকল সৈন্য দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিয়া আমার পিতৃ-হন্তার মুণ্ড আমার সমক্ষে আনিয়া দিতে সমর্থ হইবে, সেই সকল সেনা বিশেষ পুরস্কার এবং দুর্গ লুণ্ঠন করিতে অধিকার পাইবে।

এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র শিখরাজের স্পেনদেশীয় সেনাপতি মুসোঁ হুরমান্ দুর্গ ভেদ করিবার জন্য প্রথমেই দুর্গ

ছিদ্রদেশে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিখদল অগ্রসর হইল। অচিরে বহুসেনা ছিদ্রপথে দুর্গ প্রবেশ করিল। অজিতসিংহ নিহত হইলেন। সর্দ্দার লহনা সিংহের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেলনা। দুর্গ-লুণ্ঠন শেষ করিয়া সেনাদল প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজা হীরাসিংহ তাহাদিগকে বলিলেন যে কেহ সর্দ্দার লহনা সিংহকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে সমুচিত পুরস্কার দিব। তখন শিখেরা তন্ন তন্ন করিয়া দুর্গের সমগ্র স্থান অন্বেষণ করিল। লহনাসিংহ ধৃত হইয়া হীরাসিংহের সমক্ষে আনীত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে লহনাসিংহের মুণ্ড ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইল।

অতঃপর রাজা হীরাসিংহ রাজপ্রাসাদস্থ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে নিহত করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ লাহোর দরবার হইতে তাঁহার আদেশে নির্ব্বাসিত হইল। রাজা হীরাসিংহ সেনাদিগকে আপাততঃ একমাসের বেতন পুরস্কার দিলেন এবং ভবিষ্যতের উন্নতির আশা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

যুদ্ধ জয়ের পর চতুর্থ দিবসে রাজা হীরাসিংহ সেনাবিভাগের সর্দ্দারদিগকে হজুরীবাগ-প্রাসাদে আহ্বান করিয়া একটী সভা করিলেন। ঐ সভায় সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে দলীপসিংহ পঞ্জাবের মহারাজ এবং হীরাসিংহ তাঁহার প্রধান উজীর বলিয়া গৃহীত হইলেন। হীরাসিংহ তাহার শত্রু পক্ষীয়ের ভয়ে মন্ত্রিপদগ্রহণে অস্বীকার করিলে সেনাদল তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনার কোন ভয় নাই। যে কেহ আপনার শত্রুতা করিবে সেই রাজ্যের শত্রু বলিয়া তদ্দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তখন সর্দ্দারবৃন্দের আদেশে সিন্ধিয়ান্‌বালা পক্ষীয় কএকজন ষড়যন্ত্র-কারীকে নিহত করিয়া হীরাসিংহ পঞ্জাবরাজ্যের সর্ব্ব প্রধান পদে সমাসীন হইলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে খালসা সেনাগণই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে একজনকে রাজপদ দান করিতে পারিত, আবার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিহত বা নির্ব্বাসিত করিত। খালসা সেনার ক্রমশঃ বল বৃদ্ধি ঘটিলেও তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় দস্যুপ্রবৃত্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী মিশ্‌ল সমূহে দলপতিরা কেবল মাত্র ঘুষ ও পুরস্কারের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ স্বীয় ভুজবলে বা কৌশলে সমগ্র শিখ মিশ্‌লকে আপনার অধীন করিতে সমর্থ হইলেও এই দুর্দ্ধর্ষ সেনাদলে লুণ্ঠনপিপাসা বিদূরিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী দুর্ব্বল হৃদয় রাজন্যগণও পূর্ব্বাপর খালসা সেনাদলের অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদের সাহায্যে আপনাদের বলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহারই ফলে পঞ্জাবে নিরন্তর বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তৎকালে অর্থবান্ রাজারাই অর্থবলে আপনার পক্ষ দৃঢ় করিয়া পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছিলেন। ফলে রাজ্যময় সর্ব্বদাই অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। সেনাদলের ধনলালসা চরিতার্থের জন্য সর্দ্দারগণকে সর্ব্বদাই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সেই জন্য কোনরূপ একতা বা সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে পঞ্জাবের অদৃষ্ট-চক্র অন্যপথে চালিত হইত।

শেরসিংহের মৃত্যুর পর খালসা সেনাদল রণজিৎসিংহের বহু কষ্টে সঞ্চিত যুদ্ধাশ্ব ও হস্তিসমূহ রাজার আস্তাবল হইতে লইয়া গেল। রাজসরকারের গাড়ী ও আসবাব্ গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সামান্য সৈনিক সেরূপ রাজভোগ্য জিনিসের আদর কি বুঝিবে? তাহারা সেই সমস্ত মূলবান্ দ্রব্য পদদলিত করিয়া রাজকোষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল, কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সকলেই সেই দৃপ্ত সেনাদলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। হীরাসিংহও এই সুযোগে রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া আপনার উদরপূর্ণ করিয়া লইলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজা গোলাপসিংহও শেরসিংহের সিংহাসনারোহণ কালে রাজকোষশূন্য করিয়া যান।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দলীপ সিংহ পঞ্জাবের রাজা হইলেন। তাঁহার পিতা বহু শ্রম স্বীকার করিয়া যে রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, অবিমৃষ্যকারিতা দোষে তাঁহারাই অন্যতম ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পত্র তাহার নিঃশেষের পথ প্রশস্ত করিয়া গেলেন। কাজেই শূন্যরাজকোষ লইয়া তাঁহাকে নামে মাত্র রাজা থাকিতে হইল। হীরাসিংহই উজীর এবং রাজ্যের কর্ত্তা। বালক রাজার যুবকমন্ত্রী, বিষময় ফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হইল না। হীরাসিংহ জল্লা মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদের প্ররোচনায় উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া রাজমাতা রাণী ঝিন্দন সুচেৎ সিংহকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন। রাণীর ভ্রাতা জবাহির সিংহও রাণী মত সমর্থন করিয়া রাজা সুচেৎ সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। হীরাসিংহ এই ব্যাপারে ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া রাজা সুচেৎকে অপসারিত করিতে বিবিধমত প্রকারে যত্নশীল হইলেন। তিনি সমগ্র খালসাদলের বেতন পরিশোধ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে ২॥০ টাকা বৃত্তি দিলেন এবং ভবিষ্যতে আরও পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যখন ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইল, তখন হীরাসিংহ পিতৃব্য রাজা গোলাপসিংহকে সংবাদ দিয়া রাজধানীতে আনাইলেন।

রাজা গোলাপসিংহ ১০ই নবেম্বর লাহোর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার পরামর্শে উভয়দলে মিলন হইল। একদিন সেনাদলের কুচকাওয়াজের সময় জবাহির সিংহ বালক রাজা দলীপকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া সেনাদলের মধ্যস্থলে গমন করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বালক রাজা ও তাঁহার মাতা ঝিন্দনের প্রতি মন্ত্রী হীরাসিংহের নির্য্যাতন বার্ত্তা জানাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি সেনাদল এবিষয়ে মনোযোগী না হয়, তাহা হইলে তিনি ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবেন। এই কথায় শিখসেনা তাঁহার প্রতি বড় বিরক্ত হইল, কারণ তাহারা তৎকালে ইংরাজদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

জবাহির একদিন বালক মহারাজকে লইয়া ফিরোজপুর যাইতেছেন শুনিয়া হীরাসিংহ অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহণে যাইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। মহারাজের প্রাসাদ প্রবেশোপলক্ষে ১০১ তোপধ্বনি হইল। জবাহির সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন কারারুদ্ধ হইলেন।

এই সময় হইতে রাজা সুচেৎসিংহকে সকলেই রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল; সকলে ইংরাজের সহিত তাঁহার যোগাযোগ চলিতেছে বিশ্বাস করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাহার সেনাবলও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার উপর রাজা গোলাপসিংহও উপস্থিত। রাজমন্ত্রী সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দুর্গ হইতে সুচেৎসিংহের সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই ব্যবহারে সুচেৎসিংহের মনোমালিন্য আরও বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু সমগ্র খালসা সৈন্য তাঁহার অধীন জানিয়া প্রতিহিংসা লইতে সাহস করিলেন। রাজা গোলাপসিংহের পরামর্শে তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় প্রভূত ধন লইয়া মানে মানে জম্বুতে ফিরিয়া গেলেন।

খুল্লতাতদ্বয় চলিয়া গেল, হীরাসিংহ কতক নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু তখন মহারাজ রণজিতের অন্যতম পুত্র কাশ্মীরা ও পেশোরাসিংহ জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই হীরাসিংহের রাজনৈতিক গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাছে হীরাসিংহ তাঁহাদের কোনরূপ সর্ব্বনাশ করেন, এই ভয়ে তাঁহারাও বহুসেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হীরাসিংহও তাঁহাদের দ্বারা রাজ্যের বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করিলেন। জম্বুরাজ গোলাপসিংহও সসৈন্যে শিয়ালকোট অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন।

শিয়ালকোটে উভয়পক্ষে দুইবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষ যুদ্ধে রাজা গোলাপসিংহ নগর দখল করিলেন এবং রাজকুমারদ্বয় দুর্গ ছাড়িয়া মাঁঝা প্রদেশে আশ্রয় লইলেন।

যে রাজবংশের উপর খালসা সৈন্য এতদিন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিল, সেই বংশের সন্তানদ্বয়কে এরূপে নিগৃহীত করিতে দেখিয়া খালসা সৈন্য হীরাসিংহের উপর বিশেষ বিরক্ত হইল। তাহারা হীরাসিংহকে প্রাসাদে আটক রাখিল এবং রাজমাতুল জবাহির সিংহকে মুক্ত করিয়া দিল। যতক্ষণ না হীরাসিংহ মহারাজকুমারদ্বয়ের জীবন ও ধন সম্পত্তি নিরাপদ রাখিতে স্বীকৃত হইল, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা উজীরকে ধ্যানসিংহের প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিতে দিল না।

রাজ্যে আরও নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটিতেছে দেখিয়া খালসা সৈন্য রাজা সুচেৎসিংহকে লাহোরে আসিতে অনুরোধ এবং হীরাসিংহের বিরুদ্ধে তাহারা সাহায্য করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। সংবাদ পাইয়াই রাজা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ্চ শাহদেরায় উপনীত হইলেন; কিন্তু হীরাসিংহের কথায় আবার খালসা সেনার মন ফিরিয়া গেল। তাহারা মিঞা বান্দার মসজিদে রাজা সুচেৎকে আক্রমণ করিল। সুচেৎ সিংহ স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে সুচেৎ ও তাহার সহকারী রায় কেশরীসিংহ নিহত হইয়াছিলেন।

এদিকে সর্দ্দার আতরসিংহ লাহোর দরবারে উজীরপদ প্রাপ্তির আশায় গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি শতদ্রু পার হইয়া বাবা বীরসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরা সিংহ স্বদলে আসিয়া যোগ দিলেন। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইল। হীরাসিংহ এই বিদ্রোহদমনের জন্য লাহোর হইতে মহতাব্ সিংহ, গোলাপসিংহ, মিঞা জবাহির সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন। জালন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্তা শেখ ইমাম্ উদ্দীন্ ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা ঐ সঙ্গে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। যুদ্ধে সিদ্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দার আতরসিংহ ও রাজকুমার কাশ্মীরাসিংহ নিহত হইলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। খালসা সৈন্য জয়লাভ করিয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিল। পেশোরাসিংহ নিরুপায় হইয়া লাহোর দরবারে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। হীরাসিংহের অনুগ্রহে তিনি জায়গীর লাভ করিয়া শেষ জীবন নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করেন।

[পেশোরাসিংহ দেখ।]

এই সময়ে সুচেৎ সিংহের সম্পত্তি লইয়া রাজা গোলাপসিংহের সহিত হীরাসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে উভয়পক্ষে যুদ্ধের জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল। অবশেষে ভাই রামসিংহ, দেওয়ান দীননাথ ও শেখ ইমাম্ উদ্দীনের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের পারিবারিক গোলযোগ মিটিয়া যায়।

এতদিনে হীরাসিংহ নিষ্কণ্টক হইলেন, তাঁহার শক্তি লাহোর-

দরবারে অপ্রতিহত রহিল, কিন্তু তাঁহার কুলগুরু জল্লা পণ্ডিতের আচরণে শিখগণ ক্রমশঃই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইতে লাগিল। রাণী ঝিন্দন কোষাধ্যক্ষ লালসিংহে আসক্ত এবং ঐ লালসিংহ সর্দ্দার জবাহির সিংহকে গোপনে অর্থ সাহায্য দ্বারা উত্তেজিত করিতেছেন জানিতে পারিয়া জল্লা পণ্ডিত একদিন রাণীকে উদ্দেশ করিয়া কুবাক্য প্রয়োগ করেন। খাল্সা-সৈন্য সেই কথা শুনিয়া রাজবংশের অবমাননা জ্ঞানে পণ্ডিত ও হীরাসিংহের উপর বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল। তাহারা প্রকাশ্যতঃ জবাহিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জল্লা পণ্ডিতকে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হীরাসিংহকে অনুরোধ করিল। হীরাসিংহ তখন প্রমাদ গণিলেন। পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই দেখিয়া তিনি জল্লাপণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া জম্বু অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিখসৈন্য সর্দ্দার জবাহির সিংহকে প্রধান মন্ত্রিপদ দান করিয়া হীরাসিংহের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ২১এ ডিসেম্বর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হীরাসিংহ ও পণ্ডিত জল্লা খালসা হস্তে নিহত হইলেন। জবাহির সিংহ তাঁহাদের ছিন্নমুণ্ড লইয়া মহোল্লাসে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

সর্দ্দার জবাহির ও কোষাধ্যক্ষ লালসিংহ এখন লাহোরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই রাজতোষাখানা হইতে অর্থ লইয়া খালসা সেনার মনস্তুষ্টি করিলেন, তাহাতে তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া জম্বু আক্রমণ করিতে সম্মত হইল। তদনুসারে শ্যামসিংহ আতরীবালা, ফতেসিংহ মান প্রভৃতি খালসা নায়কগণ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। জম্বুর যুদ্ধে মানসর্দ্দার নিহত হইলেন। এই ঘটনায় খালসা সেনাদল বিশেষভাবে উত্তেজিত হইবে ও তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে জানিয়া, রাজা গোলাপসিংহ স্বয়ং সেনাদলের সম্মুখে আসিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দারের মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া মনোবেদনা জানাইলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে খালসাদল রাজা গোলাপসিংহকে লাহোর দরবারে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন জবাহির সিংহ রাজাকে রাণীর সম্মুখে লইয়া গেলেন, রাণী তাঁহাকে উজীরপদ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। জবাহির সিংহ এবিষয়ে অনুমোদন করিলেন না। সাধারণের আগ্রহে পুনরায় ১৪ই মে তারিখে জবাহির সিংহকে উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। গোলাপসিংহ ৬৮ লক্ষ টাকা জরিমানা ও সুচেৎসিংহের সম্পত্তি রাজদরবারে দান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

উক্ত বর্ষে রাজা পেশোরাসিংহ লাহোর দরবারে আসিয়া রাণী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেন। জবাহির ইহাতে বিলক্ষণ চটিয়া যান এবং তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। এই সময়ে কোন কোন সেনাদল তাঁহাকে উজীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেও তিনি খালসা সৈন্যের আগ্রহে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আটক নগরে আসিয়াই তিনি পাঠানগণের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করিয়া আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কাবুলরাজ দোস্ত মহম্মদ খাঁর সাহায্য-লাভের আশায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

জবাহির সিংহ এই ব্যাপারে উদ্ধত পেশোরা সিংহকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে লাহোর হইতে সর্দ্দার ছত্রসিংহ ও ফতেখাঁ তিবানা সদলে আটক আক্রমণার্থ প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদের শঠতায় পেশোরাসিংহ ধৃত, কারানিক্ষিপ্ত ও নিহত হইলেন।

এই ঘটনায় খালসা সেনাদল উজীরের উপর বিরক্ত হইলেন। সেনা পঞ্চায়ৎ অবিলম্বে জবাহির সিংহকে তাহাদের সম্মুখে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। উজীর প্রমাদ গণিলেন, খালসা সেনার হস্তে তিনি আপনার শেষ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেনাদল আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে বাহিরে আনাইলেন। তাঁহার ক্রোড়ে হস্তিপৃষ্ঠে বালক মহারাজ দলীপসিংহও আনীত হইয়াছিল। তিনি আসিলেই সেনাদল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং বালকরাজকে তাঁহার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে তদ্দণ্ডেই শমন-সদনে প্রেরণ করিল, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৮৪৫।

এইরূপে খাল্সা সৈন্য পেশোরা সিংহের হত্যাব্যাপারের প্রতিশোধ লইল। রাণী ভ্রাতৃহত্যায় বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলে তাঁহার আদেশে রাজ্যের শত্রুকুল নিহত হইল। সাধারণের ইচ্ছায় রাণী ঝিন্দন বালক মহারাজের প্রতিনিধি হইলেন এবং দেওয়ান দীননাথ, ভাই রামসিংহ ও লালসিংহ মিশ্রের সহযোগে তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাজ্যের মূলশক্তি সেনাবিভাগের পঞ্চায়ত হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা রাজা গোলাপসিংহের হস্তে মন্ত্রিত্ব দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবেচক রাজা ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন। এই সময়ে পেশাবর হইতে খুসালসিংহের ভ্রাতা সর্দ্দার তেজসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলে তাঁহাকেই মন্ত্রী করিতে কহিলেন। কিন্তু তিনিও এই উচ্চপদ গ্রহণ করিলেন না। তখন রাণী পাঁচ খণ্ড কাগজে পাঁচজন নেতার নাম লিখিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে কহিলেন। মহারাজ দলীপকে দিয়া কাগজ তোলা হইল। প্রথম পত্রেই লালসিংহের নাম উঠিল, খালসা দল তাঁহাকে মন্ত্রিপদ দিতে চাহিলেন না, তখন রাণী বাধ্য হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তেজসিংহ

সেনাপতি হইলেন এবং লালসিংহ মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে খালসা সেনার শক্তি অদম্য হইয়া পড়িল। তাহাদের কার্য্যে নিষেধ করিবার শক্তি কাহারও রহিল না, উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী. এমন কি স্বয়ং মহারাজও তাহাদের হস্তে নিহত হইবার ভয়ে জড়সড় রহিলেন। সেনাদলের অর্থপিপাসা কিছুতেই প্রশমিত হইল না। রাজকোষে অর্থ না থাকায় রাণী বিপদে পড়িলেন। কিসে সেনাদলের মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে সেনাদল অর্থলালসার বশবর্ত্তী হইয়া শেরসিংহের নাবালক পুত্রকে পঞ্জাবের মহারাজপদে বরণ করিবে বলিয়া জনরব করিল। রাণী এই অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের মনোগতি ফিরাইতে ও শক্তি খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, তদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শালমার উদ্যানে সর্দ্দারগণের এক বৈঠক বসিল। রাজা লালসিংহ তাহার নেতা। ঐ সময়ে দেওয়ান দীননাথ সকলকে জানাইলেন, কাশ্মীর ও পেশাবরের রাজারা লাহোর-দরবারের শাসন উপেক্ষা করিয়া রাজকর বন্ধ করিয়াছেন, এদিকে শতদ্রুপারে ইংরাজেরাও শিখসর্দ্দারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য পীড়ন করিতেছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও অরাজকতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সুতরাং ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, এই শিখজাতি চিরকাল রাজভক্ত, যদি এই সময়ে তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রাজার মর্য্যাদা রক্ষা না করে, তাহা হইলে অচিরে শিখজাতির অধঃপতন ঘটিবে। গৃহশক্র ও বহিঃশক্র উভয়েই বলবান্ হইয়া শিখশক্তি গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দেওয়ানের বাক্যে সকলে উপস্থিত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। সর্দ্দারগণ ও খালসা পঞ্চায়ত আপনাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। আয়োজন আরম্ভ হইল। রাণীর বাসনানুসারে ও সাধারণের ইচ্ছায় মহারাজ রণজিৎসিংহের সমাধি স্থলে প্রকাশ্য ভাবে রাজা লালসিংহ উজীর এবং তেজসিংহ সেনাপতি মনোনীত হইলেন। সাধারণে গ্রন্থস্পর্শে ও কড়চা প্রসাদ লইয়া মহারাজ দলীপের পক্ষ সমর্থনে প্রতিশ্রুত হইল। রাজা লালসিংহ পরামর্শদাতা হইলেন এবং তেজসিংহ সেনাচালনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আদেশে ১৭ই নবেম্বর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিখসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইল।

লাহোর দরবার ইংরাজ বিরুদ্ধে এই কয়টী কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেন—১ ইংরাজ সেনার শতদ্রুতীরে আগমন ও পঞ্জাবে যুদ্ধের আশঙ্কা। ২ রাজা সুচেৎসিংহের সম্পত্তির মূল্যস্বরূপ ফিরোজপুর রাজকোষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের ১৮ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার। ৩ নাভারাজ্যের মোরবান্ গ্রাম ইংরাজের আত্মসাৎকরণ। ৪ শতদ্রুর দক্ষিণস্থ খালসা অধিকারে শিখসেনাকে যাইতে পথ না দেওয়া প্রভৃতি। এই চারিটী প্রধান কারণ ব্যতীত আরও জনরব উঠে যে, ইংরাজরাজ শতদ্রুবক্ষে সেতু বান্ধিবার জন্য বোম্বাই সহরে নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন এবং মূলতান-জয়ের জন্য সিন্ধু প্রদেশে সেনা সজ্জা করিয়া পাঠাইতেছেন।

যে কারণেই হউক, শিখ ও ইংরাজে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্য এই যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহাদের শক্তি যে ভাবে সংহত হয়, তাহার বিবরণ অন্যত্র বিবৃত হইল। [শিখযুদ্ধ দেখ।]

শিখক (পুং) লেখক। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শিখণ্ড (পুং) ময়ূরপুচ্ছ।

'শিখণ্ডোহস্ত্রী পিচ্ছবর্হে শিখিপুচ্ছশিখণ্ডকে।' (শব্দরত্না°)

২ চূড়া। (মেদিনী)

শিখণ্ডক (পুং) শিখণ্ড এব কন্। ১ কাকপক্ষ, চলিত জুল্‌ফী, ক্ষত্রিয়কুমারদিগের চূড়াকরণকালে তিনভাগ করিয়া যে কেশ বপন করা হয়, তাহাকেও শিখণ্ডক কহে। কেহ কেহ বলেন, শিখাপঞ্চক, আবার কাহার মতে চূড়া, কাকপক্ষের আকৃতি বশতঃ কাকপক্ষ, মস্তকে খণ্ডিত হয় এইজন্য শিখণ্ডক।

'দ্বে ক্ষত্রিয়কুমারাণাং শিখাত্রয়ে উক্তঞ্চ বালানাঞ্চ শিরঃ কার্য্যং ত্রিশিখং মুক্তমেব চ। শিখাপঞ্চকে ইত্যন্যে। সামান্যেন চূড়ামিত্যন্যে। কাকপক্ষাকারত্বাৎ কাকপক্ষঃ। শিরসি খণ্ডতে শিখণ্ডকঃ, শিখণ্ডক শিখণ্ডিকাবিতি বাচস্পতিঃ।' (ভরত)

শিখণ্ডক (পুং) শিখণ্ড। (অমর)

শিখণ্ডিক (পুং) শিখণ্ডীক কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক, শিখণ্ডো হস্ত্যস্তীতি শিখণ্ড-কন্। কুক্কুট। (হেম)

শিখণ্ডিকা (স্ত্রী) শিখা।

'চূড়া কেশী কেশপাশী শিখা শিখণ্ডিকা সমা।' (হেম)

শিখণ্ডিন্ (পুং) শিখণ্ডশ্চূড়া হস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ ময়ূর। (মেদিনী) ২ কুক্কুট। ৩ বাণ। (হেম) ৪ গুঞ্জা। ৫ স্বর্ণযূথিকা। ৬ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) ৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩১) ৮ ময়ূরপুচ্ছ। ৯ দ্রুপদরাজপুত্র। মহাভারতে ইহার বৃত্তান্ত এই রূপ লিখিত আছে যে—কাশীরাজতনয়া অম্বা ভীষ্মকে পতিত্বে বরণ করিলে ভীষ্মদেব পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বা ইহাতে অতিশয় খিন্ন হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য রুদ্রের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন।

রুদ্র তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে তোমা হইতে ভীষ্ম বিনষ্ট হইবে। অম্বা এই বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি স্ত্রীলোক, কিরূপে বিশ্ববিজয়ী ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব? ইহাতে রুদ্র কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না, তুমি সংগ্রামে ভীষ্মকে বিনাশ ও পুরুষত্ব লাভ করিবে, এবং দেহান্তর লাভ হইলেও তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবে। তুমি দ্রুপদবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে ক্ষিপ্রাস্ত্র ও ক্ষিপ্রবেধী পুরুষ হইবে। পরে অম্বা অগ্নি প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তদনন্তর তিনি দ্রুপদপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মবধের কারণ হইলেন।

দুর্য্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শিখণ্ডী প্রথমে কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে পুরুষত্ব লাভ করেন, আপনি এই বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদের সংশয় অপনোদন করুন। ইহাতে ভীষ্ম বলিয়া ছিলেন, রাজা দ্রুপদ অপুত্র ছিলেন, তিনি আমাদিগকে বধ ও পুত্রলাভের জন্য রুদ্রের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। রুদ্র প্রসন্ন হইলে তিনি ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ এক পুত্ররূপ বর প্রার্থনা করেন। রুদ্রদেব তাঁহাকে এই বর দেন যে, তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও, আমি যাহা বলিলাম, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না।

তখন রাজা দ্রুপদ তপস্যা হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করেন। কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল, দ্রুপদমহিষী কন্যাকে পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। রাজা দ্রুপদও রুদ্রদেবের বাক্যানুসারে পুত্রের ন্যায় ঐ প্রচ্ছন্ন কন্যার সমুদয় জাতকর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন। রাজমহিষী ও দ্রুপদ ব্যতীত এই বৃত্তান্ত আর কেহই অবগত ছিলেন না। রাজা ইহার নাম শিখণ্ডী রাখিলেন।

এই কন্যা দ্রোণাচার্য্যের নিকট যথাবিধি অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করেন। এই কন্যা ক্রমে যুবতী হইলে উভয়েই তখন অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইলেন। কিন্তু দৈববাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, এই আশায় আশাযুক্ত হইয়া দশার্ণদেশাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন। কালক্রমে দশার্ণাধিপতির কন্যার যৌবন কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি শিখণ্ডীকে প্রকৃত স্ত্রী বলিয়া অবগত হইয়া ধাত্রী ও সখীগণ সমীপে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন সখীগণ গোপনে রাজা হিরণ্যবর্ম্মার নিকট জ্ঞাপন করিল। দশার্ণপতি দাসী মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন। কিন্তু শিখণ্ডী তৎকাল পর্য্যন্তও আপনার স্ত্রীত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পুরুষের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা হিরণ্যবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা দ্রুপদের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূত গোপনে রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিলেন, আপনি দশার্ণপতিকে প্রতারণা করিয়া অবমাননা করিয়াছেন, অতএব অচিরে আপনি ইহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দূতবাক্যে ভীত হইয়া অতিশয় বিনীত ভাবে দূতকে কহিলেন, দশার্ণপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং তিনি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে সন্ধান লইতে পারেন।

রাজা দূতের এই বাক্য শুনিয়া প্রকৃত বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধানেও তাঁহাকে কন্যা বলিয়াই বিদিত হইলেন। তখন তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুপদরাজের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন। তখন দশার্ণপতি দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা অচিরে দ্রুপদরাজের নিকট গমন করিয়া কহিবে যে দশার্ণপতি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আপনাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিবেন, তজ্জন্য আমাদিগকে অগ্রে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

দ্রুপদ স্বভাবতঃ ভীরু ছিলেন, এক্ষণে এইরূপ পাপাচরণ দ্বারা আরও ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। শিখণ্ডী তাহারই জন্য পিতা, মাতা ও রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরে তিনি নির্জনে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত। তাহার ভয়ে কেহই তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। দ্রুপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী ঐ বনে প্রবেশ করিয়া বহু দিন অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

একদা সেই যক্ষ শিখণ্ডিনী সমীপে উপস্থিত হইয়া মৃদু বচনে কহিলেন, রাজকন্যে! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, শীঘ্র বল, আমি তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব। ইহাতে শিখণ্ডী কহিলেন, তুমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। ইহাতে যক্ষ কহিল, আমি কুবেরানুচর, তোমাকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমার সমক্ষে অভিলাষ প্রকাশ কর, আমি অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তখন শিখণ্ডিনী যক্ষপ্রধান স্থূণাকর্ণকে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহাকে কহিলেন, দশার্ণপতি এই অপমানে আমার পিতার প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন, আমার পিতা পুত্রহীন, তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হন, আপনি আমাকে ও আমার জনকজননীকে রক্ষা করুন। আমার দুঃখ শান্তি করিবেন বলিয়া আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব আমি যেন আপনার প্রসাদে পুরুষত্ব লাভ করি।

তদনন্তর যক্ষ শিখণ্ডিনীর বাক্য শ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা

করিয়া কহিল, ভদ্রে! আমাকে দুঃখভোগের নিমিত্ত অবশ্যই স্ত্রীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে। অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অভীষ্ট সাধন করিব। কিন্তু আমার সহিত একটী সময় নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমাকে আমার পুরুষাকৃতি প্রদান করিব। কিন্তু তোমাকে কালক্রমে এইস্থানে আগমন করিয়া আমাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। অগ্রে ইহা সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী ও গগনবিহারী, তুমি আমার অনুগ্রহে স্বীয় নগর ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমি তোমার স্ত্রীরূপ ধারণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

তখন শিখণ্ডিনী কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ৎকাল পরে পুরুষাকৃতি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব, কিছুদিনের জন্য আপনি স্ত্রীরূপ ধারণ করুন। তাহারা পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করিলে স্থূণাকর্ণ স্ত্রীরূপ এবং শিখণ্ডিনী পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিনী হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দ্রুপদকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সুবর্ণবর্ম্মার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমার পুত্র পুরুষ, আমি আপনাকে প্রতারিত করি নাই। আপনাকে কেহ প্রতারণা করিয়াছে, বরং আপনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যেরূপ বিহিত হয় করিবেন।

তখন দশার্ণপতি একান্ত চিন্তিত হইয়া শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ ইহা সবিশেষ জানিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া দশার্ণপতিকে কহিল, মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা কুবের স্থূণাকর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে অভিসম্পাত দেন যে, তুমি যক্ষগণের অবমাননা ও পাপাচরণ করিয়া শিখণ্ডীকে আপনার পুরুষত্বলক্ষণ প্রদান ও তাহার স্ত্রীলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই নারীরূপই থাকিবে। তুমি এতাদৃশ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে।

অনন্তর যক্ষগণ স্থূণাকর্ণের নিমিত্ত কুবেরকে নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিল। তখন কুবের প্রসন্ন হইয়া কহিল, শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর স্থূণাকর্ণ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই বর দিয়া কুবের স্বস্থানে গমন করিলেন। স্থূণাকর্ণ অভিশপ্ত হইয়া তথায় এইরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আপনি আপনার রূপ গ্রহণ করিয়া আমায় স্ত্রীরূপ প্রদান করুন। তখন যক্ষ অতিশয় প্রীত হইয়া শিখণ্ডীকে কুবেরের শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, আমি তোমার নিমিত্তই কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, এখন জীবিতকাল পর্য্যন্ত সুখে পুরুষরূপে বিচরণ কর। শিখণ্ডী তাহার বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। দ্রুপদরাজও বান্ধবগণের সহিত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। (উদ্যোগপর্ব্ব অম্বোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়)

ভারত যুদ্ধকালে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। তখন শিখণ্ডী ও অর্জ্জুন এই দুইজনে ভীষ্মকে যুদ্ধে হনন করেন। [ভীষ্ম শব্দ দেখ]

শিখণ্ডিনী (স্ত্রী) শিখণ্ডশ্চূড়া অস্ত্যস্যা ইতি ইনি-ঙীপ্। ১ যূথিকা। ২ গুঞ্জা। (মেদিনী) ৩ ময়ূরী। ৪ বিজিতাশ্বরাজ-পত্নী। (ভাগবত ৪।২৪।৩) ৫ শিখণ্ডবিশিষ্টা।

* দ্রুপদরাজকন্যা, এই কন্যা পরে যক্ষবরে পুরুষত্বলাভ করে। [শিখণ্ডিন্ শব্দ দেখ।]

শিখণ্ডিমৎ (ত্রি) চূড়াবিশিষ্ট।

শিখন (দেশজ) শিক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ, অভ্যাস, উপদেশ।

শিখযুদ্ধ, নানক বা গুরুগোবিন্দের শিষ্য সম্প্রদায় ইংরাজ জাতির সহিত যে কয়টী ভীষণ যুদ্ধ করে, তাহা ভারতের ইতিহাসে "শিখযুদ্ধ" নামে বর্ণিত। যে ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইয়া খালসা শিখগণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্বজাতীয়গণের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত ও বিজাতীয় ইংরাজগণের অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শিখসৈন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শিখশব্দের ইতিহাসের শেষভাগে এই যুদ্ধসম্বন্ধে যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ব্যতীত এ ব্যাপারে আরও কয়টী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মূলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ লুণ্ঠনকারী দস্যুদলের অনুসরণ করিয়া সিন্ধুসীমান্তে উপস্থিত হয়। সিন্ধুবিজেতা সুপ্রসিদ্ধ বীর সেনাপতি নেপিয়ার এই ঘটনাকে তাচ্ছিল্য না করিয়া সীমান্তরক্ষার উদ্দেশে কস্মরে কতকগুলি সেনা প্রেরণ করেন। উচ্চতন ইংরাজরাজকর্ম্মচারীদিগের এইরূপ বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপে শিখগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছিলেন, ঐ সময়ে সংবাদপত্রে শিখ-ইংরাজ সমরের কথা গুরুতর ভাবে আলোচিত

হয়। উত্তরোত্তর এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় শিখগণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তাহার উপর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে মেজর ব্রড্‌ফুট্ লুধিয়ানার নিকটবর্ত্তী দুইটী প্রদেশ হস্তগত করেন। তখন লাহোর দরবারের সহিত ইংরাজগণের মিত্রতা ছিল। সে মিত্রতা ভঙ্গ করিয়া ব্রড্‌ফুট্ এই দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহার কারণ দর্শাইয়া তিনি বলিলেন যে, ঐ দুই প্রদেশে ইংরাজরাজের কতকগুলি পলাতক অপরাধী আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং শিখগণ তাহাদিগকে ইংরাজকরে প্রত্যর্পণ না করিয়া বরং পোষকতাই করিয়াছেন।

যখন মহারাজ রণজিতের রাজ্য ইংরাজের ঈদৃশ অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ, তখন কতকগুলি অকর্ম্মণ্য শিখসর্দ্দার আপনাদের প্রতিষ্ঠা কামনায় ও পুরস্কার প্রাপ্তির আশ্বাসে জন্মভূমির উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা খালসা সেনার প্রচণ্ড তেজোমুখে নিতান্ত ভীরুর ন্যায় দণ্ডায়মান, সুতরাং সেই সুবিখ্যাত শিখবাহিনী পরিচালনেও সম্পূর্ণ অক্ষম। দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দারগণ আপনাদের ক্ষীণ ক্ষমতা রক্ষার্থ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, বীর্য্যবান্ রণজিৎ-বাহিনীর সমূলে উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত আলস্য ও বিলাসিতায় অঙ্গ ঢালিয়া নিষ্কণ্টকভাবে রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা আপনাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বৃটীশসিংহের সহিত গোপনে মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বৃটীশসিংহের দুর্দ্দান্ত শক্তি ব্যতীত দুর্দ্ধর্ষ শিখসেনাদিগের পতন কখনই সম্ভবপর নহে।

এই স্বদেশ বৈরিগণের মধ্যে লালসিংহ ও তেজসিংহ সমধিক বিখ্যাত। তাঁহারা একদিকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ ডুবাইতে ছিলেন, অমনি অন্যদিকেও শিখবাহিনীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্ররোচিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের ভোগলালসা প্রবৃত্তি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। লালসিংহ রাণী ঝিন্দনের রূপসাগরে ডুবিয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তেজসিংহও অর্থ ও পদলালসায় কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইতে ছিলেন। ইংরাজগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদিগকে বিজিত রাজ্যের উচ্চপদ প্রদানে সম্মানিত করিবেন, এই আশাই তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী ছিল।

দেশের নায়ক সেনাপতি ও সেনাবৃন্দের যখন এইরূপ মতিচ্ছন্ন তৎকালে ভারত-প্রতিনিধি সীমান্ত বিভাগে সমুপস্থিত। শিখসমিতি গবর্ণর-জেনারলের এই দ্রুত আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া স্থির করিল, যুদ্ধ অনিবার্য্য। তখন তাহারা মৃত মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধি-স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া পবিত্র ধর্ম্ম ও জন্মভূমির রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ১৭ই নবেম্বর তারিখে শিখগণ রণভেরী ভীষণ রবে নিনাদিত করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

উদ্ধত শিখবলের সহিত বিরোধ করা সহজ নহে জানিয়া, গবর্ণর জেনারল সার্ হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ প্রথমে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির উল্লেখ করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেনাপতি লর্ড গাফ ও ভারত-প্রতিনিধির মধ্যে এইরূপ মতামতের পরামর্শ ও বিচার চলিতেছিল।

এদিকে প্রেরিত শিখসৈন্য ৮ই ডিসেম্বরে শতদ্রুর দক্ষিণকূলে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। ১০ই তারিখে সমগ্র শিখ-সৈন্য সমবেত হইলে ১৩ই তারিখে সকলে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল এবং ১৪ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের ১০ মাইল দূরে সেনাসন্নিবেশ করিল। পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজগণও যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। লুধিয়ানা ও আম্বালার সেনাদল লইয়া ব্রিগেডিয়ার হুইলার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সার্ জন্ লিট্‌লার কতকগুলি সেনা লইয়া ফিরোজসহর গ্রামের নালা কাটিয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিখ-সৈন্যেরা প্রথমে ফিরোজ পুরেইংরাজ সেনানী লিট্‌লারে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু শিখ সেনাপতি লালসিংহ প্রথমেই ইংরাজের প্রধান সেনাপতির পরিচালিত সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাঁহার মনোভাব স্বতন্ত্র, প্রধান সেনাপতির সহিত যুদ্ধে শিখবল ক্ষয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পশ্চাতেও ইংরাজ সেনা রহিল, তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে শিখেরা বিচ্ছিন্ন হইবে, এই ভাবিয়াই তিনি অগ্রগামী হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে, যদি লালসিংহ খালসা সৈন্যের পরামর্শ শুনিতেন তাহা হইলে, বোধ শিখযুদ্ধের চিত্রপট অন্যরূপে চিত্রিত হইতে পারিত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মুড্‌কি নগরে ইংরাজ ও শিখসৈন্যের প্রথম সংঘর্ষ হয়। ঐ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে লুধিয়ানা ও অম্বালা সেনাদলে প্রায় ১১ হাজার এবং শিখদলেও দ্বিসহস্র পদাতি ও ৮ কিম্বা ১০ হাজার অশ্বারোহী ছিল। ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ পরাজিত হইল। কিন্তু যুদ্ধে ইংরাজ সেনানী মেজর জেনারল সর রবার্ট শেল ও মেজর জেনারল সার্ জন ম'কাস্‌কিল নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজ বন্দীগণের উপর বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন। যুদ্ধ পরাজয়ের পর তাহারা কাপ্তেন বিডল্‌ফ্‌কে এবং প্রত্যেক বন্দী সেনার হস্তে একএকটী টাকা দিয়া বিশেষ ভদ্রতার সহিত তাহাদিগকে ইংরাজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দেন।

মুড্‌কি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শিখগণ ভগ্নোদ্যম হইল না।

তাহার অবিলম্বে ফিরোজসহরে সমবেত হইয়া আপনাদের পক্ষ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। ২১এ ডিসেম্বর লর্ড গাফ ফিরোজসহরের দুই মাইল দূরে লিট্‌লারের অধীনস্থ সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে বলবৃদ্ধি করিয়া ইংরাজ সেনাপতি হারি স্মিথ বৈকালে ফিরোজসহর আক্রমণ করিলেন। রজনীর নিবিড় অন্ধকারে ইংরাজসৈন্য বিষম বিভ্রাটে পড়িল। স্বয়ং ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ রাত্রে সেনাবৃন্দের কষ্টের কথা য়ুরোপে লিখিয়া জানান।

২২এ তারিখে প্রাতে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল, সার হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ ও সার হিউ গাফ্ স্বয়ং রণক্ষেত্রে সেনাচালনা করিতে লাগিলেন। শিখসৈন্যের গোলাবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা শিখদিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিলেন। সেই সংঘর্ষে শিখদল সিপাহী সৈন্যের বলবিক্রমে অধিক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শতদ্রুপারে ফিরিয়া গেল। শিখগণের ৭৩টী কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইল। লালসিংহ যুদ্ধের প্রাক্কালেই পলাইয়া ছিলেন।

এই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই সর্দ্দার তেজসিংহ প্রায় বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া শতদ্রু পার হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শত্রুর প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে লালসিংহের সেনাদল পরাজিত হইয়াছে, তখন রণাঙ্গনে বৃথা যুদ্ধ না করিয়া ও খালসা সেনাকে ইংরাজভয়ে সন্ত্রস্ত করাইয়া তিনিও সদলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, ভারতের অন্য কোন রণক্ষেত্রে আর তাদৃশ বলক্ষয় হয় নাই।

এই যুদ্ধের পর ৩১এ ডিসেম্বর ইংরাজ-প্রতিনিধি লাহোরের অধীনস্থ শিখসর্দ্দার ও দেশীয়রাজন্যগণের উপর শিখরাজের পক্ষত্যাগের জন্য এক ঘোষণা পত্র বাহির করিলেন। গোলাগুলি ও রসদাদির অভাবে ইংরাজ প্রতিনিধি-লাহোর-দরবার কৃত অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে পারিলেন না। যুদ্ধ কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকিল। পর বৎসর, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সর্দ্দার লহনা সিংহের ভ্রাতা রণজুর সিংহ স্বীয় অধীনস্থ শিখবাহিনী লইয়া লুধিয়ানা আক্রমণার্থে ফিলৌর নগরে উপনীত হইলেন। লাদ্‌বার রাজা অজিৎ সিংহ সদলে আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলে তিনি বড়োবাল দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে প্রায় ১০ সহস্র শিখসৈন্য তাঁহার সহিত সমবেত হইল। ইংরাজ সেনানী সার হারি স্মিথ লুধিয়ানা রক্ষার্থে প্রেরিত হইলেন। ২১এ জানুয়ারী বড়োবালে একটী খণ্ড যুদ্ধ ঘটিল। তাহাতে ইংরাজগণ পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহাদের রসদাদি শিখহস্তে পতিত হওয়ায় সেনানী স্মিথ কষ্টে পড়িলেন। ঐ সময়ে ধরমকোট হইতে ইংরাজ সেনানী কিউরেটন আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। তৎপূর্ব্বেই ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে সেনাপতি হারি স্মিথ বিনা রক্তপাতে ধরমকোট অধিকার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধজয়ের পর, রণজুর সিংহ যদি শিখ সৈন্য শতদ্রু তীরে পরিচালিত না করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই ইংরাজের সাহায্যার্থ প্রেরিত কামান, বারুদ ও গোলা প্রভৃতি পথিমধ্যেই হস্তগত করিতে পারিতেন; কিন্তু ইংরাজের সৌভাগ্যক্রমে তিনি সে পথে অগ্রসর না হইয়া ইংরাজের সেনাসংযোগ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে জগ্‌রাওন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বড়োবাল রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া শিখগণ ইংরাজদিগকে শতদ্রুতীর হইতে বিদূরিত করিবার আশায় উন্মত্ত হইল। উক্ত বর্ষের ২৭এ জানুয়ারী রাজা গোলাপসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং শিখসেনার আগ্রহে তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতির ভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে সার্ হারি স্মিথ ও ব্রিগেডিয়ার হুইলার লুধিয়ানার সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি তখন ২৮এ তারিখে সদর্পে শত্রুর সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। আলীবাল রণক্ষেত্রে উভয়দলে পুনরায় সংঘর্ষ হইল। এ যুদ্ধেও শিখগণ পরাজিত হইয়া শতদ্রুপারে গমন করিল।

আলীবাল ক্ষেত্রে পরাজিত হইবার পর, শিখগণ শতদ্রু নদীর বামকূলে অবস্থিত পঞ্জাবপতির অধিকৃত স্থানসমূহ ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ঐ সকল স্থানে শিখদিগের যে সকল দুর্গ ছিল তাহাও তৎকালে ইংরাজের অধিকৃত হয়। সুচতুর মন্ত্রী গোলাপসিংহ পরাভূত শিখসেনাদিগকে উত্তেজিত না করিয়া বরং তাহাদের শক্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত তাহাদের দুরাশা উল্লেখে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। রণকুশল জম্বুপতি ইচ্ছা করিলেই শিখযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে ইংরাজের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তাহাতে স্থির হয় যে, ইংরাজ কর্ত্তৃক শিখসৈন্য আক্রান্ত হইলে খালসা-সেনা নায়কগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে এবং ইংরাজ গবর্মেণ্ট তৎপরিবর্ত্তে শিখরাজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ ইংরাজ-প্রতিনিধি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ গবর্মেণ্ট লাহোরে শিখ-রাজার আধিপত্য স্বীকারে প্রস্তুত আছেন, যদি মহারাজ এই দণ্ডেই অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সেনাদল ভঙ্গ করিয়া দেন। আরও কথা হইল, শতদ্রু নদীর উপরিস্থ পথসমূহ ও রাজধানীর প্রবেশমার্গ বিজেতা

ইংরাজগণের নিকট যেন সর্ব্বদাই মুক্ত থাকে। গোলাপ সিংহও প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত।

বলা বাহুল্য যে, এরূপ চুক্তি খালসা-দলের আদৌ মনোমত হইল না। তাহারা পুনরায় প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য শতদ্রু উত্তীর্ণ হইল এবং ইংরাজদিগকে ঐ সুদৃঢ় প্রদেশ হইতে সমরে আহ্বান করিবার মানসে তাহারা সোব্রাওন অধিকার করিল এবং আপনাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিবার জন্য তাহারা ঐ স্থান প্রাকার ও পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া তদুপরি ৬৭টী তোপ সাজাইল। ঐ সময়ে শিখদলে সেনাসংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। তাহারা সোব্রাওন রণভূমে অতুল বিক্রম, অসীম সাহস ও অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

সোব্রাওন রণক্ষেত্রে সর্দ্দার তেজসিংহ খালসা সৈন্যের পরিচালক হইলেন, লালসিংহ স্বীয় দলবল লইয়া নদীর উত্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সুযোগে শিখ-সেনার গতিবিধি ইংরাজশিবিরে গোপনে প্রেরণ করেন। বৃথা স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতায় বীরহৃদয় খালসাসৈন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বহুদর্শী বৃদ্ধ সর্দ্দার শ্যাম সিংহ আততায়ী ইংরাজহস্তে শিখসৈন্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া সেনাদলের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য জাতীয় শত্রুর সমরে শ্যাম সিংহ যুদ্ধ করিবেন এবং গুরু গোবিন্দের পবিত্র আত্মার শান্তি ও খালসার গৌরবের জন্য তিনি ধরাশায়ী হইবেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী, উভয় দল সোব্রাওন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। শিখ-সেনাপতি তেজসিংহ ও বৃদ্ধ শ্যাম সিংহ খালসাদিগকে বীরোচিত বাক্যে উৎসাহিত করিয়া রণরঙ্গে মত্ত হইলেন। ইংরাজের গোলায় তেজসিংহ আহত ও শ্যামসিংহ নিহত হইলেন। যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল।

উক্ত বর্ষে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ইংরাজদল সদর্পে কসুর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। ঐ যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেন। দলীপ সিংহ ভারত-প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ লুধিয়ানীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে লাহোরে সশস্ত্র শিখসেনার প্রবেশ নিবারণের জন্য ইংরাজ সেনা-রক্ষার ব্যবস্থা হইল। প্রকারান্তরে ঐ সেনাদল ২০এ ফেব্রুয়ারী লাহোর দখল করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিল।

৯ই মার্চ্চ ইংরাজ লাহোরপতির সহিত সন্ধি করিলেন। মহারাজ দলীপ সিংহের অভিভাবিকা রূপে রাণী ঝিন্দনই রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী লালসিংহ কাশ্মীরের শিখ-শাসনকর্ত্তা শেখ ইমান উদ্দীনের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ইংরাজ-রাজপুরুষের বিচারে বারাণসীধামে নির্ব্বাসিত হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৬ই ডিসেম্বর ঐ সন্ধির অনুকূলে আর একটী সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। তাহাতে ৫২ জন শিখনেতা ইংরাজকেই দেশের প্রকৃত অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন।

লালসিংহের নির্ব্বাসন রাণী ঝিন্দনের মনোমত হইল না। এদিকে মহাবলশালী ইংরাজের নিকট ১৬ই ডিসেম্বর ঐরূপ ঘৃণাজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া শিখসর্দ্দারগণ মনে মনে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। লাহোর রাজদরবারেও ইংরাজ বিরুদ্ধে নানারূপ বিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে মুলতানে দেওয়ান মুলরাজের অত্যাচার চরম সীমা অতিক্রম করে। লাহোর দরবার এই কারণে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সর্দ্দার কানাই সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তাহাতে মুলরাজ ইংরাজের উপর চটিয়া যান। কেন না, তৎকালে ইংরাজ রেসিডেন্টই লাহোর-দরবারে পরামর্শদাতা; মুলরাজ ঐ সময়ে শিখসর্দ্দারগণকে ডাকাইয়া ইংরাজের প্রভুত্বের কথা বলিয়া শিখজাতির ক্ষুব্ধ হৃদয় জাগাইয়া দিলেন। ২০ এপ্রিল ১৮৪৮ খৃঃ, সর্দ্দার কানাই সিংহকে বন্দী এবং ভান-এগ্‌নিউ ও লেফ্‌টানান্ট এণ্ডারসনকে নিহত করিয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইল। প্রথমেই মে মাসে দেরাগাজি খাঁয় একটী যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে বিদ্রোহী দল পরাজিত হয়। অনন্তর ১৮ই জুন চন্দ্রভাগা তীরস্থ কেনেরী নগরে মুলরাজ যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেও তাঁহার পরাজয় ঘটে।

এই সূত্রে ১লা জুলাই সদাশম গ্রামের যুদ্ধে ইংরাজের জয় লাভ হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুলতান অবরোধের পর ১২ই তারিখে ইংরাজ উক্ত দুর্গ ও নগর বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থলে আরও কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী মুলরাজ ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হন।

এরূপ খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করিয়া শিখসৈন্যের আশা তৃপ্ত হইল। তাহারা ইংরাজদিগকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইতে সচেষ্ট হইল ও ক্রমাগত ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। ছত্রসিংহ দোস্ত মহম্মদকে পেশাবর ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে ও তাহার ভ্রাতা সুলতান মহম্মদকে সপক্ষে আনায়ন করিলেন। এইরূপে শিখ ও আফগান সৈন্য একত্র হইল। এদিকে চন্দ্রভাগার দক্ষিণকূলে রামনগরে শেরসিংহকে সদলে সমবেত দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গাফ্‌ ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৪৮ খৃঃ, ইংরাজবাহিনী লইয়া রামনগরে উপনীত হইলেন। এই যুদ্ধে শের-

সিংহের সৈন্য ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল হাবেলক্ ও কিউরেটনকে নিহত করে।

লর্ড গাফ্ শিখদিগকে রামনগর যুদ্ধে চাপিয়া ধরিলে, শেরসিংহ রামনগর ত্যাগ করিয়া সাত্তুল্লাপুরে জেনারল থাক্ওয়েলকে আক্রমণ করিতে পাশ কাটাইলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি ঝিলাম নদীতীরে রসুল গ্রামে যাইয়া ছাউনী করিলেন। ইংরাজের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষে উপনীত না হইয়া রসুলনগরে সদলে নিরাপদে সরিয়া আসা শের সিংহের রণপাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়, ঐ সময়ে ছত্রসিংহের সহিত শেরসিংহের মিলন আশঙ্কা করিয়া ইংরাজ সেনানী লর্ড গাফ ও থাকওয়েল বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

১৩ই জানুয়ারী ইংরাজ সৈন্য লোলিয়ান্বালা গ্রামে আসিয়া শিখসেনার সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। শিখগণ ইংরাজ সৈন্যকে পরাভূত মনে করিয়া রাত্রির অন্ধকারে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিজয় ঘোষণা করেন। আটক নগরে ছত্রসিংহও বিজয়োল্লাসে তোপধ্বনি করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহাই চিলিয়ান্বালার যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিখ জাতির ইহাই বীরত্ব ও গৌরবস্থল। ইংরাজগণ রণক্ষেত্র ছাড়েন নাই বলিয়া তাহাদের হস্তে পরাভব স্বীকার করিতে রাজি নহেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে বিস্তর ক্ষতি হয়।

ইহার পর, ২১এ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯ খৃঃ শেরসিংহ আর এক বার গুজরাত রণক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন হন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গাফের সহিত মিলিত খালসা ও আফগান সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। গুজরাত রণক্ষেত্রে শিখগণ অধিক ক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না দেখিয়া আফগানগণ শিখদিগের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া তাহাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজা শের সিংহ নিরুপায় ভাবিয়া মাণিক্যাল শিবিরে ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনা হইতে শিখগৌরব চিরতরে অস্তমিত হয় এবং পঞ্জাব-রাজ্য-ইংরাজ শাসনাধীনে আইসে। ২০এ মার্চ্চ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে দরবার বসে এবং মহারাজ দলীপ সিংহকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজরাজ কৌশলে মহারাজ দলীপ সিংহকে সার্ জন লোগিনের সহিত ইংলণ্ডপ্রবাসী করেন। [দলীপ সিংহ ও পঞ্জাব দেখ।]

শিখর (ক্লী) শিখাস্ত্যস্তীতি (বুঞ্ছন্কঠজিতি। পা ৪।২।৮০) অশ্মাদিত্বাৎ র হ্রস্বশ্চ। পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতের অগ্রভাগ বা চূড়া। পর্য্যায়—কূট, শৃঙ্গ, শৈলাগ্রদেশক। (শব্দরত্না°)

(পুং ক্লী) ২ বৃক্ষের অগ্রভাগ। পর্য্যায় শিরঃ, অগ্র, শির। (শব্দরত্না) ৩ পুলক, রোমাঞ্চ। ৪ মাণিক বিশেষ, এই মাণিক্য পক্ক দাড়িমবীজের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। ৫ সকলাগ্র। ৬ কক্ষ। (মেদিনী) ৭ কোটি। (ত্রিকা°)

শিখরবাসিনী (স্ত্রী) শিখরে বসতীতি বস-ণিনি ঙীপ্। দুর্গা। (ত্রিকা°) শিখরদেশে বাসকারিণী মাত্র।

শিখরা (স্ত্রী) শিখর-টাপ্। মূর্ব্বা, চলিত মুর্গা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শিখরাদ্রি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বতের তিনটী শিখর আছে।

'ত্রিকূট শিখরাদ্রিশ্চ কলিঙ্গোঽর্থ পতঙ্গকঃ'। (মার্ক' পু° ৫৫।৬)

শিখরিন্ (পুং) শিখরোঽস্ত্যস্তীতি শিখর ইনি। ১ পর্ব্বত। ২ বৃক্ষ। ৩ অপামার্গ। (মেদিনী) ৪ কোট্ট। ৫ কোযষ্টি। (হেম) ৬ বন্দাক। ৭ কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৮ কুন্দুরুক। যাবনাল। (রাজনি°) (ত্রি) ৯ কোটিবিশিষ্ট।

"দন্তৈঃ শুক্লৈঃ শিখরিভিঃ সিংহসংহননো মহান্।" (ভরত ১।৭৪।৪)

১০ মৃগবিশেষ। ইহার মাংস গুণ লঘু, হৃদ্য ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

শিখরিণী (স্ত্রী) শিখরিন্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ রসালা, দধিজল। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ নারীরত্ন। ৪ নবমল্লিকা। ৫ রোমাবলী, রোমরাজী। (মেদিনী) ৬ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১৩ ও ১৭ বর্ণ-গুরু তদ্ভিন্ন বর্ণ সমুদায় লঘু। লক্ষণ—

"রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী।"

উদাহরণ—

করাদস্ত ভ্রষ্টে নস্থ শিখরিণী দৃশ্যতি শিশো
র্বিলীনাঃ স্মঃ সত্যং নিয়তমবধেয়ং তদখিলৈঃ।
ইতি ত্রস্তদ্গোপাস্নুচিতনিভৃতালাপজনিতং
স্মিতং বিভ্রৎ দেবী জগদবতু গোবর্দ্ধনধরঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী ২)

৭ তন্নামক সন্ধান বিশেষ, এক প্রকার পানক। রাজনির্ঘণ্টে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—দধি ৩২ পল, খণ্ড ৮ পল, মরিচচূর্ণ, ত্বক্ ও এলাচূর্ণ ৮ পল, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক ৪ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী নূতন ভাণ্ডে সংস্থাপন করিয়া হিম বাসিত করিলে তাহাকে শিখরিণী কহে। ইহার মজ্জিকাদি প্রভৃতি অনেক প্রকার ভেদ আছে। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে প্রথমে প্রথমে জলবিহীন অম্লরসযুক্ত মাহিষ দধি ১৬ সের, পরিস্কৃত চিনি ৮ সের, একত্র মিলিত করিয়া এক খানা পরিষ্কার অথচ পবিত্র বস্ত্র খণ্ডে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিবে, পরে উহাতে ৩২ সের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া নিম্নদেশে একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত নূতন পাত্র রাখিয়া সজোরে উক্ত বস্ত্র দ্বারা স্রাবণ করাইতে হইবে। উহা স্রাবিত হইয়া ঐ পাত্রে পড়িলে উহার পরিমাণানুসারে যথোপযুক্ত এলাইচ, লবঙ্গ, কর্প‌ূর, ও মরিচ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা

রসালা নামেও অভিহিত। গুণ—শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিজনক বায়ু ও পিত্তনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, শরীরের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, মধুর রস, শীতল, সারক, এবং রক্ত পিত্ত, পিপাসা, দাহ ও প্রতিশ্যায়বিনাশক। কেবল বসন্ত ঋতুতে ইহা সেবন নিষিদ্ধ। যিনি প্রতিদিন ইহা সেবন করেন, তাহার অতিশয় বীর্য্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় সবল হয়। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ইহা সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্লান্তিদূর ও শরীর বলবান্ হয়। (ভাবপ্র°)

শিখলোহিত (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কুকুরমুড়া।

শিখা (স্ত্রী) শী (শীঙো হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৫।২৪) ইতি খ হ্রস্বো গুণাভাবশ্চ, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অগ্নিজ্বালা। পর্য্যায় জ্বাল, কীল, অর্চ্চিঃ, হেতি। (অমর) চলিত আগুণের শীস্।

হোমকালে অগ্নির শিখা কিরূপ হইলে শুভ বা অশুভ হয়, তিথিতত্ত্বে তাহার বিধান এই রূপ লিখিত আছে—

"অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসন্নিভঃ।
স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃস্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে॥
অশুভ লক্ষণং—
অল্পে রুক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে।
আর্দ্রকাষ্ঠৈশ্চ সম্পন্নে ফুৎকারবতি পাবকে॥
কৃষ্ণার্চ্চিষি সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্।
আহুতী র্জুহুয়াৎ যশ্চ তস্য নাশো ভবেদ্ ধ্রুবং॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে হোমাগ্নি অর্চ্চিযুক্ত, ও পিণ্ডিত শিখাবিশিষ্ট, আহুতি দত্ত ঘৃতাদি কাঞ্চনবর্ণ তুল্য, স্নিগ্ধ প্রদক্ষিণ যুক্ত, সেই স্থলে হোম কারীর কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

যে স্থলে অগ্নিশিখা—অল্প, রুক্ষ, স্ফুলিঙ্গযুক্ত, বামাবর্ত্ত আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা সম্পন্ন, ফুৎকারযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং মৃত্তিকাভিমুখ সেই সকল অশুভ লক্ষণ। হোমকালে অগ্নিশিখা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে কর্ত্তার নাশ হইয়া থাকে।

২ শিরোমধ্যস্থ কেশ, চলিত টিকী। পর্য্যায়—চূড়া, কেশপাশী, জুটিকা, জূটিকা, কেশী, শিখণ্ডিকা। (হেম)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে চারি বর্ণেরই (হিন্দুমাত্রেরই) শিখা ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। পূজা জপ প্রভৃতি করিবার সময় শিখা বন্ধন করিতে হয়, মুক্ত শিখ হইয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। শিখা বন্ধনকালে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিখা বাঁধিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। শিখা বন্ধন না করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, অতএব শিখা বন্ধন করিয়াই আচমন করিবে। আচমনের পর ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান বিধেয়।

"গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা নৈঋর্ত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
শিখবন্ধনাস্ত্বমাচমনং যথা—
নিবদ্ধ শিখ আসীনো দ্বিজ আচমনং চরেৎ।
কৃত্বোপবীতং সব্যেঽংশে বাঙ্‌মনঃকায়সংযতঃ॥
মুক্ত শিখস্যাচমনে দোষো যথা—
"শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছ শিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শূদ্রও শিখাবন্ধন ও মোচনকালে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিবেন। তাঁহারাও শিখা বন্ধন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। শূদ্রদিগের শিখাবন্ধনমন্ত্র—

"ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখা বন্ধং করোম্যহং॥
শিখামোচন মন্ত্র—
"গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভারতীয় আর্য্য-সমাজে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শিখা ধারণ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৩।৩।৫), গোভিল গৃহ্যসূত্র (৩।৪।১৯) প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে শিখা ধারণের কথা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের বিশ্বাস, যে হিন্দুর শিখা নাই, তাঁহার হাতের জল শুদ্ধ নহে। "আশিখং ভুঞ্জতে শবস্য পিশিতাশনা"। (হরিবংশ)

৩ শাখা। ৪ বর্হিচূড়া। ৫ লাঙ্গলিকী। ৬ অগ্রমাত্র। (ভাগবত ৩।১৩।৫৩) ৭ চূড়ামাত্র। ৮ প্রপদ। (মেদিনী) ৯ প্রধান। ১০ শিফা। ১১ ঘৃণি। (হেম) ১২ স্মরজ্বর, কামজ্বর। (শব্দরত্না°) ১৩ তুলসীবৃক্ষ। ১৪ জটামাংসী। ১৫ বচা। (বৈদ্যকনি°)

শিখাকন্দ (ক্লী) শিখাযুক্তঃ কন্দো যস্য। গৃঞ্জন, চলিত গাঁজর, শালগাম।

শিখাচল (পুং) ময়ূর, শিখাবল ইহার পাঠান্তর।

শিখাজট (ত্রি) শিখায়াং জটা যস্য। যাহার শিখায় জটা হইয়াছে, জটাযুক্ত শিখাবিশিষ্ট। (মনু ১।২১৯)

শিখান্তক (পুং) কাকপক্ষ। (হেম)

শিখাতরু (পুং) শিখায়াঃ দীপশিখায়াস্তরুরিব। ১ দীপবৃক্ষ, চলিত পিলসুজ। (ত্রিকা°)

শিখাদামন্ (ক্লী) শিরোমাল্য, মস্তকস্থ মালা।

শিখাধর (পুং) শিখায়া ধরঃ। ১ ময়ূর। (শব্দমালা) ২ মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°) ৩ শিখাধারি মাত্র।

শিখাধার (পুং) শিখাং ধরতীতি ধৃ-অণ্। ময়ূর। (শব্দরত্না°)

শিখান (দেশজ) শিক্ষা করান, শিক্ষা দেওয়া।

শিখাপতি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

শিখাবন্ধ (পুং) শিখায়া বন্ধঃ। শিখাবন্ধন, শিখার অগ্রভাগ-মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বন্ধন করিতে হয়। [শিখাশব্দ দেখ]

শিখাভরণ (ক্লী) অলঙ্কার বিশেষ। (বিক্রমোর্ব্বশী)

শিখামণি (পুং) মুকুট। (রঘুবংশ ৬।৩৩)

শিখামূল (ক্লী) শিখাযুক্তং মূলং যস্য। গৃঞ্জন, গাঁজর। (রাজনি°)

শিখাল (পুং) শিখা অস্ত্যর্থে লচ্। ময়ুর। (বৈদ্যকনি০)

শিখালু (পুং) ময়ুরশিখা। (রাজনি০)

শিখাবৎ (ত্রি) শিখা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ কেতুগ্রহ। (শব্দরত্না০) (ত্রি) ৪ শিখাযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শিখাবতী ১ মূর্ব্বা। ২ শিখাবিশিষ্টা।

শিখাবর (পুং) শিখা বিদ্যতে ঽস্য-শিখা (দন্তশিখাৎ সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।১৩০) ইতি বলচ্। বস্য লত্বং। পনস বৃক্ষ, কাঁটাল-গাছ। (শব্দমালা)

শিখাবল (পুং) শিখা অস্ত্যর্থে বলচ্। ১ ময়ুর। (অমর)
"শিখাবলনগরং, শিখাবলা স্থূণা" (পা ৫।২।১৩১ কাশিকা)

শিখাবলা (স্ত্রী) শিখা বলচ্-টাপ্। ময়ুরশিখা। (রাজনি০)

শিখাবলী (স্ত্রী) অগ্নিশিখাসমূহ, শিখাসমূহ।

শিখাবৃক্ষ (পুং) শিখায়া বৃক্ষ ইব। দীপবৃক্ষ, চলিত পিলসুজ।

শিখাবৃদ্ধি (স্ত্রী) শিখেব বৃদ্ধি যস্যাঃ। কায়িকাবৃদ্ধি, প্রাত্যহিক দেয়লাভ। (স্মৃতি) মূলধন নষ্ট না হইয়া প্রত্যহ যে বৃদ্ধিলাভ হয়, তাহাকে শিখাবৃদ্ধি কহে।

শিখিকণ্ঠ (ক্লী) শিখিনো ময়ুরস্য কণ্ঠ ইব আকৃতি যস্য। তুথ, তুঁতে। (রত্নমালা)

শিখিগ্রীব (ক্লী) শিখিনঃ গ্রীবের আকৃতির্যস্য। তুথ, তুঁতে।

শিখিতা (স্ত্রী) শিখিনো ভাবঃ তল্। শিখীর ভাব বা ধর্ম্ম।

শিখিতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শিখিদিশ্ (স্ত্রী) অগ্নিকোণ। (বৃহৎস° ৯৫।৪)

শিখিধ্বজ (পুং) শিখিনো বহ্নের্ধ্বজ ইব। ১ ধূম। (ত্রিকা০) শিখী ময়ুরোধ্বজো যস্য। ২ কার্ত্তিকেয়। (শব্দরত্না০)

শিখিন্ (পুং) শিখাঽস্যাস্তীতি শিখা (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ১ ময়ুর। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৪ বলীবর্দ্দ। ৫ শর। ৬ কেতুগ্রহ। ৭ দ্রুম। কুক্কুট। (মেদিনী) ৯ ঘোটক। (হেম) ১০ অজলোমা। (রত্নমালা) ১১ সিতাবর। ১২ মেথিকা। (রাজনি০) ১৩ পর্ব্বত। ১৪ ব্রাহ্মণ। ১৫ দীপ। ১৬ বিষভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা০) ১৭ সুনিষন্নশাক। (ভাবপ্র°) ১৮ শূকশিম্বী, চলিত আলকুশী। ১৯ বকপক্ষী। ২০ পিত্ত। (বৈদ্যকনি০) (ত্রি) ২১ শিখাযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট।

শিখিনী (স্ত্রী) শিখিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ময়ুর শিখা। (রাজনি°) ২ ময়ুরী।

শিখিপুচ্ছ (ক্লী) শিখিনঃ পুচ্ছ (ক্লী) শিখিনঃ পুচ্ছং। ময়ুর-পিচ্ছ, ময়ুরবর্হ, ময়ুরের পাখা।

শিখিপুচ্ছভূতি (স্ত্রী) শিখিপুচ্ছস্য ভূতিঃ। পুচ্ছভস্ম। (চক্রদত্ত)

শিখিপ্রিয় (পুং) শিখিনঃ প্রিয়ঃ। লঘুবদর, ছোটকুল।

শিখিমণ্ডল (পুং) বরুণবৃক্ষ, বরুণগাছ। (শব্দরত্না০)

শিখিমোদা (স্ত্রী) শিখিনং মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-অচ্-টাপ্। অজমোদা। (রাজনি০) পাঠান্তর 'শিখিমোটা'।

শিখিযূপ (পুং) শ্রীকারী মৃগ। (রাজনি০)

শিখিবর্দ্ধক (পুং) শিখিনং জঠরাগ্নিং বর্দ্ধয়তীতি-বৃধ-ণ্বুল্। কুষ্মাণ্ড, ইহা কোষ্ঠাগ্নিবর্দ্ধনকর। (শব্দরত্না০)

শিখিবাসস্ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৭)

শিখিবাহন (পুং) শিখী বাহনং যস্য। ময়ুরবাহন, কার্ত্তিক।

শিখিব্রত (ক্লী) শিখিনো ব্রতং। ব্রতবিশেষ। প্রতিপদ তিথিতে একবার ভোজন করিয়া যথাবিধানে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রত সমাপ্ত হইলে কপিলাধেনু দান করা বিধেয়। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার বৈশ্বানর লোকে গতি হয়।

"বক্ষ্যে প্রতিপদাদীনি ব্রতানি ব্যাস শ্রূয়তাম্।
প্রতিপদ্যেকভক্তাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ।
বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং স্মৃতম্॥" (গরুড়পু° ১২৯অ)

শিখীবভ্রু (স্ত্রী) সিতাবরী ক্ষুপ, চলিত শুশুনি শাক। (রাজনি°) প্রবাদ আছে যে এই শাকভোজনে অতিশয় নিদ্রা হয়।

শিখোপনিষৎ (ক্লী) উপনিষদ্ভেদ।

শিগুড়ি (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত ক্ষুপ, হিন্দী চঙ্গোলী। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও পৃষ্ঠশূলনাশক, যোগদ্বারা রসায়ন ও দেহদার্ঢ্যকর।

শিগ্রু (পুঃ) শেতে স্বস্নেহপি বায়ৌ-শী (অত্র্যাদয়শ্চ। উণা° ৪।১০২) ইতি-রুঃ, হ্রস্বো গুগাগমশ্চ। ১ শাক। (অমর) ২ বৃক্ষ বিশেষ, চলিত সজিনা গাছ। (Moringa pterygosperma, syn. Horse radish tree) হিন্দী সোঞ্জিন, তামিল মোরুঙ্গা, তৈলঙ্গ মুতুগচেট্টু, মুনগ। সংস্কৃত পর্য্যায়—হরিতশাক, শাকপত্র, সুপত্রক, উপদংশ, ক্ষমাদংশ, কোমলপত্রক, বহুমূল, দংশমূল, তীক্ষ্ণমূল। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বাত, কফ, মুখজাড্য ও ব্রণদোষনাশক, দীপন, পথ্য ও পাচন। ইহা নীল, শ্বেত ও রক্ত ভেদে তিন প্রকার। নীলশিগ্রু তীক্ষ্ণ, কটু, স্বাদু, উষ্ণ, পিচ্ছিল, অস্ত্র, বাত ও শূলনাশক, চক্ষুর হিতকর ও রুচিকারক।

শ্বেত শিগ্রু কটু, তীক্ষ্ণ, শোফ, ও বায়ুদোষনাশক, অঙ্গ-ব্যথাহর, রুচিকর, দীপন, ও মুখের জড়তানাশক।

রক্ত শিগ্রু—রসায়ন, শোফ, আধ্মান, বায়ুরোগ ও পিত্তশ্লেষ্ম রোগনাশক। (রাজনি°)

শজিনার পত্র, ফুল ও ফল এই তিন প্রকারই ভক্ষ্যণীয়। ইহা অতি মুখরোচক। ইহার ফুলগুণ—কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ বীর্য্য, স্নায়ু, শোথজনক এবং ক্রমি, কফ, বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক। রক্ত শজিনার ফুল—চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-পিত্তপ্রসাদক।

ইহার ফল গুণ—মধুর, কষায় রস, অগ্নিপ্রদীপক, এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মনাশক। (ভাবপ্রকাশ) শজিনার ফল সাধারণতঃ শজিনার খাড়া নামে অভিহিত হয়। বানপ্রস্থাশ্রমী ও বিধবা প্রভৃতির ইহা ভোজন করিতে নাই।

"বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥" (মনু ৬।১৪)

শিগ্রুক (পুং) শিগ্রু-স্বার্থে কন্। শিগ্রু, সজিনা। (মনু ৬।১৪)

শিগ্রুজ (ক্লী) শিগ্রোর্জায়তে ইতি জন-ড। ১ শোভাঞ্জন বীজ। পর্য্যায়—শ্বেত মরিচ। (অমর)

(ত্রি) ২ শিগ্রুভব মাত্র।

শিগ্রুতৈল (ক্লী) শিগ্রোস্তৈলং। শিগ্রুবীজভব তৈল, শজিনার বীচি হইতে যে তৈল হয়। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, ত্বগ্‌ দোষ, ব্রণ, কণ্ডুতি ও শোফনাশক, পিচ্ছিল। (রাজনি°)

শিগ্রুবীজ (ক্লী) শিগ্রোর্বীজং। শোভাঞ্জন বীজ, শ্বেত মরিচ।
"শোভাঞ্জনস্য যদ্বীজং তৎশ্বেতমরিচং স্মৃতম্।" (শব্দচন্দ্রিকা)

শিগ্রুশাক (ক্লী) শজিনা শাক, শিগ্রু বৃক্ষের শাক। গুণ—রুচিকর, বাত ও কফ নাশক, কটু, উষ্ণ, দীপন, রুচিকর, ও ক্রমিনাশক। (রাজনি°)

শিঘ, আঘ্রাণ, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, শিঙ্খি শিঘ ধাতু। লট্ শিঙ্ঘতি। লোট্ শিঙ্ঘতু। লিট্ শিশিঙ্ঘ। লুঙ্ অশিঙ্ঘৎ। সন্ শিশিঙ্ঘিষতি। যঙ্ শেশিঙ্ঘ্যতে। ণিচ্-শিঙ্ঘয়তি। লুঙ্ অশিশিঙ্ঘৎ।

শিঙ্গ (দেশজ) শৃঙ্গ, শৃঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

শিঙ্গয়, সংস্কারপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি মঙ্কনাচার্য্যের পুত্র।

শিঙ্গড়া (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ।

শিঙ্গধরণীশ, নাটকপরিভাষা, রসার্ণবসুধাকর ও শিঙ্গভূপালীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি শিঙ্গধরণী সেন ও শিঙ্গরাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

শিঙ্গহার (দেশজ) দেবদারুজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

শিঙ্গা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহা শৃঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, বড়গুাল রামশিঙ্গা নামে কথিত।

শিঙ্গাড়া (দেশজ) খাদ্য দ্রব্য বিশেষ, ময়দা মাখিয়া আলু প্রভৃতি পুর দিয়া ঘৃতে ভাজিলে ইহা প্রস্তুত হয়। ২ শৃঙ্গাটক, পাণিফল। [শৃঙ্গাটক শব্দ দেখ]

শিঙ্গী (দেশজ) মৎস্য বিশেষ। শৃঙ্গী শব্দের অপভ্রংশ, শৃঙ্গী মৎস্য। [শৃঙ্গী শব্দ দেখ]

শিঙ্গেল (দেশজ) শৃঙ্গবিশিষ্ট, শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তু। প্রবাদ আছে যে দাঁতাল, মাতাল ও শিঙ্গেল দেখিলে তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে হয়।

শিঙ্ঘণ (ক্লী) শিঙ্ঘাণ।

শিঙ্ঘণদেব একজন হিন্দু রাজা। সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গ-দেব ইঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শিঙ্ঘাণ (ক্লী) শিঙ্ঘ-আণক, পৃষোদরাদিত্বাৎ কলোপঃ (উণ্ ৩।৮৩) ১ কাচপত্র। ২ লোহমল। ৩ নাসিকা মল, চলিত নাকের শিকনি। নাকের পেচুটী। (মেদিনী)

শিঙ্ঘাণক (পুং ক্লী) শিঙ্ঘতে ইতি শিঘ (আণকো লূধূশিঙ্ঘিধাঞ্ভ্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) ইতি আণক। ১ শ্লেষ্মা, নাসা-মল। (উজ্জ্বল) ২ অশ্বসমূহের নাসাগত রোগবিশেষ।

শিঙ্ঘাণিকা (স্ত্রী) ১ কাচপাত্র। লোহমল, মণ্ডুর। ৩ নাসামল।

শিঙ্ঘিত (ত্রি) শিঙ্ঘ-ক্ত। ঘ্রাত, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে।

শিঙ্ঘিণী (স্ত্রী) নাসাছিদ্র। (হেম)

শিচ্ (স্ত্রী) শিক্য। (শব্দরত্না°)

শিচকা (দেশজ)

শিজ, শিঞ্জি শিজ ধাতু, এই ধাতু ইদিৎ। অস্ফুট ধ্বনি, অব্যক্ত ধ্বনি। অদাদি° পক্ষে চুরাদি বা ভ্বাদি°। আত্মনে° অক° সেট্। অদাদি পক্ষে লট্ শিঙ্‌ক্তে, শিঞ্জাতে, শিঞ্জতে। লুঙ্ অশিঙ্‌ক্ত। লিট্ শিশিঞ্জে। লুট্ শিঞ্জিতা, লুঙ্ অশিঞ্জিষ্ট। চুরাদি পক্ষে শিঞ্জয়তে, ভ্বাদি পক্ষে শিঞ্জতে।

শিজ্জ (দেশজ) গুল্মভেদ।

শিঞ্জা (স্ত্রী) শিজি অব্যক্তশব্দে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি-টাপ্। ১ ভূষণশব্দ। (শব্দরত্না°) ২ ধনুর্গুণ।

শিঞ্জার (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৮।৫।২৫)

শিঞ্জিত (ক্লী) শিঞ্জ-ক্ত। ভূষণ-ধ্বনি।

"নখানি বিধুশঙ্কয়া বিহরিণী করেণাবৃণোৎ
ততঃ কিশলয়ভ্রমাৎ শ্বয়মথাক্ষিপদ্দ্রুতঃ।
ততো বলয়শিঞ্জিতং ভ্রমরগুঞ্জিতাশঙ্কয়া
উহূরিতি কুহূরবধ্বনিধিয়া ততো মূর্চ্ছিতা॥" (উদ্ভট)

শিঞ্জিন্ (ত্রি) শিঞ্জা বিদ্যতেঽস্য ইত্যর্থে ইন্। ভূষণ শব্দ-বিশিষ্ট, অব্যক্ত ধ্বনিযুক্ত।

শিঞ্জিনী (স্ত্রী) শিঞ্জতি আকৃষ্টমুক্তাশব্দায়তে ইতি শিঞ্জ ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ধনুর্গুণ। (অমর) ২ নূপুর।

শিট, অনাদর। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ শেটতি। লোট শেটতু। লিট্ শিশেট। লুঙ্ অশেটীৎ। সন্ শিশিটিষতি। যঙ্ শেশিট্যতে। ণিচ্ শেঠয়তি। লুঙ্ অসিশিটৎ।

শিটা (দেশজ) মল, মলা, গাদ, কাইট, আংটা।

শিড়্শিড়্ (দেশজ) শৈত্যতাপ্রযুক্ত দেহে শীত অনুভব।

শিড়ী (দেশজ) সোপান।

শিণ্ডাকী (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

"শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈর্ম্মূলকদলদ্রবৈঃ।
সর্ষপস্বরসৈর্ব্বাপি শালিপিষ্টকসংযুতৈঃ।
শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মকরী স্মৃতা ॥" (রাজনি°)

প্রস্তুত প্রণালী—শালিপিষ্টক ও মূলকদল দ্রব রাজিকা বা সর্ষপ সংযুক্ত হইলে তাহাকে শিণ্ডাকী কহে। গুণ—রুচিকর, গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

শিত (ত্রি) শো-তনূ করণে ক্ত (শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা ৭।৪।৪১) ইতি ইকারাদেশঃ। ১ দুর্ব্বল। ২ নিশিত। শাণিত, তীক্ষ্ণ, ধারাল। ৩ ক্ষয়প্রাপ্ত। (বিশ্ব) (পুং) ৪ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় এক জন ঋষি। (ভারত ১৩।৪।৫৩) ৫ বৃষ। (ক্লী) ৬ রজত, রৌপ্য।

শিতকর (পুং) কর্পূর। (রাজনি°)

শিতকর্ণী (স্ত্রী) রাসা, বাসক গাছ। (রাজনি°)

শিতছত্রা (স্ত্রী) শতাহ্বা। (বৈদ্যকনি°)

শিতভা (স্ত্রী) শিতস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শিতের ভাব বা ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণতা।

শিতদ্রু (স্ত্রী) শতদ্রু নদী। (অমর) ২ ক্ষীরমোরট চলিত ক্ষীর করাড়। (রত্নমালা)

শিতনির্গুণ্ডী (স্ত্রী) কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, চলিত কাল নিশিন্দা। (রস° র°)

শিতপর্ণ (পুং) ক্ষুদ্র মুস্তক। (বৈদ্যকনি°)

শিতপুষ্প (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিতপুষ্পক (ক্লী) কাশতৃণ। (রাজনি°)

শিতশাক (পুং) শালিঞ্চ শাক। (পর্য্যায় মুক্তা°)

শিতশিব (ক্লী) সৈন্ধবলবণ। ২ মিশ্রেয়া। (স্ত্রী) ৩ শতাহ্বা।

শিতশূক (পুং) ১ যব। ২ গোধূম। (ত্রিকা°)

শিতসার (পুং) তিন্দুক বৃক্ষ, চলিত গাব গাছ। (রাজনি°)

শিতাদ্রিকর্ণী (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

শিতামন্ (ক্লী) বাহু, যকৃৎ, যোনি ও মেদ।

"শিতামত উৎসাদতোঽঙ্গাৎ" (শুক্ল যজু° ২১।৪৩)

'শিতামতঃ বাহুপ্রদেশাৎ, শিতাম শব্দেন বাহুযকৃদ্যোনিমেদাংস্যুচ্যন্তে' (মহীধর)

শিতি (ত্রি) শতি সৌত্রো ধাতুঃ (ক্রমি তমি শতি স্তম্ভা মত ইচ্চ। উণ্ ৪।১২১) ইতি ইন্, সচ কিৎ, অত ইকারশ্চ। ১ শুক্ল। ২ কৃষ্ণ। (পুং) ভূর্জবৃক্ষ।

'শিতিস্ত্রিষু সিতে কৃষ্ণে ভূর্জে সারোঽপি চ দ্বয়োঃ।' (শব্দরত্না°)

৩ উক্ত বর্ণবিশিষ্ট, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট।

শিতিককুদ্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণককুদবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৬।১৪।২)

শিতিকক্ষ (ত্রি) শুক্লবর্ণ স্কন্ধবিশিষ্ট। (শুক্লযজু ২৪।৪)

শিতিকণ্ঠ (পুং) শিতিঃ কণ্ঠে যস্য। ১ শিব, মহাদেব, নীলকণ্ঠ। (অমর) ২ দাত্যূহপক্ষী, চলিত ডাকপাখী। (ত্রিকা°) ৩ ময়ূর।

শিতিকণ্ঠ, ১ প্রয়োগদর্পণপ্রণেতা পদ্মনাভ দীক্ষিতের গুরু। ২ কুলসূত্ররচয়িতা। ৩ তত্ত্বচিন্তামণি টীকা ও শিতিকণ্ঠীয় নামক ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা। ৪ মহার্থপ্রকাশ নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা।

শিতিকণ্ঠদীক্ষিত, ভবানন্দীপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা মহাদেব পুণতমাকরের গুরু। ইনি শ্রীকণ্ঠ নামেও পরিচিত।

শিতিকণ্ঠক (পুং) শিতিকণ্ঠ স্বার্থে কন্। ময়ূর। (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠযুক্ত।

শিতিকেশ (ত্রি) স্কন্দানুচর ভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শিতিঙ্গ (ত্রি) শুভ্রতাপ্রাপ্ত। (অথর্ব্ব° ১১।৫।১২)

শিতিচার (পুং) শাকবিশেষ, সুনিষণ্ণক, চলিত শুশুনি শাক। (জটাধর)

শিতিচ্ছদ (পুং) শিতি ছদৌ যস্য। হংস। (শব্দরত্না°)

শিতিনস্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ নাসাবিশিষ্ট। (পা° ৫।৪।১১৮ বার্ত্তিক)

শিতিপক্ষ (পুং) শিতী শুক্লৌ পক্ষৌ যস্য। হংস।

শিতিপদ্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ পাদবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।৩৫।৫)

শিতিপাদ (ত্রি) শুক্লবর্ণ পাদবিশিষ্ট। "শিতি পাদো হ্যথান্ রথং" (ঋক্ ১।৩৫।৫) 'শিতিপাদঃ শিতয়ঃ শ্বেতবর্ণাঃ পাদা যেষাং তে শিতিপাদাঃ, যদ্বা শিতি শ্বেতবর্ণস্ফাটিকাদিঃ স ইব পাদো যেষাং তে।' (সায়ণ)

শিতিপৃষ্ঠ (ত্রি) শিতিঃ শুভ্রঃ পৃষ্ঠঃ যস্য। শুভ্রবর্ণ পৃষ্ঠবিশিষ্ট। "শিতিবাহঃ শিতিপৃষ্ঠস্ত মৈত্রা বার্হস্পত্যাঃ" (শুক্ল যজু° ২৪।৭) 'শিতিপৃষ্ঠঃ শ্বেতপৃষ্ঠঃ' (মহীধর)

শিতিপ্রভ (পুং) বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

শিতিবাহু (ত্রি) শুভ্রবর্ণ-বাহুবিশিষ্ট। (শুক্ল যজু° ২৪।৬)

শিতিভসদ্ (ত্রি) পশ্চাদ ভাগ শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। (কাঠক ১৩।৭)

শিতিভ্রু (ত্রি) শ্বেতবর্ণ ভ্রূযুক্ত, শুভ্রভ্রূবিশিষ্ট। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বসু।

"আগ্নেয়াঃ শিতিভ্রবো বসূনাং" (শুক্ল যজু° ২৪।৬)

'শিতিভ্রবঃ শ্বেতবর্ণ ভ্রূযুক্তাঃ ত্রয়ো বসূনাং বসুদেবতাঃ' (মহীধর)

শিতিমাংস (ক্লী) মেদঃ, মেদোধাতু।

শিতিমূলক (ক্লী) ১ উশীর, চলিত বেণা। (রাজনি°)

শিতিরন্ধ্র (ত্রি) শুভ্রবর্ণ কর্ণ রন্ধ্র।

শিতিললাট (ত্রি) শুভ্রবর্ণ ললাট বিশিষ্ট। (পা° ৬।২।১৩৮ বার্ত্তিক)

শিতিবর (পুং) শিতিবার, সুনিষণ্ণক শাক, চলিত শুশুনি শাক।

শিতিবাল (ত্রি) শিতিবার রস্ত লম্বং। শিতিবার। (শত° ব্রা° ৫।৭।১।১০)

শিতিবাসস্ (ত্রি) শিতিঃ কৃষ্ণঃ বাসো যস্ত। নীলাম্বর, বলদেব। (ভাগবত ৬।১৬।৩০)

শিতিসারক (পুং) শিতিঃ সারো যস্ত কন্। তিন্দুকবৃক্ষ, গাবগাছ। (অমর)

শিতীক্ষু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শিতীমন্ (ক্লী) শিতামন, বাহু, যকৃৎ, যোনি ও মেদ। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৭।১৯)

শিতেয়ু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) পাঠান্তর শিনেয়ু।

শিতেষু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

শিৎপুট (পুং) পশু। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৫।১৭।১) হরিণ।

শিত্যংস (ত্রি) শিতিকক্ষ।

শিত্যোষ্ঠ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত।

শিথির (ত্রি) শিথিল। "শিথিরেব দ্বেবাধাতে শ্যামঃ" (ঋক্ ৫।৮৫।৮) 'শিথিরেব শিথিলানীব শিথিলবন্ধনানি ফলানীব'।

শিথিল (ত্রি) শ্লথ (অজি রশি শির শিথিলেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন-সাধু। ১ শ্লথ, আগ্‌লা, ঢিলা। ২ ক্লান্ত, অবসন্ন। ৩ অলস, জড়। (ক্লী) ৪ মন্দবন্ধন। ৫ মন্থরত্ব। ৬ সংযোগ বিশেষ।

"প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতো।" (ভাষাপরিচ্ছেদ) কিঞ্চিদ্ অবয়বচ্ছেদ দ্বারা অন্য অবয়বের যে সংযোগ, তাহাকে শিথিল সংযোগ কহে। ৭ পীড়নাক্ষম। (সুশ্রুত)

শিথিলীকরণ (ক্লী) শিথিল-কৃ-অভূত তদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ল্যু। পূর্ব্বে যাহা শিথিল করা ছিল না, তাহাকে শিথিল করা।

শিনি (পুং) ক্ষত্রিয়ভেদ। (উণ্ ৪।৫১) অক্রূরের পিতা।

"অক্রূরঃ কৃতকর্ম্মাচ সত্যকশ্চ শিনেঃ সুতঃ।" (ভারত ২।৪।৩০)

শিনিবাহু (পুং) নদীভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শিনিবাস (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।১৬।২৬)

শিনেয়ু (পুং) উশস্তের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) বিষ্ণুপুরাণ মতে উশনার পুত্রভেদ। [শিতেয়ু দেখ]

শিনের্প্ত (পুং) সাত্যকি। (ত্রিকা°)

শিপবিত্নুক (পুং) কীটভেদ। (অথর্ব্ব ৫।২০।৭)

শিপবিষ্ট (পুং) শিপিবিশিষ্ট। (অমরটীকায় রমানাথ)

শিপাটক (পুং) অমাত্যভেদ। (রাজতর° ৬।৩৫০)

শিপি (পুং) রশ্মি, কিরণ।

"শৈত্যাংশয়নযোগাচ্চ শিপিবারি প্রচক্ষ্যতে।
তৎপানাদ্রক্ষণাচ্চৈব শিপয়ো রশ্ময়ো মতাঃ।
তেষু প্রবেশাৎ বিশ্বেশঃ শিপিবিষ্ট ইবোচ্যতে॥" (ব্যাসবচন)

৩ কুষ্ঠী। (অমরটীকা রায়মু°)

শিপিবিষ্ট (পুং) ১ খলতি, দুশ্চর্ম্মা, স্বভাবতঃ অনাবৃতমেঢ্র। ২ মহেশ্বর। (অমর) ৩ কুষ্ঠী। (অমরটীকা রায়মু°) ইহার পাঠান্তর শিপবিষ্ট পাওয়া যায়।

৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ৫ পশুবিশিষ্ট।

"পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে।" (ভাগ° ৪।১৩।৩৫)

'শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়, তথাচ শ্রুতিঃ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিষ্ঠতীতি' (স্বামী)

শিপিবিষ্টক (ত্রি) শিপিবিষ্ট সদৃশ।

শিপিবিষ্টবৎ (ত্রি) শিপিবিষ্ট অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শিপিবিষ্ট সদৃশ।

শিপ্র (পুং) দেবভোগ্য সরোবর বিশেষ। কালিকাপুরাণে এই সরোবরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে বিধাতা দেবগণের উপভোগের জন্য হিমালয় পর্ব্বতে শিপ্র নামে এক মহাসরোবর সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সরোবরে বিহার করিয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াসরোবর বলিয়া তাঁহারা ইহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য তথায় যাইতে পারে না। যদি মানব বিশেষ তপঃপ্রভাবে ঐ স্থানে গমন এবং ঐ জলে স্নান করেন, তাহা হইলে তাহারা অমরত্ব লাভ করেন। এই সরোবর বর্ষাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না, চিরকালই এক ভাবে থাকে। এই সরোবর হইতে শিপ্রা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

শিপ্রক (পুং) সুশর্ম্মার হত্যাকারী ব্যক্তি বিশেষ। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১২)

শিপ্রবৎ (ত্রি) শোভনহনুযুক্ত। (ঋক্ ৬।১৭।২)

শিপ্রা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এই নদীর উৎপত্তির বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠ দেব যখন অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাহাদিগকে শান্তি ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। ঐ শান্তিজল প্রথমে মানস পর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানস পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে। ঐ জল

হইতে কতক পরিমাণ জল শিপ্র সরোবরে পতিত হয়। ঐ জল পতিত হইয়া শিপ্র সরোবর অতিশয় বাড়িতে লাগিল, তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃদ্ধ জলরাশিকে পুণ্যতমা নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। শিপ্র সরোবর হইতে ইহার উৎপত্তি হইল, এই জন্য শিপ্রা নাম হইয়াছে। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পাপনাশিনী। মানব কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই নদীতে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করে। এই পূর্ণিমা তিথিতে স্নান করিতে পারিলে এবং কেবল কার্ত্তিক মাসে স্নান করিলেও ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (কালিকাপু° ১৯ অ° ২৪ অ°)

২ উজ্জয়িনীর নিকট প্রবাহিত প্রসিদ্ধ নদী।

৩ হনু। "পীবী শিপ্রে অবেপয়" (ঋক্ ৮।৬৫।১০) 'শিপ্রে হনূ' (সায়ণ)

শিপ্রিণীবৎ (ত্রি) শিপ্রবান্, ইন্দ্র। "শিপ্রাভ্যাং শিপ্রিণীবান্" (ঋক্ ১০।১০৫।৫) 'শিপ্রিণীবান্ শিপ্রবান্ ইন্দ্রঃ' (সায়ণ)

শিপ্রিন্ (ত্রি) শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র। 'শিপ্রিন্ রাজানাপতে' (ঋক্ ১।২৯।২) 'শিপ্রিন্ শোভনহনুযুক্তঃ, শিপ্রেহনুনাসিকে বা শিপ্র-মত্বর্থীয় ইনিঃ' (সায়ণ)

শিফ (পুং) শিফা। (অমরটীকা বিদ্যাবিনোদ)

শিফা (স্ত্রী) বৃক্ষের জটাকার মূল, (তরুমূল) চলিত শিকড়। পর্য্যায়—জটা, মূল, (জটাধর)

৩ নদীভেদ। "হতে তে স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ" (ঋক্ ১।১০৪।৩) 'শিফায়াঃ শিফানাম নদী তস্যাঃ। ৪ মাংসিকা। ৫ মাতা। (মেদিনী) ৬ শতপুষ্পা। ৭ হরিদ্রা। (রাজনি°) ৮ পদ্মকন্দ। (মুকুটধৃত স্বামী) ৯ লতা। (মনু ৯।২৩০, মেধাতিথি)

শিফাক (পুং) শিফা-ইব কন্। পদ্মমূল। (শব্দরত্না°)

শিফাকন্দ (পুং) শিফাযুক্তঃ কন্দো যস্য। পদ্মমূল। পর্য্যায় —করহাট, শিফাক, পদ্মকন্দ, কর্কট, শিফা, কন্দ। (মুকুটধৃতস্বামী)

শিফাধর (পুং) শিফায়া ধরঃ। শাখা। (শব্দচ°)

শিফারুহ (পুং) শিফায়া রোহতীতি রুহ-ক। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

শিভ্র (ত্রি) ১ বসাযুক্ত, চর্ব্বী বিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৭।৯০।২)

২ সুপক।

শিম্ (দেশজ) শিম্বী।

শিম (পুং) শিম্বী, চলিত ছিম।

শিমার (দেশজ) গুল্মভেদ। (Valisneria octandra)

শিমি (স্ত্রী) শিম্বী।

শিমিরাজরাজী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Dolichos glutinosus)

শিমিকা (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ একটী গ্রাম। (রাজতর° ৬।১৮৩)

শিমিদা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিকভেদ। (অথর্ব্ব ৪।২৫।৪)

শিমিদ্বৎ (ত্রি) বায়ুযুক্ত, আধ্মাত। (তৈত্তিরীয় আর° ৪।৯।১)

শিমিয়ারাজরাজী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Hedysarum tuberosum)

শিমী (স্ত্রী) শিম্বী।

শিমীবৎ (ত্রি) শিমী-মতুপ, মস্য ব। বীর্য্যকর্ম্মোপেত। "ঋতস্য শিমীবতো ভামিনঃ" (ঋক্ ১।৮৪।১৬) 'শিমীবতঃ বীর্য্যকর্ম্মোপেতান্।' (সায়ণ)

শিমুল (দেশজ) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। শিমুলগাছ। (The silk-cotton tree, Bombax heptaphylla) এই বৃক্ষের ফলে তূলা হয়, ঐ তূলা দ্বারা গদি ও বালিশ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শিমৃড়ী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী—চাঙ্গোনী। পর্য্যায়—মতিদা, বল্যা, পঙ্গুল্যহারিণী, দ্রবৎপত্রী, বাতঘ্নী, গুচ্ছপুষ্পী। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও পৃষ্ঠশূলনাশক। রসায়নে প্রযুক্ত হইলে শরীরের দৃঢ়তাকারক হয়। (রাজনি°)

শিম্ব (পুং) চক্রমর্দ্দ, চলিত চাকুন্দে গাছ। (শব্দচ°)

শিম্বল (পুং) শল্মলী কুসুম। "শিম্বলং চিদ্ধি বৃশ্চতি" (ঋক্ ৩।৫৩।২২) 'শিম্বলং শল্মলীকুসুমং' (সায়ণ)

শিম্বা (স্ত্রী) শিম্ব-টাপ্। ১ কলায়াদি ত্বক্, কলায়াদিকোষ, চলিত সুঁটী, ছিমড়া। পর্য্যায়—সমী, সিম্বা, সিম্বী, শিম্বী, শিম্বিকা, শিম্বি। শমি। (হেম) ২ স্বনামখ্যাত লতা, চলিত ছিমগাছ। শিম্বীপুস্তক ও শিম্বী ভেদে ইহা দুইপ্রকার। গুণ—পাকে মধুর, শীতল, গুরু, বলকর, দাহবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক এবং বাত-পিত্তনাশক। (ভাবপ্র°)

রাজবল্লভ মতে শিম্বা বিবিধ প্রকার। যথা—

"শিম্বাতু বিবিধা রুক্ষবাতলা স্বাদুশীতলা।

বিষ্টম্ভিনী কষায়াগ্নি বিট্শুক্রকফনাশিনী॥" (রাজব°)

ইহা রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, স্বাদু ও শীতল, বিষ্টম্ভজনক, কষায়, অগ্নি, বিষ্ঠা, শুক্র ও কফনাশক। ২ মুস্তক। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বতি (ত্রি) সুখ। "শিম্বাতা মিত্রেব ঋতা" (ঋক্ ১০।১০৬।৫) 'শিম্বাতা শিম্বাতৌ সুখ নামৈতৎ। শিবেন দুঃখানাং তনূকরণেন হেতু নাতিতং প্রাপ্তমিতি। শিঞ্ নিশানে অস্মাৎ শিবমিতি বাহুলকাৎ ব প্রত্যয়ো, মুক্চ নিপত্যতে, অততে কর্ম্মণি ঘঞ্' (সায়ণ)

শিম্বি (স্ত্রী) শিম্বা। (হেম) ২ এরকা। (ভাবপ্র°)

শিম্বিক (পুং) কৃষ্ণ মুদ্গ, মুদ্গবিশেষ।

'কৃষ্ণে প্রবরবাসন্ত হরিমন্থজশিম্বিকাঃ।' (হেম)

শিম্বিকা (স্ত্রী) শিম্বি-কন্-টাপ্। শিম্বা। (শব্দরত্না°)

শিম্বিজ (পুং) শিম্বি জন-ড। ১ শিম্বিধান্য। ২ রক্তকুলথ।

শিম্বিনী (স্ত্রী) অসি শিম্বীলতা, বড় শ্বেতছিম। (রাজনি°) ২ কৃষ্ণ চটকা। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বিপর্ণিকা (স্ত্রী) শিম্বীপর্ণী :স্বার্থে কন্-টাপ্। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। (রত্নমালা)

শিম্বিরিঙ্গণী (স্ত্রী) বনমুদ্গ। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বিরীটিকা (স্ত্রী) স্বর্ণ জীবন্তী। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বী (স্ত্রী) শিম্বি পক্ষে ঙীষ্। শিম্বা, ধান্যাদির কঞ্চুক, ধান্যাদির খোলা। ২ শিম্বীধান্য। ৩ শিম্বী, ছিম। মুদ্গপর্ণী। মুগানী। ৪ কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (রাজনি°)

শিম্বীধান্য (ক্লী) মুদ্গাদি দ্বিদল। মুগ প্রভৃতি দাইলের সাধারণ নাম শিম্বীধান্য। শমীজ, শিম্বীজ, শিম্বীভব, সূর্য্য ও বৈদল এই কএকটা শিম্বা ধান্যের নাম। গুণ—মধুর ও কষায় রস, রুক্ষ, কটু বিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক এবং শীতবীর্য্য। (ভাবপ্র°)

শিম্বীফল (ক্লী) আহুল্যক্ষুপ। (রাজনি°)

শিম্বীভব (পুং) শিম্বীধান্য। (ভাবপ্র°)

শিম্যু (পুং) ১ বধকারী রাক্ষসাদি। ২ শময়িতা।

"দস্যূন্ শিম্যূংশ্চ পুরুহূত" (ঋক্ ১।১০০।১৮)

'শিম্যূন্ শময়িতৃন, বধকারিণো রাক্ষসাদীংশ্চ শমু উপশমে শময়তি সর্ব্বং তিরস্করোতীতি রাক্ষসাদিঃ শিম্যুঃ। ঔণাদিকো যুন্' (সায়ণ)

শিয়র (দেশজ) ১ শীর্ষ, শীর্ষ শব্দের অপভ্রংশ। ২ শয়ন করিবার সময় যে দিকে মস্তক থাকে, তাহাকে শিয়র কহে।

শিয়াগোস্ (দেশজ) চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। [সিয়াগোষ দেখ]

শিয়াল (দেশজ) শৃগাল শব্দের অপভ্রংশ, ফেরু, শিবা।

শিয়ালকাঁটা (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ। ইহার পত্র কণ্টকাকীর্ণ। ফল হইতে তৈল হয়। গাছের আটা ক্ষতাদির নালীনিবারক।

শির (পুং) ১ পিপ্পলী মূল। (মেদিনী) ২ মস্তক। (জটাধর) ৩ শয্যা। ৪ অজগর। (সংক্ষিপ্তসার উণ্°)

'শিরোবাচী শিরোঽদন্তো রজোবাচী রজস্তথা।'

(জটাধরধৃত কোষান্তর)

শিরঃকপাল (ক্লী) নরমস্তক।

শিরঃকপালিন্ (পুং) শিরঃ কপালোঽস্যাস্তীতি ইনি। নৃকরোটীধারী সন্ন্যাসী। এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে, যাহারা নরমস্তক হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

শিরঃকম্প (পুং) শিরসঃ কম্পঃ। মস্তককম্পন, মাথা কাঁপা।

শিরঃকম্পিন্ (ত্রি) শিরঃ কম্প অস্ত্যর্থে ইনি। মস্তককম্পবিশিষ্ট, শিরঃকম্পবিশিষ্ট। বার্দ্ধক্যজনিত যাহার মস্তক নিরন্তর কম্পিত হয়।

শিরঃকর্ণ (ক্লী) মস্তক ও কর্ণ, মস্তক ও কর্ণ এই দুয়ের সমাহার।

শিরঃকৃন্তন (ক্লী) শিরসঃ কৃন্তনঃ। শিরশ্ছেদন, মস্তককর্ত্তন।

শিরঃক্রিয়া (স্ত্রী) অগ্রে নয়ন। ২ মাথায় তোলা।

শিরঃপট্ট (পুং) উষ্ণীষ, মাথার পাকড়ী।

শিরঃপাক (পুং) শিরোরোগ বিশেষ। (শার্ঙ্গধর ১।৭।৮৫)

শিরঃপীঠ (ক্লী) গ্রীবা, শিরোধরা, ঘাড়।

শিরঃপীড়া (স্ত্রী) শিরসঃ পীড়া। মস্তকের পীড়া, শিরঃশূল।

শিরঃপ্রদান (ক্লী) শিরসঃ প্রদানং। মস্তক প্রদান, মস্তকদান।

শিরঃফল (পুং) শিরস্থলাং ফলং যস্য। নারিকেল। (ত্রিকা°)

শিরশ্ছেদ (পুং) শিরসশ্ছেদঃ। শিরশ্ছেদন, মস্তকছেদন।

শিরঃশিল (ক্লী) কাশ্মীরস্থিত দুর্গবিশেষ। (রাজতর° ৮।২৪৯৩)

শিরঃশূল (ক্লী) শিরসঃ শূলং। মস্তকে বেদনাজনিত রোগ, মাথা ধরা ইত্যাদি রোগ। [শিরোরোগ দেখ।]

শিরঃশেষ (ত্রি) শিরঃ শেষো যস্য। ১ রাহু। ২ মস্তকাবশেষবিশিষ্ট।

শিরকা (পারসী) মদ্যবিশেষ। পাচন ইক্ষুরস। ইহাতে আচারের জন্য আম্রাদি ফল ভিজাইয়া রাখিলে নষ্ট হয় না।

শিরগুলুল্লি (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

শিরজ (পুং) শিরা জায়তে ইতি জন ড। কেশ। (শব্দরত্না°)

শিরনামা (পারসী) পত্রাদির উপরি ভাবে যে নাম ও ঠিকানাদি লেখা থাকে, তাহাকে শিরনামা কহে।

শিরপা (দেশজ) ১ অশ্বের চঞ্চলতা। ২ রাজানুগ্রহের পরিচায়ক রাজদত্ত বস্ত্রাদি। রাজারা প্রিয় অমাত্যদিগকে পুরস্কারস্বরূপ যে শালাদি বস্ত্র দান করে।

শিরস্ (ক্লী) শ্রি শ্রেয়তে (স্বাঙ্গে শিরঃ কিচ্চ। উণ্ ৪।১৯৩) ইতি অসুন্, সচ কিৎ। ধাতোঃ শিরাদেশশ্চ। ১ শিখর। ২ মস্তক। সুখবোধে লিখিত আছে, গর্ভকালে একমাসে মস্তক জন্মে। (সুখবোধ) ৩ প্রধান।

"যোগায় সংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।"

(ভাগবত ৫।১৪।৪৫)

শিরসিজ (পুং) শিরসি জায়তে ইতি জন ড সপ্তম্যাঃ অলুক্। কেশ। (জটাধর)

শিরসিরুহ (পুং) শিরসি রোহতীতি রুহ-ক। কেশ। (শব্দরত্না°)

শিরস্ক (ক্লী) শিরস্-কন্। ১ শিরস্ত্রাণ। (হেম) (ত্রি) ২ শির সম্বন্ধী, মস্তক সম্বন্ধীয়।

শিরস্তস্ (অব্য°) শিরস্ তসিল্। মস্তক হইতে মস্তকে।

শিরস্ত্র (ক্লী) শিরস্ত্রায়তে ইতি ত্রৈ-ক। শিরোরক্ষণ সন্নাহ, চলিত টোপ। (অমর)

শিরস্ত্রাণ (ক্লী) শিরস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ-ল্যুট্। শিরোরক্ষণ

সন্নাহ, চলিত উষ্ণীষ, পাকড়ি, টুপি, খোপ্‌ড়া, টোপ, টোপর। পর্য্যায়—শীর্ষণ্য, শীর্ষক, শিরস্ক, শিরস্ত্র। (অমর ও হেম)

"অপনীত শিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।" (রঘু ৪।৬৪)

শিরস্য (পুং) শিরস্‌ (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি যৎ। বিশদ কচ, নির্ম্মল কেশ, পরিষ্কৃত চুল। পর্য্যায়—শীর্ষণ্য। (ত্রি) ২ শিরঃসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ কেশ, শিরোজ।

শিরঃস্থান (ক্লী) প্রধান স্থান।

শিরঃস্নাত (ত্রি) যিনি শিরঃস্নান করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শরীর মজ্জন করিয়া স্নান করিয়াছেন।

শিরঃস্নান (ক্লী) ১ মস্তক পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ জলে নিমজ্জন করিয়া স্নান। ২ কাকস্নান।

শিরা (স্ত্রী) ধমনী, শরীর মধ্যস্থিত রক্ত গমনের পথ, চলিত শির। লক্ষণ—

"সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ।
নাভ্যাং সর্ব্বাণি বদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥
শরীরং সকলঞ্চৈতৎ শিরাভিঃ পোষ্যতে সদা।
প্রণালীভির্বিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ॥
প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ।
শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্ত শতানি তু॥" ইত্যাদি।
(ভাবপ্র° ১ভা°)

শিরা সকল সন্ধি স্থানের বন্ধনকারিণী, শরীরে যে যে সন্ধি স্থান আছে, শিরা সকল সেই সেই সন্ধি স্থান বন্ধন করিয়া থাকে। ইহা দোষ এবং ধাতুবাহিনী সকল শিরাই নাভি স্থানে সংবদ্ধ, ঐ নাভি দেশ হইতে শিরা সকল শরীরের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। উদ্যানস্থিত বৃক্ষসমূহ যেরূপ পয়ঃপ্রণালীদ্বারা পুষ্ট হয়, কুল্যা দ্বারা যেরূপ ক্ষেত্রের পোষণ হয়, তদ্রূপ শিরাসমূহ দ্বারা ধাতু বাহিত হইয়া শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বসমেত শিরার সংখ্যা ৭০০ শত, এই সকল শিরাই সর্ব্বদা শরীরের প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ শিরাসমূহ দ্বারা শরীরের সকল অংশে রস সঞ্চারিত হইয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণাদির সাহায্যে দেহের রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে।

বৃক্ষের পত্রের মধ্যস্থিত সেবনী অর্থাৎ ডাঁটা হইতে যেরূপ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া পত্রের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহীদিগের সমস্ত শরীরের শিরা সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

জীব সকলের প্রাণ নাভিদেশে অবস্থিত, ঐ নাভিদেশেই শিরাসমূহের মূল। নাভিদেশ হইতেই শিরা সকল বাহির হইয়া শরীরের সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার আকৃতি চক্রের ন্যায়। চক্রের অর সকল যেমন তাহার নাভির চারিদিকে আবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ জীবগণের শরীরস্থ শিরাসমূহ তাহাদিগের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিরা সকল ৭০০ শত। ইহাদের মধ্যে মূল শিরা ৪০টী। তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী দশ, পিত্তবাহিনী দশ, কফবাহিনী দশ এবং রক্তবাহিনী দশ এই ৪০টী মূল শিরা।

এই সকল মূল শিরা হইতেই শাখাপ্রশাখা রূপে ৭০০ শত শিরা বাহির হইয়াছে। ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরা বাহির হইয়া পক্বাশয়ে অবস্থিত আছে। পিত্তবাহিনী শিরা ১৭৫, এই সকল শিরা পিত্তের স্থান অর্থাৎ আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্য স্থানে অবস্থিত। কফবাহিনী ১৭৫, ইহারা কফ স্থান আমাশয়ে অবস্থিত, অবশিষ্ট ১৭৫টী রক্তবাহিনী শিরা। এই সকল শিরা রক্তাশয় ও যকৃৎ প্লীহা দেশে অবস্থিত করে।

শিরার স্থাননিরূপণ—পূর্ব্বোক্ত ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরার মধ্যে প্রত্যেক সক্থি ও বাহুতে ২৫টী করিয়া এক শত শিরা কোষ্ঠদেশে ৩৪টী তন্মধ্যে নিতম্ব, গুহ্য ও মেঢ্র দেশে ৮টী, দুইপার্শ্বে দুইটী করিয়া চারিটী, পৃষ্ঠদেশে ৬টী, উদরে ৬ এবং বক্ষে দশ। স্কন্ধ দেশের উপরি ভাগে ৪১টী শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে গ্রীবা দেশে ১৪, দুইকর্ণে ৪, জিহ্বা দেশে ৯, নাসিকায় ৬, ও দুই চক্ষুতে চারিটী করিয়া ৮ বায়ুবাহিনী শিরা এইরূপে সর্ব্ব সমেত ১৭৫টী।

অবশিষ্ট শিরাসমূহেরও এইরূপ বিভাগ অভিহিত হইয়াছে, কেবল বিশেষ এই যে, পিত্তবাহিনী শিরা চক্ষুর্দ্বয়ে দশটী, কর্ণদ্বয়ে দুইটী, রক্তবাহিনী শিরা চক্ষুদ্বয়ে ৮টী, কর্ণদ্বয়ে চারিটী, এবং শ্লেষ্মবাহিনী শিরা গ্রীবাদেশে ১৬, এবং কর্ণে দুই এইরূপ প্রকারে ৭০০ শত শিরায় বিভাগ জানিতে হইবে।

বায়ু যখন আপনার শিরার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে, তখন যন্ত্র-ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত হয় না এবং বুদ্ধি শক্তির মোহ ঘটে না ; বরং অন্যান্য নানা প্রকার গুণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যখন বায়ু আপন শিরা মধ্যে কুপিত হয়, তখন বায়ু জন্য নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

পিত্ত স্বীয় শিরা মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীরে কান্তি, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের স্বাস্থ্য এবং অপরাপর অনেক গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পিত্ত যখন কুপিত হইয়া স্বকীয় শিরা মধ্যে অবস্থিতি করে, তখন পিত্তজনিত নানাবিধ রোগ হয়।

শ্লেষ্মা যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজ শিরা মধ্যে বিচরণ করে, তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের স্নিগ্ধতা, সন্ধি সকলে দার্ঢ্য, মনের স্ফূর্ত্তি এবং আরও নানা প্রকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া উক্ত শিরায় প্রবল হইলে শ্লেষ্মাজনিত নানাবিধ রোগ হয়।

রক্ত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় স্বীয় শিরা মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে ধাতু সকলের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং স্পর্শ জ্ঞানের তীব্রতা ও বল, পুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গুণ হয়। কিন্তু ঐ রক্ত কুপিত হইয়া বিচরণ করিলে রক্তজন্য নানা প্রকার পীড়া জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত শিরাসকল যে কেবল বায়ু, পিত্ত বা কফকেই বহন করে, এমন নহে। অবস্থাভেদে ইহারা বাতাদি ত্রিদোষকেও বহন করিয়া থাকে।

শিরার বর্ণভেদ।—যে সকল শিরা বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাদের বর্ণ অরুণ, যে সকল শিরা পিত্তপূর্ণ, তাহাদের বর্ণ নীল, এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। কফপূর্ণ শিরা সকল শীতল, গৌরবর্ণ ও স্থির এবং রক্তপূর্ণ শিরা সকল রক্তবর্ণ এবং অনতি শীতোষ্ণ। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

পাশ্চাত্য মতে শিরাতত্ত্ব।

পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞান্‌বিদ্‌গণ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবদেহে যে সকল শিরার সন্ধান পাইয়াছেন, "এনাটমী" নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ এখানে সম্যক্‌রূপে আলোচিত হওয়া অসম্ভব। শিরা-তত্ত্বের প্রধান ও সারাংশ এস্থলে সঙ্কলিত হইল। সমগ্র মানব-দেহ ধমনী ও স্নায়ুর ন্যায় শিরাজালে বেষ্টিত। কেবল ফুস্‌-ফুসীয় শিরা চতুষ্টয় ব্যতীত দেহের অপরিষ্কৃত শোণিত রাশিকে বহন করিয়া ফুস্‌ফুসে লইয়া যাওয়াই শিরাসমূহের প্রধানতম কার্য্য। চর্ম্মের নীচে আমরা বহুল নীলিম শিরা দেখিতে পাই। শিরাসমূহ স্পন্দনহীন ও অপরিষ্কৃত রক্তে পূর্ণ। অপর পক্ষে ধমনী স্পন্দনযুক্ত। ধমনীগুলি পরিষ্কৃত ও পরিশোধিত রক্ত বহন করিয়া দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করে।

এই শিরাসকল দ্বারা দেহের সর্ব্বস্থানের কৈশিকা সকল হইতে রক্ত হৃৎপিণ্ডে নীত হয়; ইহারা কৈশিক শিরা (ক্যাপিলারি) হইতে আরব্ধ হয় এবং পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলকায় শৈরিক কাণ্ড নির্ম্মাণ করে। সাধারণতঃ শিরা-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—প্রথম বা অগভীর শ্রেণী, সুপারফিশ্যাল্‌ ফ্যাসিয়ার স্তর মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহারা ধমনীদিগের সহবর্ত্তী হয় না; দ্বিতীয় বা গভীর শিরাশ্রেণী ধমনী সকলের সহিত একত্র অবস্থিতি করে, এবং সাধা-রণতঃ উহাদের সহিত একসঙ্গে একটী কোষ (Sheath) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। বৃহৎ বৃহৎ ধমনীর সহিত কেবল একটী মাত্র শিরা থাকে; কিন্তু ক্ষুদ্রতর, যথা,—প্রকোষ্ঠের, হস্তের, পদের, ও ধমনী সকলের দুইটী করিয়া শিরা থাকে, ইহাদিগকে যুগ্মশিরা ('ভেনি কমিটিজ') বলে।

ধমনী অপেক্ষা শিরা সকল পরস্পর বাহুল্যরূপে সম্মিলিত হয়, এতন্নিবন্ধন দেহের সকল স্থান হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রত্যাগমনের সুযোগ ও সুবিধা হয়।

কতকগুলি শিরার বিশেষ স্বভাব দৃষ্ট হয়; যথা,—ভার্টি-ব্রীর শিরা, মস্তিষ্কের শৈরিক প্রণালীসকল এবং পোর্ট্যাল শিরা; ইহারা ধমনীর সহবর্ত্তী হয় না, ও ইহাদিগের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শিরামধ্যে সচরাচর দূষিত নীল-বর্ণের রক্ত থাকে, কিন্তু প্যাল্‌মোনারি শিরাতে ধমনীর ন্যায় লোহিত বিশুদ্ধ রক্ত থাকে। গ্রন্থি পদার্থ হইতে যে শিরা নির্গত তদন্তর্গত রক্ত গ্রন্থির ক্রিয়াধিক্য ঘটিলে, ধমনীর রক্তের ন্যায় লোহিত হয়।

শিরা সকলের বৃত্তের তুলনায় উহাদিগের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা; সুতরাং ইহা অনুপ্রস্থভাবে কর্ত্তন করিলে মিলিত হইয়া যায়।

শিরা-প্রাচীর প্রসারশীল, দৃঢ় ও ধমনী সকলের ন্যায় সহজে ছিন্ন হয় না; সাধারণতঃ শিরা সকল তিনটী আবরণ দ্বারা নির্ম্মিত, এবং শৈরিক বিধানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই আবরণের নির্ম্মাণ-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

আভ্যন্তরিক আবরণ বা শিরার যে অংশ রক্তস্রোতে সংলগ্ন থাকে, তাহা সাধারণ কোষঝিল্লি (সেল-মেম্ব্রন্‌) দ্বারা নির্ম্মিত। এই ঝিল্লির এণ্ডোথিলিয়্যাল কোষ সকল ধমনী সমূহের ঐ সকল কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু উহাদিগের উভয়ের সাধারণ সংস্থানপ্রণালী ও বাহ্যা-বয়ব প্রায় একই রূপ। এই ঝিল্লীর বাহ্যদিকে একটী সূক্ষ্ম অস্পষ্ট আবরণ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে ইণ্টরমিডিয়েট বা মধ্যবর্ত্তী বা ব্যবধায়ক স্তর বলে। ইহা আবার একটি আভ্যন্তরিক স্থিতি-স্থাপক পর্দ্দা দ্বারা আবৃত থাকে। উহা ধমনী সকলের এই স্তরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত নহে।

মধ্য-আবরণ পেশীয় শিরা ও স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত; স্থিতিস্থাপক তন্তু সকলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই সকল স্থিতিস্থাপক তন্তুর সহিত প্রচুর পরিমাণে শ্বেতবর্ণের সৌত্রিক (ফাইব্রাস্‌) তন্তু বর্ত্তমান থাকে, এ কারণ শিরা সকল ধমনী অপেক্ষা দৃঢ়তর এবং চাপসহিষ্ণু হয়। অধিকাংশ স্থলে এই স্থিতিস্থাপক ও পৈশিকসূত্র সকল শিরাকে চক্রাকারে বেষ্টিত করিয়া বর্ত্তমান থাকে। আবার, কোন কোন শিরায় আদৌ পৈশিক সূত্র দৃষ্ট হয় না। এ কারণে শিরা সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়;—পৈশিক ও পেশীবিহীন। পায়ামেটার ও ডিউরামেটারে শিরা সকল, রেটিনার শিরা সকল, ইণ্টার্ন্যাল ও এক্সটার্ন্যাল জুগুলার শিরাসকল এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের

ফুলের (প্লাসেন্টা) মাতৃ-অংশের শিরা সকল পৈশিক সূত্র-বিহীন।

পৈশিক শিরা সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—১, যে সকল শিরায় সূত্র সকল লম্বভাবে অবস্থিতি করে; যথা,—গর্ভাবস্থার জরায়ুর শিরা সকল। ২, যে সকল শিরায় পেশীয় আবরণের অভ্যন্তর স্তরের সূত্র সকল চক্রাকারে, এবং বাহ্যস্তরের সূত্র সকল অনুলম্বভাবে অবস্থিত; যথা,—ভেনা-কভার ইন্‌ফিরিয়র, ভেনা আজাইগাস, পোর্ট্যাল, হিপ্যাটিক, ইন্টার্ণাল্ স্পারমাটিক্, রেন্তাল ও আকিসলারি শিরা সকল। ৩, যে সকল শিরা একটী আভ্যন্তরিক ও বাহ্য অনুলম্ব সূত্র দ্বারা, এবং মধ্যস্তর মণ্ডলাকার পৈশিক সূত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত; যথা,—ক্রুর‍্যাল্ পোপ্লিটিয়্যাল শিরাসকল। ৪, যে সকল শিরার পৈশিক সূত্র মণ্ডলাকারে শ্রেণীবদ্ধ; যথা,—ঊর্দ্ধ ও নিম্ন শাখা সকলের কোন কোন শিরা।

ইন্‌ফিরিয়র ভেনাকাভার থোর‍্যাসিক অংশ মধ্য বা পেশীয় আবরণবিহীন শিরাসকল ভাল্‌ব্‌স্ বা কপাট সংযুক্ত; নিম্নশাখার শিরাসমূহে এই কপাটের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভাল্‌ব্‌স্ বা কপাট সকল সাধারণতঃ দুইটী করিয়া পত্র বা খণ্ডযুক্ত; ইহারা সংযোগকারী শিরার রন্ধ্রের নিম্নে অবস্থিতি করে। কপাটের প্রত্যেক পত্র অর্দ্ধচন্দ্রাকার, মুক্তপ্রদেশ রক্তস্রোতের প্রতিকূলে অবস্থিত, শিরার যে অংশে ভাল্‌ব্ অবস্থিতি করে, সেই স্থান কতকাংশে কুঞ্চিত, এবং তাহার অব্যবহিত উর্দ্ধে একটী সাইনাস বা প্রসারিত স্থলী বর্ত্তমান থাকে, এই স্থলী মধ্যে ভালবের পশ্চাৎ দিকে রক্ত প্রবেশ করিয়া কপাট রুদ্ধ করে।

ভাল্‌বের প্রত্যেকের পত্র সূক্ষ্ম সৌত্রিক সংযোজক তন্তু নির্ম্মিত, এবং শিরার অন্যান্য অংশে যে প্রকার কোষ সকল দ্বারা আভ্যন্তরিক আবরণ নির্ম্মিত, ইহাও সেই প্রকার এণ্ডো-থিয়্যাল্ কোষ দ্বারা আবৃত।

নিম্নলিখিত শিরা সকলে ভাল্‌ব্‌স্ দৃষ্ট হয় না, সুপিরিয়র ও ইন্‌ফিরিয়র ভেনাকাভা, পোর্ট্যাল্ শিরা, হিপ্যাটিক, রেনাল্ ও ইউটেরাইন্ শিরা সকল, এবং ভেরিয়ান্ শিরা সকল, পাল্‌মোনারি শিরা সকল, করোটি ও কশরুকা-মধ্যস্থ শিরা সকল, অস্থির ক্যান্সিলেটেড্ (কোষীয়) তন্তুর শিরা সকল এবং আম্বেলিকাল্ শিরা সকল।

ধমনী সকলের ন্যায় শিরা সকলও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত প্রণালীদ্বারা পরিপোষিত হয়, ও সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুবিধান হইতে স্নায়ু প্রাপ্ত হয়।

দেহের প্রধান প্রধান শিরা সকলের তালিকা।

(ক) যে সকল শিরা দ্বারা সুপিরিয়র ভেনাকাভা নির্ম্মিত হয়।

১—সাব ক্লেভিয়ান।

(১) ইন্টার্ন্যাল জুগুলার।

১। সুপিরিয়র সেরিব্র্যাল শিরাসকল।

২। কার্পাস ষ্ট্রায়েটামের শিরা সকল।

৩। কোরয়িড প্লেক্সাসের শিরা সকল।

৪। সুপিরিয়র সেরিবেলার শিরা সকল।

৫। ইনফিরিয়র সেরিবেলার শিরা সকল।

৬। ল্যাটির‍্যাল ও ইনফিরিয়র সেরিব্র্যাল শিরা সকল।

৭। অফ্‌থ্যালমিক শিরা—১ ল্যাক্রিম্যাল, ২ রেটিনার সেন্ট্রাল শিরা, ৩ ইনফ্রা অর্বিট্যাল, ৪ সিলিয়ারি, ৫ এথময়ি ড্যাল, ৬ প্যাল্পিব্র্যাল, ৭ নেজ্যাল।

৮। ফেসিয়্যাল শিরা, ইহাকে আঙ্গিউলার কহে—১ প্যাল্পিব্র্যাল, ২ সুপার সিলিয়ারি, ৩ নাসিকার ডর্স্যাল শিরা সকল, ৪ ওষ্ঠের সুপিরিয়র করোনারি শিরা সকল, ৫ ওষ্ঠের ইনফিরিয়র করোনারি শিরা সকল, ৬ কতকগুলি বিউক্যাল শিরা, ৭ মেসেন্টারিক শিরা সকল, ৮ রেনাইন। ৯ সার মেন্টাল, ১০ ইনফিরিয়র প্যালেটাইন শিরা।

৯। লিঙ্গিউয়্যাল ফেরিঞ্জিয়্যাল শিরা সকল।

১০। সুপিরিয়র থাইরিয়ড।

১১। অক্সিপিট্যাল।

১২। ডিপ্লোয়িক শিরা সকল।

(২) এক্সটার্নাল জুগুলার।

১। ইন্টার্নাল ম্যাক্সিলারি—১ টেরিগয়িড, ২ স্ফীনোপ্যালেটাইন, ৩ আলভিয়োলার, ৪ ইনফ্রা অর্বিটাল, ৫ মেন্টাল, ৬ ইনফিরিয়র ডেন্টাল—৭, ডীপ টেম্পোরাল

২। সুপার ফিশ্যাল টেম্পোরাল—১ মিডল টেম্পোরাল আণ্টিরিয়র অরকিউলার শিরাসকল, ৩ মুখমণ্ডলের ট্রান্সভার্স শিরা।

৩। পোষ্টিরিয়র অরকিউলার। পরে ইহা এক্টার্ণানাল জুগুলার নাম গ্রহণ করে, এবং গ্রীবা দেশ দিয়া গমন কালে অপর শিরার সহিত সম্মিলিত হয়।

৪। সার্ভাইক্যাল কিউটেনিয়াস।

৫। ট্রেকিলো স্কাপিউলার, প্রভৃতি।

(৩) ষ্যাকুসিলারী।

১। ব্যাসিলিক—১ পোষ্টিরিয়র আলনার, ২ আণ্টিরিয়র আলনার, ৩ মিডিয়ান ব্যাসিলিক।

২। সেফালিক—১ সুপারফিশাল রেডিয়াল, ২ মিডিয়ান সেফালিক।

৩ সাবকামফ্লেক্স শিরা-সকল।
৪ ইন্‌ফিরিয়াল স্ক্যাপিলোস।
৫ লং থোরাসিক।
৬ সুপিরিয়ার থোরাসিক।
৭ য়্যাক্রোমিয়াল শিরা-সকল।

২। দক্ষিণ ইণ্টারন্যাল ম্যামারি শিরা সকল—
৩। ইন্‌ফিরিয়ার মাইয়েড্, ইণ্টারকষ্টাল শিরা-সকল.
৪। ভেন এজাইগস্।
১। দক্ষিণ ব্রঙ্কিয়াল,
২। ইণ্টারকষ্টাল শিরাসকল।
৩। সেমি এজাইগস্।

(খ) নিম্নলিখিত শিরাসমূহ দ্বারা ইন্‌ফিরিয়ার ভেনা-কাভা নির্ম্মিত হয়।

(১) সাধারণ ইলিয়াক শিরা সকল :—
১। ফিমরাল বা কুরাল।
২। পোপ্লিটিয়াল।
৩। ফিবিউলার ধমনী সকলের সহবর্ত্তী এবং পোপ্লিটিয়ালে মিলিত শিরা সকল।

এইগুলি এক্‌ষ্টার্ণাল সেফেনা ও ২ ইণ্টার্ণাল সেফেনা ভেদে দ্বিবিধ। এই শিরা গুলিও আবার তিনটী বিভিন্ন বিভাগে সংন্যস্ত; যথা—১ কতিপয় ঔদরীয় শিরা। ২ সারকমফ্লেক্স ইলিয়াক। ৩ এক্‌ষ্টার্ণাল পিউবিক শিরা সকল।

১। কমন ইলিয়াক শিরা সকল।
২। ইটারন্যাল ইলিয়াক।
১। ভেসিক্যাল শিরা সকল—১ পুং জননেন্দ্রিয়ের ডর্স্যাল শিরা সকল।
২। হ্যাক্রোহ্যাটারান শিরা সকল—স্ত্রীলোকদের ক্লিটো-রিসের শিরা সকল।
৩। মিডল সিক্রাল শিরা—১ য়্যাবডোমিনাল শাখা ২ ডর্স্যাল শাখা।
৪। লাম্বার শিরা সকল প্রত্যেক দিকে সংখ্যায় চারিটী।
১ স্পারমিটিক প্লেকসসে (পুরুষদের), ২ ওভেরিয়ান, ফেলোপিয়ান নলী প্রভৃতির শিরাসকল।
৫। স্পারমেটিক শিরা সকল।
৬। রিনাল শিরা সকল।
৭। ক্যাপসিউলার ও এডিপোজ শিরা সকল।
৮। হিমাটিক শিরা সকল।
৯। হিপটিক শিরা সকল।
১০। ইন্‌সিরিয়ার ডায়েক্রাগমেটিক ২টি।

(গ) হৃৎপিণ্ডের শিরা সকল।
১। গ্রেট রাইট্ করোনারী।
২। স্মলরাইট্ করোনারী।
৩। বামদিকের করোনারী সকল।

(ঘ) যে সকল শিরা দ্বারা ভেনাপোর্টি নির্ম্মিত হয়।
১। স্পেনিক শিরা—১ ভাসা ব্রিভিয়ারের অনুরূপ শিরা সকল। ২ দক্ষিণ ও বাম এপোপ্লোয়িক, ৩ ডিয়োডিন্যাল, ৪ প্যাং-ক্রিয়টিক শিরা সকল ৫ পাকাশয়ের করোনারী শিরা, ৬ ক্ষুদ্র মেসেণ্টারিক।
২। সুপিরিয়ার মেসেণ্টারিক শিরা।

শিরাপ্রাচীর ধমনীর প্রাচীর অপেক্ষা পাতলা। কেননা ইহাতে স্থিতিস্থাপক ও পৈশিক বস্তুর পরিমাণ অতি অল্প। গভীর শিরা অপেক্ষা বাহ্য শিরাসমূহের এবং ঊর্দ্ধ শাখা অপেক্ষা অধঃশাখার শিরাসমূহের প্রাচীর স্থূলতর। ধমনী সমূহের ন্যায় শিরাসমূহও ফুসফুসীয় ও সার্ব্বাঙ্গিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ফুসফুসীয় শিরা সকল দ্বারা ফুস্‌ফুস হইতে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে চালিত হয়। এই রক্তগুলি পরিশোধিত। সার্ব্বাঙ্গিক কৈশিকা প্রণালী দ্বারা চালিত শৈরিক রক্ত হৃৎ-পিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে নীত হয়।

এতদ্ব্যতীত মাথার অভ্যন্তরে ও সর্ব্বাঙ্গে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা আছে। ডিউরা-মেটারের সাইনাসের সংখ্যা ১৫টী।

পালমোনারী শিরা।

ইহাদের সংখ্যা চারিটী। প্রত্যেক ফুসফুসে দুইটী করিয়া শিরা আছে। এই সকল শিরা দ্বারা ফুসফুসের শোধিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে নীত হয়।

শিরাগ্রন্থি (পুং) গ্রন্থিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—বলবানের সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম প্রযুক্ত দুর্ব্বল মানবগণের বায়ু কুপিত হইয়া শিরা সকলকে আকর্ষণপুর্ব্বক সঙ্কোচিত, শোষিত ও সংহত করিয়া সত্বরই উন্নত অথচ গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাই শিরাগ্রন্থি বা শিরাজ গ্রন্থি নামে কথিত। এই গ্রন্থি যদি বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য এবং যদি বেদনা না থাকে অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য হয়। কিন্তু মর্ম্মস্থানে শিরাগ্রন্থি উৎপন্ন হইলেই তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° গ্রন্থিরোগাধি°)

শিরাজপিড়কা (স্ত্রী) নেত্র শুক্লগত নেত্ররোগ। চক্ষুর শুক্লভাগে এই রোগ হয়। ইহার লক্ষণ—যে নেত্ররোগে কৃষ্ণমণ্ডলের উপরি-ভাগে শিরা পরিবৃত অথচ শ্বেতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিরাজপিড়কা কহে। ইহা কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপস্থ শিরা হইতে উৎপন্ন হয়। (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

শিরাজাল (পুং) নেত্র শুক্লভাগস্থ চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ— যে নেত্ররোগে শুক্লমণ্ডল জালের স্থায় সছিদ্র, কঠিন, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ শিরাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া বিন্দুমাত্র মাংসোচ্ছ্রয় হয়, তাহাকে শিরাজাল কহে। (ভাবপ্রকাশ নেত্ররোগাধি°)

শিরাপত্র (পুং) শিরাযুক্তং পত্রং যস্য। ১ হিস্তাল বৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (রাজনি°) ২ কপিত্থ, কদবেল। (শব্দচ°)

শিরাপ্রহর্ষ (পুং) সর্ব্বগত চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ—

"মোহাৎ শিরোৎপাত উপেক্ষিতস্ত
জায়ত রোগং সশিরাপ্রহর্ষঃ॥"
(মাধবনি° নেত্ররোগাধি°)

শিরোৎপাতরোগী যদি মোহবশতঃ উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে তাহার শিরাপ্রহর্ষরোগ হয়। চক্ষুর শিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনাহীন এবং কখন রক্তবর্ণ, কখন বা বিকৃতবর্ণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শিরোৎপাত কহে। এই নেত্রপ্রহর্ষরোগে রোগীর চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ ও অতিশয় স্রাববিশিষ্ট হয় এবং তাহার দর্শনশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (মাধবনি° নেত্ররোগাধি°)

শিরাফল (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিরামলক (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, চলিত শির্ আমলা।

শিরামোক্ষ (পুং) রক্তমোক্ষণ, জোঁকধরাণ। (নকুলচি° ১৪)

শিরায়াম (পুং) শিরার প্রসরণবৎ পীড়া। (মাধবনি°)

শিরায়ু (পুং) ভল্লুক। (রাজনি°)

শিরাল (ক্লী) শিরাঃ সন্তি অস্ত (প্রাণিস্থাদাতো লজন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৯৬) ইতি লচ্। ১ কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শিরাযুক্ত, শিরাবিশিষ্ট।

"আপিঙ্গরুক্ষোর্দ্ধশিরস্য বাটৈঃ
শিরালজঙ্ঘৈর্গিরিকূটদঘ্নৈঃ॥" (ভট্টি ২।৩০)

শিরালক (পুং) শিরাল ইব কন্। অস্থিভঙ্গ বৃক্ষ, চলিত হাড়ভাঙ্গা। (শব্দচ°) স্বার্থে কন্। শিরাল শব্দার্থ।

শিরালপত্র (পুং) তালবৃক্ষভেদ, চলিত তেড়েট গাছ। ইহার পত্রে উত্তম পুঁথি লেখা হয়, এবং উহা তালপত্র অপেক্ষা বহুদিনস্থায়ী হয়।

শিরাবৃত্ত (ক্লী) সীসক। (রাজনি°)

শিরাবেধ (পুং) শোণিত জন্য দুষ্ট রোগসমূহে শিরার বেধন, রক্তমোক্ষণ। দুষ্ট শোণিত শরীরে অবস্থিত থাকিলে নানা প্রকার পীড়া হয়, এই জন্য শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিধান বিবৃত আছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৈদ্য কোন্ শিরা বেধ্য, এবং কোন্ শিরা অবেধ্য তাহা প্রথমে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে শিরাবেধ করিবেন। বিশেষ সাবধানতার সহিত শিরাবেধ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ইহাতে বিবিধ প্রকার পীড়া হইতে পারে।

শিরাবেধের বিধি ও নিষেধ।—বালকের ধাতু অসম্পূর্ণ এবং বৃদ্ধের ধাতু ক্ষীণ, সুতরাং ইহাদিগের শিরাবেধ করা অনুচিত। রুক্ষ ও ধাতুক্ষীণ ব্যক্তিগণের বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভব। ভীরু লোক স্বভাবতঃ তমোবহুল ও রক্তদর্শনে মূর্চ্ছিত হইতে পারে, পরিশ্রমকাতর ব্যক্তিসমূহের অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ হইয়া শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, স্ত্রীসংসর্গ হেতু ক্ষীণ ও উন্মত্ত লোকদিগের বায়ুর প্রকোপ হইতে পারে, মদ্যপানে মত্ত জনসমূহের অধিক মূর্চ্ছা হইতে পারে; এই সকল কারণে উক্ত ব্যক্তিসমূহের শিরাবেধ অকর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন যাহারা বস্তি অর্থাৎ বমি করিয়াছে, বিরিক্ত, বিরেচন দ্বারা যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কৃত, ইহাদের শিরাবেধ করিলে বায়ু প্রকোপ হইতে পারে। ধাতুক্ষয় জন্য ক্ষীণ, অর্থাৎ যাহাদের ধাতুক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের এবং গর্ভিণীদিগের শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং ইহাদেরও শিরাবেধ করিতে নাই। কাস ও যক্ষ্মরোগী, জীর্ণ জ্বরগ্রস্ত, আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতরোগী, উপবাসী, মূর্চ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তির শিরাবেধ অকর্ত্তব্য।

বিশেষ বিধি—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতির শিরাবেধ করা বিধেয় নহে। কিন্তু বিষোপসর্গে অর্থাৎ যাহাদের সর্পাদির দংশন হেতু শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের নিশ্চয় প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, সুতরাং উক্ত নিষেধ থাকিলেও ইহাদের শিরাবেধ কর্ত্তব্য। প্রথমে বেধ্য ও অবেধ্য শিরা স্থির করিয়া শিরাবেধ করা কর্ত্তব্য।

অবেধ্য শিরা—হস্ত ও পদে প্রত্যেকে এক এক শত করিয়া শিরা আছে, ইহাদের মধ্যে জালধরা শিরা এক, উর্ব্বী নামক মর্ম্ম স্থানের দুই, লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্ম স্থানের একটী, এইরূপে চারি হস্ত ও পদের ১৬টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষস্থলে ৩২টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। ঐ স্থলে বিটপ ও কটীক তরুণনামক দুইটী মর্ম্মে ৮টী। প্রত্যেক পাদে যে ৮টী করিয়া শিরা আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধগামিনী দুই, পার্শ্বসন্ধি দুই, মেরু দণ্ডের দুই পার্শ্বে যে ২৪টী শিরা আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধগামিনী বৃহতী নামক শিরা ৪; উদরের ২৪টী শিরার মধ্যে লিঙ্গদেশে রোমরাজির দুই পার্শ্বে ২টী করিয়া ৪। বক্ষে যে ৪০টী শিরা আছে, তন্মধ্যে হৃদয়দেশের দুইটী করিয়া ৪টী এবং স্তনরোহিত, অপলাপ ও অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মের ২টী করিয়া ৬টী, এইরূপে পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলের সর্ব্বসমেত এই ৩২টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

স্কন্ধসন্ধি।—স্কন্ধসন্ধির উর্দ্ধদেশে যে ১৬৪ শিরা আছে, তন্মধ্যে গ্রীবা দেশের ৫৬টী শিরার মধ্যে কণ্ঠনালীর দুই ধারের শিরা মাতৃকা ৮টী, নীলা দুইটী, মন্যা দুই, কৃকাটিকা মর্ম্মে দুই এবং বিধুর মর্ম্মে দুই—সর্ব্ব সমেত এই ১৬টী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত। হনুদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে যে ৮টী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে দুইটী করিয়া ৪টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। জিহ্বাদেশে ৩৬টী শিরা আছে, তন্মধ্যে জিহ্বার অধোভাগস্থ ১৬টী শিরার মধ্যে রসবাহিনী ২টী, ও বাগ্‌বাহিনী ২টী শিরা বিদ্ধ করা বিধেয় নহে। নাসিকায় ২৪টী শিরা আছে, ইহার মধ্যে নাসিকার নিকটবর্ত্তী ৪টী, এবং তাহার নিকটস্থ তালুদেশের একটী শিরা অবেধ্য। চক্ষুতে ৩৮টী শিরা আছে, তন্মধ্যে অপাঙ্গের দুইটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। কর্ণদ্বয়ে দশটী শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবাহিনী এক একটী শিরা অবেধ্য। নাসাদেশে ২৪, দুই চক্ষুতে ৩৬, ও ললাটদেশে সর্ব্ব সমেত ৬০টী শিরা আছে, তন্মধ্যে আবর্ত্ত নামক মর্ম্মের সমীপে কেশরাজির নিকটস্থ ৪টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। আবর্ত্ত নামক মর্ম্মগত এক একটী, স্থপনী নামক মর্ম্মস্থিত একটী এবং শঙ্খ দেশস্থ ১০টী শিরার মধ্যে শঙ্খসন্ধিগত এক একটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। মূর্দ্ধদেশে যে ১২টী শিরা আছে, তাহার মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মগত দুইটী, প্রত্যেক সীমান্তের এক একটী এবং অধিপতি মর্ম্মের একটী শিরা অবেধ্য।

অজ্ঞ চিকিৎসক এই সকল অবেধ্য শিরা যদি বিদ্ধ করে, তাহা হইলে নানা প্রকার পীড়া এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া ধীরতার সহিত বিদ্ধ করা বিধেয়। যে সকল শিরা অবেধ্য অথবা যাহা বেধ্য হইলেও অযন্ত্রিত অর্থাৎ যন্ত্র দ্বারা যাহা বন্ধন করা হয় নাই, এবং যন্ত্রবদ্ধ হইলেও যাহা তাহাকে ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, সেইরূপ শিরাও বিদ্ধ করিতে নাই।

অতি শীত ও গরম কালে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। বর্ষাকালে মেঘশূন্য সময়ে, গ্রীষ্মে শীতল সময়ে এবং হেমন্ত কালে মধ্যাহ্ন সময়ে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে যন্ত্রিত করিয়া শিরাবেধ করিতে হয়। যন্ত্রিত করিবার উপায় এই যে যখন শিরা বিদ্ধ করা হয়, তখন রোগীকে অরত্নি অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হস্ত পরিমিত উচ্চ আসনে সূর্য্যাভিমুখে বসাইতে হয়। তৎকালে রোগীর ঊরুদ্বয় আকুঞ্চিত থাকিবে, জানুসন্ধিদ্বয়ের উপরিভাগে দুইটী কনুই রাখিতে হয় এবং হস্ত দ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গলদেশের দুই পার্শ্বে রাখিতে হইবে। একটী বন্ধন-রজ্জুর দুই ধার গলদেশের সেই দুইটী মুষ্টির উপর দিয়া পশ্চাদ্ভাগে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। অন্য এক ব্যক্তি রোগীর পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা উত্তান ভাবে সেই দুইটী রজ্জুপ্রান্ত ধারণ করিয়া থাকিবেন, এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই বেধ্য শিরাটীর পীড়ন ও পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবেন। বেধ্য শিরাটী পীড়ন করিলে তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া উঠে, এবং পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিলে শোণিত সম্যক্‌রূপে নির্গত হয়। তৎকালে রোগী নিজের মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবে। যতক্ষণ শিরাবেধ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে সকল শিরার মুখ শরীরের ভিতর দিকে, সেই সকল শিরা ব্যতীত মস্তকের শিরা সকল বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে উক্ত রূপে যন্ত্রিত করা বিধেয়।

পাদের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে যে পাদের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই পাদ সমতল স্থানে স্থির ভাবে রাখিয়া দিবে। অন্য পাদ ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে উচ্চ করিয়া রাখিবে, পরে বেধ্য পাদের হাটুর নীচে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা সেই পাদের গুল্‌ফদেশ পীড়ন করিতে হইবে, এবং বেধ্য স্থানের ৪ আঙ্গুল উপরে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্র-বন্ধলাদির মধ্যে কোন একটী বিঁধিয়া সেই শিরা বিদ্ধ করিবে।

হাতের উপরিভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হাতেরই অঙ্গুলি সমূহ মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোগী স্বচ্ছন্দভাবে পূর্ব্বোক্ত রূপে আসনে উপবিষ্ট হইবে এবং চিকিৎসক তাহার কূর্পর সন্ধির নিম্নে ও প্রকোষ্ঠে পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় বন্ধন করিয়া তাহার শিরা বিদ্ধ করিবেন।

গৃধ্রসী ও বিশ্বাচী নামক বাতব্যাধিতে হাটু সঙ্কুচিত করিয়া শ্রোণী, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও আয়ত এবং মুখ অবনত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। হৃদয় ও বক্ষঃস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত ও শরীর সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন করিতে হয়। পার্শ্বদ্বয়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগী দুই হাতের উপর জোর দিয়া অবস্থান করিবে। মেঢ্র দেশের শিরা বিঁধিতে হইলে মেঢ্র অবনত করিয়া রাখিবে। জিহ্বায় অধোদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধে উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত দন্তপংক্তি দ্বারা তাহাকে চাপিয়া ধরিতে হয়। তালুদেশ বা দন্ত মূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মুখ অতিশয় ব্যাদন করিয়া থাকিতে হয়।

শিরাবেধ করিলে যদি মুহূর্ত্তকাল রক্তস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সুবিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। কুসুমফুল পীড়ন করিলে অগ্রে যেমন পীতবর্ণ স্রাব হয়,

সেইরূপ শিরা বিদ্ধ করিলে দূষিত রক্ত সর্ব্বাগ্রে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছিত, অত্যন্ত ভীত, শ্রান্ত ও তৃষিত এই সকল ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে সম্যক্‌রূপে রক্ত নিঃসৃত হয় না এবং যে শিরা বন্ধন করিলেও দেহের উপরি ভাগে লক্ষিত না হয়, সেই শিরা হইতেও শোণিত উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত হয় না। শিরাবেধ সম্যক্‌রূপে না হইলে পুনরায় বিদ্ধ করা উচিত। ক্ষীণ, বহুদোষবিশিষ্ট, ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শিরা যে দিন প্রথম বিদ্ধ করা হয়, সেই দিনই অপরাহ্ণে অথবা তৃতীয় দিবসে পুনরায় বিদ্ধ করা উচিত।

শিরাবেধ করিয়া দূষিত রক্ত সমস্তই নিঃসারণ করা উচিত নহে, কারণ অধিক রক্তস্রাব হইলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং অবশিষ্ট যে দূষিত রক্ত থাকিবে, সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার শোধন করা আবশ্যক।

বহু দোষগ্রস্ত পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শোণিত স্রাব করিতে হইলে ঊর্দ্ধ মাত্রায় ১ প্রস্থ পরিমাণে রক্ত মোক্ষণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অধিক রক্ত স্রাব হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

শিরাবেধের বিংশতি প্রকার দোষ বর্ণিত হইয়াছে ;—যথা ১ দুর্বিদ্ধ, ২ অতিবিদ্ধ, ৩ কুঞ্চিত, ৪ পিচ্ছিত, ৫ কুট্টিত, ৬ অপস্রুত, ৭ অত্যুদীর্ণ, ৮ অন্তে অভিহত, ৯ পরিশুষ্ক, ১০ কুণিত, ১১ বেপিত, ১২ অনুত্থিত-বিদ্ধ, ১৩ শস্ত্রহত, ১৪ তির্য্যগ্‌বিদ্ধ, ১৫ অবিদ্ধ, ১৬ অব্যাধ্য, ১৭ বিদ্রুত, ১৮ ধেনুক, ১৯ পুনঃপুনর্বিদ্ধ, ২০ শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ। এই ২০ প্রকার শিরাবেধ দূষণীয়। ইহাদের লক্ষণ—

১—সূক্ষ্ম অস্ত্রে শিরাবেধ করিলে যদি সম্যক্‌রূপে রক্ত নির্গত না হয়, এবং বেদনা ও শোথ হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুর্বিদ্ধ কহে।

২, ৩—উপযুক্ত পরিমাণের অধিক বিদ্ধ হইলে যদি রক্ত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অতিবিদ্ধ ও কুঞ্চিত কহে।

৪—কুণ্ঠ শস্ত্র (ভোতা অস্ত্র) দ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই স্থান উত্তমরূপে বিদ্ধ হইতে না পারিয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহা পিচ্ছিত নামে কথিত হয়।

৫—শস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা অত্যন্ত গভীর ভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিলে তাহাকে কুট্টিত কহে।

৬—শীত, ভয় ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কারণে শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে অপস্রুত কহে। ৭—তীক্ষ্ণ ও বৃহৎ মুখবিশিষ্ট অস্ত্রে বেশী বিদ্ধ করিলে তাহা অত্যুদীর্ণ নামে অভিহিত হয়। ৮—অল্প পরিমাণে রক্ত নিঃসারিত হইলে তাহা অবিদ্ধ, ৯—অল্পরক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্ধস্থান বায়ুপূর্ণ হইলে তাহা পরিশুষ্ক, ১০—অল্প একটু রক্ত বাহির হইয়া বিদ্ধ স্থান চারিভাগে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা কুট্টিত, ১১-১২—অনুপযুক্ত স্থলে শিরা বন্ধন করিলে কম্পন হইতে থাকে এবং তজ্জন্য স্রাব বন্ধ হইয়া যায়, এই রূপ ভাবে শিরাবেধ হইলে তাহাকে বেপিত ও অনুত্থিতবিদ্ধ বলে। ১৩—শিরা ছিন্ন হইয়া অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হেতু গমনাদি শক্তিলোপ হইলে তাহাকে শস্ত্রহত কহে। ১৪—যে স্থলে তির্য্যক্ ভাবে বিদ্ধ করায় অস্ত্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ না হয়, তাহাকে তির্য্যক্‌বিদ্ধ, ১৫ অযত্নের সহিত শস্ত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ বহু বার বিদ্ধ হইলে তাহাকে অপবিদ্ধ, ১৬—শস্ত্র দ্বারা ছেদনের অনুপযুক্ত হইলে তাহাকে অব্যাধ্য, ১৭—অনবস্থিত ভাবে অর্থাৎ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদ্ধ করিলে তাহা বিদ্রুত, ১৮—বেধ্যস্থান অনেকবার অবঘট্টিত অর্থাৎ রগ্‌ড়াইয়া বারংবার শস্ত্রপাত এবং তাহা হইতে অধিক পরিমাণে শোণিত নিঃসৃত হইলে তাহাকে ধেনুকা কহে। ১৯—সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা অনেক বার বিদ্ধ করিলে বিদ্ধস্থানে অনেক ছিদ্র হয় এবং তাহাকে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ কহে।

২০—স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইলে উৎকট বেদনা, শোথ, অঙ্গবৈকল্য, কিংবা মৃত্যু হইতে পারে।

এইরূপ ২০ প্রকার শিরাবেধ দূষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শিরাসকল সর্ব্বদাই চঞ্চল, ইহারা মৎস্যের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই জন্য শিরা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া শিরাবেধ করা অকর্ত্তব্য।

শিরা বিদ্ধ করিলে ব্যাধি যত শীঘ্র প্রশমিত হয়, স্নেহ ও লেপনাদি দ্বারা তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে শল্যতন্ত্রের মধ্যে শিরাবেধই সর্ব্বপ্রধান।

রোগ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে; পাদদাহ, পাদহর্ষ, অববাহক, বিসর্প, বাতরক্ত, বাতকণ্টক, বিচর্চ্চিকা, ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্মের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে ব্রীহিমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গু এই তিন প্রকার বাতব্যাধিতে গুল্‌ফদেশের ৪ আঙ্গুল উপরি জঙ্ঘার শির বিদ্ধ করিতে হয়। অপচী রোগে ইন্দ্রবস্তির দুই আঙ্গুল অধোভাগে, গৃধ্রসী পীড়ায় জানু সন্ধির চারিধারে চার অঙ্গুলি উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। গলগণ্ডরোগে উরুমূলের শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক।

প্লীহারোগে বাম বাহুর কূর্পর সন্ধির ভিতরে কিংবা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থলে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। যকৃৎ, কফোদর, শ্বাস ও কাসরোগে দক্ষিণ বাহুর কূর্পর সন্ধির অভ্যন্তরে অথবা

কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যভাগে শিরা বিদ্ধ করা বিধেয়। বিশ্বাচী নামক বাতব্যাধিরোগে জানুসন্ধির চারি আঙ্গুল উপরিভাগে কিম্বা চারি আঙ্গুল নিয়ে শিরাবেধ করিবে।

শূলযুক্ত আমাশয় রোগে কটিদেশের সকল স্থানেই দুই অঙ্গুলির মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ কর্ত্তনবৎ বেদনাযুক্ত উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রপীড়ায় মেঢ়্রমধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে অণ্ডকোষদ্বয়ের পার্শ্বে, জলোদরী রোগে নাভির অধোদেশে, সেবনীর বামপার্শ্বে চারি অঙ্গুলি অন্তরে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ ও অপস্মার, অন্তর্বিদ্রধি ও পার্শ্বশূল পীড়ায় বামপার্শ্বে, কক্ষ ও বাম পার্শ্বস্থ স্তনের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাহুশোষ ও অববাহুক রোগে স্কন্ধের মধ্যদেশে শিরা বিদ্ধ করা বিধেয়।

তৃতীয়ক বিষম জ্বরে ত্রিকসন্ধির মধ্যগত শিরা, চাতুর্থকজ্বরে কোন এক পার্শ্বের স্কন্ধ সন্ধির অধোগত শিরা, উন্মাদ ও অপস্মাররোগে বক্ষ, ললাট ও অপাঙ্গদেশে শঙ্খ ও কেশান্ত সন্ধিগত শিরা, কিন্তু কেবল অপস্মার রোগে হনুসন্ধির মধ্যগত শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা ও দন্তরোগে তালুদেশে এবং কর্ণশূল ও অন্যান্য কর্ণরোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। ঘ্রাণশক্তির অভাব হইলে কিংবা অন্য কোন প্রকার নাসারোগে নাসিকার অগ্রভাগস্থ শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক। তিমির অক্ষিপাকাদি চক্ষুরোগে, শিরোরোগে ও অধিমন্থাদি ব্যাধিতে উপনাসিক দেশে অর্থাৎ নাসিকার সমীপ ললাট ও অপাঙ্গদেশে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

উক্ত রোগসমূহে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপযুক্ত রূপে শিরাবেধ করিলে ব্যাধি আশু প্রশমিত হয়। এইজন্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য ব্যাধি ও স্থান নিরূপণ করিয়া সম্যক্‌রূপে শিরাবেধ করিবেন। মাংসল স্থানে শিরাবেধ করিতে হইলে অস্ত্রের মুখ এক যব পরিমাণে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। কিন্তু অন্য স্থানে যেখানে অধিক মাংস নাই, তথায় অর্দ্ধ যব পরিমাণে শস্ত্রের মুখ প্রবিষ্ট করাইলে যথেষ্ট হয়। ইহাতে ব্রীহিমুখ অস্ত্রদ্বারা এক ব্রীহি (ধান্য পরিমাণ) অস্ত্র করিলেই চলে। অস্থির উপর শিরাবিদ্ধ করিতে হইলে কুঠারিকা অস্ত্রদ্বারা অর্দ্ধযব পরিমাণ শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

যে সকল দ্রব্য প্রধান আহার্য্য এবং যদ্দ্বারা শরীরের দোষ সকল দূরীভূত হয়, স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন রোগীকে তাহা পান করাইয়া চিকিৎসক তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা বস্ত্র, পাট, চামড়ার পাটা, গাছের ছাল বা লতা দ্বারা স্থানবিশেষে অল্প শক্ত বা অল্প শিথিলরূপে বন্ধন করিয়া ব্রীহিমুখ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে।

যাহাদের শিরা বেধ করা হইয়াছে, তাহারা শরীরে যত দিন সম্যক্ বল না পান, ততদিন পর্য্যন্ত ক্রোধ, মৈথুন, পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, অতিশয় কথা কওয়া, যানে আরোহণ বা উপবেশন, ভ্রমণ, শৈত্য, রৌদ্র বা বায়ুসেবন, এবং বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন তাহাদের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। কোন পণ্ডিতের মতে একমাস কাল এই সকল নিয়ম পালন করা বিধেয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা০)

শিরি (পুং) শৃণাত্যনেন (কৄগৄশৄপৄ কুটি-ভিদি-ছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৪৩) ইতি-ই, সচ কিৎ। ১ খড়্গ। ২ শর। ৩ হিংস্র। (উজ্জ্বল) ৪ শলভ।

শিরিণা (স্ত্রী) রাত্রি, রাত্রিকালে প্রাণিসমূহ শীর্ণ হয়, এইজন্য রাত্রিকে শিরিণা কহে। "শিরিণায়াং চিচ্ছক্রুনা" (ঋক্ ২।১০।৩)

'শীর্য্যন্তেহস্যাং ভূতানি ইতি শিরিণা রাত্রিঃ' (সায়ণ)

শিরিম্বিঠ (পুং) ১ মেঘ। ২ ভরদ্বাজপুত্র।

"শিরিম্বিঠস্য সত্বভিঃ" (ঋক্ ১০।১৫৫।১)

'শিরিম্বিঠস্য শীর্য্যতে বিঠে অন্তরীক্ষে ইতি শিরিম্বিঠঃ মেঘঃ যদ্বা শিরিম্বিঠস্য এতৎসংজ্ঞকস্য ভরদ্বাজপুত্রস্য' (সায়ণ)

শিরীষ (পুং) শৃণাতি ঝটিতি ম্লায়তীতি শৄ-(শৄপৄভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪।২৭) ইতি ঈষন্, স চকিৎ। স্বনামখ্যাতবৃক্ষ, (Albizzia lebbec syn. Acacia lebbec) হিন্দী—শিরীষ, লস্‌রীন্, কল্‌সিস, তৈলঙ্গ—দিরসন। সংস্কৃত পর্য্যায়—কপীতন, ভণ্ডিল, মণ্ডির, ভণ্ডীর, ভণ্ডীল, মৃদুপুষ্প, শুকতরু, বিষনাশন, শীতপুষ্প, ভণ্ডিক, স্বর্ণপুষ্পক, উদ্দালক, শুক্রতরু, লোমশপুষ্পক, কপীতক, কলিঙ্গ, শ্যামল, শঙ্খিনীফল, মধুপুষ্প, বৃন্তপুষ্প, ভণ্ডী,প্লবগ, শুকপুষ্প। পুস্তকান্তরে 'শিখিনীফল' পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গুণ—কটু, শীতল, বিষ, বাত, পামা, অস্র, কুষ্ঠ, কণ্ডুতি ও ত্বগ্‌দোষ নাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—মধুর, অনুষ্ণ, তিক্ত, তুবর, লঘু, শোথ, বিসর্প, কাশ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°) কণ্টক শিরীষের পর্য্যায়—কটভী, কিণিহী, শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও রোহিণী। (রত্নমালা) ইহার গুণ বিষ, বিসর্প, স্বেদ, ত্বগ্‌দোষ ও শোথনাশক।

শিরীষক (পুং) নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

শিরীষপত্রা (স্ত্রী) শ্বেতকটভীবৃক্ষ, কাঁটা শিরীষ। (রাজনি°)

শিরীষপত্রিকা (স্ত্রী) শিরীষস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, ততঃ স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। শ্বেতকিণিহী, কাঁটা শিরীষ। (রাজনি°)

শিরীষিন্ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসন°)

শিরীস্ (পারসী) আটাবৎ পদার্থ বিশেষ। চর্ম্মের অপরিষ্কৃতাংশ ও গবাশ্বাদির ক্ষুর গলাইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। চীনদেশে হরিণের শৃঙ্গ হইতে যে শিরীষ প্রস্তুত হয়, তাহা ঔষধরূপে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। মলয়প্রায়োদ্বীপে এক প্রকার সামুদ্র

বৃক্ষ হইতেও শিরীস্ প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ইহা কঠিন অৰ্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থ। দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। অগ্ন্যুত্তাপে জলের সহিত গলাইলে তরল আটাবৎ হইয়া যায়। উহাতে কাষ্ঠাদি জোড়া হয়। জলীয় বাষ্পতাপে গলাইয়া গুড় মিশ্রণ দ্বারা উহাতে ছাপার রোলার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিরোগদ (পুং) শিরসো গদঃ পীড়া। শিরঃপীড়া, মাথার অসুখ।

শিরোগৌরব (ক্লী) শিরসো গৌরবং। মস্তকের গুরুতা, মাথাভার। (সুশ্রুত)

শিরোগ্রহ (পুং) বাতব্যাধিরোগ বিশেষ। মাথাধরা রোগ। ইহার লক্ষণ—

"রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ।
রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরোগ্রহঃ॥
শিরোগ্রহে তু কর্ত্তব্যা শিরাগতমরুৎক্রিয়া।
দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ।
শীতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ যুজ্যতে॥" (সংগ্রহ)

দূষিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরাসমূহকে ঊর্দ্ধধরা করিয়া থাকে, তখন ঐ সকল শিরা রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়া অসাধ্য শিরাগ্রহরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইলে শিরাগত বায়ুর যাহাতে ক্রিয়া হয়, তাহার বিধান করা উচিত, দশমূলী কষায়, মাতুলুঙ্গ রস, শীতল তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ বা শিরো-বস্তি প্রয়োগও উপকারক।

শিরোগৃহ (ক্লী) শিরসো গৃহং। অট্টালিকোপরিগৃহ। পর্য্যায়—চন্দ্রশালা। (হেম)

শিরোগ্রীব (ক্লী) শিরশ্চ গ্রীবাচ দ্বয়োসমাহারঃ, সমাহারত্বাৎ ক্লীবত্বং। মস্তক ও গ্রীবা এই দুয়ের সমাহার।

শিরোঘাত (পুং) শিরসো ঘাতঃ। মস্তকের আঘাত, মাথায় ঘাত।

"অঙ্গুল্যাং দুহিতুঃ শোকং শিরোঘাতে নৃপাত্যয়ং।"
(বৃহৎসংহিতা ৫১।১১)

শিরোজ (ক্লী) শিরসি জায়তে জন-ড। শিরোরুহ, কেশ।

শিরোজানু (ক্লী) শির ও জানু প্রদেশ।

শিরোজ্বর (পুং) শিরঃপীড়া, মাথার অসুখ।

শিরোৎপাত (পুং) চক্ষুরোগবিশেষ, সর্ব্বগত চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ—চক্ষুর শিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনা-হীন এবং কোন সময়ে রক্তবর্ণ বা বিকৃতবর্ণ বিশিষ্ট, এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে শিরোৎপাত কহে।

"অবেদনা বাপি সবেদনা বা
যস্যাক্ষিরাজ্যোহি ভবন্তি তাম্রাঃ।
মুহুর্বিরজ্যন্তি চ যাঃ স তাদৃক্
ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ॥" (মাধবনি°)

শিরোদামন্ (ক্লী) শিরসো দাম। মস্তকের মালা, মস্তকস্থ মালা।

শিরোদুঃখ (ক্লী) শিরসো দুঃখং। শিরঃপীড়া, মাথা কামড়ান।

শিরোধরা (স্ত্রী) শিরসো ধরা। গ্রীবা, কন্ধরা। এই শব্দের ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ আছে।

"দীর্ঘান্নুজন্মোপসদঃ শিরোধরং।" (ভাগবত ৩।১৩।৩৭)

শিরোধি (স্ত্রী) শিরো ধীয়তেঽনয়া-ধা (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) ইতি কি। গ্রীবা, কন্ধরা। (অমর)

শিরোধিনা (স্ত্রী) শিরা। (রাজনি°)

শিরোধূনন (ক্লী) শিরসো ধূননং। শিরঃকম্পন, মস্তকস্পন্দন।

শিরোধ্র (পুং) কন্ধর, শিরোধি।

"নিকৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোধ্রবিগ্রহং।" (ভাগবত ১০।৫৯।১৭)

শিরোভাগ (পুং) শিরসো ভাগঃ। ১ মস্তকভাগ। ২ অগ্রভাগ।

শিরোঽভিতাপ (পুং) শিরোরোগ, মাথা গরম।

শিরোঽভ্যঙ্গ (পুং) শিরসোঽভ্যঙ্গঃ। মস্তকাভ্যঙ্গ, মাথায় তৈলমর্দ্দন।

"অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীম্।
শিরোঽভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

অষ্টমী, ষষ্ঠী, নবমী, চতুর্দ্দশী, এবং পর্ব্ব সন্ধিতে শিরোঽভঙ্গ করিতে নাই। মাথায় তৈল মর্দ্দন করিয়া তৎপরে আর নিম্ন অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে না।

শিরোভূষণ (ক্লী) শিরসো ভূষণং। মস্তকের ভূষণ, মাথার গহনা।

শিরোমণি (পুং স্ত্রী) শিরসো মণিঃ। ১ মস্তকধার্য্য রত্ন। পর্য্যায়—চূড়ামণি, শিরোরত্ন। (শব্দরত্না°) ২ পণ্ডিতদিগের উপাধি বিশেষ। যাহারা ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করি-তেন, তাহারাই এই উপাধি পাইতেন।

"যস্ত সাংসারিকী চিন্তা চিন্তা চিন্তামনেঃ কুতঃ।
তথৈব হি শিরঃকম্পঃ ক্ব শিরোমণিধারণম্॥" (উদ্ভট)

শিরোমর্ম্মন্ (পুং) শির এব মর্ম্ম জীবাধানং যস্য। শূকর। (হেম)

শিরোমাত্রাবশেষ (ত্রি) শিরোমাত্রং অবশেষো যস্য। রাহুগ্রহ। ২ মস্তকমাত্র অবশেষবিশিষ্ট।

শিরোমৌল (পুং) মুকুট। শিরোভূষণ।

শিরোরত্ন (ক্লী) শিরসো রত্নং। শিরোমণি। (অমর)

শিরোরুজ্ (স্ত্রী) শিরসো রুক্। শিরঃপীড়া, মস্তকের পীড়া। (সুশ্রুত)

শিরোরুজা (স্ত্রী) শিরসি রুজতীতি রুজ-ক-টাপ্। ১ সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ মস্তকরোগ, শিরোবেদনা।

শিরোরুহ্ (পুং) শিরসি রোহতীতি রুহ-ক্বিপ্। কেশ।

শিরোরুহ (পুং) শিরসি রোহতীতি রুহ-ক। কেশ।

"চীরবাসা ব্রতকামা বেণীভূতশিরোরুহা।" (ভাগবত ৪।২৮।৪৪)

বিধেয়। ষড়বিন্দুতৈল ও কুমারীতৈল এই রোগে বিশেষ উপকারী, ষড়বিন্দু তৈলের নস্ত ও তাহা মস্তকে মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার শিরোরোগই আশু প্রশমিত হয়।

ক্ষয় জন্য শিরোরোগে ক্ষয় নাশের নিমিত্ত বৃংহণক্রিয়া, পানে ও নস্তে ঘৃত ব্যবহার এবং বাতঘ্ন মধুর দ্রব্য সাধিত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ক্রিমি জন্য শিরোরোগে ত্রিকটু, নাটাকরঞ্জ ও শজিনা বীজ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া নস্ত গ্রহণ করিবে। গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতপূর (পুয়া) ভক্ষণ, দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং নস্তপ্রয়োগ, দুগ্ধ দ্বারা তিল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বা জীবনীয়গণ দ্বারা স্বেদ প্রদান, অথবা ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া রৌদ্রোত্তাপে উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়। অর্দ্ধাবভেদক রোগে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ, পরে বিরেচনদ্বারা শরীর শোধন এবং ধূম প্রয়োগ করিয়া স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাবে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বা তদ্দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক রোগ নষ্ট হয়। সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল বা ঘৃত নাসিকা দ্বারা পান করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

অনন্তবাতরোগে সূর্য্যাবর্ত্তপ্রশমক ক্রিয়া ও শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বায়ু ও পিত্তনাশক ক্রিয়া করাও বিধেয়। পথ্যাদি কাথও বিশেষ উপকারী।

দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্ব, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খক রোগ প্রশমিত হয়। শীতল জল পরিষেচন, শীতল দুগ্ধ সেবন, এবং ক্ষীরী বৃক্ষের কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু একমাষা, বিষ উহার চারি ভাগের এক ভাগ, এই উভয় চূর্ণ অতি সূক্ষ্ম করিয়া সর্ষপ প্রমাণ নাসারন্ধ্রে প্রদান, আর্দ্র শুক্তিচূর্ণ ও নিশাদলচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া লইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে সকল প্রকার শিরোরোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° শিরোরোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে শিরোরোগাধিকারে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ কথিত হইয়াছে—বাতিক শিরোরোগে স্নেহস্বেদ, নস্ত, বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা উচিত। কুড় ও এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্য অথবা কেবল মোচকন্দ ফুল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আশু শিরোরোগ প্রশমিত হয়। মস্তক সদৃশ আয়ত ৮ আঙ্গুল উন্নত একটী চর্ম্ম বেষ্টন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করিয়া ঐ বস্তির নিম্নে মস্তকের উপরি ভাগে মাষ কলাই বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তি পূর্ণ করিবে, যতক্ষণ স্বাস্থ্যলাভ না হয়, ততক্ষণ বস্তিধারণ কর্ত্তব্য। ৪ দণ্ড বা একপ্রহর কাল বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট থাকা উচিত। ইহাতে বায়ুজনিত শিরোরোগ, মস্তক কম্পন, হনু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণের পীড়া প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেচন, শীতল প্রলেপ, নস্ত, জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও পিত্তনাশক অন্নপান প্রয়োগ করিতে হয়।

কফজে লঙ্ঘন, স্বেদ, রুক্ষোষ্ণ পাচন, ও তীক্ষ্ণ কবল বিশেষ উপকারী। অনন্তমূল, কুড়, উৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া ঘৃত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধভেদ দূর হয়। হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকের বেদনা নিবারণ হয়। সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি প্রদান করিয়া ও গুড়ের সহিত ঘৃত এবং ঘৃত সংযুক্ত পিষ্টক ভোজন করাইবে। ইহাতে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ ও দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ যবক্ষার ও ঘৃত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে তদ্দ্বারা বিরেচনে বিশেষ উপকার হয়। সোঁদালপত্ররস ২ সের, নবনীত ১ সের, ও অপাঙ্গবীজ ২ পল একত্র পাক করিবে। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ আশু প্রশমিত হয়। দশমূলের কাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। শিরীষ মূলের ছাল ও মূলার বীজ বচ ও পিপুল নস্যে প্রযুক্ত হইলে উক্ত রোগের উপশম হয়। বাতনাশক দ্রব্যের সহিত শশকাদির মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব-লবণের সহিত ব্যথাস্থানে প্রলেপ দিলেও ঐ মাংস রস পান করিলে ইহা প্রশমিত হয়। ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা ও ছাগদুগ্ধ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। পরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ আশু বিনষ্ট হয়।

নিম্বষ কৃষ্ণতিল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া নস্য লইলে বা দগ্ধ চুল্লীর মৃত্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমানাংশে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলেও ইহা আশু প্রশমিত হয়।

অনন্তবাতে শিরাবেধ, বাতপিত্তঘ্ন আহারাদি এবং সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শঙ্খক নামক শিরোরোগে স্বেদ ক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সকল ক্রিয়া এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য ও পান ব্যবস্থেয়। শঙ্খকরোগে শতমূলী, নিস্তুষ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্ণবা এই সকল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ এবং শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা মাথা ধোয়া বিধেয়। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও

এই রোগে উপকার হয়। বক, কলহংস, হংস, শরার্হ পক্ষী ও কচ্ছপ এই সকলের মাংসরস পান করাইয়া শঙ্খ সন্ধির ঊর্দ্ধস্থ তিনটী শিরা বিদ্ধ করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

অপরাজিতা ফলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহার শিকড় কর্ণে বাঁধিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। কুচ ও করঞ্জবীজ জলে বাটিয়া নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। এইরূপ মরিচ ও ভৃঙ্গরাজের নস্যেও উপকার হয়। শুঁঠ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে নানা দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ষড়্‌বিন্দুতৈল, বৃহদ্দশমূল তৈল, মহাদশমূলতৈল, দশমূল তৈল, স্বল্পদশমূলতৈল, মধ্যম দশমূলতৈল, ধুস্তুরতৈল, কনক-তৈল, মহাকনকতৈল, রুদ্রতৈল, তপ্তরাজতৈল, বৃহৎকিঙ্কিনী তৈল, গুঞ্জতৈল এই সকল তৈল নস্য ও মস্তকে মর্দ্দন করিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। ময়ূরাদ্যঘৃত এবং শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররস সেবনেও বিশেষ উপকার হয়। (ভৈষজ্যরত্না• শিরোরোগাধি•)

চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্তপ্রভৃতি গ্রন্থে শিরোরোগাধিকারে নানা-বিধ ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কফজ, কৃমিজ ও ত্রিদোষজ শিরোরোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল শিরোরোগই বায়ুপ্রধান। সুতরাং বাতব্যাধি কথিত পথ্যাপথ্যই এই শিরোরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। কফজাদি কফপ্রধান শিরোরোগে রুক্ষ ও লঘু অন্নপান আহার করিবে এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কফবর্দ্ধক আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে হয়। বাতাদিভেদে যে পথ্যে বাতাদি বর্দ্ধিত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাদৃশ পথ্যই হিতকর।

শিরোহর্ত্তি (স্ত্রী) শিরসোঽর্ত্তিঃ। শিরঃপীড়া।

"জাগরেণাতিপানেন শিরোঽর্ত্তিং ব্যপদিশ্য চ।
প্রাতঃ স তস্থৌ বস্ত্রেণ বেষ্টয়িত্বাঙ্কিতং শিরঃ॥"
(কথাসরিৎসা• ১৩।১৫২)

শিরোবর্ত্তিন্ (ত্রি) শিরসি বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। ১ মস্তকবর্ত্তী, যাহা মস্তকের দিকে আছে। ২ অগ্রবর্ত্তী।

শিরোবল্লী (স্ত্রী) শিরসো বল্লীব। বর্হিচূড়া। (শব্দচ•)

শিরোবস্তি (স্ত্রী) বস্তিভেদ, মূর্দ্ধবস্তি, শিরোরোগে এই বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। এই বস্তির বিধান বৈদ্যকে এইরূপ লিখিত আছে, যে পরিমাণ চর্ম্ম দ্বারা সম্যক্‌রূপে মস্তক বেষ্টন হইতে পারে, সেই পরিমাণ দীর্ঘ এবং ১৬ আঙ্গুল উচ্চ চর্ম্মদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিবে। পরে মাষ কলায়ের কল্ক দ্বারা মস্তকসংলগ্ন চর্ম্মের সংযোগ স্থান এইরূপ ভাবে লেপন করিতে হইবে যেন উহা হইতে তৈল বাহির হইয়া না পড়ে। অতঃপর স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মকোষ পূর্ণ করিবে, অর্দ্ধপ্রহর কিম্বা একপ্রহর বা যতক্ষণ বেদনার শান্তি না হয়, ততক্ষণ উহা ধারণ করিতে হইবে। ইহাকে শিরোবস্তি কহে। এই বস্তি বাতজন্য শিরোরোগ, হনু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণবেদনা এবং শিরঃকম্প আশু প্রশমিত হয়। আহারের পূর্ব্বেই শিরোবস্তি ধারণ বিধেয়। ঐরূপে পাঁচদিন বা সাতদিন শিরোবস্তি প্রয়োগ করিয়া তৈল অপনয়ন ও বন্ধন মোচন করা বিধেয়। পরে ঐ তৈল দ্বারা মস্তক, ললাট, বদন, গ্রীবা ও স্কন্ধদেশ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে হিতকর অন্নভোজন বিধেয়। জাঙ্গলজাতির মাংস, শালিপ্রভৃতি তণ্ডুল, মুগ, মাসকলাই, ও কুলথকলায় ভোজন করিবে। রাত্রিকালে কেবল ঈষৎ উষ্ণ ঘৃত বা উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে। (ভাবপ্রকাশ শিরোরোগাধি°)

শিরোবিরেক (পুং) শিরোবিরেচন, নস্য দ্রব্য, এই নস্য ব্যবহারে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মস্তক পরিষ্কার হয়, এই জন্য ইহাকে শিরো বিরেক কহে।

শিরোবিরেচন (ক্লী) নস্য দ্রব্য, নস্যভেদ, এই দ্রব্য, যথা— পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্রু, সিদ্ধার্থক, শিরীষ, মরিচ, কর-বীর, বিম্বী, ও গিরিকর্ণিকা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রস্তুত করিলে তাহাকে শিরোবিরেচন কহে।
(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৯ অ°)

শিরোবৃত্ত (ক্লী) শিরইব বৃত্তং। ১ মরিচ। ২ শীষক। (রাজনি°)

শিরোবৃত্তফল (পুং) শিরসি বৃত্তং ফলং যস্য। রক্ত অপামার্গ ক্ষুপ। (ভাবপ্র°)

শিরোবেষ্ট (পুং) শিরো বেষ্টয়তীতি বেষ্ট-অচ্। উষ্ণীষ, মাথার পাকড়ী। (ত্রিকা°)

শিরোবেষ্টন (ক্লী) শিরোবেষ্টয়তীতি বেষ্ট-ল্যু। শিরঃ প্রাবরণ, মাথার পাকড়ী, পর্য্যায় উষ্ণীষ, বেষ্টন, বেষ্টক, শিরোবেষ্ট, চেলোণ্ডুক। (ত্রিকা°)

শিরোব্রত (ক্লী) মহোৎসব। (মুণ্ডকোপনি° ৩।২।১০)

শিরোঽস্থি (ক্লী) শিরসোঽস্থি। মস্তকাস্থি, চলিত মাথার খুলি, পর্য্যায় করোটি, শিরস্ত্রাণ, শীর্ষক। (রাজনি°)

শিরোঽস্থিখণ্ড (ক্লী) শিরসোঽস্থিখণ্ডং। শিরঃখর্পর, মাথার খাপরী। (রাজনি°)

শিরোহ্রুণ্ডন (ক্লী) ১ কেশভূমি স্ফুটন। ২ ললাটশঙ্খভেদ।

শিল, ১ উঞ্ছ, কণশ আদান, ধান্য কণাদির উদ্ধৃত শস্যের শেষ আহরণের নাম উঞ্ছ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শিলতি। লোট্ শিলতু। লুট্ শেলিতা। লিট্ শিশেষ। লুঙ্ অশে-লীৎ। সন্ শিশিলিষতি। যঙ্ শেশিল্যতে। ণিচ্ শিলয়তি লুঙ্ অশিশিলৎ।

শিরোরোগ (পুং) শিরোরোগঃ। শিরঃপীড়া, মাথার অসুখ, ইহার পূর্ব্বরূপ—

"ধূমাতপতুষারাম্বুক্রীড়াতিস্বপ্নজাগরৈঃ।
উৎসেদাদিপুরোবাতবাষ্পনিগ্রহরোদনৈঃ॥
অত্যম্বুমদ্যপানেন কৃমিভির্বেগধারণৈঃ।
উপধানমৃজাভ্যঙ্গদ্বেষাধঃ প্রততেক্ষণৈঃ॥
অসাত্ম্যগন্ধদুষ্টামভাষ্যাদ্যৈশ্চ শিরোগতাঃ।
জনয়ন্ত্যাময়ান্ দোষাস্তত্র মারুতকোপতঃ॥
নিস্তুদ্যতে ভৃশং শঙ্খৌ ঘট্টৌ সংভিদ্যতে তথা।
ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ পততীবাতিবেদনম্॥
বাধ্যতে স্বনতঃ শ্রোত্রে নিষ্কৃষ্যেত ইবাক্ষিণী॥
ঘূর্ণতীব শিরঃ সর্ব্বং সন্ধিভ্য ইব মুচ্যতে।
স্ফুরত্যতি শিরাজালং কন্ধরাহনুসংগ্রহঃ॥" ইত্যাদি।

ধূম, আতপ, তুষার, জলক্রীড়া, অতিনিদ্রা, বা অতি জাগরণ, উৎসেদাদি পুরোবায়ু সেবন, বাষ্পনিগ্রহ, রোদন, অত্যম্বুপান, ও মদ্যপান, কৃমি ও বেগধারণ, অধিকক্ষণ অধোদৃষ্টি স্থাপন, দুষ্ট গন্ধের আঘ্রাণ, দুষ্টামি ও অতিশয় কথন ইত্যাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া মস্তকস্থ শিরায় গমন করিয়া পীড়া উৎপাদন করে, তখন মস্তকে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মস্তকস্থিত শঙ্খদেশ, ঘাটা অর্থাৎ ঘাড় অতিশয় পীড়িত হয়, ভ্রূর মধ্য এবং ললাটদেশ অত্যন্ত বেদনার সহিত যেন পতিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, দুই কর্ণে যেন শব্দ দ্বারা বাধিত হয়, চক্ষুঃদ্বয় আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন সমস্ত মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া সন্ধিদেশ হইতে যেন খসিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, শিরা সকল স্ফুরিত হইতে থাকে। ইত্যাদি রূপ কষ্টদায়ক ব্যাধিকে শিরোরোগ কহে। মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাও শিরোরোগ নামে অভিহিত হয়।

মাধব-নিদানে ইহার সংখ্যা ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;—শিরোরোগ একাদশ প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ক্ষয়জ, কৃমিজ, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, শঙ্খক এবং অর্দ্ধাবভেদক।

বাতজ লক্ষণ—বাতজন্য শিরোরোগে হঠাৎ বিনা কারণে মস্তকে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি পায়, বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক বন্ধন করিলে বা স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ শিরোরোগে শিরোদেশ জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত বোধ হয়, চক্ষু ও নাসাদেশে যেন ধূম নির্গত হইতে থাকে বলিয়া বোধ হয়, ইহা শীতক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্রিকালে নিবারিত হয়।

কফজ লক্ষণ—এই শিরোরোগে মস্তক গুরু, স্তব্ধ ও শীতল হয়, উহার অভ্যন্তরে কফ প্রলিপ্ত বলিয়া বোধ হয় এবং চক্ষু, নাসিকা ও মুখে শোথ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগে উক্ত ত্রিদোষের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়।

রক্তজ—রক্ত জন্য শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পায়। বিশেষ এই যে, ইহাতে মস্তক স্পর্শাসহিষ্ণু হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাথায় হাত দিলে বিশেষ যাতনা অনুভব হয়। ক্ষয়জ—শিরোগত বসা, কফ, ও রক্তের অতিশয় ক্ষয়হেতু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ দারুণ যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। এই রোগে স্বেদপ্রয়োগ, বমন, ধূম ও নস্য গ্রহণ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহা অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। এই রোগে রোগীর শরীর ও মস্তক ঘূর্ণায়মান; চক্ষুর চাঞ্চল্য, মূর্চ্ছা, সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা এবং শরীরের অবসন্নতা হইয়া থাকে। কৃমিজ—কৃমি জন্য শিরোরোগে মস্তকে সূচী-বেধবৎ অতি যন্ত্রণা, মস্তকাভ্যন্তরে কৃমির কামড়ানি এবং কৃমিসঞ্চরণ জন্য দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত মিশ্রিত পূয় নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগও অতি ভয়ানক।

সূর্য্যাবর্ত্ত—যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্য-তাপের বৃদ্ধির সহিত ক্রমান্বয় বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্যাস্ত হইলে বেদনার নিবৃত্তি হয় ; শীতক্রিয়া বা উষ্ণ ক্রিয়া কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। এই রোগ কষ্টসাধ্য। সূর্য্যোদয় হইতে ইহা আরম্ভ হয় বলিয়া ইহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

অনন্তবাত—এই শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মন্যা নামক গ্রাবাদেশস্থ শিরাদ্বয়কে পীড়িত করে, তাহাতে গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে অতি তীব্র বেদনা উপস্থিত হয় এবং এই বেদনা শীঘ্রই অক্ষি, ভ্রূ ও শঙ্খদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। ইহাতে গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ, ও নানাবিধ নেত্ররোগ উপস্থিত হয়।

শঙ্খক—এই শিরোরোগে রক্ত, পিত্ত ও বায়ু কুপিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্ত-বর্ণ শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ বিষের ন্যায় প্রবল হইয়া শীঘ্র মস্তক ও কণ্ঠদেশকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগীর জীবন নাশ করে। যদি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগী তিন দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সারিলে সারিতে পারে।

অর্দ্ধাবভেদক—রুক্ষভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিম সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সকল

কারণে কুপিত ও বলবান্ বায়ু স্বয়ং অথবা কফসহায় হইয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করে, তখন একপার্শ্বের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, অক্ষি ও ললাটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক (চলিত আধ কপালে মাথা ধরা) কহে। ইহার বেদনা অগ্ন্যুৎপাদক অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণবৎ বা শস্ত্রাঘাত তুল্য এবং ইহা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ অথবা কর্ণ বিনষ্ট হয়। (মাধবনি° শিরোরোগাধি°)

চরকসংহিতায় অগ্নিবেশ আত্রেয়কে এই রোগের পূর্ব্বরূপ ও নিদানাদির বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মত্ততাজনক দ্রব্যসেবন, উচ্চ-ভাষণ, শিশির, পূর্ব্ববায়ু, অতি মৈথুন, অসাত্ম্য গন্ধঘ্রাণ, ধূলি, ধূম, বায়ু, আতপ, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অম্লভোজন, আদ্র-কাদি ভোজন, অতি শীতল জলসেবন, মস্তকে অভিঘাত, দুষ্ট আম, রোদন, অশ্রুবেগ ধারণ, মেঘাগম, মনস্তাপ, এবং দেশ ও কালের বৈপরীত্য ভাব এই সকল কারণে মস্তকস্থ বাতাদিদোষ মস্তকস্থ রক্তকে দূষিত করিয়া বিবিধ লক্ষণান্বিত রোগ সকল মস্তকে জন্মাইয়া থাকে। ইহাকে শিরোরোগ কহে। ইহা পাঁচ প্রকার। যথা—

বাতজ শিরোরোগনিদান—উচ্চভাষণ, অতিভাষণ, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, মস্তকে অভিঘাত, অতি বিরেচন, অতিবমন, রোদন, শোক, ভয়, ত্রাস এবং ভারবহন ও পথগমন জন্য ক্লেশ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরোগত ধমনীসমূহে প্রবেশ এবং মস্তকে মহৎ শূল উৎপাদন করে। তখন শঙ্খদেশ সূচীবেধবৎ বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়, ঘাড় যেন ছিঁড়িয়া পড়ে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং ললাট অত্যন্ত বেদনান্বিত ও তাপযুক্ত হয়, কর্ণদ্বয়ে নিয়ত শব্দ হইতে থাকে। নেত্রদ্বয় যেন টানিয়া বাহির করিতেছে এইরূপ বোধ হয়, সমস্ত মস্তক ঘুরিতে থাকে এবং তাহা যেন সন্ধিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। শিরা সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে এবং শিরোধরা গ্রীবা স্তম্ভিত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতজ শিরো-রোগ কহে। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা ইহা প্রশমিত হয়।

পিত্তজ শিরোরোগ—কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার, মদ্য, ক্রোধ, সূর্য্যাতপ ও অগ্নিসন্তাপ এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া মস্তকে শিরোরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে মস্তকে দাহ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রোগী শৈত্য আকাঙ্ক্ষা করে, নেত্রদ্বয় দাহান্বিত হয়, ইহাতে রোগীর তৃষ্ণা, গাত্রঘূর্ণন ও ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

কফজ শিরোরোগ—নিরন্তর উপবেশনপ্রিয়তা, নিদ্রালুতা, গুরুস্নিগ্ধভোজন ও অতি ভোজন এই সকল কারণে কফ দুষ্ট হইয়া মস্তকে শিরোরোগ আনয়ন করে। এই শিরোরোগে মস্তক মন্দ মন্দ বেদনান্বিত, স্পর্শশক্তিহীন ও ভারাক্রান্ত হয়। ইহাতে তন্দ্রীরোগ, আলস্য ও অরুচি জন্মিয়া থাকে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগ—ত্রিদোষজ শিরোরোগে বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতপ্রকোপহেতু শূলবদ্ বেদনা, ঘূর্ণন, কম্প, পিত্ত প্রকোপহেতু দাহ, মত্ততা, ও তৃষ্ণা, কফ প্রকোপ হেতু মস্তকের গুরুত্ব ও তন্দ্রা হইয়া থাকে।

কৃমিজ শিরোরোগ—প্রবল বাতাদি বহু দোষে আক্রান্ত পাপ-শীল ব্যক্তি তিল, দুগ্ধ, গুড়, পূতি ও বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন করিলে তাহার কফ, রক্ত ও মাংস ক্লিন্ন হয় এবং সেই ক্লিন্ন কফাদির ক্লেদ হইতে কৃমি জন্মে। ঐ কৃমি সকল উৎপন্ন হইয়া অতি কষ্টদায়ক শিরোরোগ আনয়ন করে, তখন নাসাদির রন্ধ্র হইতে পূয়াদি নির্গত হয়। এই রোগে মস্তকে বিদ্ধবৎ ও ছেদবৎ যন্ত্রণা, বেদনা, কণ্ডু ও শোথ এবং কৃমি রোগোক্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক সূত্রস্থান° ১৭ অ°)

এই রোগ বিশেষ কষ্টদায়ক, এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই সুবিজ্ঞ বৈদ্যের চিকিৎসা উচিত। ভাবপ্রকাশে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

বাতজন্য শিরোরোগে স্নিগ্ধ স্বেদ এবং পান, আহার ও উপ-নাহ স্বেদপ্রদান করিবে। কুড়, ভেরেণ্ডার মূল ও শুঁঠ সম-ভাগে গ্রহণ করিয়া তক্র দ্বারা পেষণ ও কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়। শ্বাস-কুঠার-রসদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই শিরঃশূল প্রশমিত হয়। ইহা শিরোবস্তি ও শিরোরোগে বিশেষ উপকারী। [শিরোবস্তি দেখ]

পিত্তজ শিরোরোগে চন্দনসিক্ত জল, কুমুদ, উৎপল ও পদ্ম প্রভৃতি শীতল স্পর্শ এবং শীতল বায়ু সেবন করিবে। শত ধৌত ঘৃত মস্তকে ধারণ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। অল্প পরি-মাণে শ্বাসকুঠাররস, কর্পূর, কুঙ্কুম, চিনি ও ছাগী দুগ্ধ এই সকল চন্দনের সহিত একত্র ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে পিত্তজ শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। এই নস্য সকল প্রকার শিরো-রোগেই বিশেষ উপকারী। পুরাতন গুড় ও শুঁঠদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলেও শিরঃশূল নষ্ট হয়। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজন্য শিরো-রোগের ন্যায় আহার, প্রলেপ ও সেচন কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিপর্য্যয় ক্রমে শীতক্রিয়া ও উষ্ণক্রিয়া করিবে, অর্থাৎ শীত ক্রিয়ার পর উষ্ণক্রিয়া, এবং উষ্ণক্রিয়ার পর শীতক্রিয়া করিতে হয়। রক্তজ শিরোরোগে রক্ত-মোক্ষণ করা অতি প্রশস্ত।

কফজ শিরোরোগে কফের পাচক রুক্ষ ও উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ত্রিদোষজ শিরোরোগে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা করা

শিল (পুং) শিল-ক। উঞ্ছ, ক্ষেত্রে শস্যাদি কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাইলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা একটী একটী করিয়া খুঁটিয়া লওয়ার নাম শিল। মনুতে লিখিত আছে যে, ইহা ব্রাহ্মণদিগের এক প্রকার জীবনোপায়। ব্রাহ্মণগণ উঞ্ছবৃত্তি,শিলবৃত্তি, বা উঞ্ছ শিল-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবেন। মনু উঞ্ছ ও শিল এই দুই-টীকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুর মতে কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে শস্য লইয়া যাইলে যাহা ভূপতিত থাকে, সেই ভূপতিত ধান্যাদির কণাসমূহ এক একটী করিয়া তোলাকে উঞ্ছ এবং ঐ ধান্যাদির মঞ্জরী অর্থাৎ শিষ গ্রহণ করাকে শিল কহে। এইরূপ উঞ্ছ ও শিলদ্বারা যে জীবিকা অর্জ্জন করা হয়,তাহাকে ঋত কহে।

"ঋতমৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপিবা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥" (মনু ৪।৪-৫)

'অবাধিতস্থানেষু পথি বা ক্ষেত্রেষু বা অপ্রতিহতাবকাশেষু যত্র যত্রৌষধয়ো বিদ্যন্তে তত্র তত্র অঙ্গুলীভ্যাং একৈকং কণং সমুচ্চিত্য ইতি বৌধায়নদর্শনাৎ, একৈকধান্যাদিগুড়কোচ্চয়-মুঞ্ছঃ। মঞ্জর্য্যাত্মকানেকধান্যোচ্চয়নং শিলঃ' (কুল্লূক)

২ রঘুবংশে বর্ণিত পারিযাত্র-রাজপুত্র। (রঘু ১৮।১৭)

শিলক (পুং) ঋষিভেদ। (ছান্দোগ্য° উপ° ১।৮।১)

শিলগর্ভজ (পুং) পাষাণভেদন। (রাজনি°)

শিলচর, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের কাছাড় জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৪° ৪৯´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ৫০´ ৪৮´´ পূঃ। নগরটী অধিক প্রাচীন নহে। বরাক নদীর দক্ষিণকূলে বাঁকের পার্শ্বে অগ্রবর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বর্ত্তমান সময়ে মিউনিসি-পালিটীর যত্নে ও ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের পর্য্যবেক্ষণে ইহার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভূমি-কম্পে নগরস্থ রাজকীয় ও সাধারণ অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনাবাসে দুইটী বড় কামান ও ৪২নং বেঙ্গল পদাতিকদল রক্ষিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর পৌষমাসে একটী ৭ দিন স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে।

শিলজ (ক্লী) শৈলজ নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°)

শিলন্ধির (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বোধ হয় ইহার প্রকৃত নাম শিলন্ধর। (প্রবরাধ্যায়)

শিলপাটা, আসামের দরঙ্গ জেলার ছাতগাড়ী দ্বার উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে "বোরবিহু" উৎসবোপলক্ষে একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় পার্ব্বত্য কাছাড়ী জাতিই সাধারণতঃ সমবেত হইয়া থাকে।

শিলরতি (ত্রি) শিলে রতির্যস্য। যাহারা শিলবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। (পাণিনি ৬।৩।৬৩ বার্ত্তিক)

শিলবাহা (স্ত্রী) নদীভেদ। [শিলাবহা দেখ]

শিলবৃত্তি (ত্রি) শিলঃ বৃত্তির্যস্য। যিনি শিলবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-র্জ্জন করেন। ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়ন রূপ বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন। ধান্যাদির শীষ্ কুড়াইয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করার নাম শিলবৃত্তি।

শিলহেটী, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দ্রুগ্ তহশীলের অন্ত-র্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৮৩ বর্গমাইল। ২৮ খানি গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার ভূম্যধিকারীরা পূর্ব্বে গণ্ডাই-রাজের অধীন সামন্ত ছিলেন। ইহারা গোঁড়বংশোদ্ভব। শিল-হেটী গ্রাম অক্ষা° ২১° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৯´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

শিলা (স্ত্রী) ১ পাষাণ, প্রস্তর, পাথর। ২ দ্বারদেশের অধঃ-স্থিত দারু, দোরের চৌকাঠের নীচের কাঠকে পাষাণ কহে। (অমর) ৩ স্তম্ভশীর্ষ। ৪ মনঃশিলা, চলিত মনছাল। ৫ কর্পূর। ৬ শিলাজতু। ৭ গৈরিক। ৮ দীর্ঘ পাষাণ। ৯ নীলিকা, নীল। ১০ হরীতকী। ১১ গোরোচনা। ১২ দূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°) শিরা—রস্য লত্বং। ১৩ শিরা।

শিলাই, বাঙ্গালার মানভূম জেলায় প্রবাহিত একটী নদী, উক্ত জেলার ঝাল্‌দা পরগণা হইতে উদ্ভূত হইয়া ধীরমন্থর গতিতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে আসিয়া রূপনারায়ণ নদে মিলিত হইয়াছে। মেদিনীপুর বুড়ীনদী নাড়াজোলের নিকটে এবং বাঁকুড়া জেলার পুরন্দরনদী ও গোপা নদী ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। রূপনারায়ণের সঙ্গম হইতে এই নদীতে যতদূর জুয়ারের জল পৌঁছায়, ততদূর পর্য্যন্ত এই নদীবক্ষে পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসমূহ যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাকালে বন্যা হইয়া নদীর উভয়কূল প্লাবিত করে।

শিলাকর্ণী (স্ত্রী) শিলেব কর্ণঃ কোণো যস্যাঃ ঙীপ্। শল্লকী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিলাকুট্টক (পুং) শিলাং কুট্টয়তি দারয়তীত কুট্ট-ণ্বুল্। টঙ্ক। পাষাণভেদনাস্ত্র। (শব্দরত্না°)

শিলাকুসুম (ক্লী) শিলোদ্ভব, শিলাজতু।

শিলাক্ষর (ক্লী) শিলাপট্টে লিখিত অক্ষর। (Lithography)

শিলাগৃহ (ক্লী) প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ। পাথরের ঘর।

শিলাচক্র (ক্লী) শালগ্রাম শিলা। [শালগ্রাম দেখ।]

শিলাচয় (পুং) পর্ব্বত।

"কনকশিলাচয়বিবরজতরুকুসুমাসক্ত মধুকরাদ্ভুতে।"
(বৃহৎসংহিতা ২৪।১)

শিলাজ (ক্লী) শিলায়া জায়তে ইতি জন-ড। ১ শৈলেয়, শৈলজ। শিলাজতু। (শব্দচ°) ২ লৌহ। (রাজনি°)

শিলাজতু (ক্লী) পর্ব্বতজাত উপধাতুবিশেষ। হিন্দী—শিলাজৎ। সংস্কৃত পর্য্যায়—গৈরেয়, অর্থ্য, গিরিজ, অশ্মজ, শিলাজ, অগজ, শৈল, অদ্রিজ, শৈলেয়, শীতপুষ্পক, শিলাব্যাধি, অশ্মোত্থ, অশ্মলাক্ষা, অশ্মজতুক, জতুশ্মক। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, মেহ, উন্মাদ, অশ্মরী, শোথ, কুষ্ঠ ও অপস্মাররোগনাশক। (রাজনি°)

ইহার নাম, উৎপত্তি, শোধন ও গুণাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ লিখিত আছে—

"নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তং ধাতুসারং ধরাধরাঃ।
নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং আয়সং তচ্চতুর্বিধম্।
শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি॥" (ভাবপ্র°)

নিদাঘকালে সূর্য্যকিরণ দ্বারা সন্তপ্ত পর্ব্বত সকল হইতে নির্য্যাসের ন্যায় যে ধাতুসার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু কহে। এই শিলাজতু চারিপ্রকার, সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী এবং কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমিনাশক।

সৌবর্ণ শিলাজতু জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মধুর, কটু, তিক্তরস, শীতবীর্য্য এবং কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু—শ্বেতবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও মধুর বিপাক। তাম্রশিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য। লৌহ শিলাজতু জটায়ুর পক্ষ সদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত, লবণ রস, কটুবিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই শিলাজতুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঔষধ প্রস্তুতাদিতে আয়স শিলাজতুই প্রশস্ত। শিলাজতু শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যে শিলাজতু গোমূত্রবৎ গন্ধযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু, তিক্ত, কষায় রস এবং শীতবীর্য্য, সেই আয়স শিলাজতু ঔষধকরণে শ্রেষ্ঠ এবং মারণের উপযোগী।

শোধনপ্রণালী—শিলাজতু বিন্ধ্যাদ্রি পর্ব্বতে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহাতে লৌহের আধিক্য থাকে, সুতরাং শোধন না করিলে কোন কার্য্যকরী হয় না। প্রথমে শিলাজতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রহর কাল রাখিতে হইবে, পরে উহা মর্দ্দন করিয়া ঐ জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া একটী মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হয়, তৎপরে সেই পাত্রের উপরিস্থিত ঘনভাগ অন্যপাত্রে রাখিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিয়া ঘনাংশ গ্রহণ করিলে দুই মাসের মধ্যে শিলাজতু কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। পরে ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি উচ্ছ্বসিত হইয়া লিঙ্গোপম হয়, অথচ ধূম দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ইহা শোধিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

বাগ্‌ভট ইহার শোধন প্রণালী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—শিলাজতুর বহির্ম্মল অপহরণের জন্য প্রথমে বিশুদ্ধ জলে প্রক্ষালন করিতে হইবে, তৎপরে উহার অন্তর্নিহিত মৃত্তিকা ও বালুকাদি দোষ দূর করিবার জন্য পশ্চাৎ উক্ত ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে। শিলাজতুকে জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লৌহপাত্রে ভাবনা দিতে হয়। যতটুকু শিলাজতু হইবে, তাহার সমপরিমাণ ক্বাথ্য ঔষধ গ্রহণ করিয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে। কিন্তু ঐ ক্বাথ উষ্ণ থাকিতেই ছাকিয়া তাহাতে শিলাজতু নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে ক্বাথের সহিত উহা মিলিত হইলে শুষ্ক করিবে, আবার ঐরূপ করিয়া ক্বাথে ফেলিয়া শুকাইবে। এইরূপে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে পঞ্চতিক্তাদি ঘৃতে তিন দিন ডুবাইয়া রাখিতে হয়, তৎপরে ত্রিফলার ক্বাথে তিন দিন, পটোলীর ক্বাথে তিন দিন, যষ্টিমধুর ক্বাথে তিন দিন নিমগ্ন করিয়া রাখিলে শিলাজতুর দোষ সকল বিদূরিত হয়। নিম, গুলঞ্চ, ঘৃত ও যব এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয়।

অন্যপ্রকার—মহর্ষি অগ্নিবেশ ইহার শোধন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—গ্রীষ্মকালে যে দিন প্রখর রৌদ্র হয়, সেই দিন চারিখানি কৃষ্ণবর্ণ লৌহপাত্র সমতল ভূমির উপর রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে উৎকৃষ্ট শিলাজতু লইয়া উহার একটী পাত্রে স্থাপন করিয়া শিলাজতুর দ্বিগুণ উষ্ণজল ও পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধাংশ উষ্ণ ক্বাথ দ্বারা যথানিয়মে শোধন করিলেই মৃত্তিকাদি মলদোষ দূরীভূত হয়। পরে উহা রৌদ্রের উত্তাপে গরম হইয়া আসিলে যখন দেখিবে উহার উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ সর জন্মিয়াছে, তখন ঐ সর দ্বিতীয় পাত্রে রাখিয়া পুনরায় উষ্ণ জল দিয়া রৌদ্রে রাখিলে পুনরায় ঐরূপ সর পড়িবে, তখন ঐ সর গ্রহণ করিয়া তৃতীয় পাত্রে রাখিয়া পুনরায় উষ্ণজল দিবে, তৎপরে ঐরূপ সর পড়িলে উহা গ্রহণ করিয়া চতুর্থ পাত্রে উক্ত নিয়মে উষ্ণজল দিবে। তৎপরে যখন দেখিবে যে উপরিস্থিত জল বিশুদ্ধ হইয়াছে ও কৃষ্ণবর্ণ মল সকল পাত্রের অধোদেশে পতিত হইয়াছে, তখন ঐ সকল জল পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে শিলাজতু বিশুদ্ধ হয়।

শোধিত শিলাজতুর গুণ—তিক্ত, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, যোগবাহী এবং কফ, মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে যে উত্তম শিলাজতু লৌহপাত্রে গোদুগ্ধ, ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের সহিত একদিন মর্দ্দন করিলে বিশুদ্ধ হয়। ইহার গুণ তিক্ত ও কটুরস, রসায়ন, ক্ষয়, শোথ, উদর, অর্শ এবং বস্তি-বেদনানাশক। (রসেন্দ্রসারস°)

শিলাজতুপ্রয়োগ (পুং) প্রমেহ-রোগাধিকারে প্রয়োগ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শালসারাদিগণের কাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া এবং উহার কাথে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বলানুসারে শিলাজতু সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরীরোগ প্রশমিত এবং বল, বীর্য্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। শিলাজতু সেবনের পর ইহা উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসের যূষের সহিত অন্ন সেবন পথ্য।

(ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধি°)

শিলাজত্বাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও রৌপ্য এবং সকলের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিতে হইবে অনুপান দুগ্ধ। এই ঔষধসেবনে ক্ষয় প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° যক্ষরোগাধি°)

শিলাজা (স্ত্রী) শ্বেতশিলা নামক পাষাণভেদ। (রাজনি°)

শিলাঞ্জনী (স্ত্রী) শিলামঞ্জয়তীতি অঞ্জ-ল্যু, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কালাঞ্জনী বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিলাটক (পুং) শিলামটতীতি অট-ণ্বুল্। ১ অট্ট, অট্টালিকা। ২ অট্টালিকার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহ, চলিত চিলের ছাদ। ৩ গর্ত্ত। (মেদিনী)

শিলাতল (ক্লী) শিলায়াস্তলং। শিলার তল, শিলার উপরিভাগ।

শিলাত্মজ (ক্লী) শিলায়া আত্মজমিব। লৌহ, মুণ্ডলৌহ।

শিলাত্মিকা (স্ত্রী) মূষা, মূষিকা। (শব্দচ°)

শিলাত্ব (ক্লী) শিলা-ভাবে ত্ব। শিলার ভাব বা ধর্ম্ম।

শিলাত্বচ্ (স্ত্রী) শিলাবল্কা, ঔষধ দ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°)

শিলাদ (পুং) ঋষিভেদ।

শিলাদদ্রু (পুং) শিলায়া দদ্রুরিব। ১ শৈলেয় নামক গন্ধ দ্রব্য, শৈলজ। (রাজনি°) ২ শিলাজতু। (রাজনি°)

শিলাদান (ক্লী) ১ শালগ্রামশিলাগ্রহণ। ২ শালগ্রাম শিলাদান।

শিলাদিত্য (পুং) মালবরাজভেদ। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ]

শিলাদ্রুদ্ব (ক্লী) শৈলেয়, শৈলজ।

শিলাধাতু (পুং) শিলানাং ধাতুঃ। গৈরিক ভেদ, সুবর্ণ গৈরিক, স্বর্ণ গৈরি। (রাজনি°)

'সিতোপলঃ শিলাধাতু বর্ণরেখা চ মরুলং।
শিলাধাতু বিশেষস্ত বিজ্ঞেয়ো লোকশাস্ত্রতঃ॥' (শব্দরত্না°)

২ সিতোপল, কঠিনী, চলিত খড়ী। ৩ শর্করা, চিনি।

শিলানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সৌরাষ্ট্র-প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারেরা বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

শিলানাথ, বাঙ্গালার দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। কমলা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৯´ ৪৫´´ পূঃ। এই স্থানে এক সময়ে শিলানাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান ছিল। কমলা নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু ঐ মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে এইস্থানে ১৫ দিন স্থায়ী মেলা হয়। ঐ মেলায় নানারূপ শস্য বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। নেপালের পার্ব্বত্য অধিবাসীরা ঐ মেলায় তেজপাত, মৃগনাভি, কুঠার ও খনিজ লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসে। ঐ মেলা শিলানাথ মহাদেবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক।

শিলানিচয় (পুং) শিলায়া নিচয়ঃ। শিলাসমূহ, প্রস্তর সকল।

শিলানির্য্যাস (পুং) শিলায়াঃ নির্যাসঃ। শিলাজতু।

শিলানীড় (পুং) শিলানীড়ে বাসস্থানং যস্য। গরুড়। (ত্রিকা°)

শিলান্ত (পুং) অশ্মন্তকবৃক্ষ, চলিত আপটা। (রাজনি°)

শিলান্ধস্ (ক্লী) শিলেন প্রাপ্তং অন্ধঃ অন্নং। শিলবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন, শিল অর্থাৎ ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়ন রূপ বৃত্তি, এই বৃত্তিদ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহাকে শিলান্ধঃ কহে।

"বানপ্রস্থাশ্রমপদেম্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহশুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা॥" (ভাগবত ১১।১৮।২৫)
'শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন তদীয়েনান্ধসা অন্নেন' (স্বামী)

শিলাপট্ট (পুং) শিলায়াঃ পট্টঃ। পেষণার্থ শিলা, চলিত শিল, যে শিলায় দ্রব্যাদি পেষণ করা হয়। বাঙ্গালার হিন্দুরমণীগণ হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে শিলাপট্ট আচ্ছাদিত করিয়া ষষ্ঠীদেবী ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

শিলাপুত্র (পুং) শিলায়া পুত্র ইব। পেষণযোগ্য শিলা, চলিত লোড়া, যাহা দ্বারা পেষণ করা যায়। পর্য্যায় ঘর্ষণাল, শিলাপুত্রক। (শব্দরত্না°)

শিলাপুষ্প (ক্লী) শিলায়াঃ পুষ্পমিব। শৈলেয়, শিলাজতু। (রাজনি°)

শিলাপ্রসূন (ক্লী) শিলাপুষ্প, শিলাপ্রসূত, শৈলজ। (রাজনি°)

শিলাবন্ধ (পুং) শিলাদ্বারা গ্রথিত প্রাচীরাদি।

শিলাভব (ক্লী) শিলায়া ভবঃ উৎপত্তির্যস্য। ১ শৈলেয়, শৈলজ। (রাজনি°)

শিলাভাব (পুং) শিলাত্ব, পাষাণত্ব।

শিলাভিষ্যন্দ (পুং) শিলাজতু। (বৈদ্যকনি°)

শিলাভেদ (পুং) শিলাং ভিনত্তীতি ভিদ-অচ্। পাষাণভেদী

বৃক্ষ, চলিত পাথরকুচি, পাথরচুর। (রত্নমালা) (ক্লী) ২ প্রস্তর-ভেদক অস্ত্র, যে অস্ত্র দ্বারা শিলাভেদ করা যায়।

৩ কর-জ্যোড়ি পাষাণভেদ।

শিলাময় (ত্রি) শিলা বিকারে ময়ট্। শিলাবিকার, প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্য।

শিলামল (পুং) শিলায়াঃ মলঃ। শিলানির্য্যাস, শিলাজতু।

শিলাযূপ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

শিলারম্ভা (স্ত্রী) শিলেব দৃঢ়া রম্ভা। কাষ্ঠকদলী। (রাজনি°)

শিলারস (পুং) স্বনামখ্যাত খনিজ গন্ধদ্রব্য বিশেষ, চলিত শিলারস। গুণ—কটু, স্বাদু, স্নিগ্ধ; শুক্র ও কান্তিবর্দ্ধক, বলকর, সুস্বরজনক, স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষনিবারক। ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শিলারস মধুরাদ্বা, ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ ঘৃতের সহিত কুঙ্কুম, কুঙ্কুমের সহিত অগুরু, গোমূত্রের সহিত গ্রন্থিপর্ণ, মধু জলের সহিত মধুরিকা এবং তণ্ডুলোদকের সহিত তেজপত্র এই সকল দ্রব্যে শিলারস ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ শিলারসই উক্ত গুণযুক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

শিলালিন্ (পুং) জনৈক নটসূত্রপ্রণেতা। (পাণিনি ৪।৩।১১০)

শিলালিপি (স্ত্রী) প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি। (Inscription)।

শিলাবল্কা (স্ত্রী) শিলেব কঠিনো বল্কো যস্যাঃ। ঔষধ দ্রব্য বিশেষ, হিন্দী শিলাবাক। পর্য্যায় শিলজা, শৈলবল্কলা, শৈলগর্ভাহ্বা শিলাত্বক্, শ্বেতা। গুণ—শীতল, কৃচ্ছ্র স্বাদু, মেহ, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, জ্বর ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

শিলাবহ (পুং) জনপদবিশেষ। ২ ঐ জনপদবাসী। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ নদীভেদ।

শিলাবৃষ্টি (স্ত্রী) ১ শিলাবর্ষণ। তুষারপাত। ২ শত্রুর প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ।

শিলাবেশ্মন্ (ক্লী) শিলানির্ম্মিতং বেশ্ম। প্রস্তরগৃহ, শিলা-নির্ম্মিত গৃহ।

শিলাব্যাধি (পুং) শিলায়া ব্যাধিরিব। শিলাজতু। (ত্রিকা°)

শিলাশস্ত্র (ক্লী) শিলানির্ম্মিত অস্ত্র।

শিলাসন (ক্লী) শিলা আসনং যস্য। শৈলেয়। (শব্দরত্না°) ২ প্রস্তরনির্ম্মিত আসন।

শিলাসার (ক্লী) শিলাবৎ সারো যস্য। ১ লৌহ। (হেম)

শিলাস্থি (ক্লী) যে অস্থিখণ্ডের উপরিভাগে মস্তক অবস্থিত। (Petrous bone)

শিলাস্তম্ভ (পুং) শিলায়াঃ স্তম্ভঃ। পাথরের থাম, প্রস্তরস্তম্ভ।

শিলাস্বেদ (পুং) শিলায়াঃ স্বেদঃ। শিলাজতু।

শিলাহার, বোম্বাই উপকূলস্থ কোঙ্কণ রাজ্যের একটি সামন্ত রাজবংশ। কালে এই শাখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ কোঙ্কণে স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিরূপে এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, তদ্বিষয়ে সম্যক্ কোন ইতিহাস অবগত হওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে জীমূতবাহন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর, গরুড় নাগভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে বাসুকী তাঁহার ভয়ে প্রত্যহ শৈল বা শিলাখণ্ডোপরি একটী সর্প রাখিয়া যাইতেন। একদা শঙ্খচূড়কে ঐরূপে শিলাতলে রক্ষিত দেখিয়া জীমূতবাহন স্বয়ং তথায় যাইয়া উপবেশন করেন। গরুড় তাঁহার প্রার্থনায় সর্পকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই উদরস্থ করিলেন, কেবল মস্তকটী ভক্ষণ করিলেন না। তখন শোকবিহ্বলা জীমূতবাহনপত্নী সেই স্থলে আসিয়া গরুড়কে বিস্তর কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া গরুড় জীমূতবাহনকে পুনর্জীবন দান করিলেন, তদবধি তাঁহার শৈলাহার বা শিলাহার নাম হয়।

উপরের কিংবদন্তী যাহাই হউক না কেন, এই রাজবংশে যে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মন্ত্রিবর্গের নামই তাহার প্রমাণ। মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যেও শেলর নামে একটী বংশোপাধি দৃষ্ট হয়, অধিকসম্ভব, ঐ শেলর বংশের কোন শাখা সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া শেলর শব্দটী সংস্কৃতে শৈলহার রূপে রূপান্তরিত করিয়া থাকিবেন।

সুবিখ্যাত সম্রাট্ নৌশেরবান্ (৫৩১-৫৭৮ খৃঃ) যখন পারস্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন পশ্চিম ভারতোপকূলে পারস্যবাসি-গণের বাণিজ্যপ্রভাব অপ্রতিহত। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরবজাতি কর্ত্তৃক শেষ-শাসনীয় রাজ যে জদেজার্দ্দ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বহুসংখ্যক পারসিক ঠানা উপকূলে আসিয়া যাদব রাণার রাজ্যে আশ্রয়লাভ করেন। মুসলমান ইতিহাসোক্ত এই যাদব রাণা সম্ভবতঃ সঞ্জানের যাদববংশীয় কোন সামন্তরাজ হইবেন। পারস্য আক্রমণের অব্যবহিত পরেই আরবগণ কয়েকবার ঠানা প্রভৃতি পশ্চিম ভারতোপকূল লুণ্ঠন করিয়া যান। খলিফা ওমার (৬৩৪-৬৪৩) আরবীয়গণকে এরূপ অন্যায় উপদ্রব করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যদি এই হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের সময় শিলাহার-রাজগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের ইতিহাসে এই রাজবংশের কোন না কোন স্মৃতি পাওয়া যাইত। শিলা-লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দক্ষিণ কোঙ্কণাধীশ্বর সণফুল্ল রাষ্ট্রকূটরাজ ধনকৃষ্ণের সামন্ত ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে সহ্যপর্ব্বত হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত স্থান দান করেন। রাজা সণফুল্ল সম্ভবতঃ ৭৭০-৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। অতঃপর এই বংশে তৎপুত্র ধম্মিয়র রাজা হন। তৎপুত্র ক্রমে

ঐগ্নপরাজ, অবসর, আদিত্যবর্ম্মা, অবসর ২য়, ইন্দ্ররাজ, ভীম, অবসর ৩য়, ও তৎপুত্র রট্টরাজ ১০০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রট্ট রাজা সত্যাশ্রয়ের অধীন সামন্ত ছিলেন। ইঁহা হইতে এই বংশের অবসান হয়, কারণ উত্তর কোঙ্কণাধীশ্বর অরিকেশরীকে আমরা ১০১৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কোঙ্কণরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখি।

উত্তর-কোঙ্কণের শিলাহারবংশ

কপর্দ্দী
|
পুলশক্তি
|
কপর্দ্দী ২য় বা লঘুকপর্দ্দী (৮৫৩-৭৭) *
|
বপ্প্ুবন্ন
├ ঝঞ্ঝা
│ |
│ লষ্টিযব্ব
└ গোগ্গি
  |
  বজ্জড়দেব
  |
  অপরাজিত
  ├ বজ্জড়দেব ২য়
  │ ├ ছিট্টরাজ (১০২৬ খৃঃ)
  │ ├ নাগার্জ্জুন
  │ │ |
  │ │ অনন্তদেব (১০৮১, ১০৯৪ খৃঃ)
  │ │ ?
  │ │ + অপরাদিত্য (১১৩৮ খৃঃ)
  │ │ ?
  │ │ হরিপালদেব (১১৪৯-১১৫৩ খৃঃ)
  │ │ ?
  │ │ মল্লিকার্জ্জুন (১১৫৬-১১৬০)
  │ │ ?
  │ │ অপরাদিত্য ২য় (১১৮৪-১১৮৭)
  │ │ ?
  │ │ কেশিদেব (১২০৩-১২৩৮ খৃঃ)
  │ │ ?
  │ │ সোমেশ্বর (১২৪৯-১২৬০ খৃঃ)
  │ └ মুম্মুনি (১০৬০ খৃঃ)
  └ অরিকেশরী (১০১৭ খৃঃ)

উক্ত জীমূতবাহন-বংশধর কপর্দ্দীর পুত্র পুলশক্তি রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের অধীনে মঙ্গলপুরীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৎপুত্র ২য় কপর্দ্দী ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে বপ্প্ুবন্ন ও ঝঞ্ঝা যথাক্রমে রাজা হন। রাজা ঝঞ্ঝা স্বীয় একমাত্র কন্যা লষ্টিয়ব্বকে চালোরের যাদবরাজ ভিল্লমের হস্তে অর্পণ করেন। ১০৯৪ খৃষ্টাব্দের শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক শম্ভুমন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেই তাঁহাকে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে হয়।

ঝঞ্ঝার পর তদীয় ভ্রাতা গোগ্গি ও বজ্জড়দেব রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রকূটপতি কর্করাজকে (কক্কল) চালুক্যরাজ তৈলপ কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া বজ্জরপুত্র অপরাজিত (বিরুদ্দকরাম) ৯৭২ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর ২য় বজ্জড়দেব ও তাঁহার ভ্রাতা অরিকেশরী যথাক্রমে রাজ্যেশ্বর হন। তৎপরে বজ্জড়পুত্র ছিট্টরাজ, নাগার্জ্জুন ও মুম্মণি (মাম্বনি) পর পর রাজ্যলাভ করেন। মাম্বনির পুত্র অনন্তপাল বা অনন্তদেব হইতে শিলাহারবংশের বীরত্বপ্রভা দিগন্তব্যাপী হয়। ইহার পরবর্ত্তী ছয় জন রাজার নাম ভিন্ন বংশতালিকায় উল্লেখযোগ্য কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।

এই রাজবংশ সময়ে সময়ে পুরি, হন্জমান (সম্ভবত সঞ্জান,) শ্রীস্থানক (ঠানা,) শূর্পারক (শোপার,) চৌল (চেমুলি,) লোনাদ (লবণতত), তগরপুর, ষট্ষষ্ঠী (শালসেটী) প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত রাজবংশ ভিন্ন কোল্হাপুরেও এই বংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই বংশের এইরূপ একটী তালিকা সংগৃহীত হয়।

১ জটিগ ১ম
|
২ নায়িম্ব বা নায়িবর্ম্মা
|
৩ চন্দ্ররাজ
|
৪ জটিগ ২য়
├ ৫ গোঙ্কল
│ |
│ ৯ মারসিংহ ১০৫৮
│ ├ ১০ গূবল
│ ├ ১১ ভোজ ১ম
│ ├ ১২ বল্লাল
│ └ ১৩ গণ্ডরাদিত্য ১১১০
│ |
│   ১৪ বিজয়াদিত্য বা বিজয়ার্ক (১১৪৩)
│ |
│   ১৫ ভোজ ২য় (১১৯০ খৃঃ)
├ ৬ গূবল
├ ৭ কীর্ত্তিরাজ
└ ৮ চন্দ্রাদিত্য

রাজা বিজয়াদিত্যের ১০৬৫ খৃঃ উৎকীর্ণ কোল্হাপুর-শিলালিপিতে ২য় গূবল ও ১ম ভোজদেবের মধ্যে চঙ্গদেব নামে রাজা মানসিংহের এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গণ্ডরাদিত্য ও ২য় ভোজদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার নাম নাই।

শিলাহারিন্ (ত্রি) শিলেন আহর্ত্তুং শীলমস্য শিল-আ-হৃ-ণিনি। শিলবৃত্তি দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শিলাহ্ব (ক্লী) শিলা-ইত্যাহ্বা যস্য। শিলাজতু। (ভাবপ্র°)

শিলি (পুং) ভূর্জপত্রবৃক্ষ। (শব্দমালা) (স্ত্রী) ২ দ্বারাধঃস্থিত কাষ্ঠ, চৌকাঠের নীচের কাঠ, চলিত গোবরাট। (শব্দরত্না°)

শিলিন্ (পুং) নামভেদ। (আদিপর্ব্ব)

শিলিন (পুং) ঋষিভেদ। (বৃহদা° উপ° ৪।১।২)

শিলিন্দ (পুং) মৎস্যবিশেষ। গুণ—শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক। (রাজব°) এই মৎস্য খাইতে বেশ স্বাদু।

* নামের পার্শ্বে যে রাজ্যকাল সংখ্যা দেওয়া হইল, ঐ সময়ের মধ্যে রাজগণের উৎকীর্ণ শিলালিপি মাত্র পাওয়া যায়। রাজ্যকাল সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ।

† অনন্তদেবের পর অপরাদিত্য কোন সম্পর্কে রাজা হন তাহা জানা যায় না। পরবর্ত্তী "?" বংশপরম্পরায় কিছু গোল আছে।

শিলী (স্ত্রী) শিলি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। দ্বারাধঃস্থিত কাষ্ঠ, শিলি, স্তম্ভশীর্ষ। ২ গণ্ডুপদী, চলিত কেঁচো। (মেদিনী)

শিলীন্ধ্র (ক্লী) ১ কদলীপুষ্প, মোচ। ২ করক। ৩ ত্রিপুটা। (পুং) ৪ বৃক্ষ বিশেষ, ভূমিকদলী বৃক্ষ। ৫ মৎস্য বিশেষ। চিত্রফলক মৎস্য। (জটাধর) ৬ ছত্রাক, বেঙের ছাতা।

শিলীন্ধ্রক (ক্লী) গোময়ছত্রিকা, বেঙের ছাতা, ইহা দ্বিজাতিকে ভক্ষণ করিতে নাই।

'গোময়ছত্রিকামাহুশিলীরন্ধ শিলীন্ধ্রকম্॥' (হারাবলী)

স্বার্থে কন্। শিলীন্ধ্র শব্দার্থ।

শিলীন্ধ্রপুষ্প (ক্লী) কদলীপুষ্প। (মেদিনী)

শিলীন্ধ্রী (স্ত্রী) ১ বিহঙ্গীভেদ। ২ গণ্ডুপদী, কেঁচো। ৩ মৃত্তিকা। (মেদিনী)

শিলীপদ (পুং) শিলীব স্থূলং পদমস্মাৎ। পাদরোগবিশেষ, চলিত গোদ, পর্য্যায় পদগণ্ডীর, শ্লীপদ, পাদবল্মীক। (হেম) [শ্লীপদ শব্দ দেখ।]

শিলীপৃষ্ঠ (ত্রি) ১ বাণ। ২ অসি।

শিলীমুখ (পুং) শিলীব মুখং যস্য। ১ ভ্রমর। ২ বাণ।

'কন্তায়ং শায়কো দীর্ঘঃ শিলীপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ।' (ভারত ৪।৪০।১১)

৩ যুদ্ধ। ৪ জড়ীভূত। (শব্দরত্না°)

শিলু (পুং) বহুবার বৃক্ষ। চলিত চালতা গাছ। (বৈদ্যকনি°)

শিলুষ (পুং) ১ ঋষিভেদ। ইনি নাট্যাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২ বিল্ববৃক্ষ।

শিলেয় (ক্লী) শিলায়াং ভবং শিলা-ঢ। ১ শৈলজ, শিলাজতু। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শিলা-সম্বন্ধী। ৩ শিলাসদৃশ। শিলেব (শিলায়া ঢঃ। পা ৫।৩।১০২) ইতি ঢ। 'শিলেয়ং দধি' (কাশিকা) শিলাসদৃশ কঠিন দধি।

শিলোচ্চয় (পুং) শিলায়া উচ্চয়ো যত্র। পর্ব্বত।

"ন পাদপোন্মূলনশক্তিরংহঃ

শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য।" (রঘু ২।৩৪)

শিলোঞ্ছ (পুং) উঞ্ছশিল বৃত্তি। উঞ্ছবৃত্তি ও শিলবৃত্তি, ভূপতিত এক একটী ধান্যাদির গ্রহণরূপ উঞ্ছ বৃত্তি এবং ধান্য-মঞ্জরীর গ্রহণরূপ শিলবৃত্তি। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এই রূপ লিখিয়াছেন,—'উপাত্ত শস্যাৎ ক্ষেত্রাৎ শেষাবচয়নং, উঞ্ছেন পরিচক্ষ্যাদানবদ্গ্রহণেন শিষাতে সঞ্চীয়তে উঞ্ছশিলং, উছ শুঞ্ছে শিলশুঞ্ছে কৃদ্বোরিত্যুক্তে কৃগ্জেতি উঞ্ছভবাৎ কঃ উঞ্ছশিলং সংঘাতবিগৃহীতং বিপর্য্যস্তং। শকাং ন চেচ্ছঞ্ছশিলেন বৃত্তিঃ ফলেন মূলেন চ বারিণা চ। ইতি সমাহারদ্বন্দ্বে উঞ্ছং শিলঞ্চ।

'উঞ্ছং ভৈক্ষঞ্চ যচ্চান্যৎ তৎপরিগ্রহণং ভৃতম্।' ইতি নিগমা-ভিধানে ক্লীবং পুমানুঞ্ছ ঋতং শিলং ইতি বোপালিতে পুংস্যপ্যুঞ্ছঃ।

রঘুকারা স্বতসারে পরিণতবাক্ কল্মকেদারে।

ভবভূতিকৃত শিলোঞ্ছে তত্তলপতিতং বয়ং চিন্মঃ॥"

ইতি গোবর্দ্ধনঃ।' (ভরত)

শিলোঞ্ছন (ক্লী) শিল-উঞ্ছবৃত্তি।

"অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং

তেনেহ নির্ব্বর্তিত সাধু সৎক্রিয়ঃ॥" (ভাগবত ৬।৭।৩৬)

'শিলোঞ্ছনং ক্ষেত্রে স্বাম্যুপেক্ষিতকণিশোপাদানং শিলং হট্টাদৌ পতিতব্রীহ্যাদেরুপাদানমুঞ্ছনং' (স্বামী)

শিলোথ (ক্লী) শিলায়া উত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থা-ক। ১ শৈলেয় নামক গন্ধ দ্রব্য। ২ শিলাজতু। (রাজনি°)

শিলোদ্ভব (ক্লী) শিলায়া উদ্ভবো যস্য। ১ শৈলেয়। ২ শিলাজতু। ৩ চন্দনবিশেষ, পীতচন্দন।

'সুশীতলং চন্দনং যৎ তৈলপর্ণিকমুচ্যতে।

উভৌ চ তস্য পর্য্যায়ৌ সোমযোনি শিলোদ্ভবম্॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

শিলোদ্ভিদা (স্ত্রী) পাষাণভেদ, চলিত পাথরকুচা। (ভাবপ্রকাশ)

শিলৌকস্ (পুং) শিলা পর্ব্বতঃ ওকো বাসস্থানং যস্য। ১ গরুড়। (ত্রিকা°) ২ পর্ব্বতবাসিমাত্র।

শিলোন্দী, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার শিহোরা তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর।

শিল্গু (পুং) সুখ। (নিঘণ্টু ৩।৬)

শিল্প (ক্লী) শীল সমাধৌ, (খেপশিল্পশষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ইতি প হ্রস্বশ্চ। কলাদি কর্ম্ম, বাস্তুনির্ম্মাণাদি কর্ম্ম, চলিত কারিকুরি।

"বাৎস্যায়নোক্ত নৃত্যগীত বাদ্যাদি চতুঃষষ্টিঃ বাহ্যক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচুম্বনাদি চতুঃষষ্টিঃ অভ্যন্তরক্রিয়াঃ কলাঃ আদিনা স্বর্ণ-কারাদিকারুকর্ম্মগ্রহঃ। এতৎ সর্ব্বং শিল্পং" (ভরত)

বাৎস্যায়নপ্রণীত নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বাহ্যক্রিয়া এবং আলিঙ্গন চুম্বনাদি চতুঃষষ্টি প্রকার আভ্যন্তর ক্রিয়া, স্বর্ণ-কার, কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য সকল, ইহা সকলই শিল্প নামে অভিহিত হয়। কারুকার্য্য মাত্রই শিল্পপদবাচ্য। বস্ত্রবয়ন, নৌকা গঠন, অলঙ্কার প্রস্তুত করণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য মাত্রই শিল্প। [শিল্পবিদ্যা দেখ।]

২ স্রুব। (মেদিনী)

শিল্পক (ক্লী) শিল্প-কন্। শিল্প শব্দার্থ।

শিল্পকার (পুং) শিল্পং করোতীতি কৃ-অণ্। শিল্পী, শিল্পবিদ্যা-ব্যবসায়ী, কারিকর।

শিল্পকারক (পুং) শিল্পিক, শিল্পকর্ম্মকারী।

শিল্পকারিন্ (ত্রি) শিল্পং কর্ত্তুং শীলমস্য, ণিনি। শিল্পকর্ম্ম-কর্ত্তা, শিল্পকর্ম্মজনক, যিনি শিল্প কর্ম্ম করিয়াছেন। পৌরাণিক-

মতে শিল্পকারদিগের জনক বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বকর্ম্মা হইতেই সকল শিল্পীর উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,—

"বিশ্বকর্ম্মাচ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥
সূত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রার গর্ভে বীর্য্যাধান করেন, তাহাতে ৯ জন শিল্পকারের জন্ম হয়, ১ মালাকার, ২ কর্ম্মকার, ৩ শঙ্খকার, ৪ কুবিন্দক, ৫ কুম্ভকার ও ৬ কংসকার, এই ৬ জন শিল্পীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা ভিন্ন ৭ সূত্রধার, ৮ চিত্রকার ও ৯ স্বর্ণকার এই তিন জন।

শিল্পগৃহ (ক্লী) শিল্পানাং গৃহং। শিল্পশালা, স্বর্ণকার প্রভৃতির কর্ম্মগৃহ, কারখানা, যে গৃহে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা তস্করাদির উপদ্রব হইতে শিল্পগৃহ রক্ষা করিবেন। (মনু ৯।২৬৬)

শিল্পগেহ (ক্লী) শিল্পগৃহ।

শিল্পজীবিকা (স্ত্রী) শিল্পমেব জীবিকা। শিল্পরূপ উপজীবিকা।

শিল্পজীবিন্ (ত্রি) শিল্পেন জীবতি জীব-ণিনি। শিল্পোপজীবী, যিনি শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

শিল্পত্ব (ক্লী) শিল্পস্য ভাবঃ ত্ব। শিল্পের ভাব বা ধর্ম্ম, শিল্পকার্য্য।

শিল্পপ্রজাপতি (পুং) শিল্পস্য প্রজাপতিঃ। শিল্প-কর্ম্মস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা। (ভারত আদিপ°)

শিল্পযন্ত্র (ক্লী) শিল্পবিষয়ক যন্ত্র, চলিত কল।

শিল্পলিপি (স্ত্রী) প্রস্তর প্রভৃতিতে ক্ষোদিত লিপি। শিলালিপি।

শিল্পবৎ (ত্রি) শিল্প-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শিল্পবিশিষ্ট, শিল্পযুক্ত।

শিল্পবিদ্যা (স্ত্রী) শিল্পবিষয়ক বিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পকর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ।

হস্তদ্বারা মনুষ্য যে কলাদি কর্ম্ম বিশেষ নিপুণতা সহকারে সম্পন্ন করে, তাহাই শিল্প। স্বর্ণকারাদি বিশেষ বৃত্তিজীবীরা যে কর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাও শিল্পপদবাচ্য। কিন্তু প্রাচীন কালে দেবমন্দির, প্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবমূর্ত্তি এবং গৃহাদির দেওয়ালে যে সকল কারুকার্য্য খোদিত হইত, তাহাই শিল্প নামে আখ্যাত ছিল। যে শাস্ত্রপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিল্পকর্ম্মকর্ত্তা অভাষ্টবস্তু কোন একটী নিয়মাধীনে সুপ্রণালীতে গঠন করে, তাহাকেই শিল্পশাস্ত্র বলা যায়। যে গ্রন্থাদিতে এতদ্বিষয় লিখিত আছে, তাহাকে শিল্পশাস্ত্র কহে।

পুরাণাদিতে বিশ্বকর্ম্মাই দেবশিল্পী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তৎপরে ময়দানব অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। তিনি গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী নিয়ম সকল নিবদ্ধ করিয়া যে প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই ময়শিল্প নামে কথিত। ময় কর্ত্তৃক লোকসমাজে শিল্প বা বাস্তবিদ্যার বহুল প্রচলন হয়।

বিশ্বকর্ম্মশিল্পে ভগবান্ শিব বিশ্বকর্ম্মাকে কৃতাদি যুগক্রমে দেবমূর্ত্তির ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ঐ শিল্পকারদিগেরও কর্ম্মাংশ বিভাগ করা হইয়াছে, গ্রামাদি নির্ম্মাণ, দেবালয় গঠন, পাষাণ, স্বর্ণ বা লৌহাদি দ্বারা প্রতিমা-নির্ম্মাণই ইহাদের মুখ্য-কার্য্য। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রমতে শিল্পী সাত প্রকার, উহারা একে একে স্ব স্ব কর্ম্মাংশ সম্পাদন করিত।

"দ্বিবাংবিশ্বকর্ম্মা চ তক্ষকঃ বর্দ্ধকিস্তথা॥
স্থপতিঃ স্থাপকঃ শিল্পী রথকার উদীরিতঃ।
নামভিঃ সপ্তভিশ্চৈব সমবেতঃ মহাশ্রমী॥ (১।৯।১০)

ঐ সকল শিল্পিগণ কি কি কার্য্যের জন্য এরূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে—

"অথ বিশ্বং করোতীতি বিশ্বকর্ম্মাভবৎ স্বয়ং॥
সর্ব্ব লক্ষণতঃ শুদ্ধে তস্মাস্তক্ষক ঈরিতঃ।
দেবালয়াদিকান্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়েদিতি বর্দ্ধকী॥
দৃঢ়ানি ভেদয়েদিহ স্থপতির্নামতঃ স তু।
পর্ব্বতানি ভুবঞ্চৈব স্থাপয়ত্যখিলানি চ॥
স্থাপকঃ প্রোচ্যতে সর্ব্বং শিল্পিভিঃ শিল্পিরিত্যপি।
ত্রিপুরং দগ্ধকামস্য শিবস্য পরমেষ্ঠিনঃ॥
রথস্তু জগদাকারং কৃতবান্ পরমং শুভং।
রথকার ইতি প্রোক্তো বিশ্বকর্ম্মা স এব হি॥" (১।১১-১৭)

অন্যত্র স্থাপক, শিল্পী, বর্দ্ধকী ও তক্ষককে দেবমূর্ত্তি গঠনের প্রধান শিল্পী বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। দেবমূর্ত্তিবিনির্ম্মাণ স্থপতির কার্য্য। ঐ প্রতিমাদির স্থাপন কার্য্য কেবলমাত্র স্থাপক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। শিল্পী চিত্র সম্পাদন করিবে, বর্দ্ধকী শিলা-ক্রিয়া করিবে এবং তক্ষক উক্ত চারি শিল্পীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন তক্ষকের আরও অনেক কর্ম্ম আছে, প্রতিমানির্ম্মাণার্থ তাহাকে পুণ্যাহে পূর্ব্বাহ্ণে জপ-হোমাদি কার্য্য করিয়া পরে কাষ্ঠাদি ছেদন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়।

"দেবতানাং বিনির্ম্মাণং স্থপতিস্তু করোত্যয়ং।
স্থাপকস্তু করোত্যেবাং স্থাপনপ্রতিমাসু চ॥
শিল্পিচিত্রবিনির্ম্মাণং বর্দ্ধকেস্তু শিলাক্রিয়া।
তক্ষকস্থাপকাদীনি দার্ব্বাষ্ঠানাং করোত্যয়ং॥
চতুর্ণামপি বর্ণানাং মধ্যমাঙ্ক করোত্যয়ং।
আসন্ধ্যারাবিধৌ চাপি বিস্তারায়া সমুচ্ছ্রয়ং॥

অলঙ্কারক্রিয়ারক্তং সর্ব্বচিত্রসমন্বিতং।
পাদাদিকং হস্তমানং বিস্তারং ব্রাহ্মণস্ত তু॥
পাদোনেবং ত্রিহস্তং স্তাদয়োদৃঢ়কনির্ম্মিতং।
সার্দ্ধহস্তং সমুৎসেধং প্রাভবৎ সর্ব্ববৃত্তিকং॥
কুর্য্যাত্তাং যাজ্ঞিকৈ কাষ্ঠৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
হস্তত্রয়ঞ্চ বিস্তারং আয়ামং পঞ্চহস্তকং॥
ত্রিহস্তোচ্ছ্রিতমেতদ্ধি কর্ম্মত্রয়স্ত বিনির্ম্মিতং।
চতুঃশালৈঃ কর্ণকূটৈর্যুক্তং কুর্য্যাচ্চ তক্ষকে॥
বৃক্ষেণ পনসাম্রেণ কুর্য্যাদ্দৃঢ়বিনির্ম্মিতং।
অস্তাস্ত হস্তবিস্তারং আয়ামস্ত ত্রিহস্তকং॥
অধ্যর্দ্ধ হস্তমুচ্ছ্রয় ত্রিপর্ণীনিম্বনির্ম্মিতং।
হস্তিপৃষ্ঠাকৃতী কুর্য্যাৎ বৈশ্যস্তাপি বিশেষতঃ॥
বৈশ্যাশ্চ বৃক্ষতালস্য কুর্য্যাত্তু শিখরাকৃতিঃ।
ব্রাহ্মণস্ত তু বর্ণানাং চতুর্ণাসম্ভবোস্তি যঃ॥
বিবাহং কারয়েদ্বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়স্ত স্ত্রিয়াস্তরং।
বৈশ্যাদিকাস্ত্রিয় স্তিস্রঃ বৈশ্যস্ত শূদ্রজন্মনাং॥
অনিন্দ্যমাবিলামাস্মমাশুজাতশ্চ সঙ্করা।
ষোড়সঙ্করজাতীনাং গ্রহাদিষ্বেব কারয়েৎ॥
অসন্ধ্যাদিনি যাজ্ঞেষাং নৈবং কুর্য্যাৎ কদাচন।
যদি কুর্য্যাত্ততো মোহাদজ্ঞানাদধনোভবৎ॥
কামাদ্বা বিত্তলোভাদ্বা নশ্বজন্তো ত্রিবিন্দতি।
দেবপূজা ন গৃহ্ণন্তি রাষ্ট্রক্ষোভশ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ সঙ্করজাতিকামাসন্ধ্যাদীনি কারয়েৎ।
পূর্ব্বাহ্নে তু ক্রিয়াং কুর্য্যাদপরাহ্নে তু তক্ষকঃ॥
স্বশাস্ত্রোক্ত বিধিঃ কুর্য্যাদিতি শাস্ত্রস্থ নিশ্চয়ঃ।
জপহোমাদিকং কুর্য্যাদনুষ্ঠানং সমাচরেৎ॥"

(বিশ্বকর্ম্মশিল্প ২।১৭-৩২)

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তক্ষক বা স্থপতির সংস্কার-কর্ত্তব্যতা আদিষ্ট হইয়াছে। যে হেতু সংস্কারবিরহিত স্থপতি দ্বারা দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইলে রাজা ও রাজ্য বিনাশ পায়। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিমা লক্ষণ, তাহার প্রতিষ্ঠা বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা কালাদি; পঞ্চমে শিলাপীঠ বা লিঙ্গপীঠের বিবরণ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে রথলক্ষণ অর্থাৎ দ্বিতল ত্রিতল ও চূড়াদি ক্রমে রথের পরিমাণাদির তারতম্যানুসারে কিরূপ নামান্তর সাধিত হয় তাহাই বর্ণিত আছে।* ইহাতে রথপ্রতিষ্ঠা ও দেবদেবীমূর্ত্তিবিন্যাস বিধিও উক্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও তাঁহাদের অঙ্গস্থিত আভরণাদি চিহ্নাদি, তৎপরে মুকুটলক্ষণ অর্থাৎ স্বর্ণকার কিরূপ দেবতার ও রাজার শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিবেন, তাহারই নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে। শেষ অধ্যায়দ্বয়ে যথাক্রমে বাস্তুশাস্ত্রোক্ত জীর্ণোদ্ধারবিধি ও লিঙ্গোদ্ধার ও গর্ভাগারাদি নির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

বাস্তুনির্ম্মাণবিষয়েও কএকটী বিশেষ বিশেষ শিল্পীর প্রয়োজন আছে। মানসার নামক বাস্তুশাস্ত্র হইতে আমরা উহার কতক আভাস পাই। ঐ গ্রন্থখানি ৫৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, ১ম অধ্যায়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও সূত্রধর প্রভৃতির বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পীদিগের গুণাগুণ, বিশ্বকর্ম্মা হইতে পঞ্চ শিল্পীর উৎপত্তি ও তাহাদের ভাস্কর, সূত্রধর, কংসকার, মণিকার ও কর্ম্মকারবৃত্তি অবলম্বন। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কিরূপ স্থানে মন্দির, প্রাসাদ ও সাধারণ গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার ফলাফল ও মৃত্তিকাদি নির্দ্দেশ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে শঙ্কুস্থাপনপূর্ব্বক কোণ নির্দ্দেশবিবরণ এবং সপ্তমে নগর ও রাজধানীপত্তনের নক্সা ও তথাকার মন্দিরপ্রাসাদ ও অট্টালিকাদি সন্নিবেশ বিবরণ; অষ্টমে গৃহপ্রতিষ্ঠা, গৃহযজ্ঞ ও গদি-নির্ম্মাণ বিবরণ; নবমে গ্রাম ও নগরের রাস্তাঘাট পত্তন, বিভিন্ন জাতির বাসস্থান ও তাহাতে সাম্প্রদায়িকগণের উপাসনালয় বা দেবমন্দির নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থাননির্দ্দেশ; দশমে ভিন্ন প্রকারের রাজধানী স্থাপন বিবরণ; একাদশে বিভিন্ন প্রকার অট্টালিকার পরিমাণ; দ্বাদশে গর্ভবিন্যাস অর্থাৎ অভিপ্সিত বাস্তুর মধ্যস্থল ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন; ত্রয়োদশে উপপীঠ অর্থাৎ মূর্ত্তি বা স্তম্ভের মূলদেশ নির্ম্মাণ-বিবরণ; চতুর্দ্দশে অধিষ্ঠান বা ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা; পঞ্চদশে ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভ বিবরণ ও তাহার পরিমাণ, ষোড়শে প্রস্তার অর্থাৎ অট্টালিকাস্থ স্তম্ভ-শিরঃনির্ম্মাণ বিবরণ; সপ্তদশে শালকাষ্ঠের জোড়মিল বা গ্রন্থনবিধি। অষ্টাদশে বিমান, মন্দির ও প্রাসাদ বিবরণ; উনবিংশ হইতে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার মন্দির বিবরণ ও পরিমাণ নির্দ্দেশসহ তাহার চূড়া ও স্তবকনির্ম্মাণ বিধি; উনত্রিংশে প্রাকার বা মন্দিরপ্রাঙ্গণ-বিন্যাসবিধি। ত্রিংশে দেবমন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি সংস্থান; একত্রিংশে মন্দিরের গোপুরবিনির্ম্মাণ, দ্বাত্রিংশে মণ্ডপ বিনির্ম্মাণ-বিধি, ত্রয়ত্রিংশে

* "এবং সঙ্করয়েৎ বিদ্বান্ লক্ষণাদি বিধিং শৃণু।
হস্তবিতস্তিমানেন বিস্তারং বক্ষ্যতে ক্রমাৎ।
ত্রিচতুর্হস্তমারভ্য দ্বিদ্বিহস্তবিবর্দ্ধনাৎ।
মানং ত্রিবিধসংখ্যাতং দ্বিতলাদিপ্রমাণকং।
সপ্তহস্তাষ্টআরভ্য দ্বি দ্বি হস্তবিবর্দ্ধনাৎ।
বর্গান্তং চ প্রমাণেন তৃতলোক্ত প্রমাণবৎ।
উত্তমা মধ্যমাহীনা ত্রিভেদানিতানিতানিতিঃ।
কত্র দ্বাদশ সর্ব্বাগ্রং বয়সপ্তস্থসংখ্যায়া।
একাদি তৃতলাং তং হি বিস্তারং কল্পয়েৎ সুধি।"
(বিশ্বকর্ম্মশিল্প ৬।১৪-১৮)

শালা (hall), চতুস্ত্রিংশে নগরাদি, পঞ্চত্রিংশে সাধারণ বাসগৃহ, ষট্‌ত্রিংশ ও সপ্তত্রিংশে তোরণ ও দ্বারাদি নির্ম্মাণ-পরিমাণ, অষ্টত্রিংশ ও একোনচত্বারিংশে প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকাদি নির্ম্মাণপ্রকরণ, চত্বারিংশে বিভিন্ন রাজনির্দ্দেশ; একচত্বারিংশে রথ ও যানাদি নির্ম্মাণ-বিবরণ; দ্বিচত্বারিংশে শয্যাসনাদি রাজভোগ্য উপকরণাদি নির্ম্মাণ কথন, ত্রিচত্বারিংশে দেব ও রাজসিংহাসন নির্ম্মাণপ্রণালী, চতুঃচত্বারিংশে শিল্পচিত্রাঙ্কিত থিলানাদি নির্ম্মাণ প্রক্রিয়া, পঞ্চচত্বারিংশে নন্দনকাননস্থ কল্পতরুবিবরণ, ষট্‌চত্বারিংশে দেবমূর্ত্তির অভিষেকপ্রণালী, সপ্তচত্বারিংশে দেবতা ও নরনারীগণের রত্ন ও অলঙ্কারধারণের বৈধাবৈধতা, অষ্টচত্বারিংশে ব্রহ্মাদি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণবিবরণ, একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে শিবলিঙ্গ গঠন, পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দেবমূর্ত্তিস্থাপনার্থ পীঠ, উপপীঠ ও বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণবিবরণ, একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বিভিন্ন শক্তিবিনির্ম্মাণবিবরণ, দ্বিপঞ্চাশৎ ও ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণের উপাস্য দেবদেবী গঠন, চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে, যক্ষ বিদ্যাধর ও নৃত্যগীতরত সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া, পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে যোগধর্ম্মরত যোগী ঋষিগণের মূর্ত্তি বিনির্ম্মাণবিধি, ষট্‌পঞ্চাশৎ ও সপ্ত পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে স্ব স্ব রথোপরি স্থাপিত দেবমূর্ত্তির নির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া এবং অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে প্রতিমূর্ত্তিসমূহের চক্ষুদান ও তদুপলক্ষে পূজাদি দৈবাচারানুষ্ঠান।

উপরি কথিত গ্রন্থ ভিন্ন,ময়মত, ময়শিল্প, কাশ্যপ, বৈখানস ও অগস্ত্যপ্রোক্ত সকলাধিকার নামে আরও কয়খানি বাস্তু বা শিল্প শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে প্রথমেই বাস্তুনির্ম্মাণ ও তদনুসঙ্গি প্রস্তার, অধিষ্ঠান, পাদ, উপপীঠ, বিমান, তোরণ, প্রাকার, মণ্ডপ, মন্দির ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতির গঠনপ্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ, শিল্পকলাদীপিকা, শিল্পলেখ্য, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পসর্ব্বস্বসংগ্রহ ও শিল্পার্থসার, রাজবল্লভমণ্ডন, অপরাজিতাপৃচ্ছা প্রভৃতি গ্রন্থেও অট্টালিকাদির গঠন পরিমাণ বিবৃত হইয়াছে।

মন্দির ও প্রাসাদাদি প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক বিবরণ ছাড়িয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে বাস্তুবিদ্যার যথেষ্ট সমাদর ছিল। বৈদিক ঋষিগণও তৎকালে গৃহাদিনির্ম্মাণকালে শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম অতিক্রম করিতেন না। আমরা ঋক্‌সংহিতার ২।৪১।৫ ও ৫।৬২।৬ মন্ত্র হইতে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদের উল্লেখ পাই। উক্ত গ্রন্থের ৪।৩০।২০ মন্ত্রে পাষাণনির্ম্মিত নগরী অর্থাৎ তত্রত্য সৌধমালাদি, ৭।১৫।১৪ মন্ত্রে লৌহনির্ম্মিত নগরী এবং ৬।৪৬।৯ মন্ত্রে ত্রিধাতুনির্ম্মিত গৃহের বিষয় বিবৃত আছে। ঐ ত্রিধাতুগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী মাল মসলা ও উপকরণাদি অথবা কাষ্ঠ, ও প্রস্তর (সামবেদ উ° ১২।৬৬) বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্যগণ গৃহনির্ম্মাণ ব্যতীত অন্যান্য শিল্প বিষয়েও উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া দেওয়া গেল —

আর্য্যগণ সেই বৈদিক যুগে বৈদেশিক পণ্যের আশায় স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করিতেন। স্থলপথে পণ্য দ্রব্য বহনের জন্য তাঁহাদিগকে গোমেষাদি পশু রক্ষা করিতে হইত। গাভী দুগ্ধের জন্য এবং মেষ লোমের জন্যও পালিত হইত। ঐ লোমে শাল বস্ত্রের বাণিজ্যও চলিত। গান্ধার দেশীয় মেষই পশমিনা বস্ত্রবয়নে প্রশস্ত ছিল।* জলপথে বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা নৌকা প্রস্তুত করিতেন। ঋক্‌সংহিতার ১।১১৬।২-৫ মন্ত্রে লিখিত আছে, তুগ্র তাঁহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ ভুজ্যু শতদাঁড়যুক্ত নৌকা ছাড়িয়া জলশূন্য সমুদ্রতীরে আগমন করেন, তৎপরে তাঁহাকে শতচক্রবিশিষ্ট ও ষট্ অশ্বযুক্ত রথে চাপাইয়া গৃহে আনা হয়।

ঐ সময়ে কর্ম্মকারগণ লৌহশিল্পের পরাকাষ্ঠারূপ বর্ম্ম (১।১৪০।১০), শিরস্ত্রাণ (২।৩৪।৩) ও তনুত্রাণ (২।২৯।৪) নির্ম্মাণ করিতে পারিত। অংসত্রা (কবচ) ও দ্রাপি (কবচের ন্যায় পরিচ্ছদ বিশেষ,) বৈদিক শিল্পের অপর একটী নিদর্শন বলা যায়†। শিল্পিগণ ও সূত্রধারেরা রথনির্ম্মাণ করিবার (৪।২।১৪) কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা খদির ও শিশু কাষ্ঠের যান (গাড়ী) সমূহ (৩।৫৩।১৭-১৯) প্রস্তুত করিয়াও আর্য্য-সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতবিশারদগণ ক্ষোণী, কর্করী প্রভৃতি বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানিত‡। আর্য্যরমণীগণ পুরুষদিগের সহযোগে কার্পাস বস্ত্রাদিও বুনিত (২।৩।৬ ও ২।৩৮।৪)।

উপরের শিল্প নিদর্শন ভিন্ন, বৈদিক যুগে আরও নানা প্রকার শিল্পের প্রচলন ছিল। স্বর্ণকারেরা তখন আর্য্যপুরুষ ও রমণীগণের জন্য অঞ্জি (আভরণ বিশেষ), স্রক্ (মালা), রুক্ম (সুবর্ণের বক্ষাভরণ বিশেষ), খদি (বালা ও মল) ও হিরণ্ময় শিপ্র(১) (মস্তকাভরণবিশেষ) ধারণ করিতেন, তৎকালে নিষ্কের মালা(২) গাঁথিয়াও গলায় পরিবার ব্যবস্থা ছিল। কন্যার বিবাহ

* ঋক্ ১।১২৬।৭ ১।১৩৪।১২, ও ১০।২৬।৬।

† ঋক্ ২।৩৪।১৩, ২।৪৩।৩।

‡ ৪।৩৮।৯, ৪।৫৩।২।

(১) ৫।৫৩।৪, ৫।৫৪।১১, ৫।৫৮।২। (২) ৫.১৯.৩।

কালে অলঙ্কার দেওয়া হইত[৩]। ঐ সকল অলঙ্কার স্বর্ণকারেরাই প্রস্তুত করিত[৪]। স্বর্ণকার ধাতু গলাইত* ও মুদ্রা প্রস্তুতও করিত †।

ঐ সময়ে কর্ম্মকারের অভাব ছিল না। সকলেই কর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপনাপন ব্যবহারোপযোগী লৌহপাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া লইতেন। তাহারা ঐ ব্যবসার জন্য জাতিভ্রষ্ট হইত না[৫]। কর্ম্মকার শুষ্ককাষ্ঠ, পক্ষীর পক্ষ ও শাণ দিবার জন্য মসৃণ প্রস্তর লইয়া বাণ প্রস্তুত করিত[৬]। তাঁহাদের ভস্ত্রা যন্ত্র ছিল[৭]। তদ্দ্বারা তাহারা অগ্নিকে সন্ধুক্ষিত করিতেন। অয়স্ময় কলসের ব্যবহার ছিল ‡। কর্ম্মকারেরাই তৎকালে ঋষ্টি (বর্শা), বাশী (বাইশ বা খড়্গ), ধনু, ইযু, নিষঙ্গ, হিরণ্ময় কবচ, বর্ম্ম, শাণিত লৌহ অস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আর্য্য জাতির যুদ্ধভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিত[৮]।

তৎকালে যুদ্ধের অন্যান্য সাজসরঞ্জামের অভাব ছিল না। সূত্রধার রথনির্ম্মাণ করিত[৯]। ঐ সকল যুদ্ধরথ সুদৃঢ় করিবার জন্য গোচর্ম্ম দ্বারা আবৃত করা হইত[১০] এবং রণক্ষেত্র যুদ্ধ-দুন্দুভিনাদে প্রকম্পিত হইত[১১]। অশ্বগণ নানা সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণাঙ্গণে নৃত্য করিত †।

আর্য্যগণ অট্টালিকা-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কূপ খনন শিক্ষা করিয়াছিলেন[১২]। তাঁহারা লোক সমাজের উপযোগী কার্পাস বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন[১৩]। আর্য্যজনপদের দারুণ শীত হইতে দেহরক্ষার জন্য তাহারা মেষলোমজাত বস্ত্রাদিও বয়ন করিতে ও তাহা ধৌত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন[১৪]।

ঋগ্বেদের যুগে আর্য্যগণ সভ্যতা ও শিক্ষাবলে শিল্প বিষয়ে যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌যুগে তাহার সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধিত হইতে থাকে। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে (১।২।৪ ও ২।৯।৯) এবং পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (৩।৪) বাস্তু দেবতার উল্লেখদর্শনে বাস্তুশিল্পের প্রাধান্য উপলব্ধি হয়। স্বয়ং ভগবান্ মনু (৩।৮৯) বাস্তু পুরুষকে নমস্কার করিয়া ঐ শিল্পের গুরুত্ব দ্যোতন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ ৭।১০৮।১ ; শতপথ-ব্রাহ্মণ ১।৭।৩।১, ৭, ১৭ ও ২।১।২।৯ ; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।৯।-১০।৩, শাঙ্খায়নগৃহ্য ২।১৫ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বাস্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন বৈদিক শিল্পের আর বেশী কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। রামায়ণীয় যুগে প্রাসাদাদির বর্ণনা হইতে বাস্তুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য আভরণাদি, শয্যাস্তরণ ও সিংহাসনাদি নির্ম্মাণ বিভিন্ন শিল্পের ও কলা বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

মহাভারতীয় যুগেই শিল্পবিদ্যার বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের "সভাবাস্তূনি রম্যাণি প্রদেষ্টমুপচক্রমে।" ইত্যাদি বচনে বিরাটরাজসভাবর্ণনে তাহার সার্থকতা রক্ষা করিয়াছে। সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সভানির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, ময়দানব রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য স্বীয় ইচ্ছা মত একটী সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্পনিপুণ দানব ঐ সভা কিরূপ নির্ম্মাণ করিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে চাহিলে ময়দানব সভামণ্ডপের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিল *। পরে ঐ সভাভূমি চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ময়দানব বিন্দুসরোবর হইতে সভানির্ম্মাণের উপযোগী স্ফটিকময় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া ত্রিলোকবিশ্রুত মণিময় এক সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ সভা মহাবিস্তীর্ণ, মনোহর, বহুল চিত্ররেখান্বিত, রত্নপ্রাচীরবেষ্টিত। উহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পিত, নীলবর্ণ, শীতল ছায়াপ্রদ নানাবিধ মহাবৃক্ষসমূহ ও সুগন্ধি কানন এবং হংসকারণ্ডব চক্রবাকাদি বিহঙ্গমাভিরাম সরোবরসমূহ সুশোভিত হইয়াছিল। উহার মধ্যস্থলে ময় শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ এক অপ্রতিম সরোবর নির্ম্মিত হয়। উহাতে মণিময় মৃণাল ও বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত শতশত শত-পত্র এবং কাঞ্চনময় কহ্লারকদম্ব শোভিত হইয়াছিল। তাহাতে বিহঙ্গগণ ইতস্ততঃ কেলী করিত। সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্যকূর্ম্মাদি সেই চিত্রস্ফটিক-সোপাননিবদ্ধ সরোবরের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিল। মন্দ মন্দ সমীরণে সরোবর জল আন্দোলিত হইত। ঐ সঙ্গে সরোবরের চতুর্দ্দিক্ মহার্ঘ মণি শিলাপট্ট দ্বারা বেদিকাকারে বদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহার উপরিভাগ মুক্তা বিন্দু-নিচয়ে খচিত ছিল। সমীরণসন্তাড়নে সরোবরজল ঈষৎ আন্দোলিত এবং ঝালরের আন্দোলিত মুক্তাগুলি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্থানটী যেন মণিরত্নে বিভূষিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

বুদ্ধাবির্ভাবের পর হইতে শিল্পতত্ত্বের প্রকৃত ঐতিহাসিকযুগের আরম্ভ। প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল প্রাসাদ, অট্টালিকা,

(৩) ৯,৪৬ ২, ১০।২৯।১৪। (৪) ৮।৪৭।১২।

* ৬ ৩,৪। † ৮।২৭।২, ৪।৩৩ ৬। (৫) ৯।১১২। ।

(৬) ৯।১১২।২। (৭) ৫।৯।৫। ‡ ৫,৩০।১৫।

(৮) ৫।৫২।৬, ৫।৫৫,৬, ৫।৫৭।২, ৬।২৭।৬, ৬।৪৬।১১, ৬,২।৫, ৬।৪৭।১০।

(৯) ১০।২৯।১২। (১০) ৬।৪৭।২৬। (১১) ৬ ৪৭,২৯ ৩০।

† ঋক্ ৪।২।৮ মন্ত্রে যুদ্ধাশ্ব সজ্জাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১২) ১০।২৫।৪। (১৩) ৮।১৭।৭, ৮।২৫।১৩। (১৪) ১০।২৬।৬।

* ইহাকে ময়দানব কৃত নক্সা বা সভার ক্ষুদ্রতর প্রতিকৃতি বলিয়া গণ্য করা যায়।

দুর্গ, মন্দির, দেবায়তন, বিহার বা মঠাদির এবং দেবমূর্ত্তিসমূহের ধ্বস্ত নিদর্শন অদ্যাপি আমাদের নয়নগোচরে সমুপস্থিত হয়, তাহাই ভারতের চিরন্তন অভ্যস্ত শিল্পবিদ্যার নিদর্শন। বুদ্ধগয়া-মন্দির, পুরীধামের জগন্নাথমন্দির, ইলোরার গুহামন্দির, অজণ্টার গুহাশিল্প এ বিষয়ের পরিচয় স্থল। বিশেষ বিশেষ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় শিল্পকারগণ ঐ সকল মূর্ত্তি, স্তম্ভ, ও চিত্রাদি অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা আজ সমস্ত সভ্যজগতে পরিব্যাপ্ত।

শিল্পশাল (ক্লী) শিল্পিনাং শালা শিল্প-শালেতি ক্লীবত্বং। কর্ম্মকারাদির কর্ম্মগৃহ, শিল্পিগণ যে গৃহে শিল্পকর্ম্ম করিয়া থাকে। পর্য্যায়—আবেশন, শিল্পশালা, শিল্পশালা। (ভরত) (স্ত্রী) শিল্পশালা।

শিল্পশাস্ত্র (ক্লী) শিল্পস্য শাস্ত্রং। শিল্পকর্ম্ম গ্রন্থ, শিল্পবিষয়ক গ্রন্থ। [শিল্পবিদ্যা দেখ।]

শিল্পিক (ত্রি) শিল্পকর্ম্মকারী, কারিকর। ২ অর্থশিল্পী। (নীলকণ্ঠ)

শিল্পিকা (স্ত্রী) তৃণবিশেষ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতিতে স্বনামখ্যাত তৃণ। হিন্দী লহানসিপী। মহারাষ্ট্র—লাহন-শিল্পি। কলিঙ্গ—কিরিয়-শিপিঙ্গে। সংস্কৃত পর্য্যায়—শিল্পিনী, শীতা, ক্ষেত্রজা, মৃদুচ্ছদা। ইহার গুণ—মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, জ্বর ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

শিল্পিন্ (ত্রি) শিল্পং ক্রিয়াকৌশলমস্যাস্তীতি ইনি। শিল্পকার্য্যকারী। পর্য্যায় কারু। (অমর) (পুং) ২ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

শিল্পিনী (স্ত্রী) কোলদলৌষধি। (মেদিনী)

শিল্পিশালা (স্ত্রী) শিল্পিনাং শালা। শিল্পশালা।

শিল্পিশাস্ত্র (ক্লী) শিল্পিনাং শাস্ত্রং। শিল্পশাস্ত্র, শিল্পীদিগের শাস্ত্র।

শিল্পোপজীবিন্ (ত্রি) শিল্পেন উপজীবীত উপজীব-ণিনি। শিল্পজীবি, যাহারা শিল্পদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

শিল্হন (পুং) কবিভেদ, শিহ্লন কবি।

শিব (ক্লী) শী (সর্ব্বনিঘৃষ্বরিষ্বলম্বশিবপদ্বপ্রহ্বেষ্বা অতন্ত্রে। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধু। ১ মঙ্গল। (অমর) ২ সুখ। ৩ জল। (উজ্জ্বল) ৩ সৈন্ধব। ৪ সমুদ্রলবণ। ৫ শ্বেত টঙ্কণ (রাজনি°) ৬ ধাত্রীফল, আমলা। ৭ ফটিকারিকা, চলিত ফট্‌কিরি। ৮ মরিচ। ৯ তিলপুষ্প। ১০ কুন্দপুষ্প। ১১ রৌপ্য। ১২ চন্দন। ১৩ লৌহ। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ১৪ মহাদেব, মহেশ্বর, ব্রহ্মার সংজ্ঞাবিশেষ, ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে, "শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য শিবঃ, শ্যতি অশুভমিতি বা, শেরতেঽবতিষ্ঠন্তে অণিমাদয়ো হ্যষ্টৌগুণা অস্মিন্ ইতি বা শিবঃ" (ভরত)

যাহাতে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান আছে, তিনি শিব, অথবা যিনি সকল অশুভ খণ্ডন করেন, তিনিই শিব, বা যাহাতে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অবস্থিত, তিনিই শিব।

পর্য্যায়—শম্ভু, ঈশ, পশুপতি, শূলী, মহেশ্বর, ঈশ্বর, শর্ব্ব, ঈশান, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, খণ্ডপরশু, গিরীশ, গিরিশ, মৃড়, মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাসা, পিণাকী, প্রমথাধিপ, উগ্র, কপর্দ্দী, শ্রীকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, কপালভৃৎ, বামদেব, মহাদেব, বিরূপাক্ষ, ত্রিলোচন, কৃশানুরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, ধূর্জটি, নীললোহিত, হর, স্মরহর, ভর্গ, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরান্তক, গঙ্গাধর, অন্ধকরিপু, ক্রতুধ্বংসী, বৃষধ্বজ, ব্যোমকেশ, ভব, ভীম, স্থাণু, রুদ্র, উমাপতি, বৃষপর্ব্বা, রেরিহাণ, ভগালী, পাংশুচন্দন, দিগম্বর, অট্টহাস, কালঞ্জর, পুরদ্বিট্, বৃষাকপি, মহাকাল, বরাক, নন্দিবর্দ্ধন, হীর, বীর, খরু, ভূরি, কটপ্রূ, ভৈরব, ধ্রুব, শিবিবিষ্ট, গুড়াকেশ, দেবদেব, মহানট, তীব্র, খণ্ডপর্শু, পঞ্চানন, কণ্ঠেকাল, ভরু, ভীরু, ভীষণ, কঙ্কালমালী, জটাধর, ব্যোমদেব, সিদ্ধদেব, ধরণীশ্বর, বিশ্বেশ, জয়ন্ত, হররূপ, সন্ধ্যানাটী, সুপ্রসাদ, চন্দ্রাপীড়, শূলধর, বৃষভধ্বজ, ভূতনাথ, শিপিবিষ্ট, বরেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ, কুলেশ্বর, অস্থিমালী, বিশালাক্ষ, হিণ্ডী, প্রিয়তম, বিষমাক্ষ, ভদ্র, উর্দ্ধরেতাঃ, যমান্তক, নন্দীশ্বর, অষ্টমূর্ত্তি, অধীশ, খেচর, ভৃঙ্গীশ, অর্দ্ধনারীশ, রসনায়ক, পিনাকপাণি, ফণধরধর, কৈলাসনিকেতন, হিমাদ্রিতনয়াপতি।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ১৭ অধ্যায়ে শিবের সহস্রনাম বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

পুরাণসমূহে এমন কি রামায়ণ মহাভারতে শিব-মাহাত্ম্য যথেষ্ট কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদসংহিতায় যিনি রুদ্র বলিয়া সুপরিচিত, রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণসমূহে সেই রুদ্রই শিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে, অথর্ব্ববেদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে এবং উপনিষদেও আমরা রুদ্র দেবতার বহু স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই রুদ্রই পরবর্ত্তী সময়ে শিব এবং মহাদেব প্রভৃতি নামে এদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ঋগ্বেদে ইঁহাকে মরুদ্গণের পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থানবিশেষে অগ্নি ও ইন্দ্র অর্থেও রুদ্র শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, রুদ্র দেবতা অতি ভীষণ এবং কোপনস্বভাব, তিনি সংহারক। আবার অপর পক্ষে তিনি জ্ঞানী, দাতা, ভূমির উর্ব্বরতাসাধক, সুখদাতা, ঔষধ সমূহের প্রয়োগকর্ত্তা এবং রোগারোগ্যকারী। ঋগ্বেদের ১।২৭।১০ ঋক্-

পাঠে জানা যায়, এই রুদ্রই অগ্নি। কিন্তু অন্যান্য স্থলে রুদ্র অগ্নি হইতে পৃথক্ দেব বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের ২।৩৩।৪ ঋকে লিখিত আছে—

"মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভির্মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।
উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি॥"

অর্থাৎ হে রুদ্র! আমাদিগকে অনুপযুক্ত প্রশংসায় এবং অনুপযুক্ত প্রণতিতে যেন তোমার ক্রোধের কারণ না হয়। তুমি ঔষধসমূহ দ্বারা আমাদের বীরদিগকে সমুত্থিত কর। হে রুদ্র! আমি শুনিয়াছি, তুমি চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রধান চিকিৎসক।

এই রুদ্র শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—

"প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভি গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম॥"
(ঋক্ ২।৩৩।৮)

কতিপয় ঋকে রুদ্রকে কপর্দ্দী বলা হইয়াছে। (ঋক্‌সংহিতা ১।১১৪।১) এতদ্ব্যতীত বাজসনেয়সংহিতায় রুদ্র দেবতাকে গিরীশ, গিরিত্র, কপর্দ্দী, ব্যুপ্ত-কেশ, উগ্র, ভীম, ভিষজ, শিব, শম্ভু, শঙ্কর, নীলগ্রীব, সিতিকণ্ঠ, পশুপতি, শর্ব্ব ও ভব প্রভৃতি নামে বর্ণিত করা হইয়াছে। এমন কি ঋগ্বেদেও আমরা রুদ্রকে শিব নামে অভিহিত দেখিতে পাই। যথা—

"স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয় দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ॥"
(ঋক্ ১০।৯২।৯)

সুতরাং পৌরাণিক শিব যে একেবারেই বৈদিক ভিত্তিবিহীন এরূপ কল্পনা অসঙ্গত। আমরা এ সম্বন্ধে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করিতেছি। বেদে রুদ্র শব্দ একবচনে ও বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণেও বহু রুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [রুদ্র শব্দ দ্রষ্টব্য] বৈদিক রুদ্রগণ, বিচিত্র মৃগারোহী সমুজ্জল অস্ত্রধারী এবং ত্রিশূলবিশিষ্ট। তাঁহাদের প্রতাপে পৃথিবী ও পর্ব্বত কম্পিত হয়। এই সকল রুদ্র মরুৎ নামেও খ্যাত। মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র। (ঋক ১।১১৪।৬)

এ সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিহাস এই যে—কোনও সময়ে ইন্দ্র অসুরদিগকে পরাজিত করেন। অসুরগণের মাতা দিতি ইন্দ্র-বধার্থ একটী পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করেন, এই তপস্যার ফলে তাঁহার গর্ভ হয়। ইন্দ্র এই সংবাদ জানিয়া অণিমা-সিদ্ধির প্রভাবে বজ্র সহ তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করেন এবং বজ্র দ্বারা গর্ভকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার প্রত্যেক ভাগ আবার সাত সাত ভাগে বিভক্ত করেন। ভ্রূণ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ভূমিষ্ট হয় এবং রোদন করিতে আরম্ভ করে, এই সময় মহাদেব ও পার্ব্বতী পথিমধ্যে উহাদিগকে দেখিতে পান। পার্ব্বতী মহাদেবকে বলেন, যদি আমার প্রতি আপনার ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে এই মাংসখণ্ড সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া পুত্ররূপে পরিণত করুন। মহাদেব উহাদিগকে সমবায়ক সমরূপ-ধারী পুত্র রূপে পরিণত করিয়া পার্ব্বতীকে বলেন, আজ হইতে ইহারা তোমার পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। পৌরাণিক এই আখ্যায়িকার সূত্র উদ্ধৃত ঋকে এবং আরও বহু ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনেয়সংহিতায়, অথর্ব্ববেদে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে পশুপতি নামের উল্লেখ এবং ঋগ্বেদে আমরা রুদ্র দেবতার ভিন্ন ভিন্ন গুণের পরিচয় পাই। যথা—ইনি জ্ঞানী, দাতা ও শক্তিমান্ (ঋক্ ১।৪৩।১; ১।১১৪।৪)। ইনি পরম শক্তিশালী এবং পরম গৌরবান্বিত (ঋক্ ২।৩৩।৩)।

ইনি ঈশান, অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর (ঋক্ ২।৩৩।৯); জগৎ পিতা, ক্ষমতাশালী, চিত্ত প্রফুল্ল ও অনশ্বর (ঋক্ ৬।৪৯।১০);

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান্—ঋক ৭।৪৬।২;
স্বয়ম্ভু—ঋক্ ৭।৪৬।১, ১।২৯।৩।
বীরেশ্বর—ঋক্ ১।১১৪।১, ৩,১০; ১০।৯২।৯।
সঙ্গীতাচার্য্য—ঋক্ ১।৪৩।৪।
শুভ্র সুন্দর দেহবিশিষ্ট—ঋক্ ২।৩৩।৮।
বহুরূপধারী—ঋক্ ২।৩৩।৯।
সংহারী—ঋক্ ২।৩৩।১২।
কপর্দ্দী—ঋক্ ১।১১৪।৫।
মরুদ্গণের পিতা—ঋক্ ১।৬৪।২, ১।৮৫।১; ১।১১৪।৬, ৯; ২।৩৩।১; ২।৩৪।২; ৫।৫২।১৬; ৫।৬০।৫; ৬।৫০।৪; ৬।৬৬।৩; ৭।৫৬।১; ৮।২০।১৭।
ধনুর্ব্বাণবিশিষ্ট—ঋক্ ৫।৪২।১১; ১০।১২৫।৬।
মৃত্যু, মঙ্গলময় ও আশুতোষ—ঋক্ ১।১১৪।৯; ২।৩৩।৫,৭।
শিব—ঋক্ ১০।৯২।৯।
পশু ও মনুষ্যগণের সুখসৌভাগ্যের কর্ত্তা—ঋক্ ১।১১৪।১।
বৈদ্যনাথ—ঋক্ ১।৪৩।৪; ১।১১৪।৫; ২।৩৩, ২, ৪, ৭, ১২, ১৩; ৫।৪২।১১; ৭।৭৪।৩; ৭।৩৫।৬; ৭।৪৬।৩, ৮।২৯।৫।
সুখদাতা—ঋক্ ১।১১৪।১, ২; ২।৩৩।৬।

বৈদিক মন্ত্রের অধিকাংশ স্থলে রুদ্র সংহারকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পৌরাণিক শিবও এই গুণে বিভূষিত।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই রুদ্র কোন কোন স্থানে অগ্নি বলিয়াও স্তুত হইয়াছেন যথা—১। "ত্বমগ্নে রুদ্র অসুর"—(২।১।৬)

২। "জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্"। (১।২৭।১০)

সামবেদেও (১৷১৫) এই ঋক্‌টী দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার যাস্ক এই ঋকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে। তস্যৈবং ভবতি।"

আমরা পুরাণেও রুদ্রের এই অগ্নিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। যথা বামনপুরাণে—

"ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃ ক্রুদ্ধো বদনং ঘোরচক্ষুষা।
নির্দ্দগ্ধকঃ প্রত্যানিশং দদর্শ ভগবানজঃ।" ২ অধ্যায়।

মদনভস্মের কালেও আমরা রুদ্রের এই বৈদিক আগ্নেয় প্রভাব দেখিতে পাই যথা—

"তৃতীয়াৎ তস্য নেত্রার্দ্ধৈর্নিঃসসারাগ্নিরুচ্ছিখঃ।
ভস্মসাৎ কৃতবাংস্তেন মদনং তাবদেবহি॥" (শিবপুরাণ ১১।৬)

মহাকবি কালিদাসও কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন—

"ভস্মাবশেষং মদনং চকার।"

ঋগ্‌বেদে আরও বহু স্থানে রুদ্রের আগ্নেয় প্রভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এ সম্বন্ধে আরও একটী ঋক্ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"য উগ্র ইব শর্য্যহা তিগ্ম শৃঙ্গ ন বংসগঃ
অগ্নিপুরো রুরোজিথ।" (৬।১৬।৩৯)

এই ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ণ লিখিয়াছেন—

'রুদ্রো য এব যদ্ অগ্নিরিতি শ্রুতিঃ। রুদ্রকৃতমপি ত্রিপুরদহনম্ অগ্নিকৃতমেব ইতি অগ্নিঃ স্তূয়তে।"

অর্থাৎ বেদ বলেন, এই অগ্নিই রুদ্র। বেদে অগ্নির স্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে যদিও ত্রিপুরদহন রুদ্রেরই কার্য্য, কিন্তু উহা অগ্নি দ্বারাই কৃত হইয়াছে।

শিবপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"পুরত্রয়ং বিরূপাক্ষস্তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ কৃতম্।
দগ্ধমপ্যথ দেবেশ ধীষণেন জগৎত্রয়ম্॥
অস্মদ্‌যশোবিবৃদ্ধ্যর্থং শরং ভোক্তুমিহার্হসি।
তৎক্ষণাৎ ত্রিপুরং দগ্ধ্বা ত্রিপুরং তচ্ছরঃ ক্ষণাৎ॥"
(২৪।৩৯-৪০)

রুদ্রের এই আগ্নেয় তেজ সম্বন্ধে পুরাণে প্রচুর প্রমাণ-বচন দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য বোধে সেই সকল স্থল উদ্ধৃত করা হইল না। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, রুদ্র যে কোন মুহূর্ত্তে কেবল ইচ্ছা মাত্রে সমস্ত চরাচর দগ্ধ করিতে সমর্থ—"দগ্ধুং সমর্থোমনসা ক্ষণেন সচরাচরম্।" (শিবপু° ২৪।২৯)

এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, পুরাণে রুদ্রের যে ত্রিপুর দহনের আখ্যায়িকা আছে, উহা বৈদিক ভিত্তিবিহীন নহে। বেদে যাহা সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে, পৌরাণিকগণ অতীত যুগান্তের জনশ্রুতিরাজির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লোক সমাজে তাহাই প্রকাশ করিতেন। পুরাণ-সংহিতাকার সেই সকল আখ্যায়িকা কাব্যের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

বেদ-সংহিতাসমূহে শিবের রুদ্র নামটীই প্রধান রূপে উক্ত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উহার অপরাপর নামের উল্লেখ বেশী নাই। পুরাণসমূহে যদিও শিবের বহু নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বেদব্যবহৃত চির গৌরবার্হ রুদ্র নামের বহুল প্রয়োগ পুরাণসমূহেও পরিলক্ষিত হয়। যিনি রুদ্র তিনিই শিব, কর্ম্মানুসারে আরও শত শত নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। রুদ্র মঙ্গলকর, এই জন্য তাঁহার নাম শঙ্কর; ব্রহ্মার কপাল তাঁহার করে সংলগ্ন ছিল এই জন্য তিনি কপালী যথা—

"ততঃ কপালী লোকেশ খ্যাতো রুদ্রো ভবিষ্যতি॥"
(বামন ৩য় অধ্যায়)

বিষ্ণুর সহস্র নামের ন্যায় শিবেরও সহস্র নাম আছে। এই সহস্র নামের প্রত্যেকটী নামই রুদ্রের বীর্য্যপ্রভাবলীলা ও গুণাদির পরিচায়ক। বেদসংহিতায় শিবলীলাসমূহের সূত্রও পরিলক্ষিত হয়। যে শাখাসমন্বিত সমগ্র বেদ এখন পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তন্মধ্যে রুদ্রাদি গুণাবতারগণের লীলাসূত্রের একেবারে অভাব হয় নাই। আমরা পুরাণসমূহকে বেদেরই পূরণ বলিয়া মনে করি। পুরাণে শিবলীলা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবৈদিক অভিনব কল্পনা বলা যাইতে পারে না।

পুরাণে পুনঃ পুনঃ শিবকে "জ্ঞানদ" বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। জ্ঞানার্থীরা শিবের শরণ গ্রহণ করিবেন, শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে এরূপ উপদেশ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও আছে—

"রুদ্রদায় প্রচেতসে মীঢ় পুষ্টমায় তব্যসে।
কেচেম শং তমং হৃদে।" (১।৪৩।১)

এই ঋক্ হইতেই পুরাণকার ভাব সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন,

"নমামি সততং ভক্ত্যা জ্ঞানদং বরদং শিবম্।"

আমরা পুরাণপাঠে জানিতে পারি শিব সঙ্গীতাচার্য্য, শিব তাণ্ডবনর্ত্তক ও বিষাণবাদক। ঋগ্বেদেও ইহার সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলায় ভেষজং।
তচ্ছং যো সুম্নমীমহে।" (১।৪৩।৪)

এস্থলে যে "গাথাপতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে রুদ্রদেব বৈদিক যুগে সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়াও সম্মানিত হইতেন।

শিবের অপর নাম পশুপতি। যদিও পাশুপতদর্শনে জীবাত্মাকে পশু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং শিবকে বদ্ধ

জীবের পতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্‌বেদে পশুপতি শব্দের মুখ্য অর্থ ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"শং নঃ করোত্যর্বতে যুগং মেধায় মেধ্যে।
নৃভ্যো নারিভ্যো গবে।" (১।৭৩,৬)

অর্থাৎ রুদ্রদেব আমাদের সম্পৎ বৃদ্ধি করেন এবং আমাদের অশ্ব মেষ ও গো প্রভৃতির মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।

এই রূপ আরও অনেক ঋকে পশ্বাদির উপরে রুদ্র দেবতার প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শিবের পশুপতি নামটীও অবৈদিক নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঋগ্‌বেদেও রুদ্রকে কপর্দ্দী বলা হইয়াছে। যথা—

"ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে
ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ।
যথা সমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে
বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্।" (১।১১৪।১)

কপর্দ্দী রুদ্র যে পশুপতি, তিনি যে গৃহস্থগণের আপদে বিপদে "শঙ্কর" এবং রোগে "বাবা বৈদ্যনাথ" এই ঋকে তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে।

শিব বীরগণের বরদাতা। পুরাণপাঠে জানা যায়, কত শত দৈত্য শৌর্য্য-বীর্য্য ও বিজয়লাভের নিমিত্ত শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেন, শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইতেন। বাণ, রাবণ, শাম্ব প্রভৃতি সহস্র সহস্র যোদ্ধা শিবের অনুচর ছিলেন। শিব যে বীরগণের প্রভু, পুরাণে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঋগ্‌বেদে আমরা ইহারও সূত্র দেখিতে পাই। ঋগ্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তপাঠে জানা যায়, শিব বীরগণের বীর, শিব সুখ শান্তি ও মঙ্গলদাতা এবং রণদুর্ম্মদ যোদ্ধা ও যুযুৎসুগণের বরদাতা। সমরে বিজয়লাভের জন্য পৌরাণিক শিবভক্তগণ যেরূপ শিবের কৃপা প্রার্থনা করেন, বৈদিক সময়েও রুদ্রের নিকট যুযুৎসুগণ সেইরূপ প্রার্থনা করিতেন যথা—

"অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া
ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্রমীঢ়্বঃ।
সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমা
চরারিষ্ট বীরা জুহবাম তে হবিঃ।" (১।১১৪।৩)

অর্থাৎ হে রুদ্র! আপনি বীরগণের প্রভু, আপনি পরোপকারী, আপনি আমাদের জনগণের প্রতি কৃপা করুন। আমরা যেন আমাদের অবিপন্ন যোদ্ধৃবর্গের সহিত আপনার নিমিত্ত হবন করিতে সমর্থ হই।

ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয়মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে অনেকগুলি রুদ্রস্তোত্র দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক শিবস্তোত্রের ন্যায় এই সকল স্তোত্রগুলিও বিবিধ কামনায় পরিপূর্ণ। এই সকল স্তোত্রের মর্ম্ম এইরূপ—হে রুদ্র তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর, আমাদের যেন সূর্য্যহীন দেশে বাস করিতে না হয়, আমাদের ঘোড়াগুলি যেন নষ্ট না হয়, আমাদের যেন বংশ বৃদ্ধি হয়। তোমার সঞ্জীবন ঔষধে যেন আমি দীর্ঘজীবী হই। আমাদের পাপ তাপ রোগ শোক বিনষ্ট কর।

গুণাবতারগণের মধ্যে শিব "সৃষ্টিসংহারক" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্‌বেদের অনেকস্থলেই রুদ্র সম্বন্ধে এই গুণ আরোপিত হইয়াছে। পুরাণে আমরা শিবকে যেরূপ সংহারক রূপে দেখিতে পাই, বৈদিকযুগের রুদ্রও তদ্রূপ সংহারধর্ম্মী বলিয়াই খ্যাত।

পুরাণে শিবকে "বৃষধ্বজ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা ঋগ্‌বেদে স্পষ্টরূপে এইরূপ বর্ণনার ভিত্তি দেখিতে পাই। যথা—

১। "ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়া কুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।
অপভর্ত্তারপসো দৈবস্যাভী নু মা বৃষভ চক্ষমীথাঃ।" (২।৩৩।৭)

২। "প্রবভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহোমহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভির্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম।" (২।৩৩।৮)

লক্ষণালঙ্কার দ্বারা বৃষবাহন রুদ্র এস্থলে "বৃষভ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যে "রজতগিরিনিভ" শুভ্র বর্ণ উদ্ধৃত ঋকের "শ্বিতীচে" পদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটী ঋকে "বৃষভ" শব্দের উল্লেখ আছে যথা—

"এবা বভ্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি।
হবনশ্রুন্নো রুদ্রেহ বোধি বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ।" (২।৩৩।১৫)

রুদ্রের দেহের বর্ণ বভ্রু (brown) বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রে শিবের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান আছে। সুতরাং বৈদিক রুদ্রেরও ভিন্ন ধ্যান থাকা অসম্ভব নহে। বাস্তবিক শিব যেমন বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, রুদ্রও তেমনি বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট। ঋগ্‌বেদে তাহারও প্রমাণ আছে যথা—

"স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রোবভ্রুশুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্বাউ যোষদ্ রুদ্রাদসুর্য্যম্॥" (২।৩৩।৯)

শিব যেমন "রজতগিরিনিভ" শুভ্র সমুজ্জ্বল, ঋগ্‌বেদে রুদ্রও সেইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"যঃ শুক্রইব সূর্য্যোহিরণ্যমিব রোচতে।" (১।৪৩।৫)

ঋগ্‌বেদের অপর স্থানেও (১।১১৪।৫) রুদ্রের এইরূপ রজতগিরিনিভ সমুজ্জ্বলতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদে রুদ্র "সহস্র চক্ষুঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (অথর্ব্ববেদ ১১।২।১৭)। বাজসনেয়সংহিতাতেও সহস্রনয়ন রুদ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ
সহস্রশোঽবৈষাং হেড ঈমহে।" (১৬।৭)

বিদ্যুৎ শিবেরই প্রহরণ, শিব যদ্দ্বারা মদন ভস্ম করিলেন ও ত্রিপুর দহন করিলেন, তাহা বৈদ্যুতিক শক্তিরই লীলাবিকাশ। ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে—

"যাতে বিদ্যুদব সৃষ্টা দিবস্পরি" ইত্যাদি। (৭।৪৬।৩)

এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিদ্যুৎই রুদ্রশক্তি। এই সপ্তমমণ্ডলের ৪৬ সূক্তের ১ম ঋকেই রুদ্রকে "তিগ্মায়ুধ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ২।৩৩।১০-১১, ৫।৪২।১১ ও ১০।১২৫।৬ ইত্যাদি স্থানে রুদ্রের আয়ুধের উল্লেখ আছে। শিবের এতাদৃশ আয়ুধতত্ত্বও পৌরাণিকগণের নিকট সুবিদিত। অথর্ব্ববেদেও (১।২৮।১ ; ৬।৯৩।১ ; ১৫।৫।১-৭) রুদ্রায়ুধের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণকারগণ সংহারক শূলীর হস্তেও বিবিধ অস্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। কার্য্যতঃ রুদ্রাস্ত্র ও শিবাস্ত্র একই নিমিত্ত ব্যবহৃত। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে শিবসহস্র-নামে লিখিত হইয়াছে—

"বজ্রহস্তশ্চ বিষ্কম্ভী চমূস্তম্ভন এব চ"

আমরা ঋগ্‌বেদেও "বজ্রহস্ত" রুদ্র দেবকে দেখিতে পাই যথা—

"শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহো।
পর্ষিণঃ পারমংহসঃ স্বস্তি বিশ্বা অভীতী রপসো যুযোধি।"
(২।৩৩।৩)

শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়সংহিতাতেও আমরা শিব নামের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা—

"এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতী হি অবতত ধন্বা পিনাকাবাসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি।" (৩।৬১)

রুদ্র দেবতা কি নিমিত্ত শিব নাম প্রাপ্ত হইলেন, এখানে তাহার কারণও উল্লিখিত হইয়াছে। রুদ্র নিজ সেবকদিগের প্রতিহিংসা করেন না, তাহার ক্রোধ না হইলেই প্রজাদের মঙ্গল হয়, সুতরাং তিনি শিব। আবার তিনি স্বীয় সেবককে সর্ব্ব প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন এই নিমিত্তও তিনি শিব। তিনি মূজবান্ নামক পর্ব্বতবাসী, তিনি কৃত্তিবাস ও পিনাক-ধারী এবং শত্রু নাশ করার নিমিত্ত নিরন্তর অবরোপিতধনুষ্ক। শুক্ল যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রে পৌরাণিক শিবের আরও পরিস্ফুট বৈদিক পরিচয় পাওয়া গেল।

শিব যে ব্যাধিসংহর্ত্তা এই জ্ঞান ভারতবাসী হিন্দুদের হৃদয়ে বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক যুগের ঋষিগণ প্রাচীন ঋক্ মন্ত্রে ইহাকে "ভিষক্তমং" (২।৩৩।৪) বলিয়া অভিহিত করিতেন, এবং রোগ হইতে বিমুক্ত রাখার জন্য (২।৩৩।২) এবং বীরগণের দেহ কার্য্যক্ষম করিয়া দিবার জন্য (২।৪৩।৪) প্রার্থনা করিতেন। পশুদিগের রোগচিকিৎসার জন্যও রুদ্রদেবের প্রার্থনা করা হইত। রুদ্র ঔষধ দান করেন (২।৩৩।১২), রুদ্র প্রত্যেক রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করেন (৫।৪২।১১), সহস্র সহস্র ঔষধ তাঁহার সুবিদিত (৭।৪৬।৩), ভাল ভাল সুনির্ব্বাচিত ঔষধ সততই তাঁহার হাতে থাকে (১।১১৪।৫), তাঁহার হাতের গুণে সর্ব্বরোগ আরোগ্য হয়, তাঁহার ঔষধের গুণে লোক শত বর্ষ জীবিত থাকে (২।৩৩।২), শিশুদিগের রোগমুক্তির জন্য তাঁহার প্রার্থনা প্রয়োজনীয় (৭।৪৬।২ , মানুষ ও পশ্বাদির মারিভয়নিবারণ ও গ্রামের স্বাস্থ্যসংরক্ষণের জন্য তাঁহার আরাধনা আবশ্যক (১।১১৪।১), এই নিমিত্ত তিনি "জলাষ ভৈষজ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও তাঁহার এই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় (১।২৭।৬ ; ১।৪৩।৪ ; ২।২৭।৬) যজুর্ব্বেদেও রুদ্রের চিকিৎসা-কার্য্যের পরিচয় আছে যথা—

"ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্।
সুখং মেষায় মেষ্যৈ।" (৩।৫৯)

অর্থাৎ হে রুদ্র! তুমি ঔষধ স্বরূপ সর্ব্বোপদ্রব নাশ কর। সুতরাং আমাদিগের জনগণকে গো অশ্ব মেষ প্রভৃতিকে সর্ব্বব্যাধি-নিবারক ঔষধ প্রদান কর।

এতদ্ব্যতীত আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে (৪।৮।৪০) এবং কৌশিকসূত্রে রুদ্রের চিকিৎসাকার্য্যের পরিচয় আছে। মহাভারতেও শিবসহস্র নামে শিবকে ধন্বন্তরি বলা হইয়াছে যথা—

"ধন্বন্তরি ধূমকেতুঃ স্কন্দো বৈশ্রবণ স্তথা।"

ইহার টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—'ধন্বন্তরি মহাবৈদ্যঃ "ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি ইতি মন্ত্র প্রসিদ্ধঃ।"

ফলতঃ সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগ হইতে রুদ্র বা শিব এদেশে বৈদ্যনাথ রূপেও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ঋগ্‌বেদের যুগে আর্য্যগণ রুদ্রের নিকট বংশবৃদ্ধির কামনা করিতেন (২।৩৩।১), এখনও এদেশের মেয়েরা সন্তানকামনায় শিবের প্রসাদ নিমিত্ত সোমবারে উপবাস করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ ধন সম্পত্তি প্রভৃতির নিমিত্ত রুদ্রের নিকট ঋক্‌মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেন যথা—

"যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়জে পিতা তদাশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু।" (১।১১৪।২)

অর্থাৎ হে রুদ্র! আমাদের পিতা মনু তোমার আরাধনা করিয়া যে ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তোমার কৃপা নিদেশে আমরা যেন সেই সকল ধনসম্পত্তি লাভ করিতে পারি। এ ছাড়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্রে এইরূপ ধনসম্পত্তিলাভের প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনেয়সংহিতায় দেখা যায়, রুদ্র-উপাসকগণ রুদ্রের নিকট ধনসম্পত্তির প্রার্থনা করিতেন তদ্‌যথা—

"অব রুদ্র মদীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকম্। যথা নো বসা সস্করদ যথা নঃ যথা শ্রেয়সস্করদ্য যথা নো ব্যবসায়য়াৎ।" (৩।৫৮)

এস্থলে যেমন আমরা একদিকে ধনবরদাতৃত্বের পরিচয় পাইতেছি, সেইরূপ শিবের অপর সুপ্রসিদ্ধ ত্র্যম্বক নামটিও এইস্থলে পরিলক্ষিত হইতেছে। ত্র্যম্বক শব্দের ব্যাখ্যায় মহীধর লিখিয়াছেন, 'ত্র্যম্বকম্—ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রাণি যস্য তাদৃশং দেব মব ত্রিনেত্রোত্থয়ং দেব ইত্যাদি।'

এস্থলে রুদ্রদেবকে স্পষ্টতঃই ত্রিনেত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমরা শিবের ধ্যানেও "পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং" দেখিতে পাই। সুতরাং এই ত্রিনেত্রেও শিব যে যজুর্ব্বেদের সময়েও যজুর্মন্ত্রে উপাসিত হইতেন, এই স্থানে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্বে বাজসনেয়সংহিতা হইতে একটী মন্ত্র (৩।৬১) উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ইনি কৃত্তিবাস। সুতরাং শিবের ধ্যানের "ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং" পদটী এতদ্দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে। অপিচ রুদ্রদেব বৈদিক যুগের যেমন ধনবর দান করিয়া ঐশ্বর্য্যকামিগণের হৃদয়ে সকাম ভক্তি বর্দ্ধন করিতেন, পৌরাণিক যুগে সেই ভীষণ সংহারক রুদ্র "শিব" নামে খ্যাত হইয়া ধনলোলুপ ভক্তগণের কামনাপূরণে সততই সম্মত। যথা শ্রীভাগবতে—

"দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবং।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা নতু লক্ষ্মাঃ পতিং হরিম্॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ।
বিরুদ্ধ শীলয়োঃ প্রভ্বো র্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ॥
শ্রীশুক উবাচ।
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চতামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥
ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্॥" (১০।৮৮)

ধনার্থী ব্যক্তিগণ ধন কামনায় এখনও শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৩ অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রটী এই—

"শিবো নামাসি। স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ। নিবর্ত্তয়া ম্যায়ুষে ন্নাস্থায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্থায় সুবীর্য্যায়।" (৩।৬৩)

অর্থাৎ তোমার নাম শিব। তোমার পিতার নাম স্বধিতী, তোমায় নমস্কার। আমাদের প্রতি হিংসা করিও না। আমি তোমাকে আয়ু প্রদানের নিমিত্ত, অন্ন প্রদানের নিমিত্ত, বংশ প্রদানের নিমিত্ত, সম্পত্তি দানের নিমিত্ত, সন্তানদানের নিমিত্ত এবং ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত নিবর্ত্তন করি।*

রুদ্রের ধনদাতৃত্ব সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদেও প্রমাণ আছে। যথা—

"সোঽর্য্যমা স বরুণঃ সরুদ্রঃ স মহাদেবঃ।
স রুদ্রো বসুবনির্ব্বসুদেয়ে নমোবাকে বষট্‌কারোঽনুসংহিতাঃ॥" (১৩।৪।৪)

রুদ্রকে এস্থলে মহাদেব নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে আমরা বহুস্থলে রুদ্রের পশুপতি নাম দেখিতে পাই। শর্ব্ব ও ভব নামের উল্লেখও যথেষ্ট আছে। ফলতঃ শিব, পশুপতি ও মহাদেব প্রভৃতি নামগুলি যে প্রাচীন বৈদিক সময়েও সুপ্রচলিত ছিল, এই সকল প্রমাণে সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়।

যজুর্ব্বেদের "শতরুদ্রীয়" ক্রোধ প্রশমনের নিমিত্ত স্তুতি বিশেষ। ইহাতে পূর্ব্ব লিখিত বিষয়গুলির অনেক কথাই সন্নিবিষ্ট আছে। শতরুদ্রীয় স্তবে আমরা মহাদেবের নিম্নলিখিত পুরাণপ্রসিদ্ধ নামগুলি দেখিতে পাই—গিরিশ, ('গিরৌ কৈলাসে শেতে গিরিশরিতি' মহীধরঃ) গিরিত্র ('গিরৌ কৈলাসে স্থিতো ভূতানি ত্রায়ত ইতি গিরিত্র' মহীধরঃ), ভিষক্, নীলগ্রীব (নীলকণ্ঠ), কপর্দ্দী, ভব, শর্ব্ব, পশুপতি, শিতিকণ্ঠ, সোম, রুদ্র, উগ্র, শিব, শিবতর, নীললোহিত (১৬।৪১)।

শতপথব্রাহ্মণে (৬।১।৩।৭ ১৯) রুদ্র ও অগ্নি একই দেবতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং রুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ইতিবৃত্ত

* মহীধর বলেন, এখানে চূড়াকরণের সময়ে ক্ষুরকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রথম অংশ ক্ষুরের প্রতি যজমানের বাক্য। দ্বিতীয়াংশে যজমানের প্রতি ক্ষুরের বাক্য অর্থাৎ ক্ষুর বলিতেছেন, তোমার দীর্ঘ-জীবন প্রভৃতির নিমিত্ত আমি তোমার মস্তক মুণ্ডন করিতেছি। ফলতঃ বৈদিক মন্ত্রের অর্থোদ্ধার করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মহীধরের ব্যাখ্যা সুসঙ্গত কি না সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু আমরা উক্ত মন্ত্রের যে অনুবাদ করিয়া দিলাম, উহা বেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অসম্মত নহে। অনেকেই উহার ঐ রূপ মুখ্য অর্থ করিয়াছেন। এখানে রুদ্রেরই মহিমকীর্ত্তন করা হইতেছে। তবে চূড়াকরণে এই মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়াই সম্ভবতঃ মহীধর উহার ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন।

আছে। শর্ব্ব ও ভবাদি নামগুলি অগ্নিরই পৃথক্ নাম। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "প্রাচ্যাদিদেশভেদেন শর্ব্বাদি নামভেদেঽপি দেবতা এক এব।" অর্থাৎ প্রাচ্যাদি দেশভেদে নাম-ভেদ হইলেও দেবতা একই। সর্ব্বাদি অষ্টমূর্ত্তির বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে এই শতপথব্রাহ্মণেই দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় ও বিষ্ণুপুরাণে যে রুদ্রোৎপত্তির প্রসঙ্গ আছে, তাহা শতপথব্রাহ্মণের বিবরণেরই অনুরূপ। শাঙ্খায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণেও এই আখ্যায়িকাটী কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্র দেবতার সহিত অগ্নিদেবতার একতাসম্বন্ধ বিষয়ে মহাভারতে বন পর্ব্বেও পরিচয় পাওয়া যায় যথা—

"আগম্য মনুজব্যাঘ্র সহ দেব্যা পরন্তপ।
অর্চ্চয়ামাস সুপ্রীতো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহুঃ রুদ্রসূনুস্ততস্তু সঃ।
রুদ্রেণ শুক্রমুৎসৃষ্টং তৎ শ্বেতঃ পর্ব্বতোঽভবৎ॥"

কালাগ্নিরুদ্র নামেও মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, এই নামে একখানি উপনিষদ্ও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, রুদ্রের বিশ্বতো মুখ। সুতরাং শিবপ্রতিমার পঞ্চ মুখের শ্রৌতভিত্তির প্রমাণও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। অথর্ব্বশির উপনিষদে মহেশ্বর ঈশান, শম্ভু ও মহাদেব প্রভৃতি নামে ও স্থানে স্থানে রুদ্রদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই উপনিষদে উমার নামও দেখিতে পাওয়া যায়। মহেশ্বরাদি নামের ব্যাখ্যাও অথর্ব্বশীর্ষ উপনিষদে লিখিত হইয়াছে।

কৈবল্য উপনিষদে শিবমূর্ত্তি আরও প্রস্ফুট যথা—

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

এতদ্ব্যতীত নীলরুদ্রোপনিষদ্ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উপনিষদে রুদ্র ও শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কৈবল্যোপনিষদে আমরা শিবপত্নী উমার নাম প্রাপ্ত হইতেছি। শুক্লযজুর্ব্বেদ পাঠে জানা যায়, অম্বিকা দেবী মহাদেবের সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। (৩৷৫৭) কিন্তু তিনি রুদ্রের ভগিনী বলিয়াই সে স্থলে পরিচিতা। কেন উপনিষদে আমরা সর্ব্বপ্রথমে হৈমবতী উমার পরিচয় পাই। যথা—

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাং উমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।" (কেন ৩৷১২)

দেবগণ কি প্রকার সর্ব্ব প্রথমে এই হৈমবতী উমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইলেন, এই উপনিষদেই তাহারও বিবরণ আছে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম একদা দেবতাগণকে বিজয় প্রদান করেন, কিন্তু দেবতারা ব্রহ্মশক্তি বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকেই প্রকৃত বিজেতা বলিয়া মনে করেন। দেবতাদের এই ভ্রম ধারণা নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্ম তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হন। দেবতারা তখন ব্রহ্মের নিকট বায়ু ও অগ্নিকে প্রেরণ করেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কি শক্তি আছে? অগ্নি বলেন, আমি যে কোন পদার্থ দহন করিতে পারি। বায়ু বলেন, আমি বস্তু সমূহ উড়াইয়া লইতে পারি। ব্রহ্ম তখন তাঁহাদের শক্তিপরীক্ষার্থ এক গাছি তৃণ তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু অগ্নি উহা দহন করিতে পারিলেন না, বায়ু উহা উড়াইতে সমর্থ হইলেন না। বায়ু ও অগ্নি অপ্রতিভ হইলেন এবং কে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। দেবগণ তখন ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র উপস্থিত হওয়া মাত্রই ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র তখন আকাশে বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় উমা বলিলেন, ইনি ব্রহ্ম।

ভাষ্যকার উমাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা রমণীয়া রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রের সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১৮ অনুবাক) "অম্বিকাপতয়ে" পদ আছে। যথা নারায়ণীয়োপনিষদে "অম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমোনমঃ।" সায়ণ ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "অম্বিকা জগন্মাতা পার্ব্বতী—তস্যাঃ ভর্ত্রে অম্বিকাপতয়ে"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা শব্দেরও প্রয়োগ আছে। সায়ণ এই উমাকেও "রুদ্রপত্নী" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গৌরী ও পার্ব্বতী নামটীও বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত। পার্ব্বতীও রুদ্রপত্নী বলিয়াই বৈদিক যুগ হইতে পরিচিতা।

নারায়ণীয় উপনিষদ্‌খানি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। এই উপনিষদ্‌খানি তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপনিষৎ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে আমরা রুদ্র ও তৎপত্নীর বহু পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই উপনিষদে রুদ্রগায়ত্রী ও দুর্গাগায়ত্রী আছে। দুর্গা কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধ। দুর্গা এই উপনিষদে দুর্গি ও কন্যকুমারী নামেও অভিহিতা। দুর্গার একটী প্রণামও এই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।"

এখানে দুর্গা "অগ্নিবর্ণা" বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। অগ্নি রুদ্রেরই একমূর্ত্তি, অগ্নি ও রুদ্র এক বলিয়াই স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে—

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥"

কালী করালী প্রভৃতি নামগুলি এস্থলে অগ্নিজিহ্বা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, ইঁহারা অগ্নি বা রুদ্রশক্তি।

দুর্গা উমা হৈমবতী ও পার্ব্বতী নাম রুদ্রপত্নী অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দুর্গার পার্ব্বতী নামের ব্যুৎপত্তি তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা নারায়ণীয়োপনিষদে—

"উত্তমে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখম্॥"

এই উপনিষদে রুদ্রেরও বহুল স্তবস্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণমতে, শিব সংহারকারক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনিই এক। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং যিনি সংহারকারক তিনিই শিব নামে অভিহিত।

"ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শম্ভুর্ব্রহ্মণস্তথা।
ন চাহং যুবয়োর্ভিন্নো হ্যভিন্নত্বং সনাতনম্॥
প্রধানস্য প্রধানস্য ভাগাভাগস্য রূপিণঃ।
জ্যোতির্ম্ময়স্য ভাগো মেঽনেকোঽনেকোঽহমংশকঃ॥
কস্ত্বং কোঽহঞ্চ কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।
অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্॥
চিন্তয়ন্ স্বাত্মনাত্মানং সম্ভবং কুরু চাত্মনি।
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠশম্ভুনাং হৃদ্গতং কুরু॥
শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈবেকস্য ধর্ম্মিণঃ।
অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর॥"

(কালিকাপু° ১১ অ°)

ভগবান্ গরুড়ধ্বজ মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মা আপনা হইতে ভিন্ন নহে, এবং আপনিও ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন এবং আমিও আপনাদের দুইজন হইতে ভিন্ন নহি। পরস্পরের যে এই অভিন্নতা ইহা সনাতন। প্রধান, অপ্রধান,খণ্ড অখণ্ড, সাকার ও জ্যোতির্ম্ময়, (নিরাকার) রূপে অবস্থিতি আমার দুই ভাগ,তোমরা দুইজন, আর আমি এক ভাগ। তুমিই বা কে? আমিই বা কে? এবং ব্রহ্মাই বা কে? পরমাত্মস্বরূপ আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, ইহা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনিই এক। যেরূপ এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ, তদ্রূপ আমার এই তিন অংশ। পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কিরূপে আবির্ভূত হন, কালিকাপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল।

এক দিন শিব ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন এক হইয়াও কেন বিভিন্ন হইয়াছেন, ইহার স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু শিব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে যখন জগৎ ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই প্রসুপ্তের ন্যায় তমোগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন দিবারাত্রি, পৃথিবী, জ্যোতিঃ, আকাশ, জল, বায়ু প্রভৃতি কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অদ্বয়, জ্ঞানময় এক পরমব্রহ্ম ছিলেন। সেই পরব্রহ্মেরই এই তিনরূপ। সেই পরব্রহ্মের কাল নামে আর একটী নিত্যরূপ আছে। যখন পরব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত এবং প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকেও তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। এই বিভক্ত শরীরত্রয় ত্রিগুণময় হইল, সেই অখণ্ড শরীরের ঊর্দ্ধভাগ চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ ও কমলকেশরসন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চি শরীরে পরিণত হইল। তাহার মধ্য ভাগে একমুখ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু শরীর, আর অধোভাগে পঞ্চানন চতুর্ভুজ স্ফটিকবৎ শুক্লবর্ণ শিবদেহ হইল। তখন তিনি ব্রহ্মশরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন। বিষ্ণুশরীরে স্থিতিশক্তি এবং শিবশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এক পরব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন কার্য্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা হইয়াছে। বস্তুতঃ আমরা বিভিন্ন নহি, তিন জনেই এক, অভিন্ন। (কালিকাপু° ১২ অ°)

শিব পিতার ঔরসে বা মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এরূপ কোনও প্রমাণ না পাইয়া কবি কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখিয়া গিয়াছেন—

"বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা"

অর্থাৎ শিবের কুলের কোনও পরিচয় নাই। ফলতঃ শিব স্বয়ম্ভূ। পুরাণ মাত্রেই শিবের বহু লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শিব পর্ব্বতবাসী, বেদেও ইহার প্রমাণ আছে। এই নিমিত্ত তিনি "গিরিশ" নামে খ্যাত। পুরাণে কৈলাসই শিবের বাসস্থান রূপে প্রকল্পিত হইয়াছে। শিবপুরাণে শিবের যে ধ্যান আছে, সেই ধ্যানই সুবিখ্যাত যথা—

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।
কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি।

কৈলাসপীঠাসনমধ্যসংস্থং ভক্তৈশ্চ নন্দ্যাদিভিঃ সেব্যমানম্।
ভক্তার্ত্তিদাবানলম প্রমেয়ং ধ্যায়েদুমানন্দিতবিশ্বরূপম্॥"

আমরা এই শ্লোকত্রয়ে শিবমূর্ত্তির অতি পরিস্ফুট প্রতিচ্ছবি মানসনেত্রে সন্দর্শন করিতে পাই। শিবের বর্ণ যে কর্পূর-ধবল ঋগ্বেদেও আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। হিম-গিরির কৈলাসশৃঙ্গে রজতগিরিনিভ কর্পূরগৌর মহাদেবের পদ্মাসনে সমাসীন, তাঁহার বামদিকে গিরিজা। তিনি পিনাকপাণি, ত্রিশূলধারী, ডমরু ও কপালও তাঁহার হস্তে শোভা পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পরশুও তাঁহার আয়ুধ, তাঁহার পাশুপতাস্ত্র ভুবনবিখ্যাত। তিনি জটাজুটধারী (কপর্দ্দী), বৃষবাহন, বৃষধ্বজ ও নীলকণ্ঠ। ভুজঙ্গ মালাই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অলঙ্কার। তন্ত্রে শিবের বহু প্রকার ধ্যান আছে, তাহা পরে আলোচ্য। পুরাণে শিবলীলায় বহু আখ্যান আছে। কতিপয় আখ্যান হইতে সংক্ষেপে শিবচরিত বর্ণনা করা যাইতেছে।

শিবের একটী নাম কপালী। এই নামের সহিত শিবের একটী লীলা সংশ্লিষ্ট আছে। বামনপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবে জলময় হইয়া স্থাবর জঙ্গম চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অনল অনিল প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই সময়ে অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয় ভাব বই কিছুই ছিল না, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সমস্ত বস্তু কারণসলিলে নিমগ্ন ছিল। অর্ণবশায়ী ভগবান্ দেবপরিমাণ সহস্রবর্ষ এই কারণসলিলে নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রাবসানে তিনি রজোগুণে পঞ্চবদন ব্রহ্মাকে ও তমোগুণে পঞ্চবদন শঙ্করকে সৃষ্টি করিলেন। কপর্দ্দী উৎপন্ন হওয়া মাত্রই অক্ষমালা লইয়া যোগারম্ভ করিলেন। ভগবান্ শঙ্করের যোগ প্রভাব দেখিয়া মনে করিলেন, ইহাঁ দ্বারা এরূপে সৃষ্টির কার্য্য চলিবে না। তখন তিনি অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা ও শঙ্কর অহঙ্কারের বশীভূত হইলেন। উভয়ের মধ্যে ভীষণ কলহ উপস্থিত হইল। তখন শঙ্কর স্বীয় নখে ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিলেন, তদবধি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন এবং ঐ ছিন্ন মস্তক শঙ্করের করতলে সংলগ্ন হইয়া রহিল। এই সময় হইতেই মহাদেব কপালী নামে খ্যাত হইলেন। পরে তাঁহার দেহে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিল। মহাদেব ক্রমেই নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহাদেব বহুতীর্থ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার হস্ত-সংলগ্ন নরকপাল খসিয়া পড়িল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বারাণসীধামে অসিবরুণার মধ্যে স্নান করিবার নিমিত্ত উপদেশ করিলেন। তথায় স্নান করায় ব্রহ্মহত্যা পাপ দুরীভূত হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মার কপাল তখনও স্খলিত হইল না। তখন তিনি ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার সম্মুখস্থ এক সর্ব্বতীর্থাগ্রগণ্য হ্রদে স্নান করিলেন। স্নান করা মাত্রই তাঁহার হস্তের কপাল স্খলিত হইল। এই স্থানটী "কপালমোচন" তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে।

দক্ষযজ্ঞবিনাশ শিবলীলার এক অতি প্রধান ঘটনা। পৌরাণিকগণ শিবলীলার মধ্যে এই লীলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়। কোনও সময়ে দক্ষ প্রজাপতি এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ঋষি দেবতা প্রভৃতি সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়। কেবল শিবের নিমন্ত্রণ হইল না। দক্ষপ্রজাপতি নানাকারণে শিবের প্রতি অসন্তুষ্ট। দক্ষের অসন্তোষের কারণ নানা পুরাণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক শিবপত্নী সতী এই যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে গমন করেন। দক্ষ প্রজাপতি স্বীয় কন্যার সমক্ষে তাঁহার পতি শিবের অবমাননাসূচক বহু কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে পতিপ্রাণা সতীর মর্ম্মান্ত ক্লেশ উপস্থিত হইল। সেই ক্লেশের আতিশয্যে তিনি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগের সংবাদ সহসা কৈলাসে পৌঁছিল। মহাদেবের হৃদয়ে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ভূতপ্রেতপ্রমথগণ সহ দক্ষালয়ে গমন করিলেন, তখন সহস্র সহস্র শিবসেনা সহসা দক্ষযজ্ঞ-সম্ভারসমূহ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞে সমাগত দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিদারুণ উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন যজ্ঞস্থলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পিনাকপাণি মহাদেব দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাদেবের দুরন্তবীর্য্য ও প্রভাব দেখিয়া দেবতাগণ তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আশুতোষ স্তবে তুষ্ট হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত দেবগণের অঙ্গের ক্ষতি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন। যাহার যে অঙ্গ বিনষ্ট হইয়াছিল মহাদেবের প্রভাবে আবার তাঁহারা সেই অঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। দক্ষও শিবানুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন না। তবে তিনি যে মুখে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সেই মুখ আর তাঁহার প্রাপ্তিযোগ্য নহে বলিয়া মহাদেব দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজন করিয়া দিলেন। মহাদেব দেবতাগণের মধ্যে প্রধানতম চিকিৎসক ছিলেন, অস্ত্রবিদ্যা ও ভৈষজ্যাবিদ্যার তিনিই শিক্ষাগুরু। সুতরাং তাঁহার কৃপায় কেহ বিনষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাভ করিলেন, কেহ ছিন্নকেশ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কাহারও অঙ্গ ক্ষত তখনই প্রকৃতিস্থ হইল, কাহারও অসহনীয় গাত্রবেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইয়া গেল। দেবতাগণ বিস্মিত হইয়া আপন আপন

ধামে গমন, করিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা প্রণয়িনী সতীবিরহে মহাদেব একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পরম প্রেমিক মহাদেব পত্নীপ্রেমে অধীর হইয়া তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে উদাসভাবে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিষ্ণু শঙ্করের এই দশা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি তখন শিবস্কন্ধে বিন্যস্ত আলুলায়িতসতীদেহ সুদর্শন দ্বারা ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক এক স্থানে সতীর দেহের এক এক অংশ ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। এই সকল স্থান পীঠস্থান ও পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

শিব দেবতাগণের মধ্যে জ্ঞান-বৈরাগ্যের আদর্শাবতার। তপস্যা ও যোগ শিবের স্বভাবসুলভ নিত্য সম্পত্তি। সতীদেহ বিয়োগের পরে এক নির্জ্জন বনে শিব তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সতীদেবী নগেন্দ্ররাজ হিমবানের গৃহিণী মেনকাদেবীর গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য ও শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্তিবর নিমিত্ত অসাধারণ তপস্যার বিবরণ, বিবিধ পুরাণে বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শিবপুরাণের, বামনপুরাণের এবং কুমারসম্ভবের বর্ণনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সকল ঘটনা এদেশীয় পাঠক মাত্রেরই সুবিদিত, সুতরাং বাহুল্যবোধে এস্থলে তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা হইল না। শঙ্কর যে নিভৃতবনে তপস্যা করিতেছিলেন, পর্ব্বতরাজতনয়া পার্ব্বতীও শিবপ্রাপ্তির জন্য শিবের সমীপ-প্রদেশে থাকিয়া সেই বনেই দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। সমাধিমগ্ন মহাযোগী মহেশ্বর এই সময়ে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ছিলেন। সুতরাং গিরিরাজনন্দিনী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী মহাযোগিনী বেশে অবস্থান করিলেও তিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই।

এদিকে তারকাসুরের উপদ্রবে দেবগণ উৎপীড়িত হইয়া উঠিলেন। শিববীর্য্যসম্ভূত সন্তান ভিন্ন তারকাসুর অন্যের বধ্য নহে; দেবগণ এই তথ্য জানিতে পারিয়া হরযোগভঙ্গের নিমিত্ত বসন্তসহ মদনকে নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় সহচরাদিসহ মদন শিব-যোগস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাদেব ধ্যানমগ্ন। তিনি স্বীয় পরিণাম জানিয়াও মহাযোগী মহাদেবের প্রতি স্বীয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদনের বাণ অব্যর্থ। মদনবাণে দেবাদিদেব মহাযোগী মহেশ্বরও তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তিনি দেখিতে পাইলেন, পুষ্পধনু তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ক্রোধে শঙ্কর অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে তৎক্ষণাৎ ভীষণ অনলধারা প্রবাহিত হইয়া তড়িদ্বেগে মদনকে ভস্মীভূত করিল।

রতি ধূলি ধূসরিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন। সুখময় বসন্তবন সহসা যেন শ্মশানে পরিণত হইল। ধ্যানভঙ্গের পরে মহাদেব পার্ব্বতীকে দেখিয়া যেন না দেখার ন্যায় চলিয়া গেলেন। হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি শঙ্করের হৃদয়ে যে বাণ নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন, সে বাণের আগুন নিভিল না, উহাতে মহাদেবের হৃদয়ে বিকার উপস্থিত করিল। ধ্যান ভঙ্গের পরে তিনি পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া কামবাণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা তিনি নিজ মূর্ত্তিতে পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত না হইয়া একজন জটিল ব্রহ্মচারীর বেশে তপস্বিনী পার্ব্বতীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিবানুরাগপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎসমক্ষে নানাপ্রকারে শিবনিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পার্ব্বতীও তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারীকে শিবনিন্দা হইতে নিবৃত্ত করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু জটিল ব্রহ্মচারী তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া আবার যখন শিবনিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পার্ব্বতী তখন শিবনিন্দাশ্রবণের আশঙ্কায় স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে পরম করুণাময় মহেশ্বর স্বীয়রূপ প্রকটন করিয়া শৈলাধিরাজতনয়াকে কৃতার্থ করিলেন। উমার তপস্যা ফলবতী হইল। সখীবৃন্দ শৈলরাজ ও মেনকা দেবীর নিকট সকল সংবাদ প্রচার করিলেন। অতঃপর নগেন্দ্ররাজ হিমবান্ মহা সমারোহে শিবের সহিত স্বীয় দুহিতা পার্ব্বতীর শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

এই সকল বিষয় বামনপুরাণ, শিবপুরাণ ও কুমারসম্ভবে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহান্তে সুদীর্ঘকাল শিবপার্ব্বতী একত্র অবস্থান করেন। এই সময়ে শিববীর্য্যে (পার্ব্বতীর গর্ভে নহে) কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়। তিনিই দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুরকে নিহত করেন।

শিবের এক নাম ত্রিপুরারি। শঙ্কর ত্রিপুর দহন করিয়াই এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরদহন শিবলীলার অপর একটী প্রধান ঘটনা। ইহার মর্ম্ম এইরূপ, তারকাসুর নিহত হইলে তৎপুত্রত্রয় বিদ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ দেবতাগণের প্রভাব খর্ব্ব এবং স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্রহ্মার কৃপালাভার্থ দুশ্চর তপস্যা করেন। সুদীর্ঘকাল তপস্যায় ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বর দানের নিমিত্ত আগমন করেন। ব্রহ্মার বরে ভ্রাতৃত্রয় ইন্দ্রাদি দেবগণের অভেদ্য তিনটী পুর লাভ করেন, একটী স্বর্ণময়, অপরটী রজতময় এবং তৃতীয়টী লোহময়। ব্রহ্মার আদেশে ময়দানব এই ত্রিপুর রচনা করিয়াছিলেন। এই ত্রিপু-

রের অনন্তবৈভব এবং অলোকসামান্য প্রভাব অতি বিস্তৃত রূপে শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতায় ১৯ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম ব্যতীত কোনও বৈভব নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, দৈত্যত্রয় সম্যক্‌রূপে তাহা জানিতেন। এই নিমিত্ত ইহারা ত্রিপুরে ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মবলে, ঐশ্বর্য্যবলে ও মহাবীর্য্যে ত্রিপুরাধিপত্রয় ইন্দ্রাদি দেবগণকে একবারে বিত্রস্ত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

দেবগণ দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট স্বীয় স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি উহাদের বরদাতা. সুতরাং উহারা আমার বধ্য নহে। বিশেষতঃ ত্রিপুর পুণ্যময় নগর। পুণ্য থাকিতে কাহারও বিনাশ নাই। আপনারা শঙ্করের নিকট গমন করুন। তাঁহাদ্বারা ইহার প্রতিকার পাইতে পারিবেন। দেবতাগণ শিবের নিকট গমন করিলেন। শিব বলিলেন, ত্রিপুর পুণ্যময় স্থান, পুণ্য বর্ত্তমান থাকিতে ত্রিপুরের বিনাশ হইতে পারে না। আপনারা চক্রী বিষ্ণুর নিকট গমন করুন. বিষ্ণুর নিকট ইহার উপযুক্ত মন্ত্রণা পাইবেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, এজন্য আপনারা চিন্তা করিবেন না, ত্রিপুর বিনাশ মহাদেব দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, তবে যে পর্য্যন্ত ত্রিপুরে বেদধর্ম্ম প্রবল থাকিবে, তাবৎকাল ত্রিপুরের বিনাশ নাই। সুতরাং ত্রিপুরবিনাশের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রথমে ত্রিপুরবাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হইবে। ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই ত্রিপুরবৈভব স্বতঃই বিনষ্ট হইবে। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুর ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। দৈত্যগণ দেবতাদের চিরশত্রু। ইহাদের প্রভাব জগতের মঙ্গলজনক নহে। সুতরাং তজ্জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিষ্ণুর যুক্তিময়ী উক্তি শুনিয়া দেবগণ আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু, মায়ী মুণ্ডী নামে একজন ধর্ম্মধ্বংসকারী পুরুষের সৃষ্টি করিয়া উহাকে ত্রিপুরে পাঠাইলেন। উহার বেদবিশুদ্ধ উপদেশ ত্রিপুরে প্রচারিত হইতে লাগিল, ত্রিপুরবাসিগণ আপাতমনোরম উপদেশাবলী গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। ধর্ম্ম ও লক্ষ্মী ত্রিপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

দেবগণ সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহারা উপযুক্ত সময় দেখিয়া শিব সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। মহাদেব মহাসমারোহে অসংখ্য সৈন্য ও সমরসম্ভার লইয়া ত্রিপুর বিনাশের নিমিত্ত অভিযান করিলেন, দেবগণ সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দেবগণ সহ পিনাকপাণি পুরত্রয় সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং এক কালাগ্নিরুদ্র স্বরূপ পাশুপতবাণে এক নিমিষের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যত্রয়ের অনন্তবৈভবপূর্ণ অপরের অভেদ্য ত্রিপুর, ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র কেবল ইচ্ছাশক্তিতে বিশাল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারেন, ত্রিপুরদহনকালে তাঁহার এই আড়ম্বরপূর্ণ উদ্যোগ কেবল লৌকিক লীলা মাত্র। এই ঘটনা হইতেই মহাদেব রুদ্র ত্রিপুরারি ও ত্রিপুরান্তক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

রামায়ণ ও মহাভারতে মহাদেব বীররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই দুই গ্রন্থেও তাঁহার বীরত্বের বহুল আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর সহিত মহাদেবের যুদ্ধের কথা রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যে মহাদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন মহাভারতে এই বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতীয় বাণপর্ব্বাধ্যায় পাঠে জানা যায় যে জয়দ্রথবধের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া স্তব স্তুতিতে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ করেন। অনুশাসনপর্ব্বেও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। আমরা শিবপুরাণে উহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্দ্দশ অধ্যায় মহাদেবের মাহাত্ম্যপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত আরও বহু স্থলে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উপমন্যুর মাতা মহাদেবের যে চরিত প্রকটন করিয়াছেন, তাহা শৈবমাত্রেরই অতীব সমাদৃত তত্ত্ব। [মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের ১৪ অধ্যায়ের ১৪০ হইতে ১৬৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।] মহাদেবের অনন্ত মূর্ত্তি ও অনন্ত ভাবের কথা এস্থলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"একবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রশ্চ ত্রিবক্ত্রোঽনেকবক্ত্রকঃ"

অপিচ—

ষণ্মুখো বৈ বহুমুখস্ত্রিনেত্রো বহুশীর্ষকঃ।
অনেককটিপাদশ্চ অনেকোদরবক্ত্রধৃক্ ॥
অনেকপাণিপার্শ্বশ্চ অনেকগণসংবৃতঃ।"

আমরা তন্ত্রেও মহাদেবের বহুধ্যান দেখিতে পাই, উহা অতঃপর আলোচ্য। অনুশাসন পর্ব্বের আরও কতিপয় স্থলে কৃষ্ণ মহাদেবকে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের সকল গুণে বিভূষিত করিয়া তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়াছেন। ভীষ্মপর্ব্বে ও সভা পর্ব্বে মহাদেবের মাহাত্ম্য ও গুণলীলাদির উল্লেখ আছে। ভীষ্ম পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুর্গাস্তব করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যথা—

"শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্র মুদীরয় ॥"

মহাভারতে শিবমাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় বহু কাহিনী বর্ণিত আছে। ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় মহাবাক্যের মূলসূত্রও মহাভারত হইতে পরিগৃহীত। একদা অর্জ্জুন একটী শূকর দেখিয়া উহাকে

আক্রমণ করিতে ধাবিত হন। একটী দানব মায়াবলে শূকর-রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ে মহাদেব অর্জ্জুনের বীরত্ব পরীক্ষার জন্য কিরাতরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করেন। শূকররূপী মহাদেব বলেন, আমি শূকরকে নিহত করিব, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। উভয়েই এক সময়ে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে বীরকেশরী অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ব্যাধ, তুমি মৃগয়াধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়াছ, অতএব তোমাকে আমি বধ করিব। কিরাত বলিলেন, আমি প্রথমতঃ শূকরকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, শূকরকে আমি নিহত করিয়াছি, এখন তোমাকেও নিহত করিব। অতঃপর উভয়ে তুমুল সংগ্রাম হইল। অর্জ্জুনের অলোকসামান্য বীরত্বে প্রীত হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

রামায়ণে শিবজটায় গঙ্গাপ্রাদুর্ভাবের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

ভগীরথ পিতৃকুল উদ্ধারার্থ গঙ্গাবতরণের নিমিত্ত বহুকাল ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কমণ্ডলুবিহারিণী গঙ্গাদেবীকে কার্য্যোদ্ধারার্থ পৃথিবীতে অবতরণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মা ভগীরথকে বর দিয়া বলেন, গঙ্গা পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন বটে, কিন্তু অবতরণ কালে কেবল শিব ভিন্ন অপর কেহ ইহার প্রবাহবেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং মহাদেবের নিকটও প্রার্থনা করিতে হইবে।

"ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্॥
গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ॥"

(বালকাণ্ড ২২।২৩-২৪)

ভগীরথ ব্রহ্মার আদেশে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। আশুতোষ ভগীরথের আরাধনায় প্রীত হইয়া গঙ্গাবেগ ধারণে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু গঙ্গাদেবীর মনে এই সময়ে একটী অভিনব ভাবের উদয় হইল, তিনি অবতরণের সময়ে মনে করিতে লাগিলেন যে আমি দুঃসহ স্রোতে শঙ্করকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব গঙ্গাদেবীর এই গর্ব্বপূর্ণ দুঃসাহসের কথা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিয়া তাঁহার গর্ব্বনাশের জন্য স্বীয় জটাজাল বিস্তার করিয়া দিলেন। হিমালয়ের বিশাল গহ্বরের ন্যায় জটাগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া জাহ্নবী আর বাহির হইবার পথ পাইলেন না। তিনি আকুলা হইয়া শিবজটায় বহুকাল বিচরণ করিতে লাগিলেন। কপর্দ্দী বহুবৎসর আপন জটাজালে জাহ্নবীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—

'হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে।
সা কথঞ্চিন্মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা॥
নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমণ্ডতঃ।
তত্রৈবাবাভ্রমদ্ দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্॥"

(বালকাণ্ড ৪৩।৭-৮)

ভগীরথ পুনর্ব্বার মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করেন। অবশেষে ভগীরথের তপস্যায় শিবজটাজাল হইতে জাহ্নবী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিবের অপর একটী প্রসিদ্ধ নাম নীলকণ্ঠ, এই নামের সহিতও শিবলীলার ইতিহাস বিজড়িত। কোনও সময়ে দেবাসুরগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অমৃতোদ্গম হওয়ার পূর্ব্বেই মন্থনবেগে সমুদ্র হইতে নীলাঞ্জন সদৃশ ভীষণ হলাহল উদ্গীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। সেই কালকূট দেখিয়া দেবদানবগণ বিস্মিত ও ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা দেবাসুরগণের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহাদের হিতের জন্য স্বয়ং শিবের স্তবে প্রবৃত্ত হয়েন। ভগবান্ ভবানীপতি ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাকে দর্শন দান করেন। ব্রহ্মা বলেন, সমুদ্রমন্থনে নীলাঞ্জনসদৃশ কালকূট উদ্গীর্ণ হইয়াছে, আপনি ইহা পান না করিলে এই বিষবেগে এ জগৎ বিনষ্ট হইবে, সকল লোকের হিতার্থে আপনাকে এই হলাহল পান করিতে হইবে। আপনি ভিন্ন এই বিষবেগ সহ্য করিতে পারে জগতে এরূপ আর কেহ নাই। পরম করুণাময় আশুতোষ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সংবর্ত্তকাগ্নির ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ হলাহল পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই হলাহল পানের সময় উহার তীব্র নীল তেজ মৃণালধবল মহাদেবের রজতশুভ্র কণ্ঠে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল এবং মহাদেবের এই সর্ব্ব লোকরক্ষাজনক কীর্ত্তির বিজয়পতাকা রূপে ঐ নীলবর্ণ তাঁহার কণ্ঠে চিরদিনের তরে আসক্ত হইয়া রহিল। এই ঘটনা হইতেই মহাদেব নীলকণ্ঠ নাম প্রাপ্ত হয়েন।

জালন্ধর, অন্ধক ও দারুক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দৈত্যগণের বিনাশের সময় শঙ্করের প্রভূত শৌর্য্যবীর্য্যময়ী লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রার্দ্ধজটা-কলাপ-কীর্ত্তিপ্রভাদ্যোতিতশেখর মহাদেবের যোগবৈভব, বৈরাগ্য বৈভব, ও শৌর্য্যবৈভব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির পত্রে পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কেহই তাঁহার লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ইহাই শাস্ত্র ও স্তোত্র সকলের শেষ সিদ্ধান্ত।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত আছে—

"হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ।
ভক্তানামনুকম্পার্থং দর্শনঞ্চ যথা শ্রুতম্॥" (১৪।১১৭)

সেই বিশ্বরূপী মহেশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। ভক্তগণের প্রাত দয়া করিয়া নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। বাস্তবিক নানা তন্ত্রে আমার শিবের নানা মূর্ত্তির পরিচয় পাই। তন্মধ্যে সারদাতিলক তন্ত্র (১৯শ ও ২০শ পটল) হইতে তাঁহার কএকটী প্রধান মূর্ত্তির ধ্যানরূপ উদ্ধৃত হইল—

১। সদাশিবের রূপ যথা—

"মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবা-বর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি-
স্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশবিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং।
শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতিহরন্দধানমতোতাকল্পোজ্জ্বলং চিন্তয়েৎ।"

২। ঈশানের রূপ—

"শক্তিডমরুকাভীস্তিবরান্ সংবিভ্রতং করৈঃ।
ঈশানং তীক্ষ্ণং শুভ্রমৈশাক্ষাং দিশি পূজয়েৎ।"

৩। তৎপুরুষের রূপ—

"পরশ্বেণবরাভীতীর্দ্দধানং বিদ্যুদুজ্জ্বলং।
চতুর্ম্মুখং তৎপুরুষং ত্রিনেত্রং পূর্ব্বতোঽর্চ্চয়েৎ।"

৪। অঘোরের রূপ—

"অক্ষস্রজং বেদপাণৌ শৃণিং ডমরুকস্ততঃ।
খট্বাঙ্গং নিশি চং শূলং কপালং বিভ্রতং করৈঃ।
অঞ্জনাভং চতুর্ব্বক্ত্রং ভীমদংষ্ট্রং ভয়াবহং।
অঘোরং তীক্ষ্ণং যাম্যে পূজয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ।"

৫। বামদেবের রূপ—

"কুঙ্কুমাভং চতুর্ব্বক্ত্রং বামদেবং ত্রিলোচনং।
বরাভয়াক্ষবলয়কুঠারন্দধতং করৈঃ।
বিলাসিনং স্মেরবক্ত্রং সৌম্যে সৌম্যকমর্চ্চয়েৎ।"

৬। সদ্যোজাতের রূপ—

"কর্পূরেন্দুনিভং দেবং সদ্যোজাতং ত্রিলোচনং।
হরিণাক্ষগুণাভীতিবরহস্তং চতুর্ম্মুখং।
বালেন্দুশেখরোল্লাসিমুকুটং পশ্চিমে যজেৎ।"

৭। হরপার্ব্বতীর রূপ—

"বন্দে সিন্দূরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং
ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগং।
বামোরুন্যস্তপাণেররুণকুবলয়ং সন্দধত্যাঃ প্রিয়ায়া
বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তং॥

৮। মৃত্যুঞ্জয়ের রূপ—

"চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং।
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভং।
কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥"

৯। মহেশের রূপ—

"কৈলাসাদ্রিনিভং শশাঙ্কসকলস্ফূর্জ্জজ্জটামণ্ডিতং
নাসালোকনতৎপরং ত্রিনয়নং বীরাসনাধ্যাসিনং।
মুদ্রাটঙ্ককুরঙ্গজান্বিবিলসৎপাণিং প্রসন্নাননং
কক্ষাবদ্ধভুজঙ্গমং মুনিবৃতং বন্দে মহেশং পরং।"

১০। দক্ষিণামূর্ত্তির রূপ—

"স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালা-
মমৃতকলসবিদ্যাজ্ঞানমুদ্রাকরাগ্রৈঃ।
দধতমুরগশূলং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে।"

১১। নীলকণ্ঠের রূপ—

"বালার্কযুতভেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতভূষণৈর্জ্জপবটীশূলং কপালং করৈঃ।
খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎ পঞ্চাননং সুন্দরং
ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমজনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে।"

১২। অর্দ্ধনারীশ্বর যথা—

"নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপালকশূলহস্তং।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দু-বদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপং।"
রক্তাভমিন্দুসকলাভরণং ত্রিনেত্রং
খট্বাঙ্গপাশশৃণিশুভ্রকপালহস্তং।
বেদাননং নিবিড়নাসমনর্ঘ্যভূষং
রক্তাঙ্গরাগকুসুমাংশুকমীশমীড়ে।"

১৩। পঞ্চানন যথা—

"ঘণ্টাকপালশৃণিমুণ্ডকৃপাণ-খেট-
খট্বাঙ্গশূলডমরুমভয়ন্দধানং।
রক্তাম্বুমিন্দুসকলাভরণং ত্রিনেত্রং
পঞ্চাননাত্মমরুণাংশুকমীশমীড়ে।"

১৪। অঘোর অপর রূপ—

"সজলঘনসমাভং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং।
পরশুডমরুখড়্গান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখনরকপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি।"

১৫। পশুপতির রূপ—

"মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভং শশিধরং ভীমাট্টহাসোজ্জ্বলং
ত্র্যক্ষং পন্নগভূষণং শিখিশিখাশ্মশ্রুস্ফুরন্মূর্দ্ধজং।
হস্তাব্জৈস্ত্রিশিখং সমুদ্গরমসিং শক্তিন্দধানং বিভুং
দংষ্ট্রাভীমচতুর্ম্মুখং পশুপতিং দিব্যাস্ত্ররূপং স্মরেৎ।"

১৬। নীলগ্রীবের রূপ—

"উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলন্দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্দে কারুণবাসস' ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়েৎ।
ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশিসকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরুমথ শৃ'ণং খড়্গপাশাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্ব্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিনীনূপুরাঢ্যং।"

১৭। চণ্ডেশ্বর—

"চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং রক্তাংশুকাঢ্যং হৃদি ভাবয়ামি।
টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্ ॥"

শিবকর (পুং) শিবস্য করঃ। চতুর্বিংশতি জুতার্হতের অন্তর্গত জিনবিশেষ। (হেম) (ত্রি) ২ মঙ্গলকারক।

শিবকর্ণী (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃকাভেদ। (ভারত শল্যপর্ব্ব°)

শিবকাঞ্চী (স্ত্রী) পুরীবিশেষ। [কাঞ্চী ও কাঞ্চীপুর দেখ।]

"শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্চীযুগ্মঞ্চ সম্মতং।
এতাস্তু পৃথিবী মধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন ॥
কাশী-শিবত্রিশূলস্থা কাঞ্চী হরিহরাত্মিকা।
বামদক্ষিণহস্তাভ্যাং দধার দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥" (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)

শিবকান্তা (স্ত্রী) শিবস্য কান্তা। শিবপত্নী, দুর্গা।

শিবকান্তী (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

শিবকামদুঘা (স্ত্রী) নদীভেদ।

শিবকারিন্ (ত্রি) শিবং কর্ত্তুং শীলমস্য কৃ-ণিনি। মঙ্গলকারী, মঙ্গলবিধাতা।

শিবকারিণী (স্ত্রী) ১ শিবা, দুর্গা। ২ মঙ্গলকারিণী মাত্র।

শিবকাশী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার সতূর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯°২১´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৯´২০´´ পূঃ। এখানে তামাকুর বিস্তৃত কারবার আছে।

শিবকিঙ্কর (পুং) শিবস্য কিঙ্করঃ। শিবগণবিশেষ, শিবদূত, শিবের কিঙ্কর।

শিবকার্ত্তন (পুং) শিবং সুখকরং, কীর্ত্তনং যস্য। ১ ভৃঙ্গরীট। ২ বিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ শৈব। (শব্দরত্না°)

শিবকুণ্ড (ক্লী) গ্রামভেদ।

শিবকেসর (পুং) গুল্মভেদ।

শিবকোপমুনি (পুং) গ্রন্থকারভেদ।

শিবক্ষেত্র (ক্লী) শিবস্য ক্ষেত্রং। শিবের অধিষ্ঠিত স্থান, কৈলাস, কাশী, শ্মশান।

শিবগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। শিবস্থানে যে নদী বা পুষ্করিণী থাকে, তাহাকে শিবগঙ্গা কহে।

শিবগঙ্গা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। ভূপরিমাণ ১২২০ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ইহা রামনাদের সেতুপতিগণের অধিকার ভুক্ত ছিল। সেতুপতি কুট্ট তেবন অনুমান ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নলকোট্টই অধিপতি পলেগার সর্দ্দার শশিবর্ণ তেবনকে আপনার রাজ্যের দুই পঞ্চমাংশ দান করেন। তদবধি উহা রামনাদের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনানী কর্ণেল যোসেফ স্মিথ পালেগার সর্দ্দারদিগের অধিকৃত সমগ্র প্রদেশ হস্তগত করেন। ঐ সময়ে কালৈয়ার কোবিল দুর্গ হইতে পলায়িত রাজা ইংরাজহস্তে নিহত হন এবং রাণী স্বীয় আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া দিণ্ডিগলে পলায়নপূর্ব্বক হায়দারআলীর আশ্রয়ে নিরাপদে অবস্থান করেন। অতঃপর ইংরাজগবমেণ্ট রাণীকে শিবগঙ্গা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রাণীর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, ইংরাজ গবমেণ্ট ১৮০১ খৃঃ জুলাই মাসে উদয় তেবান নামক এক ব্যক্তির সহিত ঐ সম্পত্তির বন্দোবস্ত করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উহার রাজস্ব অবধারিত হয়।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। অক্ষা° ৯°৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩১´´৫০´´ পূঃ। মথুরা নগর হইতে ২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত

শিবগঙ্গা, মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫৯৯ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৩°১০´ উঃ দ্রাঘি° ৭৭°১৭´ পূঃ। এই পর্ব্বতের সহিত হিন্দু জাতির দেবলীলার অনেক উপাখ্যান সংসৃষ্ট রহিয়াছে। এই সম্পর্কে ইহার উপরে অনেকগুলি মন্দিরও তৎসংলগ্ন শিলালিপি দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতটীর পূর্ব্বাংশের বাহ্য গঠন বৃষের ন্যায়, পশ্চিমাংশ গণেশের মত, উত্তর সর্পাকৃতি এবং দক্ষিণ লিঙ্গাকৃতি। এখানকার গঙ্গাধরেশ্বর ও হোন্ন-দেবম্মা দেবদেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। ইহা উত্তরদিকে অবস্থিত, পূর্ব্বভাগে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে। পর্ব্বতের উত্তরপাদমূলে শিবগঙ্গা গ্রাম। এখানে রথোৎসবে মহা ধুমধাম হইয়া থাকে।

শিবগণ (পুং) শিবস্য গণঃ। ১ শিবের অনুচর, শিবকিঙ্কর। ২ রাজভেদ।

শিবগতি (পুং) ভূতার্হদ্বিশেষ। (হেম)

শিবগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার শঙ্করনৈনার্কৈল তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯°২০´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°২৮´ পূঃ। ইহা শিবগিরি জমিদারীর সদর। এখানকার ভূমধিকারী ইংরাজগবমেণ্টকে বার্ষিক ৫৪৫৮০৲ টাকা পেশকস্ দিয়া থাকেন।

শিবগুরু (পুং) শঙ্করাচার্য্যের পিতা।

শিবঘর্ম্মজ (পুং) শিবঘর্ম্মাজ্জায়তে ইতি জন-ড। মঙ্গলগ্রহ।

শিবঙ্কর (ত্রি) মঙ্গলকর্ত্তা, মঙ্গলকারক। পর্য্যায়—ক্ষেমঙ্কর, অরিষ্টতাতি, শিবতাতি। (হেম) (পুং) ২ বালগ্রহবিশেষ।

"সংঘট্টনঃ সঙ্কুচমঃ কাষ্ঠভূতঃ শিবঙ্করঃ।" (হরিবংশ ১৩৬।৭৫)

শিবচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) শিবপ্রিয়া চতুর্দ্দশী। ১ চতুর্দ্দশীর কর্ত্তব্য শিবব্রতবিশেষ। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, এই দিন রাত্রিতে শিবের উদ্দেশে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে 'শিব-চতুর্দ্দশী কহে। [শিবরাত্রি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

মৎস্যপুরাণমতে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিকে শিবচতুর্দ্দশী কহে। মৎস্যপুরাণের ৮০ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিধান আছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন একবার ভোজন করিয়া পরদিন চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। পূর্ণিমার দিন ব্রতান্তে পারণ করিবে।

"শৃণুষ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ বক্ষ্যে মাহেশ্বরং ব্রতং।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নাম্না শিবচতুর্দ্দশী ॥
মার্গশীর্ষে ত্রয়োদশ্যাং সিতায়ামেকভক্তকম্।
প্রার্থয়েদ্দেবদেবেশং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য চ শঙ্করম্।
সুবর্ণবৃষভং দত্বা ভোক্ষ্যামীতি পরেহহনি ॥

(মৎস্যপু° শিবচতুর্দ্দশীব্রত ৮০ অ°)

এই ব্রতাচরণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল এবং ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়।

শিবচন্দ্র নবদ্বীপাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র। ইনি "অষ্টাদশোত্তরশত শ্লোকী' নামে এক সুন্দর দেবীস্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

[কৃষ্ণনগর ও নদীয়া দেখ।]

শিবচন্দ্রসিদ্ধান্ত, উত্তরবঙ্গের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ইনি রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শৈগুবেলঘরিয়া গ্রামে বাঙ্গলা ১২০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিবচন্দ্রের পিতার নাম রামকিশোর তর্কালঙ্কার। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ছিল। বলা বাহুল্য যে শিবচন্দ্রের গভীর পাণ্ডিত্যের ইনিই প্রথম এবং প্রধান সহায়। কথিত আছে, যে শিবচন্দ্র ৭ম বর্ষ বয়সে "পাণিনি" অধ্যয়নে নিযুক্ত হন, এবং নিজের অদ্ভুত প্রতিভাবলে অতি অল্পকাল মধ্যেই উক্ত ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমন কি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি তাৎকালিক পঠিত ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণাদি গ্রন্থে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। অনেক সময়ে শিবচন্দ্র নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক-দিগের সহিত বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। কথিত আছে যে অনেকেই তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ শ্রবণে স্তম্ভিত হইত, এজন্য বড় কেহ তাঁহার সহিত বাদ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইত না, সংক্ষেপতঃ সহজে তাঁহাকে কেহ ঘাঁটাইত না। এত অল্প বয়সে ঈদৃশ পাণ্ডিত্য দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে "ঈশ্বরানুগৃহীত" বলিত এবং তাঁহার বিদ্যাকে দৈববিদ্যায় আখ্যাত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শিবচন্দ্র নিজগ্রামে একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে পাণিনি ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। নূতন অধ্যাপক শিবচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া বহু দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ দলে দলে আসিয়া পাঠ লইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে অনেক পাঠার্থীই তাঁহাদের অধ্যাপক অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কি জানি ভগবানের কি ইচ্ছা, সহসা শিবচন্দ্রের মনে এক দিন বিকার উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার অসীম এবং অমূল্য, সেই অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমার আয়ত্তাধীন হইয়াছে, ইহা বালকের ক্রীড়া-মৃগ তুল্য, ঈদৃশ মৃগের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সমুদ্রের তীরস্থ উপলখণ্ড অতিক্রম করিতেই জীবনাতিবাহিত হইয়া যাইবে, কদাপি সমুদ্রের বারিস্পর্শসুখ অনুভূত হইবে না। যাহাতে সেই সুখ লাভ হয়, হৃদয়ের এই বাসনা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করিবার মানসে তিনি বারাণসী ধামে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। বলা বাহুল্য যে তৎকালে কাশী যাওয়া বহু কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু শিবচন্দ্র নিজ সাহসে ভর করিয়া কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

যে সময়ে শিবচন্দ্র বারাণসীধামে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে রামকৃষ্ণ মিশ্র বা কাকারাম শাস্ত্রীই তথাকার সর্ব্ব-প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং শিবচন্দ্র তাঁহাকেই গুরু বা আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহারই নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবচন্দ্র স্বহস্তে সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র লিখিয়া লইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রখ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ বাপুদেব শাস্ত্রীও এই কাকারামেরই ছাত্র। সুতরাং উভয়েই এক গুরুরই শিষ্য ছিলেন। বাপুদেব শাস্ত্রী শিবচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক সময়ে বলিতেন যে শিবচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তবুদ্ধি ছাত্র তিনি অল্পই দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শিব-চন্দ্রের বুদ্ধিতে হীরার ধার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহা কর্ত্তৃক উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষাদির সদুত্তর করা অনেকের

পক্ষেই দুরূহ হইত, এমন কি গুরু কাকারাম শাস্ত্রীও তদুত্তর প্রদানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইতেন। শিবচন্দ্র অসাধারণ অধ্য-বসায়ের সহিত পাঁচ বৎসর কাল রামকৃষ্ণ মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে মিশ্র মহাশয় পশ্চিমাদি প্রদেশভ্রমণে যাত্রা করেন। ছাত্র শিবচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং তিনিও গুরুর সহিত কাশ্মীর, গুজরাট, পুণা প্রভৃতি নানা স্থান পরিদর্শন করেন। এই সকল বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কালে অনেক পণ্ডিতের সহিতই শিবচন্দ্রের শাস্ত্রবাদ হইয়াছিল। মিশ্র মহাশয় শাস্ত্রমীমাংসায় শিষ্যের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া পরম প্রীতিলাভপূর্ব্বক তাঁহাকে "সিদ্ধান্ত" উপাধি প্রদান করেন। তদবধিই শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত হন। শিবচন্দ্র পাঠ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলিলেন এবং দর্শন, সাহিত্য, স্মৃত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে এবার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ছাত্রবৃন্দ অধ্যয়নার্থ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এখানে বলা আবশ্যক যে বেদাদি শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ ব্রাহ্মণ, উপনিষদাদি গ্রন্থ এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে পাণিনি ব্যাকরণ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক, এমন কি উহা অধ্যয়ন না করিলে ঐ সকল শাস্ত্রের অধিকাংশ স্থলেরই মর্ম্মবোধ দুর্ঘট হইয়া পড়ে। পণ্ডিত শিবচন্দ্র পাণিনিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবচন্দ্র তাঁহার চতুষ্পাঠীস্থ ছাত্রদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। শিবচন্দ্রের বিষয় বৈভব বড় ছিল না। সভাসমিতির বিদায় নিমন্ত্রাদিতে তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তৎসমুদায়ই ছাত্রবর্গের হস্তে সমর্পণ করিতেন, ইহা দ্বারা তাহাদিগের আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহের ভার তদীয় ছাত্রদিগের উপরেই ন্যস্ত হইত। ইহা ভিন্ন ছাত্রবর্গ গুরুদেবের গৃহস্থালীর কার্য্যাদিও সময়ে সময়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শিবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া ছাত্রদিগকে ভোজন করাইতেন।

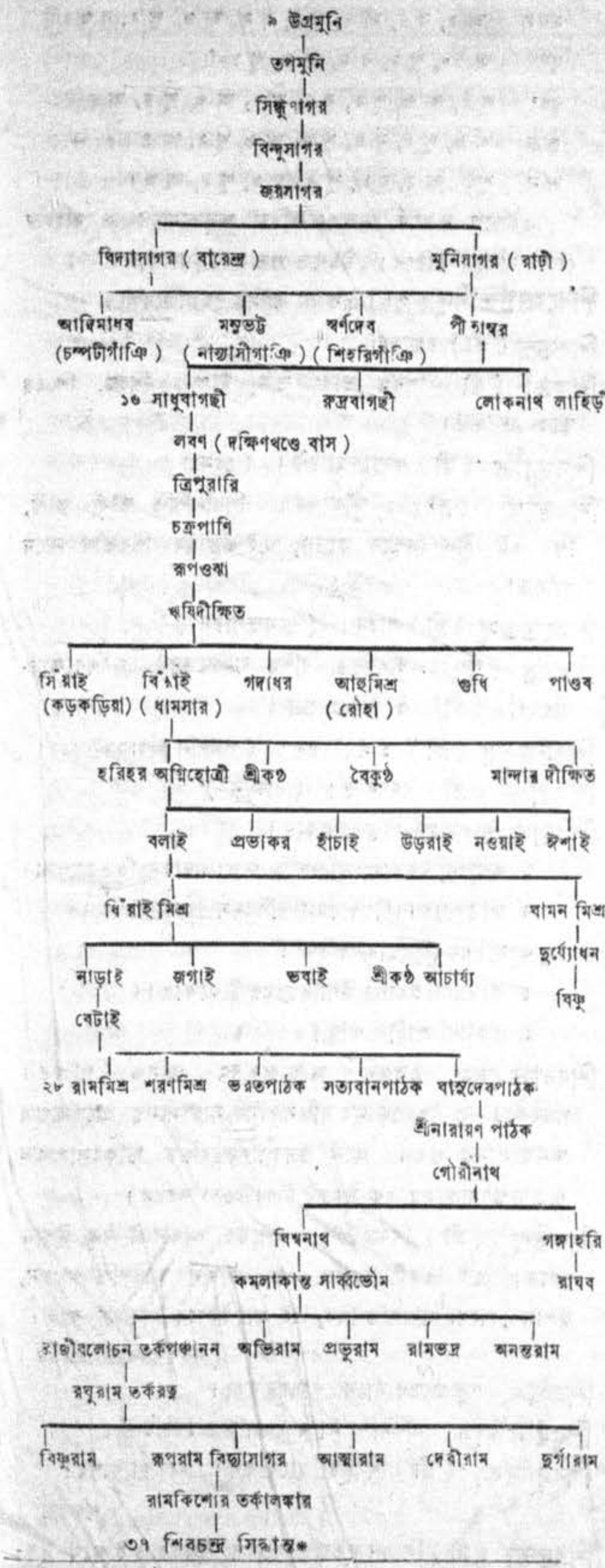
শিবচন্দ্র প্রকৃতই পণ্ডিত নামের যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। উত্তর বঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই তাঁহার জ্ঞান গাম্ভীর্য্যের জন্য তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত এবং সম্মান করিত। কথিত আছে যে, এক সময়ে কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কোন বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহার্থে বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর স্মরণাপন্ন হন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কেবল পণ্ডিত শিবচন্দ্র রাজা বাহাদুরের সেই অভীপ্সিত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মর্য্যাদা রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য যে রাজা বাহাদুরও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সেই অবধি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

শিবচন্দ্র নিরীহ ভাল মানুষ, অতি বিনয়ী, সরল এবং নিরভিমানী ছিলেন। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ছিল। জনকজননীকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞান করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই অধ্যাপনায় এবং গ্রন্থরচনায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে ১৭ খানি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য এবং ১৭ খানি দর্শনাদি। যে সমুদায় বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্যে সহায়তা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের গুণগ্রাম স্বীয় রচিত গ্রন্থে প্রকটিত করিয়া তাঁহাদিগের নামাদি স্মরণীয় কারয়া গিয়াছেন। কয়েকখানি গ্রন্থ পুটিয়ার রাজা ও কএকখানি দিঘাপতিয়ার রাজা দয়ারামের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য তাঁহার কয়েক খানি মাত্র পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ সটীক সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার, ২ সুধাসিন্ধু (পাণিনি ব্যাকরণের টীকা), ৩ চণ্ডী দ্ব্যর্থব্যাখ্যা (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক), ৪ গূঢ়ভাবার্থকাশিনী (রুদ্রাধ্যায়ের টীকা), ৫ বিদ্বন্মনোরঞ্জনং কাব্যম্, ৬ বাসুদেববিজয়ং মহাকাব্যম্, ৭ কালিয়দমনং কাব্যম্, ৮ কুলশাস্ত্রকৌমুদী (বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণের কুলপরিচয়), ৯ দোলযাত্রাবিধিঃ, ১০ দুর্গোৎসবে বিসর্জ্জনবিধিঃ, ১১ শ্রীমদ্ভাগবতবিচারঃ ইত্যাদি।

শিবচন্দ্রের পুত্রের নাম কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ কালেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পাণ্ডত শিবচন্দ্র ৭৪ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা ১২২৪ সালে দেহ ত্যাগ করেন। শিবচন্দ্র নিজে কুলশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তিনি নিজ গ্রন্থে আপনার যেরূপ বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহা হইতে তাঁহার বংশতরু প্রদত্ত হইল—

১ ভট্টনারায়ণ
|
আদিগাঞি ওঝা
|
জয়মানভট্ট
|
হরিকুজ
|
বিদ্যাপতি আচার্য্য
|
রঘুপতি আচার্য্য
|
শিব আচার্য্য
|
সোমাচার্য্য
|
৯ উগ্রমুনি



* ইঁহার গৌত্র বিদ্যমান।

শিবজ্ঞ (ত্রি) শিবং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ মঙ্গলজ্ঞ।

শিবজ্ঞান (ক্লী) শিবস্য জ্ঞানমস্যাৎ। শুভাশুভ কালবোধক শাস্ত্র। যে সময় যাত্রাদি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, অথচ জ্যোতিষোক্ত দিন না থাকে, তাহা হইলে শিবজ্ঞান মতে যাত্রাদি করা বিধেয়। জ্যোতিষোক্ত দিন না থাকিলে শিবজ্ঞান মতে যাত্রাদি কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু সাবকাশ স্থলে জ্যোতিষোক্ত দিন দেখিয়া যাত্রা প্রভৃতি কার্য্য করাই উচিত। এইমতে চারিটী যোগ আছে, মহেন্দ্র, অমৃত, শূন্য ও বক্র। এই চারিটী যোগের মধ্যে মাহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিলে বিজয়লাভ, অমৃতযোগে কার্য্য সিদ্ধি, বক্রযোগে কার্য্যনাশ এবং শূন্যযোগে মৃত্যু বা অপমান হয়। সুতরাং মাহেন্দ্র ও অমৃত এই দুইটী যোগই শ্রেষ্ঠ। এই দুইটী যোগে সকল কার্য্য করিতে হয়। এই যোগ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে দিবা ও রাত্রি কালে একরূপ এবং আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ও পৌষ মাসে এক প্রকার এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে আর একরূপ হয়। প্রতিবারে ইহা ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ শিবজ্ঞান অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

"মাহেন্দ্রে বিজয়ো নিত্যং অমৃতে কার্য্যশোভনং।
বক্রে কার্য্যবিলম্বঃ স্যাচ্ছূন্যে চ মরণং ধ্রুবম্॥
বৈশাখাদি শ্রাবণান্তং একভাবেন সংবহেৎ।
অমৃতাদি দিবারাত্রৌ চতুর্যাগং যথাক্রমম্॥
যামমানং দিবামানে জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র মাসকে।
তৎপ্রমাণেন জ্ঞাতব্যং দণ্ডমানং বিচক্ষণৈঃ।
রাত্রিমাণপ্রমাণেন জ্ঞেয়ো দণ্ডপ্রমাণকঃ॥
ন বারতিথিনক্ষত্রং ন যোগকরণং তথা।
শিবজ্ঞানং সমাসাদ্য সর্ব্বং মুনির্বিচারয়েৎ॥" (জ্যোতিষ)

মাঘাদি মাসে রবি প্রভৃতি বারে কতদণ্ড করিয়া এই যোগাদি হইবে, তাহার বিষয় নিয়ে একটী তালিকা দেওয়া হইল, ইহা দ্বারা সহজেই জানা যাইবে যে কোন মাসের কোন বারে কত দণ্ডের সময় এই যোগাদি হইবে।

শিবজ্ঞান-দণ্ডাদি জানিবার সহজ উপায়।

বার এবং শিবজ্ঞান দণ্ডাদির আদ্যক্ষর গ্রহণ করা হইয়াছে—

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের দিবাদণ্ড।

রবি মা ২, অ ৮, শূ ৮, মা ২, ব ১০।
সোম অ ৪, ব ৮, অ ৬, ব ৬, মা ৪, শূ ২।
মঙ্গল ব ৪, শূ ২, অ ৬, ব ৪, শূ ২, অ ৪, শূ ২, অ ৪, শূ ২।
বুধ অ ৪, ব ৬, অ ৪, শূ ২, ব ৪, মা ৪, অ ৪, শূ ২।
বৃহ মা ৪, শূ ২, ব ৬, মা ৬, শূ ৪, ব ৪, শূ ৪।

শুক্র অ ২, ব ২, অ ৬, অ ৬, শূ ৪, অ ৪।

শনি শূ ২, ব ৪, শূ ২, অ ৮, শূ ৪, ব ৪, শূ ৪।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের রাত্রিদণ্ড।

রবি শূ ২, মা ২, অ ৪, ব ৮, মা ৮, শূ ৬।

সোম ব ২, অ ৬, ব ৬, অ ৮, শূ ৮।

মঙ্গল অ ২, ব ৪, শূ ২, অ ৬, ব ৬, অ ৪, ব ৪, শূ ২।

বুধ শূ ২, অ ৬, মা ৪, ব ৪, শূ ৪, অ ১০।

বৃহ ব ১৪, শূ ৮, ব ৪, অ ২, শূ ৬।

শুক্র ব ৪, অ ৪, শূ ৪, মা ২, ব ৬, শূ ৪, অ ২, মা ২, শূ ২।

শনি শূ ২, ব ৪, অ ৬, ব ৪, অ ৪, ব ২, অ ৪, শূ ৪।

মাঘাদি এই কয় মাসে দিবা ভাগের প্রথম হইতে রাত্রিকালে রাত্রির প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের দিবাদণ্ড।

রবি শূ ২, অ ৬, ব ৮, অ ৮, শূ ২, মা ২, শূ ২।

সোম অ ৪, শূ ৪, অ ৬, ব ১৬।

মঙ্গল অ ২, ব ২, অ ১০, ব ৬, শূ ৬, ব ৪।

বুধ অ ২, মা ২, অ ২, ব ৬, অ ৬, শূ ২, মা ৬, ব ৪।

বৃহ অ ৪, ব ৪, শূ ৪, ব ৬, শূ ২, অ ৪, ব ৬।

শুক্র অ ২, ব ২, অ ৬, ব ৬, অ ৮, শূ ২, অ ৪।

শনি অ ২, ব ২, অ ৬, ব ৬, অ ৮, শূ ২, অ ৪।

আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের রাত্রিদণ্ড।

রবি শূ ২, ব ৪, অ ৪, ব ৬, অ ৪, শূ ২, অ ৮।

সোম ব ৬, অ ৮, ব ৮, অ ২, ব ৬।

মঙ্গল মা ৬, অ ২, শূ ২, অ ৬, ব ৪, মা ৪, শূ ২, অ ৪।

বুধ ব ২, অ ২, ব ৪, অ ১৬, ব ২, শূ ৪।

বৃহ শূ ২, অ ৮, ব ৬, অ ৮, শূ ২, অ ৪।

শুক্র ব ২, অ ৮, ব ৬, অ ৮, শূ ২, অ ৪।

শনি ব ১৪, শূ ৪, ব ৪, অ ২, শূ ৬।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দিবাদণ্ড।

রবি শূ ৪, অ ৬, ব ৬, অ ৬, ব ৪, মা ২, শূ ২।

সোম ব ৮, অ ৪, শূ ৬, ব ৮, শূ ৪।

মঙ্গল অ ৬, শূ ৪, অ ৬, ব ৬, মা ২, অ ২, মা ২, শূ ২।

বুধ শূ ২, ব ৪, অ ৮, ব ৬, অ ৮, শূ ৪।

বৃহ মা ২, শূ ২, ব ৬, মা ৪, শূ ৪, ব ৬, অ ৬।

শুক্র শূ ২, মা ২, ব ৬, মা ২, শূ ৪, অ ৬, ব ৪, শূ ৪।

শনি মা ২, শূ ২, ব ৬, মা ৬, শূ ৪, ব ৪, অ ৬।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের রাত্রিদণ্ড।

রবি অ ৪, শূ ৪, ব ৪, অ ৬, ব ৮, শূ ৪।

সোম ব ৮, অ ৮, শূ ৪, অ ৪, শূ ৪, মা ২, শূ ২।

মঙ্গল অ ২, ব ৪, মা ৪, শূ ৪, ব ২, অ ৬, শূ ২, ব ৬।

বুধ অ ১০, শূ ২, ব ৪, অ ৪, শূ ১০।

বৃহ° শূ ২, অ ৬, শূ ২, ব ৪, শূ ২, অ ৬, শূ ৪, অ ৪।

শুক্র অ ৬, শূ ২, ব ৪, শূ ৬, অ ৬, শূ ২, অ ৪।

শনি শূ :, অ ২, ব ৮, শূ ২, অ ৬, শূ ৪, অ ৬।

এইরূপে দণ্ডাদি নিরূপণ করিয়া অমৃতযোগে ও মাহেন্দ্র যোগে যাত্রাদি করিবে। ইহাতে শুভ হইয়া থাকে।

শিবজ্যোতির্বিদ্ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা।

শিবতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শিবতা (স্ত্রী) শিবস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। শিবত্ব, শিবের ভাব বা ধর্ম্ম।

শিবতাতি (স্ত্রী) কল্যাণকারিণী। (হেম)

শিবতীর্থ (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। শিবনির্ম্মিত তীর্থ, কাশী, শিব এই তীর্থ নির্ম্মাণ করেন, এই জন্য ইহা শিবতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

শিবতেজস্‌ (ক্লী) পারদ। (রসেন্দ্রসারস°)

শিবদত্ত (পুং) ১ বাসবদত্তা বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। ২ শিবকোষ-প্রণেতা। (ক্লী) ৩ বিষ্ণুর চক্র।

শিবদত্তপুর (ক্লী) ১ নগরভেদ। (পাণিনি ৬।২।৯৯)

শিবদারু (ক্লী) দেবদারু। (রাজনি°)

শিবদাস, কএকজন সংস্কৃতগ্রন্থকার।

১ কথার্ণব, বেতালপঞ্চবিংশতি ও শালিবাহনচরিতপ্রণেতা।

২ জাতকমুক্তাবলী ও জ্যোতির্নিবন্ধসংগ্রহকার।

৩ মানবশুল্বসূত্রভাষ্যরচয়িতা।

৪ কাতন্ত্রব্যাকরণের উণাদিসূত্রের টীকাকার।

৫ একজন প্রাচীন কবি।

শিবদাস সেন, একজন আয়ুর্ব্বেদবিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পঞ্চকোট বা শিখরভূমের রাজসভাসদ সাঙ্গসেনের প্রপৌত্রপুত্র অনন্তসেনের পুত্র। ইনি চক্রপাণিদত্তরচিত চিকিৎসাসংগ্রহ ও দ্রব্যগুণসংগ্রহের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

শিবদিশ (স্ত্রী) শিবস্ত দিক্‌। শিবের অধিষ্ঠাত্রী দিক্‌, ঈশান কোণ। এক একটী দিকের এক একজন অধিপতি আছেন, ঈশান কোণের অধিপতি শিব, এই জন্য ইহাকে শিবদিশ্‌ কহে। (বৃহৎসংহিতা ৩১।১৪)

শিবদীন, শব্দপ্রভেদ নামে কোষরচয়িতা।

শিবদীন দাস, মণিমালা নামে জ্যোতিগ্র্ন্থরচয়িতা।

শিবদূতিকা (স্ত্রী) শিবদূতী স্বার্থে কন্‌। মাতৃকাবিশেষ। (শব্দরত্না°)

শিবদূতী (স্ত্রী) শিবেন দুতয়তি সন্দেশং প্রাপয়তি ইত্যর্থে দূত-

ণিচ্, পচাত্তচ্, যদ্বা শিবো দূতো যস্যাঃ, গৌরাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ঙীষ্। ১ দুর্গা। (ত্রিকা°) ২ যোগিনীবিশেষ। কালিকা-পুরাণে ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, মহা-দেবের ধ্যানযোগে কৌষিকীর হৃদয়দেশ হইতে যে সকল দেবী নিঃসৃতা হইয়া ছিলেন, তাঁহারা শিবদূতী নামে বিখ্যাতা।

"কৌষিক্যা হৃদয়াদ্দেবী নিঃসৃতা ধ্যানতো হরেঃ।
শিবদূতীতি বিখ্যাতা শিবা শতশুসংবৃতা ॥"
(কালিকাপু° ৫ অ°)

অষ্টযোগিনীর মধ্যে শিবদূতী শেষ যোগিনী, এই সকল যোগিনীর পূজা ও সাধন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মাণী প্রথমা প্রোক্তা ততো মাহেশ্বরী পরা।
কৌমারী বৈষ্ণবী চৈব বারাহী পঞ্চমী তথা ॥
নারসিংহী তথৈবৈন্দ্রী শিবদূতী তথাষ্টমী।
এতাঃ পূজ্যাঃ মহাভাগা যোগিনীঃ কামদায়িনী ॥"
(কালিকাপু° ৫° অ°)

কালিকাপুরাণে এই সকল যোগিনীর পূজা ও মন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

শিবদেব (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

শিবদৈব (ক্লী) শিবো দেবতা হস্ত অণ্। নক্ষত্রভেদ, আর্দ্রা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিব, এই জন্য ইহাকে শিবদৈব কহে। (বৃহৎস° ৭।৯)

শিবদ্রুম (পুং) শিবপ্রিয়ো দ্রুমঃ। বিল্ববৃক্ষ, এই বৃক্ষ মহা-দেবের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার নাম শিবদ্রুম।

শিবদ্বিষ্টা (স্ত্রী) শিবেন দ্বিষ্টা তৎপূজনানর্হত্বাৎ। কেতকী, কেয়াফুল, এই পুষ্প দ্বারা শিবপূজা নিষিদ্ধ। (রাজনি°)

শিবধাতু (পুং) শিবস্য ধাতুঃ। ১ পারদ। ২ গোদন্তমণি।

শিবনক্ষত্রপুরুষব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

শিবনাথ (পুং) শিব।

শিবনাভি (পুং) শিবস্য নাভিরিব। শিবলিঙ্গবিশেষ। এই লিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য অতিশয় যত্নপূর্ব্বক ইহার পূজা করা বিধেয়। এই লিঙ্গ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার, তন্মধ্যে যে লিঙ্গের উৎসেধ চারি অঙ্গুল এবং রম্য বেদিকার উপর অবস্থিত, তাহা উত্তম, ইহার অর্দ্ধ মধ্যম এবং ইহার অর্দ্ধ অধম বলিয়া কথিত।

"উত্তমং মধ্যমধমং ত্রিবিধং লিঙ্গমীরিতম্।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্ ॥
উত্তমং লিঙ্গমাখ্যাতং মুনিভিঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমং প্রোক্তং তদর্দ্ধমধমং স্মৃতম্ ॥
শিবনাভিময়ং লিঙ্গং প্রতিপূজ্য মহর্ষিভিঃ।
শ্রেষ্ঠঞ্চ সর্ব্বলিঙ্গেভ্য স্তস্মাৎ পূজ্যং বিধানতঃ ॥"(বীরমিত্রোদয়)

শিবনারায়ণ (পুং) শিব ও নারায়ণ, মহাদেব ও বিষ্ণু।

শিবনারায়ণদাস সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দুর্গাদাসের পুত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাব্যপ্রকাশটীকা, দানকুসুমাঞ্জলি এবং সেতুবন্ধ নামক প্রসিদ্ধ প্রাকৃতকাব্যের সেতুসরণি নামে সংস্কৃত অনুবাদ প্রণয়ন করেন।

শিবনারায়ণানন্দতীর্থ, শঙ্করানন্দতীর্থের গুরু। ইনি পঞ্চ-ক্রোশমঞ্জরী ও পঞ্চক্রোশযাত্রা নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শিবপত্র (ক্লী) রক্তপদ্ম, রক্ত নাল।

শিবপুর (ক্লী) নেপালের একটী নগর।

শিবপুর, বাঙ্গালায় হুগলী জেলার হাবড়া নগরের দক্ষিণ উপকণ্ঠ-স্থিত একটী নগর। গঙ্গাতীরে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৬´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থান একটী ক্ষুদ্র গ্রাম রূপে পরিগণিত ছিল। হাবড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ বিস্তৃত এবং শিব-পুরের সন্নিকটস্থ নদীতীরে কল কারখানা সমূহ স্থাপিত হইবার পর হইতেই এই স্থান নানা স্থানের ভদ্র প্রবাসী ও কুলী মজুরে পূর্ণ হইয়া ক্রমে একটী বর্দ্ধিষ্ণু নগরে পর্য্যবসিত হয়।

আলবিয়ান্ ওয়ার্কস্ নামক ময়দার কল ও চোলাই কারখানা এখনকার প্রধান। এছাড়া আরও কএকটী কল আছে। এখানকার রাজকীয় ভৈষজ্যোদ্যান (Royal Botanical Gardens) নানাদেশের গাছ গাছড়ায় পূর্ণ। পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে এরূপ নানা জাতীয় গাছের একত্র অপূর্ব্ব সম্মিলন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশপ্স্ কলেজ নামক বিদ্যালয় এখানেই প্রথম স্থাপিত হয়। উহা কলিকাতায় স্থানা-ন্তরিত হইবার পর, ঐ অট্টালিকায় একটী ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যা-লয় (Sibpur Engineering College) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামাদিতে উৎপন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য এখানে একটী বিস্তৃত হাট আছে। বহু সংখ্যক লোকে এখানে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাহা বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় চালান দেয়।

শিবপুরী (স্ত্রী) শিবস্য পুরী। কাশী। (হেম)

শিবপুরাণ (স্ত্রী) পুরাণ বিশেষ। [পুরাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

শিবপ্রিয় (ক্লী) শিবস্য প্রিয়ম্। ১ রুদ্রাক্ষ। (পুং) ২ বক-বৃক্ষ। ৩ স্ফটিক। ৪ ধুস্তূর। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ শিবের প্রিয় দ্রব্য মাত্র।

শিবপ্রিয়া (স্ত্রী) শিবস্য প্রিয়া। দুর্গা। (শব্দমালা)

শিববীজ (ক্লী) শিবস্য বীজং। শিববীর্য্য, পারদ। (রাজনি°)

শিবভক্ত (ত্রি) শিবস্য ভক্তঃ। শিবের ভক্ত, শৈব, যাহারা শিবের উপাসনা করে।

শিবভক্তি (স্ত্রী) শিবস্য ভক্তিঃ। শিবের ভক্তি।

শিবভদ্র (পুং) রাজভেদ।

শিবভাগবত (পুং) শিবভক্ত।

শিবভাস্কর (পুং) শিব ও সূর্য্য।

শিবময় (ত্রি) শিবস্বরূপে ময়ট্। শিবস্বরূপ।

শিবমত (পুং) শ্বেত রক্তবন্ধুক বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিবমল্লক (পুং) অর্জ্জুন বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিবমল্লিকা (স্ত্রী) শিবপ্রিয়া মল্লিকা। ১ বস্থুক। ২ শ্বেত-রক্তার্কবৃক্ষ, শ্বেত ও রক্ত আকন্দ। ৩ বকবৃক্ষ। ৪ বাকস গাছ। ৫ লিঙ্গিনীলতা। ৬ শ্রীবল্লী নামক কণ্টকবৃক্ষ। (রাজনি°)

শিবমল্লী (স্ত্রী) শিবপ্রিয়া মল্লী। শিবমল্লিকা।

শিবমাত্র (ত্রি) বৌদ্ধমতে উচ্চ সংখ্যাবিশেষ।

শিবযোগিন্ (পুং) ষড়্‌গুরুশিষ্য জনৈক আচার্য্য।

শিবযোষিৎ (স্ত্রী) শিবস্য যোষিৎ। দুর্গা শিবপত্নী।

শিবরথ (পুং) কাশ্মীরের একজন সামন্ত। (রাজতর° ৮।১১১)

শিবরস (পুং) তিন দিনের অধিক পর্য্যুষিত অন্নোদকজাতরস, অন্নে জল দিয়া রাখিলে তিন দিনের পর তাহাকে শিবরস কহে। পর্য্যায় অন্নোদকজ। গুণ—দীপন, মধুর, অম্ল, অস্থগ্-দাহপ্রদ, লঘু ও তর্পণ।

"অন্নোদজং শিবরসঃ ত্র্যহাৎ পর্য্যুষিতে রসে।" (রাজনি°)

শিবরাজ (পুং) এই নামে কয়েকজন প্রাচীন উৎকলরাজ।

শিবরাজধানী (স্ত্রী) কাশী, এইস্থানে শিব সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন, এইজন্য ইহাকে শিবরাজধানী কহে।

শিবরাত্রি (স্ত্রী) শিবচতুর্দ্দশী।

শিবরাত্রিব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, শিবচতুর্দ্দশীব্রত। শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে শিবরাত্রি ব্রত কহে। এই ব্রত আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। মাঘমাসের শেষে বা ফাল্গুনমাসের প্রথমে যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তাহাতে এই ব্রত করিবে। মাঘমাসের শেষ বা ফাল্গুন মাসের প্রথম ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মুখ্য চান্দ্র মাঘ এবং গৌণচান্দ্র ফাল্গুন, অর্থাৎ মুখ্যচান্দ্র মাসে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে। সুতরাং এই তিথি মাঘমাসের শেষ বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে হইয়া থাকে।

"মাঘমাসস্য শেষে যা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী সাতু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

অত্রৈকস্যাস্তিথের্ম্মাঘীয়ত্বফাল্গুনীয়ত্বেহপি মুখ্যগৌণবৃত্তিভ্যাং অবিরুদ্ধে। ততস্ত মাঘানন্তরা চতুর্দ্দশী শিবরাত্রিঃ। তস্যা-মুপবাস প্রধানং —

ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া।
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥

ইতি শঙ্করোক্তেঃ" (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতে উপবাসই একমাত্র প্রধান। মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, স্নান পূজা প্রভৃতি দ্বারা আমি যেরূপ পরিতোষ না হই, একমাত্র উপবাস দ্বারা তাদৃশ পরিতোষ লাভ করি।

শিবের প্রীতিকামনায় রাত্রিকালে প্রহরে প্রহরে স্নান ও পূজা করিতে হয়। রাত্রিকালে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ও মন্ত্র দ্বারা চারিপ্রহর স্নান ও পূজা বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম প্রহরে যখন পূজা করিতে হয়, তখন দুগ্ধ দ্বারা স্নান, এইরূপ দ্বিতীয়প্রহরে দধিদ্বারা স্নান, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিতে হয়।

"অতো রাত্রৌ প্রকর্ত্তব্যং শিবপ্রীণনতৎপরৈঃ।
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
অত্র বীপ্সয়া প্রহরচতুষ্টয়সাধ্যং ব্রতং প্রতীয়তে।
সংবৎসরপ্রদীপে
দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে চ তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রত সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি যিনিই হউন না কেন; যদি এই ব্রত না করেন, তাহা হইলে তাহার সকল পূজাফল বিনষ্ট হয়। মাঘমাসের শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে যদি রবি বা মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে শিবযোগ কহে। এই যোগে ঐ ব্রত উত্তমোত্তম হইয়া থাকে। এই ব্রত সকল পাপনাশক এবং আচণ্ডাল মানবের ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক। এই তিথিতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও লিঙ্গপূজা দ্বারা অক্ষয়লোক ও শিবসাযুজ্য লাভ হয়। যিনি এই ব্রত আচরণ করেন, তাহার ইহলোকে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য এবং পরকালে শিবলোকে গতি হইয়া থাকে।

"শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥
ঈশানসংহিতায়াং—
মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রবিবারো যদা ভবেৎ।
ভৌমো বাপি ভবেদ্দেব কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমং॥
শিবযোগস্য যোগেন তদ্ভবেদুত্তমোত্তমম্।
শিবরাত্রিব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনং।
আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥ নাগরখণ্ডে—

উপবাসপ্রভাবেণ বলাদপি চ জাগরাৎ।
শিবরাত্রে স্তথা তস্ত লিঙ্গস্তাপি প্রপূজয়া॥
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতের বিধান রাত্রিতে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু যে দিনে এই চতুর্দ্দশী তিথি প্রদোষ ও নিশীথ এই উভয় ব্যাপিনী হয়, সেই দিনই এই ব্রত হইবে এবং যদি এই তিথি পূর্ব্বদিনে নিশীথব্যাপিনী এবং পরদিনে প্রদোষমাত্র ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে এই ব্রত হইবে।

"যদ্দিনে প্রদোষনিশীথোভয়ব্যাপিনী চতুর্দ্দশী তদ্দিনে ব্রতং। যদা পূর্ব্বেদ্যুর্নিশীথব্যাপিনী পূর্ব্বেদ্যুঃ প্রদোষব্যাপিনী তদা পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রতং।" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতের পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়, এবং ব্রতান্তে পারণ করা বিধেয়।

ব্রতপদ্ধতি—চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য ও নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া প্রথমে স্বস্তিবাচন এবং 'সূর্য্য সোম' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী-অমুক দেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিকামঃ শিবরহস্যোক্ত শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে।' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সংকল্প-সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

"শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলং।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সায়ংকালে প্রথম প্রহরে শিবপূজা করিতে হইবে।

পূজার বিধানানুসারে সামান্যার্ঘ্য প্রভৃতি স্থাপন, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশাদির পূজা করিতে হয়। সমর্থ হইলে ভূতশুদ্ধি করিয়া পূজা করিবে। শিবপূজা শব্দে শিব-পূজার যে বিধান অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে পূজা করা কর্ত্তব্য। স্নান ও অর্ঘ্য প্রভৃতিতে যাহা বিশেষ আছে, তাহাই বলা হইল। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে পূজা করিতে হইলে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে শিবপূজার ক্রমে পূজা করিবে। চারি প্রহরে চারিবার পূজা ও দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইতে হয়। চারি প্রহরে অর্ঘ্যমন্ত্রও পৃথক্। প্রথমে 'ওঁ পশুপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে জল দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপরে বিশেষ দ্রব্য ও বিশেষ মন্ত্রে স্নান করাইবে। প্রথম প্রহরে 'ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্য-মন্ত্র—

'ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'

দ্বিতীয় প্রহরে ও হৌঁ অঘোরায় নমঃ এই মন্ত্রে দধিদ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্য-মন্ত্র—

'ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'

তৃতীয় প্রহরে 'ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ' এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্যমন্ত্র—

'ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘং উমাকান্ত গৃহাণ মে॥
ইদমর্ঘ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ।'

চতুর্থ প্রহরে—'ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

'ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'

উক্ত বিধানানুসারে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতে হয়। পূজা শেষান্তে কথাশ্রবণ-স্তবপাঠ প্রভৃতি করিতে হয়।

ব্রতকথা—

"ওঁ পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে।
দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণসেবিতে॥
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে॥
স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে।
পারিজাতপ্রসূনোত্থগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে॥
আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে।
ত্রৈলোক্যললিতশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে॥
ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূতবেদধ্বনিনিনাদিতে।
উবাস সুচিরং প্রীতো ভর্গো গিরিজয়া সহ।
সুখোপবিষ্টং কদাচিৎ দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্॥
দেব্যুবাচ—
কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥
শঙ্কর উবাচ—

ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী।
তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবং।
ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া॥
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ।
ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥
নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ ভুঞ্জীত নান্যথা।
মন্নামসংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতং স্থণ্ডিলে কুশে॥
রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদবশ্যকং ততঃ।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥
ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাং।
নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেঽপি চ॥
বিল্বপত্রৈর্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।
একতঃ সর্ব্বপুষ্পাং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥
মণি-মুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতির্বিল্বপত্রৈর্যথা মম॥
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈর্গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা॥
দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কং।
তৃতীয়েতু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা॥
পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেন চৈব হি।
পূজয়েন্মাং যথা শক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ॥
অপরেদ্যু স্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্।
ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ॥
এবমেতদ্ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরং।
যজ্ঞদানং তপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারবান্॥
তিথেরস্যা চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু।
অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা॥
ব্যাধিস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ।
খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ॥
বাগুরাপাশশৈল্যাদি প্রপূরিতগৃহান্তরঃ।
স একদা বনং গত্বা হত্বাচ বিবিধান্ পশূন্॥
মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ।
সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে॥
বিশ্রামহেতো সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ।
অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা॥

তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতং।
হর্ষামর্ষবশাত্তস্য বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে।
লতাপাশৈর্হবির্বিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ।
তমেব বৃক্ষঞ্চোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ॥
শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ।
জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা॥
দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং।
শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহার স লুব্ধকঃ॥
অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি।
জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিক্ষণাৎ॥
তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ।
তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি॥
ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ।
তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাত্তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা॥
অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽহসৌ নিজ মন্দিরম্।
কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ॥
বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ।
পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ॥
অতো ভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ।
অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ॥
যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলম্।
দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বানকথয়ৎ কথাম্॥
ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ।
তৎশ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ॥
ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমং।
এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্॥
পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজস্তথাপ্যসৌ।
শিবরাত্রিপ্রভাবেন নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিম্॥
ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমম্।
দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ॥
এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি।
অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥
তৎশ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা।
প্রশশংস সদেবেভ্যঃ শিবরাত্রিব্রতং মুদা॥
বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়ৎ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা।
তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ॥
এবমেতৎ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্॥
ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো
নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে।

গঙ্গা সমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি
নান্যদ্‌ব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥"

ইতি শিবরহস্যীয় শিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়। তৎপর দিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন এবং স্নান নিত্য ক্রিয়া করিয়া মূলমন্ত্রে শিবপূজা করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। পারণ সময়ে মন্ত্র পাঠ করিয়া জলপান করিতে হয়। পারণ-মন্ত্র—

"সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥"

শিবরাম, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম।

১ ভিষগীশ যজ্বার পুত্র, ইনি আরামোৎসর্গপদ্ধতি, আহ্নিকসংক্ষেপ, জটাপটলভাষ্য, দর্শশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ও রুদ্রার্চ্চনচন্দ্রিকা প্রভৃতি রচনা করেন।

২ একজন বৈয়াকরণ, কাতন্ত্রপরিশিষ্টসিদ্ধান্তরত্নাঙ্কুর ও কৃষ্ণমঞ্জরী-প্রণেতা।

৩ একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক, ক্রমসারতন্ত্র, গায়ত্রীপুরশ্চরণ ও তন্ত্ররাজটীকা।

৪ গিরিজাকমলাবিবাদ-কাব্যপ্রণেতা।

৫ ভাবার্থদীপিকা নামে ভাগবতপুরাণ-টীকাকার।

৬ সংক্রান্তিফল নামে জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

৭ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত, বিশ্রাম শুক্লের পুত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ছন্দোগানীয়াহ্নিক, মন্ত্রচিন্তামণি, শান্তিচিন্তামণি, শ্রাদ্ধচিন্তামণি ও সুবোধিনী নামে গোভিলগৃহ্যসূত্রপদ্ধতি-রচয়িতা।

শিবরাম আচার্য্য, বালিকার্চ্চনদীপিকাপ্রণেতা।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী, বন্দ্যঘটীয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, সর্ব্বানন্দ মিশ্রের প্রপৌত্র ও চন্দ্রবন্দ্যের পুত্র। সুবিখ্যাত রঘুনাথ তর্কবাগীশ ও মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের পিতা।

শিবরাম ত্রিপাঠী, একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণরাম ও পিতামহের নাম ত্রিলোকচন্দ্র। ইনি কাঞ্চনদর্পণ নামে কাব্যপ্রকাশটীকা, চরিতভূষণ নামে দশকুমারচরিতটীকা, নক্ষত্রমালা ও তট্টীকা, ভূপালভূষণ, রসরত্নহার, লক্ষ্মীবিলাসাভিধান নামে একখানি উণাদিকোষ ও বিদ্যাবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার লক্ষ্মীবিলাসে 'পরিভাষেন্দুশেখর' উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে শিবরাম খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

শিবরামভট্ট, ১ রঙ্গতরঙ্গিণীকাব্যরচয়িতা। ২ বেদান্তসংগ্রহপ্রণেতা। ৩ সন্ধিধানপরিশিষ্ট প্রণেতা।

শিবরাম ভট্টাচার্য্য, নব্যমুক্তিবাদটিপ্পনীরচয়িতা।

শিবরাম সন্ন্যাসী, রামায়ণটীকাপ্রণেতা।

শিবরামেন্দ্র যতি, একজন বৈয়াকরণ। ইনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গজসূত্রব্যাখ্যা নামে পাণিনির টীকা রচনা করেন।

শিবরামেন্দ্র সরস্বতী, ১ অন্নপূর্ণাকল্পবল্লীকার।

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি সিদ্ধান্তরত্নপ্রকাশ নামে মহাভাষ্যটীকা এবং সিদ্ধান্তরত্নাকর নামে সিদ্ধান্তকৌমুদী টীকা রচনা করেন।

শিবলাল, ১ একজন জ্যোতির্বিদ্। অদ্ভুতসংগ্রহ ও প্রশ্নমনোরমা নামে দুইখানি জ্যোতির্গ্রন্থের টীকাকার।

২ শ্যামলারহস্য-রচয়িতা।

৩ সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুপ্রদীপিকা প্রণেতা।

শিবলাল পাঠক, রামার্চ্চনসোপান-রচয়িতা।

শিবলাল শুক্ল, জাতিসাঙ্কর্য্য নামে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণেতা।

শিবলিঙ্গ চোল, চোলবংশীয় একজন ভূপতি, চতুর্ব্বেদতাৎপর্য্যসংগ্রহব্যাখ্যাকার।

শিববল্লভ (পুং) শিবস্য বল্লভঃ। শিবাপ্রিয়।

শিববল্লভা (স্ত্রী) শিবস্য বল্লভা। ১ শিবপ্রিয়া। ২ শতপত্রী, চলিত সেউতী। (রাজনি°)

শিববল্লিকা (স্ত্রী) শিবস্য বল্লিকা। লিঙ্গিনীলতা। (রাজনি°)

শিববল্লী (স্ত্রী) শিবস্য বল্লী। ১ লিঙ্গিনী। ২ শ্রীবল্লী।

শিববাহন (পুং) শিবস্য বাহনঃ। বৃষ, ষাঁড়।

শিববীর্য্য (ক্লী) শিবস্য বীর্য্যং। ১ শিববীজ, শিবের বীর্য্য। ২ পারদ। (রাজনি°)

শিবশক্তি (স্ত্রী) শিব এবং শক্তি, শিবপার্ব্বতী।

শিবশক্তিময় (ত্রি) শিবশক্তিস্বরূপে ময়ট্। শিব ও শক্তি স্বরূপ।

শিবশঙ্কর, বিষ্ণুপূজাক্রমদীপিকাকার।

শিবশর্ম্মন্ (পুং) গ্রন্থকারভেদ।

শিবশেখর (পুং) শিবঃ সুখকরঃ শিবপ্রিয়ো বা শেখরোহগ্রো যস্য। ১ বকবৃক্ষ। (জটাধর) ২ ধুস্তুর। (রাজনি°) ৩ শিবের মস্তক।

শিবশ্রী (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১৩)

শিবসঙ্কল্প (ত্রি) শুভসঙ্কল্পযুক্ত। "জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত" (শুক্লযজু° ৩৪।১) 'শিবসঙ্কল্পঃ শিবঃ কল্যাণকারী সঙ্কল্পঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পো যস্য' (বেদদীপ°)

শিবসমুদ্র (পুং) জলপ্রপাতভেদ।

শিবসমুদ্রম্ (শিবনাসমুদ্রম্), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতোর জেলায় অবস্থিত একটী দ্বীপ। মহিসুর-রাজ্যপ্রান্তে

কাবেরী নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এই ভূভাগ গঠিত করিয়াছে। সাধারণ লোকে এই স্থানকে হেগুরা বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু প্রাচীন শিবসমুদ্রম্ নগরীর (অক্ষা° ১২° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৪´ পূঃ) নাম হইতে ইহা শিবসমুদ্রম্ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে কএকটী ধ্বস্ত নিদর্শন ভিন্ন আর ঐ নগরের কিছু মাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। প্রবাদ, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বিজয়-নগর রাজবংশের গঙ্গা নামক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ রাজধানীতে তাঁহারা দুই পুরুষ রাজত্ব করেন। তৎপরে এই রাজ্য বিলুপ্ত হয়।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ পরিচালিত ইংরাজবাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণে অগ্রসর হইলে, পলায়নপর টিপু সুলতান ইহার চতুষ্পার্শ্ব লুণ্ঠন করিতে করিতে চলিয়া যান। তখন ঐ সকল স্থানবাসীরা গোমেষাদি লইয়া এই দ্বীপে আশ্রয় লয়। কালে এই দ্বীপ জঙ্গলাবৃত হয় এবং নদী বক্ষস্থ প্রস্তরসেতুও বন-জঙ্গলে অগম্য হইয়া উঠে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের ইংরাজ রেসিডেন্টের জনৈক কর্ম্মচারী রামস্বামী মুদলিয়ার ইহার সংস্কার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে 'জনোপকারকর্ম্মকর্ত্তা' উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি মহিসুররাজের নিকট হইতে ৯০০০৲ টাকার ও ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ৮০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত এখানে নদীর উপর আরও কয়টী নূতন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

শিবসহায়, ১ মহারাষ্ট্রবাসী একজন দার্শনিক। ইনি ব্যাপ্তি-পরিষ্কার নামে একখানি বৈশেষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ জাতকমঞ্জরী-রচয়িতা।

শিবসাগর, আসামের উত্তর উপত্যকাদেশের অন্তর্গত ইংরাজ শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ১৯´ হইতে ২৭° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ২১´ হইতে ৯৫° ২৫´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৮৫৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে লখিমপুর জেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদী, দক্ষিণে নাগা-শৈল নামক জেলা এবং পশ্চিমে নওগাঁ জেলা। শিবসাগর নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার সর্ব্বত্র সমতল প্রান্তরে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ও জঙ্গলভূমি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ নানা শাখা প্রশাখায় ঐ সকল স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকায়, নদাতীর-বর্ত্তী ভূভাগ গুলি সাধারণতঃ নিম্ন হইয়াছে। প্রতিবৎসর বন্যায় উহা জলমগ্ন হইয়া যায়। ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দিশাই নদীর পূর্ব্বদিক্‌স্থিত ভূভাগ শ্বেতবর্ণ পলিময় মৃত্তিকা-পূর্ণ। উহা জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সমধিক উর্ব্বর এবং ধান্য উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। উক্ত নদীর পশ্চিমাংশের মৃত্তিকা ঐরূপ হইলেও তাহার নিম্নভাগে আটাল মাটীর স্তর ও তাহার মধ্যে খনিজ লৌহের ডেলা পাওয়া যায়। এই বিভাগ নানা নদী খাতে ও বিস্তৃত জলাভূমিতে বিভক্ত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র গুলির শোভা মনোহর। নাগা শৈলের অভিমুখে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। পর্ব্বতপাদমূলের ভূমি স্বভাবতঃই ক্রমোচ্চনিম্ন। ঐ নিম্নদেশ প্রায়ই শরাদি তৃণ ও বেত্রবন বিরাজিত দেখা যায়। উহার উপরে বড় বড় জাম, কাঁঠাল, তৃণ, শুম বা পাহাড়ে কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষপূর্ণ বিজন অরণ্যভাগ। এই আরণ্যভূমির মধ্যস্থলে কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র এবং কোথাও বা ২০ ফিট্ উচ্চ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমি কৃষককুলের সমাগমে ও সঙ্গীত ধ্বনিতে নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা দূর করিয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান নদী। ইহার দিহিঙ্গ শাখা লখিমপুর হইতে শিবসাগরকে পৃথক্ রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দিসঙ্গ, দিখু, ধান্‌জি, কাকডাঙ্গা, ধনেশ্বরী প্রভৃতি শাখা নদী সর্ব্বকালেই জলপূর্ণ থাকে। ব্রহ্মপুত্র ও লোহিত্য নামক তাহার পুরাতন খাতের মধ্যবর্ত্তী 'মাজুলীচর' উর্ব্বর পলিময় মৃত্তিকাপূর্ণ। এখানে নানা দ্রব্যের চাস হয়। সুবর্ণশ্রী নামক শাখা নদী লোহিতনদীর প্রবাহ পুষ্ট রাখিয়াছে।

ইংরাজরাজের শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে, এই জেলা প্রায় ৪০০ বৎসর কাল আহোমরাজ-বংশের অধিকারে ছিল। তাহার পূর্ব্বে ছুটিয়া জাতিই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল। আহোম সেনা ছুটিয়াদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লয়।

কিংবদন্তী এই যে, শাণবংশীয় আহোমগণ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে উত্তর আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ সময়ে কামরূপে হিন্দুরাজগণ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ক্রমে ঐ রাজবংশের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে আহোমগণ ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্রনদের উপত্যকা-দেশে আসিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে তাহারা গৌহাটী অধিকার করিয়া মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হয়।

আহোমগণ স্বজাতীয় বীর্য্য ও বাহুবলে আসামে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বীর ধর্ম্মের উপযোগী ধর্ম্মবল ছিল না। তাঁহারা হিন্দুর অধিকারে আসিয়া ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণ-প্রধান হিন্দু ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সাত্ত্বিক ভাবে তাঁহাদের হৃদয় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা হিংসা দ্বেষ ভুলিতে লাগিলেন। পরে পবিত্র পুণ্য ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহারা বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন। যে বাহুবল একদিন পরশ্রী

দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া আহোমরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই বাহু ধর্ম্মের মহিমায় হিংসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং পরের সর্ব্বনাশসাধন পাপজনক জানিয়া অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ হইল। এই সময়ে আহোমরাজ্যে অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহবিরত থাকিবার অভিপ্রায়ে আহোমগণ ব্রহ্মবাসীর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু অবশেষে দুর্বৃত্ত ব্রহ্মসৈন্যগণ নিরীহ আহোমদিগকে যুদ্ধব্যাপারে নিস্পৃহ দেখিয়া তাহাদেরই উপর বিশেষ নির্য্যাতন করিতে লাগিল এবং অচিরে তাঁহাদের রাজ্য হস্তগত করিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ব্রহ্মরাজকে সমরে পরাভূত করিয়া আসাম রাজ্য অধিকার করেন।

বর্ত্তমান শিবসাগর নগরের অদূরে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে দিখু নদীতীরে গড়্গাঁও নামক স্থলে আহোমগণ রাজধানী স্থাপন করে। এখনও ঐ নগর ও তাহার উপকণ্ঠের ধ্বস্ত স্তূপ বহুদূর ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরসীমা আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। উহার পরিধি প্রায় দুই মাইল হইবে। এই সকল ধ্বস্ত কীর্ত্তির মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ ফটকের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার প্রস্তরগুলি লৌহ বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ। উহা দেখিলেই বোধ হয় যে, সুপ্রাচীন কামরূপ-রাজবংশের অভ্যুন্নতি কালে প্রাসাদের ঐ দ্বারাংশ গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন নগরের অনেক ইষ্টকাদি স্থানীয় লোকগণ আপনাপন ব্যবহারার্থ লইয়া গিয়াছেন। চাবাগানসমূহে ঐরূপ অনেক প্রাচীন ইষ্টক পাওয়া যায়।

কোন কারণে উক্ত রাজধানী শ্রীভ্রষ্ট হইলে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা রুদ্রসিংহ শিবসাগরের দক্ষিণে রঙ্গপুর নামক স্থানে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন, রাজা রুদ্রসিংহই প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত প্রাসাদ ও জয়সাগরতীরস্থ দেবমন্দির অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় ও জঙ্গলাবৃত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবসাগরদীর্ঘিকা খনন করান্। উহার জলখাত প্রায় ৪শত বিঘা। ঐ সুবিস্তৃত দীর্ঘিকার চতুস্পার্শ্বে শিবসাগর নগর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রঙ্গপুরে আহোম রাজগণের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। ঐ সময়েই রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয় এবং আহোম-শক্তি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রাজা গৌরীনাথ ঐ সময়ে বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিশাই তীরস্থ জোড়্হাট নামক স্থানে পলায়ন করেন। শত্রু পক্ষীয়েরা এখানেও তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি গৌহাটী অভিমুখে পলাইতে বাধ্য হন। অতঃপর ইংরাজ সেনার সাহায্যে তিনি জোড়্হাটে ফিরিয়া আইসেন। এখানে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজধানীর ধ্বস্ত কীর্ত্তি ব্যতীত আহোম রাজগণের আরও কতকগুলি অক্ষয় কীর্ত্তি আছে। নদীর বন্যা হইতে দেশরক্ষার জন্য আইল্ বা বাঁধগুলি তাহার নিদর্শন। ঐ বাঁধের উপর দিয়া লোকে যাতায়ত করিত। আহোম-রাজগণ সম্ভবতঃ ঐ সকল আলি বিনা ব্যয়ে ও বলপূর্ব্বক প্রজাবর্গকে বাধ্য করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহাদের রাজ্য শাসন প্রণালীও স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা আপনাদের অধিকৃত প্রদেশকে খণ্ড খণ্ড বিভাগ করিয়া এক এক জন কর্ম্মকর্ত্তার অধীনে শাসিত করিতেন। ঐ কর্ম্মকর্ত্তা কোন প্রজার নিকট হইতে কোন রূপ রাজস্ব আদায় করিতে পারিতেন না।

তাঁহারা প্রজাবর্গের প্রত্যেকের নিকট হইতে রাজকীয় বা রাজ্যের মঙ্গলজনক কোন না কোন কার্য্যের কতকাংশ নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। তজ্জন্য রাজসরকার হইতে তাহাদের প্রতি কোনরূপ পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা ছিল না। যে না করিত, তাহাকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করা হইত। এই কারণে রাজকার্য্যে তাহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না। কাজেই আহোম-বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বাঁধের অবনতি সাধিত হয়। নদীবন্যার পুনঃপুনঃ আঘাতে উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া শস্যক্ষেত্রাদির বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইংরাজসেনা শিবসাগর দখল করে। পুনরায় ব্রহ্মসৈন্যের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রথমেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সীমান্তবর্ত্তী সদিয়া নগরে একটী সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। তৎকালে নওগাঁয় বসিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অতঃপর বর্ত্তমান শিবসাগর জেলা ও লখিমপুরের দক্ষিণ ভাগের কতকাংশের বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজা পুরন্দর সিংহ নামা জনৈক দেশীয় রাজার হস্তে তৎপ্রদেশের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন। রাজা ইংরাজের সহায়তা লাভ করিয়া বিশেষ অত্যাচারপরায়ণ হইলেন। নির্দ্দয় ব্রহ্মবাসীর অত্যাচার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহের হস্ত হইতে ঐ প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে এক জন ইংরাজশাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তদবধি এখানে আর কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। নদীর পুনঃ পুনঃ বন্যানিবন্ধন প্রজাসাধারণ শস্যাদি নাশহেতু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও কাতর হইয়া পড়িতেছিল। এখানে চা-বাগান স্থাপনের পর হইতে তাহাদের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে।

শিবসাগর নগর ব্যতীত জোড়্হাট, গোলাঘাট ও নাজিরা নগর বর্ত্তমান সময়ে পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া এক একটী বাণিজ্যকেন্দ্র

রূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজধানী গড়গাঁও ও রঙ্গপুর এখন সমৃদ্ধিহীন গণ্ডগ্রাম মাত্র। এতদ্ভিন্ন এই জেলায় ১৯৮৩টী গ্রাম আছে। স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে আহোম, কোচ, চুটিয়া, ব্রহ্ম, চীন, ডোম, রাজপুত, কলিতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কেওট, কতানী, মুণ্ডা বা মুরা, কুর্ম্মী, ঘোড়িয়া, নাট, গণক, হাড়ি, কুম্ভার, বাউরী, কাহার, ঘাটবাল, নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতি দেখা যায়। আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে মিরি, মিকির নাগা, শান, লালুঙ্গ, মেছ, গারো, মণিপুরী, কোল, ওরাওন ও সাঁওতাল প্রধান। শেষোক্ত জাতিত্রয় চা-বাগানের কুলী হইয়া ছোট-নাগপুর জেলা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল জাতির অধিকাংশই কৃষিজীবী, কেহ কেহ কুলীরূপে কার্য্য করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বয়নের কারবার এখানকার প্রধান। এখানে আদাকুড়ী গাছে যে গুটী জন্মে, তাহার রেশমে প্রস্তুত বস্ত্র মেজাঙ্কুড়ী নামে কথিত। উহাই এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশমী কাপড়। তুঁত গাছে যে চীন দেশীয় গুটীর চাস হয় তাহা হইতে পাট নামক রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুম গাছের গুটী হইতে মুগা এবং রেড়ী (ভেরেণ্ডা) গাছের গুটীতে এড়িয়া বা এণ্ডি রেশম উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রেশম-বস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র ও বিদেশেও আদরের সহিত গৃহীত হয়। ইহা ভিন্ন এখানে পিতল ও কাংসনির্ম্মিত নানা গৃহোপকরণ ও পাত্রাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাড়বাড়ী বণিক-সমিতি ঐ সকল শিল্পীদিগকে দাদন দিয়া কার্য্য করাইয়া ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দূরদেশে লইয়া যায়। শীতকালে নাগারা তুলা ও বনজাত ফলমূল লইয়া তদ্বিনিময়ে এখান হইতে লবণাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। চা, রেশম, সরিষা, তুলা, ও বনজাত নানা দ্রব্য বহু পরিমাণে এখান হইতে দূরদেশে রপ্তানী হয় এবং লবণ, তৈল, অহিফেন, কার্পাস বস্ত্র ও লৌহানির্ম্মিত নানারূপ বৈদেশিক দ্রব্য এখানে রেল ও ষ্টীমার যোগে আনীত হইয়া থাকে।

এখানকার জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে। কার্ত্তিক হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত এখানে শীত, তৎপরে অবশিষ্ট কয় মাস গ্রীষ্ম ও বর্ষা। এই কারণে এখানে সাধারণতঃ দুইটী মাত্র ঋতুই দেখা যায়। সবিরাম ও অবিরাম জ্বর, উদরাময় ও রক্তামাশয়, বাত, গোদ, গলগণ্ড, কুষ্ঠ ও খোস্‌পাচড়া প্রভৃতি ত্বক্‌রোগ এবং ফুসফুস বা হৃদ্‌যন্ত্রের নানারোগ এখানকার অধিবাসীদিগকে ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। বৎসরে একবার বিসূচিকা দেখা দেয় এবং ৭।৫ বৎসর অন্তর বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। শিবসাগর ও বড়তলা থানা লইয়া ইহা গঠিত। গ্রাম সংখ্যা ৬৪টী।

৩ শিবসাগর জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। ব্রহ্মপুত্র-নদের দক্ষিণকূল হইতে ৯ মাইল দূরে দিখু নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪° ৩৮´ ১০´´ পূঃ। আহোম রাজবংশ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর 'শিবসাগর' তটে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এখনও ঐ শিবসাগর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ, অনুমান ১৭২২ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ রাজা শিবসিংহ বহু অর্থব্যয়ে এই দীর্ঘিকা খনন করান। প্রাচীন নগরভাগ ধ্বস্ত অবস্থায় পতিত। ইংরাজ গবর্মেণ্টের যত্নে বর্ত্তমান নগরাংশ ও বাজার প্রভৃতি শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।

শিবসাযুজ্য (ক্লী) শিবস্য সাযুজ্যং। মোক্ষবিশেষ। শিবের সহিত যোগ।

"উপবাসপ্রভাবেন বলাদপি চ জাগরাৎ।
শিবরাত্রেস্তথা তস্য লিঙ্গস্যাপি প্রপূজয়া।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শিবসিংহ, ১ মিথিলার স্বনামখ্যাত নৃপতি। দেবসিংহের পুত্র, বিদ্যাপতির প্রতিপালক। [মিথিলা দেখ]

২ আসামের ইন্দ্রবংশীয় একজন রাজা।

শিবসিংহ মল্ল, নেপালের একজন রাজা।

শিবসুন্দরী (স্ত্রী) শিবস্য সুন্দরী। দুর্গা। (তন্ত্র)

শিবসূত্র (ক্লী) ১ শিবকর্ত্তৃক কথিত সূত্র। দর্শন ও ব্যাকরণ।

শিবস্কন্ধ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।২৫)

শিবস্তুতি (স্ত্রী) শিবস্য স্তুতিঃ। শিবের স্তব, মহাদেবের স্তব।

শিবস্বাতি (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।২৪)

শিবস্বামী, এই নামে বহুসংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় —

১ কাশ্মীরপতি অবন্তিবর্ম্মার সভাস্থ একজন প্রাচীন কবি।

২ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ, ক্ষীরস্বামী ও মাধব ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

৩ শিবাচার্য্য নামেও প্রসিদ্ধ, ইনি সুখজীবন নামক এক নৃপতির আশ্রয়ে বিজ্ঞানভৈরবোদ্দ্যোতসংগ্রহ রচনা করেন।

শিবা (স্ত্রী) শিব-টাপ্। ১ দুর্গা। ২ মুক্তি।

"শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং মোক্ষগামিনী।
শিবায় যাং জপেদ্দেবীং শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা॥"(দেবীপু° ৪৫অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শিবা শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ আছে—

"শশ্চ কল্যাণবচন ইরেবোৎকৃষ্টবাচকঃ।
সমূহবাচকশ্চৈব বাকারো দাতৃবাচকঃ॥
শ্রেয়ঃ সঙ্ঘোৎকৃষ্টদাত্রী শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা।
শিবরাশি মূর্ত্তিমতী শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা॥

শিবোহি মোক্ষবচনশ্চাকারো দাতৃবাচকঃ।
স্বয়ং নির্ম্মাণদাত্রী যা সা শিবা পরিকীর্ত্তিতা ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ২৭ অ°)

শশব্দ কল্যাণবাচী, ইশব্দ উৎকৃষ্ট ও সমূহবাচক, বা শব্দের অর্থ দাতা, যিনি উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসমূহ প্রদান করেন, তাহাকে শিবা কহে। ২ শমীবৃক্ষ। ৩ হরীতকী। ৪ শৃগাল। ৫ আমলকী। (মেদিনী) ৭ বুদ্ধশক্তিবিশেষ। ইনি দ্বাত্রিংশ জিনের মাতা। (ত্রিকা°) ৮ হরিদ্রা। ৯ দূর্ব্বা। নীলদূর্ব্বা। ১০ গোরোচনা। ১১ বহুপুষ্পী, চলিত মেতি। ১২ শ্যামা, শ্যামালতা। ১৩ ভূম্যামলকী, চলিত ভূঁই আমলা। ১৪ আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ।

শিবাকু (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (পা ৪:১।৯৬)

শিবাক্ষ (ক্লী) শিবস্য অক্ষি কারকত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। রুদ্রাক্ষ। (রাজনি°)

শিবাখ্যা (স্ত্রী) শিবা ইতি আখ্যা যস্যাঃ। ১ বল্লীদূর্ব্বা। (রাজনি°) শিবাশব্দার্থ।

শিবাগম (পুং) তন্ত্রশাস্ত্র, শিবপ্রোক্ত তন্ত্র।

শিবাঘৃত (ক্লী) উন্মাদরোগে ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী – ঘৃত ৪ সের, কাথের জন্য পুং-শৃগালের মাংস ৬০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, কল্কের জন্য যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখাল শশার মূল, সালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, নীলপদ্ম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাইচ, এলবালুক, ও চাকুলে এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। ঘৃতপাকের বিধানানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ, বাত, অপস্মার, মেহ ও মূত্রমেহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। উন্মাদরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঘৃত। (উন্মাদরোগাধি°)

শিবাঙ্ক (পুং) অগস্তিবৃক্ষ, ছোটবাসক। (রাজনি°)

শিবাটী (স্ত্রী) বংশপত্রী।

শিবাজি, (শিবাজী) ভোন্‌সলেবংশীয় সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র দলপতি ও দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ফলতানের নায়ক নিম্বলকর শাহজি ভোঁস্‌লের পুত্র। যে বংশে শিবাজি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা উদয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ রাণাবংশের সহিত সংসৃষ্ট। রাজোপাখ্যানে এই ভোঁস্‌লে বংশের এইরূপ উৎপত্তি কাহিনী দৃষ্ট হয়,—রাজপুতনার অন্তর্গত উদয়পুররাজ্যের বীরশ্রেষ্ঠ রাণা ভীমসিংহের ভাগসিংহ নামে এক পুত্র ছিল। ভাগসিংহের মাতা নীচবংশীয়া ছিলেন; এই কারণে রাণাবংশের সকলেই তাঁহাকে জারজ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন।

জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও শিশোদীয় রাজপুতকুল কর্ত্তৃক এরূপ ঘৃণিত ভাবে নিগৃহীত হইয়া ভাগসিংহ মাতৃভূমি ও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক খান্দেশ রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথাকার ভূম্যধিকারী রাজা আলী মোহনের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে স্বোপার্জ্জিত বিত্ত লইয়া তিনি দক্ষিণভারতে পুণারাজধানীর সন্নিকটে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া স্বয়ং ভূম্যধিকারীরূপে বাস করিতে থাকেন।

গ্রন্থান্তরে প্রকাশ, শিবাজির আদিপুরুষ শিবরায় একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন, চিতোরদুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। শিশোদীয় রাজপুত কুলের প্রতিভা অচিরে তাঁহাতে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে দুইজন পাঠানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন এবং কনিষ্ঠ ভীমসিংহ ঐ সময়ে কৌশলে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া ভোন্‌স্‌লে দুর্গে আশ্রয় লাভ করেন। এই সূত্রে তাঁহার বংশধরগণ 'ভোন্‌স্‌লে' নামে আখ্যাত হন।

ভীমসিংহের পুত্র বিজয়ভানু অমিতবলশালী ছিলেন। তিনি স্বজাতিসমাজে যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হন। বিজয়ভানুর পুত্র খেলকর্ণের জীবিতকালে মুসলমানগণ উপর্য্যুপরি চিতোর দুর্গ আক্রমণ করিয়া রাজপুতশক্তি খর্ব্ব করেন। খেলকর্ণ দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসমর্থ হইয়া স্বদলবলে দেবগিরির নিকটবর্ত্তী বেরুল গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র জয়কর্ণ, জয়কর্ণাত্মজ মহাকর্ণ। মহাকর্ণের পুত্র রাজা শিব ভীমাজলে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র বাবাজী বা শম্ভাজি ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে ইঁহাদের পৈতৃক ভূসম্পত্তি কএকখানি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল।

শম্ভাজির মল্লোজি (মালোজি) ও বিঠোজি নামে দুই পুত্র হয়। তাঁহারা উভয়েই বুদ্ধিমান্, উদ্যোগী, কর্ম্মঠ, ও উন্নতচেতা ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের সৌভ্রাতৃভাব এতদূর গাঢ়তর ছিল যে, একে অন্যের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। এই অদৃষ্টান্বেষী যুবকদ্বয় আপনাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় সিন্ধেড় (সিন্দেখেড়) নিবাসী লাখোজী নামক জনৈক মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের নিকট কর্ম্ম গ্রহণ করেন। উক্ত যাদব রায় বাহাদুর নিজামশাহের একজন বিশ্বস্ত ও প্রধান কর্ম্মচারী এবং বারহাজারী মনসদার ছিলেন। লাখোজির অনুগ্রহে মালোজি গৃহকর্ম্মচারিপদে এবং বিঠোজি অশ্বারোহী সেনাদলে নিযুক্ত হন।

এইখানে অবস্থান কালে মালোজির দুই পুত্র হয়। শাহ শরিফা নামক একজন ফকিরের কল্যাণে পুত্রদ্বয় লাভ করেন বলিয়া মালোজি পুত্রদ্বয়ের নাম শাহজি ও শরিফ্‌জি রাখেন।

যাদবরাও পূর্ব্ব হইতেই প্রভুভক্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মালোজির প্রতি প্রীত ছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের দোল-পূর্ণিমার সময় একদিন মালোজি স্বীয় জ্যেষ্ঠতনয় শাহজিকে লইয়া লাখোজির সাক্ষাতে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে শাহজির কমনীয় মূর্ত্তি সন্দর্শনে প্রীত হইয়া লাখোজী তাঁহার সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন, পরে স্বীয় পত্নীর পরামর্শানুসারে কিছু দিনের জন্য ঐ বিবাহ স্থগিত রাখেন, কিন্তু অবশেষে নবাবের মধ্যস্থতায় স্বীয় তনয়া জিজিবাইর সহিত শাহজীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

এই সময়ে মালোজী স্বীয় অধ্যবসায়ে একসহস্র সেনারক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসবদার ও প্রথমে রাজা উপাধি দেন। ঐ সময়ে তিনি পুণা ও সুপ পরগণাদ্বয় জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। শিবনের ও চাকনদ্বয় এবং তদধীনস্থ প্রদেশের রাজস্ব-সংগ্রহের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মালোজির মৃত্যু ঘটে। [মালোজি দেখ।]

পিতার মৃত্যুর পর শাহজির বীরত্বপ্রতিভা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে নিজামশাহী বংশের দশম নৃপতি বাহাদুর শাহের মৃত্যু হওয়ায় রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। শাহাজ পূর্ব্ব প্রভুর বিপদ্‌বার্ত্তা ও মোগল কর্ম্মচারিগণের দুর্ব্ব্যবহার শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে আহ্মদনগরে উপনীত এবং বেগমসাহেব কর্ত্তৃক মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহাতে তাঁহার শ্বশুর লাখোজীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ক্রমে তাহা হইতেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধে। শাহজি বৃথা যুদ্ধে বলক্ষয় অবিধেয় বিবেচনা করিয়া বিজাপুর-রাজদ্বারে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন। নবাব ইব্রাহিম আদিল শাহ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন।

শাহজি যে সময়ে বিজাপুরে উপনীত, সেই সময়ে বিজাপুর রাজ্যের সহিত কর্ণাটকপ্রান্তে যুদ্ধ চলিতেছিল। রাজমন্ত্রী মুরারি জগদেব শাহজিকে তদ্দণ্ডেই দ্বিতীয় সেনাপতি ও দশহাজারী মনসবদার পদে বরণ করিয়া কর্ণাটক প্রদেশে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয় এবং তিনি বিজাপুর দরবার হইতে বিজয়লব্ধ প্রদেশের কিয়দংশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

শাহাজ যখন বিজাপুরে আগমন করেন, তখন তাঁহার শ্বশুর যাদবরাও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া স্বীয় গর্ভিণী কন্যাকে শিবনের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দিনী মাতা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখী শুক্ল-দ্বিতীয়ার বৃহস্পতিবারে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজিকে প্রসব করেন। দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামানুসারে জাত বালকের শিবাজি নাম রাখা হয়। এদিকে শাহজী স্বীয় শ্বশুরের নিকট বারবার পত্নী প্রত্যর্পণের প্রার্থনা জানাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি বঙ্কোজির মাতা তুকাবাইকে দ্বিতীয়বারে বিবাহ করেন।

অতঃপর নিজামশাহী রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে শাহজি বিজাপুর-দরবারের মধ্যস্থতায় পুনরায় স্বীয় জায়গীর ও স্ত্রীপুত্র-প্রাপ্তির আবেদন পাঠাইলেন। এবার কর্ম্মচারীরা আর কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাঁহাকে জায়গীর আদি প্রদান করেন। [শাহজি দেখ।]

পিতার যত্নে শিবাজির শিক্ষাভার দাদোজি কোণ্ডদেব নামা জনৈক উপযুক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহার চেষ্টায় শিবাজি বাল্যকালেই অদ্বিতীয় অশ্বারোহী, স্থিরলক্ষনিপুণ অস্ত্রপরিচালক এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহারই উপদেশবলে শিবাজি শৈশবকালেই ভারতের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন এবং তাহাই তাঁহার হৃদয়ে ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের আশা উদ্দীপিত করে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে মুসলমান-বিদ্বেষ প্রবল হয়। দশমবর্ষীয় বালক শিবাজি বিজাপুর-রাজদরবারে উপনীত হইয়াও সে বিদ্বেষ দেখাইতে বিরত হন নাই। তাঁহাকে নিকটে রাখা বিপজ্জনক জানিয়া শাহজী স্বীয় পুত্রকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পুণায় প্রেরণ করেন।

যে সময়ে শিবাজ জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে দক্ষিণ ভারত ক্ষীণপ্রভ নিজামশাহী, কুতবশাহী ও আদিলশাহী বংশের অকর্ম্মণ্যতায় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজকর্ম্মচারীরা ব্যসনাশক্ত, অর্থপিপাসু ও প্রজাশোষক, ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত মোগলেরা রাজ্যবিস্তারপরায়ণ, অর্থলালসাপূর্ণ ও প্রজার সর্ব্বস্বহারক; সুতরাং হিন্দুমাত্রেই মুসলমান হস্তে নিপীড়িত, নৈতিক বলবিহীন ও হীনবল। স্বদেশগতপ্রাণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোণ্ডদেব এই সময়ে শিবাজির হৃদয়ে দেশের এই অবস্থা অঙ্কিত করিয়া দেন। পুণা-প্রত্যাগমনের পর স্বচক্ষে বিজাপুররাজের সমৃদ্ধি ও গৌরব গরিমব্যঞ্জক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বজাতির ও স্বদেশের পরিণামচিন্তা জাগিয়া উঠে। তখন শিবাজি জাত্যভিমান ও ধনাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। বালক শিবাজির প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার সহিত প্রীতভাবে সম্মিলিত হয়, এমন কি,তাহারা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে তৎকার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইত না।

ক্রমে যুদ্ধবিশারদ মাবলজাতি তাঁহাকে প্রীতিচক্ষে দেখিয়া আপনাপন বিদ্বেষ ভুলিয়া সকলে একপ্রাণে তাঁহাকে নেতৃপদে বরণ করেন। ইহাতে তাঁহার বল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল।

১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজি ১৯শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে বিজাপুররাজ কর্ণাটযুদ্ধে লিপ্ত। সুযোগ বুঝিয়া শিবাজি

দুর্গ-কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া রাত্রিকালে তোরণাদুর্গ আক্রমণ করিলেন, বিনারক্তপাতে এই স্থলে ভাবী মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই সময়ে তাঁহার বাল্য সহচর যেশাজি কঙ্ক, তানাজি মালুসরে, বাজী ফসলকর প্রভৃতি বীরগণ আজীবন বিশ্বস্ত ভাবে তাঁহার জীবনযজ্ঞের প্রধান অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন।

তোরণাদুর্গ অধিকারে আনিয়া শিবাজি উহার জীর্ণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। দুর্গটী প্রাকারাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিবার সময় তিনি উহার একস্থান খনন করেন। ঐ গর্ত্ত হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। ঐ অর্থ লইয়া তিনি মুরাবাদ পর্ব্বতোপরি একটী দুর্গ বিনির্ম্মাণ করিয়া তাহা নানাজাতীয় যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পূর্ণ করেন। ঐ দুর্গের নাম রায়গড় রাখা হয়। এই দুর্গেই শিবাজি রাজ্যাভিষেককাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। পুত্রের এই অসমসাহসিক কার্য্যে বিচলিত ও ভীত হইয়া শাহজী তাঁহাকে এরূপ দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন।

শিবাজি পিতার উপদেশ মত কিছুদিন এইভাবে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের উন্নতির চেষ্টা পান। দাদোজি কোণ্ডদেব তাঁহার এই নির্ভীকতা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বিশেষ আহ্লাদিত হন। তিনি আবাজি সোণদেব, রঘুনাথ বল্লাল, শ্যামরাজ পন্ত, বড় পিঙ্গলে, মোরোপন্ত পিঙ্গলে ও তাহার পিতা, অন্নাজি দত্ত, নারোপন্ত হনুমন্ত প্রভৃতি কএকজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজ্যের কর্ণধার হইয়া রাজকার্য্যে ও রণক্ষেত্রে শিবাজির সহায়তা করিতে পারিবেন, এরূপ ভাবে শিক্ষিত করিয়া যান। এইরূপ কারকুনদিগকে নানা উপদেশ দিয়া দাদোজি মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য ভিত্ত সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে দাদোজি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

দাদাজির মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর উপর পৈতৃক সম্পত্তির শাসনভার পতিত হয় এবং এই সময় হইতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। পরাধীন দেশে থাকিয়া কিরূপ কার্য্য করিলে পরিণামে সফলতা লাভ করিতে পারা যায়, শিবাজী তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় শিবাজী সঞ্চিত ধন পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত শাহজীর নিকট হইতে একখানি পত্র পান। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থ হস্তচ্যুত করা কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়া গুরুদেবের মৃত্যুকথা, দরিদ্র দেশের রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থার ব্যয়াধিক্য ইত্যাদি কারণ উল্লেখে বর্ত্তমান সময় অর্থপ্রেরণ সম্ভাবিত নহে বলিয়া পিতাকে পত্র লিখেন।

তাহার পর দেশমধ্যে দেশহিতৈষণা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি জানিতেন যে বিলাসপ্রাণ ধনবানেরা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না, সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার অভীষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। শিবাজীর দেশহিতের ঐকান্তিক ইচ্ছা, শত্রুদলনে অসামান্য অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব বীররসপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া চাকনদুর্গের হাবিলদার ফেরঙ্গজী নরসালার হৃদয়ে দেশাভিমান ও স্বধর্ম্মাচরণ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। শিবাজী ফেরঙ্গজীকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হন ও ঐ চাকন দুর্গ যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহারই হস্তে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন।

চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া শিবাজী সুপ প্রদেশের প্রধান কর্ম্মচারী বিমাতার ভাই শম্ভাজী মহিতেকে স্বপক্ষে আনয়নের নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সফল হইতে না পারিয়া, এক ফাল্গুনমাসের দোলযাত্রার প্রাক্কালে পার্ব্বণী গ্রহণের ভাণ করিয়া মহিতের নিকট উপস্থিত হন এবং কৌশল ক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করিবার জন্য অনেক অনুনয় ও অনুরোধ করেন। কিন্তু গর্ব্বিত মহিতে ভাগিনেয়ের অধীনে কার্য্যকরা অপমানজনক বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হন। শিবাজী মাতুলকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর পিতার নিকট প্রেরণ করেন এবং সুপ প্রদেশ আপন অধীনে আনয়ন করেন। মহিতের অবস্থা দেখিয়া বারামতী, ইন্দুপুর প্রভৃতি প্রদেশের কর্ম্মচারিগণ বিনা আপত্তিতে শিবাজীর নিকট রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন।

শিবাজী এইরূপ আপন অধীনে কর্ম্মচারীনিয়োগ আরম্ভ করিলেন। মাণকোজি দহাতোণ্ডেকে সেনাপতি ও শ্যামরাও নীলকণ্ঠকে পেশোবা পদে নিয়োগ করিলেন। আর দুর্গাদি জয়কালে যাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি সরদার উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

শিবাজীর গুণমুগ্ধ বীর তানাজি একদিন তাঁহার নিকট আগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। শিবাজী তাঁহার প্রস্তাবে অতীব দুর্গম কোণ্ডনাদুর্গ আক্রমণে প্রোৎসাহিত হন। তানাজীর চেষ্টায় এই দুর্গ অধিকৃত হইলে তিনি তাহাকে কোণ্ডনার শাসনকর্ত্তৃপদে নির্ব্বাচিত করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সাংসা তানাজি গোপনে কোণ্ডনা দুর্গের যাবতীয় সংবাদ অবগত হইয়া একদিন রাত্রিতে প্রবল পরাক্রান্ত মাবলি-সৈন্য লইয়া অকস্মাৎ উক্ত দুর্গ আক্রমণ করেন। সুষুপ্ত মুসল-

মানগণ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ও অগ্রেই অস্ত্রাগার আক্রান্ত হইতে দেখিয়া অচিরে পরাভব স্বীকার করে। শিবাজী তানাজির অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য্য ও বীরত্ব দেখিয়া কোণ্ডনা দুর্গের প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তানাজির পরাক্রমপ্রতিপাদক সিংহগড় নামে উহাকে আখ্যাত করিলেন এবং আপনার প্রতিশ্রুতি মত তানাজিকে ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত করিলেন। দুর্গ সকল নানাপ্রকারে সুরক্ষিত করিয়া শিবাজী অতঃপর মাতার নিকট পুণায় আগমন করেন। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবাজী শুনিতে পান যে পুরন্দরের দুর্গাধ্যক্ষ নীলকণ্ঠরাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। দুর্গাধিকারের বিবাদ লইয়া এই সময় নীলকণ্ঠ রাওয়ের দুই পুত্র শিবাজীর নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহাকে বিবাদভঞ্জনের জন্য মধ্যস্থ করেন। শিবাজী তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে জায়গীর ও উচ্চপদ দান করিয়া স্বয়ং দুর্গ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য এই প্রকারে তিনি উক্ত দুর্গে হস্তক্ষেপ না করিলে নিশ্চয়ই অন্য কোনও প্রবল ব্যক্তি উহা অধিকার করিয়া লইত। এই পুরন্দর দুর্গ হস্তগত করিয়া তাহার শাসনভার তিনি আপন হস্তে গ্রহণ করেন। তাহার পর মোরোপন্ত পিঙ্গলের হস্তে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন।

দাদাজি কোণ্ডদেবের মৃত্যুর কয়েকমাসের মধ্যে শিবাজী বিনা রক্তপাতে চাকন ও নিরার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধিপতি হন।

বিজাপুরাধিপতি প্রথমাবস্থায় শিবাজীর ক্রিয়াকলাপের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারায় শিবাজির উদ্দেশ্য সিদ্ধির বহু সুবিধা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য অবশেষে বিজাপুররাজ আপনাদিগের অনবধানতার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-নৃপতির সহিত শিবাজীকে এক ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এই সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বর্ষ মাত্র ছিল। শিবাজী সহসা সমরসম্ভারসংগ্রহ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমরনৈপুণ্যে প্রাচীন সমরবিদ্যাবিশারদগণও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি বিপক্ষগণের বহু দুর্গ দখল এবং স্বয়ং অনেক দুর্গ বিনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রাম ও নগর এই সময়ে শিবাজীর শাসনাধীন হইয়া পড়ে। নেতাজী পালকর, ফিরঙ্গোজী নরশালে, তানাজী মালশুরে,মোরোপন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ এই সকল ব্যাপারে শিবাজীর সহায় ছিলেন। ছদ্মবেশ, গুপ্ত ভাব, অতর্কিত রূপে আক্রমণ প্রভৃতি উপায়ে ইহাঁরা সিদ্ধ ছিলেন। এই সকল উপায়ে কাণেরী, তিকোনা, লোহগড়, রাজমাচী, কুবারী, ভোরোপ, ঘনগড় ও কোল্‌না প্রভৃতি দুর্গ ইঁহাদের অধিকৃত হয়।

শিবাজীর ইন্দ্রিয়সংযম ও চরিত্র গৌরবের একটী উদাহরণ এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। কোনও সময়ে আবাজী সোনদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী কল্যাণ নগর আক্রমণ করেন। মৌলানা আহম্মদ নামক একব্যক্তি এই নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পুত্রবধূ সহ বন্দী হন। সোনদেব শিবাজীর তুষ্টি নিমিত্ত বিজয়লব্ধ দ্রব্যাদি সহ আহম্মদের গর্ভিণী পুত্রবধূকে শিবাজীর নিকট লইয়া যান। শিবাজী স্বীয় কর্ম্মচারী ও সুহৃদ্গণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন। সোনদেবের মনের ভাব অবগত হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যদি আমাদের জননী এই রমণীর ন্যায় সুন্দরী হইতেন, তাহা হইলে আমরা সুন্দর হইতাম।" শিবাজী এক কথায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে পরস্ত্রী দেখিলেই তাঁহাকে মায়ের মত মনে করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি বহুমূল্য বসনভূষণ দিয়া সেই রমণীকে সুরক্ষিত ভাবে বিজাপুরে তাঁহার অভিভাবকগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার স্বজন ও কর্ম্মচারীদিগকে পরস্ত্রীলোভের বিরুদ্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেই সকল উপদেশ অতি মূল্যবান্।

অতঃপর কল্যাণ ও কোঙ্কণ প্রদেশের দুর্গ সকল শিবাজীর অধিকৃত এবং অরক্ষিত গিরিপথে দুর্গাদি নির্ম্মিত হইল। শিবাজী এতদ্ব্যতীত রায়রীর নিকটবর্ত্তী লিঙ্গানা এবং ঘোষালার নিকটবর্ত্তী বিশ্বাড়ী নামক স্থানদ্বয়ে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

শিবাজী যে কৌশলে তাঁহার বন্দী পিতার উদ্ধারসাধন করেন, তাহাও অল্প বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। শিবাজীর বিজয়বার্ত্তা চারিদিকে বিঘোষিত হইলে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা সেই সংবাদে অতি বিচলিত হইয়া উঠেন। তিনি শিবাজীর পিতা শাহজীকে ক্রোধপূর্ণ পত্র লিখিয়া এই সকল ব্যাপার হইতে নিরস্ত হওয়ার নিমিত্ত উপদেশ করেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় শাহজীর কোন বন্ধুকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহাকে বন্দী করেন। এই বন্ধুটী একদিন রাত্রিকালে ভোজনের জন্য শাহজীকে নিমন্ত্রণ করেন, শাহজী উপস্থিত হওয়া মাত্র বিজাপুর-রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কারাগারে শাহজীকে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলা হয় যে অচিরে যদি শাহজী বিজাপুরের অধীন স্থানসমূহের অধিকার বিনা আপত্তিতে অর্পণ করেন, তবে তাঁহার প্রাণরক্ষা করা হইবে, নতুবা তাহার প্রাণবধ অনিবার্য্য। শিবাজী এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তদীয় পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী সইবাই এই সময়ে শিবাজীকে যে মন্ত্রণা প্রদান করেন,তাহা তাদৃশী মহীয়সী মহিলার পক্ষেই শোভনীয়। তিনি বলেন, পরমারাধ্য স্নেহময় শ্বশুর মহাশয়ের উদ্ধারসাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে

দেশ উদ্ধারের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় ইহাও বিবেচ্য। শিবাজী মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দিল্লীশ্বর শাহজাহানের শরণগ্রহণ করাই উপস্থিত বিপদে সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। দিল্লীশ্বর শিবাজীকে পাঁচ হাজার অশ্বের মনসবদার নিযুক্ত করিয়া শাহজীর মুক্তির জন্য বিজাপুরে পত্র লিখিলেন। এই উপায়ে শাহজী মুক্তিলাভ করেন।

বিজাপুরের মহম্মদ শাহ অতঃপর দেখিতে পাইলেন, শিবাজীর ক্ষমতা দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত তিনি শিবাজীকে বন্দী করিবার নিমিত্ত জাবলীর চন্দ্র রাওয়ের সহিত পরামর্শ করেন। বাজী শ্যামরাও ইহাঁদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী ইহাদের অভিসন্ধি জানিয়া চন্দ্ররাও ও শ্যামরাওকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সংবাদে মহম্মদ শাহ অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়াছিলেন।

হাবসী রাজ্য আক্রমণের পরে শিবাজী কিছু দিন হরিহরেশ্বর নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে একজন সম্ভ্রান্ত বীরপুরুষ তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি উপহার প্রদান করেন। শিবাজী প্রতিদানে উক্ত বীরপুরুষকে প্রায় আটশত টাকা (তিন শত হোণ) জহরও পরিচ্ছদ প্রদান করেন। শিবাজী এই তরবারী খানিকে "ভবানী" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই তরবারিখানি আজীবন শিবাজীর সহচর ছিল। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, শিবাজী ভবানী তরবারি সহ সমরাঙ্গণে উপনীত হইলে শত্রুর কখন জয়াশা নাই।

১৬৫৫ খৃঃ অব্দে শিবাজী সহসা জাবলী আক্রমণ করেন। চন্দ্ররাও জাবলীর অধিকারী ছিলেন। রঘুনাথ পন্ত ও শম্ভাজী কথায় কথায় সে স্থলে উপস্থিত হইয়া চন্দ্ররাও ও তদীয় ভ্রাতা সূর্য্যরাওকে নিহত করেন। অতঃপর এক যুদ্ধ হয় তাহার ফলে জাবলী শিবাজীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে শৃঙ্গারপুরাধিপতি সুরবে রাও শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং শিবাজীর সহিত যোগ দিয়া তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের বিশ্বস্ত সহায় হন। সুরবেরাজের সহিত শিবাজীর বন্ধুত্ব ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়। শিবাজী এই বন্ধুতা আরও ঘনিষ্ঠতর করার জন্য সুরবেরাজের কন্যাকে স্বীয় পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন।

শিবাজীর সেনানায়কগণের মধ্যে মোরোপন্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মোরোপন্ত বহু নগর জয় ও বহু দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ সমূহের মধ্যে প্রতাপগড় দুর্গ নির্ম্মাণে মোরোপন্ত যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার সমুজ্জল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

দিল্লীর সম্রাট অরঙ্গজেব বিজাপুরের শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমরসম্ভারসহ বিজাপুরে আসিয়া শিবাজীকে স্বপক্ষে আনয়ন করার প্রয়াস পান। কিন্তু সুচতুর শিবাজী দেখিলেন বিজাপুর অরঙ্গজেবের অধীন হইলে দাক্ষিণাত্যে রাজশক্তির সমতা রক্ষা পাইবে না, ইহাই মনে করিয়া তিনি অরঙ্গজেবের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে অরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর শত্রুতার সূত্রপাত হইল। অতঃপর শিবাজী মোগলসম্রাটের অধীন গ্রাম ও নগরসমূহে ভয়ানক উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এদিকে বিজাপুর অধিপতি অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন শুনিয়া শিবাজী ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং একাকী যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিয়া অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন। অরঙ্গজেব এই উপলক্ষে শিবাজীকে সন্ধিতে আবদ্ধ করিলেন। শিবাজীও অরঙ্গজেবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের শাসনকর্ত্তার সহিত শিবাজীর শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিজাপুর অধিপতি মহম্মদ আদিলের মৃত্যু হইল। বেগমসাহেব আফজলখাঁকে প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আফজল খাঁ অতি দাম্ভিক ও গর্ব্বিত লোক ছিলেন। পদগৌরবের সহিত তাঁহার অত্যাচারস্পৃহা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শিবাজী তাঁহার ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাঁহার বিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণাজী পন্ত এই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায় রূপে উপস্থিত হন।

কৃষ্ণাজীপন্ত ও গোপীনাথ পন্ত আফজল খাঁর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, শিবাজী তাঁহার অধীন হইতে প্রস্তুত; এজন্য আফজল খাঁকে একবার প্রতাপগড়ে যাইতে হইবে, শিবাজী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে। আফজল খাঁ সুশোভিত নিমন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হইলেন। শিবাজি নিমন্ত্রণের সকল প্রকার উপকরণ অর্থাৎ সৈন্যাদি পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আফজল খাঁর মনেও কুভাব ছিল। তিনিও সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণাজীর পরামর্শে তিনি সৈন্যসমূহকে দূরে রাখিয়া আসিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন এবং গুপ্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার বধসাধনের চেষ্টা করেন। সুচতুর শিবাজী মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্তস্থিত বাঘনখ দ্বারা তাঁহার উদর এবং কর্ত্তরিকা দ্বারা উহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। এই অবস্থায় শিবাজী আফজল খাঁকে নিহত করেন। ইহার পরেই মুসলমান সৈন্যদের সহিত শিবাজির ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিবাজী ৬৫ হস্তী, ৪০০০ ঘোটক, ১২০০ উষ্ট্র ২০০০ বস্তা কাপড় ও ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণরৌপ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু পরিমাণে বন্দুক, কামান ও তলবার প্রভৃতি দ্রব্যও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর শিবাজী

স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রতাপগড়ে আফজল খাঁর মৃতদেহ সমাহিত করেন। এখনও সেই সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কথিত আছে, শিবাজী কোঙ্কণ প্রদেশের ধীবরগণকে নৌ-সেনায় পরিণত করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি অর্ণবযান নির্ম্মাণ করাইয়া দেশের নৌবল বৃদ্ধি করেন।

শিবাজীর দেহে নাকি সময়ে সময়ে ভগবতীর আবির্ভাব হইত। তিনি শিবাজীকে অনেক প্রকার কার্য্যের কথা উপদেশ দিতেন। শিবাজী ভগবতীর উপদেশে কার্য্য করিতেন। কোনও সময়ে শিবাজী পারমার্থিক গুরুর নিমিত্ত ব্যাকুল হন। তখন ভগবতী আদেশ করেন যে, রামদাস স্বামী তাঁহার উপযুক্ত গুরু। শিবাজী এই সময়ে রামদাস স্বামীকে গুরুর পদে বরণ করেন। রামদাস পরিব্রাজক ছিলেন, সুতরাং অনেক অনুসন্ধানের ফলে শিবাজী তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামদাস স্বামীর পরামর্শে শিবাজী তদীয় জীবনের বহু কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

রামদাস স্বামী বিবিধ বিষয় শিবাজীকে উপদেশ প্রদান করিতেন। শিবাজী কোনও সময়ে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি রামদাস স্বামীর চরণে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বামিজী বলেন, "তুমি রাজ্য সম্পত্তি ত্যাগ করিলে, বল দেখি এখন কি করিবে।" শিবাজী বলেন, "আপনার শত শত শিষ্য আছে, আমিও তাহাদের ন্যায় আপনার চরণসেবা করিব।" স্বামীজি বলিলেন, তাহা হইলে কৌপীন ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে, পারিবে কি? গুরুর আজ্ঞায় শিবাজী তাহাও করিয়াছিলেন। স্বামিজী শিবাজীর গুরুভক্তি দেখিয়া বলেন, শিবাজী তুমি রাজা, এ কার্য্য তোমার নহে। তুমি স্বধর্ম্মের ও স্বরাজ্যের উন্নতি বিধান কর। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শিবাজী তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁর সহিত শিবাজীর ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিবাজী জয়লাভ করেন। এই বৎসরে শিবাজীর একটী পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম রাজারাম। আবার এই বৎসরেই শিবাজীর পিতা শাহজী পরলোকে গমন করেন। শিবাজী লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শাহজী একদিকে যেমন বীর ছিলেন, অপর দিকে আবার তেমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ইনি মোগলসম্রাটের অধীন অনেক প্রকার উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি শেষ জীবনে বিজাপুরের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৩১ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

সুরাট আক্রমণও শিবাজীর জীবনের এক প্রধান ঘটনা। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট আক্রমণ করেন, এই যুদ্ধে মোগল সৈন্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া সুরাট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধের ফলে তিনি এককোটি বিশলক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর মুসলমানেরা শিবাজীকে যমের ন্যায় ভয় করিত।

শাহজীর মৃত্যুর পরে শিবাজী রায়গড় দুর্গে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং আপন নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া প্রচলিত করেন।

শিবাজী বহুবার মোগলশক্তি ধ্বংসের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জলপথে যুদ্ধ করিয়াও শিবাজী স্বীয় সমরশৌর্য্যে যথেষ্ট বীরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বিজাপুরের কর্তৃপক্ষ শিবাজীর অনুপস্থিত সন্ধি ভঙ্গ করিলে ভেঙ্গুরলা নামক স্থানে শিবাজী যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধেও বিজাপুরের কর্তৃপক্ষ পরাস্ত হইয়া যান। এই সময়ে শিবাজী একাকী দশদিকে শত্রুদের গতিবিধি পরিদর্শন করিতেন এবং অহোরাত্র নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বৈরনির্য্যাতনে দিবানিশি প্রস্তুত থাকিতেন। গোয়ার পর্ত্তুগীজদিগকেও শিবাজী স্বীয় বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। গোয়া হইতে ৬৫ ক্রোশ দক্ষিণে রণতরী সহ যাত্রা করিয়া শিবাজী সহসা বারসিলোর নগর আক্রমণ করেন। এই স্থানে বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হন। কাড়বানগরে যে সকল ইংরাজ বণিক বাস করিতেন শিবাজীর আদেশে তাঁহাদিগকেও এই সময়ে বার্ষিক ১১২০ টাকা কর দিতে হইত।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রণপোতপরিচালনা করিয়া গোয়া লুণ্ঠন পূর্ব্বক শিবাজি উত্তর কণাড়ায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন দেখিয়া মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব চিন্তিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তৎকর্তৃক সুরাট আক্রমণ, মোগলসৈন্যের পরাজয়, মুসলমান তীর্থযাত্রীগণকে বন্দী ও সিংহাসনারোহণ সম্রাটের গাত্রদাহ উপস্থিত করে। উক্ত রূপে শিবাজীর বলবৃদ্ধি এবং পুণায় সায়েস্তা খাঁর অকর্ম্মণ্যতা তাঁহাকে আরও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। সেই প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট্ উক্ত বর্ষে অম্বরাধিপতি সুবিখ্যাত সেনাপতি জয়সিংহকে ও সুপ্রসিদ্ধ আফগান যোদ্ধা দিলের খাঁকে শিবাজির গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে প্রেরণ করেন। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া তাঁহাদের উভয়কে সুদূর দাক্ষিণাত্যে প্রেরণব্যাপারে সম্রাটের গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

সমুদ্রযাত্রা হইতে রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই শিবাজী শুনিতে পাইলেন, বিপুল মোগলবাহিনী লইয়া দিলের খাঁ ও জয়সিংহ নির্ব্বিরোধে পুণায় আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি নেতাজি পালকর ও কর্ত্তোজি গুজর প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধাদিগকে পশ্চাৎ হইতে মোগলসেনা আক্রমণ ও তাহাদের রসদ

আগমনের পথরোধ করিতে আদেশ দিলেন। এই সকল মহারাষ্ট্র সেনাপতিরা গোপনে গোলাবর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ মোগল-সৈন্তের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগক অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। মরাঠা সেনা কিছুতেই অধীনতা স্বীকার করিতেছে না দেখিয়া জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলেন। দিলের খাঁর উপর উহার তত্ত্বাবধান ভার দিয়া তিনি স্বয়ং সিংহগড় আক্রমণে অগ্রসর হন ও রায়গড়াভিমুখে অগ্রগামী সেনাদল প্রেরণ করিয়া মরাঠাসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চেষ্টা পান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তথাপি পুরন্দর দুর্গ হস্তগত হইল না দেখিয়া দিলের খাঁ পুরন্দরের অদূরস্থ রুদ্রমালপর্ব্বতে কামান সজ্জা করিয়া গোলাবর্ষণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পুরন্দরদুর্গ ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৭০০ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত। ইহা দুর্ভেদ্য ও দুরারোহ। উহার প্রায় ৪০০ ফিট্ নিম্নে আরও একটী দুর্গ আছে। দিলের খাঁর চেষ্টায় উপরের দুর্গের এক স্থানও গোলার আঘাতে নষ্ট হইল না। নিম্নস্থ দুর্গের প্রাচীর মাত্র একস্থানে ধ্বস্ত হইয়া পড়িল।

পুরন্দরের দুর্গরক্ষক প্রভুকায়স্থবংশীয় বীরচূড়ামণি মহাড়-বাসী মুরারি বাজী দেশপাণ্ডে অসীম সাহসে ও অকুতোভয়ে দুই সহস্র মাত্র মরাঠা সৈন্য লইয়া মোগল আক্রমণ হইতে পুরন্দরের তটভূমি রক্ষা করিতেছিলেন। মোগলসৈন্য নিম্নদুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া যেই উৎসাহের সহিত দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তথাকার গৃহাদি লুণ্ঠন করিতে লাগল, সেই অবসরে মাবলগণ উপর হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা প্রভূত মোগলসেনা সংহার করিল। বীরশ্রেষ্ঠ বাজী প্রভু সপ্ত শত মাবল যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া নিম্নে অবতীর্ণ হইলেন। অসিতে অসিতে ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিল। কায়স্থকুলরবি মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় রিপুদল দহন করিয়া অকালে রাহু গ্রস্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মাবলগণ নিরুৎ-সাহ না হইয়া ভৈরব বিক্রমে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করিল। এই যুদ্ধে তিনশত মাবল যোদ্ধা ও সহস্রাধিক মোগল সৈন্য শমন সদনে প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট চারিশত মাবল নিরাপদে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরদিন দিলের খাঁ পুনরায় স্বীয় সৈন্য-গণকে প্রোৎসাহিত করিয়া দুর্গ আক্রমণে নিযুক্ত করিলেন। বাজী প্রভুর মৃত্যুতে মাবলগণের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা, সাহস ও বীর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। নায়কবিহীন হইলেও তাহারা নায়কের নাম ও স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনাপন উৎসাহে পরিচালিত হইল। প্রচণ্ড আক্রমণে মাবলগণ মোগল-দিগের প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। এই পরাজয়ের পর, বর্ষা সমা-গত হইল, বারিপাতে দিলের খাঁর বারুদ ভিজিয়া কামানের ক্রিয়া বন্ধ হইল। মোগলসেনা আর দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইল না। তখন মাবলগণ বিশেষ যত্নে দুর্গের ভগ্ন স্থানসমূহ সংস্কার করিয়া লইল।

যথাকালে মুরার বাজি প্রভুর মৃত্যুর সংবাদ শিবাজির নিকট পেঁ ৗছিল। তিনি মাবলদিগের সাহস ও যুদ্ধনিপুণতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাদের সাহায্য বিষয়ে চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি কর্ত্তব্যসাধনে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ জয়-সিংহের প্রেরিত দূত আসিয়া তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করি-লেন। পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। শিবাজি স্বয়ং মহারাজ জয়সিংহের শিবিরে গমনপূর্ব্বক একত্র ভোজন করিয়া পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে শিবাজি খান্দেশ, নাসিক,ত্রম্ব্যক প্রভৃতি অধিকৃত মোগলরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। পুরন্দর, সিংহগড় প্রভৃতি ২৭টী দুর্গ সম্রাট করে প্রত্যর্পিত হইল। শ্রীমান্ শম্ভাজি সম্রাটের অধীন পাঁচ হাজারী অশ্বারোহী সেনার মনসবদার হইলেন। স্থির হইল, শিবাজি সকল যুদ্ধেই মোগলের সহায়তা করিবেন। তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তি তাঁহারই থাকিল। বিজাপুরের চৌথ ও সরদেশমুখী তিনিই সংগ্রহ করিবেন। কএক মাস মধ্যেই শিবাজিপ্রেরিত রঘুনাথ বল্লাল দিল্লী হইতে সন্ধি সম্বন্ধে সম্রাটের অভিমত পত্র লইয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত মোগল সেনাপতি জয়সিংহ বিজাপুররাজ্য জয় করিতে যাত্রা করেন। সন্ধি অনুসারে শিবাজি নেতাজি পালকর প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সেনাপতি, দুই হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদা-তিক সৈন্য লইয়া মোগলবাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। এই যুদ্ধে বিজাপুর-রাজমন্ত্রী ও সেনাপতি আবদুল করিম, খাবাস খাঁ, রোস্তম জমান্ ও শিবাজির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বঙ্কোজি ভোঁসলে মোগল-সৈন্যের হস্তে পরাজিত হন। বিজাপুর যুদ্ধে শিবাজির ব্যবহার, বিবেচনা, শৌর্য্য ও বীরত্ব লক্ষ্য করিয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেব সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে নানাবিধ বহু মূল্য উপহার প্রদান করেন এবং তাঁহার দেহরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আসিবার জন্য আহ্লাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

বিজাপুর সমর হইতে রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি দিল্লী গমনের পূর্ব্বে একবার রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ও দুর্গ পরিদর্শন করিতে মনস্থ করেন; তদনুসারে তিনি স্বীয় অধিকৃত নগর ও দুর্গসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার নেতাদিগকে ওজস্বিনী ভাষায় দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তিনি মোরোপন্ত পেশবে, নীলপন্ত মজুমদার ও নেতাজি পালকরের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া মাতা জিজাবাই ও রামদাস স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসের শেষভাগে দিল্লীযাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে নীরাজ রাওজি ন্যায়াধীশ, বালাজ আবজি চিটনিস, ত্র্যম্বক দ্রোণদেব দ্রাবিড়, জীবনরাও

মাণকো, নরহর বল্লাল সবনীস, দত্তাজি গঙ্গাজি, রঘুজি মিত্র, প্রতাপরাও গুজর সরণোবত, দাবজি গাড়বে, হীরাজি ফর্জ্জন্দ প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী এবং এক সহস্র নির্ব্বাচিত মাবলসৈন্য, তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অষ্টমবর্ষীয় পুত্র শম্ভুজি গমন করিয়াছিলেন।*

শিবাজি দিল্লীতে চলিলেন, অরঙ্গাবাদে তিনি মহারাজ জয়সিংহের আতিথ্য স্বীকার করেন। ঐ সময় জয়সিংহ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে সম্রাট্ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিন্তু পাপমতি, সুতরাং তৎসকাশে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আপনার পক্ষে বিধেয়। আমার পুত্র রামসিংহ আপনাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিবে, কদাচ আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবে না। শিবাজি ক্রমে মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট্ তাঁহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া পথি মধ্যস্থ গ্রাম ও নগরসমূহের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিলেন। তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে রাজা রামসিংহ ও কতিপয় রাজকর্ম্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সমাগত হইলেন। শিবাজি সম্রাটের এই অসদ্ব্যবহার মনে মনে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহার কোন সদুপায় হইবার আশা নাই জানিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া রহিলেন।

বিশ্রামান্তে শিবাজি সম্রাট্‌দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে রাজা রামসিংহ। দরবারে উপনীত হইলে সম্রাট্ শিবাজিকে মারবাড়পতি যশোবন্ত সিংহের পার্শ্বে উপবেশন করিতে আসন দান করেন। এইরূপ অভ্যর্থনায়ও তাঁহার মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয় হয়। যাহা হউক, দরবার হইতে আসিয়া শিবাজি রামসিংহের আলয়েই আগমন করিলেন।†

সম্রাট্‌মাতুল সায়েস্তা খাঁ পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য দেওয়ান জাফ্‌রান্ খাঁকে শিবাজির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে সম্রাট্ শিবাজিকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তজ্জন্য তিনি নগরপাল পোলাদ্ খাঁকে শিবাজির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও যাহাতে তিনি পলায়ন করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে আদেশ দিলেন। পোলাদ্ খাঁ পরদিন প্রাতঃকালেই পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা শিবাজির বাসভবন দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত রাখিলেন। শিবাজি সম্রাটের এবম্বিধ আচরণ সন্দর্শনে গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তখনই তিনি অসুস্থ ও জলবায়ুতে অনভ্যস্ত মরাঠা সেনাদিগকে দেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট্ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তদ্বিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কোন মরাঠা-সেনাই তাঁহাকে এই শত্রুসঙ্কুলদেশে একাকী রাখিয়া যাইতে সম্মত হইল না। তখন শিবাজি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বুঝাইলেন যে, আমার সহিত আপনারা একত্র অবস্থান করিলে বিপদ্ আরও ঘনীভূত হইবে। দুই চারি জন হইলে অনায়াসে শত্রুকে ঠকাইয়া পলায়ন করিতে পারা যাইবে। এমত অবস্থায় অধিক সংখ্যক লোক একত্র অবস্থান যুক্তিযুক্ত নহে এবং সকলের গোপনে গমনও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং আপনারা স্বদেশ প্রত্যাগমন করুন এবং অনতিবিলম্বে একটী লোমহর্ষণ যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য সকলে প্রস্তুত হউন।

মরাঠাসেনা ও নায়কদিগকে এই রূপ বুঝাইয়া দেশে পাঠাইয়া শিবাজি স্বীয় পলায়নের সুযোগ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা শিবাজি, নীরাজি পন্ত, দত্তাজি পন্ত ও ত্র্যম্বক পন্ত একত্র বসিয়া এই কারামুক্তির পরামর্শ করিতেছেন। কোন মন্ত্রণাই হৃদয়গ্রাহী বিবেচিত হইতেছে না। তখন তিনি স্বীয় ইষ্টদেবী ভবানীর চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধ্যানে দেবীর প্রত্যাদেশ হইল। দেবীর আশ্বাস বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে গুরুপূজা আরম্ভ করিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা ও মহোৎসব এবং রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। পরদিন শুক্রবারে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও ফকিরদিগকে বৃহৎ বৃহৎ পেটিকা ভরিয়া উপাদেয় নানা খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রহরীগণ পেটিকা পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিত না; পরে যখন প্রতি শুক্রবারেই সুমিষ্ট খাদ্যপূর্ণ এইরূপ বহু পেটিকাই যাইতে আরম্ভ হইল এবং প্রহরীগণও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্টান্ন পাইতে লাগিল, তখন তাহাদের এই ব্যাপারে আর অবিশ্বাস রহিল না। তাহারা তখন ক্রমেই কার্য্যে শিথিল হইয়া পড়িল, বিনা পরীক্ষায় পেটিকা বাহিরে ছাড়িয়া দিল। শিবাজি যখন দেখিলেন যে আর কেহ পেটিকা পরীক্ষা করিতেছে না, তখন তিনি একদিন অসুখের ভান করিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইল না। দেখিতে দেখিতে বৃহস্পতিবার সমাগত হইল। এই দিন শিবাজির শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ অধিক পরিমাণে নৈবেদ্য মানসিক করা হইল। শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে যথারীতি প্রহরীগণ ও সমাগত দরিদ্রেরা সর্ব্বাগ্রে ভোজ্য দ্রব্য পাইল। নগরের মধ্যস্থ ও বহিস্থ যোগমায়া ও কালিকা প্রভৃতি দেবালয়ে এবং নিজামউদ্দীন্ আউলিয়া প্রভৃতি পীরস্থানে বহু পরিমাণে ভোগ পাঠান

* ডফের মতে শিবাজি ৫ শত অশ্বারোহী ও ১ সহস্র পদাতিক লইয়া দিল্লী যান।

† মল্‌হররাও চিটনিসের উক্তি অনুসারে শেষোক্ত ব্যক্তির স্থলে জয়সিংহের সুহৃদগণের নাম পাওয়া যায়।

হইল। ঐ সুযোগে শিবাজি ও শম্ভাজি এক একটী পেটিকায় প্রবেশ করিলেন। দুই জন বলশালী মাবল উহা মস্তকে করিয়া তাঁহাদিগকে নগর প্রাচীর বাহিরে ধীরে ধীরে লইয়া চলিল। এখানে একটী নিভৃত স্থানে তাহারা সপুত্র শিবাজিকে পেটিক-মুক্ত করিল। তাঁহারা এক কুম্ভকার গৃহে পূর্ব্বপ্রেরিত কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া মথুরাভিমুখে ছদ্মবেশে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিবাজির পলায়নের পর, হীরাজি ফর্জ্জন্দ তাঁহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পালঙ্কে শয়ান রহিলেন। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন দিবা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হীরাজি সেই ভাবেই মুখাবৃত অবস্থায় আছেন, একজন বালক তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছে। কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে হীরাজি স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রহরীগণ সাগ্রহে শিবাজির স্বস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করিল, উত্তরে হীরাজী বলিলেন যে তাঁহার একটু একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, সেই অবকাশে তিনি একটা ঔষধের মূল সংগ্রহে যাইতেছেন, কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিয়া অথবা চীৎকার করিয়া রাজার ঘুম না ভাঙ্গায়, এইরূপ আদেশ করিয়া তিনিও কারাভবনের বাহিরে আসিলেন এবং রাম-সিংহকে সমস্ত বলিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই রাত্রি এইরূপ নিঃসন্দেহেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন ৮।৯টা বাজিয়া গেল, শিবাজির কক্ষে কোন শব্দ নাই। প্রহরীগণ সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহদ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখে যে গৃহে কেহ নাই। সমস্ত শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

পোলাদ খাঁ শিবাজির পলায়নসংবাদে ভীত হইয়া সম্রাট্‌কে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপিত করিলেন। এ ঘটনা তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। হস্তগত শত্রু পলাতক দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি পোলাদ খাঁ ও গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ তারবৎ খাঁকে পদচ্যুত করিলেন। রাম-সিংহের দরবার আসা বন্ধ হইল। শিবাজির পলায়নের পর যে সকল মহারাষ্ট্রীগণ ধরা পড়িল, তাহারা বিশেষ নির্দ্দয়তার সহিত নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। সম্রাটের কোপবহ্নিতে তাহারা বিশেষ ভাবেই দগ্ধ হইয়াছিল।

যাহা হউক, নিষ্কণ্টকে শিবাজি মথুরায় মোরোপন্ত পেশবের শ্যালক মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণাজিপন্তের গৃহে আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। কৃষ্ণাজী শম্ভাজির রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিরাপদে রায়গড়ে পৌঁছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে শিবাজি, নীরাজি পন্ত, দত্তাজি পন্ত ও রাঘব মিত্র মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রুবপন করিয়া গৈরিকবসন ও রুদ্রাক্ষধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে প্রয়াগধামে যাত্রা করিলেন। এখানে ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া তাঁহারা পুণ্যময় বারাণসী পুরীতে আগমন করেন। বিশ্বেশ্বরাদি দেবমূর্ত্তি দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানার্থ গয়াধামে আসিলেন। পরে এখান হইতে বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সন্দর্শন করিয়া তিনি কটকনগরে যান। অবিরত পথ পর্য্যটন ও যথাসময়ে পান ভোজন না থাকায় তাঁহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণে তিনি কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া এখান হইতে পুরুষোত্তমধামে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গোণ্ডবনার মধ্য দিয়া ভাগানগর (বর্ত্তমান হায়দরা-বাদ) অতিক্রমপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপনীত হন।

মহারাষ্ট্র দিয়া গমনকালে শিবাজি একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে এক দরিদ্রের বাটীতে অতিথি হন। গৃহস্বামিনী বৃদ্ধা। তিনি সন্ন্যাসীরূপী মহারাষ্ট্রনেতাগণের যথাবিহিত সৎকার করিয়া গমনকালে শিবাজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা! আমরা দরিদ্র, ইহার উপর কিছুদিন পূর্ব্বে সৈন্যগণের উৎপীড়নে সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়াছি। সুতরাং এ অবস্থায় অতিথিসেবা অসম্ভব, তজ্জন্য আপনারা ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। শিবাজি সৈন্যের উপদ্রবের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কাহার সৈন্য?" তখন বৃদ্ধা উত্তর করিল, মহারাজ না থাকাতে, মহারাজের নিয়ম পদদলিত করিয়া তৈলঙ্গরাও পরিচালিত মরাঠা-সৈন্য আমা-দিগকে অযথা পীড়ন করিয়াছে। এই ঘটনা শিবাজিকে বিশেষ আলোড়িত করিল। তিনি গমনকালে বৃদ্ধার নাম ধাম লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি রায়গড়ে উপনীত হইয়াই বৃদ্ধার ভরণপোষণার্থ বহু অর্থ প্রেরণ করেন।

নানা ক্লেশ ও বিপজ্জাল অতিক্রম করিয়া ও নানাস্থানের আচার-ব্যবহার অবগত হইয়া শিবাজি নীরাজি পন্ত দত্তাজি পন্ত ও রাঘবজি মরাঠার সহিত ১৫৮৮ শকে (১৬৬৬ খৃঃ) পরাভব সম্বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে রায়গড়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়াই মাতা জিজাবাইর চরণে প্রণাম করেন। জিজাবাই প্রথমে সন্ন্যাসীর আচরণে বাক্‌-শক্তি হীনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে পরিচয় পাইয়া আনন্দসলিলে নিমগ্ন হইলেন।

রায়গড়ে আসিয়াই শিবাজি তাঁহাদের নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছান সংবাদ মথুরায় কৃষ্ণাজি পন্তকে প্রেরণ করিলেন। তখন কৃষ্ণাজি অপর ভ্রাতৃদ্বয় ও স্ত্রীর সহিত বালক শম্ভাজিকে গোপনে লইয়া শিবাজি সকাশে উপস্থিত হন। মহারাজ শিবাজ এই কার্য্যের জন্য কৃষ্ণাজিকে "বিশ্বাসরাও" উপাধি, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং তাঁহারা সকলেই

উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে শিবাজি তাঁহার দিল্লীর সহচরগণকেও সম্মান ও পুরস্কারে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

শিবাজি দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, রাজকার্য্য বেশ সুচারুরূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। ১০ মাস কাল তিনি যে রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন একথা যেন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। একজন মহারাঠাও দেশের শত্রু হইয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করে নাই। রাজদরবারে কার্য্যাবলী যাহার উপর যে ভাবে তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন সে সেই ভাবেই তাহা পরিচালিত করিয়া আসিতেছে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল দোষের মধ্যে মোগলেরা অনেক দুর্গ ও দেশ অধিকার করিয়া বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছে মাত্র। আর বিজাপুররাজের সহিত মোগল-সেনার নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। এই ব্যাপারে একদিকে মোগল সেনার অত্যাচার দর্শনে ব্যাকুল হইয়া গোলকোণ্ডাধিপ নেকনাম খাঁকে বিজাপুর-রাজের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং অন্যদিকে মোগল সম্রাটের সাহায্য না পাওয়ায় মোগল-সেনা ও সেনানী ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদিত হন।

এই শুভাবসরে শিবাজি কালবিলম্ব না করিয়া সেনাপতি ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে ব্যাপৃত হইলেন। মোরোপন্ত পেশবে, নীলোপন্ত মজুমদার, অন্নাজি সবনীস, নেতাজি পালকর, তানাজি মালসুরে, প্রতাপরাও গুজর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-নেতাগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কি উপায়ে দুর্গ সকল হস্তগত করিবেন তাহার বিচার চলিল। শিবাজির পরামর্শানুসারে রাত্রিতে গোপনে গোপনে প্রবল মোগল শত্রুকে আক্রমণ এবং রাস্তা ঘাট ও রসদবন্ধ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া গৃহীত হইল।

শিবাজির স্বরাজ্যে আগমনের পূর্ব্বে, মহারাজ জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সুযোগ বুঝিয়া মোরোপন্ত পেশবে পুণার উত্তরস্থ দুর্গসমূহ অধিকার করিয়া বসেন। ঐ সূত্রে কল্যাণ প্রদেশের কতকাংশও তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। উক্ত নেতাগণের হৃদয় এই ঘটনায় পূর্ব্ব হইতেই উৎফুল্ল ছিল। এখন শিবাজির মুখে নানা উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বীরবর তানাজি বীরগম্ভীর বাক্যে উত্তর করিলেন যে আমি সিংহগড় দুর্গ অধিকারের ভার গ্রহণ করিলাম। তানাজির বাক্যে আরও সকলে প্রোৎসাহিত হইলেন।

মীর্জ্জা জয়সিংহ শিবাজির হস্ত হইতে সিংহগড় বিচ্ছিন্ন করিয়া উদয়ভানু নামক একজন রাজপুত-সেনানীর হস্তে উহার শাসন ভার দিয়া যান। তাঁহার অধীনে দ্বাদশ শত রাজপুত বীর প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দুর্ভেদ্য সিংহগড় দুর্গ রক্ষার্থ অবস্থিত ছিল। তানাজি বীর প্রাণ রাজপুত জাতির বীরত্ব গৌরব তুচ্ছ করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যাজিকে সঙ্গে লইয়া সিংহগড় বিজয়ে গমন করেন। তাঁহার অধীনে ৫ শত মাত্র নির্ব্বাচিত মাবলসৈন্য গমন করিয়াছিল। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে (১৫৮৯ শকে) মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথির তিমিরাবৃত নিশায় দুই জন মাত্র সেনা সঙ্গে লইয়া তানাজি তড়িদ্বেগে পর্ব্বতের দুর্গমতম প্রদেশে আরোহণ করিয়া দুর্গপ্রাচীর রজ্জুবদ্ধ করিলেন। দারুণ শীতে তাঁহাদের অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, পদে পদে পদবিক্ষেপ ঘটিতেছে, তথাপি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলেই তানাজির উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সিংহগড়বিজয়ের গৌরব লাভ করিবার আশায় অগ্রসর। একে একে সকলেই ঐ রজ্জু অবলম্বন করিয়া দুর্গারোহণ করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে শাণিত কৃপাণহস্তে বীরবর তানাজি অগ্রসর। সূর্য্যাজি দুই শত সেনা সহ দুর্গ পাদদেশে দণ্ডায়মান। তাহাদের আগমনজনিত পদ শব্দ লক্ষ করিয়া এক জন রাজপুত প্রহরী সেই স্থলে আসিয়া ব্যাপার জানিতে যেমন মস্তক বাড়াইল, অমনি তানাজির হস্তনিক্ষিপ্ত শরাঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, দুর্গপ্রাকার হইতে সেই দেহ তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলে অন্যান্য স্থানের প্রহরীরা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তথায় আসিয়া উপনীত হইলে মাবল সেনারা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের উপর বাণবর্ষণ করিল। সেই বাণাঘাতে জর্জ্জরিত দেহ রাজপুত প্রহরীগণ চিৎকার করিতে করিতে পতিত হইল। তখন রাজপুত-সেনাগণ জাগরিত হইয়া যে যেখানে যে অস্ত্র পাইল, সে তদ্দণ্ডে সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মাবল সেনাদলকে আক্রমণে উদ্যত হইল। তানাজি তখন আর কালক্ষেপ না করিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণ এককালে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হওয়াতে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিল না। তাহারা মশাল প্রজ্বলিত করিল, তাহাতে মাবল সেনার আরও সুবিধা হইল। তাহারা স্থির লক্ষ্য হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তানাজি কৃপাণহস্তে একদল সৈন্য লইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। তখন সম্মুখ সমরে তরবারির ঝনঝনায় কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। সূর্য্যাজি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপরে কি হইতেছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন তানাজি যুদ্ধ করিতে করিতে রাজপুতসর্দ্দার উদয়ভানুর সমীপে উপস্থিত। দুই বীরে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উদয়ভানুর অসির আঘাতে তাহার ঢালি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তখন তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা সেই আঘাত সহ্য করিয়া শত্রুশরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনিও ঐ আঘাতে ভূপতিত

হইলেন। এই সময়ে নেতাজির পতনে মাবলসৈন্য হতাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিতেছে। সূর্য্যাজি ঐ সময়ে সদলে পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "পিতৃতুল্য সেনাপতির দেহ অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে।" এই বলিয়া তিনি দুর্গারোহণের রজ্জু ছেদন করিয়া দিলেন।

সূর্য্যাজির বাক্যে উৎসাহিত হইয়া মাবলসৈন্য পুনরায় "হর হর মহাদেব" শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল বিঘোষিত করিল। তাঁহারা কালান্তক যমের ন্যায় রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহাদের সেই ভীম বেগ সহ্য করিতে কাহারও সাধ্য হইল না, এই যুদ্ধে ৫০০ রাজপুত বীর নিহত, কএকজন পর্ব্বতে পলায়িত বা পার্ব্বত্য পৃষ্ঠে পতিত হইয়া মৃত এবং অবশিষ্ট সূর্য্যাজির হস্তে বন্দী হইল। সিংহগড় অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধে তানাজি নিহত হওয়ায় শিবাজির ক্ষোভের সীমা থাকিল না। তিনি বাল্য সহচরের মৃত্যুতে দ্বাদশ দিন উষ্ণীষ ধারণ না করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিবাজি সূর্য্যাজিকে সিংহগড়ের কেল্লাদার পদে নিযুক্ত করেন। যে সকল বীরপ্রাণ মাবলসৈন্য মরাঠাগৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা শিবাজীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি রাজপুত বন্দীদিগকেও যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দেন।

তানাজির সিংহগড়-বিজয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উৎসাহিত মনে আবাজি সোণদেবও দুর্গাধিপতি আলীবর্দ্দী খাঁকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া মাহুলী দুর্গ হস্তগত করেন। এইরূপে তিনি কল্যাণ ভিণ্ডির কেল্লাদার উজরফ্ খাঁকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তদধিকৃত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে মোরোপন্ত, নীলোপন্ত, অন্নাজিপন্ত ও প্রতাপরাও গুজর প্রভৃতি বীরগণ মোগলাধিকৃত অধিকাংশ দুর্গই হস্তগত করিয়া লইলেন এবং মহারাজ জয়সিংহ রণবিজয় কালে যে সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, মোরোপন্ত পেশবে সে সমুদায় দুর্গের এক্ষণে বিশেষ তৎপরতার সহিত জীর্ণোদ্ধার করিয়া তৎসমস্ত কার্য্যোপযোগী করিয়া লইলেন।

.৬৭১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে প্রায় প্রতি বর্ষেই শিবাজি জিঞ্জিরা দুর্গ অধিকারমানসে সেনা প্রেরণ করেন। মোগল নৌসেনাপতি ফতেখাঁ শিবাজিবাহিনী কর্তৃক স্থলপথে ও জলপথে বারংবার আক্রান্ত হওয়ায় শেষোক্ত যুদ্ধে বিশেষ বিপদাপন্ন হন এবং তাঁহার হস্তে জিঞ্জিরা দুর্গ প্রদান করিয়া সন্ধিস্থাপনে চেষ্টা পান। এই সময়েও বর্ষা আসিয়া পড়ায় শিবাজি রায়গড়ে ফিরিয়া আইসেন। বর্ষাপগমে শিবাজি প্রায় পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া সুরাট আক্রমণ করেন। তথাকার মোগলশাসনকর্ত্তা নগররক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। শিবাজি নগরপ্রাচীর ভেদ করিয়া নগরে প্রবেশ করেন এবং তথায় তিন দিন থাকিয়া বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ বন্দোবস্ত করিয়া বহুমূল্য উপহার সঙ্গে লইয়া যান। মোগল-সেনাপতি দাউদখাঁ চরমুখে তাঁহার সুরাটাগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সদলে আসিয়া কাঞ্চন-মঞ্চন গিরিপথ রোধ করেন। শিবাজিও মোগল-সেনার আগমন জানিতে পারিয়া তদ্দণ্ডেই স্বীয় সেনাদল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। এক ভাগ প্রথমেই অগ্রগামী মোগল সেনাপতি আখ্‌লাস্ খাঁর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। অপর দল লইয়া তিনি স্বয়ং দাউদখাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং তৃতীয় দল বিজয়লব্ধ দ্রব্যরক্ষায় নিযুক্ত রহিল। যুদ্ধে মোগলপক্ষে তিন সহস্র সেনা নিহত, চারি সহস্র অশ্ব ধৃত এবং প্রধান সেনানায়কদ্বয় বন্দী হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য এবং মোগল সৈন্যের সহায়তা মানসে মাহুরবাসী উদয়রামের বিধবা পত্নী ৫ হাজার সেনা লইয়া রণাঙ্গনে আসিলেন। এই বীরনারীর সহিত মরাঠা সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হয়। রমণী কোষনির্ম্মুক্ত অসি হস্তে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া স্বীয় সেনাদলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিজয়োদ্দীপ্ত শিবাজির সৈন্যের সম্মুখে তাহারা অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন যুদ্ধে পরাজিত রাজহিতৈষী বীরনারী শিবাজির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শিবাজিও তাঁহার পুত্র জগজীবন উদারামকে অভয়দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

বিজাপুর-সমর হইতে অরঙ্গাবাদে প্রত্যাগত হইয়া মহারাজ জয়সিংহ দিল্লীপথে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। দিলের খাঁও দাক্ষিণাত্যের কোনরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না দেখিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ প্রচার করেন। দৃপ্তসিংহ শিবাজির নেতৃত্বে মরাঠাদিগের অভ্যুত্থান ও মোগল-সৈন্যের উত্তরোত্তর অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি দাক্ষিণাত্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য স্বীয় পুত্র কুমার শাহ আলমকে দক্ষিণাপথের সুবাদার এবং যোধপুরাধিপতি রাণা যশোবন্তসিংহকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের অধীনে দাক্ষিণাত্যে এক বিপুল মোগলবাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে কুমার শাহ আলম্ ও রাণা যশোবন্তের সহিত মহারাষ্ট্রপতি শিবাজির মিত্রতা স্থাপিত হয়। শিবাজি মিত্রদ্বয়ের আগমনসংবাদ পাইয়াই তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ অরঙ্গাবাদে উপহার সহ লোক প্রেরণ করেন। কুমার শাহ আলম্ উপহার দিয়া শিবাজি-প্রেরিত

লোকের সম্মান রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে মহারাজ শিবাজি পূর্ব্বের সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে সম্রাট্ বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন এবং সে বিষয়ে আমরাও তাঁহার সম্পূর্ণ সহায়তা করিব।

শিবাজি তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। তৎপুত্র শম্ভাজির উপর পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মন্‌সব্‌পদ প্রদত্ত হয়। জুন্নর ও আহ্মদনগরের সত্বত্যাগের জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে বেরার প্রদেশ জায়গীর দানে সন্তুষ্ট রাখেন। তাঁহার পূর্ব্বতন জায়গীর পুণা, চাকন ও সুপা পরগণা তাঁহাকে ছাড় দেওয়া হয়, কেবল সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলরাজ স্বীয় অধিকারে রাখিয়া দেন।

এই ঘটনার পর হইতে মহারাজ শিবাজি মোগল দরবারের একজন প্রধান ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং তিনি যুদ্ধকালে অশ্বারোহী সেনাদ্বারা সম্রাটের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন। প্রতাপরাও গুজর সাহায্যকারী সেনাদল লইয়া অরঙ্গাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রায় দুই বৎসর কাটিল। বিজাপুররাজের সহিত ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাটের যুদ্ধসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে।

বিজাপুর-রাজদরবারের সহিত মোগল-সেনাপতির যে সন্ধি হয়, তাহাতে শিবাজি লিপ্ত ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবাদারের সহিত এইরূপে সন্ধি বন্ধে আবদ্ধ হইয়া শিবাজি বিজাপুর হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী রাজস্ব আদায়ের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বেও তিনি চৌথ আদায়ের জন্য কএকবার লোক পাঠাইয়াছিলেন। এবার বিজাপুর দরবার শিবাজির প্রেরিত লোককে যথেষ্ট অপমানিত করিল। ঐ অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিবাজি প্রথমে সীমান্ত প্রদেশস্থ দুর্গসমূহ পর্য্যবেক্ষণে গমন করেন। তাঁহার পন্‌হালা দুর্গে অবস্থানকালে সিদ্দি জহর ও আফ্‌জল খাঁর পুত্র ফজল্ খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা লইয়া ঐ দুর্গ অবরোধ করিলেন। ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া শিবাজি যখন দেখিলেন, যে দুর্গের আহার্য্য সামগ্রী সমস্ত প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন দুর্গ মধ্যে অনাহারে আবদ্ধ থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তখন তিনি দুর্গমধ্যস্থ সেনা ও সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি কল্য প্রত্যূষে শত্রুব্যূহভেদ করিয়া রঙ্গণা দুর্গে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছি। শত্রুগণ যখন আমার অনুসরণ করিবে, তখন তোমরা পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিও।

ফলে তাহাই হইল, শিবাজি দ্বিসহস্র সংসপ্তক মাবল সৈন্য লইয়া প্রভাতেই দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। সিদ্দি জহরের আদেশে ফজল খাঁ শিবাজির পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে কায়স্থবীর বাজী প্রভু পাঁচহাজার মাবল সৈন্য লইয়া ভীমবেগে ফজল খাঁকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। শত্রুসৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না, তাহারা আততায়ীর অভিমুখে ফিরিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। সেই অবসরে শিবাজিও নিরাপদে রঙ্গণা দুর্গে উপস্থিত হইয়া তোপধ্বনি করিলেন। বাজী প্রভু তখনও রণোন্মত্ত শত্রুর গোলাঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইলেন। এই যুদ্ধে পাঁচ হাজার মুসলমান সেনা নিহত হয়।

বর্ষা সমাগত দেখিয়া এবং শিবাজি কখন কি সুযোগে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বিজাপুর-সৈন্য আক্রমণ ও বিপর্য্যস্ত করিবে এই ভাবিয়া ভীত মনে সিদ্দিজহর সদলে বিজাপুরে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর (১৬৬৯ খৃঃ) গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরপতি শিবাজিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন।

শিবাজি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নানাদুর্গ ও প্রদেশ অধিকার করিয়া বলবৃদ্ধি করিতেছেন জানিতে পারিয়া সম্রাটের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। অধিকন্তু কুমার শাহ আলম্ দুই বৎসর ধরিয়া শিবাজিকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন না, বরং তাঁহার সহিত উত্তরোত্তর কুমারের মিত্রতা বর্দ্ধিত হইতেছে, এই মিত্রতার ফলে তিনিও শিবাজির সহিত মিলিত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন। এই চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া সম্রাট্ নিশ্চেষ্ট থাকা শুভকর বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি গোপনে একদল সেনা পাঠাইয়া নীরাজিপন্ত ও প্রতাপরাও প্রভৃতি শিবাজির প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। যথাকালে এই সংবাদ রাজকুমারের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি এই ঘটনা নীরাজীপন্ত প্রভৃতিকে জানাইলেন। অরঙ্গাবাদে অবস্থিত মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া প্রতাপরাও গুজর রাত্রিকালে অরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গোপনে রায়গড়ে আগমন করিলেন।

সম্রাটের এই দুরাকাঙ্ক্ষা এবং ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিভঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ্য করিয়া শিবাজি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তানাজির বীরত্ব ও মৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে মোগলবিদ্বেষ জ্বালাইয়া দিল। যাতনাপীড়িত হৃদয়ে তিনি আর বৃথা সময় ক্ষেপণ সুযুক্তির পরিচয় বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। তিনি জলপথে ও স্থলপথে মোগলসৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে মোরোপন্ত পেশবে বিংশতি সহস্র পদাতিক

লইয়া অন্ধা, পুত্তা ও শালহের দুর্গ আক্রমণে প্রেরিত হইলেন। দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া প্রতাপরাও তাঁহার সাহায্যার্থ চলিলেন। যে সকল গ্রাম ও নগরের চৌথ ধার্য্য হইয়াছিল। প্রতাপের উপর তাহার আদায়ের ভারও প্রদত্ত হইল। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের মোগল প্রজাগণও নিয়মিতরূপে চৌথ দিতে আরম্ভ করেন।

জলপথে শিবাজি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৬০ খানি রণতরী যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া বোম্বাই, সুরাট ও ভরোচ আক্রমণে যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকল রণপোত গন্তব্য স্থানে না গিয়া কোন অভাবনীয় কারণে প্রত্যাবর্ত্তন করে, পথি মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে শিবাজিসৈন্য পর্ত্তুগীজদিগের সুবৃহৎ রণপোত অধিকার করিয়া দভোলে প্রত্যাগমন করে। যুদ্ধে মরাঠা নৌ-সেনাদলের অধ্যক্ষ ময়নায়ক ভাণ্ডারী যে বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে নৌবলে বলীয়ান্ পর্ত্তুগীজ জাতিও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত, মোরোপন্ত অন্ধা, পুত্তা প্রভৃতি দুর্গ জয় করিয়া বাগলানের অন্তর্গত সলহের দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইলেন (১৬৭১ খৃঃ)। প্রতাপরাও বোরঘাট-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া পেশবার দলে যোগদানার্থ গমন করিলেন। পথি মধ্যে তাঁহার গতিরোধার্থ মোগল-সেনাপতি ইস্‌লাম খাঁ আসিয়া বাধা প্রদান করেন, তাহাতে মরাঠা সেনার সহিত মোগল-সেনার একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রণদুর্ম্মদ প্রতাপ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভীম বেগে সলহের দুর্গে প্রবেশ করিলেন। মোরোপন্ত ও প্রতাপের যুগপৎ আক্রমণে মোগলসৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। যুদ্ধে ১০ হাজার মোগল-সৈন্য ও ২২ জন সেনাপতি নিহত হইলেন। ইখ্‌লাস্ খাঁ, মাখম সিংহ প্রভৃতি কএকজন সেনাপতি বন্দিভাবে মরাঠা-শিবিরে নীত হন। ছয় হাজার উষ্ট্র ও অশ্ব, ১০০ হস্তী এবং নানা প্রকার যুদ্ধোপকরণ মহারাষ্ট্র-সেনাপতির হস্তগত হয়।

মহারাষ্ট্র পক্ষে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সমরে আনন্দরাও খাণ্ডাজি জগতপে, বিশাজি বল্লাল, মুকুন্দ বল্লাল মোরে, রঙ্গনাথ রূপজি ভোঁসলে, সুরেরাও কাঁকড়ে প্রভৃতি বীরগণ সিংহবিক্রমে মুসলমান-সেনা বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জাব্‌লী রায়রী প্রভৃতি দুর্গবিজেতা সুরেরাও কাঁকড়ে নিহত হন।

সলহের দুর্গে মোগল-সেনার পরাভববার্ত্তা অবগত হইয়া সমীপাগত দিলেরখাঁ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া অরঙ্গাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। জয়মদে মত্ত প্রতাপরাও পশ্চাদ্ধাবন করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া খান্দেশ আক্রমণ করিয়া বুর্হানপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি অনেক নূতন স্থানে চৌথ সংস্থাপন করিয়া আসেন এবং নানা স্থান হইতে পুরাতন চৌথ আদায় করিয়া আনেন।

এইরূপে উত্তরোত্তর মরাঠাবলবৃদ্ধি, মোগলবাহিনী ক্ষয় ও যশোবন্ত সিংহ, দিলেরখাঁ, মহব্বতখাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণের পুনঃ পুনঃ পরাজয়দর্শনে রাজ্যের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেব গুজরাতের সুবাদার বাহাদুর খাঁকে (খান্‌জহান্) দক্ষিণাপথের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন। ফলে কিছুই হইল না। বাহাদুর খাঁ শিবাজির অতুল প্রতাপ সন্দর্শন করিয়া একপদ অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে অরঙ্গাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন দেখিয়া শিবাজি একদল সেনা উত্তর দিকে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং গোলকণ্ডা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া চৌথ স্থাপন করেন।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শালহের দুর্গ মহারাষ্ট্র কবলিত হইলেও মোগলসেনাপতিগণ পরবৎসর ১৬৭২ খৃঃ স্ব স্ব বাহিনী লইয়া পুনরায় উক্ত দুর্গ অবরোধ করেন। মহারাষ্ট্রনায়কগণ বিশেষ বীরত্ব ও সাহসের সহিত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে মোরোপন্ত পেশোবে ও প্রতাপরাও একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁহাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে পন্‌হালা দুর্গ পুনরায় শিবাজির অধিকার ভুক্ত হয় এবং তাঁহারই অন্যতম সেনাপতি অন্নাজিদত্তো হুবলী লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনেন।

এই সময়েই শিবাজি কারবাড় প্রদেশাভিমুখে একটী নৌ-বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাহারই ফলে উক্ত প্রদেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহ মহারাষ্ট্রকরতলগত হয়। এমন কি, বেদনোরের নরপতিও গোলকোণ্ডাধিপের ন্যায় শিবাজির বশ্যতা স্বীকার করিয়া করপ্রদানে বাধ্য হন।

শিবাজির এই অনুপস্থিতি কালে সুরাট ও জিঞ্জিরার নৌ-সেনাপতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী দণ্ডারাজপুরী অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। সে দিন রাত্রিকালে দুর্গাভ্যন্তরস্থ মরাঠাসেনাদল শিবপূজায় মত্ত, সকলেই প্রায় ভাঙ্গপানে অচেতন, সুতরাং সকলেই সতর্কতাশূন্য। মুসলমানসেনা সেই সুযোগে দুর্গে রজ্জু লাগাইয়া উপরে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্গাক্রমণ করেন। দুর্গাধ্যক্ষ রঘুনাথ পন্ত যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া স্বীয় অনবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এই সময় বিজাপুর সুলতানের মৃত্যু হওয়ায় বিজাপুর রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। তখন দাক্ষিণাত্যে মরাঠা ও মোগল শক্তি প্রবল। আবদুল করিম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ শিবাজি-

কৃত অপমান স্মরণ করিয়া মোগল সহযোগে তাঁহার উৎসাদনে ব্যাপৃত হইলেন এবং খাবাস খাঁর পৃষ্ঠপোষকগণ শিবাজিকে পক্ষভুক্ত করিয়া মোগলশক্তি খর্ব্ব করাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কোন একটী সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই করিম খাঁ স্বীয় অধীনস্থ সেনাদিগকে শিবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন।

শিবাজি বিজাপুর সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রতাপ-রাওকে সেনাদলসহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। করিম খাঁ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইলেন। তখন প্রতাপ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতবেষ্টিত জলশূন্য স্থানে তাড়াইয়া আনিয়া আবদ্ধ করিলেন। জলাভাবে সসৈন্যে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া করিম্ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পরিত্রাণ পাইলেন। প্রতাপরাও বিজাপুর জয় করিয়া হায়দরাবাদ, রামগিরি ও দেবগড় আক্রমণ করিয়া তত্তৎস্থানে চৌথ স্থাপন করিলেন।

এদিকে করিম্ খাঁ বিজাপুরে পৌছিয়াই বহ্‌লোল খাঁর সহিত মিলিত হইলেন এবং পুনরায় পন্‌হালা প্রান্তে আসিয়া তৎসমীপদেশস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক উৎসাদন করিতে লাগিলেন। তদ্বার্ত্তা অবগত হইয়া শিবাজি পুনরায় করিম খাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য প্রতাপরাওকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। জেসরী রণক্ষেত্রে উভয় সেনা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম সংঘর্ষে প্রতাপরাও প্রচণ্ড বিক্রমে মুসলমান সেনা আক্রমণ করেন। তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্বীয় মাবল সেনাদল হইতে ছাড়াছাড়ি হন এবং কএকজন মাত্র অনুচর সহ মুসলমান সেনাদলের মধ্যে আসিয়া পড়েন; রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তখন মাবল সেনাদল বিচলিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে মরাঠা সেনানায়ক হংসাজি মোহিতে পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন (১৬৭৪ খৃঃ)।

পুনরায় উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। করিম খাঁ মরাঠা হস্তে সৈন্যক্ষয় ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বিজাপুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সমরকুশল সেনাপতি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বিজাপুর নগর-দ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন। যুদ্ধে জয়লাভ হইল বটে, কিন্তু প্রতাপরাওএর মৃত্যুতে মরাঠাশক্তির একাংশ খর্ব্ব করিয়া গেল। শিবাজি হংসাজিকে হাম্বীররাও উপাধি দান করিয়া সরনৌবৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অতঃপর সেনাপতি হাম্বীররাও সম্পাৎগাঁও নামক স্থানে আসিয়াছেন দেখিয়া বিজাপুর-সর্দ্দার হোসেন্ ময়ান খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেই যুদ্ধের বিরাম নাই, বরং রাত্র্যন্ধকার বৃদ্ধির সহিত যুদ্ধও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সেনাপতি হাম্বীররাও জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধে চারি হাজার অশ্ব, দ্বাদশটী হস্তী ও উষ্ট্র এবং অনেকগুলি কামান তাঁহার হস্তগত হয়।

ঐ সময়ে মোরোপন্ত পেশবে স্বীয় বিজয়বাহিনী পরিচালিত করিয়া কোপল দুর্গ অবরোধ করেন। উক্ত হোসেন খাঁর সহো-দর ভ্রাতা ঐ দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি মরাঠা সেনা-নায়কের অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশলে ও বীরত্বে পরাভব স্বীকার করিয়া শিবাজির পদানত হইলেন। দুর্গাধিকারের পর মোরোপন্ত কনক-গিরি, হর্পণপল্লী, রায়দুর্গ, চিত্রদুর্গ প্রভৃতি স্থান অধিকারপূর্ব্বক তুঙ্গভদ্রাতট পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র রাজ্য বিস্তার করেন।

এইরূপে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে নবভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত করিয়া শিবাজি চারি বৎসরের মধ্যে অমিত বিক্রমে ও ভীম অসিবলে মোগল কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপহৃত স্বীয় রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জলে ও স্থলে বহুদূর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যাধিকার বিস্তৃত করেন। উত্তরে সুরাট, দক্ষিণে বেদ্‌নোর ও হুবলী এবং পূর্ব্বে বেরার, বিজাপুর ও গোলকণ্ডা পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনদণ্ড পরি-চালিত হইয়াছিল। তাপ্তী নদীর দক্ষিণস্থ মোগলাধিকৃত সুবা গুলি তাঁহাকে চৌথ ও সরদেশমুখী দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোলকোণ্ডা ও বেদনোরপতিদ্বয় মহারাষ্ট্রপতি শিবাজির হস্তে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীন সামন্তরূপে অবস্থান করেন।

মহারাষ্ট্রপ্রচলিত বখর্ নামক দেশীয় ঐতিহাসিক আখ্যা-য়িকায় বিবৃত আছে যে, শিবাজি দাক্ষিণাত্যের প্রতাপশালী মুসলমান পাদশাহত্রয়কে বলে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া স্বয়ং হিন্দু-পাদ-শাহ হইতে বাসনা প্রচার করেন। ইহার জন্যই তাঁহার মন্ত্রিসভার হৃদয়ে প্রকাশ্য ভাবে মহারাজ শিবাজির অভি-ষেককার্য্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাঁহারা ত্রিংশ বর্ষ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে যে রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহারই মহত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের সূচনা হইল। শিবাজির অভিষেকোৎসব ও তজ্জন্য প্রভূত অর্থব্যয় তাঁহার স্বাধীন রাজত্বের পরিচয় স্থল।

শিবাজি যে সময়ে মুসলমান রাজন্যবর্গকে পদদলিত করিয়া উন্নতির শীর্ষ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন; ঠিক্ সেই সময়ে কাশীধাম হইতে বেদান্ততত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ পণ্ডিত গাগাভট্ট তীর্থ-দর্শনোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া শিবাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহারই অনুরোধে রাণাবংশধর মহারাজ শিবাজি

শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার উপদেশ বাক্যে এবং মোরোপন্ত ও নীরাজি পন্তের অনুমোদনে তিনি স্বীয় মেবারস্থ জ্ঞাতিগণের ন্যায় যজ্ঞসূত্রধারণপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করেন।

চিতোর হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া নানা দুর্ব্বিপাকে শিবাজির পূর্ব্বপুরুষগণ (৯।১০ পুরুষ) উপনয়নসংস্কারভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। তখন গাগাভট্টের বিধানানুসারে"ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্তান্তে" তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া অভিষেকের ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৫৯৬ শকে (১৬৭৪ খৃঃ) আনন্দ-সংবৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা চতুর্থীতে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণবৃন্দের সমীপে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজি উপবীত গ্রহণ করেন। ঐ দিবস হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যাভিষেকোৎসব আরম্ভ হয়।

উক্ত সংবৎসরের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি বৃহস্পতিবারে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া ঐ দিন হইতে দাক্ষিণাত্যে 'শিব-শক' প্রচলিত হয়, অদ্যাপিও কোল্‌হাপুর রাজসংসারে শিবাজির বংশধরেরা সেই শক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রায় এককোটি বিচত্বারিংশৎ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

রাজ্যাভিষেক সমাপ্তির পর মহারাজ শিবাজি সমাগত নৃপতি-বৃন্দ ও রাজদূতগণকে যথোচিত সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিদায় দিলেন। ইংরাজ কোম্পানী ঐ সময়ে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মহারাষ্ট্রদরবারে দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজদূত সর্ হেন্‌রী অক্সেণ্ডেন রায়গড়ে শিবাজির সমক্ষে বহু উপহার সহ সমাগত হইলে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হন। মহারাজ শিবাজি তাঁহার প্রার্থনা মতে যে বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহার মধ্যে রাজাপুর ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ এবং রাজাপুর, দভোল, চেউল ও কল্যাণ নগরে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মাণ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাজ তুলাদান করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি রায়গড়ের সুপ্রসিদ্ধ 'জগদীশ্বরমন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির গাত্রে নিম্নোক্ত ফলক উৎকীর্ণ আছে—

"প্রাসাদো জগদীশ্বরস্য জগতামানন্দদোহনুজ্ঞয়া
শ্রীমচ্ছত্রপতেঃ শিবস্য নৃপতেঃ সিংহাসনে তিষ্ঠতঃ।
শাকে ষণ্ণবৰাণভূমিগণনাদানন্দসংবৎসরে
জ্যোতিরাজমুহূর্ত্তকীৰ্ত্তিমহিতে শুক্লেশসার্পে তিথৌ॥
বাপীকূপতড়াগরাজিরুচিরং রম্যং বনং বীতিকে
স্তম্ভৈঃ কুম্ভিগৃহে নরেন্দ্রসদনৈরভ্রংলিহৈর্মোহিতে।
শ্রীমদ্রায়গিরৌগিরামবিষয়ে হীরাজিনানির্ম্মিতো
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ বিলসতস্তাবৎ সমুজ্জৃম্ভতাম্॥"

মাতা ও পত্নীবিয়োগজনিত নানা শোক দুঃখে কালাতপাত করিয়াও শিবাজি অবিচলিত ভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহার নিয়োজিত অষ্ট প্রধান তাঁহাকে রাজকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। তিনি যেরূপ শাসনবিধি অবলম্বন করিয়া প্রজাপালন এবং যেভাবে সামরিক বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার অশ্বারোহী সেনাদল শিলেদার ও বর্গীরদার ভেদে বিভক্ত ছিল। ইহারা দূরদেশ আক্রমণ সময়ে গমন করিত। পদাতিকের মধ্যে ঘাটমাথার মাবলি ও কোঙ্কণ প্রদেশের হাটকারীগণ প্রধান। [মহারাষ্ট্র দেখ।]

অতঃপর শিবাজির জীবননাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হয়। উত্তরে মোগল ও বিজাপুরের সহিত আর যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত না হওয়ায় উভয় পক্ষেই একরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় নাই, তথাপি উভয়ে বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

শিবাজি যখন এইরূপ শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিলেন, তখন সুদূর কর্ণাট দেশে শাহজি প্রতিষ্ঠিত বিশাল জায়গীর মধ্যে বঙ্কো-জির সহিত রঘুনাথ নারায়ণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোবাদের সূত্র-পাত হয়। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় শাহজির প্রধান কর্ম্মচারী নারোত্রিমল হনুমন্তের যোগ্য পুত্র। ইঁহারাও বঙ্কোজিকে সম্মুখে রাখিয়া দ্রাবিড়মণ্ডলে স্বতন্ত্রভাবে মহারাষ্ট্র বিজয়বৈজয়ন্তী সংস্থাপনে পরা-মর্শ করিতেছিলেন। শিবাজির বিরুদ্ধাচরণে বঙ্কোজি মত করিলেন না, কাজেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোবাদ শত্রুতায় পরিণত হইল। তখন তাঁহারা সে স্থানে অবস্থান অবিধেয় বিবেচনা করিয়া ভাগানগরে আগমন করেন। পরে তথা হইতে শিবাজি সকাশে আসিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অরাজকতা ও তথায় হিন্দুরাজ্যস্থাপনের সুগমতা তাঁহাকে নিবেদন করিলে তিনি দক্ষিণ প্রদেশ বিজয়ে কৃতসংকল্প হন।

ভাগানগরপতি তানশাহ মোগলও এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে শিবাজিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ হূনমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। শিবাজি সেই মিত্রতা দৃঢ় করিবার জন্য নীরাজি পন্তের পুত্র প্রহ্লাদপন্তকে বহুবিধ উপহার সহ ভাগানগরে পাঠাইয়া দেন এবং তদ্দ্বারাই তানশাহ সমীপে তাঁহার ভাগানগর দর্শন বাসনা প্রকাশ করেন।

শিবাজি পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চদশ সহস্র মাবলি পদাতিক সেনা লইয়া ভাগানগর যাত্রা করেন। এখানে ভাগানগরেশ্বর তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে রাখেন। কিছুদিন এখানে আমোদে অতিবাহিত করিয়া শিবাজি প্রহ্লাদ পন্তকে স্বীয় দূতস্বরূপ রাখিয়া স্বয়ং সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন

গমনকালে তুঙ্গভদ্রা তীরস্থ কর্ণাল, কড়াপা প্রভৃতি স্থান হইতে ৫ লক্ষ হূন চৌথ সংগ্রহ করিয়া নিবৃত্তিসঙ্গমে স্নানাদি কার্য্য সমাধানান্তে কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারীসহ শ্রীশৈলে উপনীত হন। এখানে দ্বাদশ দিন অবস্থানপূর্ব্বক শিবাজি দেশে দেশে গুহা ও গৃহ নির্ম্মাণ এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি নানা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পুনরায় স্বীয় সেনাদলে মিলিত হইলেন। পরে তিনি সদলবলে দমলচেরী গিরিবর্ত্ম দিয়া পেনঘাট পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া কর্ণাটদেশে সমাগত হইলেন।

এখানে আসিয়া প্রথমেই তিনি মান্দ্রাজ নগরের ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চণ্ডীরদুর্গ অবরোধ করেন (১৬৭৭ খৃঃ)। দুর্গাধ্যক্ষ রূপ খাঁ ও নাজির মহম্মদ পরাজয় স্বীকার করিয়া শিবাজির শরণাপন্ন হইলেন। চান্দী ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ হস্তগত করিয়া শিবাজি বিট্ঠল পিলদেব গোরাড়করকে সুবাদার, রামজি নল্‌গেকে চণ্ডীদুর্গাধিপতি, তিমাজি কেশবকে সবনিস ও রুদ্রাজি সালবীকে পূর্ত্তবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিয়োগ করিয়া কাবেরী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিজাপুররাজ-সেনাপতি শের খাঁ ৫০০০ অশ্বারোহী সেনা লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। শিবাজির সমক্ষে মুসলমান সৈন্য অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা বিমর্দ্দিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

প্রত্যাগমনকালে শিবাজি ব্রাহ্মণবীর নরহরি বল্লালের অধীনে দশসহস্র মাবলি-সৈন্য পাঠাইয়া বেল্লুরদুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গ অচিরে মহারাষ্ট্রসেনার করগত হইল। এই সময়ে বঙ্কোজি চন্দাবর (তাঞ্জোর) রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, তিনি ভ্রাতার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। পরস্পরে অষ্টাহকাল সম্মিলন সুখভোগের পর একদিন শিবাজি ভ্রাতা বঙ্কোজির নিকট পিতৃ-সম্পত্তির অংশপ্রাপ্তির কথা উত্থাপন করিলেন। বঙ্কোজি ভ্রাতৃসমীপে কোন উত্তর না দিয়া স্বীয় পরামর্শদাতাগণের নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। তাহারা শিবাজির কুটিলতাই সিদ্ধান্ত করিল। দুর্ব্বলহৃদয় বঙ্কোজি শিবাজি কর্ত্তৃক অপমানিত হইবার ভয়ে নিশাযোগে পলায়ন করিয়া চান্দেরীতে আশ্রয় লইলেন। পরদিন প্রাতে বঙ্কোজির পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া শিবাজি বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার অন্বেষণার্থ দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা বঙ্কোজির পরিবর্ত্তে কএকজন পলায়নপর কর্ম্মচারীকে ধৃত করিয়া আনিলে, শিবাজি তাহাদিগের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহারপূর্ব্বক বলিলেন, শ্রীমান্ আমার বয়োকনিষ্ঠ, আমি এই পবিত্র তরবারি ভ্রাতার উপর প্রয়োগ করিয়া রাজ্যোপার্জ্জন করিতে আসি নাই। আপনারা অবিলম্বে অশ্বারোহণে তাঁহার নিকট গমন করুন।

অতঃপর শিবাজি নববিজিত প্রদেশের শাসনব্যবস্থায় রঘুনাথ নারায়ণকে নিযুক্ত করিয়া কোল্হার ও বালাপুর প্রদেশে গমন করেন। যে সকল স্থানের মুসলমান দুর্গরক্ষকগণ শিবাজির অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হন, তাঁহারা সেনাপতি হাম্বীর-রাওর হস্তে পরাস্ত ও বন্দী হইয়া মহারাজ সকাশে প্রেরিত হয়। এই সকল প্রদেশ আয়ত্তাধীন হইলে শিবাজি মানসিংহ মোরে ও রঙ্গনারায়ণ নামক দুইজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর উপর উক্ত প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করেন।

এখান হইতে সম্পংগাঁও যাইবার পথে অগ্রসর হইয়া শিবাজি সৈন্য বলবাড়া দুর্গের অধীশ্বরী মালবাই দেশাইনের রাজ্য আক্রমণ করে। বীররমণী সম্মানরক্ষায় পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি সেনাদল লইয়া শিবাজিকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ ঘটিল। শেষে মালবাই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। ২৭ দিন অবরোধের পর, তিনি শিবাজিহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। মহারাজ বীরনারীর সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকেই রাজ্যভার দিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কর্ণাট হইতে রায়গড়ে প্রত্যাগত হইয়া শিবাজি শুনিলেন, বঙ্কোজী মোগল, পাঠান ও মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। রঘুনাথপন্ত এই দুরভি-সন্ধি অবগত হইয়া বঙ্কোজিকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া পাঠান। বঙ্কোজি তাঁহায় কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সংগৃহীত সেনাদল লইয়া বালগোড়াপুরে মরাঠা-সেনাপতি হাম্বীররাওকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বঙ্কোজি সহ প্রতাপজি, ভীবাজি, শিবাজিপন্ত দবীর প্রভৃতি বন্দী হইলেন। শিবাজি ভ্রাতাকে মুক্তি দিয়া ধীরভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। তাঁহার আদেশে রঘুনাথপন্ত দশসহস্র সেনা লইয়া কর্ণাট প্রদেশে প্রস্থান করেন এবং হাম্বীররাও রাজ-ধানীতে চলিয়া আসেন।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্যস্থাপনের জন্য শিবাজিকে প্রায় ১॥০ বৎসর কাল তদ্দেশে অবস্থান করিতে হয়। এই অবকাশে উত্তর প্রদেশের মোগল শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া যুদ্ধায়োজন করেন। তিনি রায়গড়ে আসিলেই মোরোপন্ত তাহার সমীপে সকল কথাই প্রকাশ করিয়া শত্রুর দর্প খর্ব্ব করিতে প্রার্থনা জানান। তখন শিবাজি বিপুল অনীকিনী সংগ্রহ করিয়া তাহার কতকাংশ রাজ্য রক্ষার্থে রাখিয়া অবশিষ্ট বাহিনী দুই দলে বিভক্ত করেন। একদল মোরোপন্তের অধীনে ভিন্ন মার্গে গমন করে এবং অন্যদল তাঁহার অধীনে পরিচালিত হয়। এইবার মহারাজ জয়সিংহের পৌত্র কেশরী সিংহ ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রণমস্ত খাঁ মোগল-সৈন্যের

নায়ক হইয়া আইসেন। জালালপুর রণক্ষেত্রে শিবাজির প্রচণ্ড আক্রমণে মোগল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। রণমস্ত খাঁ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া শিবাজি নানা যুদ্ধোপকরণ ও বহুমূল্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া আইসেন।

এদিকে কর্ণাট প্রদেশে রঘুনাথ পন্তকে উপযুক্ত সেনা প্রদান করিয়া হাম্বীররাও শিবাজি সমীপে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে বিজাপুর-সেনাপতি হোসেন খাঁ ও লোদী খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিল, বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য আহত ও নিহত হইল, অবশেষে সেনাপতিদ্বয় বন্দী হইয়া শিবাজি সকাশে আনীত হইলেন।

যখন শিবাজি ও হাম্বীররাও এইরূপে মুসলমান বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণবীর মোরোপন্ত ও খান্দেশ অঞ্চলে অসিচালনা করিয়া মোগলদিগের ভয়োৎপাদন করিতেছিলেন। তিনি বীরদর্পে আউল নয়াগড় প্রভৃতি দুর্গ হস্তগত করেন। এই সময়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মরাঠা-সৈন্যের জয়লাভ হইয়াছিল। শিবাজি যখন জালালপুর অভিমুখে অভিযান করেন, তখন ব্রাহ্মণকন্যার উপর অত্যাচারী পুত্র শম্ভাজিকে তিনি পন্হালা দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া জগন্নাথ হনুমন্তের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া যান। তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে স্বয়ং শিবাজি মহারাজ পুরন্দর দুর্গে যাত্রা করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিবাজি শুনিতে পাইলেন, মোগল সেনাপতি দিলের খাঁ বিজাপুর-রাজমহিষীকে কৌশলে হস্তগত করিয়াছেন এবং বিজাপুররাজ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তথায় আপনাদের প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্টিত হইয়াছেন। এদিকে বিশ্বাসঘাতক দিলের খাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বিজাপুরমন্ত্রী তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। তখন তিনি আরঙ্গাবাদের পথ হইতেই সসৈন্যে দিলের খাঁর পশ্চাতে আসিয়া উদিত হইলেন। রণমস্ত খাঁকে পরাজয় করিয়া হাম্বীর রাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদের উভয়ের আক্রমণে দিলের খাঁ বিজাপুর প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানদী পার হইয়া কর্ণাট রাজ্য লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কর্ণাটে অবস্থিত ব্রাহ্মণবীর জনার্দ্দন পন্ত ছয় সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া দিলের খাঁকে আক্রমণ ও পরাভূত করিলেন।

পন্হালা দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া শম্ভাজি দিলের খাঁর শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি ও সাত হাজারী অশ্বারোহী মন্‌সবদার পদ আনাইয়া দেন। এই ক্ষেত্রে পরাভূত ও অপমানিত দিলের খাঁ শম্ভাজিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভূপালদুর্গ আক্রমণ করেন। চাকন দুর্গ পতনের পর হইতেই ফিরঙ্গজি নরশালে ভূপালগড় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি দিলের খাঁর কর্ত্তৃক দুর্গ আক্রান্ত দেখিয়া মোগল সেনার উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সুচতুর দিলের খাঁ শম্ভাজিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধে বাধা দিলেন। ফেরঙ্গজি প্রভু পুত্রকে নিহত না করিয়া ভূপালগড় শত্রু হস্তে ত্যাগ করিয়া শিবাজি সকাশে উপনীত হইলেন। শিবাজি দিলের খাঁর শঠতা অবগত হইয়া বলিলেন যে, 'শম্ভাজি শত্রু পক্ষের আশ্রয় লইয়াছে, তখন সে কখনই আমাদের সমবেদনার যোগ্য নহে। তোমরা যেরূপে পার, তাহাকে নিহত, আহত বা বন্দী করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক নাই।'

পুনরায় যুদ্ধোদ্যম হইল, কুটিল হৃদয় অরঙ্গজেব বুঝিতে পারিলেন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ শিবাজি প্রজাপুঞ্জের প্রাত্যর্থ প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি তখন দিলের খাঁকে আদেশ পাঠাইলেন যেন শম্ভাজি অবিলম্বে মোগল শিবির পরিত্যাগ করিয়া পন্হালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, নচেৎ তাঁহার সমগ্র বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

দিলের খাঁর মুখে সম্রাটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শম্ভাজি পন্হালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শিবাজি পুরন্দরদুর্গ হইতে আসিয়া পুত্রকে কোল দিলেন। পুত্র পিতার চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর শিবাজি উচ্ছৃঙ্খল শম্ভাজিকে রাজকার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, আমি অবর্ত্তমানে তুমি ও রাজারাম আমার রাজ্য এইরূপে বিভাগ করিয়া লইবে,—তুঙ্গভদ্রাতীর হইতে কাবেরীতট পর্য্যন্ত তোমার থাকিবে এবং তুঙ্গভদ্রা হইতে গোদাবরী তট পর্য্যন্ত ভূভাগ রাজারাম পাইবে। কদাচ উভয়ে ভবিষ্যতে বিরোধ করিও না।

ইহার কিছুদিন পরে শিবাজি মৃত সেনাপতি প্রতাপরাওর কন্যার সহিত রাজারামের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি রাজ্যের মঙ্গলকর কতকগুলি কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। এই সময়ে তাঁহার জানুদ্বয় শোথযুক্ত হওয়ায় তিনি কঠিন জ্বরে অভিভূত হন। সপ্তাহকাল রোগভোগের পর ১৬৮০ খৃঃ (১৬০২ শক) রৌদ্র সম্বৎসরে চৈত্র শুক্ল পূর্ণিমায় রবিবারে মহারাষ্ট্রগৌরব নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন। [শম্ভাজি ও রাজারাম দেখ।]

শিবাজির নৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবন রমণীয় ও শিক্ষাপ্রদ, উহা মহাপুরুষের আদর্শ লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে। বাল্যকালে তিনি পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিতেন। রাজ্যেশ্বর হইয়াও তাহার সেই অসীম পিতৃমাতৃভক্তি কিছুমাত্র

বিচলিত হয় নাই। বিজাপুররাজদরবার হইতে যখন শাহজি দূতরূপে তাঁহার নিকট আগমন করেন, তখন তিনি যথেষ্ট পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিতার আজ্ঞানুসারে তিনি স্বীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া বিজাপুররাজের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই পিতৃভক্তি বলেই বোধ হয় তিনি পিতার জীবিত কালে রাজোপাধি গ্রহণ বা স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন নাই। রাজ্যশাসন-বিষয়ক কূট বা সামান্য বিষয়েও তিনি মাতার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃ ও পুত্রস্নেহ প্রগাঢ় ছিল। শম্ভাজি ও বঙ্কোজিকে ক্ষমাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্ষমা তাঁহার একটী বিশেষ গুণ ছিল।



শিবাজী।

তিনি অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বা কর্ম্মচারিগণ ত দূরের কথা, বন্দী বিপক্ষ সেনাদলও তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট পুরস্কার ও পরিচ্ছদাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল আচরণে সন্তুষ্ট থাকিত। অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন। সৈনিক বিভাগের পরিচ্ছদের সরলতা ও স্বল্পব্যয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। অপব্যয়ী কর্ম্মচারীকে তিনি তদ্দণ্ডেই রাজকার্য্য হইতে বিদায় দিতেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার বিশেষ ঘৃণার পাত্র ছিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে মহারাষ্ট্র সরকারের সকলেই মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা অতুলনীয়। তাঁহার অভ্যুদয় কালে দাক্ষিণাত্য মুসলমান অধিকারে সমাচ্ছন্ন, সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষই তাহার হৃদয়ে স্বতঃই জাগরিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তিনি বর্ণ বা ধর্ম্মগত বিভেদ লক্ষ্য করিতেন না। যাহার যাহা ধর্ম্ম, তাহার তাহা অবশ্য পালনীয়। এই কারণে তিনি রাজকোষ হইতে বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়াও মসজিদ, পীরস্থান প্রভৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে হিন্দুদ্বেষী, তাহার উপর তাঁহার অশেষ ঘৃণা ছিল। স্বার্থপরায়ণ ও হিন্দুজাতির উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব তাঁহার চক্ষে বিষতুল্য ছিল। তাঁহার সেনাদলে হিন্দু মুসলমান সমতুল্য সম্মান পাইত। সেনাপতি দরিয়া খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ মরাঠাসৈন্য পরিচালিত করিয়া ইংরাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার মোগল প্রভৃতির ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তানাজি, প্রতাপ-রাও, মোরোপন্থ ও হাম্বীর রাও প্রভৃতি হিন্দু যোদ্ধাগণও সৈন্যচালনায় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন।

তাঁহার কোমল ব্যবহার ও মধুর সম্ভাষণে মহারাজ জয়সিংহ ও দিল্লীর প্রধান অমাত্যবর্গ তাঁহার মিত্ররূপে পরিণত হয়। দিল্লীতে শত্রুগণপরিবেষ্টিত হইয়া বন্দী ভাবে অবস্থান কালে তিনি যে আত্মসংযমের পরিচয় দেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যুদ্ধকালেও তাঁহার অসীম আত্মসংযমের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কোন স্থলেই মহাবীর আলেকজান্দার বা নাদির শাহের ন্যায় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন নাই। ক্রোধ-পরবশ হইয়া কখনও অযথা শত্রুসেনানিহনন বা পলাতক ও বন্দীগণকে নিধন করেন নাই। রণক্ষেত্রে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি খিচুড়ী মাত্র আহার করিতেন, তদ্ব্যতীত নিরামিষই তাঁহার দৈনিক আহার ছিল। যুদ্ধযাত্রাকালে সমস্ত দিবস অশ্ব পৃষ্ঠে অতিবাহিত হইলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি বিলক্ষণ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। অসৎসংসর্গ বা অসদালাপে তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি বিদ্বান্‌গণকে সমাদর করিতে ভুলিতেন না। মহারাষ্ট্র ভাষার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারই আন্তরিক উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে মহারাষ্ট্র দরবার হইতে "রাজব্যবহারকোষ" সংগৃহীত হয়। তৎকালে মহারাষ্ট্র ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ প্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থে সেই সকল শব্দই সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

তাঁহার গুরু রামদাস স্বামী, ধর্ম্মশীল কবি তুকারাম, ভগবদ্গীতাটীকা প্রণেতা বামন কবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে তিনি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইয়া কর্ম্মযোগে ব্রতী হইয়াছিলেন।

[তত্তদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

শিবাজি নিজ বাহুবলে যে বিস্তীর্ণভূভাগে আধিপত্যবিস্তার ও যে সকল দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

সাতারা প্রদেশে—সাতারা, বৈরাটগড়, বর্দ্ধনগড়, পরলী বা সজ্জনগড়, পাণ্ডবগড়, মহিমান গড়, কমলগড়, বন্দনগড়, তাথবাড়া, চন্দনগড়, নন্দিগিরি।

করাড় প্রদেশে—বসন্তগড়, মচিন্দ্রগড়, ভূষণগড়, কসবা-করাড়।

সহ্যাদ্রি মাবল প্রদেশে—রোহিড়া, সিংহগড়, নারায়ণগড়, কুবারী, কেলনা, পুরন্দর, দৌলত-মঙ্গল, মোরগিরি, লোহগড় রুদ্রমাল, রাজগড়, তুঙ্গ, তিকোনা, রাজমাচী, তোরণা, দাঁতেগড় বিশাপুর, বাস্তোটা, শিবনের।

পনহালা প্রদেশে—পনহালা, খেলনা, বিশালগড়, পাবনগড়, রঙ্গণা, গজেন্দ্রগড়, ভূধরগড়, পারগড়, মদনগড়, ভবগড় ভূপাল-গড়, গগনগড়, বাবড়া।

কোঙ্কণ, বন্ধারী এবং নলদুর্গ প্রদেশে—মালবন সিন্ধুদুর্গ, বিজয়দুর্গ, জয়দুর্গ, রত্নাগিরি, সুবর্ণদুর্গ, খান্দেরী, উন্দেরী, কুলাবা রাজকোট, অঞ্জনবেল, রেবদণ্ডা, রায়গড় পালী কলানিধিগড়, আরনাল, সুরঙ্গগড়, মানগড় মহিপতগড়, মহিমণ্ডলগড়, সুমার-গড়, রসালগড়, কর্ণালা, ভোরোপ-বল্লালগড়, সারসগড়, মাণিক-গড়, সিন্দেগড়, মণ্ডলগড় বালগড়, মহিমন্তগড়, লিঙ্গাণা, প্রচেতগড় সমানগড়, কাঙ্গেনী, প্রতাপগড়, তলাগড়, ঘোষালগড়, বিথাড়ী, ভৈরবগড়, প্রবলগড়, অবচিতগড়, কুম্ভগড়, সাগরগড়, শিকেরাগড়, মনোহরগড়, ভুভানগড় মিত্রগড়, প্রহ্লাদগড়, মণ্ডল-গড়, সহনগড়, শিকেরাগড়, বীরগড়, মহীধরগড়, রণগড়, সেঠাগাগড়, মকরন্দগড়, মাহুলী, ভাস্করগড়, কবস্থী।

থানা প্রদেশে—কল্যাণ, ভিম্বড়ী, বাষ্ট, করাড়, সুপে, খটাব, বারামতী, চাকন, শিরবল মিরজ, তাসগাঁও, করবীর।

বাগলান্ প্রদেশে সালহের, নাহারা, হরশাল, মূলেরী, কণেরা, অহিবন্তগড়, ধোড়োপ।

নাসিক ত্রিম্বক প্রদেশে—ত্রিম্বক, বাহুলা, মনোহরগড়, বাঘলাগড়, চাবণ্ডস, মৃগগড়, করোলা, রাজপেহর, রামসেন, মাচনাগড়, হর্ষণ, জাবলিগড়, চান্দগড়, সবলগড়, আবঢ়া, কনকই, গড়গড়া, মনোরঞ্জন, জীবনধন, হড়সর, হরীন্দ্রগড়, মার্কণ্ডেয়গড়, পটাগড়, টঙ্কই, সিদ্ধগড়।

খোন্দ ও বেদনোর প্রদেশে—কোট কোণ্ড, কোট কান্হর, কোট বকর, কোট ব্রাহ্মণাল, কোট কড়বল, কোট আকোলে, কোটকোট কঠর, কোট কুলবর্গ, কোট শিবেশ্বর, কোট মঙ্গলুর, কোট কড়ণার, কোট কৃষ্ণাগিরি।

কর্ণাটকাদি প্রদেশে—জগদেবগড়, সুদর্শনগড়, রমণগড়, নন্দীগড়, প্রবলগড়, ভৈরবগড়, মহারাজগড়, সিদ্ধগড়, জবাদি-গড়, মার্ত্তণ্ডগড়, মঙ্গলগড়, গগনগড়, কৃষ্ণাগিরি, মল্লিকার্জ্জুনগড়, কন্ত্নীগড়, দীর্ঘপালিগড়, রামগড়।

শ্রীরঙ্গপট্টন প্রদেশে—কোঠে ধর্ম্মপুরী, হরিহরগড়, কোট গরুড়, প্রমোদগড়, মনোহরগড়, ভবানীদুর্গ, কোট অমরাপুর, কোট কস্থুর, কোট তলেগিরি, সুন্দরগড়, কোট তলগোণ্ডা, কোট আটনুর, কোট ত্রিপাতুরে, কোট ছুটানেটী, কোট বথনুর, কলাপগড়, মাহিনদীগড়, কোট আলুর, কোট শ্যামল, কোট বিরাড়ে, কোট চন্দ্রমাল।

বেল্লুর প্রদেশে—কোট আরকাড়, কোট লখনুর, কোট পালনাপত্তন, কোট ত্রিমল, কোট ত্রিবাড়ী, পালেকোট, কোট ত্রিকোণদুর্গ, কৈলাসগড়, চঙ্গিবরা কোট, কোট বৃন্দাবন, চেতপাবনী, কোলবালগড়, রসালগড, কর্ম্মঠগড়, যশোবন্তগড়, মুখ্যগড়, গর্জনগড়, মড়বিড়গড়, মহিমন্তগড়, প্রাণগড়, সামারগড়, সাজরাগড়, ভুজঙ্গগড়, গোজরাগড়, অসুরগড়।

বনগড় প্রদেশে—বনগড়, গহনগড়, সিমদুর্গ, নলদুর্গ, মিরা-গড়, শ্রীমন্তদুর্গ, শ্রীগদনগড়, নরগুণ্ডগড়, কোপলগড়, বাহাদুর চিন্তা, ব্যাঙ্কটগড়, গন্ধর্ব্বগড়, টাকেগড়, সুপেগড়, পরাক্রমগড়, কনকাদ্রিগড়, ব্রহ্মগড়, চিত্রদুর্গ, মসন্নগড়, হড়পসরগড়, কাঞ্চন-গড়, অবনাগিরিগড়, মন্দনগড়।

বালাপুর প্রদেশে—কোল্থার, ব্রহ্মগড়, বড়নগড়, ভাস্কর-গড়, মহিপালগড়, মৃগমদগড়, আম্বে নিরাইগড়, বুধলা-কোট, মাণিকগড়, নন্দীগড়, গণেশগড়, থবলগড়, হাতমঙ্গলগড়, মঙ্কক প্রকাশগড়, ভীমগড়, প্রবালগড়, মেদগিরি, বেনগড়, শ্রীবর্দ্ধনগড়, বেদনোর কোট, মল-কেল্লার কোট, ঠাকুরগড়, সরসগড়, মলহারগড়, ভূমণ্ডলগড়, বিণ্টকোট।

চণ্ডী প্রদেশে—রাজগড়, বেনগড়, কৃষ্ণাগিরি, মদোন্মত্তগড়, আরবলুগড়, বালাকোট।

শিবাটিকা (স্ত্রী) ১ বংশপত্রী, তৃণবিশেষ। (ভাবপ্রকাশ) ২ শ্বেতরক্ত পুনর্নবা। ৩ হিঙ্গুপত্রী। ৪ কাকোড়ম্বরিকা, চলিত কাকডুমুর। (বৈদ্যকনি°)

শিবাত্মক (ক্লী) শিবঃ সুখকরঃ আত্মা স্বরূপো যস্য। ১ সৈন্ধব লবণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শিবময়, শিবস্বরূপ।

শিবাদিত্যমিশ্র (পুং) সপ্তপদার্থীপ্রণেতা। ইঁহার উপাধি ন্যায়াচার্য্য। ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী প্রণেতা জানকীনাথ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শিবাদেশক (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্।

শিবানন্দ, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার।

১ উপনয়নচন্দ্রামাণপ্রণেতা। ২ দেবাবতরণকাব্য রচয়িতা। ৩ প্রকাশোদয়তন্ত্রকার। ৪ নির্ণয়দর্পণনামক দীধীতিকার। ইনি তারাপতি ঠক্কুরের পুত্র।

শিবানন্দ আচার্য্য, কুলপ্রদীপ নামক তন্ত্ররচয়িতা।

শিবানন্দ গোস্বামী, বঞ্জারত্ন ও বৈষ্ণববিনোদ নামক বৈদ্যক গ্রন্থদ্বয় প্রণেতা।

শিবানন্দ নাথ, অপর নাম কাশীনাথ ভট্ট। ইনি জয়রাম ভট্টের পুত্র ও শিবরাম ভট্টের পৌত্র এবং অনন্তের শিষ্য। কালনির্ণয়-দীপিকা, কৌলগজমর্দ্দন, গণেশার্চ্চনদীপিকা, গুরুপূজাক্রম, গূঢ়ার্থাদর্শ (জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের টীকা), চণ্ডীপূজারসায়ন, চণ্ডীমাহাত্ম্য টীকা, ত্রিকূটারহস্যটীকা, দক্ষিণাচারদীপিকা, পদার্থাদর্শ (কবীন্দ্র চন্দ্রোদয়টীকা), পুরশ্চরণদীপিকা, বটুকার্চ্চনদীপিকা, মন্ত্র চন্দ্রিকা, মন্ত্রপ্রদীপ, মন্ত্রমহোদধি, পদার্থাদর্শ (মহীধর কৃত মন্ত্র মহোদধির টীকা), সারদাতিলকটীকা, শ্যামাসপর্য্যাবিধি ও সপর্য্যাসার নামক কয়খানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

শিবানন্দ ভট্ট, মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা-প্রণেতা রামশর্ম্মার প্রতিপালক।

শিবানন্দভট্ট গোস্বামী, লক্ষ্মীনারায়ণার্চ্চাকৌমুদী ও সিংহসিদ্ধান্তসিন্ধু নামক তন্ত্রদ্বয়রচয়িতা। জগন্নিবাস গোস্বামীর পুত্র।

শিবানন্দসরস্বতী, যোগচিন্তামণি প্রণেতা। ইনি রামচন্দ্র সদানন্দ সরস্বতীর শিষ্য।

শিবানন্দ সেন, কৃষ্ণচৈতন্যামৃত প্রণেতা। ইনি বিশ্বরূপ ও কবিকর্ণপুরের পিতা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সমসাময়িক।

শিবানী (স্ত্রী) শিবস্য ভার্য্যা, যদ্বা শিবং মঙ্গলমানয়তীতি আ-নী-ড, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দুর্গা। ২ জয়ন্তীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিবাপর (ত্রি) অমঙ্গল, শিবেতর।

শিবাপীড় (পুং) ১ অগস্তিবৃক্ষ, বকবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শিবা ও শিবের শেখর।

শিবাপ্রিয় (পুং) শিবায়াঃ প্রিয়ঃ। ১ ছাগ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ শিবপ্রিয়ার অপ্রিয়বস্তু। ৩ শিবার বল্লভ।

শিবাফলা (স্ত্রী) শিবায়া ইব ফলমস্যাঃ। শমীবৃক্ষ।

শিবাবলি (পুং) শিবাভ্যো দীয়মানো বলিঃ। রাত্রিকালে শিবাদিগের উদ্দেশ্যে দেয় মাংসপ্রধান বলি অর্থাৎ নৈবেদ্য। তন্ত্রসারে শিবাবলির বিষয় এইরূপ আছে—

"বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধকঃ।
মাংসপ্রধানং নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

সাধক সায়ংকালে বিল্বমূল, প্রান্তর বা শ্মশানে শিবা দেবীর উদ্দেশে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য প্রদান করিবে। সাধক বলিদ্রব্য আহরণ করিয়া কালি কালি বলিয়া দেবীকে আহ্বান করিলে, দেবী পরিবারগণের সহিত শিবারূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সাধকপ্রদত্ত বলি গ্রহণ করেন। ঐ শিবা যদি বলিদ্রব্য ভোজনপূর্ব্বক ঈশানকোণে অবস্থান করিয়া মুখ তুলিয়া সুস্বরে ধ্বনি করে, তাহা হইলে সাধকের শুভ জানিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

নিত্যশ্রাদ্ধ সন্ধ্যাবন্দন ও, পিতৃতর্পণ যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, শিবাবলিও সেইরূপ কৌলদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। শিবাবলি না দিলে শিবাসাধকের জপপূজা ও অন্যান্য সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং শিবাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া রোদন করিতে থাকে। যে সময় দেশে রাজভয়, মারীভয় প্রভৃতি বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই সময়ও শিবা বলি দিতে হয়। ইহাতে ঐ সকল ভয় বিদূরিত এবং নানাপ্রকার শুভ হইয়া থাকে—

"রাজাদি ভয়মাপন্নে দেশান্তরভয়াদিকে।
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি বিচিন্ত্য বলিমাহরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

সাধক শিবাবলি দিলে একটী শিবা যদি তাহা প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করে, তাহা হইলে সকল শক্তিরই পরমা প্রীতিলাভ হয়। সাধকের পশুশক্তি, পক্ষিশক্তি ও নরশক্তিপূজায় যদি কোন বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহার ফলে তাহা শুভ হইয়া থাকে।

শিবাবলি দিবার সময় মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি।
শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি বিঘ্নং বলিন্তব॥
এষ সামিষান্নবলিঃ পশুরূপধরায়ৈ নমঃ।" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রে সমাংস অন্ন বলি দিতে হইবে। শিবা এই বলি গ্রহণ করিয়া যদি সমগ্র ভক্ষণ করে, তাহা হইলে শুভ, এবং ভক্ষণ না করিলে অশুভ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রথমে শিবা-বলি দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞাত হইয়া পরে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাবিধানে শিবাবলি শুভ হইলে তবে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা বিধেয়।

"যদি ন ভুজ্যতে বৎস তদা নৈব শুভং ভবেৎ।
শুভং যদি ভবেত্তত্র ভুজ্যতে তদশেষতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব শান্তিস্বস্ত্যয়নঞ্চরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

শিবাভিমর্শন (ত্রি) মঙ্গলস্পর্শন, মঙ্গলস্পর্শযুক্ত। "অয়ং মে বিশ্বভেষজোহয়ং শিবাভিমর্শনঃ" (ঋক্ ১০।৬০।১২) 'শিবাভিমর্শনঃ মঙ্গলস্পর্শনঃ' (সায়ণ)

শিবায়তন (ক্লী) শিবস্য আয়তনং গৃহং। শিবের আয়তন, শিবগৃহ, শিবালয়।

শিবারাতি (পুং) শিবায়াঃ শৃগালস্য অরাতিঃ। কুক্কুর, শৃগালের শত্রু কুকুর। শিবা ও শিবের শত্রু।

শিবারি (পুং) শিবায়াঃ অরিঃ। শিবাশত্রু, শৃগাল। ২ শিবা ও শিবের অরি।

শিবারুত (ক্লী) শিবায়াঃ রুতং। শৃগালের ধ্বনি, শৃগালের ডাক। শকুনশাস্ত্রে শিবারুতের শুভাশুভ বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শৃগাল কোন্ দিকে কিরূপ ভাবে ডাকিলে শুভ ও কিরূপ ভাবে ডাকিলে অশুভ হয়, তাহা এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা

থাকিলে বলিতে পারা যায়। বসন্তরাজশাকুনে ও বৃহৎ-সংহিতায় ইহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই স্থলে লিখিত হইল.—

শৃগালগণ যদি 'হূহূ' শব্দের পর 'টা টা' শব্দ করে, তাহা হইলে তাহা তাহাদের স্বাভাবিক শব্দ বুঝিতে হইবে। উহাদের অন্য প্রকার স্বর প্রদীপ্ত নামে অভিহিত।

শৃগালী যদি 'কক্ক' এইরূপ শব্দ করে তাহা তাহাদের স্বাভাবিক। তাহাদের অন্য প্রকার শব্দ অস্বাভাবিক এবং উহা দীপ্ত নামে অভিহিত। শৃগালীগণ যে কোন দিকেই হউক না কেন অবস্থান করিয়া এইরূপ দীপ্ত স্বরে ডাকিলে বিশেষ অমঙ্গল হয়।

শিবাগণ 'থাহি থাহি' এইরূপ শব্দ করিলে অগ্নিভয় হয়, 'টাটা' শব্দ করিলে মড়ক এবং ধিক ধিক্ শব্দ করিলে পাপ ও অগ্নিভয়জ্ঞাপক হয়। শৃগালের অনুশব্দে যদি শিবাগণ দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত হইয়া শব্দ করে, তাহা হইলে উদ্বন্ধনে মৃত্যু এবং পশ্চিম দিকে শব্দ করিলে বধূ প্রভৃতির জলমধ্যে মৃত্যু হয়।

যে শিবার রবে মনুষ্যগণের রোমাঞ্চ এবং অশ্বগণের বিষ্ঠা-মূত্রত্যাগ হইয়া ভয় উপস্থিত হয়, তাদৃশ শিবারব মঙ্গলজনক নহে। মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বের প্রতিশব্দে যে শিবা মৌনাবলম্বন করে, তাহা হইলে মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। শিবা 'ভে ভা' শব্দ করিলে অমঙ্গল, 'ভো ভো' শব্দ করিলে মৃত্যু, 'ফিক্ ফিক্' শব্দ হইলে বন্ধন ও মৃত্যু এবং হু হু শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে। শিবা প্রথমে অবর্ণের পর ঔ শব্দ করিতে করিতে পরে টাটা এবং পূর্ব্বে টেটে এবং সর্ব্বশেষে 'থে থে' শব্দ উচ্চারণ করিলে শুভ হয়। ইহা শিবাগণের সন্তোষজনক শব্দ। যে শিবা প্রথমে উচ্চ ঘোরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে শৃগালানুরূপ শব্দ করে, তাহা হইলে মঙ্গল, ধনলাভ ও প্রবাসগত প্রিয়জন সঙ্গম হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৯০ অ০)

বসন্তরাজশাকুনে শিবারুতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থানে বর্ণিত হইল না।

শিবালয় (পুং) শিবায়াঃ শিবস্য বা আলয়ঃ। ১ রক্ততুলসী। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ শিবের গৃহ, শিবমন্দির, যে মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, সিদ্ধক্ষেত্র এবং শিবালয় এই সকল স্থলে মন্ত্রমাত্র উপদেশ দিলেই দীক্ষা হয়। দীক্ষাপদ্ধতিতে যে বিশেষ বিধান আছে, তদনু-সারে না দিতে পারিলেও দোষ হয় না। কেবল মন্ত্রোপদেশ দিলেই হয়।

"চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশ স উচ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

(ক্লী) শিবা আলীয়তেঽত্রেতি আ-লী-অচ্। ৩ শ্মশান।
"বল্যর্থং যুদ্ধ্যমানৌ চ পুণ্যে শূন্যে শিবালয়ে।"
(কথাসরিৎসা° ৩।৩৩)

শিবালু (পুং) শৃগাল। (রাজনি°)

শিবাস্মৃতি (স্ত্রী) জয়ন্তীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিবাহ্লাদ (পুং) শিবস্যাহ্লাদো যস্মাৎ। ১ বকবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শিবের আনন্দ, শিবের আহ্লাদ।

শিবাহ্বয় (পুং) ১ পারদ। (ভাবপ্রকাশ) ২ শ্বেতার্ক, শ্বেত অর্কবৃক্ষ। ৩ বটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শিবাহ্বা (স্ত্রী) শিবেন আহ্বা যস্যাঃ। ১ রুদ্রজটা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শিবনামক।

শিবি (পুং) ১ হিংস্রপশু। (ত্রিকা°) ২ ভূর্জ্জবৃক্ষ। ৩ রাজ-বিশেষ, উশীনর রাজার পুত্র। (মেদিনী) উশীনর রাজার পুত্র শিবি অতিশয় ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। একদা দেব-গণের এইরূপ স্থির হইল যে আমরা পৃথিবীতে গিয়া উশীনর-পুত্র শিবিরাজ কিরূপ ধার্ম্মিক তাহা পরীক্ষা করিব। পরে একদিন ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই জনে অগ্নি কপোতরূপে এবং ইন্দ্র শ্যেনপক্ষীর রূপে তাহার মাংসার্থী হইয়া কপোতের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিকে রাজা শিবি রাজাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে কপোত প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহার ক্রোড়ে গিয়া পতিত হইল। পরে কপোত রাজাকে কহিলেন, আমি শ্যেন হইতে ভীত ও প্রাণার্থী হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করুন। আপনি আমাকে স্বাধ্যায়সম্পন্ন মুনি বলিয়া জানিবেন। কর্ম্মানু-সারে কপোতশরীর পরিগ্রহ করিয়াছি। অনন্তর শ্যেন রাজাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! কপোত আমার ভক্ষ্য, আপনি আমার ভক্ষণে বিঘ্ন না জন্মাইয়া কপোতকে প্রত্যর্পণ করুন, আমি কপোতকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। রাজা তখন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্যেনকে কহিলেন, শরণাগতকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম, যখন কপোত শরণাগত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে রক্ষা করিব। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি শরণাগতকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, তিনি যথাকালে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলেও প্রাপ্ত হন না। তাহার রাজ্যে নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটে, পিতৃগণ স্বর্গচ্যুত হন। তুমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, এই কপোতের পরিবর্ত্তে তোমাকে একটী বৃষ অন্নের সহিত পাক করিয়া দেওয়া যাউক, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে শ্যেন কহিল, রাজন্! আমি বৃষ কিংবা কপোতাতিরিক্ত মাংস প্রার্থনা করি না, এই দৈবদত্ত কপোতই বিধাতা কর্ত্তৃক অদ্য আমার

ভক্ষ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব আপনি ইহাই আমাকে প্রদান করুন। অন্য কোনরূপ ভক্ষ্য আমি প্রার্থনা করিনা। তখন রাজা কহিলেন, আমি কপোতকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, উহার পরিবর্ত্তে তুমি যাহা বলিবে আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শ্যেন কহিল, রাজন্! আপনি যদি কপোতের মাংস-পরিমাণ স্বীয় শরীরের মাংস দাক্ষিণ উরু হইতে উৎকৃন্তন করিয়া প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি কপোতের আশা ত্যাগ করিতে পারি।

রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার দক্ষিণ উরু হইতে একখণ্ড মাংস কর্ত্তন করিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে তুলিত করিলেন। তাহাতে কপোত গুরুতর হইল। তখন তিনি পুনরায় শরীরের অন্যস্থান হইতে মাংস উৎকৃন্তন করিয়া তুলায় ধারণ করিলেন, তাহাতেও কপোত গুরুতর হইল। পুনর্ব্বার তিনি সর্ব্বশরীরের মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া তুলোপরি আরোপণ করিলেন, তথাপিও কপোত গুরুতর হইল। অনন্তর রাজা আর কোন উপায় না দেখিয়া স্বয়ং তুলাতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার কিছুমাত্র অসন্তোষ জন্মিল না। শ্যেন এই ব্যাপার দেখিয়া তখন রাজা ও কপোতকে কহিলেন, তুমি ও কপোত এইক্ষণ মুক্ত হইলে? এই বলিয়া শ্যেন প্রস্থান করিল।

তখন শিবি অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কপোতকে কহিল, এই শ্যেন পক্ষী কে? ঈশ্বর ভিন্ন কেহই কখন ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে পারেন না। শিবি কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কপোত কহিল, আমি বৈশ্বানর অগ্নি! আর এই শ্যেন স্বয়ং ইন্দ্র। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা উভয়ে এইস্থানে এইরূপে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যে আমার পরিত্রাণের জন্য অসিদ্বারা মাংসপেশী উৎকৃন্তন করিয়া প্রদান করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার এই অঙ্গচিহ্নকে শুভ, মনোহর, পুণ্যগন্ধ ও হিরণ্যবর্ণ করিতেছি। তুমি অতি পুণ্যকর্ম্মা ও যশস্বী। তোমার এই অঙ্গপার্শ্ব হইতে কপোতরোমা এক পুত্র হইবে। এই পুত্র অতিশয় বীর এবং ধার্ম্মিক হইবে। এইরূপে বর দিয়া কপোত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

(ভারত বনপ° ১৯৫ অ° ও অগ্নিপু° শিবির উপাখ্যা°)

শিবি, দাক্ষিণাত্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। তুমকুড় নগর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার নরসিংহমন্দির সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় এখানে ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি মাহাত্ম্যপ্রচারার্থ একটী ১৫ দিন স্থায়ী মেলা বসে। ঐ মেলায় বহু লোক সমাগত হয় এবং নানা প্রকার দ্রব্যও বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

শিবি, আফগানস্থানের দক্ষিণস্থ একটী জেলা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণ্ডামাক সন্ধির সর্ত্তানুসারে এই জেলা ইংরাজের শাসনাধীন হয়। অক্ষা° ২৯° ২০´ হইতে ২৯° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ২৫´ হইতে ৬৮° ১৫´ পূঃ মধ্য। ইহা কাচি নামক প্রসিদ্ধ সমতল প্রান্তরের সর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। একটী শৈলশ্রেণী দ্বারা শিবি জেলা দুই ভাগে বিভক্ত। এই পর্ব্বতশ্রেণী দুই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতীব গভীর খাত উৎপন্ন করিয়াছে; উহার একটীতে নরী নদী এবং অপরটীর মধ্য দিয়া মালী নদী প্রবাহিত হইতেছে। শিবির পূর্ব্বাংশ কান্দাহারস্থিত আফগান শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন।

এই জেলার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে মারিস এবং গুমার নাম পাঠানদিগের অধিকৃত পার্ব্বত্য ভূমি, তদ্ভিন্ন এক নরী নদীই পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ অধিকার করিয়া আছে। উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতমালা ছাড়া উক্ত উপত্যকা ভূমির মধ্যভাগে অপর কতকগুলি পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতগুলির মধ্যে একটীর উপর শিবদুর্গ প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়াছে নরীই তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উহা গুমাল গিরিসঙ্কটের দক্ষিণপ্রান্তে সিন্ধু নদীর সংলগ্ন প্রবাহিকা গুলির মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য। নরী ছাড়া আরও অনেকগুলি নদী এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে থালী, অরান্দ, গাজি এবং ছিম্ব প্রধান। এই শেষোক্ত নদী গুলির জল খরিফ শস্যের পরিপোষণকার্য্যে বিশেষ অনুকূল। নরী নদীর বাঁধ সকল স্থলেই উচ্চ। এই উচ্চ বাঁধ গুলির এক স্থলে নরীকাচ নামে একটী উচ্চ সমতল ভূমি দৃষ্ট হয়। বন্যার সময় এই নদীর প্রায় সকল ধারই ডুবিয়া যায়, কিন্তু এই স্থানে সে ভয়ের কোন কারণ নাই। থালী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহকে থালী ভূভাগ বলা হয়। গ্রীষ্মকালে এই নদীতে বিষম বন্যাপ্রবাহ ছুটিতে থাকে এবং তখন এই বন্যার জল থালী ও মাল এই দুইটী ভূভাগের তুলা ও জোয়ার চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এই অঞ্চল দেবমাতৃক নহে। সুতরাং পয়ঃপ্রণালী এবং নদী হইতে জল সেচনপ্রণালী অবলম্বিত না হইলে শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। গম, যব, সর্ষপ, জোয়ার, কাপাস ও তিল এখানকার প্রধান শস্য। কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমির পরিমাণ এখানে বড় অল্প। জমী দুই বৎসর পতিত না রাখিলে ভালরূপে শস্য উৎপাদিত হয় না। এই স্থানের গম ও কার্পাস অতি প্রসিদ্ধ। স্থানে স্থানে ধান্যেরও আবাদ পরিলক্ষিত হয়।

পাঠান, বেলুচি, ব্রাহুই, জাট ও হিন্দু এই স্থানের প্রধানতঃ অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে পাঠানেরাই অধিকতর ক্ষমতাশালী। পাঠানদের অনেক সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে বারকজই, পান্নি

এবং খাজক প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ পল্লীতেই জাটগণ বসবাস করে, কিন্তু বরকজাই পাঠানবংশ বিশেষ সম্রান্ত। এখানকার পান্নি পাঠানদের মধ্যে পাঁচটী সম্প্রদায় আছে। মার্যাজাণী, সফী, কুর্ক, দফাল ও মিজরী এতদ্ব্যতীত আবদুল্লা, খইলী, উপরাগী, যতুনী, সোদী, পিরাণ, দহর ও দোষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবি জেলার ৭টী সহর আছে যথা—শিবি,কুর্ক, খাঙ্ক, গুলু সহর, গুলামবোলাফ, থালী ও মল। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বহু পরিত্যক্ত পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলায় পুস্তু, বেলুচী, এবং সিন্ধি ভাষাই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানে স্থানীয় লোকদিগের ব্যবহারের জন্য মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। খোরাসান এবং সিন্ধু প্রদেশের সহিত এই স্থানে বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। খোরাসান হইতে এখানে চাউল, মুগ, ডাল, ছাগলের লোম প্রভৃতি আমদানী করা হয়। সিন্ধু দেশ হইতে চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন, মসলা, লবণ এবং বস্ত্রাদি এখানে আনীত হইয়া থাকে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পশম, ঘি, গম, যব এবং জোয়ার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবির প্রাচীন ইতিহাস অপরিস্ফুট, কিন্তু জনশ্রুতিতে জানা যায়, কোন সময় শিবি একটা বিশাল রাজ্যের কেন্দ্ররূপে গণ্য হইত। ইহার উত্তরাংশে সুবিখ্যাত সিউনীস্তান নামে একটী বিশাল জনপদ ছিল। বাবরের আত্মজীবনীগ্রন্থে শিবি নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তৎপাঠে জানা যায় বাবর সিন্ধুপ্রদেশ হইতে শাখী-সরওয়ার গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া সটিয়ালী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তিনি স্কতি নামক একটী নগর দেখিতে পান, এই নগরে শিবি জেলার দারোগা ফাজিল গোকানতাস নামক এক ব্যক্তি ২০টী লোকসহ নগররক্ষার্থ আসিয়াছিল। উক্ত দারোগা সাহবেদ অরগনের কর্ম্মচারী। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে বাবর এই স্থানে উপস্থিত হন। সাহবেদ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা জাল্লন বেগের পুত্র। ১৫২১ খৃঃ অব্দে ইনি সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া অরগন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

(ফেরিস্তায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য)

বাবর শিবি পর্য্যন্ত গমন করেন নাই। এই স্থানটী তখনও অরগণ শাসনকর্ত্তাদের অধীন ছিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বে শিবদুর্গের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কথিত আছে বেলুচীবীর মীর চাকর শিবদুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। মীরচাকর হুমায়ুনের সমসাময়িক ব্যক্তি। হুমায়ুনের সহিত ইঁহার অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। মোগলেরা সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করিলে পর শিবি মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত হয় এবং আহ্‌মদ সাহের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থানটী মোগলদিগের অধিকারে ছিল। দুরাণী রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার পর শিবি অন্যান্য প্রধান স্থানের সঙ্গে বারকজাই সর্দ্দারগণের অধীন হইয়া পড়ে। ১৮৩৯ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দের মধ্যে শিবি ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়ে শিবির পুরাতন দুর্গের জীর্ণসংস্কার হইয়া কমিসরিয়ট ডিপো রূপে ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে এই স্থলে যে শস্যের গোলা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের শস্যের একতৃতীয়াংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। খাজকগণ কোন সময়ে এইরূপ কর দিতে অস্বীকৃত হইলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠাইয়া শিবি সহর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। অতঃপর খাজকেরা বশ্যতা স্বীকার করে এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের অর্জ্জিত শস্যের একপঞ্চমাংশ খাজনা স্বরূপ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে কান্দাহারের সর্দ্দার সাদিক মহম্মদ খাঁ এবং খাঁদিল খাঁ পুনরায় শিবি অধিকার করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শিবি তাঁহাদের অধীন ছিল। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অন্তর্বিবাদ জন্য শিবি নগরের দুর্দ্দশা কিছুতেই দূর হইল না; এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে দুর্দ্দান্ত মারীগণ শিবিনগর লুটপাট করিত। গণ্ডামকের সন্ধির পর এই আফগান জেলা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। বেলুচিস্থানস্থিত ভারতীয় গবর্ণর জেনারলের এজেণ্ট এই স্থানের শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মালচটিয়ালীর পলিটিকাল এজেণ্টের উপরেই এই স্থানের শাসনভার ন্যস্ত আছে। ইহার অধীনে তহশীলদার, মুন্সেফ ও পুলিশ নিযুক্ত আছে। অধুনা এই স্থলে মিউনিসিপালিটী এবং সিন্ধু-পিশিন রেলওয়ে লাইনের একটী ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে।

শিবিকা (স্ত্রী) শিবং করোতীতি শিব-ণিচ্‌, ততো ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। যানবিশেষ, চলিত ডুলী, পাল্কী প্রভৃতি। পর্য্যায় যাপ্যযান, শিবীরথ। (হারাবলী)

শিবিকাদান মহাদানের অন্তর্গত। ইহা দান করিলে তৎক্ষণাৎ নরক হইতে মুক্তি হয়। প্রেতের উদ্দেশে এই দান করিলে তাহার আর নরকভোগ হয় না। এই দানের বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"শৃণু তাবন্মহীপাল মহাদানমনুত্তমং।
যেন বৈ দত্তমাত্রেণ মুচ্যতে নরকার্ণবাৎ॥
মার্গশীর্ষে শুভে পক্ষে সমুপোষ্য হরের্দিনে।
মাঘফাল্গুনয়োর্বাপি বৈশাখস্য শরৎসু চ॥
দ্বাদশ্যাং হরিমভ্যর্চ্চ কলসোপরি সংস্থিতং।
শিবিকাং চক্রবংশোত্থাং রুক্মদারুময়ীং তথা॥" ইত্যাদি

(অগ্নিপু° শিবিকাদানাধ্যায়)

শিবিকাদান মহাফলজনক, ইহা দান করিলে আর নরকভয় থাকে না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে,

মাঘ, ফাল্গুন, বা বৈশাখ মাসে, ও শরৎকালে কলসের উপরিদেশে অবস্থিত নারায়ণকে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পূজা করিয়া শিবিকাদান করিতে হয়। যিনি এই দান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত এবং ইহলোকে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ২ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ।

"গোধূমচূর্ণং নিস্তুষং দুগ্ধেন সহ মর্দ্দয়েৎ।
তস্তযোগ্যং ভবেত্তাবৎ দৃষদোপরি কুট্টয়েৎ॥
হস্তেন তস্তাঃ সূত্রেণ সমাঃ কৃত্বা সুতন্তবঃ।
শুষ্কীকৃতাস্তু শিবিকা যথেচ্ছং ভক্ষণে ভবেৎ॥
উদকে বা বিপক্ত্বা চ দুগ্ধে শর্করয়া যুতে।
ক্ষিপ্তা সিতাতৃপ্তিকরা বলদা গুরবো গ্রহাঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তুত প্রণালী—তুষরহিত গোধূম চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে ইহা তণ্ডুলযোগ্য হইলে প্রস্তরের উপর কুটিবে। পরে তাহা সমান করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা দুগ্ধ বা জলে চিনির সহিত পাক করিলে শিবিকা প্রস্তুত হয়। গুণ—তৃপ্তিকর, বলপ্রদ, গুরু, গ্রাহক, রুচিকর, অস্থিসন্ধানকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

শিবিপিষ্ট (পুং) মহাদেব। (শব্দরত্না°)

শিবির (ক্লী) শেরতে রাজবলান্যত্র শীঙ্ স্বপ্নে বাহুলকাৎ কিরচ্। ১ নিবেশ, কটক, নৃপের মূলস্থান। (ভরত) সেনানিবেশ, ছাউনি। পটাবাস।

"শিবিরন্তু নিবেশে চ ক্লীবন্তু যুদ্ধবেশ্মনি।" (উণ্ ১৫৪ উজ্জ্বল)

যুদ্ধস্থলে সৈন্যদিগের অবস্থিতিস্থান। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে—

"শিবিরং পরিখাযুক্তমুচ্চৈঃ প্রাকারবেষ্টিতম্।
যুক্তদ্বাদশদ্বারঞ্চ সিংহদ্বারপুরস্কৃতং॥
যুক্তং চিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ কৃত্রিমৈশ্চ কপাটকৈঃ।
নিষিদ্ধবৃক্ষরাহিতং প্রসিদ্ধৈশ্চ পুরস্কৃতং।
সুলক্ষণং চন্দ্রবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ॥" ইত্যাদি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১০২ অ°)

শিবির পরিখাযুক্ত এবং উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত ও শিবিরে ১০টী দ্বার এবং সম্মুখে সিংহদ্বার হইবে। এই সকল দ্বারে চিত্রবিচিত্র কপাট থাকিবে। ইহাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষ থাকিবে না, এবং প্রাঙ্গণ ও সুলক্ষণ চন্দ্রবেধ হইবে।

২ তৃণধান্যভেদ। (চরক)

শিবীরথ (পুং) যাপ্যযান। (হারাবলী)

শিবেতর (ত্রি) শিবাদিতরঃ। শিব ভিন্ন, শুভ-বিনা। (ভাগবত ৪।৪।১৪)

শিবেনক, শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহসারচয়িতা।

শিবেন্দ্র সরস্বতী, বেদান্তনামরত্নসহস্রব্যাখ্যান বা স্বরূপাণুসন্ধান-প্রণেতা। ইনি অভিনব নারায়ণেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য।

শিবেষ্ট (পুং) শিবস্ত ইষ্টঃ। ১ বকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শিবপ্রিয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। শিবেষ্টা—দূর্ব্বা।

শিবোদ্ভেদ (পুং) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে স্নান করিলে ইহলোকে সুখ ও অন্তে স্বর্গে গতি হয়। (ভারত বনপ°)

শিবোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌বিশেষ।

শিবোপপুরাণ, উপপুরাণভেদ। দেবীভাগবতপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

শিশয় (ত্রি) অতিশয় দানশীল। (ঋক্ ১০।৪২।৩)

শিশয়িষা (স্ত্রী) শয়িতুমিচ্ছা শী-সন্ অ টাপ্। শয়ন করিতে ইচ্ছা।

শিশয়িষু (ত্রি) শয়িতুমিচ্ছুঃ, শী-সন্, শিশয়িষ-উ। শয়ন করিতে ইচ্ছুক, শয়ন করিতে অভিলাষী।

শিশির (পুং ক্লী) শশতি গচ্ছতি বৃক্ষাদিশোভা যস্মাৎ শশ-(অজিরশি শির-শিথিলেতি। উণ্ ১৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ঋতুবিশেষ, শিশিরঋতু, শীতঋতু, পর্য্যায়—কম্পন, শীত, হিমকূট, কোটন। কোন কোন পুস্তকে কোটন স্থানে 'কোড়ব' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। (রাজনি°) মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসকে শিশির ঋতু কহে। এই ঋতুর গুণ—শীতল, অতিশয় রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক। এই কালে স্নিগ্ধ ও শীতল জলাদি সেবন দ্বারা শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়। এই সময়ে হেমন্তকাল অপেক্ষাও অধিকতর শীত হয় এবং আদানকাল জন্য স্বভাবতঃই শরীরে রুক্ষতা জন্মে। অতএব এই কালে হেমন্তকালের ন্যায় এই সকল বিধি পালন করিতে হয়। যথা—এই সময়ে অর্থাৎ বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, লবণরসযুক্তদ্রব্য, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষুবিকৃতি, শালিতণ্ডুল, মাষ-কলায়, মাংস, পিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মৃগনাভি, গুগ্গুলু, কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি ক্রিয়াতে উষ্ণজল, স্নিগ্ধদ্রব্য, স্ত্রীসংসর্গ, গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র এই সকল সেবন ও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দোষ সকল প্রশমিত থাকে। এই বিধি পালন করিলে ঋতু জন্য ব্যাধি উৎপন্ন হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

কবিকল্পলতার মতে এই ঋতুতে বর্ণনীয় বিষয়—করীষ ধূম, কুন্দ, পদ্মনাশ, শিশিরোৎকর্ষ। কোষ্ঠীপ্রদীপ মতে এই ঋতুতে জন্ম হইলে মিষ্টান্নভোজী, মধুর স্বর, কলত্রপুত্রাদিযুক্ত, ক্ষুধা-কাতর, ক্রোধী, সুধী এবং সুন্দর আকৃতি হইয়া থাকে।

"মিষ্টান্নভোগী মধুরপ্রণাদী কলত্রপুত্রাদিযুতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ।
ক্রোধী সুধীশ্চারুকলেবরশ্চ বস্তু প্রসূতিঃ শিশিরাভিধানে॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

(ত্রি) শীতগুণযুক্ত।

'শীতং গুণে তদ্বদর্থাঃ সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ।' (অমর)

"আনন্দজঃ শোকজমশ্রুবাষ্প-
স্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ।" (রঘু ২৪।৩)

শিশিরকর (পুং) শিশিরঃ করঃ কিরণো যস্য। শীতরশ্মি চন্দ্র।

শিশিরকিরণ (পুং) চন্দ্র।

শিশিরগভস্তি (পুং) চন্দ্র।

"উদগয়নে সিতপক্ষে শিশিরগভস্তৌ চ জীববর্গস্থে।"
(বৃহৎসংহিতা ৬০।২০)

শিশিরগু (পুং) শিশিরঃ গৌর্যস্য। চন্দ্র।

শিশিরতা (স্ত্রী) শিশিরস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শিশিরের ভাব বা ধর্ম্ম, শৈত্য।

শিশিরদীধিতি (পুং) শিশিরঃ দীধিতির্যস্য। চন্দ্র।

শিশিরময়ূখ (পুং) চন্দ্র। (বৃহৎস° ৪২।১৩)

শিশিরাংশু (ত্রি) শিশিরঃ অংশুর্যস্য। চন্দ্র।

শিশিরাক্ষ (পুং) পর্ব্বতভেদ। এই পর্ব্বত সুমেরুর বিষ্কম্ভ হইতে পশ্চিমদিকে অবস্থিত (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৫।৯)

শিশিরাত্যয় (পুং) শিশিরস্য অত্যয়ঃ। শিশিরাপগম, শিশিরবিগম।

শিশু (পুং) শ্যতীতি শো-(শোঃ কিৎসন্বচ্চ। উণ্ ১।২১) ইতি উ। বালক, পর্য্যায়—পোত, পাক, অর্ভক, ডিম্ভ, পৃথুক, শাবক, শাব, অর্ভ, শিশুক, পোতক, ডিম্ভক, গর্ভ। (জটাধর) কোনমতে জাতবালক অন্নপ্রাশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু নামে অভিহিত হয় এবং ইহাদের অভ্যুক্ষণে শুদ্ধিলাভ হয়।

"শিশোরভ্যুক্ষণং প্রোক্তং বালস্যাচমনং স্মৃতং।
রজস্বলাদিসংস্পৃষ্টং স্নাতব্যন্তু কুমারকৈঃ॥
প্রাক্‌চূড়াকরণাদ্বালঃ প্রাগন্নপ্রাশনাচ্ছিশুঃ।
কুমারস্তু স বিজ্ঞেয়ো যাবন্মৌঞ্জী ন বন্ধনম্॥"
(গোপালন্যায়পঞ্চাননকৃত স্মৃতিনির্ণয়)

ব্রহ্মপুরাণ ও মনুবচনে দেখিতে পাওয়া যায় যে জন্ম হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বালককে শিশু কহে, এই সময় তাহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বাচ্যাবাচ্য প্রভৃতি কিছুই দোষাবহ নহে। ৪ বৎসরের পর ৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগের হইয়া যে কোন ব্রত তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন অনুষ্ঠান করিবেন।

"জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবৎ যাবদষ্টৌ সমাবয়ঃ।
সহি গর্ভসমো জ্ঞেয়ো ব্যক্তিমাত্রপ্রদর্শকঃ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যে তথাপেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথানৃতে।
তস্মিন্ কালে ন দোষঃ স্যাৎ স যাবন্নোপনীয়তে॥" (মনুবচন)

"চতুর্থবৎসরাদূর্দ্ধং যাবদষ্টৌ সমাবয়ঃ।
শিশোর্ব্রতং প্রকুর্ব্বন্তি গুরুসম্বন্ধিবান্ধবাঃ॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

মনুতে লিখিত আছে যে জাত শিশুর চারিমাসে সূতিকাগৃহ হইতে সূর্য্যদর্শনের জন্য নিষ্ক্রামণ করিতে হয়। জন্মের পর ৪ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে সূতিকাগৃহে রাখিতে হয়।

"চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশো নিষ্ক্রামণং গৃহাৎ।" (মনু ২।৩৪)

'চতুর্থে মাসি বালস্য জন্মগৃহাৎ নিষ্ক্রামণমাদিত্যদর্শনার্থং কার্য্যং' (কুল্লূক) শিশুর যখন প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়, তখন গুরু পূর্ব্বমুখে উপবেশন এবং শিশুকে পশ্চিম দিকে বসাইয়া তাহাকে বিদ্যারম্ভ করাইবেন।

"প্রাঙ্‌মুখো গুরুরাসীনো বরুণাভিমুখং শিশুং।
অধ্যাপয়েচ্চ প্রথমং দ্বিজাশীর্ভিঃ প্রপূজিতম্॥"
(মলমাসতত্ত্বধৃত বৃহস্পতি)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যে শিশুপুত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে নাই।

"মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাং।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

২ কুমার, কার্ত্তিকেয়। (ভারত ৩।২৩১।৪)

৩ জাতকসাররচয়িতা। বটেশের পুত্র।

শিশুক (পুং) শিশোরিব প্রতিকৃতিঃ, শিশু ইবার্থে কন্। জলজন্তু বিশেষ, চলিত শুশুক। (অমর) অমরটীকায় ভরত ইহার পর্য্যায়াদির বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দ্বে উপল ইতি খ্যাতে অতিচঞ্চলে মৎস্যে, শিশুমারাকৃতির্মৎস্যভেদঃ উলুপী ইতি কলিঙ্গাদয়ঃ। শোশু ইতি খ্যাতো মৎস্যবিশেষ উলুপীত্যন্যে। ভাঁগোল ইতি খ্যাতে ইত্যেকে। শিশুমার এব উচ্যতে ইতি সর্ব্বস্বং।

'চুলুপী শিশুমারস্যাচ্ছুলুপী শিশুকস্তথা।' (ভরত)

শব্দরত্নাবলীতে লিখিত আছে, শিশুমারাকৃতি মৎস্যকে শিশুক কহে, পর্য্যায় উলুপী, চুলুপী, চুলকী, ও শিশুক। কেহ কেহ উৎপল মৎস্যকে ইহার পর্য্যায় বলিয়া স্থির করেন।

'উলুপী স্যাচ্চুলুপী চ চুলুম্পী চুলকোতথা।
শিশুকশ্চেতি পর্য্যায় শিশুমারাকৃতৌ ঝসে।
কৈশ্চিদুৎপলমৎস্যতু পর্য্যায়োঽয়ং নিগদ্যতে॥' (শব্দরত্না০)

২ শিশুমার। ৩ বালক। (মেদিনী) ৪ বৃক্ষবিশেষ। শিশুগাছ। (হেম) ৫ মণ্ডলিসর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৪অ০)

শিশুক, অন্ধ্রভৃত্যরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

শিশুকাল (পুং) বালককাল, বাল্যসময়।

শিশুকৃচ্ছ্র (ক্লী) শিশুচান্দ্রায়ণ, স্বল্পচান্দ্রায়ণব্রত।

শিশুক্রন্দ (পুং) শিশুদিগের ক্রন্দন, বালকদিগের রোদন।

শিশুগন্ধা (স্ত্রী) শিশোর্গন্ধো যত্র। মল্লিকাবিশেষ। (শব্দমালা)

শিশুচান্দ্রায়ণ (ক্লী) শিশুরিব চান্দ্রায়ণং। স্বল্প চান্দ্রায়ণ।

"চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তমিতে সূর্য্যে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥"
(মনু ১১।২১৯)

ইহাতে কঠোরতা অল্প, এইজন্য ইহার নাম শিশুচান্দ্রায়ণ, ব্রাহ্মণ সংযতচিত্তে প্রাতঃকালে চারিগ্রাস অন্নভোজন এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে রাত্রিকালেও চারিগ্রাস অন্নভোজন করিবে। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি না করিয়া উক্ত নিয়মে আহার করিলে শিশুচান্দ্রায়ণ হয়।

শিশুত্ব (ক্লী) শিশোর্ভাবঃ ত্ব। শিশুতা, শিশুর ভাব বা ধর্ম্ম, বালচাপল্য, শিশুর কার্য্য।
"অহো শিশুত্বং তব খণ্ডিতং ন স্মরস্য সখ্যা বয়সাপ্যনেন॥"(নৈষধ)
২ শৈশব, শিশুর অবস্থা।

শিশুদেশ্য (ত্রি) প্রায় শিশুসদৃশ।

শিশুনান্দ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।৩১)

শিশুনাগ (পুং) রাজভেদ, ইহার পুত্র কাকবর্ণ ও পৌত্র ক্ষেমধর্ম্মা। (ভাগবত ১২।১।৪)

শিশুনামন্ (পুং) উষ্ট্র। (হেম)

শিশুপাল (পুং) রাজভেদ, চেদিবংশীয় রাজা। পর্য্যায় দমঘোষসুত, চৈদ্য, চেদিরাট্। (জটাধর) কৃষ্ণ ইহাকে বিনাশ করেন। মহাভারতে ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে শিশুপালের পিতার নাম দমঘোষ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বস্রেয় অর্থাৎ পিস্তুত ভাই ছিলেন। যখন ইহার জন্ম হয়, তখন ইহার তিন চক্ষু ও চারি বাহু ছিল এবং জন্মিবা মাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করেন। ইহাতে ইহার জনকজননী বন্ধুগণের সহিত অতিশয় ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। এমন সময় আকাশবাণী হয় যে, রাজন্! তোমার যে এই পুত্র অতি বলবান্ ও বীরদিগের অগ্রণী হইবে। অতএব এই শিশু হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে ইহাকে পালন কর। তোমার যত্নে ইহার মৃত্যু হইবে না, এবং ইহার মৃত্যুকালও এখন উপস্থিত হয় নাই। ইহাকে যিনি বধ করিবেন, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। এই শিশুকে পালন কর, এই দৈববাণী হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শিশুপাল হয়।

শিশুপাল-জননী এই দৈববাণী শুনিয়া পুত্রস্নেহবশতঃ সেই অদৃশ্য প্রাণীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, যিনি এই দৈববাণী করিয়াছেন, তাহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। কোন ব্যক্তি বিনাশক তাহা জানিতে আমার বাসনা বলবতী হইয়াছে, তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। অনন্তর পুনর্ব্বার এইরূপ দৈববাণী হইল যে, যিনি ক্রোড়ে লইলে এই বালকের অতিরিক্ত ভুজদ্বয় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইবে এবং যাহাকে অবলোকন করিয়া ইহার ললাটস্থ তৃতীয়লোচন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনিই ইহার হন্তা হইবেন।

পৃথিবীস্থ রাজন্যবর্গ দমঘোষের ত্রিলোচন ও চতুর্ভুজ এক পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিলেন। চেদিরাজও সমাগত রাজন্যবর্গকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া তৎকালে প্রত্যেক নরপতির ক্রোড়ে পুত্র সমর্পণ করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র রাজগণের অঙ্কদেশে সমারূঢ় হইয়াও বালকের অতিরিক্ত হস্ত ও লোচন নিপতিত ও বিলুপ্ত হইল না।

দ্বারকায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলরাম ও জনার্দ্দন পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে চেদিনগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজমহিষী প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে স্বয়ং পুত্র সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্কদেশে নিহিত হইবা মাত্র তাহার অতিরিক্ত ভুজদ্বয় স্খলিত হইল এবং সেই ললাটজাত নেত্রটীও ডুবিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজ্ঞী ব্যথিতা ও ভীতা হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি ভয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি। আমাকে একটী বর প্রদান কর, যে হেতু তুমি আর্ত্তদিগের আশাস্থল এবং ভীতদিগের অভয়প্রদ।

পিতৃস্বসার এইরূপ কাতর বাণী শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, দেবি! আপনি ভয় করিবেন না, আমার নিকটে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমাকে কি করিতে হইবে, আর কি বর প্রদান করিব, আজ্ঞা করুন, সাধ্য বা অসাধ্য হউক, আমি অবশ্যই আপনার বাক্য রক্ষা করিব। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজমহিষী তাঁহাকে কহিলেন, আমার নিমিত্ত তোমাকে শিশুপালের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। ইহাই আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণ কহিলেন, আপনার পুত্র বধার্হ হইলেও আমি ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব। অতএব আপনি শোক করিবেন না।

ক্রমে শিশুপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল এবং নানা প্রকারে কৃষ্ণের প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উক্ত প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার প্রতি কোন রূপ বিপ্রিয়াচরণ করিলেন না।

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া সমবেত রাজন্যগণের সমক্ষে যজ্ঞের অর্ঘ্য কাহাকে প্রদান করিবেন, এই কথা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, জগদেকপূজ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে? তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান কর। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিলে শিশুপাল তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের অজস্র নিন্দা করিতে লাগিল এবং সমাগত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া

কহিল, এই অর্ঘ্য দ্বারা আমাদিগকে অপমান করা হইয়াছে। অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া একযোগে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করি। ক্রমে এক একটী করিয়া শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন গগনতল হইতে ভাস্করের ন্যায় তেজ নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইল। কৃষ্ণ চেদিপতি শিশুপালকে বধ করিলে বিনামেঘে বারিবর্ষণ, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। পরে যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁহার ভ্রাতৃগণ শিশুপালের অগ্নিসংস্কার করেন। (ভারত বনপ° ৩৬ অ° হইতে ৪৫ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৭৪ অধ্যায়ে শিশুপালের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ২ মাঘ কবিকৃত কাব্য, শিশুপাল-বধকাব্য। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ। কবি ইহাতে অসাধারণ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। চলিত একটী প্রবাদ আছে যে উপমায় কালিদাস, অর্থগৌরবে ভারবি এবং পদলালিত্যে নৈষধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শিশুপালবধে উক্ত তিন গুণই আছে।

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ ॥" (উদ্ভট)

শিশুপালক (পুং) শিশুপাল স্বার্থে কন্। দমঘোষসুত, শিশুপাল। (ত্রিকা°) ২ কেলিকদম্ব বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) শিশুং পালয়তীতি পালি-ণ্বুল্। বালকপালক, যিনি শিশু পালন করেন।

শিশুপালহন্ (পুং) শিশুপালং হতবান্ ক্বিপ্। শিশুপাল-হন্তা শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

শিশুভাব (পুং) শিশোর্ভাবঃ। ১ শিশুত্ব, শিশুর স্বভাব। ২ তান্ত্রিক ভাববিশেষ।

"উক্তানুক্তঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে সর্ব্বদা প্রিয়ে।
শিশুভাব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥" (তন্ত্র)

শিশুমৎ (ত্রি) শিশু-অস্ত্যর্থে মতুপ্। শিশুবিশিষ্ট, বালকোপেত। 'শিশুমতী ভিষগ্‌ধেনুঃ" (শুক্লযজু° ২১।৩৩) 'শিশুমতী বালকোপেতা' (মহীধর)

শিশুমার (পুং) শিশূন্ মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-অণ্। জলজন্তু-বিশেষ, চলিত শোঁষ বা শুশুক।

২ তারাত্মক অচ্যুত। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুকে শিশুমাররূপে কল্পনা করিয়া অঙ্গ বিশেষে সমুদয় জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান কল্পিত হইয়াছে।

"শিশুমারস্য যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।
সন্নিবেশস্য তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥" (ভাগবত ৫।২৩ অ°)

শিশুমারমুখী (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃকাভেদ। (ভারত কর্ণপ°)

শিশুরোমন্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শিশুবাহক (পুং) শিশুং বহতীতি-বহ-ণ্বুল্। ১ বনছাগল। (হেম) (ত্রি) ২ বালকবোঢ়া, শিশুবহনকারী।

শিশুবাহ্যক (পুং) শিশুর্বাহ্যো যস্য, ততঃ কন্। বনছাগ, বনছাগল। (ত্রিকা°)

শিশূল (পুং) শিশু, বালক। "শিশূলা ন ক্রীড়য়ঃ" (ঋক্ ১০।৭৮।৬) 'শিশূলা ন শিশবঃ' (সায়ণ)

শিশোক, একজন প্রাচীন কবি।

শিশ্ন (পুং) শশতীতি শশ বাহলকাৎ নক্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। মেঢ্র, লিঙ্গ, উপস্থ।

"পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ।" (ভাগবত ২।৬।৮)

শিশ্নদেব (পুং) অব্রহ্মচর্য্য। উপস্থ সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য। "বেদো স্বস্তিশ্নদেবান্" (ঋক্ ১০।৯৯।৩) 'শিশ্নদেবান্ অব্রহ্মচর্য্যান্' (সায়ণ)

শিশ্বিদান (ত্রি) শ্বেতিতুমিচ্ছতীতি শ্বিত-সন্ (শ্বিতের্দশ্চ। উণ্ ২।৯৩) ইতি আনচ, সনোলুক্, তকারস্য চ দকারঃ। পাপকর্ম্মা, কৃষ্ণকর্ম্মা, দুরাচার। (অমর) কাহারও কাহার মতে শুক্ল কর্ম্মাকেও শিশ্বিদান কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে 'শশ্বন্নিন্দ্যতেঽসৌ শিশ্বিদানো মনীষাদিঃ দ্বিতালব্যঃ। কৃষ্ণং পাপাচারত্বাৎ মলিনং কর্ম্মাস্য কৃষ্ণকর্ম্মা। কেচিত্তু অকৃষ্ণকর্ম্মা ইতি পঠন্তি দ্বে নিষ্পাপে শ্বিদি শৌক্লে ইত্যস্য কানে শিশ্বিদানঃ, অকৃষ্ণং নিষ্পাপত্বাৎ শুক্লং কর্ম্মাঽস্য অকৃষ্ণকর্ম্মা শুক্লকর্ম্মা ইত্যর্থঃ।' (ভরত)

'শিশ্বিদানঃ কৃষ্ণকর্ম্মা শুক্লকর্ম্মেতি কশ্চিৎ।' (জটাধর)

শশ্বৎ অর্থাৎ চিরকাল ধরিয়া লোক সকল নিন্দা করে এইজন্য শিশ্বিদান শব্দে পাপাচারীকে বুঝায়। পুণ্যকর্ম্মা অর্থস্থলে শ্বিদ-ধাতুর অর্থ শুক্ল, শুক্লকর্ম্মবিশিষ্ট।

শিষ, ১ বধ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেষতি। লুঙ্ অশিক্ষৎ। ২ বিশেষ করণ। রুধাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ শিনষ্টি, শিংষ্টঃ, শিংশন্তি। লোট্ হি-শিণ্ঢি। লিঙ্ শিংষ্যাৎ। লঙ্ অশিনট্, অশিংষ্টাং, অশিংষন্। লিট্ শিশেষ, শিশিষতুঃ। লুট্ শেষ্টা। লৃট্ শেক্ষ্যতি। লুঙ্ অশিষৎ। সন্ শিশিক্ষতি। যঙ্ শেশিষ্যতে। যঙ্লুক্ শেশেষ্টি। ণিচ্ শেষয়তি। লুঙ্ অশীশিষৎ। শিশ ৩ অসর্ব্বোপযোগ, পরিশেষীকরণ, অবশেষ করণ।

চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেষয়তি। ভ্বাদি পক্ষে লট্ শেষতি। অব+শিষ=অবশেষ। উদ্+শিষ= উচ্ছিষ্ট। নির+শিষ=নিঃশেষ। পরি+শিষ=পরিশেষ, বিনাশ। বি+শিষ=বিশেষ।

শিষ্ট (ত্রি) শাস-ক্ত (শাস্ ইদঙ্হলোঃ। পা ৬।৪।৩৪) ইতি

উপধায়া ইকারঃ (শাসি-বসি-ঘসী-নাঞ্চ। ৮।৩।৬০) ইতি সত্ত্ব। শান্ত, ধীর, সুবোধ, সুশীল, সুবুদ্ধি।

"নপাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো মুনিঃ।
ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥" (ভারত অশ্বমে°)

যাহার পাণি, পাদ, নেত্র, বাক্য ও অঙ্গ চপল নহে, তিনিই শিষ্ট।

"বিশেষশব্দনিষ্ঠস্ত শেষঃ শিষ্টঃ প্রচক্ষতে।
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ॥
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারণাৎ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্ম্মার্থং তান্ শিষ্টান্ পরিচক্ষ্যতে।
তৈঃ শিষ্টৈঃ পালিতো ধর্ম্মঃ স্থাপ্যতে হি যুগে যুগে॥"
(মৎস্যপু° ১২০ অ°)

বিশেষ শব্দনিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ তাহাকে শিষ্ট কহে। এই শিষ্টগণ মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন। মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি ইহারা লোকবিস্তার ও ধর্ম্মার্থের জন্য অবস্থান করেন। এই শিষ্টগণ কর্তৃক ধর্ম্ম পালিত ও যুগে যুগে স্থাপিত। ২ অবশিষ্ট। (গীতা ৪।৩০) ৩ নীতিজ্ঞ। ৪ বশতাপন্ন। ৫ শিক্ষিত, বিনীত। ৬ প্রধান, বিখ্যাত। ৭ আজ্ঞাপ্ত। (পুং) ৮ মন্ত্রী। ৯ সভ্য।

শিষ্টত্ব (ক্লী) শিষ্টস্য ভাবঃ ত্ব। শিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুত্ব।

শিষ্টাচার (পুং) শিষ্টঃ আচারঃ, শিষ্টানামাচারো বা। সাধুব্যবহার, শিষ্টদিগের আচার, সাধুগণ যেরূপ যেরূপ আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাকে শিষ্টাচার বলে। মৎস্যপুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ আছে—

"ততঃ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
এবং বৈ দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে॥
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিঃ প্রজা বর্ণাশ্রমেজ্যয়া।
শিষ্টৈ রাচর্য্যতে যস্মাৎ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ॥
দানং সত্যং তপোঽলোভো বিদ্যেজ্যা পূজনং দমঃ।
অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্॥
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ যে।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ॥
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ।
শিষ্টাচারবিরুদ্ধস্ত ধর্ম্মঃ স সাধুসম্মতঃ॥" (মৎস্যপু° ১২০ অ°)

বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে স্মৃতিবিহিত যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্রে যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই শিষ্টাচার কহে। শিষ্টগণ ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি দ্বারা আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়াও ইহা শিষ্টাচার নামে অভিহিত। দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা, ইজ্যা, পূজা, ও দম এই আটটী ইহার লক্ষণ। মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি মন্বন্তর কালে এই আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণাশ্রমবিহিত যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই শিষ্টাচার এবং এই ধর্ম্ম সাধুসম্মত।

শিষ্টি (স্ত্রী) শাস্-ক্তিন্ (শাস ইদঙ্হলোঃ। পা ৬।৪।৩৪) ইতি উপধায়া ই। ১ আজ্ঞা। ২ শাসন।

"অন্যত্র পুত্রাৎ শিষ্যাদ্বা শিষ্ট্যর্থং তাড়য়েত্তু তৌ।" (মনু ৪।১৬৪)

শিষ্য (ত্রি) শিষ্যতেঽসাবিতি শাস (এতিস্তু শাস্বদৃজুষঃ ক্যপ্। পা ৩।১।১০৯) ইতি ক্যপ্। (শাস ইদং হলোঃ। পা ৬।৪।৩৪) ইতি ই (শাসবসীতি। পা ৮।৩।৬০) ইতি ষ। উপদেশ্য, শিক্ষণীয়, পর্য্যায় ছাত্র, অন্তেবাসী, অন্তেসদ্, অন্তেষদ।

'ছাত্রান্তেবাসিশিষ্যান্তেষদ একার্থতা ইমে।' (জটাধর)

দীক্ষাতত্ত্ব ও তন্ত্রসারে শিষ্যের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"বাঙ্মনঃকায় বসুভিগু রুশুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নারদঃ॥
দেবতাচার্য্যশুশ্রূষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ॥"(দীক্ষাতত্ত্ব)

যিনি বাক্য, মন, কায় ও ধনদ্বারা গুরুশুশ্রূষায় রত থাকেন, তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই শিষ্য পদবাচ্য। মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও গুরুর যিনি শুশ্রূষা করেন, এবং সর্ব্বদা শুদ্ধভাব ও মহোৎসাহযুক্ত হন, তিনিও শিষ্যের উপযুক্ত। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, সমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধ স্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, সদ্বংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, এবং যত্যাচারযুক্ত এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্য পদবাচ্য, ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে নাই। পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক, শুদ্ধান্তঃকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল ও ঈশ্বরাধনায় তৎপর, এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি শিষ্যের উপযুক্ত।

"শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
এবমাদি গুণৈর্যুক্তো শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥
পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্য ভবেৎ সোহি দানধ্যানপরায়ণঃ॥" (তন্ত্রসার)

গুরু নিষিদ্ধলক্ষণবিশিষ্টকে শিষ্য করিবেন না। নিষিদ্ধ শিষ্য যথা—যে ব্যক্তি পাপাত্মা, ক্রূরকর্ম্মা, বঞ্চক, কৃপণ, অতিদরিদ্র, আচারভ্রষ্ট, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিহীন, ও মলিনান্তঃকরণ এই সকল নিন্দিত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুরু মন্ত্র প্রদান করিবেন না, ইহা ভিন্ন অলস, মলিনবেশী, অতিশয় কাতর, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, সর্ব্বদা ক্রোধপরায়ণ, বিষয়ের প্রতি অতিশয় অনুরাগী, লোভপরতন্ত্র,অসূয়া ও মাৎসর্য্য-

যুক্ত, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জ্জনে অর্থশালী, পরস্ত্রীরত, পণ্ডিত-দ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, সূচক, খল, বহুভোক্তা, ক্রূর-কর্ম্মা, দুশ্চরিত্র ও নিন্দিত এই সকল দোষযুক্ত ব্যক্তিকেও শিষ্য করিতে নাই।

"পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ।
দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ॥
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ।
গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ॥
অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণা স্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসা॥
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ সদা পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনা পরদাররতাশ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনা খলাঃ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽন্যেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
এবন্তূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ।" (তন্ত্রসার)

কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হইলে তাহাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত গুরু আপনার নিকটে রাখিয়া তাহার স্বভাবাদি পরীক্ষা করিবেন। কারণ শিষ্য পাপ করিলে গুরুতে বর্ত্তায়, অতএব গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র দিবেন না। ইহাতে বিশেষ এই যে গুণবান্ ব্রাহ্মণ এক বৎসর, ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর ও শূদ্র চারি বৎসর গুরুর সহবাসে শিষ্যযোগ্যতা প্রাপ্ত হন।

"সদ্গুরুঃস্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা॥" (তন্ত্রসার)

শিষ্যের যে সকল গুণ ও দোষ বলা হইয়াছে, গুরু তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে মন্ত্রপ্রদান করিবেন। শিষ্য কায়মনোবাক্যে গুরুর অনুগামী হইবেন। কদাচ গুরুর অপ্রিয়াচরণ করিবেন না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, পুত্র আর শিষ্যে কোন প্রভেদ নাই, পুত্রের ন্যায় শিষ্যের প্রতি ব্যবহার করিতে হয়।

"যথা পুত্র স্তথা শিষ্যো ন ভেদঃ পুত্রশিষ্যয়োঃ।
তর্পণে পিণ্ডদানে চ পালনে পরিপোষণে॥
যথাগ্নিদাতা পুত্রশ্চ তথা শিষ্যশ্চ নিশ্চিতং।
ইতীদং কাণ্বশাখায়ামুবাচ কমলোদ্ভবঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮১ অ°)

কিন্তু বামনপুরাণমতে পুত্র ও শিষ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে, এই জন্য পুত্র এবং শেষে পাপ হরণ করে বলিয়া শিষ্য নামে অভিহিত।

"বিশেষঃ শিষ্যপুত্রাভ্যাং বিদ্যতে ধর্ম্মনন্দন।
ধর্ম্মকর্ম্মসমাযোগে তথাপি গদতঃ শৃণু॥
পুন্নাম্নো নরকাত্ত্রাতি পুত্রস্তেনেহ গীয়তে।
শেষপাপহরঃ শিষ্য ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥"(বামনপু° ৫৭অ°)

শিষ্যতা (স্ত্রী) শিষ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শিষ্যত্ব, শিষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, শিষ্যের কার্য্য।

শিহ্ল (পুং) শিহ্লক। (শব্দচ°)

শিহ্লক (পুং) শিহ্ল এব স্বার্থে কন্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, চলিত শিলারস, পর্য্যায়—কপি, তৈল, কৃত্রিম, কপিল, চলা, তুরুষ্ক, মুক্তিমুক্ত, পিণ্ডাত, বর, পিণ্ডক, সিহ্ল, যাবন। (অমর) গুণ—রক্ষোঘ্ন ও জ্বরনাশক। (রাজব°)

শিহ্লন (পুং) একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

শী, স্বপ্ন, নিদ্রা। শীঙ্ শী-ধাতু, অদাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শেতে শয়াতে শেরতে। লঙ্ অশেত অশয়াতাং অশেরত। লিট্ শিশ্যে, শিশ্যিষে। লুট্ শয়িতা। লৃট্ শয়িষ্যতে। লুঙ্ অশয়িষ্ট, অশয়িষাতাং অশয়িষত। ভাববাচ্যে লট্ শয্যতে। সন্ শিশয়িষতে। যঙ্ শাশয্যতে। যঙ্ লুক্ শেশেতি, শেশয়ীতি। ণিচ্-শায়য়তি।

অতি+শী—অতিক্রম, অতিবর্ত্তন। অধি+শী—বাস, অধিষ্ঠান, আরোহণ। সং+শী—সংশয়। অনু+শী—অনু-শয়, দ্বেষ।

শী (স্ত্রী) শী-কিপ্। শান্তি, শয়ন। (শব্দরত্না°)

শীক্, ১ সেক, সেচন,। ২ গমন। ভ্বাদি আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শীকতে। লোট্ শীকতাং। লিট্ শিশীকে। লুট্ শীকিতা। লৃট শীকিষ্যতি। লুঙ্ অশীকিষ্ট।

শীক—১ আমর্ষ, স্পর্শ। ২ দীপ্তি। ৩ সেক। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শীকয়তি। লুঙ্ অশি-শীকৎ। ভ্বাদি পক্ষে লট্ শীকতি। লুঙ্ অশীকীৎ।

শীকর (ক্লী) শীক্যতেঽনেনেতি শীক-বাহুলকাদর। (উণ্ ৩।১৩১ উজ্জ্বল) সরল দ্রব, সরল আটা। (মেদিনী) (পুং) ২ বাতাদি প্রেরিত জলকণা। তুষার।

"ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।"
(কুমার ১।১৫)

৩ বায়ু।

শীকরিন্ (ত্রি) শীকঃ অস্ত্যর্থে ইনি। শীকরযুক্ত, জলকণা বিশিষ্ট।

শীঘ্র (ক্লী) শিঙ্ঘতি ব্যাপ্নোতীতি শিঘে ব্যাপ্তৌ রক প্রত্যয়েন সাধু। বিলম্বাভাব, পর্য্যায় ত্বরিত, লঘু, ক্ষিপ্র, অর, দ্রুত, সত্বর, চপল, তূর্ণ, অবিলম্বিত, আশু।

স্রাক্, ঝটিতি, অঞ্জসা, অহ্নায়, সপদি, দ্রাক্, মংক্ষু, এই কয়টা অব্যয় শব্দ শীঘ্রবাচক। (অমর) শীঘ্রের বৈদিক পর্য্যায় হ্মু, মক্ষু, দ্রবৎ, ওষ, জীরদ্, জূর্ণি, শূর্ত্তস্, শূঘনাশ, শীভ, তৃষু, তূয়, তূর্ণি, অজির, ভুরণ্যু, শু, আশু, প্রাশু, তূতুজি, তূতুজান, তুজ্যমানাস, অজ্রা, সাচিবিৎ, দ্যুগৎ, তাজৎ, তরণি, বাতরম্হা। (বেদনিঘণ্টু ২।১৫)

২ লামজ্জক, পীতোশীর। (রাজনি°) (পুং) ● কুরুবংশীয় অগ্নিবর্ণের পুত্র। (ভাগবত ৯।১২।১৫) (ত্রি) ৩ শীঘ্রবিশিষ্ট, শীঘ্রগতিবিশিষ্ট।

"স ত্বমাবিষ্টযোগং তং যেন শীঘ্রা হয়া মম।
ভবেয়ুরশ্বাধ্যক্ষোঽসি বেতনং তে শতং শতাঃ॥"
(ভারত ৩।৬৭।৬)

৪ গ্রহদিগের গতিবিশেষ। গ্রহের স্ফুটগণনা করিতে হইলে শীঘ্র, মধ্য, কেন্দ্র প্রভৃতি স্থির করিয়া তবে স্ফুট বাহির করিতে হয়।

শীঘ্রকারিন্ (ত্রি) শীঘ্রং করোতি কৃ-ণিনি। ক্ষিপ্রকারী, আশুকারী, যিনি ত্বরায় কার্য্যাদি করিতে পারেন। ২ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—এই সন্নিপাত জ্বর বাতশ্লেষ্মোল্বণ, ইহাতে শীত প্রধান জ্বর, মূর্চ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, তন্দ্রা, শ্বাস এবং পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়, এ অবস্থায় যদি স্বেদ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে শূল জন্মে। এই সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য এবং ইহার নাম শীঘ্রকারী। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগী এক অহোরাত্রের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব এই সন্নিপাত জ্বর মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে হইবে।

"বাতশ্লেষ্মাধিকো যস্ত সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য শীতজ্বরো মূর্চ্ছা ক্ষুৎতৃষ্ণাপার্শ্বনিগ্রহঃ।
শূলমাস্বিন্নমানস্য তন্দ্রা শ্বাসশ্চ জায়তে।
অসাধ্যঃ সন্নিপাতোঽয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে।
নহি জীবত্যহোরাত্রমনেনাবিষ্টবিগ্রহঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ জ্বররোগাধি°)

শীঘ্রকৃৎ (ত্রি) শীঘ্রং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। শীঘ্রকারক।

শীঘ্রকৃত্য (ত্রি) শীঘ্রকরণীয়, হঠাৎ করণীয়।

শীঘ্রগ (ত্রি) শীঘ্রং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ দ্রুতগামী। (পুং) ২ বায়ু।

শীঘ্রগতি (স্ত্রী) শীঘ্রা গতির্যস্য। ১ দ্রুতগতি। (ত্রি) ২ শীঘ্রগতিবিশিষ্ট।

শীঘ্রগত্ব (ক্লী) শীঘ্রগস্য ভাবঃ ত্ব। শীঘ্রগের ভাব বা ধর্ম্ম, শীঘ্রগমন, শীঘ্রগতি।

শীঘ্রগামিন্ (ত্রি) শীঘ্রং গচ্ছসি গম-ণিনি। আশু গমনশীল, যিনি শীঘ্রগমন করেন।

শীঘ্রচেতন (পুং) শীঘ্রং চেততীতি চিত-ল্যু। ১ কুক্কুর। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ দ্রুত চেতনাযুক্ত।

শীঘ্রজন্মন্ (পুং) শীঘ্রং জন্ম যস্য। করঞ্জ বিশেষ, চলিত নাটাকরঞ্জ। (শব্দচ°)

শীঘ্রজব (ত্রি) শীঘ্রঃ জবো যস্য। শীঘ্রগতিবিশিষ্ট, দ্রুতগতি। (রামায়ণ ২।৬৮।৬)

শীঘ্রজীর্ণ (ক্লী) তণ্ডুলীয় শাক, চলিত কাঁটানটে শাক (শব্দমালা)

শীঘ্রতা (স্ত্রী) শীঘ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শীঘ্রত্ব, শীঘ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, ত্বরা।

শীঘ্রপাতিন্ (ত্রি) শীঘ্রপতনযুক্ত।

শীঘ্রপুষ্প (পুং) শীঘ্রং পুষ্পং যস্য। অগস্ত্যবৃক্ষ, ছোট বাকসফুল। (রাজনি°)

শীঘ্রবাহুকায়ন (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শীঘ্রবেধিন্ (পুং) শীঘ্রং বিধ্যতীতি বিধ ছিদ্রীকরণে ণিনি। ১ ক্ষিপ্রশরবেধকর্ত্তা, পর্য্যায় লঘুহস্ত। যিনি শরবেধ করিতে পারেন।

শীঘ্রবোধ (ত্রি) শীঘ্রবোধবিশিষ্ট।

শীঘ্রযান (ক্লী) শীঘ্রগ।

শীঘ্রবহ (ত্রি) ১ দ্রুতবহনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ নদীভেদ।

শীঘ্রবাহিন্ (ত্রি) শীঘ্র-বহ-ণিনি। শীঘ্রবহনকারী।

শীঘ্রসঞ্চারিন্ (ত্রি) শীঘ্রগামী, দ্রুতসঞ্চারী।

শীঘ্রাস্ত্র (ত্রি) শীঘ্র অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, যিনি শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারেন।

শীঘ্রিন্ (ত্রি) ত্বরান্বিত।

শীঘ্রিয় (ত্রি) ১ বিষ্ণু। ২ মহাদেব।

শীঘ্রীয় (ত্রি) ১ দ্রুতসম্বন্ধী, শীঘ্র সম্বন্ধী। ২ শীঘ্রভব।

শীঘ্র্য (ত্রি) শীঘ্র-যৎ। শীঘ্রভব, বেগবিশিষ্ট বস্তুতে জাত। "অজিরায় চ নমঃ শীঘ্র্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩১) 'শীঘ্র্যায় শীঘ্রে বেগবদ্ বস্তুনি ভবঃ তত্র ভব ইতি যৎ" (বেদদীপ)

শীত (ক্লী) শ্যৈ-গতৌ ক্ত। (দ্রবমূর্ত্তিস্পর্শয়োঃ শ্যঃ। পা ৬।১।২৪) ইতি সম্প্রসারণং (হলঃ। পা ৬।৪।২) ইতি দীর্ঘঃ। ১ হিমগুণ। (অমর)

"উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গৌর কৃত্বাতু শক্তিতঃ॥" (মনু ১১।১১৪)।

২ জল। (শব্দমালা) ৩ ত্বচ্। (রাজনি°) ৪ তুষার, বানীর। ৫ বহুবারবৃক্ষ। (ভরতধৃত অজয়) (পুং) ৫ বেতস বৃক্ষ।

৬ বহুবারক বৃক্ষ। ৭ অশনপর্ণী। (শব্দরত্না°) ৮ পর্পট। ৯ নিম্ব। ১০ কর্পূর। (রাজনি°) ১১ হিমঋতু, হিমকাল, শীতকাল, হেমন্ত ঋতু। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাস শীত। এই তিন মাস প্রবল শীত থাকে, এইজন্য এই তিন মাস শীত। অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুইমাস শীতঋতু, কোন মতে পৌষ ও মাঘ। গুণ—এই কাল শীতল ও স্নিগ্ধ, এইকালে প্রায়ই সমস্ত মধুর ভাবাপন্ন হয় এবং প্রাণিদিগের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। এই কালে পিত্তের উপশম এবং বায়ু ও কফ সঞ্চিত হয়। অতএব এইকালে এইরূপ ভাবে চলা দরকার যাহাতে বায়ু ও কফ বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তাহা হইলে শরীর সুস্থ থাকে।

প্রাতঃসময়ে অর্থাৎ এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অম্লদ্রব্য, মধুর দ্রব্য, লবণ রসযুক্ত দ্রব্য, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষুবিকৃতি, শালিতণ্ডুল, মাষকলায়, মাংস, মিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলকৃত অন্ন, তিল, মৃগনাভি, গুগ্গুল, কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি ক্রিয়ায় উষ্ণজল, স্নিগ্ধদ্রব্য, স্ত্রীসংসর্গ, গুরু ও উষ্ণবস্ত্র, শীতকালে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। (ভাবপ্র°) [হেমন্ত শব্দ দেখ]

(ত্রি) ১২ শীতল। ১৩ অলস। (মেদিনী) ১৪ কথিত। (শব্দচ°) (পুং) ১৪ শেলুবৃক্ষ, চলিত চালতাগাছ। ১৫ পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। ১৬ দুর্গন্ধতৃণ। ১৭ শাতবীর্য্য। ১৮ বর্ব্বরচন্দন।

শীতল দ্রব্যগুণ—পিত্তনাশক, বল, কফ ও বায়ুকারক এবং গুরু। (রাজব°)

শীতক (পুং) শীত-স্বার্থে কন্। ২ শীত, শীতকাল। ২ সুস্থিত। ৩ দীর্ঘসূত্রী। (মেদিনী) ৪ অশনপর্ণী। (শব্দরত্না°) ৫ বৃশ্চিক। (শব্দমালা) ৬ দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।২৭)

শীতকর (পুং) শীতঃ শীতলঃ করো যস্য। ১ চন্দ্র। (ত্রি) ২ শীতল পাণিযুক্ত। ৩ শীতলকারক, যিনি শীতল করেন।

শীতকষায় (পুং) হিমকষায়, প্রস্তুতপ্রণালী একপল দ্রব্য ৬ পল জলে নিমজ্জিত করিয়া একরাত্রি রাখিয়া দিলে যে কষায় হয়, তাহাকে হিমকষায় কহে।

"ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্জলপলৈঃ প্লুতং।
শর্ব্বরীমুষিতঃ স জ্ঞাহিমশীতকষায়কঃ॥" (বৈদ্যক)

শীতকাল (পুং) শীতস্য কালঃ। হিম ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুইমাস শীতঋতু। পর্য্যায় শীতক, হেমন্ত, সহাঃ, হৈমন।

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ম্।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং উষ্ণকালে চ শীতলম্॥" (চাণক্য শতক)

কূপোদক, বট বৃক্ষের ছায়া, ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ও শ্যামাস্ত্রী, শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল।

শীতকিরণ (পুং) শীতং শীতলং কিরণং যস্য। চন্দ্র।

"কান্তে কোঽয়মুদেতি শীতকিরণো জাতঃ কুতো বারিধৌ
কস্তে সুন্দরি সোদরঃ করমহো দবে ত্বদীয়ে স্তনে।
ধন্যা ত্বং যুবতী সতী কুলবতী ভ্রাতাপি ধন্বন্তব
ইত্থং শ্রীপরিহাসকেলিকলয়া মুগ্ধো হরিঃ পাতু বঃ॥" (উদ্ভট)

শীতকুম্ভ (পুং) করবীর। (রত্নমালা)

শীতকুম্ভিকা (স্ত্রী) কুম্ভীরিকা লতা, চলিত কুমুরে লতা। (চরক)

শীতকুম্ভী (স্ত্রী) জলজবৃক্ষ বিশেষ, শীউলী ছোপ।

শীতকূর্চিকা (স্ত্রী) লঘু বাট্যালক। (বৈদ্যকনি°)

শীতকৃচ্ছ্র (পুং) ব্রতবিশেষ। শীতল দুগ্ধাদি সেবন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম শীতকৃচ্ছ্র। এই ব্রতে তিন দিন শীতল জল পান এবং তিন দিন শীতল দুগ্ধ পান, পরে তিন দিন শীতল ঘৃত পান এবং তিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়।

"যদাতু শীতং ক্ষীরাদি পীয়তে তদা শীতকৃচ্ছ্রঃ।
ত্র্যহং শীতং পিবেত্তোয়ং ত্র্যহং শীতং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহং শীতং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষঃ পরস্ত্র্যহম্॥"
(মিতাক্ষরাধৃত যমবচন)

শীতকেশরিরস (পুং) জ্বররোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বিশুদ্ধ পারা, গন্ধক, তুতে, হিঙ্গুল ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগ। বিষ হইতে ৮ গুণ শুঁঠ ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া অশ্বগন্ধা, সিদ্ধি, কালকাসুন্দা ও তুলসীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান তুলসীর পাতার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে ঘোরতর শীতজ্বর আশু প্রশমিত হয়।
(ভাবপ্র° জ্বররোগা° রসপ্রদীপ)

শীতক্রিয়া (স্ত্রী) শৈত্য ক্রিয়া, যে ক্রিয়া দ্বারা শৈত্যগুণ হয়।

শীতক্ষার (ক্লী) শীতঃ ক্ষারো যস্য। শ্বেত টঙ্কণ। (রাজনি)

শীতগন্ধ (ক্লী) শীতো গন্ধো যস্য। শ্বেতচন্দন। (রাজনি°)

শীতগাত্র (পুং) তন্নামক সন্নিপাত জ্বরবিশেষ, ইহার লক্ষণ—

"হিমশিশিরশরীরঃ সন্নিপাতজ্বরীয়ং
শ্বসনকসনহিক্কামোহকম্পপ্রলাপৈঃ।
ক্লমনিহতবলান্তর্দাহমব্যঙ্গপীড়া
স্বরবিকৃতিভিরার্ত্তঃ শীতগাত্রঃ স উক্তঃ॥" (মাধবনি°)

যে সন্নিপাত জ্বরে রোগীর গাত্র শীতল, এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লম, বলহ্রাস, অন্তর্দাহ, বমি, শরীরবেদনা ও স্বরবিকৃতি জন্মে, তাহাকে শীতগাত্রসন্নিপাত কহে।

[বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দে দেখ]

শীতগু (পুং) শীতো গৌঃ কিরণো যস্য। চন্দ্র।

"ভুজঙ্গকুণ্ডলী ব্যক্ত শশিশুভ্রাংশুশীতগুঃ।" (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

শীতগুণকর্ম্মন্ (ক্লী) শৈত্যগুণপ্রধান কর্ম্ম, গুণ—হ্লাদন, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ক্লেদ ও দাহনাশক। (সুশ্রুত)

শীতচম্পক (পুং) ১ দর্পণ। ২ প্রদীপ। (মেদিনী)

শীতচ্ছায় (পুং) শীতা শীতলা ছায়া যস্য। ১ বটবৃক্ষ। (ত্রি) ২ শীতলছায়াবিশিষ্ট।

শীতজ্বর (পুং) জ্বরভেদ। [জ্বর শব্দ দেখ]

শীততা (স্ত্রী) শীতস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শীতত্ব, শীতগুণ, শৈত্য, শীতের ভাব বা ধর্ম্ম।

শীতদন্ত (পুং) দালন নামক দন্তরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"বাতাচুষ্ণসহা দন্তা শীতস্পর্শাধিকব্যথাঃ।

দাল্যন্তইব শূলেন শীতাখ্যঃ দালনশ্চ সঃ॥" (বাভট উত্ত° ২১অ°)

দন্ত সকল বায়ু হইতে অধিক উষ্ণ সহ্য করিতে সমর্থ এবং শীতল দ্রব্য স্পর্শে অতিশয় ব্যথাযুক্ত ও যেন শূল দ্বারা বিদারিত হয়, এই রূপ লক্ষণ হইলে উহাকে শীতদন্ত কহে।

শীতদন্তিকা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (রাজনি°)

শীতদীধিতি (পুং) শীতঃ দীধিতির্যস্য। শীতকিরণ চন্দ্র।

শীতদীপ্য (ক্লী) শ্বেত জীরক, সাদা জিরে। (বৈদ্যকনি°)

শীতদূর্ব্বা (স্ত্রী) শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

শীতদ্যুতি (পুং) শীতা দ্যুতির্যস্য। চন্দ্র।

শীতদ্রু (পুং) ক্ষীর মোরট, চলিত ক্ষীর করাড়। (পর্য্যায় মু°)

শীতপত্রা (স্ত্রী) শ্বেত লজ্জালুকা, শ্বেত লজ্জাবতীলতা। (বৈদ্যকনি°)

শীতপর্ণী (স্ত্রী) শীতং পর্ণং যস্যাঃ ঙীষ্। অর্কপুষ্পিকা, চলিত অর্কহুলী।

শীতপল্লবা (স্ত্রী) শীতং পল্লবং যস্যাঃ। ভূমিজম্বু। (রত্নমালা)

শীতপাকিনী (স্ত্রী) শীতে পাকোঽস্যা অস্তীতি ইনি। ১ কাকোলী। (শব্দমালা) ২ মহাসমঙ্গা। (রাজনি°)

শীতপাকী (স্ত্রী) শীতে পাকো যস্যাঃ ঙীপ্। ১ বাট্যালক। ২ কাকোলী। ৩ গুঞ্জা।

শীতপিত্ত (পুং) রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"শীতমারুতসম্পর্কাৎ প্রবৃদ্ধৌ কফমারুতৌ।

পিত্তেন সহ সম্ভূয় বহিরন্তর্বিসর্পতঃ॥

পিপাসারুচিহৃল্লাসদেহসাদাদঙ্গগৌরবং।

রক্তলোচনতা তেষাং পূর্ব্বরূপস্য লক্ষণম্॥

স কণ্ডূতোদবহুলশ্ছর্দ্দিজ্বরবিদাহবান্।

বাতাধিকতমং বিদ্যাচ্ছীতপিত্তমিমং ভিষক্॥" (মাধবনি°)

শীতল বায়ুর সম্পর্কে অর্থাৎ অধিক শীতল বায়ুসেবনে কফ ও বায়ু বর্দ্ধিত এবং উহা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া বহিঃস্থ চর্ম্মে ও আভ্যন্তরিক রসরক্তাদিতে বিচরণ করিয়া এই শীত পিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, হৃল্লাস, শরীরের অবসন্নতা, গুরুত্ব ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

লক্ষণ—যে রোগে চর্ম্মোপরি বোলতার দংশনের ন্যায় বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত শোথ উত্থিত হয় এবং রোগী অত্যন্ত বমন, জ্বর ও দাহ কর্তৃক পীড়িত হয়, তাহার নাম শীতপিত্ত। এই রোগ বায়ুর আধিক্যে হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—এইরোগে পলতা, নিম্ব ও বাসকের ক্কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইয়া বমন করাইতে হয়, তৎপরে ত্রিফলার ক্কাথে পিপ্পলীচূর্ণ ও গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া বিরেচন করাইতে হয়। এইরূপ করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। শীতপিত্তরোগী সার্ষপ তৈল গাত্রে মর্দ্দন ও উষ্ণজল দ্বারা স্নান করিবে। ত্রিফলার ক্কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন বা ত্রিফলা ৩ কর্ষ, গুগ্গুলু ৫ কর্ষ এবং পিপ্পলী ১ কর্ষ এই সকল দ্রব্য দ্বারা নবকার্ষিক বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। চিনি, যষ্টিমধু গুড়, আমলকী, যবানী, ত্রিকটু, ও যবক্ষার এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে এই রোগ শীঘ্র ভাল হয়। আদার রসে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলেও উপকার পাওয়া যায়।

শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, এলাচি ও তিল এই সকল চূর্ণ করিয়া কটু তৈলের সহিত মিলিত করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে শীতপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

এই রোগে প্রথমে মহাতিক্তঘৃত পান করাইবে। স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন ব্যক্তির প্রথমে বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শোধন আবশ্যক। এই রোগে আদ্রকখণ্ড বিশেষ উপকারী।

(ভাবপ্র° শীতপিত্তরোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা যবক্ষার ও সৈন্ধব সংযুক্ত তৈল মর্দ্দন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। গণিয়ারীর মূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ৭ দিনে এই রোগ আরোগ্য হয়। এই রোগে লক্ষণানুসারে কুষ্ঠোক্ত বা অম্লপিত্তোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। মহাতিক্তঘৃত পানও ইহাতে বিশেষ উপকারী। গব্য ঘৃত ২ তোলা ও মরিচ ১ তোলা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে শীতপিত্তরোগ নষ্ট হয়। হরিদ্রাখণ্ড ও বৃহৎহরিদ্রাখণ্ডও ইহাতে বিশেষ উপকারী।

পথ্যাপথ্য—এই রোগে তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, কাঁচা হরিদ্রা, ও নিম্বপত্র ভোজন উপকারী। বাতরক্ত রোগে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে, তদনুসারে চলা আবশ্যক। ইহাতে উষ্ণ জলে

স্নান ও উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করিয়া রাখা বিশেষ উপকারী।

শীতপুষ্প (ক্লী) শীতং পুষ্পং যস্য। ১ পরিপেল তৃণ। (রাজনি°) ২ শৈলেয়। (শব্দচ°) (পুং) ৩ শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শীতপুষ্পক (ক্লী) শীতং পুষ্পমিব কন্। ১ শৈলেয়। (শব্দচ°) (পুং) শীতং পুষ্পং যস্য কন্। ২ অর্কবৃক্ষ। (রাজনি°)

শীতপুষ্পা (স্ত্রী) শীতং পুষ্পং যস্যাঃ। অতিবলা। (রাজনি°)

শীতপুষ্পী (স্ত্রী) শীতপুষ্প, অতিবলা। (রাজনি°)

শীতপূতনা (স্ত্রী) বালগ্রহভেদ। বালগ্রহগণ বালককে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই শীত পূতনা বালককে আক্রমণ করিলে বালকের অঙ্গ শিথিল ও অত্যন্ত শীর্ণ হয় এবং বেদনা ও উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং ঐ বালক চকিত ও কম্পিত হইয়া ক্রন্দন করে এবং লুক্কায়িত হইতে চেষ্টা পায়। (ভাবপ্র°)

[বালরোগ শব্দ দেখ]

শীতপূর্ব্বকজ্বর (পুং) বিষমজ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ—

"ত্বকৃস্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরং।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ॥"

(মাধবনি° জ্বররোগাধি°)

ত্বক্‌স্থিত শ্লেষ্মা ও অনিল প্রথমে জ্বরকালীন শীত জন্মায়, পরে ঐ শীত নিবৃত্তি হইলে অতিশয় দাহ উপস্থিত হয়। যে জ্বরে এইরূপ লক্ষণ হয় তাহাকে শীতপূর্ব্বকজ্বর কহে।

শীতপ্রভ (পুং) শীতা প্রভা যস্য। ১ কর্পূর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শীতল প্রভাযুক্ত।

শীতপ্রিয় (পুং) শীতঃ প্রিয়ো যস্য। পর্পট, ক্ষেতপাপড়া।

শীতফল (পুং) শীতে ফলং যস্য। ১ উড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর গাছ। (রাজনি°) ২ পীলুবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৩ আমলক বৃক্ষ। ৪ বহুবার বৃক্ষ, চালতা গাছ।

শীতবলা (স্ত্রী) মহাসঙ্গ। (রাজনি°)

শীতভঞ্জীরস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল ও শুক্তিভস্ম সমভাগ, তুতে উহার ৯ ভাগের এক ভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে শুষ্ক বনঘুটের আগুনে গজপুটে পাক করিতে হয়। পরে উহা শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ চিনি অনুপানে অর্দ্ধরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে শীত জ্বর নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনের পর কাহারও কাহার বমি হয়।

অন্যবিধ—হরিতাল, তুতে, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া উচ্ছেপাতার রসে একদিন মাড়িয়া কাদার মত করিতে হয়। অনন্তর তাম্রনির্ম্মিত একটী পাত্রের অভ্যন্তরে ঐ ঔষধ অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত পুরু করিয়া লেপন করিবে। তৎপরে উহা বালুকা যন্ত্রে পাক করিতে হয়। যন্ত্রের উপরিভাগে যব রাখিতে হয়, যখন দেখিবে যে ঐ যব স্ফুটিত হইতেছে, তখন নামাইতে হয়। শীতল হইলে তাম্রপাত্র হইতে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে মরিচ চূর্ণ ও পাণের সহিত সেবন করিলে বিষম জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রচিন্তামণি)

অন্যবিধ—হরিতাল ৪ তোলা, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও মনঃশিলা অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দম তুল্য হইলে উহা তাম্রপাত্রে লেপন করিবে। তৎপরে একটী দৃঢ় পাত্রে উহা রাখিয়া অপর একটী পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া সন্ধি স্থানে প্রলেপ দিয়া জুড়িয়া দিবে। পরে বালুকাযন্ত্রের ভিতর উহা রাখিয়া তাহার অধোদেশে অগ্নি জ্বালিয়া একদিন ধরিয়া জ্বাল দিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া মাষ কলায়প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—মরিচচূর্ণ ও পাণ। পথ্য—শালি তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ সেবন করিলে বিষমজ্বর শীঘ্র ভাল হয়। (ভাবপ্র°)

অন্যবিধ—তুতে ১ তোলা, শামুক মুটীভস্ম ২ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ ও গোলাকার করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ ঔষধ তুলিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এই ঔষধ ২ রতি চিনি অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বিষম জ্বর সত্বর আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগাধি°)

শীতভানু (পুং) শীতো ভানুর্যস্য। চন্দ্র। (শব্দরত্না°)

শীতভীরু (ত্রি) শীতাদ্ ভীরুঃ। শীতভীত, শীত হইতে ভয়শীল। (স্ত্রী) ২ মল্লিকা। (অমর)

শীতভীরুক (পুং) ১ শারদমল্লিকা, চলিত কাটমল্লিকা। ২ শালিধান্যভেদ। (সুশ্রুত) ৩ কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, কাল নিশিন্দা। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৪ শীত হইতে ভীত।

শীতভোজিন্ (ত্রি) শীত-ভুজ-ণিনি। শীতভোগকারী।

শীতমঞ্জরী (স্ত্রী) শীতো মঞ্জরী যস্যাঃ। শেফালিকা। (রাজনি°)

শীতময় (ত্রি) শীত স্বরূপে ময়ট্। শীত স্বরূপ।

শীতময়ূখ (পুং) শীতো ময়ূখো যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

শীতময়ূখমালিন্ (পুং) শীতা ময়ূখমালা অস্ত্যস্যেতি ইনি। শীতময়ূখ, চন্দ্র। (বৃহৎস° ৮।২৪)

শীতমরীচি (পুং) শীতো মরীচির্যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

শীতমূলক (ক্লী) শীতং মূলং যস্য বহুব্রীহৌ কন্। ১ উশীর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শীতল মূলযুক্ত।

শীতমেহ (পুং) শুক্রমেহ। (মাধবনি°)

শীতমেহিন্ (ত্রি) প্রমেহরোগী, শুক্রমেহবিশিষ্ট। (চরক)

শীতরম্য (পুং) শীতে রম্যঃ। ১ প্রদীপ। (জটাধর) (ত্রি) ২ শীত রমণীয়, শীতকালে যাহা রমণীয়।

শীতরশ্মি (পুং) শীতো রশ্মির্যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

শীতরসিক (পুং) শীতলরসকৃত আসব। গুণ—জীর্ণকারক, বিবন্ধনাশক, স্বর ও বর্ণবিশোধক, লেখন; শোফ, উদর ও অর্শ-রোগে হিতকর।

"জরণীয়ো বিবন্ধঘ্নঃ স্বরবর্ণবিশোধনঃ।
লেখনঃ শীতরসিকো হিতঃ শোফোদরার্শসাম্।" (চরকসূ° ২৭অ°)

শীতরুচ্ (পুং) শীতা রুক্ যস্য। চন্দ্র।

শীতরুহ (ক্লী) শ্বেতরক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

শীতল (ত্রি) শীতোঽস্যাস্তীতি শীত (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৮) লচ্। শীতগুণবিশিষ্ট, শৈত্যগুণযুক্ত, ঠাণ্ডা। পর্য্যায়—সুষীম, শিশির, জড়, তুষার, শীত, হিম। (অমর) (ক্লী) শীতং লাতীতি লা-ক। ২ পুষ্পকাশীস। ৩ শৈলজ। ৪ মলয়োদ্ভব, শ্রীখণ্ডচন্দন, শ্বেতচন্দন। ৫ পদ্মক। ৬ মৌক্তিক। ৭ শৈত্য। ৮ বীরণমূল। (শব্দচ°) ৯ পীতচন্দন। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ১০ অশনপর্ণা। ১১ রাল, চলিত ধুনো। ১২ ভীমসেনীকর্পূর। ১৩ চম্পকবৃক্ষ। ১৪ সর্জ্জতরু। ১৫ বর্ত্তুলকলায়। ১৬ বহুবারবৃক্ষ, চলিত চালতাগাছ। ১৭ অর্হদ্বিশেষ, চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে দশমতীর্থঙ্কর। [জৈনশব্দে বিবরণী দ্রষ্টব্য] ১৮ ব্রতবিশেষ। মেষসংক্রান্তি অর্থাৎ মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ১৯ চন্দ্র। (শব্দচ°)

শীতলক (ক্লী) শীতল-কন্। ১ সিতোৎপল। (পুং) ২ মরুবক, গন্ধতুলসী। (রাজনি°) স্বার্থে কন্। ৩ শীতল শব্দার্থ।

শীতলচ্ছদ (পুং) শীতলশ্ছদো যস্য। ১ চম্পক। স্বর্ণচম্পকবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শীতলপত্র।

শীতলজল (ক্লী) শীতলং জলং যস্য। ১ উৎপল, শুন্দিফুল। (রাজনি°) ২ হিমজল, ঠাণ্ডাজল।

শীতলতা (স্ত্রী) শীতলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শীতলত্ব, শৈত্য, শীতলের ভাব বা ধর্ম্ম।

শীতলত্ব (ক্লী) শীতলস্য ভাবঃ ত্ব। ১ জড়তা। (রাজনি°) ২ শীতলতা।

শীতলপ্রদ (পুং) শীতলং প্রদদাতি প্র-দা-ক। ১ চন্দন। (ত্রি) ২ হিমদাতা, শীতলপ্রদানকারী।

শীতলবাতক (পুং) শীতলো বাতো যস্য, কন্। ১ অশনপর্ণী। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ ঠাণ্ডা বাতাসযুক্ত।

শীতলস্বামিন্ (পুং) জৈনতীর্থঙ্করভেদ। অবসর্পিণীর দশম অর্হৎ। [জৈন শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য]

শীতলা (স্ত্রী) শীতল-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ শীতলীবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ দেবীবিশেষ, শীতলাদেবী। বসন্ত ও বিস্ফোটকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বসন্তরোগ হইলে ঐ রোগ নিবারণের জন্য শীতলাদেবীর পূজা করিতে হয়।

কৃত্যতত্ত্বে চৈত্রকৃত্যের মধ্যে লিখিত আছে যে চৈত্র-সংক্রান্তিতে স্নুহীবৃক্ষে ঘণ্টাকর্ণ পূজা করিয়া বিস্ফোটকাদির প্রশমন-কামনায় শীতলাদেবীর যথাবিধানে পূজা করিয়া স্কন্দপুরাণোক্ত শীতলার স্তব করিবে। স্তব যথা—

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং॥
স্কন্দ উবাচ—
ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভং।
বক্তু মর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥
ঈশ্বর উবাচ—
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহং।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রুয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভবো দাহঃ ক্ষিপ্রং তস্য বিনশ্যতি॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্॥
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডাদয়ো রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাং।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ।
যস্ত্বামুদকমধ্যেতু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ॥
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে।
অষ্টকং শীতলা দেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ॥"

(স্কন্দপু° শীতলাস্তোত্র)

হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধারণের বিশ্বাস—শীতলা দেবীর কৃপাই বসন্ত প্রভৃতি দুষ্টরোগপ্রশমনের একমাত্র উপায়। এই রোগের মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র শীতলা দেবীই ত্রাণকারিণী। এই দেবী শ্বেতবর্ণা রাসভোপরিসংস্থিতা, হস্তে সমার্জ্জনী ও কুম্ভ এবং মস্তকে সূর্প। সোম ও শুক্রবারে এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে মসূরিকা রোগের নাম শীতলা। [বিশেষ বিবরণ মসূরিকা শব্দে দেখ।]

২ কুটুম্বিনীলতা। ৩ আরামশীতলা। ৪ নীলদূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°) ৫ শীতলীবৃক্ষ, চলিত পাতাড়ীগাছ। (সুশ্রুত সূ° ১৬ স°)

শীতলাষষ্ঠী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠী প্রভৃতি, সন্তানের মঙ্গল কামনায় দ্বাদশমাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশে পূজা করিবে। প্রতি মাসে এক একটী ষষ্ঠীর নাম আছে। মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম শীতলাষষ্ঠী। স্ত্রীদিগের সন্তান হইলেই এইরূপ ষষ্ঠীব্রত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"প্রসূত্যা দ্বাদশে মাসে প্রজাপত্যাবিবৃদ্ধয়ে।
সুতে জাতে তথা ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠী দ্বাদশরূপিণী॥
বৈশাখে চান্দনী ষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠে চারণসংজ্ঞিতা।
আষাঢ়ে কার্দ্দমী জ্ঞেয়া শ্রাবণে লুণ্ঠনী তথা॥
পৌষে মাস্তন্নরূপা চ শীতলা তপসা স্মৃতা॥" (স্কন্দপু°)

শীতলী (স্ত্রী) পাতাড়ী এই নামে প্রসিদ্ধ জলজ বৃক্ষভেদ। চলিত শিউলীছোপ, পর্য্যায় শীতকুম্ভী, শুক্লপুষ্পা, জলোদ্ভবা, কালাম্বুদারিবা। (রত্নমালা)

শীতবল্ক (পুং) শীতলো বল্কো যস্য। উড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর।

শীতবল্লভ (পুং) পর্পটক, চলিত ক্ষেতপাপড়া। (বৈদ্যকনি°)

শীতবল্লী (স্ত্রী) নীলদূর্ব্বা। (চরকচি° ৩অ°)

শীতবাসা (স্ত্রী) যূথিকা, জুঁইগাছ। (বৈদ্যকনি°)

শীতবহা (স্ত্রী) নদীভেদ। (রামায়ণ ২।৪৯।১০)

শীতবাতোষ্ণবেতালী (স্ত্রী) ভূতযোনিবিশেষ। (হরিবংশ)

শীতবীর্য্য (ক্লী) শীতগুণদ্রব্য, মধুর দ্রব্য মাত্রই শীতবীর্য্য, গুণ—গুরু, কফ ও বায়ুকারক, পিত্তনাশক, বাত ও কফ জন্য রোগকারক। (সুশ্রুত সূত্র°) ২ পদ্মকাষ্ঠ। (পুং) মহাপাষাণভেদক, বড় পাথরকুচা। ৩ পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। ৪ প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (রাজনি°)

শীতবীর্য্যক (পুং) শীতং বীর্য্যং যস্য, কন্। ১ প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (ত্রি) ২ শীতবীর্য্যযুক্ত।

শীতবৃক্ষা (স্ত্রী) সুবর্চ্চলা, চলিত হুড়হুড়ে। (বৈদ্যকনি°)

শীতশিব (পুং) শীতে শীতকালে শিবঃ শুভপ্রদঃ। ১ মধুরিকা, চলিত মউরি। (অমর) ২ শক্তুফলাবৃক্ষ। (মেদিনী) (ক্লী) ৩ সৈন্ধবলবণ। ৪ শৈলেয়নামক গন্ধ দ্রব্য, শৈলজ। ৫ কর্পূর।

শীতশিবা (স্ত্রী) শীতে শিবা মঙ্গলপ্রদা। ১ মিশ্রেয়াখ্য ক্ষুপ, শুলফা। (রাজনি°) ২ শমীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

শীতশূক (পুং) শীতে শূকো যস্য। ১ যব। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ শীতল শূকযুক্ত।

শীতশৈল (পুং) শীতপ্রধানঃ শৈলঃ। শীতাদ্রি, হিমালয়পর্ব্বত।

শীতসংস্পর্শ (ত্রি) শীতঃ সংস্পর্শো যস্য। ১ বায়ু। ২ শীতলস্পর্শযুক্ত।

শীতসহ (পুং) শীতং সহতে ইতি সহ অচ্। ১ পীলুবৃক্ষ। (জটাধর) (ত্রি) ২ শীতসহনীয়।

শীতসহা (স্ত্রী) শীতসহ-টাপ্। ১ বাসন্তীবৃক্ষ, বাসন্তীফুলের গাছ। ২ নীলসিন্ধুবারবৃক্ষ, নীল নিসিন্দা। (রাজনি°) ৩ মল্লিকাভেদ, বেলমল্লিকা। ৪ জাতীবৃক্ষ। ৫ পীলুবৃক্ষ।

শীতহ্রদ (পুং) শীতলহ্রদযুক্ত। (অথ° ৬।১০৬।৩)

শীতা (স্ত্রী) ১ রামপত্নী। (শব্দরত্না°) ২ লাঙ্গলপদ্ধতি।

"শীতানভঃ সরিদিতি লাঙ্গলপদ্ধতৌ চ
শীতা দশাননরিপোঃ সহধর্ম্মিণী চ।
শীতং স্মৃতং হিমগুণে চ তদন্বিতে চ
শীতো হলসে চ বহুবারতরৌ চ দৃষ্টঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

৩ মদ্যসামান্য। ৪ মল্লিকাবৃক্ষ। ৫ অতিবলা। ৬ মহাসমঙ্গা। ৭ কুটুম্বিনীক্ষুপ। ৮ নীলদূর্ব্বা। ৯ শিল্লিনীতৃণ। ১০ দূর্ব্বা। ১১ আমলকী। (রাজনি°) ১২ ক্ষীরিণী, চলিত খিরুই। ১৩ তেজোবল্কল। ১৪ শমীবৃক্ষ। ১৫ মেথিকা। ১৬ লাঙ্গলিয়া। ১৭ বিষলাঙ্গলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

শীতাংশু (পুং) শীতাঃ অংশবো যস্য। ১ কর্পূর। (রাজনি°) ২ চন্দ্র।

শীতাংশুতৈল (ক্লী) শীতাংশোঃ কর্পূরস্য তৈলং। কর্পূরতৈল।

শীতাংশুমৎ (পুং) শীতাংশু-মতুপ্। শীতাংশুবিশিষ্ট, শীতকিরণযুক্ত চন্দ্র। (রামায়ণ ২।৮৮।৫)

শীতাঙ্গ (পুং) তন্নামক সন্নিপাত, শীতাঙ্গসন্নিপাত। লক্ষণ—এই সন্নিপাত জ্বর হইলে, রোগীর গাত্র শীতল, শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লম, বলহ্রাস, অন্তর্দাহ, বমি, শরীরে বেদনা ও স্বর বিকৃত হয়। (ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°)

"শীতং শরীরং শীতাঙ্গে ছর্দ্যতিসারকম্পনম্।
ক্ষুদ্‌বিঘাতোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ হিক্কাশ্বাসপ্রমোহরতিঃ॥
সর্ব্বাঙ্গশিথিলত্বঞ্চ সন্নিপাতে প্রজায়তে॥" (রসেন্দ্রসারস°)

এই সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গশরীর শীতল, ছর্দ্দি, অতিসার, কম্প, ক্ষুধানাশ, অঙ্গমর্দ্দ, হিক্কা, শ্বাস, শ্রম এবং সর্ব্বাঙ্গ শিথিল এই সকল লক্ষণ হয়। [জ্বর শব্দ দেখ] (ত্রি) ২ শীতল অঙ্গ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শীতাঙ্গী ১ শীতল অঙ্গযুক্তা। ২ হংসপদীলতা।

শীতাতপত্র (ক্লী) শীতাতপ-ত্রা-ক। শীত ও আতপনিবারক ছত্র। (বৃহৎস° ৭৩।৩)

শীতাদ (পুং) শীতমাদত্তে আ-দা-ক। দন্তরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দুর্গন্ধানি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ॥

দন্তমাংসানি শীর্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরম্।

শীতাদো নাম সব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ॥" (সুশ্রুত নি°১৬অ°)

কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, এই রোগে দন্তমাংস হইতে অভিঘাত প্রভৃতি বিনা কারণে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, ক্লেদযুক্ত ও কোমল হয় এবং ক্রমে দন্তমাংসসকল পাকিয়া খসিয়া পড়ে।

[দন্তরোগ শব্দ দেখ]

শীতাদ্য (পুং) বিষমজ্বরভেদ। (রাজনি°)

শীতাদ্রি (পুং) শীতজনকোঽদ্রিঃ। হিমালয় পর্ব্বত।

শীতান্ত (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৫) ২ শীতাবসান।

শীতাবলা (স্ত্রী) মহাসমঙ্গা। (রাজনি°)

শীতাভ (পুং ক্লী) ১ কর্পূর (বৈদ্যকনি°)

শীতাম্বু (স্ত্রী) ১ ছুম্বিকা, চলিত খিরাই। (বৈদ্যকনি°) (ক্লী) ২ শীতলজল।

শীতারিরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগার খই একভাগ, তাম্র একভাগ, নিস্তুষ জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ একভাগ, মরিচ একভাগ, তেঁতুলছালভস্ম একভাগ, শর্করা একভাগ এইসকল দ্রব্য জম্বীররসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধপ্রবণে বাতশ্লেষ্মজ্বর ও শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ—হরিতাল ৪ তোলা, হিঙ্গুলোত্থপারদ ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ৪ মাষা এইসকল দ্রব্য একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৭৷৷০ তোলা পরিমাণ উক্ত ঔষধ তাম্রনির্ম্মিত থল্লের অভ্যন্তরে লেপন করিয়া দিবে, পরে উহা একটী স্থালীর মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া ক্ষুদ্রশরাব দ্বারা থল আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া বালুকাদ্বারা স্থালী পূর্ণ করিতে হইবে। অনন্তর ঐ স্থালীর মুখ শরাবদ্বারা আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত বেশী জলে পাক করিবে। পরদিন প্রাতে শীতল হইলে তাম্রথল্ল হইতে উক্ত ঔষধ গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ অতি যত্নপূর্ব্বক হস্তিদন্তাদি নির্ম্মিত নলিকা মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ৩ বা ৪ রতি। ইহা পান ও ৫ রতি মরিচ চূর্ণের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জলপান করা বিধেয়। ইহা সেবনে সকলপ্রকার বিষমজ্বর আশু নিবারিত হয়।

অন্যবিধ—কুষ্মাণ্ডক্ষার, চূণের জল, তিলের ক্ষার, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত ও উচ্ছে পাতার রসে তিন দিন ক্রমাগত পেষণ করিয়া শরাবে স্থাপন করিবে। পরে ঐ শরাব তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরীতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ, খড়ি ও মৃত্তিকা দ্বারা রন্ধ্রভাগ লেপন করিয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। যন্ত্রের উপরি ভাগে ধান্যাদি স্থাপন করিতে হয়। পাক করিতে ২ ঐ ধান্যাদি বিকৃত হইলে পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরে উহা নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। অনুপান—তুলসী পাতার রস, মধু, পিপুল চূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও দুগ্ধ। এই ঔষধসেবনে সঞ্চিত সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়। পথ্য—দুগ্ধ, অন্ন, মুগের যূষ ও ঘৃত। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরচি°)

অন্যবিধ—পারদ একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, পুনর্ণবা ৫ ভাগ, চিতার স্বরসে ভাবনা দিয়া পাকা আকন্দ পাতার ৮ গুণ রসের সহিত পাক করিয়া পারদের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে উহা আবার চিতার রসে পাক করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—আদার রস ও মরিচচূর্ণ। ইহা সেবনে শীতবাত আশু প্রশমিত হয়। পথ্য মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত পক্ব মাংস। (রসেন্দ্রসারস°)

শীতার্ত্ত (ত্রি) শীতেন ঋতঃ 'ঋতশ্চ তৃতীয়া সমাসে' ইতি সূত্রেণ বৃদ্ধিঃ। শীত দ্বারা পীড়িত, পর্য্যায় শীতালু।

শীতালু (ত্রি) শীতং ন সহতে ইতি (শীতোষ্ণতৃপ্রেভ্যশ্চ সহতে। পা ৫।২।১২২ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা আলুচ্)। শীতার্ত্ত, শীতকাতর। (জটাধর)

শীতাশ্মন্ (পুং) শীতঃ শীতলোঽশ্মা। চন্দ্রকান্তমণি। (রাজনি°) ২ শীতল প্রস্তর।

শীতিকাবৎ (ত্রি) শীতলযুক্ত, শৈত্যবিশিষ্ট। (অথ° ১৮।৩।৭)

শীতিমন্ (পুং) শীতস্য ভাবঃ (বর্ণ দৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি শীত-ইমনিচ্। শীতের ভাব, শৈত্য।

শীতীকরণ (ক্লী) শীত-কৃ-ল্যুট্, অভূততদ্ভাবে চ্বি। দ্রব দ্রব্যের বিশেষ রূপে শীতলীকরণের উপায়। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে প্রবাত দেশে স্থাপন, উদকক্ষেপণ, যষ্টিকাভ্রামণ, বাজন, বালুকাপ্রক্ষেপণ ও শিকতাবলম্বন, এই সকল উপায়ে দ্রব্য শীতল হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°)

শীতীভাব (পুং) শীত-ভূ-ঘঞ্, অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ মোক্ষ। (ত্রিকা°) ২ শীতলত্ব।

শীতেতর (ত্রি) শীতাদিতরঃ। উষ্ণ, গরম।

শীতেষু (পুং) মন্ত্রপূত শীতল বাণ, বরুণ বাণ। (রামা° ১।২৯।১৯)

শীতোত্তম (ক্লী) শীতেষু বস্তুষু মধ্যে উত্তমং। জল।

শীতোদ (ক্লী) শীতং উদকং যস্য, শব্দস্য উদাদেশঃ। মেরুর পশ্চিম দিকে অবস্থিত সরোবরবিশেষ।

"শীতোদং পশ্চিমে মেরোর্মহাভদ্রং তথোত্তরে ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।৩)

শীতোপচার (পুং) শীতল উপচার।

শীতোষ্ণ (ত্রি) ১ শীত ও উষ্ণ।

শাতোষ্মন্ (ক্লী) ১ সামভেদ।

শীৎকার (পুং) শীদিতি শব্দস্য কারঃ করণং। ১ বরস্ত্রী-দিগের রতিকালধ্বনি।

"শীৎকারো রতনারী চ সুরতে বরযোষিতাং।" (জটাধর)
২ শীৎকৃতি মাত্র।

"সন্ধ্যানৃত্যোৎসবে তারা করেণোদ্ধৃত্য বিঘ্নজিৎ।
শীৎকারশীকরৈরন্ত্যাঃ কল্পয়ন্নিব পাতু বঃ ॥"(কথাসরি° ১।২)

শীৎকারিন্ (ত্রি) শীৎ-কৃ-ণিনি। শীৎকারকারী, যিনি শীৎ-কার শব্দ করেন।

শীৎকৃত (ক্লী) শীদিতি শব্দস্য কৃতং করণং। শীৎকার।

শীৎকৃতিন্ (ত্রি) শীৎকৃত-অস্ত্যর্থে ইনি। শীৎকারযুক্ত, শীৎকারকারী।

শীধু (পুং ক্লী) শেতেহনেনেতি শী (শীঙো ধুগ্ লগ্ বলচ্ বালনঃ। উণ্ ৪।৩৮) ইতি ধুক্। মদ্যভেদ, পক্ব ইক্ষুরস-কৃত মদ্য।

"ইক্ষোঃ পক্কৈঃ রসৈঃ স্নিগ্ধঃ শীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ শাধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ" ॥ (ভাবপ্র°)

শীধু দুই প্রকার—ইক্ষুরস সিদ্ধ করিয়া যে শীধু প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পক্বরস শীধু এবং অপক্ব ইক্ষুরস দ্বারা যে শীধু প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে শীতরস শীধু কহে। গুণ—পক্বরস শীধু শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, স্বর ও বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, সদ্য স্নিগ্ধকারক, রুচিজনক এবং বিবন্ধ, মেদ, শোথ, অর্শ, উদর ও কফরোগনাশক। শীতরসশীধু পক্বরস শাধু হইতে অল্প গুণদায়ক, বিশেষতঃ লেখন গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°)

শীধুগন্ধ (পুং) শীধো র্মদ্যবিশেষস্য গন্ধো যত্র। ১ বকুল বৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ মদ্যগন্ধ।

শীধুপ (ত্রি) শীধুং পাতীতি পা-ক। শীধুপানকর্ত্তা, মদ্যপায়ী।

শীন (ত্রি) শ্যৈ-গতৌ ক্ত (দ্রবমূর্ত্তিস্পর্শয়োঃ শ্যঃ। পা ৬।১।২৪) ইতি সম্প্রসারণং (শ্যোহস্পর্শে। পা ৮।২।৮৩) ইতি ন। ১ ঘনী-ভূত ঘৃতাদি। (পুং) ২ মূর্খ। ৩ অজগর। (মেদিনী)

শীপুদ্দগ (পুং) বৃক্ষ বিশেষ। (চীপদ্রু পাঠান্তর) (অথ° ৬।১২৭।২)

শাপল্য (ত্রি) শীপাল সম্বন্ধীয়। (ষড়্বিংশব্রা° ৩।১)

শীপাল (পুং) শৈবাল। "শীপালমিব বাত আজৎ" (ঋক্ ১০।৬৮।৫) 'শীপালং শৈবালং' (সায়ণ)

শীফর (ত্রি) ১ স্ফীত। ২ রম্য।

"অতিমাত্রচিত্রোপচারশীফরে রতিশীফরো রতিপ্রবন্ধঃ"
(দশকুমারচ°)

শীফালিকা (স্ত্রী) শেফালিকা। (ভরত)

শীভ, কথন, প্রশংসা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শীভতে। লোট্ শীভতাং। লিট্ শিশীভে। লুট্ শীভিতা। লৃট্ শীভিষ্যতে। লুঙ্ অশীভিষ্ট। সন্ শিশীভিষতে। যঙ্ শেশীভ্যতে। যঙ্লুক্ শেশীভীতি। ণিচ্ শীভয়তি। লুঙ অশিশীভৎ।

শীভ (পুং) শীঘ্র। "প্রযতি শীভ মাশুভিঃ" (ঋক্ ১।৩৭।১৪) 'শীভং শীঘ্রং' (সায়ণ)

শীভব (পুং) ১ শীকর। ২ আত্মশ্লাঘী। (শুক্লযজু° ১৬।৩১) (শব্দরত্না°) ৩ জলপ্রবাহ।

শীভ্য (পুং) শীভ্যতে প্রশংস্যতে ইতি শীভ-ণ্যৎ। ১ শিব। ২ বৃষ। (ত্রি) ৩ আত্মশ্লাঘিভব। ৪ জলপ্রবাহভব। ৫ ক্ষিপ্রভব।

"শীভ্যায় চ নমঃ উর্ম্ম্যায়" (শুক্লযজু° ১৬।৩১) 'শীভৃ কথনে শীভতে কথতে ইতি শীভ আত্মশ্লাঘী পচাদ্যচ্ তত্র ভবঃ শীভ্যঃ। শীভো জলপ্রবাহো বা শীভঃ ক্ষিপ্রোবা তত্র ভবায় নমঃ' (মহীধর)

শীমুল (পুং) শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুলগাছ। (রস° চি°)

শীর (পুং) শেতে ইতি (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ১ অজগর সর্প। (শব্দরত্না°) ২ নাগরঙ্গবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শীরিকা (স্ত্রী) বংশপত্রী তৃণবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

শীরিন্ (পুং) ১ মুঞ্জতৃণ। ২ হরিতদর্ভ। (রাজনি°) হরিতদর্ভ স্থলে হরিদ্গর্ভ এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ শীরিণী, লাঙ্গলিকা, চলিত বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

শীর্ণ (ত্রি) শৄ-ক্ত। ১ কৃশ। ২ বিশীর্ণ। (মেদিনী) (ক্লী) স্থৌনেয়ক, চলিত গেঁটেলা বিশেষ।

শীর্ণত্ব (ক্লী) শীর্ণস্য ভাবঃ ত্ব। শীর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম, কৃশতা।

শীর্ণদল (পুং) ১ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শীর্ণদল-বিশিষ্ট।

শীর্ণপত্র (পুং) শীর্ণ পত্রমস্য। ১ কর্ণিকার বৃক্ষ, চলিত কল্কেফুলের গাছ। (শব্দ চ°) ২ পট্টিকালোধ্র। ৩ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) শীর্ণং পত্রং। ৪ বিশীর্ণপত্র।

শীর্ণপর্ণ (পুং) শীর্ণং পর্ণমস্য। ১ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি° (ক্লী) ২ বিশীর্ণপত্র।

শীর্ণপাদ (পুং) শীর্ণৌ পাদৌ যস্য বিমাতৃশাপাদেবাস্য তথাত্বং। ১ যম। (ত্রিকা°) ২ কৃশচরণ।

শীর্ণপুষ্পিকা (স্ত্রী) শীর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ শীর্ণপুষ্পী, ততঃ স্বার্থে কন্। অবাকৃপুষ্পী, শুল্ফা, মৌরী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শার্ণমালা (স্ত্রী) ১ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া। ২ বিশীর্ণমাল। (শব্দচন্দ্রিকা)

শীর্ণরোমক (পুং) গ্রন্থিপর্ণভেদ, চলিত গেঁটেলা বিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

শীর্ণবৃন্ত (ক্লী) শীর্ণ বৃন্তং যস্য। ১ বৃহদ্গোল, চলিত তরমুজ, পর্য্যায় সুখবাস, সুখাশ। (রত্নমালা) গুণ—কফ, মেদ, অগ্নি, রুচি ও শুক্রকারক, ক্ষার, মধুর, আনাহ ও প্লীহানাশক এবং লঘুপাক। (রাজব°)

শীর্ণাঙ্ঘ্রি (পুং) শীর্ণৌ অঙ্ঘ্রী যস্য, বিমাতৃশাপাদেবাস্য তথাত্বং। ১ যম। (ত্রি) ২ কৃশপাদ, কৃশচরণ।

শীর্ত্তি (স্ত্রী) ১ ভঙ্গ, চূর্ণ। ২ খনন করা, গর্ত্ত খোঁড়া।

শীর্য্য (ত্রি) ভঙ্গপ্রবণ।

শার্ব্বি (ত্রি) শৃণাতীতি শৄ-ক্বিন্। (শৄ জৄ স্তৄ জাগৃভ্যঃক্বিন্। উণ্ ৪।৫৪) ১ অপকারক, হিংসক।

শীর্ষ (ক্লী) ১ মস্তক। (অমর) ২ কৃষ্ণাগুরু, কালঅগুরু। (রাজনি°)

শীর্ষক (ক্লী) শীর্ষে কং সুখমস্মাৎ। ১ শিরোরক্ষণ সন্নাহ, চলিত টোপ্। পর্য্যায় শীর্ষণ্য, শিরস্ত্র। (অমর) ২ শিরোহস্থি। (রাজনি°) ৩ জয়পরাজয়পত্র।

"তুলাগ্ন্যাপো বিষং কোষো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে।
মহাভিযোগেষ্বেতানি শীর্ষকস্থেহভিযোক্তরি॥" (যাজ্ঞবল্ক্য°২।৯৬)

'মহাপাতকাদি গুরুতরাভিযোগেষু শীর্ষকস্থে শীর্ষকং প্রধানং শিরো ব্যবহারস্য চতুষ্পাদঃ জয়পরাজয়লক্ষণঃ তেন দণ্ডো লক্ষ্যতে তত্র তিষ্ঠতীতি শীর্ষকস্থঃ তৎপ্রযুক্তদণ্ডভাগী" (দিব্যতত্ত্ব) ৪ শীষধাতু, শীষা। (পর্য্যায়মু°) (পুং) শীর্ষমিব ইবার্থে কন্। ৫ রাহুগ্রহ। (শব্দরত্না°) ৬ মস্তক।

শীর্ষকপাল (ক্লী) করোটিকা, চলিত মাথার খুলি।

শীর্ষক্তি (স্ত্রী) শিরোরোগ। "মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা উত কাম এনং" (অথ° ১।১২।৩) 'শীর্ষক্ত্যাঃ শীর্ষং শিরঃ অক্তি গচ্ছতি ব্যাপ্য বাধতে ইতি শীর্ষক্তিঃ শিরোরোগঃ' (ভাষ্য)

শীর্ষক্তিমৎ (ত্রি) শীর্ষক্তি অস্ত্যর্থে মতুপ্। শিরোরোগবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয় স° ২।৬।৯।২)

শীর্ষঘাতিন্ (ত্রি) শীর্ষং হন্তীতি হন (কুমারশীর্ষয়োর্ণিনি। পা ৩।২।৫১) ইতি ণিনি। মস্তকচ্ছেদকারী।

শীর্ষচ্ছেদ (পুং) শীর্ষস্য ছেদঃ। মস্তকচ্ছেদ, মাথাকাটা।

শীর্ষচ্ছেদিক (ত্রি) শীর্ষচ্ছেদমর্হতীতি শীর্ষচ্ছেদ-ঠক্। বধার্হ, বধের উপযুক্ত।

'স শীর্ষচ্ছেদিকঃ শীর্ষচ্ছেদ্যো যো বধমর্হতি।' (হেম)

শীর্ষচ্ছেদ্য (ত্রি) শীর্ষচ্ছেদং নিত্যমর্হতীতি শীর্ষচ্ছেদাৎ যচ্চ। পা ৫।১।৬৫) ইতি যৎ। মস্তকচ্ছেদনোপযুক্ত, মাথা কাটিবার যোগ্য।

"শম্বূকো নাম বৃষলঃ পৃথিব্যাং তপ্যতে তপঃ।
শীর্ষচ্ছেদ্য স তে রাম! তং হত্বা জীবয় দ্বিজম্॥"
(উত্তরচরিত ২অ°)

শীর্ষণী (স্ত্রী) শীর্ষদেশ, শীর্ষণ্য।

"ঈশাশীর্ষণ্যোশ্চ ত্রিভাগসংস্থো ভবেন্ন শুভঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ৭৯।৩১)

শীর্ষণ্য (ক্লী) শিরসে হিতং শিরস্ (শরীরাবয়বাৎ যৎ। পা ৫।১।৬) ইতি যৎ (যে চ তদ্ধিতে চ। পা ৬।১।৬১) ইতি শিরসঃ শীর্ষন্নাদেশঃ। ১ শীর্ষক, শিরস্ত্র। (পুং) ২ বিশদ কচ। পর্য্যায় শিরস্য। (ত্রি) ৩ শিরোদেশে নিবদ্ধ।

"শীর্ষণ্যা শিরসি বদ্ধা রসনা মেখলা ইব।"
(ঋক্ ২।১৬২।৮ সায়ণ)

৪ শ্রেষ্ঠ। (ভাগবত ৫।৪।১৫)

শীর্ষণ্বৎ (ত্রি) মস্তকযুক্ত, মস্তকবিশিষ্ট।

শীর্ষতস্ (অব্য°) শীর্ষ-তসিল্। মস্তক হইতে বা মস্তকে।

শীর্ষন্ (ক্লী) শিরঃ, মস্তক।

শীর্ষপট্টক (পুং) মস্তকবন্ধনার্থ পট্টি, মাথা বাঁধিবার পটী।

শীর্ষপর্ণী (স্ত্রী) শীর্ণপর্ণ শব্দার্থ।

শীর্ষবন্ধনা (স্ত্রী) শীর্ষপট্টক, মাথা বাঁধিবার পটী।

শীর্ষভার (পুং) শীর্ষদেশে যে ভার, মাথার মোট।

শীর্ষভারিক (ত্রি) মস্তকে ভারবিশিষ্ট।

শার্ষভিদ্য (ক্লী) শীর্ষভেদনীয়, শীর্ষভেদার্হ, মস্তকভেদের উপযুক্ত।

শীর্ষমালয় (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শীর্ষরক্ষ (ক্লী) শীর্ষং মস্তকং রক্ষতীতি রক্ষ-অণ্। শিরস্ত্রাণ।

'শিরস্ত্রং শীর্ষরক্ষঞ্চ শীর্ষণ্যং শীর্ষকঞ্চ তৎ।' (হারাবলী)

শীর্ষরক্ষণ (ক্লী) শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ।

শীর্ষরোগিন্ (ত্রি) শিরোরোগী।

শীর্ষবৎ (ত্রি) শীর্ষন্ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব, নকারস্য লোপঃ। মস্তকবিশিষ্ট। (ভাগবত ২।৫।৩৫)

শীর্ষবিরেচন (ক্লী) শিরোবিরেচন, নস্যদ্রব্য।

শীর্ষব্যথা (স্ত্রী) শিরোব্যথা, মস্তকবেদনা।
(রাজতরঙ্গিণী ৮।১৪)

শীর্ষশোক (পুং) শিরঃপীড়া।

শীর্ষান্ত (ত্রি) মস্তকের সমীপ।

শীর্ষাময় (পুং) শীর্ষস্য আময়ঃ। শিরঃপীড়া।

শীর্ষায়ন (পুং) ঋষিভেদ।

শীর্ষেভার (পুং) শীর্ষভার, মস্তকের ভার।

শীর্ষেভারিক (ত্রি) শীর্ষভারিক, মস্তকে ভারবিশিষ্ট।

শীর্ষোদয় (পুং) শীর্ষে শীর্ষদেশে উদয়ো যস্য। রাশি ও লগ্ন বিশেষ। মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চক, কুম্ভ ও মীন এই সকল রাশি ও লগ্নকে শীর্ষোদয় কহে।

"অজগোপতিযুগ্মঞ্চ কর্কিধন্বিমৃগাস্তথা।
নিশাসংজ্ঞাঃ স্মৃতাশ্চৈতে শেষাশ্চাষ্টে দিনাহ্বকাঃ ॥
নিশাসংজ্ঞা বিমিথুনাঃ স্মৃতাঃ পৃষ্ঠোদয়াস্তথা।
শেষাঃ শীর্ষোদয়া হ্যেতে মীনশ্চোভয়সংজ্ঞকঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শীল, ১ সমাধি। ২ প্রবৃত্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ শীলতি। লিট্‌ শিশীল। লুট্‌ শীলিতা। লুঙ্‌ অশীলীৎ। সন্‌ শিশীলিষতি। যঙ্‌ শেশীল্যতে।

শীল—৩ অভ্যাস। ৪ অতিশায়ন। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ শীলয়তি। লুঙ্‌ অশীশলৎ।

শীল (ক্লী) শীলয়তীতি শীল অতিশায়নে অচ্‌, যদ্বা শীঙ্‌ স্বপ্নে (শীঙো ধুক্‌ লক্‌ বলচ্‌ বালনঃ। উণ্‌ ৪।৩৮) ইতি লক্‌, অর্দ্ধর্চাদিত্বাৎ পুংলিঙ্গমপি। স্বভাব, সদ্বৃত্ত।

ব্রহ্মণ্যতাদি ত্রয়োদশবিধ ধর্ম্মমূল। মনুটীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল। যথা—ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মিত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, ও প্রশান্তি এই ত্রয়োদশ প্রকার শীল। গোবিন্দরাজের মতে রাগদ্বেষ পরিত্যাগের নাম শীল।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥" (মনু ২।৬)

'শীলং ব্রহ্মণ্যতাদিরূপং, তদাহ হারীতঃ ব্রহ্মণ্যতা সৌম্যতা অপরোপতাপিতানসূয়তা মৃদুতা পারুষ্যং মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিশ্চেতি ত্রয়োদশবিধং শীলং। গোবিন্দরাজস্তু শীলং রাগদ্বেষপরিত্যাগ ইত্যাহ।"

(কুল্লূক)

(পুং) শীল—অতিশায়নে অচ্‌। ২ অজগর সর্প। (শব্দরত্না°) ৩ চরিত্র। (অমরটীকায় নয়নানন্দ)

শীলক (ক্লী) শীল-স্বার্থে কন্‌। শীলশব্দার্থ।

শীলকীর্ত্তি (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শীলখণ্ডন (ক্লী) দুর্বিনীতশীলতাখণ্ডনকারী।

শীলতা (স্ত্রী) শীলস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। শীলত্ব, শীলের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুতা, সচ্চরিত্রতা।

শীলত্যাগ (পুং) শীলস্য ত্যাগঃ। শীলতাপরিত্যাগ, শীলতাবর্জ্জন।

শীলধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্‌, শীলস্য ধরঃ। সুস্বভাব, সচ্চরিত্র। (ভাগবত ১।১৪।৩৯)

শীলন (ক্লী) শীল-ল্যুট্‌। অভ্যসন, অভ্যাস। ২ অতিশায়ন। ৩ উপধারণ। ৪ সেবানুভাবন। ৫ প্রবর্ত্তন। ৬ পাঠনিশ্চয়।

'ভবনী গুণনী শালনং স্মৃতং।' (ত্রিকা°)

শীলপালিত (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শীলভঙ্গ (পুং) শীলতাবর্জ্জন।

শীলভদ্র (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

শীলভাজ্‌ (ত্রি) শীলং ভজতে শীল-ভজ-ণ্বি। সুশীল, সচ্চরিত্র, সুস্বভাব।

শীলভ্রংশ (পুং) শীলত্যাগ, শীলতাপরিত্যাগ।

শীলবৎ (ত্রি) শীলমস্যাস্তীতি শীল-মতুপ্‌, মস্য ব। শীলবিশিষ্ট, সুস্বভাব।

"পথ্যাশিনাং শালবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাম্‌।
এবং বিধানামিদমায়ুরত্র
চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

শীলবিপ্লব (পুং) শীলতার বিপর্য্যয়, শীলতার পরিত্যাগ।

শীলবিলয় (পুং) শীলতাবিলোপ, শীলত্যাগ।

শীলবিশুদ্ধনেত্র (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

শীলবৃত্ত (ত্রি) সুশীল।

শীলশালিন্‌ (ত্রি) শীলেন শালতে শোভতে শীল-শাল-ণিনি। সুস্বভাব। (ভাগবত ৬।৫।২২)

শীলা (স্ত্রী) শীলমস্ত্যা। স্ত্রীতি শীল-অচ্‌-টাপ্‌। ১ শীলযুক্তা, সদ্বৃত্তা, সুশীলা। ২ কৌণ্ডিন্য মুনির পত্নী।

"মধ্যাহ্নে ভোজাবেলায়াং সমুত্তীর্য্য সরিত্তটে।
দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্তবাসসাং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শীলিক (স্ত্রী) শীলযুক্তা।

শীলিত (ক্লী) শীল-ক্ত। ১ চীন। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ অভ্যস্ত।

শীলিন্‌ (ত্রি) শীল-ণিনি। শীলযুক্ত, শীলবিশিষ্ট। এই শব্দ প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শীলেন্দ্রবোধি (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শীলোষ্ণা (স্ত্রী) ভূতযোনিবিশেষ।

শীবন্‌ (পুং) শেতে ইতি শী (শীঙ্‌ক্রুশি বহীতি। উণ্‌ ৪।১১৩) ইতি ক্বনিপ্‌। অজগর সর্প। (উজ্জ্বল)

শীবল (ক্লী) শী-বাহুলকাৎ বলঃ গুণাভাবশ্চ। ১ শৈলেয়। ২ শৈবাল। (মেদিনী)

শুওর (দেশজ) শূকর শব্দের অপভ্রংশ।

শুঁটী (দেশজ) শিম্বিভেদ, কলায় শুঁটী, ফলত্বক্‌।

শুঁঠ (দেশজ) শুণ্ঠী, শুণ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ।

শুঁড় (দেশজ) শুণ্ডশব্দের অপভ্রংশ, করিকর, হাতীর শুঁড়।

শুঁড়ী (দেশজ) শৌণ্ডিকজাতি, মদ্যবিক্রেতা।

শুক, সর্পণ, গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ সক সেট্‌। লট্‌ শোকতি, লিট্‌ শুশোক। লুট্‌ শোকিতা। লুঙ্‌ অশোকীৎ। সন্‌ শুশোকিষতি। যঙ্‌ শোশুক্যতে। ণিচ্‌ শোকয়তি। লুঙ্‌ অশুশুকৎ।

শুক (ক্লী) শোভতে ইতি শুভ দীপ্তৌ (শুকবল্কোল্কাঃ। উণ্‌ ৩।৪২) ইতি কপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ গ্রন্থিপর্ণ। ২ বস্ত্র। ৩ বস্ত্রাঞ্চল। ৪ শিরস্ত্রাণ। (হেম) ৫ শোণকবৃক্ষ। (বিশ্ব) ৬ স্বর্ণক্ষীরী, চলিত শেয়ালকাঁটা। ৭ লোধ্র। ৮ তালীশপত্র। (পুং) ৯ পক্ষিবিশেষ, চলিত টিয়াপাখী, হিন্দি শুগা। পর্য্যায় কীর, বক্রতুণ্ড, মেধাবী, দাড়িমপ্রিয়, রক্ততুণ্ড, বক্রচঞ্চু, চিমি, চিমিক, শূক, প্রিয়দর্শন, মঞ্জুপাঠক।

ইহার মাংসগুণ—পরম বৃষ্য, বিপাকে গুরু, শীতল, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়নাশক, সংগ্রাহী, লঘু ও দীপন (রাজনি°)

এই পাখীকে পড়াইলে ইহারা অবিকল মানবের ন্যায় কথা কহিতে পারে।

১০ ব্যাসপুত্র, শুকদেব, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইলে ইনি তাঁহাকে শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করান। [শুকদেব দেখ]

১১ রাবণমন্ত্রী।

শুককর্ণী (স্ত্রী) শুকস্য কর্ণমিব কর্ণং যস্যাঃ। শুকের কর্ণের ন্যায় কর্ণবিশিষ্ট।

শুকচ্ছদ (ক্লী) শুকবৎ ছদোঽস্য। ১ গ্রন্থিপর্ণ, চলিত গেঁটেলা। (জটাধর) ২ তেজপত্র। ৩ তূলক। (বৈদ্যকনি°)

শুকজিহ্বা (স্ত্রী) শুকস্য জিহ্বেব ফলং যস্যাঃ। বৃক্ষবিশেষ। চলিত শুয়াঠোঁটী।

'শুকাখ্যা শুকনামা চ শুকজিহ্বা শুকাননা।' (রত্নমালা)

শুকতরু (পুং) শুকবৎ তরুঃ, শুকবর্ণপর্ণবিশিষ্টত্বাদস্য তথাত্বং, শুকপ্রিয়তরুর্ব্বা। শিরীষবৃক্ষ।

শুকতা (স্ত্রী) শুকস্য ভাব তল্‌-টাপ্‌। শুকের ভাব।

শুকতুণ্ড (পুং) হিঙ্গুল। (রসেন্দ্রসারসং)

শুকত্ব (ক্লী) শুক-ভাবে-ত্ব। শুকতা।

শুকদেব (পুং) ঋষিভেদ।

ইনি বেদব্যাসের পুত্র। ইঁহার উৎপত্তিবিবরণ দেবীভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা ঘৃতাচী নামে অপ্সরা বেদব্যাসের নিকট গমন করেন। বেদব্যাস তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তা করেন যে এই দেবকন্যা আমার যোগ্য নহে, আমি ইহাকে লইয়া কি করিব? সেই সময় ঘৃতাচী বেদব্যাসকে চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া শাপভয়ে ভীতা হন, এবং সেই স্থান হইতে কিরূপে পলায়ন করিবেন ইহা ভাবিয়া শুকপক্ষীর রূপ ধরিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করেন। এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষিণীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইহসংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই হউন পঞ্চবাণের লক্ষ্য হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। বেদব্যাসেরও সেই দশা ঘটিল। তখন বেদব্যাস কামবাণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তপস্বীদিগের পক্ষে অতি বিগর্হিত ইহা চিন্তা করিয়া মনে মনে সেই কামবেগ নিগ্রহ করিতে অতিশয় সচেষ্ট হইলেন। ভবিতব্যতা কে অতিক্রম করিতে পারে, এইরূপ সাধন ত্রিলোক মধ্যে কাহারও নাই, সুতরাং বেদব্যাস তপস্বীপ্রধান হইয়াও এই কামবেগ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই বেগ দমন করিবার জন্য অগ্নি উৎপাদন করিবার মানসে অরণী-দ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া সেই অরণিকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল। সেই সময় তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া অবিরত অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাঙ্গ সুলক্ষণ একটী পুত্র আবির্ভূত হইল।

ব্যাসদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী পুত্র সন্দর্শনে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? পরে নিশ্চয় করিলেন যে ইহা ভগবান্‌ সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদব্যাস তখন গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন সেই সেই কুমারের জাতক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। স্বয়ং গঙ্গাদেবী তথায় আসিয়া বালকের দেহের অভ্যন্তর স্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। ইহার জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত, অপ্সরোগণ নৃত্য এবং নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি তথায় আসিয়া গান করিতে লাগিল।

ঘৃতাচী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এইজন্য বেদব্যাস এই বালকের শুকদেব নাম রাখিলেন। সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ তথায় আসিয়া সেই অরণিগর্ভসম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দণ্ড, কমণ্ডলু ও সর্ব্বসুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পতিত হইল। এদিকে এই বালক জন্মিবামাত্র প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া ব্যাসদেব যথাবিধানে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। সংস্কার হইবামাত্রই শুকদেবের হৃদয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ স্ফূর্ত্তি পাইল। তথাচ শুকদেব সুরগুরু বৃহস্পতিকে

আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠায়ী হইয়া রহস্যের সহিত সাঙ্গবেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপবেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নান্তর গুরু-দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন করিলেন।

শুকদেব সমাবর্ত্তনের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে সমাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের জন্য দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে তোমার সকল মনোমল দূর হইয়াছে। এক্ষণে কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া গৃহস্থধর্ম্মে প্রবিষ্ট হও। সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্যাশ্রম। অতএব তুমি এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হও।

মহর্ষি ব্যাস পুত্রকে এইরূপে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইবার জন্য অনুরোধ করিলে বিষয়ভোগবিরাগী জীবন্মুক্ত মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতি তপস্বী, তপঃপ্রভাবে বেদের বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে আপনার জানিতে আর কিছুই বাকি নাই এবং আমি যখন আপনার পুত্র, তখন শিষ্ট, সুতরাং পরমার্থের দিকে দৃষ্টি করিয়া আমাকে যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।

ব্যাস শুকদেবের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সংসারপ্রবর্ত্তক বাক্যে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, বলিলেন বৎস! আমি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছি। তুমিও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, দেখ যৌবন কালই বিষয়ভোগের সময়। অতএব তুমি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ইহা হেলায় নষ্ট করিও না। যদি দারিদ্র্য ভয়ে সংসারে বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও দূর কর, কারণ আমি কোন রাজার নিকট হইতে অর্থ আনিয়া দিব, তুমি স্বচ্ছন্দে সংসারসুখভোগে প্রবৃত্ত হও।

শুকদেব পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, পিতঃ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন, যে সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে, তৎসমস্তই অশেষ দুঃখজালজড়িত। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্য লোকমধ্যে এমন কি নির্ম্মল সুখ আছে, যাহাকে কোন প্রকার দুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া স্পর্শ না করিতে পারে। পিতঃ! আপনি মহাতপঃপ্রভাবসম্পন্ন, সুতরাং আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল মূর্খতা মাত্র। তথাপি যাহা বলিতেছি, একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনার আদেশমত দারপরিগ্রহ করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইয়া পড়িব। পরাধীন ব্যক্তির বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? মানব কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্ম্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদি নিগড়নিবদ্ধ ব্যক্তি এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত হইতে পারে না। আমি যখন অযোনিসম্ভূত, তখন যোনিতে আমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে পারে? বিশেষতঃ আমি অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মজনিত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কি বিষ্ঠাভোগসুখের অভিলাষ করিব, আমি প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষরূপে তাহার বিচার করিয়া দেখিলাম, তাহা কেবল কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক হিংসাময় শাস্ত্র। তাহার পর বৃহস্পতির নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয়।

সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি অন্যকে কি প্রকারে মুক্ত করিতে পারেন। পিতঃ এই জন্যই তাদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া এই ভীষণ সংসারসর্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন। যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ সমস্ত জীব-নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনই শান্তিসুখানুভবে সমর্থ হইতেছে না। অতএব আপনি আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমি অচিরে অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মজ্ঞানে ভূমানন্দ লাভে সমর্থ হই। পিতঃ! জন্ম ও জরা মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ যাতনাপ্রদ সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মূলীভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয়, সেই কর্ম্মক্ষয়ের উপায় বলুন। সংশয়প্রবর্ত্তক বাক্যে আর আমাকে প্রলোভিত করিবেন না।

ব্যাসদেব যখন দেখিলেন, শুকদেবের চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হইয়াছে, কিছুতেই আর সংসারাসক্ত হইতে পারে না, তখন তাঁহাকে কহিলেন, আমি যে সর্ব্বশাস্ত্র প্রধান ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছি, তুমি তাহা পাঠ কর, তাহা হইলে অচিরেই তোমার সংশয় দূর হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।

পিতার আজ্ঞায় ভাগবত পাঠ করিয়াও তাঁহার সকল সন্দেহ দূর না হওয়ায় পিতৃকর্ত্তৃক রাজর্ষি জনকের নিকট তত্ত্বজ্ঞানার্থ যাইতে পুনরাদিষ্ট হইলেন। শুক রাজর্ষি জনকের নিকট যাইয়া তত্ত্বোপদেশের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে আপনি জীবন্মুক্ত বলিয়া পরিচিত; কিন্তু আপনাকে যেন ঘোর

বিষয়ী বলিয়া অনুভূত হয় এবং তাহাতে লোকে সাতিশয় কপটতা প্রকাশ পায়, অতএব ইহার স্বরূপ কীর্ত্তনে সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

রাজর্ষি জনক শুকদেবের এই কথা শুনিয়া বিবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্মিতমুখে কহিলেন, আপনি বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ মহর্ষি বেদব্যাসের কথায় অবহেলা করিয়া ভ্রমজালে পতিত হইয়াছেন। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া একবারে মনোনিবেশ করা অতি দুরূহ। কারণ যোগের অপকাবস্থায় কোমল বৈরাগ্যপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। কারণ দুরপনেয়া গুণময়ী মায়াবদ্ধ জীব কদাচই ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ হয় না। অধিক কি এই সমস্ত দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। তখন মৃদু বৈরাগ্য অপক্ক যোগীদিগের যে নানা প্রকার চিত্তবিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি রূপে শুকদেবের সহিত রাজর্ষি জনকের অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। শেষে জনক কহিলেন, আপনি নিঃসঙ্গাবস্থায় কোন স্থানেই অবস্থান করিতে পারিবেন না। আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, বনে গেলে পর সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বিদ্যমান আছে। অতএব আপনি কোন্ স্থানে যাইয়া সঙ্গবিরহিত হইবেন? আরও দেখুন অরণ্যে যাইয়া আহারের জন্য চিন্তা করিতে হইবে। যদি বলেন নিরাহারী থাকিব, তাহা হইলেও দণ্ড ও অজিনাদির জন্য চিন্তাও যেরূপ, সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্যচিন্তাও সেইরূপ। আপনি কেবল সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু আমার অন্তরে কোন বিষয়েই সংশয় নাই; এজন্য সর্ব্বদাই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এক স্থানেই আছি, আমি বিষয় ভোগ করি, অথচ কোন বিষয়ে বদ্ধ নহি। এই জ্ঞান থাকায় আমি সুখে আছি। আর আপনি 'সকল বিষয়েই বদ্ধ রহিয়াছি।' এই জ্ঞানে সর্ব্বদা দুঃখী হইতেছেন। অতএব এই সকল আশঙ্কা বিসর্জ্জন দিয়া নিত্যসুখের জন্য যত্নপর হউন। দেখুন, জীব এই দেহ আমার এই জ্ঞানেই বদ্ধ, আর ইহা আমার নয় এই জ্ঞানেই মুক্ত।

জনকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেবের সকল সংশয় অপনোদিত হইল। পরে তিনি প্রসন্ন চিত্তে ব্যাসের নিকট গমন করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে মনোনিবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি পুত্রোৎপাদনক্ষমা পীবরী নাম্নী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালে এই কন্যার গর্ভে তদীয় ঔরসে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটী পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামে এক কন্যা জন্মে।

এইরূপ কিছুদিন গার্হস্থ্যাশ্রমাবলম্বনের পর শুকদেব কৈলাস শিখরে গমন করিয়া গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

(দেবীভাগবত ১।১০-১৯ অ°)

শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কালে তদীয় সভায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভগবদ্‌গুণসমন্বিত ভাগবত শ্রবণ করান রাজা ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং অন্তে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

শুকদ্রুম (পুং) শুকবৎ দ্রুমঃ তদ্বর্ণপর্ণবিশিষ্টত্বাৎ তথাত্বং। শিরীষ বৃক্ষ। (শব্দমালা)

শুকনলিকান্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ। [ন্যায় দেখ।]

শুকনসা (স্ত্রী) ১ শ্যোনাকবৃক্ষ। ২ চর্ম্মকার বট, চলিত শুঁয়াঠুঁটী। (সুশ্রুত চি° ১৯ অ°)

শুকনামা (স্ত্রী) শুক ইতি নাম যস্যাঃ। ১ শুকজিহ্বা, শুকতুণ্ডী, (রত্নমালা) (ত্রি) ২ শুক সংজ্ঞক।

শুকনাশ (পুং) শুকনাস।

শুকনাশন (পুং) শুকং নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ল্যু। ১ দক্রঘ্ন। চক্রমর্দ্দ বৃক্ষ, চাকুন্দেগাছ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শুকনাশক।

শুকনাস (পুং) শুকস্য নাসেব ফলং যস্য। ১ শ্যোনাক বৃক্ষ। ২ অগস্তিবৃক্ষ, বকপুষ্প। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ শুকবন্নাসিকাযুক্ত।

শুকনাসা (স্ত্রী) ১ শুকশিম্বী, চলিত আলকুশী। ২ চর্ম্মকারবট। ৩ গাম্ভারী বৃক্ষ। ৪ নলুকা, চলিত নাল্‌কো। (বৈদ্যকনি°)

শুকনাসিকা (স্ত্রী) ১ শ্যোনাক বৃক্ষ। কেহ কেহ চামরকষাকে শুকনাসিকা কহেন। (বৈদ্যক)

শুকপত্র (পুং) গন্ধক। পাঠান্তর শুকপক্ষ। (বৈদ্যকান°)

শুকপিচ্ছ (পুং) ১ গন্ধক। (রসেন্দ্রসারস°) ২ গ্রন্থিপর্ণ, চলিত গেঁটেলা। (বৈদ্যকনি°)

শুকপিণ্ডি (পুং) শুকশিম্বী, আলকুশী। (শব্দরত্না°)

শুকপুচ্ছ (পুং) শুকস্য পুচ্ছ ইব। ১ গন্ধক। (হেম) ২ শুকের লাঙ্গূল।

শুকপুচ্ছক (ক্লী) শুকস্য পুচ্ছইব কন্। ১ স্থৌণেয় নামক গন্ধ দ্রব্য, চলিত গাঠিয়ালা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শুকবৎ পুচ্ছযুক্ত।

শুকপুষ্প (ক্লী) শুকপ্রিয়ং পুষ্পমস্য। ১ স্থৌণেয়ক। (ভাবপ্র°) (পুং) ২ শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শুকপ্রিয় (পুং) শুকস্য প্রিয়ঃ। ১ শিরীষ বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) শুকবল্লভ। স্ত্রিয়াং টাপ্। শুকপ্রিয়া জম্বূ। (রাজনি°)

শুকফল (পুং) শুক ইব ফলমস্য, তদ্বর্ণফলবত্বাৎ 'তথাত্বং। অর্কবৃক্ষ। (রাজনি°)

শুকবক্ত্র (ত্রি) শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। (শুক্লযজুঃ ২৪।২)

শুকবর্হ (ক্লী) শুকস্য বর্হমিব। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। চলিত গাঁঠিয়ালা। (শব্দস্তো°)

শুকম্ (অব্য°) শীঘ্র, ক্ষিপ্র।

শুকরহস্য (ক্লী) উপনিষদ্‌বিশেষ।

শুকরূপ (ত্রি) শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। (শুক্লযজুঃ ২৪।৭)

শুকরোগ (পুং) রোগবিশেষ, শূকরোগ।

শুকবল্লভ (পুং) শুকস্য বল্লভঃ প্রিয়ঃ। ১ দাড়িম। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শুকপ্রিয়।

শুকবাচ্ (ত্রি) কৃষ্ণের নামান্তর।

শুকবাহ (পুং) শুকো বাহো বাহনং যস্য। ১ কামদেব। (ত্রি) ২ শুকপক্ষিবাহক।

শুকবৃক্ষ (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শুকশালক (পুং) মহানিম্ব। (বৈদ্যকনি°)

শুকশিম্বা [ম্বি] (স্ত্রী) শূকশিম্বী, কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (শব্দরত্না°)

শুকশীর্ষা (স্ত্রী) ১ তালীশ পত্র। ২ গ্রন্থিপর্ণভেদ। ৩ স্থৌণেয়ক। ৪ তেজপত্র। (বৈদ্যকনি°)

শুকাখ্য (পুং) শুক ইতি আখ্যা যস্য। ১ শিরীষ বৃক্ষ। ২ চর্ম্মঘট, চামর কষা। ৩ শুকনাসা, আলকুশী। স্ত্রিয়াং টাপ্। শুকাখ্যা—শুকাখ্য শব্দার্থ।

শুকাদন (পুং) শুকেনাদ্যতে হসৌ ইতি অদ্ কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ দাড়িম। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শুকের অদনীয় দ্রব্য মাত্র।

শুকানন (ত্রি) শুকস্যাননমিবাননং যস্য। ১ শুকতুল্য মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। শুকাননা-শুকাখ্যা বৃক্ষ। (রত্নমালা)

শুকাহ্বয় (পুং) ১ কৈবর্ত্ত মুস্তা, কেওট মুতা। (বৈদ্যকনি°) ২ চর্ম্মকার বট, চামরকষা। (সুশ্রুত চি°১৮ অ°)

শুকী (স্ত্রী) শুক ঙীপ্। ১ কশ্যপ পত্নী। [গরুড়পু° ৬অ°] ২ শুকপক্ষিণী।

শুকেষ্ট (পুং) শুকস্য প্রিয়ঃ। ১ শিরীষ বৃক্ষ। ২ রাজাদনবৃক্ষ, চলিত ক্ষীর্ণী। (রাজনি°)

শুকেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থ বিশেষ।

শুকোদর (ক্লী) শুকস্যোদরমিব। ১ তালীশ পত্র। (রাজনি°) ২ কীর জঠর।

শুকৃটী (দেশজ) শুষ্ক।

শুকটীমাছ (দেশজ) শুষ্ক মৎস্য।

শুক্ত (ক্লী) শুচ্-ক্লেদে-ক্ত। ১ মাংস। (শব্দচ°) ২ কাঞ্জিক, কাঁজি। (হারাবলী) ৩ দ্রবদ্রব্য বিশেষ, ব্যঞ্জন বিশেষ। কন্দ, মূল ও ফলাদি স্নেহ দ্রব্য ও লবণাদির সহিত পক্ক হইলে তাহাকে শুক্ত কহে। গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, পিত্তকারক, কটু, লঘু, রুক্ষ, ক্লাম, উদর, আনাহ, শোফ, অর্শ, বিষ ও কুষ্ঠনাশক।

"কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্তদ্ দ্রব্যেঽভিষূয়ন্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে॥
শুক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণলবণং পিত্তকৃৎ কটুকং লঘু।
রুক্ষং ক্লম্যুদরানাহশোথার্শোবিষকুষ্ঠহৃৎ॥" (রাজনি°)

চলিত তিক্ত দ্রব্য দ্বারা যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকেই শুক্ত কহে।

৪ যে মধুর রসযুক্ত দ্রব্য কালবশে অম্লরসযুক্ত হয়, তাহাকে শুক্ত কহে। বৈদিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ইহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

"শুক্তং যন্মধুরং কালবশাদম্লতাং গতং" তস্য ভক্ষণনিষেধঃ—
অপূপাশ্চ করম্ভাশ্চ ধানা বটকশক্তবঃ।
শাকং মাংসমপূপঞ্চ শূপং কৃশরমেব চ॥
যবাগূং পায়সঞ্চৈব যচ্চান্যৎ স্নেহসম্ভবম্।
সর্ব্বং পর্য্যুষিতং ভক্ষ্যং শুক্তঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ (প্রায়শ্চিত্তবি°)
"বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥" (মনু ২।১৭৭)

'যানি স্বভাবতো মধুরাদিরসানি কালবশেন উদকবাসাদিনা চাম্লবন্তি তানি শুক্তানি' (কুল্লূক) (ত্রি) ৪ নিষ্ঠুর। (মেদিনী) ৫ পূত, পবিত্র। ৬ দুর্ব্বাক্য, কটূক্তি। ৭ অম্ল। (বিশ্ব) ৮ শ্লিষ্ট। ৯ নির্জ্জন।

শুক্তক (ক্লী) অম্লোদ্গার, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইয়া অম্ল উদ্গার উঠিলে তাহাকে শুক্তক কহে।

"ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে ন জীর্ণে ন বমিত্বা ন শুক্তকে॥" (মনু ৪।১২১)
'শুক্তকে উদ্গারেঽসত্যপ্যজীর্ণে' (মেধাতিথি)

শুক্তস্বর (পুং) অব্যক্তস্বর।

শুক্তা (স্ত্রী) শুক্ত-টাপ্। চুক্রিকা। (শব্দরত্না°)

শুক্তাম্ল (ক্লী) অম্লপাক। (রাজনি°)

শুক্তি (স্ত্রী) শুচ্-ক্তিন্। জলজন্তু বিশেষ, চলিত ঝিনুক। পর্য্যায় মুক্তাস্ফোট, শুক্তিকা, মুক্তিপ্রসূ, মহাশুক্তি, তৌতিক, মৌক্তিকপ্রসবা, মৌক্তিকশুক্তি, মুক্তামাতা। গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, শ্বাস, গ্রহ ও শূলরোগনাশক, রুচিকর, মধুর, দীপন। (রাজনি°)

২ শঙ্খ। ৩ শঙ্খনখ। ৫ অশ্বাবর্ত্ত। ৬ অশ্বরোগ। (মেদিনী) ৭ বদরী বৃক্ষ, কুলগাছ। ৮ কর্ষদ্বয়পরিমাণ, তোলক চতুষ্টয়। পর্য্যায়—অষ্টমিকা। (বৈদ্যকপরিভাষা) ৯ শুক্লগত নেত্ররোগবিশেষ। লক্ষণ—

"শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবোহথবা

শুক্লাভাঃ শিতনিচিতাঃ স শুক্তিসংজ্ঞঃ ॥"

(ভাবপ্র° চক্ষুরোগাধি°)

চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে সবুজবর্ণ অথবা মাংসের ন্যায় বা ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মাংসবিন্দু সকল উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুক্তি কহে।

শুক্তিক (পুং) শুক্তি-কন্। ১ গন্ধক। ২ শুক্তিরোগ। ৩ শুক্তি, ঝিনুক। ৪ চুক্রিকা।

শুক্তিকর্ণ (পুং) নাগভেদ। (হরিবংশ)

শুক্তিকা (স্ত্রী) শুক্তিরেব স্বার্থে কন্। মুক্তাস্ফোট। (জটাধর) ২ চুক্রিকা। (শব্দরত্না°)

শুক্তিজ (ক্লী) শুক্তের্জায়তে যদিতি শুক্তি-জন-ড। মুক্তা। (হেম)

শুক্তিপর্ণ (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শুক্তিপত্র (পুং) শুক্তিরিব পত্রং যস্য। সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শুক্তিপুটোপম (ক্লী) শুক্তিপুটস্য উপমা যস্য। বাতাদ, চলিত বাদাম। (বৈদ্যকনি°)

শুক্তিমণি (পুং) শুক্তৌ জাতঃ মণিঃ। মুক্তা। (বৈদ্যকনি°)

শুক্তিবীজ (ক্লী) শুক্তে বীজমিব। মুক্তা। (ত্রিকা°)

শুক্তিমৎ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, সপ্তকুলাচলের মধ্যে কুলপর্ব্বত-বিশেষ।

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ গন্ধমাদনঃ।

বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে চ কুলাচলাঃ ॥" (ত্রিকা°)

শুক্তিবধূ (স্ত্রী) শুক্তি, ঝিনুক।

শুক্তিসাহ্বয়া (স্ত্রী) নগরভেদ, চেদি রাজ্যের প্রধান নগর।

শুক্তিস্পর্শ (পুং) শুক্তিকে স্পর্শ করণ।

শুক্র (ক্লী) শুচ-ক্লেদে (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। মজ্জগত ধাতু। পর্য্যায়—পুংস্ব, রেতঃ, বীজ, বীর্য্য, পৌরুষ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, অন্নবিকার, মজ্জরস, রোহণ, বল। (রাজনি)

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসো মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।

মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জাতে শুক্রসম্ভবঃ ॥" (ভাবপ্রকাশ)

ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ রসরূপে পরিণত হয়, এই রসের সার হইতে রক্ত, এবং রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি ও অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়, সুতরাং শুক্রধাতু সকল ধাতুর সার।

বৈদ্যক ভাবপ্রকাশ মতে কিরূপে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া শুক্র রূপে পরিণত হয় তাহা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

যে সকল দ্রব্য আহার করা যায়, সেই সকল দ্রব্য বাহ্য অগ্নি দ্বারা ইক্ষুরস পরিপাকের ন্যায় পাচক অগ্নি দ্বারা পরিপাক হইয়া পরিপক্ক আহারের সার অংশ রসরূপে পরিণত হয়। অসার ভাগ মলমূত্ররূপে পরিণত হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। ঐ আহার-জাতরস স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে স্থূল ভাগ শরীরারম্ভক স্থায়িরসের সহিত সংযুক্ত হইয়া তৎসদৃশ হয়। তৎপরে সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যান বায়ু কর্তৃক ধমনী পথে প্রেরিত হইয়া স্নেহন এবং জঠরাগ্নির উষ্মাজনিত সন্তাপ নিবারণ প্রভৃতি গুণ দ্বারা সমস্ত শরীর পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ প্রাণবায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথ দ্বারা শরীরারম্ভক রক্তের স্থান যকৃৎ প্লীহাতে গমন করিয়া স্থায়িরক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। তৎপরে উহা ঐ স্থায়িরক্তস্থ তেজোদ্বারা পুনরায় পরিপাক হইয়া পাঁচ দিন, পাঁচ রাত্রি ও দেড়দণ্ড কাল পরে রক্ত ধাতুতে পরিণত হয়।

ঐ রক্ত আবার স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুইভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে স্থূলভাগ রঞ্জক নামক পিত্তদ্বারা রক্তাকৃতি হইয়া শরীরা-রম্ভক রক্তের পোষণ করে এবং ব্যান বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীসমূহে বিচরণ করিয়া সর্ব্বশরীরগত রক্তের পোষণ করে, সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া ধমনী ও শিরাসমূহ দ্বারা শরীরারম্ভক মাংসে গমন করে। তৎপরে মাংসধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা পরিপাক হইতে থাকিয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও দেড়দণ্ড কাল পরে মাংসধাতুতে পরিণত হয়।

পরে ঐ মাংস মেদোধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা পুনরায় পরিপাক হইতে থাকিয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও দেড়দণ্ডকালে মেদোরূপে পরিণত হয়। স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পরিপক্ব মেদের স্বেদরূপী মল নির্গত হয়। ঐ স্বেদ শীতল অবস্থায় ইন্দ্রিয়পথে অবস্থান করে। কিন্তু শারীরিক তেজোদ্বারা অত্যন্ত তপ্ত হইলে ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত শিরামার্গাভিমুখী হইয়া স্বেদরূপে লোমকূপ দ্বারা বহি-র্গত হয়।

পরিপক্ক মেদের সারাংশ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুইভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে স্থূলভাগ মেদোধাতুতে পুষ্ট করিয়া উদরে অবস্থিত এবং ব্যানবায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্রোতোপথে গমনপূর্ব্বক সূক্ষ্মাস্থিস্থিত মেদেরও পুষ্টিসাধন করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু-কর্তৃক চালিত হইয়া ধমনী ও শিরাসমূহদ্বারা শরীরারম্ভক অস্থিতে গমন করে। অতঃপর অস্থিধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা পুনর্ব্বার পরিপাক হইতে থাকিয়া পাঁচদিন ও পাঁচরাত্রি, দেড়দণ্ডকাল পরে অস্থি-ধাতুতে পরিণত হয়। এই পচ্যমান অস্থিরও মল নির্গত হয়, ঐ মল ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া শিরাপথ দ্বারা যথাস্থানে আগমনপূর্ব্বক অঙ্গুলিতে নখ এবং দেহের লোম হইয়া থাকে।

ঐ অস্থিও স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাক হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে স্থূল অংশ শরীরারম্ভক অস্থির পোষণ করে, সূক্ষ্ম অংশ ব্যানবায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া স্রোতোপথদ্বারা

মজ্জার স্থান স্থূল অস্থির মধ্যে গমন করে। তৎপরে মজ্জধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা পুনরায় পরিপাক হইয়া পাঁচদিন, পাঁচরাত্রি ও দেড়দণ্ড কাল পরে মজ্জধাতুতে পরিণত হয়। ঐ মজ্জা হইতেও মল নির্গত হয়। সেই মল ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া শিরামার্গ-দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে নীত হইলে দূষিকা এবং চক্ষুঃস্নেহ হইয়া থাকে।

পরিপক্ক মজ্জার সারাংশ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুইভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে স্থূলভাগ শরীরারম্ভক মজ্জাকে পোষণ করে, সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া শুক্রের স্থান সমস্ত শরীরে গমনপূর্ব্বক শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিলিত হয়, তৎপরে শুক্রধাতুস্থ অগ্নিদ্বারা পুনরায় পরিপাক হয়। কিন্তু পচ্যমান এই শুক্রের কোন মল নাই। যেমন সুবর্ণ সহস্র সহস্রবার দগ্ধ করিলেও তাহাতে মল থাকে না, তদ্রূপ শুক্রধাতু পুনঃ পুনঃ পাক হইলেও তাহাতে কোন মল থাকে না। এই পরিপক্ক শুক্রও স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভেদে দুইভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে স্থূল অংশ শুক্রধাতুতে এবং সূক্ষ্ম অংশ ওজোরূপে পরিণত হয়।

শুক্রধাতুর যে পরমতেজোভাগ তাহাই ওজঃ। ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী। মধ্যমাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির রস হইতে সমস্ত ধাতু পরিপাক হইয়া শুক্র জন্মাইতে একমাস সময় লাগিয়া থাকে। তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিছু কম সময়ে এবং মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিঞ্চিদধিক সময়ে আহারজাত রস পরিপাক হইয়া শুক্রধাতুতে পরিণত হয়। শুক্রস্বরূপ শুক্রধাতু সোমাত্মক, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ এবং শরীরের সার ও জীবের উত্তম আশ্রয় স্থান। জীব সমস্ত শরীরেই অবস্থিতি করে, কিন্তু তন্মধ্যে শুক্রে, রক্তে ও মলে বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ ইহারা ক্ষীণ হইলে অল্পকাল মধ্যেই জীবের ক্ষয় হইয়া থাকে।

শুক্রের অবস্থিতিস্থান—যেমন দুগ্ধের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া ঘৃত, অথবা ইক্ষুরসে গুড় থাকে, শুক্রও সেইরূপ দেহীদিগের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ঘৃত ও ইক্ষুরসের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে বহুশুক্র ও অল্পশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে জানিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন দুগ্ধ অল্প মন্থন করিলেই ঘৃত আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ বহুশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির কিঞ্চিৎ মন্থন করিলেই শুক্র নির্গত হয়। আর যেরূপ অত্যন্ত নিপীড়নদ্বারা ইক্ষুর রস নির্গত হয়, সেইপ্রকার অল্পশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির শুক্র অতিশয় মন্থনদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে।

শুক্রের ক্ষরণমার্গ—বস্তিদ্বারের অধোদেশে দক্ষিণপার্শ্বে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মূত্রনালী আছে, তদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র নির্গত হয়।

শুক্রক্ষরণের কারণ—শুক্র সমস্ত শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে, মন প্রসন্ন থাকিলে স্ত্রীলোকের সহিত রতিক্রিয়া দ্বারা শরীর হৃষ্ট হইয়া শুক্রনিঃসরণ হয়। কামভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রীগণকে দর্শন, স্পর্শন অথবা তাহাদের শব্দ শ্রবণ বা চিন্তা করিলেও শুক্রক্ষরণ হয়।

শুক্র হইতে গর্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্র বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যে শুক্রের বর্ণ স্ফটিকের ন্যায় এবং তরল, স্নিগ্ধ, মধুররস, ও মধুগন্ধবিশিষ্ট তাদৃশ শুক্রই নির্দ্দোষ। কেহ কেহ বলেন যে, তৈল অথবা মধুর ন্যায় আভাযুক্ত শুক্র বিশুদ্ধ এবং উহাই গর্ভজনক।

যৌবনকাল হইতেই শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। বালকদিগের শুক্রক্ষরণ হয় না, তাহার কারণ এই যে, যেমন পুষ্পের মুকুল অবস্থায় গন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন সূক্ষ্মতা হেতু উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ বালকগণের শুক্র থাকিলেও সূক্ষ্মতা হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন কালান্তরে পুষ্পের কেশরাদি প্রকাশ হইলে গন্ধ আবির্ভূত হয়, সেইপ্রকার যৌবনপ্রাপ্ত হইলে বালকগণের সেই শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীদিগেরও শুক্রধাতু আছে।

"ততঃ স্থূলভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাং আর্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি। উক্তঞ্চ সুশ্রুতে—

'এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি।'

স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি।" (ভাবপ্র°)

পুরুষের যেরূপ একমাসে আহারজাতরস শুক্রধাতুতে পরিণত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীদিগেরও একমাসে আহারজাতরস পরিপাক হইয়া আর্ত্তব ও শুক্র রূপে পরিণত হয়। পুরুষদিগের যেমন স্ত্রীসংসর্গে শুক্র ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীদিগেরও পুরুষসংসর্গে শুক্র স্রাবিত হয়। কিন্তু ঐ শুক্র গর্ভোৎপত্তির কোন সহায়তা করে না এবং বিশুদ্ধ গর্ভেরও কোন কারণ হয় না; বরং বিকৃতগর্ভের কারণ হইয়া থাকে।

ইহার প্রমাণস্বরূপ সুশ্রুতে লিখিত হইয়াছে যে, অতিশয় কামভাবাপন্ন দুইটী স্ত্রী পরস্পর উপগত হইয়া কোনপ্রকারে পরস্পর শুক্রত্যাগ করিলে অস্থিরহিত সন্তান হয়। স্ত্রীদিগের শুক্রধাতু গর্ভোৎপত্তির উপযোগী নহে, আর্ত্তবধাতুই গর্ভোপযোগী। কিন্তু এই শুক্রধাতুই স্ত্রীদিগের বল, বর্ণের প্রসন্নতা এবং শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে।

আহারজাত রস পরিপাক হইয়াই যদি শুক্রের উৎপত্তি হয় তবে বাজীকরণ ঔষধের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায় যে বাজীকরণ ঔষধসকল স্বীয়প্রভাবে এবং গুণের উৎকর্ষতা হেতু বিরেচক দ্রব্যের ন্যায় সদ্য সদ্য কার্য্যকারী। (ভাবপ্রকাশ)

শুক্রই একপ্রকার জীবন। যাহাতে শুক্রধাতু অধিক পরিমাণে ক্ষয় না হয়, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শুক্রধাতু ক্ষয় হইলে রতিশক্তি অধিক, মেঢ্র ও মুষ্কদেশে বেদনা এবং অতি বিলম্বে রক্তের সহিত অল্পশুক্র স্খলন হইয়া থাকে। বলহ্রাস, শরীর নিস্তেজ এবং মেধাশক্তি বিনষ্ট হয়।

শুক্রক্ষয়কারক দ্রব্য—সার্ষপতৈল, রাজমাস, তিল, পটোল, বাস্তুকশাক, কাকমাচী, পুনর্নবা শাক ভিন্ন সকলপ্রকার শাক, সকলপ্রকার অম্লদ্রব্য, কারবেল্লফল, কর্কোটকফল, বাদাম, লিকুচ, শুষ্কমরিচ, গুড়ত্বক্, পিপুল ও শুণ্ঠী ভিন্ন কটুরস, এইসকল দ্রব্য শুক্র ক্ষয়কারক।

শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য—পানীয়, বিশেষতঃ হৈমন্তিক জল, তালাম্বু, চন্দনাদি দ্রব্যানুলেপন, রক্তশালিধান্য, হৈমন্তিক ষষ্টিক ধান্য, গোধূম, মাষ, সামান্য নারীচপত্রশাক, সামান্য শুষ্কনারীচপত্রশাকজল, কলম্বীশাক, কাকমাচীশাক, গোক্ষুরশাক, মুঞ্জাতক, বার্ত্তাকু, বিদারী, হস্ত্যালুকা, মধ্বালুক, পক্বাম্র, দুগ্ধাম্র, নাগরঙ্গ, বহুবারফল, পক্বকণ্টাকল, কণ্টাফলাস্থি, পক্বতাল, পক্বকদলী, চম্পকদল, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ধাত্রী, কুষ্মাণ্ডমজ্জা, সকলপ্রকার মৎস্য বিশেষতঃ বৃহৎমৎস্য, সমুদ্রমৎস্য, রোহিতমৎস্য, ভাকুটমৎস্য, পাঠীনমৎস্য, ভেকটিমৎস্য, চিত্রফলমৎস্য, বাউশমৎস্য, মদ্গুরমৎস্য, বর্ম্মিমৎস্য, ফলীমৎস্য, চিঙ্গটমৎস্য, পর্ব্বতমৎস্য, এলঙ্গমৎস্য, শকলীমৎস্য, চম্পকুন্দমৎস্য, প্রোষ্ঠীমৎস্য, দগ্ধমৎস্য, মাংসমাত্র বিশেষতঃ প্রসহামাংস, ভূশয়ামাংস, অনূপমাংস, জলজমাংস, জলচরমাংস, ছাগমাংস, বারাহমাংস, কূর্ম্মমাংস, তিত্তির, কুলিঙ্গ, চটকমাংস, হংসমাংস, হংসবীজ, শুকপক্ষিমাংস, ময়ূর, শরারি, মদ্গু, কাদম্ব, বলাকা ও বকমাংস, জীর্ণমস্ত, সমস্তক্ষীর, বিশেষতঃ গোদুগ্ধ, হস্তিনীদুগ্ধ, দুগ্ধসন্তানিকা, মহিষদধি, দধিসর, দধিমস্ত, নবনীত, ঘৃতমাত্র, সকলপ্রকার ইক্ষু, বিশেষতঃ পৌণ্ড্রকেক্ষু, দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস, ইক্ষুফানিত, ইক্ষুগুড়, ইক্ষুখণ্ড, মধুরী, শুষ্কপিপ্পলি, শুণ্ঠী, আর্দ্রক, লশুন, পলাণ্ডু, সৈন্ধব, অম্ল, সতৈল লবণান্বিত দগ্ধ মৎস্য, মাংসরস, পরিশুষ্কাখ্যমাংস, ঘৃতপূর, মধুমস্তক, দুগ্ধফেনক, ভূশয্যা, এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, সামান্যবলা, বিশেষতঃ পীতবলা, অশ্বগন্ধা, প্রসারণী, মাষপর্ণী, রুদন্তীবৃক্ষ, রাজবৃক্ষফল ও শিলাজতু। (রাজবল্লভ)

বায়ুদোষ—শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইলে তাহা অরুণ কৃষ্ণাদি বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং তাহা সূচীবেধবৎ বেদনায় নিপীড়িত হইয়া থাকে। পিত্তদোষ—পিত্তকর্ত্তৃক শুক্র দূষিত হইলে তাহার পিত্তজন্য বর্ণ ও বেদনা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মদোষ—কফদ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহার শ্লেষ্মজন্য বর্ণ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ এবং বেদনা ও কণ্ডূ প্রভৃতি হইয়া থাকে। রক্তদোষ—রক্তদ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহা শোণিতজন্য বর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট এবং উহা শবের ন্যায় পূতিগন্ধযুক্ত ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বাতশ্লেষ্মদোষ—বাতশ্লেষ্ম দ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহা গ্রন্থির ন্যায় অর্থাৎ গাঁইটের মত শক্ত হইয়া থাকে। পিত্তশ্লেষ্মদোষ—পিত্তশ্লেষ্ম দ্বারা শুক্র দূষিত হইলে তাহা পূতিগন্ধময় পূয়ের ন্যায় হইয়া থাকে। বাতপিত্তদোষ—বাতপিত্তকর্ত্তৃক শুক্র দূষিত হইলে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সন্নিপাতদোষ—বাতাদি ত্রিদোষকর্ত্তৃক শুক্র দূষিত হইলে মূত্র ও পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার দুষ্টশুক্রের মধ্যে কুণপ গন্ধ, গ্রন্থীভূত, পূতিপূয়সদৃশ ও ক্ষীণশুক্র কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং যে শুক্র মূত্র ও পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, তাহা অসাধ্য। ইহা ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শুক্রদোষ সাধ্য।

শুক্রদোষের চিকিৎসা—শুক্র প্রথমোক্ত তিনটী দোষে অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফদ্বারা দূষিত হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগ বা উত্তরবস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। শুক্রে কুণপ গন্ধ থাকিলে ধাইফুল, খদিরকাষ্ঠ, দাড়িম ফলের ছাল ও অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও কষায়সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বা শালসারাদিগণীয় দ্রব্যসমূহের কল্ক ও ক্বাথ সহ গব্য ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ঐ দোষ নিরাকৃত হয়।

শুক্র গ্রন্থীভূত হইলে রোগীকে শটীর কল্ক ও কষায় সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলে প্রশমিত হয়, অথবা গব্য ঘৃত ৪ সের, পলাশভস্ম ৮ সের, জল ১২৮ সের, পাকশেষ ৬৪ সের। ৭ বার পরিস্রুত করিয়া একত্র পাক করিতে হয়। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে ভোজন করিলে উহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

শুক্র পূয় সদৃশ দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইলে পরুষকাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণের কল্ক ক্বাথসহ ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। শুক্র ক্ষীণ হইলে শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য সকল ও শুক্রবর্দ্ধক ঔষধাদি সেবন করিতে হয়। শুক্র বিষ্ঠা ও মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে চিতার মূল, বেণার মূল ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উহা আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত)

(পুং) ২ গ্রহবিশেষ, শুক্র গ্রহ। নবগ্রহের মধ্যে শুক্র পঞ্চম গ্রহ। পর্য্যায়—দৈত্যগুরু, কাব্য উশনাঃ, ভার্গব, কবি, আস্ফুজিৎ, শতপর্ব্বেশ, ভৃগুসুত, ভৃগু, ষোড়শার্চ্চিঃ, মঘাভূ, শ্বেত, শ্বেতরথ, ষোড়শাংশু। (জটাধর)

গ্রহদিগের মধ্যে শুক্র শুভগ্রহ। এই গ্রহ যদি দুঃস্থ না হয়, তাহা হইলে মানবের এই গ্রহের দশায় শুভ হইয়া থাকে।

শুক্রের কারকতা প্রভৃতির বিচার জ্যোতিঃশাস্ত্রে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—

শুক্রের কারকতা—শুক্র সুখ, শ্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, ভগিনী, স্ত্রী, সঙ্গীত ও কবিতা-শক্তিকারক। এই গ্রহের আনুকূল্যে মানবগণ ভূতত্ত্ব ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে। ইহা দ্বারা সুন্দরী স্ত্রী, নট, নটী, গায়ক, চিত্রকর, বস্ত্রাদিরঞ্জনকারী, শৌণ্ডিক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা প্রভৃতির বিবরণ অবগত হওয়া যায়। শুক্র গ্রহ ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী ভোজদেশের অধিপতি। এই গ্রহ অগ্নিকোণে বলবান্।

অবয়ব—মানব দেহে শুক্রের ভাগ অধিক হইলে সৌম্যমূর্ত্তি, মধ্যাকার, উজ্জ্বল নয়ন, উন্নত নাসিকা, গণ্ড ও চিবুক মধ্যস্থিত কূপ প্রচুর ও চিক্কণ কেশযুক্ত হয়।

স্বভাব—জন্মকালে শুক্র অনুকূল থাকিলে জাতক আমোদ, সুগন্ধি ও সঙ্গীতপ্রিয়, ধীর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সামাজিকতাসম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জনকারী, রমণীবল্লভ, এবং যাত্রা মহোৎসবে উৎসাহী হয়। শুক্র বিগুণ হইলে মানব বিদ্যাহীন, লম্পট, কাপুরুষ, রমণদূত, নীচ সঙ্গরত, মাদকপ্রিয় ও সম্মান-বোধশূন্য।

ব্যাধি—শুক্র গ্রহের বৈগুণ্য বশতঃ শুক্র বিগুণ হইলে ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীর্য্যহীনতা, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, গর্ভাশয়ের রোগ ও সমস্ত নিন্দনীয় পীড়া হইয়া থাকে।

কার্য্য—শুক্র অনুকূল হইলে মানবশাস্ত্র, সঙ্গীত, পট্টবস্ত্র বা রত্নব্যবসায়ী, সুকবি, চিত্রকর, কিংবা রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ হইয়া থাকে। শুক্র প্রতিকূল হইলে মালাকর, গন্ধবণিক, স্ত্রীলোকের বসন, ভূষণ কিংবা চিত্রবিক্রেতা, নট, শৌণ্ডিক, ঘটক বা রমণদূত হয়।

শ্বেত অশ্ব, মেষ, বৃষ, ছাগ, চটক, পারাবত, ঘুঘু, এবং মনোহর স্বরবিশিষ্ট পক্ষিগণ শুক্রের প্রিয়। রামবাসক, তমাল, আমলকী, চম্পক, গুবাক, মোদ, উদুম্বর, কাবাবচিনি, শাণ, এলাচি, দারুচিনি, গন্ধপুষ্প ও লতা প্রভৃতিও শুক্রের প্রিয়। শুক্রের প্রীতি ও শান্তির নিমিত্ত হীরক প্রশস্ত, ধাতুর মধ্যে রৌপ্য ও বঙ্গ ইহার প্রিয়। ইহার বর্ণ শুক্ল। মীন রাশি শুক্রের উচ্চ স্থান। মীনের ২৭ অংশে শুক্র অবস্থান করিলে সুচ্চ বলা যায়। এইরূপ কন্যা রাশি শুক্রের নীচ স্থান, এবং ২৭ অংশ ইহার সুনীচ। বৃষ ও তুলা রাশি শুক্রের স্বগৃহ।

শুক্র সুচ্চাংশে অবস্থিত হইলে বিশেষ বলবান্ এবং তখন বিশেষ শুভ ফলপ্রদ হয়। নীচ কিংবা সুনীচাংশ স্থিত হইলে অশুভ ফল প্রদান করে, বিশেষতঃ জাত ব্যক্তির উচ্চস্থান হইতে অধঃপতন প্রায় ঘটিয়া থাকে।

শুক্র গ্রহের সরল, শীঘ্র, মন্দ, বক্র, অতিবক্র, অতিচার ও মন্দাতিচার এই ৭ প্রকার গতি আছে। এই গ্রহ ২২৪ দিন, ৪২ দণ্ড ও ৩পলে রাশিচক্র একবার ভ্রমণ করে। কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সূর্য্যের ৪৭ অংশ, ৪৮ কলার মধ্যে স্বকীয় কক্ষায় উহাকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। প্রায় ২৯০ দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে এবং উক্ত পরিমিত দিন সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিগোচর হয়। এ নিমিত্ত প্রাতঃকালে উদিত হইলে ইহাকে শুকতারা এবং সায়ংকালে উদিত হইলে সন্ধ্যাতারা কহে। ইহার দৈনিক শীঘ্র গতি ১ অংশ, ১৬ কলা, ৭ বিকলা, ৪৪ অনুকলা। ৪২ দিন বক্রগতি এবং ৩৪ দিন স্থিরস্থিতি।

শুক্র জন্মরাশি প্রভৃতিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন প্রকার ফল হইয়া থাকে। শুক্র জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে সুখবৃদ্ধি, আমোদ প্রমোদে কালযাপন, সাংসারিক কুশল ও আত্মীয়গণের সহিত সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় স্থানে আসিলে অর্থ ও বসন ভূষণাদি লাভ হয়, তৃতীয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখে কাল যাপন ও ভ্রমণজনিত আনন্দ লাভ করে। চতুর্থে স্বচ্ছন্দতা ও অর্থলাভ, পঞ্চমে বিলাস, প্রণয় বৃদ্ধি, সাংসারিক কুশল, ও সন্তানাদি লাভ, ষষ্ঠে রোগ ও শত্রুবৃদ্ধি, সপ্তমে স্ত্রীলোকদিগের সহিত কলহ, প্রণয়ভঙ্গ, মনের চাঞ্চল্য, কলহ, ধনক্ষয়, শারীরিক অত্যাচার ও শুক্রদোষজনিত পীড়া হয়। অষ্টমে অর্থ লাভ, বিশেষতঃ স্ত্রীধনপ্রাপ্তি, নবমে সুখবৃদ্ধি ও নানা প্রকার লাভ, দশমে স্ত্রীদিগের সহিত বিচ্ছেদ, কলঙ্ক ও অব্যবস্থিতচিত্ত, একাদশে স্ত্রীলোকের সাহায্যে অর্থলাভ, আত্মীয়গণের সহিত সৌহার্দ্দবৃদ্ধি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ এবং দ্বাদশে অর্থাগম ও সুখলাভ হইয়া থাকে।

শুক্রের শুভাশুভ ফল স্থির করিতে হইলে প্রথমে শুক্র দক্ষিণ বেধে শুদ্ধি আছে কি না তাহা দেখিতে হয়, শুক্র দক্ষিণ বেধে শুদ্ধ হইলে শুভ ফল হইয়া থাকে।

এই গ্রহের স্বরূপ—শুক্রগ্রহ জলদ সদৃশ নীলবর্ণ, শ্লেষ্মাতিশয় যুক্ত, বায়ুপ্রধান, পদ্মপলাশলোচন, অলস বাহুশালী, রজোগুণা-বলম্বী, অতিকামী, গর্ব্বিত, গজকামী ও অধিক শুক্রবিশিষ্ট হয়।

লগ্নাদ দ্বাদশস্থানে শুক্র অবস্থান করিলে নিম্নোক্ত ফল হইয়া থাকে। যথা—লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান্, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনাযুক্ত, শিল্পশাস্ত্র-বিশারদ, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যদি তুলা লগ্নে শুক্র অবস্থিত হয় ও কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে জাতক সাতিশয় সুরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে মানব নীচ সঙ্গপ্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াসক্ত ও পরস্ত্রীরত হয়।

দ্বিতীয় অর্থাৎ ধন স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক স্বীয় বিদ্যা

বা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কিংবা মন্ত্র বা গন্ধদ্রব্য, ও পট্টবস্ত্র প্রভৃতি ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ লাভ করে।

তৃতীয় স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক সুন্দরী ভগিনীযুক্ত, বিদ্যানুশীলনে বিরত, ললনাশক্ত, ভীরু ও অসহিষ্ণু হয়।

চতুর্থ স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, সুশীল, বিনীত, নির্ব্বিরোধ ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। সে ব্যক্তি অপূর্ব্ব আলয়, উত্তম বাহন, ও নানা সুখ ভোগ করে।

পঞ্চম স্থানে শুক্র অবস্থিতি করিলে জাতক কন্যাসন্ততি-বিশিষ্ট, ললনাসক্ত, বিলাসী, রহস্যকারক, বিদ্বান্, কাব্যপ্রিয়, শাস্ত্রবেত্তা, গুণবান, ধনবান্ ও সুবিখ্যাত হয়। ঐ শুক্র পাপ দৃষ্ট না হইলে লোকে উত্তম স্ত্রীলাভ করিয়া থাকে। শুক্র অস্ত-গত বা নীচস্থ হইয়া ষষ্ঠস্থানে অবস্থিতি করিলে জাতক বিদ্যাহীন, ভীরু, স্ত্রী শত্রুযুক্ত, ও নিন্দনীয় পীড়াক্রান্ত হয়। ঐ শুক্র তুঙ্গী বা স্বক্ষেত্রগত হইলে জাত ব্যক্তি বহুভৃত্য, ভগিনী ও কন্যা-সন্ততি যুক্ত, নির্ব্বিরোধ ও স্ত্রীবশতাপন্ন হয়।

সপ্তম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতকের মনোরমা পত্নী লাভ হয় এবং ঐ জাতক গুণবান্, বিলাসী, আমোদপ্রিয় ও রহস্যকারী, হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শুক্র শনি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ঐ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াসক্ত, পরস্ত্রীরত ও দুঃশীলা রমণীর পতি হয়।

অষ্টম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতকের স্ত্রীলোক হইতে ধনলাভ, কিন্তু কলত্র, ভগিনী বা কন্যা নাশ হয় এবং তাহার বিদ্যানু-শীলনে ব্যাঘাত ও বহুমূত্র কিংবা শুক্রজনিত পীড়া অথবা কোন নিন্দনীয় রোগ হইতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা থাকে।

নবম স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য বিদ্বান্, শিল্পবিদ্যানুরাগী, বাণিজ্যকুশল, বিনীত, ভাগ্যবান্ এবং ধর্ম্মরত হয়। কিন্তু ঐ শুক্র পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত ফল হয়।

দশম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক স্ত্রীধনসম্পন্ন, জ্যোতিষ কিংবা বিজ্ঞানশাস্ত্রানুরাগী, সদালাপী, লোকরঞ্জন ও সঙ্গীত-প্রিয় হয়। কিন্তু ঐ শুক্র পাপদৃষ্ট হইলে শৌণ্ডিক বা স্ত্রীভূষ-ণাদি বিক্রেতা হয়।

একাদশ স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক সঙ্গীতপ্রিয়, উপার্জ্জন-ক্ষম, গুণসম্পন্ন, স্বজনরঞ্জন, স্ত্রীমিত্রযুক্ত, সুশ্রী, বিলাসী ও ভোগী হয়।

দ্বাদশ স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য ললনাযুক্ত, প্রমোদী ও বিলাসী হয়।

এই গ্রহ যদি জন্মকালে বক্রী থাকে, তাহা হইলে শুভ ফলের স্থায়িত্ব হয় এবং যদি অশুভ গৃহাধিপতি হইয়া শুক্র শুভগৃহে থাকে, তাহা হইলে শুভাশুভ উভয় গৃহেরই ফলোৎপাদন করে।

বুধ ও শনিগ্রহ শুক্রগ্রহের মিত্র, রবি ও চন্দ্র শত্রু এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি সম। সুতরাং শুক্র গ্রহ মিত্র ক্ষেত্রে অবস্থান, কিংবা মিত্রের সহিত একত্র স্থিত হইলে শুভ ফলদাতা হয়, ঐরূপ শত্রুগৃহে অবস্থান বা শত্রুর সহিত একত্র অবস্থিতি করিলে অশুভ হইয়া থাকে। সমগ্রহের গৃহে অবস্থান ও তাহাদের সহিত অবস্থিতি করিলে সমরূপ ফল লাভ হয়।

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে শুক্র অবস্থান করিলে যে ফল হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

মেষরাশিতে শুক্র থাকিলে রোগার্ত্ত, বহুদোষযুক্ত, বিরোধশীল, পরাঙ্গনাচোর, ঈর্ষাযুক্ত, বন ও পর্ব্বতে বিচরণকারী, স্ত্রীর জন্য বন্ধনগ্রস্ত, নীচ, কঠোর, সেনানায়ক, বিশ্বাসী ও দাম্ভিক হয়।

বৃষরাশিতে শুক্র থাকিলে অনেক যুবতীসেবিত, ধনী, কৃষীবল, গন্ধবস্ত্রদাতা, বন্ধুপোষক, সুন্দর আকৃতি, বিদ্বান্; বহুসন্ততিবিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী ও গুণদ্বারা সকলের প্রধান এবং পরোপকারী।

মিথুন রাশিতে শুক্র থাকিলে বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন, বিখ্যাত, বাগ্মী, আলেখ্য ও লেখ্যনিরত, কার্য্যপটু, বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতি সাধু ব্যবহারকারা, গীতশাস্ত্রে নিপুণ, সুহৃজ্জন-যুক্ত, দেবদ্বিজানুরত ও দয়াশীল হয়।

কর্কট রাশিতে শুক্র থাকিলে রতিধর্ম্মরত, পণ্ডিত, মৃদু স্বভাব, গুণীদিগের অগ্রণী, সুখী, প্রিয়দর্শন, সুনীতিপরায়ণ, স্ত্রী বা পানদোষ প্রভাবে ব্যাধিপীড়িত ও নিজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া থাকে।

সিংহ রাশিতে শুক্র থাকিলে যুবতীদিগের উপাসনা দ্বারা ধন সুখ ও আমোদলাভকারী, লঘুসত্ব, বন্ধুপ্রিয়, বিচিত্র সুখ বিশিষ্ট, পরোপকারী, গুরু, দ্বিজ ও আচার্য্য পোষণে রত, এবং স্বীয় কার্য্যে অমনোযোগী হয়।

কন্যা রাশিতে শুক্র থাকিলে ক্ষুদ্রচেতা, মৃদু, নিপুণ, পরোপসেবী, কলাবিজ্ঞাতা, স্ত্রীভূষণাদি কাতর, প্রণয়যুক্ত, বিফল-চেষ্ট, স্ত্রীদোষদূষিত, প্রণয়ী, দীন, সুখভোগবিহীন, তীর্থ ও সভা প্রভৃতির হিতকারী হয়।

তুলা রাশিতে শুক্র থাকিলে শ্রমলব্ধ বিত্তদ্বারা ধনী, শূর, বিচিত্র মাল্যাম্বরধারী, বিদেশরত, সুদুষ্কর কর্ম্মনিপুণ, রক্ষণশীল, মনোহর, সৎকর্ম্মকারী, দ্বিজ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা লব্ধকীর্ত্তি, পণ্ডিত ও সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র থাকিলে বিদ্বেষরুচি, নিষ্ঠুর, গর্ব্বিত অতি শঠ, শত্রুদমনকারী, শ্রেষ্ঠ, কুলটাদ্বেষী, বন্ধনগ্রস্ত, দরিদ্র, গর্হিতকার্য্যকারী ও সমস্ত গুপ্ত রোগগ্রস্ত হয়।

ধনুরাশিতে শুক্র থাকিলে উত্তম কর্ম্ম দ্বারা ধনী ও খ্যাত,

সকলের প্রিয়, সুন্দর আকৃতি, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, স্ত্রীসৌভাগ্য-যুক্ত, রাজমন্ত্রী, সকলের প্রধান, সাধুগণের পূজ্য ও সুকবি হয়।

মকর রাশিতে শুক্র থাকিলে ব্যায়ামকাতর, দুর্ব্বলদেহ, বেশ্যাসক্ত, কাসরোগাক্রান্ত, ধনলুব্ধ, মিথ্যাবাদী, বঞ্চক, ক্লীব-ভাবাপন্ন, দুঃখী, মূর্খ ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়।

কুম্ভ রাশিতে শুক্র থাকিলে সর্ব্বদা বিফল কার্য্যে নিযুক্ত, বেশ্যাসক্ত, স্বধর্ম্মত্যাগী, গুরু ও পুত্রের সহিত সদা কলহকারী, স্থান, ভূষণ ও ভোগরহিত এবং বলবান্ হয়।

মীনরাশিতে শুক্র থাকিলে দাক্ষিণ্যযুক্ত, দানশীল, গুণবান্, ধনী, শত্রুবিজেতা, লোকবিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ, রাজপ্রিয়, স্বজন-প্রতিপালক, পণ্ডিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানবান্ হয়। মীনরাশি শুক্রের তুঙ্গ স্থান, সুতরাং এই স্থানে শুক্র থাকিলে সকল প্রকার শুভ ফল হয়। শুক্র স্বাভাবিক যে সকল ভাবকারক, সেই সকল ভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শুক্র দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত হইয়া উক্তরূপ ফল প্রদান করে বটে, কিন্তু ঐ সকল রাশিতে অবস্থিতি কালে রব্যাদি গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ফলের ভিন্নতা হয়। যথা—

শুক্র মঙ্গলের গৃহে অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক হইতে দুঃখী, এবং স্ত্রীলোক দ্বারা সুখ নষ্ট ও ধনী হয়। ঐ শুক্র যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উদ্ধত, চপল, কামাতুর ও অধম যুবতীর ভক্ত হয়। ঐ শুক্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধন, সুখ ও মানহীন, দীন, পরাকাঙ্ক্ষী ও মলিনবেশধারী, বুধ দেখিলে মূর্খ, প্রগণ্ড, অনার্য্যভাবসম্পন্ন, বন্ধুদিগের অনিষ্টকারী, বিনয়হীন, চৌর, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ও ক্রূর, বৃহস্পতি দেখিলে বিনয়ী, উত্তম পত্নীযুক্ত, সুন্দর ও আয়তদেহ এবং বহু পুত্রযুক্ত; শনি দেখিলে অতিশয় মলিন দেহ, নির্ধন, লোকসেবক ও চৌর হয়।

স্বগৃহ স্থিত শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তমস্ত্রীসম্পন্ন এবং স্ত্রীহেতুক নির্জিত হয়। ঐ শুক্র চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখী, ধনী ও উত্তম পত্নীযুক্ত, গুণবান্ পুত্রবিশিষ্ট, ধার্ম্মিক ও সুন্দরকান্তি, মঙ্গল দেখিলে দুঃশীলা স্ত্রীর ভর্ত্তা, স্ত্রীলোকের জন্য সম্পত্তিবিহীন ও অতিশয় কামুক, বুধ দেখিলে সুন্দর আকৃতি, মধুরভাষী, ভাগ্যবান্, ধৈর্য্যশীল, সুখী, বলবান্, সর্ব্বগুণান্বিত ও বিখ্যাত। বৃহস্পতি দেখিলে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন ও বাহনবিশিষ্ট এবং অতিশয় চেষ্টাযুক্ত, শনি দেখিলে অল্প সুখ ও অল্প ধনসম্পন্ন, দুঃশীল, অসতী স্ত্রীর পতি ও সর্ব্বদা পীড়িত হয়।

বুধের গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নৃপতি, জননী ও স্ত্রীগণের প্রিয় এবং ধনী ও সুখী হয়। ঐ শুক্র চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষ্ণচক্ষুঃ, স্নকেশযুক্ত, কমনীয় মূর্ত্তি, মৃদুস্বভাব, সুন্দরভাগ্যযুক্ত, উহাকে মঙ্গল দেখিলে অতি কামুক এবং যুবতী স্ত্রীর জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়। বুধ দেখিলে পণ্ডিত, মধুর-ভাষী, ধনবান্, উত্তম ভাগ্যযুক্ত, গণাধ্যক্ষ ও প্রভু; বৃহস্পতি দেখিলে অতি দুঃখী, প্রাজ্ঞ, আচার্য্য এবং শনি দেখিলে অতি দুঃখী, খলদ্বারা পরাভূত, চপল, দ্বেষা ও মূর্খ হয়।

চন্দ্রের গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কর্ম্ম-কুশলা, কোপনস্বভাবা ও ধনযুক্ত এবং পত্নী তাহার ধনে ধনী হইয়া থাকে। ঐ শুক্র চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অগ্রে কন্যা জন্মে, এবং জাতক অধিক সন্ততিবিশিষ্ট, উত্তম ভাগ্যবান্ ও মলিনদেহ হয়; মঙ্গল দেখিলে সুন্দর কলাবেত্তা, অতি ধনী, স্ত্রীহেতুক দুঃখী, সুখী ও বন্ধুগণের বৃদ্ধিকর; বুধ দেখিলে বিদুষী ভার্য্যাযুক্ত, বন্ধুর নিমিত্ত দুঃখভাগী, অসুখী, ধনহীন ও প্রাজ্ঞ, বৃহস্পতি দেখিলে সর্ব্বদা ধন, পুত্র, ভৃত্য, বাহন, বন্ধুবিশিষ্ট ও রাজপ্রিয়; শনি দেখিলে স্ত্রীনির্জিত, দরিদ্র, পণ্ডিত, রূপহীন, চপলস্বভাব ও সুখবিহীন হইয়া থাকে।

রবির গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া যদি শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঈর্ষাযুক্ত, কন্যাপ্রিয়, কামার্ত্ত, যুবতী নিমিত্ত ধনী হয়। ঐ শুক্র যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মাতা সপত্নীর এবং জনক যুবতীস্ত্রীর জন্য সর্ব্বদা দুঃখিত হন, নিজে ধনী এবং বুদ্ধিমান্ হয়। ঐ শুক্রকে মঙ্গল দেখিলে রাজ-পুরুষ, বিখ্যাত, যুবতী স্ত্রীর কার্য্যপ্রিয়, ধনী, ভাগ্যবান্ এবং পরদাররত; বুধ দেখিলে লোভী, পরদারপরায়ণ, শূর, শঠ, মিথ্যাবাদী ও ধনী; বৃহস্পতি দেখিলে বাহন, ধন, ও ভৃত্যযুক্ত এবং বহুদারপরিগ্রহণশীল; শনি দেখিলে নৃপতি বা রাজতুল্য, বিখ্যাত, কোষবাহন, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, রণ্ডাপতি, সুন্দররূপবিশিষ্ট ও দুষ্টপুত্রবিশিষ্ট হয়।

বৃহস্পতির গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অতিশয় ক্রূর, অত্যন্তশূর, পণ্ডিত, ধনী ও বিদেশ গামী হয়। যদি ঐ শুক্র চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিখ্যাত রাজপুরুষ, ভোগী, লুব্ধ ও বলহীন হয়। ঐ শুক্রকে মঙ্গল দেখিলে স্ত্রীদ্বেষ্টা ও সুখী; বুধ দেখিলে আভরণ, ভূষণ, অন্ন, পান, বস্ত্র বাহনযুক্ত এবং ধনী; বৃহস্পতি দেখিলে হস্তী, ও গোধন-যুক্ত, অনেক পুত্রকলত্রবিশিষ্ট, সুখী ও ধনশালী; শনি দেখিলে সুখী, সর্ব্বদা রোগী এবং ধনবান্ ও শূর হইয়া থাকে।

শনির গৃহে শুক্র অবস্থিত হইয়া রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মহা-বীর্য্যবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। ঐ শুক্র চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তেজস্বী, রূপবান্, উত্তমভাগ্যবিশিষ্ট ও কমনীয়মূর্ত্তি হয়। ঐ শুক্রকে মঙ্গল দেখিলে সম্পত্তিবিনষ্টকারী, বহুল অনর্থযুক্ত, রোগী, শ্রমতপ্ত ও বৃদ্ধবয়সে সুখী, বুধ দেখিলে বস্ত্র, মালা ও

গন্ধপ্রিয়, সুন্দর আকৃতি, গীতবাদ্যকুশল, ও সুন্দরী পত্নীবিশিষ্ট, বৃহস্পতি দেখিলে বুদ্ধিমান্, রত্নপ্রিয়, ও সুখী; শনি দেখিলে শ্রেষ্ঠ বাহন, অর্থ ও ভোগবিশিষ্ট এবং শোভাহীন হয়।

উপরে যে দৃষ্টির বিষয় লিখিত হইল, ইহা পূর্ণ দৃষ্টি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঊর্দ্ধদৃষ্টি বা ত্রিপাদ দৃষ্টিবিষয়ে উক্তরূপ সম্পূর্ণ ফল হইবে না।

শুক্ররিষ্ট—কর্কট ও সিংহরাশি যদি জাতবালকের জন্মলগ্নের দ্বাদশ, ষষ্ঠ, কিংবা অষ্টমরাশির কোন এক রাশি হয়, এবং উহাতে শুক্রগ্রহ থাকে, পাপগ্রহসকল ঐ শুক্রকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে জাতবালকের ৬ বৎসর মধ্যে মৃত্যু হয়।

ইহা ভিন্ন শুক্রের শয়নাদি দ্বাদশভাবও বিচার করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। কারণ ভাবফলও বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এই ফলের বিষয় ফলিত জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—

লগ্ন হইতে সপ্তম কিংবা একাদশস্থানে শুক্র শয়নভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি নানাবিধ সুখভোগ করে, জীবন মধ্যে কখন দরিদ্র হয় না। তাহার অধিক সন্তান হয়। শুক্র যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অল্পসংজ্ঞক পুত্র জন্মে। আর যদি সপ্তম বা একাদশ স্থানে না থাকিয়া অন্যস্থানে নিদ্রাভাবে থাকে, তাহা হইলে সেই জাতক বিদ্বান্, ধনী, ধার্ম্মিক ও নানাবিধ সুখসম্পন্ন হয়, কিন্তু তাহার পুত্র নাশ হইয়া থাকে।

শুক্রের উপবেশনভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক ধনী ও ধার্ম্মিক হয় এবং তাহার দক্ষিণাঙ্গে ক্ষত চিহ্ন ও সন্ধিস্থানে বেদনা থাকে। ঐ শুক্র যদি তুঙ্গগত বা স্বক্ষেত্রগত হয়, তাহা হইলে জাতক অতি দাতা ও সুখী হয়।

জন্মকালে শুক্র নেত্রপাণিভাবে অবস্থিত থাকিলে, জাতকের চক্ষু বিনষ্ট হয় এবং যদি সপ্তমস্থানে ঐ ভাবে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চক্ষুনাশ ঘটে। এই ভাবে কর্ম্মস্থানে থাকিলে এতদূর দরিদ্রতা হয় যে তাহাতে সমুদ্রও শোষণ করে। এই সকল স্থান ভিন্ন অন্যস্থানে উক্ত ভাবে থাকিলে জাতকের দুইটী পত্নী ও নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্য হয়।

শুক্র লগ্নস্থানে, দ্বিতীয়ে, সপ্তমে কিংবা নবমগৃহে প্রকাশভাবে থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক ও বিশুদ্ধ হয়। ঐ শুক্র তুঙ্গগত বা মিত্র ক্ষেত্রগত হয়, তাহাহইলে প্রসূতবালক রাজ্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে জাতক সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত, নিয়ত বিদেশবাসী, দুঃখভোগী ও নৃত্যকর্ম্মে রত হয়।

জন্মকালে শুক্র গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে জাতকের ভ্রাতৃনাশ ও মাতৃবিয়োগ হয়, এবং বাল্যকাল হইতেই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

জন্মকালে শুক্র গমনভাবে থাকিলে সকল কার্য্যে উৎসাহী, শিল্পকর্ম্মে নিপুণ, তীর্থগমনে রত এবং তাহার গুল্ফদেশে ক্ষতচিহ্ন থাকে।

জন্মকালে শুক্র স্বভাবস্থিতিভাবে থাকিলে মানব রাজমন্ত্রী, ধনী ও সকল কার্য্যে দক্ষ হয়, কিন্তু তাহার শূলরোগ হয়। ঐ শুক্র যদি অরিগৃহবাসী বা অরির সহিত একত্রাবস্থিত থাকে, অথবা শত্রুকর্ত্তৃক পূর্ণেক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বস্ব নাশ ও নানাপ্রকার ব্যাধি হয়।

শুক্র জন্ম সময়ে আগমনভাবে থাকিলে মানব দুঃখী, বহুভাষী, দদ্রুরোগী, পুত্রশোকাতুর ও নরাধম হয়। ঐ শুক্র রিপুগৃহগত বা রিপুর সহিত একত্রাবস্থিত বা রিপুকর্ত্তৃক বীক্ষিত হইলে তাহার সর্ব্বসম্পত্তি নাশ, বিশেষতঃ স্ত্রী ও পুত্র নাশ হয়। আগমনভাবস্থ শুক্র লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, দশম, চতুর্থ অথবা অষ্টমগৃহে থাকিলে মানব সকলপ্রকার দুঃখের ভাজন হয়, ইহাতে আর কোনরূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

জন্মকালে শুক্র ভোজনভাবে থাকিলে জাতক বলবান্, ধার্ম্মিক, বাণিজ্য বা চাকরীলব্ধ ধনে অতিশয় ধনবান্, মন্দাগ্নিযুক্ত, পিত্তশূলরোগী, শিরোরোগী, সর্ব্বদা পীড়িত ও বিদেশবাসী হয়।

শুক্র নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে জাতক বাগ্মী হয় এবং দিন দিন তাহার কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঐ শুক্র যদি নীচগৃহস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মূর্খ হয়। যদি উক্ত শুক্র স্বীয় তুঙ্গস্থান অথবা স্বক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজমন্ত্রী, মহাবলশালী, কামুক, অনেক স্ত্রীবিশিষ্ট, সর্ব্বদা পরস্ত্রীরত, শ্যামবর্ণ, মানী ও ধনী হয়।

জন্মকালে শুক্র কৌতুকভাবে থাকিলে মানব ধনবান্, সাত্ত্বিক, অতিশয় আহ্লাদযুক্ত, উত্তমবক্তা, সর্ব্বদা কৌতুককারী, বহুপুত্র ও বহুকলত্রযুক্ত এবং নানাপ্রকার সুখবিশিষ্ট হয়। কিন্তু যদি ঐ শুক্র নীচস্থানস্থিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলসমূহের বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

শুক্রের নিদ্রাভাবে জন্ম হইলে মানব নিয়ত ক্লেশযুক্ত, রোগী, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ এবং স্থূলদেহযুক্ত হয়, কিন্তু ঐ শুক্র যদি তাহার মিত্রক্ষেত্রে থাকেন, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বসম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

এই রূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের ফল স্থির করিয়া গ্রহের শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়।

শুক্রের ক্ষেত্রফল—শুক্রের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক বাণিজ্যকুশল, ধীর, বিষয়ী, প্রিয়দর্শন ও নৃত্যগীতানুরক্ত হইয়া থাকে।

শুক্রের দ্রেক্কাণফল—শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সুরূপ রাজমন্ত্রী, স্বজনানুরাগী, কর্ম্মকুশল, দাতা ও সাধুগণের প্রতিপালক, উত্তমা পত্নী ও গুণবান্ পুত্রযুক্ত, দয়ালু, শুচি ও শান্ত প্রকৃতি এবং ধর্ম্মানুরাগী হয়।

শুক্রের নবাংশ ফল—শুক্রের নবাংশে জন্ম হইলে মনোহর চক্ষু, সুন্দরকেশ, শোভনমূর্ত্তি, শূর, বিদ্বান্ ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, ধনী, দাতা ও গুণগ্রাহী হয়।

শুক্রের দ্বাদশাংশ ফল—শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে জাতক কীর্ত্তি ও বলশালী, লোকপূজিত, কবি, বিচক্ষণ ও দাতা হয়

শুক্রের ত্রিংশাংশ ফল—শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সুরূপ, দাতা, ধর্ম্মপরায়ণ এবং নৃত্যগীতানুরাগী হয়।

শুক্রগ্রহের ভোগ দিন শুক্রবার ও শুভগ্রহ; সুতরাং এই গ্রহভোগ্য দিনও শুভদিন। এই দিনে সকল শুভকার্য্য করা যাইতে পারে। এই বারে জন্ম হইলে জাতক কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, ও নারীগণের চিত্তহারক হয়।

এই সকল ফল স্বীয় দশাকালে বিশেষরূপে ভোগ হয়। অষ্টোত্তরী মতে শুক্রের দশাভোগকাল ২১ বৎসর। সকল গ্রহ হইতে এই গ্রহের দশাভোগ কাল অতি দীর্ঘ।

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হয়। এই দশা ২১ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৫ বৎসর, ৩ মাস, ২২ দিন, ৩০ দণ্ড ভোগ, প্রতিদণ্ডে ১ মাস, ১ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল ভোগ হয়। এই দশাফল—

"মন্ত্রপ্রভুত্বপ্রমদাবিলাসং
শ্বেতাতপত্রনৃপপূজিতকোষবৃদ্ধিং।
হস্ত্যশ্বযান-পরিপূর্ণ-মনোরথঞ্চ
শৌক্রী দশা সৃজতি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীম্॥" (জ্যোতিঃসারস°)

শুক্রের দশাভোগকালে মানবের মন্ত্রসিদ্ধি, প্রমদাসঙ্গলাভ, সম্মান, বদান্যতা, রাজপূজা, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণে গমন, মনোরথসিদ্ধি, অর্থসঞ্চয় ও রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। ইহা শুক্রের স্থূল ফল। শুক্র শুভগ্রহ বলিয়া তাহার দশায় উক্তরূপ শুভফল ঘটে বটে; কিন্তু ফলবিচারকালে শুক্র কিরূপ ভাবে আছে, তাহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যদি ঐ গ্রহ শুভভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শুভফল, নচেৎ অশুভফল হয়।

শুক্রের স্থূলদশা ২১ বৎসর, এই ২১ বৎসরের মধ্যে আবার অন্তর্দ্দশা প্রভৃতি আছে, তাহাদের ভোগকাল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

শুক্রের দশার প্রথম ৪ বৎসর ১ মাস শুক্রেরই অন্তর্দ্দশা; পরে শু, র, ১ বৎসর, ২ মাস। শু, চ, ২ বৎসর ১১ মাস। শু, ম, ১ বৎসর, ৬ মাস ২০ দিন। শু, বু, ৩ বৎসর, ৩ মাস, ২০ দিন। শু শ, ১ বৎসর, ১১ মাস, ১০ দিন। শু, বৃ, ৩ বৎসর, ৮ মাস, ১০ দিন। শু, রা, ২ বৎসর, ৪ মাস।

এই অন্তর্দ্দশার মধ্যে আবার প্রত্যন্তবিভাগ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বিংশোত্তরীমতে এই দশা-ভোগকাল ১০ বৎসর। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া বা ভরণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা হয়।

এই দশার অন্তর্দ্দশা—

শুক্র, শুক্র, ৩ বৎসর, ৪ মাস,। শু, র, ১ বৎসর। শু, চ, ১ বৎসর ৮ মাস। শু, ম, ১ বৎসর ২ মাস। শু, রা ৩ বৎসর শু, বৃ, ২ বৎসর ৮ মাস। শু, শ, ৩ বৎসর ১ মাস। শু, বু, ১ বৎসর, ১০ মাস। শু, কে ১ বৎসর ১ মাস।

বিংশোত্তরী মতে যেরূপে দশান্তর্দ্দশাদি স্থির ও তাহার বিচার করিতে হয়। পরাশর অতি সুন্দরভাবে তাহা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা বিবৃত হইল না।

শুক্রকর (পুং) করোতীতি কৃ পচাদ্যচ্, শুক্রস্য করঃ। ১ মজ্জা। (হেম) (ত্রি) ২ বীর্য্যকারক। শুক্রবর্দ্ধক।

শুক্রকৃচ্ছ্র (ক্লী) শুক্রস্য কৃচ্ছ্রং। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। (নিদান)

শুক্রগতজ্বর (পুং) শুক্রাশ্রিত জ্বর, শুক্র ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে জ্বর হয়। লক্ষণ—

"শেফ সঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ।
মরণং প্রাপ্নুয়াত্তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে॥"
(মাধবনি° জ্বররোগ)

যে জ্বরে লিঙ্গের স্তব্ধতা এবং বিশেষরূপে শুক্রক্ষরণ হয়, তাহাকে শুক্রগতজ্বর কহে।

শুক্রজ (ত্রি) শুক্রাজ্জায়তে জন-ড। শুক্রজাত মাত্র, যাহা শুক্র হইতে জন্মে, গর্ভ, সন্তান।
(পুং) ২ মেহরোগবিশেষ।

শুক্রজ্যোতিস্ (ক্লী) অত্যুজ্জ্বল। (শুক্লযজু° ১২।১৫)

শুক্রতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, শুক্লতীর্থ।

শুক্রদ (ত্রি) শুক্রং দদাতীতি দা-ক। শুক্রদায়ক, শুক্রকারক। (পুং) ২ গোধূম। (বৈদ্যকনি°)

শুক্রদন্ত (পুং) কাশ্মীরের এক জন মন্ত্রী। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৩)

শুক্রদুঘ (ত্রি) দুগ্ধদোগ্ধ্রী ধেনু। "মা নিররং শুক্রদুঘস্য" (ঋক্ ৬।৩৫।৫)
'শুক্রস্য পয়সো দোগ্ধ্র্যা ধেনোঃ' (সায়ণ)

শুক্রপ (ত্রি) নির্ম্মল সোমপায়ী। (শুক্ল যজু° ১৬।২৭)

শুক্রপিশ্ (ত্রি) শোচমানরূপা শ্রী।

"অধিশ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে" (ঋক্ ১০।১১০।৬)

'শুক্রপিশং শোচমানরূপাং শ্রিয়ং' (সায়ণ)

শুক্রধরা (স্ত্রী) সপ্তমী কলা। ইহা প্রাণাদিগের সর্ব্বশরীরব্যাপিনী। (সুশ্রুত শারীরস্থা॰ ৭ অ॰)

[বিস্তৃত বিবরণ শরীর শব্দে দ্রষ্টব্য]

শুক্রপুষ্প (পুং) ১ কুরুবক শাক, চলিত ঝাটী। (পর্য্যায়মুক্তা॰) স্ত্রিয়াং টাপ্। শুক্রপুষ্পা,শ্বেতাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি॰)

শুক্রপূতপ (ত্রি) নির্ম্মল সোমপায়ী। (ঋক্ ৮।৪৬।২৬)

শুক্রভুজ্ (পুং) শুক্রং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। ১ ময়ূর। (ত্রি) ২ রেতোভোজক।

শুক্রভূ (পুং) শুক্রাদ্ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ মজ্জা। (শব্দচ॰)

শুক্রমাতৃ (স্ত্রী) ভার্গী, চলিত বামনহাটী। (বৈদ্যকনি॰)

শুক্রমাতৃকাবটিকা (স্ত্রী) প্রমেহরোগাধিকারের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গোক্ষুর বীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা, দাড়িম বীজ, প্রত্যেক ৪ তোলা, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দাড়িমের রস ছাগীদুগ্ধ বা জল। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ প্রমেহরোগাধি॰)

শুক্রমূত্রল (ত্রি) শুক্র ও মূত্রযুক্ত।

শুক্রমেহ (পুং) মেহরোগভেদ, প্রমেহরোগবিশেষ।

লক্ষণ—

"শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি।"

(ভাবপ্র॰ প্রমেহরোগা॰)

যে প্রমেহ রোগে শুক্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা শুক্র মিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে শুক্রমেহ কহে। এই মেহ কফজ।

[বিশেষ বিবরণ প্রমেহ শব্দে দেখ।]

শুক্রমেহিন্ (ত্রি) শুক্রং মেহতি মিহ-গিনি। শুক্রমেহরোগী, যাহার শুক্রমেহ রোগ হইয়াছে।

"শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা মুহুর্মেহতি যো নরঃ।
শুক্রমেহিনমাহুস্তং" (চরক)

শুক্ররূপ (ত্রি) শুক্রং রূপং যস্য। অগ্নি।

"নমঃ সমস্তদেবানাং বৃত্তিদায় সুবর্চ্চসে।
শুক্ররূপায় জগতামশেষাণাং স্থিতিপ্রদঃ॥"(মার্কণ্ডেয়পু॰ ৯৯।২৮)

শুক্রল (ত্রি) ১ বীর্য্যদাতা, বীর্য্যবর্দ্ধক। ২ অধিক শুক্রবিশিষ্ট।

শুক্রলা (স্ত্রী) শুক্রং লাতি দদাতি দা-ক-টাপ্। ১ উচ্চটা, চলিত ওকড়াগাছ। (ভরত) ২ আমলকবৃক্ষ, আমলাগাছ। (বৈদ্যকনি॰)

শুক্রবৎ (ত্রি) শুক্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শুক্রবিশিষ্ট, প্রশস্ত শুক্রযুক্ত।

শুক্রবর্চ্চস্ (ত্রি) নির্ম্মলতেজস্ক।

"পাবকবর্চ্চাঃ শুক্রবর্চ্চাঃ অনূনবর্চ্চাঃ" (ঋক্ ১০।১৪০।২)

'শুক্রবর্চ্চাঃ নির্ম্মলতেজস্কঃ' (সায়ণ)

শুক্রবর্ণ (ত্রি) দীপ্তবর্ণ, উজ্জ্বলবর্ণ।

"শুচিং জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনং" (ঋক্ ১।১৪০।১)

'শুক্রবর্ণং অগ্নুপেতত্বাৎ দীপ্তবর্ণং অতএব তমোহনং' (সায়ণ)

শুক্রবহ (ত্রি) শুক্রবহনকারী স্রোতঃ।

শুক্রবহস্রোতস্ (স্ত্রী) শুক্রবহনাড়ী, যে নাড়ীপথে শুক্র প্রচলিত হয়। ইহার মূল লিঙ্গ ও বৃষণদ্বয়। (চরক)

শুক্রবার (পুং) শুক্রস্য বারঃ। শুক্রগ্রহভোগ্যদিন। শুক্রগ্রহ শুভগ্রহ, সুতরাং এই গ্রহ ভোগ্য দিনও সকলকার্য্যে শুভ। জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে পশ্চিমদিকে এই দিনে যাত্রা করিতে নাই। বিস্তারম্ভে এই দিন মধ্যম। শুক্রবারে তিলতর্পণ করিতে নাই, কিন্তু যদি অয়ন, বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণ, উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ, যুগাদি ও মৃতদিনে শুক্রবার হয়, তাহা হইলে তিলতর্পণে দোষ হইবে না।

"অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে।
সূর্য্যশুক্রাদিবারেঽপি ন দোষস্তিলতর্পণে॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) [শুক্রশব্দ দেখ]

শুক্রবাসস্ (ত্রি) শুক্রং বাসো যস্য। ১ শ্বেতবসন। ২ নির্ম্মলদীপ্তি। "যুবতি শুক্রবাসাঃ" (ঋক্ ১।১১৩।৭)

'শুক্রবাসাঃ শ্বেতবসনা নির্ম্মলদীপ্তির্বা' (সায়ণ)

শুক্রশিষ্য (পুং) শুক্রস্য শিষ্যঃ। শুক্রাচার্য্যের শিষ্য, অসুর, অসুরমাত্রেই শুক্রাচার্য্যের শিষ্য এবং দেবগণ বৃহস্পতির শিষ্য।

শুক্রশোচিস্ (ত্রি) দীপ্তবর্ণ অগ্নি।

"রথমিব বেদ্যং শুক্রশোচিষমগ্নিং" (ঋক্ ২।২।৩)

শুক্রশোচিষং দীপ্তবর্ণং' (সায়ণ)

শুক্রসদ্মন্ (ত্রি) নির্ম্মল অন্তরীক্ষবাসী।

"শুক্রসদ্মনামুষসামনীকে" (ঋক্ ৬।৪৭।৫)

'শুক্রসদ্মনাং শুক্রং নির্ম্মলমন্তরীক্ষং সদ্ম সদনং যাসামুষসামনীকে প্রমুখে উষাকালে' (সায়ণ)

শুক্রসুত (পুং) শুক্রস্য সুতঃ। ১ শুক্রপুত্র। ২ কেতুভেদ, চতুরশীতি সংখ্যক কেতুর নাম শুক্রসুত, এই কেতু উত্তরদিক্ বা ঈশান কোণে দৃষ্ট হয়।

"সৌম্যেশান্যোরুদয়ং শুক্রসুতা যান্তি চতুরশীত্যাখ্যাঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ১১।১৭)

শুক্রস্তোম (পুং) সাধ্যযজ্ঞভেদ। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১৪।২০।১)

শুক্রহরণ (ত্রি) শুক্রনাশ, শুক্রক্ষয়। (সুশ্রুত)

শুক্রা (স্ত্রী) বংশলোচনা। (রাজনি°)

শুক্রাঙ্গ (পুং) ময়ূর। (জটাধর)

শুক্রাচার্য্য (পুং) ভৃগুর পুত্র পৌরাণিক ঋষি। ইনি অসুরদিগের কুলগুরু বলিয়া প্রখ্যাত এবং গ্রহরূপে পূজিত। পৌরাণিক উপাখ্যানে শর্ম্মিষ্ঠা-দেবযানীসংবাদে এবং বলিরাজের যজ্ঞে ইঁহার ক্রূরতা ও চক্ষুহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[যযাতি ও বলি দেখ।]

শুক্রাধিক্য (ক্লী) শুক্রস্য আধিক্যং। শ্লেষ্মজন্য রোগবিশেষ।

শুক্রাম্লতা (স্ত্রী) পিত্তজন্য রোগবিশেষ। (মাধবনি°)

শুক্রাশ্মরী (স্ত্রী) শুক্রজন্য অশ্মরীরোগ। লক্ষণ—

"স্থানাৎ চ্যুতমমুক্তং তি মুষ্কয়োরন্তরেঽনিলঃ।
শোষয়িত্বোপসংহৃত্য শুক্রং তচ্ছুক্রমশ্মরী।
শুক্রাশ্মরী তু মহতাং জায়তে শুক্রধারণাৎ ॥" (ভাবপ্র°)

শুক্রবেগধারণ হেতু মহৎ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের এই রোগ হয়, বালকদিগের এই রোগ হয় না, কারণ উহার বেগ ধারণরূপ অহিত হেতুর কোন সম্ভাবনা নাই। যখন কামবেগ বশতঃ স্বস্থানচ্যুত শুক্র স্খলিত না হইয়া উহা বায়ুকর্ত্তৃক শিশ্ন ও মুষ্কদ্বয়ের মধ্যগত বস্তিমুখে ধৃত ও শোষিত হয়, তখন শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে। এই রোগে রোগীর মূত্রাশয়ে বেদনা ও কষ্টের সহিত মূত্র নির্গম হয় এবং মুষ্কদ্বয়ে শোথ জন্মে, এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই শুক্রস্খলন হইতে থাকে এবং শিশ্ন ও মুষ্কের মধ্যদেশ পীড়ন করিলে অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়। এই রোগ হইলে দুর্ব্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত, পিপাসা, হৃদ্রোগ ও বমি এই সকল উপদ্রব হয়।

(ভাবপ্রকাশ)

শুক্রিমন্ (পুং) শুক্রস্য ভাবঃ শুক্র (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্। শুক্রের ভাব।

শুক্রিয় (ত্রি) ১ শুক্রসম্বন্ধী। শুক্রো দেবতাঽস্যেতি শুক্র (শুক্রাদ্ঘন্। পা ৪।২।২৬) ইতি ঘন্। ২ শুক্রদেবতাক হবিঃ প্রভৃতি।

"শুক্রিয়ারণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩০৮)

৩ শুক্রবং, শুক্রাবিশিষ্ট।

শুক্রেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ। (কাশীখণ্ড ৬৬।১০২)

শুক্ল (পুং) শুচ-রন্, রস্য ল। ১ বর্ণবিশেষ। চলিত সাদা। পর্য্যায়—শুভ্র, শুচি, শ্বেত, বিশদ, শ্বেত, পাণ্ডর, অবদাত, সিত, গৌর, বলক্ষ, ধবল, অর্জ্জুন, শ্বেতা, শ্যেতা শ্যেনী, বিষদ, সিতা, অবলক্ষ, শিত, পাণ্ডু, রাম, থরু। (জটাধর)

২ শুক্লপক্ষ। মাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটী পক্ষ যে সময়ে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তখন শুক্লপক্ষ এবং যে সময় চন্দ্রের ক্ষয় হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষ।

"তত্র পক্ষাবুভৌ মাসে শুক্লকৃষ্ণৌ ক্রমেণ হি।
চন্দ্রবৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্রক্ষয়াত্মকঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

(ত্রি) ৩ শুক্লগুণযুক্ত বস্তু।

শুক্লবস্তু যথা—সুধাংশু, উচ্চৈশ্রবাঃ, শম্ভু, কীর্ত্তি, জ্যোৎস্না, শরদ্ঘন, প্রাসাদ, সৌধ, তগর, মন্দারদ্রুম, হিমাদ্রি, সূর্য্যেন্দুকান্ত, কর্পূর, করম্ভ, রজত, হলী (বলরাম), নির্ম্মোক, ভস্ম, হিণ্ডীর, চন্দন, করকা, তিম, হার, উর্ণনাভ, তন্তু, অস্থি, স্বর্গঙ্গা, হস্তিদন্ত, অভ্রক, শেষাহি, শর্করা, দুগ্ধ, দধি, গঙ্গা, সুধা, জল, মৃণাল, সিকতা, বক, কৈরব, চামর, রম্ভাগর্ভ, পুণ্ডরীক, কেতকী, শঙ্খ, নির্ঝর, লোধ্র, সিংহধ্বজ, ছত্র, চূর্ণ, শুক্তি, কপর্দ্দক, মুক্তা, কুসুম, নক্ষত্র, দন্ত, পুণ্য, গুণ, কৈলাস, কাশ, কার্পাস, হাস, বাসবকুঞ্জর (ঐরাবত), নারদ, পারদ কুন্দ, খটিক ও স্ফটিক প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ শুক্লবাচক। শুক্লকৃষ্ণবাচক—

"সিতকৃষ্ণৌ বিধুহরী শিতিতারাভ্রকনাগরাড্ঘনসারাঃ।
রামপয়োরাশ্যর্জ্জুনসিংহীজানন্তচন্দ্রহাসাদ্যাঃ ॥" (কবিকল্পলতা)

বিধু—এই শব্দে চন্দ্র ও বিষ্ণুকে বুঝায়, চন্দ্র শুক্ল এবং বিষ্ণু কৃষ্ণ, সুতরাং এই শব্দ শুক্লকৃষ্ণবাচক। এইরূপ হরিকৃষ্ণ, সিংহ শিতি—ধবল ও মেচক। তারা—নক্ষত্র ও চক্ষুর কনীনিকা। অভ্রক—গিরিজ ও মেঘ। নাগরাজ—শেষ ও গজ। ঘনসার—কর্পূর ও মেঘশ্রেষ্ঠ। রাম—বলরাম ও দাশরথি। পয়োরাশি—দুগ্ধসমূহ ও সমুদ্র। অর্জ্জুন—শুভ্র ও পার্থ। সিংহীজ—সিংহ ও রাহু। অনন্ত—বলভদ্র ও কৃষ্ণ। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস্য ও খড়্গ। শঙ্খকর—কম্বুকান্তি ও কৃষ্ণ। তারকেশ—চন্দ্র ও উজ্জ্বলকেশ। সদাকাশ—সর্ব্বদা কাশ ও সদ্গগন। ব্যোমকেশ—শিব ও নভোবাল। তালাঙ্ক—বলভদ্র ও তালকলঙ্ক। নীলাংশুক—বলভদ্র ও কৃষ্ণকান্তি। অধিকেশ—অধিক শিব ও অধিককেশ। অরিষ্ট—শুক্র ও কাক। সদাসিচয়—সিচয় শব্দে বস্ত্র ও অসিচয় খড়্গাসমূহ। কলকণ্ঠ—হংস ও পিক। ইত্যাদি। (কবিকল্পলতা) (ক্লী) ৪ রজত। (মেদিনী) ৫ নবনীত। (শব্দচ°) ৬ ধববৃক্ষ। (রাজনি°) ৭ শবরলোধ্র, শ্বেতলোধ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৮ শ্বেতৈরণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

৯ নেত্ররোগবিশেষ। এই রোগ চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে হয়। বৈদ্যকে ইহার বিষয় লিখিত আছে যে নেত্রদ্বয়ের শুক্লভাগে প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও স্নায্বর্ম্ম, শুক্তি, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপীড়কা ও বলাসগ্রথিত এই একাদশপ্রকার রোগ হইয়া থাকে।

[ইহাদের লক্ষণ নেত্ররোগ ও তত্তচ্ছব্দে দ্রষ্টব্য]

শুক্লার্শ্ম লক্ষণ—

"সশ্বেতং মৃদু শুক্লার্শ্ম শুক্লে তদ্বর্দ্ধতে চিরাৎ।" (ভাবপ্র°)

যে রোগে শুক্লমণ্ডলে কিঞ্চিৎশুক্লবর্ণ অথচ কোমল মাংসোচ্ছ্রায় হইয়া বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে শুক্লার্শ্ম কহে।

১০ যোগবিশেষ, শক্রযোগ। (মেদিনী)

শুক্লক (পুং) শুক্ল স্বার্থে কন্। ১ শুক্লপক্ষ। ২ শ্বেতবর্ণ। ৩ ক্ষীরিণীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লকণ্ঠক (পুং) শুক্লঃ কণ্ঠো যস্য কন্। ১ দাত্যূহপক্ষী, চলিত ডাকপাখী। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ শ্বেতবর্ণগলযুক্ত।

শুক্লকন্দ (পুং) শুক্লঃ কন্দো যস্য। ১ মহিষকন্দ। (রাজনি°) ২ শ্বেতমূল। ৩ শ্বেতালুক, চলিত শাঁকআলু। স্ত্রিয়াং টাপ্। শুক্লকন্দা—৪ অতিবিষা, শ্বেতআতইচ। (রাজনি°) ৫ ভূমিকুষ্মাণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লকর্কট (পুং) শুক্লবর্ণ কর্কট, শ্বেতবর্ণ কাঁকড়া। (সুশ্রুত)

শুক্লকর্ম্মন্ (ত্রি) শুক্লং পূতং কর্ম্ম যস্য। ১ অকৃষ্ণকর্ম্মা, সুকর্ম্মশীল, যাঁহারা শুক্ল অর্থাৎ পুণ্যজনক কর্ম্ম আচরণ করেন। (ক্লী) ২ পুণ্যজনক কর্ম্ম, কর্ম্ম তিনপ্রকার, শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লাকৃষ্ণ। পবিত্র ও নির্দ্দোষকর্ম্মের নাম শুক্ল, পাপকর্ম্মের নাম কৃষ্ণ এবং শুভাশুভ মিশ্রকর্ম্মের নাম শুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম। ইহার মধ্যে যাঁহারা শুক্লকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের শুভগতি হয়।

শুক্লকুষ্ঠ (ক্লী) শুক্লং কুষ্ঠং। শ্বেতবর্ণ কুষ্ঠরোগ। শ্বিত্ররোগ, ধবল, এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণ হয়। ইহার ঔষধ—সোমরাজের বীজ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ভোজন করিলে শুক্লকুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

(গরুড়পু° ১৯৫ অ°) [শ্বিত্র দেখ]

শুক্লক্ষীরা (স্ত্রী) শুক্লং ক্ষীরং যস্যাঃ। ১ কাকোলী। (রাজনি) (ত্রি) ১ শ্বেতদুগ্ধযুক্ত।

শুক্লক্ষেত্র (ক্লী) পবিত্রক্ষেত্র, পবিত্রস্থান।

শুক্লজনার্দ্দন (পুং) একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ওঁশতকপ্রণেতা নীলকণ্ঠের পিতা।

শুক্লতা (স্ত্রী) শুক্লস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শুক্লের ভাব বা ধর্ম্ম।

শুক্লতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। শুক্লশব্দের অর্থ বিষ্ণু, এজন্য বিষ্ণুতীর্থকেও শুক্লতীর্থ কহে।

"নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ।

ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্॥" (ভাগ° ৩।২৩।২৩)

শুক্লদৎ (ত্রি) শুক্লাঃ দন্তাঃ যস্য, দন্তশব্দস্য দৎআদেশঃ। শুক্লদন্ত, ধৌতদন্তযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, শুক্লদতী—শ্বেতদন্তা।

শুক্লদুগ্ধ (পুং) শুক্লং দুগ্ধং নির্য্যাসো যস্য। শৃঙ্গাটক, চলিত শিঙ্গাড়া। (শব্দচ°, (ত্রি) ২ শ্বেত দুগ্ধযুক্ত।

শুক্লধাতু (পুং) শুক্লঃ শুক্লবর্ণঃ ধাতুঃ। কঠিনী, চলিত খড়িমাটী। (হেম) ২ শ্বেতবর্ণ ধাতুদ্রব্য।

শুক্লধান্য (ক্লী) শুক্লবর্ণ ধান্য।

"সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং"

(যাত্রামঙ্গলমন্ত্র)

শুক্লপক্ষ (পুং) শুক্লঃ পক্ষঃ। সিতপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাই শুক্লপক্ষ। প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিতে এক এক কলা করিয়া চন্দ্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পঞ্চদশ তিথি শুক্লপক্ষ নামে অভিহিত হয়।

"তত্র পক্ষাবুভৌ মাসে শুক্লকৃষ্ণৌ ক্রমেণ হি।

চন্দ্রবৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্রক্ষয়াত্মকঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শুক্ল পক্ষের তিথিই সকল কার্য্যে প্রশস্ত। তিথি যদি উভয় দিনগামিনী হয়, তাহা হইলে শুক্লপক্ষের যে তিথিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই তিথিই গ্রহণীয়া, অর্থাৎ সেই তিথিতেই কার্য্যাদি করিতে হইবে এবং কৃষ্ণ পক্ষের যে তিথিতে সূর্য্য অস্তমিত হন, সেই দিনই ক্রিয়াকাণ্ডে সুপ্রশস্ত।

"শুক্লপক্ষে তিথি গ্রাহ্যা যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ।

কৃষ্ণপক্ষে তিথিগ্রাহ্যা যস্যামস্তমিতো রবিঃ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

সংস্কার কার্য্যমাত্রই শুক্লপক্ষে প্রশস্ত। বিদ্যারম্ভ, দেবপ্রতিষ্ঠা, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি শুভকর্ম্ম মাত্রই শুক্লপক্ষে করা হয়।

শুক্লপুষ্প (পুং) শুক্লং পুষ্পমস্য। ১ ছত্রক বৃক্ষ। ২ কুন্দবৃক্ষ, কুঁদগাছ। ৩ শ্বেত কোকিলাক্ষ, চলিত শ্বেত কুলেখাড়া। ৪ মরুবক বৃক্ষ। (রত্নমালা) (ত্রি) ৫ শ্বেতকুসুমযুক্ত।

শুক্লপুষ্পা (স্ত্রী) শুক্লপুষ্প-টাপ্। ১ নাগদন্তী। ২ শীতকুম্ভী। শুক্লপুষ্প-ঙীষ্। শুক্লপুষ্পী ৩ নাগদন্তী। (রাজনি°) ৪ হস্তিশুণ্ড বৃক্ষ, হাতিশুঁড়ো। (পর্য্যায়মু°)

শুক্লপৃষ্ঠক (পুং) শুক্লং পৃষ্ঠং যস্য কন্। ১ সিন্ধুক বৃক্ষ, সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শ্বেতবর্ণ পৃষ্ঠযুক্ত।

শুক্লফলা (স্ত্রী) শমীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লফেন (পুং) সমুদ্রফেন।

শুক্লবল (পুং) জিন বিশেষ।

'বাসুদেবা অমী কৃষ্ণা নব শুক্লা বলাস্তমী।

অচলো বিজলো ভদ্রঃ সুপ্রভশ্চ সুদর্শনঃ॥' (হেম)

শুক্লভণ্ডা (স্ত্রী) শুক্লা ত্রিবৃৎ, শ্বেত তেউড়ী। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লভূদেব (পুং)একজন কবি। [ভূদেব শুক্ল দেখ।]

শুক্লমঞ্জরী (স্ত্রী) শ্বেত নির্গুণ্ডী, শ্বেত নিসিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লমণ্ডল (ক্লী) শুক্লং মণ্ডলং। ১ চক্ষুদেশের শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্র, চক্ষুর মধ্যে সাদা স্থান। ২ শ্বেতবর্ণ গোলবস্তু।

শুক্লমথুরানাথ (পুং) একজন কবি। [মথুরানাথ শুক্ল দেখ।]

শুক্লমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। (চরক)

শুক্লমেহিন্ (পুং) শুক্লং শুক্লবর্ণং মূত্রং মেহতীতি মিহ-ণিনি। প্রমেহরোগাক্রান্ত, শুক্লমেহরোগবিশিষ্ট।

"শুক্লপিষ্টনিভং মূত্রমভীক্ষ্ণং যঃ প্রমেহতি।
পুরুষং কফকোপেন তমাহুঃ শুক্লমেহিনং॥" (চরক)

এই মেহরোগে শুক্লবর্ণ ও পিষ্ট তণ্ডুলের জলের ন্যায় অর্থাৎ পিটুলি গোলা জলের মত বারংবার প্রস্রাব হয়। [প্রমেহ দেখ]

শুক্লরোহিত (পুং) শুক্লঃ শ্বেতবর্ণো রোহিতঃ। শ্বেত রোহিত বৃক্ষ, শ্বেতরোড়া, চলিত রয়না। (রাজনি°) ২ শুভ্র রোহিত।

শুক্লল (ত্রি) শুক্লং লাতীতি লা-ক। ১ শ্বেত দাতা। (স্ত্রী) শুক্ললা। ২ উচ্চটা, ওকড়া। ৩ আমলক। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লবংশ (পুং) শ্বেতবংশ, শ্বেতবাঁশ। (রাজনি°)

শুক্লবচা (স্ত্রী) শ্বেত বচ।

শুক্লবৎ (ত্রি) শুক্ল-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। শুক্লবর্ণ, শুক্লতা-বিশিষ্ট।

শুক্লবর্গ (পুং) শুক্লানাং বর্গঃ সমূহঃ। শ্বেতবর্ণ সজাতীয় দ্রব্য; শঙ্খ, শুক্তি, কপর্দ্দক প্রভৃতি।

"খটিনী শ্বেতসংযুক্তা শঙ্খশুক্তিবরাটিকাঃ।
ভূষ্টাশ্মশর্করাশ্চেতি শুক্লবর্গ উদাহৃতঃ॥" (রাজনি°)

খটিনী (খড়ি), শ্বেতবর্ণ দ্রব্য, শঙ্খ, শুক্তি, কড়ি, প্রস্তর-ভস্ম ও শর্করা এই সকল শুক্লবর্গ।

শুক্লবায়স (পুং) শুক্লো বায়স ইব। ১ বক। ২ শুক্লবর্ণ কাক।

শুক্লবিশ্রাম (পুং) একজন কবি। [বিশ্রাম শুক্ল দেখ।]

শুক্লবৃহতী (স্ত্রী) শ্বেত বৃহতী। (বৈদ্যক)

শুক্লবৃক্ষ (পুং) ধববৃক্ষ, ধাওয়া গাছ। (বৈদ্যকনি°)

শুক্লশাল (পুং) শুক্লঃ শাল ইব। ১ গিরিনিম্ব। ২ শ্বেতশাল।

শুক্লসারঙ্গ (পুং) শুক্ল চাতক। (চরক-সূত্র° ২৭ অ°)

শুক্লা (স্ত্রী) শুক্লো বর্ণোহস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। ১ সরস্বতী। (ত্রিকা°) ২ শর্করা। ৩ কাকোলী। ৪ বিদারী। ৫ স্নুহী। (রাজনি°) ৬ ক্ষীরকাকোলী। (বৈদ্যকনি°) ৭ ভূকুষ্মাণ্ড। ৮ শেফালিকা। ৯ নিশিন্দা। ১০ শুক্লবর্ণা, শ্বেতবর্ণা।

শুক্লাগুরু (ক্লী) অগুরুভেদ, শুক্লবর্ণ অগুরু। (কুমার ৭।১৫)

শুক্লাঙ্গ (ত্রি) শুক্লং অঙ্গং যস্য। ১ শ্বেত অবয়বযুক্ত। (পুং) ২ শুক্লাপাঙ্গ। ৩ দ্বীপান্তরবচা, তোপচিনি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শুক্লাঙ্গী, ৪ শেফালিকা। ৫ নিশিন্দা। (রাজনি°)

শুক্লাদিশ্রাবণকৃষ্ণাসপ্তমী (স্ত্রী) ব্রত বিশেষ, শ্রাবণ মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষ হইলে পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীতে এই ব্রত করণীয়।

শুক্লাদিশ্রাবণ কৃষ্ণাদশমী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ; শ্রাবণ মাসের আদিতে শুক্লপক্ষ হইলে তাহার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

শুক্লাপাঙ্গ (পুং) শুক্লৌ অপাঙ্গৌ যস্য। ১ ময়ূর। (হেম) (ত্রি) ২ শ্বেতবর্ণ নেত্র প্রান্ত।

"শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ" (মেঘদূত ২২)

শুক্লায়ন (পুং) মুনিভেদ।

শুক্লাম্ল (ক্লী) অম্লশাক।

শুক্লার্ক (পুং) শ্বেতার্ক বৃক্ষ, শ্বেত আকন্দ, গুণ সারক, বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কফ, উদর ও কৃমি-নাশক। ইহার পুষ্প শুক্রজনক, লঘু, দীপন, পাচক এবং অরোচক, অর্শ, কাস ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্র°) কটু, তিক্তোষ্ণ, ও মলশোধক। (রাজনি°)

শুক্লার্ম্মন্ (পুং) নেত্ররোগভেদ। চক্ষুর শুক্ল ভাগে এই রোগ হয়। [শুক্ল শব্দ দেখ]

শুক্লাহিফেন (পুং) শুক্লপুষ্পা অহিফেন বৃক্ষ, শ্বেত পোস্তদানার গাছ। হিন্দী পোস্ত, খস্‌খস্ কা পেড়।

শুক্লিমন্ (পুং) শুক্লস্য ভাবঃ শুক্ল (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্। শুক্লতা, শুক্লের ভাব।

শুক্লেতর (ত্রি) শুক্লাদিতরঃ। শুক্ল হইতে ভিন্ন, যে রূপ নীলকৃষ্ণ ইত্যাদি।

শুক্লেশ্বর, প্রমাণাদর্শনাটকপ্রণেতা।

শুক্লেশ্বরনাথ, স্মৃতিকল্পদ্রুমরচয়িতা।

শুক্লোদন (পুং) শুদ্ধোদনের ভ্রাতা। (ললিতবি°)

শুক্লোপল (পুং) শুক্ল উপলঃ। শ্বেতপ্রস্তর, সাদা পাথর। স্ত্রিয়াং টাপ্। শুক্লোপলা, শুক্ল উপল ইব আকৃতির্যস্যাঃ। শর্করা, চিনি। (রত্নমালা)

শুক্লৌদন (ক্লী) শুক্লঃ ওদনঃ। আতপান্ন, আতপচাউল। (রাজনি°)

শুষ্ক্ষি (পুং) শুষ্যত্যনেনেতি শুষ (প্লুষি কুষি শুষিভ্যঃ ক্সিঃ। উণ্ ৩।১৫৫) ইতি কৃসি। ১ বায়ু। ২ তেজঃ। ৩ চিত্র। (উজ্জ্বল)

শুগ (রাজানক) একজন প্রাচীন কবি।

শুঙ্গ (পুং) ১ বটবৃক্ষ। ২ আম্রাতকবৃক্ষ (মেদিনী)। ৩ শূক, শুঁয়া। ৪ পর্পটীবৃক্ষ। ৫ নবপল্লব। (হেম)

শুঙ্গবংশ, ইহা একটী প্রাচীন রাজবংশ। রাজা পুষ্যমিত্র মৌর্য্য-বংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথকে সমরে নিহত করিয়া মগধে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের ১৩৭০ বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে। অনন্তর পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিদিশরাজ অগ্নিমিত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রায় ১১২ বৎসর কাল শুঙ্গবংশীয়গণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মগধরাজ্য

শাসন করেন। উক্ত বংশের শেষরাজা দেবভূতিকে গোপনে নিহত করিয়া তদীয় মন্ত্রী কন্ববাসুদেব মগধের সিংহাসন অধিকার করেন তদবধি মগধে কন্ববংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিষ্ণুপুরাণে এই রাজবংশের তালিকা এইরূপ দৃষ্ট হয়—

১ পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র) ২ অগ্নিমিত্র, ৩ সুজ্যেষ্ঠ, ৪ বসুমিত্র, ৫ আর্দ্রক (অন্ধক, অন্তক বা ভদ্রক), ৬ পুলিন্দক, মরুনন্দন বা মধুনন্দন, ৭ ঘোষবসু, ৮ বজ্রবসু, ৯ ভাগবত, ১০ দেবভূতি (ক্ষেমভূতি বা দেবভূমি।)

উক্ত তালিকার সহিত বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবতোক্ত শুঙ্গবংশের কতক সামঞ্জস্য আছে। বায়ুপুরাণে রাজা অগ্নিমিত্রের নামোল্লেখ না থাকিলেও পুষ্পমিত্রের পুত্রের ৮ বৎসর রাজ্য কালের কথা লিখিত আছে। রাজা অগ্নিমিত্রকে লইয়া মহাকবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক রচনা করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের কোন কোন পুথিতে বসুমিত্রের পর সুজ্যেষ্ঠের রাজ্যকাল বর্ণিত আছে।

শুঙ্গা (স্ত্রী) শুঙ্গোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্‌-টাপ্‌। ১ পর্কটিভেদ, পাকুড়গাছ। (মেদিনী) ২ নবপল্লবকোশী। (হেম) ৩ ধান্যাদিশূক, শুঁড়া।

"অশ্বত্থফলমূলত্বক্‌শুঙ্গাসিদ্ধং পয়ো নরঃ।
পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি॥" (সুশ্রুত ৪।২৬)

শুঙ্গাকর্ম্মন্‌ (পুং) পুংসবন সংস্কারবিশেষ। এই সংস্কারে হোম কার্য্যে শোভননামক অগ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিতে হয়।

"অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে।
পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শুঙ্গিন্‌ (পুং) শুঙ্গা অস্ত্যস্যেতি শুঙ্গা-ইনি। ১ প্লক্ষবৃক্ষ। ২ বটবৃক্ষ। (জটাধর) (ত্রি) ৩ শুঙ্গাবিশিষ্ট।

শুঙ্গোক, একজন কবি।

শুচ্‌, শোক। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ শোচতি। লিট্‌ শুশোচ, শুশুচতুঃ, শুশোচিথ। লুট্‌ শোচিতা। লৃট্‌ শোচিষ্যতি। লুঙ্‌ অশোচীৎ, অশোচিষ্টাং, অশোচিষুঃ। সন্‌ শুশোচিষতি, শুশুচিষতি। যঙ্‌ শোশুচ্যতে। যঙ্‌ লুক্‌ শোশোক্তি ণিচ্‌ শোচয়তি। লুঙ্‌ অশূশুচৎ। অনু+শুচ=অনুশোচনা।

শুচ—২ পূতীভাব, শৌচ। ৩ ক্লেদ। ৪ বিশরণ। দিবাদি° উভয়পদী, ক্লেদ ও শৌচার্থে অক° অন্যত্র সক° সেট্‌, নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে অনিট্‌; ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়কে নিষ্ঠা কহে। লট্‌ শুচ্যতি-তে। লিট্‌ শুশোচ, শুশুচে। লুঙ্‌ অশুচৎ, অশোচীৎ, অশোচিষ্ট। শুচ-ক্ত, শুক্ত।

শুচদ্রথ (ত্রি) উজ্জ্বল রথবিশিষ্ট।

শুচা (স্ত্রী) শুচ-শোকে-কিপ্‌ পক্ষে টাপ্‌। ১ শোক। (শব্দরত্না°) ২ শুচি। (ঋক্‌ ১০।১৬৬)

শুচি (পুং) শুচ্যতি অনেনেতি শুচ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্‌ ৪।১১৯) ইতি ইন্‌, সচ কিৎ। ১ অগ্নি।

"পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা"।
বশিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ॥"(ভাগবত ৪।২৪।৪)

২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ আষাঢ় মাস ৪ শুক্লবর্ণ। ৫ শৃঙ্গাররস। (অমর) ৬ গ্রীষ্ম। ৭ শুদ্ধ মন্ত্রী। ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস। (মেদিনী) ৯ সৌরাগ্নি।

"যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যঃ শুচিরগ্নিস্ত্বসৌ স্মৃতঃ।" (কূর্ম্মপু° ১১ অ°)

১০ সূর্য্য।

"তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।" (সূর্য্যস্তব)

১১ চন্দ্র। ১২ শুক্র। ১৩ ব্রাহ্মণ। ১৪ অন্ধকের পুত্র বিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১৯) ১৫ কার্ত্তিকেয়। (ভাগবত ৩।২৩।১৪) (ত্রি) ১৬ শুদ্ধ। ১৭ অনুপহত। (মেদিনী)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, দৈবাৎ যদি পরের স্বর্ণ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে হস্তপ্রক্ষালনে শুচি হয়।

"দৈবাৎ পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা বিরমেদ্‌ যো হরিং স্মরন্‌।
স্পৃষ্ট্বা পরসুবর্ণঞ্চ হস্তপ্রক্ষালনাৎ শুচিঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩৫ অ°)

১৮ নিরপরাধ। (ভারত ১।১৪৯।১৪) ১৯ শুদ্ধান্তঃকরণ।

"বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্‌ বেদবিদো শুচীন্‌।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥" (মনু ৭।৩৮)

(স্ত্রী) ২০ কশ্যপপত্নী তাম্রার কন্যা। (গরুড়পু° ৬ অ°)

শুচিকা (স্ত্রী) অপ্‌সরোভেদ। (ভারত)

শুচিকাম (ত্রি) শুচিঃ কামো যস্য। শুদ্ধিকাম, শুচিকামনাযুক্ত।

শুচিক্রন্দ (পুং) শুদ্ধ স্তোত্র। "শুচিক্রন্দং যজতং" (ঋক্‌ ৭।৯০।৫) 'শুচিক্রন্দং শুদ্ধস্তোত্রং' (সায়ণ)

শুচিজন্মন্‌ (ত্রি) দীপ্তি বা আলোক হইতে জাত।

শুচিজিহ্ব (ত্রি) দীপ্ত শিখাযুক্ত (অগ্নি)। "সহস্রং ভরঃ শুচিজিহ্বোঽগ্নি" (ঋক্‌ ২।৯।১) 'শুচিজিহ্বঃ শুচিদীপ্তা জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

শুচিতা (স্ত্রী) শুচের্ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। শুচিত্ব, শুচির ভাব বা ধর্ম্ম, বিশুদ্ধতা।

"শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চাতঃ কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেৎ নীচপথেন যাস্যসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"
(লক্ষ্মণসেন)

শুচিদ্রুম (পুং) শুচিঃ পবিত্রো দ্রুমঃ। ১ অশ্বত্থ বৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শুদ্ধ বৃক্ষ।

শুচিন্ (ত্রি) শুচি, পবিত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩২।৫৫)

শুচিনেত্ররতিসম্ভব (পুং) গন্ধর্ব্বরাজভেদ। (ব্যুৎপত্তি)

শুচিপদী (স্ত্রী) বিশুদ্ধ পাদযুক্তা।

শুচিপা (ত্রি) শুচিং পাতি পা-ক্বিপ্। বিশুদ্ধ সোমপাতা। "সোমং শুচিপাস্তভ্যং বায়োঃ" (ঋক্ ৭।৯০।২) 'হে শুচিপাঃ শুদ্ধস্য সোমস্য পাতঃ' (সায়ণ)

শুচিপেশস্ (ত্রি) শোভন রূপযুক্ত, সুন্দর রূপবিশিষ্ট।
"দধানঃ শুচিপেশসং ধিয়ং" (ঋক্ ১।১৪৪।১) 'শুচিপেশসং শোভনরূপোপেতাং পেশ ইতি রূপনাম' (সায়ণ)

শুচিপ্রণী (পুং) প্রণয়তি প্র-নী ক্বিপ্। আচমন।
'আচামঃ স্যাদাচমনমুপস্পর্শঃ শুচিপ্রণীঃ।' (শব্দরত্না)

শুচিপ্রতীক (ত্রি) ১ শোভনাবয়ব, শোভনশরীর। ২ শোভন জ্বালাযুক্ত অগ্নি। "শুচিপ্রতীকং তময়া ধিয়া গৃহে" (ঋক্ ১।১৪৩।৬) 'শুচিপ্রতীকং শোভনাবয়বং শোভনজ্বালং তং অগ্নিং' (সায়ণ)

শুচিবন্ধু (ত্রি) দীপ্ততেজস্ক পাবক, অতি তেজোযুক্ত অগ্নি। "মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।৭) 'শুচিবন্ধুঃ বন্ধন্তি শত্রূনিতি বন্ধূনি তেজাংসি বলানীতি বা দীপ্ততেজস্কঃ পাবকঃ' (সায়ণ)

শুচিভ্রাজস্ (ত্রি) শোভন দীপ্তিযুক্ত।
"শুচিভ্রাজা উষসো ন বেদা" (ঋক্ ১।৭৯।১)
'শুচিভ্রাজাঃ শোভনদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

শুচিমল্লিকা (স্ত্রী) শুচিমল্লিকা। নবমল্লিকা। (রাজনি°)

শুচিরথ (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪।২১।৪)

শুচিরোচিস্ (পুং) শুচিঃ শুক্লং রোচিঃ কিরণো যস্য। ১ চন্দ্র। (ত্রি) ২ শুক্ল কিরণ।

শুচিবন (ক্লী) শুষ্ক। (ভাগবত ২।৭।২৯)

শুচিবর্চস্ (ত্রি) উজ্জ্বল তেজোযুক্ত।

শুচিবর্ণ (ত্রি) প্রদীপ্ত বর্ণ। 'হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ' (ঋক্ ৫।২।৩) 'শুচিবর্ণং প্রদীপ্তবর্ণং' (সায়ণ)

শুচিবর্ম্মন্, রাজপুতনার মেবাররাজ্যের গুহিলবংশীয় রাজা শক্তিকুমারের পুত্র।

শুচিবাচ্ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ বিশুদ্ধ-বাক্যযুক্ত।

শুচিবাসস্ (ত্রি) বিশুদ্ধ বস্ত্রবিশিষ্ট, ধৌতবস্ত্রযুক্ত।

শুচিবৃক্ষ (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (ঐত°ব্রা°৩।৮।৪০)

শুচিব্রত (ত্রি) শুচিঃ ব্রতং যস্য। শুদ্ধকর্ম্মা, বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী। (ঋক্ ১।১৬।১১)

শুচিশ্রবস্ (ত্রি) ১ বিশুদ্ধ যশোযুক্ত। (ভাগবত ১।৫।১৩)
২ বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুর সহস্রনাম)

শুচিষদ্ (ত্রি) দ্যুলোকবাসী আদিত্য। "হংস শুচিষদ্ বসুষদ্" (ঋক্ ৪।৪০।৫) 'শুচিষদ্ শুচৌ দীপ্তে দ্যুলোকে সীদতীতি শুচিষদ্, অথ যদতঃপরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যা ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অনেন দ্যুস্থান আদিত্যঃ প্রতিপাদিতঃ' (সায়ণ)
২ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, হংস। (ভাগবত ৪।২৪।৩৭)

শুচিষহ্ (ত্রি) ১ অগ্নি, যিনি মেধ্য ব্যতীত অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না।
'শুচিমেধ্যমেব সহতে নামেধ্যম্' (নীলকণ্ঠ শান্তিপর্ব্ব)

শুচিষ্মৎ (ত্রি) অগ্নির নামভেদ।

শুচিসংক্ষয় (পুং) শুচেঃ সংক্ষয়ঃ। গ্রীষ্মাবসান, গ্রীষ্মের ক্ষয়, বর্ষার প্রারম্ভ।

শুচিস্মিত (ত্রি) ১ উজ্জ্বলজ্যোতির্ম্ময়। (ত্রি) বিশুদ্ধহাস্যযুক্ত।

শুচিবতী (স্ত্রী) শুদ্ধিবিশিষ্টা, শুচিযুক্তা।

শুচীরতা (স্ত্রী) বীর্য্য। (ত্রিকা°)

শুচীর্য্য (ক্লী) বীর্য্য। (শব্দরত্না°)

শুচ্য, ১ অভিষব, স্নান। ২ মন্থন। ৩ পীড়ন। ৪ সন্ধান। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্, নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে অনিট্। লট্-শুচ্যতে। লুঙ্ অশুচ্যীৎ।

শুট, খোটন, গতি প্রতিঘাত, গমনপ্রতিষেধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শোটতি। লিট্ শুশোট। লুট্ শোটিতা। লুঙ্ অশোটীৎ। সন্ শুশোটিষতি। যঙ্ শোশুট্যতে। যঙলুক্ শোশোটীতি। ণিচ্ শোটয়তি। লুঙ্ অশূশুটৎ।

শুঠ, শুঠি-শুঠধাতু—১ শোষণ। ২ প্রতিঘাত। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শুণ্ঠয়তি। ভ্বাদি পক্ষে শুণ্ঠতি। শুঠ—৩ আলস্য। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শোঠয়তি।

শুণ্ঠাকর্ণ (ত্রী) হ্রস্বকর্ণ, হ্রস্বকর্ণবিশিষ্ট। (শুক্লযজু° ২৪।৪)

শুণ্ঠি (স্ত্রী) শুঠি-শোষণে ইন্। শুণ্ঠী। (অমরটীকা)

শুণ্ঠী (স্ত্রী) শুণ্ঠি বা ঙীষ্। স্বনামখ্যাত ঔষধি, শুষ্কার্দ্রক (Gingiber officinale) চলিত শুঁঠ। পর্য্যায়—মহৌষধ, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, শুণ্ঠি, বিশ্বা, মহৌষধী, ইন্দ্রভেষজ, ভেষজ, বিশ্বৌষধ, কটুগ্রন্থি, কটুভদ্র, কটূষণ, সৌপর্ণ, শৃঙ্গবের, কফারি, চান্দ্রক, শোষণ, নাগরাহ্ব। গুণ—কটু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, কফ, শোফ, অনিল, শূল, উদরাধ্মান, শ্বাস ও শ্লীপদনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—রুচিকর, আমবাতনাশক, পাচন, কটু, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ, পাকে মধুর, কফ বাত ও বিবন্ধনাশক, বৃষ্য, নিঃশ্বাস, শূল, কাস, ও হৃদাময়নাশক, শ্লীপদ, শোথ, অর্শ, আনাহ, উদরবায়ুনাশক, আগ্নেয় গুণভূয়িষ্ঠ, জলাংশশোষণকারী, মলসংগ্রাহক। (ভাবপ্র°)
শুঁঠচূর্ণ বিশেষ উপকারী। বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে হস্তপদ

হিমাঙ্গ হইলে ইহার চূর্ণ অল্প অল্প মালিস করিলে হস্তপদ গরম হইয়া উঠে। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত শুঁঠচূর্ণ সেবন করিলে কাশি ছর্দ্দিতে বিশেষ উপকার দর্শে। অন্নের সহিত ঘৃতযোগে শুঁঠ-চূর্ণ বাত ও শ্লেষ্মানাশক।

শুণ্ঠীখণ্ড (পুং) অম্লপিত্ত রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ; প্রস্তুত-প্রণালী—শুণ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধসের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র যথাবিধানে পাক করিবে, পাক শেষ হইলে প্রক্ষেপার্থ আমলকী, ধনে, মুতা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দেড় তোলা, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ৬ মাষা, শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি ও আমবাত রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শুণ্ঠীঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শুণ্ঠীচূর্ণ ১ সের। কাঁজি ১৬ সের, ইহা দ্বারা ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ আমবাত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অন্যবিধ—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শুণ্ঠীচূর্ণ ১ সের। শুণ্ঠীর কাথ বা জল ১৬ সের। পরে ঘৃতপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে বাত, শ্লেষ্মা, কটিশূল ও আমবাত নষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

শুণ্ঠীধান্যাকঘৃত (ক্লী) আমবাত রোগোক্ত ঘৃতৌষধ বিশেষ। শুণ্ঠী তিন পোয়া এবং ধনে এক পোয়া, ইহার কল্ক ও ১৬ সের জল দ্বারা ৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, অর্শ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° আমবাতরোগাধি°)

শুণ্ঠ্য (ক্লী) শুণ্ঠী। (শব্দচ°)

শুণ্ড (পুং) শুন গতৌ ভমস্তাৎ ড। ১ মদনির্ঝর। (হেম) ২ করিকর, হাতীর শুঁড়।

"ঘণ্টাশুণ্ডান্ বিষাণাগ্রান্ ক্ষুরমাল্যপদানুগান্।
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈঃ শাত্রবানামশাতয়ৎ॥" (ভারত ৭।৩৫।৩৫)

শুণ্ডক (পুং) ১ যুদ্ধবেণু। (শব্দমালা) ২ শৌণ্ডিক। (শব্দরত্না°)

শুণ্ডরোহ (পুং) শুণ্ডবৎ রোহতীতি রুহ-অচ্। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। (রাজনি°) পাঠান্তর শৃঙ্গারোহ।

শুণ্ডা (স্ত্রী) শুন-ড টাপ্। ১ মদ্যপানগৃহ, মদখাবার স্থান। ২ জলহস্তিনী। ৩ বেশ্যা। ৪ সুরা। ৫ হস্তিহস্ত, হাতীর শুঁড়। (মেদিনী) ৬ নালনী। (বিশ্ব) ৭ কুট্টনী। (শব্দমালা)

শুণ্ডাপান (ক্লী) শুণ্ডায়া আপানং। মদ্যপানগৃহ, পর্য্যায়—মদস্থান। (অমর) মদস্থল। (শব্দরত্না°)

শুণ্ডার (পুং) শুণ্ডাং রাতীতি রা-ক। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (শব্দরত্না°) হ্রস্বা শুণ্ডা (কুটীশমীশুণ্ডাভ্যো রঃ। পা ৫।৩।৮৮) ইতি র। স্বল্পশুণ্ডা, অপকৃষ্ট শুণ্ডা। ২ করিশুণ্ডাকার বকযন্ত্রভেদ, বকযন্ত্র, মদ্য প্রভৃতি চোঁয়াইবার যন্ত্র।

শুণ্ডারোচনিকা (স্ত্রী) ১ রঞ্জিনী, নাগবল্লীলতা। ২ নীলী। ৩ জম্বুকালতা। ৪ মঞ্জিষ্ঠ। ৫ শেফালিকা। ৬ হরিদ্রা। ৭ পর্পটী।

শুণ্ডাল (পুং) শুণ্ডেন অলতীতি অল-পর্য্যাপ্তৌ অচ্। হস্তী।

শুণ্ডিক (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শুণ্ডিকা (স্ত্রী) ১ অলিজিহ্বা, উপজিহ্বিকা, চলিত আলজিভ। ২ স্ফোটক, ফোড়া। (রাজনি°) ৩ শুণ্ডাশব্দার্থ।

শুণ্ডিন্ (পুং) শুণ্ডাঽস্ত্যস্যেতি শুণ্ডা-ইনি। ১ শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (শব্দরত্না°) ২ হস্তী।

শুণ্ডিনী (স্ত্রী) ছুচ্ছুন্দরী, চলিত ছুঁচা। (বৈদ্যকনি°)

শুণ্ডিভূষিকা (স্ত্রী) শুণ্ডিনী শুণ্ডবিশিষ্টা ভূষিকা। ছুচ্ছুন্দরী, ছুঁচা। (রাজনি°)

শুণ্ডিরোচনিকা (স্ত্রী) রোচনী। (রাজনি°)

শুণ্ডী (স্ত্রী) ১ হস্তীশুণ্ডী বৃক্ষ। ২ কোষুণ্ডী। ৩ শালি। (রাজনি°)

শুতুদ্রি (স্ত্রী) শতদ্রু নদী।

শুতুদ্রু (স্ত্রী) শতদ্রু নদী। (ভরত দ্বিরূপকোষ) [শতদ্রু দেখ।]

শুদি (হিন্দী) শুক্লপক্ষ।

শুদ্ধ (ক্লী) শুধ-ক্ত। ১ সৈন্ধব। ২ মরিচ। (ত্রি) ৩ কেবল।

"তড়াগভেদকং হন্যাদপ্সু শুদ্ধবধেন বা।
তদ্বাপি প্রতি সংকুর্য্যাৎ দাপ্যস্তূত্তমসাহসম্॥" (মনু ৯।২৭৯)

৪ নির্দ্দোষ। ৫ পবিত্র, বিশুদ্ধ। (মেদিনী) ৬ শুক্ল। (ধরণি) ৭ রাগান্তরমিশ্রিত রাগ। (সঙ্গীতশাস্ত্র) শরীর ও দ্রব্যাদি কি প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিধান আছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় বিবৃত হইল—পাপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেহ মন অশুদ্ধ হয়, এবং ঐ পাপের ফলে নানা প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাধি হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে ঐ পাপের শুদ্ধি হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেরূপ বস্ত্র মলিন হইলে তাহাতে ক্ষার ও অগ্ন্যুত্তাপ সং-যোগ করিয়া পরে উত্তমরূপে জলে প্রক্ষালনাদি দ্বারা যেমন উহা শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ তপস্যা, দান, যজ্ঞ ও অনুতাপাদি দ্বারা পাপাচারীর পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ক্ষীণপাপ হইলে তাহাকে শুদ্ধ বলে, সুতরাং পাপীলোক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই যে কোনরূপ শুদ্ধ হইতে পারে।

"ক্ষারোপস্বেদচণ্ডনির্ণোদন প্রক্ষালণাদিভির্ব্বাসাংসি যথা শুদ্ধন্তি এবং তপোদানযজ্ঞৈঃ পাপকৃতঃ শুদ্ধি মুপযান্তি। শুদ্ধিং পাপক্ষয়ং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

"জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনোবার্য্যপাঞ্জনং।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৄণি দেহিনাম্॥
সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারি শুচিঃ শুচিঃ॥
ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ॥
মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি র্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥
এবং শৌচস্য বঃ প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণুত নির্ণয়ম্॥ ইত্যাদি।
(মনু ৫।১০৫—১০৯)

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, বারি, উপাঞ্জন অর্থাৎ গোময়াদি দ্বারা অনুলেপন, বায়ুকর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল এই সমুদায় দেহধারীদিগের শুদ্ধির কারণ। এই সকল দ্রব্যই শুদ্ধির সাধন, এই সকল সাধন দ্বারাই শুদ্ধ হওয়া যায়। যেরূপ জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা নাশে ব্রহ্ম জ্ঞানলাভ হইলে তখন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, তখন আর বুদ্ধির কোন দোষ থাকে না। জ্ঞান লাভ হওয়ায় বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রূপ তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, ও অগ্নিপাকে মৃন্ময় পাত্রাদি শুদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদিই শুদ্ধির কারণ।

দেহ মন প্রভৃতি শুদ্ধিকর সমুদয় পদার্থের মধ্যে অর্থশুদ্ধি অর্থাৎ অর্থার্জ্জন বিষয়ে অন্যায় বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করাকে ঋষিগণ পরম শুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনে শুচি, তিনিই প্রকৃত শুচি, মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে প্রকৃত শৌচ বলা যায় না।

বিদ্বদ্গণ ক্ষমা দ্বারা শুদ্ধ হন, অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্ন পাপিগণ জপ দ্বারা এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হন। শোধনীয় বাহ্য দ্রব্য সকল এবং এই দেহ মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা শুদ্ধ হয়। মলবহা নদী স্রোতোবেগে, মনোদুষ্ট অর্থাৎ পরপুরুষাভিগমন সঙ্কল্প দোষেও দুষিতমনা স্ত্রী রজস্বলা হইলে শুদ্ধা হয়। ত্যাগ বা প্রব্রজ্যা দ্বারা দ্বিজোত্তমগণ শুদ্ধ হইয়া থাকেন। জল দ্বারা দেহ শুদ্ধি হয়, সত্য বলিলে মন শুদ্ধ থাকে, বিদ্যা ও তপো দ্বারা জীবাত্মার শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি হইয়া থাকে। এই রূপে শারীরিক শুদ্ধির বিষয় বলা হইল।

নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধির উপায় এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজত ও সুবর্ণাদি ধাতু সকল, মরকতাদি মণি সকল ও প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য, ভস্ম ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপরহিত সুবর্ণপাত্র জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। শঙ্খ মুক্তাদি জলজ, প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র ও রৌপ্য পাত্র যদি রেখাদি যুক্ত না হয় তাহা হইলে জল দিয়া প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নির সংযোগে সুবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণে স্বীয় উৎপত্তিস্থান জল ও অগ্নি দ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি অতি প্রশস্ত।

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ এবং সীসক পাত্র সকল ভস্ম অম্ল ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ লৌহ জল দ্বারা, কাংস ভস্ম এবং তাম্র ও পিত্তলাদি অম্ল দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

ঘৃত তৈলাদি দ্রবদ্রব্য সকল কাক কীটাদি কর্ত্তৃক দুষিত হইলে তাহা প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় দ্বারা বিলোড়ন করিলে শুদ্ধ হয়। শয্যাদির ন্যায় সূত্রসংযুক্ত সংহত দ্রব্য জল প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞীয় চমস (জলপাত্রভেদ) এবং অপরাপর পাত্র সকল তৎসংসৃষ্ট প্রথমে হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিয়া পরে জলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব্, শকট, মুষল ও উদুখল প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল ঘৃত তৈলাদি-স্নেহাক্ত হইলে উষ্ণজল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়।

বহুধান্য বা অনেক বস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জল প্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প ধান্য বা অল্প বস্ত্র হইলে তাহা জলে না ধুইলে শুদ্ধ হয় না। পাদুকাদি স্পৃশ্য পশুচর্ম্ম এবং বেত্রবংশাদি তৃণনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায়। শাক, মূল ও ফল ইহাদের শুদ্ধি ধান্যের ন্যায় হইয়া থাকে। কৌষেয় অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র, আবিক অর্থাৎ মেষলোমজাত কম্বলাদি ক্ষার ও মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধ হয়। তৃণ ও পাকের কাষ্ঠ জলপ্রক্ষালন দ্বারা এবং মার্জ্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হয়, মৃন্ময় পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ পাত্র যদি মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও পূয় বা শোণিত দ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা আর শুদ্ধ হয় না।

সম্মার্জ্জন, গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গোমূত্রোদকাদি সিঞ্চন, উল্লেখন অর্থাৎ চাঁচিয়া ফেলা এবং এক অহোরাত্র গাভীর বাস এই পাঁচটী উপায়ে ভূমি শুদ্ধ হয়। পক্ষী কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, গাভী কর্ত্তৃক আঘ্রাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদ স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অর্থাৎ যাহার হাঁচি বা থুথু পড়িয়াছে, এবং যাহা কেশকীটাদি দ্বারা দুষিত হইয়াছে, এই সকল দ্রব্য মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রথমে অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা

যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ যাহা জল দ্বারা প্রক্ষালন করা হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ শিষ্ট জনেরা যৎসম্বন্ধে পবিত্র বলিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, ঐ সকল দ্রব্য দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পরিমাণ জলে গোরুর পিপাসা শান্তি হয়, ততটুক জল যদি বিশুদ্ধ ভূমিগত এবং স্বাভাবিক গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয়, অথচ অপবিত্র দ্রব্য লিপ্ত না থাকে, তাহা হইলে ঐ জল শুদ্ধ জানিতে হইবে। কারুকারের হস্ত কারুকার্য্যে যখন নিযুক্ত থাকে, তখন সর্ব্বদা শুদ্ধ। বাজারে যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চারিদিকে বিস্তৃত থাকে, তাহা নানা জাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও শুদ্ধ, ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্য শুদ্ধ। কাকাদির চঞ্চুর আঘাত বৃন্তে লাগিয়া যে ফল ভূপতিত হয়, তাহাও শুদ্ধ। যে সকল পশু বা পক্ষী কুকুর কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, মাংসজীবী বা অন্যান্য পশু পক্ষীরা যে মাংস আনয়ন করে ও চণ্ডালাদিব্যাধ যে সকল পশু প্রভৃতি হনন করে, ইহাদের মাংস শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (মনু ৫ অ°)

শুদ্ধগণপতি (পুং) গণপতিভেদ, উচ্ছিষ্ট গণপতি।

শুদ্ধজঙ্ঘ (পুং) শুদ্ধা জঙ্ঘা যস্য। ১ গর্দ্দভ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ পবিত্র জঙ্ঘাযুক্ত।

শুদ্ধতা (স্ত্রী) শুদ্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শুদ্ধত্ব, শুদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, শৌচ, শুদ্ধি।

শুদ্ধদৎ (ত্রি) শুদ্ধা দন্তা যস্য সঃ (অগ্রান্তশুদ্ধশুভ্রবৃষবরাহেভ্যশ্চ। পা ৫।৪।১৪৬) ইতি দন্তস্য দতাদেশঃ। শুভ্র দন্তযুক্ত।
"গতে তস্মিন্ জলশুচিঃ শুদ্ধদদ্রাবণঃ শিখী।" (ভট্টি ৫।৬১)

শুদ্ধধী (ত্রি) শুদ্ধা ধীর্যস্য। শুদ্ধমতি, বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত।

শুদ্ধপক্ষ (পুং) শুদ্ধঃ শুক্লঃ পক্ষঃ। শুক্লপক্ষ। কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুইটী পক্ষের মধ্যে শুক্লপক্ষ শুদ্ধ এবং কৃষ্ণ পক্ষ অশুদ্ধ। শুক্লপক্ষেই শুভ কার্য্য সকল করিবার বিধান আছে, এই জন্য ইহা শুদ্ধ।

শুদ্ধপাদ (পুং) একজন বিখ্যাত হঠযোগী। নামান্তর সিদ্ধপাদ।

শুদ্ধপুরী (স্ত্রী) দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবক্ষেত্র। ত্রিচীনপল্লী জেলার তিরুপরু বিভাগে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণোক্ত শিবরহস্য ও শুদ্ধপুরী-মাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শুদ্ধবুদ্ধি (ত্রি) শুদ্ধা বুদ্ধি র্যস্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত।

শুদ্ধবোধ (ত্রি) বিশুদ্ধ বোধবিশিষ্ট, জ্ঞানযুক্ত। (অষ্টাবক্রসং)

শুদ্ধভাব (পুং) বিশুদ্ধ ভাব যুক্ত, শুদ্ধচেতাঃ।

শুদ্ধভিক্ষু (পুং) হঠযোগাচার্য্যভেদ। ইনি হঠযোগ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শুদ্ধমতি (ত্রি) শুদ্ধা মতির্যস্য। ১ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট।
"উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপং।
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি॥" (হিতোপদেশ)
(পুং) ২ চতুর্বিংশতি ভূতার্হৎগণের অন্তর্গত জিনবিশেষ। (হেম)
(স্ত্রী) শুদ্ধা মতিঃ। পবিত্র বুদ্ধি।

শুদ্ধমাংস (ক্লী) শুদ্ধং মাংসং যস্য। মাংসব্যঞ্জন বিশেষ, মাংসের তরকারী। প্রস্তুত প্রণালী—একটী পাক পাত্রে ঘৃত বা তৈল দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইতে হইবে। পরে ছাগ প্রভৃতির অস্থি বিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ধুইয়া ও পরে ছাকিয়া ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে উহা ভাজিয়া লইবে; তৎপরে ঐ মাংস উত্তম রূপে সিদ্ধ হইতে পারে এইরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ এবং বেশবার অর্থাৎ বাটনা দিয়া উহা উত্তম রূপে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে সুসিদ্ধ হইলে তাহাকে শুদ্ধ মাংস কহে। গুণ—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষ শান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অগ্নিপ্রদীপক ও ধাতুপোষক। (ভাবপ্রকাশ)।

শুদ্ধরূপিন্ (ত্রি) শুদ্ধরূপযুক্ত, উজ্জ্বল রূপ বিশিষ্ট। (অষ্টাবক্রস°)

শুদ্ধবংশ্য (ত্রি) শুদ্ধবংশে ভবঃ যৎ। বিশুদ্ধ কুলজাত, বিশুদ্ধ বংশোদ্ভব।

শুদ্ধবৎ (ত্রি) শুদ্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বিশুদ্ধ, শুদ্ধবিশিষ্ট।

শুদ্ধবল্লিকা (স্ত্রী) শুদ্ধা বল্লিকা লতা। ১ গুড়ূচী। ২ পবিত্র লতা।

শুদ্ধবাল (ত্রি) শুভ্রবর্ণ কেশযুক্ত। (শুক্লযজু° ২৪।৩)

শুদ্ধবিরাজ্ (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

শুদ্ধবিরাড়্যভ (ক্লী) ছন্দোভেদ।

শুদ্ধশুক্র (ক্লী) শুদ্ধং শুক্রং। বিশুদ্ধ শুক্র, যে শুক্রে কোন দোষ নাই। তরল, স্নিগ্ধ, মধুগন্ধ যুক্ত এবং স্ফটিকবর্ণাভ শুক্র বিশুদ্ধ। (সুশ্রুত)

শুদ্ধসাধ্যবসানা (স্ত্রী) শব্দের লক্ষণাশক্তিভেদ, সাধ্যবসানা লক্ষণা শুদ্ধ ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার।
"বিষয্যন্তঃকৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা।
ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তথা।
গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা॥"
(কাব্য প্রকাশ ২।১২)

শুদ্ধসারোপলক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষণাভেদ। (সর্ব্বদর্শনস°)

শুদ্ধহস্ত (ত্রি) বিশুদ্ধ হস্তবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব° ১২।৩।৪৪)

শুদ্ধা (স্ত্রী) ১ কুটজ বীজ, ইন্দ্রযব। (বৈদ্যকনি°) ২ বিশুদ্ধ।

শুদ্ধাক্ষ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (হরিবংশ)

শুদ্ধাত্মন্ (ত্রি) শুদ্ধঃ পবিত্রঃ আত্মা স্বভাবো যস্য। শুদ্ধ স্বভাব, পবিত্র স্বভাব। (রামায়ণ ২।২৯।১৬)
(পুং) ২ শিব।

শুদ্ধানন্দ (পুং) আচার্য্যভেদ। গৌড়পাদীভাষ্যটীকা-প্রণেতা। ইনি আনন্দীতর্থের গুরু।

শুদ্ধানন্দ সরস্বতী, বেদান্তচিন্তামণি ও বেদান্তচিন্তামণিপ্রকাশ-রচয়িতা। ইহার অপর নাম শুদ্ধ ভিক্ষু।

শুদ্ধানুমান (ক্লী) শুদ্ধং অনুমানং। বিশুদ্ধ অনুমান, যে অনুমানে কোন দোষ নাই।

শুদ্ধান্ত (পুং) শুদ্ধঃ অন্তো যস্ত, শুদ্ধা রক্ষকাঃ অন্তে যস্ত ইতি বা। ১ অন্তঃপুর। নৃপতির অসর্ব্বগোচর কক্ষ ভেদ। (অমর) ২ রাজযোষিৎ, রাজস্ত্রী। (অজয়)

"শুদ্ধান্তসংভোগনিতান্ততুষ্টে ন নৈষধে কার্য্যমিদং নিগাদ্যম্।
অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা॥"
(নৈষধ ৩।২৩)

৩ অশৌচান্ত। (ধরণি)

শুদ্ধান্তপালক (পুং) শুদ্ধান্তং পালয়তীতি পালি-ণ্বুল্। অন্তঃ-পুররক্ষক। পর্য্যায়—গৃহদৌবারিক, কক্ষারক্ষক, রাত্রিহিণ্ডক। লক্ষণ—

"বৃদ্ধঃ কুলোদ্‌গতেঃ শক্তঃ পিতৃপৈতামহঃ শুচিঃ।
রাজ্ঞামন্তঃপুরাধ্যক্ষো বিনীতশ্চ তথেষ্যতে॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

বৃদ্ধ, কুলীন এবং পিতা বা পিতামহ হইতে বংশক্রমে কার্য্য-কারী, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং বিনীত এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই রাজাদিগের অন্তঃপুরপালক হইয়া থাকে।

শুদ্ধান্তরযুজ্ (স্ত্রী) সঙ্গীতে তাল, লয় বা স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া গীত বাদ্যাদির যে রূপান্তর সাধন। চলিত কথায় ইহাকে তাল-ফেরতা বা সুরফেরতা কহে।

শুদ্ধান্তা (স্ত্রী) শুদ্ধান্ত আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি অচ্, টাপ্। রাজ্ঞী, রাণী।

'শুদ্ধান্তশ্চ বিশুদ্ধান্তে শুদ্ধান্তা রাজযোষিতঃ।' (ধরণি)

শুদ্ধাপহ্নুতি (স্ত্রী) শুদ্ধা অপহ্নুতিঃ। অপহ্নুতি অলঙ্কার-বিশেষ।

"শুদ্ধাপহ্নুতিরন্যস্যারোপার্থো ধর্ম্মনিহ্নবঃ।
নায়ং সুধাংশুঃ কিং তর্হি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহম্॥" (চন্দ্রালোক)

এক ধর্ম্মের অপহ্নব করিয়া অন্য ধর্ম্মের আরোপ হইলে এই অলঙ্কার হয়। যথা—উহাতো চন্দ্র নহে, আকাশগঙ্গায় প্রস্ফুটিত পদ্ম, এই স্থলে প্রকৃত চন্দ্রের অপহ্নব করিয়া অপ্রকৃত পদ্মের আরোপ করায় এই অলঙ্কার হইল।

শুদ্ধাভ (ত্রি) শুদ্ধমিবাভাতি শুদ্ধ-আ-ভা-ক। শুদ্ধের ন্যায় আভা-যুক্ত, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল।

"প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥" (মনু ১২।২৭)

'শুদ্ধাভং শুদ্ধমিবাভাতি রজস্তমোভ্যামকলুষিতং মদমানরাগ-দ্বেষলোভমোহভয়শোকমাৎসর্য্যাদিদোষরহিতং' (কুল্লুক)

শুদ্ধাবর্ত্ত (পুং) প্রদক্ষিণাবর্ত্ত, পেঁচযুক্ত (দণ্ডাদি)।
(ষড়্‌বিংশব্রা° ৪।৪)

শুদ্ধাবাস (পুং) ১ বিশুদ্ধ আবাস। ২ স্বর্গ। (ললিতবি°)

শুদ্ধাশয় (ত্রি) শুদ্ধঃ আশয়ো যস্ত। ১ শুদ্ধ আশয়যুক্ত, শুদ্ধচিত্ত-বিশিষ্ট। (পুং) ২ বিশুদ্ধ আশয়, বিশুদ্ধচিত্ত।

শুদ্ধাশুদ্ধীয় (ক্লী) ১ সামভেদ। (লাট্যা° ৩।৫।১৩)
(ত্রি) ২ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সম্বন্ধীয়।

শুদ্ধি (স্ত্রী) শুধ-ক্তিন্। ১ দুর্গা। নাম নিরুক্তি যথা—

"স্মরণাচ্চিন্তনাদ্বাপি শোধ্যতে ন হি পাতকাৎ।
তেন শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা দেবী রুদ্রতনৌ স্থিতা॥"
(দেবীপু° ৪৫ অ°)

ভগবতী দুর্গাকে স্মরণ বা চিন্তা করিলে মানব পাতক হইতে শুদ্ধিলাভ করে, এই জন্য তিনি শুদ্ধিনামে বিখ্যাত।

২ মার্জ্জনা। (জটাধর) ৩ বৈদিক কর্ম্মার্হত্বপ্রযোজক সংস্কার-বিশেষ। অশৌচ হইলে বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে না। অশৌচাপগমে শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন পুনরায় বৈদিক কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে। [অশৌচ শব্দ দেখ]

৪ বিশুদ্ধতা সম্পাদন। পূজার সময় ভূতশুদ্ধি ও জল, আসন, পুষ্প প্রভৃতি শুদ্ধি করিয়া পূজা করিতে হয়। [ভূতশুদ্ধি দেখ।] জলশুদ্ধি যথা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পূজা করিবার জলে এই মন্ত্র পাঠ করিলে জলশুদ্ধি হয়।

আসনশুদ্ধি—আসনে উপবেশন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ। আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।—

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥"

পঞ্চগব্য দ্বারা মণ্ডপ-শুদ্ধি হয়। যে সকল দ্রব্য ভগবদুদ্দেশে নিবেদিত হয় এবং যাহা দ্বারা ভগবৎপূজা করা হয়, তাহা শোধন করিয়া করিতে হয়। শাস্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্যেরই শুদ্ধিমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শুদ্ধিকৃৎ (ত্রি) শুদ্ধিং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। শুদ্ধিকারক।

শুদ্ধিতম (ত্রি) শুদ্ধি-তমপ্। অতিবিশুদ্ধ।

শুদ্ধিতত্ত্ব, রঘুনন্দন কৃত স্মৃতিতত্ত্বের ৪র্থ খণ্ড। ইহাতে মৃত ও জননাশৌচবিধি, স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতব পাত্রশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

শুদ্ধিভূমি (স্ত্রী) জনপদভেদ।

শুদ্ধিমৎ (ত্রি) শুদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। শুদ্ধিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ, শুদ্ধিযুক্ত। (রঘুবংশ ১।১২)

শুদ্ধোদ (ত্রি) শুদ্ধানি কেবলানি উদকানি যত্র, উদকশব্দস্ত উদাদেশঃ। ১ কেবল জলযুক্ত। (পুং) ২ সমুদ্র। (ভাগবত ৫।১।৩৩) ৩ সূর্য্যবংশীয় শাক্যরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।১৩ ১৪)

শুদ্ধোদন (পুং) বুদ্ধদেবের পিতা। ইনি শাক্যদিগের রাজা ছিলেন। প্রাচীন কোশলরাজ্যের পূর্ব্বাংশস্থিত কপিলবস্তু নগরী ইহার রাজধানী। ইনি কোলিয়ান রাজতনয়াদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। [বুদ্ধদেব দেখ।]

শুদ্ধোদনসুত (পুং) শুদ্ধোদনস্ত সুতঃ। শুদ্ধোদনের পুত্র, বুদ্ধদেব। [বুদ্ধ দেখ]

শুদ্ধোদনি (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরাত্র)

শুধ্, শুধ, শৌচ। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ শুধ্যতি। লিট্ শুশোধ, শুশুধতুঃ। লুট্ শোদ্ধা। লৃট্ শোৎস্যতি। লৃঙ্ অশোৎস্যৎ। লুঙ্ অশুধৎ। সন্ শুশুৎসতি। যঙ্ শোশুধ্যতে। যঙ্লুক্ শোশোদ্ধি। ণিচ্ শোধয়তি। লুঙ্ অশূশুধৎ।

শুধু (দেশজ) কেবল।

শুধুশুধু (দেশজ) বিনা দোষে।

শুন্, গতি। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শুনতি। লিট্ শুশোন। লুট্ শোনিতা। লুঙ্ অশোনীৎ।

শুন (পুং) শুনতি সদা ইতস্ততো গচ্ছতীতি শুন-ক। ১ কুক্কুর। 'কুক্কুরস্তু শুনিঃ শ্বানঃ কপিলো মণ্ডলঃ শুনঃ।' (বাচস্পতি) শুনতি ক্ষিপ্রং গচ্ছতি শুন-ক। ২ বায়ু। (নিঘণ্টু টীকা দেবরাজ যজ্বা ৫।৩।৩৪)

(ক্লী) ৩ সুখ। (ঋক্ ৪।৫৭।৯)

শুনক (পুং) শুনতি ইতস্ততো গচ্ছতীতি শুন-গতৌ (ক্বন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২) ইতি ক্বন্। ১ কুক্কুর। (রাজনি°) ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (ভারত ২।৪।১০)

শুনকচঞ্চুকা (স্ত্রী) শুনকস্য চঞ্চুরিব ইবার্থে কন্। ক্ষুদ্র চঞ্চুক্ষুপ, চলিত চেঁচকা। (রাজনি°)

শুনকচিল্লী (স্ত্রী) শুনকপ্রিয়া চিল্লী। শাক বিশেষ, চলিত চিলি শাক। পর্য্যায়—শ্বচিল্লী, শ্বানচিল্লিকা। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, কণ্ডু ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

শুনঃশেপ[ফ] (পুং) মুনিবিশেষ। ঋচীক মুনির পুত্র। রামায়ণে ইহার বিষয় এই রূপ লিখিত আছে। একদা অযোধ্যাধিপতি রাজা অম্বরীষ সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র ঐ রাজার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলে ঋত্বিক্‌গণ রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! আপনার অনবধানতাই এই যজ্ঞবিঘ্নের মূল কারণ। যজ্ঞ পাতিত্য জন্য আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত না হইলে আপনাকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। একটী নরবলিই ইহার বিহিত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব এই যজ্ঞ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই একটী নরবলি প্রদান করুন।

রাজা অম্বরীষ একটী নরবলি দিতে অভিলাষী হইয়া তাহার অন্বেষণের জন্য নানা জনপদ, দেশ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রম সকল ভ্রমণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে ঋচীক নামে এক মুনি ছিলেন, তাহার তিনটী পুত্র ছিল। রাজা ইঁহাকে অশেষ প্রকার অনুনয় বিনয় সহকারে কহিলেন, যদি আপনি শত সহস্র গাভি মূল্যে একটী পুত্র বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আপনার এই তিনটী পুত্র আছে, আপনি মূল্য লইয়া একটী পুত্র প্রদান করুন। আমি মনুষ্য বলি ক্রয় করিবার জন্য বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কোন স্থানেই পাই নাই।

ইহাতে ঋচীক বলিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার অতি প্রিয়, তাহাকে আমি বিক্রয় করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া মাতা বলিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রও আমার অতি প্রিয়; সুতরাং অবিক্রেয়। মধ্যম পুত্রের নাম শুনঃশেফ। শুনঃশেফ পিতামাতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পিতা ও মাতার প্রিয় এই জন্য অবিক্রেয়। আমি মধ্যম, সুতরাং বিক্রেয়, আপনি আমাকে লইয়া গমন করুন। রাজা শুনঃশেফের এই বাক্য শুনিয়া বহুকোটি সুবর্ণ, অনেক রত্নরাশি ও শত সহস্র গাভী দিয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন।

রাজা ইঁহাকে লইয়া গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন কালে পুষ্কর তীর্থে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করেন। এই পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্যানিরত ছিলেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠ মাতুল, শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার শরণাগত হইয়া কহিলেন, আমার পিতামাতা বিত্তলোভে আমাকে বলির জন্য রাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম, এইক্ষণ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি এইরূপ বিধান করুন যে, আমিও যেন আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু হইয়া তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি এবং রাজাও যজ্ঞসমাপ্ত করিয়া কৃতকার্য্য হন।

বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের এই কথা শুনিয়া তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে তুষ্ট করিয়া সেই সময়েই স্বীয় পুত্রদিগকে আহবান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! এই বালক আমার শরণাগত, তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা সকলই সুকৃতকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ। অতএব, তোমরা

এই নরেন্দ্রের বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, তাহা হইলে এই রাজার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত, দেবগণ পরিতৃপ্ত এবং ইহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন যে, আপনি নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তির পুত্রকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ইহা আমাদের মনোমত নহে, উহা আত্মমাংস ভক্ষণের ন্যায় অতীব অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হয়। বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের এই কথা শুনিয়া ক্রোধ সহকারে তাহাদিগকে শাপ দিয়া শুনঃশেফকে কহিলেন, পুত্র তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হইয়া বৈষ্ণব যূপে পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইবে, তখন তুমি আগ্নেয় মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব এবং দিব্য গাথা গান করিও, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিবে। শুনঃশেফ সমহিত হইয়া সেই দুইটী গাথা গ্রহণ করিলেন।

তখন শুনঃশেফ হৃষ্টচিত্তে রাজা অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি শীঘ্র গমন করিয়া যজ্ঞ সমাপন করুন। রাজা ইহার কথায় শীঘ্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞ ভূমিতে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা যথাবিধানে শুনঃশেফকে রক্তাম্বর পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক পশুরূপে যূপে বন্ধন করিলেন। শুনঃশেফ এইরূপে যূপে বদ্ধ হইলে আগ্নেয় মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু এই দুই দেবতাকে দুইটী গাথা দ্বারা স্তব করিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। রাজাও তাঁহাদিগের প্রসাদে সেই যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করিলেন। (রামায়ণ ১।৫৯-৬২ স°)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের অভিসম্পাতে জলোদর রোগে পীড়িত হইয়া যারপরনাই কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন। তখন তিনি বরুণের শাপ হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠের শরণাগত হন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে একটী পুত্র ক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দেন। হরিশ্চন্দ্র বশিষ্ঠের উপদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং একটী পুত্র ক্রয় করিবার জন্য মন্ত্রীর প্রতি আদেশ দেন।

হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য মধ্যে অজীগর্ত্ত নামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ, দ্বিতীয় শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ শুনোলাঙ্গুল। মন্ত্রী অর্থ দ্বারা একটী পুত্র ক্রয় করিবার অভিলাষ করেন। অজীগর্ত্ত অন্নাভাবে যারপরনাই কাতর ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া আপনার একটী পুত্রকে বিক্রয় করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিক্রয় করিলেন না। মাতা কহিলেন কনিষ্ঠ পুত্র আমার প্রিয়, সেই অনুরোধে তাহাকেও বিক্রয় করা হইল না। তখন মধ্যম শুনঃশেফকে বিক্রয় করা হইল।

রাজা শুনঃশেফকে লইয়া নরমেধ যজ্ঞের পশু করিলেন। বালক যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। মুনিগণ তাহার রোদন শুনিয়া সকলই চীৎকার করিয়া উঠিল। শমিতা (ছেদক) এইরূপ ভাব দেখিয়া অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া বলিল, এই দ্বিজতনয় কাতর হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছে, অতএব আমি লোভের বশীভূত হইয়া ইহাকে বধ করিতে পারিব না। তখন সেই স্থলে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

অনন্তর শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমাকে আপনি দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করুন, আমিই আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব। রাজা তাঁহাকে অর্থদানে স্বীকৃত হইলে অজীগর্ত্ত বধকার্য্য সমাধা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইল। তাহাকে পুত্রবধে উদ্যত দেখিয়া সভাসদ্‌গণ সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তখন শুনঃশেফের করুণ ক্রন্দন শুনিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, তুমি এই বালককে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ ও ব্যাধিনাশ হইবে। এই বালক অতিশয় কাতর হইয়া দীনভাবে রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর।

রাজা ইহাকে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে, বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের নিকট গিয়া তাহাকে বরুণমন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি এই মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে তোমার কল্যাণ হইবে। শুনঃশেফ বরুণমন্ত্র জপ করিবামাত্রই বরুণদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা সেই দেবতাকে স্তব করিলেন। বরুণ বলিলেন, রাজন্! শুনঃশেফ অতীব কাতর হইয়া আমার স্তব করিয়াছে, অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, আর তোমারও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল, এখন তুমি রোগ বিমুক্ত হও। বরুণদেবের কৃপায় দ্বিজপুত্র পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইল, তখন সেই সভায় জয় জয় শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাজা নিদারুণ রোগ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিলেন।

তখন সেই সভায় শুনঃশেফ কৃতাঞ্জলি হইয়া সভ্যদিগকে কহিলেন, আমি এখন কাহার পুত্র, আমার পিতা কে? তাহা আপনারা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। এই বিষয় লইয়া তখন নানারূপ মতভেদ হইতে লাগিল। তখন বশিষ্ঠদেব

বিবদমান সকলকে কহিলেন যে, পিতা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন শিশু পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে। অনন্তর এই বালক হরিশ্চন্দ্রের ক্রীত পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু রাজা যখন তাহাকে যূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন এই পুত্রও রাজার হইতে পারে না। বালক বরুণের স্তুতি করায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মোচন করেন। সুতরাং এই বালক বরুণের পুত্র হইতে পারে না, কারণ যিনি যাহাকে স্তব করেন, তিনি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সকলই প্রদান করিয়া থাকেন। অতীব সঙ্কটকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে বরুণের মহাবীর্য্য মন্ত্র প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এখন তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে গণ্য। শুনঃশেফ ইহা শুনিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন।

(দেবীভাগবত ৭।১৫—১৮ অ°)

বৈদিক মন্ত্রোক্ত ঋষিভেদ। অনেক বৈদিক মন্ত্রে এই ঋষির উল্লেখ আছে। ঋগ্ বেদে লিখিত আছে যে, শুনঃশেফ যূপে বদ্ধ হইয়া বরুণ দেবের স্তব করেন, বরুণ সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন।

"শুনঃশেপো যমহ্বদ্ গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু" (ঋক্ ১।২৪।১২) গৃভীতো গৃহীতো যূপে বদ্ধঃ শুনঃশেপ এতন্নামকো জনঃ যং বরুণমহ্বৎ, আহূতবান্ স বরুণো রাজা অস্মান্ শুনঃশেপান্ মুমোক্তু, বন্ধাৎ মুক্তং করোতু (সায়ণ)

"শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্ গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্ বিদ্বান্ অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্॥"

(ঋক্ ১।২৪।১৩)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭।১৫, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৫।২০।১, ১৬।১১।২, মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব, ভাগবত ৭।২।৪৬ প্রভৃতি স্থলে শুনঃশেপের বিবরণ লিখিত আছে। ইনি একজন বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া খ্যাত। [পুরুষমেধ দেখ।]

শুনঃস্কর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৭।১২।৬)

শুনঃসখ (পুং) ঋষিভেদ। (মহাভারত)

শুনহোত্র (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ ভরদ্বাজের পুত্র। ৩ ইনি ঋক্ ৬।৩৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ৪ ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র।

শুনামুখ, হিমালয়ের উত্তরস্থ জনপদভেদ। ইহা বিন্দুসরোদ্ভবা সিন্ধুনদ দ্বারা প্লাবিত। (মৎস্যপুরাণ ১২১।৪৮) ভৌগোলিক Ktesias ইহাকে Kynokaphallai শব্দে নেপালের উত্তরে অবস্থিত দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম খুনসুয।

শুনাশীর (পুং) শুনাশীরৌ বায়ুসূর্য্যৌ অস্য স্তঃ ইতি, অর্শ আদিত্বাদচ্। ইন্দ্র। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

শুনাসীর (পুং) শুনাশীর-অচ্। অর্শ আদ্যচ। ইন্দ্র।

শুনাশীরো দ্বিতালব্যঃ সুনাসীরো দ্বিদন্ত্যকঃ।
তালব্যাদি দন্ত্যমধ্যঃ শুনাসীরশ্চ দৃশ্যতে॥ (অমরটীকা ভরত)

"ইন্দ্রায় শুনাসীরায় পুরোডাশং" (তৈত্তিরীয় সং ১।৮।৭।১)

২ বায়ু ও সূর্য্য।

শুনাসীরায় শু শব্দার্থবিশিষ্টাৎ শুন গতৌ ইত্যস্মাৎ ইগুপধলক্ষণঃ কঃ, ক্ষিপ্রং গচ্ছত্যন্তরিক্ষমিতি শুনো বায়ুঃ, যদ্বা শুশব্দোপপদাৎ নয়তের্গতিকর্ম্মণঃ অন্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি ড। সর্ত্তেঃ ঈরন্ প্রত্যয়ঃ টিলোপশ্চ নিপাত্যতে। সদা সরণাৎ সীর আদিত্যঃ শুনশ্চ সীরশ্চ দেবতা দ্বন্দ্বে চ ইত্যঙ্। (দেবরাজ যজ্বা)

৩ ইন্দ্র ও বায়ু। (ঋক্ ৪।৫৭।৯)

শুনাসীরিন্ (ত্রি) ১ ইন্দ্র। ২ শুন ও সীরযুক্ত।

শুনাসীরীয় (ত্রি) শুনাশীর দেবতা সম্বন্ধীয়, ইন্দ্র ও বায়ু বা বায়ু ও সূর্য্য দেবতা সম্বন্ধীয়।

"উক্তাঃ সঞ্চরা এতা শুনাসীরীয়াঃ" (শুক্লযজু° ২৪।১৯)

'শুনাসীরীয়াঃ শুনাসীরদেবতাঃ' (মহীধর)

শুনি (পুং) শুনতি ক্ষিপ্রং গচ্ছতীতি শুন গতৌ ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ স চ কিৎ। কুক্কুর। (হেম)

শুনিন্ধম (পুং) শুনী+ধ্মা—খশ্। কুক্কুরীকে অগ্ন্যুত্তাপদানকারী। (বোপদেব)

শুনিন্ধয় (পুং) শুনী-ধে খশ্। যে কুক্কুরীকে পান করায়। (বোপদেব)

শুনী (স্ত্রী) শ্বন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। কুক্কুরী। (অমর) ২ কুষ্মাণ্ডী। (রাজনি°)

শুনীর (পুং) কুক্কুরীসমূহ। (ত্রিকা°)

শুনেষিত (ত্রি) শুনা ইষিতং। কুক্কুর দ্বারা প্রাপিত।

(ঋক্ ৮।৪৬।২৫)

শুনোলাঙ্গূল (পুং) শুনঃশেপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(দেবীভাগ° ৭।১০ অ°)

শুন্ধ্, শুদ্ধি। ভ্বাদি° উভয়° অক° সেট্। লট্ শুন্ধতি-তে। লিট্ শুশুন্ধ, শুশুন্ধে। লুট্ শুন্ধিতা। লুঙ্ অশুন্ধীৎ, অশুন্ধিষ্ট। শুন্ধ ১ শৌচকর্ম্ম। ২ শোধন চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট শুন্ধয়তি। লুঙ্ অশুশুন্ধৎ।

শুন্ধন (ত্রি) শুদ্ধ। পরিস্কৃত।

শুন্ধ্যু (পুং) শুন্ধ শুদ্ধৌ যজিমনিশুন্ধিদাসিজনিভ্যো যুচ্। (উণ্ ৩।২০) ইতি যুচ। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ আদিত্য। ৩ শ্বেতবর্ণ পক্ষিবিশেষ।

"উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবো ন বক্ষঃ" (ঋক্ ১।১২৪।৪) 'শুন্ধ্যুরাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং শোধকত্বাৎ যদ্বা শুন্ধ্যুরিতি জলচরঃ শ্বেতবর্ণঃ পক্ষিবিশেষঃ' (সায়ণ)

শুনভ, ১ দীপ্তি। ২ হিংসা। তুদাদি° পরস্মৈ° 'দীপ্ত্যর্থে অক° হিংসার্থে সক° সেট। লট্ শুভতি, শুম্ভতি, লিট্ শুশোভ, শুশুম্ভ। লুঙ্ অশুভীৎ, অশুম্ভীৎ।

শুন্য, (ক্লী) শুনীসমূহ, কুকুরীসমূহ। (ত্রিকা°)
(ত্রি) ২ রিক্ত।

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম্।"
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

শুনে হিতং শ্বন্ (উগবাদিভ্যোযৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ, শুনঃ সম্প্রসারণং। কুকুর সম্বন্ধে হিতকর।

শুপ্তি (স্ত্রী) শোভমান, স্বকীয়মুখ। "স্বধাভির্যে অধিশুপ্তাবজুহ্বত" (ঋক্ ১।৫১।৫) শুপ্তৌ শোভমানে স্বকীয়ে মুখে, শুভ দীপ্তৌ কর্ম্মণি-ক্তিন্' (সায়ণ)

শুভ, ১ দীপ্তি। ২ হিংসা। তুদাদি° পরস্মৈ° দীপ্ত্যর্থে অক° হিংসার্থে সক° সেট্। লট্ শুভতি। লুঙ্ অশুভৎ। শুভ শোভা, দীপ্তি। ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শোভতে। লিট্ শুশুভে। লুট্ শোভিতা। লৃট্ শোভিষ্যতে। লুঙ্ অশুভৎ, অশোভিষ্ট। সন্ শুশুভিষতে, শুশোভিষতে। যঙ্ শোশুভ্যতে। যঙ্ লুক্ শোশোব্ধি। ণিচ্ শোভয়তি। লুঙ্ অশুশুভৎ।

শুভ (ক্লী) শোভতে ইতি শুভ দীপ্তৌ-ক। ১ মঙ্গল, ক্ষেম। (অমর) ২ পদ্মকাষ্ঠ। (রাজনি°) ৩ উদক। (নিঘণ্টু ১।১২) শুভ শব্দের পর্য্যায়ে 'শুভম্' একটী অব্যয় পদ আছে।
(পা ৫।২।১১০ কাশিকা)

(ত্রি) শুভমস্ত্যস্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ৪ ক্ষেমশালী, মঙ্গলদায়ক। ৫ সুখী। ৬ কুশলী। ৭ সুন্দর, মনোহর, (পুং) শোভতে ইতি শুভ-ক। ৮ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত ত্রয়োবিংশ যোগ। এই যোগে জন্ম হইলে জাতক সর্ব্বজীবের কল্যাণকারী, পণ্ডিতপ্রিয়, নিত্য শুভকর্ম্মকারী এবং শোভন বেশযুক্ত ও বুদ্ধিমান্ হয়।

"শুভপ্রসূতঃ শুভকৃন্নরাণাং শুভোদয়েষ্টো বিদুষাং সমাজে করোতি নিত্যংশুভকর্ম্মধীমান্ শোভাধিকঃ শোভনবেশধারী॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

শুভংয়া (স্ত্রী) শুভং যাতীতি ক্বিপ্। শুভপ্রাপ্ত।

শুভংযাবন্ (ত্রি) শোভনরূপে গমনকারী।

"অনেন্তঃ শুভং যাবা প্রতিভূতঃ" (ঋক্ ৫।৬১।১৩)
'শুভং যাবা শোভনং গন্তা'। (সায়ণ)

শুভংয়িকা (স্ত্রী) অজ্ঞাত শুভংয়া। শুভংয়াদিগকে যে জানে নাই। (পা ৭।৩।৪৬ বার্ত্তিক)

শুভংযু (ত্রি) শুভমস্যাস্তীতি শুভম্ (অহংশুভমোর্যুস্। পা ৫।২।১৪০) ইতি যুস্। মঙ্গলান্বিত, শুভান্বিত, কুশলী, শুভসংযুক্ত।

"অধিকং শুশুভে শুভংযুনা দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতং।" (রঘু ৮।৬)

শুভকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, শুভস্য করঃ। শুভজনক, মঙ্গলকর, যিনি শুভ করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শুভকরী—পার্ব্বতী।

শুভকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ মঙ্গলজনক কর্ম্ম। ২ বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার কার্য্য।

শুভকূট (পুং) সিংহলের শ্রীপাদশৈল। বর্ত্তমান সময়ে উহা Adam's peak নামে খ্যাত।

শুভকৃৎ (ত্রি) শুভং করোতীতি কৃ-ক্বিপ, তুক্ চ। শুভকর, শুভজনক।

শুভকৃৎস্ন (পুং) বৌদ্ধদেব শ্রেণীভেদ। (ললিতবি°)

শুভকেশী, কাদম্ববংশীয় একজন নরপতি। ইনি কর্ণাটক দেশে রাজত্ব করিতেন। শিলালিপিতে ইহাঁর শুচকেশী ও ষষ্ঠদেব নাম পাওয়া যায়। ইহাঁর পুত্র জয়কেশী চালুক্যরাজ কর্ণের (১০৬৪-১০৯৪ খৃঃ) শ্বশুর ছিলেন।

শুভক্ষণ (ক্লী) শুভসময়। মঙ্গলজনক মুহূর্ত্ত।

শুভগন্ধক (ক্লী) শুভো গন্ধো যস্য। ১ বোল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ মঙ্গলগন্ধযুক্ত।

শুভগ্রহ (পুং) শুভঃ গ্রহঃ। সোমগ্রহ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুইটী গ্রহই প্রকৃত শুভগ্রহ। ইহা ভিন্ন বুধগ্রহ যদি পাপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাও শুভ পদবাচ্য। বুধ পাপযুক্ত হইলে পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য হয়। অর্দ্ধাধিক চন্দ্র অর্থাৎ শুক্লাষ্টমীর পর হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র শুভ।

"অর্দ্ধোনেন্দুঃ কুজো রাহুঃ শনিস্তৈর্যুত ইন্দুজঃ।
রবিঃ পাপা ভবন্ত্যেতে শুভাশ্চান্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
(জ্যোতিষসারস°)

শুভগ্রহের বারে অর্থাৎ শুভবারে শুভলগ্নে ও শুভ তিথি প্রভৃতিতে শান্তিপৌষ্টিক প্রভৃতি শুভকার্য্য করিতে হয়।

"শুভগ্রহার্কবারে চ মৃদুক্ষি প্রঞ্রবেষু চ।
শুভরাশিবিলগ্নে চ শুভং শান্তিকপৌষ্টিকম্॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

শুভঙ্কর (ত্রি) শুভং করোতীতি শুভ-কৃ খচ্। ১ মঙ্গলকারক, শুভকারী।

"ক্ষেমঙ্করঃ ক্ষেমকারো ভদ্রঙ্কর শুভঙ্করৌ।" (ভূরিপ্র°)

শুভঙ্কর, ১ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইহার প্রকৃত নাম প্রগল্‌ভ আচার্য্য। [প্রগল্‌ভ আচার্য্য দেখ।]

২ একজন কবি। ৩ তিথিনির্ণয় প্রণেতা। ৪ সংগীতদামোদররচয়িতা। শ্রীধরের পুত্র।

শুভঙ্কর, একজন সুপ্রসিদ্ধ মানসাঙ্ক বেত্তা। ইনি অঙ্ক শাস্ত্রের দুর্বোধ নিয়মগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে সুললিত কবিতায় রচনা করিয়া সুকুমারমতি বালকবৃন্দের চিত্তে তাহার নির্ম্মল ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। ঐ নিয়মগুলি 'আর্য্যা' নামে বিদিত। আর্য্যাগুলির রচনাসঙ্কেত বড়ই সুন্দর এবং তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অঙ্কশাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্য বিস্ময়াবহ; কিন্তু পয়ারে রচিত হওয়ায় উহা স্থানবিশেষে এতই দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার পঙ্কোদ্ধার সহজ নহে। তাঁহার মানসাঙ্ক পদ্ধতি হইতে নিম্নে দুইটী আর্য্যার নিদর্শন উদ্ধৃত হইল :—

"জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি যোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর॥
যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট।
গণ্ডা প্রতি যোল তিল ঘুচাও কপট॥
কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভণে।
জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে॥"

অন্য এক স্থলে—

"তঙ্কা প্রতি মণ যার হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর॥
আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় আট তিল।
শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল॥"

শুভঙ্কর দাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নবাবী আমলে প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল এবং কি নিয়মে নবাব সরকারের কার্য্য পরিচালিত হইত, তিনি স্বরচিত 'ছত্রিশ কারখানা' গ্রন্থে তৎসমুদায় সম্যগ্ বিবৃত করিয়াছেন। [বাঙ্গালা সাহিত্য দেখ]

শুভঙ্করী (স্ত্রী) শুভঙ্কর ঙীষ্। ১ পার্ব্বতী। দুর্গাদেবী শুভবিধান করেন, এই জন্য তিনি শুভঙ্করী নামে খ্যাত। (শব্দরত্না°) ২ শুভঙ্কর প্রণীত অঙ্কশাস্ত্র।

শুভচন্দ্র, শব্দচিন্তামণিবৃত্তিপ্রণেতা।

শুভতাতি (স্ত্রী) সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি।

শুভতুঙ্গ, গুজরাতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। ইনি ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পিতা ধ্রুবদেবের মৃত্যুর পর, রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অপর নাম অকালবর্ষ।

শুভদ (পুং) শুভং দদাতীতি দা-ক। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শুভদাতা, শুভদায়ক।

শুভদন্ত (ত্রি) উত্তমদন্তবিশিষ্ট।

শুভদন্তী (স্ত্রী) শুভদন্তো যস্যাঃ ঙীষ্। সুদতী, শোভন দন্তবিশিষ্টা। (মেদিনী) ২ পুষ্পদন্ত হস্তীর স্ত্রী।

শুভদর্শন (ত্রি) ১ সুন্দর, সুশ্রী। ২ যাহার মুখ দেখিলে শুভ ঘটে।

শুভদায়িন্ (ত্রি) শুভং দদাতীতি দা-ণিন্, যুকাগমঃ। শুভদ, শুভকারী, যিনি শুভবিধান করেন।

শুভধর (পুং) ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৫।২৪০)

শুভনয় (পুং) মুনিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭২।১৬৯)

শুভনামা (স্ত্রী) শুক্লা পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমা তিথি।

শুভপত্রিকা (স্ত্রী) শুভানি পত্রানি যস্যাঃ স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। ১ শালপর্ণী। (রাজনি°) ২ মঙ্গল-পত্রিকা।

শুভপুষ্পিতবুদ্ধি (পুং) সমাধি।

শুভপ্রদ (ত্রি) শুভং প্রদদাতীতি-দা-ক। শুভদ, শুভকারী, যিনি মঙ্গল প্রদান করেন।

শুভভাবনা (স্ত্রী) মঙ্গলজনক ভাবনা, মঙ্গলবিষয়ক চিন্তা।

শুভমঙ্গল (ক্লী) শুভ ও মঙ্গল।

শুভমণিনগর, একটী প্রাচীন নগর। বারাণসী বিভাগের বস্তি জেলার রামপুর দেওরিয়া গ্রামের ১৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখন এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন কিছুই নাই, কেবলমাত্র পিপ্পরাবা-মহাদেব ও বরেবা-মহাদেব নামক ভগ্ন মন্দিরের স্তূপদ্বয় ও অপর দুইটী বৃহৎ স্তূপ এবং ভগ্ন সূর্য্য মূর্ত্তি প্রভৃতি উহার অতীত স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

শুভময় (ত্রি) শুভ স্বরূপে ময়ট্। শুভস্বরূপ, মঙ্গলময়।

শুভম্ভাবুক (ত্রি) ১ শুভদর্শন। ২ শুভচিন্তক।

শুভবক্ত্রা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ। (ভারত শল্যপ°)

শুভবৎ (ত্রি) শুভ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শুভবিশিষ্ট। মঙ্গলযুক্ত।

শুভবস্তু (স্ত্রী) ১ নদীভেদ, বৈদিক সুবাস্তু নদী। বর্ত্তমান নাম সোয়াৎ। (ক্লী) ২ মাঙ্গলিক দ্রব্য।

শুভবাসন (পুং) শুভং শোভনং যথা তথা বাসয়তি মুখমিতি শুভ-বস-ণিচ্ ল্যু। মুখবাসকর গন্ধ, মুখের সুগন্ধজনক বাস।

"মুখবাসকারো গন্ধ আমোদী মুখবাসনঃ।
মুখবাসন ইত্যেকে শুভবাসন ইত্যপি॥" (শব্দরত্না°)

শুভবিমলগর্ভ (পুং) বোধিসত্বভেদ।

শুভব্যূহ (পুং) রাজভেদ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

শুভব্রত (ত্রি) ব্রতভেদ, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

শুভশংসিন্ (ত্রিং) শুভং শংসতি-শংস-ণিনি। শুভসূচক, যাহা দ্বারা শুভ সূচনা হয়।

শুভশীলগণি, ভোজপ্রবন্ধরচয়িতা। মুনিসুন্দরের শিষ্য। ইনি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন।

শুভশৈল, পর্ব্বতভেদ। (যোগিনীতন্ত্র ৪৪।১)

শুভশ্রবা, নদীভেদ। (হিমবৎখ° ৪০।৬৯)

শুভসংযুত (ত্রি) শুভেন সংযুতঃ। শুভসংযুক্ত, শুভবিশিষ্ট,

শুভসপ্তমীব্রত (ক্লী) সপ্তমীব্রতভেদ।

শুভসার (পুং) রাজভেদ।

শুভসূচনী (স্ত্রী) শুভং সূচয়তীতি-সূচ্-ণিচ্-ল্যু। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। দেবীবিশেষ, চলিত সুবচনী। কোন কার্য্যে মঙ্গল হইবার প্রত্যাশায় লোকে এই দেবতার উদ্দেশে পূজা মানসিক করিয়া থাকে এবং সেই কার্য্য সিদ্ধি হইলে ইহার পূজা দেয়। এই দেবতার পূজা স্ত্রীদিগের করিতে হয়। ব্যবহার আছে যে, যদি স্ত্রীলোকে পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পুরুষে পূজা করিবে। পূজান্তে এই দেবতার উদ্দেশে পালনী এবং দেবীর পাঁচালী কথা শুনিতে হয়। এই দেবীর ধ্যান—

"রক্তা পদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়নী চামীকরালঙ্কৃতা
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা ক্ষাভীতিহস্তা শিবা
ধ্যেয়া সা শুভসূচনী ত্রিজগতামস্বাপদুদ্ধারিণী॥ (আচারমার্ত্তণ্ড)

শুভস্থলী (স্ত্রী) শুভা স্থলী। ১ যজ্ঞভূমি। ২ মঙ্গলভূমি।

শুভস্পতি (পুং) শোভন কর্ম্মের পালক, শুভকর্ম্মের রক্ষক।

"শুভস্পতী পুরুভুজা চনস্যতং" (ঋক্ ১।৩।১)

'শুভস্পতী শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ' (সায়ণ)

শুভা (স্ত্রী) শুভ-অ-টাপ্। ১ শোভা, কান্তি। ২ ইচ্ছা। (মেদিনী) ৩ বংশরোচনা, ৪ গোরোচনা। ৫ শমী। ৬ প্রিয়ঙ্গু। ৭ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°) ৮ দেবসভা। ৯ উমাসখী বিশেষ। ১০ মঙ্গলজনিকা। ১১ স্পৃক্কা, চলিত পিড়িং শাক। ১২ গুরুবচা, শ্বেতবচ। (বৈদ্যকনি°) ১৩ তভক্ষীর, ছাগশৃঙ্গ। ১৪ পাঠা আকনাদি। ১৫ শমী বিশেষ। ১৬ শতাহ্বা, চলিত শুল্‌ফা। (সারকৌ°) ১৭ নদীভেদ। (সহ্যা° ১৩।৭)

শুভাকর গুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধ গ্রন্থকার।

শুভাকিনী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী। (বৈদ্যকনি°)

শুভাগম (পুং) ১ হিতকর বিষয়ের সমাগম। মঙ্গক্রিয়ার সমাগম।

শুভাঙ্গ (ত্রি) শুভানি অঙ্গানি যস্য। মঙ্গল অবয়ব যুক্ত, শুভ অবয়ব বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শুভাঙ্গী—১ কুবের পত্নী। ২ কামদেবপত্নী। ৩ কুরুরাজপত্নী। ইঁহার গর্ভে বিদূরথের জন্ম হয়। (ভারত ১।৯৫।৩৯)

শুভাঙ্গদ (পুং) রাজভেদ। (মহাভারত)

শুভাঙ্গিন্ (ত্রি) শুভাঙ্গ অস্ত্যর্থে ইনি। শুভাঙ্গবিশিষ্ট, শোভন অবয়বযুক্ত।

শুভাচল, পর্ব্বতভেদ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

শুভাচার (ত্রি) শুভ আচারো যস্য। ১ শোভন আচার বিশিষ্ট। শুভ আচারযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। শুভাচারা—পার্ব্বতীর সখীভেদ। (শব্দমালা)

শুভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন বৃক্ষ, রক্তশিগ্রু বৃক্ষ, লাল সজিনার গাছ। (রত্নমালা)

শুভাত্মক (ত্রি) শুভ আত্মা স্বরূপো যস্য। শুভস্বরূপ, স্ত্রিয়াং টাপ্। শুভাত্মিকা।

শুভানন্দা (স্ত্রী) দাক্ষায়ণী। (হেম)

শুভান্বিত (ত্রি) শুভেন অন্বিতঃ। মঙ্গলযুক্ত, শুভবিশিষ্ট। পর্য্যায়—শুভংযু। (অমর)

শুভার্থিন্ (ত্রি) শুভং মঙ্গলং অর্থয়তে অর্থ-ণিনি। শুভপ্রার্থী, শুভকামী, যিনি শুভ প্রার্থনা করেন।

শুভাবহ (ত্রি) শুভসূচক, মঙ্গলজনক।

শুভাশয় (ত্রি) বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বিশুদ্ধচিত্ত।

শুভাশিস্ (ত্রি) শুভা আশীর্যস্য। ১ শুভ আশীর্ব্বাদযুক্ত, শুভ আশীর্ব্বাদ বিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ শুভ আশীর্ব্বাদ।

শুভাশুভ (ত্রি) ১ শুভ ও অশুভযুক্ত, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম বিশিষ্ট। ২ শুভ ও অশুভ, ভাল ও মন্দ।

শুভাসন (পুং) তান্ত্রিক আচার্য্য ভেদ।

শুভৈকদৃশ্ (ত্রি) মঙ্গলকামী।

শুভোদয় (পুং) ১ তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। ২ শুভ নক্ষত্রাদির উদয়।

শুভ্র (ক্লী) শোভতে ইতি শুভ দীপ্তৌ (স্থায়ি তঞ্চি বঞ্চীতি। উণ ২।১৩) ইতি রক্। ১ অভ্রক। (মেদিনী) ২ গড়লবণ, শাম্ভর লবণ। ৩ রৌপ্য। ৪ কাসীস। (রাজনি°) ৫ পদ্মকাষ্ঠ। ৬ রৌপ্য মাক্ষিক। ৭ মেদোধাতু। ৮ সৈন্ধবলবণ। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ৯ শুক্লবর্ণ। ১০ চন্দন। (শব্দচ°) (ত্রি) ১১ উদ্দীপ্ত। ১২ শুক্ল গুণযুক্ত।

"পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ শুভ্রং যশো মূর্ত্তমিবাতিতৃষ্ণঃ।"
(রঘু ২।৬৯)

স্ত্রিয়াং টাপ্। শুভ্রা ১৩ বংশরোচনা। ১৪ ফট্‌কিরি। ১৫ শর্করা। ১৬ শ্বেত বৃদ্ধদারক। (বৈদ্যকনি°)

শুভ্রখাদি (ত্রি) ১ শোভনায়ুধ, আয়ুধবিশিষ্ট। ২ শোভনহবিষ্ক, শোভন হবিযুক্ত।

"প্রধর্ষাষ্ট্যেরত শুভ্রখাদয়ো যদেজথ" (ঋক্‌০।২০।৪)

হে শুভ্রখাদয়ঃ শোভনায়ুধাঃ শোভন হবিষ্কা বা' (সায়ণ)

শুভ্রতা (স্ত্রী) শুভ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শুভ্রত্ব, শুভ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, শুক্লতা।

শুভ্রতরু (পুং) শিরীষবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শুভ্রদন্ত (ত্রি) শুভ্রবর্ণ দন্তবিশিষ্ট।

শুভ্রদন্তী (স্ত্রী) শুভ্রৌ দন্তৌ যস্যাঃ। শুভদন্তী, পুষ্পদন্ত নামক দিগ্‌গজের পত্নী। (অমরটীকা)

শুভ্রপুঙ্খা (স্ত্রী) শ্বেতশরপুঙ্খা। (রাজনি°)

শুভ্রপুর, প্রাচীন নগরভেদ। শালের পুত্র সূর্য্য এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। (জৈনহরি° ১৭।৩২)

শুভ্রপুষ্প (ক্লী) বীরণতৃণ, বেণা। (বৈদ্যকনি°)

শুভ্রভানু (পুং) শুভ্রাঃ ভানবো যস্য। শুভ্রকিরণবিশিষ্ট, চন্দ্র, শুভ্রাংশু, শুভ্ররশ্মি।

শুভ্রযতী (স্ত্রী) নদীভেদ।

শুভ্রযামন্ (ত্রি) দিন।

"আস্থোতনিং বহতি শুভ্রযামোযসঃ" (ঋক্ ৩।৫৮।১)

'উষসোহনন্তরং শুভ্রযামা সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ শুভ্রতয়া গমনং যস্যাসৌ শুভ্রযামা দিবসঃ, যা প্রাপণে আতো মনিন্' (সায়ণ)

শুভ্রযাবন্ (ত্রি) শোভনশীল গমনযুক্ত।

"ধিয়া বহেতে শুভ্রযাবানা" (ঋ৮।২৬।১৯)

শুভ্রযাবানা শোভনশীলগমনবন্তৌ' (সায়ণ)

শুভ্ররশ্মি (পুং) শুভ্রা রশ্মবো যস্য। ১ চন্দ্র। ২ শ্বেতকিরণ।

শুভ্রবতী (স্ত্রী) নদীভেদ।

শুভ্রবেষ্ট (পুং) শ্বেতশাল্মলি। (বৈদ্যকনি°)

শুভ্রব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

শুভ্রশস্তম (ত্রি) অতিশয় দীপ্যমান। নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল-যশোযুক্ত। (ঋক্ ৯।৬৬।২৬) 'শুভ্রশস্তমোহত্যন্তদীপ্যমানশ্চ, যদ্বা নির্ম্মলেভ্যোহপি নির্ম্মলতমযশোযুক্তঃ' (সায়ণ)

শুভ্রাংশু (পুং) শুভ্রা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র। (অমর) ২ কর্পূর। (রাজনি°)

শুভ্রালু (পুং) শুভ্রঃ শুক্ল আলুঃ। ১ মহিষকন্দ, শ্বেতালু চালত শাকআলু। (রাজনি°)

শুভ্রাবৎ (ত্রি) শোভাবিশিষ্ট।

"নীয়তেহস্বঃ শুভ্রাবতা পথা" (ঋক্ ৯।১৫।৩)

'শুভ্রাবতা শোভাবতা পথা মার্গেণ' (সায়ণ)

শুভ্রি (পুং) শোভতে ইতি শুভ (অদি শদি-ভূ-শুভিভ্যঃ ক্রিন্। উণ্ ৪।৬৫) ইতি ক্রিন্। ব্রহ্মা। (উজ্জ্বল)

শুভ্রিকা (স্ত্রী) মধুশর্করা। (বৈদ্যকনি°)

শুভ্বন্ (ত্রি) শোভমান।

"স্রজং কৃধানো জন্যো ন শুভ্বা রেণুং" (ঋক্ ৪।৩৮।৬)

'শুভ্বা সুষ্ঠু ভবতীতি শুভ্বা শোভমানঃ' (সায়ণ)

শুম্ব (ক্লী) শুব। (হেম)

শুম্বল (ক্লী) জলন্ত অগ্নিযুক্ত দণ্ড, চলিত মশাল।

শুম্ভ (পুং) দানববিশেষ। প্রহ্লাদের পৌত্র এবং গবেষ্টীর পুত্র। বামনপুরাণমতে কশ্যপের দনু নামে এক স্ত্রী ছিল। তাহার গর্ভে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ শুম্ভ এবং কনিষ্ঠ নিশুম্ভ।

(বামন পু° ৫২ অ°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে লেখা আছে যে, শুম্ভ দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং বল-পূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। দেবগণ স্বর্গরাজ্য এবং নিজ নিজ অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিপীড়িত হন। তখন দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া হিমালয়ে গমন করিয়া মহামায়ার উদ্দেশে স্তব করেন। মহামায়া সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন এবং দেবী ভগবতী রূপে চারিদিক্ উদ্‌ভাসিত করিয়া নারীমূর্ত্তিতে সেইস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। চণ্ড ও মুণ্ড নামে শুম্ভের দুইজন প্রধান সেনাপতি এই নারীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শুম্ভকে সংবাদ দেন। শুম্ভ ইঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য সুগ্রীব নামে এক দূত প্রেরণ করেন। সুগ্রীব দেবীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, হে দেবি! শুম্ভ ত্রিলোকের অধীশ্বর, তৎকনিষ্ঠ নিশুম্ভও তৎসদৃশ এবং আপনিও স্ত্রীকুলের রত্নস্বরূপা; ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহার সমস্তই শুম্ভের নিকট বিদ্যমান। অতএব এইক্ষণ আপনি তাঁহাকে বরমাল্য দিয়া কৃতার্থ করুন, আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

মহামায়া ভগবতী ইহা শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য সহকারে কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য; কিন্তু আমি না বুঝিয়া একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাকে সংগ্রামে জয় করিবে বা আমার দর্প-বিনাশ করিতে সমর্থ অথবা আমার তুল্যবল হইবে, তাঁহাকেই আমি ভর্ত্তৃরূপে বরণ করিব। তুমি বলিলে যে শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি, অতএব তিনি আমাকে অনায়াসেই জয় করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

সুগ্রাব এই কথা শুম্ভের নিকট বলিলে শুম্ভ দেবী ভগবতীকে আনিবার নিমিত্ত ৬০ হাজার সৈন্যের সহিত ধূম্রলোচন নামে একজন সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধূম্রলোচন দেবী-সমক্ষে সমাগত হইলে দেবী এক হুঙ্কার করেন, সেই হুঙ্কারে ধূম্রলোচন সসৈন্যে ভস্মীভূত হন। শুম্ভ ইহা শুনিয়া চণ্ডমুণ্ডকে পাঠাইলেন, যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ডও দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইলে রক্তবীজ দেবীকে আনিতে গমন করেন। এই রক্তবীজের এক বিন্দু রক্ত শরীর হইতে যেস্থানে নিপতিত হইত, সেই স্থানে তদাকৃতি আর একটী রক্তবীজের উদ্ভব হইত। দেবী কর্ত্তৃক রক্তবীজ নিহত হইলে নিশুম্ভ যুদ্ধার্থ আগমন করেন। পরে নিশুম্ভও দেবীযুদ্ধে হত হন। এইরূপে শুম্ভের সকল সেনানী বিনষ্ট হইলে

তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত বহুদিন যাবৎ দেবীর ঘোরতর যুদ্ধ হইল ; অবশেষে দেবী তাহাকে বিনা আয়াসে নিহত করিয়াছিলেন। শুম্ভ এইরূপে দেবী কর্ত্তৃক হত হইলে দিক্ সকল নির্ম্মল হইল এবং দেবগণ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। (মার্কণ্ডেয় পু°)

শুম্ভঘাতিনী (স্ত্রী) শুম্ভং হন্তীতি-হন-ণিনি, ঙীপ্। দুর্গা পার্ব্বতী। (শব্দরত্না°)

শুম্ভদেশ (পুং) শুম্ভল, অঙ্গ ও বঙ্গের দক্ষিণাংশ।

শুম্ভপুর (ক্লী) শুম্ভস্য পুরং। শুম্ভদৈত্যের পুরী। পর্য্যায়— একচক্র, হরিগৃহ। (ভূরিপ্র°) কেহ কেহ শম্বলপুরকে শুম্ভপুরী কহে।

শুম্ভপুরী (স্ত্রী) শুম্ভস্য পুরী। শুম্ভপুর। (ত্রিকা°)

শুম্ভমর্দ্দিনী (স্ত্রী) শুম্ভং মৃদ্নাতীতি-মৃদ্-ণিনি। দুর্গা, শুম্ভ-ঘাতিনী। (হেম)

শুম্ভমান (পুং) মুহূর্ত্তভেদ।

শুম্ভু (পুং) শুম্ভমান।

শুরুধ্ (স্ত্রী) ক্ষুদ্রূপ শোকের রোধক। ক্ষুধারূপ শোকনাশক।

"শুরুধো জীবসে ধাঃ" (ঋক ১।৭২।৩)

'শুরুধঃ ক্ষুদ্রূপস্য শোকস্য রোধয়িত্রীঃ, শুচং রুন্ধন্তীতি রুধ্-ক্বিপ্, পূর্ব্বপদস্যান্ত্যলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ' (সায়ণ)

শুয়া (দেশজ) কীটভেদ, শোপোকা। ইহাদের গাত্রে কণ্টক সদৃশ কঠিন লোম আছে। ঐ কঠিন লোম মনুষ্যগাত্রে লাগিলে জ্বালা উৎপাদন করে ও তৎক্ষণাৎ সেইস্থান ফুলিয়া উঠে।

শুয়ার (দেশজ) শূকর শব্দের অপভ্রংশ। [শূকর দেখ।]

শুল্ফা (দেশজ) ১ শাকভেদ। ২ শুকনা, কেবলমাত্র।

শুল্ক ১ অতিস্পর্শন, ত্যাগ, বর্জ্জন। ২ সৃষ্টি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শুল্কয়তি। লুঙ্ অশুশুল্কৎ।

শুল্ক (পুং ক্লী) শুল্ক-ঘঞ্। ঘট্টাদি দেয়, চলিত মাশুল, ঘাট প্রভৃতি পার হইতে হইলে যে মাশুল দেওয়া হয়, তাঁহাকে শুল্ক কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে, 'ঘট্টঃ পন্থাঃ তত্র আদিনা দ্রব্যক্রয়বিক্রয়স্থানাদৌ চ যদ্দেয়ং দীয়তে স শুল্কঃ"

মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা প্রজাদিগকে যথারীতি পালন না করিয়া যদি তাহাদের নিকট হইতে কর ও শুল্কাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নরক হয়।

"যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ ॥" (মনু ৮।৩০৭)

জলপথ ও স্থল প্রভৃতি হইতে রাজা যে রাজগ্রাহ্য কর গ্রহণ করেন, তাহাকে শুল্ক কহে। পণ্যদ্রব্যের উপর রাজদরবার হইতে যে কর (Duty) আদায় করা হয় তাহাও শুল্ক। প্রাচীন রাজগণের শুল্কগৃহ এখন Custom house বা কুতঘাটা প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট মাশুল আদায় হইয়া থাকে।

২ বিবাহের পণ, কন্যার পিতা বা অভিভাবক বরের নিকট হইতে যে অর্থগ্রহণ করেন তাহাকেও শুল্ক কহে। এইরূপ শুল্ক গ্রহণ শাস্ত্রে বিশেষ নিষিদ্ধ। মনুতে লিখিত আছে যে, কন্যার পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্পমাত্রও শুল্ক গ্রহণ করিবেন না, কারণ কন্যাবিনিময়রূপ অর্থগ্রহণ করিলে তাঁহাকে কন্যাবিক্রয়ী হইতে হয়। কন্যা-বিক্রয় ও গোবধ উভয়ই তুল্য পাতক।

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াৎশুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥" (মনু ৩।৫১)

৩ বিবাহের যৌতুক। ৪ মূল্য। ৫ পণ, বাজী।

"ইত্যুক্তো ধনুরায়ম্য শুল্কাবাপ্তং মহাবলঃ।
ভ্রাতা ভীমেন সহিতস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥"
(ভারত ১। ৯১।৪)

শুল্কত্ব (ক্লী) শুল্ক ভাবে ত্ব। শুল্কের ভাব বা ধর্ম্ম।

শুল্কশালা (স্ত্রী) শুল্কসম্বন্ধীয় গৃহ, যে গৃহে বসিয়া শুল্ক আদায় করা হয়।

শুল্কস্থান (ক্লী) শুল্ক দিবার স্থান, মাশুল দিবার জায়গা, যে স্থলে শুল্ক প্রদান করা হয়।

"শুল্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণাঃ।" (মনু ৮।৩৯৮)

'যেষু প্রদেশেষু শুল্কমাদীয়তে তানি শুল্কস্থানানি' (মেধাতিথি)

শুল্কিকা (স্ত্রী) দেশভেদ। [শৌল্কিকেয় দেখ।]

শুল্ব ১ মান। ২ সর্গ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শুল্বয়তি। লুঙ্ অশুশুল্বৎ।

শুল্ব (ক্লী) শুল্বয়ত্যনেনেতি শুল্ব-মানে ঘঞ্, যদ্বা শুচ শোকে (উল্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি বন্প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু। ১ তাম্র। ২ রজ্জু। (অমর) ৩ যজ্ঞকর্ম্ম। ৪ আচার। ৫ জলসন্নিধি। (মেদিনী)

শুল্বসূত্র, কাত্যায়নকৃত শ্রৌতসূত্রের ৭ম পরিশিষ্ট।

শুল্বারি (পুং) শুল্বস্য অরিঃ। গন্ধক। (হেম)

শুল্ল (ক্লী) শুল্বশব্দার্থ।

শুশির, দন্তরোগভেদ। পোকায় দাঁত কাটিয়া ছিদ্র করিলে এই রোগ হয়।

শুশুক, জলজ জীবভেদ। শিশুমার। ইহার তৈল বাতরোগে বিশেষ উপকারী।

শুশুনিয়া, বাঁকুড়ার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। বাকুড়া সহর হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া ছাতনা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তা গিয়াছে। এখানে রাজা চন্দ্রবর্ম্মার

শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়ের যে অংশে এই শিলালিপি আছে লোকের বিশ্বাস, ঐ স্থানে বিরূপাক্ষ ঋষির আশ্রম ছিল। উহার অদূরে যমধারা নামক প্রস্রবণ। গিরিমূলে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি দেখা যায়।

শুশুক্বন (ত্রি) আজ্যাদি সংযোগে অতিশয় দীপ্ত।

"তে শুশুক্বনং যস্মিন্ যজ্ঞে বারমকৃণ্বত" (ঋক্ ১।১৮২।৩)

'শুশুক্বনং আজ্যাদি সংযোগেন ভৃশং দীপ্তং' (সায়ণ)

শুশুক্বনি (ত্রি) দীপন শীল। "ভাসা বৃহতা শুশুক্বনিঃ" (ঋক্ ৮।২৩।৫) 'শুশুক্বনিঃ শুচ-দীপ্তৌ-দীপন শীলঃ' (সায়ণ)

শুশুমা (স্ত্রী) শুশুপত্নী।

শুশুলুকযাতু (পুং) রাক্ষস ভেদ। "উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহি" (ঋক্ ৭।১০৪।২২) 'শুশুলূকাযাতুং উলূকা দ্বিবিধাঃ বৃহদুলূকা অল্পোলূকাশ্চেতি। শিশুরল্প উলূকঃ শুশুলূকঃ তদ্রূপেণ বর্ত্তমানং রাক্ষসং' (সায়ণ)

শুশ্রুক, রাজভেদ। (সহ্যা° ৩২।৪)

শুশ্রুবস্ (ত্রি) শ্রু-ক্বসু। যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, অতীত কালে ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয় হয় এবং ক্বসু প্রত্যয় হইলে দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

স শুশ্রুবাংস্তদ্ বচনং মুমোহ
রাজাসহিষ্ণুঃ সুতবিপ্রয়োগম্।" (ভট্টি ১।২০)

শুশ্রূ (স্ত্রী) মাতা, মহাভারতে লিখিত আছে যে শিশুর শুশ্রূষা করেন বলিয়া মাতা শুশ্রূ নামে অভিহিত হন।

"শিশোঃ শুশ্রূষণাৎ শুশ্রূঃ" (ভারত ১২।২৬৫।৩২)

শুশ্রূষক (ত্রি) শ্রু-সন্ শুশ্রূষ-ণ্বুল। শুশ্রূষাকারী, সেবাকারী। শুশ্রূষক পঞ্চ প্রকার, শিষ্য, অন্তেবাসী, ভৃতক, অধীনস্থ কার্য্যকারক ও দাস।

"শুশ্রূষকশ্চ পঞ্চপ্রকারঃ শিষ্যোঽন্তেবাসী ভৃতকোঽধিকর্ম্মকৃদ্দাস ইতি"

শুশ্রূষণ (ক্লী) শ্রু-সন-ল্যুট্। সেবা, পরিচর্য্যা।

"শুশ্রূষণোপাসনঞ্চ সেবোপাস্তিরুপাসনা।" (শব্দরত্নাবলী)

২ শ্রবণেচ্ছা।

শুশ্রূষা (স্ত্রী) শ্রুত-সন্ শুশ্রূষ (অপ্রত্যয়াৎ পা ৩।৩।১০২) ইতি-অ। উপাসনা, সেবা, পরিচর্য্যা। মনুতে লিখিত আছে যে, যে স্থলে কোন রূপ শুশ্রূষা, ধর্ম্ম বা অর্থলাভ নাই সেই স্থলে বিদ্যাবীজ বপন করিবে না।

"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥" (মনু ২।১১২)

২ কথন। ৩ শুনিবার ইচ্ছা।

"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণন্তথা।
উহোঽপোহোঽর্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ॥" (কামন্দকী ৪।২২)

শুশ্রূষিতৃ (ত্রি) শ্রু-সন্-তৃচ্। শুশ্রূষক, শুশ্রূষাকারী।

শুশ্রূষিতব্য (ত্রি) শুশ্রূষ-তব্য। সেবিতব্য, সেবার যোগ্য, শুশ্রূষার উপযুক্ত।

শুশ্রূষিন (ত্রি) শুশ্রূষ-ইন্। শুশ্রূষক, শুশ্রূষাকারী; সেবাকারী।

শুশ্রূষু (ত্রি) শুশ্রূষ-সনন্তাদুঃ। শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছুক, সেবা করিতে অভিলাষী। ২ শুনিতে ইচ্ছুক।

শুশ্রূষেণ্য (ত্রি) শুশ্রূষার্হ। মনুষ্য যাহা আদরের সহিত শুনে।

শুশ্রূষ্য (ত্রি) শুশ্রূষ-যৎ। শুশ্রূষিতব্য, সেবিতব্য, শুশ্রূষার যোগ্য।

শুষ্ শোষ, শোষণ, স্নেহ রহিতীভাব। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ শুষ্যতি। লোট্ শুষ্যতু। লিট্ শুশোষ, শুশুষতুঃ। লুট্ শোষ্টা। লৃট্ শোক্ষ্যতি। লুঙ্ অশুষৎ। সন্ শুশুক্ষতি। যঙ্ শোশুষ্যতে। যঙ্ লুক্ শোশোষ্টি। ণিচ্ শোষয়তি। লুঙ্ অশূশুষৎ। শুষ-ক্ত শুষ্ক।

শুষ (পুং) শুষ-ক। ১ শোষণ। ২ গর্ত্ত। (অজয়পাল)

শুষণী (স্ত্রী) স্বনাম খ্যাত শাক, চলিত শুশুনি শাক।

"শুষণী কফ বাতঘ্নী মহারাষ্ট্রী চ তাদৃশী।" (রাজব°)

এই শাক কফ ও বাত নাশক।

শুষি (স্ত্রী) শুষ-ইন্ স চ কিৎ। ১ শোষ। ২ বিল। (মেদিনী)

শুষির (ক্লী) শুষ শোষণে (ইষিমদি মুদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্, যদ্বা শুষিশ্ছিদ্রমস্যাস্তীতি শুষি (উষশুষিমুষ্কমধো রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র। ১ বিবর, গর্ত্ত, বিল। ২ বংশী প্রভৃতি বাদ্য, শুষির বাদ্য, যে সকল বাদ্যযন্ত্র ফুৎকার দ্বারা বাদিত হয়। (ত্রি) ৩ সরন্ধ্র, ছিদ্রবিশিষ্ট। ৪ আকাশ। (উজ্জ্বল) (পুং) ৫ মূষিক। (মেদিনী) ৬ অগ্নি। (বিশ্ব)

শুষিরা (স্ত্রী) শুষির-টাপ্। ১ নদী। (ধরণি) ২ নলী নামক গন্ধক দ্রব্য। (অমর)

শুষিল (পুং) শুষ (শুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ-১।৫৭) ইতি ইলচ্, স চ কিৎ। ১ বায়ু। (উজ্জ্বল)

শুষ্ক (ত্রি) শুষ-শোষে-ক্ত। যদ্বা (সৃ বৃ ভূ শুষি মুষিভ্যঃ কক্। উণ ৩।৪১) ইতি-কক্। ১ নিস্নেহ, চলিত, শুকনা, নীরস। ২ নিষ্প্রয়োজন, অকারণ, হেতুশূন্য, নিরর্থক।

"শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ।"
(মনু ৪।১৩৯)

অকারণে কাহারও সহিত বিবাদ বা বৈরতা করিবে না। (ক্লী) ৩ কৃষ্ণাগুরু। (রত্নমালা) ৪ শীর্ণ।

শুষ্কক (ত্রি) শুষ্ক কি না। (পা ৪।৩।৭০) স্ত্রীলিঙ্গে শুষ্কিকা পদ হয়।

শুষ্ককণ্ঠ (ত্রি) শুষ্কঃ কণ্ঠো যস্য। শুষ্ককণ্ঠযুক্ত, পিপাসাতুর, পিপাসা হইলে কণ্ঠদেশ শুষ্ক হয়।

শুষ্ককলহ (পুং) সামান্ত বিষয় লইয়া বিবাদ।

শুষ্কক্ষেত্র, পর্ব্বতভেদ। [শুষ্কলেত্র দেখ।]

শুষ্কগোময় (পুং) ১ বন করীষ, চলিত বিলঘুটে। (ত্রিকা°) ২ শুকনা গোবর, ঘুটে।

শুষ্কতা (স্ত্রী) শুষ্কস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। শুষ্কত্ব, শুষ্কের ভাব বা ধর্ম্ম।

শুষ্কপত্র (ক্লী) শুষ্কং পত্রং। ১ স্নেহরহিত পত্র, নীরস বা শুকনা পাতা। ২ আতপাদি শোষিত পট্টশাক, চলিত নালতে, পাটশাক রৌদ্রে শুকাইলে তাহাকে শুষ্ক পত্র কহে। এই নালিতা শাক মিশ্রিত জল সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা জলদোষ এবং পিত্ত ও কফজ্বর নাশক, ইহাকে জলে ভিজাইয়া সেই জল নিত্য সেবন করিলে পিত্ত দমন হয়, এবং এই পত্র সংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে তাহা বিশেষ রুচিপ্রদ হইয়া থাকে।

শুষ্কপত্রং পয়োমিশ্রং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহং।
তৎ শুষ্কপত্রং জলদোষনাশনং।
বিশেষতঃ পিত্তকফজ্বরাপহং।
জলঞ্চ তস্তাপি চ পিত্তহারকং।
সুরোচনং ব্যঞ্জনযোগকারকম্॥" (রাজবল্লভ)

শুষ্কপাক (পুং) ১ জলশূন্ত ব্যঞ্জনাদি। শুষ্কাক্ষিপাক রোগ।

শুষ্কমৎস্য (পুং) শুষ্কো মৎস্যঃ। আতপাদি দ্বারা নিস্নেহীকৃত মৎস্য, চলিত শুকটী মাছ।

"শুষ্কমৎস্যা ন বা বল্যা দুর্জরা বিড়্বিবন্ধিনঃ।" (ভাবপ্রকাশ) এই মৎস্য কখনই বলকারক নহে, ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয় না এবং মলের বিবদ্ধতা জনক।

শুষ্কমাংস (ক্লী) শুষ্কং মাংসং। আতপাদিদ্বারা নিস্নেহীকৃত মাংস। শুকনা মাংস। পর্য্যায়—উত্তপ্ত, বল্লর, বল্লূরা, শুষ্কণী। (অমর ও তট্টীকা) গুণ—

"বৃদ্ধানাং দোষলং মাংসং বালানাং বলদং লঘু।
ত্রিদোষকৃদ্ব্যালযুষ্টং শুষ্কং শূলকরং গুরু॥ (ভাবপ্র°)

বৃদ্ধ জীবের মাংস ত্রিদোষজনক, অল্পবয়স্কের মাংস বলকারক ও লঘু, ব্যালযুষ্ট অর্থাৎ হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক দষ্ট মাংস ত্রিদোষ জনক এবং শুষ্ক মাংস শূলরোগকারক ও গুরু।

বৈদ্যক মতে শুষ্কমাংস ভোজন নিষিদ্ধ, ইহা সদ্যঃ প্রাণ নাশক।

"শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥" (বৈদ্যক)

শুষ্কমুখ (ত্রি) ১ মুখশোষযুক্ত। (বাভট-চি° ৯ অ°) ২ শুষ্কমুখযুক্ত, উপবাসাদির দ্বারা যাহার মুখ শুষ্ক অর্থাৎ স্নেহভাব রহিত। ৩ ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ।

শুষ্কমূল (ক্লী) শুষ্কং মূলং। রৌদ্র শোষিত মূলক, চলিত শুকনা মূলা বা মূলা শুঁঠ। (বাভট)

শুষ্কমূলকাদ্যতৈল (ক্লী) শোথরোগোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুষ্কমূল, দশমূল, পিপ্পলীমূল, পুনর্নবামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ পল, জল ৫১২ পল, শেষ ৬৪ পল, তিল তৈল ৬৪ পল, গোমূত্র ৬৪ পল এবং কক্বার্থ শুষ্ক মূলা, গুলঞ্চ, শুঠ, পলতা, পিপুল মূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্নবা, বালা, বেণারমূল, সজিনাবীজ, নিশিন্দা, অনন্তমূল, করঞ্জবীজ, বাসাছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মবীজ, শটী, গজপিপুল, বেলশুঁটা ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা, তৈল পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। ব্রণশোথেও এই তৈল প্রয়োগ করিলে শোথ আশু প্রশমিত হয়।

শুষ্কমূলাদ্যঘৃত (ক্লী) উদাবর্ত্ত রোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শুকনা মূলা, আদা, পুনর্নবা, পঞ্চমূল ও কতকফল, এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে উদাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়। (রসরত্নাকর)

শুষ্করেবতী (স্ত্রী) ১ মাতৃকা বিশেষ। (মৎস্যপু° ১৫৪ অ°) ২ বালগ্রহ বিশেষ।

"জায়তে শুষ্করেবত্যাং ক্রমাৎ সর্ব্বাঙ্গসংক্ষয়ঃ।" (বাভট উ° ৩অ°)

বালকগণ শুষ্করেবতীগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [বালগ্রহ শব্দ দেখ]

শুষ্কল (ত্রি) ১ আমিষ। ২ আমিষাশী, আমিষভোজী। (অমরটীকা ভরত)

শুষ্কলী (স্ত্রী) ১ শুষ্কমাংস। ২ মাংসমাত্র।

"শুষ্কলী শুষ্কমাংসে স্যাৎ মাংসমাত্রেঽপি দৃশ্যতে।" (ভরত)

শুষ্কলেত্র (পুং) বিতস্তা নদীতীরস্থ পর্ব্বতভেদ।

শুষ্কবৎ (ত্রি) শুষ্ক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শুষ্কযুক্ত, শুষ্কতা বিশিষ্ট।

শুষ্কবৃক্ষ (পুং) শুষ্কো বৃক্ষঃ। ১ ধব বৃক্ষ চলিত ধাওয়া গাছ। ২ শুকনা গাছ।

শুষ্কব্রণ (পুং) শুষ্কো ব্রণঃ। ১ কিণ, চলিত ঘাটা। (ত্রিকা°) ২ যোনিকন্দরোগ।

শুষ্কসম্ভব (ক্লী) বৃক্ষবিশেষ (Costus arabicus)।

শুষ্কা (স্ত্রী) যোনিরোগ বিশেষ। লক্ষণ—

"বেগরোধাদৃতৌ বায়ুঃ দুষ্টো বিণ্মূত্রসংগ্রহম্।
করোতি যোনেঃ শোষঞ্চ শুষ্কাখ্যা সাতিবেদনা॥"
(বাভট উ° ৩৩ অ°)

স্ত্রীদিগের ঋতুকালে বেগরোধ হেতু বায়ু দুষ্ট হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্রের সংগ্রহ এবং যোনিদেশে শোষ উৎপাদন করে, ইহাতে যোনিদেশ অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। এই লক্ষণ হইলে তাহাকে শুষ্কা রোগ কহে। [যোনিরোগ শব্দ দেখ]

শুষ্কাগ্র (ত্রি) শুষ্ক অগ্র বা শিরোদেশযুক্ত।(তৈত্তিরীয়স° ৬।৩।৩।৪)

শুষ্কাঙ্গ (পুং) শুষ্কং অঙ্গং যস্য। ১ ধববৃক্ষ, ধাওয়াগাছ।
(ত্রি) ২ স্নেহশূন্যাবয়ব, নীরস দেহ। শুষ্ক অঙ্গযুক্ত।

শুষ্কাঙ্গী (স্ত্রী) শুষ্কানীব অঙ্গানি যস্যা। গোধিকা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শুষ্কাপ (পুং) ১ শুষ্ক পুষ্করিণী। ২ কর্দ্দম। ৩ জলহীন স্থানমাত্র। (শতপথব্রা° ৬।১।১।১৩)

শুষ্কার্দ্র (ক্লী) শুষ্কং আদ্রং। শুণ্ঠী, শুঁঠ (শব্দচ°)

শুষ্কার্শস্ (ক্লী) নেত্রবর্ত্মগতরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"দীর্ঘোঽঙ্কুরঃ খরঃ স্তব্ধো দারুণো বর্ত্মসম্ভবঃ।
ব্যাধিরেষ সমাখ্যাতঃ শুষ্কার্শ ইতি সঞ্জিতঃ॥"
(সুশ্রুত উ° ৩ অ°)

বর্ত্মের অভ্যন্তরে দীর্ঘ অঙ্কুরযুক্ত কর্কশ, অত্যন্ত কঠিন অথচ শুষ্ক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শঃ কহে।

শুষ্ণ (পুং) শুষ্যত্যনেতি শুষ-(তৃষি-শুষি-রসিভ্যঃ কিৎ। উণ ৩।১২) ইতি সচ কিৎ। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (উজ্জ্বল) (ক্লী) ৩ বল। (নিঘণ্টু ২।৯)

শুষ্কাশুষ্ক (পুং) ১ সমুদ্রফেন। (বৈদ্যকনি°) ২ শুষ্ক ও অশুষ্ক।

শুষ্কাস্য (ত্রি) ১ বিশুষ্ক বদন। শুক্‌নো মুখ। (অথর্ব্ব ৬।১৩৯।২)

শুষ্কাক্ষিপাক (পুং) সর্ব্বগত অক্ষিরোগ। লক্ষণ—

"যৎ কূণিতং দারুণরুক্ষবর্ত্ম সংদহ্যতে চাবিলদর্শনাং যৎ।
সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি॥"
(মাধব নি°)

যে রোগে চক্ষু মুদিত ও দাহযুক্ত অক্ষিবর্ত্ম বিকৃত, ও রুক্ষ এবং দৃষ্টি কলুষিত হয় তাহাকে শুষ্কাক্ষিপাক কহে। এই রোগে চক্ষু উন্মীলন করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়া থাকে।

শুষ্ম (ক্লী) শুষ্যত্যনেনেতি শুষ-শোষে (অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ উণ ১।১৪৩) ইতি মন্, স চ কিৎ। ১ তেজঃ, পরাক্রম। (পুং) ২ সূর্য্য। (মেদিনী) ৩ অগ্নি। (ত্রিকা°) ৪ বায়ু। ৫ পক্ষী। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৬ অর্চ্চিঃ।

"শুষ্মোঽর্চ্চিহুতাশনে" (শুভাঙ্ক, অমরটীকা ভরত)

শুষ্মদ (ত্রি) ১ তেজোদানকারী। পরাক্রমশীল। (অথর্ব্ব ১৯।৪০।২)

শুষ্মন্ (ক্লী) শুষ-মনিন্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ নগুণঃ। ১ তেজঃ। ২ শৌর্য্য। (হেম) (পুং) ৩ অগ্নি। ৪ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর)

শুষ্ময় (ত্রি) বলপ্রাপক।

"সবাধসে মদঞ্চ শুষ্ময়ঞ্চ ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়স° ২।২।১২।৪

এস্থলে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "শুষ্ময়" পদটীয় শিষ্টপ্রয়োগ 'শুষ্ম্য' হইবে।

শুষ্মবৎ (ত্রি) বীর্য্যবৎ। বীর্য্যবান্। তেজশালী। (অথর্ব্ব ৪।৯।৩)

শুষ্মিণ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৮।২৩)

শুষ্মিন্ (ত্রি) শোষকবলযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।২০।১)

শূআ (দেশজ) শূক শব্দের অপভ্রংশ।

শূআপোকা (দেশজ) কীটভেদ, শোপোকা।

শূক (পুং ক্লী) শো-তনূকরণে উলূকাদয়শ্চ ইতি উকপ্রত্যয়েন সাধু। শ্লক্ষ্ণতীক্ষ্ণাগ্র, চলিত শুঁয়া। পর্য্যায়—কিংশারু, শুঙ্গা, কোশী। (হেম) ২ দয়া। (মেদিনী) ৩ অল্পবিষ ডুণ্ডুভাদি (চোঁড়াসাপ প্রভৃতি) জলমলোদ্ভবজন্তু। ৪ শূকপ্রধান লিঙ্গবৃদ্ধিকর যোগ। [শূকরোগ শব্দ দেখ]

শূকক (পুং) শূকেন কায়তীতি-কৈ-ক। ১ প্রাবট। ২ রস।

শূককীট (পুং) শূকবিশিষ্টঃ কীটঃ। শূকযুক্ত কীটবিশেষ, চলিত শুঁয়াপোকা। পর্য্যায়—বৃশ্চিক। (অমর), শূককীটক। (শব্দরত্না°)

শূকজ (পুং) যবক্ষার। (বৈদ্যকনি°)

শূকতৃণ (ক্লী) শূকপ্রধানং তৃণং। তৃণবিশেষ, চলিত চোরহুলী, হিন্দী শূকড়ী। পর্য্যায়—শূক, শূকাঢ্য, কনিষ্ঠক। গুণ—পশুদিগের পক্ষে ইহা অতি দুর্জ্জর। (রাজনি°)

শূকদোষ (পুং) শূকরোগ, ঔষধাদিপ্রয়োগজনিত লিঙ্গবর্দ্ধনরূপ ব্যাধিবিশেষ। [শূকরোগ শব্দ দেখ]

শূকধান্য (ক্লী) শূকবিশিষ্টং ধান্যং। শুঙ্গাযুক্ত শস্যমাত্র, ধান্য যবাদির, অগ্রে শুঁয়া থাকে বলিয়া তাহাও শূক-ধান্য নামে কথিত।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, শূকধান্যের মধ্যে যব প্রসিদ্ধ। যব, সিতশূক, নিঃশূক, অতিযব, তোক্ম এবং স্বল্প যব শব্দ এক পর্য্যায় ও শূকধান্যের অন্তর্গত। গুণ—কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, মৃদু ব্রণরোগে তিলের ন্যায় হিতকারক, রুক্ষ, মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, অত্যন্ত বায়ু ও মলবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, পিচ্ছিল এবং কণ্ঠগতরোগ, চর্ম্মগতরোগ, কফ, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও পিপাসানাশক। (ভাবপ্রকাশ)

"ব্রীহ্যাদিকং যদিহ শূকসমন্বিতং স্যাৎ।
তৎ শূকধান্যমথ মুদ্গমকুষ্ঠকাদি।"
"তত্র ত্রিদোষশমনং লঘুশূকধান্যং
তেজো বলাতিশয়বীর্য্যবিবৃদ্ধিদায়ি।

দেশে দেশে শূকধান্যেষু সংখ্যা
জ্ঞাতুং শক্যা নৈব তৈর্দৈবতৈর্বা ॥" (রাজনি°)

এইস্থানে ব্রীহি প্রভৃতি যাহা কিছু শূকযুক্ত হয়, তাহাকে শূকধান্য কহে। ইহা ত্রিদোষনাশক, লঘু, তেজ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধিকারক। এই শূকধান্য বহু প্রকার, ইহার সংখ্যা করিতে দেবতাও সমর্থ নহে।

শূকপত্র (পুং) নির্বিষ সর্প (সুশ্রুত কল্প° ৪ অ°)

শূকপাক্য (পুং) যবক্ষার।

শূকপিণ্ডি (স্ত্রী) শূকৈঃ পিণ্ডতে ইতি পিণ্ড সংহতৌ-ইন্। শূক-শিম্বী, আলকুশী। (শব্দমালা)

শূকপিণ্ডী (স্ত্রী) শূক পিণ্ডি বা ঙীষ্। শূকশিম্বী। (শব্দমালা)

শূকর (পুং) শূকং তদ্বল্লোম রাতীতি-রা-ক। পশুবিশেষ, শুয়ার। পর্য্যায়—বরাহ, স্তব্ধরোমা, রোমশ, কিরি, চক্রদংষ্ট্র, কিটি, দংষ্ট্রী, ক্রোড়, দন্তায়ুধ, বলী, পৃথুস্কন্ধ, পোত্রী, ঘোনী, ভেদন, কোল, পোত্রায়ুধ, শূর, বহ্বপত্য ও রদায়ুধ। গ্রাম্য ও বন্যভেদে শূক দুই প্রকার। বন্যমাংস গুণ—গুরু, বাতহারক, বৃষ্য, বল ও স্বেদজনক। গ্রাম্য মাংসগুণ—বন্য শূকর হইতে লঘু, মেদ, বল ও বীর্য্যবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) [বরাহশব্দ দেখ]

শূকরকন্দ (পুং) শূকর প্রিয়ঃ কন্দঃ। বারাহীকন্দ, (রাজনি°)

শূকরক্ষেত্র, যুক্তপ্রদেশের ইতায়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ অবতারে হিরণ্যকেশীকে নিহত করিয়াছিলেন। [সোরোন দেখ।]

শূকরদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। লক্ষণ—

"সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্পাকী তীব্রবেদনঃ।
কণ্ডূমান্ জ্বরকারী চ স স্যাচ্ছূকরদংষ্ট্রকঃ॥
সঃ গুদভ্রংশঃ" (ভাবপ্রকাশ ক্ষুদ্ররোগাধি°)

গুদভ্রংশ রোগে যদি দাহ, রক্তিমাকার ত্বক্পাক, অত্যন্ত বেদনা, কণ্ডূ ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূকরদংষ্ট্র কহে।

চিকিৎসা—ভৃঙ্গরাজের মূল ও হরিদ্রা চূর্ণ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়। পদ্মমূলের কল্ক গব্য-ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে এইরোগ ও তজ্জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা এবং ভৃঙ্গরাজের মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

শূকরপাদিকা (স্ত্রী) শূকরস্য পাদাইব মূলা যাসাঃ কন্-টাপ্, অত ইত্বং। কোল-শিম্বী। (রাজনি°)

শূকরশিম্বী (স্ত্রী) কোল-শিম্বী।

শূকরাক্রান্তা (স্ত্রী) শূকরেণাক্রম্যতে স্মেতি আ-ক্রম-ক্ত, টাপ্। বরাহক্রান্তা। (শব্দচ°)

শূকরী (স্ত্রী) শূকর-ঙীষ্। ১ বরাহাক্রান্তা,বরাক্রান্তা। (শব্দরত্না°) ২ বারাহীকন্দ। ৩ শিশুমার স্ত্রী। ৪ বৃদ্ধদারক, চলিত বীজতাড়ক। ৫ শূকর-পত্নী।

শূকরেষ্ট (পুং) শূকরাণামিষ্টঃ। ১ কসেরু, চলিত কেশুর। (ত্রি) ২ শূকরপ্রিয় দ্রব্য মাত্র।

শূকরোগ (পুং) রোগবিশেষ, লিঙ্গবর্দ্ধক ঔষধলেপনের অপ-ব্যবহারজনিত ব্যাধিবিশেষ।

"অক্রমাচ্ছেফসো বৃদ্ধিং যোঽভিবাঞ্ছতি মূঢ়ধীঃ।
ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে দশ চাষ্টৌ চ শূকজাঃ ॥"(ভাবপ্র° শূকদোষাধি°)

যে মূঢ় ব্যক্তিগণ অনিয়মিতরূপে শিশ্নবৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া জল-শূকাদি শিশ্নে প্রয়োগ করে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষ নামক রোগ উৎপন্ন হয়।

শূক শব্দে শূকপ্রধান লিঙ্গবৃদ্ধিকারক বাৎস্যায়নোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। যথা,—ভল্লাতকবীজ. জলশূক ও পদ্ম পত্র এই সকল অন্তরগ্নিতে পোড়াইয়া সৈন্ধবের সহিত পক্বৃংতী ফলের রসদ্বারা পেষণ করিবে। পরে মহিষের বিষ্ঠার সহিত ইহা পুরুষাঙ্গে লেপন করিলে নিশ্চয় লিঙ্গ বর্দ্ধিত হয়। তিল তৈল ৪ সের,কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতাবরী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতী ফল এই সকল মিলিত ১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল শিশ্নে মালিস করিলে লিঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই সকল ঔষধের অযথা প্রয়োগে নিম্নোক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূকরোগ উৎপন্ন হয় ;—১ সর্ষপিকা, ২ অষ্ঠীলিকা, ৩ গ্রথিত, ৪ কুম্ভিকা, ৫ অলজী, ৬ মৃদিত, ৭ সংমূঢ়-পীড়কা, ৮ অধিমন্থ, ৯ পুষ্করিকা, ১০ স্পর্শহানি, ১১ উত্তমা, ১২ শতপোনকা, ১৩ ত্বক্-পাক, ১৪ শোণিতার্ব্বুদ, ১৫ মাংসার্ব্বুদ, ১৬ মাংসপাক, ১৭ বিদ্রধি ও ১৮ তিলকালক। এই সকল শূকরোগের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ. মাংসপাক, বিদ্রধি এবং তিলকালক অসাধ্য। বৈদ্যকে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

সর্ষপিকা—শূকপ্রয়োগ বা দুষ্টযোনিতে রমণদ্বারা লিঙ্গে যে গৌর সর্ষপের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হয়. তাহাকে সর্ষপিকা কহে। এই রোগ বায়ু ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া হয়।

অষ্ঠীলিকা—শিশ্নদেশে অষ্ঠীলার ন্যায় কঠিন, হ্রস্ব বা দীর্ঘা-কৃতি অথচ বক্রপীড়কা উৎপন্ন হইলে অষ্ঠীলিকা শূকদোষ পদবাচ্য হয়। এই রোগ বাতাত্মক।

গ্রথিত—সকল সময় শিশ্নদেশে শূকপূরিত থাকায় শিশ্নে গ্রন্থিবৎ উৎপন্ন হইলে তাহাকে গ্রথিত শূকদোষ বলা যায়। এই রোগ কফদোষে উৎপন্ন হয়।

কুম্ভিকা—শিশ্নে জামের আটির ন্যায় পীড়কা উপস্থিত হইলে কুম্ভিকা কহে। এই রোগ রক্ত ও পিত্তজনিত।

অলজী—অলজী নামক প্রমেহ জন্য পীড়কার লক্ষণের ন্যায়

শিশ্নে পীড়কা হইলে তাহাকে অলজী শূকদোষ বলে। এই পীড়কার চারিদিকে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মৃদিত—শূক প্রয়োগে শিশ্ন পীড়ন দ্বারা শোথ উৎপন্ন হইলে মৃদিত শূকদোষ বলে। এই রোগ বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়।

সংমূঢ়-পীড়কা—শূকসংযুক্ত লিঙ্গ হস্তদ্বারা অতি ঘর্ষণ করিলে যদি পিচ্ছিত হইয়া অবনত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংমূঢ়-পীড়কা কহে। এই রোগও বায়ু প্রকোপে উৎপন্ন হয়।

অধিমন্থ—শিশ্নদেশে দীর্ঘাঙ্কুরবিশিষ্ট বহুসংখ্যক পীড়কা উৎপন্ন হইয়া বেদনা ও রোমহর্ষের সহিত মধ্যভাগে বিদীর্ণ হইলে অধিমন্থ শূকদোষ বলে, এই রোগ কফ ও রক্তজনিত।

পুষ্করিকা—শিশ্নদেশে পীড়কা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে তাহা পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে পুষ্করিকা কহে। এই রোগ পিত্ত ও রক্তসম্ভূত।

স্পর্শহানি—বারংবার শূক প্রয়োগ প্রযুক্ত রক্ত দূষিত হইয়া শিশ্নের স্পর্শাসহিষ্ণুতা উৎপাদন করিলে স্পর্শহানি কহে।

উত্তমা—পুনঃ পুনঃ শূক প্রয়োগ দ্বারা শিশ্নে মুগ বা মাষ কলায়ের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে উত্তমা বলে, এই রোগ রক্ত ও পিত্তজনিত।

শতপোনক—চালনীর ন্যায় সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট ছিদ্র দ্বারা শিশ্ন ব্যাপ্ত হইলে শতপোনক শূকদোষ কহে, এই রোগ বাতরক্তসম্ভূত।

ত্বক্‌পাক—বায়ু ও পিত্ত বিকৃত হইয়া ত্বক্‌পাক নামক শূক-দোষ উৎপাদন করে, ইহাতে জ্বর ও দাহ হয়।

শোণিতার্ব্বুদ—শিশ্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ অত্যন্ত বেদনা-ন্বিত স্ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে শোণিতার্ব্বুদ কহে।

মাংসার্ব্বুদ—শূক প্রয়োগ নিবন্ধন মাংস দূষিত হইয়া লিঙ্গে অর্ব্বুদাকৃতি উৎপন্ন হইলে মাংসার্ব্বুদ বলা হয়।

মাংসপাক—যদি শিশ্নের মাংস বিশীর্ণ হইয়া পড়ে এবং বাতজ, পিত্তজ ও কফজ সমস্ত বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে মাংস-পাক কহে, এই রোগ ত্রিদোষ কুপিত হইয়া হয়।

বিদ্রধি - সান্নিপাতিক বিদ্রধির যেরূপ লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে, শূক প্রয়োগ হেতু ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে বিদ্রধি নামক শূকদোষ বলে।

তিলকালক—কৃষ্ণ, শুক্ল অথবা বিচিত্র বর্ণ সবিষশূক প্রয়োগ হেতু সমস্ত শিশ্ন সত্বর পাকিয়া উঠে এবং উহার মাংস কাল হইয়া পচিয়া যায়, এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সান্নিপাতিক শূকরোগকে তিলকালক কহে।

শূকদোষের চিকিৎসা—শূক দোষ জন্য এই সকল রোগ উৎপন্ন হইলে বিষঘ্ন ক্রিয়া, জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ ও বিরেচন বিশেষ উপকারী। এই সকল ক্রিয়ার পর লঘু আহার দিতে হয়। ইহা ভিন্ন ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান, এবং ঐ গুগ্‌গুলুর দুগ্ধসংযুক্ত প্রলেপ, এবং দুগ্ধ সেচন করিলে শূকদোষ আশু প্রশমিত হয়। কিন্তু শূকদোষে শীত ক্রিয়া করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

তৈল ৪ সের, কল্কার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহধূম, ও হরিদ্রা এই সকল মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। তৈল পাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিয়া লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে শূকদোষ নষ্ট হয়। শূকদোষে একমাত্র রসাঞ্জনের প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। (ভাবপ্র° শূকদোষাধি°)

শূকল (পুং) শূকবৎ ক্লেশং লাতি দদাতীতি লা-ক। দুর্ব্বিনীতাশ্ব। (হেম)

শূকবৎ (ত্রি) শূকাঃ সন্ত্যস্য শূক-মতুপ্ মস্য ব। ১ শূকযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শূকবতী—২ কপিকচ্ছু। (শব্দচ°)

শূকবৃন্ত (পুং) কীটবিশেষ, এই কীটে দংশন করিলে গাত্রকণ্ডু বৰ্দ্ধিত হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

শূকশিম্বা (স্ত্রী) শূক বিশিষ্টা শিম্বা যস্যাঃ। কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। পূর্ব্ববঙ্গে শূয়া শম্বু, হিন্দী—গোধা, কিবাচ, তামিল, পূনাইক, কালি, তৈলঙ্গ—পিল্লি অড়ুগু, মহারাষ্ট—কবচ, বম্বে—কুহিলা।

শূকশিম্বি (স্ত্রী) শূকবিশিষ্টা শিম্বির্যস্যাঃ। কপিকচ্ছু। (অমর) পর্য্যায়—শূকশিম্বিকা, শূকশিম্বী। (অমর)

শূকা (স্ত্রী) শূকাঃ সন্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ কপি-কচ্ছু। (শব্দচন্দ্রিকা)

শূকাঢ্য (ক্লী) শূকতৃণ, হিন্দী শূকড়ী। (রাজনি°)

শূকাপুট্ট (পুং) তৃণমণি, (হারাবলী) পার্শী—কাকুর-দানা বা কাহরোবা।

শূকাময় (পুং) শূকদোষ, শূকরোগ। (শার্ঙ্গধরস°)

শূকার (পুং) শূ করোতীতি কৃ-ঘঞ্। বৰ্দ্ধিত করে যে, স্ফীতিকারক।

শূকুল (পুং) ১ মৎস্যবিশেষ। ২ গন্ধতৃণবিশেষ।

শূকৃত (ত্রি) শব্দানুকরণকারী।

"সাদে সহসা শূকৃতস্য" (ঋক্ ১।১৬২।১৭)

'শূকৃতস্য শব্দানুকরণমেতৎ, শূৎকারং কুর্ব্বতঃ' (সায়ণ)

শূক্ষ্ম (ত্রি) ১ অল্প, অস্থূল, চলিত সরু, মিহি।

"বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতং।
বাসো দেবি! সুশূক্ষ্মঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি।" (কালিকাপু°)

(পুং) ২ কৃতক। ৩ অধ্যাত্মা। (উজ্জ্বল)

শূত্থন (ত্রি) ক্ষিপ্র। (নিঘণ্টু ২।১৫)

শূতিপর্ণ (পুং) আরগ্বধবৃক্ষ, চলিত শোণালীগাছ। (শব্দরত্না°)

শূদ্র (পুং) শোচতীতি শুচ-শোকে (শুচের্দ্দশ্চ। উণ ২১৯) ইতি রক্ দশ্চান্তাদেশো ধাতো দীর্ঘশ্চ। চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত চতুর্থ বর্ণ। পর্য্যায়—অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্যজ। (অমর) দাস, পাদজ, অন্তজন্মা, জঘন্য, দ্বিজসেবক। (শব্দরত্না°) পদ্য, অন্ত্যবর্ণ, পদ্মও চতুর্থ, দ্বিজদাস, উপাসক। (রাজনি°) প্লক্ষদ্বীপে শূদ্রের সংজ্ঞা সত্যাঙ্গ, শাল্মলদ্বীপে ইবুন্ধর, কুশদ্বীপে কুলক, ক্রৌঞ্চদ্বীপে সেবক, শাকদ্বীপে অনুব্রত। পুষ্করদ্বীপে সকলই একবর্ণ।

বেদে অভিহিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার পাদ হইতে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়। "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" (শ্রুতি)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষাই শূদ্রের একমাত্র শাস্ত্র নিরূপিত ধর্ম্ম ও জীবিকা। এই বর্ণের গার্হস্থ্যাশ্রমই একমাত্র আশ্রম। অন্য আশ্রমধর্ম্মে ইহাদের অধিকার নাই।

'বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেবচ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্॥" (মনু ৮।৪১০)

রাজা শূদ্রকে দ্বিজাতির দাস্যে নিয়োজিত করিবেন। দ্বিজাতিদিগের দাস্যই শূদ্রের ধর্ম্ম, দ্বিজাতিগণ ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক শূদ্র দ্বারা দাস্য কর্ম্ম করাইবেন, যেহেতু বিধাতা শূদ্রকে দাস্য কর্ম্মের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাস্য হইতে বিমুক্ত হয় না, কারণ দাসত্ব তাহার স্বাভাবিক।

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব চ।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥"
(মনু ১০।৪১৩-১৪)

শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিবে না, যদি কোনরূপে অর্থসংগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে তাহার কোন অধিকার নাই, কারণ শূদ্র যাহার নিকট দাসত্ব করে, ঐ ধনে তাহারই অধিকার জানিবে। দ্বিজাতিগণ বিশ্রব্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন, যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে। উহার সকল ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।

রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, যেহেতু উক্ত বর্ণদ্বয় স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে নানা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়; এই জন্য উহাদিগকে স্ববৃত্তিতে রাখা প্রয়োজন।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, শূদ্রগণ সকল প্রকার শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে। শূদ্রদিগের ধর্ম্ম দ্বিজাতি শুশ্রূষা, অতএব ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্যই তাহারা দ্বিজাতিদিগের দাস্য করিবে।

"বৃত্তয়ঃ শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি। ধর্ম্মঃ শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা"
(বিষ্ণুসংহিতা ২ অ°)

ইহা ভিন্ন সকল বর্ণেরই একটী সাধারণ ধর্ম্ম আছে। সেগুলি এই—ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, গুরু-শুশ্রূষা, তীর্থ গমন, দয়া, ঋজুতা, লোভশূন্যত্ব, দেবতা ও ব্রাহ্মণ পূজন ও অনভ্যসূয়া। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল বর্ণেরই এই সকল ধর্ম্ম পালনীয়। (বিষ্ণুস° ২ অ°)

"বিপ্রাণামর্চ্চনং নিত্যং শূদ্রধর্ম্মো বিধীয়তে।
তদ্দ্বেষী তদ্ধনগ্রাহী শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ শতজন্মানি শূদ্রো বিপ্রধনাপহঃ॥
যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণীগামী মাতৃগামী স পাতকী।
কুম্ভীপাকে পচ্যতে স যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ৮৩ অ°)

ব্রাহ্মণের অর্চ্চনাই শূদ্রদিগের নিত্যধর্ম্ম, যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে বা ব্রাহ্মণের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ঘটে এবং সে বহু শত জন্ম গৃধ্র, শূকর প্রভৃতি যোনিতে ভ্রমণ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণপত্নী অপহরণ করে, সেই শূদ্র মাতৃগমনের তুল্য পাতকী হয় এবং সেই শূদ্র ব্রহ্মার শত বৎসর পরিমাণ কাল কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে।

শাস্ত্রমতে শূদ্ররাজ্যে বাস করিতে নাই।

"ধার্ম্মিকেনাবৃতে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।
ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ ন পাষণ্ডজনৈর্বৃতে॥
(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°)

যে স্থল ধার্ম্মিক জন দ্বারা পরিবৃত নহে এবং যে স্থল ব্যাধি বহুল ও পাষণ্ডজনপরিবৃত, এবং যাহা শূদ্রশাসিতরাজ্য, এই সকল স্থানে বাস করিতে নাই।

শূদ্রকে মতিদান নিষিদ্ধ এবং কদাচ তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে নাই।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা মধুঘৃতং ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ॥
ন চৈবাস্মৈ ব্রতং ব্রূয়াৎ ন চ ধর্ম্মান্ বদেদ্বুধঃ॥"
(কূর্ম্ম উপবি° ১৫ অ°)

শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই। শূদ্র ব্যতীত অন্য তিন বর্ণেরই বেদে অধিকার আছে।

ত্রয়োবর্ণা মহাভাগ যজ্ঞসামান্যভাগিনঃ।
শূদ্রা বেদপবিত্রেভ্যো ব্রাহ্মণৈস্তু বহিষ্কৃতাঃ॥
(বরাহপু° সংসারচক্রনামাধ্যায়)

শাস্ত্রে শূদ্রেরও মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদি কেহ মদ্যপান বা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

"তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥"

(শূদ্রকমলাকরধৃত পরাশর বচন)

ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ যদি একমাস বা মাসার্দ্ধ শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে কুক্কুর, গৃধ্র ও শূকর প্রভৃতি দুষ্টযোনিতে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া যথাবিধি অধ্যয়ন বা হোমাদি করিলেও তাহার উর্দ্ধগতি হয় না, ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ, বৈশ্যের অন্ন অন্ন, এবং শূদ্রের অন্ন রুধির তুল্য। এই জন্য দ্বিজাতিগণ যজ্ঞার্থ শূদ্রের নিকট ভিক্ষা করিবেন না। ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, যদি ব্রাহ্মণ অতিবিপন্ন হইয়া সচ্ছূদ্রের গৃহে কণাভিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার পাতক হইবে না।

"শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণোঽশ্নন্ বৈ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
তদ্‌যোন্যবভিজায়তে সত্যমেতদ্বিদুর্বুধাঃ ॥
অথোদরস্থশূদ্রান্নো মৃতঃ শ্বানোঽপি জায়তে।
দ্বাদশ দশ চাষ্টৌ চ গৃধ্রশূকরপুষ্করাঃ ॥
উদরস্থিতশূদ্রান্নো হ্যধীয়ানোঽপি নিত্যশঃ।
জুহ্বন্ বাপি জপন্ বাপি গতিমূর্দ্ধাং ন বিন্দতি ॥
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্ ॥
তস্মাৎ শূদ্রং ন ভিক্ষেত যজ্ঞার্থং সদ্বিজাতয়ঃ।
শ্মশানমিব সচ্ছূদ্রস্তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥
কণানামথবা ভিক্ষাং কুর্য্যাচ্চাতিবিকর্ষিতঃ।
সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্ব্বন্ তৎ পাপেন ন লিপ্যতে ॥"

(বৃহৎ পরাশর ৪ অ°)

শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্র-স্বামিক অন্ন, বা শূদ্র-দত্ত অন্ন বুঝিতে হইবে। ভোজনকালে তদ্‌গৃহে যদি শূদ্র অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও শূদ্রান্ন কহে। শূদ্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘৃত তণ্ডুলাদি যাহা কিছু দান করে, তাহাই শূদ্রান্ন; কিন্তু শূদ্রের অর্থ দ্বারা এই সকল কিনিলে তাহা শূদ্রান্ন পদবাচ্য নহে।

"শূদ্রান্নং শূদ্রস্বামিকান্নং তদ্দত্তমপি ভোজনকালে তদ্‌গৃহাবস্থিতং যত্তদপি শূদ্রান্নং, তদাহাঙ্গিরাঃ—

"শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।
নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতম্ ॥"

অপি শব্দাৎ সাক্ষদ্দত্তঘৃততণ্ডুলাদি নতু তদ্দত্তকপর্দ্দকাদিনা ক্রীতমপি।"

যেরূপ জল নদীতে গেলে বিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ শূদ্রদত্ত ঘৃত তণ্ডুলাদি শূদ্রগৃহ হইতে ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে বিশুদ্ধ হয়। এইস্থলে বুঝিতে হইবে যে, শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া গৃহে আনিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণের হস্তস্পর্শ মাত্রই উহার দোষ-মুক্ততা ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রদত্ত ঘৃততণ্ডুলাদি প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে দোষ হইবে না। ইহাতে অঙ্গিরা বলেন, পাত্রান্তরে স্থাপন করিলে উহা বিশুদ্ধ হইবে।

"স্বগৃহাগতে পুনরঙ্গিরাঃ—
যথা যতস্ততো হ্যাপঃ শুদ্ধিং যান্তি নদীগতাঃ।
শূদ্রাদ্বিপ্রগৃহেষ্বন্নং প্রবিষ্টন্তু সদা শুচি ॥
প্রবিষ্টং স্বস্বাপাদকপ্রতিগ্রহাদিনেতি শেষঃ।

অতএব পরাশরঃ—
তাবদ্ভবতি শূদ্রান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।
দ্বিজাতিকরসংস্পৃষ্টং সর্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে ॥

স্পৃশতি প্রতিগৃহ্লাতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সংপ্রোক্ষ্য গ্রাহ্যং তচ্চ পাত্রান্তরে গ্রাহ্যমাহাঙ্গিরাঃ—

সংপ্রোক্ষয়িত্বা গৃহ্লীয়াৎ শূদ্রান্নং গৃহমাগতম্।
স্বপাত্রে যত্তু বিন্যস্তং শূদ্রো যচ্ছতি নিত্যশঃ।
পাত্রান্তরগতং গ্রাহ্যং দুগ্ধং স্বগৃহমাগতম্ ॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কন্দুপক্ক, অর্থাৎ জলোপসেক বিনা কেবল অগ্নি দ্বারা পক্ক, দধি, শক্তু ও পায়স, এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহে শূদ্রকর্ত্তৃক কৃত হইলেও ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে পারে। এইস্থলে পায়স শব্দে কঠিন ভাবাপন্ন দুগ্ধ বুঝিতে হইবে।

"কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি ॥

ইতি কূর্ম্মপুরাণবচনেন শূদ্রকর্ত্তৃককন্দুপক্কাদেব্রাহ্মণস্য ভক্ষ্যত্বেন শ্রাদ্ধে দেয়ত্বং যুক্তম্। কন্দুপক্কং জলোপসেকং বিনা কেবলপাত্রেণ যদ্ বহ্নিনা পক্কং পায়সং পাকেন কাঠিন্যবিকারাপন্নং দুগ্ধম্। (শূদ্রাহ্নিকতত্ত্ব)

শূদ্র শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বৈদিক মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র পাঠ করিয়া কার্য্য করিবে, কেবল বেদমন্ত্রে তাহার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র পাঠ করিবেন, শূদ্র উহা শ্রবণ করিবে। কিন্তু পঞ্চ মহাযজ্ঞ স্থলে শূদ্র সকল কার্য্য অমন্ত্রক করিবে। পৌরাণিক মন্ত্রাদিও পাঠ করিবে না। স্নানও অমন্ত্রক করিবে।

বৈদিকেতর মন্ত্রপাঠে শূদ্রাদেরপ্যধিকারঃ; বেদমন্ত্রবর্জ্জং শূদ্রস্যেতি ছন্দোগাহ্নিকাচারচিন্তামণিধৃতস্মৃতৌ বেদেতি বিশেষণাৎ। এবঞ্চ পুরাণমধিকৃত্য—

অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা।
শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনং পুরাণমন্ত্রেতরপরং। পঞ্চ মহাযজ্ঞাদৌ পৌরাণিকমন্ত্রোঽপি নিষিদ্ধঃ।

"নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

শূদ্রদিগের শ্রাদ্ধাদিকার্য্যসমূহ যজুর্ব্বেদীয় কার্য্যের ন্যায় হইবে।

শূদ্রক, ১ মৃচ্ছকটিকা নাম্নী নাটকপ্রণেতা। ২ একজন ঋষি। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে যে, ইনি শূদ্রজাতীয় ও শম্বুক নামে বিদিত। কলিকাল ব্যতীত শূদ্রের তপস্যায় অধিকার নাই। অকস্মাৎ রামরাজ্যে এক ব্রাহ্মণের বালকপুত্রের মৃত্যু ঘটে। ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্রের সমক্ষে পুত্রের অকালমৃত্যু রাজকৃত পাপহেতু ঘটিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিলে, তিনি নারদাদি ঋষিগণের পরামর্শে শূদ্রের তপস্যাই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ জানিয়া শূদ্রের অন্বেষণে লোক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। ৩ একজন হিন্দু নরপতি। ৩৩০০ কল্যব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (কুমারিকাখ°)

শূদ্রকর্ম্মন্ (ক্লী) শূদ্রস্য কর্ম্ম। শূদ্রের কর্ত্তব্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। দ্বিজসেবাদিই শূদ্রের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য।

শূদ্রকৃত্য (ক্লী) শূদ্রস্য ন কৃত্যং। শূদ্রকর্ত্তব্য কর্ম্ম। রঘুনন্দন শূদ্রাহ্নিকাচার তত্ত্বে শূদ্রকৃত্যের বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, শূদ্র অমন্ত্রক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য পাঠ করিবেন।

"চতুর্ণামপি বর্ণানাং যানি প্রোক্তানি বেধসা।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি রাজেন্দ্র শৃণু তানি নৃপোত্তম॥
বিশেষতস্তু শূদ্রাণাং পাপলানি মনীষিভিঃ।
অষ্টাদশপুরাণানি চরিতং রাঘবস্য চ॥
রামস্য কুরুশার্দ্দূল ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেণ ধীমতা।
বেদার্থং সকলং যোজ্যং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চ প্রভো॥
(শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্ব)

পুরাণাদিতে সকল বেদার্থ নিহিত আছে, অতএব সেই-গুলি পাঠ ও শ্রবণ করিলে শূদ্রের স্বাধ্যায় সম্পন্ন হইবে।

শূদ্রকেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (স্কান্দে নাগরখ°)

শূদ্রজন্মন্ (ত্রি) ১ শূদ্রবর্ণে যাহার জন্ম। যে পরজন্মে শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছে। ২ নিকৃষ্ট জন্ম।

শূদ্রতা (স্ত্রী) শূদ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শূদ্রত্ব, শূদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, শূদ্রের কার্য্য।

শূদ্রদাস, একজন বিষ্ণুভক্ত। (ভবিষ্যভক্তি ২২০।১)

শূদ্রধর্ম্ম (পুং) শূদ্রস্য ধর্ম্মঃ। শূদ্রের শাস্ত্রবিহিতাচার। [শূদ্র শব্দ দেখ]

শূদ্রপ্রিয় (পুং) শূদ্রাণাং প্রিয়ঃ। ১ পলাণ্ডু। (রাজনি°) ২ শূদ্রের প্রিয় দ্রব্যমাত্র।

শূদ্রপ্রেষ্য (পুং) শূদ্রস্য প্রেষ্যঃ। শূদ্রের পরিচারক, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের যে কেহ শূদ্রের পরিচারকতা কার্য্য করে।

শূদ্রশাসন (ক্লী) শূদ্রস্য শাসনঃ। শূদ্রের অধিকার বা লেখা পত্রাদি।

"স্যাদভিষ্যন্দিরমণং শাখানগরমিত্যপি।
শাসনং ধর্ম্মকীলঃ স্যাদনুকৃতিঃ শূদ্রশাসনম্॥" (পুরবর্গ ত্রিকা°)

শূদ্রা (স্ত্রী) শূদ্রস্য জাতিঃ শূদ্রঃ 'শূদ্রা চামহৎ পূর্ব্বা জাতিঃ' ইতি টাপ্। শূদ্রজাতি স্ত্রী।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতিঃ।" (মনু ৩।১৩)

শূদ্রাধিকরণ (ক্লী) অধিকরণভেদ, শারীরিকসূত্রে শূদ্রদিগের বিদ্যায় অধিকার আছে কি না? এই সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহাদের বিদ্যায় অধিকার নাই—এইরূপ নির্ণায়ক অধিকরণ।

শূদ্রান্ন (ক্লী) শূদ্রস্য অন্নঃ। শূদ্রস্বামিক অন্ন। [শূদ্র শব্দ দেখ।]

শূদ্রাভার্য্য (পুং) শূদ্রা ভার্য্যা যস্য সঃ। শূদ্রাস্বামী, শূদ্রাপতি।

শূদ্রার্ত্তা (স্ত্রী) শূদ্রেণ আর্ত্তা। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দচ°)

শূদ্রাবেদিন্ (পুং) শূদ্রাং বিন্দতীতি-বিদ্-ণিনি। শূদ্রা বিবাহ কর্ত্তা।

'শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়াভৃগোঃ॥" (মনু ৩।১৬)

শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন, ইহা অত্রি ও উতথ্যপুত্র গোতমমুনির মত। শৌনক মুনির মতে শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে পতিত হইতে হয় এবং ভৃগুর মতে শূদ্রোৎপন্ন সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের কন্যাই বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও শূদ্রা বিবাহ তাহার পক্ষে বিশেষ নিন্দিত।

শূদ্রাসুত (পুং) শূদ্রায়াঃ দ্বিজাতিভিরূঢ়ায়াঃ সুতঃ। দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পরিণীতা শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র।

শূদ্রী (স্ত্রী) শূদ্রস্য স্ত্রী (পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্। শূদ্রের ভার্য্যা, শূদ্রপত্নী।

শূন (ত্রি) টু ও শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ ক্ত ওদিতশ্চ (পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য নঃ। বচিস্বপিযজাদীনং কিতি (পা ৬।১।১৫) ইতি সম্প্রসারণং। হলঃ (পা ৬।৪।২) ইতি দীর্ঘঃ। শ্বাদিতো নিষ্ঠায়াম্ (পা ৭।২।১৪) ইড়াগমশ্চ ন। ১ বর্দ্ধিত। (ব্যাকরণ)

"চক্ষুর্ণে হরিতে শূনে জায়তে চাস্য লোচনে"। (সুশ্রুত ৫।২)

(ত্রি) ২ শূন্য।

"মা শূনে অগ্নে নিষদাম নৃণাম্' (ঋক্ ৭।১।১১)

'হে অগ্নে শূনে শূন্যে পুত্রাদিরহিতে গৃহে মা নিষদাম ন নিবসাম' (সায়ণ)

শূনক (ত্রি) শোথযুক্ত।

"শূনকস্তেন সীদতি"। (মাধবনিদান)

শূনকচঞ্চুক (পুং) ক্ষুদ্র চঞ্চু ক্ষুপ। বৈত্তকনিঘ°)

শূনত্ব (ক্লী) স্ফীতিভাব।

শূনবৎ (ত্রি) শ্বি-ক্তবতু। বৰ্দ্ধিত। (ব্যাকরণ)

শূনা (স্ত্রী) শ্বয়ন্তি মৃত্যুং গচ্ছন্তি কীটাদয়ো যত্র শ্বি ক্ত-টাপ্। প্রাণিদিগের বধস্থান, চুল্লী, পেষণী প্রভৃতি। চুল্লী, পেষণী (জাঁতা), উদূখল-মুষল, উদকপাত্র এবং গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য অন্যান্য উপকরণগুলিতে তাহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বহুবিধ জীব নিত্য নিত্য বিনষ্ট হয় বলিয়া ঐ পাঁচটী শূনা নামে খ্যাত। (হলায়ুধ) উক্ত পঞ্চশূনা বা পাঁচ শ্রেণীর দ্রব্য সর্ব্বদা ব্যবহার হেতু গৃহস্থগণের নিয়তই পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে; সেই সকল পাপবিমোচনার্থ প্রত্যহ মানবের অধ্যাপনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হোমরূপ দৈবযজ্ঞ, বলিরূপ ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পূজাদির উপকরণ সামগ্রীসমূহ যে কোন প্রাণীকে দান এবং অতিথিসৎকাররূপ নৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নচেৎ কিছুতেই তাহারা ঐ সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে না।

"পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্॥"
"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্ নিত্যং শূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে॥"(প্রায়শ্চিত্ত)

২ অধোজিহ্বিকা, আলজিভ। (হারাবলী) ৩ ফণিমনসা।

শূনাবৎ (পুং) শূনা বিদ্যতে যস্য সঃ শূনা-মতুপ্ মস্য বঃ। কসাই।

শূন্য (ক্লী) ১ আকাশ। (শব্দচ°) ২ বিন্দু। (হেম) (ত্রি) ৩ অতি কম। ৪ অভাববিশিষ্ট। ৫ অসম্পূর্ণ, চলিত খালি। পর্য্যায়—বশিক, তুচ্ছ, রিক্তক। (অমরটীকায় ভরত)

নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয় শূন্যমধ্যে পরিগণিত। যথা—বিদ্যাহীন জীবন, বান্ধবহীন দিক্, পুত্রহীন গৃহ এবং দরিদ্রদিগের যাবতীয় বিষয়।

"আবদ্যজীবনং শূন্যং দিক্শূন্যা চেদবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥" (চাণক্য)

শূনায়ৈ প্রাণিহিংসায়ৈ হিতঃ রহস্যস্থানত্বাৎ শূনা-যৎ। যদ্বা শুনে হিতম্ শ্বন্-'শুনঃ সম্প্রসারণং বা চ দীর্ঘত্বম্' (পা ৫।১।২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ সম্প্রসারণং দীর্ঘত্বঞ্চ। ৬ নির্জ্জন। (মেদিনী) (ক্লী) ৭ স্বর্গ। (বৈত্তকনিঘ°) (পুং) ৮ বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৯২)

শূন্যক (ত্রি) শূন্য-কন্ স্বার্থে। শূন্য।

"মনুষ্যাদেহশূন্যকং ভবস্ত্যমূত্র গচ্ছতঃ।" (মহাভারত ১২পর্ব্ব)

শূন্যগর্ভ (ত্রি) ১ যাহার ভিতর খালি, ফাঁপা দ্রব্য। ২ মূর্খব্যক্তি। ৩ সারগর্ভের বিপরীত।

শূন্যগৃহ (ত্রি) ১ গৃহহীন। ২ খালিঘর। (দেশজ) পত্নীহীন।

শূন্যতা (স্ত্রী) ১ শূন্যভাব। ২ জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব হীনতা (Nihilism)। ২ পঞ্চভূতবর্জ্জিতের ভাব (Vacuity)।

শূন্যত্ব (ক্লী) শূন্যতা। শূন্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

শূন্যপদবী (স্ত্রী) ১ ব্রহ্মরন্ধ্র। (দেশজ) ২ উপাধিবিহীন।

শূন্যপাল (পুং) ১ সহযোগী। ২ যে অস্থায়ীভাবে পরের কার্য্য করে।

শূন্যপুষ্প (ক্লী) ১ পুষ্পহীন। (পুং) ২ বৌদ্ধভেদ।

শূন্যবন্ধু (পুং) বিশালরাজবংশোদ্ভব তৃণবিন্দুর পুত্র। (ভাগবত ৯।২।৩৩)

শূন্যভাব (পুং) ১ ফাঁকাভাব। ২ ভাবহীন। ৩ শূন্যত্ব।

শূন্যমধ্য (পুং) শূন্যং মধ্যং যস্য। ১ নল। (রাজনি°) ২ শূন্যগর্ভ বস্তুমাত্র।

শূন্যমূল (ত্রি) ১ ভিত্তিহীন। ২ সেনাসজ্জাবিশেষ।

শূন্যবাদ (পুং) বৌদ্ধদর্শনের গভীর মর্ম্মকথা। বৌদ্ধজগতে ভবচক্রের ব্যাপারনির্ণয় বিষয়ে যে মীমাংসা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহাই শূন্যবাদ। [বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

শূন্যবাদিন্ (ত্রি) ১ সৌগত, বুদ্ধদেব। ২ নাস্তিক।

শূন্যহর (ত্রি) ১ শূন্যনাশক। ২ আলোক। ৩ স্বর্ণ।

শূন্যা (স্ত্রী) ১ নলী নামক গন্ধদ্রব্য। (মেদিনী) ২ হমাকণ্টকিনী, ফণিমনসা। (শব্দচ°) ৩ বন্ধ্যা স্ত্রী। (রাজনি°)

শূন্যালয় (পুং) শূন্যঃ আলয়ঃ। নির্জ্জন গৃহ। আহ্নিকতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, শূন্যালয়, শ্মশান, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে শয়ন করিতে নাই। [শয়ন দেখ]

শূন্যাগার (ত্রি) শূন্যগৃহ, গৃহশূন্যব্যক্তি। একাকী (দিব্যা° ৩৪৪।৯)

শূন্যাশূন্য (ক্লী) জীবন্মুক্ত।

শূন্যৈষ (ত্রি) শূন্যাকাঙ্ক্ষী। (অথর্ব্ব ১৪।২।১৯)

শূপকার (পুং) শূপং করোতীতি কৃ-অণ্। শূদ্রদিগের পাচক, যাহারা শূদ্রদিগের পাচকতা কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

"শূদ্রপাকোপজীবী যঃ শূপকার ইতি স্মৃতঃ"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° প্রকৃতিখ° ২৭অ°) [সূপকার শব্দ দেখ।]

শূম (আরব্য) কৃপণ, অদাতা, গাঢ়মুষ্টি, ব্যয়কুণ্ঠ।

শূয় (দেশজ) শুয়া বা শোঁয়া। ১ শস্যের কীটবিশেষ। ২ শূক, কীট বা পোকাদির দৃঢ় লোম।

শূর, ১ স্তম্ভ। ২হিংসা। দিবা° আত্মনে° স্তম্ভে অক° হিংসার্থে সক° সেট্। লট্ শূর্য্যতে। লিট্ শুশূরে। লুট শূরিতা। ক্ত শূর্ণ। অদন্ত-চুরাদি° আত্মনে°। অক° সেট্। ৩ বিক্রম,উত্তম। লুঙ্ অশুশূরৎ।

শূর, (পুং) শূরয়তি বিক্রামতীতি শূর-অচ্ যদ্বা শরতি বীর্য্যং প্রাপ্নোতীতি শু—শুসিচিমিঞাং দীর্ঘশ্চ ইতি ক্রন্ (উণ্ ২।২৫) ১ বীর। (মহাভারত ১।১০৯।৪) ২ যাদব। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ। (মেদিনী) ৩ সূর্য্য। (ত্রিকা°) ৪ সিংহ। ৫ শূকর। ৬ চিত্রকব্যাঘ্র। ৭ সালবৃক্ষ। ৮ লকুচ, চলিত ডহুয়া ফল। ৯ মসূর। (রাজনি°) ১০ বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৫০) ১১ অর্ক-বৃক্ষ, আকন্দগাছ। ১২ চিত্রক বৃক্ষ। ১৩ সাহসী। ১৪ বলবান্।

শূর, একজন কবি। গানরত্নমহোদধি গ্রন্থে ইহার রচিত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থান্তরে ভদন্তশূর ও ভাগবতশ্রীশূর নামক কবিরও উল্লেখ আছে। একটী শ্লোকের ভণিতায় শূর কবি সিংহরাজের আশ্রিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

শূর (পুং) উত্তরদিক্স্থ দেশভেদ। (জৈনহরি° ১৩৯।১।৩)

শূরই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরআর্কট জেলার বালাজাপেট তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে চোলরাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

শূরগ্রাম (ত্রি) ১ শূরসজ্ঘবিশিষ্ট।

"শূরগ্রামঃ সর্ব্ববীরঃ" (ঋক্ ৯।৯০।৩)

'শূরগ্রামঃ শূরাণাং গ্রামঃ সজ্ঘো যস্য সঃ' (সায়ণ)

২ শূরসমূহ, শূরসজ্ঘ।

শূরজ (পুং) ১ রাজসেবকভেদ। (রাজতর° ৮।৩৩৫)

২ শূরবর্ম্মার পুত্র। (রাজতর° ৫।৪০)

শূরণ (পুং) শূর্য্যতে ইতি শূর হিংসে ল্যুঃ। ১ কন্দবিশেষ, চলিত ওল। হিন্দী—জমিন্‌কন্দ, ওল। তেলেগু—মুঞ্চকুন্দ্। বম্বে—জংলিসূরণ। তামিল—সূরণ। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাট—সূরণু, সূরণা। ইহা শ্বেত, রক্ত ও অরুণভেদে তিনপ্রকার। পর্য্যায়—অর্শোঘ্ন, কন্দ, সূরণ, ওল, ওল্ল, কণ্ডুল, কন্দী, সুকন্দী, স্থূলকন্দক, দুর্নামারি, সুবৃত্ত, বাতারি, কন্দশূরণ, তীব্রকণ্ঠ, কন্দার্হ, কন্দবর্দ্ধন, বহুকন্দ, রুচ্যকন্দ, শূরণকন্দ। গুণ—কটু, রুচিকর, দীপন, পাচন, কৃমি, কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস, বমি, অর্শ, শূল, ও গুল্মনাশক এবং রক্তের দুষ্টিতাকারক। (রাজনি°) এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে আরও কতকগুলি গুণ লিখিত আছে; যথা—কষায়, বিষ্টম্ভী, বিশদ, লঘু, প্লীহনাশক কণ্ডুকর, দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগের অহিত কারক সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে শূরণকন্দই শ্রেষ্ঠ, আবার ইহার মধ্যে গ্রাম্যকন্দ অপেক্ষা বন্যকন্দই অর্শাদিরোগে বিশেষ উপকারী। ২ শ্যোনাকবৃক্ষ। (শব্দমালা)

শূরণপিণ্ডিকা (স্ত্রী) অর্শোরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিত্রকমূল ৮ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ১ তোলা, গুড় ২৭ তোলা। প্রথমে মৃদুসন্তাপে গুড় পাক করিয়া পাকাবসানে ওলচূর্ণপ্রভৃতির প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

শূরণমোদক (স্বল্প), ইহাও একটী অর্শোঘ্ন ঔষধ। প্রস্তুতপ্রণালী—মরিচ ১ ভরি, চিতারমূল ৪ তোলা, ওলচূর্ণ ৮ তোলা, গুড় সর্ব্ব-সমান। উপরি উক্ত শূরণপিণ্ডিকাবৎ পাক করিতে হইবে।

অন্যবিধ (বৃহৎ)—ওল ৩২ তোলা, চিতামূল ১৬ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল, পিপুলমূল, তালিশ-পত্র, ভেলার মুটি, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ৮ তোলা, তালমূলী ১৬ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ ৩২ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, সকল চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়। পূর্ব্ববৎ পাক করিতে হইবে।

শূরণোদ্ভুজ (পুং) হরিদ্রাঙ্গ পক্ষী, চলিত হরিয়াল।

শূরতা (স্ত্রী) বীরত্ব, শৌর্য্য, পরাক্রম, সাহস।

শূরত্ব (ক্লী) শূরতা।

শূরদন্ত (পুং) কথাসরিৎসাগর বর্ণিত ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা° ৬৮।৩৩)

শূরদাস, আগ্রাবাসী একজন হিন্দী কবি। ইনি বল্লভাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

শূরদেব (পুং) ১ উৎসর্পিনী শাখার চতুর্ব্বিংশতি অর্হতের অন্তর্গত অর্হৎ বিশেষ। (হেম)

২ বীরদেব রাজার পুত্র। (কথাসরিৎসা° ৮৩।২২)

শূরনূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধুরা জেলার রামনাদ তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে সোমশেখর ও পরাক্রমপাণ্ড্য প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির বিদ্যমান।

শূরপত্নী (স্ত্রী) ১ যজমান বা রক্ষোগণ কর্ত্তৃক পালিতা।

"অজা বৃত ইন্দ্র শূরপত্নীঃ" (ঋক্ ১।১৭৪।৩)

'হে ইন্দ্র শূরপত্নীঃ শূরৈ রক্ষোভিঃ পালিতা যদ্বা শূরা যজমানা তৈঃ পালিতা' (সায়ণ)

২ বীরভার্য্যা।

"কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি" (ঋক্ ১০।৮৬।৮)

'শূরপত্নি বীরভার্য্যে হে ইন্দ্রাণি।' (সায়ণ)

শূরপুত্রা (স্ত্রী) অদিতি।

"হুবে দেবীমদিতিং শূরপুত্রাং" (অথর্ব্ব ৩।৮।২)

'শূরপুত্রাঃ শূরাঃ বিক্রান্তাঃ শৌর্য্যোপেতাঃ পুত্রা মিত্রাবরুণা-দয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা তাং দেবীং দানাদিগুণযুক্তাং অদিতিং' (সায়ণ)

শূরপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৫।৪৯)

শূরবল (পুং) ১ বীরবল। অসুরবল। ২ দেবপুত্রভেদ। ইনি বোধিমণ্ডপরিপালক বলিয়া কথিত। (ললিতবিস্তর)

শূরভূ (স্ত্রী) উগ্রসেনের কন্যা। (ভাগবত ৮।২৭।২৫)

শূরভূমি (স্ত্রী) শূরভূ, উগ্রসেনের কন্যা; বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামক ইঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার দ্বারা ইঁহার গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুইটী পুত্রের উৎপত্তি হয়। (ভাগবত ৯।২৪।৪২)

শূরভোগেশ্বর, শিবলিঙ্গ ভেদ।

শূরমঠ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত স্বনামপ্রসিদ্ধ মঠভেদ। (রাজতর° ৫।৪৮)

শূরমানিন্ (ত্রি) আত্মানং শূরং মন্যতে শূর-মন-ণিনি (পা ৩।১।১৩৪)। যে আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে। (মহাভারত ৪র্থ ও ১৭শ পর্ব্ব)

শূরমূর্দ্ধময় (ত্রি) বীরমুণ্ডসমাকীর্ণ।

শূররাজবংশ, বাঙ্গালার একটী প্রাচীন রাজবংশ। এই বংশে মহারাজ জয়ন্ত আদিশূর বাঙ্গালায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। [বঙ্গদেশ শব্দ দেখ।]

শূরবংশ, দিল্লীর একটী পাঠান রাজবংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ শূর ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে চৌসা রণক্ষেত্রে ও কনোজ-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয়। তৎপরে ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৪ শেলিমশাহ শূর রাজা হন। শেষোক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র ফিরোজ শাহ কয় দিনের জন্য পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন, কিন্তু তাঁহার মাতুল মুবারিজ খাঁ তাঁহাকে নিহত করিয়া মহম্মদ শাহ আদিল্ নামে সিংহাসন অধিকার করেন। ইহঁার শাসনকালে গৃহবিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ১১ মাস কাল হিন্দুযোদ্ধা হিমু আদিল্ শাহের স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া রাজাত্মীয় ইব্রাহিম শূর ও সিকেন্দর শূরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ইব্রাহিম দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং আহ্মদ খাঁ (সিকেন্দর) পঞ্জাবে রাজছত্র স্থাপন করিলেন। এই সময়ে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন শাহ ধীরে ধীরে আসিয়া পঞ্জাবে সিকেন্দর সেনাদলকে পরাভূত করেন। ইব্রাহিম শাহ শূরও এই সময়ে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলাইয়া আইসেন। এখানে শত্রুহস্তে তিনি নিহত হন। [ভারতবর্ষ দেখ।]

শূরবজ্র (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ। (তারনাথ)

শূরবরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার নুজিবিড়্ তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের এক মাইল দূরে প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ আছে। এখান হইতে এক পোয়া পথ দূরে একটী প্রাচীন শিব মন্দির দৃষ্ট হয়। উহার চারিটী স্তম্ভে ও নন্দীস্তম্ভে ৫ খানি শিলালিপি আছে।

শূরবর্ম্মন্ (পুং) ১ একজন কবি। ২ কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার ভ্রাতা। ইনি পরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

শূরবাক্য (ক্লী) বীরোচিত বাক্য, বীরত্ব প্রকাশক উক্তি।

"কিং ত্বং স্ত্রীসন্নিধৌ বীর! শূরবাক্যানি মুঞ্চসি" (রামায়ণ ৪।৯।৮৮)

শূরবাণেশ্বর (পুং) বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৮২)

শূরবিদ্যা (স্ত্রী) বীরের শিক্ষনীয় যুদ্ধকৌশলাদি।

শূরবীর (ত্রি) ১ অতিশয় যোদ্ধা। অমিতবলশালী। ২ মাণ্ডুকেয় গোত্রীয় বৈদিক আচার্য্যভেদ। ৩ জাতিবিশেষ। (হরিব°)

শূরল, ১ বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ গ্রামভেদ। ৩ বীরভূমের অন্তর্গত গ্রামভেদ।

শূরশ্লোক (পুং) বীরগাথা।

শূরসাতি (স্ত্রী) সন-ক্তিন্ সাতিঃ। উতিযূতিজূতিসাতিহেতি কীর্ত্তয়শ্চ। (পা ৩।৩।৯৭।) শূরণাং সাতিঃ সংভজনং যত্র। শূরসেবিত, বীরসেবিত।

"যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে" (ঋক্ ১।২১।৬)

'শূরসাতা শূরৈঃ সংভজনীয়ে যুদ্ধে শু গতৌ শুষিচিমীনাং দীর্ঘশ্চ (উণ্ ২।২৫) ইতি শূরশব্দো রন্ প্রত্যয়ান্তআদ্যুদাত্তঃ বনষণ সংভক্তাবিত্যস্মাৎ ক্তিন্নন্তঃ সাতিশব্দঃ জনসনখনাং সন্ঝলোরিত্যাত্বং শূরাণাং সাতিঃ সংভজনমত্রেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ।' (সায়ণ)

শূরসিংহ (পুং) সারস্বতখ্যাতদীপিকা নাম্নী ব্যাকরণপ্রণেতা।

শূরসিংহ, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার কসুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। ফিরোজপুর হইতে অমৃতসর যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে ছিটের কাপড়ের কারবার আছে।

শূরসেন (পুং) শূরাঃ সেনা যস্য। ১ যদুবংশীয় রাজবিশেষ। ২ দেশবিশেষ, মথুরা। (ভাগবত ১০।১অ°)

শূরসেনক (পুং) শূরসেন, মথুরা। (মনু ২।১৯ কুল্লূক)

শূরসেনকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার নুজিবিড়্ তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ঐস্থান এখন জঙ্গলে পরিবৃত।

শূরসেনজ (পুং) মাথুর, মথুরাদেশবাসী। (মনু ৭।১৯৩ কুল্লূক)

শূরহর, যুক্তপ্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর।

শূরহারপুর, যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। বীকাপুর তহশীলের পচ্ছিমরাঠ্ পরগণায় অবস্থিত।

এখানে যে প্রাচীন পাকা দুর্গ দৃষ্ট হয়, তাহা ভরজাতীয় সর্দ্দারদিগের কীর্ত্তি বলিয়া সাধারণের ধারণা। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সময়ে এখানকার মাঝাই নদীর উপর একটী পাকা সেতু গাঁথা হইয়াছে।

শূরা (স্ত্রী) ক্ষীরকাকোলী।

শূরাদিত্য, একজন পণ্ডিত। গুণাদিত্যের পুত্র এবং স্তবচিন্তামণিবৃত্তি প্রণেতা ক্ষেমরাজের পিতা।

শূরিমৃগ (পুং) বরাহাদি।

"শূকরাস্তাশ্চ শূরিণঃ" (অভিধানচিন্তা° ২৯ অ°)

শূরীবান্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহা রামদুর্গ রাজ্যের অধীন এবং নরগুণ্ড হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের পলিটিকাল এজেণ্ট মেসন সাহেব এখানে আসিয়া সদলে ছাউনী করেন। কোনও কারণে মেসন সাহেব তদ্দেশবাসীর অপ্রিয়ভাজন হন। বিরক্ত প্রজাবর্গ তাঁহাকে ও তাঁহার ১০ জন সঙ্গীকে নিহত করে এবং ১১ জন আহত হয়। অবশেষে ৩০এ মে তারিখে সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট ল'টুক কালাদগি হইতে সদলে আসিয়া মুণ্ডহীন মেসন-দেহ লইয়া সমাধিস্থ করে।

শূরেশ্বর (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত দেবমূর্ত্তি ভেদ। ইনি তত্রোক্ত শূরমঠে অবস্থিত। (রাজতর° ৫।৪৮)

শূর্ত্ত (পুং) ১ ক্ষিপ্র। ২ ক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, বর্জ্জিত, ত্যক্ত।

"শূর্ত্তা বহমানা অপত্যং" (ঋক্ ২।১৭৪।৬)

'শূর্ত্তাঃ ক্ষিপ্রাঃ যদ্বা শূর্ত্তাঃ ক্ষিপ্তা বর্জ্জিতা অপত্যং পুত্রং বহমানা'

শূর্প, মান, পরিমাণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শূর্পয়তি ধান্যং গৃহী। লিট্ শুশূর্প। লুট শূর্পয়িতা। লঙ্ অশূর্পয়ৎ। লুঙ্ অশুশূর্পৎ।

শূর্প (পুং ক্লী) শূর্পয়তি ধান্যাদীনিতি শূর্প-অচ্ যদ্বা শৃ হিংসায়াং যুশৃভ্যাং নিচ্চ (উণ্ ৩।২৬) ইতি পঃ। চকারাৎ স চ কিৎ। ১ তণ্ডুলাদি পরিষ্করণার্থ বংশাদি নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ, চলিত কুলা। পর্য্যায়—প্রস্ফোটন। (অমর) শূর্প, কুলা, প্রস্ফোটনী। (শব্দরত্না°) ২ দ্রোণদ্বয় পরিমাণ। (শব্দমালা)

শূর্প, রাজগৃহের অন্তর্গত একটী গ্রাম (ভবিষ্য° ব্র° খ° ৩৩।৩৪)

শূর্পক (পুং) শূর্প ইব প্রতিকৃতিরস্য 'ইবে প্রতিকৃতৌ' ইতি কন্। অসুরবিশেষ, এই অসুর কামদেবের পুত্র। (হেম)

শূর্পকর্ণ (পুং) শূর্পাবিব কর্ণৌ যস্য। ১ হস্তী। (ত্রিকা°)

(ত্রি) ২ কুলাতুল্য শ্রুতিযুক্ত, যাহার কর্ণ কুলার মত। ৩ গণেশ। ৪ জাতিবিশেষ। ৫ পর্ব্বতভেদ। (মার্কপু° ৫৮।১১)

শূর্পকারাতি (পুং) শূর্পকস্তন্নামাসুরঃ অরাতির্যস্য। কামদেব, শূর্পকারি। (হলায়ুধ)

শূর্পগ্রাহ (ত্রি) যাহার হস্তে শূর্প অর্থাৎ কুলা আছে।

শূর্পণখা (স্ত্রী) শূর্পা ইব নখা যস্যাঃ (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ইতি ণত্বং, নখমুখাৎ সংজ্ঞায়াং। পা ৪।১।৫৮) ইতি ন ঙীষ্। রাবণের ভগিনী। রামায়ণে লিখিত আছে যে, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবার ঔরসে এবং কৈকসীর গর্ভে শূর্পণখার জন্ম হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময় শূর্পণখা কামতুরা হইয়া রাম লক্ষ্মণের নিকট গমন করেন। লক্ষ্মণ ইহার কুৎসিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদীয় নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। শূর্পণখা এই বৃত্তান্ত রাবণের নিকট বলায় রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করেন। তাহার ফলে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণসহ রাক্ষসবংশ ধ্বংস হয়। (রামায়ণ)

শূর্পণখী (স্ত্রী) শূর্পাকারাণি নখানি যস্যাঃ, কেবল যৌগিকত্বে ঙীষ্। রাবণ-ভগিনী। (শব্দমালা)

শূর্পণায় (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৫১)

শূর্পণায়ীয় (ত্রি) শূর্পণায়ের অপত্য বা শিষ্যসম্প্রদায়।
(পা ৪।২।৯০)

শূর্পপর্ণী (স্ত্রী) শূর্পা ইব পর্ণানি যস্যাঃ ঙীষ্। ১ শিম্বীবিশেষ। ২ মুদ্গপর্ণী, মুগানি। ৩ মাষপর্ণী, মাষাণী। (বাভট)

শূর্পবাত (পুং) শূর্পস্য বাতঃ। শূর্পের বায়ু, কুলার বাতাস, পর্য্যায়—কুল্লকাল। (ত্রিকা°) শাস্ত্রানুসারে এই বাতাস অমঙ্গল জনক, ইহা গাত্রে লাগাইলে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি হয়।

শূর্পশ্রুতি (পুং) শূর্পে ইব শ্রুতী যস্য। হস্তী। (হারাবলী)

শূর্পাদ্রি (পুং) পর্ব্বতভেদ, ইহার পাঠান্তর সূর্য্যাদ্রি।
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।২৬)

শূর্পারক (পুং) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর টানা জেলার অন্তর্গত দেশভেদ ও নগরভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৪৯) ইহার পাঠান্তর সূর্য্যারক। ইহার বর্ত্তমান নাম সোপার। [সোপার দেখ।]

শূর্ম্ম (পুং) লৌহপ্রতিমা। (অমরটীকায় রায়মু°)

শূর্ম্মি (স্ত্রী) ১ লৌহপ্রতিমা। শূর্ম্মিকা,শূর্ম্মি। ২ কর্ণিকাবিশেষ।

শূল, (পুং) ১ রোগ। ২ শব্দ। ৩ সংঘাত। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শূলতি। লিট্ শুশোল। লুট্ শূলিতা। লুঙ্ অশূলীৎ।

শূল (পুং ক্লী) শূলতি লোকানিতি শূল-রোগে অচ্। ১ অস্ত্রবিশেষ, শূল নামক লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র, চলিত বর্শা। ২ মৃত্যু। ৩ কেতন। ৪ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত নবমযোগ। শূলযোগ, এই যোগে যদি জাতক জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ জাতক ভীত, দরিদ্র, দয়িতাপ্রিয়, বিদ্যাহীন, শূলরোগী, লোকের অনিষ্টকারী এবং স্ববন্ধুদিগের শূল সদৃশ হইয়া থাকে।

"ভীতো দরিদ্রো দয়িতাপ্রিয়শ্চ
শূলোদ্ভবঃ শূল ইব স্ববন্ধোঃ।
বিত্তামরাভ্যাং রহিতো হি শূলী
করোতি লোকে ন হিতং কদাচিৎ॥" (কোষ্ঠীপ্র०)

জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই শূলযোগে শুভকর্ম্মাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি কার্য্য করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই যোগের প্রথম ৭ দণ্ড বাদ দিয়া কার্য্য করিবে।

"ত্যজাদৌ পঞ্চবিষ্কম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।" (জ্যোতিষসারস०)

৫ সুতীক্ষ্ণ। ৬ অয়ঃকীল। (ধরণি) লোহার খোটা। প্রাচীনকালে প্রাণদণ্ডাপরাধীকে শূলে চড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। পুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ আছে। এই শূলের আকৃতি সম্ভবতঃ কোণাকার এবং উহার অগ্রভাগ অতিশয় ছুঁচাল। ৭ ত্রিশূল। ৮ ব্যথা। ৯ বিক্রেতব্য। ১০ রোগবিশেষ, শূলরোগ। ইহার বৈদ্যকোক্ত নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় যথাযথ লিখিত হইতেছে।

নিদান—ব্যায়াম, অশ্বাদিযানারোহণ, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত শীতল জলপান, কলায়, মুগ, অড়হর, কোদ্রব, ও অত্যন্ত রুক্ষ দ্রব্য সেবন, অধ্যশন, অভিঘাত, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন, বিরুদ্ধভোজন, শুষ্কমাংস ও শুষ্কশাক সেবন, বিষ্ঠা, শুক্র, মূত্র ও বায়ুবেগ ধারণ, এবং শোক, উপবাস ও অতিশয় হাস্য এই সকল কারণে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া বস্তিদেশে শূলরোগ উৎপাদন করে। ভুক্তান্নজীর্ণ হইলে বা প্রদোষকালে মেঘাগমে ও শীতে এই রোগ অত্যধিক পরিবর্দ্ধিত হয় এবং রোগী মলরুদ্ধতা, সূচীবেধবৎ ও ভেদনবৎ বেদনায় পীড়িত হয়। এই রোগে বায়ুর সচলতা হেতু মুহুর্মুহু প্রকোপ ও প্রশমন হইয়া থাকে। শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা হয় বলিয়া ইহার নাম শূলরোগ হইয়াছে। স্বেদ, অভ্যঙ্গ, মর্দ্দনাদি এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা ইহার শান্তি হয়। এই রোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, আমজ এবং বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, ও বাতপৈত্তিক ভেদে আট প্রকার। উক্ত সকল রকম শূলরোগেই বায়ুর প্রাধান্য থাকে।

হৃৎশূলের লক্ষণ—রসসংসৃষ্ট হৃদয়াশ্রিত বায়ু, কফ ও পিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া উচ্ছ্বাসের অবরোধক শূল উৎপাদন করে। ইহাকে হৃৎশূল কহে।

পার্শ্বশূলের লক্ষণ—পার্শ্বদেশ সংশ্রিত বায়ু কফের সহিত পার্শ্বদ্বয়ে শূল উৎপাদন করিয়া উদরাধ্মান, অনিদ্রা ও অন্নভক্ষণে অনভিলাষ জন্মায় এবং রোগীর মুখ হইতে শ্বাস বাহির হইতে থাকে।

বস্তিশূলের লক্ষণ—যে রোগে মলমূত্রাদির বেগধারণ করার জন্য বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশকে আশ্রয় করিয়া তথায় শূলরোগ উৎপাদন করে এবং তাহাতে রোগীর বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ু অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে বস্তিশূল কহে।

পৈত্তিক-শূল—ক্ষার, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী এবং কটু ও অম্লরস যুক্ত দ্রব্যসেবন, তৈল, রাজমাষ, সর্ষপাদির কল্ক, কুলথ কলায়ের যূষ, বিদগ্ধ দ্রব্যভক্ষণ এবং ক্রোধ, অগ্নিসেবন, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন ও অতিরিক্ত মৈথুন; এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। তাহাতে রোগীর পিপাসা, দাহ, স্বেদোদ্গম, মনোমোহ, ইন্দ্রিয়মোহ, ভ্রম ও শোষ উৎপন্ন হয়। মধ্যাহ্নে, রাত্রির মধ্যভাগে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং শীতকালে, শীতল উপচারে ও সুমধুর অথচ শীতল দ্রব্যভক্ষণে ইহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক লক্ষণ—জলবহুল দেশজ ভক্ষ্য, জলজ শালুকাদি, পায়সাদি ক্ষীরবিকার, মাংস, ইক্ষু, মাষাদি নির্ম্মিত পিষ্টক, তিলতণ্ডুল, মাষকৃত যবাগূ, তিলপুলী এবং অন্যান্য গুরু ও কফজনক দ্রব্য সেবন দ্বারা কফ কুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। এইরোগে রোগীর হৃল্লাস, কাস, শরীরের অবসন্নতা, অরুচি, মুখ-প্রসেক, কোষ্ঠের স্তৈমিত্য ও মস্তকের গুরুত্ব হয়। ভোজনের অব্যবহিত পরে, দিবসের প্রথমভাগে, শিশির ও বসন্তকালে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

দ্বন্দ্বজ লক্ষণ—উপরি উক্ত দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ দ্বারা দ্বন্দ্বজ শূল স্থির করিতে হইবে।

ত্রিদোষজাত শূলরোগে হৃদয়, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, ত্রিক, বস্তি, নাভি ও আমাশয় স্থানে বেদনা এবং ত্রিদোষের লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়। এই সান্নিপাতিক শূল অতি ভয়ানক ও কষ্টদায়ক। সুচিকিৎসক উক্ত রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

আমজ লক্ষণ—আম জন্য শূলরোগে উদরে গুড়গুড় শব্দ, হৃল্লাস, বমি, দেহের গুরুতা ও স্তিমিততা এবং কফজ শূলের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এই শূল বাতাত্মক হইলে বস্তিদেশে, পিত্তাত্মক হইলে নাভিতে এবং কফাত্মক হইলে হৃদয় ও পার্শ্বসহ কুক্ষিদেশে উৎপন্ন হয়।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, উপযুক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে তদ্দ্বারা অগ্নির মৃদুতা হেতু ভুক্তান্ন উদরে স্থিরভাবে থাকায় বায়ু অবরুদ্ধ হয়, এ কারণ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না পারিয়া অত্যন্ত শূল উৎপাদন করে, তাহাতে পরিণামে মূর্চ্ছা, আধ্মান, বিদাহ, হৃৎক্লেশ, বিলম্বিকা, কম্প, বমন, অতীসার, ও প্রমেহ রোগের উৎপত্তি হয়।

বাতশ্লৈষ্মিক শূল বস্তি, হৃদয়, কটি ও পার্শ্বদেশে এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে উৎপন্ন হয়। এই রোগে অতিদাহ ও জ্বর হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্যাদি—একদোষোদ্ভব শূলরোগ সাধ্য, দ্বিদোষজ শূল কষ্টসাধ্য এবং সান্নিপাতিক শূল অসাধ্য। অত্যধিক উপদ্রব বিশিষ্ট সকল প্রকার শূলই অসাধ্য হয়।

অরিষ্ট লক্ষণ—যে শূলরোগীর অত্যধিক বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা মূর্চ্ছা, আনাহ, দেহের গুরুত্ব, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কৃশতা, ও বলহানি, এই দশটী উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক কালে শূল উপস্থিত হইলে, তাহাকে পরিণাম শূল কহে।

পরিণাম-শূললক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত কারণে কুপিত বলবান্ বায়ু, কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। এই শূল ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বাতজাদি লক্ষণ—বাতজ পরিণামশূলে আধ্মান, আটোপ মলমূত্রের রুদ্ধতা, গ্লানি ও কম্প হয়; কিন্তু স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রশমিত হইয়া থাকে। পৈত্তিক পরিণামশূলে পিপাসা, দাহ, গ্লানি, ও ঘর্ম্মোদ্গম হয়। কটু, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য সেবনে এই রোগের বৃদ্ধি এবং শীত ক্রিয়া দ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে বমি, হৃল্লাস, সংমোহ ও অল্পবেদনা হয় এবং এই বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে ইহার উপশম হয়। উক্ত দুইটী দোষের মিলিত লক্ষণ দ্বারা দ্বিদোষজ এবং তিনটী দোষের লক্ষণ দ্বারা ত্রিদোষজ শূল-রোগ স্থির করিতে হইবে। ত্রিদোষজ পরিণাম শূলে রোগীর মাংস, বল ও জঠরাগ্নি ক্ষীণ হইলে রোগ অসাধ্য হয়।

অন্নদ্রবশূল লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলেও পচ্যমান অবস্থায় যে শূল সর্ব্বদাই উদ্ভূত হয়, তাহা পথ্য বা অপথ্য, আহার বা অনাহার, নিয়মানিয়ম কিছুতেই উপশম হয় না, তাহাকে অন্নদ্রব শূল্ কহে। এই শূলরোগ সাধ্য, যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে ইহা অচিরে প্রশমিত হয়। উক্তরূপ লক্ষণ দ্বারা শূলরোগ নির্ণয় করিয়া অচিরে যথাবিধানে চিকিৎসা করিবে। এই রোগ অতি যন্ত্রণাদায়ক, এই জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা—শূলরোগ নিবারণের জন্য বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষারপ্রয়োগ, চূর্ণ ও মোদক প্রয়োগ প্রশস্ত। বাতজন্য শূলরোগীকে স্নেহ এবং স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। স্বল্পশূলে একমাত্র স্বেদ প্রয়োগ করিলেই তাহা প্রশমিত হয়।

মৃত্তিকা ও জল একত্র কর্দ্দমাকৃতি করণানন্তর অগ্নিতে পাক করিয়া ঘনীভূত করিবে। তৎপরে ঐ উষ্ণ মৃত্তিকা বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এই স্বেদ দিলে শূলবেদনা আশু প্রশমিত হয়। ইহাকে মৃত্তিকা স্বেদ কহে। ইহা ভিন্ন কার্পাসাস্থ্যাদির স্বেদও বিশেষ উপকারী। এই স্বেদ দিবার বিধান যথা—কার্পাসবীজ, কুলথ কলায়, তিল, যব, ভেরেণ্ডার মূল, তিসি, পুনর্নবা, শণবীজ ও কাঁজি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়াই হউক অথবা পৃথক্‌ভাবেই হউক তাহা দ্বারা স্বেদ দিলে সকল প্রকার শূলবেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

শিলাতলে সংপিষ্ট তিল ঈষদুষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য শূলও সত্বর নিবৃত্ত হয়। মদন ফল কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে নাভিশূল নিবারণ হয়। শুণ্ঠী অর্দ্ধতোলা ও ভেরেণ্ডার মূল দেড় তোলা, ইহার কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল নিবারণ হয়। পুরাতন গুড়, শালিতণ্ডুল, যব, দুগ্ধ ও ঘৃতপান, বিরেচন এবং জাঙ্গল দেশজাত পশুমাংসরস, এই সকল দ্রব্য পিত্তশূলরোগীর পক্ষে মহৌষধ। মণি, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র জলপূর্ণ করিয়া শূল স্থানে ধারণ করিলেও পিত্তশূল বেদনা আশু নিবারিত হয়। পিত্তঘ্ন বিরেচন এবং শশক ও লাবপক্ষীর মাংসরস পিত্তজ শূলে প্রশস্ত, গুড় ও ঘৃত সংযুক্ত হরীতকী ভক্ষণ বা আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

কফজ শূলরোগীকে শালি তণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল পশুর মাংস, কটু রসাক্ত দ্রব্য এবং মধুর সহিত পুরাতন গোধূম সেবন করিতে দিবে। সৈন্ধব, সচল লবণ, বিট্‌ লবণ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী ও হিঙ্গু, ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে কফজ শূল নিবারিত হয়।

আমজ শূলে উক্ত কফজ শূলের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং আমনাশক অথচ অগ্ন্যুদ্দীপক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে। রাজিকাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যচূর্ণের সহিত ত্রিফলা-চূর্ণ মধু ও ঘৃত দ্বারা প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার শূল নিবারিত হয়। দেবদারু, স্বর্জিকাক্ষার, কুড়, শুলফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে শূল-ব্যথা নিবারিত হইয়া থাকে।

বিল্বমূল, ভেরেণ্ডার মূল, চিতামূল, শুণ্ঠী, হিঙ্গু ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও শূল-নিবৃত্তি হয়। কুমড়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে উহা হাড়ীর মধ্যে পুরিয়া একটী শরা দিয়া মুখ বন্ধ করিবে, তৎপরে ঐ সংযোগ

স্থান উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। যখন ঐ কুমড়া দগ্ধ হইয়া কঠিনতর অঙ্গার হইবে, তখন উহা নামাইবে কিন্তু একেবারে ভস্ম না হইয়া যায়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পরে উহা শীতল হইয়া আসিলে চূর্ণ করিয়া উহার ২ মাষা এবং শুন্ঠীচূর্ণ ২ মাষা একত্রে মিলিত করিয়া জলের সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার অসাধ্য শূলও প্রশমিত হয়।

পরিণাম-শূলের চিকিৎসা—পরিণামশূলরোগ নিবারণের জন্য প্রথম উপবাস, বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বমনের বিধান দুগ্ধের সহিত মদনফলের কাথ আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিয়া বমন করিবে, বা কান্তার, পৌণ্ড্রক ও কোশকার ইক্ষুর রস বা নিমের কাথ অথবা তিত লাউএর রস আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিয়া বমি করিবে। তেউড়ী বা দন্তী মূলচূর্ণ ভেরেণ্ডার তৈলের সহিত পান করিলে বিরেচন হইয়া পরিণাম শূল তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ যে পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ গুড় দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ২ তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ পরিণাম শূল আশু নষ্ট হইয়া থাকে।

শুন্ঠী, তিল ও গুড় সমভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া লেহন করিলে তিন রাত্রির মধ্যে পরিণাম শূল নষ্ট হয়। শম্বুক ভস্ম চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণাম-শূল নাশ পায়। লৌহ, হরীতকী, পিপ্পলী ও শুন্ঠী চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে ঐ শূল নিবারিত হয়।

জলসংযুক্ত সুপক্ব ত্বগ্‌বিহীন নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উহার গাত্রে এক অঙ্গুলিপরিমাণ লেপ দিবে, তৎপরে উহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া উহার মধ্যস্থ সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত শাঁস গ্রহণ করিবে। উহা পিপুলের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সকল প্রকার পরিণাম শূল নিবারিত হয়।

অন্নদ্রবশূল চিকিৎসা—এই শূলরোগে যে পর্য্যন্ত না কটু ও অম্লাক্ত পিত্তসংযুক্ত ভুক্তদ্রব্য বমন না হয়, ততক্ষণ এই শূল প্রশমিত হয় না। এই শূলে শীঘ্র বমন হয় এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। অম্লপিত্ত রোগের স্থায় ইহার চিকিৎসা করিবে। অম্লপিত্তোক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে আমাশয় ও পক্বাশয় শোধিত হয়, এ কারণ তজ্জোদ্ভব শূলরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলকী চূর্ণ লৌহের সহিত অথবা যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুদ্বারা লেহন করিলে অম্লপিত্ত ও অন্নদ্রব শূল নিরাকৃত হয়। শ্যামাধান্য, কোদ্রব ধান্য বা কাঙ্গনী ধান্য ইহাদের তণ্ডুল দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে উপকার দর্শে। গুড়াকুপক্কান্ন, শূরণকন্দ, কুষ্মাণ্ড, কলায়, কুল্‌থি কলায়ের ছাতু, ছোলার ছাতু, কোদো ধান্যের ছাতু ও অম্ল দধির সহিত বা দধিসংস্কৃত অন্ন অন্নদ্রব শূলে বিশেষ উপকারী। ঘৃত ও গুড় সংযুক্ত গোধূমের মণ্ড চিনি ও শীতল দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলেও অন্নদ্রব শূলের উপশম হয়।

এই শূলরোগ অতি কষ্টসাধ্য ; সুতরাং ইহার প্রশমের জন্য বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য হয়, সুতরাং ইহাতে আহারের বিশেষ ধরা-বাঁধা করা আবশ্যক, যে পরিমাণ দ্রব্য ভোজন করিলে অনায়াসে পরিপাক হয়, তৎপরিমাণে অতি লঘু পাক দ্রব্য ভোজন করাই বিধেয়।

গুড় আমলকী ও হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধপোয়া এবং মণ্ডুর দেড়পোয়া একত্র মিলিত এবং সমপরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত আলোড়ন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সেবন করিবে। ইহা শূলরোগের বিশেষ উপকারী। কলায়, যব, গোধূম, শ্যামাধান্য, কোদ্রব, রাজমাষ, মাষকলায়, কুলত্থ কলায়, কাঙ্গনী ও শালি-তণ্ডুল, গব্য, মাহিষ-ঘৃত, বাস্তুক-শাক, করলা ও কাকুড়, হরিণ, ময়ূর ও কপিঞ্জল পক্ষীর মাংস এবং রোহিতাদি মৎস্য, এই সকল অন্নদ্রব শূলে হিতকারক। (ভাবপ্র° শূলরোগাধি°)

অম্লপিত্তশূলে অম্লপিত্ত রোগোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। ইহা ভিন্ন এই রোগে সামুদ্রাদ্য চূর্ণ, তারামণ্ডুরগুড়, শতাবরীমণ্ডুর, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর, দুই প্রকার ধাত্রী লৌহ, আমলকী খণ্ড, নারিকেল-খণ্ড, বৃহৎ নারিকেল-খণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকী খণ্ড, শ্রীবিদ্যাধরাভ্র, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিণীবটী, পিপ্পলী ঘৃত ও শূলগজেন্দ্রতৈল এবং অম্লপিত্ত রোগোক্ত ঔষধ সকল শূলরোগে যথাবিধানে প্রয়োগ করিলে উহা আশু বিনষ্ট হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই রোগাধিকারে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল অভিহিত হইয়াছে :—চতুঃসমচূর্ণ, শম্বুকাদি-গুটিকা, শঙ্খরস-গুটিকা, সামুদ্রাদ্য চূর্ণ, নারিকেল-লবণ, সপ্তামৃত-লৌহ, পিপ্পলীঘৃত, বীজপূরাদ্যঘৃত, কোলাদিমণ্ডুর, ক্ষীরমণ্ডুর, শতাবরী-মণ্ডুর, বৃহচ্ছতাবরী মণ্ডুর, চতুঃসমমণ্ডুর, রসমণ্ডুর, ধাত্রীলৌহ, শর্করালৌহ,, খণ্ডামলকী, নারিকেলখণ্ড, বৃহন্নারিকেলামৃত, হরীতকীখণ্ড, পুগখণ্ড, বৈশ্বানরলৌহ, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিণীবটী, শূলান্তকরস, শ্রীবিদ্যাধরাভ্র, চতুঃসমলৌহ ও শূলগজেন্দ্রতৈল প্রভৃতি।

পথ্যাপথ্য—পীড়া প্রবল থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া দুগ্ধাদি বা লঘু আহার ভোজন করা বিধেয়। দুই বেলাই লঘু আহার করা আবশ্যক। পিত্তজ শূলের সহিত বমি, জ্বর, অত্যন্ত দাহ ও অতিশয় তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে মধু মিশ্রিত যবের পেয়া পান করা হিতকর। পীড়ার উপশম হইলে দিনে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মদ্গুর, রোহিত বা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, মানকচু, ওল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, করোলা ও মোচা প্রভৃতি তরকারী উপকারী এবং ঐ সময় যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। এই রোগে কেবল দুধ ভাত খাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই রোগে আহার কালে জলপান না করিয়া অন্ততঃ আহারের দুই ঘণ্টা পরে জলপান করা বিধেয়। নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, সকল প্রকার ডাউল, শাক, বড় মৎস্য, দধি, রুক্ষদ্রব্য, কষায় ও শীতল দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, মন্থ, রৌদ্রাদি সেবন, পরিশ্রম, মৈথুন, শোক, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রিজাগরণ শূলরোগের বিশেষ অনিষ্টকারক। শূলরোগী উক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিহিত দ্রব্য সেবন ও যথাবিধানে ঔষধ সেবন করিলে এই রোগ হইতে অচিরে আরোগ্য লাভ করেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থে শূলরোগ Colic নামে অভিহিত। বিবিধকারণে এই শূলব্যথা উপস্থিত হইতে পারে। যকৃতে অশ্মরী বা পাথরী (Gall-stone) হইলে শূলরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্ত্রে অন্ন সঞ্চিত হইয়াও শূলরোগ জন্মে।

বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা, বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাশ প্রভৃতি দ্বারা এই প্রকার শূল আশু নিবারিত হয়। অজীর্ণরোগই এই প্রকার অম্লশূলের প্রকৃত নিদান। তজ্জন্য টিং নকস্ ভমিকা, টিং কলম্বা, জেনসিয়েন ও টাকা-ডায়েস্টাস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূত্রকোষে অক্জেলেট অব লাইম্ প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়াও এক প্রকার পাথরী (Calculus) জন্মে। এই সকল পাথরী যখন মূত্রপ্রণালীর (ureter) মধ্য দিয়া মূত্রাশয়ের (Bladder) দিকে নামিতে থাকে তখন ভয়ঙ্কর শূলবেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে Renal Colic বলে। লিথিয়া, ইয়োরোট্রপিন্, বকু, কুলথী কলাইর ক্বাথ প্রভৃতি সেবন এই রোগ প্রশমনের প্রধান উপায়। কিন্তু এই প্রকার শূলের মর্ম্মন্তুদ যাতনার সময় মর্ফিয়া-অধস্থাচ্ নিক্ষেপ করিলে (Hypodermic injection) করিলে রোগী যন্ত্রণা হইতে কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত শান্তি উপভোগ করে। ফলতঃ এই জাতীয় শূলবেদনায় মর্ফিয়ার হাইপোডারমিক্ ইন্‌জেকশন ভিন্ন রোগীর যাতনা আশু নিবারণের অন্য কোন সদুপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নায়ুশূল (Neuralgia) নামে আর এক প্রকার শূলের উল্লেখ আছে। এই শূলরোগে ফেনাসিটিন্ ও তদ্‌ঘটিত ঔষধ দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শূলক (পুং) শূল ইব দুর্ব্বিনীতত্বাৎ কন্। ১ দুর্ব্বৃত্ত ঘোটক।

"বিনীতস্তু সাধুবাহী দুর্ব্বিনীতস্তু শূলকঃ" (হেম)

কোন গ্রন্থে 'শূকন' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

২ ঋষিভেদ। (সহ্যা° ৩০।৩০)

শূলকার (পুং) একপ্রকার নীচ জাতিভেদ। (মার্কপু° ৫৭।৪°)

শূলগজকেশরিন্ (পুং) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বিশুদ্ধ পারা ২ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া লেবুর রসে মাড়িয়া তদ্দ্বারা ৬ তোলা পরিমিত তাম্রপুটের অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটী হাড়ীর মধ্যে লবণ রাখিয়া স্থালীর মুখ রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পর দিন তাম্রপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ঔষধ ২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর শুঁঠ, জীরে, বচ, মরিচ ইহাদের চূর্ণ কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য শূলও আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

শূলগজেন্দ্রতৈল (ক্লী) শূলরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৮ সের, ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৫০ সের। যব ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, জীরা, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে অষ্টবিধ শূল এবং তজ্জনিত বমি প্রভৃতি উপদ্রব আশু প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন, জ্বর, রক্তপিত্ত, প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি রোগেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

শূলগব (পুং) ১ শূল ও গোবিশিষ্ট। ২ শিব।

শূলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার হোস্থর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ৮০০ বৎসরের প্রাচীন একটী পোলেগার সর্দ্দার বংশের বাস আছে।

শূলগ্রন্থি (স্ত্রী) মালাদূর্ব্বা। (রাজনি°)

শূলগ্রহ (পুং) শিব।

শূলগ্রাহিন্ (পুং) মহাদেব।

শূলঘাতন (ক্লী) শূলং তদ্রোগং ঘাতয়তীতি হন-ণিচ্-ল্যুঃ। মণ্ডূর।

শূলঘ্ন (ক্লী) শূল-হন-টক্। ১ তুম্বুরু বৃক্ষ। (রত্নমালা)

(ত্রি) ২ শূলনাশক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শূলঘ্নী=৩ সর্জ্জিক্ষার, সাজিমাটী। (রসেন্দ্রসার°)

শূলদোষহরা (স্ত্রী) শূলপর্ণী।

শূলদ্বিষ্ (পুং) শূলস্য দ্বিট্ শত্রুঃ। হিঙ্গু, হিং। (রত্নমালা)

শূলধন্বন্ (পুং) শূলো ধনুর্যস্য। শিব, মহাদেব।

শূলধর (পুং) শূলস্য ধরঃ। ১ শিব। স্ত্রিয়াং টাপ্। শূলধরা=২ দুর্গা। (শব্দরত্না°)

শূলধারিন্ (ত্রি) শূলং ধরতীতি ধৃ-ণিন্। ১ শিব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শূলধারিণী=২ দুর্গা।

শূলধৃক্ (স্ত্রী) শূলং ধর্ত্তীতি ধৃষ্-ক্বিপ্। ১ দুর্গা। (ত্রিকা) (পুং) ২ মহাদেবের 'শূলধৃৎ' পাঠও কোথা কোথা দৃষ্ট হয়।

শূলধৃষ্ (পুং) শূলেন ধর্ষতি দৈত্যান্ ধৃষ্ ক্বিপ। ১ শিব। (স্ত্রী) ২ দুর্গা।

শূলনাশন (ক্লী) শূলং তন্রোগং নাশয়তীতি নশ ণিচ্ ল্যু। ১ সৌবর্চ্চল লবণ। (হেম) ২ হিঙ্গু, হিং। ৩ পুষ্করমূল।

শূলনাশিন্ (ত্রি) শূলরোগনাশক, হিঙ্গু, হিং।

শূলপত্রী (স্ত্রী) শূলবৎ পত্রমস্যাঃ ঙীষ্। শূলীতৃণ। (রাজনি°)

শূলপদী (স্ত্রী) শূলবং পাদৌ যস্যাঃ। শূলের ন্যায় পাদবিশিষ্টা।

শূলপর্ণী (স্ত্রী) শূলপত্রী।

শূলপাণি (ত্রি) শূলং পাণৌ যস্য। ১ শূলধারী, যাহার হস্তে শূল আছে। (পুং) ২ মহাদেব, শিব।

শূলপাণি, ১ একজন কবি। কবিকণ্ঠাভরণে ইঁহার ভট্টবাচস্পতি উপাধির কথা লিখিত আছে। ২ তিথিদ্বৈতপ্রকরণ, তিথিবিবেক, দত্তকপুত্রবিধি, দত্তকবিবেক, দীপকালিকানাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকা, দুর্গোৎসববিবেক, দোলযাত্রাবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, রাসযাত্রা-বিবেক, ব্রতকালবিবেক, শ্রাদ্ধবিবেক, সংক্রান্তিবিবেক, সম্বৎসর প্রদীপ, সময়বিধান ও সম্বন্ধবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার গ্রন্থে ভোজদেব, ধারেশ্বর প্রভৃতি কবিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং মিত্রমিশ্র, গোপাল প্রভৃতি প্রাচীন কবিরচিত গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ থাকায়, ইহাকে তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন কালের বলিয়া গণনা করা যায়। ৩ একজন বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

শূলফী, শূলের ন্যায় বেধনাস্ত্র, বর্শা, বল্লম, টেটা প্রভৃতি।

শূলবজ্রিণী (স্ত্রী) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, শটী, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, তালিশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ যমানী, জীরা, ধনিয়া প্রত্যেকে ১ তোলা লইয়া ছাগীদুগ্ধের দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান শীতল জল বা ছাগীদুগ্ধ।

শূলবেদনা (স্ত্রী) ১ তীব্রবেদনা, অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যথা (Acute-pain)। ২ শূলব্যথা, অম্লজন্য দেহের পীড়া (Colic-pain)।

শূলব্যথা (স্ত্রী) শূলবেদনা।

শূলভেদ (পুং) স্থানভেদ।

শূলযোগ, ফলিতজ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। [শূল দেখ।]

শূলরোগ (পুং) অম্লজনিত বেদনারূপ রোগবিশেষ। [শূল দেখ।]

শূলরস (পুং) শূলরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। এই ঔষধ সেবনে অম্লদ্রব প্রভৃতি সকল প্রকার শূল শীঘ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি)

শূলবৎ (ত্রি) শূলরোগ বিশিষ্ট, শূলরোগগ্রস্ত। (সুশ্রুত)

শূলশত্রু (পুং) শূলস্য শত্রুঃ। এরণ্ডবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

শূলশব্দ (পুং) উদর মধ্যে গুড়গুড়া শব্দ। (মাধবনি°)

শূলহন্ত্রী (স্ত্রী) যমানী ক্ষুপ। রাজনি°)

শূলহৃৎ (ক্লী) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শূলহরযোগ (পুং) শূলরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুচিলা, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কুলের আটির মত বটিকা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শূল, গ্রহণী, অতিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

(রসেন্দ্রসারস° শূলরোগাধি°)

শূলহস্ত (পুং) ১ শূলপাণি, মহাদেব। ২ রক্ষঃ। (ত্রি) ৩ যাহার হাতে শূল আছে।

শূলহৃৎ (পুং) শূলং হরতীতি হৃ-ক্বিপ্। হিঙ্গু। (ত্রিকা°)

শূলা (স্ত্রী) ১ দুষ্টবধার্থ কীলক, যে কীলকের উপর বসাইয়া দুষ্টলোকদিগকে বধ করা হয়। ২ বেশ্যা। (বিশ্ব) ৩ লৌহ শলাকাবিশেষ, মাংসসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

শূলাকৃত (ত্রি) শূলেন কৃতং শূলাৎ পাকে (পা ৫।৪।৬৫) ইতি ডাচ্। লৌহাদি শলাকা দ্বারা বিদ্ধ পক্বমাংস, যে মাংস লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্ন্যুত্তাপে সিদ্ধ করা হয়। পারস্য ভাষায় ইহাকে কাবাব বলে। পর্য্যায়—ভটিত্র, শূল্য, (অমর) বাসিতার। (জটাধর) শূলিক। (শব্দচন্দ্রিকা) [ইহার গুণাদি শূল্যশব্দে দ্রষ্টব্য]।

শূলাগ্র (ক্লী) শূলস্য অগ্রং। শূলের অগ্রভাগ। (রামায়ণ ৩।৭।৭)

শূলাঙ্ক (ত্রি) শূলো অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য। শিব, মহাদেব।

শূলান্তকরস, (পুং) শূলরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, তেউড়ী, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি; ইহাতে শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

শূলাপাল (পুং) বেশ্যাপাল, যে বেশ্যাকে পালন করে।

শূলারিবটী, শূলরোগোপকারক ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসা°)

শূলি (পুং) শূলী, মহাদেব, শিব।

শূলিক (ক্লী) শূলঃ নিমিত্তত্বেনাস্ত্যস্যেতি শূল-ঠন্। ১ শূলাকৃত, শূল্য, পারসী—কাবাব। (শব্দচন্দ্রিকা) (পুং) ২ শশক। (হেম) শূলঃ অস্ত্যাস্তীতি ঠন্ (ত্রি) ৩ শূলযুক্ত, শূলধারীমাত্র।

শূলিকা (স্ত্রী) ১ শূলাকৃত, কাবাব।

শূলিকাপ্রোত (পুং) লৌহশলাকায় গ্রথিত মাংসাদি।

[শূল্যমাংস শব্দে ইহার গুণ দ্রষ্টব্য]

শূলিন্ (পুং) শূলমস্ত্যাস্তীতি শূল-ইনি। ১ শিব। (অমর) ২ শশক (ত্রি) ৩ শূলাস্ত্রধারী। ৪ শূলরোগগ্রস্ত।

"বর্জ্জয়েদ্বিদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসংক্ষয়ী স্ত্রিয়ং" (বৈদ্যক)

শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরনিপীড়ন-হেতু শূলরোগের উৎপত্তি হয় এবং অজস্র অন্নদান ও রুদ্র মন্ত্র জপ দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

"শূলী পরোপতাপেন জায়তে তৎপ্রমার্জ্জকঃ।
সোঽন্নদানং প্রকুর্ব্বীত তথা রুদ্রং জপেন্নরঃ॥"
(শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক)

শূলিন (পুং) ১ ভাণ্ডীরবৃক্ষ। (শব্দমালা) ২ উড়ম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুম্বুর গাছ।

শূলিনী (স্ত্রী) শূলং অস্ত্রা অস্তীতি শূল-ইনি ঙীপ্। ১ দুর্গা।

"খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।" (দেবীমাহাত্ম্য)

২ নাগবল্লী লতা, চলিত পাণের গাছ। ৩ পুত্রদাত্রী লতা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শূলিমুখ, নরকভেদ। মাতৃহত্যাকারী শত বৎসর এই নরকে বাস করে। (মহা° ৪।৫৭)

শূলী (স্ত্রী) ১ স্বনামখ্যাত তৃণভেদ, চলিত শোলা। বম্বে—শূলী। কর্ণাট—সোগলে। পর্য্যায়,—শূলপত্রী, অশাখা, ধূম্রমূলিকা জনাশ্রয়া, মধুলতা, পিচ্ছিলা, মহিষীপ্রিয়া। গুণ—পিচ্ছিল, ঈষদুষ্ণ, গুরু, গৌল্য বা গুড়গুণবিশিষ্ট, বলপ্রদ, পিত্ত ও দাহ-নাশক, রোচক এবং দুগ্ধবৃদ্ধিকারক।

শূলুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতোর জেলার পল্লড়ম তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে কোয়ম্বাতোরের মাদয়-রাজ প্রতিষ্ঠিত একটী সুবৃহৎ ছত্র আছে। ঐ ছত্র মহিসুরের কৃষ্ণরাজ উদৈয়ারের রাজ্যকালে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

শূলেশ্বরীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

শূলোখা (স্ত্রী) সোমরাজী। (শব্দচ°)

শূল্য (ক্লী) শূলেন সংস্কৃতং শূল-যৎ শূলোখাদ্যৎ (পা ৪।২।১৭) ১ শূলাকৃত, পারস্য ভাষায় ইহা কাবাব নামে উল্লিখিত। ইহার পাকপ্রণালী—যকৃৎ প্রভৃতির মাংসগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত এবং প্রত্যেক খণ্ড গুলি লৌহ শলাকায় গ্রথিত করণান্তর নির্ধূম প্রতপ্ত অগ্নিতে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিলে শূল্য বা কাবাব প্রস্তুত হয়। ইহা অতি সুমধুর এবং বলকারক, রোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘু, বাতপিত্তকফহারক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

"কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া।
ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ।
তত্তু শূল্যমিতি প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ।
শূল্যং বল্যং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু।
কফবাত হরং বৃষ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তহরং হি তৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)
[শূলাকৃত শব্দ দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ শূল অর্থাৎ শলাকাদি দ্বারা দগ্ধ। (চক্রদত্ত)

শূল্যপাক (পুং) শূল্যেন পাকো যত্র। শূলবিদ্ধাবস্থায় জলন্ত অঙ্গারাদিতে পক্ক মাংসাদি, কাবাব প্রভৃতি। (পাকরাজেশ্বর)

শূল্যমাংস[ক] (ক্লী) শূলিকাপ্রোত পক্ক মাংস, শূলবিদ্ধ মাংসের কাবাব। ইহা উদ্দীপিতাগ্নি লোকদিগের পক্ষে সাতিশয় পুষ্টিকারক।

"মাংসন্তু শূলিকাপ্রোতমঙ্গারেণ বিপাচিতং।
জ্ঞেয়ং গুরুতরং বৃষ্যং দীপ্তাগ্নীনাং সদাহিতম্॥" (রাজবল্লভ)

শূষ্মাণ (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। (কৌষিতকীব্রা° ৫৬)

শূষ্, প্রসব, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট। লট্ শূষতি। লিট্ শুশূষ। লুট্ শূষিতা। লঙ অশূষৎ। লুঙ্ অশূষীৎ। লৃট্ শূষিষ্যতি। লৃঙ্ অশূষিষ্যৎ। সন্ শুশূষিষতি ণিচ্ শূষয়তি। যঙ্ শোশূষ্যতি যঙ লুক্ শোশূষীতি।

শূষ্য (ত্রি) সুখভব। "অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ" (ঋক্১।৫৪।৩)

'শূষ্যং শূষমিতি সুখনাম তত্র সাধু শূষ্যং' (সায়ণ)

শৃকাল (পুং) শৃগাল। (শব্দচ°)

শৃগাল (পুং) সৃজতি মায়ামিতি সৃজ কালন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। স্বনামপ্রসিদ্ধ পশুবিশেষ, চলিত শিয়াল, শেয়াল। পর্য্যায়—শিবা, ভূরিমায়, গোমায়ু, মৃগধূর্ত্তক, বঞ্চক, ক্রোষ্টু, ফেরু, ফেরব, জম্বুক, সৃগাল, জম্বূক, মৃত্যুমত্ত, কুরব, ঘোরবাসন, বনখা, ফের, খধূর্ত্ত, শালাবৃক, গোমী, কটখাদক, শিবালু, ফেরণ্ড, ব্যাঘ্রনায়ক। (রাজনি)

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ এই জাতীয় জীবকে চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী পশু

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। জীবতত্ত্বে ইহারা *Canis aureus* বা C. aureus Indicus নামে বিদিত। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দেশে ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে। আরবদেশে—শিঘাল, পারস্য—শিগাল, ভোট—অমু, কণাড়ি ও তামিল—নারি, ইংরাজী—Jackal, ওলন্দাজ—gackhals, হিন্দী—গিধোড়, জর্ম্মণ—Alopex, তেলগু—নাক্কা, মরাঠী—কোলা, হিব্রু—Shu'al।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমস্থ সমগ্র ভারতে, দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপখণ্ডে এবং সিরীয়া, আরব ও পারস্য রাজ্যের স্থানে স্থানে দলবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে। আফ্রিকারাজ্যে, গিনিরাজ্যে ও কাস্পীয়-সাগরতীরেও একএকপ্রকার শৃগাল দেখা যায়। নির্জ্জন বনময় প্রান্তর ব্যতীত ইহারা অতি উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশেও বাস করিয়া থাকে। ইহারা রাত্রিচর, সাহসী ও চৌর-প্রকৃতিক। রাত্রে যখন ইহারা নির্জ্জন প্রান্তর মধ্য দিয়া আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন ইহারা স্বভাবতঃ উচ্চৈঃস্বরে 'কা হুয়া কা হুয়া' শব্দে এরূপ চীৎকার করে, ঐ শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে বড়ই বিরক্তকর বোধ হয়। হায়না জাতীয় পশুগুলি দলবদ্ধ ভাবে থাকিলেও রাত্রিতে শীকারান্বেষণের সময় একাকী শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়; কিন্তু শৃগালগুলির স্বভাব সেরূপ নহে। তাহারা দলবদ্ধভাবেই রাত্রিতে বহির্গত হয় এবং সম্মুখে মৃত বা জীবিত ক্ষুদ্রজীব বা পচা মাংসাদি যাহা কিছু পায় তাহা তাহারা আহ্লাদের সহিত ভোজন করে। গলিত শব বা গোমহিষাদির মাংসেও তাহাদের অপ্রবৃত্তি দেখা যায় না।

গঙ্গাপ্রবাহিত দেশভাগে, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে যে সকল শৃগাল দলবদ্ধ ভাবে থাকে, তাহারা যাহা কিছু পায় তাহাই উদরস্থ করে। বাঙ্গালার অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের শৃগালগুলি কিছু বড় হয়। ইহারা প্রায়ই একক কখন বা জোড়া ভাবে নির্জ্জন স্থানে বিচরণ করে। বন্য ফলমূল ও কাফিক্ষেত্রস্থ কাফির বীজ ইহাদের প্রধান আহার্য্য।

শৃগালের চতুরতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। হিতোপদেশে সে বিষয়ের অনেক গল্পও লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু কাঁঠাল চুরির কৌশল এবং গর্ত্ত মধ্যে লেজ প্রবেশ করাইয়া কাঁকড়া বাহির করা তাঁহাদের বিশেষ কূট বুদ্ধির পরিচায়ক। ইহারা গোপনে গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া হাঁস, ছাগল-ছানা, গোশাবক প্রভৃতি পালিত পশু অনায়াসে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে ও সিংহল দ্বীপের সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়া কখন কখন শৃগালেরা দলবদ্ধ হইয়া শীকারে বহির্গত হয়। তখন একটী শৃগাল ঐ দলের নেতা হইয়া অগ্রে অগ্রে অধীনস্থ দল পরিচালনা করিয়া লইয়া যায়। যদি ঐ সময়ে একটী বৃহৎকায় হরিণও তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে শৃগালেরা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং সকলে মিলিয়া দংষ্ট্রাঘাতে তাহাকে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ করিয়া নিহত করিয়া থাকে। যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে খরগোষ বাস করে, সেখানেই শৃগালের দৌরাত্ম্য অধিক; তাহারা খরগোষ ধরিয়া নিভৃত স্থানে আনে ও তাহাকে নিহত করিয়া নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে এবং পরক্ষণে তাহারা সেই স্থান হইতে বাহিরে আসে। মনুষ্য বা কোন বলবান্ পশু তাহাদের শীকারের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করে। যদি তাহারা সেই স্থানে কোনরূপ আততায়ী দেখিতে না পায়, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত মনে সেই বনে আসিয়া তাহারা লুক্কায়িত শবদেহ দুরদেশে লইয়া যায় এবং সদলে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খায়। কিন্তু যদি শীকার লুকাইবার অব্যবহিত পরেই তাহারা মনুষ্য বা অপর কোন হিংস্র মাংসাশী পশুকে সেই স্থানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা শত্রুকে ভুলাইবার ছলে সেইস্থান হইতে নারিকেল ছোবড়া বা কাষ্ঠ খণ্ড মুখে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করে। চতুর শৃগাল ঐ উপায়ে যেন শত্রুকে দেখাইবার ভান করে যে, সে তাহার শীকার মুখে করিয়া পলাইতেছে। পরে তাহারা সময় মত সেই গুপ্ত শীকার লইয়া যায়।

ইহারা অনেকটা কুকুরের ন্যায় স্বভাবাপন্ন। বুল নামক কুকুরেরা যেরূপ হরিণাদি বন্যপশু শীকারকালে একবারে শীকারের গলদেশ কামাড়াইয়া ধরে, কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, শৃগালেরাও সেইরূপ শীকার কামড়াইয়া ধরিলে ছাড়ে না। ইহারা এরূপ ধূর্ত্ত যে, শীকারীরা যখন বনে মৃগয়ার্থ আগমন করে, তখন ইহারা দূর হইতে তাহার সঙ্গ এবং যেমন সেই শীকারী হরিণ বা অন্য কোন বন্যপশু নিহত করে, অমনই শৃগালেরা বনের গুল্মলতাদির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে ও যেখানে আহত পশু ছিল সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক শীকারীর অগোচরে লইবার চেষ্টা পায়।

কুকুরের ন্যায় ইহাদের দন্তেও বিষ আছে। গোমেষমহিষাদিকে শৃগালে কামড়াইবার পর তাহাদের জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন শৃগালের শিরোদেশে শৃঙ্গের ন্যায় কোণাকার একটী অৰ্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড নির্গত হইতে দেখা যায়। সিংহল দ্বীপবাসীরা উহাকে নাড়ি-কোম্বু বলে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ শৃঙ্গ যাহার কাছে থাকে, তাহার সকল প্রকার বাঞ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার হারাণ ধন ফিরিয়া আসে এবং তাহার সঞ্চিত ধন চোর বা ডাকাতে লইতে পারে না।

ইহাদের দন্তপঙ্‌ক্তি অবিকল কুকুরের মত। চক্ষুর্গোলক কুকুর বা নেকড়ে বাঘের ন্যায় গোলাকার। দেহের উপরের ভাগ হরিদ্রাভ-ধূসর এবং নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত শাদা। জানু ও পদ হরিদ্রাবর্ণ লোমবিশিষ্ট। কর্ণ ঈষৎ লালবর্ণ, মুখ ছুঁচাল, পুচ্ছ লোমবহুল ও পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। স্থানভেদে গাত্রবর্ণের প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানের শৃগালের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে সমাচ্ছাদিত, কিন্তু স্কন্ধ, কুচ্‌কি, ঘাড় ও পদের লোমগুলি একরূপ গাঢ় কটা। মস্তকের লোমগুলি প্রায় গায়েরই মতন।

ইহারা কুকুরের মত একই ঋতুতে গর্ভধারণ করে এবং তাহাদের ন্যায় পূর্ণকাল গর্ভধারণের পর যথাসময়ে শাবক প্রসব করে। শাবক গুলির প্রথমে চক্ষু জোড়া থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। তখন শৃগাল শিশুগুলি চলিতে সমর্থ হয়। অনেক সময়ে ইহারা মৃত্তিকাগর্ভে গর্ত্ত খুড়িয়া বাস করে। কিন্তু যেথানে তাহারা ভাঙ্গা বাড়ী পায়, সেই খানে আর স্বতন্ত্র বাসা করিবার চেষ্টা পায় না। ভাঙ্গা ইটের ফাটালে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। বন্য শৃগালের গাত্রে একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়, সেইজন্য কেহই ইহাদিগকে পালিত পশুরূপে রক্ষণ করে না; কিন্তু কর্ণেল সাইকস্‌ একটী শৃগালী পালন করিয়াছিলেন, তাহার আদৌ দুর্গন্ধ অনুভূত হইত না, তবে সেই শৃগালের গায়ের কাছে নাক লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিলে একটু বোটকা গন্ধ পাওয়া যাইত।

উপরি বর্ণিত জাতি ভিন্ন, কিউভিয়ার Canis anthus নামে আর এক জাতীয় শৃগালের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মুখ অপেক্ষাকৃত ছুঁচাল, পুচ্ছ দীর্ঘ ও পদচতুষ্টয় সরল। এই কারণে ইহারা পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা ভাবে দাড়াইতে সমর্থ হয়। Canis Vulpes নামে আরও এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় শৃগাল দেখা যায়। গাজার নিকটবর্ত্তি জাফা নগরে ও গালিলীতে এই জাতীয় শৃগাল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে, ফিলিষ্টাইনদিগের শস্যক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিবার জন্য স্যামসন্‌ যে ৩০০ শৃগালের পুচ্ছে মসাল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন (Judges xv. 4 5); কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রকথিত সেই খ্যাক্‌শিয়ালগুলি সম্ভবতঃ শৃগাল হইবে। তবে ঐ শৃগালগুলি তুর্কবাসী চিকাল (Chical) কি পারস্যের শিয়াগল, শিয়াকাল বা শাকাল অথবা হিব্রুজাতির কথিত শুয়াল জাতীয় শৃগাল? তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না বাইবেল গ্রন্থের Psalm Lxiii, 10. স্থানে শৃগালের শবভক্ষণের কথা আছে। হিন্দুদিগের পুরাণে ও নাটকে রণক্ষেত্রে নিহত সেনাবৃন্দের মাংস ফেরুপালকর্ত্তৃক ভক্ষণের যথেষ্ট পরিচয় আছে। কবর পার্শ্ব হইতে গর্ত্ত করিয়া শৃগালেরা শবদেহ খায়, ইহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত শৃগালের অর্দ্ধ চীৎকার ও অর্দ্ধ ক্রন্দনের মিশ্রিত বিভিন্ন স্বরকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ জন্তুর স্বরগুলিকে মানুষের ভাষায় বা সঙ্গীতের সুরে রূপান্তরিত করিলে বুঝা যায় যে, শৃগালের স্বরগুলি ইংরাজী ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি অভিব্যক্ত করিতেছে—

"A dead Hindu! a dead Hindu.
Where where? where where?
Here-here; Here-here."

শৃগালের ধ্বনি দ্বারা শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়।

[শিবারুত শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ]

২ দৈত্যভেদ। (মেদিনী) ৩ বাসুদেব। ৪ নিষ্ঠুর। ৫ খল। (সারস্বতাভিধান) ৬ ভীরু। (অনেকার্থকোষ)

শৃগালকণ্টক (পুং) শৃগালরোধকঃ কণ্টকো যস্য। ক্ষুপবিশেষ, চলিত শেয়ালকাঁটা। ইহার ডাটার রস নালীঘার বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে শেয়ালকাঁটার ডাল ভাঙ্গিয়া যে হরিদ্রাভ রস পাওয়া যায় তাহা ক্ষতস্থানে লাগাইলে নালী বিদূরিত হইয়া ক্ষত ক্রমশঃ সারিয়া আইসে। উহার ফলের বীজে তৈল আছে, ঐ তৈল সরিষার সহিত মিশাইয়া তৈল বাহির করা হয়। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে ইহা Zyzyphus নামে পরিচিত। (শব্দচ°)

শৃগালকোলি (পুং) শৃগালপ্রিয়ঃ কোলির্যস্য। ক্ষুদ্রকোলি বৃক্ষ, চলিত শেয়াকুল। পর্য্যায়—কর্কন্ধু। (রত্নমালা)

শৃগালঘণ্টী (স্ত্রী) কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, চলিত কুলে-খাড়া।(রাজনি°)

শৃগালজম্বু[ম্বূ] (পুং) শৃগালস্য জম্বুরিব। ১ গোডুম্ব, চলিত গোমুক, ফুটী। ২ ঘোণ্টাফল, চলিত শেয়াকুল। (মেদিনী)

শৃগালবিন্না (স্ত্রী)শৃগালৈর্বিন্না পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া।(রাজনি°)

শৃগালিকা (স্ত্রী) ১ শৃগালপত্নী, শৃগালী। ২ ত্রাস হেতু পলায়ন। (মেদিনী) ৩ ভূমি-কুষ্মাণ্ড। (জটাধর) ৪ ক্ষুদ্র শৃগাল, চলিত খ্যাক্‌শিয়াল। পর্য্যায়—লোমালিকা দীপ্তজিহ্বা, কিখি, উল্কামুখী। (ত্রিকা°)

শৃগালী (স্ত্রী) ১ শৃগালপত্নী। ২ বিদ্রব, পলায়ন। ৩ কোকিলাক্ষ। ৪ বিদারী।

শৃঙ্খল (পুং) ১ পুরুষদিগের কট্যাভরণ, পুরুষের কটিভূষণ, চলিত গোট। ২ হস্তী প্রভৃতির লৌহময় পাদবন্ধনী বিশেষ। শিকল। পর্য্যায় উন্দুক, নিগড়, শৃঙ্খলা।

"শয্যাং জহাত্যুভয়পক্ষবিনীতনিদ্রা-
স্তম্বেরমা মুখরশৃঙ্খলকর্ষিণস্তে॥" (রঘু ৫।৭২)

৩ লৌহরজ্জু, শিকল, বেড়ি। ৪ বন্ধন। (হেম) ৫ নিয়ম, রীতি। ৬ বন্ধনী। Bracket নামক চিহ্ন।

শৃঙ্খলক (পুং) শৃঙ্খলং বন্ধনমস্ত। শৃঙ্খলমস্ত বন্ধনং করভে। (পা ৫।২।৭৯) ইতি কন্। ১ উষ্ট্র।

"তীব্রোত্থিতস্তাবদসহ্যরংহসো
বিশৃঙ্খলং শৃঙ্খলকাঃ প্রতস্থিরে॥" (মাঘ ১২।৭)

২ পলায়ন করিতে না পারে, এই জন্য পাদদেশে দারুময় পাশনিবদ্ধ করভ। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদবন্ধনী দ্বারা বদ্ধ করিশাবক। (অমর) স্বার্থে কন্। ৩ শৃঙ্খল।

শৃঙ্খলতোদিন্ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (পা° ৪।১।৯৬)

শৃঙ্খলা (স্ত্রী) ১ নিগড়। ২ পুংস্কটীবস্ত্রবন্ধ। (মেদিনী) ৩ শৃঙ্খল শব্দার্থ। ৪ নিয়ম।

শৃঙ্খলিত (ত্রি) শৃঙ্খলো জাতোঽস্যেতি ইতচ্। ১ শৃঙ্খলাযুক্ত, নিয়মবদ্ধ। ২ নিগড়িত, শৃঙ্খলবদ্ধ।

শৃঙ্খলী (স্ত্রী) ১ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শৃঙ্খাণিকা (স্ত্রী) নাসিকা হইতে নির্গত শিকৃনি (ছর্দ্দি)। (আপস্তম্ব ১।১৬।১৪) শৃঙ্খাণিকা ও শিঙ্ঘাণিকা পাঠান্তর।

শৃঙ্গ (ক্লী) শৃ-হিংসে (শৃণাতে হ্র্স্বশ্চ। উণ্ ১।১২৫) ইতি গন্, ধাতো র্হ্রস্বত্বং কিত্বং নুট্ চ্ প্রত্যয়স্ত। পর্ব্বতোপরিভাগ, পর্ব্বতের উপরিভাগের নাম শৃঙ্গ। পর্য্যায়—কূট, শিখরদণ্ড, প্রাগ্ভার, শৈলাগ্র। (ত্রিকা°) ২ সানু (অমর নানার্থ) ৩ প্রভুত্ব। ৪ চিহ্ন। ৫ ক্রীড়াজলযন্ত্র, জলের ফোয়ারা।

"বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চনশৃঙ্গমুক্তৈ-
স্তমায়তাক্ষ্যঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্॥" (রঘু ১৬।৭০)

৬ বিষাণ। গোমেষমহিষাদি পশুর শিরোদেশে লোমবিহীন ও বক্র যে কোণাকার অস্থিখণ্ড জন্মে, তাহাকে শৃঙ্গ বা শিং বলা যায়। দেশী ও বিদেশী শিল্পিগণ ইহাদ্বারা চিরুনী, বোতাম, নানা প্রকার খেলানা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

গাভীর শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ভবদেব-ভট্টধৃত যমবচনে লিখিত আছে যে, গোশৃঙ্গ ভঙ্গ করিলে অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত যবমণ্ডাদি পান করিয়া থাকিতে হয়।

"অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা লাঙ্গূলচ্ছেদনং তথা।
পাটনে কর্ণশৃঙ্গাভ্যাং মাসার্দ্ধন্তু যবান্ পিবেৎ॥" (ভবদেবভট্ট)

গরুর শিং ভাঙ্গিয়া দিলে যদি ঐ গাভী ৬ মাসের মধ্যে মরে, তাহা হইলে শৃঙ্গভগ্নকারী গোবধ-প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। ৬ মাসের পরে মরিলে পৃথক্ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, কেবল পূর্ব্বোক্ত যাবক পান অথবা প্রাজাপত্য ব্রত করিলেই চলিবে।

"শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গে তথৈব চ।
যদি জীবতি ষণ্মাসান্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

অত্র ষণ্মাসোত্তরমরণে তদ্দোষশমনায় প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি তদভ্যন্তরমরণে বধপ্রায়শ্চিত্তং ভবতি। এবঞ্চ শৃঙ্গভঙ্গাদি-নিমিত্তকপাপে পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তং ন কর্ত্তব্যং। বধপ্রায়শ্চিত্তে-নৈব গুরুণা প্রসঙ্গাত্তদপগমসিদ্ধেঃ। ষণ্মাসোত্তরন্তু শৃঙ্গভঙ্গাদি-নিমিত্তকপূর্ব্বোক্তমাসার্দ্ধযাবকপানং প্রাজাপত্যং বা কর্ত্তব্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৭ উৎকর্ষ। (মেদিনী) ৮ উর্দ্ধ। ৯ তীক্ষ্ণ। ১০ পঙ্কজ। (শব্দরত্না°) ১১ কোটি। ১২ স্তন। (ভাগ° ৫।২।১১) ১৩ মহিষাদির শৃঙ্গনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, চলিত শিঙ্গা। ১৪ কামোদ্রেক।

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে॥" (সাহিত্যদ° ৩।২১০)

(পুং) ১৫ কূর্চ্চ-শীর্ষক বৃক্ষ, জীবক। (মেদিনী) ১৬ মুনি-ভেদ। (শব্দরত্না°) ১৭ শৃঙ্গবের, আর্দ্রক, আদা, শুঁঠ। (বৈদ্যকনি°) ১৮ অগুরু কাষ্ঠ।

শৃঙ্গক (পুং) শৃঙ্গ ইব কন্। ১ জীবকবৃক্ষ। (জটাধ°) শৃঙ্গ স্বার্থে কন্। ২ শৃঙ্গশব্দার্থ।

শৃঙ্গকন্দ (পুং) শৃঙ্গবৎ কন্দো যস্য। শৃঙ্গাটক, শিঙ্গাড়া।

শৃঙ্গকূট (পুং) পর্ব্বতভেদ।

শৃঙ্গগিরি (পুং) শৃঙ্গকূট নামক পর্ব্বত।

শৃঙ্গগ্রাহিকা (স্ত্রী) ১ শৃঙ্গগ্রহণকারী। ২ সূক্ষ্মসূত্রে গ্রহণকারী, অবিলম্বে অধিগমনশীল।

শৃঙ্গজ (ক্লী) শৃঙ্গাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ অগুরু। (রত্নমালা) (পুং) ২ শর। শৃঙ্গবৎ শরো জায়তে। (সংক্ষিপ্তসা° কারক) (ত্রি) ৩ শৃঙ্গজাতমাত্র।

শৃঙ্গজাহ (ক্লী) শৃঙ্গস্য মূলং শৃঙ্গ (তস্য পাকমূলে পীল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজ্জাহচৌ। পা ৫।২।২৪) ইতি জাহচ্। শৃঙ্গের মূলভাগ।

শৃঙ্গধর (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শৃঙ্গনাভ (পুং) বিষভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শৃঙ্গপুর (ক্লী) পুরভেদ, শৃঙ্গেরিপুর।

শৃঙ্গভুজ (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৩৯।২০)

শৃঙ্গভেদিন্ (পুং) গুল্লাতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

শৃঙ্গময় (পুং) শৃঙ্গ বিকারে ময়ট্। ১ শৃঙ্গবিকার, শৃঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত। ২ শৃঙ্গস্বরূপ।

শৃঙ্গমূল (ক্লী) শৃঙ্গবৎ মূলং যস্য। শৃঙ্গাটক, শিঙ্গাড়া।

শৃঙ্গমোহিন্ (পুং) শৃঙ্গায় মন্মথোদ্ভেদায় মোহয়তীতি মুহ-ণিচ্-ণিনি। চম্পক। (রাজনি°)

শৃঙ্গরুহ (পুং) শৃঙ্গাটক। (রাজনি°)

শৃঙ্গরোহস্ (ক্লী) সুগন্ধতৃণ, রামকর্পূর। (বৈদ্যকনি°)

শৃঙ্গলা (স্ত্রী) শৃঙ্গবৎ লাতীতি লা-ক টাপ্। অজশৃঙ্গী। (রাজনি°)

শৃঙ্গবৎ (ত্রি) শৃঙ্গাণি সন্তি অস্যেতি শৃঙ্গ-মতুপ্ মস্য ব। কুরু-বর্ষীয় সীমান্ত পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দীর্ঘে অশীতি সহস্র যোজন এবং প্রস্থে দ্বিসহস্র যোজন।

"হিমবদ্ধেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ॥
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যৌ দশহীনাস্তথাপরে।
সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে॥"(বিষ্ণুপু° ২।২ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবত মতে, এই পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে দশসহস্র যোজন এবং প্রস্থে দ্বিসহস্র যোজন। (ভাগবত ৫।১৬ অ°)

শৃঙ্গবৃষ (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৮।১৭।১৩)

শৃঙ্গবের (ক্লী) শৃঙ্গমেব বেরং শরীরং যস্য। ১ আর্দ্রক। (অমর) ২ শুণ্ঠী। (রাজনি°) ৩ গুহকচণ্ডালের পুরী।

"শৃঙ্গবেরপুরং গত্বা ব্রূহি মিত্রং গুহং মম।
জানকীলক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয়॥"
(অধ্যাত্মরামা° লঙ্কাকা° ১৪ অ°)

৪ নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শৃঙ্গবেরক (ক্লী) শৃঙ্গবেরমেব স্বার্থে কন্। আর্দ্রক। (হেম) শৃঙ্গবের শব্দার্থ।

শৃঙ্গবেরপুর (ক্লী) গুহক চণ্ডালের পুরী। রামায়ণোক্ত এই নগর অতি প্রাচীন। ইহার বর্ত্তমান নাম শিঙ্গ্রোর। ইহা গঙ্গানদীর উত্তরতীরে প্রয়াগ হইতে ২২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে এক সময়ে সৌর-সম্প্রদায়ের মন্দির ছিল।

শৃঙ্গবেরাভমূলক (পুং) শৃঙ্গবেরাভং মূলং যস্য, কন্। এরকা। গুন্দ্রাতৃণ, চলিত গড়গড়ে। (ভাবপ্রকাশ)

শৃঙ্গবেরিকা (স্ত্রী) গোজিহ্বা শাক। (বৈদ্যকনি°)

শৃঙ্গসুখ (ক্লী) ১ শৃঙ্গবাদ্য। শিঙ্গা নামক বাদ্যযন্ত্রের বাজনা।

শৃঙ্গাট (ক্লী) শৃঙ্গমুৎকর্ষমটতীতি অট-অচ্। ১ চতুষ্পথ। (হেম) (পুং) শৃঙ্গবৎ কণ্টকং অটতীতি অট-অচ্। ২ জলকণ্টক। (ত্রিকা°) ৩ স্বাদুকণ্টক। (শব্দরত্না°) ৪ কামাখ্যাদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ। কালিকা-পুরাণে এই পর্ব্বতের বিষয় লিখিত আছে যে, হিমালয় হইতে দীপ নামে একটী নদী উদ্ভূতা হইয়াছে; এই নদী দীপের ন্যায় অন্ধকার নষ্ট করে বলিয়া ইহাকে সকলে দীপবতী বলে। এই দীপবতী নদীর পূর্ব্বদিকে শৃঙ্গাট পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতে মহাদেবের একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সিদ্ধত্রিস্রোতা নামে দক্ষিণ-সাগর-গামিনী এক নদী এই শৃঙ্গাটক পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইয়া ইহার পাদমূলেই প্রবাহিত আছে। কেহ যদি এই নদীতে স্নান করিয়া শৃঙ্গাটক পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক মহাদেবের লিঙ্গ পূজা করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাতক ধ্বংস হয়, এবং সে ইহলোকে বিবিধ ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়া অন্তে শিবলোকে গমন করে। (কালিকাপু° ৮২ অ°)

শৃঙ্গাটক (ক্লী) শৃঙ্গাটমেব স্বার্থে কন্। ১ চতুষ্পথ। (অমর) ২ জলজ লতার ফলবিশেষ। (Trapabis pinosa) চলিত পানিফল, সিঙ্গেড়া। হিন্দী—সিংঘাড়া, তৈলঙ্গ—পরিকেগড্ডু। পর্য্যায়—জলসূচি, সংঘাটিকা, বারিকণ্টক, শৃঙ্গাট, বারিকুব্জক, ক্ষীরশুক্ল, জলকণ্টক, শৃঙ্গরুহ, শৃঙ্গকন্দ, শৃঙ্গমূল, বিষাণী। গুণ—শোণিতপিত্তনাশক, লঘু, বৃষ্যতম, বিশেষরূপে ত্রিদোষ, বাত, ভ্রম ও শোকনাশক, রুচিপ্রদ, (রাজনি°) গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল। (রাজব°)

২ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। এই খাদ্য মাংস দ্বারা প্রস্তুত হয়। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে—শুদ্ধ মাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলদ্বারা সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ মাংসের সহিত লবণ, লবঙ্গ, হিঙ্গু, মরিচ, আদা, এলাচি, জীরে, ধনে, ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া গব্য ঘৃতে উহা ভাজিতে হইবে। পরে ময়দার শৃঙ্গাটক অর্থাৎ সিঙ্গাড়া প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ঐ মাংসপুর দিয়া পুনরায় ভাজিতে হইবে। উপযুক্তরূপ ভাজা হইলে তখন নামাইবে। ইহাকে শৃঙ্গাটক বা মাংস-শৃঙ্গাটক কহে। গুণ—রুচিকারক, শরীরের উপচয়জনক, বলকারক, গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক, কফাপহারক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

৩ মর্ম্মভেদ। নাসিকা, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় এবং জিহ্বা নামক ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় গন্ধবাহী, শব্দবাহী, রূপবাহী, এবং রসবাহী যে চারিটী শিরা দ্বারা সন্তর্পিত হয়, মস্তক মধ্যে তাহাদের সঙ্গম স্থানে চারি অঙ্গুল প্রমাণ যে চারিটী শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই শৃঙ্গাটক মর্ম্ম বলিয়া কথিত। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

৪ শ্বদংষ্ট্রা। ৫ গোক্ষুর। (সুশ্রুত) (পুং) শৃঙ্গাট এব স্বার্থে-কন্। ৬ জলকণ্টক।

শৃঙ্গাদিচূর্ণ, হিক্কাশ্বাসাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, কণ্টকারী, বামনহাটী, কুড়, জটামাংসী ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে শীতলজল সহ সেবন করিলে হিক্কা, উর্দ্ধশ্বাস ও কাস আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শৃঙ্গান্তর (ক্লী) শৃঙ্গস্য অন্তরং। শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যভাগ, উভয় শৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান। (রঘু ২।২১)

শৃঙ্গার (ক্লী) শৃঙ্গং প্রাধান্যং ঋচ্ছতীতি ঋ-অণ্। ১ লবঙ্গ। ২ সিন্দূর। ৩ চূর্ণ। (মেদিনী) ৪ আর্দ্রক, আদা। (শব্দচ°) ৫ কৃষ্ণাগুরু। ৬ সুবর্ণ। (রাজনি°) (পুং) শৃঙ্গং কামোদ্রেকমৃচ্ছতীতি ঋগতৌ কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) যদ্বা শৃ হিংসায়াং ভৃঙ্গারশৃঙ্গারৌ (উণ্ ৩।১৩৬) ইতি আরন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ৭ সুরত, মৈথুন। ৮ গজভূষণ। (মেদিনী) ৯ নাটকোক্ত আম্বরস। নাটকাদিতে ইহার নিম্নোক্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। রতিক্রীড়াদির নিমিত্ত যদি পুরুষ স্ত্রীর অথবা স্ত্রী পুরুষের সহিত সংযোগ কামনা করে, তাহা হইলে আদি বা শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হয়।

"পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা।
স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্॥"
(অমরটীকায় ভরত)

সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'শৃঙ্গ' শব্দে মন্মথোদ্ভেদ অর্থাৎ কামোদ্রেক এবং তাহার 'আর' অর্থাৎ আগমকে (শৃঙ্গ+আর) শৃঙ্গার বলে। ধৃষ্ট, শঠ প্রভৃতি দক্ষিণানুকূল নায়ক এবং পরকীয়া স্ত্রী ও অননুরাগিণী বেশ্যা ভিন্ন অন্যান্য নায়িকা এই রসের আলম্বন বিভাব; অর্থাৎ ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি হয়। চন্দ্র, চন্দনানুলেপন, ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিল-কূজন প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন বিভাব অর্থাৎ এই গুলি শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক। ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষাদি ইহার অনুভাব; লজ্জা, হাস প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব অর্থাৎ লজ্জাদির আবির্ভাব হইলে এই রসের উদ্গম হয় না; রতিক্রিয়া ইহার স্থায়িভাব; এই রস শ্যামবর্ণ এবং বিষ্ণু ইহার দেবতা।
(সাহিত্যদর্পণ ৩।২১০)

বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ ভেদে শৃঙ্গাররস দুই ভাগে বিভক্ত; ইহাদের যথাযথ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে লিখিত হইয়াছে; এখানে মাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করা যাইতেছে। বিপ্রলম্ভ—যেখানে নায়ক বা নায়িকার সম্পূর্ণরূপ অনুরাগসত্ত্বেও স্বীয় স্বীয় অভিলষিত লোকের সহিত সংযোগ না ঘটে, তথায় বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার হয়। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণভেদে ইহা আবার চারি ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে নায়কনায়িকা উভয়ের ভিতর পরস্পরের রূপাদি দর্শন বা গুণাদি শ্রবণ হেতু দৃঢ় অনুরাগ সঞ্জাত হইয়াও অন্যোন্য লাভে ব্যাঘাত ঘটিলে সেই সময় তাহাদের যে অবস্থা হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। পূর্ব্বরাগও নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত। যেখানে দম্পতীর মধ্যে রামসীতার ন্যায় পরস্পরের অনুরাগের কোনরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখা যায় না, তথায় নীলী এবং যেখানে ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ প্রণয়ের হ্রাস বৃদ্ধি বা উদয়াপগম পরিদৃষ্ট হয়, তথায় কুসুম্ভ; আর যেখানে অনুরাগের কিছু মাত্র ন্যূনতা না হইয়া কেবল উত্তরোত্তর উহার বিবৃদ্ধিই দেখা যায়, তথায় মঞ্জিষ্ঠারাগ জানিতে হইবে। মান অর্থাৎ কোপ, ইহা প্রণয় ও ঈর্ষা এই উভয় হইতে জন্মে; নায়ক বা নায়িকার মধ্যে যদি কেহ কুটিল স্বভাবের হয়, তাহা হইলে উভয়ের ভিতর পরম সম্প্রীত থাকিলেও স্বীয় কৌটিল্য হেতু যদি বিনা কারণে কেহ কোপ করে, তবে তাহাকে প্রণয়গর্ভ মান এবং পতির অন্য প্রিয়াতে আসক্তির বিষয় স্ত্রী কর্তৃক দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত অর্থাৎ পতির দেহস্থ কোনরূপ সম্ভোগ চিহ্ন, কিম্বা স্বপ্নে পরকীয় বিলাসসুখের যথাযথ বৃত্তান্তের অনুকীর্ত্তন বা পতিকর্তৃক দ্বিতীয়া রমণীর নাম গুণানুবর্ণন দ্বারা পরিজ্ঞাত হইলে তাহার মনে যে সাতিশয় ঈর্ষ্যা জন্মে, তাহাকে ঈর্ষ্যাভিমান বলে। অভীষ্ট ফললাভার্থ, শাপভ্রষ্টাবস্থায় অথবা কোনরূপ উৎপীড়ন ভয়ে নায়ক বা নায়িকা বিদেশগামী হইলে যদি তৎকালে তাহাদের মধ্যে কাহারও অনুরাগ সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তজ্জন্য শরীরের মলিনতা, দীর্ঘোচ্ছ্বাস, মানসিকভাবে অর্থাৎ মনে মনে বা কারণান্তর দর্শাইয়া স্পষ্টতঃ ক্রন্দন এবং ভূশয্যাশায়িতা ইত্যাদি লক্ষণ ও এই শয়িতাবস্থায় স্ত্রীলোকের যদি মুক্তবেণী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তথায় প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভ ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। নায়কনায়িকার মধ্যে কেহ লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে যদি দেবতাদির বরে তজ্জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের পুনর্মিলনের আশা সঞ্চারিত হয় এবং তজ্জন্য তাহারা সাতিশয় বিমনা হইয়া যৎপরোনাস্তি বিলাপ করিতে থাকে, তাহা হইলে তথায় করুণ-বিপ্রলম্ভ ঘটে। সম্ভোগ—যখন দম্পতীদ্বয়ের দর্শন, স্পর্শন, চুম্বন, পরিরম্ভণাদি সংঘটন হয়, তখন সম্ভোগশৃঙ্গারের উৎপত্তি জানিতে হইবে। এই শৃঙ্গার প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বরাগাদি চতুষ্টয়ের আনন্তর্য্যেই ঘটিয়া থাকে; কেন না বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগ কখনই সম্যক্ পরিপুষ্ট হইতে পারে না; বরং কষায় জলে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিলে অনুরাগের আরও বৃদ্ধি হয়।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥"

জলকেলি, বনবিহার ও মধুপান প্রভৃতিও এই রসের অন্তর্গত। [মৈথুন শব্দ দেখ] (সাহিত্যদ° ৩য় পরিচ্ছেদ)

সদা অনুরক্ত, পরিহাসাদিক্রীড়ানিপুণ, কুপিত বঁধুর মানভঞ্জনে পটু এবং শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট বিট, চেট, বিদূষকাদি শৃঙ্গাররসের সহায় অর্থাৎ ইহারাই শৃঙ্গার রসের সমধিক পুষ্টিতা সাধন করে। (সাহিত্যদ° ৩।৭৭)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে শৃঙ্গাররস নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ।
প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ ॥
বিপ্রলম্ভ চারিমত শুনহ প্রকাশ।
পূর্ব্বরাগ মান প্রেম বৈচিত্র প্রবাস ॥
অঙ্গ-সঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ ॥
যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য।
অন্যের সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয় ॥
অন্য নামগুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয় ॥
অন্য ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায় ॥
নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেম-বৈচিত্র ॥
প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর ॥

সম্ভোগ

সম্ভোগের চারি ভেদ করি যে বাখান।
সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান ॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সংক্ষিপ্ত যে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল ॥
মানান্তে পুরুষ সঙ্গে মিলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয় ॥
কিঞ্চিৎ প্রকাশ পরে হয় যে মিলন।
সম্পূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ ॥
সুদূর প্রবাস পরে মিলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ ॥

সম্ভোগের প্রকার

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস।
বনখেলা জলখেলা গীতবাদ্য হাস ॥
লুকায়ন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্ত ভাব বিরচিব কত ॥
দরশন তিনমত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে ॥

সাক্ষাৎ দর্শন।

নয়নে নয়ন বদনে বদন
চরণে চরণ আদেশি রহ।
হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদায়
পরাণে আলয় ভাঙ্গিয়া লহ ॥
গমনে গমন রমণে রমণ
বচনে বচন বিনয় কহ।
পেয়েছি দরশ পরম পরশ
সকলে সরস হইয়া রহ ॥

স্বপ্ন-দর্শন।

নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া।
প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
নাহি পাই পার যাই ভাবিয়া ॥
যে রস হইল মনেতে রহিল
যে কথা কহিল মৃদু হাসিয়া।
ধরম করম সরম ভরম
নরম মরম গেল নাশিয়া ॥

চিত্রদর্শন।

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
এ বড় বিচিত্র হইব তায়।
দেখিতে বদন মাতিল মদন
ছাড়িয়া সদন চেতন যায় ॥
না পানু দেখিতে নারিনু রাখিতে
লিখিতে লিখিতে হইল দায়।
চিত্রের পুতুল করিল আকুল
হারানু দুকুল চিত্রের প্রায় ॥" (রসমঞ্জরী)

[আলম্বনাদি বিভাব বিভাবন শব্দে দ্রষ্টব্য]

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বরাগাদি অবস্থায় নায়কনায়িকার মিলনে সাতিশয় বিলম্ব অথবা কোনরূপে ঐ মিলনের অভাব ঘটিলে ক্রমে ক্রমে উঁহাদের যে চরম অবস্থা ঘটে, তাহা নিম্নে যথাযথ ভাবে বিবৃত হইতেছে,—

পূর্ব্বরাগের চরম অবস্থা—উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি, প্রিয়-জন পাইবার জন্য নিয়ত উপায় চিন্তন, সর্ব্বদা প্রণয়ী বা প্রণ-য়িনীর স্মরণ, সতত পরস্পরের গুণকীর্ত্তন, ভয়ানক উদ্বেগ, প্রলাপ অর্থাৎ সর্ব্বদা চিত্তের অস্থিরতাপ্রযুক্ত অসম্বদ্ধ বাক্য-প্রয়োগ, উন্মত্ততা এবং নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস, পাণ্ডুতা, কৃশতা প্রভৃতি রোগ ও জড়তা অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টা-হীনতা, এমন কি অতিরিক্ত মন্মথপীড়নে মরণ পর্য্যন্তও হইয়া

থাকে; কিন্তু রসবিচ্ছেদ ঘটে বলিয়া কেহ তাহা বর্ণনা করেন না, তবে কোন কোন স্থলে আসন্ন মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া থাকে। যেমন, কোন কামবিহ্বলা কামিনী বলিতেছেন যে, ভ্রমরগণ ঝঙ্কার দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ করুক, চন্দন-বনজাত অনিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হউক, চূতশিখরস্থ কেলিপিকগণ আম্রমুকুলাস্বাদনে উল্লাসিত হইয়া পঞ্চমস্বরে কূজন করুক এবং তাহাতেই আমার এই প্রস্তর সদৃশ কঠিন প্রাণ শীঘ্রই বাহির হউক! শীঘ্রই বাহির হউক।

মান—ইহা হইতে বিশেষ কোন অনিষ্টজনক অবস্থা ঘটে না; কারণ মান হইলে প্রথমে প্রিয়বাক্য দ্বারা স্বয়ং প্রণয়িনীকে তুষ্ট করিতে হয়; তাহাতে কার্য্য সফল না হইলে পর তাহার সখীকে উপাসনা করিবে, ইহাতে বিফল হইলে ভূষাদি দানদ্বারা এবং তাহাতেও কোন ফল না হইলে অবশেষে পদানত হইয়া প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতেও বিফল মনোরথ হইলে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিরস্ত থাকিতে হয় বটে, কিন্তু তবুও বহুবিধ চেষ্টা দ্বারা সহসা ভয় বা হর্ষ প্রভৃতি জন্মাইয়া যে কোন রকমেই হউক না কেন, মানভঞ্জন করা হইয়া থাকে।

প্রবাস—ইহার চরম অবস্থায় শরীরের মলিনতা, বিরহজ্বর, অতিশয় মনঃকষ্টনিবন্ধন দেহের তেজোনাশ ও তজ্জন্য পাণ্ডুতা, বস্তু সাধারণের প্রতি বিগতস্পৃহত্ব ও অসন্তুষ্টি, হৃদয়ের শূন্যতা বোধ,অবলম্বন রাহিত্য অর্থাৎ জগতে দাঁড়াইবার যেন কোন স্থান নাই বলিয়া অনুভব এবং তন্ময়ত্ব অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কার্য্য দ্বারা অনিচ্ছাসত্বেও অভীষ্টবিষয়ের প্রকাশ, প্রভৃতি নয়টী লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং অবশেষে মরণ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্ববৎ রসবিচ্ছেদ ঘটে বলিয়া বক্ষ্যমাণরূপে উহা বর্ণিত হইয়া থাকে যথা—কোন কামিনী বিদেশ গমনোদ্যত পতির বিরহ কল্পনা করিয়া স্বীয় জীবনকে বলিতেছেন যে, হে জীবিত! প্রিয়তমের যাত্রামুখেই যখন তোমার সঙ্গিগণ প্রস্থান করিয়াছে, তখন কেন তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছ? এ তোমার নিতান্ত অন্যায়। কেন না তোমার এক সঙ্গী আমার চিত্ত, সে নিয়তই প্রিয়বরের অগ্রবর্ত্তী থাকিবে বলিয়া আমা হইতে প্রস্থান করিয়াছে, আর এক সঙ্গী ধৈর্য্য, সে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিয়া আমার নিকট থাকিল না অর্থাৎ প্রাণনাথের গমনোদ্যোগে আমি আর কিছুতেই ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না, তোমার অপর একটী সঙ্গী অশ্রু নিয়তই চলিতেছে, তাহার আর বিরতি নাই, আরও একটী সঙ্গী হস্তস্থ বলয়, সেও [হৃদয়েশ্বরের গমনচিন্তায়] আমার কৃশতাপন্ন দেহ হইতে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, অতএব আমি বলি তোমারও স্বীয় সঙ্গীদিগকে ত্যাগ না করিয়া আমাকে ত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

করুণ—এই বিপ্রলম্ভে নায়কনায়িকার অবস্থার বিশেষ কোন পরিণতি নাই; কেন না ইহাতে পরস্পরের মিলন প্রায়ই অসম্ভব হওয়ায় রতিবিলাসবাসনার ক্রমশঃ খর্ব্বতা ভিন্ন বিবৃদ্ধি হয় না; তবে যদি সহসা দৈববাণী প্রভৃতিদ্বারা জন্মান্তরে মিলন হওয়ার সামান্য কোন আশা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেও অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়া তাহা হইতে একরকম নিরস্ত হইয়া থাকিতে হয়।

শৃঙ্গারাদি রসের বর্ণনা সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক গুলি দোষ ও গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে শৃঙ্গার রসের দোষ গুণ সম্বন্ধে এখানে মাত্র কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল; যথা—

দোষ—শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'শৃঙ্গার' 'রস' 'রতি' 'কেলি' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিলে উহা দোষের মধ্যে গণ্য হয়। যেমন, 'চন্দ্রমণ্ডলমালোক্য শৃঙ্গারে মগ্নমন্তরম্' চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণ সুরতক্রিয়ায় নিমগ্ন হইতেছে; এস্থলে 'শৃঙ্গার' শব্দ ব্যবহার করা শাস্ত্রসঙ্গত দোষাবহ হইয়াছে। বর্ণনায় বিরোধী রস সূচিত হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য। যেমন, 'মানং মা কুরু তন্বঙ্গি! জ্ঞাত্বা যৌবনমস্থিরং' অয়ি! কৃশাঙ্গি! নিশ্চয় জানিও যে, যৌবন কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব মান সম্বরণ কর, আর মান করিও না। এস্থলে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপনাখ্য বিভাব বর্ণনা করিতে গিয়া 'যৌবন কখনই চিরস্থায়ী নহে' এই কথা দ্বারা তদীয় বিরুদ্ধ শান্তরসের বিষয় সূচিত হওয়ায় বিরোধিতা দোষ ঘটিতেছে। অসময়ে নায়কনায়িকার মিলন বা বিচ্ছেদ বর্ণন করিলে তাহা দোষ মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন, বেণীসংহারের দ্বিতীয় অঙ্কে, প্রভূত সৈন্যসংক্ষয়কালে ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনের যে শৃঙ্গারপ্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে সময়োচিত (অর্থাৎ তৎকালোচিত কারুণ্যাদি রসের) বর্ণনা না করিয়া শৃঙ্গাররসের বর্ণনা করা অনুচিত হইয়াছে। কেন না ওরূপ স্বজনবিয়োগের সময় হৃদয়ে করুণাদি রস না আসিয়া শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আলঙ্কারিকগণ কুমারসম্ভবোক্ত উমামহেশ্বরের সম্ভোগশৃঙ্গারবর্ণনকে কবিকর্ত্তৃক স্বীয় পিতামাতার সম্ভোগবর্ণনের ন্যায় অতিশয় দোষাবহ মনে করেন।

গুণ—কোন কোন স্থলে ভাবসুলভ প্রযুক্ত শ্রুতিকটু দোষাদি গুণে পরিণত হয়। যথা—

"তদ্বিচ্ছেদকৃশস্য কণ্ঠলুঠিতপ্রাণস্য মে নির্দ্দয়ং
ক্রূরঃ পঞ্চশরঃ শরৈরতিশিতৈর্ভিন্দন্ মনো নির্ভরম্।
শম্ভোর্ভূতকৃপাবিধেয়মনসঃ প্রোদ্দামনেত্রানল-
জ্বালাজালকরালিতঃ পুনরসাবাস্তাং সমস্তাত্মনা" (সাহিত্যদ০)

তাঁহার বিচ্ছেদে আমি যার পর নাই ক্ষীণতম এবং কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছি, তবুও সেই নৃশংস কন্দর্প আমার উপর প্রচণ্ড-

বেগে শাণিত শর নিক্ষেপ করিতেছে; অতএব সেই নিষ্ঠুর পূর্ব্বে যেরূপ জগজ্জনোপরি কৃপাদৃষ্টি পরবশ শম্ভুর সুদারুণ নেত্র-জ্বালাজালে পঞ্চভূতাত্মক দেহের সহিত দগ্ধ হইয়াছিল, এখন তাহার সেই অঙ্গহীন দেহই পুনরায় তদ্রূপ দগ্ধ হউক। এস্থলে বক্তার উক্তিগুলি নিতান্ত কর্কশ হইলেও ভাবসুলভ হেতু উহা গুণে পরিণত হইয়াছে।

সুরত-প্রারম্ভকালীয় চেষ্টাদির বর্ণনাস্থলে যৎপরোনাস্তি অশ্লীলতা থাকিলেও যদি সেই সকল বর্ণনাগুলিকে প্রকারান্তরে সদর্থে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ বর্ণনা কোন দোষের না হইয়া পরন্তু গুণেরই হইয়া থাকে।

"সুরতারম্ভগোষ্ঠ্যাদাবশ্লীলত্বং তথা পুনঃ॥"(সাহিত্যদ° ৭।৫৮০)
তথা পুনরিতি গুণ এব। যথা—
"করিহস্তেন সম্বাধে প্রবিশ্যান্তর্বিলোড়িতে।
উপসর্পন্ ধ্বজঃ পুংসঃ সাধনান্তর্বিরাজতে॥"

অত্র হি সুরতারম্ভগোষ্ঠ্যাং "দ্ব্যর্থৈঃ পদৈঃ পিশুনয়েচ্চ রহস্যবস্তু" ইতি কামশাস্ত্রস্থিতিঃ।

যেমন, 'করিহস্তেন সম্বাধে' এই দ্ব্যর্থঘটিত শ্লোকের 'সৈন্য-গণের জনতাধিক্য হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থল করি-শুণ্ডদ্বারা বিস্ফারিত হওয়ায় বিজিগীষু বীরবর্গের পতাকা তথায় বিশেষ প্রকারে বিরাজ করিতেছে' এইরূপ সহজলভ্য অর্থ প্রথমে উপলব্ধি হয় বলিয়া সুরতপ্রারম্ভে ইহার অশ্লীলার্থটী গ্রহণ করিলে শৃঙ্গাররস বর্ণনা-স্থলে উহা গুণের বই কোন দোষের হয় না।

কালিদাসকৃত শৃঙ্গারতিলক, অমরু ও ভর্ত্তৃহরিকৃত শৃঙ্গার শতক, এতদ্বিষয়ক পাঠোপযোগী গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানবস্বারও যথেষ্ট পরিচয় আছে।

শৃঙ্গার, ১ একজন কবি। ২ শ্রীকণ্ঠচরিত (৩।৪৫) ধৃত এক জন পণ্ডিত, ইনি বিশ্বাবর্ত্তের পুত্র ও মঙ্খের ভ্রাতা ছিলেন। ৩ সহ্যাদ্রি বর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩।১৪৫)

শৃঙ্গারক (ক্লী) শৃঙ্গারমেব স্বার্থে কন্। ১ সিন্দূর। (রাজনি°) (শৃঙ্গবৃন্দাভ্যামারকন্ বক্তব্যঃ। পা ৫।২।১২২ ইত্যস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা আরকন্।(ত্রি) ২ শৃঙ্গবিশিষ্ট। (পুং) ৩ শৃঙ্গার।

শৃঙ্গারগুপ্ত, বাসবদত্তা-বিবৃতিরচয়িতা।

শৃঙ্গারজন্মন্ (পুং) শৃঙ্গারে জন্ম উৎপত্তির্যস্য। কামদেব, মদন। (হেম)

শৃঙ্গারণ (ক্লী) রূপযৌবনসম্পন্না কামিনী অবলোকন করিয়া বিলাস বিভ্রম দ্বারা যে আপনার কামুকত্ব প্রদর্শন তাহাকে শৃঙ্গারণ কহে।

"রূপযৌবনসম্পন্নাং কামিনীমবলোক্যাত্মানং কামুকমিব বৈবিলাসৈঃ প্রদর্শয়তি তৎ শৃঙ্গারণম্" (সর্ব্বদর্শনসং)

শৃঙ্গারপিণ্ডক (পুং) নাগরভেদ। (হরিবংশ)

শৃঙ্গারভূষণ (ক্লী) শৃঙ্গারস্য ভূষণং। সিন্দূর। (হেম)

শৃঙ্গারমঞ্জরী (স্ত্রী) বাসবদত্তাবর্ণিত নায়িকাভেদ। (বাসবদত্তা)

শৃঙ্গারমণ্ডপ (ক্লী) ১ রতিগৃহ। ২ মন্দিরবিশেষ। (স্কন্দপুরাণ)

শৃঙ্গারযোনি (পুং) শৃঙ্গারে যোনিরুৎপত্তির্যস্য। কামদেব, মদন। (হেম)

শৃঙ্গারবৎ (ত্রি) শৃঙ্গার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শৃঙ্গারবিশিষ্ট, শৃঙ্গারযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শৃঙ্গারবতী।

শৃঙ্গারবেশ (পুং) উজ্জ্বল বেশ, শৃঙ্গার জন্য সুবেশ। নায়ক রতি অভিলাষে নায়িকার নিকট যেরূপ সুন্দর সাজসজ্জায় গমন করে।

দেব-প্রতিমাদির সুন্দর বেশধারণ। বৃন্দাবনতীর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেশসজ্জা হয়। ভক্তগণ ভগবান্‌কে সুন্দররূপে সাজাইয়া সেই মনোহররূপ সন্দর্শন করেন। কেহ কেহ ইহাকে শৃঙ্গারোদ্যোতক বেশসজ্জা বলিয়া কল্পনা করেন। প্রত্যেক বিষ্ণু বা শিবমন্দিরে মন্দিরাধিষ্ঠাতৃ-দেবমূর্ত্তিকে দিবাভাগে বা শয়নের পূর্ব্বে রাত্রিকালে চন্দন কস্তূরাদি গন্ধানুলেপন ও পুষ্পমাল্যাদি ধারণ দ্বারা অপূর্ব্ব ভূষায় ভূষিত করা হয়। তৎপরে দেবমূর্ত্তির অভিষেক সহ যথারীতি দেবতার পূজা ও আরত্রিক সমাপনান্তে মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ভক্তগণের বিশ্বাস ভগবান্ শৃঙ্গারবেশে ভগবতীর সহিত রতিক্রিয়ায় কাল যাপন করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দজী প্রভৃতি বিষ্ণুমন্দিরে, কাশীর বিশ্বনাথদেবের, বাঙ্গালার বৈদ্যনাথ ও তারকেশ্বরে এবং পুরিধামে শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরে তত্রত্য বিগ্রহের শৃঙ্গার-সজ্জা হইয়া থাকে।

শৃঙ্গারশেখর (পুং) রাজভেদ। (বাসবদত্তা)

শৃঙ্গারসিংহ (পুং) কাশ্মীরস্থ সামন্তভেদ। (রাজতর° ৮।৫৩০)

শৃঙ্গারাভ্র (ক্লী) কাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও ত্রিকটু প্রত্যেক চারি আনা, এলাচি ও জায়ফল প্রত্যেকে ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। পরে সিদ্ধচণক প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ আদা ও পানের রসের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ জলপান করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয় প্রভৃতি উপশম হয় এবং বাজীকরণ ও রসায়ন অধিকারোক্ত ঔষধের ন্যায় ফল পাওয়া যায়। (ভৈষজ্যরত্না° কাসরোগাধি°)

শৃঙ্গারিন্ (পুং) শৃঙ্গারো হস্ত্যাভীতি ইনি। ১ পুগ। ২ গজ। ৩ শৃঙ্গারবিশিষ্ট। ৪ সুবেশ। ৫ মাণিক্য। (রাজনি°)

শৃঙ্গারুহা (স্ত্রী) শৃঙ্গাটক, শিঙ্গাড়া। (বৈদ্যকনি°)

শৃঙ্গাহ্ব[হ্বা] (পুং স্ত্রী) ১ জীবক। ২ শৃঙ্গাটক। (বৈদ্যকনি°)

শৃঙ্গি (পুং) মৎস্যবিশেষ, শিঙ্গী মাছ।

"মদ্‌গুরস্ত প্রিয়া শৃঙ্গী শৃঙ্গিরিত্যপি কুত্রচিৎ।
স্বাদপ্রিয়া মদ্‌গুরসীতি চ নাম দ্বয়ং ক্বচিৎ।" (শব্দরত্না°)

শৃঙ্গিক (পুং) স্থাবরবিষভেদ, শৃঙ্গীবিষ। চলিত সেঁকো।

"যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্।
স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

এই বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়।

শৃঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গা। (রাজনি°) ২ মেষশৃঙ্গী, মেড়াশিঙে। (বৈদ্যকনি°) ৩ পিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°) ৪ অতিবিষা, আতইচ্। (শব্দরত্না°)

শৃঙ্গিন্ (পুং) শৃঙ্গ-ইনি। ১ হস্তী। ২ বৃক্ষ। ৩ পর্ব্বত। ৪ ঋষিবিশেষ, শমীকের পুত্র। অভিমন্যু পুত্র রাজা পরীক্ষিৎকে ইনি শাপ প্রদান করেন, পরীক্ষিৎ ইঁহারই শাপে তক্ষকদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৫ প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। ৬ আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়াগাছ। (রাজনি°) ৭ ঋষভক। ৮ মহিষ। ৯ বৃষ। ১০ জীবক। (বৈদ্যকনি°) ১১ বিষভেদ, সেঁকোবিষ। (রত্নমালা) ১২ কন্দবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°) (ত্রি) ১৩ শৃঙ্গযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১৪ কর্কটশৃঙ্গী। ১৫ অতসী। (পর্য্যায়মুক্তা°) ১৬ আমলকী। (বাভট) ১৭ মঞ্জিষ্ঠা। ১৮ পুতিকা। (বৈদ্যকনি°) ১৯ শ্বেতাতিবিষা। ২০ অতিবিষা।

শৃঙ্গিন (পুং) শৃঙ্গে শুঃ অস্তেতি শৃঙ্গ (জ্যায়াতমিত্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি ইনচ্। মেষ। (হেম)

শৃঙ্গিনী (স্ত্রী) শৃঙ্গে শুঃ অস্ত্যা ইতি শৃঙ্গ-ইনি-ঙীষ্। ১ গো, গাভী। (অমর) ২ শ্লেষ্মঘ্নীবৃক্ষ। ৩ মল্লিকাবৃক্ষ। ৪ জ্যোতিষ্মতীবৃক্ষ। (মেদিনী) ৫ অতিবিষা, আতইচ্। (রাজনি°) ৬ নন্দাবট। (বৈদ্যকনি°)

শৃঙ্গিপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্য ঋষিভেদ।

শৃঙ্গিরা, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩১।৪৫)

শৃঙ্গী (স্ত্রী) শৃঙ্গি বা ঙীষ্। মৎস্য বিশেষ, চলিত শিঙ্গীমাছ, পর্য্যায় মদ্‌গুরপ্রিয়া, মদ্‌গুরী, মদ্‌গুরসী, অপ্রিয়া, শৃঙ্গি। গুণ—স্বাদুরস, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, কফবর্দ্ধক, শোথ, পাণ্ডু, বায়ু ও পিত্তনাশক। (রাজবল্লভ) ২ অতিবিষা। ৩ ঋষভৌষধ। (অমর) ৪ কর্কট শৃঙ্গী। ৫ প্লক্ষ। ৬ বট। ৭ বিষ। ৮ অলঙ্কার সুবর্ণ।

শৃঙ্গীকনক (ক্লী) শৃঙ্গী মণ্ডনস্বর্ণং তদেব কনকং। অলঙ্কার সুবর্ণ, অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য যে সুবর্ণ গৃহীত হয়, তাহাকে শৃঙ্গীকনক কহে। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "অলঙ্কারস্তু কুণ্ডলাদের্যৎ সুবর্ণং তৎ শৃঙ্গীকনকমুচ্যতে, শৃঙ্গী অলঙ্কারঃ তদর্থং কনকং শৃঙ্গীকনকং অলঙ্কারসুবর্ণস্ত শৃঙ্গীতি চ নাম, 'স্ত্রী শৃঙ্গী মণ্ডনস্বর্ণে' ইতি রত্নকোষঃ। শৃঙ্গী হ্রস্বান্তা চ শৃঙ্গতি কর্ণাদীন্ শৃঙ্গিশ্রগি স্লগি ব্রজে নাম্নীতি ইঃ নিপাতনাৎ ক্তিঃ পাচ্ছোপাদীতি ঙীপি শৃঙ্গী" (ভরত)

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগে ব্যবহৃত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টিকারী, বৃহতী, বাসক মূলের ছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর ও পিপুলমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, পারুল ছাল ২৪ তোলা এই সকল দ্রব্য শিলাতলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিবে, পরে ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ৮০ তোলা, ঘৃত ৪০ তোলা ও দুগ্ধ ৮০ তোলা মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে, পাক শেষে কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুণ্ঠী ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালিশপত্র ৩ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে ৮ তোলা মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান কাঠবিড়ালের মাংসচূর্ণ ১ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত ঔষধসেবনের অব্যবহিত পরেই ইহার একটী বটিকা চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হইবে। উক্ত বটিকা প্রস্তুত অসম্ভব হইলে অগত্যা তেঁতুলপত্রের কাথ ৬ রতি হিঙ্গুর সহিত সেবনীয়; যদি ইহারও অভাব ঘটে তবে ঐ গুড়ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। ইহাতে শত শত বৈদ্য পরিত্যক্ত বহুকালের প্রবল শ্বাস ও উপদ্রবযুক্ত কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

শৃঙ্গীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শৃঙ্গেরিপুর (ক্লী) নগরভেদ, শৃঙ্গগিরিপুর।

শৃঙ্গেরিমঠ (পুং) শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ মঠ। [শৃঙ্গেরী দেখ।]

শৃঙ্গেরী (শৃঙ্গগিরি), দাক্ষিণাত্যের মহিসুররাজ্যের কাদুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে শঙ্কর মঠ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা শঙ্করমতাবলম্বিগণের নিকট একটী পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রাম তুঙ্গানদী তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ২৫´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৭´ ৫০´´ পূঃ।

স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এই স্থলে বিভাণ্ডক ঋষি তপস্যা

করিতেন এবং রামায়ণপ্রসিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বেদান্তমতপ্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এখানে আসিয়া মঠ স্থাপন করেন, তাহা হইতেই এই স্থানের প্রসিদ্ধি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। প্রবাদ আছে, শঙ্করাচার্য্য ঐ সময়ে কাশ্মীর হইতে সারদ-অম্মা বা সরস্বতীমূর্ত্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শঙ্করের পর হইতে শৃঙ্গেরি মঠের গুরুপ্রণালী সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারা সকলেই "জগদ্‌গুরু" নামে আখ্যাত। স্থানীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ও শৈব ধর্ম্মাবলম্বীরা সকলেই জগদ্‌গুরুকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন। শৃঙ্গেরিমঠাচার্য্য জগদ্‌গুরু নৃসিংহ আচার্য্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সময় সময় ভারতের নানা স্থানে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। তিনি ভ্রমণকালে নানা স্থানে দেশহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

তুঙ্গা নদীর তটে এই মঠের বহু ভূসম্পত্তি আছে। উহা মাঙ্গনী ভূমি নামে খ্যাত। এই ভূসম্পত্তি প্রাচীন সময় হইতে দেবোত্তর রূপে প্রদত্ত। এতদ্ব্যতীত মহিসুররাজও শৃঙ্গেরি মঠের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। বৎসরের মধ্যে অনেকবার শৃঙ্গেরিতে বহু উৎসব হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবে সহস্র সহস্র লোকসমাগম হয়। উৎসবের সময়ে মঠের ব্যয়েই বহু লোককে ভোজ দেওয়া হয়। এই সময়ে কাঙ্গাল স্ত্রীলোকদিগকে জামা ও কাপড় এবং কাঙ্গালীদিগকে অর্থ দান করা হয়।

শৃঙ্গেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। সম্ভবতঃ শৃঙ্গীশ্বর তীর্থস্থ প্রসিদ্ধ লিঙ্গ।

শৃঙ্গোৎপাদন (ত্রি) শৃঙ্গস্য উৎপাদনং যস্মাৎ। ১ শৃঙ্গোৎপাদনকারী, যাহা হইতে শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। ২ শৃঙ্গের উদ্গম।

শৃঙ্গোৎপাদিনী (স্ত্রী) যক্ষিণীভেদ।

শৃঙ্গোচ্ছ্রয় (পুং) উচ্চশৃঙ্গ।

শৃঙ্গোন্নতি, গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিশেষ (Right ascension)।

শৃঙ্গোষ্ণীষ (পুং) সিংহ। (হেম)

শৃঙ্গ্য (ত্রি) শৃঙ্গ ইব (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি য। শৃঙ্গতুল্য, শৃঙ্গসদৃশ।

শৃণি (স্ত্রী) অঙ্কুশ। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "শৃণাতি মর্ম্মস্থানং শৃণিঃ শৄ-শৄ হিংসনে কৄগ্‌ জ্যা গ্রাহাবাদের্নিরিতি বাদিত্বাৎ কেনিঃ নিপাতনাদিহ হ্রস্বঃ। নাম্নীতি ড়ৃণির্বা।

"শৃণিরঙ্কুশবাচী চ কাশশ্চ তৃণবাচকঃ।" (ভরত)

শৃত (ত্রি) শ্রা-পাকে ক্ত (শৃতং পাকে। পা ৬।১।২৭) ইতি শৃভাবঃ। ১ পক্ব ক্ষীরাজ্যপয়ঃ, পক্ব দুগ্ধ ঘৃত বা জল। (অমর) ২ কথিত, পর্য্যায় কাথ, কষায় ও নির্য্যূহ।

বৈদ্যকমতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে— এক পল পরিমাণ দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া তাহার ১৬গুণ জলে মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে জাল দিয়া ৮ ভাগের একভাগ থাকিতে নামাইবে। ইহাকে শৃত বা কাথ কহে। এক কর্ষ হইতে এক পল পর্য্যন্ত দ্রব্যে ১৬ গুণ জল প্রদান করিতে হইবে। এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত দ্রব্যের পরিমাণ হইলে তাহার ৮ গুণ জল দ্বারা শৃতপাক করিতে হয়। তদূর্দ্ধ প্রস্থ প্রভৃতি করিয়া দ্রব্যের মান যতই হউক, জল চতুর্গুণ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা মৃদু অগ্নির জালে পাক করিতে হয়।

পানবিধি—ইহা প্রবল অগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা, মধ্যমাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ৬ তোলা, এবং হীনাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে ৪ তোলা পান বিধেয়।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, শৃতদ্রব্য একপল গ্রহণ করিয়া ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ঐ পাদশেষ কাথ প্রবল অগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমস্ত পান করাইবে, মধ্যাগ্নিবিশিষ্টকে অর্দ্ধেক এবং হীনাগ্নিবিশিষ্টকে আট ভাগের এক ভাগ পান করিতে দিবে। পাদশেষ কাথ অপেক্ষা অষ্টাংশ শেষ কাথ অধিক গুরু এবং গুণবিশিষ্ট, এই জন্য প্রবলাগ্নিব্যক্তি ২ পল এবং হীনাগ্নিবিশিষ্ট ১ পল পান করিবে।

শৃতের সহিত যদি কোন দ্রব্য প্রক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মে দিতে হয়। চিনি প্রক্ষেপ দিলে বাতজনিত রোগে ৪ ভাগের একভাগ, পিত্তজনিত রোগে ৮ ভাগের এক ভাগ এবং কফজনিত রোগে ১৬ ভাগের একভাগ দিতে হয়। মধু প্রক্ষেপ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজনিতরোগে ১৬ ভাগের একভাগ, পিত্তজনিত রোগে ৮ ভাগের ১ ভাগ, কফজনিত রোগে ৪ ভাগের এক ভাগ দিবে।

জীরা, গুগ্‌গুলু, যবক্ষার, সৈন্ধব, শিলাজতু, হিঙ্গু ও ত্রিকটু, এই কএকটী প্রক্ষেপ দিতে হইলে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দিতে হয়। দুগ্ধ, শৃত, গুড়, তৈল, অথবা অন্য কোন প্রকার দ্রব পদার্থ কল্ক চূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিতে হইলে ২ তোলা পরিমাণে দিতে হয়। (ভাবপ্রকাশ)

"দ্রব্যাদাপোথিতাত্তোয়ে বহ্নিনা পরিতাপিতাৎ।
নিঃসৃতো যো রসঃ পূতঃ স শৃতঃ সমুদাহৃতঃ॥" (বৈদ্যক)

সুকুট্টিত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত করিয়া জল দিয়া অগ্নিতে পাক করিলে যে বিশুদ্ধ রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে শৃত কহে।

শৃতকাম (ত্রি) ১ (দুগ্ধ) জাল দিতে ইচ্ছুক। ২ পাক করিতে ইচ্ছুক।

শৃতঙ্কর (ত্রি) পাককারী। (তৈত্তিরীয়স° ৩।৩।৮।১)
শৃতঙ্কর্ত্তৃ (ত্রি) সিদ্ধকারক, পাচক। (তৈত্তিরীয়স° ৩।১।৪।৪)
শৃতকৃত্য (ক্লী) পাককার্য্য। (তৈত্তিরীয়স° ২।৬।৩০)
শৃতত্ব (ক্লী) পাকের ভাব বা ধর্ম্ম। শৃতকার্য্য।
শৃতপা (স্ত্রী) পক্ক সোমাদি হবিঃ অপহরণ করিয়া পানকারী। "শৃতপান্ অনিন্দ্রান্ বাহুক্ষদঃ" (ঋক্ ১০।২৭।৬) 'শৃতপান্ শৃতানি পক্কানি সোমাদিহবীংষি অপহৃত্য পিবতঃ' (সায়ণ)
শৃতপাক (ত্রি) দেবগণের উপযুক্ত পাকবিশিষ্ট।
"মেধং শৃতপাকং পচন্ত" (ঋক্ ১।১৬২।১০)
'শৃতপাকং দেবযোগ্যপাকোপেতং' (সায়ণ)
শৃতশীত (ক্লী) পক্ক শীতল জলাদি; জল পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাকে শৃতশীতজল কহে। গুণ—জীর্ণজ্বর ও সন্নিপাত-নাশক; ধাতুক্ষয়, রক্তবিকার, বমি, রক্তমেহ ও বিষ-বিভ্রমে পথ্য। (ভাবপ্র°) রাজনির্ঘণ্ট মতে এই জল পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায়, বাত, নবজ্বর, হিক্কা ও আধ্মানে বিশেষ উপকারী।
শৃতাতঙ্ক্য (ত্রি) ১ পাকভয়। ২ পাকরোগ। ৩ জ্বাল দ্বারা দুগ্ধ ঘন করা। (তৈত্তিরীয়স° ৫।২।৯।৩)
শৃতাবদান (ক্লী) পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টকাদি প্রস্তুতের জন্য বিভাগবিন্যস্ত কাষ্ঠ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২।৬।৪৭)
শৃতোষ্ণ (ত্রি) ১ পাকতপ্ত। ২ পাকদ্বারা উত্তপ্ত খাদ্যাদি।
শৃধ, ১ উন্দন, ক্লেদন, আর্দ্রীভাব। ভ্বাদি° উভ° অক° সেট্ ক্ত্বা প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ বিধান হয়। ২ কুৎসিত শব্দ, পর্দ্দন, অপান বায়ুৎসর্গ, চলিত পাদ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। ক্ত্বা বেট্। লট্ শর্দ্ধতি-তে। লিট্ শশৃধে। লুট্ শর্ধিতা। লুঙ্ অশর্ধীৎ, অশর্ধিষ্ট। লুট্ শর্ধিতা। লৃট্ শৎর্স্যতি, শর্ধিষ্যতে। লৃঙ্ অশৎর্স্যৎ, অশর্ধিষ্যতে। লুঙ্ অশৃধৎ, অশর্দ্ধিষ্ট। সন্ শিশর্ধিষতি-তে। শিশৃৎসতি, শিশর্ধিষতে; যঙ্ শরীশৃধ্যতে। যঙ্ লুক্ শরীশর্দ্ধি।
শৃধ—১ প্রসহন। ২ প্রহসন। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শর্ধয়তি। লুঙ্ অশশর্ধৎ।
শৃধু (পুং) শৃধ বাহুলকাৎ-কু। ১ বুদ্ধি। ২ গুদ। (বিশ্ব)
শৃধূ (পুং) শৃধ (ভূতি শৃধ্বোঃ কুঃ। উণ্ ১।৯৩) ইতি কূ। ১ কুৎসিত। ২ অপান। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি)
শৃধ্যা (স্ত্রী) উৎসাহনীয় কর্ম্ম। "যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং" (ঋক্ ২।১২।১০) 'শৃধ্যাং উৎসাহনীয়ং কর্ম্ম' (সায়ণ)
শৄ, হিংসা। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শৃণাতি। লিঙ্ শৃণীয়াৎ। লিট্ শশার, শশরতুঃ শশ্রুতুঃ। লুট্ শরিতা, শরীতা। লৃট্ শরিষ্যতি, শরীষ্যতি। লুঙ্ অশারীৎ, অশারিষ্টাং, অশারিষুঃ। সন্ শিশরিষতি, শিশরীষতি, শিশীর্ষতি। যঙ্ শেশীর্য্যতে। যঙ্ লুক্ শাশর্ত্তি। ণিচ্ শারয়তি। লুঙ্ অশীশরৎ।
শেওড়া (দেশজ) গুল্মভেদ, শাখোট।
শেওড়া (শেওরহা), মধ্যভারত এজেন্সীর বুন্দেলখণ্ডের দতিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মোবার হইতে ৫৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে হিন্দুর বসবাসই অধিক।
শেওতা, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যাবিভাগের সীতাপুর জেলার বিশ্বান্ তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। চৌকা ও ঘর্ঘরা নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে সীতাপুর নগর হইতে ৩২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কনোজ-রাজ জয়চাঁদের অনুগৃহীত আল্হা নামক একজন চন্দেল রাজপুতসর্দ্দার রাজার নিকট হইতে গন্জারপ্রদেশ জায়গীর পান। তাহারই বংশধরগণ ঠাকুর উপাধিতে এখানকার অধিকারী। এখানে এখনও আল্হার প্রতিষ্ঠিত কেল্লা ও একটী পুরাতন মসজিদ বিদ্যমান আছে।
আল্হা ঠাকুর একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। মতান্তরে প্রকাশ, তিনি মহোবারাজ পরমালদেবের একজন প্রধান সেনানায়ক। ইনি বনাফর-বংশীয় বলিয়া খ্যাত।
শেওদিবদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। এখানকার অধিকারীরা বড়োদার মহারাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন।
শেওনাথ (শিবনাথ), মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার পানাবারস সামন্তরাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত একটী নদ। অক্ষা° ২০°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৩´ পূর্ব্ব হইতে উদ্ভূত হইয়া পার্ব্বত্যপথ অতিক্রমপূর্ব্বক নন্দগাঁও রাজ্য ও রায়পুর জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। ইহা কতকস্থানে রায়পুর ও বিলাসপুরের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়া দেবীঘাটের নিকট মহানদীতে মিলিত হইয়াছে। আগর, হাম্প, মণিয়ারী, কারুণ ও লীলাগার নামক শাখা নদী নিরন্তর ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকে।
শেওনী, (শিওনী বা শিবানী,) মধ্য প্রদেশের চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন একটি জেলা। অক্ষা° ২১° ৩৬´ হইতে ২২°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১৪´ হইতে ৮০°১৯´ পূঃ: ইহার উত্তর সীমায় জবলপুর, পূর্ব্বে মণ্ডলা ও বালাঘাট জেলা, দক্ষিণে বালাঘাট, নাগপুর ও ভাণ্ডারা জেলা এবং পশ্চিমে নৃসিংহপুর ও ছিন্দবাড়া জেলা। ইহার মোট ভূপরিমাণ ৩২৪৭ বর্গমাইল, শিওনী নগরে ইহার বিচার সদর।
সাতপুরা পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমি লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার উত্তরে নর্ম্মদার উপত্যকাভূমি এবং দক্ষিণে

নাগপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। জেলার উত্তর ও পশ্চিমে লক্ষ্মণা-দোন ও শিওনী নামক সুবিস্তৃত অধিত্যকা ভূমি এবং তাহাদের মধ্যভাগস্থ উপত্যকাভূমি; পূর্ব্বাংশে একমাত্র বেণগঙ্গা নদীর পার্ব্বত্য অববাহিকা প্রদেশ ও তাহার মধ্যস্থ উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়। শিওনী ও লক্ষণাদোন অধিত্যকা সমুদ্র হইতে ১৮০০—২০০০ ফিট্ উচ্চ।

বেণগঙ্গাই এথানকার প্রধান নদী। ঐ নদী কুরাইঘাটের নিকটে নাগপুরের কিছু পূর্ব্বে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বালা-ঘাট ও শেওনীর সীমারূপে চলিয়া গিয়াছে। হীরী ও সাগর নামক শাখানদীদ্বয় দক্ষিণকূল হইতে এবং থেলী, বিজনা ও থানবার বামকূল হইতে ইহার কলেবর নিরন্তর পুষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তীমার ও শের নামক নদীদ্বয় উত্তরা-ভিমুখে অগ্রসর হইয়া নর্ম্মদায় মিলিত হইয়াছে এবং জেলার পশ্চিমে শেওনী মধ্যে পেঁচ নামক নদী প্রবাহিত। সোনাই ডোঙ্গরী নগরের নিকটে নাগপুর ও জবলপুর রাস্তা কোর নদী অতিক্রম করিয়াছে। এই স্থানে নদীবক্ষে একটী সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু বিদ্যমান আছে। এই জেলার নানা স্থানে লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু একমাত্র পিপাবাণীর নিকটস্থ জুতামা নামক স্থানে লৌহের কারখানা স্থাপিত আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীস্রোতে স্বর্ণরেণু প্রবাহিত হইয়া আইসে। স্থানীয় সোঙ্গি-রিয়া ও মুণ্ডিয়া নামক জাতিরা বালি ধুইয়া ঐ সোণা সংগ্রহ করে। এই পর্ব্বতপ্রধান দেশের দক্ষিণে Crystalline rock পশ্চিম সীমায় metamorphic rock, gneiss ও micaceous schist ও পূর্ব্বে স্ফটিক ও trap নামক প্রস্তর স্তর পাওয়া যায়। উত্তরেও laterite প্রস্তরের বিস্তীর্ণস্তর আছে।

ঐ বিস্তীর্ণ অধিত্যকাদেশের মধ্যে মধ্যে যে সকল উপত্যকা-ভূমি নয়নগোচর হয়, তাহার সকল গুলিই সমধিক উর্ব্বরা নহে। যেখানে কাল মাটি দৃষ্ট হয় সেই স্থানে চাসবাস সুবিধাজনক বটে, কিন্তু যেথানে চূর্ণমিশ্রিত কর্দ্দম বা জলার নিকট বাঁধসমূহ বিরাজিত, সেই সকল স্থানে আদৌ কোনরূপ শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। জেলার দক্ষিণে উন্নত পার্ব্বত্যদেশে যে খণ্ড খণ্ড বালুকাময় উপত্যকা আছে, তাহাতে শস্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। এথানে পূর্ব্বে শাল ও সেগুণের বিস্তৃত বন ছিল। জ্বালানি কাষ্ঠের ও পোড়া কয়লার জন্য পুরাতন শাল গাছ গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজরাজের বনবিভাগের আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, এথানে শালগাছ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ঐ সময় হইতে যে সকল গাছ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আদৌ সার হয় নাই। বেণগঙ্গার তীরেও চারা সেগুণ গাছের বন দৃষ্ট হয়। সোনাবাণীর নিকটে বিস্তৃত বাঁশ বন আছে।

এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। পুরাণ বর্ণিত রাজা বিন্ধ্যশক্তি বিন্ধ্যাদ্রি প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। অধিকসম্ভব, তদ্বংশধরগণ সাতপুরার অধিত্যকা দেশেও শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট, চালুক্য প্রভৃতি কয়েকটী বিজেতৃ-রাজবংশ এথানে রাজ্য বিস্তার করেন, তাহা অজন্টা গুহামন্দিরের রাশিচক্র-গুহার শিলালিপি এবং শেওনীতে প্রাপ্ত কতকগুলি তাম্রফলক হইতে প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এথানকার প্রকৃত ইতিহাস গড়-মণ্ডলাধিপতি রাজা সংগ্রাম শাহের রাজ্যকাল হইতে গণনা করা যায়।

রাজা সংগ্রাম শাহ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভুজবলে ৫২টী সামন্ত সর্দ্দারের অধিকৃত প্রদেশ আপনার শাসনভুক্ত করেন। তন্মধ্যে ঘনশোর, চৌরী ও দোঙ্গরতাল নামক প্রদেশত্রয় বর্ত্তমান জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া গঠিত ছিল। প্রায় দুই শতাব্দ পরে ঐ বংশের রাজা নরেন্দ্র শা মণ্ডলার রাজদ্রোহনিবারণ করার সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ দেওগড়পতি রাজা ভক্ত বলন্দকে উক্ত স্থানত্রয় প্রদান করেন। রাজা ভক্তবলন্দ নব প্রাপ্ত শেওনী রাজ্যের সুশাসন জন্য নিজ আত্মীয় রাজা রামসিংহকে তৎ-প্রদেশের শাসনভার দিয়াছিলেন। রাজা রামসিংহই এথানকার ছাপরা নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু পরে, রাজা ভক্ত বলন্দ রাজ্যবৃদ্ধিবাসনায় উদ্দীপ্ত হইয়া সেনাবল বৃদ্ধি করিতে উদ্যোগী হন। এই সময়ে তাজ খাঁ নামক একজন মুসলমান বীরের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। রাজার সাহায্য পাইয়া তাজখাঁ ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত সান-গড়ী প্রদেশ অধিকার করিয়া লন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলে দেওগড়ের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজশক্তি খর্ব্ব করেন; কিন্তু তাজখাঁর পুত্র মহম্মদ খাঁ নাগপুরপতিকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি সান্‌গড়ীতে থাকিয়া উপর্য্যুপরি ৩ বৎসর কাল মহারাষ্ট্র-সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নাগপুররাজ তাঁহার এই অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি সান্‌গড়ী ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তৎ-পরিবর্ত্তে তাঁহাকে শেওনী জেলা অর্পণ করা হইবে। মহম্মদ খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রঘুজী তাঁহাকে দেওয়ান উপাধি দিয়া ছাপরায় প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি ছাপরায় যাইয়া শিওনী শাসন করিতে থাকেন।

এই সময়ে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে দেওয়ান মহম্মদখাঁকে নাগপুর-রাজধানীতে যাইতে হয়। সেই সুযোগে মণ্ডলারাজ

ছাপরা আক্রমণ ও অধিকার করেন। যুদ্ধে যে সকল সেনা নিহত হয়, তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে একটী বিস্তৃত গর্ত্ত খুড়িয়া পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছিল। তৎপরে তাহার উপরে একটী চতুষ্কোণ সমাধিমন্দির গাঁথিয়া দেওয়া হয়। এখনও ভগ্ন দুর্গ মধ্যে ঐ সমাধির নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাহাই হউক, ছাপরায় মুসলমানদিগের পরাজয় সংবাদ যথাসময়ে মহম্মদ খাঁর নিকট পৌছে। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নাগপুর হইতে বহুসংখ্যক সেনা লইয়া ছাপরা অধিকার করিয়া লন। ঐ যুদ্ধে সন্ধি অনুসারে থানবার ও গঙ্গা নদী শিওনী ও মণ্ডলা রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হয়। ১৭৬১খৃঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাজিদ খাঁ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মাজিদপুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। আমীন খাঁ শিওনীতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। প্রায় ২০ বৎসর রাজ্য করিয়া আমীন গতায়ু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ জমান শাহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। এই নবীন দেওয়ান দুর্ব্বলচিত্ত হওয়ায় রাজ্যে নানা অমঙ্গল ঘটিতে থাকে। তৎকালে ছাপরা নগর রাজধানী রূপে গণ্য না থাকিলেও উহার জনসংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। এই সময়ে পেণ্ডারী-দস্যুদল ঐ সমৃদ্ধ নগর লুণ্ঠন করিতে অভিলাষী হইয়া সদলে আগমন করেন। তাহারা নগরবাসীর ধনরত্ন অপহরণকালে প্রায় চল্লিশ হাজার নগরবাসীর প্রাণ সংহার করিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে নগরটী শ্রীভ্রষ্ট ও সমৃদ্ধিহীন হইয়া পড়ে। দেওয়ানের এই অকর্ম্মণ্যতায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে বেরার ছাড়িয়া দিতে হইল বলিয়া নূতন সম্পত্তি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নাগপুরপতি মহম্মদ জমান শাহকে পদচ্যুত করেন। তৎপরে তিনি ঐ সম্পত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা মুনফায় খড়্গা ভারতী নামক একজন গোঁসাঞীকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নাগপুর-রাজশক্তির অবসানের পর, শেওনী ইংরাজের অধিকারে আইসে এবং তদবধি এই স্থানে আর কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে নাই। এখানকার উমারগড়, ভৈঁসাগড়, প্রতাপগড় ও কানাইগড় নামক স্থানে কএকটী ধ্বস্ত গিরিদুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সোণবারা বনমধ্যে অষ্টাগ্রামের নিকটে ও উগলির নিকটে হীরা নদী গর্ভস্থ উচ্চ শৈলখণ্ডে দুইটী গোঁড়দুর্গ আছে। ঘনসোর নামক স্থানে ৪০টী ভগ্ন মন্দিরের নিদর্শন রহিয়াছে। উহা দ্বারা ঐ নগরের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উহার কতকগুলি দাক্ষিণাত্যের হেমাড়পন্থী সম্প্রদায়ের ব্যয়ে ও উদ্যোগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

২ উক্ত জেলার একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ১৬৬৪ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৫′ ৩০″ উঃ দ্রাঘি° ৭৯° ৩৫′ পূঃ। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আমীন খাঁ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

শেওনী, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৯১ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ২ঃ° ২৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৯′ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলে কর্ত্তৃক এই প্রদেশ আক্রমণের পর হইতে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য হোসঙ্গাবাদ হইতে আসিয়া এই দুর্গ অধিকার করে। এই নগর সমগ্র নর্ম্মদা উপত্যকার একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। ভোপাল, নরসিংহপুর ও হোসঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে তুলা আমদানী হইয়া আসে। এখান হইতে বোম্বাই সহরে মাল যাইবার একটী পাকা রাস্তা আছে। গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা রেলপথের এখানে একটী ষ্টেসন আছে।

শেওপুর (শিবপুর), মধ্যভারত এজেন্সীর অধীন,গোয়ালিয়ার-রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ২৯′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬′ ৪১′ ১৫″ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর একটী রাজপুত সামন্তরাজের অধীনে ছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দৌলতরাও সিন্দের সেনাদল এই নগর অধিকার করে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন সিন্দে-সেনাপতি জেনারল বাপ্তিস্তে ২০০ শত সেনা লইয়া নগর ও দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন, তখন রাজপুত সর্দ্দার জয়সিংহ ষষ্টি সংখ্যক মাত্র সেনা লইয়া বাপ্তিস্তেকে সপরিবারে বন্দী করেন।

শেওরাজ, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য প্রদেশ। শৈপ্ত ও শতদ্রু নামক নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মধ্য হিমালয় পর্ব্বতের জালোরী নামক একটী গিরিশ্রেণী এই প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশ অতীব মনোরম। পর্ব্বতগাত্রস্থ পল্লীগুলি সুইজর্লণ্ডের "Chalets" এর মত। স্থানীয় রমণীরা বহুস্বামিকাচার-পরায়ণ।

শেওরাণী (শিবরাণী), তকৎ-ই-সুলেমান নামক পর্ব্বতের একটী অংশ। দেরাইস্মাইল খাঁ হইতে দেরাফতে খাঁ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বতে যে মিশ্র পাঠান জাতির বাস আছে, তাহারাও শেওরাণী নামে বিদিত।

শেওরী-নারায়ণ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী সুপ্রাচীন নারায়ণ মন্দির

বিদ্যমান। ঐ মন্দিরগাত্রে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এই নগরে রত্নপুর-রাজগণের রাজধানী ও প্রাসাদ স্থাপিত ছিল। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে দেবোদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে।

শেখ (পারসী) ১ আরব ও সিরিয়াদেশস্থ মুসলমানজাতির দলপতি বা সর্দ্দার। ২ ভারতবর্ষস্থ মুসলমানসম্প্রদায়ের একটী বিভাগ। ইহারা সৈয়দ, মোগল বা পাঠান হইতে ভিন্ন। ভারতীয় ইস্লামধর্ম্মাবলম্বীরা সাধারণতঃ শেখশ্রেণীভুক্ত।

শেখপুরা, বাঙ্গালার মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৮´ ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৩´ ১১´´ পূঃ।

শেখবুদ্দীন্, পশ্চিম ভারতের দেরা ইস্মাইলখাঁ ও বান্নু জেলার সীমান্তস্থিত একটী শৈলাবাস। এখানে মুসলমান সাধু শেখ বহা-উদ্দীনের সমাধি বিদ্যমান আছে। শেখ বহা-উদ্দীন্ হইতে এই স্থানের শেখবুদ্দীন্ নামকরণ হইয়াছে। অক্ষা° ৩২° ১৭ ৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫০´ ৪৮´´ পূঃ।

শেখর (পুং) শিখি গতৌ বাহুলকাৎ অর প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শিখাবস্থিত মাল্য।

'শিখাবিন্যস্তমালায়ামাপীড়ঃ শেখরোঽপি চ।' (শব্দরত্না°)

২ শিরোভূষণ মাত্র, চূড়া, কিরীট। ৩ গীতাঙ্গ ধ্রুববিশেষ।
"দ্বাদশাক্ষরপাদঃ স্যাৎ স চাল্পগুরুকঃ প্রভোঃ।
হংসকে চ রসে বীরে গীয়তে শেখরো ধ্রুবঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)
৪ শৃঙ্গ। (ক্লী) ৫ লবঙ্গ। (রাজনি°) ৬ শিগ্রুমূল, সজিনার শিকড়। (শব্দচ°)

শেখরজ্যোতিস্ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭২।২৬৮)

শেখরভট্ট, স্তোভভাষ্যপ্রণেতা।

শেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর (পুং) ধূর্ত্তসমাগমপ্রণেতা। ইঁহার কবিশেখর ও আচার্য্য উপাধি ছিল।

শেখরিত (ত্রি) মুকুটযুক্ত। (ভাগবত° ১০।৮৩।৮)

শেখরী (স্ত্রী) বন্দা, পরগাছা, বৃক্ষের উপর যে আগাছা হয়, তাহাকে শেখরী কহে। (রাজনি°)

শেখাবতী, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ একটী প্রদেশ অক্ষা° ২৭° ২০´ হইতে ২৮° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪০´ হইতে ৭৬° ৫´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে পঞ্জাবের অন্তর্গত লোহারু ও পাতিয়ালা সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে জয়পুর রাজ্য, দক্ষিণে যোধপুর বা মারবাড় এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে বিকানির রাজ্য। ভূপরিমাণ ৫৪০০ বর্গ-মাইল।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই, পশ্চিমের অধিকাংশ স্থানই বিকানির রাজ্যের ন্যায় বালুকাময় মরু সদৃশ। উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র মণ্ডিত পূর্ব্বাংশের কতক স্থান জয়পুর রাজ্যের তুল্য শ্যামল ভূষায় ভূষিত। এখানে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আছে। উহা জয়পুর রাজ্যের উত্তরাংশে উদ্ভূত হইয়া শেখাবতীর মধ্যস্থ বালুকাময় প্রান্তরে বিলীন হইয়াছে। এখানকার কাছোর-রেরাস নামক স্থানীয় লবণহ্রদ হইতে বৎসরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হয়। বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য করিলে ঐ স্থান হইতে আরও প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এখানে ক্ষেত্রিনামক স্থানের নিকটে একটী সুবৃহৎ তামার খনি আছে। ভারতের কুত্রাপি আর এরূপ খনি নাই। তাম্র মিশ্রিত অগ্নিপ্রস্তর (Copper pyrites and tetrahedrite) কার্ব্বনেটস্, হীরাকস, মনঃশিলা প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

জয়পুররাজের কএকজন বংশধর রাজপুতসর্দ্দার শেখাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সকলেই পরস্পরে সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ এবং বিপদের সময় জয়পুরপতির সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শেখাবৎগণ কচ্ছবাহবংশীয় এবং সকলেই অম্বরেশ্বরকেই আপনাদের অধিপতি বলিয়া জ্ঞান করে। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে জয়পুর মহারাজের কনিষ্ঠপুত্র বালাজির একতম পৌত্র শেখাজি হইতে তদ্বংশীয়গণ শেখাবৎ নামে অভিহিত হয়। শেখাজি মহারাজের নিকট হইতে এই প্রদেশ জীবিকানির্ব্বাহের বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন। শেখাজির পিতা পুত্র কামনা করিয়া আচ্রোলের মুসলমান সাধু শেখ বুর্হানের পূজা মানস করেন এবং সাধুর নামানুসারে জাত সন্তানের নাম শেখজি রাখেন। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও সদ্যোজাত শেখাবৎ বালকদিগের হস্তে শেখের সম্মানার্থ 'বাদিয়া' (সূত্র) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। দুই বৎসর কাল ঐ সূত্রের তাগা বাঁধা থাকে এবং ঐ সময়ে বালককে নীল-কুর্ত্তা ও টুপি পরান হয়। উক্ত পীরের প্রতি ভক্তি নিবন্ধন শেখাবতেরা আজিও শূকর মৃগয়া করেন না।

শেখাজি স্বীয় ভুজবলে বিপুল অর্থ ও রাজ্য অর্জ্জন করেন। তাঁহার বংশধর কএক পুরুষে শেখাবৎদিগের শক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহারা জয়পুররাজ্যের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া, একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজপুত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেখাজির প্রপৌত্র রায় শীল হইতে দক্ষিণ শেখাবৎ বা "রায়শীলোত" রাজপুত শাখার এবং রায় শীলের কনিষ্ঠ পুত্র উত্তর শেখাবৎ বা সাধানী নামক রাজপুতসর্দ্দারবংশের উদ্ভব হয়। সাধানী রাজবংশ উক্ত প্রদেশের উদয়পুর নগরে এবং রায়শীলোতের বংশ খান্দেলা রাজধানীতে রাজত্ব করিতে থাকেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত বংশ হইতে আরও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সকল সর্দ্দারেরা প্রায়ই পরস্পরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া আপনাদের পরস্পরের সংহারসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সকল সময়েই শেখাবৎগণ রায়শীলোতদিগকে আপনাদের দলের অধিনায়ক

বলিয়া গ্রহণ করিতেন। দিল্লীশ্বর রায় শীলকে খান্দেল ও উদয়পুর-বাসী দুর্দ্ধর্ষ শেখাবৎগণের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া দেন। আইন অকবরীতে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে ১২৫০ সেনার মনসবদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ডি বোইনের পরিচালিত মরাঠা-সৈন্য মের্ত্তাযুদ্ধে শেখাবৎদিগকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহাদের উপদ্রবে খান্দেলা রাজধানী ও অন্যান্য নগর ধ্বংস হইয়া যায়; ক্ষতিপূরণস্বরূপ শেখাবৎগণ বিস্তর অর্থ দিয়া খান্দেল-রাজধানী রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর, অদৃষ্টান্বেষী য়ুরোপীয় বীরপুঙ্গব জর্জ্জ টমাস্ একবার জয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে খান্দেলপতি জয়পুররাজের বিরুদ্ধে জর্জ্জ টমাসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অবশেষে খান্দেলপতি জয়পুর-রাজকেই আপনাদের নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি অন্তরের সহিত তাঁহার বশ্যতাপাশে আবদ্ধ হন নাই। শিকার, খান্দেলা, ক্ষেত্রি ও কোট পুটলির সর্দ্দারেরাই শেখাবৎ সামন্তগণের প্রধান বলিয়া গণ্য।

শেখোপুরা, পঞ্জাবের গুজরান্‌বালা জেলার হাফিজাবাদ তহ-শীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। হাফিজাবাদ নগর হইতে ২২ মাইল দূরে হাফিজাবাদ-লাহোর রাস্তার ধারে অবস্থিত। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নির্ম্মিত একটা প্রাচীন ধ্বস্ত দুর্গ অদ্যাপি এখানে বিদ্যমান আছে। জাহাঙ্গীরের পৌত্র কুমার দারা শেকোর নামানুসারে এই নগর শেকোপুরা বা শেখোপুরা নামে আখ্যাত হয়। দারা শেকোর কাটা খাল, রণজিৎসিংহের রাণী ভবন ও অদূরবর্ত্তী বারদোয়ারী এখানকার প্রধান দেখিবার জিনিস।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, কিছুকাল এই খানেই জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপরে উহা গুজরান্‌বালায় স্থানান্তরিত হয়।

শেণবী (স্ত্রী) জ্ঞান, বুদ্ধি। (শব্দার্থচি°) [সেণবী দেখ।]

শেপ (পুং) শী-বাহুলকাৎ প। ১ শেফ। (শব্দরত্না°) ২ মুষ্ক। ৩ পুচ্ছ।

শেপস্ (ক্লী) শেফস্। [শেফস্ শব্দ দেখ।]

শেপহর্ষণ (ত্রি) লিঙ্গোচ্ছ্বাস। শিশ্নোত্থান।

শেপাল (পুং) শী-বালন্, বাহুলকাৎ বকারস্ত পকার। (উণ্ ৪৷৩৮) শৈবাল। (শব্দরত্না°)

শেফ (পুং ক্লী) শিশ্ন, লিঙ্গ। (শব্দরত্না°)

শেফস্ (ক্লী) শেতে রেতঃপাতানন্তরামতি শী (বৃঙ্ শীঙ্‌ভ্যাং স্বরূপাঙ্গয়োঃ পুট্ চ। উণ্ ৪৷২০০) ইতি অসুন্। অত্র কেচিৎ ফ চেতি পঠন্তি ইত্যতো ফঃ। শিশ্ন, লিঙ্গ। (অমর) অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে লিখিয়াছেন যে, 'শুক্রপাতে সতি শেতে পততি ইতি শেফঃ শীঙ্ ধাতো র্নাম্নীতি ফন্ প্রত্যয়ঃ। শেফসশেপসী শেফশেপৌ শেবশ্চেতি পঞ্চ রূপাণি ভবন্তি ইতি আচার্য্যাঃ" (ভরত)

শেফস্, শেপস্, শেফ, শেপ ও শেব এই পাঁচটী রূপ হয়।

শেফালি (স্ত্রী) শেরতে ইতি শেফাঃ শয়নশালিনস্তাদৃশা অলয়ো ভৃঙ্গা যত্র। শেফালিকা। (শব্দরত্না°)

শেফালিকা (স্ত্রী) শেফালি স্বার্থে কন্। স্বনামখ্যাত পুষ্প বৃক্ষবিশেষ, চলিত শিউলিফুলের গাছ। হিন্দী—সিহরু, সিওলি। মহারাষ্ট্র—পাংঠরী, মিগুষ্টী। তামিল—মন্‌জপ। কলিঙ্গ—বিলিয় লোকে। বম্বে—হর সিঙ্গার। পঞ্জাব-লংরী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সুবহা, নির্গুণ্ডী, নীলিকা, শেফালী, মলিকা, রজনীহাসা, নিশিপুষ্পিকা। ইহা শুক্ল হইলে পর্য্যায় শুক্লাঙ্গী, শীতমঞ্জরী, বিজয়া, বাতারি, ও ভূতকেশী। গুণ—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, বাত, কফ ও অঙ্গসন্ধিবাত ও গুদবাতাদি-দোষনাশক। (রাজনি°)

চক্রদত্তে লিখিত আছে যে মধুর সহিত ইহার পত্ররস সেবন করিলে মল নির্গত ও সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

"মধুনা সর্ব্বজ্বরহৃৎ শেফালীদলজো রসঃ।" (চক্রদত্ত জ্বরচিকি°)

শরৎকালে ইহার পুষ্পোদ্গম হইয়া থাকে, শরদ্ ভিন্ন অন্য কালে এই পুষ্প দ্বারা দেবপূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহার গন্ধ উগ্র ও মিষ্ট। বোঁটাগুলি কাটিয়া গৃহস্থেরা গামছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বস্ত্র রঞ্জিত করে। উহার বর্ণ কমলালেবুর মত। শেফালির মালা প্রণয়িজনপ্রিয়।

"শেফালিকাং বিদলিতামবলোক্য তন্বী
প্রাণান্ কথঞ্চিদপি ধারয়িতুং প্রভুঃ সা।
আকর্ণ্য সম্প্রতি রুতং চরণায়ুধানাং
কিংবা ব্যবস্যতি ন বেদ্মি তপস্বিনী সা॥" (উদ্ভট)

২ কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, কাল নিশিন্দা। (ভাবপ্র°)

শেফালী (স্ত্রী) শেফালি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ১ শেফালিকা। (শব্দরত্না°) ২ নীল সিন্ধুবার। (ভাবপ্রকাশ)

শেমুষী (স্ত্রী) শেষে ইতি শেঃ মোহঃ শী-বিচ্, তং মুষ্ণাতীতি মুষ্ স্তেয়ে মূলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ গৌরাদিত্বাঃ ঙীষ্। বুদ্ধি।

"অশেষশেমুষীনাশং মাষমশ্নামি কেবলম্।" (উদ্ভট)

শেয় (ত্রি) শেতব্য, শয়নার্হ।

শের (পারসী) ব্যাঘ্র। সিংহ।

শের, মধ্য প্রদেশের শিওনী জেলায় (অক্ষা° ২২° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ০৪´ পূঃ) উৎপন্ন একটী নদী। থামারিয়া গ্রামের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা উত্তরপূর্ব্ব গতিতে প্রায় ৮০ মাইল পথ অতিবাহন পূর্ব্বক নরসিংহপুর জেলায় নর্ম্মদা নদীতে

(অক্ষা° ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১০´ পূঃ) মিলিত হইয়াছে।

শেওনী জেলায় এই নদীর উপরে সোণাই-দোঙ্গরী নগরে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর সেতু আছে। এতদ্ভিন্ন নরসিংহপুর নগরের ৮ মাইল পূর্ব্বে এই নদীবক্ষে শ্রেষ্ঠ ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলবর্ত্ম চালাইবার জন্য লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। মাচা, রেবা ও বরু রেবা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে কয়লার খাদ দেখা যায়, কিন্তু বাণিজ্যপণ্য হিসাবে উহার সমাদর অল্প।

শেরআলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার একটী বন্দর। বেঙ্কটপুর নদীর মোহানায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে লবণ প্রস্তুত হইয়া জলপথে নানা দূর দেশে প্রেরিত হইত, এখন সেই বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শের আফগান খাঁ, বাঙ্গালার একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। ইনি নূরজহান বেগমের প্রথম স্বামী। তুর্ক জাতীয় কোন ভদ্র বংশে ইহার জন্ম। ইনি মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ তুষ্ট করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহে বর্দ্ধমান প্রদেশ জায়গীর পান। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় বাঙ্গালার মোগল শাসনকর্ত্তা কুতব্ উদ্দীন্ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। ইঁহার আদি নাম অষ্ট ফিল্লো বা আলি কুলী বেগ। স্বহস্তে একটী সিংহ (মতান্তরে ব্যাঘ্র) নিহত করায় ইনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক শের আফগান উপাধি লাভ করেন।

[জাহাঙ্গীর ও নূরজহান দেখ।]

শেরকোট, যুক্ত প্রদেশের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। খো নামক নদীতীরে, অক্ষা° ২৯°১৯´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৮´১০´´ পূঃ অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা ধর্ম্মপুর তহসীলের সদর রূপে গণ্য ছিল। শেরকোট সম্পত্তির অধিকারী একটী রাজপুত সর্দ্দারবংশের প্রাসাদ অদ্যাপি এখানে বিদ্যমান আছে। চিনি ও ফুলদার কার্পেটের কারবারের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

শের খাঁ, একজন মুসলমান কবি। আমজাদ খাঁ লোদীর পুত্র। ইনি মিরাৎ-উল্-খয়াব্ নামে একখানি তজ্‌কিরা রচনা করেন। গ্রন্থখানি সম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের রাজ্যকালে রচিত। উহাতে তদানীন্তন মুসলমান কবি, বিজ্ঞানবিৎ, সঙ্গীতাচার্য্য, জ্যোতির্ব্বিৎ, আয়ুর্ব্বেদবিৎ ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের জীবনী ও কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

শের খাঁ, একজন আফগান বীর। ইনি বাঙ্গালায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং স্বয়ং শেরশাহ নামধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। [শেরশাহ দেখ।]

শেরগড়, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। এখন শ্রীভ্রষ্ট ও ধ্বস্তাবস্থায় নিপতিত। সাসেরামের ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৮´ ১৫´´ পূঃ। রোহতস দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করিবার সময়ে দিল্লীশ্বর শের শা শেরগড়ের সুবিধা সুযোগ লক্ষ্য করিয়া রোহতস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে তাঁহারই নামানুসারে ইহা শেরগড় নামে আখ্যাত হয়।

শেরগড়, যুক্ত প্রদেশের মথুরা জেলার ছাতা তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। যমুনা নদীর দক্ষিণকূলে ছাতা নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৮´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৯´ ৫০´´ পূঃ। দিল্লীর সম্রাট্ শেরশাহ এখানে একটী সুবৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুর্গের নামানুসারে এই স্থান শের-গড় নামে অভিহিত হয়। ঐ দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত।

পূর্ব্বে শেরগড় একঘর পাঠান জমিদারের সম্পত্তি ছিল। এখন ঐ বংশের কোন বংশধর উহার সামান্য অংশ মাত্র উপভোগ করিতেছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি মথুরার বিখ্যাত মহাজন ধনী শেঠ গোবিন্দ দাস ক্রয় করিয়া দ্বারকাদাস-মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্পণ করিয়াছেন।

শেরঘাটী, বাঙ্গালার গয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড নামক রাস্তা যে স্থানে মুরহরনদ অতিক্রম করিয়াছে, সেই স্থানে এই নগর অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৩৩´ ২৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৫০´ ২৮´´ পূঃ। নগরটী মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বে ইহার যথেষ্ট বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ বিস্তারের পর তাহার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। এখনও এখানে পিত্তল, তামা ও লৌহ দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কারিগর ও কারবার বিদ্যমান রহিয়াছে।

শেরপুর, যুক্ত প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫০´ পূঃ। এই নগর গঙ্গার কূলে ও নদীগর্ভস্থ চরের উপর স্থাপিত। গাজিপুর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত নগরের সহিত ইহার যথেষ্ট বাণিজ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।

শেরপুর, বাঙ্গালার বগুড়া জেলাস্থ একটী নগর। মিউনি-সিপালীটির অধীন। অক্ষা° ২৪° ৪০´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২৮´ ২০´´ পূঃ। এই নগরটী মুসলমান অধিকারকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ত্তমান জন সংখ্যায় হিন্দুঅধিবাসীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ মুসলমানকীর্ত্তিনিচয় হইতে জানা যায় যে এক সময়ে এখানে বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস ছিল। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে এই স্থান ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সেলিমনগর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সম্রাট্ অকবর শাহ

এখানে একটী দুর্গনির্ম্মাণ করান। তাঁহার পুত্র সেলিম শাহের নামানুসারে দুর্গ ও নগরের নামকরণ হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে "শেরপুর মুরচা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থান তৎকালে মোগল রাজ্যের সীমান্ত দুর্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ এখানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ, তিনি ঐ প্রাসাদে থাকিয়া বঙ্গেশ্বর রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সেনাচালনার বন্দোবস্ত করেন। ঢাকায় মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে শেরপুরের প্রাধান্য লোপ হয়।

শেরপুর, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলাস্থ একটী নগর। শীরীনদী হইতে ১ পোয়া ও মীরঘি নদী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে, উক্ত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিদেশভাগে ইহা স্থাপিত। অক্ষা° ২৫° ৩´ ৫৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৩´ ৬´´ পূঃ। এখানে নৌকাযোগে পাট, সরিষা ও চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। স্থানীয় একজন জমিদারের উদ্যোগে এখানে বহুদিন হইতে চারুবার্ত্তা নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে।

শেরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ ও নগর। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ তোগলক খান্দেশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মালিক রাজাকে এই উপবিভাগ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা হোলকর রাজ্যের সীমাভুক্ত এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা হোলকর কর্ত্তৃক ইংরাজকরে প্রদত্ত হয়।

শেরপুর নগর অক্ষা° ২১° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৭ পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর বন্যাপ্লাবিত হয়।

শেরভ[ক] (পুং) ১ আশ্রিতের সুখদাতা। ২ শরভের ন্যায় হিংসাকারী রাক্ষসাধিপতি। 'হে শেরভক স্বাশ্রিতানাং সুখস্য প্রাপক। শরভবৎ সর্ব্বেষাং হিংসকো বা শেরভঃ যাতুধানাধিপতিঃ। অসৌ গ্রামণীঃ প্রধানভূতো যস্য তৎ সচিবাদেঃ শেরভকঃ। 'স এষাং গ্রামণীঃ' ইতি কন্ প্রত্যয়ঃ।'

(অথর্ব্ব ২।২৪।১ সায়ণ)

শেরশাহ, শূরবংশীয় একজন মুসলমান যোদ্ধা। ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। ইঁহার পিতা হসন পেশাবরের অন্তর্গত রোহনিবাসী ছিলেন। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জমাল খাঁর অধীনে ৫০০ অশ্বারোহী সেনা রক্ষা করিতেন। ঐ কার্য্যের জন্য জমাল খাঁ তাঁহাকে সাসেরাম ও তাণ্ডা প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত হিস্সার নগরে শের শাহের জন্ম হয়, এই জন্য তিনি হিসারনিবাসী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ফরিদ বাল্যকালে কিছুদিন বেহারের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ লোহানীর সেনাবিভাগে কর্ম্ম করেন। ঐ সময়ে তিনি একদিন স্বীয় ভুজবলে একটী ব্যাঘ্রকে (মতান্তরে সিংহকে) তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করায় স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে শের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।

মোগল বাদশাহ হুমায়ুন শাহ যখন বেহার আক্রমণ করেন (১৫৩৯ খৃঃ ২৬এ জুন) শের খাঁ তখন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর শের খাঁ, সম্রাটের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে, কনোজ রণক্ষেত্রে তাঁহাকে সসৈন্যে পরাভূত করিলে, মোগলপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্রমাগত উত্তরপশ্চিম ভারতাভিমুখে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে শের খাঁও সদলে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া আগ্রা হইতে লাহোর ও খুসাব যাত্রা করেন। হুমায়ুন শাহ এই সময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া খুসাব্ পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতরাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

শের খাঁ এই বিজয়ে উল্লসিত হইয়া মোগলের পরিত্যক্ত দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী তিনি শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার রাজ্যাধিকার হইতেই ভারতে শূরবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। [ভারতবর্ষ শব্দে শূর রাজবংশ দেখ।]

তাঁহার রাজ্যকালের পঞ্চম বর্ষে তিনি সদলে কালঞ্জর দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হন। তৎকালে ঐ দুর্গ ভারতের যাবতীয় দুর্গের মধ্যে অজেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুর্গাক্রমণের সময়ে তাঁহার সেনাদল দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য ভীষণ অস্ত্রসমূহ লইয়া দুর্গ সমীপে প্রতিষ্ঠা করেন। শের খাঁর আদেশে কামানবাহী সেনাদল কামানে অগ্নি সংযোগ করিল। অকস্মাৎ একটী গোলা কামান হইতে বাহির হইতে না হইতেই ফাটিয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে নির্গত উত্তপ্ত লোহকণায় নিকটস্থ বহু সেনার প্রাণ নষ্ট হইল। একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী বারুদখানায় আসিয়া পড়ায় চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া পড়িল। অনেক সৈন্য মারা পড়িল, শেরশাহ সেই সময়ে তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। বারুদের অগ্নিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইল। সম্রাট্ যাতনায় অস্থির। তখন তাঁহাকে যুদ্ধের অদূরে আনা হইল। তিনি সেই মৃত প্রায় অবস্থাতেই সেনাদলকে উৎসাহবাক্যে দুর্গাক্রমণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কালঞ্জর দুর্গ শেরশাহের হস্তগত হইল। এই সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি হৃদয়ের আগ্রহে ঈশ্বরের নামে চীৎকার করিয়া উঠেন। তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। (১৫৪৫ খৃঃ ২৪ মে।)

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ সাসেরামে আনীত হয়। তিনি জীবদ্দশায় পৈতৃক সম্পত্তি মধ্যে স্বীয় কবর প্রস্তুত

করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ঐ সমাধিমন্দির একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে যে, শের শাহ এরূপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন যে, দেশে তস্করদিগের স্থান ছিল না। পথিক বা তীর্থযাত্রীগণ পথের ধারে আপনাপন গাঁটরীর উপর মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন।

শেরসিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পৌত্র ও মহারাজ খড়্গ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবনেহাল সিংহের মৃত্যুর পর, ইনি পঞ্জাবের অধীশ্বর হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোরে পৈতৃক সিংহাসনে আসীন হইলেও প্রকৃত শিখ রাজ্যের শাসনভার তাঁহার মাতা চাঁদকুমারীর উপর ন্যস্ত থাকে। মাতার স্বেচ্ছাচারিতায় ও মন্দ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া শের সিংহ দুই বৎসর পরে মাতার হস্ত হইতে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। উহার কিছু পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে খালসা সেনাদল রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে। সর্দ্দার অজিৎসিংহ ঐ সময়ে সদলে রাজপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহ ও শের সিংহকে নিহত করেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের পুত্রপরিবারদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহিরে আনিয়া নিহত করা হয়। শের সিংহের মৃত্যুর পর রাজা দলীপ সিংহ শিখ-মসনদে অভিষিক্ত হন। [শিখ দেখ।]

শেল্, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেলতি। লিট্ শিশেল। লুঙ্ অশিশেলৎ।

শেল (দেশজ) ১ শল্য নামক যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। (ইংরাজী) ২ কামানের গোলা (Shell)। ৩ বিক্রয়। যেমন শেল।

শেলক (পুং) বহুবারক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শেলু (পুং) শেলতীতি শেল-গতৌ-উ। বহুবারক বৃক্ষ, চলিত চাল্‌তাগাছ। (অমর) তৎফল। মনুতে চালতা ফল ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"শেলুং গব্যঞ্চ পেযূষং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৫।৬)

শেব (পুং) শেতে রেতঃপাতানন্তরমিতি শী (ইণ্ শীঙ্ভ্যাং বন্। উণ্ ১।১৫১) ইতি বন্। ১ মেঢ়্, শিশ্ন। ২ অহি। (ত্রি) ৩ উন্নত। (উজ্জ্বল) (ক্লী) ৪ সুখ। (নিঘণ্টু ৩।৬) ৫ সুখকর।

"মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে" (ঋক্ ১।৫৮।৬)

'শেবং যথা সখা সুখকরো ভবতি তদ্বৎ সুখকরং' (সায়ণ)

শেবধি (পুং) শেবং সুখং ধীয়তে ঽস্মিন্নিতি ধা-ক। ১ নিধি।

"বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাং।

অসূয়কায় মাং মাদাস্তথাস্যাং বীর্য্যবত্তমা।" (মনু ২।১১৪)

শেবধিপা (ত্রি) নিধিপতি। ধনাধিপতি। (বালখিল্য ৪।৯)

শেবরক (পুং) অসুর বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৭)

শেবল (ত্রি) ১ শৈবালবৎ গন্ধবিশিষ্ট।

'শেবলং জলস্যোপরিস্থিত শৈবালবৎ আস্তরাবয়বাসম্বন্ধম্।'

(অথর্ব্ব° ১।১১।৪ সায়ণ)

(ক্লী) ২ শৈবাল। (শব্দরত্না°) পুষ্করিণ্যাদিতে স্থিত জলের উপরিস্থ সবুজবর্ণ সরের ন্যায় আবরণ।

৩ আচার্য্যভেদ। (পাণিনি ৫।৩।৮৪)

শেবল[লেন্দ্র]দত্ত (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিবিশেষ। (পা ৫।৩।৮৪)

শেবলিক (পুং) অনুকম্পিতঃ শেবলদত্তঃ শেবলদত্ত-ঠক্, (শেবলসুপরিবিশালেতি। পা ৫।৩।৮৪) ইতি অন্তলোপঃ। অনুকম্পাম্বিত শেবলদত্ত নামক মনুষ্য। এই অর্থে শেবলির ও শেবলিল এই দুইটী পদও হয়।

শেবলিনী (স্ত্রী) শেবলং শৈবালমস্ত্যস্তীতি ইনি। নদী।

শেবান্ (সেবান), বাঙ্গালার সারণ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। আলিগঞ্জ শেবান্ নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৬° ১৩´ ২৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২৩´ ৪৩´´ পূঃ। এখানে এক প্রকার কাল ও লালবর্ণের উৎকৃষ্ট মসৃণ মৃৎপাত্র, পিত্তলের বাসন ও ছিটের কাপড় প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নগরটী দাহা নদীর কূলে অবস্থিত। এখানে নৌকা করিয়া মাল রপ্তানী হইয়া থাকে।

শেবান (শিবান), পঞ্জাব প্রদেশের কর্ণূল জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কৈথল নগর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ। এখানে সরস্বতী নদীতীরে প্রাচীন নগরের ধ্বস্ত স্তূপ নিপতিত আছে। ঐ স্তূপকে স্থানীয় লোকে তেহ্‌পোলর নামে অভিহিত করে। ঐ স্থানে প্রাচীন ইষ্টকাদি ও শাকরাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মোগল সম্রাট্‌গণের রাজ্যকালে নির্ম্মিত একটী সেতু এখনও তথায় বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান নগরের অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। এখানে প্রভূত পরিমাণে ধান্যের ব্যবসা চলে।

শেবার (পুং) সুখগমক যজ্ঞ, সুখজনক যজ্ঞ।

"শেবারে বার্য্যা পুরু দেবঃ" (ঋক্ ৮।১।২২)

'শেবারে শেবং সুখং তস্য গমকে যজ্ঞে' (সায়ণ)

শেবাল (ক্লী) শেতে জলে ইতি শী (শী-ভো ধুকুলকবলচ্ বালনঃ। উণ্ ৪।৩৮) ইতি বালন্। শৈবাল। (শব্দরত্না°)

"শঙ্কে পঙ্কে পততি যততে বালশেবালমূলে।

কূলে লোলঃ কিমপি কুরুতে কর্ম্ম বৈকুণ্ঠ কূর্ম্মঃ।"

(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ২৫)

শেবালী (স্ত্রী) আকাশমাংসী, সূক্ষ্ম জটামাংসী। (রাজনি॰)

শেবৃধ (ত্রি) রোগের প্রশমনে যাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "স সেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে" (ঋক্ ১।৫৪।১১) 'শেবৃধং শং শমনং রোগাণাং শমনে সতি যদ্বর্দ্ধতে তাদৃশং' (সায়ণ)

শেব্য (ত্রি) শেবং সুখং তত্র সাধুঃ যৎ। সুখকর্ত্তা।

"ভবা মিত্রো ন শেব্যঃ" (ঋক্ ১।১৫৬।১)

'শেব্যঃ সুখে সাধুঃ সুখকর্ত্তা' (সায়ণ)

শেষ (পুং) শেষতি সঙ্কর্ষতি শিষ হিংসায়াং অচ্। ১ সঙ্কর্ষণ, বলদেব। ২ অনন্ত, সর্পরাজ। ভবিষ্যপুরাণে ইহার ধ্যান এইরূপ লিখিত আছে—

"ফণাসহস্রসংযুক্তং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং।
নবাম্রপল্লবাকারং পিঙ্গলশ্মশ্রুলোচনম্॥
পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরং।
করাগ্রে দক্ষিণে পদ্মং গদাং তস্যাপ্যধঃকরে॥
দধানং সর্ব্বলোকেশং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
ক্ষীরাব্ধিমধ্যে শ্রীমন্তমনন্তং পূজয়েত্ততঃ॥"

শিষ বধে ভাবে ঘঞ্। ৩ বধ। (মেদিনী) ৪ গজ। ৫ নাগ। ৬ স্বীকৃতেতর বস্তু, যেবস্তু স্বীকার করা হয় নাই। (অজয়পাল) ৭ ভগবানের দ্বিতীয়া মূর্ত্তি।

"দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামসী শেষসংজ্ঞিতা।
নিহন্তি সকলাংশ্চান্তে বৈষ্ণবী পরমা তনুঃ॥" (কূর্ম্মপু॰ ৪৮অ॰)

এই জগৎ প্রলয়কালে লয় হইলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষশয়নে শয়ন করেন। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, জগৎ ধ্বংস হইলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রে শেষদেবের মধ্যম ফণায় শয়ন করেন। শেষ পূর্ব্বফণা পদ্মাকারে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন, দক্ষিণফণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন, উত্তরফণা তাঁহার পাদোপাধান ও পশ্চিম ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া স্বয়ং ব্যজন করেন, শঙ্খ, চক্র, নন্দ, খড়্গ তূণীরদ্বয় এবং গরুড়কে ঈশান ফণার দ্বারা এবং গদা পদ্ম প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় আগ্নেয় ফণার দ্বারা ধারণ করেন। এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়ে শেষ শয়নে শয়ন করিয়া থাকেন। (কালিকাপু॰ ২৭ অ॰)

(ক্লী) শিষ্যতে যদিতি শিষ্-ঘঞ্। ৮ প্রসাদ। (মেদিনী)

(পুং ক্লী) ৯ উপযুক্তেতর বস্তু। ১০ অবশিষ্ট। ১১ অবশিষ্টতা, অবশেষ। অগ্নিপুরাণ ও নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, ইহা রাখিলে পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

"ঋণশেষং চাগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ।
পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধতে তস্মাৎ শেষং ন কারয়েৎ॥"(গরুড়পু॰ ১১৬)

শেষ, কয়েকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ অগ্নিষ্টোমযজমানরচয়িতা। ২ আর্য্যা পঞ্চাশীতি বা পরমার্থসারপ্রণেতা। ৩ গুরুশতক ও তাহার টীকা রচয়িতা। ৩ জ্যোতিষভাষ্য ও পাণিনীয় শিক্ষাভাষ্য নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৫ ধ্যানশতকরচয়িতা। ৬ বৌধায়নচয়ন ও সাগ্রয়ণাগ্ন্যাধানপ্রয়োগ নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণেতা। ৭ মধ্বোপকারিণী নাম্নী মধ্ববিজয়টীকাকার। ৮ একজন প্রাচীন কবি। ইনি চালুক্যরাজ কর্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহঁার রচিত কর্ণসুধানিধিগ্রন্থের পরিশিষ্টে সঙ্গমেশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শেষআচার্য্য ১ অনুচ্ছলারীয় নামক দীধিতি প্রণেতা। ২ আনন্দতীর্থ কৃত তন্ত্রসারের টীকারচয়িতা। ৩ বায়ুস্তুতিটীকাপ্রণেতা। ৪ সত্যনাথমাহাত্ম্যরত্নাকরপ্রণেতা সঙ্কর্ষণের পিতা একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

শেষক (পুং) শেষ স্বার্থে কন্। শেষ শব্দার্থ।

শেষকরণ (ক্লী) যাহা অসম্পন্ন রহিয়াছে, তাহার সম্পাদন।

শেষকমলাকর, মেঙ্গনাথপুত্র সুপ্রসিদ্ধ কমলাকর নামক কবি।

শেষকারিত (ত্রি) শেষে সম্পাদিত।

শেষকাল (পুং) শেষ সময়, মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়।

শেষকৃষ্ণ, কংসবধ নামক নাটকরচয়িতা।

শেষকৃষ্ণ, ১ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। নৃসিংহের পুত্র। উষাপরিণয় চম্পূ; কংসবধ নাটক, ক্রিয়াগোপনকাব্য, পারিজাতহরণচম্পূ, মুরারিবিজয়নাটক, সত্যভামা-পরিণয়নাটক ও সত্যভামাবিলাসনাটক নামক কএক খানি গ্রন্থরচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রাজা নরসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

২ শূদ্রাচারশিরোমণিপ্রণেতা।

শেষকৃষ্ণ পণ্ডিত, উপপদমতিঙ্সূত্রব্যাখান ও যঙ্লুগান্তশিরোমণি নামক ব্যাকরণ গ্রন্থরচয়িতা।

শেষগোবিন্দ পণ্ডিত, একজন জ্যোতিষপ্রণেতা।

শেষচক্রপানি, কারকবিচাররচয়িতা।

শেষজাতি (স্ত্রী) ভগ্নাংশের হরের সমীকরণ বা লঘুকরণ রূপ অঙ্কপ্রক্রিয়াবিশেষ (assimilation of residues; reduction of fraction of residues or successive fractional remainders.)।

শেষণ (ক্লী) ১ শেষকরণ, সমাধান। ২ অক্ষক্রীড়ার ভাববিশেষ। "অক্ষাণাং গ্রহণং শেষণঞ্চ" (অথর্ব্ব ৭।১০৯।৫)

শেষতা[ত্ব] (স্ত্রী) শেষস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ১ শেষত্ব, উপকারিত্ব। ২ পারার্থ্য, পরোদ্দেশ্যক প্রবৃত্তিকত্ব।

"শেষত্বমুপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ।
পারার্থ্যং শেষতা তচ্চ সর্ব্বেষ্বস্তীতি জৈমিনিঃ॥"
(মাধবাচার্য্য অধিকরণমালা)

শেষ দীক্ষিত, কুচেলোপাখ্যান, কৃষ্ণবিলাস, নবকোটি ও লোকন্যায়ামৃতরচয়িতা।

শেষনাগ (পুং) ১ অনন্ত। ২ পরমার্থসারপ্রণেতা।

শেষনারায়ণ, শক্তিরত্নাকর নামক মহাভাষ্যব্যাখ্যাপ্রণেতা।

শেষনারায়ণপণ্ডিত (পুং) মহাভাষ্যের জনৈক টীকাকার।

শেষপতি (পুং) ১ অনন্ত। ২ রাজ্যশাসক। ৩ অধ্যক্ষ। ৪ সর্ব্বপরিদর্শক।

শেষভাগ (পুং) অবশিষ্টাংশ।

শেষভাব (পুং) ১ শেষের অবস্থা। ২ শেষত্ব।

শেষভুজ্ (ত্রি) শেষং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। শেষভোজনকারী, সকলের পরে ভোজনকারী, শ্রান্ত করিয়া শেষ ভোজন করিতে হয়।

"দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ॥"

(মনু ৩।১১৭)

দেবলোক, ঋষিলোক, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও গৃহ-দেবতা এই সকলকে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া গৃহস্থকে তদনন্তর ভোজন করিতে হয়।

শেষভূত (ত্রি) ১ শেষস্বরূপ। ২ অবশিষ্ট।

শেষভূষণ (পুং) বিষ্ণু।

শেষভোজন ১ গৃহে নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করাইয়া অবশেষে ভোজন। ২ পাত্রাবশেষভোজন।

শেষরক্ষণ (ক্লী) কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রতিপালন বা পরিলক্ষণ।

শেষরত্নাকর, সাহিত্যরত্নাকর নামক গীতগোবিন্দ টীকা প্রণেতা।

শেষরাত্রি (স্ত্রী) শেষা অবশিষ্টা রাত্রিঃ। রাত্রিশেষ। পর্য্যায়—উচ্চন্দ্র, অপরাত্র। (শব্দরত্না)

শেষরামচন্দ্র (পুং) এক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক।

শেষরূপিন্ (ত্রি) শেষরূপধারী।

শেষবৎ (ত্রি) শেষ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। ১ শেষবিশিষ্ট, শেষযুক্ত। ২ অনুমানবিশেষ। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট, এই তিন প্রকার অনুমান। যেস্থলে কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, তাহাকে শেষবৎ অনুমান কহে। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান। যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান পূর্ব্ববৎ, আর বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের অনুমানকে শেষবৎ কহে।

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ" (ন্যায়দ° ১।১।৫)

'যত্র কারণেন কার্য্যমনুমীয়তে, যথা মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি। শেষবস্তৎ যত্র কার্য্যেণ কারণমনুমীয়তে পূর্ব্বোদক-বিপরীতমুদকং নদ্যাঃ পূর্ণত্বং শীঘ্রত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোঽনুমীয়তে ভূতা বৃষ্টিরিতি" (বাৎস্যায়নভাষ্য)

পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ কারণ দেখিয়া যে স্থলে কার্য্যের অনুমান তাহাই পূর্ব্ববৎ, বৃষ্টির কারণ মেঘোন্নতি, এই মেঘোন্নতি দেখিয়া যে বৃষ্টির অনুমান তাহাই পূর্ব্ববৎ ; শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য, অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া যে স্থলে কারণের অনুমান করা হয় তাহাকে শেষবৎ কহে। নদীর পূর্ণতা ও স্রোতো-বেগরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ স্বরূপ বৃষ্টির অনুমান করাকে শেষবৎ অনুমান কহে।

সাংখ্যদর্শনের মতে, "তত্র প্রথমং তাবদ্বিবিধং বীতমবীতঞ্চ। অন্বয়মুখেন প্রবর্ত্তমানং বিষয়কং বীতং। ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্ত্তমানং নিষেধকমবীতং। তত্রাবীতং শেষবৎ শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ স এব বিষয়তয়া যস্যাস্তি অনুমানজ্ঞানস্য তচ্ছেষবৎ। যদাহুঃ। প্রসক্তঃ প্রতিষেধে হন্যত্রা প্রসঙ্গা-চ্ছিষ্যমাণে সপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ন্যায়দর্শনে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো-দৃষ্ট এই তিন প্রকার অনুমান স্বীকৃত হইয়াছে, সাংখ্যকারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি প্রথমে অনুমানকে বীত ও অবীত এই দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে অনুমান অন্বয়ব্যাপ্তি দ্বারা হয়, তাহাকে বীত, তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা, ব্যাপ্য ধূমাদির সত্তায় ব্যাপ্য বহ্ন্যাদির সত্তা, অর্থাৎ যেখানে ধূম আছে, সেইখানে নিশ্চয়ই বহ্নি আছে, এইরূপ যে অনুমান তাহাই বীত। ব্যতিরেকব্যাপ্তি অর্থাৎ তদসত্ত্বে তদসত্ত্বা, ব্যাপক সাধ্যের অসত্ত্বে (অভাবে) ব্যাপ্য হেতুর অসত্ত্বা বা অভাব, অর্থাৎ ব্যাপকের অভাবেই ব্যাপ্যের অভাব এইরূপ অনুমানকে অবীত কহে। উহা নিষেধক অর্থাৎ কোন বস্তু নাই বা নহে রূপ অত্যয়ের প্রতিপাদক। এই দুই প্রকার অনুমানের মধ্যে অবীত অনু-মানকে শেষবৎ অনুমান কহে। শিষ্যতে ইতি শিষ কর্ম্মণি ঘঞ্ শেষঃ, এই যোগার্থ দ্বারা শেষ শব্দে অবশিষ্ট বুঝায়, এই শেষ বিষয়তারূপ সম্বন্ধে যে বস্তুতে থাকে তাহাকে শেষবৎ কহে।

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞানকে অনুমান কহে। ব্যাপ্তি যাহাতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে, যাহার ব্যাপ্তি তাহার নাম ব্যাপক। নিয়ত সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি কহে। যেটী ছাড়িয়া যেটী থাকে না বা থাকিতে পারে না, সেটী তাহার ব্যাপ্য। বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম থাকে না, থাকিতে পারে না অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। অনুমান স্থলে ব্যাপ্যকে হেতু ও ব্যাপককে সাধ্য বলা হয়। ব্যাপ্যটী কোনস্থানে অবস্থান কালে ব্যাপকটীর সেখানে অবশ্যই থাকা আবশ্যক। যেমন

বহ্নি ধূমের ব্যাপক, কেননা যেখানে ধূম আছে, অবশ্যই সেইখানে বহ্নি আছে।

প্রথমতঃ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম কখনই থাকিতে পারে না, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। 'ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না' এরূপ জ্ঞান যে কাল পর্য্যন্ত না হয়, ততক্ষণ শত সহস্র স্থলে বহ্নি ও ধূমের একত্র অবস্থানরূপ অন্বয়নিশ্চয়ে ব্যাপ্তি স্থির হয় না। উক্ত-রূপে ব্যাপ্তি স্থির হইলে পর পর্ব্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম-দর্শনের পর ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ স্মরণ হয়, এবং তখন বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে এরূপ অনুমান হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তি দুই প্রকার,—অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি, "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা অন্বয়ঃ" যেথানে ব্যাপক বহ্ন্যাদি অবশ্যই থাকিবে, এইরূপ ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যাপ্তি কহে। অন্বয়ব্যাপ্তি স্থলে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্রাবস্থান পূর্ব্বে লক্ষিত হয়, পাকশালাতে ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ অনুমান বীত অনুমান, ইহারই ভেদ পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

ইহা ভিন্ন অনুমান শেষবৎ, সুতরাং উহা অবীত। "তদ-সত্ত্বে তদসত্তা ব্যাপকাভাবৎ ব্যাপ্যাভাবঃ" তাহার অসত্তায় অর্থাৎ তদভাবে তাহার অভাব, ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যের অভাব, যেথানে ব্যাপক বহ্নি প্রভৃতি নাই, সেথানে ব্যাপ্য ধূমাদিও নাই, বা থাকিতেই পারে না, এইরূপ ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি কহে। শেষবৎ অনুমান এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিমূলক। এস্থলে হেতু পূর্ব্বেও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান পূর্ব্বে না হইলেও চলে, স্থলবিশেষে সাধ্যজ্ঞান হইতেই পারে না, স্থলবিশেষে যোগ্যতা থাকিয়া না হইলেও ক্ষতি হয় না। এই অনুমান যথা—

"ইয়ং পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না গন্ধবত্বাৎ" এই পৃথিবী বা ক্ষিতি গন্ধগুণবিশিষ্ট বলিয়া পৃথিবীতর হইতে ভিন্না, যাহাতে গন্ধ আছে, সেই পদার্থটী পৃথিবীতর জলাদি হইতে ভিন্ন, কেন না ক্ষিতি ভিন্ন জলাদি অন্য কোন পদার্থে গন্ধ গুণ নাই। যাহাতে গন্ধ আছে, সেইটী পৃথিবী, ইহা অনুমানের পূর্ব্বে জানা যায় না। কিন্তু পৃথিবীতর ভেদের অভাব অর্থাৎ ব্যাপকাভাব, জলাদিতে আছে এবং সেই স্থলে গন্ধেরও অভাব আছে, ইহা জানা যায়; অতএব "তদভাবব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ" অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগীই হেতু; এইরূপে ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হয়। হেতুর ব্যাপক সাধ্য এবং সাধ্যাভাবের ব্যাপক হেত্বভাব, যেথানে ধূম আছে, সেইখানে বহ্নি আছে, যেথানে বহ্নির অভাব আছে সেইখানে ধূমের অভাব আছে, ইহাই স্থির করিতে হইবে।

গন্ধটী গুণপদার্থ, সুতরাং দ্রব্যে থাকে। জলাদিও দ্রব্য সুতরাং তাহাতে গন্ধ থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত আছে, গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে নাই; আর 'গুণাদি নির্গুণপ্রিয়ঃ' এই বচনানুসারে গুণাদিতে গুণ থাকিতে পারেনা, সুতরাং জলাদি পদার্থ ও রূপাদি গুণ গন্ধে থাকা অসম্ভব বিধায় পরিশেষে উহা যে পৃথিবীতেই আছে ইহা স্থির নিশ্চয়। অতএব এই গন্ধ জ্ঞান দ্বারাই পৃথিবীত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই শেষবৎ অনুমান।

ইহার আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলা হয় যে শেষবৎ অনুমানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান নাই, কিন্তু সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান আছে, তাহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সুতরাং সাধ্যজ্ঞান হইয়া পড়ে, যথা "পৃথিবী পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্বাৎ" পৃথিবীতে পৃথিবীভেদ নাই; হেতু গন্ধ পৃথিবীভেদ গন্ধাভাবের ব্যাপ্য এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই, এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবীভেদ নাই, এইরূপ জ্ঞান হয়, পরিণামে পৃথিবীত্ব তাহাতে আছে, এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। সাংখ্য মতে এই যে শেষোক্ত বোধ ইহা অনুমিতি। পৃথিবীত্ব কিন্তু এ অনুমিতির বিধেয় নহে, বিষয় মাত্র। পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয়, তাহাতে বহ্নি বিধেয় হইয়া থাকে। বিধে-য়তা মনোবৃত্তি বিশেষ, যে অনুমিতিতে বিধেয়তারূপ মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতিসাধন প্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

নৈয়ায়িকদিগের মতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞানকে শেষবৎ অনুমান কহে। 'সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগী হেতু' এই জ্ঞানই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপকের প্রচলিত অর্থ যে ব্যাপিয়া থাকে। ব্যাপ্যের চলিত অর্থ যাহাকে ব্যাপিয়া থাকে, এই অর্থ সর্ব্ববাদি সম্মত। যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী বলা যায়, যথা—ঘটের অভাব, এ অভাবের প্রতিযোগী ঘট। এখন বুঝিয়া দেখ যে 'অয়ং পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্বাৎ' গন্ধ হেতু এই বস্তু পৃথিবীর ইতর বস্তু হইতে ভিন্ন, এই স্থলে সাধ্য পৃথিবীতরভেদ সাধ্যাভাব পৃথিবীতরত্ব, তাহার ব্যাপক যে অভাব, তৎপ্রতিযোগী গন্ধ, অর্থাৎ গন্ধাভাব তাহার ব্যাপক। যে বস্তু পৃথিবী নহে, তৎসমুদায়ে গন্ধ নাই, এই রূপ জ্ঞানকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞান কহে। সাধ্য যে পৃথিবীতর ভেদ, তাহার জ্ঞান না হইলেও সাধ্যাভাব যে পৃথিবীতরত্ব তদ্বিষয়ে জ্ঞান হয়, এই রূপ জ্ঞান হইলে তখনই অনুমিতি হয়। ইহাই শেষবৎ অনুমান। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°) [প্রমাণ ও ন্যায়দর্শন দেখ]

শেষশার্ঙ্গধর, ন্যায়মুক্তাবলী ও পদার্থচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

শেষস্ (পুং) ১ অপত্য। "মা শেষসা মা তমসা" (ঋক্ ৫।৭০।৪) 'শেষসা অপত্যেন' (সায়ণ)

শেষা (স্ত্রী) শিষ্যতে হসৌ শিষ-ঘঞ্, টাপ্। স্বনির্মাল্যার্পণ।
"তপেতি শেষামিব ভর্ত্তুরাজ্ঞা-
মাদায় মূর্দ্ধা মদনঃ প্রতস্থে।" (কুমার ৩।২২)

শেষাদ্রি, পরিভাষাভাস্কর, পরিভাষেন্দুভাস্কর ও সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী ব্যাকরণ প্রণেতা।

শেষানন্ত (পুং) ন্যায়সিদ্ধান্তদীপপ্রভা নাম্নী ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি রাজা পদ্মনাভের গুরু শার্ঙ্গধরের আদেশে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শেষানন্ত, সপ্তপদার্থী দীপিকার পদার্থচন্দ্রিকানাম্নী টীকারচয়িতা।

শেষাচলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী শৈলশ্রেণী। পালকোণ্ডা পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বে ও উত্তর-পূর্ব্বে বিস্তৃত। অক্ষা° ১৪° ১২´ হইতে ১৪° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১´ ৩০´´ হইতে ৭৮° ৫৮´ পূঃ মধ্য। এই পর্ব্বতখণ্ড ১২০০ হইতে ১৮০০ ফিট্ উচ্চ একটী অধিত্যকা মাত্র। এই পর্ব্বতশ্রেণী নানা প্রকার গুল্মলতায় পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার পশ্চিমাংশ স্থানে পালকোণ্ডাগিরিশ্রেণী হইতে পেন্নার নদী প্রবাহিত।

শেষাহি, অদ্বৈতচন্দ্রিকা প্রণেতা নরসিংহের গুরু। ইনি নাগেশ্বর নামেও প্রসিদ্ধ।

শেষিন্ (ত্রি) প্রধান বস্তু।

শেষ্য (ত্রি) শেষদ্বর বা মূল্য। যাহা অপেক্ষা আর অধিক মূল্য হইতে পারে না। (কথাসরিৎসা°)

শৈকয়তায়নি (পুং) শীকয়তস্য গোত্রাপত্যং শীকয়ত (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) ইতি ফিঞ্। শীকয়তের গোত্রাপত্য।

শৈকি (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শৈক্য (ত্রি) ১ দৃঢ়। ২ দ্রব্য রাখিবার দোলনভেদ, চলিত শিকা।

শৈক্ষ (পুং) শিক্ষামধীতে ইতি শিক্ষা-অণ্। প্রাথমকল্পিক, শিক্ষাধ্যয়নকারী ছাত্র, প্রথম শিক্ষণীয় শাস্ত্রাধ্যয়নকারী ছাত্র। যাহারা শিক্ষা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—
"শিক্ষা প্রথমোপদেশঃ তৎসাহচর্য্যাৎ গ্রন্থোঽপি শিক্ষা তামধীয়তে শৈক্ষঃ ঢগে কাদিতি ষ্ণ প্রথমং শিক্ষণীয়ং কল্পং শাস্ত্রং অধীয়তে প্রাথমকল্পিকঃ' (ভরত)

শৈক্ষিক (ত্রি) শিক্ষাং বেত্তি অধীতে বা শিক্ষা-ঢক্। ১ শিক্ষা-শাস্ত্রবেত্তা। ২ শিক্ষাশাস্ত্রাধ্যেতা।

শৈক্ষিত (পুং) শিক্ষিতায়াঃ অপত্যং শিক্ষিতা (অবৃদ্ধাভ্যো নদী মানুষীভ্যস্তন্নামিকাভ্যঃ। (পা ৪।১।১১৩) ইতি অণ্। শিক্ষিতার অপত্য।

শৈখ (পুং) ১ ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীজাত পুত্রের সংজ্ঞাবিশেষ।
"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥" (মনু ১০।২১)
ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত পুত্র ভূর্জকণ্টক এই উপাধি প্রাপ্ত হয়। দেশবিশেষে এই ভূর্জকণ্টকের আরও চারিটী নাম আছে; যথা আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ। এই শৈখ পাপকারী বলিয়া খ্যাত। ২ শিখা সম্বন্ধী।

শৈখণ্ড (ত্রি) শিখণ্ডিন্-অণ। শিখণ্ডীসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৪৪)

শৈখণ্ডি (পুং) শিখণ্ডীর অপত্যাদি। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

শৈখণ্ডিন (ক্লী) সামভেদ।

শৈখরিক (পুং) শিখরে প্রায়েণ ভবতীতি শিখর-ঠঞ্। অপামার্গ। (অমর)

শৈখরেয় (পুং) শিখরে ভবঃ শিখর-ঢঞ্। অপামার্গ, চলিত অপাংগাছ। (ভরতধৃত রত্নকোষ)

শৈখায়নি (পুং) শিখা (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা৪।১।১৫৪) ইতি অপত্যার্থে ফিঞ্। শিখার গোত্রাপত্য। শিখাবৎ গোত্রাপত্যে অণ্। শিখাবতের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১১৮)

শৈখাবত (পুং) শিখাবৎ অপত্যার্থে যঞ্। শিখাবতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১৮)

শৈখাবত্য (পুং) ১ শৈখাবত-রাজ। ২ ভারতবর্ণিত একজন ব্রাহ্মণ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

শৈখিন (ত্রি) ময়ুরসম্বন্ধীয়, ময়ুরভব।

শৈগ্রব (ক্লী) শিগ্রুবীজ, সজিনা বীজ। (বাভট সূ° ১৫ অ°) শিগ্রু ফল। (পুং) ২ শিগ্রুর বিকার।

শৈঘ্র (ত্রি) গ্রহদিগের গতি বা সন্নতিসম্বন্ধীয়। (সূর্যসি° ২।১২)

শৈঘ্র্য (ক্লী) দ্রুততা, শীঘ্রত্ব।

শৈতিকক্ষ (পুং) শিতিকক্ষের গোত্রাপত্য। (পা ৬।২।৩৭)

শৈতিবাহেয় (পুং) শিতিবাহ অপত্যার্থে ঠঞ্ (পা ৪।১।১৩৫) শিতিবাহর গোত্রাপত্য।

শৈতোষ্মন্ (ক্লী) সামভেদ।

শৈত্য (ক্লী) শীতস্য ভাবঃ শীত (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্। ১ শীতলত্ব, শীতগুণ। স্ত্রিয়াং টাপ্। হিমালয়স্থ নদীভেদ। (হিমবৎখ° ৮।১৯)

শৈত্যময় (পুং) শৈত্য স্বরূপে ময়ট্। শৈত্যস্বরূপ, শীতলতা।

শৈত্যায়ন (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশা° ৫।৪০)

শৈথিল্য (ক্লী) শিথিলস্য ভাবঃ শিথিল-ষ্যঞ্। শিথিলত্ব, অদৃঢ়সংযোগ।

"ভবন্তু কেশাঃ পলিতাঃ বলয়ঃ সন্তু মে শুভে।
শৈথিল্যমেতু মে কায়ঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি মানিনি ॥"
(মার্ক° পু° ১০৯।২২)

অসম্বরতা, অবসন্নতা, আল্‌গা দেওয়া।

শৈনেয় (পুং) শিনের্গোত্রাপত্যং শিনি (ইতশ্চানিঞঃ। পা ৪।১।১২২) ইতি ঢক্। ১ সাত্যকি, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন। (ভাগবত ১ ৮।৭) ২ শিনির গোত্রাপত্য, যাদববংশের একটী শাখা।

শৈন্য (পুং) শিবির গোত্রাপত্য, ইহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

শৈপথ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শৈব (ত্রি) শিবিরাজসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৫২)

শৈব্য (ত্রি) ১ শিবিরাজ। ২ বিষ্ণুর অশ্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

শৈরসি (পুং) শিরস্ গোত্রাপত্যে ইঞ্ (পা ৬।১।৯৬) শিরসের গোত্রাপত্য।

শৈরিন্ (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শৈরীষক (ক্লী) স্থানভেদ। (ভারত ২।৩২।৫)

শৈরীষ (পুং) শিরীষস্য বিকারঃ অবয়বো বা (শিরীষপলাশাদিভ্যো বা। (পা ৪।৩।১৪১) ইতি অণ্। ১ শিরীষের বিকার বা অবয়ব। (ক্লী) ২ সামভেদ।

শৈরীয়ক (পুং) নীলঝিণ্টি (রত্নমালা) পাঠান্তর শৈরেয়ক।

শৈরীষি, বৈদিক সুবেদাঃ ঋষির গোত্রাপত্য।

শৈরীষিক (ত্রি) শিরীষ সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

শৈর্ষঘাত্য (ক্লী) শীর্ষঘাতিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। শীর্ষঘাতীর ভাব বা কর্ম্ম, শীর্ষচ্ছেদন।

শৈর্ষচ্ছেদিক (ত্রি) শিরশ্ছেদং নিত্যমর্হতি শীর্ষচ্ছেদ্যাচ্চ। (পা ৫।১।৬৫) ইতি ঠঞ্ শিরসঃ শীর্ষভাবো নিপাত্যতে, ততো দীর্ঘঃ। নিত্য শিরশ্ছেদকারী, জল্লাদ।

শৈর্ষায়ণ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শৈর্ষ্য (ত্রি) শীর্ষসম্বন্ধীয়।

শৈল (ক্লী) শিলায়া ভবঃ, শিলা-অণ্। ১ শৈলেয়। ২ তার্ক্ষ্য-শৈল। (মেদিনী) ৩ শিলাজতু। (রাজনি°) (পুং) শিলাঃ সন্ত্যত্রেতি, জ্যোৎস্নাদিত্বাদণ্। ৪ পর্ব্বত। (ত্রি) ৫ শিলা সম্বন্ধী।
"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী দারুময়া প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥" (ভাগবত ১১।২৭।১২)

শৈলক (ক্লী) শীলমেব স্বার্থে কন্। ১ শৈলজ। (শব্দরত্না°) ২ শৈল শব্দার্থ।

শৈলকন্যা (স্ত্রী) শৈলস্য হিমবতঃ কন্যা। হিমালয়পুত্রী, পার্ব্বতী।

শৈলকম্পিন্ (পুং) ১ স্কন্দানুচরভেদ। ২ দানবভেদ। (হরিবংশ)

শৈলগন্ধ (ক্লী) শৈলস্য গন্ধো যত্র। শাবরচন্দন, ঈষৎ পীতবর্ণ চন্দন। (রাজনি°)

শৈলগর্ভজা (স্ত্রী) করজ্যোড়ি পাষাণভেদ, চলিত হাড়জোড়া। (বৈদ্যকনি°)

শৈলগর্ভাহ্বা (স্ত্রী) শিলাবল্কা, শৈলজা। (রাজনি°) ২ সিংহ-পিপ্পলী। ৩ শুক্লপাষাণভেদ, সাদা পাথরকুচা। (বৈদ্যকনি°)

শৈলগুরু (পুং) শৈলস্য গুরুঃ। হিমালয় পর্ব্বত। (কথাসরিৎসা° ৭।৭৯)

শৈলজ (ক্লী) শৈলে পর্ব্বতে জায়তে ইতি জন-ড। সুগন্ধি তৃণবিশেষ, স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য। হিন্দী—ভূরচ্ছরিল, ছরা। পর্য্যায়—শীতশিব, শৈলেয়, শিলাশন, শিলেয়, শীতল, শৈল, কালানুসার্য্য, শৈলক, বৃদ্ধ, কালানুসারি, অশ্মপুষ্পা, শিলাপুষ্প, গৃহ। (রত্নমালা) গুণ—সুগন্ধি, শীতল, তিক্ত, কফপিত্তঘ্ন, দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

শৈলজা (স্ত্রী) শৈলজ-টাপ্। ১ গজপিপ্পলী। ২ সৈংহলী পিপ্পলী। (রাজনি°) ৩ শ্বেতপাষাণভেদ। (বৈদ্যকনি°) ৪ দুর্গা। হিমালয়পর্ব্বতের কন্যা বলিয়া দুর্গাকে শৈলজা কহে।

শৈলজামন্ত্রিন্, পুরশ্চর্য্যারসাম্বুধিপ্রণেতা।

শৈলতনয়া (স্ত্রী) শৈলস্য তনয়া। শৈলকন্যা, পার্ব্বতী।

শৈলতা (স্ত্রী) শৈলস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শৈলত্ব, শৈলের ভাব বা ধর্ম্ম।

শৈলতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

শৈলদুহিতৃ (স্ত্রী) শৈলস্য দুহিতা। পার্ব্বতী।

শৈলধন্বন্ (পুং) শৈলবৎ দৃঢ়ং ধনুর্যস্য, 'ধনুর্ধন্বন্ বা চ নাম্নি' ইতি ধনুষো ধন্বন্নাদেশঃ। মহাদেব। (ত্রিকা°)

শৈলধর (পুং) ধরতীতি-ধৃ-অচ্ ধরঃ। শৈলস্য গোবর্দ্ধনপর্ব্বতস্য ধরঃ। শ্রীকৃষ্ণ। (ধনঞ্জয়)

শৈলধাতু (পুং) গিরিধাতু।

শৈলধাতুজ (ক্লী) শিলাজতু। (ভাবপ্র°)

শৈলনির্যাস (পুং) শৈলস্য নির্যাস ইব রসো যস্য। শৈলেয়, শৈলজ। শিলাজতু।

শৈলপতি (পুং) শৈলস্য পর্ব্বতস্য পতিঃ। হিমালয়।

শৈলপত্র (পুং) শৈলবৎ সুগন্ধিপত্রমস্য। বিল্ববৃক্ষ।

শৈলপথ (পুং) শৈলস্য পন্থা, অচ্ সমাসান্তঃ। পর্ব্বতপথ, পাহাড়ের রাস্তা।

শৈলপুত্রী (স্ত্রী) শৈলস্য পুত্রী। ১ হিমালয়কন্যা, পার্ব্বতী। ২ গঙ্গা। (রামায়ণ ১।৩৮।১১)

শৈলপুর (ক্লী) নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪২।১২৫)

শৈলপুষ্প (ক্লী) এসফাল্ট (ashphalt) নামক আল্‌কাতরার ন্যায় পদার্থ বিশেষ। (সুশ্রুত)

শৈলপ্রতিমা (স্ত্রী) প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি।

শৈলপ্রস্থ (পুং) অধিত্যকা। (রামা° ২।৯৪।১১)

শৈলবাহু (পুং) অসুরভেদ।

শৈলবীজ (পুং) ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলার গাছ। (রাজনি°)

শৈলভিত্তি (স্ত্রী) শৈলানাং ভিত্তির্ভেদা যস্যাঃ। টঙ্ক, টাঙ্গী।

শৈলভেদ (পুং) অশ্মভেদ, পাষাণভেদ। (সুশ্রুত)

শৈলময় (ত্রি) শৈল-স্বরূপ বা বিকারে ময়ট্। শৈলস্বরূপ বা শৈলবিকার।

শৈলমল্লী (স্ত্রী) বৃক্ষ বিশেষ, 'কো-রৈ-আ' এই নামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

"শাকং শঠ্যাঃ শৈলমল্ল্যাশ্চ বীজং" (ভাবপ্র°)

শৈলরন্ধ্র (ক্লী) পার্ব্বত্য গুহা। পর্ব্বতের ফাটাল।

শৈলমৃগ (পুং) মৃগবিশেষ। পার্ব্বতীয় হরিণ।

শৈলরাজ (পুং) শৈলানাং রাজা টচ্‌ সমাসান্তঃ। হিমালয় পর্ব্বত।

শৈলরাজসুতা (স্ত্রী) শৈলরাজস্য সুতা। ১ দুর্গা, পার্ব্বতী।

"অরূপা পরভাবস্থাদ্বহুরূপা ক্রিয়াত্মিকা।

জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজসুতা ততঃ॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অ°)

২ গঙ্গা। (ভারত ৩।১০৯।৪)

শৈলবর (পুং) শৈলশ্রেষ্ঠ, হিমালয় পর্ব্বত।

শৈলবল্কলা (পুং) শৈলং শিলাবল্কলং যস্যাঃ। ১ শিলাবল্কলা, শিলাবল্কা। ২ শৈলজ। ৩ শ্বেতপাষাণভেদ। (রাজনি°)

শৈলশিখা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৬টী অক্ষর আছে। ইহার ১, ৪, ৬, ১০, ১৩ ও ১৬ বর্ণ গুরু ও অপর সকল বর্ণ লঘু।

শৈলশিবির (ক্লী) শৈলানাং শিবিরমিব, সমুদ্রগর্ভে বহু-পর্ব্বতাবস্থানত্বাৎ তথাত্বং। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

শৈলশৃঙ্গ (ক্লী) পর্ব্বতশিখর।

শৈলসন্ধি (পুং) উপত্যকা।

শৈলসম্ভব (ক্লী) শৈলজ।

শৈলসম্ভূত (ক্লী) গিরিমাটী।

শৈলসর্ব্বজ্ঞ, একজন প্রাচীন কবি।

শৈলসার (পুং) শৈল সদৃশ দৃঢ়। (রঘু ১১।৪৫)

শৈলসুতা (স্ত্রী) শৈলস্য সুতা। পার্ব্বতী, দুর্গা। ২ জ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত ফট্‌কী। (রাজনি°)

শৈলসেতু (পুং) ১ পর্ব্বতের খাতোপরিস্থ সেতু। ২ প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু।

শৈলাখ্য (ক্লী) শৈলমিতি আখ্যা যস্য। শৈলজ।

শৈলাগ্র (ক্লী) শৈলস্য অগ্রং। পর্ব্বতের অগ্রভাগ, শিখর।

শৈলাজ (ক্লী) শৈলাদাজায়তে ইতি আ-জন-ড। শৈলেয়।

শৈলাট (পুং) শৈলে অটতীতি অট্-অচ্। ১ দেবল। ২ সিংহ। ৩ শুক্লকাচ। ৪ কিরাত। (মেদিনী)

শৈলাদ (পুং) শিলাদ ঋষির গোত্রাপত্য।

শৈলাদি (পুং) নন্দী। (বামনপু° ৬৫ অ°)

শৈলাধিরাজ (পুং) শৈলস্য অধিরাজঃ। নগাধিরাজ, হিমালয়।

শৈলাভ (পুং) বিশ্বেদেবভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

শৈলাল (ক্লী) ১ শিলালকৃত নটসূত্রগ্রন্থ অথবা তদধ্যয়নকারী।

শৈলালয় (পুং) ভগদত্তের পিতামহ, রাজভেদ। (ভারত ১৫ প°)

শৈলালি (পুং) বৈদিক আচার্য্য ভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৩০) ইনি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন।

শৈলালিন্ (পুং) শিলালিনা প্রোক্তং নটসূত্রমধীতে ইতি শিলালি (পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ। পা ৪।৩।১১০) ইতি ণিনি। (অমর)

শৈলাসা (স্ত্রী) পার্ব্বতী। (হেম)

শৈলাহ্ব (ক্লী) শৈল ইতি আহ্বা যস্য। শিলাজতু।

শৈলিক (পুং) জাতিবিশেষ ও দেশভেদ। (মার্ক° পু° ৫৮।২০)

শৈলিক্য (পুং) সর্ব্বলিঙ্গী। (জটাধর)

শৈলিন (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৬।১০।৫)

শৈলিনি (পুং) শৈলিন ঋষি। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।১।২)

শৈলী (স্ত্রী) শীলস্যেয়মিতি শীল-অণ্, ঙীপ্। ১ সঙ্কেত, প্রজ্ঞপ্তি।

'প্রজ্ঞপ্তিঃ পরিভাষা শৈলী সঙ্কেতসময়কারাশ্চ।' (ত্রিকা°)

২ শিলাপ্রতিমা, প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমা।

"যস্মাৎ লোভয়সে রক্তে কামক্রোধবয়ৈষিণম্।

দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে॥" (রামায়ণ ১।৬৪।১২)

শৈলুত (ক্লী) স্থানভেদ।

শৈলুষ (পুং) শিলুষস্যাপত্যমিতি শিলুষ-অণ্। ১ নট।

"অর্থোপপত্তিং ছলনাপরোঽপরা-

মবাপ্য শৈলুষ ইবৈষ ভূমিকাং॥" (মাঘ ১।৬৯)

২ বিল্ববৃক্ষ। (অমর) ৩ ধূর্ত্ত। ৪ তালধারক। (শব্দরত্না°)

শৈলুষক (পুং) শৈলুষাণাং বিষয়ো দেশঃ (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।২।৫৩) ইতি বুঞ্। শৈলুষদিগের দেশ। শৈলুষ স্বার্থে কন্। ২ শৈলুষ শব্দার্থ।

শৈলুষিক (পুং) ১ নটবৃত্ত্যন্বেষী, নটবৃত্তির অন্বেষণকারী।

"বৃত্ত্যন্বেষী নটানাস্ত স তু শৈলূষিকঃ স্মৃতঃ।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত ব্রহ্মপু°)

২ নট।

শৈলূষিকী (স্ত্রী) শৈলূষিক জাতির স্ত্রী, নটজাতির স্ত্রী। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে, কামতঃ এই জাতীয়া স্ত্রীগমন করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বয় আচরণ করিবে, অজ্ঞানতঃ হইলে একটী চান্দ্রায়ণ করিবে। এই চান্দ্রায়ণের অনুকল্প ৮টী ধেনু দান।

"নটীং শৈলূষিকীঞ্চৈব রজকীঃ বেণুজীবিনীম্।

কামতস্ত যদা গচ্ছেচ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং দ্বয়ম্।

ততশ্চাজ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণং। চান্দ্রায়ণে ধেন্বষ্টকং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

শৈলেন্দ্র (পুং) শৈলানামিন্দ্রঃ। হিমালয়, শৈলরাজ।

শৈলেন্দ্রস্থ (পুং) শৈলেন্দ্রে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ভূর্জ্জবৃক্ষ।

শৈলেয় (ক্লী) শিলায়াং ভবং শিলা-ঢক্। ১ শৈলজাখ্য গন্ধদ্রব্য।

[শৈলজ দেখ]

২ তালপর্ণী। ৩ সৈন্ধব। (মেদিনী) (ত্রি) শৈলে ভবং শিলা ঢক্। ৪ শৈলসম্ভব। ৫ শিলাতুথ। (শব্দরত্না°) শিলেব (শিলায়াঃ ঢঃ। পা ৪।৩।১০২) ইতি ঢ। ৬ শিলার ন্যায়, শিলাসদৃশ। (পুং) ৭ সিংহ। ৮ ভ্রমর। (শব্দরত্না°)

শৈলেয়ক (পুং) শৈলেয় শব্দার্থ।

শৈলেয়ী (স্ত্রী) শৈলে ভবা শৈল-ঢক্-ঙীষ্। পার্ব্বতী। (ত্রিকা°)

শৈলেশ (পুং) শৈলস্য ঈশঃ। শৈলেশ্বর, পর্ব্বতপতি, হিমালয়।

শৈলেশলিঙ্গ (ক্লী) হিমালয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ।

শৈলেশ্বর, কাশীস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

শৈলোদা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

শৈলোত্থগরল (ক্লী) পাষাণধাতজন্তবিষ। (রসেন্দ্রসারস°)

শৈলোদ্ভবা (স্ত্রী) শৈলাদুদ্ভবো যস্যাঃ। ক্ষুদ্র পাষাণভেদী, চলিত পাথরচুর। (রাজনি°)

শৈল্য (ত্রি) শিলায়া ইদং শিলা-ষ্যঞ্। শিলা সম্বন্ধী।

শৈব (ক্লী) শিবমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শিব-অণ্। ১ শিবপুরাণ।

"অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা॥" (বিষ্ণুপু°)

[পুরাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ শৈবাল। (শব্দচ°) (ত্রি) শিবস্যেদমিতি শিব-অণ্, ৩ শিবসম্বন্ধী। (পুং) ৪ বস্তুক, বকপুষ্প। ৫ ধুস্তুর। (রাজনি°) ৬ আচারবিশেষ। আচারভেদতন্ত্রে লিখিত আছে যে অষ্টাঙ্গ যোগ সংযুক্ত হইয়া বিধানানুসারে দেবীর উদ্দেশে উপাসনা করিবে, যে পর্য্যন্ত ধ্যান ও সমাধি না হয়, সেই পর্য্যন্ত শৈব আচার কহে।

"অষ্টাঙ্গযোগসংযুক্তো যজেদ্দেবীং বিধানতঃ।

যাবদ্ধ্যানং সমাধিশ্চ তাবৎ শৈবঃ প্রচক্ষতে॥" (আচারভে°)

৭ শিবো দেবতা অস্য শৈবঃ। শিবের উপাসকগণ শৈব নামে অভিহিত। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ন্যায় শৈব সম্প্রদায়ও অতীব প্রাচীন। বেদে যিনি রুদ্র বলিয়া অভিহিত, পুরাণে তিনিই শিবনামে প্রসিদ্ধ। শৈব সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে বহুল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। [এতৎ সম্বন্ধে শিব ও লিঙ্গ শব্দ দ্রষ্টব্য।] বেদ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের পরে নাটকাদির মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি অতীব পুরাতন। এই মৃচ্ছকটিক নাটকে লিখিত আছে—

"পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।

গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে।"

মৃচ্ছকটিক নাটকের অন্যান্য স্থলেও শৈবভাব প্রাধান্যময় শ্লোক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

"এশাশি বাসু শিলশি গৃগহীদা

কেশেশু বালেশু শিলোলুহেশু।

অক্কোশ বিক্কোশ গবাহি চণ্ডং

শম্ভুং শিবং শঙ্করমীশলং বা।"

খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশে যে শিব পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। বহুপ্রাচীন শিলালিপিতে শিব নাম এবং শিবরূপের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে আরও জানা যায় যে শূদ্রক নৃপতির সময়ে শিব নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

মেবারের পশ্চিমভাগে শিরোহি প্রদেশে অর্ব্বুদ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বহু প্রাচীন শিবমন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সময়ে এই অঞ্চলে শৈবগণ যে যথেষ্ট প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন ইহাও তাহার একটী প্রমাণ। যে সকল নৃপতি কর্ত্তৃক এই সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল নিম্নে তাহারও একটা তালিকা প্রদত্ত হইল। ৬৭১ খৃঃ অব্দে যে মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেইটীই এই সকল মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এই মন্দিরের নির্ম্মাতার নাম পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর যে যে নৃপতি দ্বারা যে যে সংবতে এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

ভীমসিংহ	১২৬৫ সংবৎ
তেজসিংহ	১৩৪২ "
সমরসিংহ	১৩৪২ "
লুম্বগর	১৩৭৭ "
তেজসিংহ	১৩৭৮ "
কাহ্নরদেব	১৩৯৪ "
রাবল	১৪৬৪ "

১৪৬৮ ও ১৫২৪ সংবতেও আরও কএকটী মন্দির নির্ম্মিত

হয়, কিন্তু নির্ম্মাতাদের নাম এই সকল মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৬৩৩ সম্বতে সুবিখ্যাত মানসিংহ এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৮৭৭ সম্বৎ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতে অনেকগুলি শিবমন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়ং শৈবগণের কীর্ত্তিকলাপের অনেক পরিচয় তদীয় তীর্থভ্রমণগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬৩৫ খৃঃ অব্দে এদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কাশী, কান্যকুব্জ, করাচী, মালাবার, কান্দাহার প্রভৃতি বহুল স্থানে শিব ও শিবমন্দির দেখিতে পান। তন্মধ্যে কয়েক স্থানে পাশুপত নামক বিভূতিসংযুক্ত এক শৈব সম্প্রদায়ও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ অতঃপর বিবৃত হইবে।

হিউয়েনসিয়ং বলেন, "আমি কাশীধামে গিয়া সুশ্রী কুড়িটী শিবমন্দির সন্দর্শন করিয়াছি। কোন এক মন্দিরে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পিত্তলময় ন্যূনাধিক ছয়বট্টী হস্ত পরিমিত সুদীর্ঘ একটী শিবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটী প্রসন্ন গম্ভীর, দেখিলে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। উহা অতীব প্রাচীন হইলেও আমার নিকট নূতনবৎ প্রতিভাত হইল।"

পরাক্রান্ত গুপ্তনৃপতিগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে রাজত্ব করেন। তাঁহারা শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রায় বৃষ, ত্রিশূল ও সিংহবাহিনী প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও সৌরাষ্ট্রীয় রাজাদের মুদ্রাতে বৃষ ত্রিশূলাদি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধীয় বহুল আখ্যানে শিব ও শিবশক্তিসম্বন্ধীয় বহুল প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। শক, জাট, হূণ প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই শিবোপাসক ছিল। উঁহাদের নৃপতিগণের মুদ্রায় শিব, বৃষ ও ত্রিশূলাদি চিহ্ন অঙ্কিত।

দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য ও চোল বংশীয় ভূপতিগণ খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে বহুল শিবমন্দির ও শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া শৈব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শাক্য মুনির জন্মের বহুপূর্ব্বে এদেশে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক বৌদ্ধগ্রন্থেও শিবব্রহ্মাদির নামোল্লেখ আছে।

গৌড়ের পালরাজগণ অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যেও শৈব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি পাশুপতদিগের তৃপ্ত্যর্থ একটী বৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবভট্টারকের 'পূজাবলিচরুসত্রনবকর্ম্মাদ্যর্থং' এবং পাশুপত আচার্য্যাদিগের 'শয়নাসনগ্লানপ্রত্যয়ভৈষজপরিষ্কারাদ্যর্থং' উক্ত দানপত্রে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের প্রারম্ভে নারায়ণপালের অভ্যুদয়। সেই সময় হইতেই এদেশে শৈব পাশুপতদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয় শৈবপ্রভাব ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া বিদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। বেলুচীস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গলাজ হিন্দুদের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। অদ্যাপি শৈব ও শাক্তগণ এই তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। বালি ও যবদ্বীপে বহু প্রাচীন সময়েও হিন্দুদের যাতায়াত ছিল। এই দুই দ্বীপেও শিবাদি হিন্দু প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রম্বনন নামক স্থানে দুই শতাধিক দেবমন্দির বর্ত্তমান। এস্থলে শিব গণেশ দুর্গা ও সূর্য্য প্রভৃতির পিত্তল ও পাষাণময় প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। বালিদ্বীপে শিবোপাসনা সমধিক প্রচলিত।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যেই শৈবগণের সমধিক প্রাদুর্ভাব। এতদ্ব্যতীত উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বহুল শিবোপাসক আছেন। শৈবগণের বহুল শিবমন্ত্র আছে, যথা—একাক্ষর মন্ত্র "হৌঁ," ত্র্যক্ষর মন্ত্র "ওঁ জুঁ সঃ" ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। চতুরক্ষর মন্ত্র "ওঁহুংফট্" ইহার নাম চণ্ডমন্ত্র। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র "নমঃ শিবায়" ষড়ক্ষর মন্ত্র "ওঁ নমঃ শিবায়" এইরূপ বিংশাক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবগণ বিভূতিলেপন, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক ও রুদ্রাক্ষধারণ সবিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। যোগসার গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ শিখাতে হস্তদ্বয়ে কণ্ঠে এবং কর্ণযুগলে যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন।

শৈবগণ সম্বিদ্ সেবন ইষ্টসাধনার একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন। সাধকগণ ধ্যান ও শুদ্ধিপূর্ব্বক সম্বিদ্ পূত করিয়া হর্ষপুলকিত দেহে উহা পান করেন। শৈবেরা জল মিশ্রিত বিজয়া (সিদ্ধি) ও বিজয়া-ধূম পানেরও পক্ষপাতী। প্রাণতোষিণীতে ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে যদিও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকই শিবপূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ন্যায় এদেশে শৈবপ্রভাব পরিলক্ষিত, হয় না। দাক্ষিণাত্যে অনেক প্রকার শৈব সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অভেদ, অধ্বা অনাদি, অণু, অন্তর, আদি ভেদ, গুণ, ক্রিয়া, মহানসপদ, নির্গুণ,ন্যূন, ঊর্দ্ধ, শুদ্ধ ও যোগ এই কয়েক সম্প্রদায়ের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যে শিব মন্দিরাদিতে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই প্রতিমারূপে পূজিত হয়েন। তথায় শত শত শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই অপেক্ষা মান্দ্রাজেই শৈবদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে প্রতি বৎসরে

বহু শিবোৎসব অতীব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক ও রুদ্রাক্ষ ধারণ শৈবদিগের প্রধান চিহ্ন। শৈবগণের বিবিধ সম্প্রদায়ে অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও এই দুই প্রধান চিহ্নধারণে কোনও মতভেদ হয় না। কাশ্মীর ও রাজপুতনায় শৈবপ্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। রাজপুতনার একলিঙ্গ শিবের বিষয় অতঃপর বিস্তৃত রূপে আলোচিত হইবে।

কাশ্মীর, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও রাজপুতনার শৈব ব্রাহ্মণগণ মৎস্য মাংস আহার ও সম্বিদ্ পান করিয়া থাকেন। কাশ্মীরের প্রামাণ্য গ্রন্থ নীলমতপুরাণে সম্বিদ্ পানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। শৈব আগমেও এরূপ ব্যবহারের অভাব নাই। প্রাচীন সময় হইতেই কাশ্মীরে শৈব ধর্ম্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট অঞ্চলের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় শিবপূজা করেন মাত্র, কিন্তু অনেকেই শিবমন্ত্রে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন না; কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ সবিশেষ বিধানে শিবমন্ত্র গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রণালীতে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। কলাদীক্ষাগ্রন্থে এই দীক্ষা প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কথিত আছে, পুরাকালে শিব উপাসকগণের মধ্যে কেবল পাশুপত সম্প্রদায়ই ছিল। মহাভারতে পাশুপতশৈব ভিন্ন অপর কোন শৈব সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা শ্রীভাষ্যে (২।২।৩৬) চারি সম্প্রদায় শিবোপাসকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। যথা—কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব। শঙ্করভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দ এবং বাচস্পতি মিশ্র (ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৭) এই উভয়েই চতুর্ব্বিধ শৈব সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন—

"মাহেশ্বরশ্চত্বারঃ—শৈবাঃ পাশুপতাঃ কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ কাপালিকাশ্চেতি চত্বারোঽপ্যমী মহেশ্বরপ্রণীতসিদ্ধান্তাহনুযায়িতয়া মাহেশ্বরাঃ।"

গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন—

"চত্বারো মাহেশ্বরাঃ—শৈবাঃ পাশুপতাঃ কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ কাপালিকাশ্চেতি। সর্ব্বেঽপ্যমী মহেশ্বরপ্রোক্তাগমানুগামিত্বান্মাহেশ্বরা উচ্যন্তে।"

আনন্দগিরিও এই চারি সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা সায়ণাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহগ্রন্থে শিবোপাসকগণের দর্শনের নাম দেখিতে পাই, তদ্‌যথা—

(১) নকুলীশপাশুপতদর্শন
(২) শৈবদর্শন
(৩) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন
(৪) রসেশ্বরদর্শন

লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং এই সম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমে আলোচনা করিব। "লকুলীশ পাশুপত" নামটি সম্বন্ধেই সর্ব্বাগে আলোচ্য। "লকুলীশ" শব্দটী কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন অনুশাসন ও শিলালিপিতে "লকুলীশ পাশুপত" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে এই নামোৎপত্তির ইতিহাসও বর্ণিত রহিয়াছে। যদিও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় কথা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কেহ বিস্তৃত রূপে সন্দর্ভাদি প্রকাশ করেন নাই।

অধুনা এসম্বন্ধে এক অভিনব ঐতিহাসিক আলোকরেখা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে। মেবারের অন্তর্গত উদয়পুর হইতে ১৪ মাইল দূরে একলিঙ্গজীউর মন্দির। একলিঙ্গজী অতীব সুপ্রসিদ্ধ লিঙ্গ। ইঁহারই নিকটে নাথজীউর এক মন্দির আছে। এই মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে বহু প্রাচীন একখানি শিলালিপি আছে। উহার প্রথম ছত্রে অতি স্পষ্টরূপে লিখিত আছে—

"ওঁ ওঁ নমো লকুলীশায়।"

এই স্থলে প্রথমতঃই "লকুলীশ" পদটী দেখিয়া মনে এক সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, "নকুলীশ" নামটীই সর্ব্বজন বিদিত। "লকুলীশ" পদটী কি লিপিকরপ্রমাদ? কিন্তু এই শিলালিপি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করা মাত্রই সেই ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, মেকলনন্দিনী নর্ম্মদাতটবর্ত্তী ভৃগুকচ্ছ (ভরোচ্) দেশে কোনও সময়ে মুরভিদ্ বিষ্ণু দ্বারা ভৃগুমুনি অভিশপ্ত হন। ভৃগু গত্যন্তর না দেখিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া লকুল বা লগুড় ধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হন। এই সময়েই মহাদেব লকুলীশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যে স্থলে তাঁহার এই লকুলীশ রূপাবির্ভাব হয় সেই স্থানের নাম—"কায়াবরোহণ।" পাশুপতযোগাবলম্বী কৌশিক প্রভৃতি কতিপয় শিবভক্ত যোগী অশ্বগ্রামে এই লকুলীশ শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমাদিত্যের ১০২৮ অব্দে অর্থাৎ ৯৭১ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়।

লকুলীশ মহাদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ শিপ্রা প্রশস্তিতে দৃষ্ট হয়, যথা—উলূকের পুত্র পিতৃশাপে পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া মহাদেবের তপস্যা করেন। পরম কারুণিক মহাদেব তাঁহার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ভট্টারক শ্রীলকুলীশ বেশে গদা ধারণ করিয়া লাটী প্রদেশে কায়ারোহণ নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েন। এই সময় কৌশিক, গার্গ্য, কৌরুষ এবং মৈত্রেয় নামে

চারি জন শিষ্যও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা চারিটী শিবোপাসক সম্প্রদায়প্রবর্তক।

উক্ত দুই খানি শিলালিপি হইতে স্থিরীকৃত হয় যে "লকুলীশ" শিবেরই আবির্ভাব বিশেষ। কায়াবরোহণে তিনি আবির্ভূত হন, বরোদার দাভয় তালুকের অন্তর্গত কারন নামক স্থানই কায়াবরোহণের আধুনিক নাম। লকুলীশের চারিজন শিষ্য দ্বারা চারিটী শৈব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ৯৪৩ খৃঃ অব্দে মুনিনাথ চিল্লুক লকুলীশের অবতাররূপে মহিসুরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাহা হইতেই লকুলাশ পাশুপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

যাহা হউক লকুলীশ অবতারসম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে কিছু কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গপুরাণ হইতে এস্থলে এ সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

"অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে॥
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণু র্লোকপিতামহঃ।
যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নাম্না দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ॥
তদা ষষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
বসুদেবাদ্ যদুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়য়া।
লোকবিস্ময়নার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ॥
শ্মশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্ট্বা কায়মনামকম্।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রবিষ্টো যোগমায়য়া॥
দিব্যাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্বয়া সার্দ্ধং চ বিষ্ণুনা।
ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মন্ লকুলী নাম নামতঃ॥ ১২৯।
কায়াবতার ইত্যেবং সিদ্ধক্ষেত্রং চ বৈ তদা।
ভবিষ্যতি সুবিখ্যাতং যাবদ্ভূমি র্ধরিষ্যতি॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ॥
কুশিকশ্চৈব গর্গশ্চ মিত্রঃ কৌরুষ্য এব চ।
যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥
এতে পাশুপতাঃ সিদ্ধা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ॥"

লিঙ্গপুরাণ ২৪ অঃ ১১৪—১৩৩ শ্লোকঃ

সুতরাং লিঙ্গপুরাণানুসারে জানা যায় যে লকুলী মহাদেবের অষ্টাবিংশ বা শেষাবতার। লিঙ্গপুরাণের এই বৃত্তান্তের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত শিলালিপির কিঞ্চিৎ অনৈক্যে থাকিলেও মূলতঃ একত্ব আছে। কূর্ম্মপুরাণেও মহাদেবের লকুলীশ্বর অবতারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কূর্ম্মপুরাণেও উক্ত শিষ্য চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ আছে।

রাজপুতনার স্থানে স্থানে লকুলীশমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনা ব্যতীত নর্ম্মদাতটবর্ত্তী মান্ধাতা নামক স্থানেও একটী লকুলীশমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। দক্ষিণ ভারতে কোনও সময়ে লকুলীশ মূর্ত্তির পূজা হইত। বলগামী নামক স্থানটী লকুলীশ আরাধনার কেন্দ্রস্থানরূপে পরিগণিত ছিল।

মহিসুরের কালামুখ শৈবগণ সম্ভবতঃ লকুলীশ উপাসক ছিলেন। ইঁহারা "লকুলাগমসময়" নামক সিদ্ধান্তগ্রন্থ মানিয়া চলেন। মহিসুরের দক্ষিণ কেদারেশ্বর শিবমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। এই শিবমন্দিরের গুরুবংশের গুরুপ্রণালিকায় জানা যায় যে, কোড়িয় মঠে অনেক সুপণ্ডিত গুরু ছিলেন। প্রথম গুরুর নাম কেদারশক্তি। ইঁহার শিষ্যের নাম শ্রীকণ্ঠ। সম্ভবতঃ এই শ্রীকণ্ঠই বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য গ্রন্থ খানি শ্রীকণ্ঠভাষ্য নামে খ্যাত। উহা শ্রীরামানুজ সিদ্ধান্তের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্তময়। শ্রীকণ্ঠের শিষ্যের নাম সোমেশ্বর তৎশিষ্য গৌতম, তৎশিষ্য বামাশক্তি, তৎশিষ্য জ্ঞানশক্তি। বলগামীতে অনেক গুলি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল শিলালিপিতে কোড়িয়া মঠের গুরুগণের বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার এক খানি শিলালিপিতে লিখিত আছে, সোমেশ্বর লকুলসিদ্ধান্তের বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন। অপর এক খানি শিলালিপিতে প্রথমেই লকুলীশ মহাদেবের বন্দনা আছে। গুরুপাদ বামশক্তি সম্বন্ধেও এক খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তাহাতে লিখিত আছে, ইনি ব্যাকরণে পাণিনির ন্যায়, রাজনীতিতে শ্রীভূষণাচার্য্যের ন্যায়, নাটকালঙ্কারে ভরত মুনির ন্যায়, কাব্যে সুবন্ধুর ন্যায় এবং সিদ্ধান্তে লকুলীশ্বরের ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। লকুলাগমসিদ্ধান্তে ইনি অতীব সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া অপর এক খানি শিলালিপিতে লিখিত আছে। দক্ষিণ কেদারেশ্বরের মন্দিরের আচার্য্যগণ যে লকুলীশ উপাসক ছিলেন, এই সকল শিলালিপি দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। যদিও পুরাণে লকুলীশ মহাদেবের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে মানুষের আকার গ্রহণ করিয়া মানুষের ন্যায় বিচরণ করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মুনিনাথ চিল্লুক লকুলীশের অবতার বলিয়া খ্যাত। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার লকুলীশ দর্শনের সূচনায় লিখিয়াছেন—"তদুক্তং ভগবতা ল(ন)কুলীশেন"

হেমাবতী শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে মুনিনাথ চিল্লুকই লকুলসিদ্ধান্ত ও লকুলাগমের শিক্ষক। কোড়িয়-মঠের গুরুগণ পাতঞ্জলোক্ত যোগশিক্ষা প্রদান করিতেন। সুতরাং লকুল সিদ্ধান্তযোগসংমিশ্রিত। এই নিমিত্তই লকুলীশ পাশুপত-দর্শনে পাশুপতযোগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ (আরণ্যক) ও পাশুপত এই পাঁচ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীরামানুজ বলেন, দক্ষিণ ভারতের কালামুখগণ লগুড়ী ধারণ করেন। সম্ভবতঃ ইহারা লকুলীশের অনুকরণেই সম্প্রদায়ের চিহ্ন স্বরূপ লগুড় ব্যবহার করিতেন। দক্ষিণ ভারতে "গগন শিব" নামে এক শৈবসম্প্রদায় আছেন। ইহারা লকুলীশ সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। ইহঁাদের সিদ্ধান্তের নাম লকুলশিবসিদ্ধান্ত অথবা শিবসিদ্ধান্ত।

দক্ষিণ ভারতের লকুলীশসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ও নব্য। লকুলীশ সিদ্ধান্তবিলোপের আশঙ্কায় লকুলীশ নাথ মুনি চিল্ল্‌ক রূপে অবতার গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, দক্ষিণ ভারতে উহাই নব্য লকুলীশসিদ্ধান্ত নামে খ্যাত।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশপাশুপতদর্শন, রসেশ্বরদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞদর্শন ও শৈবদর্শন ভেদে শৈব সম্প্রদায়ের চারি প্রকার দর্শন প্রচলিত। [প্রাগুক্ত তিন খানি দর্শনের সার মর্ম্ম তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।] এস্থলে শৈব দর্শনের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই দর্শনের মতে শিবই পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, জীবগণ "পশু" বলিয়া অভিহিত। শৈবেরা বলেন, পরমেশ্বর কর্ম্মাদি সাপেক্ষ কর্ত্তা। পরমেশ্বর জীবের কর্ম্মাদির অনুরূপ ফল প্রদান করেন। পরমেশ্বর একদিকে যেমন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, অপর দিকে আবার তদনুরূপ বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কেবল তদীয় ইচ্ছার উপরে জগৎ পরিচালনের ভার সংলগ্ন রাখেন নাই। এ জগতেও জীবগণের অবস্থার নানা প্রকার বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং শ্রীভগবান্ যে কর্ম্মসাপেক্ষ কর্ত্তা, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত।

এইরূপ কর্ম্মসাপেক্ষ কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইলেও পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের কোনও বাধা হয় না। অন্য কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি স্বেচ্ছায় কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনিই স্বতন্ত্র কর্ত্তা; পরমেশ্বর আপন কর্তৃত্বে এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন।

ইঁহারা বলেন, কার্য্যমাত্রই সকর্তৃক, এই জগৎ কার্য্য, ইহার একজন সচেতন কর্ত্তা আছেন, তিনিই পরমেশ্বর। যিনি নির্ম্মাতা তিনি শরীরী, সুতরাং এই জগন্নির্ম্মাতা ঈশ্বরও শরীরবান্। কিন্তু প্রাকৃত শরীর যেমন বহুল দোষময়, ঈশ্বরের শরীর সেরূপ নহে, উহা পঞ্চ-মন্ত্রাত্মক। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচটী মন্ত্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদস্বরূপ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্।

পতি, পশু ও পাশ ভেদে পদার্থ তিন প্রকার। ভগবান শিবই পতি, দীক্ষাদি উপায়ই শিবত্বপ্রাপ্তি সাধন। পশু পদার্থ জীবাত্মা। জীবাত্মা মহৎ ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদবাচ্য, দেহাদিভিন্ন সর্ব্ব ব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয়, ও কর্ত্তাস্বরূপ। কিন্তু জীব নানা। পাশ পদার্থ—মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তিভেদে চারি প্রকার। স্বাভাবিক অশুচির নামই মল। মল দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ধর্ম্মাধর্ম্মের নাম কর্ম্ম। প্রলয়াবস্থাতে যাহাতে কার্য্য সকল লীন হয় এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মায়া। পুরুষগতিরোধক যে পাশ উহাই রোধশক্তি নামে অভিহিত হয়।

জীবের নাম পশু পদার্থ—ইহা তিন প্রকার, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মল স্বরূপ পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল কহে। মন ও কর্ম্মরূপ পাশদ্বয়যুক্ত জীব প্রলয়াকল নামে অভিহিত। মল কর্ম্ম ও মায়াবদ্ধ জীবকে সকল কহে।

সমাপ্ত কলুষ ও অসমাপ্ত কলুষ ভেদে বিজ্ঞানাকল জীব দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবকে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অনন্ত সূক্ষ্ম, একনেত্র, শিবোত্তম ত্রিমূর্ত্তিক শ্রীকণ্ঠ এবং শিখণ্ডী এই কয়েকটী বিদ্যেশ্বর পদে নিযুক্ত করেন। অসমাপ্ত কলুষদিগকে তিনি মন্ত্রেশ্বর করেন। এই মন্ত্র সপ্তকোটি

প্রলয়াকল জীবও দ্বিবিধ, পক্কপাশদ্বয় ও অপক্কপাশদ্বয় পক্ক পাশদ্বয় মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, অপক্ক পাশদ্বয়কে পুর্য্যষ্টক দেহধারণ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে তির্য্যঙ্‌ মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তস্বরূপ অন্তঃকরণ, ভোগসাধন কলা কাল, নিয়তি, বিদ্যা রাগ, প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ত তত্ত্ব। পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতের কারণ স্বরূপ পঞ্চভূতাত্মা, চক্ষুরাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, সাকল্যে একত্রিংশ তত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম দেহকে পুর্য্যষ্টক দেহ কহে।

এই অপক্ক পাশদ্বয় জীবের মধ্যে যাহাদের প্রশস্ত পুণ্য আছে, মহেশ্বর অনন্ত, তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীপতিত্ব পদ প্রদান করেন।

সকল স্বরূপ জীবও দ্বিবিধ, পক্ক কলুষ ও অপক্ক কলুষ ইহাদের মধ্যে পক্ককলুষ জীবদিগকে মহেশ্বর করুণা করিয়া মন্ত্রেশ্বর পদ প্রদান করেন। মন্ত্রেশ্বর মণ্ডল্যাদি ভেদে একশত আঠার। অপক্ককলুষগণ সংসারকূপে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাই শৈবদর্শনের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত।

[লিঙ্গ, শিব, শাক্ত প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শৈবগব (পুং) শিবগুর গোত্রাপত্য। (আশ্ব°শ্রৌ° ১২।১২।৫)

শৈবতা (স্ত্রী) শৈবস্য ভাবঃ শৈব-তল্-টাপ্। শৈবের ভাব বা কর্ম্ম, শিবোপাসনা, শৈবদিগের কার্য্য।

শৈবপাশুপত (ত্রি) শিব-পশুপতিসম্বন্ধীয়।

শৈবপুর (ক্লী) শিবপুরী সম্বন্ধীয়।

শৈবরূপ্য (ত্রি) শিবস্য ভূতপূর্ব্বং যৎ তৎ শিবরূপ্যং শিবরূপ্য-অ (পা ৪।১।১০৬) শিবরূপ্য সম্বন্ধীয়, শিবের ভূতপূর্ব্ব বস্তুসম্বন্ধীয়।

শৈবল (ক্লী) শেতে ইতি শী (শীঙো-ধুকলগ্ বলচ্ বালনঃ। উণ্ ৪।৩৮) ইতি বলচ্। ১ পদ্মকাষ্ঠ। (পুং) ২ শৈবাল। (মেদিনী) ৩ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণভাগবর্ত্তি গিরিবিশেষ।

"শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎসরঃ।"(রামায়ণ ৭।৮৮।১৩)

৪ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

শৈবলবৎ (ত্রি) শৈবল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শৈবলবিশিষ্ট, শৈবালযুক্ত।

শৈবলিত (ত্রি) শৈবল তারকাদিত্বাদিতচ্। শৈবাল বিশিষ্ট, যে স্থলে শৈবাল জন্মিয়াছে।

শৈবলিনী (স্ত্রী) শৈবলমস্যা অস্তীতি ইনি। নদী। (অমর)

শৈবল্য (ত্রি) শৈবালযুক্ত।

শৈববায়বীয় (ত্রি) শিব ও বায়ুসম্বন্ধীয় পুরাণভেদ।

শৈবাকবি (পুং) শিবাকু অপত্যার্থে ইঞ্ (পা ৪।১।৯৬) শিবাকুর গোত্রাপত্য।

শৈবাগম (পুং) শৈবতন্ত্রবিশেষ।

শৈবায়ন (পুং) শিব-অপত্যার্থে-ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) শিবের গোত্রাপত্য।

শৈবাল (ক্লী) শী-বাহুলকাৎ-বালঞ্। জলজ দ্রব্য বিশেষ, চলিত শেয়ালা, পর্য্যায় জলনীলী, শৈবল, শেপাল, শেবল, শীবল, জলনীলিকা, জলনীল, সৈবাল, শেবাল, বারিচামর, সলিলকুন্তল, হটপর্ণী, অম্বুতাল, অরক, জলকেশ, কাবার, জলজ। গুণ—শীতল, স্নিগ্ধ; সন্তাপ ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

শৈবালক (ক্লী) শৈবাল-স্বার্থে কন্। শৈবাল শব্দার্থ।

শৈবালবজ্র (ক্লী) ইস্পাত নামক লৌহবিশেষ।

শৈবি (পুং) শিব ঋষির গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

শৈব্য (পুং) ১ শ্রীকৃষ্ণের ঘোটকবিশেষ।

'তুরগাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ' (ত্রিকা°)

২ পাণ্ডব সেনাপতি বিশেষ। (গীতা ১।৫) (ত্রি) ৩ শিবসম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। শৈব্যা ১ প্রতীপ রাজার পত্নী। (ভারত ১।৯৫।৪৪) ২ সগর রাজার পত্নী, অসমঞ্জসের জননী। (ভারত ৩।১০৭।৩৯)

শৈশব (ক্লী) শিশোর্ভাবঃ শিশু (ইগন্তাচ্চলঘুপূর্ব্বাৎ। (পা ৫।১।১৩১) ইতি অণ্। বাল্য। (অমর)

শৈশব্য (ক্লী) শিশোর্ভাবঃ শিশু-ষ্যঞ্। শৈশব, বাল্য।

শৈশির (পুং) শিশিরে ঋতৌ ভবঃ শিশির-অণ্। ১ শ্যামচটক, শ্যামাপাখী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শিশির ঋতু সম্বন্ধী।

শৈশিরায়ণ (পুং) শিশির ঋষির গোত্রাপত্য। (হরিবংশ)

শৈশিরি (পুং) শিশির ঋষির গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

শৈশিরিক (ত্রি) শিশিরমধীতে বেদ বা শিশির (বসন্তাদিভ্যষ্ঠক্ পা ৪।২।৬৩) ইতি ঠক্। শিশির ঋতুতে অধ্যয়নকারী।

শৈশিরিয় (ত্রি) শিশির নামক মহর্ষিপ্রোক্ত।

শৈশিরিয়ক (ত্রি) শিশির ঋষিকথিত।

শৈশিরেয় (পুং) শিশির অপত্য ঋষিভেদ। ইনি একজন বৈদিক আচার্য্য ছিলেন।

শৈশুনাগ (পুং) শিশুনাগের অপত্য।

শৈশুপালি (পুং) শিশুপালের অপত্য।

শৈশুমার (ক্লী) শিশুমার-অণ্। শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্র।

"বিধূতকল্মোঽথহরেরুদস্তাৎ প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারং।" (ভাগবত ২।২।২৪)

'শৈশুমারং শিশুমারাকারং জ্যোতিশ্চক্রং' (স্বামী)

শৈশ্ন্য (পুং) শিশ্নভোগপরায়ণ। (ভাগবত ১১।৪।১১)

শৈষ (পুং) দিবসের শৈত্যাংশ।

শৈষিক (ত্রি) শেষ সম্বন্ধীয়।

শৈষ্যোপাধ্যায়িকা (স্ত্রী) শিষ্যোপাধ্যায়ানাং ভাবঃ কর্ম্ম বা। শিষ্যোপাধ্যায় (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২১।১৩৩) ইতি বুঞ্। শিষ্যাধ্যাপনা, ছাত্র পড়ান।

শোআ (দেশজ) ১ শয়ন। ২ গুল্মভেদ। (Aucthum Sowa)

শোঁকা (দেশজ) ঘ্রাণ লওয়া।

শোঁটা (হিন্দী) ১ বৃক্ষের ছুরি। ২ দণ্ড, আশা শোঁটা।

শোটাবরদার (পারসী) যে সকল দ্বারবান্ আশাশোঁটা লইয়া যায়।

শোক (পুং) শুচ-ঘঞ্। চিত্তবিকলতা, ইষ্টবিয়োগানুচিন্তন। বন্ধু প্রভৃতির বিয়োগ জনিত মনঃপীড়া, আত্মীয় নাশের জন্য মনোদুঃখ। (ভাবপ্রকাশ) পর্য্যায় মন্যু, শুচ্, শুচা, নিঃসম, শোচন, খেদ। (হেম) ইষ্ট বিয়োগজ মনোদুঃখ, প্রিয়ব্যক্তির মৃত্যু অথবা দুঃখাদি হেতু চিত্তের বিকলতা।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, পণ্ডিত ব্যক্তি শোচ্যবিষয়ে শোক প্রকাশ করে না।

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে শোক করিতে নাই, শোক প্রকাশ করিলে মৃতব্যক্তির অধোগতি হইয়া থাকে, এইজন্য মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া শোকাপনোদন করিবে।

শোকাপনোদনং—

"কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্।
স্নাতানপনুদেয়ুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ॥
মানুষে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥
পঞ্চধা সংভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈ স্তত্র কা পরিবেদনা॥
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্তালোকো ন যাস্যতি॥
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈ র্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনং)

মৃত ব্যক্তির অগ্নিকার্য্যাদি শেষ করিয়া স্নান এবং তদুদ্দেশে উদকদান করিয়া আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুমণ্ডলী কোমল তৃণময় ভূভাগে উপবেশন করিবেন, তৎপরে বৃদ্ধগণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বারা তাহাদিগের শোকাপনয়ন করিবেন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের কদলীস্তম্ভ স্বরূপ নিঃসার জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্বের উপর স্থিরতা আরোপ করে, সে অতিশয় মূঢ়। পূর্ব্বজন্ম পরিগৃহীত শরীর সাহায্যে উপার্জ্জিত কর্ম্মফলে ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহ আবার যদি পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, গণ্ডূষ জল সমুদ্রজলে নিঃক্ষিপ্ত হয়, যদি ক্ষীণদীপালোক চন্দ্রালোকে মিশিয়া যায়। বৃন্তবায়ু মলয়ানিলের সহিত সঙ্গত হয়, যদি ঘটাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আকাশ অনন্ত বিস্তৃতময় মহাকাশে বিলীন হয়, তাহাতে আবার শোক কি? যখন এক সময়ে এই অচলা বসুমতীকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ জলরাশিকেও কালসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে, অজর অমর দেবগণও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না? তখন কোন ছার পার্থিব প্রাণিবৃন্দ। ইহারা কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণ রোদন সময়ে যে কফ ও নয়ন জল বিসর্জ্জন করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেতকে তাহা ভোজন করিতে হয়, অন্ততঃ এই ভয়েও রোদন করা উচিত নহে। কেবল তাহার যাহাতে সদ্গতি হয়, নিজ শক্তি অনুসারে তাহার পারলৌকিক কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধগণ ইত্যাদিরূপ শাস্ত্র বাক্য সঙ্গত উপদেশ দিয়া সকলের শোকাপনোদন করিবেন।

গীতায়ও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানু শোচিতুমর্হসি॥
অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপিত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি॥" ইত্যাদি।

(গীতা ২ অ°)

হে অর্জ্জুন! যাহাদিগের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ, কিন্তু যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা মৃত বা জীবিতগণের জন্য কখন শোক প্রকাশ করেন না। এই আত্মা ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য অর্থাৎ নিক্রিয়, ইহাকে এইরূপে অবগত হইয়া তোমার শোক করা বিধেয় নহে। আর যদি তুমি এই আত্মাকে সর্ব্বদা জাত ও সর্ব্বদা মৃত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ জীবের জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলেই আবার জন্ম হইবে, অতএব এইরূপে অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে অর্জ্জুনকে শোকনিবৃত্তির জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।

শোকবেগ সহ্য করিতে না পারিলে সুস্থ শরীরে নানাবিধ রোগ হয়, এবং রুগ্ন শরীরে ঐ রোগ বর্দ্ধিত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

শোককর (পুং) করোতীতি করঃ কৃ-ট, শোকস্য করঃ। শোককারক, শোকজনক।

শোকজাতিসার (পুং) শোকজঃ অতীসার। পুত্রাদিনাশ জন্য শোক হইতে উৎপন্ন অতীসাররোগ। ইহার লক্ষণ—বন্ধু ও ধনাদি বিয়োগজনিত শোকে অভিভূত হইলে মানবগণের চক্ষু, নাসিকা ও গলদেশাদি গত জল ও শোক জন্য শরীরের উষ্মা একদা কোষ্ঠদেশে গমন করিয়া জঠরাগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, তখন রক্ত ক্ষোভিত অর্থাৎ স্বস্থান হইতে চালিত হয়, সেই ক্ষুব্ধ রক্ত মলসংযুক্ত বা মলরহিত, গন্ধযুক্ত বা গন্ধবিহীন হইয়া গুঞ্জাফল সদৃশ আকারে গুহ্য দ্বার দ্বারা নির্গত হইলে তাহাকে শোকজ অতিসার কহে। (ভাবপ্র° অতীসার রোগাধি°)

[অতীসাররোগ দেখ।]

শোকজ্বর (পুং) শোকজন্য জ্বর। [জ্বররোগ দেখ।]

শোকশোষ (পুং) শোকজন্য শোষরোগ। লক্ষণ—

"প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
বিনা শুক্রক্ষয়কৃতৈর্বিকারৈরুপলক্ষিতঃ॥" (মাধবনি°)

এই রোগে প্রধান শীল অর্থাৎ স্থির ভাবে থাকা, প্রস্তাঙ্গ অর্থাৎ শিথিলাঙ্গত্ব বিশিষ্ট এবং শুক্রক্ষয় না হইয়াও তৎবিকার বিশিষ্ট হইলে এই রোগ হয়। [শোষ শব্দ দেখ]

শোকতর (পুং) শোকমুক্ত। শোকোত্তীর্ণ। (শত°ব্রা°১১।৫।৩।১৩)

শোকনাশ (পুং) শোকস্ত নাশো যস্মাৎ। ১ অশোকবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শোকের নাশ, শোকাপগম।

শোকময় (ত্রি) শোক স্বরূপে ময়ট্। শোক স্বরূপ।

শোকবৎ (ত্রি) শোক অস্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত ব। শোকবিশিষ্ট, শোকযুক্ত।

শোকহারিন্ (ত্রি) শোকং হরতি-হৃ ণিনি। শোকহরণকারী, শোকনাশকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

শোকহারী (স্ত্রী) শোকং হরতীতি হৃ-অণ্-ঙীষ্। বনবর্ব্বরিকা। (রাজনি°)

শোকাগার (ক্লী) শোকগৃহ। রাজপ্রাসাদে শোকাগার, রোষাগার, স্নানাগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শোকারি (পুং) শোকস্ত অরিঃ। কদম্বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শোচন (ক্লী) শুচ্-ল্যুট্। ১ শোক। (হেম) শোচতীতি শুচ্-শোকে (জুচঙ্ক্রম্যদন্দ্রম্যসৃগৃধীতি। পা ৩।২।১৫০) ইতি যুচ্। (ত্রি) ২ শোকশীল।

শোচনা (স্ত্রী) শোকোৎপাদনা, শোকপ্রকাশ।

শোচনীয় (ত্রি) শুচ্-অনীয়র্। শোকের বিষয়ীভূত। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করা যায়।

শোচিতব্য (ত্রি) শুচ্-ণিচ্-তব্য। শোকের বিষয়ীভূত, শোচনীয়।

শোচিষ্কেশ (পুং) শোচীংষি কেশাইব যস্ত নিয়তং সমাসে হ্রস্বত্তর পদস্থস্যেতি যত্বং। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ। (অমর) ৩ দীপ্তিরূপ কেশযুক্ত।

"শোচিষ্কেশং পুরু প্রিয়াগ্নে হব্যায়" (ঋক্ ১।৪৫।৬)

'শোচিষ্কেশং দীপ্তিরূপকেশোপেতং' (সায়ণ)

শোচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় দীপ্তিযুক্ত। (ঋক্ ৫।২৪।৪)

শোচিষ্মৎ (ত্রি) শোচিস্-মতুপ্। প্রকৃষ্টদীপ্তি। উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট। 'শোচিষ্মান্ প্রকৃষ্টদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

শোচিস্ (ক্লী) শুচ্যত্যনেনেতি শুচ (অর্চ্চি-শুচি-হু-সৃপীতি। উণ্ ২।১০৯) ইতি ইসি। ১ প্রভা, জ্বালা, শিখা। (ভাগবত ৩।১৫।২৬)

শোচ্য (ত্রি) শুচ্-ণ্যৎ। শোচনীয়, শোকের বিষয়ক। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করা যায়।

শোচ্যক (ত্রি) ১ অবর। ২ ক্ষুদ্র। (শব্দমালা)

শোজবর্ম্মন, ককরেড়ীর একজন মহারাণক। ইনি দুর্ল্লভের পুত্র।

শোটীর্য্য (ক্লী) ১ বীর্য্য, পরাক্রম। (শব্দরত্ন°) ২ গর্ব্ব, দম্ভ।

শোঠ (ত্রি) ১ মূর্খ। ২ অলস। (মেদিনী) ৩ ধূর্ত্ত। ৪ নীচ। ৫ পাপরত। (শব্দরত্না°)

শোণ, ১ গতি। ২ বর্ণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° বর্ণার্থে অক° সেট্। লট্ শোণতি। লিট্ শুশোন। লুট্ শোণিতা। লুঙ্ অশোনীৎ। ণিচ্ শোণয়তি। লুঙ্ অশুশোণৎ। সন্ শুশোনিষতি। যঙ্ শোশোণ্যতে। যঙ্লুক্ শোশোণীতি।

শোণ (ক্লী) শোণতীতি শোণ বর্ণে পচাদ্যচ্। ১ সিন্দূর। ২ রুধির। (রাজনি°) (পুং) ৩ রক্তোৎপল তুল্য বর্ণ। পর্য্যায়—কোকনদচ্ছবি, রক্তোৎপলনিভ, রক্তোৎপলাভ। (জটাধর)

৪ নদবিশেষ, শোণনদ। পর্য্যায়—হিরণ্যবাহ। (অমর)

এই নদ অমরকণ্টকদেশ হইতে পাটলিপুত্রে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জলের গুণ—রুচিকর, সন্তাপ ও শোষাপহ, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বল ও ক্ষীণাঙ্গ বৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) ৫ অগ্নি। ৬ শ্যোণাক। ৭ লোহিতাশ্ব। ৮ সমুদ্রবিশেষ। (ধরণি) ৯ রক্তেক্ষু। ১০ শ্যোণাকভেদ। (রাজনি°) (ত্রি) ১১ রক্তবর্ণ। ১২ কোকনদচ্ছায়। ১৩ মঙ্গলগ্রহ। ১৪ রক্তধাতু। ১৫ রক্তপুনর্নবা। ১৬ পৃথুশিম্ব, শ্যোণাকবৃক্ষ। (রাজনি°)

শোণ, মধ্যভারতে প্রবাহিত একটী সুবৃহৎ নদী। গঙ্গার একটী প্রধান শাখা। অমরকণ্টকের ৩৫০০ ফিট উচ্চ অধিত্যকাভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়া গঙ্গার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে। উৎপত্তিস্থান অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ এবং ৮২° ৭´ পূঃ। এই স্থান হইতে শোণনদ ক্রমান্বয়ে উত্তরাভিমুখে মধ্যপ্রদেশ ও বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্গত কএকটী রাজ্যের সীমারূপে নানারূপ বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া কৈমুর পর্ব্বতে (অক্ষা° ২৪° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৬´ পূঃ) প্রতিহত হইয়াছে। এখান হইতে শোণনদী পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া দানাপুরের ১০ মাইল উত্তরে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। নদীর সমগ্র অববাহিকা প্রায় ৪৬৫ মাইল। তন্মধ্য প্রায় ৩০০ মাইল পার্ব্বত্য বনপ্রদেশে প্রবাহিত এবং অবশিষ্টাংশ যুক্তপ্রদেশের মুজঃফরপুর জেলা হইয়া বেহারে আসিয়াছে। এখানে উহা শাহাবাদ এবং গয়া ও পাটনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

শোণনদের জলপ্রবাহ ও বন্যার কথা সাধারণে শুনিয়াছেন। বর্ষার সময় ইহার খাত অত্যন্ত প্রশস্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে নদীগর্ভে সামান্যই জল থাকে। এই কারণে নদীবক্ষে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয় না। জোহিলা ও মহানদী নামক দুইটী শাখা নদী বাম দিক্ হইতে আসিয়া এবং গোপথ, রেহন্দ, কন্হার ও কোয়েল নামক শাখাচতুষ্টয় ইহার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে। উপরি উক্ত শাখাগুলির মধ্যে কোয়েল নদীই

সর্ব্বপ্রধান। ইহা সুপ্রসিদ্ধ রোতাস্‌গড়ের বিপরীত দিকে শোণ-গর্ভে নিপতিত হইয়াছে।

শোণনদের নিম্ন প্রবাহ অর্থাৎ মুজঃফরপুর হইতে গঙ্গাসঙ্গম পর্য্যন্ত স্থানের নদীগর্ভের দৃশ্য অতীব বিস্ময়কর। নদীর বাম হইতে দক্ষিণকূল প্রায় ৩ মাইল ব্যবধান। বর্ষার বন্যায় যখন নদীর কানায় কানায় জল উঠে, তখন উহার দৃশ্য জল-কল্লোলপূরিত গভীর সমুদ্রের ন্যায় বোধ হয়। ভীষণ ঝটিকার সময় ঐ জলতরঙ্গ যেন উন্মত্ত ভাবে নাচিতে থাকে। ঐ সময় প্রায় ২১৩০০ বর্গ মাইল পার্ব্বত্য ভূভাগের জলরাশি এককালে শোণ অববাহিকায় আসিয়া পড়ে বলিয়া উহার জলস্রোত প্রতি সেকেণ্ডে ৮লক্ষ ৩০ হাজার কিউবিক ফিট্ গণ্য হয়, কিন্তু অপর সময়ে নদীগর্ভে সামান্য একটী জলরেখা থাকে এবং উহার জলমান প্রতি-সেকেণ্ডে ৬২০ কিউবিক ফিট্ হয়। এই সময়ে নদীর উভয় কূলের সুবিস্তৃত বালুকারাশি দেখিলে মনে হয়, বাস্তবিকই ইহা সমুদ্রতট হইবে।

ডেহ্‌রীর নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত বাধের নিকট দিয়া 'গ্রাওট্রাঙ্ক রোড' নামক রাস্তা উত্তরপশ্চিমে গিয়াছে। ঐ স্থানের পারা-পারের জন্য একটী প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু বিদ্যমান আছে। নদীকূলের স্রোতোবেগ, কলনাদ ও দৃশ্যাবলী এবং অধিত্যকা-ভূমির সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য এই স্থানটীকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই দক্ষিণে কৈলবাড়া নামক স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর সুবিখ্যাত লৌহসেতু। ইহা সাধারণতঃ শোণ-ব্রিজ নামে পরিচিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একটী মাত্র লৌহবর্ত্ম চালাইবার জন্য এই সেতুর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহা দুইটী রেলবর্ত্মের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতুটী এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৪১৯৯ ফিট্ লম্বা ও ২৮টী "স্প্যান্" (span) দ্বারা বিভক্ত। স্প্যান্ গুলি স্তম্ভের উপরে পরস্পরে সংযোজিত। নদীগর্ভে ৩০ ফিট্ গভীর কূপ খনন করিয়া স্তম্ভগু'ল গাঁথা হইয়াছে।

মেগেস্থেনিস মগধরাজধানী পাটলীপুত্রকে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহের সঙ্গমস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক্‌ভৌগোলিকগণ তাঁহারই কথায় ইহাকে Erannoboas বলিয়া বর্ণনা করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতেও পাটনার নিকট দিয়া যে শোণনদের খাত বিদ্যমান ছিল, তাহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের "বাঙ্গালার মানচিত্রে' দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বেগ্‌লার এরান্নোবোয়াকে হিরণ্যবতী (গণ্ডক) বলিয়া অনুমান করেন। কোন কোন গ্রীক্‌ভৌগোলিকের গ্রন্থে শোণনদের Sonus নামও পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৭।২১) এই নদীর উল্লেখ আছে। এখানে কনকেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি বিদ্যমান। (বৃহন্নীলতন্ত্র)

শোণক (পুং) শোণ এব স্বার্থে কন্। ১ শোণাক বৃক্ষ। (অমর) ২ শোণ শব্দার্থ।

শোণ-খাল, বেহারপ্রদেশে জলসরবরাহের জন্য শোণনদী হইতে যে কয়টী খাল কাটা হইয়াছে, তাহা 'Son Canal' নামে পরিচিত। ঐ খালগুলি সাধারণতঃ শাহাবাদ, পাটনা ও গয়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত। ডেহ্‌রী গ্রামের নিম্নবর্ত্তী বাঁধ বা আনি-কট দ্বারা জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া ঐ খালগুলি নানাদিকে চালিত করা হইয়াছে। নদীর বামকূলে উক্ত আনিকট হইতে অল্প দূরে পশ্চিম খাল (The Western main canal) কাটা হয়। ইহা প্রস্থে ১৮০ ফিট ও ইহার খাত ৯ ফিট্। ইহাতে বন্যার সময় প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫১১ কিউবিক ফিট্ জল চালিত হয়। এই খালটী ২২ মাইল লম্বা। ইহার প্রথম ১২ মাইল পথের মধ্যে আরা, বক্সার ও চৌষা-খাল কাটা হইয়াছে। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় মীর্জাপুরের দিকে ইহা ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। কাও নামক একটী পার্ব্বত্য প্রবল জলস্রোত খালের নিম্নে আনিবার জন্য এখানে স্থাপত্যশিল্পের অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ একটী ২৫ খিলানযুক্ত সাইফোন্ একোএডাক্ট (Siphon aqueduct) নির্ম্মিত হইয়াছে।

আরা-খাল মূল পশ্চিম খালের পাঁচ মাইল পথ হইতে আরম্ভ। এখান হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত ইহা শোণ নদের সমান্তরাল ভাবে যাইয়া আরা নগরের নিকট উত্তরমুখে ঘুরিয়া ৬০ মাইলে গঙ্গায় মিশিয়াছে। ইহাতে প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ১৬১৬ কিউবিক্ ফিট্ জল চলে এবং সাড়ে চারিলক্ষ একার ভূমিতে জল সরবরাহ করা হয়। চারিটী প্রধান পার্ব্বত্য স্রোতঃ ছাড়া এই খাল হইতে ৩০।। মাইল লম্বা বিহিয়া খাল ও ৪০।। মাইল লম্বা ডুমরাওন খাল কাটা আছে।

বক্সার খাল ঠিক ৩ মাইলের মাথায় আরম্ভ। ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ১২৬০ কিউবিক ফিট্ জল চলে। বক্সার নগরে ৫০ মাইল যাইয়া ইহা গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। চৌষা-খাল ইহা হইতেও বিস্তৃত ও ৪০ মাইল লম্বা।

পূর্ব্বমূল খাল (The Eastern main canal) নদীর দক্ষিণ কূল হইতে পশ্চিম খালের ঠিক বিপরীত দিকে কাটা হয়। প্রথমে ইহা মুঙ্গের পর্য্যন্ত কাটিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু পরে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া পুণপুনা নদী পর্য্যন্ত ৮ মাইল পথ পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে।

পাটনা-খাল পূর্ব্ব খালের ঠিক চারি মাইল দক্ষিণ হইতে আরম্ভ। বাঁকীপুর ও দানাপুরের মধ্যবর্ত্তী দীঘা গ্রামের নিকট ইহা গঙ্গায় মিশিয়াছে। ইহা প্রায় ৭৯ মাইল লম্বা এবং ইহা দ্বারা প্রায় ৩ লক্ষাধিক একার জমির জল সরবরাহ হয়।

শোণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাতের বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। পূর্ব্বে এখানে বহুধন জনপূর্ণ একটী নগর ছিল। নগরের পশ্চিম প্রান্তে শৈলোপরি একটী দুর্গ স্থাপিত আছে। শোণগড় দুর্গের নামানুসারে নগরের নাম শোণগড় হয়। পূর্ব্বে ইহা ভীলদিগের অধিকারে ছিল।

শোণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়-প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। শোণপুরী নামেও খ্যাত। এখানকার স্বত্বাধিকারীরা বরোদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। শোণগড় গ্রাম ভাবনগরের ১৯ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ও পালিতানার ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে ইংরাজকর্ম্মচারিগণের বাসভবন আছে।

শোণগিরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ধূলিয়ার ১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪´ পূঃ। প্রথমে আরবরাজগণের অধীন ছিল। তৎপরে যথাক্রমে মোগল ও নিজাম এখানে শাসন বিস্তার করেন। নিজামের হস্ত হইতে পেশবা ইহা অধিকার করিয়া লন। মহারাষ্ট্র সরকার হইতে ইহা বিন্চরকার-বংশের জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজাধিকারে আইসে। এখানে পশমী কম্বলের ও কার্পাসবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। স্থানীয় পার্ব্বত্যদুর্গ দেখিবার জিনিষ।

শোণঝিণ্টিকা (স্ত্রী) শোণা রক্তবর্ণা ঝিণ্টিকা। রক্তসৈরেয়, রক্ত ঝিণ্টীক্ষুপ, লালঝাঁটী। (রাজনি°)

শোণঝিণ্টী (স্ত্রী) শোণা রক্তবর্ণা ঝিণ্টী। ১ কুরুবক। ২ কণ্টকিনী। (রাজনি°)

শোণতা (স্ত্রী) রক্ততা।

শোণপত্র (পুং) শোণবৎ রক্তানি পত্রাণি যস্য। রক্ত পুনর্ণবা। (রাজনি°)

শোণপদ্মক (ক্লী) শোণং রক্তবর্ণং পদ্মকং। রক্তকমল, রক্তপদ্ম। (রাজনি°)

শোণপুর, বাঙ্গালার সারণজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪১´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১২´ ৫০´´ পূঃ। এই গ্রামটী বহু প্রাচীন এবং সমগ্র জেলার মধ্যে ইহার চিরপ্রসিদ্ধি আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে দশদিনব্যাপী একটী মেলা হয়। ঐ মেলা সাধারণে 'হরিহর ছত্রের মেলা' নামে খ্যাত। য়ুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে "Sonepur fair" বলিয়া থাকেন। মেলার সময় এই স্থানে নানা দেশ হইতে হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি জীবজন্তু ও কাপড়, পিত্তল কাঁসার বাসন প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। ঐ সময়ে এখানে এক সপ্তাহ কাল ঘোড়দৌড় হয়, সেই কারণে নিকটবর্ত্তী স্থানের য়ুরোপীয়গণ এখানে আসিয়া সমবেত হন। তাঁহাদের জন্য এখানে একটী বিস্তৃত তাঁবুর ছাউনী পড়ে। এখানকার ঘোড় দৌড়ের স্থান অতি সুন্দর।

ভারতের কুম্ভাদি মেলার ন্যায় এই ছত্রের মেলাটীও বহু প্রাচীন। প্রবাদ, ভগবান্ বিষ্ণু এই খানে কুম্ভীর (কচ্ছপ ?) মুখ হইতে হস্তীকে উদ্ধার করেন। দশরথতনয় রামচন্দ্র যখন সীতালাভার্থ জনকপুরে গমন করেন, তখন তিনি এই স্থানের বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মেলার প্রথম চারিদিন যোগ উপলক্ষে যাত্রিগণ গঙ্গাগণ্ডকসঙ্গমে স্নান দান করিয়া থাকে। ভাঙ্গা মেলা ১৫ দিনেরও অধিক কাল থাকে।

শোণপুর, মধ্য প্রদেশের শম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৬০´ হইতে ২১° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২০´ হইতে ৮৫° ১৮´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর সীমায় শম্বলপুর জেলা, পূর্ব্বে রামরাখোল, দক্ষিণে বউদ এবং পশ্চিমে পটনা সামন্তরাজ্য।

এই রাজ্যের সমগ্র স্থানই প্রায় সমতল। এখানে নানা প্রকার শস্যাদির চাস হইয়া থাকে। মহানদী তেল ও সুখতেল নামক শাখাদ্বয় লইয়া এই সামন্ত রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জীরা নামক নদী শম্বলপুর ও শোণপুরের মধ্যস্থলে প্রবাহিত। এখানে লৌহ পাওয়া যায় ও এক প্রকার মোটা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে এই রাজ্য পটনা রাজ্যের অধীন ছিল। অনুমান ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে মধুকর শা স্বীয় ভুজবলে উহাকে একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য করিয়া লন। তদবধি উহা "আঠার গড়জাতের" অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজা মদনগোপাল হইতে বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। রাজা নীলাদ্রি সিংহ ইংরাজ গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

শোণপুর, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। ভূপরিমাণ ১১০ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দার গোঁড় জাতীয়। শোণপুর গ্রাম অক্ষা° ২২° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

শোণপুরবিঙ্কা, মধ্যপ্রদেশের শোণপুর সামন্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর এবং শোণপুর রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

শোণপুষ্পাক (পুং) শোণং পুষ্পং যস্য, কন্। কোবিদার।

শোণপুষ্পী (স্ত্রী) শোণবৎ পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। সিন্দূরপুষ্পী। (রাজনি°)

শোণপ্রস্থ (শোণপৎ), একটী প্রাচীন গ্রাম। (পা ৬।২।৮৮)

বর্ত্তমানে উহা শোণপৎ নামে খ্যাত এবং পঞ্জাব প্রদেশের দিল্লী জেলার শোণপৎ তহশীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। দিল্লী রাজধানী হইতে ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩´ ৩০´´ পূঃ। নগরটী মিউনী-সিপালিটীর অধীন থাকায় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটী গণ্ড শৈল পার্শ্বে অবস্থিত ও প্রাচীন স্তূপের ইষ্টকাদি লইয়া এখানকার গৃহাদি গঠিত।

এই নগরটী অতি প্রাচীন। আর্য্য উপনিবেশিকগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট যে পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শোণপ্রস্থ তাহার মধ্যে একটী। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কানিংহাম স্থানীয় স্তূপাদি লক্ষ্য করিয়া শোণপৎকেই প্রাচীন শোণপ্রস্থ বলিয়া অনুমান করেন। অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন রাজা শোণী এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ দ্বয়ের উল্লিখিত আখ্যান অনুসারে শোণপ্রস্থের প্রাচীনত্বই সূচিত হয়। ডাঃ কানিংহাম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরস্থ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে একটী পোড়া মাটীর সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার সিদ্ধান্ত ঐ মূর্ত্তি অন্ততঃ ১২০০ বর্ষের পুরাতন হইবে। তদ্ভিন্ন এখানে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে প্রায় ১২০০ যবন বাহ্লিকমুদ্রা (Greco-Bactrian hemidrachms) পাওয়া গিয়াছে। নগর-পার্শ্বস্থ পাঠানদিগের কএকটী মসজিদ ও দুইটী জৈনমন্দির উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান নগরভাগ এক বর্গ মাইল পরিমিত হইলেও এখানে যে হাট বসে, তাহার পরিধি প্রায় ৮ বর্গমাইল হইবে।

শোণফলিনী (স্ত্রী) পীতপুষ্প কাঞ্চন বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শোণভদ্র (পুং) নদীভেদ। শোণনদী।

শোণমণি (স্ত্রী) পদ্মরাগমণি, চুণি।

শোণরত্ন (ক্লী) শোণং রক্তবর্ণং রত্নং। পদ্মরাগমণি। (অমর)

শোণবজ্র (ক্লী) লৌহবিশেষ, ইস্পাত।

শোণশালি (পুং) রক্তশালি, চলিত দাদখানি। (রাজনি°)

শোণহর (ত্রি) লালবর্ণ অশ্বযুক্ত। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

শোণা (স্ত্রী) শোণো রক্তবর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্ টাপ্। শোণ বর্ণযুক্তা, রক্তবর্ণবিশিষ্টা। (জটাধর) ২ রক্তঝিণ্টী। (বৈদ্যকনি)

শোণাক (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত শোণা বা শোণালু গাছ। পর্য্যায় শ্যোণাক, শুকনাস, ঋক্ষ, দীর্ঘবৃন্ত, কুটন্নট, অরলু, স্বর্ণ-বল্কল, ধ্বান্তশাত্রব, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, নট, কট্‌ফু, শোণক, অরল, অরটু। (অমর ও তট্টীকা)

শোণাম্বু (পুং) রক্তাম্বু, রক্তবর্ণ জল।

শোণাশ্ব (ত্রি) শোণহর, দ্রোণ। ২ রাজাধিদেবের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শোণিত (ক্লী) শোণ বর্ণে-ক্ত। শোণ জাতার্থে ইতচ্ বা। রক্ত। গর্ভস্থ বালকের পঞ্চম মাসে রক্ত হয়। (সুখবোধ।)

"রসাদ্বৈ শোণিতং জাতং শোণিতান্মাংসসম্ভবঃ।
মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থিসমুদ্ভবঃ॥" (বৈদ্যক)

যে সকল বস্তু আহার করা যায়, তাহার অসারাংশ মলমূত্র রূপে নির্গত হয়, এবং সারাংশ রসরূপে পরিণত হয়, এই রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়। [রক্ত শব্দ দেখ]

২ কুঙ্কুম। ৩ তৃণকুঙ্কুম। ৪ নির্য্যাস, আটা। ৫ তাম্র। ৬ হিঙ্গুল। (রসকৌ°)

শোণিতচন্দন (ক্লী) শোণিতবৎ চন্দনং। রক্তচন্দন। (রাজনি°)

শোণিতত্ব (ক্লী) শোণিতস্য ভাবঃ ত্ব। শোণিতের ভাব বা ধর্ম্ম।

শোণিতপিত্ত (ক্লী) রক্তপিত্ত, রক্তপিত্তরোগ।

শোণিতপুর (ক্লী) শোণিতাখ্যং পুরং। বাণপুর। (ত্রিকা°)

শোণিতমেহ (পুং) পিত্তজন্য প্রমেহভেদ। রক্তমেহ, ইহার লক্ষণ—যে মেহরোগে রোগী আমগন্ধি, উষ্ণ ও লবণাক্ত রক্তবর্ণ মূত্রত্যাগ করে, তাহাকে রক্তমেহ কহে। পিত্ত বিকৃত হইয়া এই মেহরোগ জন্মে। (ভাবপ্র°) [প্রমেহ শব্দ দেখ]

শোণিতমেহিন্ (ত্রি) শোণিতং মেহতি মিহ-ণিনি। রক্ত-মেহরোগী। (সুশ্রুত)

শোণিতবহস্রোতস্ (ক্লী) রক্তবহনাড়ী; যে নাড়ীদ্বারা রক্ত চলাচল করে, তাহাকে শোণিতবহস্রোতঃ কহে। ইহার মূল যকৃৎ ও প্লীহা। (চরক বি° ৫ অ°)

শোণিতশর্করা (স্ত্রী) মধুশর্করা।

শোণিতসম্ভব (ক্লী) মাংসধাতু। (বৈদ্যকনি°)

শোণিতাক্ষ (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।১২।৫)

শোণিতাভিধ (স্ত্রী) কুঙ্কুম। (বৈদ্যকনি°)

শোণিতার্ব্বুদ (ক্লী) শূকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—শিশ্নদেশে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ অত্যন্ত বেদনার সহিত স্ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে শোণিতার্ব্বুদ কহে। (ভাবপ্র°) [শূকদোষ দেখ]

২ রক্তজন্য অর্ব্বুদরোগ, রক্তজ আব; লক্ষণ—যদি দূষিত দোষ অর্থাৎ বাতাদি রক্ত ও শিরাসমূহকে সঙ্কোচিত এবং সংহত করিয়া অল্প পাক ও স্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড উদ্গত করে, ঐ মাংসপিণ্ড মাংসাঙ্কুর দ্বারা পরিবৃত এবং শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় ও পরিণামে উহা হইতে অনবরত দূষিত রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শোণিতার্ব্বুদ কহে, এই অর্ব্বুদ রোগ অসাধ্য। এই

রোগে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় হয় বলিয়া রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° অর্ব্বুদরোগাধি°) [অর্ব্বুদরোগ দেখ।]

শোণিতার্শস্ (ক্লী) নেত্রবর্ত্ম গত রোগবিশেষ। লক্ষণ—

"বর্ত্মস্থো যো বিবর্দ্ধেত লোহিতো মৃদুরঙ্কুরঃ।
তদ্রক্তজং শোণিতার্শাশ্ছিন্নং বাপি প্রবর্দ্ধতে ॥"

(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

রক্ত কুপিত হইয়া নেত্রের বর্ত্মমধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন করে। ইহা ছিন্ন হইলেও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হয়। এই অঙ্কুরে দাহ, কণ্ডু ও বেদনা থাকে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত মাংসাঙ্কুরকে শোণিতার্শঃ কহে। [নেত্ররোগ দেখ।]

শোণিতার্শিন্ (ত্রি) শোণিতার্শোরোগযুক্ত, যাহার শোণিতার্শোরোগ আছে।

শোণিতাহ্বয় (ক্লী) শোণিতং আহ্বয়ো যস্য। কুঙ্কুম। (রত্নমালা)

শোণিতোৎপল (ক্লী) শোণিতবৎ রক্তমুৎপলং। রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম।

শোণিতোদ (পুং) যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ°)

শোণিতোপল (ক্লীং) রক্তোপল, মাণিক্য, পদ্মরাগমণি।

শোণিমন্ (পুং) রক্তিমা, রক্তবর্ণতা। (ভাগবত ১।:১২)

শোণী (স্ত্রী) শোণ (শোণাৎ প্রাচাং। পা ৪।১।৪৩) ইতি ঙীষ্। রক্তোৎপলবর্ণা স্ত্রী। (জটাধর) ২ বড়বা। (কাশিকা)

শোণীপুর, একটী প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। শোণপ্রস্থ। পদ্মপুরাণান্তর্গত শোণীপুরমাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শোণোপল (পুং) শোণো রক্তবর্ণ উপলঃ। মাণিক্য। (রাজনি°)

শোথ (পুং) শবতীতি শু গতৌ বাহুলকাৎ থন্ ইত্যুণাদিবৃত্তৌ উজ্জ্বলঃ (উণ্ ২।৪) ১ রোগবিশেষ। পর্য্যায়—শোফ, শ্বযথু, (অমর) শোথক। (শব্দরত্নাবলী) নিম্নে এই রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে :—

শোথের প্রকার ভেদ—নিজ ও আগন্তু ভেদে শোথ প্রথমতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতকফজ, পিত্তশ্লেষ্মজ ও সান্নিপাতিক এই সাতপ্রকার এবং আগন্তু শোথ অভিঘাতজ ও বিষজ ভেদে দুই প্রকার; অতএব শোথরোগ সর্ব্বশুদ্ধ নয় ভাগে বিভক্ত।

নিদান—বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া দ্বারা বা জ্বর, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ হেতু কিংবা উপবাসাদি কারণে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি ক্ষীর, অম্ল, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণগুণান্বিত অথবা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা দধি, অপক্করসসঞ্চায়ক দ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং গর অর্থাৎ দূষিতবিষ সংমিশ্রিত অন্ন ভোজন, অর্শরোগ, শ্রমরাহিত্য, বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিবার যোগ্য দেহ অযথা রূপে শোধন করা অথবা একেবারেই উহা শোধন না করা, আভ্যন্তরিক কারণে প্রকুপিত বাতপিত্তাদি কর্ত্তৃক কোন রূপ মর্ম্ম স্থানের অভিঘাত এবং গর্ভস্রাবাদি প্রসববৈষম্য প্রভৃতি কারণে নিজ বা বাতাদি দোষজ শোথের উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠ, অগ্নি, শল্য, প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতির অভিঘাত অথবা বিষাক্ত জীব জন্তুর দংশনাদিই আগন্তু শোথের কারণ।

সম্প্রাপ্তি—উপর্য্যুক্ত বিষয়সমূহ সেবাপরায়ণ ব্যক্তির কুপিত বায়ু তাহার বাহ্য শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া কফ, পিত্ত ও রক্তকে দূষিত করে এবং সেই দুষ্ট কফ, পিত্ত ও রক্তদ্বারা নিজেও রুদ্ধমার্গ হয়, একারণ অর্থাৎ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে গমনাগমন করিতে না পারায় শরীরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বাবয়বে, অর্দ্ধাবয়বে বা অবয়ব বিশেষে স্ফীতি লক্ষণযুক্ত শোথরোগ উৎপন্ন করে। শোথারম্ভক ঐ সকল দোষ যখন শরীরের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকে তখন ঊর্দ্ধশোথ, যখন পক্বাশয়ে থাকে তখন অধঃশোথ, মধ্যদেহে থাকিয়া মধ্যশোথ, সর্ব্বাঙ্গে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গশোথ এবং অঙ্গ বিশেষে অবস্থানপূর্ব্বক তদঙ্গাখ্য শোথ উৎপাদন করে। (চরক)

ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাতাদি দোষ আমাশয়ে থাকিয়া শরীরের ঊর্দ্ধভাগে, পিত্তাশয়ে থাকিয়া দেহের মধ্যভাগে, মলাশয় অর্থাৎ পক্বাশয়ে থাকিয়া অধোভাগে এবং সর্ব্বদেহব্যাপী হইয়া সর্ব্বাবয়বে শোথ উৎপাদন করে।

পূর্ব্বরূপ—শরীরের বাহ্য তাপ, উপতাপ অর্থাৎ নেত্রদাহাদি এবং শিরা সকলের বিস্তৃতি এই গুলি সাধারণ শোথের পূর্ব্বরূপ।

লক্ষণ—শোথের স্থিতি, গুরুত্ব অর্থাৎ কাঠিন্য বা সংহত ভাব ও স্ফীততা, এই সকলের অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ কখন হ্রাস কখন বা বৃদ্ধি, শোথ স্থানে উষ্মা, শরীরের বিবর্ণতা ও রোমাঞ্চ, এই গুলি শোথ মাত্রেরই সাধারণ লক্ষণ। প্রত্যেকটীর লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বাতজ—বায়ুজনিত শোথ সঞ্চরণশীল, পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন ও ঝিনিঝিনিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। বায়ুর চলত্ব হেতু কখন কখন বিনা কারণেও এই শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে শুষ্কপ্রায় হয়।

পিত্তজ—ইহাতে শোথস্থান কোমল, দুর্গন্ধ, কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ, উষ্মান্বিত, স্পর্শসহ এবং রোগীর নেত্র লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত দাহ ও পাকবিশিষ্ট হয়। এই শোথে রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মত্ততা জন্মে।

কফজ—শোথস্থান গুরু অর্থাৎ শক্ত, অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ ধীরে ধীরে জন্মিতে থাকে ও ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতে থাকে। কফজ শোথও টিপিলে বসিয়া যায় বটে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে বাতজ শোথের ন্যায় পুনরায় উন্নত না হইয়া নিম্নভাবেই থাকে। এই শোথ রাত্রিতে প্রবল ও দিবসে শুষ্কপ্রায় হয়।

দ্বন্দ্বজ—উপরি উক্ত বাতজাদি শোথের যে কোন দুই প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত শোথ দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক শোথ বলিয়া অভিহিত হয়।

সান্নিপাতিক—বাতজাদি তিন প্রকারের ব্যামিশ্র লক্ষণাক্রান্ত শোথকে সান্নিপাতিক বলে। সম্প্রাপ্তি লক্ষণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক শোথই ত্রিদোষজ বলিয়া অনুমিত হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে তাহা সত্যও বটে, তবে বাতজাদি বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হওয়াতে বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল শোথে সমস্ত দোষের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও উহাতে যে দোষের বা যে দুই দোষের আধিক্য থাকে, উহা তত্তদ্‌জাত বলিয়াই অভিহিত হয়।

অভিঘাতজ—খড়্গাদি দ্বারা ছেদন, পাষাণাদি দ্বারা ভেদ, ও শরাদি দ্বারা ক্ষত হইলে বা শীতল বায়ু সেবন দ্বারা কিংবা ভল্লাতকের রস বা শূকশিম্বীর ফল শরীরে সংস্পৃষ্ট হইলে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে, এই শোথ প্রসরণ-শীল এবং অতিশয় উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হয়, পরন্তু প্রায়ই পিত্তজ শোথের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বিষজ—সবিষ প্রাণী শরীরোপরি সঞ্চরণ করিলে বা ঐ জাতীয় জীবের মূত্রাদি অঙ্গসংস্পৃষ্ট হইলে অথবা বিষহীন প্রাণীগণেরও দন্ত, নখের আঘাত এবং তাহাদের মল, মূত্র বা শুক্র সংলগ্ন বস্ত্র পরিধান ও সম্মার্জনী দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ঐ সকল মলমূত্রাদি সংসৃষ্ট ধূলিসংস্পর্শ, বিষবৃক্ষের বায়ুসংস্পর্শ এবং সংযোগজ বিষ কোন বস্তুর সহিত গাত্রে মর্দ্দিত হইলেও বিষজ শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই শোথ মৃদু সঞ্চরণশীল, লম্বমান ও অত্যন্ত বেদনান্বিত এবং অচিরোৎপন্ন হয়।

যে সকল শোথ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা স্থানভেদে, রসরক্তাদি-দূষ্যভেদে, আকৃতিভেদে ও নাম ভেদে বহু সংখ্যক। এস্থলে তাহাদের মধ্যে কতিপয় শোথের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইতেছে; বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

শালূক—মস্তকস্থ প্রকুপিত বাতাদি কর্তৃক উৎপন্ন; গলার অভ্যন্তরে ঘুর ঘুর শব্দকারী, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসরোধক।

বিড়ালিকা—ইহাও মস্তকস্থ উক্ত দোষ কর্তৃক উৎপন্ন হইয়া গলসন্ধি, চিবুক বা গলদেশকে আশ্রয় করে। লক্ষণ—দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ, উগ্রশ্বাসপ্রশ্বাসান্বিত ও সাতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, ইহা যদি গলাভ্যন্তরে বলয়াকার হয়, তাহা হইলে প্রাণনাশক হইয়া উঠে।

অধি ও উপজিহ্বিকা—শ্লেষ্মপ্রকোপহেতু জিহ্বার উপরি ভাগস্থ শোথ উপজিহ্বিকা এবং নিম্ন ভাগস্থ শোথ অধিজিহ্বিকা নামে অভিহিত হয়।

উপকুশ ও দন্তবিদ্রধি—দন্তমাংসে রক্ত ও পিত্তের প্রকোপে উপকুশ এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে দন্তবিদ্রধি নামক শোথ জন্মায়।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালা—গলপার্শ্বে একটী গণ্ড বা শোথ হইলে গলগণ্ড এবং বহু গণ্ড হইলে গণ্ডমালা রোগ জন্মে। এই গণ্ড-মালা সাধ্যরোগ বটে, কিন্তু যদি ইহাতে পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব থাকে তাহা হইলে উহা অসাধ্য জানিবে।

গ্রন্থি—বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া শরীরস্থ মাংস, মেদ ও শিরা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে; শিরাশ্রিত গ্রন্থিতে স্ফুরণ অর্থাৎ দপদপানি থাকে; মাংসোদ্ভব গ্রন্থি অতিশয় বড় হয় কিন্তু তাহাতে কোন বেদনা থাকে না; মেদোজনিত গ্রন্থি অতি চিক্কণ ও চলনশীল হয়। কুক্ষি ও উদরাশ্রিত এবং গলদেশ ও মর্ম্মস্থান-জাত গ্রন্থি অসাধ্য; যে গ্রন্থি অতিস্থূল ও কঠিন তাহা ত্যাজ্য এবং বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিও বর্জ্জনীয়।

অর্ব্বুদ—ইহার নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি সমস্তই গ্রন্থি-রোগের তুল্য।

চিপ্প ও অলজী—শরীরে তাম্রবর্ণ অবগাঢ়মূল যে পিড়কা জন্মে তাহাকে অলজী এবং চর্ম্ম নখাভ্যন্তরে মাংসরক্তদূষণকারী ও শীঘ্র পাকশীল যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে চিপ্প কহে।

বিদারিকা—বঙ্ক্ষণ ও কক্ষস্থানে কঠিন, আয়ত, ও বর্ত্তিসদৃশ অর্থাৎ বাতির ন্যায় যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিদারিকা। ইহা বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে জন্মে এবং ইহাতে বেদনা ও জ্বর থাকে।

বিস্ফোটক—ইহারা সর্ব্ব শরীরজাত এবং জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা বিশিষ্ট।

কক্ষা—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে শরীরে যজ্ঞোপবীতের আকারে অবস্থিত প্রভূত পরিমাণে যে পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে কক্ষা বলে।

পিড়কা—ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্যমা-কৃতিবিশিষ্ট।

রোমান্তিকা—ইহারা সর্ব্ব শরীরোৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র পিড়কা ; ইহাতে জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ডু, অরুচি ও প্রসেকাদি উপদ্রব থাকে।

মসূরিকা—ইহারাও সর্ব্বদেহগত এবং মসুরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপে জন্মিয়া থাকে।

কোষবৃদ্ধি—মেদ বা মূত্র দ্বারা অণ্ডকোষ পূর্ণ হওয়ায় কোষে শোথ হইলে কিংবা ক্ষুদ্র অন্ত্র দুষ্ট বাতাদি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ কোষে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ একবার কোষে পুনরায় কিছুকাল পরে আবার উদরে, এইরূপ ভাবে বারংবার উভয় স্থানে গতায়াত করিলে তাহাকে কোষবৃদ্ধি বলে।

ভগন্দর—কীটদংশন, তৃণকণ্টকাদিদ্বারা ক্ষণন অর্থাৎ খোঁচা লাগা, মৈথুন, কুন্থন, অতি উৎকট অশ্বপৃষ্ঠে গমন এই সকল কারণে গুহ্যদ্বারের পার্শ্বে অতি বেদনাযুক্ত পিড়কা হইয়া পাকিয়া গেলে তাহাকে ভগন্দর কহে।

শ্লীপদ (গোদ)—জঙ্ঘা ও জঙ্ঘার পশ্চাদ্দেশে এবং পাদের উপরিভাগে মাংস, কফ ও রক্তের দুষ্টভাবপ্রযুক্ত এই রোগ জন্মে।

জালগর্দ্দভ—পিত্তের দুষ্টভাব বশতঃ রক্তবর্ণ ও পাকবিশিষ্ট এবং জ্বর ও তৃষ্ণাযুক্ত এক প্রকার অতি তীব্র ও বিসর্পণশীল শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাকে জালগর্দ্দভ কহে। (চরক চিকিৎসাস্থান)

নিম্নে শোথরোগের উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্যত্বাদির উল্লেখ করা যাইতেছে—

উপদ্রব—বমি, শ্বাস, অরুচি, পিপাসা, জ্বর, অতীসার ও দুর্ব্বলতা, এই গুলি শোথ রোগের উপদ্রব অর্থাৎ শোথ রোগের পর এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে উহা সাতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, এমন কি মরণ পর্য্যন্তও হইতে পারে।

সুখসাধ্যত্ব—পুষ্টাঙ্গ ও সবল ব্যক্তির শোথ, একদেশজ শোথ, এবং অচিরোৎপন্ন শোথ সুখসাধ্য।

অসাধ্যত্ব—শোথ রোগীর শ্বাস, পিপাসা, বমি, দুর্ব্বলতা, জ্বর ও আহারে অনভিলাষ, এই গুলির অতিশয় প্রাবল্য ঘটিলে ঐ রোগীকে নিশ্চয়ই চিকিৎসকের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে শোথ অর্দ্ধনারীশ্বরাকারে অর্থাৎ দেহের বামার্দ্ধ বা দক্ষিণার্দ্ধ কিংবা পাদ হইতে কটি বা কটি হইতে মস্তক, এই সকল অর্দ্ধাংশের কোন একটীকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহাকে মৃত্যুর হেতুভূত জানিবে। আর যে শোথ পুরুষদিগের পাদ হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ মুখের দিকে ও স্ত্রীদিগের মুখ হইতে উত্থিত হইয়া পাদাভিমুখে গমন করে এবং যাহা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বস্তি স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য। সর্ব্বাঙ্গগ এবং বক্ষঃ ও পক্বাশয়ের মধ্যগত শোথ অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য। (ভাবপ্র°)

চরকে উক্ত হইয়াছে যে, কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথ, বমি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত শোথ, মর্ম্ম স্থানোৎপন্ন ও শিরাসমন্বিত এবং পরিস্রাবী ও সর্ব্বাঙ্গগত শোথ রোগীকে বিনষ্ট করে। (চরক চি°)

চিকিৎসা।

লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধাদি দ্বারা আমজ শোথের, বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া দ্বারা উল্বণদোষ শোথের, শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্য প্রভৃতি দ্বারা শিরোগত শোথের, অধোবিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধ শোথের, ঊর্দ্ধ বিরেচন দ্বারা অধঃশোথের, রুক্ষকার্য্য দ্বারা স্নেহোদ্ভব শোথের এবং স্নেহন দ্বারা রুক্ষোদ্ভব শোথের চিকিৎসা করিবে। বাতজ শোথে মলের বিবদ্ধতা থাকিলে নিরূহণ ও বাতপিত্তজ শোথে সতিক্তক ঘৃত ব্যবস্থা করিবে এবং শেষোক্ত শোথে যদি তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরতি অর্থাৎ কার্য্যে অনাসক্তি থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ খাইতে দিবে ; রোগী শোধনযোগ্য হইলে এই দুগ্ধ গোমূত্রের সহিত দিতে হইবে। ক্ষার, কটু ও উষ্ণবীর্য্য কফঘ্ন দ্রব্য দ্বারা অথবা গোমূত্রের সহিত তক্র বা আসব প্রয়োগদ্বারা কফোত্থিত শোথের প্রশম করিবে। (চরক)

শুন্ঠী, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডার মূল, বিল্বমূল, শ্যোনাক, গাম্ভারী, পারুলী ও গণিয়ারী ইহাদের কাথ পান ও উহা পাক করিবার কালে অর্দ্ধাবশেষ হইতে না হইতে নামাইয়া সেই কাথদ্বারা পেয়াদি আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতজ শোথ নষ্ট হয়।

পুনর্নবা, শুঁঠ ও মুথা প্রত্যেক ২ তোলা পেষণ করিয়া তৎসহ ৪ সের দুগ্ধ অর্দ্ধাবর্ত্তিত করিবে ; ইহা পান করিলে বাতশোথ বিনষ্ট হয়। অপামার্গমূল, পিপুল, শুষ্কমূলা ও শুঁঠ পেষিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ৪ সের দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধাবর্ত্তনপূর্ব্বক সেবন করিলেও বাতশোথ নিবৃত্ত হয়।

ত্রিকটু, তেউড়ী, কটকী ও লৌহচূর্ণ ত্রিফলার কাথসহ কিংবা হরীতকীচূর্ণ গোমূত্র সহ পান করিলে কফজ শোথ প্রশমিত হয় ; হরীতকী, শুঁঠ ও দেবদারুর চূর্ণ অথবা হরীতকী শুঁঠ, দেবদারু ও পুনর্নবাচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলেও কফজ শোথ নিবারিত হয়। উক্ত যোগ চতুষ্টয়ের চূর্ণ গোমূত্র সহ পান করিলে বাতজাদি ত্রিবিধ শোথেরই প্রশম হইয়া থাকে। ঔষধ জীর্ণ হইলে স্নান করিয়া দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন করিবে।

দ্বিদোষজ শোথে দ্বিদোষের মিলিত এবং ত্রিদোষজ শোথে ত্রিদোষের মিলিত চিকিৎসা করাই সাধারণ যুক্তি। তবে পলতা, ত্রিফলা, নিম্ব ও দারু হরিদ্রার কাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, এই কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মজন্য ও বৃষণসংশ্রিত শোথ বিনষ্ট হয়।

বিল্বপত্রের রস ছাকিয়া ত্রিকটু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট হয়।

আগন্তুক শোথে শীতল পরিষেক ও শীতল প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভল্লাতকজনিত শোথে তিল ও কৃষ্ণমৃত্তিকা মাহিষ দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া মাখনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। কেবল মাত্র তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভল্লাতক-শোথ নিবৃত্ত হয়। যষ্টিমধু ও তিল মহিষদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তাহার সহিত মাখন মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ভল্লাতক জন্য শোথ বিনষ্ট হয়। শালপাতা চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত মিলন পূর্ব্বক ভল্লাতকজনিত শোথে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুনর্নবা, দেবদারু, শুণ্ঠী, সজিনা ও রাইসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ অবস্থায় উহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পুনর্নবা ও নিমের ছালের কাথ দ্বারা অথবা ঈষৎ উষ্ণ গোমুত্র দ্বারা পরিষেক করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

বিষচিকিৎসার ন্যায় বিষজ শোথের চিকিৎসা করিতে হইবে অর্থাৎ যেরূপ বিষে বিষাক্ত হইয়া শোথ জন্মাইয়াছে, সেই বিষের শান্তি হইলেই তজ্জাত শোথেরও নিবৃত্তি হইবে। [বিষ দেখ]

দন্তী, তেউড়ী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতা ইহাদের কল্ক অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধ /১ সের, জল /৪ চারিসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে। উক্ত ছয়টী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া /৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে ও /৪ সের থাকিতে নামাইবে. বাতপিত্ত জন্য শোথে এই দুগ্ধ ব্যবহার্য্য। ক্বাথ বিধানে প্রস্তুত শুঁঠ ও দারুহরিদ্রার কাথের সহিত সমপরিমিত দুগ্ধ পান অথবা শ্যামবর্ণ মূলবিশিষ্ট তেউড়ীর মূল, পিপুলমূল ও এরণ্ড মূলসহ; কিংবা দারুচিনি, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা বা গুড়ূচী, শুঁঠ ও দন্তীসহ দুগ্ধপাক বিধানে পক্ক দুগ্ধে শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

শোথ রোগে পাতলা মলভেদ এবং সেই মল গুরু হইলে অর্থাৎ উহা জলে নিক্ষেপ করিলে যদি ডুবিয়া যায় তাহা হইলে রোগীকে ত্রিকটু সৌবর্চ্চল লবণ ও মধু সহ তক্র পান করিতে দিবে। যদি সদোষ আম ও বিবদ্ধ মল ভেদ হয়, তাহা হইলে সমপরিমিত গুড় ও হরীতকী অথবা সমপরিমিত গুড় ও শুঁঠ খাইতে দিবে।

শোথরোগে মল ও অধোবায়ুর বিবদ্ধতা থাকিলে ভোজনের পূর্ব্বে দুগ্ধ বা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে। মলবহ স্রোতের বিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি থাকিলে সুজাত মদ্য ও অরিষ্ট পান করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি শোথরোগে নিয়ত প্রযোজ্য,—

কটুকাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদিলৌহ, কংশহরীতকী, ফলত্রিকাদ্যরিষ্ট, ক্ষারগুড়িকা, চিত্রকঘৃত, পুনর্নবাদ্যরিষ্ট, শুষ্ক মূলাদি তৈল, শোথশার্দ্দূলতৈল, সৌবর্চ্চলাদ্যলৌহ, ক্ষারগুড়িকা, পুনর্নবাষ্টক পাচন, মাণমণ্ড, পুনর্নবাদ্য গুগ্‌গুলু, শোথারি মণ্ডুর, রসাভ্রমণ্ডূর, শোথশার্দ্দূলরস, ত্রিনেত্রাখ্যরস, শোথকালানল রস, শোথারি রস, পঞ্চামৃত রস, দুগ্ধবটী, দধিবটী বা বৈদ্যনাথবটী, ক্ষীরবটিকা, তক্রবটী, তক্রমণ্ডূর ও কল্পলতা বটী, এতদ্ভিন্ন আরও বিস্তর ঔষধ শোথরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। [ইহাদের প্রস্তুত প্রণালী তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শালূকাদি শোথ সকলে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, নস্যগ্রহণ, ধূমপান ও পুরাণ ঘৃতপান হিতকর। বক্ত্রোদ্ভব শোথে লঙ্ঘন এবং তত্তদ্দোষহর দ্রব্যের চূর্ণ ঘর্ষণ ও তাহাদের স্বরসের কবল ধারণ প্রশস্ত।

গ্রন্থি, অর্ব্বূদ, স্ফোটক, পীড়কা, রোমান্তিকা, মসূরিকা, কোষবৃদ্ধি, ভগন্দর, শ্লীপদ, জালগর্দ্দভ প্রভৃতি অবান্তর শোথ গুলির চিকিৎসা ইত্যাদি তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

স্নানবিধি—সূর্য্যসন্তপ্ত জলে রোগীকে স্নান করাইবে এবং তাহার গাত্রে উশীরাদি সুগন্ধ দ্রব্যের অনুলেপ দিবে। এরণ্ড, বাসক, আকন্দ, সজিনা, গাম্ভারী ও তুলসী ইহাদের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ জলে দ্রোণী (টব) পূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বাতজশোথগ্রস্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে।

পথ্য—লঘুপাক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। পীড়ার প্রবল অবস্থায় কেবল মাণমণ্ড; অভাবে সহ্যমত কেবল দুগ্ধ বা দুগ্ধসাগু প্রভৃতি আহার করা হিতকর। পীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে দিবসে পুরাতন সূক্ষ্মচাউলের অন্ন, মুগের ডাউলের যূষ, পটোল, বেগুন, ডুমুর, ওল, মাণকচু, সজিনার ডাঁটা, কাকরোল, ক্ষুদ্র মূলা, শ্বেত পুনর্নবা ও আদা প্রভৃতির তরকারিতে ভজ্জিত সৈন্ধব লবণ অল্প পরিমাণে দিয়া পাক করিয়া ভোজন করা যায়। রাত্রিকালে দুগ্ধ সাগু অথবা অধিক ক্ষুধা থাকিলে পাতলা রুটি অল্প পরিমাণে খাওয়া যাইতে পারে।

পানীয়—সাধারণতঃ গরম জল পান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগ প্রবল থাকিলে জলপান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করা আবশ্যক; বিশেষ বাতপিত্তবহুল শোথরোগীর পক্ষে অন্ন জল ত্যাগ করিয়া এক সপ্তাহ বা একমাস কাল কেবল উষ্ট্র দুগ্ধ অথবা গোমূত্র সহ গব্য বা মহিষ দুগ্ধ কিংবা কেবল দুগ্ধান্নভোজী হইয়া গোমূত্র পান করা বিধেয়।

অপথ্য—গ্রাম্য জন্তুর মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নূতন তণ্ডুলের

অম্ল, গুড়জাত দ্রব্য, মদ্য, অম্ল, ধানা (ভর্জ্জিত যবাদি), শুষ্কমাংস, সমশন (পথ্যাপথ্য একত্র ভোজন) এবং গুরু, অসাত্ম্য ও বিদাহিদ্রব্য ভোজন, দিবা নিদ্রা ও মৈথুন, এই সমস্ত বিষয় শোথ-রোগীর পক্ষে নিতান্ত বর্জ্জনীয়। (চরক চিঁ)

শোথক (পুং) শোথ এব স্বার্থে কন্। শোথরোগ। (ক্লী) ২ কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিকধাতু। (রাজনিঁ)

শোথকালানলরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শোথ, জ্বর, কাস শ্বাস প্রভৃতি আশু নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধিঁ)

শোথঘ্নী (স্ত্রী) শোথং হন্তীতি হন (অমনুষ্য কর্ত্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩) ইতি টক্। ১ পুনর্নবা। (অমর) ২ শালপর্ণী। (রাজনিঁ) (ত্রি) ৩ শোথনাশক।

শোথজ নেত্রপাক (পুং) সর্ব্বাক্ষিগত রোগ। যে নেত্র-রোগে চক্ষু পাকা ডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, কণ্ডু, শোথ ও অশ্রু-যুক্ত এবং প্রলিপ্তপ্রায় বোধ হয় ও চক্ষু পাকে, তাহাকে শোথজ নেত্রপাক কহে। (ভাবপ্রঁ নেত্ররোগাধিঁ)

শোথজিৎ (পুং) শোথং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ ভল্লাতক বৃক্ষ, চলিত ভেলার গাছ। ২ পুনর্নবা। (ত্রিকাঁ)

শোথজিহ্ম (পুং) শোথে জিহ্মঃ কুটিল ইব তন্নাশকত্বাৎ। পুনর্নবা। (ত্রিকাঁ)

শোথভস্মলোহ (ক্লী) শোথরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শটী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, শুল্ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ধাই ফুল, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমান শোধিত মণ্ডুর, এই সকল দ্রব্য কুড়চি ছালের রসে মর্দ্দন করিয়া উহা জামপত্রে বেষ্টন এবং তাহাতে কর্দ্দমের লেপ দিয়া যথাবিধি পুটপাকে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধিঁ)

শোথশার্দ্দূলতৈল (ক্লী) শোথরোগোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ ধুতুরা, দশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও করঞ্জ প্রত্যেকে ৬ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুষ্কমূলক, শুঁঠ ও পিপুল এই সমুদয়ে এক সের। পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। ইহা মর্দ্দন করিলে অসাধ্য শোথ, জ্বর ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শোথহীনাক্ষিপাক (পুং, সর্ব্বগত নেত্ররোগ বিশেষ। লক্ষণ—
"শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোথজে।" (ভাবপ্রঁ)
শোথজ নেত্রপাক রোগের অন্য সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া যদি কেবল শোথমাত্র না হয়, তাহা হইলে তাহাকে শোথহীনাক্ষি-পাক কহে।

শোথহৃৎ (পুং) শোথং হরতি নাশয়তীতি হৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ ভল্লাতক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ শোথহারক।

শোথাঙ্কুশরস (পুং) শোথরোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাপরমালী, কত-বেলের ছাল, তেতুল ছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া এই সকল দ্রব্যের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া কুলের আটির মতন বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গ-শোথ, জ্বর, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শোথারিচূর্ণ (ক্লী) শোথরোগোক্ত চূর্ণৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুষ্ক মূলক, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা এই সকল দ্রব্য একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা, অনুপান বিল্বপত্রের রস। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধিঁ)

শোথারিমণ্ডুর (ক্লী) শোথরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—৭ পল পরিমাণ মণ্ডুর গোমূত্রে ৭ বার শোধন করিয়া নিসিন্দা, মাণমুল, আদা, ও বনওলের রসে যথাক্রমে তিনবার ভাবনা দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে। পরে পাক শেষ হইলে ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চই এই ৭টী দ্রব্যের প্রত্যে-কের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে ২ পল মধু ইহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গিক সর্ব্বদোষোৎপন্ন শোথ আশু বিনষ্ট হয়।
(ভৈষজ্যরত্না শোথরোগাধিঁ)

শোথারি-রস, শোথাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৩দিন দুর্ব্বার রসে ভাবনা দিয়া একটী মুষার মধ্যে রাখিবে, পরে তাহার উপরি ভাগে দুর্ব্বা ও যমানী-চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিবে। অনন্তর উহাকে ৮ প্রহর গজপুটে পাক করিয়া ঐ রসের সহিত তত্তুল্য গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে ঐ কজ্জলীর সহিত সমানাংশে বিষ, তাম্র ও বঙ্গ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ খড়িকার অগ্রদ্বারা গ্রহণ করিয়া রোগীর জিহ্বায় দিবে ও কিঞ্চিৎ চিনির

সরবৎ পান করিবে। এইরূপ তিন দিন করিলে বারংবার প্রস্রাব হইয়া শোথ নিবারিত হয়।

শোথারিলৌহ (ক্লী) শোথরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, যবক্ষার প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা ইহা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইতে হইবে। অনুপান ত্রিফলার রস। ইহা সেবনে শোথরোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শোথরোগাধি°)

শোথোদরাদিলৌহ (ক্লী) উদররোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষ চাকুলে, মনসাসীজের মূল, হুড়হুড়ে মূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক ১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া লৌহ ১ সের, ঘৃত ১ সের, আকন্দের আটা একপোয়া, সীজের আটা অর্দ্ধসের, গুগ্‌গুল একপোয়া, এবং গন্ধক ১ পল ও পারা ৪ তোলা এই উভয়ের কজ্জলী মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে জয়পাল, তাম্র, অভ্র, কঙ্কুষ্ঠ, চিতামূল, বনওল, শরপুঙ্খ, আম্রবেল, পলাশবীজ, তালমূলী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে, গোরক্ষ চাকুলের মূল, পুনর্নবা, হাড়জোড়া এই সকল মিলিত এক সের প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধানে পাক সমাধা করিবে। পরে উহা একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হয়। মাত্রা ও অনুপান রোগীর বলাবলদোষ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নির্ণয় করিতে হয়। ইহা শোথ ও উদররোগের পক্ষে মহৌষধ। এই ঔষধসেবনে পাণ্ডু প্রভৃতি বহুবিধরোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদররোগাধি°)

শোধ (পুং) শুধ-ঘঞ্। শোধন।

শোধক (ত্রি) শুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। শোধনকারক, পাবন।

শোধন (ক্লী) শোধয়তীতি শুধ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ কঙ্কুষ্ঠ। (রাজনি°) শুধ্ ভাবে ল্যুট্। ২ শৌচ। ৩ প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপাদির শুদ্ধি হয়, এইজন্য উহাকে শোধন কহে।

"অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা।
অজ্ঞানভুক্তন্তূত্তার্য্যং শোধ্যং বাপ্যাশু শোধনৈঃ॥"(মনু ১১।১৬১)

আত্মার শুদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করা কখন কর্ত্তব্য নহে, প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে, অথবা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪ বিষ্ঠা। (শব্দচ°) ৫ কাসীস। (রাজনি°) ৬ বিহিতাবিহিত মাসাদি বিচারণ। মাস,তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতির বিহিত বা নিষিদ্ধ ইত্যাদি স্থিরীকরণ।

"সূর্য্যসংগ্রহকালেন সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ্যৎকৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ।
ন মাসতিথিবারাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি॥" (মলমাসতত্ত্ব)

৭ ধাতুনির্দ্দোষীকরণ। ধাতু ও উপধাতু প্রভৃতির শোধন প্রণালী যেরূপ বৈদ্যকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে উহা শোধন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। ৮ ব্রণাদি পরিষ্করণ। (ভাবপ্র°) ৯ লিখিত পত্রাদির প্রমাণীকরণ। (ব্যবহারতত্ত্ব) ১০ অঙ্কের হরণ।

"ভাজ্যাদ্ধরঃ শুধ্যতি যদ্গুণঃ স্যা-
দন্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে।
সমেন কেনাপ্যপবর্ত্ত্য হার-
ভাজ্যৌ ভজেদ্বা সতি সম্ভবে তু॥" (লীলাবতী)

১১ অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যানির্ণয়। ১২ নির্দ্দোষকরণ, ভুল শুধরান। যে সকল দ্রব্যে দোষ থাকে, সেই সকল দ্রব্যের শোধন প্রণালী অনুসারে শুদ্ধি করিতে হয়। ১৩ পরিষ্করণ। ১৪ অপনয়ন। (পুং) শোধয়তীতি শুধ-ণিচ্-ল্যু। ১৫ নিম্বুক। (রাজনি°) (ত্রি) ১৬ শুদ্ধিকারক।

"মহাসান্তপনঃ শুদ্ধ্যৈ তপ্তকৃচ্ছ্রস্তু পাবনঃ।
জলোপবাসকৃচ্ছ্রস্তু ব্রহ্মকূর্চ্চশ্চ শোধনঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১৭ শোধনদ্রব্য নিম্বাদি। ১৮ শুদ্ধিকারক প্রলেপাদি। (ভাবপ্রকাশ) ১৯ দেহস্থ ধাতুর শুদ্ধিকরণ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন ভেদে চারিপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা ধাতুর শুদ্ধি হয়, এই জন্য ইহাকে শোধন কহে। (বাভট সূত্র°১৫অ°)

শোধনক (পুং) ১ ভৃত্য। (মৃচ্ছকটিক) ২ শোধনকারী।

শোধনী (স্ত্রী) শোধ্যতে হনয়েতি শুধ-শৌচে ণিচ্ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ সম্মার্জ্জনী, চলিত ঝাঁটা। ২ তাম্রবল্লী, চিত্রকূট-খ্যাত তাম্রবল্লীলতা। ৩ নীলী। (রাজনি°) ৪ ঋদ্ধি।

শোধনীবীজ (ক্লী) শোধন্যা বীজমিব বীজং যস্য। জয়পাল।

শোধনীয় (ত্রি) শুধ-অনীয়র্। শোধিতব্য, শোধ্য শোধনের যোগ্য।

শোধয়িতৃ (ত্রি) শুধ-ণিচ্-তৃচ্। শোধক, শোধনকারী।

শোধয়িতব্য (ত্রি) শুধ-ণিচ্-তব্য। শোধনের যোগ্য, শোধনের উপযুক্ত।

শোধিকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ।

শোধিত (ত্রি) শোধ্যতে স্মেতি শুধ-ণিচ্-ক্ত। ১ পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত। ২ অপনীতমল, পর্য্যায় নির্ণিক্ত, মৃষ্ট, নিঃশোধ্য, অনবস্কর। (অমর ও ভরত) যাহা শোধন করা হইয়াছে। ৩ মক্ষিকাদির অপনয়ন দ্বারা কৃতশোধন ব্যঞ্জনাদি, কেশ কীটাদি রহিত ব্যঞ্জনাদি।

'ব্যঞ্জনে কেশকীটাদিশুদ্ধে সংমৃষ্টশোধিতে।' (শব্দরত্না°)

শোধিন্ (ত্রি) পরিষ্করণশীল, পরিষ্কারকারী। (সুশ্রুত)

শোধ্য (ত্রি) শুধ-যৎ। শোধনীয়, শোধনের উপযুক্ত।

শোনকেয়, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শোপার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার বসই তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বম্বে-বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের বসই ষ্টেশন হইতে ৩॥০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখনও এই নগরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয় নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামজাত দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ার্থ এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। এই নগর প্রাচীন কালে শূর্পারক নামে খ্যাত ছিল। (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৫৭।৪৯) মহাভারতে লিখিত আছে যে, পাণ্ডবগণ যখন প্রভাসে গমন করেন, তখন তাঁহারা এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থান একটী পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ বলেন, গৌতম বুদ্ধ পূর্ব্বতন কোন জন্মে এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন ও বোধিসত্ব শূর্পারক নামে আখ্যাত হন। প্রাচীন শোপারক্ষেত্রের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া বেন্‌কে, রেনাল্ড ও রেনে1 (Renaud) প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণ অনুমান করেন যে, এই শোপার নগরীই খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সলোমন রাজার Ophir রাজধানী। জৈনশাস্ত্রগ্রন্থেও শোপার নগরীর পবিত্রতা ও প্রসিদ্ধির পরিচয় আছে। খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর প্রাচীন শিলালিপিতে শোপারক, শোপারয় ও সোপারগ নামে এই নগরের উল্লেখ আছে। কোন কোন পুরাণে শূর্পারক স্থলে স্থর্পারক পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে পেরিপ্লাস্-রচয়িতা Ouppara শব্দে ভরোচ ও কল্যাণ রাজধানীর মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রতীরবর্ত্তী শোপার নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন।

শোপারীপাক (পুং) ক্বাথবিশেষ।

শোফ (পুং) শু-গতৌ-বাহুলকাৎ ফ। ১ শোথরোগ, চলিত ফুলারোগ। (রাজনি°) ২ সর্ব্বাক্ষিরোগ। (ত্রিকা°)

শোফঘ্নী (স্ত্রী) শোফং হন্তীতি হন-টক্, ঙীপ্। ১ শালপর্ণী। ২ রক্ত পুনর্নবা। (রাজনি°)

শোফনাশন (পুং) শোফং নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ল্যু। ১ নীল বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোথনাশক।

শোফহারিন্ (পুং) ১ বন বর্ব্বরিকা, বাবুই তুলসী। (রাজনি°) (ত্রি) শোফং হরতি হৃ-ণিনি। ২ শোথনাশক।

শোফহৃৎ (পুং) শোফং হরতি হৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। ১ ভল্লাতক-বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ শোথহারক।

শোফারি (পুং) শোফস্য অরিঃ। হস্তিকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

শোফিন্ (ত্রি) শোফ বা শোথরোগবিশিষ্ট।

শোভ (পুং) শুভ-ঘঞ্। শোভন, শোভা। ২ শোভনশীল।

শোভকৃৎ (পুং) শোভং শোভনং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। শোভনকারক।

শোভজাত (পুং) রাজভেদ। (তারনাথ)

শোভন (ক্লী) শোভতে ইতি শুভ-ল্যুট্। ১ পদ্ম। (শব্দচ°) শুভ ভাবে ল্যুট্। ২ শুভ। (ভাগবত ৫।১৯।২১)

(পুং) শুভ-ল্যু। ৩ গ্রহ। ৪ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত পঞ্চম যোগ, জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ, ইহাতে সকল শুভকর্ম্ম করা যাইতে পারে।

এই যোগে জন্ম হইলে দক্ষ, শত্রুদমনকারী, ধনী, সুন্দর শরীর, সুধীর ও প্রবীণ হইয়া থাকে।

স্যাচ্ছোভনঃ শোভনযোগজন্মা
দক্ষো বিপক্ষপ্রতিলব্ধবিত্তঃ।
সদ্বৃত্তরশ্চারুবপুঃ সুধীরঃ
সম্মানযুক্তো মনুজঃ প্রবীণঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

(ত্রি) শোভতে ইতি শুভ-ল্যু। ৫ সুন্দর, মনোজ্ঞ ৬ শোভাযুক্ত। ৭ শোভাজনক।

শোভনক (পুং) শোভতে ইতি শুভ-ল্যু ততঃ কন্। ১ শোভাঞ্জন বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শোভন শব্দকারক।

শোভন দেব, রাজভেদ। [উৎকল দেখ।)

শোভনরস, পশ্চিমচালুক্যরাজ সত্যাশ্রয়ের অধীনস্থ বেলগোলের জনৈক সামন্তরাজ।

শোভনবতী (স্ত্রী) নগরভেদ।

শোভনা (স্ত্রী) শোভন-টাপ্। ১ হরিদ্রা। ২ গোরোচনা। (রাজনি°) ৩ নদীভেদ। (ভবিষ্যব্র° খ° ২৬।৪)

শোভনানন (পুং) ১ সুগন্ধার্জক। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ শোভন মুখবিশিষ্ট।

শোভনালী (শোবনালী) বাঙ্গালার খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদী স্থলবিশেষে কুন্দরিয়া, বেঙ্গদহ ও ঘুঁটিয়াখালী নামে পরিচিত। বালতিয়া গ্রামের নিকটস্থ বায়রা নামক বিস্তৃত জলার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত সংযোগে এই নদী উদ্ভূত। পরে ইহা দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া খোলপেটুয়া নদীতে মিশিয়াছে। ঐ মিলিত নদী শোভনালী (শোভন্আলী?) গ্রামের নিকট দিয়া গমন করায় শোভনালী নামে আখ্যাত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে আসিতে হইলে এই নদী বাহিয়াই নৌকা চালাইতে হয়।

শোভনীয় (ত্রি) শুভ-অনীয়র্। শোভনযোগ্য, শোভার উপযুক্ত।

শোভনীয়া (স্ত্রী) ১ গোরক্ষমুণ্ডী। ২ মহামুণ্ডীরী। (বৈদ্যকনি°) ২ শোভনযোগ্যা।

শোভয়িতৃ (ত্রি) শোভাসম্পাদনকারী।

শোভব্যূহ (পুং) বৌদ্ধ পণ্ডিতভেদ। (তারনাথ)

শোভা (স্ত্রী) শোভ্যতে হনয়া শুভ-করণে ঘঞ্, টাপ্। দীপ্তি।

পর্য্যায়—কান্তি, দ্যুতি, ছবি, দ্যুতী, ছবী, অভিখ্যা, শুভা, ভাস্, শ্রী, ভাসা, ভা, সুষমা, ছায়া, বিভা, দৃক্‌প্রিয়া, ভান, ভাতি, কমা, রমা। (রাজনি°) লক্ষণ—

"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্।

শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

রূপভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ ভূষণ তাহার নাম শোভা, সেই শোভা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা অর্থাৎ কামের প্রীতি দ্বারা উজ্জ্বল হইলে তাহাকে কান্তি কহে।

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে শোভা নায়কদিগের সাত্ত্বিক গুণ। শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য ইত্যাদি ৮টী গুণ, তন্মধ্যে শোভার গুণ সাত্ত্বিক। লক্ষণ যথা—

"শূরতা দক্ষতা সত্যং মহোৎসাহোঽনুরাগিতা।

নীচে ঘৃণাধিকে স্পর্দ্ধা যতঃ শোভেতি তাং বিদুঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩।৯°)

শৌর্য্য, দক্ষতা, সত্যভাষণ, কার্য্যসমূহে উৎসাহাতিশয়, অনুরাগিতা, নীচ জনের প্রতি ঘৃণা, অধিকে স্পর্দ্ধা অর্থাৎ আপনা অপেক্ষা বলবানের প্রতি বিজিগীষা, এই সকল গুণ যাহাতে আছে তাহাকে শোভা কহে।

"রূপযৌবনলালিত্যভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণং।

শোভা প্রোক্তা সৈব কান্তি র্মন্মথাপ্যায়িতা দ্যুতিঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।১৩০)

রূপ, যৌবন, লালিত্যভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ ভূষণ তাহার নাম শোভা, অর্থাৎ রূপযৌবনের অনুগামী সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক অঙ্গের যে বেশ ভূষা তাহাকে শোভা কহে। এই শোভাই কামদেব কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে কান্তি বলে। স্ত্রীদিগের প্রথম-যৌবনে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য তাহাই শোভা। ইহা বেশ ভূষাদি দ্বারা আরও বর্দ্ধিত হয়।

তত্র যৌবনশোভা—

"অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।

কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

২ গোপী বিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে এই শোভা গোপী দেহ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, তখন তাঁহার শরীর স্নিগ্ধতেজোরূপে পরিণত হয়, তখন তিনি দুঃখিত চিত্তে এই তেজঃ রত্ন, স্বর্ণ, স্ত্রীদিগের মুখমণ্ডল, পদ্ম, কিশলয়, পুষ্প প্রভৃতিতে কিছু কিছু করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এই জন্য এই সকল দ্রব্য স্বাভাবিক শোভা ধারণ করে।

"শোভা দেহং পরিত্যজ্য জগাম চন্দ্রমণ্ডলম্।

ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ স্নিগ্ধং তেজো বভূব হ॥

সংবিভজ্য তয়া দত্তং হৃদয়েন বিদূয়তা।

রত্নায় কিঞ্চিৎ স্বর্ণায় কিঞ্চিন্মণিবরায় চ॥" ইত্যাদি।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৯অ°)

২ হরিদ্রা। ৩ গোরোচনা। (রাজনি°) ৪ শুক্লজাতিপুষ্প, চলিত চামেলি। (বৈদ্যকনি°)

শোভাকর (ত্রি) শোভনকারী, যে শোভা করে।

শোভাকর ভট্ট, নারদশিক্ষাবিবরণ ও সামবেদারণ্যকস্তোভ-বিবরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

শোভাকর মিত্র, অলঙ্কাররত্নাকর ও উদাহরণ নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ত্রয়ীশ্বর মিত্রের পুত্র।

শোভাঞ্জন (পুং) শোভং রুচিরং অঞ্জনং যস্মাৎ। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত শজিনা গাছ। (Moringa pterygosperma, Horse radish tree) নীলশিগ্রু বৃক্ষ, নীল শজিনা গাছ, সেমগা,সজনা। হিন্দী—সোহিঞ্জন,সঞ্জন, মহারাষ্ট্র—কালাসেগুবা, কলিঙ্গ—করির মুগ্নি, তৈলঙ্গ—মুনগা, তামিল—মোরুঙ্গ, বম্বে—শেগব, সেগত। সংস্কৃত পর্য্যায়—শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক, তীক্ষ্ণগন্ধ, সুতীক্ষ্ণ, ঘনপল্লব, শ্বেতমরিচ, তীক্ষ্ণ, গন্ধ, গন্ধক, কাক্ষীবক, আক্ষীব, সুভাঞ্জন, স্ত্রীবিত্তহারী, দ্রবিণনাশন, কৃষ্ণগন্ধা, মূলকপর্ণী, নীলশিগ্রু, জনপ্রিয়, মুখমোদ, কৃষ্ণশিগ্রু, চক্ষুষ্য, রুচিরাঞ্জন। গুণ—তীক্ষ্ণ, কটু, স্বাদু, উষ্ণ, পিচ্ছিল, জন্তু, বাত ও শূলনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, ইহা তিন প্রকার, শ্যাম, শ্বেত ও রক্ত। গুণ—কৃষ্ণ শোভাঞ্জন পাকে কটু, তীক্ষ্ণোষ্ণ, মধুর, লঘু, দীপক, রুচিকর, রুক্ষ, তিক্ত, বিদাহকর, সংগ্রাহী, শুক্র-বর্দ্ধক, হৃদ্য, পিত্ত ও রক্তপ্রকোপক, চক্ষুর হিতকারী, কফ ও বাতনাশক, বিদ্রধি, শ্বয়থু, কৃমি, মেদ, বিষদোষ, প্লীহা, গুল্ম, ও গণ্ডব্রণনাশক। শ্বেত শোভাঞ্জন উক্ত গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ দাহ-কারক, প্লীহা ও বিদ্রধিনাশক; ব্রণঘ্ন ও রক্তপিত্তবর্দ্ধক।

রক্ত শোভাঞ্জন উক্ত গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ দীপন। শোভাঞ্জন ফল মধুর, কষায় রস, অগ্নিপ্রদীপক; কফ, পিত্ত, শূল, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মনাশক। শোভাঞ্জনপুষ্প—(সজিনার ফুল) কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ বীর্য্য, স্নায়ুশোথজনক, এবং কৃমি, কফ, বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক। রক্ত সজিনার ফুল চক্ষুর হিতকর, এবং রক্তপিত্তপ্রদায়ক। (ভাবপ্রকাশ)

শোভানুভাবকতা (স্ত্রী) যে বৃত্তি দ্বারা শোভার অনুভব করিতে পারা যায়।

শোভান্বিত (ত্রি) শোভয়া অন্বিতঃ। শোভাযুক্ত, শোভাবিশিষ্ট।

শোভাপুর, মধ্যপ্রদেশে হোসঙ্গাবাদ জেলার সোহাগপুর তহ-সীলের অন্তর্গত একটী নগর।

শোভাবতী (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী অক্ষর। তন্মধ্যে ১,২,৪,৮,১১,১৩,১৪ বর্ণ গুরু এবং অপর লঘু। ২ নগরভেদ। বুদ্ধ কনকমুনির জন্মস্থান। বর্ত্তমান নাম শুভময়পর্ণা।

শোভাসিংহ (রাজা), বাঙ্গালার বরদা ও চিতুয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। ইনি বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়ের জীবিতকালে বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণপূর্ব্বক যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে নিহত করেন। বিজয়দৃপ্ত শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিপ্রায়ে বলপ্রয়োগের চেষ্টা পান। বীরবালা স্বীয় অঙ্গবস্ত্রনিহিত শাণিত ছুরিকাদ্বারা পাপাচারনিরত শোভাসিংহের কলুষময় দেহ প্রাণহীন করিয়াছিলেন। [বর্দ্ধমান দেখ।]

শোভিক (ত্রি) শোভাশালী, সুন্দর, শোভাবিশিষ্ট।

শোভিন্ (ত্রি) শোভতে ইতি শুভ-ইন্। শোভাশালী, শোভাবিশিষ্ট। এই শব্দ প্রায় উপপদ পূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শোভিত (ত্রি) শুভ-ক্ত, বা শোভা জাতার্থে ইতচ্। শোভাযুক্ত, ভূষিত, শোভাবিশিষ্ট।

শোভিষ্ট (ত্রি) শুভ-ইষ্ট। অতিশয় শোভাযুক্ত।

"শুভা শোভিষ্ঠাঃ শ্রিয়াঃ" (ঋক্ ৭।৫৬।৩)

'শোভিষ্ঠাঃ অতিশয়েন শোভাযুক্তাঃ' (সায়ণ)

শোয়া (দেশজ) ১ শয়ন শব্দের অপভ্রংশ, শয়ন। ২ কীটবিশেষ। [শুয়া দেখ।]

শোয়ার (দেশজ) শূকর শব্দের অপভ্রংশ।

শোয়ালি (দেশজ) ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ।

শোর্ (পারসী) ১ গোলমাল করা, উচ্চ শব্দ করা, চিল্লান, চেচান। ২ নাড়ী বা নালী ঘা। ৩ শূকর, শূয়ার।

শোরৎ (হিন্দী) ১ শ্রুতি শব্দজ, হিন্দী ভাষায় শ্রুতিকে শোরৎ কহে। ২ স্বরের সূক্ষ্মাংশ।

শোর্‌সরাবৎ (পারসী) কোন বিষয় দশ জনকে জানানর জন্য চেচাচেচি বা উচ্চ শব্দ করা।

শোর্‌সার, ১ শোর সরাবৎ। ২ উচ্চ শব্দ করিয়া কোন বিষয়ের সাড়া লওয়া।

শোরা (পারসী) ক্ষারবিশেষ। (Saltpetre)। [সোরা দেখ]

শোরাপুর, দাক্ষিণাত্যের একটী সামন্তরাজ্য। পূর্ব্বে ইহা নিজামরাজ্যের অধীন ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা উক্ত রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তরে হায়দরাবাদ রাজ্য ও দক্ষিণে কৃষ্ণানদী। শোরাপুর ইহার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৮´ পূঃ।

দক্ষিণ মহারাষ্ট্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ বেদার জাতির জনৈক সর্দ্দার কর্তৃক এই রাজ্য খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সর্দ্দারবংশ নায়ক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবরমেণ্ট শোরাপুররাজ্যে নিজামের স্বত্বাধিকার বাহাল রাখিতে নিযুক্ত হন এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পেশবার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া শোরাপুররাজের নিকট হইতে প্রাপ্য পেশবা সরকারের যাবতীয় খাজানা ছাড়িয়া দেন এবং তৎপরিবর্ত্তে শোরাপুররাজও ইংরাজাধিকারস্থ স্বীয় সম্পত্তির রাজস্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শোরাপুরে উত্তরাধিকার লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং উত্তরোত্তর গৃহবিবাদে শোরাপুর সরকার রাজস্বের দায়ে জড়িত হইয়া পড়েন। ১৮৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে শোরাপুররাজ-সরকার ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের আশায় কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ অধিকৃত প্রদেশগুলি নিজামকে ছাড়িয়া দেন। শোরাপুর রাজ্য ঋণভারগ্রস্ত দেখিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কাপ্তেন গ্রেস্‌লী নামক জনৈক ইংরাজ সেনানীর হস্তে তত্ত্বাবধানভার অর্পণ করেন। উক্ত বর্ষেই কাপ্তেন মিডোস্ টেলার শোরাপুরের রাজ্য পরিদর্শনভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন, তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসায়ে শোরাপুর ঋণমুক্ত, সুশাসিত এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে টেলার সাহেব ঐ রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় শোরাপুর-রাজসরকারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে উদ্ধতপ্রকৃতি রাজবংশীয়গণ নিজামের অধীনতা উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পান। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে গোঁড়রাজ বিখ্যাত সিপাহী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে শোরাপুর নিজামরাজ্যভুক্ত হয়।

শোল, স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্যবিশেষ (Ophiocephalus marulius) শাল মাছের ন্যায় আকৃতি, কিন্তু গায় আঁইসের উপর সেরূপে চক্রাকার চিহ্ন নাই। বড় বড় শোল মাছের কালিয়া প্রস্তুত করিলে উত্তম হয়। অনেকে এই মৎস্য ভক্ষণ করে না।

শোলঙ্গীপুরম্, অপর নাম শোলিঙ্গড়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৩° ৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৯´ পূঃ। মান্দ্রাজ রেলপথের দক্ষিণপশ্চিম শাখার বেনাবরম্ ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। নগর মধ্যে চোলরাজকীর্ত্তিজ্ঞাপক একটী সুপ্রাচীন মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। প্রবাদ, কুলোত্তুঙ্গ চোলের পুত্র অদোণ্ডই কুরুম্বর বিজয়কালে এই স্থানে দেবতা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণার্থ উক্ত মন্দির স্থাপিত হয়। নগর মধ্যে অপর এক স্থলে আর একটী সুবৃহৎ মন্দির আছে। উহা ততদূর প্রাচীন না হইলেও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। নিকটবর্ত্তী শৈলশিখরে একটী প্রাচীন ও ধ্বস্ত বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। উহার শিল্প-নৈপুণ্য হৃদয়গ্রাহী।

ঐ মন্দিরে উঠিবার সুবিধার্থ রায়োজি নামক জনৈক ধর্ম্মশীল মহারাষ্ট্র পর্ব্বতগাত্রে সোপানশ্রেণী প্রস্তুত করাইয়া দেন। পর্ব্বতের পাদমূলে একটী শিল্পচিত্রপূর্ণ ভগ্ন মন্দির ও উক্ত রায়োজি নির্ম্মিত 'শালগ্রাম-ছত্র' আছে। উহা দেখিবার জিনিস। বহুতর তীর্থযাত্রী ঐ বিষ্ণুমন্দির সন্দর্শনে আসিয়া থাকে। উহা দাক্ষি-ণাত্যের একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য।

এই পর্ব্বতপাদমূলের অদূরে একটী বিখ্যাত রণক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। এখানে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনানী সার্ আয়ার কূট স্বল্প মাত্র সেনা লইয়া মহিসুরপতি হায়দার আলীর বিপুল বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঐ রণক্ষেত্রে নিহত মুসলমান সেনাদলের সমাধিমন্দির বিদ্যমান।

শোলবন্দান (যোড় বন্দান), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মধুরা নগর হইতে ১২ মাইল দূরে বৈগৈ নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২´ পূঃ। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজের বল্লাপর বংশীয় কতকগুলি আত্মীয় এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। মধুরা হইতে দিন্দিগল যাইবার পার্ব্বত্যপথে তাঁহাদের উদ্যোগে একটী দুর্গ স্থাপিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ যুসুফ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া কালিঅদের (Calliaud) মধুরা আক্রমণে বাঁধা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষেই হায়দার আলী দুর্গ জয় করেন। পরে উহা ইংরাজের হস্তগত হয়। এখানে প্রাচীন মন্দির, একটী মসজিদ ও কতকগুলি শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

শোলা, দেশজ, জলজতৃণ বিশেষ। ইহার বৃন্ত পরিষ্কার করিয়া এক প্রকার শিরস্ত্রাণ (Shola hat) প্রস্তুত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়গণ ঐ টুপী হালকা ও গ্রীষ্মের উপযোগী বলিয়া এদেশে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা শিশির ছিপি প্রস্তুত কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়।

শোলাঙ্কি, অণ্‌হিলবাড়ের সুপ্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ। ইহারা চালুক্য বংশীয়, পরে শোলাঙ্কি নামে খ্যাত হন। প্রতিষ্ঠায় ও মর্য্যাদায় ইহারা রাজস্থানের পরমার বা চৌহান রাজপুত অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। শোলাঙ্কিকুলের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, কল্যাণনগরবাসী জয়সিংহ শোলাঙ্কির পুত্র রাজ-কুমার মূলরাজ স্বীয় মাতামহ ভোজরাজের মৃত্যুর পর অণহিল্-বাড়-পত্তনের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তৎপুত্র চামুণ্ডরাজের রাজ্যশাসনকালে গজনীপতি মাহ্মূদ অণহিল্‌বাড়পত্তন লুণ্ঠন করিয়া বিদগ্ধ ও বিধ্বস্ত করেন। যখন মাহ্মূদ সৌরাষ্ট্র প্রদেশের শোণিত শোষণ করিতেছিলেন, তখন এই বংশে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ জয়সিংহ সিদ্ধরাজ ও কুমারপাল আবির্ভূত হন। তাঁহারা উভয়েই যেরূপ বীর পরাক্রম ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, ধর্ম্ম-রক্ষায় তাঁহাদের সেইরূপ বলবতী আকাঙ্ক্ষা ছিল। উভয়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিপোষক হইয়া বৌদ্ধ কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সহকারে স্থাপত্যবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে কএকটী বিশাল বিজয়স্তম্ভও নির্ম্মিত হয়।

শাহাব উদ্দীন্ ঘোরীর ও তাঁহার প্রতিনিধিগণের দারুণ অত্যাচারে কুমারপালের শেষ জীবন শান্তিহীন হইয়া পড়ে। অতঃপর অণ্‌হিল্‌বাড়ের সিংহাসনে অধস্তন রাজগণ ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িলে এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী ত্রিভুবন দেবের রাজ্যকালে শোলাঙ্কি বংশের বাঘেলা শাখার প্রবল প্রতা-পান্বিত নরপতি বিশালদেব অণহিলবাড় সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে কএক পুরুষ এই বংশের অধীন থাকিয়া অণহিল্‌বাড় মুসলমান সৈনিক আলাউদ্দীনের কর কবলিত হয় এবং শোলাঙ্কি কুলের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন।

রাজস্থান পাঠে জানা যে, এই শোলাঙ্কি-কুল সর্ব্বসমেত ষোলটী শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ব্যাঘ্রপল্লী বা বাঘেলা শাখাই সর্ব্ব প্রধান। নিম্নে প্রধান দুইটী শোলাঙ্কি রাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

(ক) অণহিল্‌বাড়ের শোলাঙ্কিরাজবংশ।

	নাম	রাজ্যারম্ভ	
১	মূলরাজ	৯৪১খৃঃ	কল্যাণরাজ রাজির পুত্র
২	চামুণ্ডরাজ	৯৯৬	১ এর পুত্র
৩	বল্লভরাজ	১০০৯	২ "
৪	দুর্ল্লভরাজ	১০০৯	২ "
৫	ভীমদেব ২য়	১০২২	নাগদেবের পুত্র ও ২এর পৌত্র
৬	কর্ণদেব ১ম	১০৬৩	৫ এর পুত্র
৭	জয়সিংহ সিদ্ধরাজ	১০৯৩	৬ "
৮	কুমারপাল	১১৪৩	৫ এর প্রপৌত্র
৯	অজয়পাল	১১৭২	৮ এর ভ্রাতুষ্পুত্র
১০	মূলরাজ ২য়	১১৭৬	৯ এর পুত্র
১১	ভীমদেব ২য়	১১৭৮	" "
১২	ত্রিভুবন পাল	১২৪২	১১ এর পুত্র

(খ) বাঘেলা শোলাঙ্কি রাজবংশ।

	নাম	রাজ্যারম্ভ	
১	ধবল		রাজা কুমারপালের মাতৃষ্বস্পতি
২	অর্ণোরাজ		১ এর পুত্র
৩	লবণপ্রসাদ		২ " ঢোলকার সামন্তরাজ
৪	বীরধবল	১২১৯খৃঃ	ঢোলকার স্বাধীন রাণা

৫	বিশলদেব	১২৩৫	৪ এর পুত্র, অণহিল্‌বাড় সিংহাসনের অধিরাজ
৬	অর্জ্জুনদেব	১২৬১	৫ এর ভ্রাতৃপুত্র
৭	শারঙ্গদেব	১২৭৪	৬ এর পুত্র
৮	কর্ণদেব ২য়	১১৯৬	৭

চালুক্য বা শোলাঙ্কিবংশ এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উড়িষ্যায় এই বংশ 'শুঙ্কী' নামে পরিচিত হন। তালচের রাজ্য হইতে এই শুঙ্কাবংশের (খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে উৎকীর্ণ) তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে এই শুঙ্কীবংশীয়গণ 'শুক্রী' নামে পরিচিত হইয়া অতি হীনাবস্থায় অতিবাহিত করিতেছেন।

শোলাগড়, বাঙ্গালার ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৩৩´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২০´ পূঃ। ইহা একটী স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র।

শোলাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দাক্ষিণাত্য বিভাগের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ভূপরিমাণ ৪৫২১ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৭°১৩´ হইতে ১৮°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৯´ হইতে ৭৬° ১১´ পূঃ মধ্য। নিজামাধিকৃত রাজ্য সীমামধ্যস্থ বার্শি তালুক ব্যতীত শোলাপুরের উত্তর সীমায় আহ্মদনগর জেলা, পূর্ব্বে নিজাম রাজ্য ও অকালকোট রাজ্য, দক্ষিণে বিজাপুর জেলা এবং জাঠ ও পটবর্দ্ধন-পরিবারদিগের অধিকৃত সামন্তরাজ্যদ্বয় এবং পশ্চিমভাগে সাতারা, পুণা ও আহ্মদনগর জেলার ফলতন ও আৎপাড়ি সামন্তরাজ্য। শোলাপুর নগরই এখানকার প্রধান বিচার সদর।

এই জেলার সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল এবং কোন কোন স্থান ক্রমোচ্চনিম্ন; কেবল বার্শির উত্তরাংশ মাধার পশ্চিম এবং মালশিরা ও কর্ম্মালার দক্ষিণপশ্চিম ভূভাগ শৈলমালাসমাকীর্ণ। এখানকার উচ্চ ভূমিগুলি সামান্য পরিমাণে তৃণাচ্ছাদিত, সুতরাং একমাত্র গোচারণের উপযোগী। নিম্ন ভূমিতে বিশেষ যত্নের সহিত চাসবাস করিলে উৎকৃষ্ট শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

ভীমা এবং তাহার মান, নীরা ও শীনা নামক শাখাই এখানকার প্রধান নদী। ঐ নদীগুলি জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যস্রোত রহিয়াছে। শোলাপুর নগরের নিকটবর্ত্তী একরূপ ও সিদ্ধেশ্বর নামক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা এবং কোরেগাঁও ও পণ্ঢরপুরের বাঁধদ্বয় তত্তৎ স্থানের অধিবাসিবর্গের জলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। জলাভাব জন্য স্থানবাসীরা আপনাপন পল্লীতে বৃহৎ বৃহৎ ইন্দারা খনন করিয়াছেন। বাবলা, আম্র, নিম্ব ও পিপল (অশ্বত্থ) ব্যতীত এখানে আর অন্য কোন প্রকার বড় গাছ দৃষ্ট হয় না।

শোলাপুর মহারাষ্ট্র জাতির আদি নিকেতন এবং বিখ্যাত মহারাষ্ট্র রাজবংশের আদিভূমি। কিরূপে পুণা ও শোলাপুরবাসী মরাঠাগণ একত্র সমবেত হইয়া মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান করিয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [ভারতবর্ষ ও মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ।]

খৃষ্ট জন্মের প্রারম্ভ কালে অর্থাৎ অনুমান ৯০ খৃষ্ট পূর্ব্ব হইতে ৩০০ (?) খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শোলাপুর শাতকর্ণি বা অন্ধ্রভৃত্যরাজবংশের অধীন ছিল। শোলাপুর নগরের ১৫০ মাইল উত্তরপশ্চিমে গোদাবরীতীরে পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। অতঃপর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক দেবগিরির যাদব রাজগণের অধঃপতন পর্য্যন্ত শোলাপুর প্রদেশ, বিজাপুর, আহ্মদনগর, পুণা প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী জেলার ন্যায় যথাক্রমে ৫৫০ হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন চালুক্য রাজগণের, তৎপরে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূট রাজগণের, তদনন্তর ১১৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিম চালুক্যরাজগণের এবং অবশেষে ১৩০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয় পর্য্যন্ত দেবগিরির যাদব রাজবংশের অধিকারে ছিল।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্রথমে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তখন মুসলমান সেনাদল হিন্দুরাজশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে উপর্য্যুপরি আক্রমণের পর দেবগিরির হিন্দু নরপতি হতবল হইয়া পড়েন। উক্ত বর্ষে মহারাষ্ট্রপ্রদেশ শাসনের জন্য দিল্লী হইতে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হন। তাঁহারা দেবগিরিতে থাকিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের আদেশক্রমে দেবগিরি "দৌলতাবাদ" নামে বিঘোষিত হয়। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে পাঠান সাম্রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে, উপদ্রবে ও ধনলুণ্ঠনপ্রয়াসে রাজ্যময় এক মহান্ অনাচারের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। দাক্ষিণাত্যেও এই অত্যাচারস্রোত ক্রমশঃ প্রবল ভাব ধারণ করে। তখন রাজনিগ্রহে নিপীড়িত দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। হসন গঙ্গু নামক জনৈক আফগান যোদ্ধা ঐ বিদ্রোহিদলের নেতা হন। যুদ্ধে বিদ্রোহী দল জয়লাভ করে এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশ উত্তর ভারতের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হয়। হসন স্বীয় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি নিবন্ধন স্বয়ং আলাউদ্দীন্ হসন গঙ্গু বাহ্মণী নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঐ পাঠানরাজবংশ বাহ্মণী রাজবংশ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বংশ প্রায় ১৫০ বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [বাহ্মণী রাজবংশ দেখ।]

অতঃপর ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা যুসুফ আদিল শাহ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বিজাপুরের উত্তর হইতে ভীমা নদীতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁহার বীরত্ব-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাহার শরণাপন্ন হয়। এই সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দীকাল শোলাপুর কখন বিজাপুর, কখন বা আহ্মদনগর-রাজের অধীনতা শৃঙ্খল বহন করিয়াছিল, অর্থাৎ উক্ত দুইটী রাজ্যের মধ্যে যিনি যখন প্রবল হইয়াছিলেন তখনই তিনি শোলাপুর জয় করিয়া আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এইরূপে উভয় রাজাই কিছু দিন উক্ত প্রদেশ উপভোগ করেন। পরে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ আলী আদিল শাহের সহিত মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব বাদশাহের আগ্রায় যে সন্ধি হয়, তাহাতে বিজাপুররাজ দিল্লীশ্বরকে সন্ধির বিনিময়ে শোলাপুরদুর্গ ও তদধীন ৬৩০০০০্ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মোগলশক্তির অধঃপতনে মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থানের পথ প্রসারিত হয়। [বিজাপুর ও আদিলশাহ বংশ দেখ।]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবাগণের অধ্যপতন পর্য্যন্ত শোলাপুর মহারাষ্ট্র অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শাসনসীমাভুক্ত হয়। প্রথমে ইহা পুণার শাসনাধীন ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে স্বতন্ত্র কলেক্টারী ভুক্ত করা হইয়াছে। তদনন্তর এই স্থানের পথ ঘাট অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার বাণিজ্যেরও সমধিক উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক মহামারী ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে সাহায্য কার্য্যের ব্যয়ে দেশের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

এখানে সর্ব্ব সমেত ৬টী নগর ও ৭০৬ গ্রাম আছে। শোলাপুর নগর ও সেনানিবাস, পণ্ঢরপুর, বার্শি, কর্কাম্ব, কর্ম্মালা ও সঙ্গোলা নগরই এখানকার প্রধান।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৮৪৭ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৭° ২২´ হইতে ১৭° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪০´ হইতে ৭৬° ১৩´ পূঃ মধ্য। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। শীলা নদীতীরস্থ সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। অক্ষা. ১৭° ৪০´ ১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৬´ ৩৮´´ পূঃ।

নগরের দক্ষিণপশ্চিমকোণে পরিখাপরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র, অথচ দৃঢ় দুর্গ আছে। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে বাহ্মণী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হসন গঙ্গু ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সাধারণের ধারণা। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে বাহ্মণী রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে জেইন্ খাঁ শোলাপুর অধিকার করেন। তাঁহার পুত্রের নাবালক অবস্থায় ১৫১১ খৃষ্টাব্দে কমালখাঁ শোলাপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমুহ বিজাপুররাজ্যভুক্ত করেন।

১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইস্‌মাইল আদিল শাহ আহ্মদনগররাজকরে স্বীয় ভগিনীকে অর্পণ করেন। শোলাপুর প্রদেশ ঐ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হয়; কিন্তু বিজাপুররাজ নানা অছিলায় ঐ সম্পত্তি আহ্মদনগরপতিকে সমর্পণ করায় উভয়ের মধ্যে শক্রতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগররাজতনয়া চাঁদবিবির বিবাহের সময় উহা যৌতুক স্বরূপ বিজাপুর করে প্রত্যর্পিত হয়। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর রাজশক্তির অবসান ঘটিলে এই নগর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ উহা মোগলসেনার হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জেনারল মন্‌রো পেশবাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে দস্যুর উপদ্রব অন্তর্হিত হইয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় পুণা ও হায়দরাবাদের সহিত এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে রেশম ও কার্পাসবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার ও কারখানা আছে।

শীলা নদীর কলেবরবর্দ্ধিনী অদিলা শাখার জলবাধের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮০০ ফিট উচ্চে এই নগর অবস্থিত। নগর প্রাচীরের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে শোলাপুর দুর্গ। দুর্গবাটিকা লম্বে ২৩০ গজ ও প্রস্থে ১৭৬ গজ। উহার চারিদিকে দুই সারি প্রাচীর। উহার উপরে কামান সজ্জা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বের সিদ্ধেশ্বর হ্রদ ব্যতীত ইহার অপর চারিদিকে ১০০ হইতে ১৫০ ফিট্ বিস্তৃত একটী জলখাত আছে। উহা ১৫ হইতে ৩০ ফিট্ গভীর।

শোলি[লী]কা (স্ত্রী) বনহরিদ্রা, চলিত বুনো হলদী, গুণ কটু, রুচিকর, তিক্ত ও দীপন। (রাজনি°)

শোশুচ্যমান (ত্রি) শুচ-যঙ্ শোশুচ্য-শানচ্। অতিশয় শোককারী, অতি বিলাপকারী।

শোষ (পুং) শুষ্-ঘঞ্ ভাবে। ১ শোষণ। (মেদিনী) শুষ্যত্যনেনেতি শুষ-ঘঞ্ করণে। ২ যক্ষ্মরোগ। প্রথমে শরীরকে শোষণ করিয়া পরে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাকে শোষ বা যক্ষ্মা বলে। রসরক্তাদি ধাতু ও মলাদির ক্ষয়ই যে এই রোগের হেতু তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

"প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।
ক্ষয়ো রোগস্থ হেতুত্বে শোষস্যাপ্যুপজায়তে ॥" (মাধব নিদান)

প্রথমতঃ সামান্য সর্দ্দি হইতে কাসের উৎপত্তি হয়, পরে সেই কাস হইতে ক্রমশঃ ধাতুক্ষয় উপস্থিত হয়, অবশেষে ঐ ক্ষয়ই শোষ বা যক্ষ্মার হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

চরকে সাহস, বেগধারণ, ক্ষয় ও বিষমাশন এই চারিটী কারণ হইতে শোষের উৎপত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সাহস—যে ব্যক্তি নিজে দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত মল্ল-যুদ্ধাদি করে, অতি বৃহৎ ধনুরাকর্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করে, অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বার্ত্তা বলে ও সঙ্গীতাদি করে, গুরুতর ভার বহন করে, বড় বড় নদীতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সন্তরণ করে, অতি প্রগাঢ়রূপে হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করে, অতিশয় জোরের সহিত অর্থাৎ বীরদর্পে কোন স্থানে পদাঘাত করে, অতি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে, পর্ব্বতাদি অত্যুচ্চ বন্ধুর স্থান হইতে দ্রুত গতিতে অবতরণ করে, কিংবা যে ব্যক্তি বিষমভাবে অতিমাত্র ব্যায়াম করে, তাহার এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল ক্ষত বা আহত ও শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হয়। অনন্তর সেই কুপিত বায়ু ক্ষতবক্ষঃকে বিশেষ রূপে আশ্রয় করিয়া তত্রত্য শ্লেষ্মা ও পিত্তকে দূষিত করে এবং ক্রমে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে সমস্ত শরীরে বিচরণ করিতে থাকে।

উক্ত ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগ্‌গমনশীল বায়ু কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সন্ধিস্থল সকলে আশ্রয় করিলে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ ও জ্বর উৎপন্ন হয়, আমাশয়কে আশ্রয় করিলে মলভেদ হয়; হৃদয়কে আশ্রয় করিলে বক্ষোবেদনা হয়, জিহ্বাকে আশ্রয় করিলে কণ্ঠ কণ্ডূয়ন বা উৎকাস ও স্বরভঙ্গ, প্রাণবহ স্রোতঃসমূহকে আশ্রয় করিলে শ্বাস ও সর্দ্দি এবং মস্তকাশ্রয় হেতু শিরঃশূল উপস্থিত হয়। বক্ষঃক্ষতহেতু, বায়ুর বিষম গতিহেতু ও কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন হেতু তাহার নিরন্তর কাস হয় এবং পূর্ব্বকৃত ক্ষতযুক্ত বক্ষঃ কাসবেগে পুনঃপুনঃ ক্ষত হওয়ায় রোগীর সরক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। রক্তনির্গমহেতু দৌর্ব্বল্য জন্মে। অতএব সাহস হইতেই শরীরশোষকর এই সকল উপদ্রব দ্বারা উপক্রত হইয়া সেই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে।

বেগধারণ—পুরুষ যে সময়ে রাজসমীপে, প্রভু সমীপে, গুরুর পাদমূলে, কোন সাধুসমাজে বা স্ত্রীসমাজে অথবা নানাবিধ যানে গমন করে, তখন যদি তাহার অধোবায়ু, মূত্র বা মলের বেগ উপস্থিত হয় এবং লজ্জা বা ভয় হেতু ঐ সকল বেগ রোধ করে, তাহা হইলে বেগসন্ধারণহেতু উহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দূষিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগ্‌ ভাবে বিচরণ করিতে থাকে ও নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ লোকের শরীর ক্রমে ক্রমে শুকা-ইতে থাকে।

ক্ষয়—যখন মনুষ্য অতিমাত্র শোক ও চিন্তায় উপহতচিত্ত হয় অথবা ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয় বা ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হয়, কিংবা কৃশাবস্থায় রুক্ষ অন্নপান সেবন, অল্পাহার বা অনাহার করে, তখন তাহার হৃদয়স্থ রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রসক্ষয় হওয়ায় সে ব্যক্তি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। আবার যদি কোন ব্যক্তি হর্ষ বা অতি আসক্তির সহিত স্ত্রীতে রত হয় এবং উত্তরোত্তর কেবল উহার বিবৃদ্ধিই ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে অত্যধিক পরিমাণে শুক্র ক্ষরণহেতু তাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া শোণিতবহ ধমনী-সমূহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা হইতে শোণিত প্রচ্যুত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় তাহার শুক্রের এত অল্পতা ঘটে যে, পুনর্মৈথুনকালে শুক্র নির্গত না হইয়া বায়ু কর্তৃক বিপথগামী শোণিত শুক্রমার্গে নীত ও তথা হইতে বহির্গত হয়। এই রূপে শুক্রক্ষয় ও শোণিতনির্গম হেতু সেই ব্যক্তির সন্ধি সকল শিথিলীভূত এবং শরীর অত্যন্ত রুক্ষ ও দুর্ব্বল হয়; এই সময়ে প্রকুপিত বায়ু রসহীন শরীরের সর্ব্বত্র গিয়া শ্লেষ্মা ও পিত্তকে প্রকুপিত করিয়া মাংস ও শোণিতকে পরিশুষ্ক করে এবং উক্ত শ্লেষ্মা ও পিত্তকে নিঃসারিত করে; পার্শ্বদ্বয়ে ও স্কন্ধদেশে বেদনা, কণ্ঠে কণ্ডূয়ন অর্থাৎ গলা খুস্‌খুসি, শ্লেষ্মাকে ঊর্দ্ধগত করিয়া সেই শ্লেষ্মাদ্বারা মস্তককে পরিপূর্ণ এবং সন্ধিস্থানসমূহকে প্রপীড়িত ও অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, অপাক প্রভৃতি উপস্থিত করে। পিত্ত ও শ্লেষ্মায় উৎক্লেশ অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখতা এবং প্রতিলোমগামিত্বহেতু জ্বর, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ ও প্রতি-শ্যায়াদি রোগ উৎপন্ন হয়। কাসপ্রসঙ্গহেতু ক্রমশঃ বক্ষঃক্ষত হওয়ায় রোগী রক্ত নিষ্ঠীবন করে এবং তাহাতে সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে শরীর ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে।

বিষমাশন—"বহুস্তোকমকালে চ তজ্‌জ্ঞেয়ং বিষমাশনং" সাধারণতঃ অল্প, অধিক ও অসময়ে ভোজন করাকে বিষমাশন কহে। ফল চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার, আহার বিধির অর্থাৎ প্রকৃতি, করণ, রাশি, সংযোগ, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপশয়, ইহাদের বৈষম্যভাবে অর্থাৎ অযথাবৎ নিয়মে সেবন করার নামই বিষমাশন। [বিষমাশন দেখ]

উক্ত বিষমাশন দ্বারা যুগপৎ ত্রিদোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে; এই প্রদুষ্ট দোষত্রয় সর্ব্ব শরীরে গমনপূর্ব্বক রসরক্তা-দিবহ স্রোতোমুখ সকলকে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে; এই অবস্থায় লোকের আহার্য্য পদার্থ প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে মল মূত্রাদি রূপে পরিণত হয়; সুতরাং ঐ ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা শরীরে রসরক্তাদি অন্য কোন ধাতুর সম্যগুৎপত্তি হইতে পারে না; পরন্তু ক্রমশঃ তাহাদের হ্রাস হইতে থাকে। এতদবস্থায় মাত্র পুরীষের উপষ্টম্ভ হেতুই লোক বাঁচিয়া থাকে। এই সময়ে কোন কারণে রোগীর মলনিঃসরণ হইতে থাকিলে স্বল্প কালের মধ্যেই সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; এই কারণেই উক্ত হইয়াছে যে শোষাক্রান্ত ব্যক্তির মল অবশ্য রক্ষণীয়।

"শুক্রমূলং বলং পুংসাং মলমূলং হি জীবিতং।
তস্মাদ্‌যত্নেন সংরক্ষেৎ যক্ষ্মিণাং মলরেতসী॥" (বিজয়রক্ষিত)

উক্ত কারণে রসাদি ক্ষয়ে অত্যধিক দুর্ব্বল হওয়ায় অথবা সেই বিষনাশন হইতেই প্রকুপিত বাতাদি দোষত্রয় পৃথক্ পৃথক্ উপদ্রব দ্বারা রোগীর শরীরকে অধিকতর উপশোষিত করে। বায়ু তাহার শিরঃশূল, অঙ্গবেদনা, কণ্ঠকণ্ডূয়ন, পার্শ্ববেদনা, স্কন্ধবেদনা, স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায় জন্মাইয়া থাকে। পিত্ত তাহার জ্বর, অতিসার, ও অন্তর্দ্দাহ এবং শ্লেষ্মা তাহার প্রতিশ্যায়, শিরোগুরুত্ব, অরুচি ও কাস আনয়ন করে। কাসাধিক্য হেতু বক্ষঃস্থল ক্ষত হওয়ায় সে রক্ত নিষ্ঠীবন করে এবং তদ্ধেতু যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ তাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে।

উক্ত নিদান চতুষ্টয় অতিসেবিত হইলেই বহুবিধরোগ সমভি-ব্যাহারে লইয়া ও পুরোবর্ত্তী রাখিয়া শোষ বা যক্ষ্মা রোগের আবির্ভাব হয় বলিয়া উহা রাজযক্ষ্মা বা রোগরাজ নামে অভিহিত।

"অনেকরোগানুগতো বহুরোগপুরঃসরঃ।
রাজযক্ষ্মক্ষতক্ষীণঃ রোগরাড়িতি চ স্মৃতঃ॥" (বাভট)

এই রোগের সম্যক্ লক্ষণ ও চিকিৎসাদি যক্ষ্মন্ শব্দে বিস্তৃত-ভাবে দ্রষ্টব্য।

শোষক (ত্রি) শোষয়তীতি শুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। শোষণকর্ত্তা, শোষণ কারী। ২ রসাকর্ষক।

শোষণ (ক্লী) শুষ-ল্যুট্। ১ রসাকর্ষণ, শুষ্ক করণ, পর্য্যায় রসাদন। (হেম) ২ স্নেহরহিতীকরণ। স্নেহ ভাগের শুষ্ক করাকে শোষণ কহে।

"শোষণেন শরীরস্য তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাদ্দানেন ন দমেন চ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ শুণ্ঠী। ৩ পিপ্পলী। (পুং) শোষয়তীতি শুষ-ণিচ্-ল্যু। ৪ কামদেবের বাণ বিশেষ।

'উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনস্তম্ভন স্তথা।' (জটাধর)

৫ শ্যোণাক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৬ ষোড়শাংশ বিশিষ্ট কষায়, যে কষায় ১৬ ভাগের এক ভাগ থাকিলে নামান হয়, তাহাকে শোষণ কহে।

শোষণীয় (ত্রি) শুষ-অনীয়র্। শোষণযোগ্য, শোষণের উপযুক্ত।

শোষয়িতৃ (ত্রি) শুষ-ণিচ্-তৃচ্। শোষণকারক, শোষণকর্ত্তা।

শোষসম্ভব (ক্লী) শোষায় রসাকর্ষণায় সম্ভবো যস্য। পিপ্পলীমূল। (রাজনি°)

শোষহন্ (পুং) ১ জলাপামার্গ। (বৈদ্যকনি°) ২ শোষনাশক।

শোষা (দেশজ) শোষণ। শুষ্ক, রসহীন।

শোষাপহা (স্ত্রী) শোষং অপহন্তীতি হন-ড, টাপ্। ১ ক্লীতনক, বল্লীযষ্টিমধুক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোষনাশক।

শোষিত (ত্রি) শুষ-ণিচ্-ক্ত। কৃতশোষণ, যাহা শোষণ করা হইয়াছে। নীরসীকৃত।

"আতাপি ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু॥"(মলমাসতত্ত্ব)

শোষিন্ (ত্রি) শুষ-ণিনি। শোষণকারী।

শোষ্য (ত্রি) শুষ-যৎ। শোষণযোগ্য, শোষণের উপযুক্ত, শোষণার্হ।

শৌক্ (আরবী) ইচ্ছা। আগ্রহ। সখ্, উপভোগেচ্ছা।

শৌক (ক্লী) শুকানাং সমূহঃ শুক (খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) ইত্যঞ্। ১ শুকগণ, শুকসমূহ। ২ স্ত্রীদিগের করণবিশেষ। ৩ শোক। (মেদিনী)

শৌকর (ক্লী) শূকরস্যেদমিতি শূকর-অণ্। তীর্থবিশেষ, শূকর সম্বন্ধীয় তীর্থ। ভগবান্ বিষ্ণু শূকররূপে পৃথিবীকে রসাতল হইতে যে স্থলে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই স্থলে এই তীর্থ বিদ্যমান আছে। এই তীর্থে গমন করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। বরাহপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"কেষু লোকেষু যান্তীশ শৌকরে যে মৃতাঃ প্রভো।
কিংবা পুণ্যং ভবেত্তত্র স্নাতস্য পিবতস্তথা॥
কতি তীর্থা বিশালাক্ষ ক্ষেত্রে শৌকরবে তব।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় তদ্বিষ্ণো বক্তু মর্হসি॥" ইত্যাদি।
(বরাহপু° শৌকরতীর্থমা°)

শৌকরব (ক্লী) তীর্থ বিশেষ। শৌকর তীর্থ।

শৌকরী (স্ত্রী) বারাহীকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

শৌকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

শৌকেয় (পুং) শুকস্য গোত্রাপত্যং শুক (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৩৩) ইতি ঠক্। শুকের গোত্রাপত্য। ঋষিভেদ।

শৌক্ত (ক্লী) সামভেদ।

শৌক্তিক (ক্লী) মৌক্তিক, মুক্তা। (ভাবপ্র°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শৌক্তিকা, মুক্তা শুক্তি, ঝিনুক। (বৈদ্যকনি°)

শৌক্তিকেয় (ক্লী) শুক্তিকায়াং ভবমিতি শুক্তিকা-ঠক্। মুক্তা। (রাজনি°)

শৌক্তেয় (ক্লী) শুক্তৌ ভবমিতি শুক্তি-ঢক্। ১ মুক্তা। (ত্রি) ২ শুক্তি সম্বন্ধী।

শৌক্র (ত্রি) শুক্রগ্রহ সম্বন্ধীয়।

শৌক্রায়ণ (পুং) শুক্রের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌ°)

শৌক্রি (ত্রি) শুক্রভব। শুক্রসম্বন্ধীয়।

শৌক্রেয় (পুং) শুক্রস্য অপত্যং শুক্র (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। শুক্রের গোত্রাপত্য।

শৌক্র্য (ক্লী) শুক্রস্য ভাবঃ শুক্র (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫। ১। ১২৩) ইতি ষ্যঞ্। শুক্রের ভাব।

শৌক্ল (ত্রি) ১ শুক্লসম্বন্ধীয়। ২ সামভেদ। সম্ভবতঃ শৌক্তসাম।

৩ শুক্র (শুক্র) সম্বন্ধীয়। 'শৌক্রজন্মঃ শুক্রসম্বন্ধিজন্মঃ বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যাং উৎপত্তিঃ।' (ভাগবত° ৪।৩১।১০ স্বামী)

শৌক্ল্য (ক্লী) শুক্লস্য ভাবঃ শুক্ল (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্। শুক্লের ভাব, শুক্লতা।

'পলিতং জরসা শৌক্ল্যং কেশাদৌ বিস্রসা জরা।' (অমর)

শৌঙ্গ (পুং) শুঙ্গ (বিকর্ণশুঙ্গচ্ছগলাদ্বৎসভরদ্বাজাত্রিষু। পা ৪।১।১১৭) ইতি অণ্। শুঙ্গের অপত্য, ভরদ্বাজ, শৌঙ্গভরদ্বাজ।

শৌঙ্গায়নি (পুং) শৌঙ্গের গোত্রাপত্য।

শৌঙ্গি (পুং) শুঙ্গের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১৭)

শৌঙ্গিপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা°১৪।৯।৪।৩১)

শৌঙ্গীয় (ত্রি) শৌঙ্গিসম্বন্ধীয়। শৌঙ্গিকৃত। (পা ৪।২।১৩৮)

শৌঙ্গেয় (পুং) গরুড়। (দশকুমার ৯৩।৬)

শৌঙ্গ্য (পুং) শুঙ্গের গোত্রাপত্য, ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শৌচ (ক্লী) শুচে র্ভাবঃ শুচি (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা ৫।১।১৩১) ইত্যণ্। শুচিতা, শুচিত্ব, শুদ্ধি।

ইহার লক্ষণ—

"অভক্ষ্যপরিহারস্তু সংসর্গশ্চাস্য নিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং॥" (একাদশীতত্ত্ব)

অভক্ষ্য বস্তুর পরিহার অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সকল বস্তু ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল বস্তু পরিত্যাগ এবং অনিন্দিতের সংসর্গ ও স্বধর্ম্মে অবস্থান করাকে শৌচ কহে। ফল যে কোন ভাবেই হউক বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করার নামই শৌচ। বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করিতে হইলে প্রথমে আহারশুদ্ধি আবশ্যক; কেননা আহারশুদ্ধি ব্যতীত সংযমশিক্ষা হয় না। তৎপরে সাধু সংসর্গ এবং স্বধর্ম্ম পালন করিতে হয়।

"সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং বিশিষ্যতে।
যোঽর্থার্থৈরশুচিঃ শৌচান্ন মৃদা বারিণা শুচিঃ॥
সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচন্তু পঞ্চমম্।
যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ॥"(গরুড়পু° ১১০)

যত প্রকার শৌচ আছে, তাহার মধ্যে অর্থশৌচই প্রধান, যিনি অর্থবিষয়ে অশুচি, তাহার মৃত্তিকা বা বারি দ্বারা শৌচ হয় না। শৌচ পাঁচপ্রকার সত্যশৌচ, মনঃশৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ শৌচ, এবং সকল ভূতের প্রতি দয়ারূপ শৌচ। যথা—যাহাদিগের সত্যশৌচ লাভ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে স্বর্গ দুর্ল্লভ নহে। মনুতেও লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতং।
যোঽর্থে শুচির্হি স শুচি র্ন মৃদ্বারি শুচিঃ শুচিঃ॥
ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ॥
মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
এষ শৌচস্য বঃ প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ॥" (মনু ৫।১০৭-১০৯)

সকল প্রকার শৌচের মধ্যে অর্থাৎ দেহ মনঃ প্রভৃতি শুদ্ধিকর সমুদয় পদার্থ মধ্যে অর্থশৌচই সর্ব্ব প্রধান। অর্থার্জ্জন বিষয়ে যিনি অশাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন না করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে অর্থার্জ্জন এবং তাহা রক্ষা করেন, তাঁহাকে প্রধান শৌচাবলম্বী বলা যায়। যিনি অর্থোপার্জ্জনে শুচি, তিনিই প্রকৃত শুচি, মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে প্রকৃত শৌচ বলা যায় না। বিদ্বান্‌দিগের ক্ষমাই শৌচ, অর্থাৎ তাঁহারা ক্ষমা দ্বারা শুদ্ধ হন। অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্নপাপীরা জপ দ্বারা, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা, পরপুরুষাভিলাষহেতু দূষিতমনাঃ নারী রজস্বলা দ্বারা, মলবহা নদী স্রোতোবেগ দ্বারা, দ্বিজোত্তমগণ প্রব্রজ্যা দ্বারা, মন সত্য দ্বারা এবং বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা জীবাত্মার ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির বিশোধন হয়। এই সকলকে শারীরিক শৌচ কহে।

আহ্নিকতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, বাহ্য ভেদেও আভ্যন্তর শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের যে শুদ্ধি বিধান করা হয়, তাহাকে বাহ্যশৌচ এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযম ও চিত্তের যে বিশুদ্ধি তাহাকে আভ্যন্তর শৌচ কহে। ভাবশুদ্ধিই আভ্যন্তর শৌচ। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে প্রকৃত শৌচ হয় না। ভাবদুষ্ট ব্যক্তি যদি সমগ্র গঙ্গাজল এবং পর্ব্বতপরিমিত মৃত্তিকা লেপন দ্বারা আজীবন স্নান করে, তাহা হইলেও তাহার শুদ্ধি হয় না। ভাবদুষ্ট ব্যক্তির কোন কালেই শৌচ হয় না।

"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥
গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মূল মূত্র ত্যাগের পর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা যে শুদ্ধি বিধান করা হয়, তাহাকে বাহ্যশৌচ কহে। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি দক্ষিণ হস্ত অধঃশৌচে প্রয়োগ করিবে না, অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে ও লিঙ্গে মৃত্তিকা দিয়া ও তৎপরে জল দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে, প্রথমে লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা ও জল দিয়া শৌচ করিবে, পরে গুহ্য দ্বারে তিনবার মৃত্তিকা ও জল দ্বারা, বামকরে দশবার তৎপরে উভয় করে সাত বার মৃত্তিকা এবং জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে, এইরূপ করিলে তাহাকে বাহ্যশৌচ কহে।

"ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ।
তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শোধয়েৎ॥
উদ্ধৃতোদকমাদায় মৃত্তিকাঞ্চৈব বাগ্‌যতঃ।
উদঙ্মুখো দিবা কুর্য্যাৎ রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ॥
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে তথা।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্তা মৃদঃ শৌচোপপাদিকা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিবাভাগে উত্তরমুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখী হইয়া শৌচ কার্য্য করিতে হয়। এইরূপ শৌচ করিয়া পাদদ্বয়েও তিন তিন বার মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৃণাদি দ্বারা নখমধ্যদেশ হইতে মলাদির শোধন করিবারও বিধান আছে। তৎপরে পাণিপাদ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া দুইবার আচমন করিবে। এইরূপ করিলে শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধিলাভ করা যায়।

এই যে শৌচের কথা বলা হইল, দিবাভাগে ইহার সম্পূর্ণ এবং রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ করার বিধান আছে। আতুর ব্যক্তির পক্ষে তদর্দ্ধ পরিমাণ এবং পথিমধ্যে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচ বিধেয়। অনুপনীত দ্বিজ, স্ত্রী ও শূদ্রগণের মলাদির গন্ধ ও লেপ অপগত হইলেই তাহাদের শৌচ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"যথোদিতং দিবা শৌচং অর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে।
আতুরে তু তদর্দ্ধং স্যাত্তদর্দ্ধং তু পথি স্মৃতম্॥
ন যাবদুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং তেষাং বিধীয়তে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শৌচ সম্বন্ধে বিশেষ এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের শুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ শৌচ করিবে, পূর্ব্বে যে সংখ্যা অভিহিত হইয়াছে, সেই সংখ্যানুসারে শৌচকার্য্য করিলেও যদি নিজের শুদ্ধি বোধ না হয়, তাহা হইলে তাহার আরও অধিক পরিমাণে শৌচ করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি শৌচাচারবিহীন, তাহাদের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে।

"প্রমাণং শৌচসংখ্যা বা ন শিষ্টৈরুপদিশ্যতে।
যাবৎ শুদ্ধিং স মন্যেত তাবৎ শৌচং সমাচরেৎ॥
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমভীপ্সতা।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই জন্য যথা বিধানে শৌচক্রিয়া করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥" (মনু ২।৬৯)

গুরু শিষ্যকে উপনয়ন দিয়া প্রথমে তাহাকে শৌচশিক্ষা দিবেন। অগ্রে বাহ্যশৌচ, তৎপরে আভ্যন্তর শৌচ। বহিঃশৌচ দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ এবং অভ্যন্তর শৌচে আত্মার শুদ্ধি হয়।

যে স্থলে শৌচ ক্রিয়া করা হয়, সেই স্থান জল দ্বারা শোধন করিবে, যিনি ঐ স্থল শোধন না করেন, তাঁহার সেই স্থান সম্যক্ অশুদ্ধ থাকে। যে পাত্রে জল লইয়া শৌচ ক্রিয়া করা হয়, সেই পাত্রও গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়। তৎপরে আচমন করিয়া আদিত্য, সোম বা অগ্নি দর্শন করিবে।

"যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ।
ন শুদ্ধিস্তু ভবেত্তত্র মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ॥
শৌচানন্তরং হারীতঃ গোময়েন মৃদা বা কমণ্ডলুং
প্রমৃজ্য পূর্ব্ববদুপস্পৃশ্য আদিত্যং সোমমগ্নিং বা বীক্ষেত॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

পাতঞ্জলে আছে—"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ" (২।৪০)

যাহাদের বাহ্যশৌচ সম্পন্ন হইলেও তাহাদের নিজের দেহেই ঘৃণা বোধ হয়, তখন উহাদের পরকীয় শরীরের সংস্পর্শ প্রবৃত্তি কিছুতেই হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীরশোধনের শাস্ত্রোক্ত যে উপায় অভিহিত হইয়াছে, তাহাই শৌচ। এই শৌচ বিহিত হইলে তদ্দ্বারা ক্রমে স্বাঙ্গ-জুগুপ্সা উপস্থিত হয়।

"স্বাঙ্গজুগুপ্সায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী যতি র্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহাসুর্ম্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রযতৈঃ সংসৃজ্যেত" (ব্যাসভাষ্য ২।৪০)

শরীরের প্রতি ঘৃণা বোধ করিয়া শৌচ আরম্ভ করে, পরে শরীরের অশুদ্ধিরূপ দোষ দর্শন করিয়া উহাতে অভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ স্থূল শরীরের সম্বন্ধ পরিত্যাগের বাসনা হয়। ইহাকে স্বাঙ্গ-জুগুপ্সা কহে। শরীরের স্বভাব অর্থাৎ স্থান বীজ প্রভৃতি সম্যক্ অনুশীলন করিয়া নিজ শরীরেরই পরিত্যাগের ইচ্ছুক হইয়া মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা বারংবার সংস্কার করিয়াও যখন শুদ্ধি বোধ করে না, তখন অতিশয় অশুচি পরকীয় শরীর স্পর্শ করিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

ঘৃণা বোধ না হইলে বৈরাগ্য জন্মে না বৈরাগ্য না হইলে পরিত্যাগের বাসনা হয় না এবং শরীরকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রধান কারণ, উহাতে আত্মাভিমান থাকাতেই নিজ শরীরের উপকারক পরকীয় শরীরও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারিলে আর সে সুন্দর ভাব থাকে না। তখন শরীরের বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হয়, তখন কিরূপে একেবারে শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগ হইবে, তাহার চেষ্টা হয়। প্রথমে বাহ্যশৌচ সিদ্ধি দ্বারাই ইহা হইয়া থাকে। বাহ্যশৌচ সিদ্ধি হইলে, পরে আভ্যন্তরশৌচ অভ্যাস করিতে হয়।

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৪০) 'শুচঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনস্যং, ততঃ ঐকাগ্র্যং ততঃ ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতি; ইত্যেতৎ শৌচস্থৈর্য্যাদধিগম্যতে" (ব্যাসভাষ্য)

বহিঃশুদ্ধি হইতে রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হয়, অনন্তর সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা হয়, মন প্রসন্ন হইলে চিত্তের ঐকাগ্র্য অর্থাৎ বিক্ষেপের অভাবরূপ স্থিরতা জন্মে। চিত্ত স্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও জয় হয়, তৎপরে চিত্তের আত্মজ্ঞানলাভের শক্তি জন্মে।

'আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ' সদাচার, সদনুষ্ঠান, জপ ও তপঃ প্রভৃতি না করিয়া কেবল মৌখিক আন্দোলনে চিত্তশুদ্ধি হয় না। তীর্থস্নান, পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকাপ্রলেপ প্রভৃতি বাহ্য শৌচ সর্ব্বদা আচরণ করিবে, এই সকল বাহ্যশৌচ করিতে করিতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা যাহাতে ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি চিত্ত মল বিদূরিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকল আভ্যন্তর শৌচের অভ্যাস করিলে চিত্ত-প্রসাদ হয়।

বহিঃশৌচই অন্তঃশৌচের কারণ। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের বিধান আছে। অন্তঃশৌচের অভিলাষ থাকিলে বহিঃশৌচের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমি শুচি হইব, নির্ম্মলান্তঃকরণ হইব, কেবল এরূপ ইচ্ছায় কিছুই হয় না, চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমল বিদূরিত হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বাহ্য আড়ম্বরে কোন ফল হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি অতি দুর্লভ পদার্থ। সর্ব্বদা সদাচার, সৎসংসর্গ, ও সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে রত থাকিতে এবং ব্রতনিয়মাদির কঠোরতা প্রতিপালন করিতে হয়।

অন্তঃশৌচসাধনকালে মৈত্রী করুণা প্রভৃতির বিষয় বিশেষ-ভাবে অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ তখন জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ্দ অর্থাৎ প্রেম করিবে, ইহাতে চিত্তের ঈর্ষামল তিরোহিত হইবে। দুঃখিগণের প্রতি দয়া করিবে, অর্থাৎ যেমন নিজের দুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা হয়, তদ্রূপ অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিবে। ইহাতে পরের অপকার-রূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়। ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে অসূয়াবৃত্তি (অর্থাৎ অপরের গুণে দোষারূপ করা) নিবৃত্তি হয়। অধার্ম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়।

এইরূপে সকল কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ রাজসতামসবৃত্তি তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হইতে থাকে, তখন প্রকৃত আভ্যন্তর শৌচসিদ্ধি হয়। এইরূপে আভ্যন্তর শৌচের সিদ্ধি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন ও সুস্থির হয়। চিত্ত তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তড়িদ্বেগে বিষয় দেশে গমন করেনা।

যম নিয়ম প্রভৃতি যোগের আটটী অঙ্গ। শৌচ নিয়মের অন্তর্গত, কারণ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণি-ধান এই ৫টী নিয়ম। চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইলে প্রথমেই এই শৌচ আচরণ করিতে হয়। (পাতঞ্জল দর্শন)

শৌচক (ক্লী) শৌচ স্বার্থে কন্। শৌচ শব্দার্থ।

শৌচত্ব (ক্লী) শৌচস্য ভাবঃ শৌচ-ত্ব। শৌচের ভাব বা ধর্ম্ম, শৌচকার্য্য, বিশুদ্ধিজনক কার্য্য।

শৌচদ্রথ (পুং) শুচদ্রথের অপত্য।

"যা সুনীথে শৌচদ্রথে" (ঋক্ ৫।৭৯।২)

'শৌচদ্রথে শুচদ্রথস্যাপত্যে' (সায়ণ)

শৌচবৎ (ত্রি) শৌচ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। শৌচবিশিষ্ট, শৌচযুক্ত। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১৩৭)

শৌচবিধি (পুং) মূত্রপুরীষোৎসর্গাদি কার্য্য।

শৌচাচার (পুং) শৌচঃ আচারঃ। শুদ্ধিকর্ম্ম।

শৌচাচারবিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

"শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শৌচাধান (ক্লী) পবিত্রতানুষ্ঠান।

"মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মীকবিনাশনং।

পাদয়োর্ম্মলমার্গাণাং শৌচাধানমভীক্ষ্ণশঃ ॥" (রাজব°)

শৌচাদিরেয় (পুং) ঋষিভেদ। (নিদানসংগ্রহ ৩।৪)

শৌচিক (পুং) শৌচং গৃহাদেঃ শুচিতা কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি শৌচ-ঠন্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ।

"ততো গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শৌণ্ডিকঃ।

কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব শৌচিকঃ ॥" (পরাশর পদ্ধতি)

কৈবর্ত্তের ঔরসে গান্ধিককন্যাতে শৌণ্ডিক জাতির উৎপত্তি হয়, এই শৌণ্ডিকের ঔরসে কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভে শৌচিক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

শৌচিকর্ণিক (ত্রি) শুচিকর্ণসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

শৌচিন্ (ত্রি) শুচ-ণিনি। শৌচবিশিষ্ট, শুদ্ধিযুক্ত, বিশুদ্ধতা-বিশিষ্ট। মনু ৫।৮৪ শ্লোকের টীকায় কুল্লূক অশৌচিন্ পদের উল্লেখ করিয়াছেন।

শৌচিবৃক্ষ (পুং) শুচিবৃক্ষের অপত্য। বহুবচনে বংশপরম্পরা বুঝাইলে শৌচবৃক্ষ পদ হয়। (নিদানসংগ্রহ ৩।২)

শৌচিবৃক্ষি (পুং) শুচিবৃক্ষের গোত্রাপত্য।

শৌচিবৃক্ষ্যা (স্ত্রী) শৌচিবৃক্ষির স্ত্রী। শৌচিবৃক্ষী। (পা ৪।১।৮১)

শৌচেয় (পুং) শৌচেন বস্ত্রাদিশুচিত্বেন ব্যবহরতীতি শৌচ-ঢক্। রজক। (শব্দরত্না°)

শৌচোদক (ক্লী) শৌচার্থমুদকং। শৌচ কার্য্যের জন্য আহৃত জল।

শৌট, গর্ব্ব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শৌটতি। লোট্ শৌটতু। লিট্ শুশৌট, শুশৌটতুঃ। লুট্ শৌটিতা। লুঙ্ অশৌটীৎ। ণিচ শৌটয়তি। লুঙ্ অশুশৌটৎ।

শৌটীর (পুং) শৌটতীতি শৌট গর্ব্বে (কৃ শৃ পৃ কটি পটি শৌটিভ্যঃ ঈরন্। উণ্ ৪।৩০) ইতি ঈরন্। ১ ত্যাগী। ২ বীর। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৩ গর্ব্বান্বিত।

"সন্তুষ্টঃ সম্মতঃ সত্যঃ শৌটীরো দ্বেষ্যপাপকঃ।
মন্ত্রবিৎ কালবিৎ শূরঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি॥"
(ভারত ১২।৮৩।৪৩)

শৌটীরতা (স্ত্রী) শৌটীরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শৌটীরের ভাব বা ধর্ম্ম, গর্ব্ব, শৌটীর্য্য।

শৌটীর্য্য (ক্লী) শৌটীরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা শৌটীর (গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। ১ বীর্য্য। (শব্দরত্না°) ২ গর্ব্ব।

শৌড়, গর্ব্ব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শৌড়তি। লুঙ্ অশৌড়ীৎ।

শৌণায়ন (পুং) শোণস্য গোত্রাপত্যং শোণ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। শোণের গোত্রাপত্য।

শৌণেয় (পুং) শোণের গোত্রাপত্য। (রাজতর° ৮।২৮৯°)

শৌণ্ড (ত্রি) শুণ্ডায়াং মদ্যে রতঃ শুণ্ড-অণ্। ১ মত্ত।

"চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ
চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চ পলাশ্চ বর্জ্জ্যাঃ॥" (ভারত ৩।২৩৩।১১)

২ প্রগল্ভ। পরাভিভবসমর্থ। ৩ দেবধান্য। ৪ কুক্কুট। (বৈদ্যকনি°)

শৌণ্ডতা (স্ত্রী) শৌণ্ডস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শৌণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম। মত্ততা।

শৌণ্ডর্য্য (ক্লী) শৌটীর্য্য। (শব্দার্থচি°)

শৌণ্ডায়ন (পুং) শুণ্ডা (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যশ্চ্ফঞ্। পা ৪।১।৯৮) ইতি চ্ফঞ্। ১ শুণ্ডার গোত্রাপত্য। ২ যোদ্ধৃজাতিবিশেষ।

শৌণ্ডায়ন্য (পুং) শৌণ্ডায়নদিগের রাজা।

শৌণ্ডি (ত্রি) প্রগল্ভ। (ভাগবত ১।১৬।১১) কোন কোন গ্রন্থে শৌণ্ডি স্থলে শৌরি ও শৌণ্ড পাঠ দৃষ্ট হয়।

শৌণ্ডিক (পুং) শুণ্ডা পণ্যমস্য, শুণ্ডা (তদস্য পণ্যং। পা ৪।৪।৫১) ইতি ঠক্। ১ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, চলিত শুঁড়ি জাতি। পর্য্যায়—মণ্ডহারক, শুণ্ডার, শৌণ্ডী, শুণ্ডক, (শব্দরত্না°) ধ্বজ, পান, পণ (জটাধর) কল্যপাল, সুরাজীবী, বারিবাস, পানবণিক, ধ্বজী, আসুতীবল। (হেম) পরাশর-পদ্ধতিতে এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

"ততো গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্ত্যাদেব শৌণ্ডিকঃ।
কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব শৌচিকঃ॥" (পরাশরপদ্ধতি)

কৈবর্ত্তের ঔরসে গান্ধিককন্যাতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মনুতে লিখিত আছে যে, এই জাতির গৃহে ভোজন করিতে নাই।

"শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্য চোপপতি গৃহে॥" (মনু ৪। ২১৬)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে এই জাতির স্ত্রী যদি ঋণ করে, তাহা হইলে তাহার স্বামীকে ঐ ঋণ শোধ করিতে হয়, কারণ উক্ত জাতিদিগের জীবিকা স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করে।

"গোপশৌণ্ডিকশৈলূষরজকব্যাধিযোষিতাং।
ঋণং দদ্যাৎ পতিস্তেষাং যস্মাদ্ বৃত্তিস্তদাশ্রয়া॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৪৯)

গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতির স্ত্রী যে ঋণ করে, উহাদিগের পতিকেই ঐ ঋণ শোধ দিতে হয়। কারণ উক্ত জাতিসমূহের জীবিকা স্ত্রীদিগের উপরেই নির্ভর করিতেছে। (ত্রি) শুণ্ডিকাদাগতঃ (শুণ্ডিকাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।৭৬) ইত্যণ্। ২ শুণ্ডিক হইতে আগত, শুণ্ডিকের নিকট প্রাপ্ত।

শৌণ্ডিকেয় (পুং) শুণ্ডিকা নামক রাক্ষসীর পুত্র।
(পারস্করগৃহ্য° ১।১৬)

শৌণ্ডিন্ (পুং) শুণ্ডা সুরা এব শৌণ্ডং মদ্যং স্বার্থে অণ্, তৎ পণত্বেনাস্ত্যস্যেতি শৌণ্ড-ই। শৌণ্ডিক, শুঁড়ী। (শব্দরত্না°)

শৌণ্ডী (স্ত্রী) ১ শৌণ্ড শব্দার্থ। ২ চবি নামক দ্রব্য। ৩ কটু-বীজা, লঙ্কা।

শৌণ্ডীক, জাতিবিশেষ। বহুবচনে এই শব্দের প্রয়োগ হয়।

শৌণ্ডীর (ত্রি) শৌড়তীতি শৌড় ঈরন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অহঙ্কারী।

'শৌণ্ডীরো গর্ব্বিত স্তব্ধো মানী চাহঙ্কৃতঃ।
উদগ্রীব উদ্ধরোঽহক্তৃপ্তো নীচশ্চ পিশুনোঽধমঃ॥'(ধনঞ্জয়কোষ)

শৌণ্ডীর্য্য (ক্লী) শৌটীর্য্য।

শৌণ্ডেয় (পুং) শৌণ্ডীর গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী)

শৌদ্ধকর্ণি (পুং) শুদ্ধকর্ণের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌ°)

শৌদ্ধাক্ষর (ত্রি) বিশুদ্ধ অক্ষর সম্বন্ধীয়। যে সকল বর্ণ স্বয়ং উচ্চারিত হয় অর্থাৎ স্বরবর্ণ, তৎসম্বন্ধীয়। (ঋক্প্রাতি° ৪।৩৮)

শৌদ্ধোদনি (পুং) শুদ্ধোদনস্যাপত্যং পুমানিতি শুদ্ধোদন (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইতি ইঞ্। শাক্যবংশাবতংস বুদ্ধ মুনি, বুদ্ধদেব। (অমর)

শৌদ্ধোদনি, কেশবমিশ্রকৃত অলঙ্কারশেখরের টীকা ও অলঙ্কার-সূত্রপ্রণেতা।

শৌদ্র (পুং) শূদ্রায়াং ভবঃ শূদ্রা-অণ্। দ্বাদশ বিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্র বিশেষ। এই পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্যতম হইতে শূদ্রাতে জাত।

'ঔরসঃ ক্ষেত্রজো দত্তো গূঢ়োৎপন্নশ্চ কৃত্রিমঃ।
ক্রীতাপবিদ্ধকানীনশৌদ্রপুনর্ভবা অপি॥
স্বয়ংদত্তঃ সহোঢ়োঽপি দ্বাবুরস্তৌরসৌ সমৌ॥' (জটাধর)

মনুতে লিখিত আছে যে কানীন ও শৌদ্র প্রভৃতি ৬ প্রকার পুত্র স্বগোত্র ও দায়াদ না হইয়া কেবল বান্ধব মাত্র হইয়া থাকে।

"কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥" (মনু ৯।১৬০)

শূদ্রস্যেদ মিতি অণ্। (ত্রি) শূদ্র সম্বন্ধী।

শৌদ্রকায়ণ (পুং) শূদ্রকস্য গোত্রাপত্যং শূদ্রক (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি গোত্রাপত্যে ফঞ্। শূদ্রকের গোত্রাপত্য।

শৌদ্রায়ণ (পুং) শূদ্র-গোত্রাপত্যে ফঞ্। শূদ্রের গোত্রাপত্য।

শৌদ্রায়ণভক্ত (পুং) শৌদ্রায়ণানাং বিষয়ো দেশঃ শৌদ্রায়ণ-(ভৌরিক্যাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্‌ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪) ইতি ভক্তল্। শৌদ্রায়ণের বিষয় বা দেশ। শূদ্রাপত্যের বিষয়দেশ।

শৌধিকা (স্ত্রী) রক্তকঙ্গু, লাল কাঙ্‌নী। (হেম)

শৌন (ত্রি) ১ কুকুরসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ বিক্রয়ার্থ রক্ষিত মাংস।

শৌনক (পুং) শুনকস্যাপত্যমিতি শুনক-(অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। শুনকের অপত্য, মুনিবিশেষ। ইনি একজন বৈদিক আচার্য্য, অনেক বৈদিক ও লৌকিক গ্রন্থ ইহাঁর নামে প্রচলিত।

অনুবাকানুক্রমণি, আয়ুষ্যহোমপদ্ধতি, আর্ষানুক্রমণি, উগ্ররথশান্তিপ্রয়োগ, উদকশান্তিপ্রতিসরবন্ধপ্রয়োগ উপলেখবৃত্তি, ঋগ্বিধান, ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য, ঋষিছন্দোনুহক্রমণিকা, একদণ্ডিসন্ন্যাসবিধি, চতুরধ্যায়িকা, জীবচ্ছ্রাদ্ধপ্রয়োগ, নাগবলি, পবমানহোমবিধি, পাদানুক্রমণী, পুনরাধানধার্য্যাগ্নিহোত্রপ্রয়োগ, বৃহদ্দেবতা, বাস্তশান্তিপ্রয়োগ, বিবাহপটল, বিষ্ণুধর্ম্ম, শান্তি, সন্ন্যাসবিধি, সূক্তানুক্রমণী, সোমোৎপত্তিপরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন শৌনককারিকা, শৌনকগৃহ্য, শৌনকপঞ্চসূত্র, শৌনকসূত্র, শৌনকস্মৃতি, শৌনকাথর্ব্বণসূত্র, শৌনকী, শৌনকীয়, শৌনকীয়প্রয়োগ ও শৌনকীয়স্বরাষ্টক নামক গ্রন্থ কয়খানিও ইহার রচিত বলিয়া বিদিত। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র (১২।৮), অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য (১।৮) প্রভৃতি গ্রন্থে শৌনকপ্রোক্ত বৈদিক গ্রন্থাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

শৌনকায়ন (পুং) শুনকস্য গোত্রাপত্যং শুনক-(শরদ্বৎ শুনকদর্ভাদ্‌ভৃগুবৎসাগ্রায়ণেষু। পা ৪।১।১০২) ইতি ফক্। শুনকের গোত্রাপত্য, বাৎস্য। যেখানে কেবল শুনকের গোত্রাপত্য সাধারণকে বুঝাইবে তথায় শৌনক পদ হইবে। ফলে যেখানে বাৎস্যকে বুঝাইবে তথায় শুনক শব্দের উত্তর উক্ত ফক্ প্রত্যয় হইবে, অন্যত্র নহে।

শৌনকি (পুং) শৌনকের গোত্রাপত্য।

শৌনকিন্ (পুং) শৌনকেন প্রোক্তমধীয়তে ইতি শৌনক-(শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬) ইতি ণিনি। শৌনকপ্রোক্ত-শাস্ত্রাধ্যয়নকারী। যে স্থলে এই অর্থ বুঝাইবে না, তথায় এই ণিনি প্রত্যয় হইবে না।

শৌনকীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।
(শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

শৌনকীয় (ত্রি) শৌনক-ছ। শৌনকপ্রোক্ত। (পা ৪ ৩।১০৬)

শৌনঃশেফ (পুং) শুনঃশেফ-গোত্রাপত্যে অঞ্। ১ শুনঃশেফের গোত্রাপত্য। (ক্লী) ২ শুনঃশেফাখ্যান। (ত্রি) ৩ শুনঃশেফ সম্বন্ধীয়।

শৌনহোত্র (পুং) শুনহোত্রের গোত্রাপত্য।

শৌনরাজ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১১)

শৌনায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

শৌনাসীর্য্য (ত্রি) শুনাসীর সম্বন্ধীয়।

শৌনিক (পুং) শূনা প্রাণিবধস্থানং প্রয়োজনমস্য শূনা-ঠক্। মাংসবিক্রয়কর্ত্তা, মাংসবিক্রেতা।

'বৈতংসিকঃ কৌটিকশ্চ মাংসিকঃ শৌনিকঃ সমাঃ।' (হেম)

২ মৃগয়া। (শব্দমালা)

শৌনিকশাস্ত্র (ক্লী) মৃগয়াবিষয়ক শাস্ত্রবিশেষ, যে শাস্ত্রে মৃগয়া ও ঘোড়দৌড় প্রভৃতি পশুক্রীড়াদির বিবরণ লিখিত আছে।

শৌন্দত্তি, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত পরশগড় উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ৪৫′ ৫০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৯′ ৪০″ পূঃ। এই নগরের দুই মাইল দক্ষিণে পরশগড়ের পার্ব্বত্যদুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার ৫॥০ মাইল উত্তরপশ্চিমে একটী স্থানে যেল্লমাদেবীর উদ্দেশে প্রতি বৎসরে দুইবার বৈশাখীপূর্ণিমা ও কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় মেলা বসে। ঐ সময় প্রায় ২০ হাজার লোক সমাগত হইয়া থাকে। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে প্রতি বুধবারে হাট বসে।

শৌভ (ক্লী) শোভায়ৈ হিতং শোভা-অণ্। ১ হরিশ্চন্দ্রপুর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগরী। পর্য্যায়—ব্যোমচারিপুর। (ভূরিপ্র°) এই পুর শাল্ব রাজার অধিকৃত ছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শৌভাধিপতি

শাম্বকে বধ করিয়া এই পুর অধিকার করেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৭৭ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

(পুং) শুভায় হিতঃ শুভ-অণ্। ২ দেবতা। (ত্রিকা°) ৩ গুবাক। (শব্দরত্না°)

শৌভনেয় (ত্রি) ১ শোভন সম্বন্ধীয়। ২ শোভনার অপত্য, সুন্দরী রমণীর গর্ভজাত। (পাণিনি ৪।১।১১৩)

শৌভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন এব স্বার্থে অণ্। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। (ভরত দ্বিরূপকো°)

শৌভায়ন (পুং) যোদ্ধৃজাতিবিশেষ।

শৌভায়নি (পুং) শুভস্য গোত্রাপত্যং শুভ-(তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) ইতি ফিঞ্। শুভের গোত্রাপত্য।

শৌভায়ন্য (পুং) শৌভায়নদিগের রাজা।

শৌভিক (পুং) ঐন্দ্রজালিক।

শৌভ্রলিঙ্গ (পুং) শ্বেতবর্ণ শিবলিঙ্গ। (যোগিনীতন্ত্র ৪৪।১)

শৌভ্রায়ণ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী।

শৌভ্রায়ণভক্ত (পুং) শৌভ্রায়ণানাং বিষয়ো দেশঃ। শৌভ্রায়ণ-ভক্তল্। (পা ৪।২।৫৪) শৌভ্রায়ণের বিষয় বা দেশ।

শৌভ্রেয় (ত্রি) শুভ্রায়া অপত্যং শুভ্রা-(শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। ১ শুভ্র সম্বন্ধী। (পুং) ২ শুভ্রার অপত্য। ৩ তদ্দেশবাসী যোদ্ধৃজাতিবিশেষ। গ্রীকৃভৌগোলিকগণ Sabracæ শব্দে এই দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের সময়ে ইহা Sambracæ নামে উক্ত ছিল।

শৌভ্র্য (পুং) শুভ্র-অপত্যার্থে (কুর্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। শুভ্রের গোত্রাপত্য।

শৌরদেব্য (পুং) শূরদেবের অপত্য। (ঋক্ ৮।৫৯।১৫)

শৌরসেন (ত্রি) ১ শূরসেন সম্বন্ধীয়। ২ শূরসেনজাত।

শৌরসেনিকা (স্ত্রী) ভাষাভেদ, শৌরসেনী ভাষা। [প্রাকৃত দেখ।]

শৌরসেনী (স্ত্রী) ১ শূরসেনদেশবাসী। ২ তদ্দেশের ভাষা।

শৌরসেন্য (ত্রি) শূরসেন সম্বন্ধীয়।

শৌরি (পুং) শূরস্যাপত্যমিতি শূর-ইঞ্। ১ বিষ্ণু। ২ শনি-গ্রহ। (অমর) ৩ শূরবংশীয় মাত্র। ৪ বসুদেব। ৫ বলদেব। ৬ কৃষ্ণ। (ভাগবত ১১০।৩৩)

শৌরিদত্ত, বাগ্বতীতীর্থযাত্রাপ্রকাশ-রচয়িতা।

শৌরিসূনু, নগরতপরলক্ষণনামক গ্রন্থ প্রণেতা।

শৌর্প (ত্রি) শূর্প (শূর্পাদঞ্যতরস্যাং। পা ৫।১।২৬) ইতি অঞ্। শূর্পপরিমিত।

শৌর্পণায্য (পুং) শূর্পণায়-কুর্বাদিত্বাৎ অপত্যার্থে ণ্য। (পা ৪।১।১৫১) শূর্পণায়ের অপত্য।

শৌর্পারক (ক্লী) শূর্পারকভব কৃষ্ণবর্ণ হীরক।

"বেণাতটে বিশুদ্ধং শিরীষকুসুমোপমঞ্চ কৌশলকং।
সৌরাষ্ট্রমাতাম্রং কৃষ্ণং শৌর্পারকং বজ্রং॥" (বৃহৎস° ৮০।৬)

শৌর্পিক (ত্রি) শূর্প-ঠঞ্। (পা ৫।১।২৬) শূর্প পরিমাণ।

শৌর্য্য (ক্লী) শূরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, শূর-ষ্যঞ্। ১ শক্তি, সাহস, বীরত্ব, বীর্য্য, বল। ২ নাট্যক্রীড়াবিশেষ, আরভটী।

শৌর্য্যমণ্ডন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৩।১০৬)

শৌর্য্যবৎ (ত্রি) শৌর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শৌর্য্যবিশিষ্ট, শূর, বীর।

শৌর্য্যাদিমৎ (ত্রি) শৌর্য্যাদি অস্ত্যর্থে মতুপ্। শৌর্য্যাদি-বিশিষ্ট।

শৌল (পুং) লাঙ্গলের ফালবিশেষ।

শৌলায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। [কৌলায়ন দেখ।]

শৌলিক (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (বৃহৎস° ১৪।১৬) বর্ত্তমান কালে শিগল্ল নামে খ্যাত। [শূলিক দেখ।]

শৌলিকি (পুং) অন্তঃশৌচার্থ যোগশাস্ত্রোক্ত ধৌতি নেতি প্রভৃতি ষট্ কর্ম্মের অন্তর্গত শোধনকর্ম্মভেদ। এই ক্রিয়াতে প্রথমে বামনাসাপুটদ্বারা বায়ুপূর্ণ করিয়া দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা নির্গত এবং পরে দক্ষিণনাসাপুটে উহা গ্রহণ করিয়া বামনাসাপুট-দ্বারা রেচন করিবে। কিন্তু উক্ত পূরক ও রেচককার্য্য মৃদুমন্দ অর্থাৎ সহজভাবে করিতে হইবে, যেন উহাতে কোনরূপ বেশী বেগ না লাগে এবং বায়ু যেন অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখা না হয়, তাহা হইলে শরীরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই যোগাভ্যাস দ্বারা কফদোষের শান্তি হয়।

"ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিঃ শৌলিকির্ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলা পুনঃ।
পিঙ্গলয়া পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ॥
পূরকং রেচকং কুর্য্যাৎ বেগেন নতু ধারয়েৎ।
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ॥"
(ঘেরণ্ডসংহিতা)

শৌল্ক (ত্রি) শুল্ক-অণ্। ১ শুল্কসম্বন্ধী। (ক্লী) ২ সামভেদ।

শৌল্কশালিক (ত্রি) শুল্কশালায়া আগতঃ শুল্কশালা (ঠগায়-স্থানেভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৫) ইতি ঠক্। শুল্কশালা হইতে আগত, শুল্কগৃহ হইতে প্রাপ্ত। শুল্কশালায়া অবক্রয়ঃ (অবক্রয়ঃ। পা ৪।৪।৫০) ইতি ঠক্। শুল্কশালার অবক্রয় অর্থাৎ শুল্ক-শালায় দেয় কর।

শৌল্কায়নি (পুং) মুনিভেদ। বেদদর্শের শিষ্য। ভাগবতে লিখিত আছে যে, বেদদর্শ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া তাহা চারি-

ভাগে বিভাগ করেন এবং ঐ সংহিতা শৌষ্কায়নি প্রভৃতি চারিজন শিষ্যকে অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন। (ভাগবত ১২।৭।২)

শৌল্কিক (পুং) শুল্কে অধিকৃতঃ শুল্ক-ঠঞ্। শুল্কাধ্যক্ষ, শুল্ক আদায়কারিগণের কর্ত্তা।

"শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতং।
অর্ব্বাক্‌সংবৎসরাৎ স্বামী হরেত পরতো নৃপঃ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৭)

শৌল্কিকেয় (পুং) শুল্কিকো দেশভেদস্তত্র ভবঃ ঠক্। বিষভেদ। (অমর)

শৌল্ফ (ক্লী) শাকবিশেষ, চলিত শুল্ফা। (তিথিতত্ত্ব)

শৌল্বায়ন (পুং) শুল্ব-গোত্রাপত্যে ফক্। শুল্বের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ১১।৪।২।১৭)

শৌল্বিক (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, কংসকার, চলিত কাঁসারি, পর্য্যায় তাম্রকুট্টক, কামন্দমী, কাংস্যকার, তাম্রিক, তাম্রকারক।

শৌব (ক্লী) শ্বন্ (শুনঃসঙ্কোচ উপসংখ্যানং। পা ৬।৪।১৪৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অণি সাধু। ১ শুনঃসঙ্কোচ। ২ শুনোবৃন্দ। ৩ শ্বোভব। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (পুং) উদ্গীথভেদ।

শৌবদংষ্ট্র (ত্রি) শ্বদংষ্ট্রা সম্বন্ধীয়। (পা ৭।৩।৮ বার্ত্তিক)

শৌবন (ক্লী) শ্বন্-অণ্। ১ কুকুরের ভাব। ২ কুকুরের অপত্য। শুনঃ সমূহঃ শ্বন্ (খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) ইত্যঞ্। ৩ কুকুরসমূহ। ৪ কুকুরের মাংস। (কাশিকা ৬।৪।১৩৩)

শৌবনি (ত্রি) কুক্কুরসম্বন্ধীয়।

শৌবনেয় (পুং) শুনোঽপত্যং শ্বন্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। কুকুরের অপত্য।

শৌবস্তিক (ত্রি) শ্বো ভবং শ্বস্ (শ্বসস্তুট্ চ। পা ৪।৩।১৫) ইতি ঠঞ্ তুড়াগমশ্চ। ভাবিদিনস্থায়িবস্তু, ভাবিকালের জন্য যাহা রাখা যায়।

"আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈর্নরাণাং
ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাম্।
শৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং
ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ ॥" (ভট্টি ২ স°)

শৌবহান (ক্লী) নগরভেদ। (পা ৭।৩।৮)

শৌবাপদ (ত্রি) শ্বাপদস্যেদমিতি শ্বাপদ-অণ্ (পাদান্তস্যান্যতরস্যাম্। পা ৭।৩।৯) ইতি পক্ষে ঐচ্। শ্বাপদ সম্বন্ধীয়।

"কচ্চিৎ কান্তারভাজাং ভবতি পরিভবঃ কোঽপি শৌবাপদো বা।
প্রত্যূহেন ক্রতূনাং ন খলু মখভুজো ভুঞ্জতে বা হবীংষি ॥"
(অনর্ঘরাঘব ১।৫)

শৌষ্ক[ষ্কু]ল (পুং) শুষ্কলং পণ্যমস্যেতি অণ্। ১ শুষ্কমাংসের পণক, শুষ্কমাংসের মূল্য। (মেদিনী) (ত্রি) শুষ্কলীমত্তীতি শুষ্কলী-অণ্। ২ আমিষাশী, মৎস্যমাংস-ভোজনশীল। অমর টীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শুষ্কলী শুষ্কমাংসে স্যাৎ মাংসমাত্রেঽপি দৃশ্যতে। তামত্তি শৌষ্কলঃ ষঃ, তালব্যাদিমূর্দ্ধণ্যমধ্যঃ। শুষ্কং মাংসং লাতি ইতি শুষ্কলঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণি শৌষ্কলঃ। ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। শাষ্কল ইতি চ পাঠঃ ইতি স্বামী।" (ভরত)

শৌষ্কাস্য (ক্লী) মুখের শুষ্কভাব, শুষ্ক মুখ। (অথর্ব্ব ১১।৯।২১)

শ্চুত, শ্চ্যুত, ১ ক্ষরণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। এই ধাতু ইরিৎ। লট্ শ্চোতত্তি, শ্চ্যোততি। লিট্ চুশ্চোত, চুশ্চ্যোত। লুট্ শ্চোতিতা, শ্চ্যোতিতা। লৃট্ শ্চোতিষ্যতি, শ্চ্যোতিষ্যতি। লুঙ্ অশ্চুতৎ, অশ্চোতীৎ, অশ্চ্যুততাং অশ্চ্যোতিষ্টাং অশ্চুতন্, অশ্চ্যোতিষুঃ। সন্ চুশ্চোতিষতি, চুশ্চ্যোতিষতি। যঙ্ চোশ্চুত্যতে, যঙলুক্ চোশ্চোত্তি। ণিচ্ শ্চোতয়তি। লুঙ্ অচুশ্চ্যুতৎ।

শ্চ্যোত (পুং) শ্চ্যোতনমিতি শ্চ্যুত-ঘঞ্। প্রাঘার। (অমর)

শ্নথ, বধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্নথতি। লিট্ শশ্নাথ। লুট্ শ্নথিতা। লুঙ্ অশ্নথীৎ। সন্ শিশ্নথিষতি। যঙ্ শাশ্নথ্যতে। যঙ্ লুক্ শাশ্নত্তি। ণিচ্ শ্নথয়তি। লুঙ্ অশিশ্নথৎ।

শ্নথন (ত্রি) শ্নথয়তীতি শ্নথ-ল্যু। শ্নথনকারী, বধকারী। "রধ্রচোদো শ্নথনঃ" (ঋক্ ২।২১।৪) 'শ্নথনঃ শত্রূণাং বলাপহারেণ শাতয়িতা' (সায়ণ) (ক্লী) শ্নথ-ল্যুট্। ২ বধ।

শ্নথিতৃ (ত্রি) শ্নথ-তৃচ্। শ্নথনকারী, বধকারী, হিংসক। "অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা" (ঋক্ ১০।৪৯।৩) 'শ্নথিতা হিংসিতা' (সায়ণ)

শ্নপ্তৃ (ক্লী) ওষ্ঠসন্ধি। "বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থঃ"। (শুক্লযজুঃ ৫।২১)

'বিষ্ণোঃ বিষ্ণুনামকস্য হবির্ধানমণ্ডপস্য শ্নপ্ত্রে স্থঃ ওষ্ঠসন্ধিরূপে ভবথঃ।' (মহীধর)

শ্নাভ (ক্লী) সামভেদ।

শ্নুষ্টি (স্ত্রী) ১ আঙ্গিরসভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা°) ২ সময়ের পরিমাণভেদ। (কাঠক ১২।৪)

শ্নৌষ্ট (ক্লী) সামভেদ।

শ্মন (ক্লী) ১ মুখ। ২ শরীর। (নিরুক্ত ৩।৫) ৩ শব, মড়া।

শ্মশা (স্ত্রী) কুল্যা। "শ্মশা রুধদ্বাঃ দীর্ঘং সুতং" (ঋক্ ১০।১০৫।১) 'শ্মশা কুল্যা, যথা কুল্যা ইতস্তত' উদকাস্যবরুণদ্ধি অবরুধ্য চ বারয়তি তথা' (সায়ণ)

শ্মশান (ক্লী) শ্মনাং শবানাং শানং শয়নং যত্র। যদ্বা শবানাং শয়নমিতি (পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টানি। পা ৬।৩।১০৯) ইতি শবশব্দস্য শ্মাদেশঃ শয়নশব্দস্যাপি শানশব্দ আদেশঃ। শবদাহস্থান। পর্য্যায়—পিতৃবন, শতানক, রুদ্রাক্রীড়, দাহসর, অন্তশয্যা, পিতৃকানন। (জটাধর)

পণ্ডিতগণ শ্মশানশব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন যে, শ্ম-শব্দে শব এবং শান-শব্দে শয়ন ; প্রলয়কালে মহাভূতসমূহও যে স্থলে শবস্বরূপে শয়ন করে, তাহাকে শ্মশান বলা যায়।

"শ্ম শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানঃ শয়নমুচ্যতে।
নির্ব্বপন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ ॥
মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শেরতেহত্র শবা ভূত্বা শ্মশানন্ত ততো ভবেৎ ॥"

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে বারাণসীক্ষেত্র মহাশ্মশান ও মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"বারাণসীতি বিখ্যাতা রুদ্রাবাস ইতি দ্বিজাঃ।
মহাশ্মশানমিত্যেবং প্রোক্তমানন্দকাননং।" (কাশীখণ্ড ২০অঃ)

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্মশানে প্রবেশ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। শ্মশান হইতে প্রত্যাগত হইয়া কিংবা অস্নাতাবস্থায় কোনরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্পর্শ করিলে গৃধ্র ও শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাক্রমে সপ্ত ও চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত নরমাংসভোজী হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান এবং তাহার পর পিশাচরূপ ধারণপূর্ব্বক ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট পূতিগন্ধযুক্ত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে হয়। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্মশান যদি এতই পাপস্থান হয় তবে দেবাদিদেব মহাদেব তথায় কেন নিয়ত বাস করেন? ইহা সত্য বটে, কিন্তু উক্ত বরাহপুরাণ হইতেই জানা যায় যে, বালবৃদ্ধবনিতার সহিত ত্রিপুরাসুরকে বধ করায় সাতিশয় পাপগ্রস্ত হইয়া শিবকেও বিষ্ণুর উপদেশে পাপক্ষালনার্থ শ্মশানবাসী হইতে হইয়াছে। যথা—

"তব বিষ্ণো প্রসাদেন ময়া তৎ ত্রিপুরং হতং।
নিহতা দানবাস্তত্র গর্ভিণ্যশ্চ নিপাতিতাঃ ॥
বালবৃদ্ধা হতাস্তত্র বিস্ফুরন্তো দিশো দশ।
তস্য পাপস্য দোষেণ ন শক্নোমি বিচেষ্টিতুম্ ॥
প্রনষ্টযোগমায়শ্চ নষ্টৈশ্বর্য্যশ্চ মাধব।
কিং ময়া বিপ্রকর্ত্তব্যমেনোঽবস্থেন মাধব ॥
বিষ্ণো তত্ত্বেন মে ব্রূহি শোধনং পাপনাশনং।
যেন বৈ কৃতমাত্রেণ শীঘ্রং মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্য যশস্বিনঃ।
তৎপাপশোধনার্থায় ময়াবাসং প্রভাষিতং ॥
শ্মশানং সমলো রুদ্র পূতিকো ব্রণগন্ধিকঃ।
স্বয়ং তিষ্ঠন্তি বৈ তত্র মনুজা বিগতস্পৃহাঃ ॥
তত্র গৃহ্য কপালানি রম তত্রৈব শঙ্কর।
তত্র বর্ষসহস্রাণি দিব্যান্যেব দৃঢ়ব্রতঃ ॥
ততো ভক্ষয় মাংসানি পাপক্ষয়চিকীর্ষুকঃ।
হিংস্যমানানি ভোজ্যানি যে চ ভোজ্যাস্তব প্রিয়াঃ ॥
এবং সর্ব্বৈর্গণৈঃ সার্দ্ধং রম তত্র সুনিশ্চিতঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু স্থিত্বা ত্বং সমলে পুনঃ ॥
এষ্যসি স্বাশ্রমং পুণ্যং গৌতমস্য মহামুনেঃ।
তত্র জ্ঞাস্যসি চাত্মনং আশ্রমে বিধিসংস্থিতে ॥
প্রসাদাৎ গৌতমস্যাথ ভবিতা গতকিল্বিষঃ ॥" (বরাহপুং)

দেবাদিদেব মহাদেব বালবৃদ্ধগর্ভিণী প্রভৃতির সহিত ত্রিপুরপুরী বিধ্বংস করণানন্তর পাপভরে সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পাপক্ষালন মানসে শ্রীবিষ্ণুর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হে রুদ্র! তুমি দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সমল অর্থাৎ মনুষ্যের অনীপ্সিত নানাবিধ পূতিগন্ধযুক্ত শ্মশানে নৃকপাল ধারণপূর্ব্বক স্বগণের সহিত বাস করিয়া পরে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে আসিবে, তদনন্তর তাঁহার প্রসাদে তুমি এই দারুণ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

শ্মশান প্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত যথা,—শ্মশানে প্রবেশ করিলে কৃতসংস্কার ও বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার মাত্র পানীয় পান করিয়া কুশাস্তরণে ঊর্দ্ধশয়নে অবস্থান করিতে হইবে এবং তৎকালে প্রত্যহ প্রাতে পঞ্চগব্য পানেরও ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে।

তন্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্মশান শক্তিমন্ত্রসিদ্ধির একটী প্রধান স্থান, এই স্থানে শবাসন হইয়া শক্তিমন্ত্রের সাধনা করিলে অচিরাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ সকল তন্ত্রোক্ত মারণ বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যে শ্মশানমৃত্তিকা ও সিন্দুরাদি প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঔষধ প্রস্তুত করণার্থ শ্মশান ভূমিতে উৎপন্ন কোন দ্রব্যজাত গ্রহণ করিবে না।

শ্মশানকালিকা (স্ত্রী) শ্মশানস্থ কালিকা। কালিকা বিশেষ, শ্মশানকালী। তন্ত্রশাস্ত্রে কালিকা দেবীর ভদ্রকালী, গুহ্যকালী ও শশ্মানকালী প্রভৃতি নাম ভেদ আছে। সাধক এই সকল কালিকা দেবীর উপাসনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রসারে ইঁহার মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শ্মশান কালীর একাদশাক্ষর মন্ত্র—

"বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরম্।
কালিকে সংপুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ।
একাদশার্ণা দেবেশি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥" (তন্ত্রসার)

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ শ্মশানকালীর এই একাদশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রে উক্ত দেবীর পূজা করিলে দেবী সাধককে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন।

এই দেবীর পূজাকালে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। এই যন্ত্র যথা—প্রথমে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে

বৃত্ত, ভূপুর ও চতুর্দ্দ্বার অঙ্কিত করিবে। পদ্মমধ্যে দেবীর মূলমন্ত্র লিখিয়া অষ্টদল পদ্মের পত্রে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ, ও লক্ষ এই অষ্টবর্গ লিখিতে হইবে। ভূপুরের চতুষ্কোণে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই চারিটী বীজমন্ত্র লিখিতে হইবে। এইরূপে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে শ্মশানকালীর পূজা করিবে।

"পদ্মমষ্টদলং বৃত্তং তদ্বাহ্যে ধরণীতলং।
চতুর্দ্দ্বারসমাযুক্তং মধ্যে মূলং সমালিখেৎ॥
দলেষ্বষ্টস্ব বিলিখেৎ কবর্গাদ্যষ্টবর্গকম্।
ধরণ্যাং বিলিখেদাদ্যং চতুষ্কঞ্চ চতুষ্ককে।
পূর্ব্বাদি উত্তরান্তঞ্চ মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

এই দেবীর পূজাক্রম—প্রথমে সামান্য পূজাপ্রণালী অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস যথা—শিরসি ভৃগু ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্মশানকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে বাগ্বীজায় নমঃ, পাদয়ো র্মায়াশক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামবীজকীলকায় নমঃ। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
রক্তবর্ণাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবীম্॥
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্।
সদ্যঃ কৃত্তশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্॥
স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্ব্বণতৎপরাম্।
নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ॥"

এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া শ্মশানে দেবীর পূজা করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহে বসিয়া মৎস্য, মাংস ও মদ্য পান করিয়া রাত্রিকালে নগ্ন হইয়া মহাপূজা করিবে।

"এবং ধ্যাত্বা জপেদ্দেবীং শ্মশানে তু বিশেষতঃ।
গৃহে বাপি গৃহস্থোঽপি মদ্যমাংসৈঃ সুভোজনৈঃ।
নগ্নো ভূত্বা মহাপূজাং কুর্য্যাদ্রাত্রৌ বিশেষতঃ॥" (তন্ত্রসার)

পূজাপ্রণালী—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে দেবীর অর্চ্চনা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় ধ্যান করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে আবাহনাদি পূজাকার্য্য করিবে। তৎপরে পুনরায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে দেবীর পূজাকার্য্য করিবে। তাহার পর অষ্টপত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তি ও অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরবের পূজা করিতে হয়। এই দেবীর মন্ত্রপুরশ্চরণ করিতে হইলে একাদশলক্ষ জপ করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

শ্মশাননিলয় (পুং) শ্মশানে নিলয়ো যস্য। শ্মশানবাসী শিব।

শ্মশানপতি (পুং) ১ শিব। ২ ঐন্দ্রজালিকভেদ। (তারনাথ)

শ্মশানপাল (পুং) শ্মশানরক্ষক, চণ্ডাল, চলিত মুদ্দফরাশ।

শ্মশানভৈরবী (স্ত্রী) শ্মশানস্থিতা দেবীসমূহ, শ্মশানকালী প্রভৃতি। ২ দুর্গা।

শ্মশানবাসিন্ (পুং) শ্মশানে বসতীতি বস-ণিনি। শিব, মহাদেব।
"শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।" (বটুকভৈ° স্তোত্র)
(ত্রি) ২ শ্মশানে বাসকারী, চণ্ডাল, চলিত মুদ্দফরাশ। শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে যে শবদাহের পর শবস্পৃষ্ট যে সকল বস্ত্রাদি থাকে, তাহা শ্মশানবাসী চাণ্ডালদিগকে দিতে হয়।

শ্মশানবাসিনী (স্ত্রী) শ্মশানে বসতি বস-ণিনি-ঙীপ্। কালী।
"শ্মশানবাসিনী সৌম্যা শিবানী শিববল্লভা।" (কালীস্তোত্র)

শ্মশানবেতাল (পুং) ১ ভূতযোনিবিশেষ। ২ কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ক্রীড়াকারীভেদ।

শ্মশানবেশ্মন্ (পুং) শ্মশানং বেশ্ম যস্য। মহাদেব। (হেম)

শ্মশানালয়বাসিন্ (পুং) শ্মশানালয়ে শ্মশানগৃহে বসতীতি বস-ণিনি। ১ শিব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শ্মশানালয়বাসিনী—কালী।

শ্মশ্রু (ক্লী) শ্ম-মুখং শ্রয়তি আশ্রয়তীতি শ্ম-শ্রি (শ্মনি শ্রয়তে ডুন্। উণ্ ৫।২৮) ইতি ডুন্। পুংমুখে বর্দ্ধিত লোম, মুখরোম, চলিত দাড়ি। (অমর) অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই রূপ করিয়াছেন,—"পুংমুখে পুরুষাস্যে তেষাং বৃদ্ধৌ সত্যাং তল্লোম শ্মশ্রু উচ্যতে। শ্মন্নিতি মুখনামেতি স্মৃতিঃ, শ্মনি মুখে শ্রয়তে উপলভ্যতে শ্ম-শ্রু-নাম্নীতি ডুঃ, শ্মশ্রু ক্লীবমুদন্তং।" ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—

"সম্পূর্ণভোগিনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভং মৃদু।
সংহতং চাস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ।
রক্তাল্পপরুষশ্মশ্রুকর্ণাঃ স্যুঃ পাপমৃত্যবঃ॥" (গরুড়পু° ৬৬অ°)

স্নিগ্ধ ও মৃদু কিংবা সংহত ও অস্ফুটিতাগ্র শ্মশ্রু হইলে শুভ হয়। শ্মশ্রু রক্তবর্ণ হইলে চোর, অল্প রক্তবর্ণ ও পুরুষের কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে কেশ ও শ্মশ্রুধারণ কারণে শ্রেষ্ঠ সন্ততিলাভ হয়।

"কেশশ্মশ্রুধারয়তামগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু°)

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে যে ক্ষৌরকর্ম্মস্থলে প্রথমে কেশ, তৎপরে শ্মশ্রু, শেষে নখচ্ছেদন করিতে হয়।

"শ্মশ্রুকর্ম্ম কারয়িত্বা নখচ্ছেদমনন্তরম্। গোভিল :—
কেশশ্মশ্রুলোমনখানি বাপয়ীত শিখাবর্জ্জং।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শ্মশ্রুকর (পুং) ক্ষৌরকার, নাপিত।

শ্মশ্রুকর্ম্মন্ (ক্লী) শ্মশ্রুচ্ছেদনকর্ম্ম, দাড়িফেলা, পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখী হইয়া শ্মশ্রুচ্ছেদন কর্ম্ম করিতে হয়।
"প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি শ্মশ্রুকর্ম্ম চ কারয়েৎ।" (মার্ক°পু° ৩৪।৭৫)

শ্মশ্রুজাত (ত্রি) জাতং শ্মশ্রু যস্য, আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ পূর্ব্ব-নিপাতঃ (পা ২।২।৩৭) জাতশ্মশ্রু, যাহার শ্মশ্রু জন্মিয়াছে।

শ্মশ্রুণ (ত্রি) শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত।

শ্মশ্রুধর (ত্রি) শ্মশ্রুধারী, যিনি শ্মশ্রুধারণ করেন।

শ্মশ্রুধারিন্ (ত্রি) শ্মশ্রু ধরতীতি ধৃ-ণিনি। শ্মশ্রুধারণকারী, যিনি শ্মশ্রুধারণ করেন।

শ্মশ্রুমুখী (স্ত্রী) শ্মশ্রু মুখে যস্যাঃ ঙীষ্। শ্মশ্রুযুক্তা নারী। পর্য্যায়—পালি, পালী, পোটা। (জটাধর)

শ্মশ্রুল (ত্রি) শ্মশ্রু-সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত, যাহার গোঁপদাড়ী আছে।

শ্মশ্রুবর্দ্ধক (ত্রি) শ্মশ্রুচ্ছেদক, ক্ষৌরকার, নাপিত, ক্ষৌরকার্য্য করিলে শ্মশ্রু বর্দ্ধিত হয়।

শ্মশ্রুশেখর (পুং) নারিকেলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্মাশানিক (ত্রি) শ্মশানে হধীতে (অধ্যায়িন্যদেশকালাৎ। পা ৪।৪।৭১) ইতি ঠক্। শ্মশানে অধ্যেতা, শ্মশানে যিনি অধ্যয়ন করেন।

শ্মীল, নিমেষণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্মীলতি। লোট্ শ্মীলতু। লুঙ্ অশ্মীলীৎ।

শ্মীলন (ক্লী) শ্মীল-ল্যুট্। চক্ষুর্মুদ্রিতকরণ, চোকবোজা।

শ্যাকুল (দেশজ) শৃগালকোলিশব্দের অপভ্রংশ, শৃগালকোলি, শ্যাকুলগাছ। কণ্টকময় লতাবিশেষ। (Zizyphus scandens)

শ্যান (ত্রি) শ্যৈ-ক্ত, তস্য নঃ, ঐকারস্য আকারঃ। গত, যাহারা গমন করিয়াছেন।

শ্যাপর্ণ (পুং) শ্যপর্ণ-অপত্যার্থে অঞ্। (পা ৪।১।১০৪) শ্যপর্ণের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ৬।২।৪।৩৩)

শ্যাপর্ণীয় (ত্রি) শ্যাপর্ণসম্বন্ধীয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭)

শ্যাপর্ণেয় (পুং) শ্যাপর্ণের গোত্রাপত্য। (পা ৬।২।৩৭)

শ্যাপীয় (পুং) বৈদিক শাখাভেদ।

শ্যাম (ত্রি) শ্যায়তে মনো যস্মাৎ শ্যৈ-মক্। ১ কৃষ্ণগুণবিশিষ্ট।

"যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি॥" (মনু ৭।২৫)

২ হরিদ্‌গুণবিশিষ্ট। (অমর) (পুং) ৩ প্রয়াগের বট; প্রয়াগতীর্থে যে অক্ষয়বট আছে তাহাকে শ্যাম কহে।

"ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ সোহয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি॥"
(রঘু ১৩।৫৩)

৩ মেঘ। ৪ বৃদ্ধদারক। ৫ কোকিল। ৬ কৃষ্ণবর্ণ। ৭ হরিদ্বর্ণ। ৮ ধুস্তূর। ৯ পীলুবৃক্ষ। ১০ শ্যামাক। ১১ দমনকবৃক্ষ। ১২ গন্ধতৃণ। (ক্লী) ১৩ মরিচ। ১৪ সিন্ধুজ লবণ।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে কেশব, সীরি, চীর, চক্রাঙ্ক, রাহু, বিন্ধ্য, অঞ্জন, অদ্রি, বৃক্ষ, অহি, বন, ভৈরব, রাক্ষস, শিবকণ্ঠ, ঘন, দ্বৈপায়ন, রাম, ধনঞ্জয়, শনি, দ্রুপদজা, কালী, কলি, কোল, যম, অসুর, কেশ, কজ্জল, কস্তূরী, রাজ-পট্ট, বিদুরজ্ঞ, বিষ, কোষ, কুহূ, শস্ত্র, অগুরু, পাপ, তমোনিশা, মসী, পঙ্ক, মদ, অম্ভোধি, যমুনা, ধূম, কোকিল, গোলাঙ্গুলাস্য, গুঞ্জাস্য, কণ্ঠ, খঞ্জন, কেকী, শবল, তাল, তাপিঞ্জ, তিল, ইন্দী-বর, বল্লি, কটাক্ষ, অলি, কনীনিকা, নীলী, জম্বুফল, মুস্তা, কাককুক্ষ্যা, কুকীর্ত্তি, ছায়া, গন্ধ, অঙ্গার ও খলান্তঃকরণ প্রভৃতি শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ। (কবিকল্পলতা ২।৪ কুসুম)

শ্যাম আচার্য্য, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি পদ্মা-চার্য্যের শিষ্য ও গোপালাচার্য্যের গুরু ছিলেন।

শ্যামক (ক্লী) শ্যাম সংজ্ঞায়াং কন্। ১ রোহিষতৃণ। গন্ধতৃণ বা রামকর্পূর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ। (পুং) শ্যামং তদ্বর্ণং অকতীতি শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অকারলোপে সাধুঃ। শ্যামক, স্বনামখ্যাত তৃণধান্য, শ্যামাধান। (হেম) ৩ শূরের পুত্রভেদ, ইনি বসুদেবের ভ্রাতা। (ভাগবত ৯।২৪।২৯)

শ্যামকণ্ঠ (পুং) শ্যামঃ কণ্ঠো যস্য। ১ ময়ূর। (হলায়ুধ) ২ শিব। ৩ নীলকণ্ঠ। ৪ পক্ষিবিশেষ। চলিত নীলকণ্ঠপাখী।

শ্যামকন্দা (স্ত্রী) শ্যামঃ কন্দো যস্যাঃ। অতিবিষা। (রাজনি°)

শ্যামকান্তা (স্ত্রী) শ্যামঃ কান্তো যস্যাঃ। গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°)

শ্যামকুণ্ড, শ্রীবৃন্দাবনধামের অদূরস্থ একটী পুণ্যতোয় তীর্থ। রাধাকুণ্ড নামক জলাশয়টী ইহার সংলগ্ন। উভয় পুষ্করিণীর জল পরস্পরে সংযোজিত থাকিলেও একবর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। গোবর্দ্ধন শৈল অতিক্রম করিয়া যাত্রীরা এই কুণ্ড সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন।

শ্যামগ্রন্থি (স্ত্রী) শ্যামো গ্রন্থির্যস্যাঃ। গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°)

শ্যামচটক (পুং) শৈশির পক্ষী, কৃষ্ণচটক, চলিত শ্যামাপাখী।

শ্যামচূড়া (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। চলিত কৃষ্ণচটকী, শ্যামাপাখী।

শ্যামতা (ক্লী) শ্যামস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্যামত্ব, কৃষ্ণতা, কালিমা, শ্যামের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্যামদাস, পরিভাষাসংগ্রহ নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা।

শ্যামদাস, অদ্বৈতমঙ্গলরচয়িতা একজন বৈষ্ণব কবি। তিনি বাল্যকালে কাশীধামে গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। বিশ্বে-শ্বরের অনুগ্রহে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া কবিচূড়ামণি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশাননাগর রচিত অদ্বৈতপ্রকাশে তাঁহার বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"এই শ্যামদাস পূর্ব্বে কাশীধামে গেলা।
বিদ্যার্থী হইয়া শিবের আরাধনা কৈলা॥

বহুদিন তপস্যাতে শিব তুষ্ট হঞা।
রাত্রিশেষে শ্যামদাসে কহিলা হাসিয়া ॥
দ্বিজ তোর তপে বৃক্ষ হইল ফলবান্।
তব জিহ্বায় সরস্বতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
আমা বিনা সুধীগণে হয়া সত্যজয়ী।
ভূভারতে নাম তোর হৈবে দিগ্বিজয়ী।"

শিবের বরে শ্যামদাস সর্ব্বদেশে পণ্ডিতগণকে বিচারযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীপাট শান্তিপুরে আগমন করেন। এখানে বেদপঞ্চাননোপাধিক শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সহিত তাঁহার গঙ্গা ও তুলসীমহিমা এবং ব্রহ্মবাদ লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হয়। তর্কে পরাস্ত হইয়া শ্যামদাস ভাবিতেছেন, বুঝি শিবের বর বৃথা হইল, এই ব্রাহ্মণ আমাকে পরাস্ত করিল। তখন আকাশবাণী হইল, হে দ্বিজ! ক্ষান্ত হও, আর বিচারে আবশ্যক নাই। এই কমলাচার্য্য স্বয়ং হরিহর। শ্যামদাস এই প্রত্যাদেশে ভক্তিযুক্ত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে প্রভুর পদাশ্রয় ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইলেন। অদ্বৈতপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনপ্রণালী ও শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি দেশে গমন করেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দিয়াছিলেন।

শ্যামদেশ, এসিয়ার দক্ষিণস্থ পূর্ব্ব উপদ্বীপের অন্তর্গত একটী স্বাধীন রাজ্য। ভারতাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এখানে এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।
[শ্যামরাজ্য দেখ।]

শ্যামনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। মূলাজোড় নামে প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে ১৮॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। উক্ত ষ্টেশনের পূর্ব্বাংশে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও তাহার বিস্তৃত পরিখা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পরিখার পরিধি প্রায় ৪ মাইল হইবে। প্রবাদ, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান রাজবংশের কোন রাজা মরাঠা দস্যু বা বর্গীদিগের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে আশ্রয় দিবার জন্য ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় রাজ্যাধিকার সুদৃঢ় রাখিবার জন্য ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থান এখন কলিকাতার ঠাকুরপরিবারের সম্পত্তিভুক্ত। উহার উপর চাসবাস চলিতেছে। মূলাজোড়ের কালীবাড়ী একটী বিখ্যাত স্থান।

শ্যামপণ্ডিত, ধর্ম্মমঙ্গলরচয়িতা জনৈক কবি।

শ্যামপত্র (পুং) শ্যামানি পত্রাণি যস্য। তমালবৃক্ষ। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্যামপত্রা, জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। (বৈদ্যকনি°)

শ্যামপর্ণ (পুং) শিরীষবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্যামফেন (ত্রি) ১ কৃষ্ণবর্ণ ফেনবিশিষ্ট। (পুং) ২ কৃষ্ণবর্ণ ফেন।

শ্যামভট্ট, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য। ইনি মাধবভট্টের শিষ্য ও গোপাল ভট্টের গুরু ছিলেন।

শ্যামভূষণ (ক্লী) ১ মরিচ। ২ কৃষ্ণবর্ণ ভূষণ।

শ্যামমৃগ (পুং) কৃষ্ণবর্ণ হরিণ।

শ্যামরাজ্য, ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশস্থিত পূর্ব্ব উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত একটী বিস্তীর্ণ জনপদ। প্রাচীন শ্যামবাসীর ভাষায় এই দেশ ও তদ্দেশবাসী জনগণ 'শয়ম্' নামে কথিত। মলয়বাসীর ভাষায় এই রাজ্য ও রাজ্যবাসিগণ শিয়াম্ নামে অভিহিত। য়ুরোপীয়গণ ইহাকে শায়াম্ (Siam) নামে বর্ত্তমান ভূগোল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে শ্যামবাসিগণ আপনাদিগকে থৈ জাতি বলিয়া থাকে। শ্যাম দেশের ভাষায় থৈ শব্দের অর্থ স্বাধীন।

শ্যামরাজ্য অক্ষা° ৪° হইতে ২২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৮° হইতে ১০৬° ৩৫´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরাংশে স্বাধীন শানরাজ্য, পূর্ব্বে কোচিন চীন ও আনাম প্রদেশ, দক্ষিণে কাম্বোডিয়া (কম্বোজ), শ্যাম উপসাগর ও মলয় প্রায়োদ্বীপ এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্য। উত্তরপশ্চিমে শালবিন্ নদী ও পশ্চিমে তুন্‌গীন্ নদী ইহাকে ইংরাজাধিকার হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ও প্রস্থে ১৫০ হইতে ৩৯০ ভৌগোলিক মাইল বিস্তৃত।

শ্যামরাজ্য উপরি উক্ত রূপে সীমাবদ্ধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই রাজ্যের মুখ্যাংশ অক্ষা° ১৪° হইতে ১৭° উঃ মধ্যে স্থাপিত এবং উহার ভূপরিমাণ ৩৬০০০ ভৌগোলিক বর্গমাইল। অক্ষা° ১৮° উত্তরের অংশ শ্যামাধিকৃত ও স্বাধীন শানরাজ্য। ইহার বঙ্গোপসাগরকূল ২০০ মাইল এবং শ্যামোপসাগরকূল প্রায় ১ হাজার মাইল বিস্তৃত হইলেও এখানে সেরূপ জলপথের বাণিজ্যের প্রসার নাই। উপকূলে জলের গভীরতাও নিতান্ত মন্দ নহে। তটদেশ প্রায় ৪৫।৫০ গজ গভীর এবং মধ্যস্থলের জলের গভীরতা উহার ৫গুণ বেশী। তদ্ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিমের উপকূলদেশ সমুদ্রগর্ভে অধিকদূর বিস্তৃত হওয়ায় এখানে ঝটিকাদিরও বিশেষ উপদ্রব নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, ঐ সকল দ্বীপের অধিকাংশই জঙ্গলাবৃত ও জনহীন। কএকটী দ্বীপে সামান্য সংখ্যক লোকের বাস আছে বটে, কিন্তু তাহারাও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শ্যামরাজ্যে তিনটী মাত্র পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহাদের অধিকাংশ শাখাই উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রসারিত। উহার সর্ব্ব পশ্চিমশ্রেণী মলয়পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য শাখা বলিয়া পরিগণিত।

উহার সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রায় ৫০০ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বত শ্রেণীর ১৪° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত উত্তরে লৌহ, টিন্, স্বর্ণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। মধ্যভাগে ও সর্ব্ব পূর্ব্বে উত্তরদক্ষিণাভিমুখী যে দুইটী গিরিশ্রেণী বিস্তৃত আছে, তাহাদের আদৌ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কারণ এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ ভ্রমণকারীই সে বন্য প্রদেশ পর্য্যটন করিতে অগ্রসর হন নাই বা তাহার সুবিধা পান নাই। ১৪° অক্ষাংশের উত্তর কাও ডোনরেক্ নামে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটী সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। উহা মেনাম নদীর পূর্ব্বে ও মেকং নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশ মেকং নদীর মেমুন শাখার অববাহিকা প্রদেশে। এই স্থান হইতে তোক্রোন্, সে-কোপ্তান্, সে-সামলাম, সে-ডোম ও সেন্ট ক্রেনিয়াম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভাগে সঙ্-হে, সেণ্টসেন ও ইঙ্গ-বরঙ্গ প্রভৃতি নদীর অববাহিকা। এই গুলি একযোগে কম্বোজ রাজ্যের প্নোম্পেন্ নামক স্থানে মেকং নদীতে সঙ্গত হইয়াছে।

এখানকার নদীনালার মধ্যে মেনাক, মেকং, মেকলোঙ্গ, পিতৃয়ু ও শান্তিবন প্রধান। ঐ সকলের মধ্যে মেনাম শ্যাম রাজ্যের প্রধান জলপ্রবাহ। প্রবাদ, চীন রাজ্যের যুগবল প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই নদী ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া শ্যাম উপসাগরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। পাক্নাম-পো নামক স্থানে মে-পিং নদী মে-নামের সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ইহার উত্তরে মেনাম নদীর গর্ভে ফিংসা-লোক, ক্লোঙ্গ্-কয়ঙ্গ প্রভৃতি নদী নিপতিত হইয়া ইহাকে পুষ্ট-কলেবরা করিয়াছে। মে-পিং নদীর প্রধান শাখা মে-বঙ্গ। শ্যাম রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অযুথিয়ার (অযোধ্যা) নিকট সৌহি নামক শাখা মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের সন্নিকটে অর্থাৎ সমুদ্রকূল হইতে ২৭ মাইল উত্তরে ও বর্ত্তমান বাঙ্কক রাজধানীর মধ্যস্থলে অন্যান্য শাখাপ্রশাখা এই নদীতে নিপতিত হইয়া রাজধানীর নদীপ্রবাহকে বিস্তৃত ও বহু জলপূর্ণ করিয়াছে। এই কারণে বড় বড় পণ্যবাহী অর্ণব পোতগুলিও পেকনাম নামক স্থানে নদীমোহানায় প্রবেশ করিয়া অনায়াসে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। বাঙ্কক রাজধানীতে একটী সুবিস্তৃত বন্দর আছে এবং ঐ স্থানে নদীর বিস্তার প্রায় অর্দ্ধ মাইল। মেক্লঙ ও তাহার শাখা মেনাংখাবু, পিতৃয়ু, মেকলঙ্গ ও তচীন নদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও মেনাম নদীর সন্নিকটে শ্যামোপসাগরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ঐ কয়টী নদী পরস্পরে খালদ্বারা সংযুক্ত।

উপরিবর্ণিত নদীগুলি দ্বারা উহার অববাহিকা ভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান জলসিক্ত হয় এবং তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, শ্রাবণ মাসের বন্যার জলে নদীগর্ভ স্ফীত হইয়া জলরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে। ঐ জল সাধারণতঃ নদীর জলরেখা হইতে ৪০ ইঞ্চি উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। কখন কখন বর্ষার সময় ৮০ ইঞ্চ পর্য্যন্তও উঠিতে দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, বন্যার জল এতাদৃশ উচ্চ হইয়া প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রকূল হইতে ১১ লিগ পর্য্যন্ত স্থানে উহার জল প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উত্তরে প্রায় লম্বে ৬০ লিগ্ ও প্রস্থে ৩৫ লিগ বিস্তৃত স্থানে ঐ জল ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে যে বন্যার জল ঐ দেশ-ভাগকে প্লাবিত করে, তাহাতে ভূমির উপরে এক প্রকার পলি সঞ্চিত হয়। উহা ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু জল সাধারণতঃ শ্যামোপসাগরের ন্যায় লবণাক্ত। ভূতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মেনাম নদীর উপত্যকা ভূমি অল্পদিন হইল সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্কক্ রাজধানীর ভূগর্ভ খনন করিলে সমুদ্রজ শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শান্তিবন বা চাণ্টাবুন নামক নদী ক্ষুদ্র কলেবরা হইলেও ১২ লিগ বিস্তৃত ভূমিকে জলদানে শস্যশালিনী করিতেছে। ইহা শ্যামোপসাগরের পূর্ব্বোপকূলে ১০২° পূর্ব্ব দ্রাঘিমার নিকটে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ইহারই পূর্ব্বাংশে মেকং নামক সুবৃহৎ নদী। ইহা এসিয়ার একটী প্রধান নদী মধ্যে গণ্য। চীন সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা ধীর মন্থর গতিতে দক্ষিণাভিমুখে স্বাধীন শান রাজ্যের মধ্য দিয়া শ্যামাধিকৃত শান রাজ্যে আসিয়াছে। পরে তথা হইতে ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বাভি-মুখে নানা উপত্যকা ও অধিত্যকা ভেদ করিয়া ১৩° ৩০´ উত্তর অক্ষাংশে ও ১০৬° পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় শ্যামরাজ্য সীমা অতিক্রম করিয়া কম্বোজ রাজ্যে উপনীত হইয়াছে। এই স্থান হইতেই নদীগর্ভ বিস্তৃত ও প্রবাহ প্রখর দৃষ্ট হয়। এই জন্য ইহাকে কম্বোজ রাজ্যের মহানদী বলে। এই নদীর সমগ্র খাত প্রায় ৫০০ লিগ্ হইবে। শ্যাম রাজের যে অংশে মেকং নদী প্রবাহিত, সেই স্থানে লাও (Laos) ও কম্বোজ জাতির (Kambojans) বাস আছে।

উপরিবর্ণিত নদীনিচয় ও তাহার শাখাপ্রণালী ব্যতীত, দক্ষিণপূর্ব্বাংশে ও কম্বোজের উত্তরপশ্চিম কোণে তোন্লে-সাপ নামে একটী সুবৃহৎ হ্রদ আছে, উহা ১২° হইতে ১৩° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে একটী শাখা নদী প্নোম্পেঙ্গ নগর পর্য্যন্ত আসিয়া মেকং নদীতে মিলিত হইয়াছে। সঙ্-হে, কোম্পং প্রাক্, পুরষৎ, সেণ্টষ্টাগ্, সেণ্টসেন ও ইঙ্গবরং নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীনিচয় পার্ব্বত্যভূমির জলরাশি বহন করিয়া

এই হ্রদগর্ভে মিশিয়াছে। এই হ্রদের পরিধি প্রায় ২০ লিগ্ এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়।

শ্যাম রাজ্যের সম অক্ষাংশবর্ত্তী এসিয়ার অন্যান্য দেশেও যেরূপ ঋতু প্রবল, এখানেও তদনুরূপ ঋতুবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণশ্যামরাজ্যে বর্ষা ও গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবই অধিক। জ্যৈষ্ঠমাস হইতে আশ্বিন মাসের মাঝা মাঝি এখানে প্রবল বর্ষাই হইয়া থাকে, অন্য সময়ে দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। এখানে দক্ষিণপশ্চিম এবং গ্রীষ্মের সময় উত্তরপূর্ব্ব মসুম বায়ু বহে। ব্যাঙ্কক রাজধানীতে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে জলবায়ুর তাপ ৫০° হইতে ৫৩° ফারণহিট্ হয় এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে এখানকার আবহাওয়া এরূপ উষ্ণভাব ধারণ করে যে বায়ুমান যন্ত্রের তাপরেখা ৮৬° হইতে ৯৫° পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। উত্তরে পলিময় বিস্তৃত প্রান্তরের জলবায়ু সমুদ্রকূলের ন্যায় শৈত্য ভাবাপন্ন, যেন বাসন্তী সমীরণ মৃদু মন্দ হিল্লোলে সেই স্থানে অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। গভীর জঙ্গলাবৃত উপত্যকাদির আবহাওয়া বড়ই কদর্য্য। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব; ঐ জ্বর প্রাণনাশক।

এখানে খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ, টিন্, স্বর্ণ, দস্তা ও রসাঞ্জন পাওয়া যায়। স্থানবাসীরা ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদের আবশ্যকীয় গৃহোপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন পদ্মরাগ (চুনি) ও নীলা নামক মণি এই রাজ্যের প্রধান আদরের বস্তু। শান্তিবন (চাণ্টাবুন বা চাণ্টাবুড়ি) পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে ঐ সকল মূল্যবান্ প্রস্তর অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। পশ্চিম দেশভাগে চূণা পাথরের বিস্তৃত গিরিশ্রেণী বিদ্যমান। সমুদ্রতীরে ও মেকলঙ্ নদীতীরে সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া রন্ধনোপযোগী লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার চাসের মধ্যে এখানকার ইক্ষুর চাসই বলবান্। এসিয়ার অন্য কোন রাজ্যে ইহাপেক্ষা অধিক ইক্ষুর চাস নাই। এখান হইতে ইক্ষুর চিনি য়ুরোপের নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতে প্রচুর তুলার চাস হয়; কিন্তু যে সকল স্থান বন্যার জলে ডুবিয়া যায়, সেখানে তুলা আদৌ উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন তুলায় দেশীয় কার্পাস বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তাহার কতকাংশ চীনরাজ্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। চান্দাবাড়ি প্রদেশে কাল মরিচের চাস আছে, উহা দেশীয় ভাষায় প্রিক্থৈ নামে খ্যাত। তামাকের চাসও আছে। সকলেই ঐ তামাক ব্যবহার করে। বনভাগে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নানারূপ কাষ্ঠ ও নানা প্রকার বনজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্যে শাল, শ্বেত ও রক্ত চন্দন, বকম কাষ্ঠ, দারুচিনি, গঁদ, গাম্বোজ প্রভৃতি প্রধান।

চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে হস্তী, বৃষ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্য প্রাণী নিবিড় জঙ্গল দেশে বিচরণ করিতে দেখা যায়। চাণ্টাবুড়ীর লোকেরা সুকৌশলে হাতী ধরিয়া বিক্রয় করে। লাও ও কম্বোজ প্রদেশভাগেও বিস্তর হস্তী পাওয়া যায়। এখানকার অশ্বগুলি ক্ষুদ্রকায়, টাটু ঘোড়া (Pony) বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাদের উচ্চতা অশ্বমানের ১৩ হাতের অধিক হয় না। এখানে ময়ূর, ঈগল প্রভৃতি বৃহৎকায় পক্ষী এবং সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্রকায় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলিপাইন ও মলয়প্রায়োদ্বীপে এবং যবদ্বীপেও ঐ সকল পক্ষী বিদ্যমান আছে।

শ্যামবাসীরা আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা ব্রহ্ম বা কম্বোজবাসীর অনুরূপ। প্রকৃত পক্ষে এরূপ মিশ্রিত গঠনবিশিষ্ট জাতি বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশ হইতে চীনসাম্রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। চীনবাসী অপেক্ষা ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং মলয়বাসী অপেক্ষা কিছু বড়। শ্যামরাজ্যে প্রধানতঃ চারিটী মূল জাতি ও তিনটী বন্য জাতির বাস আছে। ঐ জাতিগুলি নিম্নোক্ত নামে বিভক্ত যথা—আদি শ্যাম বা ছোট-থৈ, লাও বা বড় থৈ, কম্বোজীয় ও মালয় এই চারিটী প্রধান ও সভ্য জাতি এবং করেঙ্গ, চোঙ্গ ও লাবাগণ বন্য বর্ব্বর জাতি বলিয়া গণ্য। ইহাদের মধ্যে ভাষাগত অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়; আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়মেরও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য আছে।

মূল শ্যাম জাতিই এখানকার রাজ্যেশ্বর। শ্যামরাজ্যের রাজা এই জাতি হইতে নির্ব্বাচিত। ইঁহারা প্রায় অক্ষা° ৭° হইতে ২০° উত্তর এবং বঙ্গোপসাগরকূল হইতে ১০২° পূর্ব্ব দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থানে ছড়াইয়া আছেন। মেনাম্ নদী প্রবাহিত উর্ব্বর ভূখণ্ডে ইহারাই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। এই শ্যাম জাতির উত্তরে ও পূর্ব্বে মেকংনদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে লাও জাতির বাস। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড খণ্ড খণ্ড সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত। তত্তদ্প্রদেশের সামন্তগণ শ্যামরাজকে কর দিয়া থাকেন। শ্যামোপসাগরের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী শ্যামরাজ্যে কম্বোজগণের বাস আছে।

শান্তিবন বা চাণ্টাবন প্রদেশের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে ও শ্যামোপসাগরের পূর্ব্বকূলে চোঙ্গ নামক বন্য জাতির বাস আছে। ইহাদের উত্তরে কোরঙ্গগণ এবং মেনাম ও মর্ত্তবান নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অধিত্যকায় লাবাগণ বাস করে। ইহাদের প্রকৃতি বন্য ও ভীষণ। ভারতের সমতলক্ষেত্রবাসী সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত কোল, ভীল শবর প্রভৃতি অসভ্যদিগের যেরূপ সম্বন্ধ; শ্যাম, লাও বা কম্বোজ জাতির সহিত উপরি উক্ত জাতিত্রয়ের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। ঐ সকল বন্য জাতির একটী স্বতন্ত্র ভাষা আছে। মোটামুটি কএক প্রকার শিল্পবিদ্যায় ইহারা বেশ পটু, কিন্তু

ইহারা শ্যামরাজকে কর দিলেও সেরূপ রাজভক্ত নহে। ইহাদের ধর্ম্মমত কতকটা অনার্য্যসংস্কারানুরূপ।

শ্যামরাজ্যের আদিম অধিবাসী ব্যতীত এখানে বিভিন্ন দেশ-বাসী অন্যান্য জাতিও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবাসী হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে উপকূলদেশবাসী বাণিজ্যকুশল চীন জাতিই প্রধান, ঐ স্থানে কোচিন বা আনামরাজ্যবাসী ও পেগুবাসী ব্রহ্মজাতিরও বহু বাস দৃষ্ট হয়। মলয়বাসীর সংখ্যাও যথেষ্ট। কম্বোজদিগের সংখ্যা অন্ততঃ পক্ষে ৫ লক্ষের কম হইবে না।

মূল শ্যাম জাতির বাসভূমি ৪১টী জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলার সদরের নাম হইতে জেলা গুলিরও নামকরণ হইয়াছে। ইহার অন্তর্ভুক্ত মলয় সামন্ত রাজ্যগুলি ত্রঙ্গনু, কালাতেন, পটনী ও কোয়েডা নামে বিদিত। লাও জাতির অধিকৃত রাজ্যগুলি সংখ্যায় সাত এবং কম্বোজদিগের পাঁচটী। ঐ জেলা বা সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে যে যে স্থলে শ্যাম-ভাষা সাধারণে প্রচলিত, সেই সেই স্থলের শাসনভার শ্যামরাজ্যেশ্বরের কর্তৃত্বাধীনে পরি-চালিত হইয়া থাকে। অন্যত্র সেই সেই স্থানের শাসনকর্ত্তা বা সামন্তগণ শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন।

শ্যামরাজ্যের রাজ্যেশ্বর এখানকার শাসনকেন্দ্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। যুদ্ধবিগ্রহ, পররাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পরিচালন, কৃষিকার্য্য ও ন্যায়বিচার স্থাপনের জন্য পাঁচ জন প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সংপরামর্শদাতা রূপে নিযুক্ত আছেন। তদ্ভিন্ন আরও ৩০ জন সুবিজ্ঞ ও রাজনীতি-কুশল ব্যক্তি ঐ মন্ত্রিসভার সভ্য। তাঁহারা একমত হইয়া রাজাকে প্রত্যেক কার্য্যের উন্নতিবিধান জন্য পরামর্শ করিয়া থাকেন। রাজার নিম্নে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বঙ্গ-ন (দ্বিতীয় রাজা) নামে আর একটী পদ আছে। উহা কতকটা যুবরাজের মত। তিনি নিজের কার্য্য ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

উক্ত ৪১টী জেলার শাসনভার এক একজন্ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। তাঁহারা কেবল দেওয়ানীবিচার করিতে সমর্থ। তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে রাজধানীতে রাজদরবারে পুনর্বিচার হইতে পারে, মহাপরাধ অর্থাৎ নরহত্যা ও ডাকাইতি যাহাতে জীবনমৃত্যুর আশঙ্কা আছে, এরূপ ব্যাপার রাজধানীস্থ 'বিশেষবিভাগের' বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। গ্রামের গ্রামণী বা মণ্ডলগণ কামনান্, আম্ফোন বা নাখোন্ উপাধিতে পরিচিত। ইহারা গ্রামবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যদি কোন গ্রামণী গ্রামবাসীদিগকে উৎপীড়িত করেন, তাহা হইলে তিনি পদচ্যুত হন। অনেক গ্রামণীই রাজ-সংসারের বেতনভোগী। লাও প্রদেশের শ্যাম জাতীয় মান্দারিন্ নামক কর্ম্মচারিগণ এবং দেশীয় সামন্তগণ প্রজাবর্গের উপর বিশেষ অত্যাচার করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রজাপীড়ক হইলে রাজা-দেশে তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করা হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত নিম্নতন রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত শ্যামরাজ্যে চাও, উপরত, রচবংশ ও রচবুত্ নামে আরও চারিটী প্রধান পদ আছে, ঐ পদ গুলি বংশগত। চাও শব্দ চীনভাষা হইতে গৃহীত। উহার অর্থ রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী, রাজা বা অধীশ্বর। শেষোক্ত পদত্রয় বৌদ্ধপ্রভাব কালে সংস্কৃত শব্দ হইতে বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। রাজ্যা-ধিকারসূত্রে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে যখন বংশধরদিগের মধ্যে বৈষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাহার মীমাংসা এক মাত্র রাজধানী হইতেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

শ্যামদেশের রাজবিধি বহু প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। তাহার পর আর তাহার সংস্কার হয় নাই। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অযু-থিয়া রাজধানী অবরোধের সময় ঐ প্রাচীন স্মৃতিরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। ঐ রাজবিধি যে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ স্মৃতি হইতে গৃহীত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখানকার ধর্ম্ম, নীতি, ও শাস্ত্রবিহিত কৃত্যনিচয় সকলই ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রানু-মোদিত। ইহা ছাড়া শ্যামবাসীদিগের বিবাহ, শিক্ষা, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিত্ব, দাসত্ব, ঋণদান বা গ্রহণ, গচ্ছিত ধন, দ্রব্যা-দির তুলামান, পাপের পরীক্ষা ও অপরাধীর দণ্ডদানাদি বিষয়ে বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। বিভিন্ন প্রকার পাপ বা চৌর্য্যা-পরাধের পরীক্ষা স্বরূপ এখানে "চালভাজ" চিবান বা জলে ডুব দেওয়ার বিধি আছে। শ্যামদেশীয় ধর্ম্মাধিকরণে মদ্যপায়ী, ব্যসনা-সক্ত, কুমারী, নরঘাতক, ভিক্ষুক, মূর্খ ও অনৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য লওয়া হয়না। মৃত্যুর সময় লোকে উত্তরাধিকারীকে ইচ্ছা-পত্রদ্বারা দান না করিলে, ঐ সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য হয় এবং মঠাধ্যক্ষের বা ধর্ম্মরাজকগণের সম্পত্তি মঠসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি কোন পুত্র বা পৌত্র অথবা শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন না করে, তাহা হইলে সে কখনই মৃতের সম্পত্তির অধিকারী হয় না। এতদ্ব্যতীত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লইয়া হিন্দুশাস্ত্রসম্মত আরও অনেক বিধি দৃষ্ট হয়। যদি কোন ঋণী ক্রীতদাস ঋণদাতার সেবাকালে কোনরূপ কুকর্ম্ম দ্বারা বর্ত্তমান প্রভুকর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সেই ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পরিশোধিত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

এখানে ক্রীতদাসপ্রথা প্রবল, কিন্তু সাধারণতঃ ঋণদায়ের বন্ধন স্বরূপেই খাতক আপনার পত্নী, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ীকে বিক্রয় করিতে পারে। ঐ সময়ে বিক্রীত ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট হয়। যতদিন না দস্তটাকার পরিশোধ হয়, ক্রেতা ততদিন তাহাকে ইচ্ছামত কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে।

ক্রেতা টাকা ফিরিয়া পাইলেই তাহারা পুনরায় স্বাধীনতা ফিরাইয়া পায়। শ্যামরাজ্যের বর্ত্তমান সুশিক্ষিত রাজা এই ঘৃণ্য ব্যবহারলোপের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেও লাও প্রদেশ ও পূর্ব্বদিক্স্থিত সামন্ত রাজ্যগুলি হইতে এখনও ঐ নিন্দিত প্রথা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয় নাই। তথায় এখনও প্রাণদণ্ডাপরাধীদিগকে হাটে বিক্রয়ার্থ আনা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি দাসত্বের পরিবর্ত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কাতর না হয়, তাহা হইলে কখনই তাহাকে বিক্রয় করা হয় না। ক্রীতদাসান্বেষী দল অথবা আনামীগণ পার্ব্বত্যদেশ হইতে বন্যদিগকে ধরিয়া ঐ সকল হাটে বিক্রয় করিতে আনে। কম্বোজ বা শ্যাম রাজ্যের লোকেরা ঐ সকল দাস ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শ্যাম রাজ্য ৪১টী জেলায় বা প্রাদেশিক বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগেই এক একটী নগরের নামে কল্পিত। ঐ নগরগুলির ২৪টী বাণিজ্য প্রধান এবং উহার কোন কোনটীতে ৪ হাজার হইতে ৮০ হাজার লোকের বসতি আছে। শ্যাম রাজ্যের রাজধানী বাঙ্কক নগরী মেনাম্ নদীর উভয় কূলে অবস্থিত। অক্ষা ১৩°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি ১০০° ৩৪´ পূঃ। এখানে প্রায় ৪ লক্ষের অধিক লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত। চীন ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ হইবে, ইহাদের যত্নে স্থানীয় বাণিজ্য-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনা কর্ত্তৃক অযুথিয়া নগর বিধ্বস্ত হইলে শ্যামরাজ এই রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরে রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও নানা মন্দির স্থাপিত আছে।

যুথিয়া বা অযুথিয়া শ্যামরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। দশরথাত্মজ রাজা রামচন্দ্রের সুসমৃদ্ধ অযোধ্যাপুরীর নামানুসারে এই নগরের অযোধ্যা নাম হইয়াছিল। পরে অপভ্রংশে অযুধ্যা বা অযুদিয়া হইতে অযুথিয়া হইয়াছে। এই নগর বাঙ্কক রাজধানী হইতে ৫৪ মাইল উত্তরে মেনাম নদীতীরে অবস্থিত। সমুদ্রোপকূল হইতে ইহার ব্যবধান ৭৮ মাইল। এই নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান মেনাম্ নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়। তাহা প্রতিরোধের জন্য নগরের চারিদিকে খালকাটা হইয়াছিল। এখন এই নগরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ নিপতিত রহিয়াছে, অসংখ্য মন্দির এখনও উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া অতীত কীর্ত্তির গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে, কিন্তু যত্নের অভাবে তাহা আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। উহা ক্রমশঃই ধ্বংসমুখে সরিয়া আসিতেছে। চাঙ্গথৈ নগর লাও প্রদেশের একটী সামন্তরাজ্যের রাজধানী। পর্ত্তুগাজ গ্রন্থে এইস্থান 'জিয়েঙ্গমাই' নামে লিখিত। উহা মেনাম নদীতীরের অদূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বতপাদমূলে ২০° ৪৬´ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। নগর সম্মুখে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র বিরাজিত, উহাতে অপর্য্যাপ্ত শস্য হওয়ায় নগরবাসীর সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে।

লৌঙ্গ-ফ্রবঙ্গ শ্যামরাজ্যের লাও অধিকৃত প্রদেশের আর একটী নগর। ১৭° ৫০´ উত্তর অক্ষাংশে মেকং নদীতীরে অবস্থিত। নগরটী ধন, জন, ও বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ।

শ্যামরাজ্যের প্রকৃত অধিবাসী থৈগণ এখানকার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সভ্য। তাহারা কতকটা হিন্দু ও চীন সভ্যতার ও তৎতৎ আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ বিনয়নম্র ও দয়ার্দ্র চিত্ত, নিরীহ ও নির্ব্বিরোধী; এরূপ বহুজনপূর্ণ রাজধানীতেও কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ বা মারপিট, খুনোখুনির চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয় না। ইহারা দরিদ্রকে অন্ন দিতে মুক্ত হস্ত, কিন্তু এরূপ স্বভাব যে কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার নূতন জিনিস দেখিলে তাহা না চাহিয়া থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পরদ্রব্যপ্রার্থনা সভ্যতানুমোদিত না হইলেও নিত্যামোদী, ভীতচিত্ত ও সরল প্রকৃতি শ্যামবাসীর পক্ষে ইহা সরলতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহারা কাহারও সঙ্গে কলহ করে না। কেহ কোন প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ বা কাহারও হাত ধরিয়া টানাটানি করিলে অন্য সকলে বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐরূপ অস্থির প্রকৃতি ইহারা আদৌ ভাল বাসে না। ইহারা নিতান্ত অলসের ন্যায় ক্রীড়া ও নৃত্যগীতবাদ্যে কালাতিপাত করিতে সুখবোধ করে। যদি কেহ কাহারও পত্নীকে বা কন্যাকে অযথা স্নেহ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ আনে। অপরাধীকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করাই চূড়ান্ত দণ্ড।

ইহারা গুরুজন ও বর্ষীয়ান্ মাত্রকেই পিতার ন্যায় মান্য করে। রাজা ইহাদের চক্ষে দেবতা বলিয়া বিবেচিত হন। যদি কেহ ভ্রম ক্রমে কোন সম্মানার্হ ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইতে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা নিম্ন বয়স্ক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া তাহার চৈতন্যোৎপাদন করিয়া দেন। এরূপ দণ্ডাঘাতে কেহ কাহারও উপর বিরক্ত হয় না। বৈদেশিকগণ নির্ভাবনায় ধন প্রাণ লইয়া ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারে। শ্যামবাসী কখনই বিদেশীর হতাদর করিবে না বা তাহাদের বিরুদ্ধাচারী হইবে না। ইহারা পরিশ্রমশীল ও শিল্পকার্য্যনিপুণ। চীনবাসীর সহবাসে থাকিয়াও ইহারা কখনই তাহাদের প্রতি ঈর্ষাপর নহে।

ইহাদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা নাই। স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাস লইয়া সামান্য একটী প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উচ্চতন রাজ-কর্ম্মচারীরাও একটু বিশেষ সম্মানের পাত্র, সুতরাং সামাজিক

হিসাবে তাহারও ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন আসন। ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। ১৫শ হইতে ১৭শ বর্ষে বালিকাদের বিবাহ হয়। অনেক সময় ঐ রূপ প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা যুবকগণের প্রলোভনে ও প্রণয়ের মধুরাস্বাদ লাভের প্রত্যাশায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পরে আইনানুসারে তাহারা পরস্পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহারা আলস্যপ্রিয়, এই কারণে ইহাদের মধ্যে পরিশ্রমের আদর অধিক; যাহারা পরিশ্রম অভাবে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ ও সন্তানাদি ভরণপোষণ করিতে পারে না, তাহারা পুত্রসন্তানদিগকে বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত ও ধনবান্ হয়, এই কারণে আজিও শ্যামরাজ্যে দাসব্যবসা অপ্রতিহত রহিয়াছে।

মন্দির ও অট্টালিকাদির জন্য শিল্পপূর্ণ ইষ্টক ও টালি, হাঁড়ি, কলসী এবং রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র ব্যতীত ইহারা অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ শিল্পনিপুণ নহে। চীনবাসীরাই এথানকার প্রধান শিল্পজীবী।

ইতিহাস।

শ্যামবাসীরা তাঁহাদের ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত রাখিয়াছেন। ১ম পৌরাণিক আখ্যায়িকাবলী ও ২য় বর্ত্তমান যুগের ইতিবৃত্তমূলক ঘটনাবলী। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে জানা যায় যে, অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ শতাব্দীতে দুই জন ব্রাহ্মণকুমার ভারত হইতে পর্য্যটনে আসিয়া শ্যামরাজ্য স্থাপন করেন। উহাদের সমকালে ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ ভারতভূমে বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া জগদ্বাসীকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতেছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কএক শতাব্দীর ইতিহাস এতই সন্দেহজনক যে তাহা হইতে কোন রূপ সত্য উদ্ধার একান্ত অসম্ভব।

উহার পর শ্যামরাজ্যের পৌরাণিক আখ্যানে আমরা ৯৫০ পবিত্রাব্দে (অর্থাৎ ৪০৭ খৃষ্টাব্দে) রাজা অরুণারত বা অরুণরথের উল্লেখ পাই। ঐ সময়ে শ্যামরাজ্য কম্বোজের অধীন ছিল। তখনও ইহা থৈ নামে বিদিত হয় নাই, শ্যাম শব্দ শ্যাম ভাষার অপভ্রংশে শয়ম্* নামে উক্ত ছিল। রাজা অরুণরথ স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে শ্যামরাজ্যকে কম্বোজরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। কিংবদন্তী এই যে, রাজা অরুণরথ শ্যামীয় বর্ণমালার উদ্ভাবয়িতা। তিনিই ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাম্বোজবাসী হইতে শ্যামীয়দিগের ধর্ম্মবিষয়ক পার্থক্য নিরূপিত করিয়া যান। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ, ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে লাপোঙ্গ নগরী স্থাপিত হয়। উহার পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ফরা-রোঙ্গ নামে একজন রাজা কম্বোজের অধীনতা হইতে শ্যামবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া স্বীয় বিজয়কীর্ত্তিস্বরূপ মেনাম নদীর উপর তীরে সঙ্গকলোক (শঙ্খলোক?) নগর স্থাপন করেন। ইঁহারই রাজ্যকালে শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম স্রোত প্রবেশ লাভ করে, কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শ্যামরাজ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে ভারতীয় সংস্রব ছিল। তাহার বহুতর নিদর্শন এখনও শ্যাম জনপদে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায় যে শ্যামোপসাগর দিয়া এথানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাহার প্রমাণই এই পরিচয়স্থল। উত্তর পথে শ্যামরাজ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যে একটী অব্দ প্রচলিত হয়। রাজা ফয়ক্রেক্ ঐ অব্দের স্থাপয়িতা। শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত ভাবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে উক্ত রাজা সেই ঘটনাস্মরণার্থ মানযুগের নবসংবৎ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

বাস্তবিক পক্ষে, যে সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্ম শ্যামরাজ্যে প্রবেশ করুক না কেন, শ্যামবাসী যে তাহার পূর্ব্ব হইতেই সভ্যতাশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য; কেন না তাহারা জ্ঞানবলে আপনাদের চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিতে শিক্ষা না করিলে, অথবা দেবোপাসনাপদ্ধতি দ্বারা আধ্যাত্মিক মুক্তির মার্গানুসারী না হইলে কখনই বুদ্ধের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিত না। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণান্তে মন্দির ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমণদিগের ন্যায় সংসারধর্ম্মে বীতরাগ হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। শ্যামবাসিগণ সেই সময় হইতেই বৌদ্ধগণপ্রবর্ত্তিত প্রতীত্যসমুৎপাদ ও দেহান্তরপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ভিক্ষুধর্ম্মই সংসারের সার ও অভীষ্ট বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে লাও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে আরও কতকগুলি নগর স্থাপিত হয়। উহা যে শ্যামরাজ্যের তৎকালীন সমৃদ্ধির ও তদানীন্তন রাজবংশের সৌভাগ্যের পরিচয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে এই রাজবংশ বীর্য্যবলে নানা স্থান অধিকার করিয়া রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। পরবর্ত্তী কএক শতাব্দ মধ্যেই তাহারা করেন, লাবা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিকে পরাভূত করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে কম্বোজরাজের বহুদিনের অধিকৃত রাজ্যসীমা অধিকার করে। মেনাম্ নদীর উভয়কূলে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী ফিংসলোক (পিংসুন লোক), স্বকোথৈ (সুক্-কোটই), ও সঙ্ক্লোক, নাখোন সবন, কাম্ফোঙ্গ-পেট প্রভৃতি নগরগুলির প্রতিষ্ঠা হইতে উক্ত রাজবংশের দক্ষিণাভিযান প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা যখন যতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই

* কাহারও কাহারও মতে মহাভারতে সভাপর্ব্বে দিগ্বিজয়-পর্ব্বাধ্যায়ে যে 'শর্ম্মক' ও 'বর্ম্মক' নামক দুইটী প্রাচ্য জনপদের উল্লেখ আছে, উহাই বর্ত্তমান 'শ্যাম' ও 'ব্রহ্ম' নামে পরিচিত।

স্থানেই এক একটি নগর স্থাপন করিয়া আপনাদের বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সুখোঠই নগর হইতে প্রাপ্ত ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক-খানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে,রাজা রাম কামহেঙ্গ মেকং-নদী তীরবর্ত্তিপ্রদেশ হইতে পশ্চিমে পেঁচাবুড়ি নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ এবং পরে তথা হইতে শ্যামোপসাগরকূলস্থিত লিগোর প্রদেশ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মলয় দেশের রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, মেনাম্বাবু তীর হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে মলয়প্রায়োদ্বীপে মলয়বাসীর প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শ্যামবাসীরা মলয়প্রায়োদ্বীপের মধ্যদেশে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল। তৎকালে শ্যামীয়-গণের পূর্ব্বপুরুষ মেনাম্ নদীর পশ্চিমাংশে বাস করিতেন। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা ফয়-উথঙ্গ (প্রকৃত নাম ফ্র-রাম থিবোডি, সম্ভবতঃ ইনি শান জাতীয় ছিলেন) কম্ফোঙ্গপেট হইতে চালিয়ঙ্গ নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পূর্ব্বোক্ত রাজধানীতে তাঁহার উর্দ্ধতন পঞ্চ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা ফ্র-রাম শেষোক্ত রাজধানীতে মহামারী কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া অযুথিয়া নগরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। এই রাজার রাজ্যাধিকার মৌলমেন, তাবয়, তানাসেরিম, যব ও মলক্কাদ্বীপে বিস্তৃত ছিল। ঐ সকল স্থানের অধিবাসিবর্গ তাঁহার অতুল প্রতাপে কম্পান্বিত হইত। মলক্কাদ্বীপে পশ্চিম শ্যামের সোরনৌ নামক স্থানবাসী বণিক্‌গণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, সোর-নৌ শব্দ সহর-ই-নৌ শব্দের অপভ্রংশ এবং মুসলমানগণ এই নব প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা নগরীকেই সহর-ই-নৌ পদে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা উহা 'সুবর্ণনগর' শব্দের অপ-ভ্রংশ বলিয়া মনে করি। রাজা ফ্ররামের রাজ্যকালে অযোধ্যা-নগরী যে শ্রীবৃদ্ধির শীর্ষসীমায় উন্নীত হয়, স্থানীয় ধ্বস্ত স্তূপ-রাশি ও ভগ্ন মন্দিরাদি আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যবদ্বীপের ইতিবৃত্তেও শ্যামবাসীর এই সময়কার সমৃদ্ধির পরি-চয় আছে। উক্ত রাজেতিহাসে বিবৃত হইয়াছে যে, ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে কম্বোজরাজ শ্যামরাজ্য আক্রমণ করেন, ঐ সময়ে শ্যাম-রাজও সমরসাজে সজ্জিত হইয়া কম্বোজরাজের ঔদ্ধত্য দমনা-শায় কম্বোজ সীমান্তে স্বীয় বিজয়ী বাহিনী লইয়া যান। যুদ্ধে কম্বোজ-সৈন্য পরাজিত হয় এবং শ্যামরাজ অঙ্গকোর নগর অধিকার করিয়া লন। ঐ সময়ে কম্বোজরাজের প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য শ্যামরাজের হস্তে বন্দী হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ নৌসেনাপতি আবুর্কের (আল্‌বুকার্ক) যখন মলক্কা দ্বীপে পদার্পণ করেন, তাহার প্রায় ১৬১ বৎসর পূর্ব্বে রাজা ফয় উথঙ্গ কর্ত্তৃক অযোধ্যানগর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সৌধমালায় সুশোভিত হয়। আবুর্কের শ্যামরাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচয় য়ুরোপ-বাসীর নিকট জ্ঞাপন করেন।

রাজা ফয় উথঙ্গের পর প্রায় ৪১৫ বৎসর মধ্যে শ্যামরাজ-সিংহাসনের ২৯ জন রাজা রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে কোন কোন রাজা কএক মাস বা কএক দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ কোন কোন রাজা ভ্রাতা, খুল্লতাত, ভাগিনেয় বা মন্ত্রী-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে শ্যামরাজসিংহাসনে ক্রমে ক্রমে চারিটী বিভিন্ন রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়।

উপরি উক্ত সার্দ্ধাধিক শতাব্দী চতুষ্টয়ের মধ্যে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে শ্যামরাজ্য উপর্য্যুপরি পেগু, ব্রহ্ম ও কম্বোজসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ের কোন কোন যুদ্ধে শ্যাম রাজধানী অযুথিয়া নগরী লুণ্ঠিত, শ্যামবাসী সর্ব্বস্বান্ত ও বন্দী হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ এই সময়ে শ্যামরাজের সহায় ছিল, কিন্তু ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্য শত্রুর করতলগত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শতা-ব্দীর শেষভাগে শ্যামরাজ ফরা-নরেৎ (প্রভুনরেশ) কম্বোজরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধায়োজন করেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রতিজিঘাংসাপূর্ণ হৃদয়ে সসৈন্যে কম্বোজ আক্রমণে অগ্রসর হন। এই অভিযানের প্রারম্ভে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, হয় কম্বোজ-রাজ-রক্তে পাদপ্রক্ষালন করিবেন, না হয়, স্বয়ং রণক্ষেত্রে এই নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অবনত জাতির কলঙ্ক মোচন করিবেন। চারিশত বর্ষের খণ্ড যুদ্ধে কম্বোজ ইতি পূর্ব্বেই হতবল হইয়া পড়িয়াছিল; যুদ্ধে শ্যামরাজের জয় হইল; তিনি কম্বোজ রাজধানী অধিকার ও কম্বোজেশ্বরকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য নিজ সমক্ষে কম্বোজাধিপতিকে নিহত করাইলেন এবং খরতাল ও বেণুবাদন-সহকারে মহোল্লাসে তাহার সেই রক্তোপরি পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শক্তিসামর্থ্য হইতে বঞ্চিত কম্বোজরাজ্য খণ্ড খণ্ড প্রদেশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কম্বোজরাজ নামে মাত্র শাসন কর্ত্তা বা প্রজাপালক হইয়া রহিলেন; তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্যামরাজের অধীন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাকে আর সেরূপ সম্মান প্রদান করেন না, তাঁহারা ক্রমশঃ যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কোচিন-চীনে অবস্থিত ফরাসী জাতির পক্ষে রাজার এ দৈন্যাবস্থা বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা কম্বোজরাজকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। শ্যামরাজ ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী না হইয়া কম্বোজরাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন।

এই সময়ে শ্যামবাসীরা উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্বদিক্ হইতে

উপর্য্যুপরি লাওপ্রদেশান্তর্গত সামন্ত রাজ্যসমূহ অধিকার করেন। লাওবাসী জনগণ ধৃত হইয়া দূর প্রবাসে প্রেরিত হইল। লাও প্রদেশ ও কম্বোজ আক্রমণের পর শ্যামরাজ পেগুরাজ্য অবরোধ করেন। তিনি স্বয়ং পেগুরাজকে দণ্ড দিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার কোন বংশধর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে সেই প্রতিহিংসা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চিয়েঙ্গ-মৈ প্রদেশে শ্যামাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ফরাসীরদিগের সহিত শ্যামরাজের সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হয়। পরস্পরের বন্ধুত্বের বিনিময়ও অবাধে চলিত থাকে, পরবর্ত্তী শ্যামরাজগণ কেহই ফরাসীদিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ফর়া-নারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফরাচাঁও চম্পোক নাম ধারণ করেন। তিনি বর্ত্তমান রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা। তাঁহার পিতা রাজামাত্য ছিলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে সমাসীন হন।

রাজা ফর়া-নারায়ণ ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি ঐ বন্ধুত্বের পরিবৃদ্ধি কামনায় ফরাসীরাজ-সকাশে দূত প্রেরণ করেন। ঐ কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা ও পরামর্শদাতা তাঁহার গ্রীক্‌জাতীয় মন্ত্রী কনষ্টাণ্টাইন ফালকন (Constantine Phaulcon), ইনি গ্রীকরাজের অধীনস্থ সিফালোনিয়া দ্বীপবাসী ছিলেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অদৃষ্টান্বেষণে পূর্ব্বদ্বীপাঞ্চলে আগমন করিয়া শ্যামরাজ-অধীনে কর্ম্ম পান। এই ব্যক্তি প্রথমজীবনে পূর্ব্বভারতবাসী কোন ইংরাজ পুরুষের অধীনে কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। পরে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান, শিক্ষা ও সদ্‌যুক্তির বলে ভাগ্য বশে ক্রমে শ্যামরাজের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ফরাসী-ঐতিহাসিক ভলটেয়ার ইহার অদৃষ্ট প্রভার উল্লেখ না করিয়া য়ুরোপবাসীর কৃতিত্ব ও পুরুষকারের মহত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ফরাসীরাজ শ্যামরাজের দূতকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক যথোপযুক্ত পুরস্কারান্তে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। পরে তিনিও শ্যামরাজকে প্রত্যভিনন্দন জন্য তদীয় সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরাসীদূত শ্যামরাজের সহিত বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য স্বীয় রাজার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে মন্ত্রী ফালকন্‌ও জেসুইট মিসনারীগণের সহিত রাজাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার বিষয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহাদের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল যে, রাজা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, শ্যাম রাজ্যে অবশ্যই ফরাসীপ্রভাব বিস্তৃত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের ঐ অসদভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইল না। খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের কথা বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্যামবাসীর হৃদয়ে বিষবৎ বোধ হইল। তাহারা তদ্দণ্ডেই ফালকন্‌কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল। শ্যামরাজ্যবাসী খৃষ্টান্ মাত্রই তদ্দেশবাসী বৌদ্ধগণের অসহনীয় অত্যাচার অবাধে হৃদয়ে পাতিয়া লইয়াছিল। মতান্তরে প্রকাশ, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ফালকনের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শ্যামরাজ ফর়া-নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপরবর্ত্তী রাজার রাজ্যকালে রাজমন্ত্রী ফাল্‌কন্ পদচ্যুত ও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত শ্যামরাজ্যে ফরাসীদিগের প্রতিষ্ঠার আশা অতল জলে ডুবিয়া যায়। উপরিউক্ত যে কোন কারণেই হউক, ফাল্‌কনের হত্যাসাধন হইতেই শ্যামরাজের সহিত ফরাসীরাজের বন্ধুত্ব বিলুপ্ত হয়।

১৫৯২ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্যামরাজ্যের বাণিজ্যোন্নতির একটী প্রবল সংঘর্ষ সমুপস্থিত হয়। ঐ সময়ে উন্নতি-প্রয়াসী শ্যামবাসী শিল্পবাণিজ্যকুশল জাপান জাতির সংস্রবে পড়িয়া একটী অভাবনীয় ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইল। প্রথমে কতকগুলি জাপানী যুবক কার্য্যান্বেষণে আসিয়া শ্যামরাজধানীতে উপস্থিত হয়। তাহাদের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া শ্যামরাজ তাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেনাবিভাগে ইহারা ক্রমশঃই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, তাহারা সর্ব্বত্রই আপনাদের আদেশ ও প্রভুত্ব বলবান্ রাখিতে চেষ্টা করে। পূর্ব্বে ভারতীয় রাজ্যসমূহে য়ুরোপীয়গণ যেরূপ প্রভুত্বের সহিত বিচরণ করে, ইহারাও সেইরূপ শ্যামরাজধানীতে বিচরণ করিত। তাহাদের এই শক্তি বৃদ্ধি সাধারণের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। অবশেষে শ্যামবাসিগণ জাপানীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অবশিষ্ট যে কয়জন জাপানী জীবিত ছিল, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং কতকগুলি জাপবংশধর শ্যানীয়দিগের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই জাপানরাজ ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে জাপজাতির বিদেশগমন প্রথা রহিত করিয়া দেন; কিন্তু ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপজাতি ওলন্দাজ, চীন ও ইংরাজ বণিক্‌গণের সহিত মিলিয়া শ্যামরাজ্যে বাণিজ্য করিয়াছিলেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ফ্র-নারায়ণের মৃত্যুর পর হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অশীতি বর্ষকাল শ্যামরাজ-সিংহাসনে পাঁচ জন বিভিন্ন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সিংহাসনাপহারী, একজন অপরকে গোপনে নিহত করিয়া রাজ্যেশ্বর হয়। এই দুর্ব্বল রাজগণের রাজ্যকালে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সিংহলরাজ শ্যামরাজের সহিত স্বীয় বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশায় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের মীমাংসার্থ শ্যামরাজসন্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে সিংহলস্থ বৌদ্ধপুরোহিতগণের

সহিত খৃষ্টান পাদ্রীদিগের মতদ্বৈধ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্যামরাজ এই সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিত পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছেন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পেগুর রাজা আলোম্প্রা (অলময়) শ্যামরাজ্য আক্রমণ করিয়া অযোধ্যা নগর অবরোধ করেন। ঐ অবরোধ-কালে তাহার সেনাদল ক্ষয় হওয়ায় তিনি অবরোধ মোচন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বহু যুদ্ধের পর শ্যামরাজ্য জয় করিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করেন।

অযোধ্যা নগরের অধঃপতনের একবৎসর মধ্যে শ্যামরাজের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ফয়-তক্‌সিন্ পুনরায় ছত্র ভঙ্গ সেনাবৃন্দকে সমবেত করেন এবং অযোধ্যার নব ভূপতির মৃত্যুতে অবসর বুঝিয়া তিনি রাজসিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক ব্রহ্মজাতিকে শ্যাম-রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেন। সেনাপতি ফয়তক্‌সিন্ চীন মাতার গর্ভজাত ছিলেন। তিনি বিশেষ দক্ষতা ও ন্যায়পরতার সহিত ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন এবং বিশেষ অধ্যবসায়ে বাঙ্কক রাজধানী স্থাপন ও শ্যামরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া ইতিহাসে গৌরবান্বিত হন। শেষজীবনে রাজা ফয়তথ্ বায়ুরোগগ্রস্ত হন, তাঁহার যদৃচ্ছা ব্যবহারে রাজ্যের অমাত্যবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণরক্ষার জন্য রাজধানীর প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; অমাত্যবর্গ তাহাতেও তাঁহাকে অপরাধমুক্ত জ্ঞান না করিয়া মঠ হইতে বলপূর্ব্বক বাহিরে আনিয়া নিহত করেন। যে অমাত্যপ্রধান তাঁহার হত্যাকাণ্ডের প্রধান সহায়ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও শ্যামরাজ্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তাহার নাম ফয়চক্রী। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শ্যামরাজ্যের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপর রাজা ফয়চক্রী তেনাসেরিম ও তাবয় বিজয়ার্থ সেনা প্রেরণ করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাবয় শ্যামের শাসনাধীন হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা হন। ১৮২৬ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে রাজ্য না দিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজার অপরা-পত্নী-গর্ভজাত আর একটী সন্তান রাজসিংহাসন অধিকার করেন। উক্ত বর্ষে ব্রহ্মরাজকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত জানিয়া শ্যামরাজ সেই সুযোগে ব্রহ্মরাজ্যের উপকূলস্থিত নগরসমূহ অধিকার মানসে তথায় গমন করিয়া গোলাবৃষ্টি দ্বারা শত্রুদিগকে বিশেষ ভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে চীনরাজও শ্যামরাজ্যে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিলেন। এই নবরাজবংশের রাজ্যাধিকার কালে চীন সম্রাট্ আপনাকে শ্যামরাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর জানাইবার জন্য দূতপ্রেরণ দ্বারা শ্যামরাজ্য হইতে মোহর ও পঞ্জিকা লইয়া যাইতে চেষ্টা পান। শ্যামরাজ চীনসম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই, বা কখনও তাহার নিকট দূত পাঠাইয়া রাজস্ব দিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সময় হইতে চীনবন্দরে অন্যান্য মিত্ররাজন্যগণের এবং শ্যামরাজের বাণিজ্যপোতও চীন উপকূলে উপস্থিত থাকিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়াদি করিতে থাকে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা ফয়চক্রীর পৌত্র সোমদেৎ-ফ্র নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন। ইনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জীবৎকালে বৌদ্ধ যতিবেশ ধারণ করিয়া মঠমধ্যে নিরাপদে বাস করিতেছিলেন। ঐ স্থানে ২০ বৎসর কাল তিনি নানা গ্রন্থালোচনা করিয়া বিশেষ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। সেই জ্ঞানবলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হয় এবং তিনি বিশেষ বদান্যতার সহিত শ্যামরাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজপদে বরিত হইয়া রাজকার্য্যে অগ্রজের সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা সোমদত্তের অপর নাম ফর-পরমেন্দ্র মহা মোঙ্কুট, বিশেষ শিক্ষালাভে তাঁহার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া উঠে। তিনি রাজা হইলেও একজন সন্ন্যাসাচারী ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল। রাজ্যের উন্নতিকর নানাকার্য্যে নিয়ত পরিশ্রম করিয়া এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার উপর লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি স্বীয় নশ্বর দেহ অকালে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার মৃত্যুতে শ্যামরাজ্য অকালে রাহুগ্রস্ত হয়।

ইঁহারই রাজত্বকালে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিদ্বারা ইংরাজের সহিত শ্যামবাসীর বাণিজ্য সম্বন্ধ সুদৃঢ় করা হয়। ইহার পূর্ব্বে শ্যামরাজ্যের সহিত ইংরাজের সন্ধি হইয়াছিল।

১৫১১ খৃষ্টাব্দে ডি আবুকঁরের মলাক্কা বিজয় হইতে শ্যামের প্রথম য়ুরোপীয় সংস্রব ঘটে। আবুকৈর কথিত শ্যামরাজ্যের সমৃদ্ধি-পরিচয় য়ুরোপবাসী বণিক্‌জাতির হৃদয়ে জাগরূক ছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ শ্যামরাজ্যে বাণিজ্যাভিলাষে আগমন করেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরাজবণিক্‌গণ শ্যামরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেমসের সহিত শ্যামরাজের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে, এমন কি কএক জন ইংরাজ শ্যামরাজ সরকারে কর্ম্মলাভও করিয়াছিল। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা শ্যামবাসীকে আক্রমণ করে, তাহারই ফলে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে মাগুই বন্দরে ইংরাজদিগের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ অযুথিয়া রাজধানীর কুঠী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ইহার পর হইতে ইংরাজবণিক্‌গণের পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্যসম্বন্ধ হ্রাস হইতে আরম্ভ

করে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ কোয়েদার অন্তর্গত পিনাং প্রদেশ অধিকার করেন। তখন এদেশে ইংরাজের বাণিজ্য একবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই স্তব্ধ বাণিজ্যকে পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়। তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রফোর্ড (১৮২২ খৃঃ), বার্ণি (১৮২৬ খৃ,), এবং সরজন ব্রুক (১৮৫০ খৃঃ) শ্যামরাজ্যে আসিয়া ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনরূপ ফলোদয় হয় নাই। অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সর্ জন বাউরিং শ্যামরাজের সহিত একটী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, তাহাতে ইংরাজগণ শ্যামরাজ্যে বসবাস করিতে বা স্থানাদি খরিদ বা খাজনা বন্দোবস্ত করিতে অধিকার পান। ঐ সঙ্গে ইংরাজ বণিক্‌গণের আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। বাঙ্কক নগরে একটী কনসুলার আদালত বসে এবং চিয়েঙ্গ-মৈ নগরে একটী ভাইস্-কনসুলার আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিঙ্গাপুর হইতে একজন জজ সময়ে সময়ে বাঙ্কক-আদালতে আসিয়া চিয়েঙ্গ-মৈ আদালতের আপীল বিচার করিয়া থাকেন।

বাণিজ্যবিষয়ে বৈদেশিকগণের সহিত পাকাপাকি সন্ধিসূত্রে শ্যামরাজ্যেশ্বর আন্তরিক শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্যামরাজ্য সীমান্তস্থিত জাতিগণের দৌরাত্ম্যে বিশেষ উপদ্রুত হইয়াছিল; কম্বোজ, ব্রহ্ম ও পেগুরাজগণ উপর্য্যুপরি শ্যামরাজ্য আক্রমণ করিয়া শ্যামরাজকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু যখন নিম্নকোচিনচীন, আনাম ও টোঙ্কিং প্রদেশ ফরাসীদিগের অধিকৃত হইল এবং ইংরাজগণ নিম্ন ও উত্তর ব্রহ্ম অধিকার করিয়া বসিলেন; তখন আর শ্যামরাজ্যের বিপদে আশঙ্কা রহিল না। ইংরাজের সহিত শ্যামের ব্রহ্ম-সীমান্ত আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গেল; কিন্তু ফরাসীগণ আনাম-সীমান্ত লইয়া শ্যামরাজের সহিত গোলযোগ উত্থাপন করিলেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ মেকং-নদীর পূর্ব্বকূলই শ্যাম ও আনামের সীমা বলিয়া শ্যামরাজকে জানাইলেন। শ্যামরাজ সে কথা স্বীকার করিলেন না। সেই সূত্রে উভয়পক্ষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটী খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিল; ফরাসী-সেনাপতি সসৈন্যে পরাজিত, ধৃত ও নিহত হইলেন। পুনরায় যুদ্ধোদ্যম হইল, শ্যামরাজ ফরাসীদের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইংরাজসরকার এই সময়ে শ্যামরাজকে সাম্যভাব ধারণ করিতে পরামর্শ দেন; ফলে যুদ্ধই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

উক্ত বর্ষের ১৩ই জুলাই তারিখে দুই খানি ফরাসী-রণপোত সদর্পে বাঙ্কক রাজধানী সমক্ষে উপনীত হয়। তাহারা লুয়ঙ্গ প্রবঙ্গ প্রদেশ হইতে শ্যামের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত মেকং নদীর পূর্ব্ব তীরস্থ যাবতীয় প্রদেশ আনামের সীমা বলিয়া দাবী করেন। তদুপরি তাঁহারা ক্ষতিপূরণের জন্য মেকং নদীর পশ্চিমতীরে উত্তরদক্ষিণে ২৫ কিলোমিটার পরিমিত জমি চাহেন। ফরাসীগণ আপনাদের দাবী প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ফরাসী দল ২৫এ জুলাই হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত মেনাম নদীকূল বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বৃথা চেষ্টা করিয়াও যখন শ্যামরাজ ফরাসীদিগকে হটাইতে পারিলেন না, তখন তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর ফরাসীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ঐ সন্ধিপত্র লিখিত ও অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে, শ্যামরাজের সম্মতিক্রমে ফরাসীকর্তৃপক্ষ শান্তিবন প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি পর্য্যন্ত ঐস্থান ফরাসী-অধিকার থাকে। তৎপরে ফরাসীগণ তৎপরিবর্ত্তে মেলুপ্রে ও বসাক প্রদেশদ্বয় লাভ করিয়া উক্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দেন। ঐ সন্ধিসর্ত্তানুসারে ফরাসীগণ মেকং নদীর শ্যামাধিকৃত অববাহিকা প্রদেশে খাল, বন্দর, রেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার পান। এই সময়ে উত্তরপূর্ব্ব শ্যাম-প্রদেশে 'লু' ও 'হো' নামক চীনজাতি উপদ্রব আরম্ভ করে এবং সদলে শ্যামরাজ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে মেকং নদীর তীর বাহিয়া নোঙ্গ্-কৈ নামক স্থান পর্য্যন্ত উৎসন্ন করিয়া দেয়।

শ্যামবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। উহাদের ধর্ম্মমত ব্রহ্ম ও সিংহলবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুরূপ; তবে পরস্পরের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদিতে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। রাজা ফরা মোঙ্কুট (প্রভু মুকুট?) প্রথমে যতিধর্ম্ম পালন করেন, তৎপরে শিক্ষা ও দীক্ষা বলে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি স্থানীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কার সাধন করেন। যে সকল নগরবাসী তাঁহার উদ্ভাবিত সংস্কৃত মতের পোষকতা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি 'ধম্মযুত' আখ্যা প্রদান করেন; অসংস্কৃত নগরবাসীদল ঐ সময়ে 'ফরা মহানিকায়' নামে বিদিত হয়। প্রথমোক্ত গণ বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়মপালনে রত এবং তাহারা ধ্যানাদি আধ্যাত্মিক চিন্তার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। দ্বিতীয় দলের মধ্যে দুই দল আছে। উহাদের একপক্ষ কেবল দেবচিন্তা বা ধ্যানই মোক্ষের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং অপর পক্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রালোচনাকেই পরার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

বাঙ্কক রাজধানীতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এস্থানে এখনও পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব-পরিচায়ক একটী দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তত্রত্য পুরোহিতগণ ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত; সাধারণে বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানাদি

করিয়া থাকে। যুদ্ধাভিযান, ব্যবসাবাণিজ্য, বিবাহ, কোনরূপ শুভ কার্য্য অথবা পার্ব্বণাদির শুভদিন তাহারা ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে অবধারিত করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে।

শ্যামবাসীরা কুসংস্কারবশে নাট (প্রেতযোনি) ও ফীর (ভূতযোনি) তৃপ্তির জন্য পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল ভূতপ্রেতাদি মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভ্রমণ করিয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করে। মানবের জীবিত কালের সকল সময়েই তাহারা মানবদেহের ক্ষতি করিতে সমর্থ। ঐ সকলের কতকগুলি নরাকৃতি ও কতকগুলি পশ্বাদির অবয়ব-বিশিষ্ট। উহাদের কতকগুলি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং কতকগুলি জলগর্ভে নিমজ্জিত থাকে। কতকগুলি বালগ্রহ স্বরূপ, সন্তানাদির রোগ ও মৃত্যুর কারণ। কোন কোন ভূতযোনি পথে পথে ঘুরিয়া মনুষ্যকে কুহকে ভুলাইয়া আলেয়ার ন্যায় কুপথগামী করে। ঐ সকল যোনির কোন কোনটীর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহারা স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখে। মধ্যম বা উত্তর শ্যামবাসীর হৃদয়ে এই ভূতপূজার প্রভাব তাহাদের হৃদয়ে এতই বদ্ধমূল যে বৌদ্ধধর্ম্মভাব তাহাদের মধ্যে একবারে বিলুপ্ত বা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সহরতলী ও দেশবাসী সভ্য জনসাধারণের মধ্যেও ঐরূপ কুসংস্কারের অভাব নাই। তাহারা ভূতদিগের প্রীত্যর্থে পশু বলি দেয় এবং মদ্য পান করে। ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় ইহাদের আস্থা আছে। মন্ত্র দ্বারা মানুষের বাঘ হওয়া বা মৃত দেহের দানো পাওয়া প্রভৃতিতে তাহারা বিশেষরূপ বিশ্বাসী।

এখানে লিঙ্গপূজার প্রাধান্য আছে। এই লিঙ্গপূজা কেবল শিবলিঙ্গ পূজায় নিবদ্ধ নহে। পাথরের নুড়িগুলি বিভিন্ন দেবতার নামেও এখানে পূজিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষাকারী একমাত্র স্বাধীন নরপতি বলিয়া আত্মাভিমানকারী শ্যামরাজ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী এই পৌত্তলিকাচার নিষেধ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা তীর্থযাত্রা করে। শ্যামরাজ্যে ভারতীয় নামানুসারে প্রায় সকল প্রধান নগর বা প্রাচীন তীর্থের নাম আছে। ঐ সকল তীর্থে ও নগরে মন্দির ও মঠ বা সঙ্ঘারামসমূহ প্রতিষ্ঠিত। সাধারণে ঐ সকল স্থানেই দেবমূর্ত্তি সন্দর্শনে আসিয়া থাকে। পুরোহিত ব্যতীত মন্দিরের দেবসেবার জন্য দুই শ্রেণীর কুমারী (ভিক্ষুণী) আছে। যদি কোন তীর্থযাত্রী ভিক্ষুণীদিগের সেবার জন্য কিছু দেয়, তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। রাজা মন্দিরের অপরাপর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। পুরোহিতবর্গ ও ভিক্ষুণীগণ রাজদত্ত বার্ষিক বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মন্দিরাদির সংস্কারব্যয়ও রাজসংসার হইতে নির্ব্বাহিত হয়। পূর্ব্ব-লাওপ্রদেশের দুএকটী গ্রামে নঙ্‌ তিম্‌ নামে একটী গ্রাম্য দেবী আছে। লোকে জগৎপাতার অবতার বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহার পূজা ও উৎসবাদি করিয়া থাকে।

শ্যামবাসীদিগের মধ্যে নানা প্রকার উৎসব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মসংক্রান্ত ও কতকগুলি কৌলিক প্রথা-প্রসূত। সকল উৎসবেই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উৎস ছুটিয়া থাকে। নববর্ষারম্ভ ইহাদের একটী মহা পর্ব্বদিন। বৈশাখী-পূর্ণিমা ও কৃষিপর্ব্বে শ্যামবাসী যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করে, সেরূপ আর কিছুতেই দেখা যায় না। শেষোক্ত পর্ব্বদিনে রাজমন্ত্রী প্রথমে হলচালনা করেন এবং রাজকুলকামিনীগণ ঐ সময়ে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বীজ বপন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সাধারণ লোকে তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে ঐ বীজ খুটিয়া লয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিবে,তাহার সহিত ঐ বীজ মিশাইয়া লয়। অতঃপর রাজপর্ব্ব; ঐ দিন রাজা ও মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গ ও পারিষদবর্গ একত্র সমবেত হইয়া পরস্পরে জলপানপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিপালন জন্য শপথ করিয়া থাকেন। ঐ দিন রাজা সর্ব্বসমক্ষে প্রজাবর্গের প্রতি নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন এবং অন্যান্য সকলে রাজার প্রতি অগাধ ভক্তি রাখিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। দিবা শেষে রাজ-দরবারস্থ সকলে নদীতীরে নৌকার 'বাচ খেলা' দেখে ও অগ্নিক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। রাজা যখন রাজ-কায়দায় কোন নূতন মন্দির বা পুরাতন দেবমন্দির সন্দর্শনে আগমন করেন, সেই সময়ে নৌকা ও সেনাদল লইয়া একটী শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। অন্যান্য কতকগুলি পর্ব্ব বর্ষাঋতুর প্রারম্ভ হইতে বর্ষা শেষের মধ্যেই নির্ব্বাহিত হইতে দেখা যায়।

বর্ষার পর যখন বন্যার জল আপনাপনি সরিয়া যায়, তখন পুরোহিতগণ জলপথে একটী শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। রাজার চূড়াকরণপর্ব্ব মহোৎসবে সমাহিত হয়; ঐ দিন ক্ষুর দিয়া রাজার মাথা নেড়া করিয়া কেবল শিখা রাখা হয়। ঐরূপ শিখারক্ষা বা চূড়াকরণ সাধারণ শ্যামবাসীরও হইয়া থাকে। শিখা শ্যামবাসীর নিকট অতি পবিত্র; গুরুজনের শিখাস্পর্শ করিবার ভয়ে কেহ কখনও শিরোদেশ উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরে না। রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বা প্রেতকৃত্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাহিত হয় না, কখন কখন ঐ শবদেহ কএক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধের সময় কয় দিনের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নৃত্য গীত ও ভোজনাদি ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। দরিদ্রের দেহ শকুনি, গৃধিনী বা বন্যপশুদিগকে খাওয়ান হয়। ধনী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজ শবদেহ পশুপক্ষী দিয়া খাওয়াইবার জন্য বংশধরকে আদেশ করিয়া যাইতে পারেন। সন্তান প্রসবকালে

যদি কোন রমণী কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ মন্দিরপ্রাঙ্গণ মধ্যে দাহ করা হইয়া থাকে এবং সেই ভস্ম ও অস্থিরাশি চূণের সহিত মিশাইয়া মন্দিরের পবিত্র দেওয়ালে লেপিয়া রাখা হয়।

ইহারা চান্দ্রমাস হিসাবে বৎসর গণনা করে। চান্দ্রমাস ২৯।॰ দিনে পূর্ণ হয়। এই কারণে ইহারা আপনাদের সুবিধার্থ ২৯ ও ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া থাকে। ইহাতে বৎসরে ৩৫৪ দিন হয়। যে কয় দিন বাকী পড়ে, তাহার মধ্যে ইহারা ৭ মাস অন্তর একদিন বাড়াইয়া লয় এবং প্রতি ১৯ বৎসরে ৭।৮ মাস মলমাস বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীর অনুকরণে ইহারা ষষ্টি সম্বৎসর কল্পনা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ষষ্টিসম্বৎসরের অনুকরণ না করিয়া ইহারা চীনদেশীয় প্রথানুযায়ী ২৬৩৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে দ্বাদশ সংবৎসর অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করিয়া থাকে। ঐ দ্বাদশ সংবৎসর দ্বাদশটী পশুর নামে অভিহিত। এক সংবৎসর অতিবাহিত হইলে আবার পর্য্যায়ক্রমে সেই সকল দিন ও তিথি পর পর গণিত হয়। এখানে দুইটী অব্দ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী ধর্ম্মকর্ম্মে, সেটীর নাম পুত্ত-শকরৎ অর্থাৎ বুদ্ধাব্দ—৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে গণিত এবং অপরটী চুল-শকরৎ বা পবিত্রাব্দ (Civil-era)—৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবেশ-প্রসঙ্গব্যঞ্জক। এখানে যে প্রাচীন আর্য্যশিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা শকাব্দানুসারে গণিত।

এখানে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্যামরাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত কোরাত জেলার কোরাত নগরে চীন বণিক্‌দিগের কীর্ত্তিসূচক প্রায় ৩০টী পাগোডা ও অনেকগুলি অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। দঙ্গ-রেক গিরিশ্রেণী ও মৌননদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত স্থানে যে সকল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়,তাহা হইতে বুঝা যায় যে এক সময়ে ঐ স্থানে কম্বোজজাতির প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। কোরাত, বসাক, ফিমৈ ও খু-খোন নগরের বিস্তীর্ণ স্তূপরাশি এখনও সেই অতুল বৈভবের পরিচয় দিতেছে। ঐ সকল কীর্ত্তি শ্যামরাজ্যে হিন্দুপ্রভাবের প্রধানতম নিদর্শন। অঙ্‌কোর নগরে ঐ শ্রেণীর সুমহতী কীর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। তোন্‌লে-সাপ্ নামক সুবৃহৎ হ্রদের ১৫ মাইল উত্তরে নিবিড় জঙ্গল মধ্যে শ্যামের প্রাচীনতম রাজধানী অঙ্‌কোর নগর প্রতিষ্ঠিত। ইহার অপর নাম নখোন, নখোন শব্দ সংস্কৃত নগর শব্দের অপভ্রংশ। থোম (মহানগর) নগরের প্রাচীন নাম ইন্থপথবুড়ি। ইহা মহাভারতোক্ত ভারত-রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থপুরীর নামানুসারে কল্পিত। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী মৌহোত ও টমসন এই নগরপ্রাচীরের পরিধি ৮।০ মাইল এবং উহা ৩০ ফিট্ উচ্চ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে একটী সুবিস্তৃত পরিখা ছিল। কর্ণেল ইয়ুল টমসন-বর্ণিত নগরসীমাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন। তিনি নগরায়তনকে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া স্বীকার করিলেও উহার প্রাচীরগাত্রে পাঁচটী সুবৃহৎ দ্বারের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ঐ নগরের দক্ষিণে ৫ মাইল দূরে 'নখোন-বট' (নগর-মঠ) নামে একটী সুবৃহৎ মঠ আছে, ঐ মঠের শিল্পকার্য্য জগতে অতুলনীয়।

৫৮৯ শকে (৬৬৭ খৃঃ) উৎকীর্ণ এখানকার কোন মন্দির-গাত্রস্থ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই দেশে উক্ত অব্দে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। আর একখানি অব্দোল্লেখবিহীন শিলাফলক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উক্ত শকের অন্ততঃ শতাব্দ পূর্ব্বেও এখানে শৈবপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। উক্ত শিলালিপির বর্ণমালার প্রাচীনত্বই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তির যে সকল প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে উক্ত শৈবকীর্ত্তি অপেক্ষা তিন শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভাষা ও সাহিত্য।

সমগ্র শ্যামরাজ্যে অর্থাৎ মলয়সীমান্তস্থ পশ্চিম সমুদ্রকূল হইতে মেকং নদীর পূর্ব্ব অববাহিকাদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে একটী ভাষা প্রচলিত আছে। উহা শ্যামীয় ভাষায় 'ফাসা থৈ' (স্বাধীন জাতির ভাষা) নামে পরিচিত। উক্ত রাজ্যের উত্তর পশ্চিমস্থ ব্রহ্মসীমান্তদেশে, শানরাজ্যে, লাওপ্রদেশে, আনাম ও কম্বোজে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা শ্যামীয় ভাষা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। উত্তর-পূর্ব্বদিক্‌স্থ বন্যজাতির ভাষা ইহা হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। শান-জাতির ভাষার সহিত আহোম, খাম্‌তী ও লাওদিগের ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে, শ্যামীয় ভাষার সহিত শান্-ভাষারও সেইরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে শ্যামরাজ্য কম্বোজের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়, তদবধি শ্যামের ভাষা 'থৈ' নামে পরিচিত হইয়াছে। শানজাতির ভাষাও উহার অনুকরণে 'তৈ' নামে কথিত।

শান বা শ্যামীয় ভাষায় স্বরের উচ্চারণের সামান্য বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শানভাষায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘজ্ঞাপক কোন চিহ্নাদি না থাকিলেও শ্যামভাষায় ঐরূপ পাঁচটী মাত্রা আছে। তদ্ভিন্ন তদ্ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণও তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণশ্রেণীরও আবার উদাত্তানুদাত্তস্বরিতভেদে প্রকার নির্দ্দেশ হইয়াছে। অর্থাৎ একটী বর্ণের স্বাভাবিক শব্দশক্তির দ্বারা যে অনুদাত্তস্বর উচ্চা-

রিত হয়, তাহা মাত্রাযুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইয়া যায় এবং তাহা স্বরিৎ স্বরে উচ্চারিত না হইয়া গম্ভীরভাবে উদাত্তস্বরে পরিণত হয়। এরূপে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ব্যতীত আরও লঘুতর স্বর এই ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাদের স্বরবর্ণসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতভাষা শ্যামরাজ্যে প্রবেশ করার পর হইতে ভারতীয় বর্ণমালার সমাসগত-পদাবলী উচ্চারণ করিবার চেষ্টায় শ্যামবাসীর মুখ হইতে একটী আশ্চর্য্য রকমের বর্ণসমষ্টি উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐজন্য তাহাদের মধ্যে প্রায় ৪৩টী ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহারা কখনই ২০টী ব্যঞ্জন বর্ণের অধিক বর্ণ উচ্চারণ করে না। কেবল সংস্কৃত ও পালী ভাষার শব্দোচ্চারণের সময় ঐ সকল ব্যঞ্জনবর্ণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। যথা—খ, গ, ঘ বর্ণ একমাত্র 'খ' স্বরে এবং ফ, ব, ভ কেবল 'ফ' বলিয়াই উচ্চারিত হয়। ইহাদের ভাষায় দীর্ঘস্বর ও তালব্যবর্ণের উচ্চারণে কিছু ঝোঁক আছে, শব্দের আদিতে সাধারণতঃ ল, ব, র, য বর্ণ যুক্তরূপে ব্যবহৃত হয় এবং শব্দের শেষে ক, ত, প, ং (ঙ্), ন বা ম থাকে। এই কারণে শ্যামীয় ভাষায় বৈদেশিকের ভাষা হইতে অপহৃত শব্দের উচ্চারণে বিশেষ গোল বাধে। যথা—সম্পূর্ণ—সোম্বুন, ভাষা—ফাসা, নগর—নখোন, সদ্ধর্ম্ম—সথম, কুশল—কুশোন, শেষ—শেত, বার—বন, মগধ—মখোত ইত্যাদি।

শ্যামীয়গণ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অযুথিয়া নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কি ভাবে আপনাদের শিক্ষা ও শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। ৬৭১ শ্যামাব্দে সুকোথৈ নগরের শিলালিপি উৎকীর্ণ হয় এবং উহারই নয় বৎসর পূর্ব্বে শ্যামীয় বর্ণমালার উৎপত্তি ঘটে, এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, যদি উক্ত শিলালিপিই তাহাদের লিপিমালাবিন্যাসের প্রথম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপি ও তাহাদের সংস্কৃত পাঠ কিরূপে সেই সময়ে গৃহীত বলিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বিশপ পালেগোঁ (Bishop Pallegoix) কতকগুলি প্রাচীন পুথির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, উহা বিশেষরূপে সমালোচিত হইলে কোন একটী সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থগুলিতে ছন্দ ও স্বভাব বর্ণনারই আতিশয্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু উহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার কোনরূপ আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ নাই। উহার অধিকাংশ গল্পই পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক, শ্যামবাসীরা ঐ গ্রন্থ বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে।

কতকগুলি উপন্যাস অদ্ভুত রসাত্মক। উহার গল্পগুলি প্রায়ই ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে গৃহীত। রাম-কিউন্ (রামায়ণ) গ্রন্থখানির গল্প মলয় ও যবদ্বীপ বাসীর ই-হ্লাও নাটকের রামচরিত্র অবলম্বনে রচিত। এতদ্ভিন্ন সঙ্-সিন-চৈ, সমুৎনিয়াই-সি মুয়াঙ্গ, হৈ-সঙ্গ, নঙ্-প্রথোম, ক্ষেপ-লিন-খোন-সুবন্ন-হোঙ্গ, থাও সবট্ঠি রচ, ফরা উনারুৎ, দর সুরিবোঙ্গ, খুন-ফন, নোঙ্গ-সিপ-সঙ্গ প্রভৃতি কাব্য এবং ই-হ্লাও ও ফরা সিমুয়ঙ্গ নামক নাটক বীরত্বকাহিনীতে ও কবিকল্পনায় পূর্ণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি প্রায়ই তন্নামক পালি গ্রন্থের অনুবাদ বা তাহার পরিবর্ত্তিত বৃত্তি মাত্র। ঐ শ্রেণীর মধ্যে সোমন খোদোম (শ্রমণ গৌতম) গ্রন্থখানিতে বেস্সন্তর জাতকের ভাব গৃহীত। সুফাসিত (সুভাষিত) গ্রন্থ খানিতে ২২২টী সজ্জনোক্তি আছে, উহা শ্যামীয় ক্লোঙ্গ নামক দীর্ঘমাত্রা ছন্দে লিখিত। বুত চিন্দামণি (বৃত্ত-চিন্তামণি) গ্রন্থখানি পালি ভাষায় রচিত বুত্তোদয় নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের রূপান্তর মাত্র, অধিকন্তু ইহাতে ব্যাকরণের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর মীমাংসিত হইয়াছে।

বালকদিগের শিক্ষার্থে হিতোপদেশসূচক গ্রন্থ অসংখ্য। কতকগুলি ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের গল্প বৃহৎ বৃহৎ গল্পগ্রন্থের কোন একটী অংশ মাত্র লইয়া রচিত। স্মৃতি বা আইন গ্রন্থের অবধি নাই। এখানে পালিভাষায় রচিত ব্যবহারশাস্ত্রের বিশেষ প্রচলন না থাকিলেও যে সকল শ্যামীয় ব্যবহারশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে পালিবচন উদ্ধৃত দেখা যায়; ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে লক্ষণকরা থম্মসৎ লক্ষণ-ফুয়া-মিরা উল্লেখ যোগ্য। এই গ্রন্থের আদিতে ফরা ধম্মসত (প্রভু ধর্ম্মজাত) অর্থাৎ ভগবান্ মনুপ্রোক্ত শাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে। ইন্থফত (ইন্দ্রপথ) গ্রন্থখানি শচীপতি ইন্দ্রপ্রোক্ত বলিয়া কথিত। ঐ গ্রন্থে বিচারকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে। ফরাথমনুন গ্রন্থে ন্যায় বিচারের ধারা লিখিত আছে। লক্ষণ-ভত-ফোঙ্ গ্রন্থে নালিশের আর্জ্জি ও মকদ্দমা খারিজের বিধি উক্ত হইয়াছে। রুয়ঙ্গ বেগত মৈ মুয়ঙ্গ থৈ নামক রাজবিধি শ্যাম রাজ্যের প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধির সংক্ষিপ্তসার মাত্র।

শ্যামল (পুং) শ্যামো বর্ণঃ অস্ত্যস্যেতি শ্যাম (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। ১ কৃষ্ণবর্ণ। ২ পিপ্পল। ৩ অশ্বত্থগাছ। ৪ নীলভৃঙ্গরাজ। নীলপুষ্পভীমরাজগাছ। ৫ শিরীষবৃক্ষ। ৬ মহাবিষকৃষ্ণবৃশ্চিকবিশেষ। (সুশ্রুত) (ত্রি) ৭ কৃষ্ণগুণবিশিষ্ট।

"জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গী
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ।" (মুকুন্দমালা ২)

শ্যামল, কাশ্মীরদেশস্থ একজন কবি। ইনি গ্রন্থান্তরে শ্যামলক নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্রকৃত ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্যামলক (পুং) শ্যামল কবির নামান্তর।

শ্যামলচূড়া (স্ত্রী) শ্যামলা চূড়া যস্যাঃ। গুঞ্জা। (রাজনি°)

শ্যামলতা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত লতা, চলিত শ্যামালতা। পর্য্যায়—

"গোপীগোপা গোপবল্লী সারিবোৎপলসারিবা।
অনন্তা শারিবা শ্যামা হৃষ্টা শ্যামলতাহ্বয়ে॥" (শব্দরত্না°)

শ্যামলস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ২ শ্যামলের ভাব বা ধর্ম্ম, কৃষ্ণত্ব, কালিমা।

শ্যামলদেবী (স্ত্রী) একজন রাজমহিষী।

শ্যামলা (স্ত্রী) শ্যামল-টাপ্। ১ পার্ব্বতী। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ কটভী। ৪ জম্বু। ৫ কস্তূরী। (রাজনি°)

শ্যামলাল (পুং) সংক্ষেপরত্নাবলী-প্রণেতা।

শ্যামলালু (পুং) নীলালুক, নীলবর্ণ আলু। (রাজনি°)

শ্যামলিকা (স্ত্রী) নীলী। (রাজনি°)

শ্যামলিত (ত্রি) শ্যামল-তারকাদিত্বাদিতচ্। কৃতশ্যামল, যাহা শ্যামবর্ণ করা হইয়াছে।

শ্যামলিমন্ (পুং) শ্যামল-ইমনিচ্। অতিশয় শ্যামল, অত্যন্ত শ্যামবর্ণ।

শ্যামলী, যুক্ত প্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ৪৬১ বর্গমাইল। শ্যামলী, থানা ভাবন, ঝঞ্জনা, কৈরাণা ও বিদৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। পূর্ব্বযমুনা খাল ও তাহার জলনালীসমূহ দ্বারা এখানকার জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

২ মুজঃফর জেলার একটী নগর ও শ্যামলী জেলার বিচার সদর। পূর্ব্ব যমুনা খালের বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২১´ ১০´´ পূঃ। এই নগর পূর্ব্বে মহম্মদপুর জনার্দ্দার নামে প্রথিত ছিল। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে শ্যাম নামক এক ব্যক্তি এখানকার সুপ্রসিদ্ধ বাজার নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ায় বর্ত্তমান শ্যামলী নামে পরিচিত হইয়াছে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এই নগর একজন মহারাষ্ট্র সেনাপতির শাসনাধীনে ছিল। ঐ ব্যক্তি শিখদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন সন্দেহ করিয়া মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তা তাঁহার বিরুদ্ধে জর্জ্জ টমাস নামক একজন প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় সেনানীকে প্রেরণ করেন। টমাস ঐ নগর ধ্বংস করিয়া বিদ্রোহীদলকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদল কর্ণেল বার্ণকে সদলে আবদ্ধ করেন। ঐ সময়ে লর্ড লেক আসিয়া উপস্থিত না হইলে তাঁহার সমূহ বিপদ্ ঘটিত। ইংরাজ সেনাপতির আগমনে তিনি বর্দ্ধিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কৌশলে পলায়ন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় এখানকার তহশীলদার ইংরাজপক্ষে নগররক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু থানা ভাবনের বিদ্রোহীদল তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া নগর অধিকার করে।

শ্যামলেক্ষু (পুং) শ্যামলঃ কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুঃ। কৃষ্ণেক্ষু, চলিত কাজ্লি আখ্। (রাজনি°)

শ্যামবর্ণ (পুং) শ্যামঃ বর্ণঃ। ১ কৃষ্ণবর্ণ। (ত্রি) শ্যামঃ বর্ণো যস্য। ২ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

শ্যামবাজার, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অজয় নদের দক্ষিণে কিছু দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩৫´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩২´ ৫´´ পূঃ। এখানে ১১২৫ হিজিরাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন সরাই বিদ্যমান আছে।

শ্যামশবল (পুং) যমানুচর কুকুরদ্বয়। ইহারা সর্ব্বদা যমলোকের দ্বারদেশে প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত আছে।

শ্যামশবলব্রত (ক্লী) যমকুকুরদ্বয়ের তৃপ্তিসাধক ব্রতবিশেষ।

শ্যামশালি (পুং) শ্যামঃ শ্যামবর্ণঃ শালিঃ। কৃষ্ণশালিধান্য, কালধান। (রাজনি°)

শ্যামশাহ শঙ্কর (মহারাজ), বাস্তশিরোমণি নামক বাস্তশাস্ত্রপ্রণেতা।

শ্যামসর্প (পুং) কৃষ্ণসর্প, চলিত কেউটেসাপ।

শ্যামসার (পুং) কৃষ্ণখদির।

শ্যামসুন্দর (পুং) শ্যামঃ সুন্দরশ্চ। শ্রীকৃষ্ণ।

"শ্যামসুন্দর! তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতং।"
(ভাগবত ১০।২২ অ°)

শ্যামসুন্দর, ১ বিবাদার্ণবভঙ্গ গ্রন্থের জনৈক সংগ্রহকর্ত্তা। ২ দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগপ্রণেতা। ইনি গঙ্গাধর দীক্ষিতের পুত্র।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি শব্দরহস্যপ্রণেতা রামকান্ত বিদ্যাবাগীশের পিতা।

শ্যামা (স্ত্রী) শ্যামো বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্, টাপ্। ১ শারিবৌষধি। ২ অপ্রসূতাঙ্গনা, যে সকল স্ত্রীদিগের সন্তানাদি হয় নাই। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ বাগুজি। ৫ যমুনা। ৬ রাত্রি। ৭ কৃষ্ণত্রিবৃতিকা। ৮ নীলিকা। (মেদিনী) ৯ গুগ্গুলু। ১০ সোমলতা। ১১ গুন্দ্রা। ১২ কৃষ্ণা। ১৩ অম্বিকা। (বিশ্ব) ১৪ গুড়ূচী। ১৫ কস্তূরি। ১৬ বটপত্রী। ১৭ বন্ধ্যা। ১৮ নীলপুনর্নবা। ১৯ পিপ্পলী। ২০ পদ্মবীজ। ২১ গাভী। ২২ স্ত্রী। ২৩ ছায়া। ২৪ কৃষ্ণশারিবা। ২৫ শিংশপা। ২৬ দৃষ্টার্ত্তবা মধ্যমবয়স্কা স্ত্রী। (রাজনি°) ২৭ হরিদ্রা। ২৮ নীলদূর্ব্বা। ২৯ তুলসাবৃক্ষ। ৩০ পক্ষিবিশেষ, চলিত শ্যামাপাখী, পর্য্যায় বরাহী, শকুনী, কুমারী,

দুর্গা, দেবী, চটকা, কৃষ্ণা, পোতকী, পাণ্ডবিকা, বামা, কালিকা, শিঙ্গিসিঙ্গিনী। ৩১ গোরোচনা। (রাজনি°) ৩২ বৃন্দারক। ৩৩ শ্বেত শারিবা। (ভাবপ্র°) ৩৪ অনন্তমূল। ৩৫ হরীতকী। (বৈদ্যকনি°) ৩৬ নারীবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে॥"
(ভট্টি ৫।১ শ্লোকটীকা)

শীতকালে যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ সুখোষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাঙ্গ সুখশীতল হয়, এবং যাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সদৃশ তাহাকে শ্যামা কহে।

যুবতী স্ত্রীকেও শ্যামা কহে। "শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা" (মল্লিনাথ)

৩৮ কালিকাদেবী। ভগবতী। কালিকাপুরাণে ইঁহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

জগন্মাতা দাক্ষায়ণী সতী দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে মেনকার গর্ভে বসন্তকালে মৃগাশিরানক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। মেনকা নীলোৎপলদলসদৃশা নবপ্রসূতা কন্যার শ্যামা আখ্যা দেন, হিমালয় তাঁহার নাম কালী এবং বান্ধবগণ তাঁহার পার্ব্বতী এই নাম রাখেন। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে শ্যামা প্রথমা মহাবিদ্যা। ত‍ন্ত্রে এই দেবীর পূজা ও ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে মৃত্তিকা দ্বারা শ্যামামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে পূজা করিতে হয়। উক্ত সময়ে ভক্তিভাবে এই দেবীর পূজা করিলে সকল সিদ্ধিলাভ হয়। অর্দ্ধরাত্র সময়ই এই দেবীপূজার মুখ্যকাল। যদি এই কাল উভয়দিনেই প্রাপ্ত হয় তবে কোন্ দিনে পূজা হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, পূর্ব্বদিনেই পূজা হইবে। কারণ তন্ত্রান্তরে চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা তিথিকেই উমামাহেশ্বর-তিথি কহে। এই তিথিতেই অর্দ্ধরাত্রিকালে শ্যামামূর্ত্তিপূজার প্রশস্ত সময়। সুতরাং উভয় দিনে অমাবস্যা অর্দ্ধরাত্র কাল পাইলে পূর্ব্বদিনেই পূজা করিতে হইবে। যদি এই দিন শনি এবং মঙ্গলবার পড়ে, তাহা হইলে ঐ পূজা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

"কার্ত্তিকে মাসি কৃষ্ণায়াং পঞ্চদশ্যাং মহানিশি।
পূজয়েৎ যোঽতিযত্নেন কালী বিদ্যা প্রসীদতি।
মৃন্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা মহাকালীং প্রপূজয়েৎ॥

ব্যোমকেশসংহিতায়াং—

তুলার্কে যত্ত্বমাবস্যাং নিশার্দ্ধে ঘোরদক্ষিণাং।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

এবঞ্চ অর্দ্ধরাত্রং পূজায়া মুখ্যকালঃ। স চ কালো যদ্যুভয়দিনে তদা পূর্ব্বদিনে পূজা। যথা—

তত্রোভয়দিনে শস্তকালে ভূতযুতা যদি।
উমামাহেশ্বরী সা চ তিথিঃ সিদ্ধিপ্রদা সতাম্॥

কালীকল্পে—

তুলার্কে বহুলে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং মহেশ্বরীম্।
যথোপচারৈঃ সম্পূজ্য মহানিশি নৃপো ভবেৎ॥
শনিভৌমদিনে চেৎ স্যাৎ ততঃ শতগুণং ফলম্।
তত্রোভয়দিনে ভূতযুক্তকুহ্বাং মহানিশি।
ইমাং যাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেন্নৃপঃ।" (যামল)

বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে যে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী কোটি যোগিনীর সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই জন্য ঐ সময়ে উক্ত দেবীর পূজা করিলে তিনি প্রসন্না হন, এবং সাধকের সকল সিদ্ধিলাভ ও পূজাদির ফল অক্ষয় হয়।

কালীপূজার হেতু যথা বিশ্বসারে—

"কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি।
আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনীকোটিভিঃ সহ॥
অতোঽত্র পূজনীয়া সা তস্মিন্নহনি মানবৈঃ।
বলিপূজাদিকং সর্ব্বং নিশায়াং ক্রিয়তে তু যৎ।
তত্তদক্ষয়তাং যাতি কালী বিদ্যা প্রসীদতি॥"
মহানিশি অর্দ্ধরাত্রে। (বিশ্বসারতন্ত্র)

সূর্য্য অস্তমিত হইলে এক প্রহর রাত্রির পর যে, দুই ঘটিকা কাল তাহাকে মহানিশা কহে। এই সময়ের পরবর্ত্তী কালকে মহাতিনিশা কহে। যাহারা পশুভাবে শ্যামা পূজা করিবে তাহারা মহানিশায় করিবে, দিব্য ও বীরভাবে পূজা করিলে মহাতিনিশায় করিতে হয়। পশুভাবে পূজাকারীদিগের দশদণ্ড কালের মধ্যে যে পূজা তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়, ষষ্ঠ ক্রোশ অর্থাৎ ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে পূজা করিলে অমৃততুল্য, সপ্তম ক্রোশে পূজা করিলে ক্ষীরতুল্য অষ্টম ক্রোশে দ্রব্য সদৃশ এবং তৎপরে পূজা করিলে বিষতুল্য হয়। সুতরাং অষ্টম মুহূর্ত্তের পর শ্যামা পূজা করিবে না, কিন্তু এই নিয়ম পশুভাব বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে নিশীথ কালে শ্যামা দেবী পৃথিবীতলে আগমন করেন, অতএব এই সময়ে তাঁহাকে যথাবিধানে পূজা করা বিধেয়।

"নিশা তু পরমেশানি সূর্য্যো চাস্তমুপাগতে।
প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বে পরে চ যে॥
মহানিশা সমাখ্যাতা ততশ্চাতিমহানিশা।
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবি পশুভাবো ন পূজয়েৎ॥

অৰ্দ্ধরাত্রে গতে অর্দ্ধরাত্রাৎ পরঃ—
দশদণ্ডে তু যা পূজা তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
ষষ্ঠক্রোশে মহেশানি তৎসর্ব্বমমৃতোপমম্॥
সপ্তমক্রোশকে দেবি সর্ব্বং ক্ষীরোপমং ভবেৎ।
অষ্টমক্রোশকে দেবি দ্রব্যতুল্যং ন সংশয়ঃ।
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি পশুভাবে ময়োদিতম্॥ (গুপ্তসাধনতন্ত্র)
রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়ামমাবস্তামিহৈব তু।
পৃথ্বীতলং সমায়াতা কালী দিগ্‌বসনান্বিকা॥
অতস্তামত্র বৈ ভক্ত্যা দেবদেবীং দ্বিজাতয়ঃ।
পূজয়েদাত্মনো ভক্ত্যা পশুপুষ্পার্ঘ্যসম্পদা॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)

কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে শ্যামা পূজা করিবার বিধান আছে, কিন্তু কার্ত্তিক মাস মুখ্য ও গৌণচান্দ্রভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং কার্ত্তিকী অমাবস্যা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাসেই হইতে পারে। অতএব মুখ্য চান্দ্র কার্ত্তিক এবং গৌণ চান্দ্র কার্ত্তিক ইহার মধ্যে গৌণচান্দ্র কার্ত্তিকী অমাবস্যায় পূজা হইবে। কারণ শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে তুলার্ক লঙ্ঘন করিবে না, কার্ত্তিক মাসেই যে অমাবস্যা হয়, তাহাতেই পূজা করিবে,মুখ্যচান্দ্র কার্ত্তিকী তিথি অগ্রহায়ণ মাসে হইতে পারে, এই জন্য গৌণচান্দ্র কার্ত্তিকেই বিহিত হইয়াছে। গৌণচান্দ্র কার্ত্তিকী অমাবস্যা সৌর কার্ত্তিক মাসেই হইয়া থাকে,তাহার কোন অন্যথা হয় না, সুতরাং ঐ তিথিতেই পূজা বিধেয়।

"তুলার্কে স্বর্দ্ধরাত্রে যা দীপযাত্রা তিথি র্ভবেৎ।
তত্র সংপূজয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥
নিশার্দ্ধে সা তিথি র্নাস্তি তদধঃকালসংযুতা।
তত্রাপি পূজয়েৎ কালীং তুলার্কং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥"

তুলার্কবিহিতপূজায়া গৌণকার্ত্তিকত্বেন কর্ত্তব্যতায়াং বিধেস্তাৎপর্য্যস্যোক্তত্বাৎ। মুখ্যকার্ত্তিকামাবস্যায়াঃ কদাচিৎ বৃশ্চিকে সত্বাৎ নতু তুলার্কে নিয়মঃ। তথাচ তুলার্কনিয়তামাবস্যায়াং নিশীথে কালীং পূজয়েদিতি পর্য্যবসিতং। তুলার্কং নৈব লঙ্ঘয়েদিত্যত্র তুলার্কোপলক্ষিতামাবস্যাপূজাপরং। সংকল্পবাক্যে তু কার্ত্তিকে মাসি ইত্যুল্লেখ্যং নতু রাশ্যুল্লেখোঽপি গৌণচান্দ্রেণ বিধানাৎ।

"কার্ত্তিকস্যাপ্যমাবস্যা গৌণচান্দ্র প্রমাণতঃ।
নিশীথব্যাপিনী যা তু তস্যাং পূজাং সমাচরেৎ॥"
(বিদ্যোৎপত্তিতন্ত্র)

যদি অমাবস্তা পূর্ব্বদিনে নিশীথব্যাপিনী হয়, এবং পরদিনে অর্দ্ধরাত্রের পর মুহূর্ত্তকালও থাকে, তাহা হইলে শ্যামা পূজা পরদিনে না হইয়া পূর্ব্বদিনে হইবে।

এই পূজা নিত্য, নিত্য শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিত্য কহে। "অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি নিত্যানি" (বেদান্তসার) সুতরাং কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে শ্যামা পূজা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এই দেবীর পূজা করিলে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হয়। অতএব এই পূজা প্রতিবৎসর সকলেরই করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতেই ইহা নিত্য, কিন্তু অন্য সময়ে যে শ্যামাপূজা করা হয় তাহা কাম্য।

• "কার্ত্তিকামাবস্তায়াং কালীপূজায়াং নিত্যত্বমাহ—
বর্ষে বর্ষে চ কর্ত্তব্যং কালিকায়া মহোৎসবম্।
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ অমাবস্তাং নিশার্দ্ধকে॥ (মায়াতন্ত্র)
প্রতি সংবৎসরং কুর্য্যাৎ কালিকায়া মহোৎসবম্।
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ অমাবাস্তাং নিশার্দ্ধকে।
তত্র সংপূজয়েদ্দেবীং ভোগমোক্ষপ্রদায়িনীম্॥" (দেব্যাগম)

উক্ত সময় ভিন্ন যে শ্যামাপূজা করা হয়, তাহা কাম্য। যখন মারীভয়, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি মহাভয় উপস্থিত হয়, তখন সেই ভয় নিবারণের জন্য শ্যামাপূজা বিহিত হইয়াছে। এই দেবী সকল প্রাণীকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহাকে রক্ষাকালীও কহে। অতএব রক্ষাকালীর পূজা করিলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। এই পূজা শনি বা মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী, অমাবস্তা, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে প্রদোষ কালে করিতে হয়। কার্ত্তিকামাবস্তায় যেমন অর্দ্ধরাত্রে পূজা বিহিত হইয়াছে, এই পূজা সেই সময় না হইয়া নিশামুখে করিবে। যথাসাধ্য উপচার দ্বারাই এই পূজাকার্য্য চলে। কিন্তু তাহা বলিয়া বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে

"মারী য়ে সমায়াতে দুর্ভিক্ষভয়পীড়িতে।
পূজয়ে পরয়া ভক্ত্যা কালীং কালবিনাশিনীম্।
রক্ষণা ঃ সর্ব্বভূতানাং রক্ষাকালীতি সা স্মৃতা॥"
(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র)

"সর্ব য়োপশান্ত্যর্থং রক্ষাকালীং প্রপূজয়েৎ।
শনিমঙ্গলবারে চ প্রদোষে পূজয়েৎ শিবাম্॥
চতুর্দ শামমায়াং বা নবম্যামষ্টমীতিথৌ।
পূজ াৎ বরদা কালী যথেপ্সিতফলপ্রদা॥" (জ্ঞানার্ণব)
"নি ামুখে মহেশানি কালী রক্ষার্থমাদরাৎ।
পূ ীয়া নৃভিঃ সর্ব্বৈরুপচারসমন্বিতৈঃ।
বি শাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং যথাবিভববিস্তরৈঃ॥" (কালীকুলসর্ব্বস্ব)
" থ বক্ষ্যে মহেশানি ঘোরে মারীভয়ে তথা।
 পাতিকে চ দুর্ভিক্ষে যুদ্ধে রাষ্ট্রভয়াগতে।
 াং কুর্য্যাৎ মহাকাল্যা রক্ষার্থং পঞ্চ পর্ব্বসু॥
 দোষকালে সংপূজ্য নিশায়ান্তু বিসর্জয়েৎ।
 র্দ্ধিতয়ং কালঃ প্রদোষোঽস্তময়াত্ততঃ॥" (ভৈরবতন্ত্র)

জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালী পূজা করিবার বিধান আছে। এই দিনে যে কালিকার পূজা করা হয় তাহাকে ফলহারিণীকালিকা কহে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে রটন্তী কালী পূজা করিবে। রটন্তী চতুর্দ্দশী বলিলে গৌণচান্দ্র; মাঘকেই বুঝায়, এই জন্য এই তিথি কোন কোন সময়ে পৌষ মাসেও হইতে পারে। উক্ত চতুর্দ্দশীতে প্রায় নিশার্দ্ধ কালেই রটন্তীকালীপূজা হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন তন্ত্রের মতে প্রদোষকালেও পূজা করার বিধান দৃষ্ট হয়।

"মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং নিশার্দ্ধসময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীম্॥ (মায়াতন্ত্র ১৩প°)
মকরস্থে রবৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং নিশার্দ্ধকে।
পূজয়েদ্দক্ষিণাং কালীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র ৯প°)
মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং প্রদোষসময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীম্॥"(হরতত্ত্বদীধিতিধৃত)

তন্ত্রসারে শ্যামাপ্রকরণে শ্যামামন্ত্র ও শ্যামাপূজাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইতেছে। সাধক এই মন্ত্রের জ্ঞান মাত্রই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। শ্যামামন্ত্রগ্রহণস্থলে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা ও অরি-মিত্রাদিদোষ বিচার করিতে হয় না। এই আরাধনায় প্রয়াস-বাহুল্য বা সময় অসময় বিবেচনা নাই, এবং ইহাতে অধিক অর্থব্যয় ও অধিক কায়ক্লেশ করিতে হয় না। যে সাধক সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদা শ্যামাদেবীকে সর্ব্বদা চিন্তা করে, সিদ্ধি তাহার করতল-স্থিত জানিবে। সাধক এই সিদ্ধি প্রভাবে সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় এবং অন্তকালে দেবীর সর্ব্বজনদুর্লভ গণত্ব লাভ করে।

ভৈরবতন্ত্রোক্ত শ্যামাপ্রকরণ—

"অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ।
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
নাত্র চিন্তা বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ন বা মিত্রাদিদূষণম্।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্॥
ন বিত্তব্যয়বাহুল্যং কায়ক্লেশকরং ন চ।
য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥
তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ।
রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ॥
দিবারাত্রিব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্ত্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
অন্তে চ লভতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরঃ॥" (তন্ত্রসার)

শ্যামামন্ত্র—

ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্ব প্রধান, এই মন্ত্রের বর্ণা-ন্তর্গত অর্থ এই রূপ লিখিত আছে। জলরূপী ককার মোক্ষ-দায়ক, এবং অগ্নিরূপী রেফ সর্ব্বতেজোময়ী, ইহাতে ঈকার যোগ করিয়া ক্রী হয় এই তিনের যোগে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী হয়। বিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু ইহা নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব ক্রীঁ, এই মন্ত্র কৈবল্যফলপ্রদ। হূঁ এই বীজদ্বয় শব্দজ্ঞানপ্রদ, হ্রীঁ এই বীজদ্বয় সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারী, দক্ষিণে কালিকে এই সম্বোধন পদ দ্বারা দেবীর সান্নিধ্য হয়। স্বাহা জগতের মাতৃস্বরূপা ও সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। শ্যামামন্ত্র যথা—

"কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দুবিভূষিতং।
কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগলং তদনন্তরম্॥
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ।
অন্তে বহ্নিবধূং দত্বাৎ বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা॥ (কালীতন্ত্র)

মন্ত্রার্থমাহ যামলে—

ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী।
জলনার্থসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা॥
মায়ামাত্রেণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী॥
বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা।
শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী॥
লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী।
স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥" (তন্ত্রসার)

কালিকা দেবীর একাক্ষর মন্ত্র 'ক্রীঁ' ইহা ভিন্ন আরও অনেক মন্ত্র আছে, সাধারণতঃ এই একাক্ষর মন্ত্রেই শ্যামা পূজা হইয়া থাকে।

শ্যামাপূজাপ্রয়োগ—এই পূজা করিতে হইলে পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। রাত্রিকালে নিত্য সন্ধ্যোপাসনাদি শেষ করিয়া বিশুদ্ধ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্রে আচমন করিবে, তৎপরে 'ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে আসনে জলের ছিটা দিয়া আসন শুদ্ধি করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধধর্ম্মপাপানি সময়াশেষবিকল্পমপনয় হুং ফট্।"

তৎপরে পাপক্ষয়ের জন্য এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥

তদন্তর হুঁ এই মন্ত্রে পূজাস্থান দর্শন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে পূজাস্থান প্রোক্ষণ করিবে। ভূমির দোষ শোধনের জন্য ভূমিতে ক্লীং এই বীজ মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে রক্ষা ও শিখা বন্ধন করিবে। মন্ত্র ওঁ মণিধার বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্। তৎপরে গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। ইহার পর সঙ্কল্প করিতে হয়; যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাদেবতাপ্রীতিকামঃ গণ-পত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাপ্রীতিকামঃ শ্রীমদ্-দক্ষিণকালিকাপূজনমহং করিষ্যে।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় এই পূজা করিতে হইলে 'কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে' এই রূপ উল্লেখ হইবে। অপর সময় এই পূজা করিতে হইলে সৌর মাসেরই উল্লেখ হইবে। তন্ত্র বিহিত প্রায় সকল কার্য্যেই সৌর মাসের উল্লেখ হইয়া থাকে।

সঙ্কল্পের পর বেদ অনুসারে সংকল্পসূক্ত পাঠ করিতে হয়।

"ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয়স্তু সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রূণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণাং মুদনায় চ ॥"

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। তৎপরে তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ঘট স্থাপন করিতে হয়। এবং ঐ ঘটে শ্রীঁ এই মন্ত্রে পল্লব, হুঁ এই মন্ত্রে ফল, স্ত্রীঁ এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ, রং এই মন্ত্রে সিন্দুর, যং মন্ত্রে পুষ্প, ক্রীঁ মন্ত্রে দূর্ব্বা দিয়া ওঁ হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে।

তৎপরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, এই রূপে দুর্গা, শিব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, দিক্‌পাল প্রভৃতিকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে, গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। এই পূজার পর মন্ত্রাচমন বিধেয়। এই আচমনের নিয়ম—হৃৎপদ্মে কালিকাদেবীকে চিন্তা করিয়া ক্রীঁ এই মূল মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। তৎপরে ওঁ কাল্যৈ নমঃ ওঁ কুলালিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে ওষ্ঠে দুইবার মার্জ্জনা করিবে। ওঁ কুল্বায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে কর প্রক্ষালন করিতে হয়। তৎপরে আচমনের নিয়মানুসারে ওঁ কুরুকুল্বায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মুখে হস্ত দিবে, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাসাদেশে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ বলিয়া নাভিদেশে, ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ বলিয়া কর্ণদ্বয়ে, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ বলিয়া বক্ষে, ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ বলিয়া মস্তকে, ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ মিতায়ৈ নমঃ বলিয়া বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে, এই রূপে মন্ত্রাচমন করিবে।

তৎপরে সামান্যার্ঘ্যের বিধানানুসারে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে ঐ জলে ফট্ এই মন্ত্রে পূজার দ্রব্যাদি অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বার-দেবতাদির পূজা করিতে হয়। এতে গন্ধপুষ্পে গাং গণেশায় নমঃ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়, বাং বটুকায়, যাং যোগিনীভ্যঃ, গাং গঙ্গায়ৈ, যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ, ঐং সরস্বত্যৈ, ওঁ ব্রহ্মণে, ওঁ বাস্তুপুরুষায়। এই রূপে দ্বারদেবতাদির পূজা করিয়া বিঘ্নোৎসারণ করিবে। বিঘ্নোৎসারণ ঐং মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন ও অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে অন্তরীক্ষ বিঘ্ন অপসারণ করিয়া বামপাদের গুল্‌ফ দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে নারাচমুদ্রা দ্বারা শ্বেত-সর্ষপ গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥"

এই মন্ত্রে শ্বেতসর্ষপ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। তৎপরে ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ভূমিতে জল ছিটাইয়া ভূমি ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—ওঁ পবিত্র বজ্রভূমি হুং ফট্ স্বাহা।

তৎপরে আসনশুদ্ধি ও পঞ্চগব্য দ্বারা মণ্ডপশোধন করিয়া স্বদক্ষিণে পূজাদ্রব্যসমূহ, বামভাগে নৈবেদ্যাদি উপকরণ, সম্মুখে অম্বুপূর্ণ কুম্ভস্থাপন, তদনন্তর পুষ্পশোধন ও কায়াদি শোধন করিবে।

পরে ফট্ মন্ত্রে সচন্দন রক্তপুষ্প ক্লীঁ মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া করতল দ্বারা পেষণান্তর লং মন্ত্রে আঘ্রাণ করিবে। পরে 'হেসৌঃ' মন্ত্রে উহা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে উর্দ্ধে তালত্রয় ও তুড়ি দিয়া দশদিক্ বন্ধন করিবে। এই দিগ্‌বন্ধের পর ভূতশুদ্ধি ও আত্মহৃদয়ে আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে। তৎপরে হ্রীঁ মন্ত্রে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদি ন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস করিবে, এই সকল ন্যাস যথাবিধানানুসারে করিতে হয়। ন্যাস শেষ হইলে আপনাকে সোঽহং চিন্তা করিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হয়। তৎপরে দেবীর পূজা করিতে হইবে। ধ্যান যথা,—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গাবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্ ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্ ॥

ঘোরস্বাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবরদাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প স্বীয় মস্তকে দিতে হয়। এই ধ্যান ভিন্ন আরও একটী ধ্যান আছে। ধ্যানান্তরং যথা—

"অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাং।
মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্॥
মহাকালহৃদম্ভোজস্থিতাং পীনপয়োধরাং।
বিপরীতরতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
মৃতহস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাম্।
শিবাকোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্বিরাজিতাম্॥
রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তিকাং।
বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাম্॥
বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতাম্।
সদ্যকৃত্তশিরঃখড়্গবরাভীতিকরাম্বুজাম্॥"

এই রূপে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে যথাবিধানে পূজা করিবে। তৎপরে ধেনু, যোনি, ভূতিনী ও খড়্গাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের বিধি অনুসারে উহা স্থাপন করিবে। তৎপরে পীঠন্যাসোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিতে হয়। সামান্য ও বিশেষার্ঘ্যের মধ্যে অন্য আর একটী অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হয় যতক্ষণ পূজা সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই অর্ঘ্য চালনা করিতে নাই। এই অর্ঘ্যও বিধানানুসারে স্থাপন করিতে হইবে।

তৎপরে পুনরায় দেবীর ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প প্রতিমা অথবা ঘটে দিতে হয়। তারপর দেবীকে এই মন্ত্রে আবাহন করা বিধেয়। মন্ত্র—

"ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে।
যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা॥
ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি॥
ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥"

তৎপরে ওঁ কালিকে দেবি ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ? ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। এই রূপে আবাহনাদি মুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিবে। তৎপরে চক্ষুর্দান ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মহাকালেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে। তান্ত্রিক পূজায় প্রত্যেক দ্রব্যে একটু বিশেষ আছে, উহা এই নিয়মে দিতে হয়। রজতাসনং নমঃ পাদ্যং নমঃ অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং জলং নমঃ, বস্ত্রং নিবেদয়ামি, আভরণং নিবেদয়ামি. গন্ধো নমঃ পুষ্পং বৌষট্, বিল্বপত্রং নিবেদয়ামি, ধূপঃ স্বধা, দীপো নিবেদয়ামি নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি, পানার্থ জলং নমঃ, আচমনীয়ং স্বধা, তাম্বূলং নিবেদয়ামি, এই সকল উপচার যথাবিধানে নিবেদন করিয়া দেবীকে দিতে হইবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে ও বন্দনা করিতে হয়। মন্ত্র—

"মহামায়ে জগন্মাতঃ কালিকে ঘোরদক্ষিণে।
গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি॥"

ইহার পর প্রণাম করিয়া ক্রীঁ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে রক্তচন্দন দিয়া তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। যদি অন্ন জল বস্ত্র প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে তাহা উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়। পরে দেবীর নিকট আবরণপূজা করিবার জন্য অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ সচ্চিন্ময়ি পরে দেবি পরামৃতচরুপ্রিয়ে।
অনুজ্ঞাং কালিকে দেহি পরিবারার্চ্চনায় তে॥"

এই রূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আবরণপূজা করিবে। অনন্তর ওঁ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা ষড়ঙ্গযুবতীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, এই নিয়মে পূজা করিয়া শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাষড়ঙ্গযুবতীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিতে হয়। তাহার পর শক্তিপূজা বিধেয়। নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"ওঁ সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ।
দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহনভূষিতাঃ॥"

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ওঁ কাল্যৈ নমঃ, এই রূপে কপালিন্যৈ কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ, বিপ্রচিত্তায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ,

দীপ্তায়ৈ, নীলায়ৈ, ঘনায়ৈ, বলাকায়ৈ, মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ, শেষে মিতায়ৈ নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিবে। ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ, উং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমং, ওঁ ৯ং কৌমার্য্যৈ নমঃ, ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ঔং বারাহ্যৈ নমঃ, অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ।

এই পূজার পর অষ্ট ভৈরবের পূজা করিতে হয়। যথা ঐং হ্রীঁ অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং উং রুরবে ভৈরবায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ উঁ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ ঐং হ্রীং ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং হ্রং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ ঐং হ্রীং ঐং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং অং হ্রীং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ।

ইহাদের পূজা করিয়া বটুকগণের পূজা করিতে হয়। ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্রবটুকায় নমঃ, মাহেশ্বরীপুত্রবটুকায় নমঃ, বৈষ্ণবীপুত্র-বটুকায় নমঃ কৌমারীপুত্রবটুকায় নমঃ, ইন্দ্রাণীপুত্রবটুকায় নমঃ মহালক্ষ্মীপুত্রবটুকায় নমঃ, বারাহীপুত্রবটুকায় নমঃ, চামুণ্ডাপুত্র-বটুকায় নমঃ এইরূপে শক্তি অনুসারে বটুকগণের পূজা করিবে। বটুকপূজার পর ডাকিনীভ্যো নমঃ, যোগিনীভ্যো নমঃ, ওঁ ক্ষেত্র-পালায় নমঃ; ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ। ইহাদিগকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করা বিধেয়। এইরূপে পূজা করিয়া লোকপালগণের পূজা করিতে হইবে। যথা—ওঁ লাং ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় সুরাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, রাং অগ্নয়ে রক্তবর্ণায় তেজোঽধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, যাং যমায় কৃষ্ণবর্ণায় প্রেতাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, বাং বরুণায় শুক্লবর্ণায় জলাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, যাং বায়বে ধূম্রবর্ণায় প্রাণাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, সাং কুবেরায় শুক্লবর্ণায় ক্ষেত্রাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ. হাং ঈশানায় শুক্লবর্ণায় ভূতাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, হ্রীং অনন্তায় গৌরবর্ণায় নাগাধি-পতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, আং ব্রহ্মণে রক্তবর্ণায় প্রজাধিপতয়ে সায়ুধবাহনপরিবারায় নমঃ, এইরূপে পূজা করিতে হয়। তৎপরে অস্ত্রপূজা করিতে হইবে। ওঁ বজ্রায় নমঃ শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায় অঙ্কুশায় গদায়ৈ, শূলায়, চক্রায়, পদ্মায় প্রত্যেকের শেষে নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া মহাকালের পূজা করিতে হয়। মহাকালের ধ্যান—

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গে দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান ও ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

মহাকালপূজায় একটী বিশেষ মন্ত্র আছে, ঐ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয়। মন্ত্র হ্রূং স্ফ্রোং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকাল-ভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা, এইমন্ত্রে আসনাদি ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে। পূজার পর রক্ত চন্দন দ্বারা হ্রং স্ফ্রোং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকালভৈরবং তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। নৈবেদ্য ও বলি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হ্রূং মহাকালভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে স্বাহা।

তৎপরে খড়্গ, মুণ্ড,বর ও অভয় ইহাদিগের পূজা করিয়া গুরু-পংক্তির পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দিব্যৌঘগুরুগণ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ওঁ দিব্যৌঘগুরুগণাংস্তর্পয়ামি স্বাহা, এইরূপে পূজা ও তর্পণ করিতে হয়। ইহার সিদ্ধৌঘগুরুগণ ও মানবৌঘগুরুগণের পূজা ও তর্পণ করিতে হইবে।

তাহার পর করন্যাস ও পুনরায় দেবীর ধ্যান করিয়া যথাবিধি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক দশোপচারে পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া ক্রীং সপরিবার শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-মাতস্তৃপ্যতাং বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে। তর্পণের পর পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ ক্রীং সায়ুধবাহনপরি-বারমহাকালসহিতশ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করজোড়ে পাঠ করিতে হয় যে, "সায়ুধাঃ সপরিবারা মহাকালসহিতাঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাঃ পূজিতাঃ সন্তু।"

এইরূপে সমস্ত পূজা করিয়া ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যঃ দেবীভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা শেষ করিবে। ইহার পর বলিদ্রব্য হুং গর্ভ ত্রিকোণমণ্ডলের উপরি ভাগে রাখিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঠ করিবে।

'ওঁ এহ্যেহি জগতাং মাত র্জননি জগতাং গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি, শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু সর্ব্বসত্বং মে বশমানয় হুং হ্রীং ফট্ স্বাহা ওঁ হ্রাং শ্রীং দক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহা এষ বলির্নমঃ' ইহার পর তান্ত্রিক বলিদানের নিয়ম ও মন্ত্র অনুসারে ছাগাদি উৎসর্গ করিয়া বলি দিতে হইবে। বলিদানের পর বলিদ্রব্য ও রুধিরাদি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া আরত্রিক করিবে। তাহার পর অষ্টোত্তর শতদীপ এবং ভোগ দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিতে হয়,ভোগের পর তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে হোম করিতে হইবে। এই হোমে ১০৮ বা ২৮টী বিল্বপত্র আহুতি স্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। হোমের পর কর্পূরাদি স্তোত্র ও কবচ

পাঠ করিবে। স্তব ও কবচ পাঠ শেষ হইলে শক্তি অনুসারে জপ করিতে হয়। দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে : জপ সমর্পণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিতে হয়; মন্ত্র যথা—ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না চ যৎ স্মৃতং যদুক্তং যংকৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ং সকলং শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তি, তিলক ও দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। তৎপরে দেবীর অঙ্গে আবরণদেবতা সকলের বিলয় চিন্তা করিতে হয়। ইহার পর বৈগুণ্য সমাধান করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়। সংহারমুদ্রা দ্বারা শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে দেবি ক্ষমস্ব, এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া সেই তেজ পুষ্পের সহিত স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে।

"ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্ ॥"

এই মন্ত্রে ঐ তেজ হৃদয়ে ধরিয়া তাহার পর নিবেদিত নৈবেদ্যের কিঞ্চিং অংশ লইয়া ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে ঈশান কোণে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ভক্তদিগকে প্রদান করিবে। এবং স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবে। অনন্তর যন্ত্র লেপ চন্দন লইয়া কপালে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা হ্রীং এই বীজ লিখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলক ধারণ করিবে। মন্ত্র—

"যং যং স্পৃশামি পাদাভ্যাং যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদন্তবঃ ॥"

এইরূপে যে সাধক দেবীর আরাধনা করেন, তাহার সকল সিদ্ধিলাভ হয়, এমন কি তিনি ভৈরব সদৃশ ও ত্রিভুবন বশীভূত করিতে সমর্থ হন।

ক্রীং এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে উহার দুই লক্ষ বার জপ বিহিত হইয়াছে। একাক্ষর ভিন্ন শ্যামা দেবীর অনেক মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্র অনুসারেও শ্যামাপূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ সকল মন্ত্রগ্রহণ স্থলে গুরু মন্ত্র বিচার করিয়া সাধককে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সাধক সেই মন্ত্রের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। ঐ সকল মন্ত্র যথা—

হ্রীঁ ইহার একটী একাক্ষর মন্ত্র। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ এই এক-বিংশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ইহা ত্র্যক্ষর মন্ত্র, ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা, ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ফট্ স্বাহা, ইত্যাদি অনেক মন্ত্র আছে, বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল মন্ত্র উল্লেখ করা হইল না। এই সকল প্রত্যেক মন্ত্রেরই পূজা প্রণালী কিছু কিছু ভিন্ন এবং পুরশ্চরণের জপেরও ন্যূনাতিরেক আছে।

এইরূপ সকল মন্ত্রই সাধকের সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। তন্ত্রসারে এই সকল মন্ত্রের পূজাপ্রণালী ও পুরশ্চরণাদি সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শনি বা মঙ্গলবারে অথবা অমাবস্যা চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথিতে বিপদুদ্ধার কামনায় যে শ্যামা পূজা হইয়া থাকে, তাহা ক্রীঁ এই একাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে পূজা করিলে কালী সাধককে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।

শ্যামা পূজা স্থলে রক্তচন্দন দ্বারা শ্যামা মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে পূজা করা যায়। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে শ্যামাকবচ ও শ্যামাযন্ত্রধারণ এবং শ্যামাস্তব ও কবচ পাঠ করিলে বিপদ্ দূর হয়।

শনির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্যামা, অতএব শনিগ্রহ বিগুণ থাকিলে শ্যামা পূজা ও শ্যামার মন্ত্র কবচাদি ধারণ ও পাঠে শনির বিগুণতা প্রযুক্ত যে দোষ তাহা নিবারিত হয়।

শ্যামাক (পুং) শ্যামঃ শ্যামবর্ণমকতীতি অক গতৌ অণ্। তৃণ-ধান্য ভেদ, চলিত শ্যামাধান। পর্য্যায়—শ্যামক, শ্যাম, ত্রিবীজ, অবিপ্রিয়, সুকুমার, রাজধান্য, তৃণবীজোত্তম। গুণ—মধুর, কষায়, তিক্ত, লঘু, শীতল, বাতকারী, কফ, পিত্ত ও ব্রণদোষ-নাশক, গ্রাহী। (রাজনি°)

শ্যামাঙ্গ (পুং) শ্যামানি অঙ্গানি যস্য। ১ বুধগ্রহ। (ত্রিকাণ্ড°) (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ কলেবরবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, শ্যামাঙ্গী, ৩ নীলদূর্ব্বা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্যামাঢ়কী (স্ত্রী) কৃষ্ণপুষ্প অরহর, কাল অরহর। গুণ—দীপন ও পিত্তদাহঘ্ন। (রাজনি°)

শ্যামাদিবর্গ (পুং) সুশ্রুতোক্তগণ বিশেষ। শ্যামালতা, মহাশ্যামা-লতা, তেউড়ী, দন্তী, চোঁচশক্তিকা, লোধ, কমলাগুড়ি, মহানিম্ব, পূগফল, ইন্দুরকাণি, রাখালশসা, সোঁদাল, নাটাকরঞ্জ, ডহর-করঞ্জ, গুলঞ্চ, ছাতিম, ছাগলবেঁটে, মনসাসীজ ও স্বর্ণক্ষীরী লতা, এইগুলি শ্যামাদিগণ; ইহা গুল্ম ও বিষনাশক, আনাহ ও উদররোগে মলভেদকারী এবং উদাবর্ত্তরোগপ্রণাশক।

(সুশ্রুতসূ° ২৮ অ)

শ্যামানন্দ, উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক একজন মহাপুরুষ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই ত্রিবেণী-প্রবাহের ন্যায় তিনটী ভক্তিময় বিগ্রহ এদেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ভক্তিস্রোত প্রবাহিত রাখেন। এই তিন মহাপুরুষের মধ্যে একজনের নাম শ্রীনিবাস আচার্য্য, অপরের নাম ঠাকুর নরোত্তম, তৃতীয়টী এই সন্দর্ভের আলোচ্য শ্যামানন্দ। প্রয়াগতীর্থে যেমন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলন, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন ধামে এই তিন মহাপুরুষ একত্র

সম্মিলিত হয়েন। এই বৃন্দাবন ধামেই ইহাঁদের হৃদয়সঞ্জাত ভক্তিধারা প্রবুদ্ধ হয়, তথা হইতেই ইঁহারা ত্রিবেণী ধারার ন্যায় বঙ্গের সমতলক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া প্রেমভক্তির বন্যায় পুনর্ব্বার বঙ্গ ও উৎকলের অধিবাসীদের হৃদয় পরিপ্লুত করিয়া তোলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস বিরচিত প্রেমবিলাস, নরহরিদাস বা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর এবং শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীমদ্‌গোপীজনবল্লভদাসবিরচিত রসিকমঙ্গল গ্রন্থে আমরা শ্যামানন্দের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু ঘটনা জানিতে পাই।

শকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্যামানন্দের আবির্ভাব হয়। ইহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, ইনি জাতিতে সদ্‌গোপ। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের পূর্ব্ববাস গৌড়ে ছিল। তিনি গৌড় ত্যাগ করিয়া উৎকলে আসিয়া দণ্ডেশ্বর গ্রামে আপন আবাস নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের পত্নীর নাম দুরিকা। দুরিকা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ও ধর্ম্মানুরাগের জন্য লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মানুরক্তপিতার ঔরসে এবং তাদৃশী জননীর গর্ভেই মহানুভাবের জন্ম হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। শ্যামানন্দের প্রভবস্থান সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। গোপ মহাশয় সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে রত থাকিতেন, কৃষ্ণভক্তিসুধা নিরন্তর অন্তরের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হইত, স্বামী সতী পতিব্রতা সতত ছায়ার ন্যায় স্বামীর পার্শ্ব দেশে বিচরণ করিয়া সহধর্ম্মিণী রূপে দিনযাপন করিতেন। ভক্তির অনুষ্ঠানে সুধামধুর কৃষ্ণকথায় ইহারা উভয়ে সময় অতিবাহিত করিতেন। দুরিকার ভক্তিবিশুদ্ধ জঠরেই শ্যামানন্দের জন্ম হয়। যথা রসিকমঙ্গলে—

"গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়।
গৌড় ছাড়ি উড়িষ্যাতে করিলা আলয়॥
দণ্ডেশ্বর বলিগ্রামে বড় পুণ্য স্থান।
সেই গ্রামে মহাশয় করিলা নিধান॥
দুরিকা বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল সেই জগন্মাতা॥
পতি পত্নী দোঁহে তাঁরা ব্রহ্মণ্য বিদিত।
সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ভক্তিশুদ্ধ চিত॥
তাহার উদরে জন্মে শ্যামানন্দ রায়।
কত দিন রহিলেন আপন আলয়॥"

ভক্তিরত্নাকরেও দণ্ডেশ্বর গ্রামই শ্যামানন্দের পিত্রালয় বলিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থে শ্যামানন্দের জন্ম সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু বিশেষ পরিচয় পাই। ইহাতে লিখিত আছে যথা—

"চৈত্র পূর্ণিমাতে রাখিলেন শ্যামানন্দ।
দিনে দিনে বাড়িলেন যেই বাড়ে চন্দ্র।"

শ্যামানন্দের পিতা মাতার পরিচয় ও পিত্রালয় স্থান সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে—

"দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল॥
সদ্‌গোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব তার ভক্তে অতি প্রীতি॥
* * * *
ধারেন্দা বাহাদুর পুরেতে পূর্ব্ব অবস্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি॥" (প্রথম তরঙ্গ)

আবার উক্ত গ্রন্থের সপ্তম তরঙ্গে লিখিত আছে—

"গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।
যথা পূর্ব্বে কৃষ্ণ মণ্ডলের বাস স্থান॥
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।
কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস॥
সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন।
শ্যামানন্দ দেখি সবে জুড়ায় নয়ন॥
তথা হৈতে গিয়া শীঘ্র ধারেন্দা গ্রামেতে।
হইলা উদ্বিগ্ন শুভ পত্রী পাঠাইতে॥"

এই বিবরণ পাঠে জানা যায় দণ্ডেশ্বর গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানেই পূর্ব্বে কৃষ্ণ মণ্ডলের বাসস্থান ছিল। অতঃপরে তিনি উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। প্রথম তরঙ্গের উদ্ধৃতাংশ পাঠে মনে হয় ধারেন্দা বাহাদুরপুরেই শ্যামানন্দের জন্ম হয়।

শ্যামানন্দ বাল্যে দুখী কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত হইতেন। "শ্যামানন্দ" নামটী ইহার গুরু হৃদয়ানন্দপ্রদত্ত ইহাই রসিকমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে—

"দেখিয়া হৃদয়ানন্দ মনেতে উল্লাস।
এই সে কৃষ্ণভক্তি করিবে প্রকাশ॥
পুছিলেন মহাশয়ে কার তুমি দাস।
কি নাম কি কার্য্য হেথা করহ প্রকাশ॥
কহিলেন মোর নাম দুখী কৃষ্ণদাস।
জন্মে জন্মে মুই যে তোমার নিজ দাস॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ প্রভুর আনন্দ।
উপদেশ করি নাম দিলা শ্যামানন্দ॥"

প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বহু স্থানে ইনি দুখী কৃষ্ণদাস নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শ্যামানন্দের নামকরণ সম্বন্ধেও ভক্তিরত্নাকরে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়—

কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্র কন্যা গত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ॥
জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি শুভক্ষণে।
যে দেখে বারেক তার মহানন্দ মনে॥

* * * *

গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বারবার।
এখন দুখীয়া নাম রহুক ইহার॥
মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল।
এই হেতু দুখী নাম প্রথম হইল॥

* * * *

শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল।
দুখী নাম পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস নাম থুইল॥
শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হবে বৃন্দাবনে।
জানাইল ভঙ্গিতে জানিল বিজ্ঞগণে॥
দুখী কৃষ্ণদাস নাম হইল বিদিত।
নিজ ইষ্ট সেবায় হইল নিযোজিত॥" (প্রথম তরঙ্গ)

শ্যামানন্দ নামপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি।
করিলেন মানস সেবার অধিকারী॥
রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল॥"

ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্যামানন্দ বাল্যকালে অপরাপর বালকদের মেলে মিশিতেন না, অতিঅল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বাল্য বয়সেই তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভক্তগণের মুখে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের লীলাচরিত শুনিয়া বিহ্বল হইতেন, আর—

"নিরন্তর সেই গুণ করয়ে কীর্ত্তন।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন॥
সদা রাধাকৃষ্ণলীলামৃত করে পান।
পিতা মাতা সেবায় অত্যন্ত সাবধান॥" (ভক্তিরত্নাকর,১ত°)

তাঁহার বাল্যজীবনেই ভাবিমহত্বের বহুল চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে অধীর ছিলেন, কৃষ্ণবিরহের দুঃসহ ব্যথায় নিরন্তর ইঁহার চিত্ত ব্যথিত থাকিত। মণ্ডলমহাশয় কমলার কৃপায় কখনও দারিদ্র্য দুঃখের লেশাভাসও অনুভব করেন নাই। বিশেষতঃ তদীয় গৃহে দুরিকা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেন। কিন্তু সংসারের এত সুখসত্বেও কৃষ্ণদাস নিরন্তর কৃষ্ণবিরহে আকুল থাকিতেন, তিনি হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া নিরন্তর নয়নজলে পরিপ্লুত হইতেন। তাঁহার এই বৈরাগ্যভাব দেখিয়া প্রতিবেশীদের পরামর্শে মণ্ডল মহাশয় একটী সুরূপা বালিকাকে শ্যামানন্দের অঙ্কলক্ষ্মীরূপে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ন্যায় কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত কৃষ্ণদাস তাহাতেও সংসারে আসক্ত হইলেন না, তাহাতেও তাঁহার কৃষ্ণবিরহের নয়নাশ্রুর বিরাম হইল না। শ্যামবিরহে শ্যামানন্দ সমগ্র জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, বিষয় বিষবৎ প্রতিভাত হইল, এই অবস্থায় শ্যামানন্দ দিনযামিনী কেবল কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন, যথা রসিকমঙ্গলে—

"সদাই বৈরাগ্যচিত্ত কৃষ্ণ অনুরাগে।
নয়নের জলে তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ ভিজে॥
কৃষ্ণরসাবেশে প্রভু আপন না জানে।
দিবা নিশি কৃষ্ণ ব'লে কান্দে অনুক্ষণে॥
গৃহাসক্ত সুখ জানে বিষের সমানে।
কিছুই না ভায় তাঁর একা কৃষ্ণ বিনে॥"

কৃষ্ণদাসের বিপুল ভোগবিলাস বৈভব থাকা সত্বেও তিনি কৃষ্ণবিরহে দুঃখী। এই ভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণদাস কোন ক্রমেই আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বন্ধু বান্ধবগণ শ্যামানন্দকে গৃহে রাখিতে বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা বালির আলি বান্ধিয়া সেই বৈরাগ্যসিন্ধুর তরঙ্গ রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৃষ্ণদাস স্বীয় অনুজ বলরামের প্রতি সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া তীর্থভ্রমণোপলক্ষে গৃহের বাহির হইলেন।

বলরামও অনুজের ন্যায় শান্ত দান্ত ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। জ্যেষ্ঠের গৃহত্যাগে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে তিনিও গৃহের বাহির হইতে মনন করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের আদেশ পালনের নিমিত্ত তাঁহাকে আরও কিছুদিন সংসার করিতে হইয়াছিল। অতঃপরে তিনিও সংসার ত্যাগ করেন।

শ্যামানন্দ কত শাকে গৃহ ত্যাগ করেন, তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তিনি কোন মাসে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে, যথা—

"বাল্য পৌগণ্ডাদি গৃহে করিলা বিলাস।
নব্য যৌবনেতে গৃহে হইলা উদাস॥
ফাল্গুন মাসেতে শ্যামানন্দ মহাবীর।
গৃহ ছাড়িবেন মনে করিলেন স্থির॥"

শ্যামানন্দ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে অম্বুয়া নগরে (অম্বিকা) উপনীত হইলেন। এখানে বৈষ্ণবাচার্য্য হৃদয়চৈতন্য তাঁহাকে দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। কৃষ্ণদাস

হৃদয়ানন্দের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার দাস, আমাকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করুন।" ভক্তবৎসল হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কৃষ্ণদাস হৃদয়ানন্দের নিকট দীক্ষিত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি গুরুদত্ত শ্যামানন্দ নামে অভিহিত হইতেন। দীক্ষান্তে শ্যামানন্দের প্রতি গুরুদেব হৃদয়ানন্দের যে আদেশ প্রদত্ত হইল, রসিকমঙ্গলগ্রন্থে তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দে শুন হে সত্বর।
উৎকলে বৈষ্ণব কর সর্ব্ব ঘরে ঘর॥
তোমার কৃপায় হবে তোমার মঙ্গল।
হেন জন উৎকলে হৈল সন্নিধান॥
তার তরে সর্ব্বজীবে কর প্রেমদান।
চৈতন্যের আজ্ঞা হরেকৃষ্ণ বোল নাম॥
চৈতন্যের প্রেমভক্তি করহ প্রচার।
উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার॥"

গৌরীদাসশিষ্য হৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণান্তর শ্যামানন্দ তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, মহাপ্রয়াগ, মথুরা, যমুনা, বিশ্রামস্থান, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, হস্তিনা, দ্বারকা, কপিলতীর্থ, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, সরস্বতী, নৈমিষ, অযোধ্যা, সরযূ, কৌশিকী, পৌলস্ত্যআশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, ষোড়শতীর্থ, মহেন্দ্রপর্ব্বত, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পম্পা, সপ্তগোদাবরী, শ্রীপর্ব্বত, দ্রাবিড়, বেঙ্কটাদ্রি, কামকোষ্ঠীপুর, মধুপুরী, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয়পর্ব্বত, অগস্ত্য, যজ্ঞশালা, অনন্তপুর, পঞ্চাপ্সরা সরোবর, গোকর্ণ, কুলালক, ত্রিসর্গক, দুর্ব্বেশন, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, রেবা, মাহিষ্মতীপুরী, মল্লতীর্থ, শূর্পারক, প্রতিচিরি, সেতুবন্ধ, অবন্তী, জিয়ড়নৃসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মনাথ, গঙ্গাসাগর, পুরুষোত্তম ও নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান সন্দর্শন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিনি কিয়দ্দিন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। শ্রীবৃন্দাবনসন্দর্শনে শ্যামানন্দের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিল। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দেখিয়া নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। শ্যামানন্দের এই অসাধারণ প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া ব্রজবাসিমাত্রই বিস্মিত হইলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য দাস ব্রজবাসী শ্যামানন্দকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আশ্রমে লইয়া গেলেন। দাস গোস্বামীকে দেখিয়া শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। শ্যামানন্দের নয়নাশ্রুর উৎস অফুরন্ত, তাহার বিরাম বিশ্রাম ছিল না। শ্রীমৎ দাসগোস্বামী শ্যামানন্দকে একদিন আপনার নিকটে রাখিয়া পরদিন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। এইস্থলেই শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দের প্রথম পরিচয় হয়।

শ্যামানন্দ বাল্যকালেই সংস্কৃতভাষায় ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামীর চরণতল আশ্রয় করিয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠারম্ভ করিলেন। শ্যামানন্দ অচিরেই ভক্তিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্যামানন্দ শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া অধ্যাপক হইয়াছিলেন। শ্রীজীবের কৃপায় শ্যামানন্দ মানসসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে দিবানিশি মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করিতেন। এইরূপ সেবায় তিনি শ্যামসুন্দরের আনন্দ জন্মাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে শ্রীজীব 'শ্যামানন্দ' নামে অভিহিত করেন। এই সময়ে শ্যামানন্দ সততই শ্রীনিবাস ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে অবস্থান করিতেন। শ্যামানন্দ প্রায়শঃই তাহার দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট পত্র লিখিতেন। তিনিও শ্যামানন্দের প্রতি পরমস্নেহ করিয়া পত্রোত্তর দিতেন ও শ্যামানন্দের সুশিক্ষার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীকেও অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেন। এইরূপে শ্যামানন্দ দীর্ঘকাল ব্রজে বাস করিয়া পুনরায় উৎকলে প্রত্যাগমন করেন।

শ্যামানন্দের উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে রসিকমঙ্গলে একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্যামানন্দ দিবানিশি বৃন্দাবনের এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন, নাম জপিতে জপিতে তিনি একপ্রকার প্রেমাবিষ্টের ন্যায় হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পুরোভাগে সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দের সন্দর্শন পাইলেন। শ্রীগোবিন্দদেব শ্যামানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্যামানন্দ, উৎকলের রসিকমুরারি আমার অতি প্রিয়তম। তোমার বিরহে ইনি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি সত্বরে উৎকলে যাইয়া উহাকে কৃপা কর, এবং উৎকলের লোকদিগের উদ্ধার কর,—

"মোর প্রিয়তম ভক্ত রসিক মুরারি।
তারে উপদেশ কর উৎকলপুরী॥
মোর প্রেমভক্তি দোঁহে কর পরচার।
উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার॥
মোর আত্মাপ্রিয়তম ব্রজবাসী জন।
তারে কৃপা কর গিয়া উৎকল ভুবন॥"

শ্যামানন্দ শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে ও আদেশ শ্রবণে চমৎকৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীমূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলেন না। অনেক দিন পরে শ্যামানন্দের হৃদয়ে আবার উৎকলের স্মৃতি উদিত হইল, তদীয় গুরুদেব হৃদয়চৈতন্যের আদেশবাণীও তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিল। তিনি উৎকলে যাওয়ার জন্য চিন্তিত হইলেন। এদিকে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগকরাও তাঁহার অনিচ্ছা। শ্যামানন্দ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমদন-গোপাল জীবগোস্বামীকে স্বপ্নে জানাইলেন—

"শুন শুন ওহে জীব কহি যে তোমারে।
শ্যামানন্দে কহ তুমি উৎকলে যাবারে॥
রসিকমুরারি মোর বড় প্রিয়জন।
তারে লঞা উৎকল করিতে দলন॥
মোর প্রেম ভক্তি দিব সর্ব্ব জনে জন।
মোর ব্রজবাসী জনে করিবে সেবন।
উৎকলে ব্রজবাসী করিবে পূজন॥
দুঃখ পায় ব্রজবাসী মোর উৎকলেতে।
না জানে মহিমা কেহ সব পাপচিতে॥
পাপ তিমিরান্ধ ছাড়াইয়া দিব্যজ্ঞানে।
শ্যামানন্দ রসিক করিবে পরিত্রাণে॥"

শ্রীজীবগোস্বামী স্বপ্ন-দর্শনে প্রভুর আদেশ বুঝিলেন। শ্রীজীব বুঝিলেন, এবার দয়াময়ের উৎকলপরিত্রাণের ইচ্ছা হইয়াছে, শ্যামানন্দের দ্বারা এবার তিনি উৎকলে প্রেমভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিবেন। শ্রীজীব পরদিবস প্রত্যূষে শ্যামানন্দকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলেন, শ্যামানন্দও স্বীয় দৃষ্ট স্বপ্ন শ্রীজীবের নিকট নিবেদন করিলেন। এবার শ্যামানন্দের উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব একবারেই স্থিরীকৃত হইয়া গেল। অচিরেই ইহার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। শ্যামানন্দের নয়নাশ্রু একটুকু শুষ্ক হইতে না হইতেই বৃন্দাবনের সঙ্গিবিরহভাবনায় আবার উহা শতমুখী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল।

শ্যামানন্দের প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে রসিকমঙ্গলে একটী অদ্ভুত কাহিনী দৃষ্ট হয়। ইহাতে লিখিত আছে, প্রেমভক্তিশাস্ত্র সঙ্গে লইয়া শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তদীয় শিষ্য কিশোরদাস, বালকদাস, শ্যামদাস এবং অপর ঠাকুরপ্রসাদ দাস এই চারিজন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা আগরা আসিয়া বিশ্রাম করেন। নগরকোটাল ইহাদিগকে দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং কারারুদ্ধ করিল। নগর-কোটাল নিজ বাটীতে পালঙ্কশয্যায় ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু নিশীথে সে দেখিতে পাইল, সহসা কে যেন তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পালঙ্ক সহ তাহাকে তুলিয়া উহা সজোরে মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং তাহার বুকের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে যাহাদিগকে তুই সন্দেহ করিয়া কারাগারে রাখিয়াছিস্, তাহারা আমার প্রিয়ভক্ত। এই অপরাধে তোকে সবংশে নিহত করিব।"

ভীষণ যাতনায় নগরকোটাল অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার মুখ হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার চীৎকারে অপর অপর লোক আসিয়া তাঁহাকে সুস্থির করার পর সে সকল প্রকাশ করিয়া বলিল, "কারাগারে যে পাঁচজন বৈরাগী আছেন ইঁহারা অসাধারণ মনুষ্য, একান্ত কৃষ্ণভক্ত, উহাদিগকে সত্বরে এখানে লইয়া এস।" তখন শ্যামানন্দের চরণতলে কোটাল লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অদোষদর্শী শ্যামানন্দ কোটালকে বলিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণ সেবা কর, কৃষ্ণই তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া শ্যামানন্দ বিদায় হইতে চাহিলেন। কিন্তু কোটাল তাহার চরণমূলে পতিত হইয়া বলিল, প্রভো! আপনার আদেশে আমি বৈষ্ণব হইয়া কৃষ্ণসেবা করিব। কিন্তু কিয়ৎকাল আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে। তখন কোটালের অনুরোধে শ্যামানন্দ ভক্তগণ সহ একমাস কাল আগরায় অবস্থান করেন। পরে তথা হইতে তিনি উৎকলে আগমন করিয়া ভক্ত রসিকানন্দের সহিত মিলিত হন।

কিন্তু শ্যামানন্দের প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে অন্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ভক্তিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিদায়কাহিনী ভক্তিরত্নাকরে অতীব বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীজীব গোস্বামী মথুরার কোন মহাজনকে বলিয়া পাঠান, শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সহ শ্রীগ্রন্থ লইয়া গৌড়ে গমন করিবেন, সুতরাং উহাঁদের সঙ্গে যাইবার কতিপয় উত্তম লোক ও গাড়ীর প্রয়োজন। মহাজন তৎক্ষণাৎ অর্থ ও লোকাদির ব্যবস্থা করিয়া পাঠান। শ্রীজীব গোস্বামী কাষ্ঠসম্পুটে গ্রন্থগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া ইঁহাদের সঙ্গে মথুরা পর্য্যন্ত আগমন করেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস।
নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস॥
নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট লইয়া।
সে সভার সঙ্গে চলে বন পথ দিয়া॥" ৭ম তরঙ্গ।

এইরূপে ভক্তত্রয় লোকজনসমভিব্যাহারে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়া বনবিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। রাজা হাম্বীর

দস্যুদের সর্দ্দার ছিলেন। তিনি সম্পুটের কথা শুনিয়া উহা ধনরত্নপূর্ণ বলিয়া মনে করেন এবং সঙ্গিগণ সহ রাত্রিকালে এই সম্পুট অপহরণ করেন। কিন্তু সম্পুট খুলিয়া দেখিলেন উহা গ্রন্থে পরিপূর্ণ। শ্রীগ্রন্থরাজীদর্শনেই তাঁহার মন পবিত্র হইল। তিনি স্বামীকে খুঁজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। এদিকে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি জাগিয়া দেখিলেন, গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোনও এক ব্যক্তি শ্রীনিবাসকে গ্রন্থচুরির সন্ধান বলিয়া দিল। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে বলিলেন, "তুমি শ্যামানন্দ সহ খেতরি চলিয়া যাও, লোকনাথ প্রভুর আজ্ঞা পালন কর, শ্যামানন্দকে সুসঙ্গিসাথে অম্বিকার পথে উৎকলে পাঠাইও। গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে অবিলম্বে তোমাদিগকে সংবাদ জানাইব। আমি গ্রন্থের অনুসন্ধানে এখানে রহিলাম।" নরোত্তম ও শ্যামানন্দ যথাসময়ে খেতরিতে পঁহুছিলেন। কিয়দ্দিন পরে নরোত্তম অতীব কষ্টের সহিত শ্যামানন্দকে উৎকলে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। অর্থ ও লোকাদি সঙ্গে দিয়া নরোত্তম ও নরোত্তমশিষ্য রাজা সন্তোষ পদ্মাতট পর্য্যন্ত শ্যামানন্দের সঙ্গে আসিলেন। শ্যামানন্দ নৌকাযোগে পদ্মা পার হইয়া কাঁটোয়ায় পঁহুছিলেন। অতঃপরে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর দর্শন করিয়া তিনি অম্বিকানগরে উপস্থিত হইলেন। অম্বিকাতে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি সন্দর্শনে শ্যামানন্দ বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অম্বিকার পাটে কীর্ত্তনমহা মহোৎসব হইতেছিল। শ্যামানন্দ কিয়ৎকাল শ্রীপাটে শ্রীগুরু দর্শন করিয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"ঐছে কত কহে শুনি দুরিকানন্দন।
উৎকলে চলয়ে চিন্তি শ্রীগুরুচরণ॥
নিরন্তর নিতাই চৈতন্য গুণ গায়।
আপনি হইয়া মত্ত সভারে মাতায়॥
শ্যামানন্দে দেখি মহা পাষণ্ডীর গণ।
আপনি মানয়ে ধন্য মাগয়ে শরণ॥"

এই রূপে পথে পথে শ্যামানন্দ সহস্র সহস্র লোককে গৌরনিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণব করিয়া উৎকলে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ প্রথমে দণ্ডেশ্বর পরে তথা হইতে ধারেন্দায় যাইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পৌছ সংবাদ জানাইলেন। বীর হাম্বির শ্যামানন্দের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল কিনা, জানা যায় না।

যাহা হউক, শ্যামানন্দের উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে যে বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"পূর্ব্বে ব্রজ হৈতে আসি শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
অম্বিকা হইয়া শীঘ্র চলিলা উৎকলে॥
জন্মভূমি দণ্ডেশ্বর ধারেন্দা গ্রামেতে।
প্রকাশিয়া প্রেমভক্তি চলে রোহিণীতে॥
মল্লভূমি মধ্যাতে রয়ণী নামে গ্রাম।
গ্রাম পাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম॥
তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী।
অশেষ জীবের মহাকলুষনাশিনী॥
রয়ণী নিকটে বারায়িত নামে গ্রাম।
নিকটে ডোলঙ্গ নদী তীরে রম্যস্থান॥"

এই বারায়িত একটি প্রাচীন স্থান, প্রবাদ এখানে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর শিব সংস্থাপন করেন। রয়ণী গ্রামে অচ্যুত নামে শিষ্ট করণবংশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। শ্যামানন্দের প্রসিদ্ধ ও প্রধান শিষ্য রসিক মুরারি ইঁহারই পুত্র। যথা—

"রয়ণী গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুততনয়।
শ্রীরসিকানন্দ শ্রীমুরারি নাম হয়॥"

রসিকানন্দ বাল্যকালেই বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ঘণ্টাশিলা (ঘাটশিলা) গ্রামে নির্জ্জনে বসিয়া ভগবদারাধনা করিতেন। এই স্থানে বসিয়া এক দিবস তিনি মনে মনে ভাবিতে ছিলেন, "আমি গুরু কোথা পাইব"? শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া দৈববাণীতে তাঁহাকে জানাইলেন, শ্যামানন্দ তোমার গুরু হইবেন, এখানেই তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। ফলতঃ যথাসময়ে শ্যামানন্দ আগমন করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

রসিকমঙ্গলে রয়ণী গ্রামটী রোহিণী নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"উড়িষ্যাতে আছয়ে যে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রোহিণী নগর অনুপাম॥
কটক সমান গ্রাম সর্ব্ব লোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্য স্থানে॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে॥
রোহিণী নিকটে বিরাজিত মহাস্থান।
যাতে রাম লক্ষ্মণ সীতা কৈল বিশ্রাম॥
দ্বাদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শম্ভুবর।
রঘুবংশ কুলচন্দ্র পূজিলা বিস্তর॥
উত্তরবাহিনী ধারা সুবর্ণরেখায়।
বারি লইতে কোটি লোক আইসে তথায়॥"

এই বর্ণনার সহিত ভক্তিরত্নাকারের বর্ণনার একত্ব আছে। রসিকমঙ্গলকার রোহিণীর রম্যতা ও বৈভবসম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। এখানে রাজধানীতে গড় ছিল। সেই গড় বেড়িয়া লোকালয় ছিল।

যাহা হউক রসিকানন্দের আদেশে তাঁহার পত্নী ইচ্ছাদেবী শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শ্যামা দাসী নামে খ্যাত হইলেন।

কিয়ৎকাল রসিকানন্দের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্যামানন্দ পুরুষোত্তমে যাইতে মনন করিলেন। রসিকানন্দও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে পথিমধ্যে চাকলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। চাকলিয়া গ্রামে মহাযোগী দামোদর গোসাঁইর বাস। দামোদর সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের সঙ্গে দামোদর জ্ঞান ও যোগের আলাপ করিয়া স্বকীয় বিদ্যাগর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্যামানন্দের মুখে ভক্তিতত্ত্বের বিচার শুনিয়া দামোদর পরাস্ত হইলে রসিকানন্দ তখন দামোদরকে শ্যামানন্দের শিষ্য হইতে অনুরোধ করেন। দামোদর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, আমি ইহার কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিতে বাসনা করি। দামোদরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শ্যামানন্দকে তিনি যত্নের সহিত আপন আলয়ে স্থান দিলেন। দামোদর এক দিবস থর্ব্ব নদীতটে একটী রম্য কাননে বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি শ্যামসুন্দরের রূপ দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, শ্যামানন্দ শ্যামসুন্দরের প্রিয়া রূপে তাহার বাম পার্শ্বে অবস্থিত। অতঃপর দামোদর শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। এইস্থলে আরও কিয়ৎকাল থাকিয়া শ্যামানন্দ পুরুষোত্তমে গমন করেন। আবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়াও রসিকমঙ্গলে লিখিত আছে। এই সময়ে রসিকানন্দও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ব্রজধামে উভয়ের মিলন হয়। তথায় দর্শনাদির পর আবার উভয়েই একত্র উৎকলে ভক্তিপ্রচারের জন্য প্রত্যাগমন করেন। এবার নাগপুরের পথে উভয়ে সেগলাতে উপনীত হইলেন। এখানে বিষ্ণুদাস নামক একজন ধনী সদ্বংশে তাঁহার শিষ্য হইল। বিষ্ণুদাস রসময়দাস নামে খ্যাত হইলেন। তথা হইতে উভয়েই রোহিণীতে আগমন করিয়া হরিনামের তরঙ্গ তুলিলেন, চারিদিকে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর শ্যামানন্দদ্বারা শ্রীগোপীবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। যে গ্রামে শ্রীগোপীবল্লভ বিগ্রহ সংস্থাপিত, শ্যামানন্দ সেই গ্রাম খানিকে গোপীবল্লভপুর নামে অভিহিত করেন। রসিকানন্দের পত্নী শ্যামা দাসীর উপরে এই পাটের সেবার ভার অর্পণ করিয়া ভক্তিধর্ম্মপ্রচারার্থ রসিকানন্দকে লইয়া শ্যামানন্দ বাহির হইলেন। যথা রসিকমঙ্গলে—

"এ গ্রামের অধিকারী শ্যামাদাসী মাতা।
সেই হৈতে সেবায় করিল নিয়োজিতা॥
উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গেতে।
নিরবধি ভ্রমি যেন জীব উদ্ধারিতে।"

এই সময় হইতে রসিকানন্দ ও শ্যামানন্দ উৎকলের উত্তরাঞ্চলে প্রেমভক্তিপ্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দ তাঁহার পরম সহায় হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দ রসিকানন্দের উপরে যে ব্রতভার অর্পণ করেন, রসিকমঙ্গলের নিম্ন লিখিত কতিপয় ছত্রে তাহা সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে

"এক দিন রসিকেরে কহে শ্যামানন্দে।
আমারে এক ভিক্ষা দেহ মনের আনন্দে॥
এই ভিক্ষা সব জীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ হরেকৃষ্ণ রাম নাম॥
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল পুকশ আদি আছে যত জন॥
সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান।
তোমা স্থানে এই ভিক্ষা মাগিনু নিদান॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধ কিবা স্ত্রীগণ॥
সবা স্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর॥"

সিদ্ধ পুরুষ শ্যামানন্দের এই মহান্ আদেশ অচিরেই অক্ষরে অক্ষরে মহাসত্যে পরিণত হইল। উৎকলের ধনী দরিদ্র মহৎ ক্ষুদ্র রাজা প্রজা বালক বৃদ্ধ সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ের স্তরে স্তরে হরিনামের মহাবন্যা প্রবেশ করিল, সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অচিরেই শ্যামানন্দের জীবনব্রত সংপূর্ণ হইয়া উঠিল। চারিদিকে হরিনামের কল্লোল উত্থিত হইতে লাগিল, প্রেমভক্তির তরঙ্গপ্রবাহে সমস্ত উৎকল আকুলিত হইয়া উঠিল। শ্যামানন্দ উৎকলে ও মেদিনীপুরে সহস্র সহস্র মহোৎসব করেন। এই সকল মহোৎসবের কোন কোন মহোৎসবে মুসলমানগণও যোগদান করিতেন। মেদিনীপুরের আলম্‌গঞ্জে শ্যামানন্দের শুভাগমনে এক বিশাল মহোৎসব হয়, ইহাতে মেদিনীপুরের সুবাও যোগদান করিয়াছিলেন। মুসলমান সুবেদার এই মহোৎসবের সকল ব্যয় বহন করিয়াছিলেন যথা—

"শ্যামানন্দ স্থানে কহে সেই সে যবন।
মহোৎসব কর এথা শুন মহাজন॥
সকল সম্ভার দিব কিছু নাহি দায়।
হিন্দু অধিকারী সব করিব বিদায়॥

* * *

মেদিনীপুরেতে সে আলমগঞ্জ স্থান।
তার মধ্যে মহোৎসব হইল নিধান ॥
তিন দিন তিন রাত্রি মত্ত আনন্দেতে।
সঙ্কীর্ত্তন হরিধ্বনি হৈল চারি ভিতে ॥"

এই সঙ্কীর্ত্তনানন্দের প্রভাবে মুসলমান সুবেদার শ্যামানন্দকে ভগবদবতার মনে করিয়া ভক্তি করিতেন। শ্যামানন্দ যখন যে গ্রামে প্রবেশ করিতেন, সেই গ্রামেই শত শত লোক আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন।

শ্যামানন্দ ঠাকুরের তিন পত্নী—শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গদাসী। রসিকমঙ্গলাদি গ্রন্থে ইঁহাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে।

শ্যামানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের নাম ও পাট নিম্নে লিখিত হইল—

নাম	পাট
১। কিশোর	কাশীয়াড়ী
২। উদ্ধব	
৩। পুরুষোত্তম	
৪। দামোদর	
৫। রসিক মুরারি	রোহিণী
৬। দরিয়া দামোদর	ধারেন্দা
৭। চিন্তামণি	বড় গ্রাম
৮। বলভদ্র	রাজগ্রাম
৯। জগদীশ্বর	হরিহরপুর
১০। মধুসূদন	শাঁকোয়া
১১। আনন্দানন্দ	ভোগরাই
১২। শ্যামদাসী	গোপীবল্লভপুর

রসিকমঙ্গলের প্রারম্ভে বন্দনায় এবং শেষ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লহরীতে বহুল শিষ্যের পরিচয় আছে। এই সকল শিষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়, যথা ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দাস, দ্বিজ পদ্মনাভ, দ্বিজ দামোদর, দ্বিজ সাধু শ্যামতরঙ্গী, দ্বিজ আনন্দানন্দ, দ্বিজ পুরুষোত্তম, দ্বিজ গোপাল ইত্যাদি। গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য নামক ইহার অপর একজন ব্রাহ্মণশিষ্য বঙ্গদেশে শ্যামানন্দের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

মহারাজ কৃষ্ণভঞ্জদেবও শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। যথা রসিকমঙ্গলে—

"বন্দি পুত্র শ্রীকৃষ্ণভঞ্জদেব মহারাজা।
দৃঢ় ভাবে শ্যামানন্দপদে সেবা পূজা ॥"

ফলতঃ উৎকলের উত্তরাংশ ও মেদিনীপুরের পশ্চিম দক্ষিণ অংশে শ্যামানন্দ সম্প্রদায় এক সময়ে প্রেমভক্ত দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিপুল কীর্ত্তির ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

শ্যামানন্দ জীবনের শেষ ভাগে উৎকলে ধুরিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। এক সময়ে তিনি দৈববাণীতে শুনিতে পান যে শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রস্থানের নিমিত্ত তাঁহার নামে ডাক পড়িয়াছে। এই আহ্বান শ্রবণে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া মাঠে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। তিন দিন তিন রাত্রি বৃক্ষমূলেই অবস্থান করিলেন। চিকিৎসকগণ তাহার বায়ুরোগ বলিয়া স্থির করিলেন, হেমসাগর তৈলের ব্যবস্থা হইল। তাহাতে তাঁহার বায়ু-রোগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল, তথা হইতে তিনি কাশীয়াড়ীতে গমন করেন। শ্যামানন্দ যখনই যেখানে গমন করিতেন, সেই খানেই সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গ রোল উত্থিত হইত, সেই খানেই প্রেমভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হইত। কাশীয়াড়ীতে মুসলমানগণ পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কাশীয়াড়ী হইতে শ্যামানন্দ নারায়ণগড়ে আগমন করেন। এখানে শ্যামপাল ভূঞা নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তদীয় গুরু হৃদয়চৈতন্যদেবের নির্য্যাণ সংবাদ পাইয়া ব্যাকুল হয়েন এবং শ্যামসুন্দরপুরে তাঁহার নির্য্যাণমহোৎসব সম্পন্ন করেন। অতঃপর তদীয় শিষ্য দামোদর অন্তর্হিত হন। শ্যামানন্দ তজ্জন্য গোবিন্দপুরে আরাধনা মহোৎসব করেন।

ক্রমশঃই শ্যামানন্দের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি রসিকানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই, ভক্তগণ লইয়া তুমি ভক্তি প্রচার কর, বৃন্দাবন হইতে ঘন ঘন আহ্বান আসিতেছে, আমি আর অধিক বিলম্ব করিব না। এই বলিয়া শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ডরায়ের গৃহে আসিলেন। অসুস্থদেহে চারিমাস কাল অবস্থান করেন। যথেষ্ট চিকিৎসা হইল। শ্যামানন্দ বলিলেন, তোমাদের ভ্রম, যত্ন অনর্থক, কৃষ্ণের আজ্ঞাই বলবতী হইবে। সকলে মিলিয়া মহাকীর্ত্তন আরম্ভ কর। এই সময়ে দিবানিশি কীর্ত্তনানন্দ নৃসিংহপুর হরিধ্বনিতে পুরিত হইয়া উঠিল। শ্যামানন্দ বলিলেন, আমার রোগের এই মহৌষধ। রসিকানন্দ ইহাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া শ্যামানন্দ বলিলেন—

"উৎকলে জন্মিলা যত শ্যামানন্দীগণ।
তারে লৈয়া কত দিন কর বিহরণ ॥
আমার আজ্ঞায় থাক উৎকল ভবনে।
মনেতে জানিহ সদা আছ বৃন্দাবনে ॥
কতদিন কৃষ্ণভক্তি করহ প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলা ঢলি করহ সংসার ॥"

এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া শ্যামানন্দ আপন হস্তে তিলক

পরিধান করিলেন। শ্যামানন্দ কোনও সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাপাদপদ্মে ব্যবহৃত নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই নূপুর চিহ্নই তিলক রূপে শ্যামানন্দের অঙ্গে শোভা পাইত। শ্যামানন্দ সেই তিলকচিহ্ন সযত্নে শেষ মুহূর্ত্তে ধারণ করিলেন। এখনও এই নূপুরচিহ্ন তিলকই শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের পরিচারক চিহ্ন শ্যামানন্দ ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে নির্ব্বাণ করিলেন।

রসিকমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে—

"পনরশ বায়ান্ন শকাব্দ সে প্রমাণ।
কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু করিলা প্রয়াণ॥
দেব স্নানযাত্রা পূর্ণিমার শেষে।
কৃষ্ণ প্রাতপদ তিথি আষাঢ়ে প্রবেশে॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি।
গগন মণ্ডলে প্রবেশিল জয় বাণী॥
হেনই সময়ে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিল জ্ঞান॥"

এই রূপে উৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের গৌরবরবি জীবন ব্রত সুসম্পন্ন করিয়া অস্তমিত হইলেন।

শ্যামাম্লী (স্ত্রী) শ্যামা চাসৌ অম্লী চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। নীলাম্লী।

শ্যামায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্র। ইনি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি।

শ্যামায়নি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শ্যামায়নিন্ (পুং) বৈশম্পায়নের শিষ্যসম্প্রদায়।

শ্যামালতা (স্ত্রী) কৃষ্ণশারিবা, কাল অনন্তমূল। হিন্দি দুদি, তেলেগু নালাতগ।

শ্যামবীজ (ক্লী) বৃদ্ধদারক বীজ। (রসেন্দ্রসারস°)

শ্যামাহ্বা (স্ত্রী) পিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°)

শ্যামিকা (স্ত্রী) ১ শ্যামবর্ণ। ২ মালিন্য। ৩ লোহান্তরসংসর্গ, খাদ।

"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।" (রঘু ১ অ°)

শ্যামিত (ত্রি) শ্যামবর্ণবিশিষ্ট।

"মদস্রুতিশ্যামিত গণ্ডলেখাঃ"। (কিরাত° ১৬।২)

শ্যামেয় (পুং) শ্যামের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শ্যামেক্ষু (পুং) কৃষ্ণেক্ষু, কাল আখ, চলিত কাজলা আখ।

শ্যাল (পুং) শ্যায়তে নর্ম্মার্থং প্রাপ্যতেঽসৌ ইতি শ্যৈ বাহুলকাৎ কালন্। পত্নীর ভ্রাতা, চলিত শালা। (গীতা ১।৩৪) বাকীর, শ্যালিক, শ্বশুর্য্য, আত্মবীর। (জটাধর) শালার মৃত্যু হইলে একরাত্র অশৌচ প্রতিপালন করিতে হয়।

"আচার্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুর-
শ্বশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যেষ্বেকরাত্রেণেতি।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ ভগিনীপতি।

"ভগ্নীপুত্রো ভাগিনেয়ো ভ্রাতৃপুত্রশ্চ ভ্রাতৃজঃ।
শ্যালস্তু ভগিনীকান্তঃ পত্ন্যাশ্চ ভ্রাতা এব চ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু°)

শ্যালক (পুং) শ্যাল এব স্বার্থে কন্। শ্যাল। (শব্দরত্না°)

"পত্নীভ্রাতা শ্যালকশ্চ পত্নীভগ্নী চ শ্যালিকা।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

শ্যালকী [লিকা] (স্ত্রী) পত্নীর ভগিনী, চলিত শালী। পর্য্যায়—শ্যালী, কেলিকুঞ্চিকা। (শব্দরত্না°)

শ্যালা (দেশজ) ১ পত্নীর ভ্রাতা। ২ শৈবাল, শেওলা।

শ্যাব (পুং) শৈ-বাহুলকাৎ বঃ। ১ কপিশ। (অমর) এই বর্ণ কৃষ্ণ ও হরিদ্রা বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। (ভরত) (ত্রি) ২ কপিশ বর্ণযুক্ত, কৃষ্ণপীতমিশ্রবর্ণবিশিষ্ট। (বৃহৎস° ৪।২৯) (পুং) শুক্লানুবিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ, চলিত ফেকাশে রং। ৪ শাকাদির বর্ণ। (ভাবপ্রকাশ) ৫ মন্দবিষ বৃশ্চিকভেদ। (সুশ্রুত কল্প°)

শ্যাবক (পুং) রাজর্ষি ভেদ।

"শগ্ধি যথা রুশমং শ্যাবকং কৃপমিন্দ্র প্রাবঃ স্বর্ণবং।" (ঋক্ ৮।৩।১২)

'হে ইন্দ্র রুশমং শ্যাবকং কৃপং চৈতন্নামকাংস্ত্রীন্ রাজর্ষীন্ যথা যেন প্রকারেণ প্রাবঃ প্ররক্ষঃ' (সায়ণ)

শ্যাবতা (স্ত্রী) শ্যাববর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্যাবতৈল (পুং) আম্রবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

শ্যাবদৎ (ত্রি) শ্যাবা দন্তা যস্য (বিভাষা শ্যাবারোকাভ্যাং। পা ৫।৪।১৪৪) ইতি দত্রাদেশঃ। কৃষ্ণপীতমিশ্রিত দন্তযুক্ত। (সিদ্ধান্তকৌ°)

মহাভারতের কোন কোন গ্রন্থে 'শ্যাবদ' এইরূপ দৃষ্ট হয়।

(মহাভারত ১২।৩৪।৩)

শ্যাবদন্ত [ক] শ্যাবা দন্তা যস্য (বিভাষা শ্যাবারোকাভ্যাং। পা ৫।৪।১৪৪) ইতি বিভাষয়া পক্ষে ন দত্রাদেশঃ। স্বার্থে কন্ চ। ১ স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দশনযুক্ত। ২ প্রধান দন্তদ্বয়-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দন্তবিশিষ্ট। ৩ প্রধান দন্তোপরি দন্তান্তর যুক্ত।

বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সুরাপায়ী ব্যক্তি নরক দুঃখানুভব এবং নানাবিধ তির্য্যগযোনি ভ্রমণ করিয়া যখন মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সে শ্যাবদন্তক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্‌ত্বমুত্তীর্ণানাং মানুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি যথা—কুষ্ঠাতিপাতকী। ব্রহ্মহা যক্ষ্মী। সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ। সুবর্ণহারী কুনখী। গুরুতল্পগো দুশ্চর্ম্মা।" (বিষ্ণু)

কুনখী ও শ্যাবদন্তক ব্যক্তি দ্বাদশ রাত্র পর্য্যন্ত পরাক-রূপ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রত করিলে তত্তৎ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। চান্দ্রায়ণ ব্রতের অশক্ত পক্ষে পাঁচটা ধেনু-দানের বিধান আছে।

"কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ দ্বাদশরাত্রং কৃচ্ছ্রং চরিত্বোদ্ধরেয়াতাং তদ্দন্তনখৌ ইতি। অত্র দ্বাদশরাত্রং পরাকরূপং; তত্র পঞ্চ ধেনবঃ" (বিষ্ণু)

(পুং) ৪ দন্তগত রোগ বিশেষ। দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্ত দগ্ধবৎ কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক কহে। [মুখরোগ দেখ]

শ্যাবদন্ততা (স্ত্রী) শ্যাবদন্তের ভাব বা ধর্ম্ম। (সুশ্রুত)

শ্যাবনায় (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৫১)

শ্যাবনায়ীয় (ত্রি) শ্যাবনায় ঋষিসম্বন্ধীয়।

শ্যাবনায্য (পুং) শ্যাবনায় ঋষির গোত্রাপত্য।

শ্যাবপুত্র (পুং) শ্যাবের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ।

শ্যাবপুত্র্য (পুং) শ্যাবপুত্রের গোত্রাপত্য।

শ্যাবরথ (পুং) ঋষিভেদ।

শ্যাবরথ্য (পুং) শ্যাবরথের গোত্রাপত্য।

শ্যাবল (পুং) শ্যাবলির গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১০৪)

শ্যাবলি (পুং) ঋষিভেদ।

শ্যাববর্ত্মন্ (ক্লী) বর্ত্মগত নেত্ররোগ বিশেষ, ইহাতে নেত্রবর্ত্ম অর্থাৎ চক্ষুর পাতার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ক্লেদান্বিত শ্যাববর্ণ শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে দাহ ও কণ্ডূয়ন থাকে। (সুশ্রুত উত্তরস্থান ৩ অঃ) [নেত্ররোগ দেখ]

শ্যাবাশ্ব (পুং) ১ ঋষিভেদ।

"প্র শ্যাবাশ্ব ধৃষ্ণুয়ার্চা" (ঋক্ ৫।৫২।১।

'হে শ্যাবাশ্ব এতন্নামক ঋষে' (সায়ণ)

শ্যাবাশ্বি (পুং) শ্যাবাশ্ব ঋষির গোত্রাপত্য। (ঋগ্বেদ অনুক্র°)

শ্যাবাস্য (ত্রি) শ্যাববর্ণ মুখবিশিষ্ট, যাহার মুখ ফেকাশে বর্ণযুক্ত।

শ্যাবাস্যতা (স্ত্রী) শ্যাবাস্যের ভাব বা ধর্ম্ম, শ্যাববর্ণের ন্যায় মুখের আভা হইলে তাহাকে শ্যাবাস্যতা বলা যায়।

শ্যাব্যা (স্ত্রী) রাত্রিতে উৎপন্ন তমোরাশি।

"যমক্মুয়ন্তমানয়ন্নমূরং শ্যাব্যাভ্যঃ" (ঋক ৬। ১১। ১৭)

'যমগ্নিং শ্যাব্যাভ্যঃ শ্যাবীতি রাত্রিনাম তত্র ভবাস্তমসঃ সংহতয়ঃ শ্যাব্যাঃ' (সায়ণ)

শ্যেত (পুং) শ্যৈ গতৌ (হৃশ্যাভ্যামিতন্। উণ্ ৩।৯৩) ইতি ইতন্। ১ শুক্লবর্ণ। (ত্রি) ২ শুক্লবর্ণ যুক্ত। (অমর)

শ্যেতকোলক (পুং) শ্যেতঃ কোলঃ ক্রোড়দেশো যস্য কন্। মৎস্য বিশেষ, চলিত পুঁটী মাছ।

'সফরঃ শ্যেতকোলকঃ' (হারাবলী)

শ্যেতাক্ষ (ত্রি) শ্বেতনেত্রযুক্ত।

"শ্যেতঃ শ্যেতাক্ষোঽরুণস্তে রুদ্রায়" (শুক্লযজুঃ ২৪।৩)

'শ্যেতাক্ষঃ শ্বেতনেত্রঃ।' (মহীধর)

শ্যেন (পুং) শ্যৈ গতৌ (শ্যাস্ত্যা হৃঞ্ বিত্য ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। ১ পাণ্ডুবর্ণ। (মেদিনী) ২ পক্ষী বিশেষ, সঞ্চাল, চলিত বাজপক্ষী। পর্য্যায় শশাদন, পত্রী, (অমর) কপোতারি, পত্তঙীর (শব্দরত্না°), ঘাতিপক্ষী, গ্রাহক, মারক, (জটাধর), শশাদ, ক্রব্যাদ, ক্রূর, বেগী, খগান্তক, করগ, নীল-পিচ্ছ, লম্বকর্ণ, রণপ্রিয়, রণপক্ষী, পিচ্ছলবাণ, স্থূলনীল, ভয়ঙ্কর (রাজনি°) শশঘাতক, (ভাবপ্র°) ইহার মাংসাদির গুণ প্রমেহ শব্দে দ্রষ্টব্য।

কোন স্থানে যাত্রাকালে যদি শ্যেনপক্ষী মনুষ্যের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ এবং গৃহাদিতে প্রবেশকালে তাহার বামদিক্ দিয়া গমন করে ও তত্তৎকালে শান্তভাবে স্বাভাবিক স্বর উচ্চারণ করিতে থাকে, তাহা হইলে লোকের মঙ্গল হয়। ফল দক্ষিণ, বাম বা পৃষ্ঠ ইহার যে কোন দিকে শ্যেনপক্ষী অবস্থান করিলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া জানা যায়, আর সম্মুখভাগে অবস্থিতি করিলে উহা মৃত্যুর জ্ঞাপক হয় কিন্তু যুদ্ধযাত্রাকালে যদি ঐরূপ সম্মুখস্থ দেখা যায়, তাহা হইলে ছিন্নপতাকাবিশিষ্ট জীর্ণ রথারূঢ় ব্যক্তিও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়।

"প্রদক্ষিণীকৃত্য নরং ব্রজন্তো
যাত্রাসু বামেন গতাঃ প্রবেশে।
শ্যেনাঃ প্রশস্তাঃ প্রকৃতস্বরাস্তে ॥
শান্তাঃ প্রদীপ্তা বিততস্বরাস্তে ॥
শ্যেনো নৃণাং দক্ষিণবামপৃষ্ঠ-
ভাগেষু ভাগ্যৈঃ স্থিতিমাদধাতি।
তিষ্ঠন্ পুরস্তান্মৃত্যয়ে করোতি
যুদ্ধে জয়ং ছন্নরথধ্বজস্য ॥" (বসন্তরাজ শাকুন৮ম বর্গ)

শ্যেনকপোতীয় (ত্রি) শ্যেনপক্ষী ও কপোত সম্বন্ধীয় উপাখ্যান।

শ্যেনকরণ (ক্লী) ১ শ্যেন পক্ষী যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত শীকার ধরে সেইরূপ হঠকারিতার সহিত কার্য্য করা। ২ ভিন্ন চিতায় শব দাহন।

শ্যেনগামিন্ (ত্রি) ১ দ্রুতগামী। রাক্ষসভেদ। (রাম° ৩।২৯।৩০)

শ্যেনঘণ্টা (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

শ্যেনচিৎ (পুং) শ্যেনেন চয়তি অগ্নপক্ষিণ ইতি চি-ক্বিপ্। ১ শ্যেনপক্ষীরক্ষক। শ্যেন ইব চীয়তে ইতি (কর্ম্মণ্যগ্ন্যাখ্যায়াং। পা ৩।২।৯২) ইতি চি-ক্বিপ্। ২ যজ্ঞাদির অগ্নিসংস্থাপনার্থ ইষ্টকাদি দ্বারা শ্যেনপক্ষীর আকারে প্রস্তুত বেদী প্রভৃতি।

শ্যেনচিত্র (পুং) ব্যক্তিভেদ। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

শ্যেনজিৎ (পুং) মহাভারতোক্ত ব্যক্তিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শ্যেনজীবিন্ (পুং) শ্যেনপক্ষীর ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী। ইহারা অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ ইহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ। (মনু ৩।১৬৪)

শ্যেনজূত (ত্রি) শ্যেনকর্তৃক অপহৃত।
"অপ্সু দ্রপ্‌সো বাবৃধে শ্যেনজূতো" (ঋক্ ৯৮৯।২)
'শ্যেনজূতঃ শ্যেনেনাপহৃতঃ' (সায়ণ)

শ্যেনপত্র (ক্লী) শ্যেনপক্ষ, শ্যেনপক্ষীর পালক।
(শতপথব্রা° ১২।৭।৩।২২)

শ্যেনপত্বন্ (ত্রি) দ্রুতগতি অশ্ব অথবা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্র পতনশীল।
"আ বাং রথো অশ্বিনা শ্যেনপত্বা" (ঋক্ ১।১১৮।১)
'শ্যেনপত্বা শ্যেনা ইত্যশ্বনাম শংসনীয়গমনৈরশ্বৈঃ পতন্ গচ্ছন্ যদ্বা শ্যেনঃ পক্ষী স ইব শীঘ্রং পতন্' (সায়ণ)

শ্যেনপাত (পুং) ১ শ্যেনপক্ষী। ২ শ্যেনপক্ষির দ্রুতগমন। এই অর্থে শ্যেনংপাত পদও হয়। ৩ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় গমন বা শীকার দ্বারা দিনপাত।

শ্যেনবৃহৎ (ক্লী) সামভেদ।

শ্যেনযোগ (পুং) যাগভেদ।

শ্যেনহৃত (ত্রি) শ্যেনাহৃত। [শ্যেনাহৃত দেখ]

শ্যেনাখ্য (পুং) পক্ষিভেদ (Ardea sibirica)।

শ্যেনাভৃত (ত্রি) শ্যেনপক্ষীর আকৃতিবিশিষ্ট, গায়ত্রীদ্বারা অপহৃত বা সংগৃহীত।
"সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ' (ঋক্ ১।৮০।২)
'শ্যেনরূপমাপন্নয়া পক্ষ্যাকারয়া গায়ত্র্যা দিবঃ সকাশাদাহৃতঃ।'
(সায়ণ)

শ্যেনাবপাত (পুং) শ্যেন (বাজ) বা শিক্‌রে নামক পক্ষীর গ্রহণার্থ দ্রুত পতন।

শ্যেনাশ্ব, সৈন্যম (ক্লী) সামভেদ।

শ্যেনাহত (পুং) সোমলতা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্যেনাহৃত (ত্রি) শ্যেনহৃত।

শ্যেনিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহা দুইপ্রকার। প্রথম প্রকারে প্রতি চরণে ১১টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ও ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু। দ্বিতীয়প্রকারেও প্রতিচরণে ১১টী অক্ষর আছে, তবে ইহার ১ হইতে ৬, ৮ ও ১০ বর্ণ লঘু ও অপর গুরু।

শ্যেনী (স্ত্রী) ১ শ্বেতবর্ণা। (জটাধর) ২ শ্যেনপত্নী, মাদিবাজ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে শ্যেনী ইত্যাদি কতকগুলি কন্যা জন্মে এবং সেই শ্যেনী প্রভৃতি হইতে শ্যেন, শুক, ভাসাদি খেচরগণ প্রসূত হয়।
(মার্কপু° ১০৪।৮)

শ্যেনোপদেশ (পুং) স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র চিতায় দেহ দগ্ধ করিবার বিধান বা শাস্ত্রোপদেশ।

শ্যৈ, গত। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ শ্যায়তে। লিট্ শশ্যে। লুট্ শ্যাতা। লৃট্ শ্যাস্যতে। লুঙ্ অশ্যাস্ত। লঙ্ অশ্যায়ৎ। সন্ শিশ্যাসতে। যঙ্ শাশ্যায়তে। যঙ্‌লুক শাশ্যেতি শাশ্যাতি। ণিচ্ শ্যাপয়তি, অশিশ্যপৎ।

শ্যৈত (পুং) ১ বংশোপাধিভেদ। (ক্লী) ২ সামভেদ।

শ্যৈনম্পাতা (স্ত্রী) শ্যেনপাতোঽস্যাং বর্ত্ততে ইতি ঞঃ (সাস্যাং ক্রিয়েতি ঞঃ। পা ৪।২।৫৮) ততঃ শ্যেনতিলস্য পাতে ঞে (পা ৬।৩।৭১) ইতি মুমাগমঃ। ১ মৃগয়াবিশেষ; ইহা শ্যেন পক্ষীদ্বারা করা হইয়া থাকে। ২ মৃগয়া, শীকার। (অমর)
"নভসি মহসাং ধ্বান্তধ্বাঙ্ক্ষপ্রমাপণপত্রিণা-
মিহ বিহরণৈঃ শ্যেনম্পাতাং রবেরবধারয়ন্॥"(নৈষধ ১৯।১২)

শ্যৈনিক (ত্রি) শ্যেন নামক একাহসাধ্য যাগভেদ।

শ্যৈনেয় (পুং) শ্যেন্যার অপত্য। জটায়ু।

শ্যোণা[না]ক (পুং) শ্যায়তে ইতি শ্যৈ গতৌ পিণাকাদয়শ্চেতি নিপাতনাৎ সাধু। বৃক্ষবিশেষ, চলিত শোনাগাছ। হিন্দি—সোনাপাঠা, অর্লু। মঙ্গোলিয়া—টেন্টু। উৎকল—ফণফণা। পঞ্জাব—মুলিন্। নেপাল—করুমকন্দ। তামিল—পন। সংস্কৃত পর্য্যায়—মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, শুকনাশ, ঋক্ষ, দীর্ঘবৃন্ত, কুটন্নট, শোণক, অরলু, স্যোনাক, শোণ, অবটু, দীর্ঘ-বৃন্তক, পৃথুশিম্বি, শল্লক, কটম্ভর, ময়ূরজঙ্ঘ, অরলুক, প্রিয়জীব। ইহাদের দুইপ্রকার ভেদ আছে; তন্মধ্যে শ্যোনাক নামক গুলি পৃথুশিম্বি, পীতবৃক্ষ ও প্রভূতসারবিশিষ্ট এবং ভল্লুকনামক গুলি দীর্ঘবৃন্তক ও নিঃসার। ইহাদের সাধারণ পর্য্যায়—টেন্দুক, ভূতসার, মুনিদ্রুম, ফলবৃন্তাক, পূতিপত্র, বসন্তক, মণ্ডূকবর্ণ, পীতাঙ্গ, পীতবৃক্ষ, জম্বুক, পীতপাদক, বাতারি, পীতক, শোণ, কুলট, বিরোচন, ভ্রমরেষ্ট, বহ্নিজম্ব, নেত্র, নেত্রমিতি। গ্রন্থান্তরে টেন্দুক, ফলবৃন্তাক, পীতপাদক, কুলট ও বহ্নিজম্ব স্থানে যথাক্রমে টুন্টক, ফল্গুবৃন্তাক, পীতপাদপ, কনট, ও বহ্নিজম্ব পাঠ দৃষ্ট হয়।

উভয় প্রকারেরই গুণ—তিক্ত, শীতল, ত্রিদোষঘ্ন, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অতিসার এবং সন্নিপাতজ্বরনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা দীপন, পাকে কটু, শীতল, সংগ্রাহী, তিক্ত, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, কাস ও আমনাশক। ইহার অপকফল রুক্ষ, বাতশ্লেষ্মনাশক, হৃদ্য, কষায়, মধুর, রোচক, লঘু, দীপন, গুল্ম, অর্শ ও ক্রিমিনাশক, গুরু এবং বাত-প্রকোপক। (ভাবপ্র°)

শ্যোণা[না]কপুটপাক (পুং) অতীসার রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শোণামূলের ছাল কুট্টিত ও পিণ্ডীকৃত করিয়া গাম্ভারী পত্রদ্বারা বেষ্টন ও তাহাতে মৃত্তিকা

লেপন পূর্ব্বক অঙ্গার মধ্যে পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিয়া তাহার শীতল রস মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

শ্রঙ্ক, গমন, গতি। ভ্বাদি° আত্ম° সক° সেট্। লট্ শ্রঙ্কতে লিট্ শশ্রঙ্কে। লুট্ শ্রঙ্কিতা। লুঙ্ অশ্রঙ্কিষ্ট।

শ্রঙ্গ, ১ গমন। ২ প্লুতগতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° প্লুতগত্যর্থে অক° সেট্। লট্ শ্রঙ্গতি। লিট্ শশ্রঙ্গ। লুট্ শ্রঙ্গিতা। লুঙ্ অশ্রঙ্গীৎ। লৃট্ শ্রঙ্গিষ্যতি।

শ্রণ, দান। চুরা° পরস্মৈ° সক° সেট্°। লট্ শ্রাণয়তি। লিট্ শশ্রাণয়। ণিচ্ শণয়তি, শ্রাণয়তি। (বোপদেব) লুঙ্ অশিশ্রণৎ, অশশ্রাণৎ। (পা ৭।৪।৩)

শ্রৎ, (অব্যয়) ১ সত্য। (নিঘণ্টু) ২ শ্রদ্ধা, ভক্তি।

"শ্রদস্মৈ নরো বচসে দধাতন" (শুক্লযজুঃ)

'আশীর্ব্বচনায় শ্রদ্দধাতন। শ্রদিতি সত্যনামসু (নিঘ° ৩।১০।২) পঠিতম্। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি (পা ৭।১।৪৫) মধ্যমবহুবচনস্থ তনাদেশঃ শ্রদ্ধাং কুরুত আস্তিক্যবুদ্ধিং কুরুতেত্যর্থঃ মন্ত্রকৃং আশীর্ব্বচনং ভবদ্ভিঃ শ্রদ্ধয়া ধারিতং তথৈব স্যাদিতি ভাবঃ।' (মহীধর)

এই অব্যয় শব্দ প্রায়ই 'ধা' ধাতুর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যে সময় তাহা না হয়, তখন অব্যক্তানুকরণ অব্যয় শব্দের ন্যায় ব্যবহার হয়। যথা "শ্রৎ করোতি।" (পা ৫।৪।৫৭) ৩ বিশ্বাস।

শ্রথ, ১ শৈথিল্য। ভ্বাদি° আত্ম° অক° ও সক° সেট্। লট্ শ্রন্থতে। লিট্ শশ্রন্থে। লুট্ শ্রন্থিতা। লুঙ্ অশ্রন্থিষ্ট। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। ২ বিমোচন। ৩ প্রতিহর্ষ। ৪ সন্দর্ভ। ৫ গ্রন্থন। ৬ রচনা। শ্রথ্নাতি, শ্রথীতঃ শ্রথ্নন্তি। লিঙ্ শ্রথ্নীয়াৎ। লঙ্ অশ্রথ্নাৎ। লিট্ শশ্রন্থ, শশ্রন্থতুঃ; শশ্রাথ, শ্রেথতুঃ শ্রিথিথ। উত্তমপুরুষে শশ্রাথ, শশ্রথ। লুট্ শ্রন্থিতা। লৃট্ শ্রন্থিষ্যতি। লুঙ্ অশ্রন্থীৎ, অশ্রন্থিষ্টাং। চুরা°পরস্মৈ° লট্ শ্রন্থয়তি। শ্রন্থতি। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ°। ৭ প্রযত্ন। ৮ প্রস্থান। ৯ মোক্ষণ। ১০ হিংসা। লট্ শ্রাথয়তি, শ্রথতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ°। ১১ বধ, হিংসা। লট্ শ্রথতি। ণিচ্ শ্রথয়তি।

শ্রথন (ক্লী) শ্রথ-ল্যুট্। ১ বধ। ২ যত্ন। ৩ বারম্বার হৃষ্ট হওয়া। ৪ বন্ধন। ৫ মোক্ষণ। ৬ শিথিলীকরণ, আল্‌গা করা।

শ্রথ্নান (ত্রি) শ্রম-শানচ্। শিথিলতাযুক্ত।

শ্রদ্দধান (ত্রি) শ্রদ্দধতে ইতি শ্রদ্ধ ধা-শানচ্। শ্রদ্ধাযুক্ত। (ভাগবত ১২ অঃ)

শ্রদ্ধা (স্ত্রী) শ্রদ্ধানমিতি শ্রৎ ধা (ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোহঙ্। পা৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্ টাপ্। ১ সংপ্রত্যয়। ২ স্পৃহা। (রামায়ণ ২।৩৮।২) ৩ আদর। ৪ শুদ্ধি। ৫ শাস্ত্রার্থ বা ধর্ম্মকার্য্যাদিতে দৃঢ়প্রত্যয়।

"প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।
নাস্তি হ্যশ্রদ্দধানস্থ ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্॥" (স্মৃতি)

৬ চিত্তের প্রসন্নতা। (পাতঞ্জলভাষ্য)

স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা বা চিত্তের প্রসন্নতা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার; প্রত্যেক লোকেরই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে শ্রদ্ধা অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে; কেননা জীব মাত্রই শ্রদ্ধাময়, অতএব সংসারে যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাঁহাকে তৎপ্রকৃতিক লোক বলা যায়; অর্থাৎ যাহার সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা আছে, তাহাকে সাত্ত্বিকপ্রকৃতির, যাহার রাজসী শ্রদ্ধা সে রজঃপ্রকৃতির এবং যাহার শ্রদ্ধা তামসী সে তমঃপ্রকৃতির লোক বলিয়া কথিত হয়। সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক দেবতাদির, রাজস প্রকৃতির লোক যক্ষরক্ষঃ প্রভৃতির এবং তামস প্রকৃতির লোক ভূত প্রেত ইত্যাদির যজন অর্থাৎ উপাসনার্চ্চনাদি করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করে।

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥" (গীতা ১৭)

ভগবান্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে, উপর্য্যুক্তরূপে স্ব স্ব শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া যে যাহারই উপাসনা করুক না কেন; সে যদি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বা ভক্তির সহিত তাহাদিগের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাতে ঐ ব্যক্তির আমাকেই অর্চ্চনা করা হয় বটে কিন্তু উহা বিধিপূর্ব্বক নহে বলিয়া তাহার পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না; কেন না যাহারা সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দেবগণকে উপাসনা করে তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ শ্রদ্ধা সহকারে যক্ষরক্ষোগণের অর্চ্চনা করে তাহারা তত্তদ্ ভাবাপন্ন ও যাহারা ঐ রূপে ভূত ও প্রেতগণকে আরাধনা করে তাহারা প্রেতত্ব ও ভূতত্ব প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা শুদ্ধ সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধার অনুসরণ পূর্ব্বক আমাকে (অর্থাৎ অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ বিষ্ণুকে) ভজনা করে সে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব তাহার আর কখনই পুনরাবৃত্তি ঘটে না, সে সর্ব্বদাই নিত্য সত্য অক্ষয় পরমানন্দ উপভোগ করে।

"যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্॥"(গীতা ৯)

বহ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মের সহিত শ্রদ্ধার অতি নৈকট্য

সম্বন্ধ, শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে কিছুতেই ধর্ম্মার্জ্জন হয় না। ধর্ম্ম সেই প্রধান পুরুষের ভাণ্ডারস্থ অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ; একমাত্র শ্রদ্ধা ভিন্ন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অতি কায়ক্লেশে কিংবা রাশি রাশি অর্থব্যয়ে তাঁহাকে লাভ করা যায় না; এমন কি সুরগণেরও যদি শ্রদ্ধার অভাব থাকে তাহা হইলে তাঁহারাও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকেও নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়। অতএব শ্রদ্ধাই পরমধর্ম্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, যজ্ঞ, তপঃ, হোম, স্বর্গ ও মোক্ষ, এমন কি সমস্ত জগৎই শ্রদ্ধার বশীভূত; কেননা অশ্রদ্ধার সহিত কাহারও কোন কার্য্যে সর্ব্বস্ব অথবা জীবন পর্য্যন্ত দান করিলেও কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না বা হয় না।

"শ্রদ্ধা ধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং হুতং তপঃ।
শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্ব্বমিদং জগৎ॥
সর্ব্বস্বং জীবিতং বাপি দদ্যাদশ্রদ্ধয়া যদি।
নাপ্নুয়াৎ তৎফলং কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাদানং ততো ভবেৎ॥"(বহ্নিপু°)

গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, অশ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞ, দান, তপঃ, যে কিছু করা যায়, সে সমস্তই নিতান্ত সাধুবিগর্হিত কার্য্য এবং তদ্দ্বারা ইহ বা পরকালের কোন ফলই পাওয়া যায় না।

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নেহ চ॥" (গীতা)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে দুষ্কৃতিসম্পন্ন মূঢ়ধী ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও বিধিবিবর্জ্জিত কর্ম্ম করে, অসুরগণ তাহার সেই কর্ম্মের ফল হরণ করে। আর যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে শ্রদ্ধার সহিত বিধিসঙ্গত কর্ম্ম করে, তাহার অনন্ত ফল হয়।

"বিধিহীনং ভবেদ্দুষ্টং কৃতমশ্রদ্ধয়া চ যৎ।
তদ্ধরন্ত্যসুরাস্তস্য মূঢ়স্য দুষ্কৃতাত্মনঃ॥
শ্রদ্ধাবিধিসমাযুক্তং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে নৃভিঃ।
সুবিশুদ্ধেন ভাবেন তদানন্ত্যায় কল্প্যতে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দেবল আতিথেয়াদি সংকার ও অন্যান্য যাবতীয় সৎকার্য্যানুষ্ঠান এবং লোকের প্রতি কোনরূপ ঈর্ষা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি না করাকেই শ্রদ্ধা এবং এই শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রপ্রণোদিত পাত্রে অর্থ সমর্পণকেই দান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"সৎকৃতিশ্চানসূয়া চ সদা শ্রদ্ধেতি কীর্ত্তিতা।
অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।
দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং আখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে।" (দেবল)

শ্রদ্ধা, বৈদিক যুগ প্রসিদ্ধা একজন আর্য্যরমণী। ইনি মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন। কর্দ্দম মুনির ঔরষে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। দেবহূতি ধ্রুবের পিতা রাজা উত্তানপাদের ভগিনী ও স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ছিলেন।

শ্রদ্ধাতৃ (ত্রি) শ্রৎ-ধা-তৃচ্। শ্রদ্ধাকারক।

শ্রদ্ধাতব্য (ত্রি) শ্রৎ-ধা-তব্য। শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার উপযুক্ত।

শ্রদ্ধাদেয় (ত্রি) শ্রদ্ধয়া দেয়ঃ। শ্রদ্ধা দ্বারা দেয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেয়।

শ্রদ্ধান (ক্লী) শ্রৎ-ধা-ল্যুট্। শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধামনস্ (ত্রি) শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধালু। "শ্রদ্ধামনা হবিষা ব্রহ্মণস্পতিং" (ঋক্ ২।২৬।৩) 'শ্রদ্ধামনাঃ শ্রদ্ধা মনসি যস্য তাদৃশঃ'(সায়ণ)

শ্রদ্ধামনস্যা (স্ত্রী) শ্রদ্ধাযুক্তা মনের ইচ্ছার সহিত। "শ্রদ্ধামনস্যা শৃণুতে দভীতয়ে" (ঋক্ ১০।১১৩।৯) 'শ্রদ্ধামনস্যা মনঃ শব্দাৎ ক্যচ্, শ্রদ্ধাযুক্তয়া মনস ইচ্ছয়া' (সায়ণ)

শ্রদ্ধাময় (ত্রি) শ্রদ্ধা স্বরূপে ময়ট্। শ্রদ্ধা স্বরূপ।

"সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥" (গীতা ১৭।৩)

শ্রদ্ধালু (স্ত্রী) শ্রদ্দধাতীতি শ্রৎ-ধা (স্পৃহি গৃহিপতি দয়ি নিদ্রেতি। পা ৩।২।১৫৮) ইতি আলুচ্। ১ দোহদবতী, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীদিগের যে অভিলাষ হয়, তাহাকে দোহদ কহে। (ত্রি) ২ শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

"সোঽহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস
শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতয়া।" (ভাগবত ৩।৮।১০)

শ্রদ্ধাবৎ (ত্রি) শ্রদ্ধা বিদ্যতেঽস্য শ্রদ্ধা-মতুপ্ মস্য ব। শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধালু।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" (গীতা ৪।৩৯)

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন।

"গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা" (বেদান্তসার)

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যে একান্ত বিশ্বাস তাহাকে শ্রদ্ধা কহে, যিনি গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসী হইয়া ভগবানের উপাসনা এবং সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান হইতে শান্তিসুখ অনুভব করেন।

শ্রদ্ধিন্ (ত্রি) শ্রৎ-ধা-ণিনি। শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

শ্রদ্ধিব (ত্রি) শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাযত্ন দ্বারা লভ্য। "শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি" (ঋক্ ১০.১২৫।৪) 'শ্রদ্ধিবং শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা তয়া যুক্তং শ্রদ্ধা যত্নেন লভ্যমিত্যর্থং। শ্রৎ শব্দস্য উৎসর্গবৎ বর্ত্তমানত্বাৎ উপসর্গে ঘোঃ কিরিতি কি-প্রত্যয়ঃ, মত্বর্থীয়ো বঃ। ঈদৃশং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু তে তুভ্যং বদামি' (সায়ণ) একমাত্র ব্রহ্মই শ্রদ্ধিব অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও যত্ন দ্বারা লভ্য।

শ্রদ্ধেয় (ত্রি) শ্রৎ-ধা-যৎ। শ্রদ্ধার্হ, শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রদ্ধেয়ত্ব (ক্লী) শ্রদ্ধেয়স্য ভাবঃ ত্ব। শ্রদ্ধেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা।

শ্রন্থ, ১ মোক্ষ। ২ প্রতিহর্ষ। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্রথ্নাতি। লুট্ শ্রন্থিতা। লুঙ্ অশ্রন্থীৎ।

শ্রন্থ (পুং) শ্রথ্নাতি মোচয়তি ভক্তান্ সংসারাদিতি শ্রন্থ-অচ্। ১ বিষ্ণু, যিনি ভক্তদিগকে সংসার হইতে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি প্রদান করেন, তাহাকে শ্রন্থ অর্থাৎ বিষ্ণু কহে। (ত্রিকা°) শ্রন্থ ভাবে ঘঞ্। ২ মোচন। ৩ প্রতিহর্ষণ।

শ্রন্থন (ক্লী) শ্রন্থ ভাবে ল্যুট্। সন্দর্ভ।

'সন্দর্ভো রসনা গুম্ফঃ শ্রন্থনং শ্রন্থনং সমাঃ।' (হেম)

২ মোচন। ৩ প্রতিহর্ষণ।

শ্রন্থিত (ত্রি) শ্রন্থ-ক্ত। ১ গ্রন্থিত। ২ বদ্ধ। ৩ কৃতবধ। ৫ মুক্ত। ৭ হর্ষিত।

শ্রপণ (ত্রি) সিদ্ধকরণ। আহবনীয় ও গার্হপত্যাগ্নি দ্বারা চরুরন্ধন।

শ্রপণীয় (ত্রি) রন্ধনযোগ্য, যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে।

শ্রপয়িতৃ (ত্রি) রন্ধনকারী, পাচক। দুগ্ধাদি যে জ্বাল দেয়।

শ্রপিত (ত্রি) শ্রপ-ক্ত। ১ পক্ব। ২ পাচিত। ৩ ঘৃত, দুগ্ধ। জল ভিন্ন পক্ব দ্রব্য।

'নিষ্পক্বং ক্বথিতে পক্বস্বাজ্যং ক্ষীরং পয়ঃ স্মৃতম্।

অন্যত্তু শ্রপিতং শ্রাণং সমুদন্তোদ্ধৃতে সমে॥' (জটাধর)

শ্রপিতা (স্ত্রী) শ্রপ-ক্ত-টাপ্। কাঞ্জিক।

শ্রম, শ্রমু শ্রম ধাতু ১ তপস্যা। ২ খেদ। ৩ শ্রম, ক্লান্ত। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্ ক্ত্বাবেট্, ক্ত্বা প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ শ্রাম্যতি। লিট্ শশ্রাম, শশ্রমতুঃ। লুট্ শ্রমিতা। লৃট্ শ্রমিষ্যতি। লুঙ্ অশ্রমৎ, অশ্রমতাং। সন্ শিশ্রমিষতি। যঙ্ শংশ্রম্যতে। যঙ্ লুক্ শংশ্রন্তি। ণিচ্ শ্রময়তি, লুঙ্ অশশ্রমৎ; ক্ত্বা প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়। শ্রান্ত্বা শ্রমিত্বা। প্ররি+শ্রম=পরিশ্রম। বি+শ্রম=বিশ্রাম।

শ্রম (পুং) শ্রম-ঘঞ্, নোদাত্তোপদেশস্যেতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। ১ তপস্যা। ২ খেদ। ৩ শ্রান্তি, পর্য্যায় ক্লম, ক্লেশ, পরিশ্রম, প্রয়াস, আয়াস, ব্যায়াম, ক্লমথ।

"যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।

শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াৎ যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্॥"

(ভাগবত ৫।১৯।১৪)

৪ শস্ত্রাভ্যাস, পর্য্যায় খুরলী, যোগ্য, অভ্যাস। (হেম) ৫ চিকিৎসা। (রাজনি°)

শ্রমকর (পুং) করোতীতি করঃ, শ্রমস্য করঃ। শ্রমজনক, যাহাতে পরিশ্রম হয়।

শ্রমঘ্ন (ত্রি) শ্রমং হন্তি হন-টক্। শ্রমনাশক, যাহাতে পরিশ্রম দূর হয়।

শ্রমচ্ছিদ্ (ত্রি) শ্রমং ছিনত্তি ছিদ-ক্বিপ্। শ্রমনাশক, পরিশ্রমছেদক।

শ্রমজল (ক্লী) শ্রমস্য জলং। শ্রম জন্য জল, ঘর্ম্ম, স্বেদ।

শ্রমণ (পুং) শ্রম্যেতি তপস্যতীতি শ্রম-ল্যু। ১ বৌদ্ধ যতিবিশেষ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তপস্যা করে বলিয়া ইহাদিগকে শ্রমণ কহে। শ্রম ধাতুর অর্থ তপস্যা। ২ সাধারণ যতি। (উপনি°)

'মুক্তির্মোক্ষোঽপবর্গোঽথ মুমুক্ষুঃ শ্রমণো যতিঃ।

বাচংযমো ব্রতী সাধুরনগার ঋষির্মুনিঃ॥' (হেম)

৩ নীচকর্ম্মজীবী, নীচব্যবসায়ী। ৪ শ্রমজীবী। ৫ নীচ, ঘৃণিত, অপকৃষ্ট।

শ্রমণক (পুং) শ্রমণ স্বার্থে কন্। শ্রমণ শব্দার্থ।

শ্রমণা (স্ত্রী) শ্রমণ-টাপ্। ১ সুদর্শনা, চলিত উন্নতি পুরতি, পদ্মগুলঞ্চ। ২ মুণ্ডিরী। ৩ মাংসী, জটামাংসী। ৪ শবরীভেদ। ৫ সন্ন্যাসিনী।

শ্রমণাচার্য্য, একজন ভারতীয় রাজদূত। রোমসম্রাট্ আগাষ্টাসের সভায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬-২১ অব্দের মধ্যে তিনি উপনীত ছিলেন। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, নিকোলৌস্ ডামাসেনাস অন্তিওক-এপিডাফ্নে নগরে একজন ভারতীয় দূতের সাক্ষাৎ পান। ঐ ব্যক্তি Pandiŏn বা Pŏros নামক রাজার নিকট হইতে গ্রীকভাষায় লিখিত একখানি পত্র লইয়া সম্রাট্ আগাষ্টাসের নিকট যাইতেছিলেন। গ্রীকগ্রন্থে উহার নাম Zarmanochegas (শ্রমণাচার্য্য) ও ধাম Barygaza (ভরোচ) লিখিত আছে। হোরেশ, ফ্লোরাস ও সিউটোনিয়াস এবং হিরোণিমাস (Canon chronicon নামক গ্রন্থে) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তারাগোণাবাসী Orosius বলেন ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বে আগাষ্টাস্ সিজারের সঙ্গে এক ভারতীয় শকদূত স্পেনরাজ্যে দেখা করিয়াছিলেন। রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিই ইহার উদ্দেশ্য।

শ্রমনুদ্ (ত্রি) শ্রমং নুদতি নুদ-ক্বিপ্। শ্রমাপহারক, শ্রমনাশক।

শ্রময়ু (পুং) শ্রম কর্ত্তৃক একীভূত, যুক্ত, শ্রান্ত; পরিশ্রমযুক্ত। "শ্রময়ুবঃ পদব্যঃ" (ঋক্ ১।১৭২।২) 'শ্রময়ুবঃ হব্যবাহনস্যাভাবেন হবিষামভাবাৎ তজ্জন্যেন শ্রমেণ ক্লেশেনৈকীভূতাঃ, যু মিশ্রণে, শ্রমেণ যুয়ন্তে যু ক্বিপ্' (সায়ণ)

শ্রমবৎ (ত্রি) শ্রমো বিদ্যতেঽস্য শ্রম-মতুপ মস্য ব। শ্রমযুক্ত, শ্রমবিশিষ্ট।

শ্রমবারি (ক্লী) শ্রমজন্যং বারি জলং। পরিশ্রম জন্য ঘর্ম্ম, স্বেদজল। "ললাটবদ্ধশ্রমবারিবিন্দু' (রঘু ৭।৬৩)

শ্রমবিনয়ন (ক্লী) শ্রমস্য বিনয়নং। শ্রমাপনোদন। (ত্রি) ২ শ্রমাপনোদনকারক।

শ্রমবিনোদ (পুং) শ্রমেণ বিনোদঃ। পরিশ্রম জন্য সুখ।

"অপাধ্বনিশ্রমবিনোদমুপাগতানাং
ধত্তে শ্রিয়ং কিমুত শাশ্বতমন্দিরেষু॥" (বৃহৎস° ৫৩।৮৮)

শ্রমবিভাগ (পুং) শ্রমস্য বিভাগঃ। পরিশ্রমের বিভাগ, একটী কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কেবল এক ব্যক্তি পরিশ্রম না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহার এক এক অংশ সম্পাদিত হইলে তাহাকে শ্রমবিভাগ কহে।

শ্রমশীকর (পুং) শ্রমবারি, স্বেদজল, ঘর্ম্ম। (গীতগোবিন্দ ১২।২২)

শ্রমসাধ্য (ত্রি) পরিশ্রম দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন করা যায়।

শ্রমসিদ্ধ (ত্রি) পরিশ্রম দ্বারা নিষ্পাদিত।

শ্রমস্থান (ক্লী) ১ যে স্থানে মানব ক্লান্তিজনক কর্ম্মে লিপ্ত হয়। কর্ম্মস্থান, কারখানা। ২ সেনাদলের কাওয়াজস্থান (Drilling place)।

শ্রমাধায়িন্ (ত্রি) ১ ক্লেশদায়ক। ক্লান্তিজনক। ২ যাহা কষ্টে ঘটে।

শ্রমাম্বু (ক্লী) শ্রমজল, শ্রমবারি, ঘর্ম্ম।

শ্রমার্ত্ত (ত্রি) শ্রমকাতর, ক্লান্ত।

শ্রমিন্ (ত্রি) শ্রম ইন্ বা শ্রাম্যতি ইতি শ্রম (শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিণুন্। পা ৩।২।১৪১) ইতি ঘিণুন্। শ্রমবিশিষ্ট, শ্রমযুক্ত।

শ্রয় (পুং) শ্রি (এরচঃ। পা ৩।৩।৫৬) ইতি অচ্। আশ্রয়।

শ্রয়ণ (ক্লী) শ্রি-ল্যুট্। ১ আশ্রয়, পর্য্যায় শ্রায়। (অমর)

"তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু-
র্যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ।" (ভাগবত ৮।৯।২৮)

শ্রব (পুং) শ্রূয়তে হনেনেতি শ্রু (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। যাহা দ্বারা শ্রবণ করা যায়, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রু-ভাবে অপ্। ২ শ্রবণ, শোনা।

"সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ
রোষিতোঽস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ।" (রঘু ১১।৭১)

শ্রূয়তে ইতি কর্ম্মণি অপ্। ৩ শব্দ। (শুক্ল যজু° ১৬।৩৪)

শ্রবণ (ক্লী) শ্রূয়তেঽনেনেতি শ্রু-করণে ল্যুট্। ১ কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। সুখবোধে লিখিত আছে যে গর্ভস্থিত বালকের ছয় মাসের মধ্যে শ্রবণদ্বয়ের ছিদ্র হয়। "ষণ্মাসাভ্যন্তরে শ্রবণগোশ্ছিদ্রং ভবতি" (সুখবোধ) ২ শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয় জ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শ্রবণ কহে। চলিত শোনা।

নীতিশাস্ত্রোক্ত ধীগুণের অন্যতম। শুশ্রূষা, শ্রবণ ও গ্রহণ প্রভৃতি কয়েকটী ধীগুণপদ বাচ্য।

"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহোঽপোহোঽর্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ॥"
(কামন্দকীয় ৪।২২)

৩ যথোক্ত বিধানানুসারে শাস্ত্রোক্ত বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি মুক্তি প্রাপ্তির কারণ। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ"। হে আত্রেয়ি! আত্মা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। শাস্ত্র বাক্য কেবল শুনিলেই যে শ্রবণ করা হয়, তাহা নহে, শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করার নামই শ্রবণ। প্রথমে শ্রবণ করিতে হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা অভিহিত হইয়াছে, তাহা শুনিবে, ঐ বাক্য শুনিয়া তাহার তাৎপর্য্যাবধারণ এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে তবে তাহাকে শ্রবণ কহে; কেবল শাস্ত্র শুনিলেই তাহা শ্রবণপদ বাচ্য হইবে না। এইরূপে শ্রবণ সিদ্ধ হইলে তখন মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"
(সাংখ্যপ্র° ১।১ বিজ্ঞানভিক্ষু)

বেদান্তসারে লিখিত আছে যে ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা অশেষ বেদান্তের অদ্বিতীয় বস্তুতে তাৎপর্য্যাধারণের নাম শ্রবণ।

"ষড়্‌বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়ে বস্তুনি তাৎপর্য্যাবধারণং। লিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্ব্বতাফলার্থবাদোপপত্ত্যাখ্যানি" (বেদান্তসার) (পুং ক্লী) ৪ শ্রবণানক্ষত্র।

"অমার্কপাতে শ্রবণং যদি স্যাৎ" (স্মৃতি)

শ্রবণক (পুং) শ্রবণ স্বার্থে কন্। শ্রবণ শব্দার্থ।

শ্রবণগোচর (পুং) শ্রবণয়োর্গোচরঃ। কর্ণগোচর, শ্রবণ, শোনা।

"অগাধাসবদত্তায়াঃ শনৈঃ শ্রবণগোচরম্।"(কথাসরিৎসা° ১২।৫৫)

শ্রবণদত্ত (পুং) কোহলগোত্রীয় বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শ্রবণদ্বাদশী (স্ত্রী) শ্রবণযুক্তা দ্বাদশী। শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রশুক্লাদ্বাদশী। এই তিথি অতিশয় পুণ্যদায়িনী, এই তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। এই তিথিতে উপবাস অতিশয় ফলজনক। এই দিন বুধবার হইলে মহাফলজনক হয়। এই দিনে স্নানদানও শুভ।

"শ্রবণদ্বাদশীং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্।
একাদশী দ্বাদশী চ শ্রবণে চ সুসংযুতা॥
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা হরিপূজাদি চাক্ষয়ম্।
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ॥
উপবাসেন ভক্ষ্যেণ নৈবাদ্বাদশিকো ভবেৎ।
কাংস্যং মাষং তথা ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণং॥
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনম্।
শিলাপিষ্টং মসুরঞ্চ দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নরঃ॥
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥

সঙ্গমে সরিতঃ স্নানং বুধযুক্তা মহাফলা।
কুম্ভে সরত্নে সজলে যজেৎ স্বর্ণন্তু বামনম্॥" (গরুড়পু° ১৪১অ°)

একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণানক্ষত্র হইলে তাহাকে শ্রবণদ্বাদশী কহে। এই তিথির অপর নাম বিজয়া, এই দিনে বিষ্ণুপূজা করিলে অক্ষয় ফল হয়। পূর্ব্ব দিন একবার ভোজন করিয়া দ্বাদশীর দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশী তিথিতে কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাষ, মধু, লোভ, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, ব্যবায়, দিবাস্বপ্ন, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসুর, এই সকল দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

তিথিতত্ত্বধৃত ভবিষ্যোত্তরবচনে লিখিত আছে যে শ্রবণোপেতা দ্বাদশী তিথি সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী, এই তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে শতগুণ ফলদায়ক হয়। দ্বাদশ দ্বাদশীতে উপবাস করিলে যে ফল হয়, এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে সেই ফল হইয়া থাকে।

"দ্বাদশী শ্রবণোপেতা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ।
বুধবারসমাযুক্তা ততঃ শতগুণা ভবেৎ।
তামুপোষ্য সমাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে তিথি ও নক্ষত্রযোগে উপবাস বিহিত আছে, সেই স্থানে যতক্ষণ একের ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ উপবাস করিতে হইবে। একাদশীর দিন যদি শ্রবণানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশী দিনে পারণ করিবে। কিন্তু যে স্থলে একাদশীর উপবাসদিবসে শ্রবণানক্ষত্র না হয় এবং দ্বাদশীর দিনে শ্রবণানক্ষত্র হয়, তথায় দুইদিনই উপবাস করিবে। শাস্ত্রে আছে একটী ব্রত আরম্ভ করিয়া ঐ ব্রত সমাপন না হইলে অন্য ব্রত করিতে পারে না, অতএব একাদশীর উপবাসরূপ ব্রত করিয়া ঐ ব্রতান্তে পারণ শেষ না হইলে শ্রবণ-দ্বাদশীর উপবাস কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, উভয় উপবাসই হরির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া একটী শেষ না করিয়া অন্য ব্রত করিতে কোন দোষ ঘটে না।

যদি কেহ দুইদিন উপবাস করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে একাদশীর দিন ভোজন করিয়া শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস করিবে। এই উপবাস দ্বারাই পূর্ব্ব একাদশীর উপবাসজনিত পুণ্য হইবে। কিন্তু কদাচ দ্বাদশীকে পরিত্যাগ করিবে না।

"একাদশী যদা তু স্যাৎ শ্রবণেন সমন্বিতা।
বিজয়া সা তদা প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা॥
তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং তাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥"

তিথিক্ষয়েণ একাদশীক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশ্যাং পারয়েদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ দ্বাদশীমিত্যাদি। যদা ত্বেকাদশ্যাপবাসদিনে শ্রবণং নাস্তি পরদিনে দ্বাদশ্যাং তত্তদোপবাসদ্বয়মাহ ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ—

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ।

অত্র চ

অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্ ব্রতান্তরম্।

ইতি স্মৃতেঃ পারণস্যাকরণেন পূর্ব্বোপবাসা। সমাপ্তাবুপবাসান্তরারম্ভে বিধিলোপো ন ভবেদিত্যর্থঃ। হেতুমাহ উভয়োরিত্যাদি। উভয়োপবাসাসামর্থ্যে তু শ্রবণদ্বাদশ্যেবোপোষ্যা তথাচ স্মৃতিঃ—

বরমেকাদশীং ভুক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
পূর্ব্বোপবাসজং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

শ্রবণপথ (পুং) শ্রবণস্য পন্থা, ষচ্ সমাসান্তঃ। শ্রবণের পথ, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ।

শ্রবণপালি (স্ত্রী) কর্ণপালি। কাণের মুতি। (গীতগোবিন্দ ৩।১৩)

শ্রবণভট্ট, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি পদ্মাকর ভট্টের শিষ্য ও ভূরিভট্টের গুরু ছিলেন।

শ্রবণভৃত (ত্রি) শ্রবণদ্বারা ধৃত, অনুক্ষণ শুনিয়া শুনিয়া চিত্তে যাহা ধারণ করা যায়, তাহাকে শ্রবণভৃত কহে।

"অহূযুগমহং সগুণগীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্তমপবর্গগতির্মনুজৈঃ।" (ভাগবত ১০।৮৭।৪০)

'শ্রবণভৃতঃ অনুদিনং শ্রবণেন চেতসি ভৃতঃ ধৃতঃ' (স্বামী)

শ্রবণমূল (ক্লী) কর্ণমূল।

শ্রবণরুজ্ (স্ত্রী) শ্রবণপীড়া, কর্ণরোগ।

শ্রবণবিভ্রম (পুং) শ্রবণস্য বিভ্রমঃ। অন্যথা শ্রবণ, শোনার ভুল।

শ্রবণবিষয় (পুং) শ্রবণয়োর্বিষয়ঃ। শ্রবণগোচর।

শ্রবণ-বেলগোল (শ্রমণ-বেলগোলা) শ্রমণদিগের দীর্ঘিকা), মহিসুর রাজ্যের হস্সন্ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১২° ৫০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩১´ ৩১´´ পূঃ। চন্দ্রবেট্টা ও ইন্দ্রবেট্টা নামক গণ্ডশৈলদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। জৈন উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, জিনধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ছয় জন প্রধান শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে ভদ্রবাহু একতম। এই ভদ্রবাহু জিনধর্ম্ম প্রচারার্থ স্বশিষ্য সম্প্রদায়ের সহিত উজ্জয়িনী হইতে দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন। এই স্থানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ, মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজ্যসম্পদ ত্যাগান্তে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ঐ সময়ে তিনি জগদ্বাসীর হিতকামনায় জিনগুরুকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া যান। এই প্রাচীন ঘটনা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে তথাকার পর্ব্বত-

গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকও এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রচেট্টা পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩২৫° ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে গোমতেশ্বরের (গোতমেশ্বরের) একটী ৬০ফিট্ উচ্চ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মূর্ত্তির পাদপীঠে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, চামুণ্ডরায় নাম জনৈক রাজা ৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্ত্তির চারিদিকেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। ঐ সকল গুলি বহির্দ্দেশ হইতে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরটী গঙ্গা রায় নামক জনৈক ব্যক্তির কীর্ত্তি। গঙ্গা রায় হোয়শাল-বল্লাল বংশের রাজ্যকালে ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণ করান।

উক্ত মূর্ত্তিটী উলঙ্গ ও উত্তরমুখে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। মাথার চুল কোঁকড়ান এবং কাণ দুইটী বড় বড়। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত এবং পদদ্বয় পদ্মোপরি স্থাপিত। মূর্ত্তিটী সর্ব্বাবয়বে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই মূর্ত্তির গঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে করেন যে, পর্ব্বতের শিখরদেশ চাঁচিয়া ছুলিয়া ঐ মূর্ত্তি বাহির করা হইয়াছে। উহার শিল্পচাতুর্য্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, হঠাৎ দেখিবামাত্র বোধ হয় নিপুণশিল্পী যেন অল্প দিন হইল এই মূর্ত্তি কাটিয়া রাখিয়াছে। ঐ মূর্ত্তির চারি পার্শ্বেই ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা বা মন্দিরের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ঐরূপ ৭২টী মূর্ত্তি আছে।

অপরদিকের ইন্দ্রবেট্টা শৈলের পাদমূলে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত কএকখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ঐ অক্ষরগুলি প্রায় ১ ফুট লম্বা। ঐ সকল লিপি দৃষ্টে অনুমান হয় যে, একসময়ে এই স্থান জৈনদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে এখনও জৈনদিগের 'গুরু' বাস করিয়া থাকেন। টিপু সুলতান জৈন গুরুকে তাহার স্বাধিকার ও দেবমন্দিরের লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করেন।

এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। ৮৯০ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটরাজ খোট্টিগ ও ২য় কক্কের অধীনে মারসিংহ নামক একজন সামন্ত দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত। এই স্থানে প্রাপ্ত অপর একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, রাজা ৩য় কৃষ্ণ উক্ত মারসিংহকে গুজরাতবিজয়ে প্রেরণ করেন। মারসিংহ নলম্ববাড়ীর পল্লবগণকে পরাস্ত করিয়া মান্যখেট, গোনুর ও উচ্ছঙ্গীর জয় করিয়াছিলেন।

১০৫০ শকে (১১২৮খৃঃ ১০ই মার্চ্চ, রবিবার) উৎকীর্ণ একখানি সমাধি-লিপিতে লিখিত আছে যে, জৈনাচার্য্য মল্লিসেন মলধারিদেব এখানে অনশনব্রতাবলম্বন করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এখানকার অন্য একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা ১ম নরসিংহ ত্রিভুবনমল্ল বা ভুজবল-বীর হোয়শালবংশীয় রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র ছিলেন, ইনি এছলদেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার অধীনে পশ্চিম গঙ্গবংশীয় রাচমল্ল বা হুল্লমব্য এখানকার শাসন-কর্ত্তা হইয়া জৈনধর্ম্মের বিস্তারে নিযুক্ত হন। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এই স্থানের আর একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, হোয়শালবংশীয় বীরবল্লালাত্মজ ২য় নরসিংহ দেবগিরির যাদবরাজ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া দ্বারসমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যকালে মহাপ্রধান পোলাৰ হরিহর-মন্দির স্থাপন করেন। দেবমূর্ত্তির নামানুসারে ঐ স্থান হরিহর নামে খ্যাত হয়।

এখন এখানে পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই বলিলেও চলে। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের যত্নে এখানে পিত্তলের বাসনের কারবার অদ্যাপিও রক্ষিত আছে। ঐ সকল বাসনাদি ভারতের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত মন্দিরাদি এখনও সংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। জৈনধর্ম্মের ক্ষীণ স্মৃতিনিদর্শন এখানে বিদ্যমান।

শ্রবণব্যাধি (পুং) কর্ণপীড়া, কর্ণরোগ।

শ্রবণশীর্ষিকা (স্ত্রী) শ্রাবণীবৃক্ষ, মুণ্ডিরী। (রাজনি°)

শ্রবণহারিন্ (ত্রি) শ্রবণং হরতি হৃ-ণিনি। শ্রবণহরণকারী অর্থাৎ শ্রবণমনোরম, কর্ণসুখকর।

"পেপীয়তে মধুমধৌ সহ কামিনীভি-
র্জেগীয়তে শ্রবণহারিসবেণুবীণম্॥" (বৃহৎস° ১৯।১৮)

শ্রবণা (পুং স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে দ্বাবিংশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের আকৃতি শরের মত, ইহাতে তিনটী তারকা আছে, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরি।

"তারকাত্রয়মিতে শরাকৃতৌ
কেশবে গগনমধ্যবর্ত্তিনি।
মত্তবারণগতেঽস্বলগ্নতো
নির্ঝর্যুর্জমহীধ্রলিপ্সিকাঃ॥" (কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্নি°)

এই নক্ষত্রে কোন বালকের জন্ম হইলে ঐ বালক শাস্ত্রানু-রাগী, বহুমিত্র এবং সুপুত্রযুক্ত, শত্রুবিজেতা, এবং পুরাণাদি শ্রবণে অতিশয় অনুরাগী হয়।

"শাস্ত্রানুরক্তো বহুপুত্রমিত্রঃ
সৎপুত্রভক্তির্বজিতারিবর্গঃ।
চেজ্জন্মকালে শ্রবণা হি যস্য
প্রেম্ণা পুরাণশ্রবণে প্রবীণঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, শ্রবণাদি ৭টী নক্ষত্রে গৃহারম্ভ বা গৃহোপকরণ তৃণকাষ্ঠাদির সংগ্রহ করিতে নাই অর্থাৎ গৃহ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে নাই, করিলে অগ্নিপীড়া, ভয়, শোক প্রভৃতি হয়। এই নক্ষত্রে দক্ষিণদিকেও গমন করিতে নাই।

"ছেদনং সংগ্রহশ্চৈব কাষ্ঠাদীনাং ন কারয়েৎ।
শ্রবণাদৌ বুধঃ ষট্‌কে ন গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশম্‌॥
অগ্নিপীড়া ভয়ং শোকো রাজপীড়া ধনক্ষয়ঃ।
সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বস্বাদি পঞ্চকে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে মকর রাশি হয়। অষ্টোত্তরী মতে শ্রবণা নক্ষত্রে বৃহস্পতির দশা; কিন্তু বিংশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা হয়। (স্ত্রী) ২ মুণ্ডরিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৩ প্রপৌণ্ডরীক নামক গন্ধদ্রব্য, চলিত পুণ্ডরিয়া। (রাজনি°)

শ্রবণিকা (স্ত্রী) শ্রবণা শব্দার্থ।

শ্রবণীয় (ত্রি) শ্রু-অনীয়র্‌। শ্রবণযোগ্য, শুনিবার উপযুক্ত, শ্রবণার্হ।

শ্রবস্‌ (ক্লী) শ্রূয়তেঽনেনেতি শ্রু 'সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্‌' ইতি অসুন্‌। ১ কর্ণ। (অমর) ২ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭) ৩ ধন। (নিঘণ্টু ২।১০) ৪ যশঃ।

"শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং সর্ব্বদেহকথাশ্রয়ম্‌।" (ভাগবত ৪।১৭।৬)

৫ শব্দ। ৬ আকর্ণন, শ্রবণ। ৭ ক্ষরণ, চ্যুতি।

শ্রবস্কাম (ত্রি) ১ অন্নাভিলাষী। "গাথ শ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্কামং" (ঋক্‌ ৮।২।৩৮) 'শ্রবস্কামং শ্রবঃসু অন্নেষু হবিঃষু কামো ঽভিলাষো যস্য' (সায়ণ) ২ ধনকামী, সুখকামী।

শ্রবস্য (ক্লী) শ্রবস্‌-যৎ। শ্রবণীয়। "অকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা" (ঋক্‌ ১০।৪৪।৬) 'শ্রবস্যানি শ্রবণীয়ানি যশাংসিঃ' (সায়ণ)

শ্রবস্যা (স্ত্রী) যশঃ বা অন্নের ইচ্ছা।

"বিংশতি চ শ্রবস্যা" (ঋক্‌ ৭।১৮।১১)
'শ্রবস্যা যশস ইচ্ছয়া অন্নেচ্ছয়া বা' (সায়ণ)

শ্রবস্যু (ত্রি) অন্নেচ্ছাকারী, অন্নেচ্ছুক। "তরুষন্তঃ শ্রবস্যবঃ" (ঋক্‌ ১।১৩২।৫) 'শ্রবস্যবঃ অন্নমিচ্ছন্তো যজমানাঃ' (সায়ণ)

শ্রবায্য (পুং) শ্রু শ্রবণে (শ্রুদক্ষিস্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ। উণ্‌ ৩।৯৬) ইতি আয্য। ১ বলিযোগ্য পশু, যজ্ঞীয় পশু। (ত্রি) ২ শ্রবণীয়। "বাজোঽস্তি শ্রবায্যঃ" (ঋক্‌ ১।২৭।৮) 'শ্রবায্যঃ শ্রবণীয়ঃ' (সায়ণ)

শ্রবিষ্ঠ (ত্রি) ১ শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত। ২ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১১০)

শ্রবিষ্ঠক (পুং) ঋষিভেদ। [শ্রাবিষ্টায়ন দেখ।]

শ্রবিষ্ঠা (স্ত্রী) শ্রবণমিতি শ্রবঃ সোঽস্যা অস্তীতি মতুপ্‌, অতিশয়েন শ্রববতী ইতি ইষ্ঠন্‌, বিন্মতুপো লুগিতি মতুপো লুক্‌। ১ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। "শ্রবিষ্ঠায়াং তথা পৃষ্ঠং শালিভক্তঞ্চ দোহদে।" (বামনপু° ৭৭ অ°)

২ চিত্রকের কন্যা। (হরিবংশ) ৩ রাজাধিদেবের কন্যা। (হরিবংশ) ৪ পৈপ্পলাদ ও কৌশিকের মাতা। প্রবিষ্টা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

শ্রবিষ্ঠাজ (পুং) শ্রবিষ্ঠায়াং জায়তে ইতি জন-ড। ১ বুধগ্রহ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত।

শ্রবিষ্ঠাভূ (পুং) বুধগ্রহ।

শ্রবিষ্ঠারমণ (পুং) শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি। চন্দ্র।

শ্রবিষ্ঠীয় (ত্রি) শ্রবিষ্ঠা সম্বন্ধীয়।

শ্রবোজিৎ (ত্রি) শ্রবস্‌ জি-ক্বিপ্‌। শ্রবের জেতা।

"স্থিরং পৃতনাসু শ্রবোজিতং" (ঋক্‌ ৮।৩২।১৪)
'শ্রবোজিতং শ্রবসো জেতারং' (সায়ণ)

শ্রব্য (ত্রি) শ্রু-যৎ। শ্রোতব্য, শুনিবার যোগ্য, শ্রবণার্হ বাক্যাদি।

"যৎ শ্রুত্বা পরমেশানি শ্রব্যমন্যন্ন রোচতে।" (রাধাতন্ত্র ৯।৩)

শ্রা, ১ স্বেদ, ঘর্ম্ম। ২ পাক। অদাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্‌, পাকার্থে সক°। লট্‌ শ্রাতি। লিট্‌ শশ্রৌ। লুট শ্রাতা লৃট্‌ শ্রাস্যতি। বিধিলিঙ্‌ শ্রায়াৎ, শ্রেয়াৎ। লুঙ্‌ অশ্রাসীৎ। সন্‌ শিশ্রাসতি। যঙ্‌ শাশ্রায়তে, যঙ্‌ লুক্‌ শাশ্রাতি শাশ্রেতি। ণিচ্‌ শ্রাপয়তি, পাকার্থে ঘটাদি। শ্রপয়তি। কর্ম্মবাচ্যে অশ্রাপি অশ্রপি। ঘৃত, দুগ্ধ ও জল পাকার্থে শ্রা-ক্ত শৃত অন্যত্র শ্রাণ।

শ্রাণ (ত্রি) শ্রা-ক্ত। ১ পক্ব। (মেদিনী) ২ ঘৃত দুগ্ধ জল ভিন্ন পক্ব দ্রব্য। (জটাধর)

শ্রাণা (স্ত্রী) শ্রায়তে স্মেতি শ্রা-ক্ত। যবাগূ। (অমর)

শ্রাণিক (ত্রি) শ্রাণা নিযুক্তং দীয়তেঽস্মৈ ইতি শ্রাণা (শ্রাণা মাংসৌদনাট্টিঠন্‌। পা ৪।৪।৬৭) ইতি টিঠন্‌। শ্রাণা অর্থাৎ যবাগূ যাহাকে দেওয়া যায়।

শ্রাদ্ধ (ক্লী) শ্রদ্ধা প্রয়োজনমস্য শ্রদ্ধা-অণ্‌ (চূড়াদিভ্য উপসংখ্যানং। পা ৫।১।১১০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অণ্‌। শাস্ত্র-বিধানোক্ত পিতৃকর্ম্ম, শাস্ত্রের বিধানানুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে শ্রাদ্ধ কহে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃদিগের উদ্দেশে অন্নাদি দান।

"পিত্রুদ্দেশ্যক শ্রদ্ধয়ান্নাদি দানং। তস্য লক্ষণং—
সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্‌।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

ইতি পুলস্ত্যবচনাৎ শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দানং শ্রাদ্ধং ইতি বৈদিক-প্রয়োগাধীনযৌগিকং" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) সংস্কৃত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত যুক্ত করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বকদেওয়া হয়, এই জন্য ঐ দানরূপ কর্ম্ম শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হয়।

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ, গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, শুদ্ধ্যর্থ, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক শ্রাদ্ধ, যাত্রার্থ ও পুষ্ট্যর্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডনং।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধ্যর্থমষ্টমম্ ॥
কর্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতম্।
যাত্রার্থৈকাদশং প্রোক্তং পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতম্ ॥"

(শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বিশ্বামিত্র বচন)

ভবিষ্যপুরাণে এই সকল শ্রাদ্ধের লক্ষণ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে নিত্য শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধ বৈশ্বদেববিহীন হয়, এই শ্রাদ্ধ করিতে অশক্ত হইলে কেবল উদক দ্বারা করা আবশ্যক। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অর্থাৎ কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ। অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কামনা করিয়া যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে কাম্য, বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে পার্ব্বণ বিধানানুসারে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ, অর্ঘ্য ও পিণ্ডের 'যে সমানাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রেতের সহিত পিণ্ড ও অর্ঘ্য মিশ্রণ রূপ যে শ্রাদ্ধ তাহা সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা বা যে কোন পর্ব্বদিনে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য গোষ্ঠীতে যে শ্রাদ্ধ হয় তাহাকে গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, এই শ্রাদ্ধ শুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, দেবতাদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে দৈবিক শ্রাদ্ধ, তীর্থাদি দেশান্তর গমনকালে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ এবং শরীর ও অর্থোপচয়ের জন্য যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহা পুষ্ট্যর্থ শ্রাদ্ধ।*

শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতিবচনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধ ৫ প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। প্রতিদিন শ্রাদ্ধের নাম নিত্য শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট কাম্য, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক এবং পর্ব্ব নিমিত্ত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ এই পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধ। উক্ত দ্বাদশ প্রকার শ্রাদ্ধ। শাস্ত্রান্তরে আবার নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য ভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। সকল প্রকারের শ্রাদ্ধকেই নিত্য ও কাম্য ভেদে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। পার্ব্বণ একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ যে সকল শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হয় তাহাদিগকে নিত্য এবং অনাবশ্যক অর্থাৎ যাহা না করিতে পারিলে কোন দোষ হয় না, তাহাকে কাম্য শ্রাদ্ধ কহে।†

* "অহন্যহনি যচ্ছ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।
বৈশ্বদেববিহীনং তদশক্তাবুদকেন তু ॥
একোদ্দিষ্টন্তু যচ্ছ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে।
তদপ্যদৈবং কর্ত্তব্যমযুগ্মানাসয়েদ্দ্বিজান্ ॥
কাম্যায় তু হিতং কাম্যমভিপ্রেতার্থসিদ্ধয়ে।
পার্ব্বণেন বিধানেন তদপ্যুক্তং খগাধিপ ॥
বৃদ্ধৌ যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধং তদুচ্যতে।
সর্ব্বং প্রদক্ষিণং কার্য্যং পূর্ব্বাহ্ণে তূপবীতিনা ॥
গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।
অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ ॥
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যামেতজ্‌জ্ঞেয়ং সপিণ্ডনম্।
নিত্যেন তুল্যং শেষং স্যাদেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি ॥
অমাবস্যাং যৎ ক্রিয়তে তৎ পার্ব্বণমুদাহৃতং।
ক্রিয়তে বা পর্ব্বণি যৎ তৎ পার্ব্বণমিতি স্থিতিঃ ॥
গোষ্ঠ্যাং যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং গোষ্ঠীশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে।
বহূনাং বিদুষাং সম্পৎসুখার্থং পিতৃতৃপ্তয়ে ॥
ক্রিয়তে শুদ্ধয়ে যত্তু ব্রাহ্মণানাস্ত ভোজনম্।
শুদ্ধ্যর্থমিতি তৎ প্রোক্তং বৈনতেয়মনীষিভিঃ ॥
নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ ॥
দেবানুদ্দিশ্য যৎ শ্রাদ্ধং তদ্দৈবিকমিহোচ্যতে।
হবিষ্যেণ বিশিষ্টেন সপ্তম্যাদিষু যত্নতঃ ॥
গচ্ছন্ দেশান্তরং যত্তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্চ সর্পিষা।
যাত্রার্থমিতি তৎ প্রোক্তং প্রবেশে চ ন সংশয়ঃ ॥
শরীরোপচয়ে শ্রাদ্ধমর্থোপচয় এবচ।
পুষ্ট্যর্থমেতদ্বিজ্ঞেয়মৌপযাচিকমুচ্যতে ॥"

(শ্রাদ্ধবিবেকধৃত ভবিষ্যপুরাণ)

† "শ্রাদ্ধস্য পঞ্চবিধত্বং যথা বৃহস্পতিঃ—
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
পার্ব্বণঞ্চেতি মনুনা শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥
কূর্ম্মপুরাণে—
অহন্যহনি নিত্যং স্যাৎ কাম্যং নৈমিত্তিকং পুনঃ।
একোদ্দিষ্টঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ পার্ব্বণং।
এতৎ পঞ্চবিধং প্রোক্তং মনুনা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"
মৎস্যপুরাণে ত্রৈবিধ্যমুক্তং যথা—
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং শ্রাদ্ধমুচ্যতে।
তস্য দ্বৈবিধ্যং। বিষ্ণুনা নিত্যকাম্যরূপতয়া দ্বৈবিধ্যং বক্ষ্যতে। তত্র নিত্যপদমাবশ্যকরূপতয়া পার্ব্বণৈকোদ্দিষ্টয়োরপি পরিগ্রহার্থং। কাম্যপদং অনাবশ্যকত্বার্থং।" (শ্রাদ্ধবিবেক)

বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ধরণী বরাহদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পিতৃযজ্ঞের কি গুণ, কেনই বা তাহারা পূজিত হয় এবং প্রথমে কোন্ ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করেন, ? ইহার উত্তরে বরাহদেব বলিয়াছিলেন যে মনুবংশসম্ভূত আত্রেয় নামে এক মুনি ছিলেন, তাহার পুত্র নিমি ; এই নিমির ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র ছিল, এই পুত্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। নিমি পুত্রশোকে অতি কাতর হন। পরে তিনি এই পুত্রের উদ্দেশে নানাবিধ ফল মূল প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। এই সময় নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া নিমিকে বলেন তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহার নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ইহা কেহ জানিত না, বা আর কেহ ইহার অনুষ্ঠান করে নাই। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তিনামাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

মৃত্যুর পর পিতৃগণ প্রেত ভাবাপন্ন হইলে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের প্রেতত্ব দূর হয়। এই জন্য শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে অধিকারী অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ অশৌচান্ত দিনে প্রেতত্ব পরিহারের জন্য আদ্য শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই শ্রাদ্ধ একের উদ্দেশে হয়, এই জন্য ইহাকে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহে। ব্রাহ্মণ ১১ দিনে, ক্ষত্রিয় ১৩ দিনে, বৈশ্য ১৬ দিনে এবং শূদ্র ৩১ দিনে এই আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবেন। মানবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রেতভাবাপন্ন হন, পরে পুত্রাদি তাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ষোড়শ শ্রাদ্ধই প্রেতবিমুক্তির কারণ, অর্থাৎ প্রেতের উদ্দেশে ১৬টী শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই ১৬টী শ্রাদ্ধ যথা আদ্যৈকোদ্দিষ্ট, দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ দ্বারাই পিতৃগণ প্রেতলোক হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। অতএব এই শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্র এই সকল শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃ ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অধিকারী ক্রমে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শাস্ত্রে অধিকারী ক্রম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারিক্রম—এক জনের যদি একাধিক পুত্র থাকে তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধাধিকারী, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধ করিলে অপর পুত্রগণের তাহাতেই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রাদ্ধ করিলেও তাহাদের দানাদিকার্য্য করা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রথম জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎপরে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রপত্নী, কর্ম্মাসমর্থ পুত্রযুক্তপত্নী, কন্যা, বাগ্‌দত্তা কন্যা, দত্তকন্যা, দৌহিত্র, কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ সহোদর, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, কনিষ্ঠ সহোদরপুত্র, জ্যেষ্ঠ সহোদরপুত্র, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র, পিতামাতা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, দত্তা পৌত্রী, পৌত্রবধূ, প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্যাদি সপিণ্ড জ্ঞাতি, সমানোদক জ্ঞাতি, সগোত্র, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতৃপক্ষ, তৎসপিণ্ড, তৎসমানোদক, অসবর্ণা ভার্য্যা, অপরিণীতা স্ত্রী, শ্বশুর, জামাতা, পিতামহীভ্রাতা, শিষ্য, ঋত্বিক্, আচার্য্য, মিত্র, পিতৃমিত্র, একগ্রামবাসী, গৃহীত-বেতন ও সজাতীয়গণ এই ৪৮ জন আদ্যশ্রাদ্ধাধিকারী। এই সকল অধিকারী পর পর স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ অনেক পুত্রস্থলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে, জ্যেষ্ঠপুত্রের অভাবে কনিষ্ঠ পুত্র, এইরূপ পুত্র না থাকিলে পৌত্র, পৌত্র না থাকিয়া যদি প্রপৌত্র থাকে তাহা হইলে প্রপৌত্র শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর অধিকারী স্থির করিতে হইবে। এই অধিকার পুরুষ বিষয়ে জানিতে হইবে।

প্রেতস্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধাধিকারিক্রম—জ্যেষ্ঠ পুত্র, তদভাবে কনিষ্ঠ পুত্র, তৎপরে পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, বাগ্‌দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, পতি, স্নুষা, সপিণ্ডজ্ঞাতি, সগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, ভর্ত্তৃভাগিনেয়, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা, ভর্ত্তৃমাতুল, ভর্ত্তৃশিষ্য, পিতৃসমানোদক, পিতৃবংশীয়, মাতৃসমানোদক ও মাতৃ বংশীয় এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহারা সকলে স্ত্রীদিগের প্রেতশ্রাদ্ধাধি-কারী। পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তীর অভাব হইলে পরপরবর্ত্তিগণ অধিকারী হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে।

যিনি আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবেন, ষোড়শ শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মাসিক সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি ১৬টী শ্রাদ্ধও তাহারই করিতে হইবে ; কিন্তু যে সকল স্ত্রীর পতি ও পুত্র নাই, তাহাদের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হয় না, মাত্র মাসিকশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। আদ্য ও মাসিক শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হইয়া থাকে। (শুদ্ধিতত্ত্ব) *

---

* প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারিণঃ। তদয়ং সংক্ষেপঃ—

জ্যেষ্ঠপুত্র-কনিষ্ঠপুত্র-পৌত্রপ্রপৌত্র-অপুত্রপত্নী কর্ম্মাসমর্থপুত্রযুক্তপত্নী কন্যা বাগ্‌দত্তা দত্তকন্যা দৌহিত্র-কনিষ্ঠসহোদর-কনিষ্ঠবৈমাত্রেয়-জ্যেষ্ঠবৈমাত্রেয়-পুত্রপিতৃমাতৃপুত্রবধূপৌত্রী দত্তাপৌত্রী পুত্রবধূপ্রপৌত্রী পিতামহপিতামহী পিতৃব্যাদিসপিণ্ডসমানোদকসগোত্র-মাতামহ-মাতুল-ভাগিনেয়মাতৃপক্ষ-সপিণ্ডতৎ-সমানোদক-অসবর্ণাভার্য্যা-অপরিণীতাস্ত্রী শ্বশুরজামাতৃপিতামহীভ্রাতৃশিষ্যর্ত্বিগা-চার্য্যপিতৃমিত্রএকগ্রামবাসি-গৃহীতবেতনসজাতীয়াঃ অষ্টচত্বারিংশদ্‌প্রকারাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। স্ত্রিয়াস্তু জ্যেষ্ঠপুত্র-কনিষ্ঠপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকন্যাসমানো-

যদি কেহ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই স্থানে পরবর্ত্তী অধিকারী মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। আদ্যশ্রাদ্ধ ও মাসিক শ্রাদ্ধের কতকগুলি করিয়াও মৃত হইলে পরবর্ত্তী অধিকারী তাহার অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু জীবিত থাকিলে প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারীকেই ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। অন্য কাহারও এই শ্রাদ্ধে অধিকার নাই।

"যত্র তু কতিচিৎ শ্রাদ্ধানি কৃত্বা কশ্চিন্ম্রিয়েত তদবশিষ্টানি প্রেতশ্রাদ্ধানি তদন্তরাধিকারিণা কার্য্যাণি, নতু সর্ব্বাণি।

সপিণ্ডীকরণান্তানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।

পৃথঙ্ নৈব সুতাঃ কুর্য্যুঃ পৃথক্ দ্রব্যা হ্যপি ক্বচিৎ ॥'

ইত্যুক্তত্বাৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যাহার যে কয়দিন অশৌচ থাকে, এই অশৌচের শেষ দিনে পূরক পিণ্ড দিয়া অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। একজনের যদি ৩ দিন অশৌচ থাকে, তাহা হইলে ৪ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইবে। অশৌচসঙ্কর দ্বারা যদি অশৌচের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অশৌচাপগমদ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। এই আদ্য শ্রাদ্ধের কাল স্ব স্ব বর্ণানুযায়ী দিনগণনা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে; কিন্তু শ্রাদ্ধ করিবার কালে চান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। সকল শ্রাদ্ধেই চান্দ্র মাসের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু বিবাহাদি সংস্কারকার্য্যে ও নান্দীমুখশ্রাদ্ধে সৌরমাসের উল্লেখই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে মৃত্যু-তিথিতে একটী করিয়া মাসিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ষষ্ঠ ও দ্বাদশ মাসিকের পূর্ব্বতিথিতে প্রথম ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ বিধেয়, এইরূপে ১৪টী মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। কারণ এই, ১৬টী শ্রাদ্ধ না করিলে মৃতব্যক্তি প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মৃতব্যক্তির মৃত্যুর দিন হইতে একবৎসরের মধ্যে যদি কোন মাস মলমাস থাকে, তাহা হইলে বেশীর ভাগে একটী মাসিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং সেস্থলে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭টী শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ দ্বাদশ মাসিকের পূর্ব্বতিথিতে না হইয়া ত্রয়োদশ মাসিকের পূর্ব্বতিথিতে হইবে। যদি মৃতব্যক্তির মৃত্যুর বৎসরের মধ্যে শেষ মাস মলমাস হয়, তাহা হইলে আর মাসিক শ্রাদ্ধ বৃদ্ধি হইবে না।

মাসিক শ্রাদ্ধ মাস মাস করিতে না পারিলে একমাস অন্তর দুইটী করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে।

বিঘ্নপতিত শ্রাদ্ধকালনির্ণয়—ষোড়শ শ্রাদ্ধ কিংবা বিঘ্নহেতু সাংবৎরিক শ্রাদ্ধের কোনরূপ কালব্যত্যয় ঘটিলে কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি পতিত শ্রাদ্ধ কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যায়ও করা না হয়, তাহা হইলে তাহা পরবর্ত্তী মাসিক শ্রাদ্ধ কালে করিতে হইবে। যদি এই শ্রাদ্ধ জনন বা মরণাশৌচ রূপ বিঘ্নদ্বারা পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ অশৌচান্তদ্বিতীয় দিনে করিবে। কিন্তু রোগাদি বিঘ্নজনিত যদি উহার কালব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্রাদ্ধ কালে অথবা কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যায় ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

অশৌচান্ত দিন যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে মলমাস শেষে শুদ্ধমাসীয় কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যায় ঐ পতিত শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে মাসিক শ্রাদ্ধাদির কাল অতীত হইলেও পরবর্ত্তী শুদ্ধমাসীয় কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যাতেই বিধেয়। কিন্তু শেষ মাস মলমাস হইলে তন্মাসীয় মাসিক সপিণ্ডীকরণ মলমাসে করা যায়। মলমাসীয় মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এবং সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পতিত হইলেও মলমাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যায় বিহিত হইয়াছে।*

রক সগোত্র-পিতৃভ্রাতৃ-ভাগিনীপুত্র ভর্ত্তৃভাগিনেয়-ভ্রাতৃপুত্র-জামাতৃ-ভর্ত্তৃমাতুল-ভর্ত্তৃশিষ্য-পিতৃসমানোদক-পিতৃবংশ্যাঃ মাতৃসমানোদকমাতৃবংশ্যাদিজোত্তমাশ্চতু-র্বিংশতিপ্রকারাহপি ইতি।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

* "তথাচ লঘুহারীতঃ—

শ্রাদ্ধবিঘ্নে সমুৎপন্নে মৃতাহাবিদিতে তথা।
একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥

বিশেষত ইত্যমাবস্যাপেক্ষায়া তস্যা অপি বিঘ্নাদৌ বিধানাৎ, যথা হেমাদ্রিধৃতং ষট্‌ত্রিংশন্মতং,

মাসিকে চাব্দিকে স্বহি সংপ্রাপ্তে মৃতসূতকে।
একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥
শ্রাদ্ধবিঘ্নে সমুৎপন্নে মৃতস্যাবিদিতে তথা।
অমাবস্যাং প্রকুর্ব্বীত বদন্ত্যেকে মনীষিণঃ ॥

অত্র মৃতসূতকোপাদনাৎ ঋষ্যশৃঙ্গবচনেহশৌচপদমেতৎ পরম্। যত্বন্তরামৃতসূতকেহপ্যেকাদশ্যাং শ্রাদ্ধবিধানং তৎ

দেয়ে পিতৃণাং শ্রাদ্ধে তু অশৌচং জায়তে যদি।
তদশৌচং ব্যতীতে তু তেষাং শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥
শুচীভূতেন দাতব্যং যা তিথিঃ প্রতিপদ্যতে।
সা তিথিস্তস্য কর্ত্তব্যা নত্বন্যা বৈ কদাচন ॥

ইতি ঋষ্যশৃঙ্গবচনবিরোধাৎ অশৌচান্তদিনে মলমাসাদিরূপ-বিঘ্নান্তরেণ তদকরণে বোধ্যং। অতএব শ্রাদ্ধবিবেকে অপাট-বাদ্যশৌচাভ্যামপি পতিতমেকোদ্দিষ্টমেকাদশ্যামশৌচান্তে চ মল-মাসে ন কর্ত্তব্যং, কিন্তু মলমাসাব্যাপ্তকৃষ্ণৈকাদশ্যামেবেত্যুক্তং। যত্তু

জাতকর্ম্মাণি যৎ শ্রাদ্ধং নবশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
প্রতি সংবৎসরং শ্রাদ্ধং মলমাসেহপি তৎ স্মৃতম্ ॥
প্রতিসংবৎসরং শ্রাদ্ধমশৌচাৎ পতিতস্য যৎ।
ইতি জ্যোতির্ব্বচনদ্বয়ং তত্র পূর্ব্ববচনশেষার্দ্ধস্য—
অসংক্রান্তেহপি কর্ত্তব্যমাব্দিকং প্রথমং দ্বিজৈঃ।
ইতি লঘুহারীতবচনৈকবাক্যতয়াদ্যাধিমাসে বিষয়ত্বাৎ।

আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধস্থলে অশৌচান্তদ্বিতীয়দিন যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে মলমাসেও ঐ আদ্যশ্রাদ্ধ করা যাইবে। মলমাস বলিয়া ঐ শ্রাদ্ধের নিষেধ হইবে না।

অবিজ্ঞাত মৃতাহশ্রাদ্ধ কালনির্ণয়—কোন ব্যক্তির মৃত্যুতিথি জানিতে না পারিলে, তাহার শ্রাদ্ধ যে দিনে হইবে সেই ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে যে, যে তিথিতে মরিয়াছে, সেই তিথি না জানিয়া কেবল মাস জানা থাকিলেও সেই মাসের কৃষ্ণাএকাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়।

যদি মাস না জানিয়া কেবল তিথি জানা থাকে, তাহা হইলে আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই চারি মাসের মধ্যে যে কোন মাসের সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে।

যদি বিদেশগত মৃতব্যক্তির মাস দিন উভয়ই জানিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তদীয় প্রস্থান মাসের অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে তাহার কোন সংবাদ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে প্রস্থান দিন হইতে দ্বাদশবর্ষ পরে তাহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিতে হইবে এবং তাহার প্রস্থান-মাসই মৃত্যুমাস এবং প্রস্থান-তিথিই মৃত্যুতিথি স্থির করিয়া শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবে।*

কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যা তিথিই পতিত শ্রাদ্ধের কাল। অতএব ঐ দুই তিথিতেই সকল প্রকার পতিত শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে।

আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ না করা হইলে তাহাদের উদ্দেশে পিতৃপদ উল্লেখ হইবে না, এই সকল শ্রাদ্ধে প্রেতপদ উল্লেখ হইয়া থাকে। এই সকল প্রেত শ্রাদ্ধ করিয়া পরে তাহার উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট বা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় শ্রাদ্ধ কালের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি অর্থাৎ গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্য উপস্থিত, অপর পক্ষ, দক্ষিণায়নসংক্রান্তি, উত্তরায়ণসংক্রান্তি, কৃষ্ণসারাদি মৃগপ্রাপ্তিকাল, ব্রাহ্মণসম্পত্তিলাভকাল, মেষ-সংক্রান্তি, তুলাসংক্রান্তি ও সামান্যসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছায়া অর্থাৎ চন্দ্র মঘানক্ষত্রে বা সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে থাকিতে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ এবং যে সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়, সেই সকল কালকে শ্রাদ্ধকাল কহে। শ্রাদ্ধে নিম্নোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণই গ্রহণ করিতে হইবে, কেননা ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণসম্পদ নামে অভিহিত হইয়াছে। চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ, বেদার্থবিদ্ অর্থাৎ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকবেদের অর্থজ্ঞ, জ্যেষ্ঠসামা (যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠসাম অধ্যয়ন করিয়াছেন), যিনি যথাবিধি ত্রিমধু অর্থাৎ ঋগ্ বেদের একদেশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, ত্রিসুপর্ণ (ঋগ্ বেদ ও যজুর্ব্বেদের একদেশকে ত্রিসুপর্ণ কহে, ইহা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন), স্বস্রীয়, ঋত্বিক্, জামাতা, যাজ্য, শ্বশুর, মাতুল, ত্রিনাচিকেত, (যজুর্ব্বেদের

মলমাসমৃতানান্তু শ্রাদ্ধং যৎ প্রতিবৎসরং।
মলমাসেঽপি কর্ত্তব্যং নান্যেষান্তু কদাচন॥

ইতি কালমাধবীয়ধৃতপৈঠীনসিবচনস্য মলমাসমৃতবিষয়ত্বাৎ পরবচনেঽপি তদুভয়শ্রাদ্ধস্য শৌচপতিতস্য মলমাসাভ্যন্তরে কর্ত্তব্যতোক্তা ইত্যাদি।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "মৃতাহাবিদিতেঽপি—অবিজ্ঞাতমৃতে অমাবস্যায়াং শ্রবণ-দিবসে বা ইতি প্রচেতো বচনোক্তামাবস্যাপেক্ষয়া বিশেষতঃ ইত্যনেন কৃষ্ণৈকাদশ্যাং প্রাধান্যং প্রতীয়তে মৃতশব্দেঽত্র মৃতাহ-পরঃ। অনিশ্চিতমরণস্যৌর্দ্ধদেহিকাভাবাদিতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। মৃতাহনীত্যেব সূত্রে মৈথিলপাশ্চাত্যদাক্ষিণাত্যানাং অত্রামা-বস্যায়ামিতি গমনমাসসম্বন্ধিন্যাং। প্রবাসবাসরে জ্ঞেয়ং তন্মাসেন্দু-ক্ষয়েঽথ বা ইতি স্মরণাদিতি মিতাক্ষরা এতচ্চ মতদিনমাসয়োর-জ্ঞানে বক্ষ্যমাণবৃহস্পতিবচনাৎ। মৃতমাসে জ্ঞাতে মরণদিনাজ্ঞানে তু তদীয়ামাবস্যায়াং তথা চ হেমাদ্রিকালাদর্শনির্ণয়ামৃতনব্যবর্দ্ধমান-ধৃতবচনান বৃহস্পতিঃ—

ন জ্ঞায়তে মৃতাহশ্চেৎ প্রোষিতে সংস্থিতে সতি।
মাসশ্চেৎ প্রতিবিজ্ঞাতস্তদ্দর্শে স্যান্ম তাহনি॥

মৃতাহনীত্যত্র যৎ কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। প্রোষিত ইত্যজ্ঞান-কারণোপলক্ষণং। মাসাজ্ঞানে তিথিজ্ঞানে স এব,

যদি মাসো ন বিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতং দিনমেব চ।
তদা মার্গশীর্ষে মাসি মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ॥

কালাদর্শনির্ণয়ামৃতয়ো মার্গশীর্ষ ইত্যত্রাষাঢ়ক ইতি পাঠঃ। ভবিষ্যপুরাণং—

দিনমেব তু জানাতি মাসং নৈব তু যো নরঃ।
মার্গশীর্ষে তথা ভাদ্রে মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ॥

এষু মৃতাহাবধারণসান্নিধ্যাৎ মাসবিশেষো গ্রাহ্যঃ। মৃতদিন-মাসয়োরজ্ঞানে তু বৃহস্পতিঃ—

দিনমাসৌ ন বিজ্ঞাতৌ মরণস্য যদা পুনঃ।
প্রস্থানদিনমাসৌ তু গ্রাহ্যৌ পূর্ব্বোক্তয়া দিশা॥

পূর্ব্বোক্তয়া দিশেতি যথা মরণদিনমাসাজ্ঞানে তদ্ গ্রহণং। তয়োরেকতরাজ্ঞানে যথা ব্যবস্থাপিতং তথাত্রাপীতি তেন প্রস্থান-দিনমাসাজ্ঞানে তদ্গ্রহণং। প্রস্থানমাসমাত্রজ্ঞানে তদীয়ামা-বস্যা গ্রাহ্যা প্রস্থানতিথিজ্ঞানে তু মার্গশীর্ষাদৌ তত্তৎতিথি গ্রাহ্যা'

গতস্য ন ভবেদ্বার্ত্তা যাবদ্দ্বাদশবার্ষিকী।
প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ॥
যন্মাসি যদহর্যাতস্তন্মাসি তদহঃ ক্রিয়া।
দিনাজ্ঞানে কুহূস্তস্য আষাঢ়স্যাথবা কুহূঃ॥

এবঞ্চ মরণপ্রস্থানদিনমাসাজ্ঞানে শ্রবণদিবসস্য বিষয়ঃ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

একদেশকে ত্রিনাচিকেত কহে, যিনি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছেন), দৌহিত্র, শিষ্য, সম্বন্ধী, এবং বান্ধব, কর্ম্মনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, অগ্নিহোত্রী ও নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বাণক এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী, এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক তাহাদের সমক্ষে শ্রাদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শ্রাদ্ধে নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ যথা—কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, নেত্রহীন, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় যিনি নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন), কুনখী, শ্যাবদন্ত, ভৃতকাধ্যাপক, ক্লীব, কন্যাদূষী, অভিশস্ত, মিত্র-দ্রোহী, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, পরিবিন্দক, পরিবিত্তি, কুণ্ড ও গোলকের অন্নভোজী, অধার্ম্মিকের পুত্র, পুনর্ভূপতি, চৌর, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম নিন্দিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, ও কিতবাদি ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। এই সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে নাই।

শ্রাদ্ধচিকীর্ষু ব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রভাবে থাকিবেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণও বাক্য, মন, কায় ও কর্ম্মদ্বারা সংযত হইবেন।*

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের একমাত্র আশ্রয়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এইজন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যক। মনুতে এইরূপ লিখিত আছে যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ, এই শ্রাদ্ধ আমিষ দ্বারা করিতে হয়। দৈবকার্য্যে দুই জন ব্রাহ্মণ ও পিতৃকার্য্যে তিন জন ব্রাহ্মণ অথবা দৈবপক্ষে এক এবং পিত্রাদিপক্ষে এক এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। সম্পত্তিশালী হইলেও ইহার অপেক্ষা ব্রাহ্মণ বাহুল্য করিতে চেষ্টা করিবে না। কারণ ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলে তাহাদের সেবা, দেশকাল, শুদ্ধাশুদ্ধ এবং পাত্রাপাত্র বিচার কিছুই থাকে না, বেদপারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইতে হয়, অর্থাৎ তাহার পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ ছিল তাহা নিরূপণ করিবে, এইরূপ বংশ পরম্পরাগত বিশুদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য-বহনের তীর্থস্বরূপ। বেদানভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজনে অধিক ফল হইয়া থাকে।

অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্যকব্যে যতগুলি গ্রাস ভোজন করে, মৃত্যু হইবার পর তাহাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়, পিতৃলোকের উদ্দেশে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই নিয়োগ করিতে হয়, যে ব্রাহ্মণের পিতা মূর্খ, কিন্তু যিনি স্বয়ং বেদপারগ অথবা যিনি নিজে মূর্খ, কিন্তু পিতা বেদপারগ, তাহাকেই শ্রাদ্ধে প্রশস্ত পাত্র বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রাদ্ধকার্য্যে মিত্রতা-নিবন্ধন ভোজন করাইবে না।

বেদপারগ ব্রাহ্মণ পূজিত হইলে পিত্রাদি সপ্তপুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তি লাভ হয়। হব্যকব্য প্রদানে পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণপুত্রগণই মুখ্য কল্প বলিয়া জানিতে হইবে। এই সকল ব্রাহ্মণের অভাবে অনুকল্প বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃষ্বসা ও পিতৃষ্বসাপুত্র, বন্ধু, পুরোহিত, ও শিষ্য, ইহাদিগকে ভোজন করাইবে। নিন্দিত ব্রাহ্মণকে কখনই শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়ন-শূন্য, ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহু যাজনশীল, চিকিৎসক, প্রতিমাপরিচায়ক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী, বাণিজ্য-কারী, কুনখী, শ্যাবদন্তক, গুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিপরিত্যাগকারী, কুসীদজীবী, পশুপালক, পরিবেত্তা, ভৃতকাধ্যাপক, অর্থাৎ যিনি বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করান, ইত্যাদি নিন্দিত ব্রাহ্মণকে পৈত্র্যকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে হব্যকব্য প্রদান করিলে তাহা রাক্ষসাদিতে ভোজন করিয়া থাকে, পিতৃগণের উহাতে কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ হয় না। যে সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া অভিহিত

* "অমাবস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষো হয়নদ্বয়ম্।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তি র্বিষুবৎসূর্য্যসংক্রমঃ॥
ব্যতীপাতো গজচ্ছায়াগ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতিরুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মবিদ্ যুবা॥
বেদার্থবিদ্ জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণকঃ॥
ঋত্বিক্‌স্বস্রীয়জামাতৃযাজ্যশ্বশুরমাতুলাঃ।
ত্রিণাচিকেতদৌহিত্রশিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ॥
কর্ম্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ।
পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ॥
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ॥
ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ।
মিত্রধ্রুক পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী চ বিনিন্দকঃ॥
মাতাপিতৃগুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।
পরপূর্ব্বাপতিস্তেন কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ।
নিমন্ত্রয়ীত পূর্ব্বেদ্যু ব্রাহ্মণানাত্মবান্ শুচিঃ।
তৈশ্চাপি সংযতৈ র্ভাব্যং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।২১৭-২২৫)

হইয়াছে, সেই সকল ব্রাহ্মণকেই আমন্ত্রণ করিবে। পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবে।

শ্রাদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্বদিনে অথবা শ্রাদ্ধদিনে অন্ততঃ তিনটী পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে। ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধাহোরাত্র পর্য্যন্ত স্ত্রীনিবৃত্তি ও যথানিয়মানুষ্ঠানবান্ হইবেন, এবং জপাদি সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত বেদ্ অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহাকেও এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইলে পিতৃগণ ঐ ব্রাহ্মণদিগের শরীরে অনুপ্রবেশ করেন, তাঁহারা যথায় গমন করেন, পিতৃগণও সেই স্থানে গমন করেন। তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলে পিতৃগণও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

দৈব ও পিতৃকার্য্যে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রিত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ কোন ক্রমে তাহার অতিক্রম করেন, অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ভোজন না করেন, অথবা ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মবান্ না হন, তাহা হইলে সেই পাপে তাহার শূকরযোনি প্রাপ্তি হয়। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগাদি করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তার যে কিছু পাপ থাকে, সে সমুদায় তাহাতে সংক্রামিত হয়, শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা এই দুই জনকেই সংযত হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে থাকিতে হয়।

(মনুসংহিতা ৩অ°)

শ্রাদ্ধকালে পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাব হইলে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বর্ত্তমানকালে তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, এই জন্য শ্রাদ্ধকালে কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া তদগ্রে শ্রাদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। প্রাদেশ প্রমাণ ৭ বা ৯ গাছি কুশা গ্রহণ করিয়া প্রণবমন্ত্রে অগ্রভাগ সার্দ্ধ দুই বার বেষ্টন করিয়া সেই অগ্রগুলিকে উর্দ্ধদিকে বিন্যস্ত করিলে কুশময় ব্রাহ্মণ হয়। এই কুশময় ব্রাহ্মণের অগ্রে শ্রাদ্ধ করিয়া পরে ঐ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে।*

শ্রাদ্ধদেশ—শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পবিত্র স্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য করিতে হয়। চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি দেবগৃহ উত্তম রূপে গোময় লেপন ও মার্জ্জনাদি দ্বারা পবিত্র হইলে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ধূলিযুক, কৃমিযুক্ত, ক্লিন্ন, সঙ্কীর্ণ, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে নাই। ম্লেচ্ছদেশে অর্থাৎ যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ নাই, তথায়ও শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নিজভূমিতে পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যদি নিজ ভূমিতে না করিয়া অপরের ভূমিতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে ভূস্বামীদিগকে অর্থাৎ যাহার ভূমি তাহার পিতৃগণকে ভোজ্যাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধেয়। পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধকালে ভূস্বামীকে ভূমির মূল্য প্রদান অথবা পিতৃগণের পূজা না করিলে তাঁহারা বলপূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য হরণ করেন। এই জন্য অগ্রে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া পরে পিতৃগণের পূজা করিবে।

গয়া, গঙ্গা, সরস্বতী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষক্ষেত্র ও পুষ্করতীর্থ, নদীতট, তীর্থ মাত্র, পর্ব্বত, পুলিন ও নির্জন স্থানে পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করেন।*

অস্বামিক স্থান অর্থাৎ নৈমিষারণ্য প্রভৃতি অটবী, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত, গঙ্গাদি তীর্থ, পুরুষোত্তমাদি ক্ষেত্র ও বারাণসী প্রভৃতি, যে সকল স্থানের নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন স্বামী নাই, সেই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ভূস্বামীর পিতৃগণের পূজা করিতে হয় না।†

---

* "ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধমুক্তং
নিধায়াথ দর্ভচয়মাসনেষু সমাহিতঃ।
ত্রৈপ্রেষানুপ্রৈষসংযুক্তং বিধানং প্রতিপাদয়েৎ॥
ইতি শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বচনাৎ—
ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥
দর্ভবটুলক্ষণমাহ—
উর্দ্ধকেশো ভবেদ্ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ॥
ইতি যাদৃগ্ ব্রহ্মা তাদৃক্ ক্রমেণ ব্রাহ্মণঃ।
সপ্তভির্নবভির্বাপি সার্দ্ধদ্বিতয়বেষ্টিতঃ।
প্রণবেনৈব মন্ত্রেণ দ্বিজং কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজম্॥
ইতি নবভিরত্র পঞ্চভিরপি কর্ম্মোপদেশিন্যাং পাঠঃ।'(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "রুক্ষং কৃমিযুতং ক্লিন্নং সঙ্কীর্ণানিষ্টগন্ধিকং।
দেশং ত্বানিষ্টশব্দঞ্চ বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
তং ম্লেচ্ছদেশং জানীয়াদার্য্যাবর্ত্তমতঃপরম্॥
শঙ্খলিখিতৌ—
নেষ্টকা-রচিতে পিতৃন্ সন্তর্পয়েৎ। (ব্রহ্মপু°)
পরকীয়গৃহে যস্তু স্বান্ পিতৃন্ তর্পয়েজ্জড়ঃ।
তদ্‌ভূমি স্বামিনস্তস্য হরন্তি পিতরো বলাৎ॥
অগ্রভাগং ততস্তেভ্যো দদ্যাৎ মূলাঞ্চ জীবতাম্॥
শ্রাদ্ধস্য পূজিতো দেশো গয়া গঙ্গা সরস্বতী।
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগশ্চ নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥
নদীতটেষু তীর্থেষু শৈলেষু পুলিনেষু চ।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেনেহ পিতামহাঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† "অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যা নদ্যস্তীর্থানি যানি চ।
সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহ নহি তেষু পরিগ্রহঃ॥
পুণ্যা ইতি বিশেষণাদটব্যো নৈমিষাদ্যাঃ পর্ব্বতাঃ হিমালয়াদ্যা

এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধকালে প্রথমে বাস্তদেবের পূজা করিতে হয়, কারণ বাস্তদেবের পূজা না করিলে শ্রাদ্ধভাগ রাক্ষসেরা হরণ করে। এই জন্য ঐ পূজা করা নিতান্ত আবশ্যক। শালগ্রাম শিলা সমক্ষে রাখিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে পিতৃগণ অতিশয় পরিতৃপ্ত হন, সুতরাং শ্রাদ্ধস্থলে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপূজা করিয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ নিবেদন করিতে হয়।*

শ্রাদ্ধবেলা-নির্ণয়—শাস্ত্রে পূর্ব্বাহ্ণে মাতৃকশ্রাদ্ধ, অপরাহ্ণে পৈতৃক শ্রাদ্ধ এবং মধ্যাহ্নে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। মাতৃক শ্রাদ্ধ শব্দে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ বুঝায়। দিবামানকে ১৫ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত, সাধারণতঃ মুহূর্ত্তের পরিমাণ দুই দণ্ড। দিবামানকে তিন ভাগ করিলে ক্রমশঃ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন ভাগ হয়। এইরূপ দিনমানকে পাঁচ ভাগ করিলে প্রাতঃকাল, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন এই পাঁচটী নাম হয়। বিবাহ ও পুত্র জন্ম জন্য বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ এবং গ্রহণ ও সংক্রান্ত্যাদি জন্য শ্রাদ্ধ ভিন্ন প্রাতঃকালে প্রথম দেড় মুহূর্ত্ত মধ্যে ও সায়াহ্নে শেষ দুই মুহূর্ত্তে এবং রাত্রিকালে অন্য কোন শ্রাদ্ধ করিবে না।

শুক্লপক্ষের তত্তৎ তিথি বিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণে করিবে, এই স্থানে পূর্ব্বাহ্ণ শব্দে সঙ্গব কালকে বুঝায়। কোন তিথি যদি দুই দিন ব্যাপিয়া সঙ্গব কাল পায় অথবা দুই দিনের মধ্যে যদি কোন দিনেই সঙ্গব কাল না পায়, তাহা হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বদিন রৌহিণান্ত গৌণপূর্ব্বাহ্ণ পাইয়া পরদিন সঙ্গবকাল না পাইলে পূর্ব্বদিনই শ্রাদ্ধ হইবে।

প্রাতঃকালই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের মুখ্যকাল। কিন্তু এই শ্রাদ্ধ দেড় মুহূর্ত্ত মধ্যে করিতে পারিবে না।

সপিণ্ডীকরণ ও কৃষ্ণপক্ষ জন্য সমুদয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং মৃতাহ জন্য ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণের সময় অপরাহ্ণ। রাত্র্যাদি ভিন্ন কালে কুতপাদিমুহূর্ত্তপঞ্চক, রৌহিণাদি মুহূর্ত্তচতুষ্টয়, দশমাদি মুহূর্ত্তত্রয় অপরাহ্ণ শ্রাদ্ধে এই কালচতুষ্টয় বিহিত ও প্রশস্ত জানিবে। আপরাহ্ণিক শ্রাদ্ধীয় তিথি উভয় দিনে পাইলে প্রশস্তমত মুখ্যকালে পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ হইবে। উভয় দিন যদি মুখ্য কাল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরদিনে শ্রাদ্ধ হইবে।*

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ মাত্রই পূর্ব্বাহ্ণকর্ত্তব্য। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে করণীয়, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অপরাহ্ণে বিধেয়। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন উভয় কালেই করিতে পারা যায়, ইহাতে বিশেষ এই যে কোন কোন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণ এবং কোন কোন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্ন কালে বিধেয়। কিন্তু সায়ংকালে কোন শ্রাদ্ধই করিতে নাই। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব তিনমুহূর্ত্ত সায়াহ্ন নামে অভিহিত; এই কালকে রাক্ষসী বেলা কহে। এই কালে সকল কর্ম্মই গর্হিত।

অমাবস্যাশ্রাদ্ধকাল—একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্তই অমাবস্যা শ্রাদ্ধের প্রধান সময়। পূর্ব্বদিন চতুর্দ্দশী যত বেলা পর্য্যন্ত থাকিবে, পরদিন অমাবস্যা তাহা হইতে অল্পকাল স্থায়ী হইলে তাহাকে ক্ষীণা অমাবস্যা কহে। চতুর্দ্দশীর সমানকালব্যাপিনী অমাবস্যা পরদিনে থাকিলে সেই অমাবস্যাকে স্তম্ভিতা কহে। পূর্ব্বদিবসীয় চতুর্দ্দশী বেলা অপেক্ষা পরদিনে অমাবস্যা অধিক কালস্থায়ী

নদ্যো গঙ্গাদ্যাস্তীর্থানি পুরুষোত্তমাদিক্ষেত্রাণি বারাণস্যাদ্যায়তনানি চ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "শ্রাদ্ধাধিকরণে যত্র নার্চ্চিতো বাস্তুদৈবতঃ।
তত্র শূন্যং ভবেৎ সর্ব্বং রক্ষো বিঘ্নাদিভির্হৃতং।
তস্মাদ্বাস্ত্বর্চ্চনং কার্য্যং সম্যক্ সম্পদমীপ্সুভিঃ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে চ যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে নৃভিঃ।
তস্য ব্রহ্মান্তিকং স্থানং তৃপ্তাশ্চ পিতরো দিবি॥
ততশ্চ শালগ্রামে বিষ্ণুং সম্পূজ্য শ্রাদ্ধীয়াগ্রং দদ্যাৎ॥"
(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "পূর্ব্বাহ্ণে মাতৃকং শ্রাদ্ধমপরাহ্ণে তু পৈতৃকং।
একোদ্দিষ্টন্তু মধ্যাহ্নে প্রাতর্ব্বৃদ্ধিনিমিত্তকম্॥
মাতৃকমন্বষ্টকা শ্রাদ্ধং। অপরাহ্ণে তু পৈতৃকং ইতি অন্বষ্টকা শুক্লপক্ষবিহিতপার্ব্বণেতরপার্ব্বণসপিণ্ডীকরণপরং।
শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্ণে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
কৃষ্ণপক্ষাপরাহ্ণে তু রৌহিণন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥
শুক্লপক্ষস্যমাত্রেণ যদ্বিহিতং মাঘপৌর্ণমাস্যাদিপার্ব্বণশ্রাদ্ধং তদেব পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তব্যং। অতএব কৃষ্ণপক্ষত্বেন বিহিতাবিহিতপার্ব্বণয়োরবিশেষেণাপরাহ্ণে কর্ত্তব্যত্বাৎ। অতো মৃতাহবিহিতপার্ব্বণসপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধয়োঃ শুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষয়োরবিশেষেণৈবাপরাহ্ণকর্ত্তব্যতা। অত্র পূর্ব্বাহ্ণপদং সঙ্গবপরং।
প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্ণস্ততঃ পরং।
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)
"মহাগুরৌ প্রেতীভূতে বৃদ্ধকর্ম্ম ন যুজ্যতে।
ইতি শূলপাণিলিখিতবচনেন—
প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য দেহস্তস্যাশুচির্ভবেৎ।
নাপি দৈবং ন বা পৈত্র্যং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥
ইতি দেবীপুরাণবচনেন চ প্রেতীভূতমাতাপিতৃকস্য সংস্কর্ত্তুঃ প্রেতীভূতমাতাপিতৃকস্য সংস্কার্য্যস্য প্রেতীভূতমাতাপিতৃকায়াঃ অনূঢ়ায়াঃ কন্যায়াশ্চ বৈদিকবর্ম্মকর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বানর্হত্বেন তৎপরীহারায় যদহবা বৃদ্ধিরাপন্নেত ইত্যনেন পূর্ব্বদিনে সপিণ্ডনং কৃত্বা পিত্রাদিঃ পরদিনে অভ্যুদয়ং নামকরণাদিকং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) [সপিণ্ডীকরণ শব্দ দ্রষ্টব্য]

হইলে তাহার নাম বর্দ্ধমানা অমাবস্যা। অমাবস্যা পূর্ব্বদিনে কিছু কম দ্বাদশ মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া পরদিনে সম্পূর্ণ একাদশ মুহূর্ত্ত কাল পাইলেও শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে অগ্রহায়ণ ও জ্যেষ্ঠ মাসের অমাবস্যাশ্রাদ্ধে উক্ত রূপ তিথি হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু সেই বৎসর যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে ঐ দুই মাসীয় অমাবস্যাশ্রাদ্ধে পূর্ব্ববৎ ক্ষীণা অমাবস্যায় করিতে হইবে। এই অমাবস্যা যদি পূর্ব্বদিন দ্বাদশ মুহূর্ত্ত পাইয়া পরদিন যদি একাদশ মুহূর্ত্তকালব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে ঋগ্‌বেদীদিগের পূর্ব্বদিন এবং যজুর্ব্বেদীদিগের পরদিন এবং সামবেদীদিগের ইচ্ছানুসারে যে কোন দিনে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। অমাবস্যা যদি উভয় দিনেই মুখ্যকাল পায়, তাহা হইলে বর্দ্ধমানা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ হইবে।

মহাগুরু নিপাতে বৃদ্ধি করিতে নাই, পুত্রের পিতা ও মাতা এবং স্ত্রীর স্বামী মহাগুরু পদবাচ্য। যত দিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন তাহাদের দেহাশৌচ থাকে, সুতরাং ঐ অশৌচ কালে দৈব বা পৈত্র্য কোন কর্ম্ম করিতে নাই। ঐ কাল মধ্যে যদি পুত্রাদির সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিয়া পরে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে। মৃতাহ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইতে পারে। এক বৎসরের পর হইলে আর অপকর্ষ করিয়া শ্রাদ্ধ হইবে না, তখন পতিত শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যায় সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইবে। কন্যাদির বিবাহ ও নাম-করণাদি সংস্কার কার্য্য জন্য অপকর্ষ শ্রাদ্ধে কার্য্যের পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধ হইবে।

দেহাশুদ্ধি থাকিলে পার্ব্বণশ্রাদ্ধেও অধিকার নাই। সপিণ্ডীকরণ হইলে তাহার পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। কালাশৌচ বলিয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ নহে।

দৈব সকল কার্য্যই পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী হইয়া করিতে হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে, ইহা দক্ষিণমুখে অবস্থিত হইয়া করাই ব্যবস্থেয়। তবে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবার কালে সামবেদীয়গণ পূর্ব্বমুখে এবং যজুর্ব্বেদীয়গণ উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া করিবেন। পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সকল বেদীয়গণেরই দক্ষিণমুখী হইয়া করা বিহিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সিদ্ধান্ন দ্বারা এবং শূদ্র আমান্ন দ্বারা করিবে। একোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পার্ব্বণ ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সকল বর্ণেরই আমান্নদ্বারা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি একোদ্দিষ্ট তিথিতে পাকপাত্রের অভাব হেতু কোন গতিকে পাক করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই দিন উপবাস করিয়া থাকিবেন। কোন বর্ণেরই মৃতাহ-তিথি বাদ দেওয়া উচিত নহে। প্রত্যেকেরই ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ তিথি বাদ দেয়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মৃতাহ-তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে দেবগণ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না, এবং মৃত্যুর পর তিনি চাণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন।*

অপুত্রা পত্নী স্বামীর মৃত্যু তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, ঐ তিথির দিন যদি তাহার রজস্বলাশৌচ হয়, তাহা হইলে ৫ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইবে। স্ত্রীগণ রজস্বলা হইলে ৪ দিনের দিন স্বামীর নিকট এবং ৫ দিনের দিন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্মে শুদ্ধ হইয়া থাকে।†

স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, অর্থাৎ ইহারা পার্ব্বণ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না, কিন্তু ইহারা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। পিতা ও মাতার মৃতাহ-তিথিতে স্ত্রীগণ পিতা ও মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। যদি তাহার ভাই না থাকে এবং কোন কারণ বশতঃ মৃতাহ-তিথিতে শ্রাদ্ধ পতিত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যাতেও ঐ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু ভ্রাতা থাকিলে যদি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে একাদশী বা অমাবস্যায় করিতে পারিবে না। সাধারণতঃ পতিত শ্রাদ্ধে তাহাদের কোন অধিকার নাই।

অপুত্রা পত্নীর পক্ষে স্বামীর একোদ্দিষ্ট অবশ্যকর্ত্তব্য। ভ্রাতা না থাকিলে পিতা ও মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধও তাহার পক্ষে অতি বিধেয়।

শ্রাদ্ধে বিহিত ও নিষিদ্ধ পুষ্প—শ্বেত পুষ্পদ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

---

* "একোদ্দিষ্টং ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন কর্ত্তব্যং ;
একোদ্দিষ্টন্তু কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়ং।
অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণম্ ॥
ইতি লঘুহারীতবচনাৎ পাকপাত্রাভাবঃ পাকসামগ্র্যভাবোপলক্ষকং তদাপি নাম শ্রাদ্ধং কিন্তু পোষণমেব শ্রাদ্ধস্থানীয়ং।
মৃতাহনি পিতরন্তু ন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমাদরাৎ।
মাতুশ্চৈব বরারোহে বৎসরান্তে মৃতাহনি।
নাহস্তস্য মহাদেবি পূজাং গৃহ্লামি নো হরিঃ ॥
মরীচিঃ—
পতিতা জ্ঞানিনো মূর্খাঃ স্ত্রিয়োঽথ ব্রহ্মচারিণঃ।
মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডালেষভিজায়তে ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† "অপুত্রা তু যদা ভার্য্যা সম্প্রাপ্তে ভর্ত্তৃবাসরে।
রজস্বলা ভবেৎ সা তু কুর্য্যাত্তৎ পঞ্চমে দিনে ॥
কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমিতি শেষঃ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

করিতে হয় ; তন্মধ্যে শ্বেত পদ্ম, জাতি প্রভৃতি সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানই অতি প্রশস্ত। উগ্রগন্ধি পুষ্প শুক্লবর্ণ হইলেও তাহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না। জবাপুষ্প এবং জবার ন্যায় রক্তবর্ণ পুষ্প, ভাণ্ডীপুষ্প, অর্কপুষ্প, পীতঝিণ্টী, উগ্রগন্ধযুক্ত পুষ্প, গন্ধহীন পুষ্প, কেতকী, করবীর, বকুল ও চম্পক এবং রক্তবর্ণ জাতি, এই সকল পুষ্প শ্রাদ্ধে নিন্দনীয়। এই পুষ্পগুলি দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, পরন্তু নিরাশ হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।‡

জাতি, মল্লিকা, কুন্দ ও যূথিকা পুষ্পই শ্রাদ্ধে বিশেষ প্রশস্ত।

শ্রাদ্ধে বিহিত নিষিদ্ধ দ্রব্য—কৃষ্ণ মাষ, তিল, যব, হৈমন্তিক ধান্য-প্রভবতণ্ডুল, শরৎ কালীন তণ্ডুল, বিল্ব, আমলক, দ্রাক্ষা, পনস, আম্রাতক, দাড়িম, কামরঙ্গ, করমর্দ্দক, অক্ষোড়, পাণিবত, খর্জ্জুর, আম্র, কশেরু, কোবিদার, তালমূলী, মৃণাল, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, কদলী, বৈকঙ্কত, নারিকেল, শৃঙ্গাটক, পরুষক, পিপ্পলী, মরিচ, পটোল, বৃহতী ফল, মধু, কর্পূর, মরিচ, সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। যে সকল দ্রব্য উপাদেয় এবং সাধারণতঃ সে সকল দ্রব্য ভোজন করা হইয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে নাই। কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকী, গ্রাম্য মহিষ-দুগ্ধ, পালঙ্কী শাক, রাজিকা এবং দ্বি-স্বিন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ চাউল এই সকল দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না।* শ্রাদ্ধে গব্য ঘৃতই বিহিত; অতএব ছাগমহিষাদির ঘৃত নিষিদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। এই নিষিদ্ধ দ্রব্য ভিন্ন যে সকল ফল মূল শাক প্রভৃতি স্বাদু ও উপাদেয়, তাহা পিতৃগণের উদ্দেশে দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রাদ্ধ দিনে বর্জ্জনীয়—শ্রাদ্ধ দিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া বিদেশযাত্রা, যুদ্ধ, নদীর পরপার গমন, পুনর্ব্বার স্নান ও ভোজন, পাশাদি ক্রীড়া, স্ত্রী সহবাস, পরশ্রাদ্ধ-ভোজন, দ্বিভোজন, পুনর্ব্বার দান, দান গ্রহণ, সায়ং সন্ধ্যা, অধ্ব-গমন অর্থাৎ এক ক্রোশের অধিক দূর গমন, এই সকল বর্জ্জন করিবেন। যদি কেহ এই সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকারীর ও পিতৃগণের নরক এবং শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বতোভাবে এই গুলি পরিহার করা কর্ত্তব্য।†

পঞ্চ পাত্র শ্রাদ্ধ—যাহাদের অমাবস্যার দিন অথবা প্রেতপক্ষে মৃত্যু হয়, তাহাদের সপিণ্ডীকরণের পর মৃতাহ তিথিতে পার্ব্বণ বিধি দ্বারা পঞ্চপাত্র শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তাহাদের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে পার্ব্বণবিধি দ্বারা শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধ দৈবপক্ষ, পিতা বা মাতা হইলে পিতৃপক্ষ, তদূর্দ্ধে তিন পুরুষ অর্থাৎ পিতার শ্রাদ্ধ হইলে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতা-মহ বা মাতার শ্রাদ্ধ হইলে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই তিনপক্ষ, সর্ব্বসমেত এই পাঁচ পক্ষের শ্রাদ্ধ পাঁচটী পাত্রে করিতে হয়; এই জন্য ইহাকে পঞ্চপাত্র শ্রাদ্ধ কহে। মুখ্য চান্দ্রভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষকে প্রেতপক্ষ কহে। অমাবস্যার দিন এবং এই প্রেত-পক্ষে প্রতিদিন পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধান আছে। এইজন্য এই তিথিতে মৃত্যু হইলে তাহাদের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট

‡ "শুক্লাঃ সুমনসো শ্রেষ্ঠাস্তথা পদ্মোৎপলানি চ।
গন্ধরূপোপপন্নানি যানি চান্যানি কৃৎস্নশঃ॥
"জবাদিকুসুমং ভাণ্ডী রূপিকা সকুরুণ্টকা।
পুষ্পাণি বর্জ্জনীয়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ॥
জবাদীত্যাদিশব্দাদেবংবিধং রক্তকুসুমং রূপিকা অর্কপুষ্পং-কুরুণ্টকঃ পীতঝিণ্টী—
উগ্রগন্ধান্যগন্ধীনি চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
পুষ্পাণি বর্জ্জনীয়ানি রক্তবর্ণানি যানি চ।
শ্রাদ্ধে জাত্যঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ মল্লিকাকুন্দযূথিকা॥
দত্ত্বাদিত্যুপক্রম্যাহ—
কেতকীং করবীরঞ্চ বকুলং চম্পকং তথা।
জাতীদর্শনমাত্রেণ নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ॥
জাতীতি রক্তজাতিবিষয়ং" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "কৃষ্ণা মাষাস্তিলাশ্চৈব শ্রেষ্ঠাঃ স্যুর্যবশালয়ঃ।
শালিহৈমন্তিকং ধান্যং তৎপ্রভবতণ্ডুলাদি।
বিল্বামলকমৃদ্বীকাপনসাম্রাতদাড়িমম্।
ভব্যং পাণিবতাক্ষোড়ং খর্জ্জুরাম্রফলানি চ।
কশেরুকোবিদারশ্চ তালকন্দং তথা বিষম্॥
তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্ম্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
দত্তেন মাসং প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাম্॥
বেত্রাঙ্কুরং কলায়ঞ্চ পটোলং সর্ষপং তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তং সুনিষণ্ণং শাকান্যাহুর্মনীষিণঃ॥
বৈকঙ্কতং নারিকেলং শৃঙ্গাটকপরুষকম্।
পিপ্পলীমরিচঞ্চৈব পটোলং বৃহতীফলম্।
এবমাদীনি চান্যানি স্বাদূনি মধুরাণি চ॥
মধুকং রামঠঞ্চৈব কর্পূরং মরিচং গুড়ং।
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি শস্তানি সৈন্ধবং ত্রপুষস্তথা॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকীগ্রাম্যমহিষদুগ্ধকং।
পলাঙ্কীং রাজিকাং শ্রাদ্ধে দ্বি-স্বিন্নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† "যাত্রা যুদ্ধং নদীপারং পুনঃস্নানং দ্বিভোজনং।
দ্যূতক্রীড়াং রতিং নার্য্যা শ্রাদ্ধং কৃত্বা চ বর্জ্জয়েৎ॥
শ্রাদ্ধং কৃত্বাং পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে চ বিহ্বলাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
বর্জ্জ্যানি কুর্ব্বতা শ্রাদ্ধং কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা।
ভোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ন শস্যতে॥
পুনর্ভোজনমধ্বানং দূতাধ্যয়নমৈথুনং।
দানং প্রতিগ্রহং সন্ধ্যাং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্ট বর্জ্জয়েৎ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

বিধি অনুসারে না হইয়া পার্ব্বণবিধি অনুসারে হইবে।* এই শ্রাদ্ধে কেবল ঔরসপুত্রেরই অধিকার আছে। কোন কোন মতে ঔরসের ন্যায় দত্তকপুত্রও ইহাতে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

পুত্র কেবল পিতামাতার এই রূপ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। অপরে একোদ্দিষ্ট বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে।

মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ—গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্র হইলে তাহাকে মঘাত্রয়োদশী কহে। এই তিথিতে পার্ব্বণ বিধি অনুসারে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য, কেননা ইহা শাস্ত্রে নিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, নিত্য শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্রাদ্ধ না করিলে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হয়।†

এই শ্রাদ্ধ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই করিবেন, সকলের করিবার অধিকার নাই।

অষ্টকা শ্রাদ্ধ—পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে যথাক্রমে পুপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবে। এই অষ্টকা শ্রাদ্ধও অবশ্যকর্ত্তব্য।‡ এই শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে করিতে হয়।

নবান্ন শ্রাদ্ধ—নূতন অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া উহার নাম নবান্ন শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ দুই প্রকার যবপাক ও ব্রীহিপাক; ধান্য পক্ক হইলে অগ্রহায়ণ মাসে যে শ্রাদ্ধ করা যায়. অর্থাৎ নূতন তণ্ডুল দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণবিধি দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে ব্রীহিপাক নবান্ন শ্রাদ্ধ কহে। যব পাকিলে সেই নূতন যবদ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে যবপাক কহে। যব ও ব্রীহি এই উভয় দ্রব্যদ্বারাই শ্রাদ্ধ করা উচিত। যব বা ব্রীহি দ্বারা নবান্ন বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ না করিলে পরে ঐ তণ্ডুল বা যব দ্বারা আর শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায় না, কারণ এই দুই দ্রব্য দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এই শ্রাদ্ধও নিত্য এবং অবশ্যকর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধ না করিলে অর্থাৎ নূতন তণ্ডুল বা যব পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত না হইলে পরে আর উহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায় না। এই শ্রাদ্ধ বিশুদ্ধ দিন দেখিয়া করিতে হয়।* [নবান্ন দেখ।]

নবোদকশ্রাদ্ধ—নববর্ষাগমে পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণ বধি অনুসারে যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে নবোদক শ্রাদ্ধ কহে। রবি আর্দ্রানক্ষত্রে গমন করিলে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমে রবি আর্দ্রানক্ষত্রে থাকেন, সুতরাং আষাঢ় মাসের প্রথমে এই শ্রাদ্ধ বিধেয়।†

গ্রহণশ্রাদ্ধ—চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ কালে পিতৃগণের উদ্দেশে পার্ব্বণ বিধি অনুসারে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে গ্রহণ-শ্রাদ্ধ কহে।

পৌর্ণমাসীশ্রাদ্ধ—মাঘ ও শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে পার্ব্বণ বিধিক্রমে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে পৌর্ণমাসী শ্রাদ্ধ কহে। এই দুই পূর্ণিমাতিথিযুক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।‡

তীর্থযাত্রাশ্রাদ্ধ—তীর্থ গমন করিতে হইলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া তীর্থে গমন করিতে হয়। তীর্থগমনের নির্দ্ধারিত দিনের দুই দিন পূর্ব্বে হবিষ্যাদি করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে, তীর্থ গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন মস্তক মুণ্ডন ও উপবাস করিবে, পরে প্রাতঃকৃত্যাদি ও ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপন ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তীর্থে গমন করিবে। কেহ কেহ বলেন, তীর্থযাত্রা নিমিত্ত পার্ব্বণ বিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধেয়। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। তীর্থগমন নিমিত্ত যেরূপ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ঐ রূপ

---

* "অমাবস্যাং ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা পুনঃ।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্ব্বণো বিধিঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† "প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং মঘাযুক্তাং ত্রয়োদশীম্।
প্রাপ্য শ্রাদ্ধং হি কর্ত্তব্যং মধুনা পায়সেন চ॥
অস্য নিত্যত্বমাহ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরং—
প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং তথা কৃষ্ণাত্রয়োদশীং।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

‡ "পত্র্যদানায় মূলে স্যুরষ্টকাস্তিস্র এব চ।
কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠা হি পূর্ব্বা চৈন্দ্রী বিভাব্যতে॥
প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া বৈশ্বদেবিকী।
আদ্যাপূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেত্তথা।
শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া স্যাদেষ দ্রব্যগতো বিধিঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

* "অমাবস্যাস্ত্রিস্রোঽষ্টকা মাঘী প্রোষ্ঠপদ্যার্দ্ধং কৃষ্ণত্রয়োদশী ব্রীহিযবপাকৌ চ—
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষ্বকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে॥
নবান্নাগমশ্রাদ্ধস্যৈব ব্রীহিযবোভয়প্রাপ্তিবিষয়কত্বেন বিধায়কং—
শরদ্বসন্তয়োঃ কেচিন্নবযজ্ঞং প্রচক্ষতে।
ধান্যপাকবশাদন্যে শ্যামাকো বনিনঃ স্মৃতঃ॥"
(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

† "নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।
পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ॥
নবোদকে বর্ষোপক্রমে আর্দ্রাস্থরবাবিতিযাবৎ"। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

‡ "পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণী চ নরোত্তম।
প্রোষ্ঠপদ্যমতীতায়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ॥"
(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তীর্থ হইতে যে দিনে প্রত্যাগত হওয়া যায়, সেই দিনেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধেয়। সেই দিন যদি শ্রাদ্ধের সময় উত্তীর্ণ করিয়া আসা হয়, তাহা হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া তৎপর দিন শ্রাদ্ধ করিতে হয়। বৃদ্ধি উপলক্ষে অর্থাৎ সংস্কারাদিকার্য্যেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু সংস্কারাদি-কার্য্যে এবং তীর্থে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন নিমিত্ত শ্রাদ্ধে প্রভেদ এই যে, সংস্কার কার্য্যে ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির পূজা করিতে হয়, কিন্তু তীর্থ শ্রাদ্ধে উহার পূজা করিতে হয় না। ইহাতে সঙ্কল্প বাক্য এইরূপ হইবে। যথা—

"অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা তীর্থযাত্রাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপষোড়শ-মাতৃকাপূজা বসোর্ধারা সম্পাতনায়ুষ্টসুক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে" তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে 'তীর্থযাত্রাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' এই পদস্থলে 'তীর্থ-প্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহপ্রবেশকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' এইরূপ বাক্য হইবে।

তীর্থে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমনে যে রূপ শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত অর্থাৎ তীর্থস্থলে গমন করিয়াই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধানানুসারে হইবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হইবে না।*

স্ত্রীগণ তীর্থে গমনাগমন অথবা তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত, ইহার কোন শ্রাদ্ধই করিতে পারিবে না, কারণ তাহাদের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। তবে তাহারা শ্রাদ্ধের অনুকল্প অর্থাৎ ভোজ্যোৎসর্গ ও দানাদি করিতে পারিবে।

তীর্থপ্রাপ্তি মাত্রই শ্রাদ্ধ করিতে হয় অর্থাৎ তীর্থে গমন করিয়া যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিন শ্রাদ্ধ করিব, এরূপ মনে করিলে হইবে না, তীর্থে উপস্থিত হওয়া মাত্রই শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। অসময়ে অর্থাৎ শ্রাদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে, যেমন সায়ং বা রাত্রিকালে যদি তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রাদ্ধ হইবে না, তৎপর দিন প্রাতে শ্রাদ্ধ করিবে।

তীর্থপ্রাপ্তিকালে পার্ব্বণ বিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধেয়। কিন্তু পার্ব্বণ বিধিতে শ্রাদ্ধ হইলেও একটু বিশেষ এই যে, ইহাতে অর্ঘ্য ও আবাহন নিষিদ্ধ। অতএব অর্ঘ্য ও আবাহন বর্জ্জন করিয়া পার্ব্বণবিধানে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। তীর্থ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিয়া ঐ পিণ্ড তীর্থে নিক্ষেপ করিতে হয়, তীর্থ ভিন্ন অন্যস্থলে শ্রাদ্ধ করিলে পিণ্ড গো, অজ, বিপ্রপ্রভৃতিকে দান অথবা জলে নিক্ষেপ করিবার বিধান আছে।

"পিণ্ডাংস্তু গোহজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
তীর্থশ্রাদ্ধে সদা পিণ্ডান্ ক্ষিপেত্তীর্থে বিচক্ষণঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

তীর্থে গমন করিয়া যদি কেহ শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যদান কর্ত্তব্য। তীর্থে শ্রাদ্ধ তর্পণ ও দানাদি অবশ্যকর্ত্তব্য। তীর্থ গমনের পূর্ব্বদিন মুণ্ডন ও উপবাসের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যদি একবার তীর্থগমন করিয়া আবার দশ মাসের মধ্যে তীর্থগমন করা হয়, তাহা হইলে মুণ্ডন ও উপবাস করিবে না।

"সংবৎসরং দ্বিমাসোনং পুনস্তীর্থং ব্রজেদ্ যদি।
মুণ্ডনঞ্চোপবাসঞ্চ ততো যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

প্রেতপক্ষীয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ প্রেত পক্ষে অর্থাৎ মুখ্য চান্দ্র

* "তীর্থযাত্রাসমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাগমেঽপি চ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিঃসমন্বিতম্॥
তীর্থযাত্রায়াং বিশেষমাহ ব্রহ্মপুরাণং—
যোষঃ কশ্চিৎ তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ
সুসংযতঃ স চ পূর্ব্বং গৃহে স্বে।
কৃতোপবাসঃ শুচির প্রমত্তঃ
সম্পূজয়েৎ ভক্তিনম্রো গণেশম্॥
দেবান্ পিতৄন্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সাধূন্
ধীমান্ প্রীণয়ন্ বিত্তশক্ত্যা প্রযত্নাৎ।
প্রত্যাগতশ্চাপি পুনস্তথৈব
দেবান্ পিতৄন্ ব্রাহ্মণান্ পূজয়েচ্চ॥
এবং কুর্ব্বতস্তস্য তীর্থাদ্যদুক্তং
ফলং তৎ স্যান্নাত্র সন্দেহ এব॥

এবং সুসংযতঃ পূর্ব্বদিনে কৃতৈকভক্তাদিনিয়মস্তদুত্তরদিনে কৃতোপবাসস্তদুত্তরদিনে গণেশং গ্রহানিষ্টদেবতাঞ্চ সংপূজ্য বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধং কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ শুভলগ্নে যাত্রাং কুর্য্যাৎ।

উপবাসদিনে মুণ্ডনমপি—
প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং পিতৃমাতৃবিয়োগতঃ।
কচানাং বপনং কার্য্যং বৃথা ন বিকচো ভবেৎ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ প্রবেশেঽপি শ্রাদ্ধকরণে তীর্থযাত্রায়ামিতি বক্তব্যং—
গচ্ছন্ দেশান্তরং যস্তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাত্তু সর্পিষা।
যাত্রার্থমিতি তৎ প্রোক্তং প্রবেশে চ ন সংশয়ঃ॥

বস্তুতস্তু তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহপ্রবেশ ইত্যেব বক্তব্যং যাত্রাপ্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহপ্রবেশয়োর্ভেদাৎ তীর্থপ্রত্যাগমনো-ত্তরলাভস্তু প্রত্যাগতশ্চাপীতি প্রাগুক্তেঃ ততঃ প্রবেশে চেতি চকারেণ শ্রাদ্ধমাত্রং সূচিতং নতু তস্য যাত্রার্থমপীতি—
অকালেঽপ্যথবা কালে তীর্থশ্রাদ্ধং তথা নরৈঃ।
প্রাপ্তৈরেব সদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং পিতৃতর্পণং॥
পিণ্ডদানন্তু তচ্ছস্তং পিতৄণাঞ্চাতিদুর্লভম্।
বিলম্বো নৈব কর্ত্তব্যো নৈব বিঘ্নং সমাচরেৎ।
শ্রাদ্ধং তত্র চ কর্ত্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্॥"
ইত্যাদি। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি ব্যাপিয়া সকলেরই করা কর্ত্তব্য। যদি এই শ্রাদ্ধ কেহ ১৫ দিন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ষষ্ঠী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত দশদিন, ইহাতে অসমর্থ হইলে একাদশী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৫ দিন, তাহাতেও অশক্ত হইলে ত্রয়োদশী হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত ইহা করা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রেত-পক্ষে শক্তাশক্ত ভেদেই উক্তরূপ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। এই পক্ষে শক্তি অনুসারে উক্ত কয়েক প্রকারের মধ্যে যেরূপ ভাবেই হউক শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে, না করিলে প্রত্যবায় হইবে। এই শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধানে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তাঙ্গিক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ—প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণানুষ্ঠানের পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ দান করিয়া তৎপরে শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে গোগ্রাস দিতে হয়।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ—পুত্রাদির সংস্কার কার্য্যে যে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তাহাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধের নামান্তর বৃদ্ধি বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। সংস্কার কার্য্য ভিন্ন বাস্তযাগ, গৃহপ্রবেশ, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, তীর্থগমন ও তীর্থপ্রত্যাগমন নিমিত্তও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে সামবেদীয়দিগের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয়দিগের এই শ্রাদ্ধে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি মুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ—যদি কেহ অশক্ততানিবন্ধন সমগ্র আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে পিণ্ডবিহীন আভ্যুদয়িক করিবে। এই শ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে অধিবাসের পর বাস্তপুরুষাদির পূজা হইতে আসন দান পর্য্যন্ত সকল কার্য্য করিবে, তৎপরে গন্ধাদি দান করিয়া অন্ন পরিবেশন হইতে 'অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং' এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডদানাদি না করিয়া পিতৃপক্ষীয় দক্ষিণান্ত হইতে অবশিষ্ট সকল কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাকে পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে। এই পিণ্ড রহিত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পুত্রমুখদর্শননিমিত্তক বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ পুত্র জন্মিলে যদি সমগ্র আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পিণ্ডরহিত এই শ্রাদ্ধ করিবে। সকল স্থলেই অসমর্থ হইলে যে এইরূপ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে শাস্ত্রের ইহা অভিপ্রায় নহে।*

শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ—পূর্ব্বোক্ত সংস্কারাদি কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বিধেয়। যিনি সমগ্র শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ তিনি পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন; ইহাতে অসমর্থ হইলে তাহার ভোজ্যোৎসর্গ করা বিধেয়। ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হইলে নিম্নোক্তরূপ বাক্য করিয়া করিতে হয়—

প্রথমে ভোজ্য অর্চ্চনাদি করিয়া 'অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (তৎপরে ঐ রূপে ষট্ পুরুষ বা ৯ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গবাসরে পুনরায় আবার ঐ সকল নামোল্লেখ করিয়া "স্বর্গকামঃ ইদং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্পসঘৃতসোপকরণভোজ্য-মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

পুত্রকন্যাদির জননাবধি বিবাহান্ত সংস্কার কার্য্যে পিতারই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে অধিকার, পুত্রাদির জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত যে কোন সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হয়, এই সকল সংস্কার কার্য্যে পিতাই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে অধিকারী। যিনি শ্রাদ্ধাধিকারী হইবেন, তিনি তাঁহারই মাতামহ পক্ষ উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। সংস্কার্য্য বালকের মাতামহ পক্ষের উল্লেখ হইবে না। ইহাতে বিশেষ এই যে পুত্রের প্রথম বিবাহে পিতাই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। কিন্তু পুত্র যদি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধে পিতা অধিকারী হইবেন না, ঐ পুত্র স্বয়ংই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে অধিকারী হইবে। এই স্থলে ঐ পুত্রের পিতার মাতামহ পক্ষের উল্লেখ না হইয়া তাহার নিজেরই মাতামহ পক্ষের উল্লেখ হইবে। পত্নীজীবিত বা মৃত বলিয়া কিছু আসে যায় না; দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ স্থলেই এই ব্যবস্থা জানিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্রের সংস্কার কার্য্যের জন্যই পিতা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবেন। পুত্রের প্রথম বিবাহ কালে তাহার সংস্কার কার্য্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় বার স্থলে পিতার অধিকার থাকিবে না। পিতা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাদ দিয়া তদূর্দ্ধ তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

---

* "পিণ্ডনির্ব্বাপণং কুর্য্যান্নবা কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কুলাচারাৎ দেশকালাদ্যপেক্ষয়া॥
অগ্নৌকরণমর্ঘ্যঞ্চাবাহনঞ্চাবনেজনম্।
পিণ্ডশ্রাদ্ধে প্রকুর্ব্বীত পিণ্ডহীনে বিবর্জ্জয়েৎ॥
দেশকালাদ্যনুরোধেন যদি পিণ্ডরহিতমাভ্যুদয়িকং ক্রিয়তে তদাগ্নৌকরণমর্ঘ্যদানাবাহনাবনেজনাদ্যন্তরতন্ত্রং নিবর্ত্তেত, ইতি পুত্রমুখদর্শননিমিত্তশ্রাদ্ধঞ্চ বক্ষ্যতে।" ইত্যাদি। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"বিবাহান্তনান্দীমুখশ্রাদ্ধে পিতুরধিকারমাহ –
স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডা নোদ্বহনাত্তেষাং তদভাবেঽপি তং ক্রমাৎ ॥
সুতসংস্কারকর্ম্মসু সুতসংস্কারজনককর্ম্মসু সুতসংস্কারগ্রহণাৎ পুত্রবিবাহান্তরে পিতা নাভ্যুদয়িকং কার্য্যং আত্মেন সংস্কারসিদ্ধৌ দ্বিতীয়াদেস্তদজনকত্বাৎ" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

উপরে যে সকল শ্রাদ্ধের কথা বলা হইল, সেই সকল শ্রাদ্ধই পার্ব্বণ, বৃদ্ধি ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। তবে উহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রাদ্ধে সামান্য একটু ইতর বিশেষ আছে। আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ ও সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ এই গুলি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। শ্রাদ্ধকালে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট, মাসিকৈকোদ্দিষ্ট, ও সাম্বৎসরিকৈকোদ্দিষ্ট ইত্যাদি রূপ বাক্য হইবে। সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল শ্রাদ্ধে পিতৃ প্রভৃতি পদ উল্লেখ না হইয়া প্রেতপদ উল্লিখিত হইবে। এই সকল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে কুশময় একটী ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া তাহার সমক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

নবান্ন, নবোদক, অষ্টকা, প্রায়শ্চিত্ত, অমাবস্যা, প্রেতপক্ষ, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে যে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তাহার নাম পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। শাস্ত্রে যে স্থলে শ্রাদ্ধ শব্দ অভিহিত হইয়াছে, তথায় পার্ব্বণশ্রাদ্ধই বুঝিতে হইবে। এই পার্ব্বণশ্রাদ্ধেও কুশনির্ম্মিত চারিটী ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সমক্ষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে হয়। এই চারিটী ব্রাহ্মণের মধ্যে দৈব পক্ষে দুইটী এবং পিতৃপক্ষে একটী ও মাতামহ পক্ষে একটী।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে যুগ্ম করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিতে হয়। সামবেদীয়দিগের এই শ্রাদ্ধেও ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে; সুতরাং উহাদের পক্ষে ৬টী ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়, যথা— দুইটী দৈব পক্ষে, দুইটী পিতৃপক্ষে এবং দুইটী মাতামহ পক্ষে। যজুর্ব্বেদীয়দিগের এই শ্রাদ্ধে ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে একটী মাতৃপক্ষ অধিক; সুতরাং তাহাদের এই শ্রাদ্ধে ৮টী ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই ৮টী ব্রাহ্মণের দুইটী দৈব পক্ষে, দুইটী মাতৃপক্ষে, দুইটী পিতৃপক্ষে ও দুইটী মাতামহ পক্ষে হইবে।

এই সকল শ্রাদ্ধেরই এক একটী স্বতন্ত্র সূত্র আছে। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ ভেদে শ্রাদ্ধপদ্ধতিও ভিন্ন প্রকার, শ্রাদ্ধ পরস্পর ভিন্ন হইলেও প্রভেদ সামান্য মাত্র, ক্রিয়াপ্রণালী একই রূপ, তবে বেদভেদে মন্ত্রের ভিন্নতা মাত্র দৃষ্ট হয়।*

নিম্নে সামবেদীয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের পদ্ধতি লিখিত হইল—

যে দিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন নিরামিষ ভোজন করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে। যদি কোন কারণে সংযত হইয়া না থাকা হয়, তাহা হইলে ঐ দিন দুইবার স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। স্নান, তর্পণ ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপণ করিয়া দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবে। শ্রাদ্ধ স্থলে দক্ষিণ

শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাদনে কর্ত্তা হবিষ্য কারবে।
ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখি রজনী যাপিবে ॥
শ্রাদ্ধ দিনে বিনা কাষ্ঠে দন্ত সম্মার্জ্জন।
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ম্ম করি সমাপন ॥
গঙ্গাদি মৃত্তিকা দ্বারা তিলকধারণ।
পূর্ব্বাগ্রে বসিয়া যথাবিধি আচমন ॥
কুশহস্তে কুরুক্ষেত্র পড়িয়া দানাদি।
দক্ষিণা অচ্ছিদ্র-বাক্য কায় যথাবিধি ॥
দক্ষিণান্ত আচমন কুরুক্ষেত্র পুনঃ।
শালগ্রামে জলে কিংবা বাস্তুর পূজন ॥
বিষ্ণু ও ভূস্বামী পুজি অগ্রভাগ দিবে।
পরভূমি হলে কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হবে ॥
সহস্রে ব্রাহ্মণ স্নান পূজন স্থাপন।
ব্রাহ্মণে গণ্ডূষ জল অনুজ্ঞাকরণ ॥
গায়ত্রী দেবতা মাত্র পড়ি তিনবার।
মৃজ্জলে প্রোক্ষণ রক্ষা হেতু জল আর ॥
বিপ্রকরে জল দিয়া কুশাসন দান।
আবাহন অর্ঘ্য স্রুক্ গন্ধাদি অর্পণ ॥
মণ্ডল উভয় পক্ষে শাস্ত্র অনুসারে।
পাত্রন্যাস অগ্নিহোম জলের উপরে ॥
হুতশেষ দিয়া পাত্রে অন্ন সংস্থাপন।
ইদং বিষ্ণু বলি কর অঙ্গুষ্ঠ ক্ষেপণ ॥
বিনা মন্ত্রে দৈবপক্ষে যব বিতরিবে।
অপহতামন্ত্রে তিল পিতৃপক্ষে দিবে ॥
মধুমন্ত্রে পরে মধু গায়ত্রী তিনবার।
মধুমন্ত্র পড়ি মধু মধু মধু আর ॥
অন্নাভিমন্ত্রণ করি অন্ন কর দান।
বিপ্রে জল গায়ত্রী আর বিষ্ণুমন্ত্র গান ॥
অন্নহীন গায়ত্রী আর মধু ত্রিধা পড়ি।
শ্রাবা অগ্নিদগ্ধা দিয়া স্মরিবে শ্রীহরি ॥
বিপ্রে জল গায়ত্রী আবারও মধু পড়ি।
শেষান্ন বলিয়া নিহস্মি মণ্ডল করি ॥
অপহতা নিহস্মিতে রেখার কর্ত্তন।
কুশাপাতি দেবতাভ্যস্থিধা উচ্চারণ ॥
এহি পিতঃ মন্ত্র পড়ি তিলদান করি।
অবনেজন মধুবাতা অক্ষন্নমী পড়ি ॥
পিণ্ডদান দর্ভদ্বারা লেপ বিতরণ।
আচমন করি কর বিষ্ণুর স্মরণ ॥
পাত্র প্রক্ষালনে পুনরবনেজন করি।
অত্রেত্যাদি জপ বামাবর্ত্তে শ্বাস ধরি ॥

* সামবেদীদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধসূত্র—
"শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে মাংসঃ স্ত্রীত্যাগশ্চৈকভোজনং।
শ্রাদ্ধাহে দন্তকাষ্ঠস্য ত্যাগঃ স্নানং তথোষসি ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

মুখে তিলতৈল বা ঘৃত দ্বারা দীপ জ্বালিয়া দিতে হয়। যে স্থলে উপবেশন করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, সেই স্থানে উত্তমরূপে গোময় লেপন করা আবশ্যক। আসনে উপবেশন করিয়া গঙ্গা-মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া দুইবার আচমন করিয়া প্রথমে পূর্ব্বমুখে ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়।

ভোজ্যোৎসর্গ যথা,—

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ।

তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তিহ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামপার্শ্বস্থিত আমান্ন বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ', এই বলিয়া তিনবার ঐ ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিবে, পরে 'এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ', বলিয়া ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে। তৎপরে তাম্রাদি পাত্রে কুশ-ত্রিপত্র সহিত জলগ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা দান করিবে। বাক্য যথা—

'বিষ্ণুরোমত্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্ত পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ' (এই রূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া) অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে এবং তৎপরে পুনর্ব্বার এই ৬ পুরুষের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া 'স্বর্গকামঃ এতৎ সঘৃতসোপকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি' এই বাক্য করিয়া কুশত্রিপত্র দ্বারা আমান্নের উপর জলের অভ্যুক্ষণ দিবে।

অমীজপ শ্বাসত্যাগ অঞ্জলি করণ।
নম ইত্যাদিক জপ বাস বিতরণ॥
পূজন বসন্ত জপ দ্বিজাগ্র সেচন।
দৈবাদি ব্রাহ্মণে শিবা আদি বিবরণ॥
অক্ষয্য অঘোরা গোত্র সপবিত্র কুশে।
পিণ্ড দিয়া স্বধা উর্জ্জে উচ্চারিবে শেষে॥
হ্যজ্ঞোত্তান পিতৃপক্ষে দক্ষিণা কারণ।
বিশ্বদেবা দাতারো নো দেবতা কথন॥
বিসর্জ্জন বাজে বাজে আমা প্রদক্ষিণ।
অন্নক্ষেপ শান্তি দান বিপ্র বিমোচন॥
হস্তধৌত আচমন দীপ আচ্ছাদন।
অচ্ছিদ্র বৈগুণ্য করি বিষ্ণুর স্মরণ॥
পিতা স্বর্গে প্রণমিয়া সূর্য্য নমস্কার।
শ্রাদ্ধ শেষ থাবে হরি বলি বার বার॥

উপরিউক্ত কবিতাটী শ্রাদ্ধসূত্রের অনুবাদ মাত্র। এই সূত্রানুসারে পর পর সকল কার্য্য কর্ত্তব্য। কবিতায় কার্য্যের প্রথম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই রূপে ভোজ্যদান করিয়া তাহার দক্ষিণা দিতে হইবে। ফল বা পয়সা লইয়া উহা অর্চ্চনা করিয়া 'অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ (৬ পুরুষের নামাদির উল্লেখ করিয়া) কৃতৈতৎ সঘৃতসোপ-করণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং ফলং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।' এই রূপে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। হস্তে একটু জল লইয়া 'কৃতৈতৎ সোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।'

এই দানের পর বাস্তুপূজা করিতে হয়। বাস্তুপূজা যথা—

'এতৎ পাদ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ', এই মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করিবে; পূজায় শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ ভোজ্য বাস্তুপুরুষকে নিবেদন করিয়া দিবে। 'এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগং সঘৃতসোপকরণা-মান্নভোজ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ'। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ।

পৃথ্বীধর ত্বং দেবেশ বাস্তুদেব নমোহস্তুতে।"

বিষ্ণুপূজা—বাস্তু পূজার পর বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করিবে; তৎপরে এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসঘৃতসোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ', বলিয়া ভোজ্য নিবেদন করিয়া দিবে।

এই রূপে বিষ্ণুকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ দিয়া যে স্থানে শ্রাদ্ধ হইবে সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও গঙ্গার পূজা এবং স্তব করিতে হয়, অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ভূস্বামীকে কিঞ্চিৎ ভূমিমূল্য দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা 'ইদমন্নং ওঁ ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা' বলিয়া ভূস্বামীপিতৃগণের উদ্দেশে ভোজ্য দিবে।

নিজের ভূমিতে বা অস্বামিক ভূমিতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিলে ভূমির মূল্য দিতে হয় না। শাস্ত্রে অস্বামিক ভূমির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, বন, পর্ব্বত, নদীপ্রবাহের দুই ধারে চারিহাত পরিমাণ ভূমি, পুণ্যময় পুরুষোত্তমাদির গৃহ, গয়াদিক্ষেত্র, দণ্ডকাদি অরণ্য, গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য নদীর গর্ভ এবং তাহার উভয় পার্শ্বে দেড়শত হাত পর্য্যন্ত তীর, তীরের উত্তরপার্শ্বে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, এই সকল স্থান রাজা প্রভৃতির অধিকৃত থাকিলেও ইহা অস্বামিক। সুতরাং এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভূস্বামি-পিতৃকে অন্ন দিবার আবশ্যক নাই।

ব্রাহ্মণস্থাপন যথা—ভূস্বামিপিতৃপূজা করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়। পার্ব্বণে তিনটী পক্ষ হইবে, দৈবপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ। প্রথমে দৈবপক্ষে একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ যব মিশ্রিত জল দ্বারা এবং পিতৃপক্ষ ও মাতামহ-পক্ষে দুইখানি আসনে দক্ষিণাগ্র এক এক গাছি কুশ।

তিলোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে। দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের আসন পশ্চিমদিকে স্থাপন করিতে হয়। পরে ৭ বা ৫ গাছি প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্রকুশদ্বারা তিনটী কুশময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ-কালে প্রণব মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। পরে এই তিনটীকে একটী আসনে রাখিয়া—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ (শুক্লযজুঃ ৩১।১)

এই মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে 'ওঁ দর্ভময় ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দশোপচারে পূজা করিয়া দেবপক্ষের আসনে পশ্চিমাগ্র একটী ব্রাহ্মণ পিতৃ ও মাতামহ পক্ষে দক্ষিণাগ্ররূপে উত্তরমুখী করিয়া দুইটী ব্রাহ্মণ রাখিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপনের অনুজ্ঞা বাক্য করিতে হইবে।

এই শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষে যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা উত্তরাভিমুখে উপবীতী ও পাতিত-দক্ষিণজানু হইয়া করিতে হয়। পিতৃকৃত্যে অর্থাৎ পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষে যখন যে কোন কার্য্য করিতে হইবে, তখন দক্ষিণাভিমুখে, পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতি হইয়া করিবে।

অনুজ্ঞা—প্রথমে দৈবপক্ষে উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত-দক্ষিণজানু অর্থাৎ দক্ষিণ হাটু পাতিয়া 'ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য' এই রূপে পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া 'অমুক-নিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেষাং দেবানাং অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে' এই বাক্য দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশ্ন করিলে পুরোহিত 'ওঁ কুরুস্ব' এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

মতান্তরে দৈবপক্ষে দুইটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়, দুইটী ব্রাহ্মণ স্থাপন স্থলে 'দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং' এইরূপে বাক্য হইবে।

পিতৃপক্ষে অনুজ্ঞা—দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া বামহাটু পাতিয়া পিতৃপক্ষের দর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর জলদান-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া 'ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য' পরে পিতামহ ও প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া 'অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণ-বিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণে ঽহং করিষ্যে' বলিবেন। পুরো-হিতও 'ওঁ কুরুস্ব' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। এইরূপে মাতা-মহ পক্ষেও অনুজ্ঞ বাক্য করিতে হইবে; অর্থাৎ ঐ বাক্যের 'অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকস্য ইত্যাদি' রূপ ভেদ বাক্য বলিতে হইবে।

এই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ মহালয়াতে হইলে 'অমুকনিমিত্তক' স্থলে 'মহালয়ামাবস্যানিমিত্তক', দীপান্বিতায় হইলে 'দীপান্বিতামাবস্যা-নিমিত্তক', নবান্নে হইলে 'নবান্নাগমনিমিত্তক' ইত্যাদিরূপ নিমিত্ত বিশেষের উল্লেখ করিতে হইবে।

পরে প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত প্রণবান্তা গায়ত্রী জপ করিয়া—

"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।

নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি।"

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। তৎপরে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া একটু মৃত্তিকা জলে গুলিয়া তাহাতে তুলসী পত্র দিয়া ঐ জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিতে হয়। অনন্তর একটী পাত্রে দৈব ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে, আর একটী পাত্রে পিতৃ-ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে এবং আর একটী পাত্রে মাতামহ-পক্ষ ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে রক্ষার্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল রাখিতে হইবে। এইরূপে জল রাখিবার পর দর্ভাসন দান করিতে হয়।

দর্ভাসন দান যথা—উত্তরমুখে উপবীতী হইয়া হাটু পাতিয়া দৈব ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিয়া 'ওঁ পুরুরবোমাদ্রবসৌবিশ্বে-দেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ', এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দৈবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে একটী সরল কুশপত্র দিবে। পরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও বামহাটু পাতিয়া পিতৃব্রাহ্মণের হস্তে জল দিবে এবং 'ওঁ অমুকগোত্রপিতঃ অমুক' এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া 'এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা' মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশনির্ম্মিত মোটক পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে। তৎপরে এইরূপ প্রণা-লীতে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণকে জল দিয়া মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে কুশনির্ম্মিত মোটক দিতে হয়।

আবাহন যথা—এইরূপে দর্ভাসন দান করিবার পর, পিতৃ-দিগকে আবাহন করিতে হয়। প্রথমে দেবপক্ষে উত্তরমুখে উপ-বীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া যব লইয়া 'ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে', মন্ত্র পাঠ করিলে, পুরোহিত 'ওঁ আবাহয়' এই অনুমতি দিবেন। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

'ওঁ বিশ্বে দেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হি নিষীদত' (শুক্লযজুঃ ৭।৩৪) এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া যব গুলি দৈব ব্রাহ্মণের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উতবা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।" (শুক্লযজুঃ ৩৩।৫৩) 'ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ স্তং রাজন্ পারয়ামসি।' (শুক্লযজুঃ ১২।৯৬)

পরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া তিলগ্রহণপূর্ব্বক 'ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে', বলিলে পুরোহিত 'ওঁ আবাহয়' এই অনুজ্ঞা দিবেন। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিতে হইবে মন্ত্র যথা—

'ওঁ এতঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বণেভিদত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।' এই মন্ত্রে পিতৃগণকে আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

'ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো ঽগ্নিষ্বাত্তা পথিভির্দেবযানৈঃ।' (শুক্লযজু° ১৯।৫৮)

'অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল লইয়া 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহ ব্রাহ্মণে তিল ছড়াইয়া দিতে হইবে।

অর্ঘ্যদান যথা—আবাহন করিবার পর অর্ঘ্যদান করিতে হয়। জলস্পর্শ করিয়া প্রথমে দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর একটী পাত্র, পরে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিনটী পাত্র, তৎপরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিনটী পাত্র স্থাপন করিবে। পরে দুই দুই গাছি কুশ দিয়া 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাদেশপ্রমাণ অবশিষ্ট রাখিয়া নখ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা ছেদন এবং 'ওঁ বিষ্ণু মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে এই পবিত্রগুলি দেবাদি ক্রমে ৭টী পাত্রে রাখিয়া দিবে।

"ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।' (শুক্লযজুঃ ৩৬।১২) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ ৭টী পবিত্রে জল দিতে হইবে। তাহার পর যব লইয়া—

'যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি' এই মন্ত্রে দৈবপক্ষের অর্ঘ্য-পাত্রে যব দিবে। পরে তিল লইয়া 'ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা।' মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষে তিল ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর দৈবাদিক্রমে ৭টী অর্ঘ্য পাত্রে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া অন্য এক গাছি কুশা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু' এই মন্ত্র পড়িলে পুরোহিত 'ওঁ অস্তু' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। এই ৭টী অর্ঘ্য পাত্রে যে ৭ গাছি কুশা দিয়া আচ্ছাদন করা হইয়াছিল, ঐ আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে।

তদনন্তর উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া দৈবব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্যপাত্রের প্রাগগ্র পবিত্র দিয়া অন্য জল ও পুষ্প দিয়া 'ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ঐ অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া উত্তানভাবাপন্ন দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়াস্তান আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঐ পাত্র ভূমিতে রাখিবে; পরে বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিয়া 'ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বে এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তদ্বারা দেবব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে দৈবপক্ষে অর্ঘ্য দান করিয়া পিতৃপক্ষে অর্ঘ্য দিতে হয়।

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্যপাত্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও উদ্‌ঘাটন করিয়া পিতৃব্রাহ্মণে দক্ষিণাগ্র পবিত্র দান করিবে। পরে অন্য জল ও পুষ্প দিয়া 'ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া দক্ষিণহস্ত উত্তানভাবে রাখিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা ইত্যাদি' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিয়া 'ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনুজাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা। এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিয়া ঐ পাত্রে শেষ যে জল থাকিবে, সেই জলের সহিত ঐ পাত্রটী পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিবে। এই রূপ প্রণালী ক্রমে পিতৃব্রাহ্মণে পিতামহ ও প্রপিতামহের এবং মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের অর্ঘ্যদান করিয়া পূর্ব্বস্থানে পাত্র গুলি রাখিতে হইবে। মন্ত্র ও প্রণালী পিত্রর্ঘ্যদানের ন্যায় হইবে। কেবল নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিতে হইবে। এক অর্ঘ্য দিয়া এক এক বার জল স্পর্শ করিতে হয়।

পরে পিতৃপাত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ পাত্রের জল ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করিয়া প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নিজের বামদিকে সমূল কুশের উপর 'ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ন্যুব্জ করিবে, অর্থাৎ নীচের পাত্রটী উপরে এবং উপরের পাত্রটী নীচে করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদি দান যথা—উক্ত রূপে অর্ঘ্য দান করিয়া গন্ধাদি দান করিতে হয়। দৈব, পিতৃ ও মাতামহ এই তিন পক্ষে তিনটী পাত্রে গন্ধাদি (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র) রাখিতে হইবে। তৎপরে উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া 'ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বে দেবা এতানি বো গন্ধ

পুষ্প ধূপদীপাচ্ছাদনা'ন নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধাদি উৎসর্গ করিয়া 'এষ বো গন্ধঃ' বলিয়া গন্ধ, 'এতদ্বঃ পুষ্পং' এই মন্ত্রে পুষ্প, 'এষ বো ধূপঃ' মন্ত্রে ধূপ, 'এষ বো দীপঃ' মন্ত্রে দীপ, এতদ্বঃ আচ্ছাদনং মন্ত্রে বস্ত্র, এই সকল দ্রব্য দৈবপক্ষীয় দর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর দিবে। এইরূপে দৈবপক্ষে গন্ধাদি দান করিয়া পিত্রাদিপক্ষে গন্ধাদি দান করিবে।

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া 'অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্' এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া 'এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বা ইত্যাদি' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া 'এষ তে গন্ধঃ' বলিয়া গন্ধ, 'এতত্তে পুষ্পং' বলিয়া পুষ্প, 'এষ তে ধূপঃ' বলিয়া ধূপ, 'এষ তে দীপঃ' বলিয়া দীপ, 'এতত্তে আচ্ছাদনং' বলিয়া বস্ত্র, পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণোপরি দিবে। পুরোহিত প্রত্যেক দ্রব্যদানের পর সুগন্ধঃ, সুপুষ্পং, সুধূপঃ, সুদীপঃ স্বাচ্ছাদনং এইরূপ প্রতিবাক্য বলিবেন। এইরূপ প্রণালীতে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের নামোল্লেখ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য মাতামহ পক্ষের দর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর দিতে হইবে। এইরূপ গন্ধাদি দান করিয়া 'ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু', এই মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পুরোহিত 'ওঁ অস্তু' এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

গন্ধ দানের পর অন্ন দান করিতে হয়। অন্নদান যথা—

প্রথমে দৈব ব্রাহ্মণের, পরে পিতৃব্রাহ্মণের, তৎপরে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে খোলা প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া অন্নপাত্র স্থাপন করিতে হয়। দৈবপক্ষে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে পূর্ব্বাগ্র একটী রেখা করিবে। এই রেখার উপর দৈবপক্ষীয় পাত্র স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে পিতৃব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে দক্ষিণাগ্র রেখা টানিয়া একটী চতুষ্কোণ মণ্ডলকরণান্তর পিতৃপক্ষীয় পাত্র স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ সম্মুখেও অন্নপাত্র স্থাপন করিতে হইবে।

উক্ত প্রণালীক্রমে তিনটী অন্নপাত্র স্থাপিত হইলে একটী পাত্রে জল রাখিবে এবং আর একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ঘৃতের সহিত গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অগ্নৌ করণমহং করিষ্যে', এই মন্ত্র পাঠ করিবে, পুরোহিত 'ওঁ কুরুষ' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে 'ওঁ স্বাহা সোমায় পিতৃমতে', এই মন্ত্রে উক্ত জলে চারিটী অন্ন ফেলিয়া দিতে হইবে। 'ওঁ স্বাহা অগ্নয়ে কব্যবাহনায়' বলিয়া ঐ জলে একবার এবং অমন্ত্রক দুইবার অন্ন নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে ঐ অন্ন দৈবপক্ষে দুইবার, পিতৃপক্ষে তিনবার এবং মাতামহ-পাত্রে তিনবার পরিবেশন করিবে।

ইহার পর প্রথমে দৈবপাত্র অদ্ভুত্তান হস্ত অর্থাৎ অধোমুখভাবে বামহস্ত নীচে এবং দক্ষিণহস্ত তাহার উপরে রাখিয়া 'ওঁ পৃথিবি তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতেহমৃতং জুহোমি স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পিতৃপক্ষের পাত্র উত্তান হস্ত অর্থাৎ চিতভাবে বাম হস্ত নীচে এবং দক্ষিণ হস্ত তাহার উপরে রাখিয়া 'ওঁ পৃথিবি তে পাত্রং ইত্যাদি' মন্ত্র পাঠ করিবে। এই রূপ প্রণালীতে মাতামহপক্ষের পাত্রও স্থাপন করিবে।

পরে এই তিনটী পাত্রে অন্নাদি অর্থাৎ অন্ন এবং তদুপকরণ ও ঘৃত, মধু, জল, ফল প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সকল পরিবেশন করিবে ; তন্মধ্যে উহা দৈবপাত্রে দুইভাগ, পিতৃপাত্রে তিনভাগ এবং মাতামহপাত্রে তিনভাগ করিয়া দিতে হয়। উপকরণ সকল পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে করিয়া দিতে হয়, যদি পৃথক্ পাত্র না থাকে তাহা হইলে অন্নের উপর দিবে, কিন্তু পৃথক্‌পাত্রে করিয়া কদাচ অন্নের উপর দিবে না। অন্ন পাত্রের মধ্যে সীসক, লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র যদি ৮ অঙ্গুলের কম বা ভগ্ন হয় ও মৃন্ময়পাত্র হইলে কদাচ দিবে না। কিন্তু তাম্রপাত্র ভগ্ন হইলেও তাহাতে দেওয়া যাইতে পারে এবং রৌপ্যপাত্রে আট অঙ্গুলির কম হইলেও তাহাতে দেওয়া যায়।

এইরূপে অন্নাদি পরিবেশন করিয়া দৈবপক্ষের পাত্র বাম হস্তে ধরিয়া 'ওঁ বিষ্ণোঃ কব্যমিদং রক্ষস্ব' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃ ও মাতামহ পক্ষে যথাক্রমে 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে' (শুক্লযজুঃ ৫।১৫) এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে 'ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ' এই মন্ত্রে অন্নাদিতে নখভিন্ন অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইবে। তাহার পর দৈবপক্ষের অন্নে যব ছড়াইয়া দিতে হয়। পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের অন্নে 'ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণকে জল দিতে হয়। অন্নে মধু এবং মধু না থাকিলে গুড় দিয়া প্রণবব্যাহৃতির সহিত পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
ওঁ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধু মৎপার্থিবং রজঃ।
ওঁ মধু দ্যৌরস্তুঃ নঃ পিতা ॥
মধুমান্ নো বনস্পতির্মাং।
অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥" (শুক্লযজুঃ ১৩।২৭-২৯)

পরে 'ওঁ মধু মধু মধু' এই মন্ত্র জপ করিবে।

পরে দৈবপক্ষে অন্নদান করিতে হইবে। উত্তরমুখে উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া অদ্ভুত্তানভাবে বামহস্তে দৈব অন্ন-

পাত্র ধরিয়া দৈবব্রাহ্মণে জল দিয়া 'ওঁ পুরুরবোমাদ্রবসো বিশ্বে-দেবা এতদ্বোঽন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্ন উৎসর্গ করিবে। পরে 'ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্যতৌ স্বদেতাং' মন্ত্র পাঠ করিবে।

এইরূপে দৈবপক্ষে অন্নদান করিয়া পিতৃপক্ষে অন্নদান করিতে হইবে। দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া উত্তান বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া পিতৃব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া ও অন্নে জলপ্রোক্ষণ করিয়া 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।' এই মন্ত্র জপ করিয়া—'ওঁ অমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্' পরে পিতামহ ও প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া 'এতত্তেঽন্নং সোপকরণং যে চাত্র ত্বামনুত্বাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা' এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে 'ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্যতাঃ স্বদত' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে এইরূপ প্রণা-লীতে মাতামহপক্ষের অন্ন মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতা-মহের নামোল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জল দিয়া প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী ও মধুমন্ত্র পাঠ ও মধুজপ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা করিবে যে 'ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্ত' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে পুনরায় প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ ও মধুজপ করিতে হইবে।

পিণ্ডদান যথা—অন্ন দানানন্তর পিণ্ডদান করিতে হয়। একটী পাত্রে অন্ন, দধি, ক্ষীর, কদলী প্রভৃতি উপকরণদ্বারা পিণ্ড মাখিতে হয়। এই পিণ্ড মাখিবার কালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত কব্য
ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্ত সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে ॥
ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥
ওঁ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ ॥
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়
দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে-
র্মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী ॥
ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে-
র্মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥
ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃকালাঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত ॥'

এই শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিয়া সমর্থ হইলে রুচিস্তব পাঠ করিবে। অসমর্থ হইলে নিম্নোক্ত বাক্য পঠনীয়। যথা—

'ওঁ বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সংপ্রদাস্যতি।
ভার্য্যা তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ।
পিতর ঊচুঃ।
"অস্মাকং পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ।
ন্যূনং ভাবি ভবিত্রি চ নাভিনন্দসি নো বচঃ ঃ
ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তমঃ।
বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা দীপা বাতহতা ইব ॥
ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ।
নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে প্রথমে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ডদান করিতে হয়।

অগ্নিদগ্ধা পিণ্ডদান যথা—দেব ও পিতৃপক্ষের মধ্যে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া তিলের সহিত জলদ্বারা অভ্যুক্ষনানন্তর একটী পিণ্ডগ্রহণ করিয়া—

"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিং ॥
ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভূবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশের উপর পিণ্ড দিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দিতে হইবে।

পিতৃপিণ্ডদান—প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উপর জল দিয়া প্রণব ও

ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ ও মধুজপ করিবে। মধুজপের পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া 'ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ং' বাক্য বলিলে, পুরোহিত 'ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং' এই অনুজ্ঞা করিবেন, তৎপরে 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত 'ওঁ কুরুষ' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে পিণ্ডদান স্থানে রেখা করিতে হইবে—

'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্‌ভবে-
দ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘাঃ
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া পিতৃব্রাহ্মণের সম্মুখে একটী এবং মাতামহ ব্রাহ্মণের সম্মুখে আর একটী নৈঋ্ত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্ত ক্রমে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। পরে প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র দুই গাছি কুশা বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।' এবং 'ওঁ নিহন্মী-ত্যাদি' এই দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল দুইটীর মধ্যে দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া কুশপত্রদ্বয় উত্তর দিকে ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ রেখার উপরে মূলাগ্র সহিত কুশ আস্তরণ করিয়া—

"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥"

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

"এতঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বেণেভি র্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ ন সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আস্তীর্ণ কুশে তিল ছড়াইতে হয়। পরে তিল ও পুষ্প গ্রহণ করিয়া ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ ওঁ যে চাত্র ত্বা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পূর্ব্বে অন্নদানকালে যে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডে মিশ্রিত করিয়া বিল্ব প্রমাণ ৬টী পিণ্ড করিতে হইবে এবং এই সকল পিণ্ডে ঘৃত, মধু, তিল, তুলসী ও মোটক দিয়া তাহা হইতে একটী পিণ্ড গ্রহণ করিবে। পরে বাম হস্তে জল পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে পিণ্ড গ্রহণ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠ ও মধু জপ করিয়া—

'ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রানবিষ্ঠয়া মতী যোজান্বিন্দ্রতে হরী।' (শুক্লযজুঃ ৩।৫১) 'ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনুজাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপক্ষে আস্তীর্ণ কুশের মূলে দিবে।

এইরূপ প্রণালীতে পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া কুশের মধ্যভাগে আর একটী পিণ্ড দিতে হইবে। পরে পিতামহের পিণ্ড কুশের অগ্রে দিবে। মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে আস্তীর্ণ কুশে উক্তরূপ নিয়মে মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে মাতামহ, প্রমাতা-মহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিণ্ড দিবে। প্রত্যেক পিণ্ডদানের পর বামহস্তে যে জল পাত্র ছিল, ঐ জল পাত্র হইতে 'গয়া গঙ্গা গদাধরো হরিঃ' বলিয়া পিণ্ডে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল দিতে হয়।

পাত্রে পিণ্ডের অবশিষ্ট অংশ যাহা থাকে, তাহা পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। হস্তে পিণ্ডের যাহা কিছু লাগিয়া থাকে, একগাছি কুশের দ্বারা 'ওঁ লেপভূজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং' এই মন্ত্রে তাহা ক্ষালন করিয়া পিণ্ডোপরি দিতে হইবে। পরে উভয় হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণ করিয়া পিণ্ড-পাত্র প্রক্ষালন করিবে, তৎপরে ঐ পাত্র বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া—

'ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ ওঁ যে চাত্র ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জল পিণ্ডের উপর দিবে, ঐ রূপ প্রণালীতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদের পিণ্ডেও ঐ প্রক্ষালিত জল দিতে হইবে।

তৎপরে 'ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং' (শুক্ল-যজুঃ ২।৫৩) এই মন্ত্র জপ ও আচমন করিবে। তৎপরে শ্বাসরোধ করিয়া বামাবর্ত্ত ক্রমে উত্তরমুখী হইবে। পিতৃগণকে সূর্য্যের ন্যায় চিন্তা করিবে এবং স্বপ্রদত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি তাঁহারা গ্রহণ করিতে-ছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে, যতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে আবার ঐ রূপ ভাবে দক্ষিণদিকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। 'ওঁ অমী মদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।' (শুক্লযজুঃ ২।৩১) এই মন্ত্র জপ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে হয়।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ' (শুক্লযজুঃ ২৩২) এই মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর 'ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্তঃ' (শুক্লযজুঃ ২।৩২) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে অবলোকন করিতে হয়, 'ওঁ সতো বঃ পিতরো দেষ্ম (শুক্লযজুঃ ২।৩২) এই মন্ত্রে পিণ্ডাবলোকন বিধেয়।

পিণ্ডে বস্ত্রদান—পরে নূতন বস্ত্র হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়া ৬টী পিণ্ডের উপর 'ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত' (শুক্লযজুঃ ২।৩২) 'অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ ওঁ যে চাত্র ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃ পণ্ডের উপর বস্ত্রসূত্র দিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিণ্ডেও দিতে হয়। তৎপরে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পিণ্ড পূজা করিতে হয়, এই পূজার পরকৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥

হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥'

'ওঁ ষড়ভ্যো ঋতুভ্যো নমঃ' বলিয়া নমস্কার করিবে। 'ওঁ সুসু প্রোক্ষিত মস্ত' এই মন্ত্রে দেবপক্ষ ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন করিবে, পুরোহিত ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য বলিবেন। 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' এই মন্ত্রে জল 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' এই মন্ত্রে পুষ্প 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' এই মন্ত্রে দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দিতে হইবে। পুরোহিত প্রত্যেকবারই ওঁ অস্তু এই বাক্য বলিবেন। এইরূপ প্রণালীতে পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণেও জল, পুষ্প, দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দিতে হইবে। ইহার পর অক্ষয্য দান করিতে হয়।

অক্ষয্য দান—জলে তিল, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া ঐ জল লইয়া 'ওঁ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য কৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু' এই বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে, পুরোহিত ওঁ অস্তু এইরূপ প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে ঐরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া আর ৫টী পিণ্ডের উপর দিতে হইবে।

পরে 'অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু' এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত 'ওঁ সন্তু' বলিবেন। 'ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং' পুরোহিত বলিবেন 'ওঁ বর্দ্ধতাং' তৎপরে ব্রাহ্মণের হস্তে যে পবিত্র দান করা হইয়াছিল, ঐ পবিত্রের সহিত কুশ পিণ্ডের উপর আস্তরণ করিয়া 'ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে' বলিলে পুরোহিত বলিবেন 'বাচ্যতাং ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং' পুরোহিত বলিবেন 'ওঁ অস্তু স্বধা'। এইরূপ পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে স্বধা বাচন করিতে হয়। পুরোহিত প্রতিবারেই 'ওঁ অস্তু স্বধা' এই মন্ত্র বলিবেন। তৎপরে—

'ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং। স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্।' (শুক্লযজুঃ ২।৩৪)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সপবিত্র কুশ সহিত পিণ্ডের উপর জল-ধারা দ্বারা সেক করিবে।

দক্ষিণান্ত—নিজের বাম দিকে যে ন্যুব্জ পাত্র ছিল, তাহা উঠাইয়া দক্ষিণা করিতে হয়, রজত খণ্ড গ্রহণ করিয়া 'ওঁ বিষ্ণু-রোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য' এই রূপে পিতামহ ও প্রপিতামহের উল্লেখ করিয়া 'কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং (বা তন্মূল্যং) বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।' এই রূপে মাতামহ পক্ষেও তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

পরে দৈবপক্ষে দক্ষিণান্ত করিতে হইবে—'ওঁ বিষ্ণুরোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ পুরূরবোমাদ্রবসো বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনখণ্ডং (বা তন্মূল্যং) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।' এই বলিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে হইবে—

'অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু।' পুরোহিত 'ওঁ অস্তু' এই বাক্য বলিবেন। তৎপরে 'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং' বলিলে পুরোহিত 'ওঁ প্রীয়ন্তাং' বলিবেন। তদনন্তর 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যঃ' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হয়।

এই রূপে পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া দক্ষিণমুখে তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। 'ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং' ইহাতে পুরোহিত 'ওঁ আশিষঃ প্রতি-গৃহ্যন্তাং' এই বাক্য বলিবেন। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

'ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু॥
যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু।
এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু। পিতৃবরঃ প্রসাদোঽস্তু।' এই

আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে পুরোহিতও 'অস্তু' বলিবেন।

তৎপরে 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হয়। এই মন্ত্র পাঠের পর—

'ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভি-র্দেবযানৈঃ।' (শুক্লযজুঃ ৯।১৮)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন গাছি কুশ দ্বারা ব্রাহ্মণস্থ পিতৃ-পুরুষদিগকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। পিণ্ডবিসর্জ্জনের পর ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণস্থ দেবগণকে বিসর্জ্জন করিবে—

'ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে।
আমাগন্তাং পিতরা মাতরা চ মা সোমোঽমৃতত্বেন গম্যাৎ।'
(শুক্লযজুঃ ৯।১৯)

এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে জল ধারা দ্বারা ব্রাহ্মণ বেষ্টন করিয়া প্রণাম করিবে।

'ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।' তৎপরে
'ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায়' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ও সূর্য্য প্রণাম করিবে।

তৎপরে একটী পাত্রে জল লইয়া ওঁ জলনারায়ণায় নমঃ, মন্ত্রে একটী গন্ধপুষ্প দিয়া ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তেষামক্ষয়াযৈ তৃপ্তয়ে ত্বয়ি জলে পাত্রীয়ান্নাদিকং সমর্পিতং, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপাত্র ও মাতামহপাত্রের কিঞ্চিৎ অন্ন ঐ জলে সমর্পণ করিবে। তৎপরে ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়ো রক্ষয়াযৈ তৃপ্তয়ে ত্বয়ি জলে পাত্রীয়ান্নাদিকং সমর্পিতং, এই মন্ত্রে দৈবপক্ষের পাত্রীয়ান্ন সমর্পণ করিবে। গঙ্গাজলে ঐ অন্ন সমর্পণ করিলে '"গঙ্গাম্ভসি' এই বাক্য বলিয়া দিতে হইবে।

তৎপরে পিণ্ড সকল তুলিয়া তাহা হইতে সূত্র পরিষ্কার করিয়া ঐ সকল পিণ্ড গো, অজ, বিপ্র বা জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে শান্তি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় উপবীতী হইয়া পুষ্পের সহিত জল লইয়া ব্রাহ্মণ গুলির গ্রন্থি খুলিয়া দিতে হয়। ওঁ মহাবামদেব্যঃ ঋষিঃ ইত্যাদি শান্তি মন্ত্র দ্বারা মস্তকে জলের ছিটা দিয়া শান্তি জল গ্রহণ করিতে হয়। এই রূপে শান্তি লইয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রদীপ আচ্ছাদন করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমনানন্তর হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণানন্তর—

'কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত' এই বলিয়া জল পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমাহং করিষ্যে। এই বলিয়া—

'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততং।' মন্ত্র পাঠ করিয়া দশবার ওঁ বিষ্ণু জপ করিবে। জপের পর—

'ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাদ্ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।

স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥'

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

এই রূপ প্রণালীতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। সামবেদীয়গণই উক্ত রূপ পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবেন, যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্‌বেদীয়দিগের শ্রাদ্ধে ইহা হইতে সামান্য সামান্য প্রভেদ আছে। নিম্নে যজুর্ব্বেদীদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধসূত্র লিখিত হইল—

"স্নানসন্ধ্যাদিকং কৃত্বা পক্ত্বান্নঞ্চ যথাবিধিঃ।

যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইতি বাস্তভূস্বামিপূজনম্॥

আসনানি চ সংস্থাপ্য দৈবাদি ক্রমতঃ সুধীঃ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দানং দানাচ্ছিদ্রং ততঃ পরম্॥

পুনঃ কুরু দ্বিজ স্নানং পাদ্যং যজ্ঞেশ্বরার্চ্চনং।

নিমন্ত্রণং স্বাগতঞ্চ পাদ্যং সিদ্ধং ত্রিদেবতা॥

গায়ত্র্যস্থ কুশোৎসর্গং মৃজ্জলাবাহনে ততঃ।

অর্ঘ্যগন্ধাদিদানঞ্চ পাত্রাগ্নৌ পৃথিবী ইদম্॥

অপহতা জল গণ্ডূষং গায়ত্র্যন্নং ততো মধু।

রুচিস্তবাস্তম্বিদগ্ধা তত আচমনং জলম্॥

ইষ্টেভ্যো মণ্ডলং রেখানিব্যবনে কুশাস্তরম্।

পিণ্ডং লেপভুজোহত্রিতি উদীচ্যাং শ্বাসধারণম্॥

বসশ্বাসমোক্ষঞ্চ অমী প্রত্যবনেজনম্।

নীবী ষড়ঞ্জলির্বাস উর্দ্ধং পিণ্ডার্চ্চনং ততঃ॥

পিণ্ডোত্তোলনমাঘ্রাণং পিণ্ডস্থাপনমেব চ।

সুপ্রোক্ষিতং শিবা আপোহক্ষতাক্ষয্যদানকে॥

অঘোরেতি চ গোত্রান্নো দাতারোহথ স্বধা বচঃ।

পুনরূর্দ্ধং ন্যুব্জাস্থানং দক্ষিণা বিশ্ববাচনম্।

দেবতা বাজ আমেতি ততঃ পাত্রসমর্পণম্॥

অচ্ছিদ্রং বিষ্ণুস্মরণং দীপমাচ্ছাদনং ততঃ।

শান্ত্যাশীশ্চৈব যজুষাং ক্রম এব উদাহৃতঃ॥"(যজুর্ব্বেদি-শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

এই সূত্রানুসারে সামবেদী পার্ব্বণের নিয়মেই শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে।

মহালয়া বা দীপান্বিতা অমাবস্যাতে এইরূপ পার্ব্বণবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া ষোড়শ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।

[ষোড়শ পিণ্ডদান দেখ]

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধেও একটী ব্রাহ্মণ, একটী পবিত্র, একটী অর্ঘ্য ও একটী পিণ্ড, উক্ত প্রণালী অনুসারে দিতে হইবে। তবে প্রভেদ এই যে ইহাতে দৈবপক্ষ নাই। একটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহার সমক্ষে এক ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এই শ্রাদ্ধে প্রথমে ভোজ্যাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে 'পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে' এই স্থলে একোদ্দিষ্টবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে' বা 'একোদ্দিষ্টবিধিকশ্রাদ্ধং' ইত্যাদি রূপ বাক্য হইবে। ঐরূপ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহাকে একটী আসন, একটী অর্ঘ্য, গন্ধাদিদান এবং অন্নদান ও একটী পিণ্ডদান ইত্যাদি সকল কার্য্যই এক একটী করিয়া করিতে হয়। ইহাতে ঐ সকল মন্ত্রই পাঠ করিতে হয়; তবে সামবেদীয় একোদ্দিষ্ট, যজুর্ব্বেদীয় একোদ্দিষ্ট ও ঋগ্‌বেদীয় একোদ্দিষ্ট এই সকল বেদভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দ্বিজাতিদিগের অন্ন পাক করিয়া তাহা দ্বারা অন্নদান ও পিণ্ডদান করিবে। শূদ্র কেবল আমান্ন দ্বারা পিণ্ড দান করিবে। আদ্য একোদ্দিষ্ট ও মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশে আমিষ দিতে হয়। শ্রাদ্ধের প্রণালী সাম্বৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ন্যায়। এই শ্রাদ্ধ দিনে অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত, তিলদান এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে বৈতরণী করা না হইলে বৈতরণী, ষোড়শাদি দান ও বৃষোৎসর্গ করিয়া

শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশে ষড়ঙ্গ অর্থাৎ আসনার্থ পীড়া, ছত্র, পাদুকা, প্রদীপ, ভোজনার্থ অন্নপাত্র ও জলপাত্র এবং সোপকরণ শয্যা দান করিতে হয়। এই ষড়ঙ্গ দ্রব্যের প্রত্যেকটী বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়। যথা—

ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে আসনং স্বধা। এই মন্ত্রে আসন উৎসর্গ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাং দ্বিজবর্জ্জানুগ্রহায় প্রসাদয়ে স্বাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণ বিপ্র।

ইত্যাদি রূপে আসনাদি দিতে হয়। প্রেতকে আসনে বসিতে দিতে হয়, এইরূপ ছত্র, পাদুকা এবং শয্যাদিও দেওয়া আবশ্যক।

প্রেতশ্রাদ্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে নাই, অন্য সকল শ্রাদ্ধেই পিতৃদিগের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু এই শ্রাদ্ধে 'ওঁ দাতারোঽভিবর্দ্ধন্তাং' ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিতে নাই। এই শ্রাদ্ধে পিতৃপদের উল্লেখ না হইয়া প্রেত পদের উল্লেখ হইয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণ দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হইলে পিতৃপদ উল্লেখ হইবে।

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধি অনুসারে হইবে। কিন্তু পার্ব্বণবিধি অনুসারে হইলেও বিকৃত পার্ব্বণ হইবে; অর্থাৎ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু সপিণ্ডীকরণে ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ স্থলে ৪ পুরুষের শ্রাদ্ধ হইবে। যদি পিতার সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহা হইলে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ এবং প্রেতরূপী পিতা এই ৪ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, পিতার পিণ্ড পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডে মিশ্রণ করিয়া সমন্বয় করিতে হয়।

মাতার সপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃদ্ধ প্রপিতামহী এই চারি জনের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং পার্ব্বণবিধানে শ্রাদ্ধ হইলেও উহা ঠিক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ নহে, বিকৃত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। পিতা হইলে পিতামহ প্রভৃতি; মাতা হইলে পিতামহী প্রভৃতি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধানে এবং প্রেতীভূত পিতা বা মাতার শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানানুসারে কারয়া অর্ঘ্য ও পিণ্ডাদির সমন্বয় করিতে হয়। এই জন্য উহাকে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কহে।

[সপিণ্ডীকরণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সামবেদীয়গণ ৬ পুরুষ, ও যজুর্ব্বেদীয়গণ ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবেন। ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ স্থলে পার্ব্বণের ন্যায় পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষ এই দুই পক্ষে তিন পুরুষ করিয়া ৬ পুরুষ এবং ৯ পুরুষ স্থলে প্রথমে মাতৃপক্ষ অর্থাৎ মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই তিন পুরুষ, ও পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষে ৬ পুরুষ এই ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

অন্যান্য শ্রাদ্ধে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প প্রভৃতি নাই। কিন্তু এই শ্রাদ্ধে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্প করিবার বিধান এইরূপ—'ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো ঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাসম্প্রতেনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।'

এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হয়। সংস্কারকার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হইলে ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা ও অধিবাস, করিয়া তৎকালে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধে পিত্রাদি পদের পূর্ব্বে প্রত্যেক বারে নান্দীমুখ, এই শ্রাদ্ধের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যে কর্ম্মের অভ্যুদয় জন্য আভ্যুদয়িক হয়, সেই কর্ম্মেরও উল্লেখ করিতে হয়। যথা—'অমুকগোত্রনান্দীমুখ-পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' ইত্যাদি রূপ উল্লেখ হইবে।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে যে শ্রাদ্ধ প্রণালী অভিহিত আছে, ইহাও সেই প্রণালী অনুসারে হইবে অর্থাৎ প্রথমে ভোজ্যোৎসর্গ, বাস্তুপূজা, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা, ব্রাহ্মণ স্থাপন, আসন-দান প্রভৃতি সকলই ঐ প্রণালী অনুসারে হইবে। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে প্রত্যেকবারে মোটক ও তিল দিয়া সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হয়। কিন্তু নান্দীমুখশ্রাদ্ধে ত্রিপত্র ও যব দিয়া উৎসর্গ করার বিধান আছে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে তিল দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, সমস্তই যব দ্বারা করিতে হইবে। মন্ত্রাদিতেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে, তাহা শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সমুদয় এস্থলে লিখিত হইল না। [বিশেষ বিবরণ শ্রাদ্ধপদ্ধতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, এই শ্রাদ্ধ শব্দে পার্ব্বণ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বুঝিতে হইবে। এই দুই শ্রাদ্ধ স্ত্রীগণ করিতে পারিবে না, কিন্তু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকে করিতে পারিবে। কুশদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া তাহার সমক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু সধবা স্ত্রীদিগের কুশ ও তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহারা কুশার পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত এবং তিলের পরিবর্ত্তে যব দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু বিধবা স্ত্রী কুশ ও তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে।

স্ত্রী ও শূদ্রগণ শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবে না, কারণ বেদমন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা কেবল বাক্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি দান করিবে, বেদমন্ত্র গুলি পুরোহিত ঠাকুর নিজে মন্ত্র পাঠ করিলেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রাদ্ধে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতে হয় যে, হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়, আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরা যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে, বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয়, এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না হয়, আমাদের অন্ন বহু হউক, আমরা অতিথি লাভ করি, আমাদের নিকট যেন লোকে প্রার্থনা করে, আমরা যেন কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি।

"দাতারোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ইত্যাদি রূপে পিতৃদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল প্রদান করেন, তাঁহাদের এই আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই সত্য হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধকর্ত্তৃ (ত্রি) শ্রাদ্ধাধিকারী, যাহার শ্রাদ্ধ করার অধিকার আছে। শ্রাদ্ধাধিকারী বহুসংখ্যক, শ্রাদ্ধ শব্দে তাহাদের উল্লেখ হওয়ায় এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। [শ্রাদ্ধ দেখ।]

শ্রাদ্ধকর্ম্মন্ (ক্লী) শ্রাদ্ধ এব কর্ম্ম। শ্রাদ্ধ রূপকার্য্য, শ্রাদ্ধকার্য্য।

মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রাদ্ধ কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্বদিন অথবা অগত্যা সেই কর্ম্মের দিনে অতি কম হইলেও শাস্ত্রপ্রণোদিত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত তিনটী ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সৎকার পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতে হয়।

"পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্ব্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবরান্ সম্যগ্বিপ্রান্ যথোদিতান্ ॥" (মনু ৩।১৮৭)

শ্রাদ্ধকাল (পুং) অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিন। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে ১১শ, ক্ষত্রিয়ের ১৩শ, বৈশ্যের ১৬শ, ও শূদ্রের ৩১শ দিনে গণ্য। ত্রিপক্ষ, অমাবস্যা, শ্রাবণী ও মাঘী পূর্ণিমা, কৃষ্ণৈকাদশী, মহালয়া, ষাণ্মাসিক ও সম্বৎসরান্তে একদিন শ্রাদ্ধকাল নির্দ্ধারিত আছে। (ভারত অনু° ১৩০।১০)

শ্রাদ্ধত্ব (ক্লী) শ্রাদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্রাদ্ধদেব (পুং) শ্রাদ্ধস্য দেবঃ। ১ যম। (অমর) ইনি সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

২ মনুভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, মনু জ্যেষ্ঠ, শ্রাদ্ধদেব ও প্রজাপতি নামধারী বৈবস্বত এবং যম ও যমী দুই জনে কনিষ্ঠ ও যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

"মনু বৈবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
ততো যমো যমী চৈব যমলৌ সম্বভূবতুঃ ॥" (মার্কপু° ১০৬।৪)

৩ পিতৃলোক।

শ্রাদ্ধদেবতা (স্ত্রী) শ্রাদ্ধদেব। (ভাগবত ৪।১৮।৮)

শ্রাদ্ধদেবত্ব (ক্লী) শ্রাদ্ধদেবের কার্য্য।

শ্রাদ্ধভুজ্ [ভোক্তৃ] (ত্রি) ১ শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্রাহ্মণ। ২ পিতৃপুরুষ, ইঁহারা শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধশাক (ক্লী) শ্রাদ্ধে দেয়ং শাকঃ। কাল শাক, চলিত কালকাসন্দা। (ভাবপ্রকাশ) ২ নাড়ীচ শাক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রাদ্ধশিষ্ট (ক্লী) শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট, পিতৃগণকে প্রদত্ত অন্নাদি।

শ্রাদ্ধসূতক (ত্রি) ১ শ্রাদ্ধসম্পর্কে প্রস্তুত অন্ন।

"উগ্রান্নং গর্হিতং দেবি গণান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্।" (অনু ১৪৩।১৭)

শ্রাদ্ধাহ্নিক (ত্রি) শ্রাদ্ধাহ্নসম্বন্ধীয় ক্রিয়াবান্।

"পিতৃবর্ত্তী তু যস্তেষাং নিত্যং শ্রাদ্ধাহ্নিকো দ্বিজঃ।"
(হরিবংশ ২১।১০)

শ্রাদ্ধিক (ত্রি) শ্রাদ্ধমনেন ভুক্তমিতি শ্রাদ্ধ-ঠন্ (শ্রাদ্ধমনেন ভুক্তমিনিঠনৌ। পা ৫।২।৮৫) ১ শ্রাদ্ধভোক্তা। (সিদ্ধান্তকৌ°)

২ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধি দ্রব্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, দিবা রাত্রির উভয় সন্ধিতে মেঘ গর্জ্জন হইলে, ভূকম্পে, উল্কাপাতে, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সময়ে, ঋতু সন্ধিতে এবং শ্রাদ্ধিক দ্রব্যাদি ভোজন বা প্রতিগ্রহকালে বেদোপনিষদের পাঠ বন্ধ করিতে হয় অর্থাৎ তত্তৎকালে পাঠ বন্ধ করার পর সেই দিনে বা তিথিতে আর পাঠাদির কার্য্য করিতে নাই।

"সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাতে ভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

শ্রাদ্ধিন্ (ত্রি) শ্রাদ্ধ ইনি (শ্রাদ্ধমনেন ভুক্তমিনিঠনৌ। পা ৫।২।৮৫) শ্রাদ্ধ ভোক্তা। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শ্রাদ্ধীয় (ত্রি) শ্রাদ্ধ সম্বন্ধি দ্রব্যাদি, শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় শুষ্ক অথবা সিদ্ধ অন্নাদি। মনুতে লিখিত আছে—শ্মশান ও গ্রাম সমীপে, গোচর স্থানে, শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্রব্য পরিগ্রহানন্তর এবং মৈথুন-বসন পরিধান পূর্ব্বক বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে নাই।

"নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধীয়ং প্রতিগৃহ্য চ ॥" (মনু ৪।১১৬)

শ্রাদ্ধেয় (ত্রি) শ্রাদ্ধান্নসম্বন্ধীয়। অনুশাসনপর্ব্বে "অশ্রাদ্ধেয়ানি ধান্যানি" পদ আছে।

শ্রান্ত (পুং) শ্রম-ক্ত। ১ শান্ত। ২ জিতেন্দ্রিয়। (হেম) (ত্রি) ৩ শ্রমযুক্ত, ক্লান্ত। ৪ খিন্ন, খেদযুক্ত, দুঃখিত।

"সখি মৎ প্রাণনাথস্ত সাধয়ন্তী নিরন্তরং।
অতি শ্রান্তাসি সদ্ভাবস্নেহয়োরিয়মৌচিতী॥" (কাব্যচন্দ্রিকা)

এস্থলে ক্লান্তত্ব ও খিন্নত্ব এই উভয় ভাবই প্রকাশিত হইতেছে; কেন না প্রথমতঃ সরলার্থ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে যে, হে সখি! তুমি যে আমার প্রাণনাথকে [আমার উপকারার্থ] নিরন্তর সাধনা করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছ, ইহা সদ্ভাব এবং স্নেহের উপযুক্ত কর্ম্মই বটে, দ্বিতীয়তঃ ব্যঙ্গার্থে বলা হইতেছে যে, হে সখি! তুমি যে ঐরূপ নিরন্তর সাধনা করিতেছ এবং [তাঁহার মন না পাইয়া] মনে মনে খিন্ন হইতেছ, ইহা কি সদ্ভাব ও স্নেহের উপযুক্ত হইতেছে? ৫ নিবৃত্ত। ৬ ভোগতৃপ্ত।

শ্রান্তসংবাহন (ক্লী) শ্রান্তস্ত সংবাহনং। শ্রান্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা, পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে আসনাদি প্রদান দ্বারা তাহার শ্রমাপনোদন করা।

শ্রান্তসদ্ (ত্রি) যাহারা সুখোপভোগের নিমিত্ত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া অবস্থান করে, যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি।

"অন্তরিক্ষ আসাং স্থাম শ্রান্তসদামিব।" (অথর্ব্ব ১।৩২।২)

'শ্রান্তসদামিব তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা শ্রান্তাঃ সন্তঃ সীদন্তি নিবসন্তি সুখোপভোগার্থং ইতি শ্রান্তসদঃ যক্ষগন্ধর্ব্বাদয়ঃ। ষদ্ল বিশরণগত্যবসাদনেষু অস্মাৎ সৎসূদ্বিষং ইত্যাদিনা ক্বিপ্।' (সায়ণ)

শ্রান্তি (স্ত্রী) শ্রম-ক্তিন্। ১ শ্রম। ২ ক্লেশ। ৩ খেদ। ৪ বিশ্রাম, নিবৃত্তি।

শ্রান্তোপচার (পুং) পরিশ্রান্ত অশ্বের শুশ্রূষা অর্থাৎ পরিশ্রমের পর তাহাদিগকে ডলা মলা। (জয়দত্ত)

শ্রাপিন্ (ত্রি) শ্রা-ণিচ্-ণিনি। যে পাক করায়।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ২১৫।১৮)

শ্রাম, মন্ত্র অর্থাৎ গুপ্ত পরামর্শ অথবা সম্বোধন করা। অদন্ত চুরাদি° পর° সক° সেট্। অশশ্রামং।

শ্রাম (পুং) শ্রাময়তীতি শ্রাম-অচ্। ১ মাস। ২ মণ্ডপ, গৃহ। ৩ কাল, সময়। (মেদিনী)

শ্রামণ (ক্লী) শ্রমণস্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা শ্রমণ-অণ্ (হায়নান্তযুবাদিভ্যোহণ্। পা ৫।১।১৩০) ইতি যুবাদিত্বাদণ্। শ্রমণের ভাব বা কর্ম্ম।

শ্রামণের (পুং) জিন ভিক্ষু শিষ্য। পর্য্যায়—চেলুক, প্রব্রজিত, মহোপাসক, গোমী। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

শ্রায় (পুং) শ্রি শ্রয়ে (শ্রিণীভুবোহনুপসর্গে। পা ৩।৩।২৪) ইতি শ্রি-ঘঞ্। ১ শ্রয়ণ, আশ্রয়; অবস্থিতিস্থান।

"যাত যূয়ং যমশ্রায়ং দিশং নায়েন দক্ষিণাং।" (ভট্টি ৭।৩৬)

(ত্রি) শ্রীর্দেবতা অস্ত শ্রী-অণ্। ২ শ্রী সম্বন্ধীয়, লক্ষ্মী সম্বন্ধীয়। 'শ্রায়ং হবিঃ।' (সিদ্ধান্তকৌ°)

শ্রায়ন্তীয় (ক্লী) সামভেদ।

শ্রায়স (ত্রি) শ্রেয়স্-অণ্ (দেবিকা-শিংশপেতি। পা ৭।৩।১) ইতি আদেরচঃ আৎ। শ্রেয়সি ভবঃ ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী। মঙ্গলার্থ উৎপন্ন, মঙ্গলজনক।

শ্রাব (পুং) শ্রু-ঘঞ্। ১ শ্রবণ, আকর্ণন, চলিত শুনা। ২ ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বিশেষ। (মহাভারত ৩২০১।১) ৩ শ্রীবাস, সরল বৃক্ষের আটা। (ভাবপ্রকাশ)

শ্রাবক (পুং) শৃণোতীতি শ্রু-ণ্বুল্। ১ শাক্যমুনির শিষ্য সম্প্রদায়বিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ অত ইত্বং। শ্রাবিকা=বৌদ্ধভিক্ষুণী-ভেদ। ২ জৈনযতিভেদ। ৩ কাক। (ত্রিকাণ্ডশেষ) শ্রাবয়তীতি শ্রু-ণিচ্-ণ্বুল্। ৪ দূরধ্বনি, দূরের শব্দ।

"প্রণিজগন্ধুরকাকুশ্রাবকস্নিগ্ধকণ্ঠাঃ।
পরিণতিমিতি রাত্রে র্মাগধা মাগধায়।" (মাঘ ১১।১)

৫ শ্রোতা, শ্রবণকর্ত্তা, যে শ্রবণ করে।

"ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ বিধিবদ্দ্বিজম্।" (পুরাণ)

৬ শিষ্য, ছাত্র, পঠনীয়।

শ্রাবক, ভারতমহাসাগরীয় পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বোর্ণিও দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমাংশস্থ দেশভাগ। বর্ত্তমান সময়ে শরাবক নামে বিদিত। এই জনপদ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, লম্বে ৬০ মাইল এবং বিস্তার ৫০ মাইল; সুতরাং ইহার ভূপরিমাণ ৩০০০ বর্গ মাইল বলিয়া অনুমান হয়। সমগ্র স্থানটাই জঙ্গলাবৃত, তবে উহার মধ্যে মধ্যে অতি অল্পমাত্র স্থান পরিষ্কৃত ও গ্রামাকারে পরিণত দেখা যায়। বনপ্রদেশে লাঙ্গুলহীন বানর, হরিণ ও বন্যশূকর যথেষ্ট। ঐ সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বনবাসী অসভ্যজাতিরও বাস আছে।

এখানে তিনটী প্রধান নদী আছে; তন্মধ্যে শরাবক নদীই প্রধান। ইহা মধ্যদেশস্থ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত দুইটি শাখানদীর সংমিশ্রণে গঠিত। এই সঙ্গমের পর, প্রায় ২০ মাইল পথ প্রবাহিত হইয়া শরাবক নদী পুনরায় সমুদ্রতীর হইতে ১২ মাইল দূরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া খরস্রোতে সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। সমুদ্রকূলে ঐ শাখাদ্বয় পুনরায় নানা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নদীমোহনাকে বিস্তৃত ও নদীজালে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। ঐ নদীমালার সর্ব্বপূর্ব্ব জলপ্রণালীটী মরতাবাস নামে কথিত; উহার বিস্তৃতি প্রায় একমাইলের তিনভাগ বা ১৷৷০ পোয়া এবং পূর্ণ ভাটার সময় জলের গভীরতা প্রায় ৪ ফাদম থাকে। এই কারণে পণ্যদ্রব্যবাহী সুবৃহৎ অর্ণবপোতসমূহ এই

নদীমুখে অনায়াসে আগমন করিতে পারে। এই নদীতীরে সমুদ্রতট হইতে ১৫ মাইল ব্যবধানে কুচং নামক স্থানে মলয়জাতির একটী উপনিবেশ আছে। ঐ স্থানের জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র হইবে। কিন্তু উক্ত অধিবাসীদের অবস্থা উন্নত নহে।

পূর্ব্বে এই বন্য প্রদেশ য়ুরোপবাসী বণিক্‌সম্প্রদায়ের নিকট অবিদিত ছিল। কেহই অনুসন্ধিৎসাপরবশ হইয়া এই বনভূমি পরিদর্শনে আসেন নাই। এখানে সামান্য পরিমাণে বেলে ও দানাদার পাথর পাওয়া যায়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এখানে রসাঞ্জনের (Sulphuret of antimony) খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় উহা য়ুরোপবাসীর নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছে। এখন ঐ রসাঞ্জন য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

১৮৪১খৃষ্টাব্দে সর্ জেমস্ ও ব্রুক্ নামক একজন ইংরাজ এদেশে আসিয়া বোর্ণিওদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে এই প্রদেশের শাসনাধিকার লাভ করেন। অনন্তর তিনি স্বীয় মানসিক বৃত্তিবলে, অপরিমিত সাহসে ও অধ্যবসায়ে এবং সদিচ্ছাবশে চালিত হইয়া এই প্রদেশের যথেষ্ট শাসনশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন। তিনি রাজা উপাধি ধারণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যপরিচালন করিয়াছিলেন; তাঁহার অধিকারে শ্রাবক নগরে মলয়, দায়ক ও চীন প্রভৃতি জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ায় ঐ নগরের জনসংখ্যা ১৫ হাজারের অধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর বাণিজ্য সম্ভারে পূর্ণ হইয়া সমৃদ্ধিপ্রভায় আলোকিত হয়।

মলয় ভাষায় দায়ক শব্দে এখানকার আদিম বন্য অধিবাসীদিগকে বুঝায়। বাস্তবিক দায়কগণ একজাতি ভুক্ত নহে। উক্ত সর্ জেমস্ ব্রুক্ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে প্রায় ৫০ বর্গমাইল স্থানে ২০টী ভিন্ন ভিন্ন বন্য জাতির বাস আছে; ইহাদের কথিত ভাষা আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার বন্যজাতির ফলিতভাষার কতকটা অনুরূপ। এসিয়াস্থ কোন দেশীয় সভ্য বা বন্যভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায় না। মলয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে মলয়বাসী স্থানীয় দায়কদিগের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। [শরাবক দেখ।]

শ্রাবণ (পুং) শ্রবণেনাচরতি নতু কার্য্যেণ ইতি শ্রবণ-অণ্। ১ পাষণ্ড (মেদিনী) শ্রবণেন গৃহ্যতে শ্রবণ-অণ্ (শেষে। পা ৪।২৯২) ২ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, শব্দ। (কাশিকা) শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী শ্রাবণী সা যত্র বিদ্যতে শ্রবণা-অণ্। ৩ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত চতুর্থ মাস। এই মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রবণানক্ষত্র সংযুক্ত থাকে বলিয়া ইহার নাম শ্রাবণ। পর্য্যায়। (পুং) নভস্ শ্রাবণিক, (অমর) (ক্লী) নভস্। (শব্দরত্নাবলী)

এই মাস সৌর ও চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ; সূর্য্য যতদিন কর্কটরাশিতে অবস্থান করেন তাহাকে সৌর এবং তিনি কর্কটরাশিস্থ হওয়ার পর যে দিন হইতে শুক্ল প্রতিপৎ আরম্ভ হয় সেই দিন অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত সে মাস নির্ণীত হইয়া থাকে, তাঁহাকে চান্দ্র শ্রাবণ বলে। এই চান্দ্র শ্রাবণ আবার গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইল উহাকে মুখ্য এবং উক্তরূপে কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে গৌণ চান্দ্র বলা হইয়া থাকে। (মলমাসতত্ত্ব)

দেবীপুরাণে শ্রাবণ মাসীয় কৃত্য নিম্নোক্ত প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে; যথা—হরিশয়ন আরম্ভ হইবার পর তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে স্নুহীবৃক্ষসংস্থিতা মনসাদেবীকে পূজা করিতে হইবে অর্থাৎ ঐ দিবসে বাটীর প্রাঙ্গণে রোপিত একটী সীজবৃক্ষের পাদদেশে ঘটাদি স্থাপনান্তর ক্ষীর, সর্পিঃ নৈবেদ্যাদি উপকরণ সামগ্রী প্রদান দ্বারা যথাবিধানে প্রথমে মনসা দেবীর এবং তৎপরে অনন্তাদি নাগগণের পূজা করিতে হয়; তাহা হইলে লোকের আর সর্প ভয় থাকে না।

"সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাং॥
দেবীং সংপূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্ মহোরগান্।
ক্ষীরং সর্পিশ্চ নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্॥" (দেবীপুরাণ)

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক, কালীয়, তক্ষক, পিঙ্গল, মণি ভদ্রক, এই সকল নাগগণকে পূজা করিলে ইহকালে সর্পভয় নিবারণ এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

পূজা বিধি—উক্ত গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ পঞ্চমীতে স্নানাদি কৃত্য সমাপনানন্তর উত্তরাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক 'অদ্য শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্পভয়াভাবকামো মনসাদেবীপূজামহং করিষ্যে' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নুহী বৃক্ষমূলে তদভাবে ঘটে অথবা জলে পূজা করিবে, ন্যাসাদি করিয়া দেবীকে 'অম্ব' ইত্যাদি বলিয়া ধ্যান করণানন্তর 'মনসাদেবি ইহাগচ্ছ' বলিয়া আবাহন এবং 'এতৎ পাদ্যং ওঁ মনসা দেব্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে যথাশক্তি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিবে। অতঃপর অনন্তাদি নাগগণের পূজা করিবে, তাহাতে ক্ষীর, সর্পি ও নৈবেদ্যই প্রধান তম উপকরণরূপে প্রযোজ্য। প্রথমে উক্ত অনন্তাদিকে গন্ধাদি দ্বারা পূজা

করিয়া পরে 'ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরং। পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ' এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। তদনন্তর 'ওঁ বাসুকয়ে নমঃ, ওঁ কম্বলায় নমঃ, ওঁ কর্কোটায় নমঃ, ওঁ শঙ্খকায় নমঃ, ওঁ কালীয়ায় নমঃ, ওঁ তক্ষকায় নমঃ, ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ, ওঁ মহাপদ্মায় নমঃ, ওঁ কুলিকায় নমঃ, ওঁ মণিভদ্রায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ, ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ ঐরাবতায় নমঃ' বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেকের পূজা করিতে হইবে, কিন্তু যদি প্রত্যেকের জন্য পূর্ব্বোক্ত উপকরণ সামগ্রীসমূহ সমান ভাবে সম্পূর্ণ রূপে নিতান্ত সংগ্রহ করিতে শক্তিতে না কুলায়, তবে অভাব পক্ষে কেবল মাত্র গন্ধপুষ্প দ্বারাও পূজা কার্য্য সমাহিত হইতে পারে।

উক্ত দিবসে গৃহে নিম্বপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহা ব্রাহ্মণকে দান ও স্বয়ং ভক্ষণ করিতে হয়।

"পিচুমর্দ্দস্য পত্রাণি স্থাপয়েদ্‌ভবনোদরে।
স্বয়ঞ্চাপি তদশ্নীয়াৎ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ॥" (রত্নাকর)

উভয় দিন ব্যাপিয়া তিথি অবস্থান করিলে পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে যদি মুহূর্ত্তাধিক কাল পর্য্যন্ত পঞ্চমী থাকে, তাহা হইলে তদ্দিবসেই পূজা বিধেয়।

৪ শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী তিথি। এই তিথিতে শ্রাদ্ধাদি করার বিধান দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তদ্দিনে উহা করা নিতান্তই আবশ্যক।

(ত্রি) ৫ শ্রবণা নক্ষত্র সম্বন্ধীয়।

শ্রাবণত্ব (ক্লী) শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব। (তর্কস° ৪।২)

শ্রাবণদ্বাদশীব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। নারদপুরাণ, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ ও সৌরপুরাণে এই ব্রতমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

[শ্রাবণদ্বাদশী দেখ।]

শ্রাবণপ্রত্যক্ষ (ত্রি) ১ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণিত, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান জন্মিয়াছে। (পুং) ২ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণ বা জ্ঞান।

শ্রাবণবর্ষ (ক্লী) শ্রবণান্ত নক্ষত্রসম্বন্ধি বর্ষভেদ। শ্রবণা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গুরু উদিত হইলে তদ্দিবসাবধি এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত যে সময় তাহা শ্রাবণবর্ষ নামে অভিহিত হয়; এই বর্ষে শস্যাদি সকল অতি নিরুপদ্রবে পরিপক হয় এবং তাহাতে প্রায় যাবতীয় লোকই সুখী হইতে পারে, কিন্তু কতিপয় পাষণ্ড ব্যক্তিগণ ও তত্তদ্‌ভক্তবৃন্দ সাতিশয় প্রপীড়িত হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৮।১২)

শ্রাবণা (স্ত্রী) ১ দধ্যালীক বৃক্ষ। (মেদিনী) ২ ভূকদম্ব, কোকশিমা। (ভৈষজ্যরত্না°)

শ্রাবণিক (পুং) শ্রবণাপৌর্ণমাস্যস্মিন্নস্তীতি শ্রবণা-ঠক্ (বিভাষা ফল্গুনীশ্রবণাকার্ত্তিকীচৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩) যে মাসের পৌর্ণমাসীতে শ্রবণানক্ষত্র অবস্থিত থাকে, শ্রাবণ মাস।" (অমর)

শ্রাবণিকা (স্ত্রী) শ্রাবণী শব্দার্থ।

শ্রাবণী (স্ত্রী) শ্রবণেন নক্ষত্রেণ যুক্তা পৌর্ণমাসী শ্রবণ-অণ্ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ততো ঙীপ্‌ ১ শ্রাবণমাসীয় পূর্ণিমা। এই তিথি নিত্য শ্রাদ্ধকাল মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—

"পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণী চ নরোত্তম।
এতান্ বৈ শ্রাদ্ধকালাংস্তু নিত্যান্ আহ প্রজাপতিঃ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

২ বৃক্ষবিশেষ। ৩ মুণ্ডীরী; ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুই প্রকার। ক্ষুদ্রগুলিকে মঙ্গোলিয়ায় ছোটামুণ্ডী ও হিন্দিতে খোল কুড়িয়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—মুণ্ডিতিকা, ভিক্ষু, শ্রবণশীর্ষিকা, শ্রবণা প্রব্রজিতা, পরিব্রাজী, তপোধনা। গুণ,—কষায়, কটু, উষ্ণ, এবং কফ, বায়ু, আমাতিসার, কাস, বিষ ও বমিনিবারক।

ভাবপ্রকাশে ক্ষুদ্রমুণ্ডীরীর পর্য্যায় পূর্ব্বোক্ত রূপ এবং মহামুণ্ডীরীর পর্য্যায় ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও তপস্বিনী এই কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু উভয়ের গুণই তুল্যরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উভয় মুণ্ডতিকাই পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, মেধ্য এবং গণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিপীড়া, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও গুহ্যরোগবিনাশক। চরকে রক্তমুণ্ডীরী বলিয়াও ইহার এক প্রকার ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। (চরকচি° ৩অঃ)

৪ মহৌষধি। (সুশ্রুতচি° ৩০অঃ) ৫ বৃদ্ধি নামক ঔষধি। (বাভট) ৬ ঋদ্ধি নামক ঔষধি। (বৈদ্যকনিঘ°) ৭ ভূকদম্ব।

(চরক বিমানস্থান)

শ্রাবণীদ্বয় (ক্লী) শ্রাবণী ও মহাশ্রাবণী। (চরক বিমানস্থান)

শ্রাবণীয় (ত্রি) ১ শ্রবণযোগ্য, শুনিবার উপযুক্ত, শুনা উচিত। (মার্কপু° ৯৭।৩৬) ২ শুনানর যোগ্য।

শ্রাবন্তী (স্ত্রী) একটী দেশ বা নগরী; ধর্ম্মপত্তন। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

শ্রাবয়ৎপতি (ত্রি) পিতৃলোকের বিখ্যাপক, যাহার নিজের কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক সাতিশয় বিখ্যাত হন।

"শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দাদতি দাশুষে" (ঋক্ ৫।২৫।৫)
'শ্রাবয়ৎপতিং শ্রাবয়তি বিশ্রুতান্ করোতি পতীন্ পালয়িতৄন্ পিতৄনিতি স্বকর্ম্মণা পিতৄণাং প্রখ্যাপক ইতি শ্রাবয়ৎপতিঃ তথাবিধং পুত্রং দাশুষে' (সায়ণ)

শ্রাবয়ৎসখি (ত্রি) প্রধানতম ঋত্বিগ্‌বিশিষ্ট, যাহার ঋত্বিগ্‌গণ নিরতিশয় বিখ্যাত।

"স ঋঘঃ শ্রাবয়ৎসখা" (ঋক্ ৮।৪৬।১২)
'শ্রাবয়ৎসখা শ্রাবয়ন্তঃ সখায় ঋত্বিজো যস্য স তাদৃশঃ' (সায়ণ)

শ্রাবয়িতব্য (ত্রি) শুনাবার উপযুক্ত, যাহা শুনান যাইতে পারে।

শ্রাবস্ত (পুং) শ্রাব নামক রাজার পুত্র। ইনিই শ্রাবস্তীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। (হরিবংশ)

শ্রাবস্তক (পুং) শ্রাবস্ত নামক রাজগণ।

শ্রাবস্তী, অপর নাম শ্রাবস্তীপুরী। একটী প্রাচীন জনপদ ও তাহার রাজধানী। বর্ত্তমানকালে ঐ সমৃদ্ধিশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়। এক্ষণে উহা একটী সামান্য গণ্ডগ্রামে পরিণত ও শেট-মহেঠ (সেট মহেঠ) নামে সাধারণে পরিচিত। এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট একটী পরম পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত; একসময় ভগবান্ বুদ্ধ এখানে বাস করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন বহুগবেষণা-ফলে বর্ত্তমান শেট-মহেঠ গ্রামের অদূরে নদীর অপরপারে প্রাচীন শ্রাবস্তী-পুরীর অবস্থান নির্ণয় করিয়া যান। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ কানিংহাম্ তাঁহার মীমাংসা ও চীনপরিব্রাজকদিগের পন্থানুসরণ করিয়া শেট-মহেঠ গ্রামকেই প্রাচীন শ্রাবস্তীপুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে যে বিস্তৃত ধ্বস্ত স্তূপরাশি নিপতিত আছে, তাহাই শ্রাবস্তীর প্রাচীন কীর্ত্তির ও বৈভবের একমাত্র নিদর্শন।

এই গ্রাম ও তৎসন্নিহিত শ্রাবস্তীর স্তূপরাশি অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার রাপ্তী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫´ পূঃ। উক্ত জেলার বলরামপুর নগর হইতে ইহার দূরত্ব ১০ মাইল মাত্র। এখানে এখন অতীত গৌরবজ্ঞাপক কোনরূপ সমৃদ্ধি বিদ্যমান নাই। কেবল কএকঘর লোক এখানে বাস করিয়া প্রাচীন রাজধানীর ক্ষীণস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

হরিবংশপাঠে জানা যায় যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পৌত্র শ্রাবতনয় শ্রাবস্ত এইনগর স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী তাঁহারই নামানুসারে শ্রাবস্তীপুরী নামে বিদিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশে, মহাভারত বনপর্ব্বে, পাণিনি ৪।২।৯৭ এবং ভাগবত-পুরাণের ৯।৬।২১ শ্লোকে শ্রাবস্তী রাজধানীর উল্লেখ আছে। ত্রিকাণ্ডশেষে (২।১।১৩) শ্রাবস্তীর অপর নাম ধর্ম্মপত্তন বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। বাসবদত্তাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রাবস্তী এবং তদভ্যন্তরপ্রবাহিণী রাপ্তী নদীর নাম ঐরাবতী লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধপালি-গ্রন্থনিচয়ে শ্রাবস্তীর 'সবট্‌ঠী' এবং ঐরাবতীর 'অশিরবতী' নাম পাওয়া যায়। এখনও রাপ্তীর পার্ব্বত্যস্রোতঃ পালিনামের পরিবর্ত্তে অহিরবতী নামে পরিচিত আছে।

শাক্যবুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে শ্রাবস্তী নগরীর শ্রীসমৃদ্ধি কিরূপ ছিল, উপরি বর্ণিত গ্রন্থসমূহ হইতে তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রামায়ণ হইতে আমরা এইমাত্র অবগত হইতে পারি যে, তৎকালে ইহা উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মৃত্যুকালে এই জনপদ স্বীয় পুত্র লবকে দিয়া যান। শাক্যবুদ্ধের জন্মকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রাবস্তীপুরী মধ্যদেশ-প্রসিদ্ধ ছয়টী জনপদের একতম বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে ইহার দক্ষিণে সাকেত (অযোধ্যা) ও পূর্ব্বে বৈশালী (বারাণসী ও বেহার) রাজ্য বিদ্যমান ছিল; এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, বর্ত্তমান বরাইচ, গোণ্ডা, বস্তি ও গোরখপুর জেলা লইয়াই প্রাচীন শ্রাবস্তী জনপদ গঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সমকালে শ্রাবস্তী নগর বাণিজ্যদ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ ও সুধাধবলিত সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া সমৃদ্ধির শীর্ষ-সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। ঐ সময়ে অরণেমি ব্রহ্মদত্তের পুত্র প্রসেনাদিত্য এখানকার রাজা ছিলেন। তাঁহার বর্ষিকা নাম্নী ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভে জেত নামে এক ধর্ম্মশীল পুত্র জন্মে। ইহার পর, রাজা কপিলবস্তুনিবাসিনী মল্লিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। মল্লিকার গর্ভে রাজার প্রথমে বিরূঢ়ক ও পরে সাগর-সান্দোলিত (সেগের সন্দলিত্) নামে দুই পুত্র হয়। ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিরূঢ়ক বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী হইয়া শাক্যকুল সংহার করিতে মনস্থ করেন। সাগর সান্দলিত তিব্বতরাজ্যের রাজা হইয়া তদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তার করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি এখানকার শিল্পকীর্ত্তির সমৃদ্ধির পরিচায়ক মঠ, সঙ্ঘারাম ও অট্টালিকাদি ধ্বংসমুখে পতিত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তখনও এখানকার সুরম্য হর্ম্ম্য সকল ভূমিসাৎ হয় নাই; বৌদ্ধ মঠাদি কেবলমাত্র শ্রমণ বিরহিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে! নগরটী সম্পূর্ণরূপে জনহীন; সুতরাং রাজধানীর গৌরবদীপ্তি একবারেই অপসারিত, নগরবাসী অজ্ঞানের অন্ধকারে পূর্ণমাত্রায় নিমজ্জিত রহিয়াছে; সে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চা আর নাই, কেবলমাত্র ২০০ শত ঘর দরিদ্র ব্যক্তি সেই অভিশপ্ত স্থান পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়াই যেন নগর পরিত্যাগ করে নাই। ইহার প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী পরে যখন হিউএন্‌সিয়াং শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করেন, তখন ঐ সকল অট্টালিকা একবারেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথায় জনপ্রাণী মাত্রও নাই, দুই একজন বৌদ্ধযতি ধর্ম্মানুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া তথাগতের লীলাক্ষেত্র বিহারাদিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। উক্ত চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে শ্রাবস্তীর যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"শ্রাবস্তী রাজ্যের চতুঃসীমা প্রায় ৬০০০ লি। রাজধানীর বিস্তৃতি কতদূর ছিল, তাহা এখন নিরূপণ করা সুকঠিন। তবে রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ২০ লিঃ হইবে। প্রাচীন রাজ-

প্রাসাদাদির সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংসমুখে পতিত হইলেও এখনও এখানে স্বল্প লোকের বাস আছে। তাহাদের অবস্থা ততদূর ভাল নহে, সকলেই কৃষিজীবী, তবে তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, সৎ-প্রকৃতিক, জনমনোরঞ্জক, বিনয়ী ও পরোপকাররত। এখানে যে সমস্ত সঙ্ঘারাম বা মঠ বিদ্যমান আছে, তাহার সকল-গুলিই প্রায় বিধ্বস্ত ; তবে তাহার মধ্যে দু একটী এখনও ভগ্ন-প্রায় অবস্থায় অবস্থিত। এখন ঐ সকল মঠে কেহ বাস করে না। যে দু একটী ধর্ম্মাচারনিষ্ঠ বৌদ্ধযতি দেখা যায়, তাহাদের সকলেই সম্মতীয়শাখার গ্রন্থাদি আলোচনায় নিরত। বৌদ্ধকীর্ত্তি ছাড়া এখানে হিন্দুদিগের প্রায় শতাধিক দেবমন্দিরও রহিয়াছে।

'তথাগত যখন ইহজগতে জীবিত, তখন প্রসেনজিৎ রাজা এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত প্রসাদভিত্তি অদ্যাপিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকে 'সদ্ধর্ম্ম-মহাশালা' নামক ধর্ম্মমন্দির, উহার ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা প্রসেনজিৎ ঐ শালা নির্ম্মাণ করান। বুদ্ধদেব ঐ মহাশালায় বসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্বে বুদ্ধের মাতুলানী প্রজাপতী ভিক্ষুণীর স্মৃতিস্মরণার্থ প্রসেনজিৎ-নির্ম্মিত বিহার দৃষ্ট হয়। ঐ বিহারের ধ্বংসের উপর একটী স্তূপ গ্রথিত রহিয়াছে। ইহারই পূর্ব্বাংশে যে স্তূপ আছে, তথায় রাজার কোষাধ্যক্ষ ও মন্ত্রী সুদত্তের আবাসবাটী।

'সুদত্তের বাসভবনের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ স্তূপ। ঐ স্থানে অঙ্গুলিমাল্য নামে একটী জাতির বাস ছিল। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিরোধী, প্রাণিহিংসক, কদাচারী ও কঠিন হৃদয় বলিয়া খ্যাত ; এমন কি কখনও কেহ নরহত্যা করিতে কাতর হয় না। সাধারণতঃ ইহারা নিহত মনুষ্যের অঙ্গুলী কাটিয়া লইয়া কণ্ঠে মালাকারে ধারণ করিয়া থাকে, এই কারণেই ইহাদের অঙ্গুলিমাল্য নাম হইয়াছে। ইহাদের বিশ্বাস, যদি কোন অঙ্গুলি-মাল্য স্বীয় মাতা বা কোন বুদ্ধকে নিহত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে।

'এই অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একজন অঙ্গুলীমাল্য স্বীয় মাতাকে নিহত করিতে উদ্যত হয়। মাতার পশ্চাদনুসরণ করিয়া সে তৎকালে বুদ্ধদেবকে সম্মুখে দেখিতে পায় এবং মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধের অভিমুখে অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হয়। তথাগত তাহার মনোভিপ্রায় অবগত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'বৎস ? সৎপ্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ না করিয়া তুমি এরূপ দুর্ব্বহ পাপভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেন জগৎকে পাপভারে ক্লিষ্ট করিতেছ ?" বুদ্ধদেবের শান্তসৌম্যমূর্ত্তি ও সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার চৈতন্যোদয় হইল। সে তৎক্ষণাৎ শাক্যসিংহের চরণে নিপতিত হইয়া মুক্তিকামনায় তাঁহার আশ্রয়-ভিক্ষা করিল। বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অর্হৎপদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

'নগরের ৫।৬ লি দক্ষিণে জেতবন (প্রসেনজিৎপুত্র যুবরাজ জেতের প্রসিদ্ধ উদ্যানবাটিকা। রাজমন্ত্রী সুদত্ত উহা ক্রয় করিয়া বুদ্ধের বাসজন্য এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে একটী সঙ্ঘারামও ছিল, তৎসমুদায়ই এখন ধ্বংসাবস্থায় নিপতিত। উক্ত বিহারের পূর্ব্ব প্রবেশদ্বারের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৭০ ফিট উচ্চ দুইটী স্তম্ভ বিরাজিত আছে। উহার বামদিকের স্তম্ভটির তলদেশে একটী ধর্ম্মচক্র এবং দক্ষিণ স্তম্ভটীর শিরোদেশে বৃষমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ঐ স্তম্ভ দুইটী বৌদ্ধ সম্রাট্ মহারাজ অশোকের কীর্ত্তি। বিহারমধ্যস্থিত অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল একটী মাত্র গৃহ এখনও তদধিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া বিদ্যমান আছে।

'সুদত্ত স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল ও বিনীতস্বভাব ছিলেন। তিনি দরিদ্র অনাথদিগকে অন্নদান করিতেন বলিয়া 'অনাথপিণ্ডদ বা অনাথপিণ্ডিক' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া জেতবন ক্রয়পূর্ব্বক উহাতে সঙ্ঘারামাদি নির্ম্মাণ করান ; এই কারণে তাঁহার নামানুসারে উহা অনাথপিণ্ডদ-বিহার নামেও খ্যাতি লাভ করে। এই উদ্যানের চারি পার্শ্বেই বুদ্ধদেবের লীলা ও মহিমাব্যঞ্জক স্তূপাবলী নির্ম্মিত আছে।

'সুদত্ত রাজগৃহে শাক্যবুদ্ধের সাক্ষাৎ পান এবং সেই স্থানে তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মগুরুকে শ্রাবস্তীতে বসাইবার জন্য যুবরাজ জেতের সুরম্য উপবন বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করেন। জেতও এই সময়ে বুদ্ধধর্ম্ম-মতে দীক্ষিত হন। অনন্তর তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব অর্থব্যয়ে ঐ উদ্যানবাটিকা অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। শাক্যবুদ্ধ যখন ঐ উদ্যানে শুভাগমন করেন,তখন তিনি উহাকে উভয় ভক্তের কীর্ত্তি জানিয়া"জেতবন-অনাথপিণ্ডকারাম" নাম দিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থে এই সুদত্ত "মহাশেট্ঠী" বলিয়া উল্লিখিত। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, জেতবনের অপর নাম মহাশেট্ঠীবিহার। শ্রাবস্তীর প্রসিদ্ধ মহাশেট্ঠী বিহারের সংক্ষেপ পরিচয়ে এই স্থান শেট-মহেট নামে আখ্যাত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তীপুরে সমাগত হন ; তখন এখানে বৌদ্ধমতবিরোধী বহু ধর্ম্মমতাবলম্বিগণের ও দার্শনিকদিগের বাস ছিল। তন্মধ্যে জৈনাচার্য্যগণই প্রধানতম। সুপ্রসিদ্ধ জৈনগুরু পূর্ণ কাশ্যপ এখানে বুদ্ধের নিকট তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা-করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তীর্থঙ্কর সম্ভব-নাথ এখানে আবির্ভূত হন। সেই জন্য জৈনগণ এখনও এখানে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে এবং তত্রত্য একটী ধ্বস্তস্তূপকে

তাঁহার আদি পীঠ জানিয়া ভক্তি করে। ডাঃ কানিংহাম ঐ স্তূপ খনন করিয়া তন্মধ্য হইতে একটী প্রাচীন অট্টালিকার প্রাচীরাদির নিদর্শন ও কতকগুলি জৈনমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। ইহারই অদূরে ও নগরপ্রাচীর মধ্যে আরও অনেক জৈনমন্দির পরিদৃষ্ট হয়। এখনও এখানে সম্ভবনাথের মন্দির আছে।

'উক্ত জেতবন বিহারের ৩ বা ৪ লি পূর্ব্বে একটী স্তূপ; শ্রাবস্তীর প্রসিদ্ধ-বৌদ্ধরমণী বিশাখা বুদ্ধের অনুমতিক্রমে যে পূর্ব্বারামবিহার নির্ম্মাণ করেন, ঐ স্তূপটী তাহারই সম্মুখে স্থাপিত। ঐ স্তূপের দক্ষিণভাগে বিরূঢ়ক শাক্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে বিশাখার প্রার্থনানুসারে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার আশে পাশে বিরূঢ়কের কুকীর্ত্তি গাথা স্মারক কতকগুলি স্তূপ দৃষ্ট হয়।

'পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘারামের ৩। ৪ লি উত্তরপূর্ব্বে আপ্তনেত্রবন নামক বুদ্ধের বিহার স্থান। এখানে বুদ্ধদেব কতকগুলি দস্যুকে চক্ষুদান করেন। প্রবাদ, রাজা প্রসেনজিতের বিচারে ঐ দস্যুদিগের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছিল। এই খানেই বৌদ্ধরমণী বিশাখা ভক্তিপরবশ হইয়া বুদ্ধের জন্য আবাসভবন (বিহার) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই খানেই দ্রোণোদনের পুত্র দেবদত্ত হিংসাবশে বুদ্ধের জীবন-সংহারের চেষ্টা করিয়া স্বীয় প্রাণবায়ু বহির্গত করেন। স্বয়ং শাক্যসিংহ এই স্থানে জেতবনবিহারের সমীপবর্ত্তী স্থানে তদ্দেশবাসীকে আপন ধর্ম্মমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই স্থানেই শাক্যকুল-ধ্বংসকারী বিরূঢ়ক ও তাহার মন্ত্রী অম্বরীষ অগ্নিদগ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ, শাক্যকুলের প্রতি শত্রুতানিবন্ধন বিরূঢ়ক স্বীয় মন্ত্রী অম্বরীষের পরামর্শানুসারে আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জেতকে নিধন করেন। এই কীর্ত্তি বিঘোষিত করিবার জন্য তিনি তথায় একটী দীর্ঘিকা মধ্যে প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। ঐ প্রাসাদস্থিত সূর্য্যকান্তমণিতে সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হওয়ায় অকস্মাৎ অগ্নি সংযোগ হয় এবং তাহাতেই জলক্রীড়ানিরত রাজা মন্ত্রীসহ দগ্ধ হন।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক ধর্ম্মরাজিকা দ্বারা শ্রাবস্তী নগর বৌদ্ধকীর্ত্তিপুঞ্জে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শ্রাবস্তী নগরী যেরূপ সমৃদ্ধি পূর্ণ ছিল এবং তৎকালে এই নগর যে বৌদ্ধধর্ম্মের একটী পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত ছিল, তাহা তাঁহার নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ও স্তূপাদি হইতে কল্পনা করা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য রহুলতার দেহত্যাগ ঘটে। এখানকার জেতবন সঙ্ঘারাম হইতে কএক জন বৌদ্ধাচার্য্য খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর ৪র্থ মহাবোধিসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পর, ফা-হিয়ানের ভারতাগমন পর্য্যন্ত শ্রাবস্তীর আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

অধিক সম্ভব, খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে শ্রাবস্তী নগরী গান্ধারের শাকরাজগণের অধীন ছিল। কারণ রাজা কণিষ্কের ও হুবিষ্কের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ শকাব্দ-সংখ্যা-সমন্বিত শিলালিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। অতঃপর এখানে স্থানীয় কোন রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আমরা সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রমাণে জানিতে পারি যে, রাজা খিরাধার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এখানে ২৭৫—৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রাবস্তী জনপদ মগধের গুপ্তরাজগণের অধীন হয়। মগধরাজ ২য় চন্দ্রগুপ্ত হিউএন্সিয়াং বর্ণিত শ্রাবস্তীরাজ বিক্রমাদিত্য। ইনি বৌদ্ধদিগের শত্রু ছিলেন এবং বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে পীড়ন করিয়া যান। তাঁহারই রাজ্যকালে এখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বহুসংখ্যক দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণের রাজ্যকালে শ্রাবস্তীতে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে তখনও এখান হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পোড়া ও কাঁচা মাটীর এবং গালার মোহর ও প্রাচীন ভগ্নমূর্ত্তিসমূহে গুপ্তাক্ষরে এবং খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর দেবনাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ বৌদ্ধদিগের সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্ত্র "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা ইত্যাদি" উৎকীর্ণ দেখা যায়। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর উৎকীর্ণ একখণ্ড প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতে আমরা এখানকার তদানীন্তন বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় পাই। ঐ শিলাফলকখানি ১১৭৬ সম্বতে (১২১৯ খৃঃ) উৎকীর্ণ, উহা জেতবন বিহারের একটী ধ্বস্ত বৌদ্ধমঠের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে, শ্রীবাস্তব্যবংশীয় বিল্বশিবের পৌত্র ও জনকের পুত্র বিদ্যাধর বৌদ্ধ যতিদিগের বাসের জন্য অজাবৃষ নগরে একটী সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জনক গাধিপুর-(কনোজ)রাজ গোপালের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তৎপুত্র বিদ্যাধরও রাজা মদনের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। কিংবদন্তী আছে যে, এই অজাবৃষ নগর সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার প্রতিষ্ঠিত। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত শ্রাবস্তীপুরীর নাম কালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কনোজরাজ জয়চ্চন্দ্র ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। এই শিলালিপি হইতে আমরা যে দুইজন কনোজপতির উল্লেখ পাই, তাঁহারা জয়চ্চন্দ্রের পরবর্ত্তী ও নামমাত্র রাজা হইবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের পর এখানে বৌদ্ধপ্রাধান্য স্থাপিত হইলেও জৈনধর্ম্ম একেবারে এ স্থান হইতে অপসৃত হয় নাই। সম্বৎ ১১১২, ১১২৪, ১১২৫ ১১৩৩ ও ১১৮২ অব্দের লিপিযুক্ত তীর্থঙ্করদিগের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে,

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। তৃতীয় তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথ শবট্‌ঠীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির জন্য এখনও এখানে একটী মন্দির আছে। ৮ম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভানাথ চন্দ্রিকা-পুরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ চন্দ্রিকা পুরীই শ্রাবস্তীর নামান্তর মাত্র। রাজা সুহৃদ্ধ্বজ এখানকার শেষ জৈন রাজা। ইনি ইতিহাসে সুহিরাল বা সুহল দেও নামে বিদিত এবং মাহ্মূদ গজনীর সমসাময়িক ছিলেন। মাহ্মূদ গজনীর সেনাপতি সালের মসায়ুদের সহিত সুহল দেবের যুদ্ধ হয়।

স্থানীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, এই জৈন রাজবংশের আদিপুরুষ ময়ূরধ্বজ, তৎপরে হংসধ্বজ, মকরধ্বজ, সুধন্বধ্বজ প্রভৃতি রাজা হন। তৎকালে এই স্থান চন্দ্রিকাপুর নামে খ্যাত ছিল। মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের অর্জ্জুন-দিগ্বিজয় প্রকরণে লিখিত আছে যে, হংসধ্বজ বংশধর সুধন্বা অর্জ্জুনহস্তে পরাজিত হন। তদনন্তর এই রাজধানী অন্য নামে পরিচিত হয়। কিংবদন্তী ও পৌরাণিক উক্তি যাহাই হউক না কেন, এই বংশের শেষ রাজা সুহলদেব যে বীর ও যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন এবং শ্রাবস্তী যে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। গোণ্ডা হইতে ফৈজাবাদ যাইবার পথে অলোকপুর বা হতীলা নামক স্থানে ইঁহার স্থাপিত একটী দুর্গ আছে। ইনি উক্ত দুর্গসমক্ষে ও শ্রাবস্তী নগর সমীপে মুসলমান সেনাদলকে দুইবার পরাস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে বরাইচ রণক্ষেত্রে মুসলমান সেনাপতি ইঁহার হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

মহম্মদ ঘোরীর ভারত বিজয়ের পর আর ইতিহাসে শ্রাবস্তীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতঃপর খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে ডাঃ কানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এখানকার প্রাচীন ও লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার কামনায় স্থানীয় স্তূপরাশি খনন করিতে আরম্ভ করেন। ডাঃ কানিংহাম অসাধারণ পরিশ্রম ও গভীরগবেষণা দ্বারা স্থির করেন যে, ওড়া-ঝাড়ের সুবৃহৎ স্তূপ-দ্বয়ই সুদত্ত ও অঙ্গুলিমালের স্তূপ। যোগিনীভরিয়া নামক স্তূপটী প্রাচীন জেতবন সঙ্ঘারামের নিদর্শন মাত্র। ইহার অন্তর্গত কোশম্বকুটী ও গন্ধকুটী মন্দিরও তিনি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। উক্ত ওড়াঝাড় গ্রামের এক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বেই বিশাখা নির্ম্মিত পূর্ব্বারাম বিহার। উক্ত সঙ্ঘারামের ২৫০ ফিট্ পূর্ব্বে দেবদত্তের খাত। ঐ স্থানেই দেবদত্ত অগ্নিদগ্ধ হন। উহা লম্বে ৬০০ ফিট্ ও প্রস্থে ২৫০ ফিট্। এক্ষণে ভুলানন নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণে একটি সুদীর্ঘ জলখাত, উহা লম্বাহ-তাল নামে বিদিত; বুদ্ধের নিন্দাবাদ করায় কুকাগী ভিক্ষুণী ঐ জলগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ছংস্ছা নামক ব্রাহ্মণকুমারীর খাত। বুদ্ধকে অজিতেন্দ্রিয় বলায় তিনি ঐ পুষ্করিণীর জলে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

শ্রাবস্তেয় (ত্রি) শ্রাবস্তীদেশভব। (পা ৪।২।৯৭)

শ্রাবা (স্ত্রী) অন্নমণ্ড। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

শ্রাবিতৃ (ত্রি) শ্রু-ণিচ্ স্বার্থে ততঃ তৃচ্। শ্রোতা, যিনি শুনেন।

শ্রাবিন্ (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার, সাজিমাটী। (ত্রি)

শ্রাবিষ্ঠ (ত্রি) শ্রাবিষ্ঠানক্ষত্র সম্বন্ধীয়।

শ্রাবিষ্ঠায়ন (পুং) শ্রবিষ্ঠঋষির গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১০)

শ্রাবিষ্ঠীয় (ত্রি) শ্রবিষ্ঠায় জাতঃ শ্রবিষ্ঠা-ছণ্ (শ্রবিষ্ঠাফল্গুন্যনু-রাধেতি। পা ৪।৩।৩৪) শ্রবণা নক্ষত্রজাত। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শ্রাব্য (ত্রি) ১ শ্রাবণযোগ্য, শ্রোতব্য, শুনিবার উপযুক্ত। ২ শুনাবার যোগ্য, যাহা শুনান যাইতে পারে।

শ্রি, সেবা, আশ্রয়ণ। ভ্বাদি° উভয়° সক সেট্। লট্ শ্রয়তি-তে। লিট্ শিশ্রায়, শিশ্রিয়ে লুট্ শ্রয়িতা। লৃট্ শ্রয়িষ্যতি-তে। লৃঙ্ অশিশ্রিয়ৎ-ত। কর্ম্মণি লট্ শ্রীয়তে। লুঙ্ অশ্রায়ি। সন্ শিশ্রয়িষতি-তে। যঙ্ শেশ্রীয়তে। যঙ্লুক্ শেশ্রয়ীতি, শেশ্রেতি ণিচ্ শ্রায়তি। লুঙ্ অশিশ্রয়ৎ। ক্ত-শ্রিত। আ-শ্রি=আশ্রয় সমীপে অবস্থান। অপ-শ্রি=ত্যাগ। উৎ-সম্-সমুৎ-শ্রি= উন্নতীভাব, বৃদ্ধি।

শ্রিত (ত্রি) শ্রি-ক্ত (শ্র্যুকঃ কিতি। পা ৭।২।১১) ইতি ইড়াগম-নিষেধঃ। ১ সেবিত। ২ আশ্রিত। (সিদ্ধান্তকৌ°) ৩ পক্ব।
"অয়ং সর্ব্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শ্রিতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া।" (রামায়ণ ২।৫৬।২৮)
কোন কোন গ্রন্থে 'শৃত' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

শ্রিতবৎ (ত্রি) শ্রি-ক্তবতু (শ্র্যুকঃ কিতি। পা ৭।২।১১ ইতি ইড়াগমো ন। সেবাকারক। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শ্রিতি (স্ত্রী) শ্রি-ক্তিন্। আশ্রয়জন্য। 'শ্রিত্যৈ শ্রয়ণার্থং।' (ঋক্ ৯।১৪।৬ সায়ণ)

শ্রিমন্য (স্ত্রী) শ্রিয়ং মন্যা শব্দার্থ।

শ্রিয়ধ্যৈ শ্রি-কধ্যৈন্ (ছান্দস)। মঙ্গলের জন্য।

শ্রিয়ংমন্যা (স্ত্রী) আত্মানং শ্রিয়ং মন্যতে। শ্রী-মন-খ ততষ্টাপ্। (বোপদেব) যিনি আত্মাকে শ্রী বলিয়া মান্য করেন অর্থাৎ যিনি স্বয়ং আপনাকে লক্ষ্মী বলিয়া মনে করেন।
"মিথ্যৈব শ্রীঃ শ্রিয়ংমন্যা শ্রীমন্মন্যো যুবা হরিঃ।" (ভট্টি ৫।৭১)

শ্রিয়সে (ত্রি) শ্রি-কসেন্ (ছান্দস) শ্রীর জন্য, শোভার নিমিত্ত। (ঋক্ ৫।৫৯।৩ সায়ণ)

শ্রিয়া (স্ত্রী) শ্রীধর (বিষ্ণু)-পত্নী।

শ্রিয়াদিত্য (পুং) একজন পণ্ডিত। ইহার পুত্র রণিগ ও পৌত্র কেশকার্ক।

শ্রিয়ানকুল (পুং) গ্রামভেদ।

শ্রিয়াবাস (পুং) শ্রীসম্পন্ন, লক্ষ্মীযুক্ত। (ভারত ১৩।১৮।৪১)

শ্রিয়াবাসিন্ (ত্রি) মহাদেব। (ভারত অনু° পর্ব্ব)

শ্রিষ, দাহ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্রেষতি। লিট্ শিশ্রেষ। লুট্ শ্রেষিতা। লুঙ্ অশ্রেষীৎ। লঙ্ অশ্রেষৎ। লৃট্ শ্রেষিষ্যতি। সন্ শিশ্রেষিষতি। যঙ্ শেশ্রিষ্যতে। যঙ্ লুক্ শেশ্রেষীতি, শেশ্রেষ্টি। ণিচ্ শ্রেষয়তি। লুঙ্ অশিশ্রিষৎ।

শ্রী, পাক। ক্র্যাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ শ্রীণাতি, শ্রীণীতে। লিট্ শিশ্রায়, শিশ্রিয়ে। লুট্ শ্রেতা। লৃট্ শ্রেষ্যতি-তে। লুঙ্ অশ্রৈষীৎ, অশ্রেষ্ট। সন্ শিশ্রীষতি-তে। যঙ্ শেশ্রীয়তে। যঙ্ লুক্ শেশ্রয়ীতি, শেশ্রেতি। ণিচ্ শ্রাপয়তি। লুঙ্ অশিশ্রয়ৎ।

শ্রী (স্ত্রী) শ্রয়তীতি শ্রি-ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ (ক্বিপ্ বচিপ্রচ্ছীতি। উণ্ ২।৫৭) লক্ষ্মী। "শ্রিয়শ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা" (বিষ্ণুপু° ১।৮।১৩)

২ লবঙ্গ। (অমর) ৩ বেশরচনা। ৪ শোভা।

"এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ।" (রামায়ণ ২।৯৪।১০) ৫ সরস্বতী। ৬ সরলবৃক্ষ। ৭ ত্রিবর্গ। ৮ সম্পত্তি।

"ন দাতুং নোপভোক্তুং বা শক্নোতি কৃপণঃ শ্রিয়ং॥" (উদ্ভট) ৯ বিধা, প্রকার। ১০ উপকরণ। ১১ বিভূতি। ১২ মতি। (মেদিনী) ১৩ অধিকার। ১৪ প্রভা। ১৫ কীর্ত্তি। (ধরণি) ১৬ বৃদ্ধি। ১৭ সিদ্ধি। (শব্দরত্না°) ১৮ বৃত্তার্হতের মাতা। (হেম) ১৯ কমল। ২০ বিল্ববৃক্ষ। ২১ ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি নামক ঔষধ। (রাজনি°) ২২ একাক্ষর ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রত্যেক চরণেই একটীমাত্র গুরুবর্ণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ মাত্র চারিটী গুরুবর্ণে এই ছন্দঃ শেষ হয়। [ছন্দঃ দেখ।]

দেবতা, গুরুদেব, গুরুদেবের আবাসস্থান, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রাধিদেবতা শব্দ, সিদ্ধলোক বা সিদ্ধ পদার্থ এবং জীবিত ব্যক্তির নাম এই সকলের পূর্ব্বে নিয়ত শ্রীশব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দের ব্যবহার শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, অতএব উহা করা অকর্ত্তব্য।

"দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাং।
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥"

'ইতি রাঘবভট্টধৃত প্রয়োগসারদর্শনাৎ স্বর্গগামিত্বাদিনা সিদ্ধোঽধিকারো যেষাং নরাণাং ইত্যনেন জীবতাং শ্রীশব্দাদিত্বং নাম্নঃ। নতু মৃতানাং তথেতি শিষ্টাচারঃ।' (সংস্কারতত্ত্ব)

[পত্র পৃষ্ঠে শ্রীশব্দ প্রয়োগের প্রমাণাদি পত্রশব্দে দ্রষ্টব্য।]

২৩ নবনীত খোটা। (পুং) ২৪ রাগবিশেষ। হনুমানের মতে ইহা ষড়্রাগের অন্তর্গত পঞ্চম রাগ এবং পৃথিবীর নাভি হইতে উৎপন্ন; ইহার জাতির নাম সম্পূর্ণ। ইহার স্বরাবলি য ঋ গ ম প ধ নি এবং গৃহে ষড়্জস্বর। হেমন্ত কালের অপরাহ্ণ সময়েই ইহা গীত হইয়া থাকে। রাগমালায় ইহার আকৃতি নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা সুন্দর পুরুষ, শুক্লবস্ত্রপরিহিত। গল-দেশে স্ফটিক ও পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত মালাযুক্ত, হস্তে পদ্মপুষ্প-সমন্বিত, বিচিত্র সিংহাসনারূঢ়, সম্মুখভাগে সঙ্গীতকারী গায়ক-গণ-পরিবৃত। মতান্তরে রক্তবস্ত্রপরিধানকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

হনুমানের মতে ইহার মালশ্রী, মারবা বা মালবা, ধানশ্রী, বসন্তরাগিণী ও আশাবরী নাম্নী পাঁচটী ভার্য্যা; নিম্নে যথাক্রমে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে, [বিস্তৃত বিবৃতি তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মালশ্রী—জাতী সম্পূর্ণা। স্বরাবলি য ঋ গ ম প ধ নি। গৃহ ষড়্জস্বর। হিম ঋতুর দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গেয়। রাগমালা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি, যথা—রক্তবর্ণা, কোমলাঙ্গী, পীতবস্ত্রপরিহিতা কৌতুক হেতু ভ্রমণকারিণী বলিয়া নায়ক হইতে বিচ্ছিন্না, সখীগণের সহিত হাস্যপরিহাসযুক্তা, আম্রতরুতলে উপবিষ্টা।

মারবা বা মালবা—জাতি ষাড়ব। স্বরাবলী য প গ ম ধ নি। গৃহ ষড়্জ। হিম ঋতুর শেষবেলায় গেয়। রাগমালাবর্ণিত আকৃতি—স্বর্ণবস্ত্রপরিহিতা, পুষ্পমাল্যধারিণী, নায়কের সহিত মিলন কামনায় সঙ্কেতস্থানে একাকিনী উপবিষ্টা।

ধানশ্রী—জাতি ষাড়ব। স্বরাবলি য প ধ নি ঋ গ। গৃহ ষড়্জ। হিম ঋতুতে বেলা দুই প্রহরে অথবা অপরাহ্ণে গেয়। রাগমালাকথিত আকৃতি—বিয়োগিনী নারী, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, বিয়োগজ শোকসন্তাপে সাতিশয় দুঃখিতা ও কৃশাঙ্গী, রোরুদ্য-মানা অবস্থায় একাকিনী বকুল বৃক্ষতলে উপবিষ্টা।

বসন্তরাগিণী—জাতি সম্পূর্ণা। স্বরাবলি য ঋ গ ম প ধ নি। গৃহ ষড়্জ। হিমঋতুর মধ্যাহ্নকালে এবং বসন্ত ঋতুর সমস্ত দিবাভাগে গেয়। রাগমালায় নির্ণীত স্বরূপপ্রকৃতি—সুন্দর পুরুষের ন্যায় আকৃতি, রক্তবসনা, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ, হস্তে আম্র-মুকুল, যৌবন ও মদনমদোন্মত্তা, গলদেশে পুষ্পমাল্যযুক্তা, পুষ্পোদ্যানে সুনর্ত্তকী ও সুস্বর গায়কীদিগের সহিত সুখে রঙ্গরাগযুক্তা, বামহস্তে তাম্বুলবীটিকাধারিণী, স্ত্রীগণের সহিত হাস্য, কৌতুক, ক্রীড়া, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতিতে নিতান্ত আসক্তা। কোন কোন রাগমালাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ মূর্ত্তিবিশিষ্টা বলিয়া বর্ণিত এবং অন্য কাহারও কাহার মতে মাত্র শ্যামবর্ণ-বিশিষ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আশাবরী—জাতি ঔড়ব। স্বরাবলি ধ নি য ম প। গৃহ ধৈবত। হিম ঋতুর বেলা দ্বিতীয় প্রহরে গানের সময়। রাগমালাধ্বনিত স্বরূপপ্রকৃতি—শ্যামবর্ণা কোমলাঙ্গী স্ত্রী, শ্বেত শাটীপরিহিতা, কর্পূরানুলেপনা, হস্ত এবং পদে বৃহৎ সর্পবেষ্টিতা, কেশদ্বারা চূড়াবদ্ধ মস্তক, জলমধ্যস্থ পর্ব্বতগুহায় উপবিষ্টা।

কোন কোন রাগমালাগ্রন্থে উক্ত গুণযুক্তা এবং কটিদেশে বৃক্ষপত্র নিবদ্ধাবস্থায় উলঙ্গিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহার সিন্ধু, মালব, গৌড়, গুণসাগর, কুম্ভ, গম্ভীর, শঙ্কর বা আগড় ও বিহাগর নামক আটটী পুত্র; ইহাদের মধ্যে গৌড় নামের স্থানে কেহ কেহ কল্যাণ কেহ বা হামীর পাঠ করেন।

কল্লিনাথ শ্রীরাগকে প্রথম রাগ বলিয়া এবং গৌরী, গোনাহলী, ধবলী, রুদ্রাণী, মালকৌশ বা কৌশিকী ও দেবগান্ধারী নাম্নী তাহার ছয়টী ভার্য্যার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মতেও হনুমন্মতের ন্যায় আটটী পুত্রেরই উল্লেখ দেখা যায়। তবে গৌড়, শঙ্কর ও বিহাগর স্থানে যথাক্রমে কল্যাণ, আগড়া ও বিগড়া লিখিত হইয়াছে।

সোমেশ্বরের মতেও এই রাগটী প্রথম রাগ এবং মালবী বা মরবা, ত্রিবেণী বা তিরবন্নী, গৌরী, কেদারা, মধুমাধবী ও পাহাড়িকা বা পাহাড়ী নাম্নী ছয়টী রাগিণী ইহার ভার্য্যা এবং পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের অনুরূপ আটটী পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মতে শিশির ঋতুতে এই রাগ ও তদীয় রাগিণীসমূহ গীত হইয়া থাকে।

ভরতের মতে উক্ত রাগ পঞ্চম এবং উহার সিন্ধুবী, কাফী, ঠুমরী, বিচিত্রা, শিরহটি বা সোরঠী এই পাঁচটী রাগিণী ও শ্রীরমণ, কোলাহল, সামন্ত, শঙ্করণ, রাকেশ্বর, খটরাগ, বড়হংস ও দেশকার নামক আটটী পুত্র; এই পুত্রগণের আবার যথাসংখ্যক বিয্যা, ধাষ্যা, কুন্তা, সুহনী, শরদা, ক্ষেমা, শশরেখা ও সুরস্বতী নাম্নী আটটী ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীক (পুং) পক্ষিভেদ। শ্রীকর্ণ বা শ্রীবাসক নামক পক্ষী।

শ্রীকণ্ঠ (পুং) শ্রীঃ শোভা কণ্ঠে যস্য। ১ শিব, মহাদেব। (অমর) ২ কুরুজাঙ্গলদেশ। ইহা হস্তিনাপুরের উত্তরে অবস্থিত। (হেম) ৩ পক্ষিবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় এই পক্ষী এবং ভাস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী স্ত্রীসংজ্ঞক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাত্রাদি কালে ইহারা দক্ষিণভাগে থাকিলে শুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

"স্ত্রীসংজ্ঞা ভাস-ভষক-কপি-শ্রীকর্ণছিক্করাঃ।
শিখি-শ্রীকণ্ঠ-পিপ্পীক-রুরু-শ্যেনাশ্চ দক্ষিণাঃ॥" (বৃহৎস° ৮৬।৩৮)

শ্রীকণ্ঠ, বৈদ্যহিতোপদেশ গ্রন্থ ও কুসুমাবলীর টীকাপ্রণেতা।

শ্রীকণ্ঠ, কএকজন প্রাচীন কবি ও পণ্ডিত। ১ মুহূর্ত্তমুক্তাবলী-প্রণেতা। ২ বৃত্তরত্নাকরটীকারচয়িতা। ৩ বৃন্দাবনকাব্যটীকা নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৪ একজন কবি। ইহার কাব্যে রাজা শ্রীমল্লদেবের নাম পাওয়া যায়। ৫ শ্রীগর্ভের পুত্র ও মণ্ডনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন। মঙ্খরচিত শ্রীকণ্ঠচরিতকাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীকণ্ঠক, রসকৌমুদী নামক নাট্যশাস্ত্ররচয়িতা।

শ্রীকণ্ঠকণ্ঠ (পুং) ১ শিবের কণ্ঠ। ২ ময়ূরের গলা।

শ্রীকণ্ঠতীর্থ, ভিক্ষুতন্ত্ররচয়িতা। ইনি মহাদেব তীর্থের শিষ্য।

শ্রীকণ্ঠ দত্ত, ব্যাখ্যাকুসুমাবলী নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীকণ্ঠ (দীক্ষিত) শর্ম্মন্, তর্কপ্রকাশ নামক ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরীটীকাপ্রণেতা। ইনি কাশীবাসী ও বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া আখ্যাত।

শ্রীকণ্ঠনিলয় (পুং) শ্রীকণ্ঠ মহাদেব, শিব।

শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত, ১ যোগরত্নাবলী নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা। ২ প্রপঞ্চসার টীকা প্রণেতা সিম্বরাজের পিতা। ইনিও এক জন সুপণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন (পুং) শ্রীকণ্ঠ ইতি পদং লাঞ্ছনং যস্য। ১ ভবভূতির উপনাম। ইনি মালতীমাধবাদি কয়েক খানি নাটক প্রণয়ন করেন। [ভবভূতি দেখ]

শ্রীকণ্ঠ ভট্ট, স্পন্দসূত্রবার্ত্তিকরচয়িতা ভাস্করের গুরু। মহাদেব ভট্টের পুত্র।

শ্রীকণ্ঠ মিশ্র, কারকখণ্ডন ও কারক-খণ্ডন-মণ্ডন নামক দুই খানি ব্যাকরণপ্রণেতা।

শ্রীকণ্ঠ শম্ভু, বৈদ্যহিতোপদেশ-রচয়িতা। প্রয়োগামৃত নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীকণ্ঠশিব (পুং) শম্ভুনাথ শিবের নামান্তর।

শ্রীকণ্ঠশিব আচার্য্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও শাবর মহাতন্ত্রপ্রণেতা।

শ্রীকণ্ঠসখ (পুং) শ্রীকণ্ঠস্য মহাদেবস্য সখা সমাসে টচ্ প্রত্যয়ঃ। কুবের। (হলায়ুধ)

শ্রীকণ্ঠীয় (ত্রি) শ্রীকণ্ঠসম্বন্ধীয়।

শ্রীকন্দা (স্ত্রী) শ্রীঃ শোভা তদ্‌যুক্তঃ কন্দো যস্যাঃ। বন্ধ্যাকর্কোটকী। (রাজনি°)

শ্রীকর (ক্লী) ১ রক্তোৎপল। (ত্রিকাণ্ডশেষ) (পুং) ২ বিষ্ণু। (ত্রিকা° (ত্রি) ৩ শ্রীকারক, শোভাজনক, সৌন্দর্য্যসম্পাদক।

শ্রীকর, ১ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ২ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। বিজ্ঞানেশ্বর ও শূলপাণি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৩ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। মাধবীয় ধাতুবৃত্তি নামক গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

৪ ত্রিপুরসুন্দরী-পূজন প্রণেতা।

শ্রীকর আচার্য্য, ১ দায়নির্ণয়রচয়িতা। ২ ব্যাখ্যামৃত নামক অমরকোষটীকাপ্রণেতা।

শ্রীকরনন্দী, একজন বাঙ্গালী কবি। বঙ্গেশ্বর হুশেনশাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ নিম্নবঙ্গ বিজয় করিয়া নোয়াখালী অঞ্চলে বাস করেন। তাঁহার যত্নে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত

মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরাগলপুত্র ছুটীখাঁও পিতার ন্যায় বীর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিতার দৃষ্টান্তানুসারে তিনিও শ্রীকরণ নন্দীকে দিয়া অশ্বমেধপর্ব্ব অনুবাদ করান। কবির জীবৎকালে হুসেনশাহের পুত্র নসরৎশাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন।

উক্ত মহাভারতের রচনার ভাষা ব্যঙ্গরসাশ্রিত হইলেও মনোরম। গ্রন্থ মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর হুসেনশাহ ছুটীখাঁকে চট্টগ্রাম-প্রদেশের সেনাপতিপদে বরণ করেন। নসরৎশাহ এই ছুটিখাঁকেই ত্রিপুরাবিজয়ে পাঠাইয়া দেন—

"তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে ক'রল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বতকন্দরে॥ * *
ফেণী নামে নদী বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিকে মহাগিরি পার নাহ তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয়ে ছুটিখান মহাশয়॥"

বলা বাহুল্য যে, এই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাহার সেনাপতি চয়চাগ মুসলমানসেনাকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াও আপনাদের ভীমবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ ত্রিপুরাশৈলের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীকর মিশ্র, অলঙ্কারতিলকরচয়িতা।

শ্রীকরণ, স্মৃতিগ্রন্থকারভেদ। (শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃত দায়ভাগাস্থ শ্লোকের টীকা)

শ্রীকরণ (ক্লী) শ্রীঃ ক্রিয়তেঽনেনেতি কৃ-লুট্ করণে। লেখনী; কলম, পেন ইত্যাদি। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ কায়স্থজাতির শাখাভেদ, মসীজীবী বলিয়া এই আখ্যা।

শ্রীকর্ণ (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৃহৎ স° ৮৬।৩৮)

শ্রীকর্ণদেব (পুং) চণ্ডেল্লরাজভেদ। [চন্দ্রাত্রেয় দেখ।]

শ্রীকল্লট (পুং) সিদ্ধপুরুষভেদ। (রাজতর° ৫।৭১)

শ্রীকাকোলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার চিকাকোলান্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান কালে চিকাকোল নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রাচীনকালে কলিঙ্গ রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন্ সময়ে কলিঙ্গপতিগণ এই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কলিঙ্গপত্তনে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন, তাহার সবিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখানকার কোট বা দুর্গস্থিত আঞ্জনেয়স্বামীর মন্দির অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও মন্দির মধ্যস্থ হনুমান মূর্ত্তিটীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে না। স্থানীয় শ্রীকূর্ম্মম্ মন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে এক গৃহস্থের বাটীতে কূপখননকালে ছয় খানি তাম্রফলক বাহির হয়। ঐ ব্যক্তি পুরাতন তাম্রবোধে ঐ গুলিকে বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। তদানীন্তন বিচারপতি গ্রাহাম সাহের ঐ সংবাদ পাইয়া উহা ক্রয় করেন এবং মান্দ্রাজের সেণ্ট্রাল মিউজিয়ামে ঐ গুলি পাঠাইয়া দেন। দুঃখের বিষয় একখানি তাম্রশাসন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে পাঁচ খানি অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইতে কলিঙ্গরাজ গঙ্গবংশীয় ইন্দ্রবর্ম্মা, অনন্ত বর্ম্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্ম্মা দেবেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র সত্যবর্ম্মা এবং অপর একজন নন্দপ্রভঞ্জন বর্ম্মা নামক রাজগণের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রবর্ম্মার বংশীয় এই রাজগণ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পলাতক বেঙ্গী বংশের একটী শাখা হইবেন। অনুমান হয় ৯৭৭-১০০৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বচালুক্য-রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইলে এই রাজবংশ মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন।

পীর মহম্মদ খাঁ নামক নিজামের অধীনস্থ একজন মুসলমান সর্দ্দার হিন্দু বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া একটী দেবমন্দির ধ্বংস করেন এবং তাহারই মালমসলায় এখানে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে একটী জুম্মা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বিনির্ম্মিত আঘা খাঁর একটী মসজিদ ও আরও কতকগুলি ভগ্নপ্রায় মস্‌জিদ স্থানীয় মুসলমান-প্রভাবের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

হায়দরাবাদ রাজসরকারের অধিকার কালে শ্রীকাকোলে যে সকল মুসলমানকর্ম্মচারী শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল।

মুস্তাফা খুলে খাঁ	১৬৪০	খৃঃ
শীর মহম্মদ খাঁ	১৬৪১	"
মহব্বৎ খা		
মহম্মদহসন খাঁ	১৬৪৯	"
রস্তম দিল খাঁ	১৬৯৭	"
সনাবল্ল খাঁ	১৭২২	"
অমানুল্লা খাঁ	১৭২৩	"
রাজা বিজয়রামরাজ	১৭২৪	"
হাফিজ উদ্দীন খাঁ	১৭২৫	"
মহাফিজ খাঁ	১৭৪০	"
জাফর আলী খাঁ	১৭৪২	"
মোয়ীন্ খাঁ	১৭৪৫	"
সৈয়দ মহম্মদ তয়াবুল হোসেন	১৭৪৮	"
ইব্রাহিম খাঁ	১৭৫৪	"

আমদাৎ উল্‌মুক (বুসি)	১৭৫৩	খৃ
সাদর জঙ্গ বাহাদুর	ঐ	"
আন্‌বার আলী খাঁ	১৭৫৭	"

আন্‌বরআলী এখানকার শেষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বালাজা মহম্মদআলী কর্ণাটকরাজ্যের নবাবপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতে শ্রীকাকোল বিজয়নগর-রাজবংশের শাসনাধীন হয়।

বাজারে যাইবার পথের ধারে বুর্হানউদ্দীন্ আউলিয়ার একটী সুন্দর সমাধিমন্দির বিগুমান। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে বুর্হানউদ্দীনের মৃত্যু হয়। নগরের ৪ মাইল উত্তরে রাজর্ম্মপেট ও সিংহপুরম্ গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থিত বরহমপুর যাইবার রাস্তার ধারে ছুইটী প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। উহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিবার উপায় নাই। নগর সন্নিকটস্থ লাঙ্গুলিয়া নদীতীরস্থ পথের ধারে একটী গণ্ড-শৈলোপরি বহুসংখ্যক লিঙ্গমূর্ত্তি খোদিত আছে। স্থানীয় লোকে ঐ পর্ব্বতকে 'কোটিলিঙ্গালু' বলিয়া থাকে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে নদীর অপর পারে "বুরেল্লা বা পুরেল্লা কোট" নামে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত অষ্টকোণবিজয়স্তম্ভ বিগুমান রহিয়াছে। তথাকার লোক-মুখে শুনা যায় যে, রণক্ষেত্রে নিহত মুসলমান সেনাদলের মাথার খুলি লইয়া ঐ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। [চিকাকোল দেখ।]

শ্রীকান্ত (পুং) শ্রিয়াঃ কান্তঃ। লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। (শব্দরত্না°)

শ্রীকান্ত, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-শৃঙ্গ। ভাগীরথী নদীর একটী বাঁকের তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫১´ পূঃ। এই শৃঙ্গ সুক্ষ্মচূড় ও সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০২৯৬ ফিট্ উচ্চ। শাহারাণপুর হইতে এই চূড়া দৃষ্ট হয়।

শ্রীকান্ত, রামবিলাসরচয়িতা হরিনাথের গুরু।

শ্রীকান্তভট্ট, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

শ্রীকান্তমিশ্র, পদভাবার্থচন্দ্রিকা নাম্নী গীত-গোবিন্দটীকা ও চন্দ্রিকানাম্নী ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীকাম (ত্রি) ধনধান্যাদি সম্পত্তিকামনাকারী। (ঐতরেয়ব্রা° ১।৫)

শ্রীকারিন্ (পুং) শ্রিয়ং শোভাং করোতীতি কৃ-ণিনি। মৃগ-বিশেষ। পর্য্যায়,—শিখিযুগ, কুরঙ্গ, মহাযব, যবন, বেগিহরিণ, জম্বাল, জাম্বিকাহ্বয়। ইহার মাংসের গুণ—হৃদ্য ও বলকারক।

শ্রীকালস্ত্রী (শ্রীকালহস্তী) মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার কালহস্তী জমিদারীর অন্তর্গত একটী নগর। তিরুপতি রেলষ্টেসন হইতে এই নগর ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত। এখানে বায়ুলিঙ্গের একটী মন্দির স্থাপিত আছে। প্রবাদ, ব্রহ্মা, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে ভগবান্ মহাদেবের বায়বমূর্ত্তি স্থাপন করাইয়াছিলেন। চোলরাজগণ ঐ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিয়া উহার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তৎপরে বিজয়নগরপতি কৃষ্ণদেব রায় বহুবার উহার সংস্কার সাধন করেন। [কালহস্তী দেখ।]

শ্রীকুক্কুট (পুং) মালব প্রভৃতি দেশে প্রসিদ্ধ অন্ন খড়কবিশেষ; ইহা প্রমেহরোগের সাতিশয় হিতকর। প্রস্তুত প্রণালী—নিদ্বেহীকৃত তিল বা সর্ষপের কল্কের সহিত তক্র, কপিথ, আমরুলি, মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা এই গুলি একত্র পাক করিলে তাহাকে শ্রীকুক্কুট বা অম্লখড়যুষ বলে। (বাস্তটচি°)

শ্রীকুঞ্জ (ক্লী) সরস্বতীতীরস্থ তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শ্রীকুণ্ড (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শ্রীকুণ্ডপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বলরপত্তনম্ নামক নদীর একটী প্রধান শাখার দক্ষিণকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ১২°৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৪´ পূঃ। এখানে দুর্দ্ধর্ষ মাপিল্লা (মাবলি) জাতির বাস আছে। কুলো-ত্তরী রাজবংশের অধীন ছোয়ালি সামন্তরাজের আশ্রয়ে মাবলিগণ এখানে আসিয়া বাস করে। এখানে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে মালিক ইবন্‌দীনার কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী সুপ্রাচীন মস্‌জিদ আছে।

শ্রীকূর্ম্মম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জামজেলার চিকাকোল তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ, শ্রীকাকোল নগর হইতে ৮মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। এখানে ভগবান্‌নারায়ণের কূর্ম্মমূর্ত্তি স্থাপিত একটী প্রাচীন মন্দির বিগুমান আছে। মন্দি-রের স্থলপুরাণে অতি প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যাসমূহ বিবৃত আছে। মন্দিরের দেওয়ালে ও স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি শিলা-লিপি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে (১) ১২৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা অনঙ্গভীমদেবের উৎকীর্ণ ভূমিদানপ্রশস্তি। (২) ১২০১ খৃষ্টাব্দে ভানুদেব রাজার মন্ত্রিকর্ত্তৃক গ্রামদানোপলক্ষে উৎকীর্ণ। (৩) ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ বিমলাদিত্যের বংশধর রাজরাজের আত্মীয় বিজয়া-দিত্য চক্রবর্ত্তীর। (৪) বীর ভানুদেব রাজার মন্ত্রিবংশীয় রামদেব কর্ত্তৃক ১২৩৫ খৃঃ উৎকীর্ণ। (৫) রাজা প্রতাপ বীর শ্রীনৃসিংহদেবের রাজ্যকালে (১২৭৯ খৃঃ) মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক দেবপূজার্থ উদ্যান দানোপলক্ষে। উক্ত বীর শ্রীনৃসিংহ দেব সম্ভবতঃ সরকার-প্রদেশ-প্রসিদ্ধ লাঙ্গুলিয়ানৃসিংহদেব। (৬) উড়িষ্যারাজ প্রতাপশ্রী বীর নৃসিংহদেবের রাজ্যকালে ১৩৪৫ খৃঃ ছিকতি ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী শিষ্ট অচ্যুতপ্রধানীকর্ত্তৃক দেব-পূজার্থ উদ্যানদানের ব্যয়দানজ্ঞাপক। (৭) রাজা রাজ-দেবের (১২°৭ খৃঃ) পুত্র পুরুষোত্তমদেব চক্রবর্ত্তীর এবং এতদ্ভিন্ন ঐ সময়ের আরও নয়খানি শিলাফলক মন্দিরগাত্রে রহিয়াছে।

স্তম্ভের উপরিভাগে আরও কতকগুলি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ঐ সকলের এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই, প্রবাদ, পূর্ব্বে ইহা শৈবমন্দিররূপে বিদিত ছিল, রামানুজাচার্য্যের সময় ইহাতে বিষ্ণুর কূর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদবধি এই স্থান একটী পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। প্রপন্নামৃত গ্রন্থের ৩৬ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণনা আছে।

এই মন্দিরের কতকগুলি শিল্পচিত্রাঙ্কিত প্রস্তর মুসলমানেরা অন্যত্র লইয়া গিয়া একটী মস্জিদ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। কতকগুলি এখনও শ্রীকাকোলের দুর্গ মধ্যে সংরক্ষিত আছে।

শ্রীকৃচ্ছ্র (পুং) যাপকের সাধনাভেদ।

শ্রীকৃষ্ণ (পুং) বাসুদেব। ইনি দ্বারকানাথ, যশোদাজীবন, নন্দনন্দন প্রভৃতি নামে পূজিত। মহাভারতে ইনি অর্জ্জুনের সারথি ও গীতার প্রবক্তা। [কৃষ্ণ দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণ, ১ ঈশ্বরবিলাসকাব্যরচয়িতা। ২ ষট্‌কর্ম্মদীপিকা নাম্নী তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ সেতুবন্ধ টীকাকর্ত্তা। ৪ যতীন্দ্রমতদীপিকা-প্রণেতা শ্রীনিবাস দাসের গুরু। ৫ একজন কবি, পণ্ডিত কৃষ্ণক নামেও পরিচিত। ৬ কার্ত্তবীর্য্যচরিত, নন্দীচরিত, পঞ্চপাদিকাবিবরণটীকা, পঞ্চস্বরী টীকা, বৃহৎ পারাশরী প্রজাপতিচরিত, লগ্নোদ্দ্যোত ও লীলাবতীটীকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। ৭ নলোদয়টীকা-প্রণেতা। ৮ ভগবদ্গীতা-টীকারচয়িতা। ৯ ব্যুৎপত্তিবাদটীকাপ্রণেতা। ১০ বিবাদার্ণবভঙ্গ গ্রন্থের একজন সঙ্কলয়িতা। ১১ শুদ্ধিবিবেকটীকারচয়িতা। ইনি কৃষ্ণবিপ্র নামেও পরিচিত ছিলেন। ১২ সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যা, সাংখ্যসূত্রপ্রক্ষেপিকা ও সাংখ্যসূত্রবিবরণপ্রণেতা, ১৩ জয়তীর্থকৃত প্রমেয় দীপিকার ভাবপ্রকাশ নামক টীকারচয়িতা ইনি তিরুমলাচার্য্যের পুত্র ছিলেন। ১৪ লঘুপদ্ধতি নামক গ্রন্থ রচয়িতা। পুরুষোত্তমের পুত্র ও রঘুনাথের পৌত্র। ১৫ লঘুবোধ নামক ব্যাকরণরচয়িতা। যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ, ১ দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। ইঁহার যত্নে গুণাম্ভোনিধি বা স্মৃতিমহার্ণব গ্রন্থ রচিত হয়। ২ একজন হিন্দু নরপতি। মহাদেবের ভ্রাতা। ইনি বেদান্তকল্পতরুপ্রণেতা অমলানন্দের প্রতিপালক ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণআচার্য্য, ১ কুণ্ডার্ক নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ চন্দ্রিকা নাম্নী ব্যাকরণরচয়িতা। ৩ নারায়ণসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৪ প্রৌঢ়ব্যঞ্জক নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৫ বাদার্থচূড়ামণি ও শব্দকৌস্তভটীকা-প্রণেতা। ৬ শুদ্ধিদীপিকা-প্রভা নাম্নী জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৭ স্মৃতিমুক্তাবলী প্রণেতা। ৮ ঐতরেয়োপনিষৎখণ্ডার্থসংগ্রহ ও গুরুনামরত্নমালারচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম মুক্তিকাপরায়ণ। ৯ মঞ্জুভাষিণী নাম্নী আনন্দলহরীটীকা রচয়িতা। ইনি বল্লভাচার্য্যের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, নবদ্বীপস্থ একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। তিনি বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ; স্বীয় অধ্যবসায় বলে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপনিবাসী রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। অতঃপর তিনি জগদীশকৃত শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকা, রঘুনাথ শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের টীকা, ন্যায়প্রকাশিকা ও ন্যায়রত্নাবলী নামক চারিখানি ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ন্যায়শাস্ত্রের সারসংগ্রহ। উক্ত গ্রন্থে নৈয়ায়িক প্রবর লিখিয়াছেন—

"নব্য প্রাচীনতার্কিকসর্ব্বার্থাধীয়ানধীমতা।
তন্মতে কৃষ্ণকান্তেন ন্যায়রত্নাবলী মতা॥"

তাঁহার রচিত জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়স্থল। ইহা ভিন্ন তিনি গোপাললীলামৃত, চৈতন্যচিন্তামৃত ও কামিনীকামকৌতুক নামে তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। প্রবাদ, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীগিরিশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের উত্তরের মাঠে ভূগর্ভ হইতে এক গোপালমূর্ত্তি উত্থিত হয়। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকান্ত গোপাললীলামৃত রচনা করিয়াছিলেন। ঐ বিগ্রহ অদ্যাপিও কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে পূজিত হইতেছেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত বড়ই আত্মাভিমানী ও অহঙ্কৃত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকে তীরস্থ করা হইলে তাঁহার কোন নিকটাত্মীয় তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, বিদ্যাবাগীশ খুড়া! গঙ্গায় আনা গেল, প্রণাম করুন। তখন বিদ্যাবাগীশ উত্তর করিলেন, বাপু হে! আনা গেল নহে, আনা রহিল। আমি গেলে নবদ্বীপের পনের আনা যাইবে। আনা মাত্র অবশিষ্ট রহিবে বলিয়া মৃত্যুশয্যাশায়িত করি নিম্নোক্ত শ্লোকটী রচনা করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

"অধিগগনমনেকাস্তারকাদীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্ত প্রভুত্বম্।
দিশি দিশি বিলসন্তে ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিন্ন লোকৈর্ব্বালোকি॥"

তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি নবদ্বীপে ও পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামান্তর। সংক্ষেপভাগবতামৃত ও হরিনামবিবেক রচয়িতা। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। [চৈতন্য দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপুরী, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, ইহাঁর রচিত একখানি বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, দ্বাপরযুগের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংস কারাগারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ দিন ভাদ্রাষ্টমী, ঐ তিথি জন্মাষ্টমী নামে প্রসিদ্ধ। [জন্মাষ্টমী দেখ।

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, যুগ্মদেব প্রতিমাবিশেষ। পঞ্চরাত্র ও ব্রহ্মসংহিতায় ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীপূজা, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীব্রত, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীমাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণজয়ন্ত্যুৎসবক্রম নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ বিশেষভাবে বিবৃত আছে।

শ্রীকৃষ্ণজীবন, বিবাদার্ণবভঙ্গ গ্রন্থের একজন সংগ্রহকার।

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার, নবদ্বীপবাসী একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। মালদহ জেলায় ইহার আদিনিবাস ছিল, পরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন এবং এখানে শিক্ষা সমাপন হইলে পূর্ব্বস্থলী গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ইনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কোলব্রুক লিখিয়াছেন যে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের প্রপৌত্র বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ইনি জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগটীকা ও দায়ক্রমসংগ্রহ নামে দায়ভাগ সম্বন্ধীয় দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দায়াধিকারের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি দায়ভাগের নিয়ামন লাভ করিয়াছে। দায়ভাগের এরূপ বিশদ টীকা আর নাই। এই টীকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়া তৎপরবর্ত্তী অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের পুস্তক অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ঐ গ্রন্থই নবদ্বীপে অধীত হইয়া আসিতেছে। কোলব্রুক্ সাহেব দায়ক্রমসংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ধর্ম্মাধিকরণে দায়ভাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রেও ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সাহিত্যের লক্ষণা ও অর্থাদি বিচার করিয়া ইনি সাহিত্যবিচার নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

২ তর্কালঙ্কার ও ভট্টাচার্য্যোপাধিক অপর একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি তর্কসংগ্রহ নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণদীক্ষিত, ১ মীমাংসা-পরিভাষা-প্রণেতা। ইনি শ্রীকৃষ্ণ যজ্বন্ নামেও পরিচিত ছিলেন। ২ রূপাবতার নামক ব্যাকরণ প্রণেতা। ৩ ঔর্দ্ধদেহিক প্রয়োগপ্রণেতা। ইনি যজ্ঞেশ্বরের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণন্যায়বাগীশভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী একজন সুপণ্ডিত। ইনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণিকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর ভাবদীপিকা নামে টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার। পিতার উপাধি অনুসারে পুত্রও ন্যায়ালঙ্কার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণভট্ট, ১ একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি পরে বিদ্যাধিরাজ তীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১৩৩৩ খৃঃ ইঁহার তিরোধান ঘটে। ২ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইনি বামনভট্টের ও পদ্মকর ভট্টের পূর্ব্বে গদীতে উপবেশন করেন। ৩ একজন কবি। ৪ অপরকৃষ্ণীয় ও পূর্ব্বকৃষ্ণীয়প্রয়োগ নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণেতা। ৫ সুভাষিতরত্নকোষ প্রণেতা।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক, মন্ত্ররত্ননামক তন্ত্রগ্রন্থ-প্রণেতা।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য, চরকভাষ্য ও সাহিত্যসুধাসমুদ্রনামক দুইখানি গ্রন্থ রচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মন্, ১ রসপ্রকাশ নামক অলঙ্কার প্রণেতা। ২ পদমঞ্জরীকাব্যরচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী, ১ কৃষ্ণরাজচম্পূ প্রণেতা। ২ সুধাকর ও সুবস্তপ্রকাশ নামক ব্যাকরণদ্বয়প্রণেতা। ৩ প্রসিদ্ধ সাধু রঘুনাথ তীর্থের পূর্ব্বনাম। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর তিরোধান ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ শুক্ল, যোগসারসংগ্রহরচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতী, ভগবন্নাম কৌমুদীপ্রণেতা লক্ষ্মীধরাচার্য্যের গুরু।

শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম (ভট্টাচার্য্য), নবদ্বীপবাসী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার অদ্ভুত প্রাখর্য্য ও পাণ্ডিত্য ছিল, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপ ধামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে নাটোরের রাজা রামজীবন রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। [নাটোর ও রাজশাহী দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে প্রতিভাশালী পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলে বিদ্যোৎসাহী রাজা রামজীবন তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং তিনি একজন রাজসভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত কৃষ্ণপদামৃত এবং ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে পদাঙ্কদূত নামক গ্রন্থদ্বয় নবদ্বীপে প্রচারিত হয়, দুইখানি গ্রন্থই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। ইহাতে কবিত্বেরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। পদাঙ্কদূতে কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

"শাকে নায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতবচনং বিদ্বন্ মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুক্তরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণসূনু, কর্পূরমঞ্জরী নাটকের একজন টীকাকার।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, নবদ্বীপের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনিই বঙ্গদেশে তান্ত্রিকপূজাপদ্ধতি প্রচারের প্রধান গুরু। বাঙ্গালায় আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়াই ইঁহার খ্যাতি। নবদ্বীপ ইহার জন্ম স্থান এবং মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য ইহার পিতা। মহেশ্বর গৌড়দেশ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা তাঁহাকে নবদ্বীপে পণ্ডিতসমাজে গৌড়াচার্য্য আখ্যা দান করিয়াছিল। উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ ও কনিষ্ঠ মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ।

কৃষ্ণানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঘোরতর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। তাঁহার ভ্রাতা মাধবানন্দ কুলদেবতা গোপাল দেবের উপাসক ছিলেন। এই কারণে উভয় ভ্রাতায় মধ্যে মধ্যে বিবাদ বাধিত। প্রবাদ, এক সময়ে তাঁহাদের বাগানের কদলী বৃক্ষে এক কাঁদি মর্ত্তমান কদলী পড়িয়াছে। ভ্রাতৃদ্বয় ঐ রম্ভা সুপক্ক হইলে স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিবেন স্থির করিলেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ কোন কার্য্যোপলক্ষে নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, তিনি তথা হইতে আসিয়া ঐ সুপক্ক রম্ভা স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিবেন বাসনা করিয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন; ইত্যবকাশে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া সেই কদলীকন্দ কাটিয়া লইয়া শ্রীগোপাল দেবের মন্দিরে উপনীত হইলেন। এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ বাটীতে আসিয়া দেখিলেন গাছে কাঁদি নাই। তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি ইহা মাধবের কর্ম্ম জানিয়া তাঁহার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইলেন।

বাটীর চারিদিকে মাধবের অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে কৃষ্ণানন্দ ক্রমে গোপালের গৃহ সমীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঠাকুরগৃহ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তিনি দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিলেন, মাধবানন্দ ইষ্টদেব গোপালকে পক্ক রম্ভাগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। ইহা ছাড়া তিনি ভিতরে আর যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়নিহিত সমুদায় ক্রোধ একেবারে তিরোহিত হইল। ভগবতী কালিকা দেবী গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া আপনি রম্ভা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকে খাওয়াইতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ও ভ্রাতাকে ধন্যজ্ঞান করিলেন এবং বুঝিলেন গোপাল ও কালীতে ভেদজ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সময়ে বঙ্গদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবল আলোচনা চলিতে ছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ মত অবগত হইতে না পারিয়া কেবল তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিষ্ঠুরতা ও পশ্বাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন এবং মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পাপের কলঙ্কময় সলিলে অবগাহন করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণকে তন্ত্রার্থ অবগত করাইবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রচিত সারসংগ্রহের নাম তন্ত্রসার। ঐ গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবমতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দর ও বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তন্ত্রমতে সাত্ত্বিকপূজা কিরূপে সুসম্পন্ন করিতে হয়, তাহাও তিনি বিশেষ ভাবে নিজ গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে কার্ত্তিকী অমাবস্যা রাত্রিতে যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও তাঁহার পূজাপদ্ধতি আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তি। পূর্ব্বে ঐ রূপ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায় পূজাদি সমস্ত কার্য্যই ঘটে নির্ব্বাহ হইত। আগমবাগীশ কর্তৃক ঐ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও সেই ঘটস্থাপনা একেবারে রহিত হয় নাই। অদ্যাপিও উহা প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ প্রথমে যে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন, অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে সেই ঘট বিদ্যমান আছে। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপিও ঐ ঘট পূজা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক শ্যামামূর্ত্তিনির্ম্মাণ সম্বন্ধে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এই রূপ একটী জনশ্রুতি আছে—আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য শক্তিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করেন। তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে কিরূপে "বরাভয়কর" গঠিত করিবেন এবং পদদ্বয়ই বা কিরূপ রঙ্গে রঞ্জিত হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিশেষ চিন্তাযুক্ত হন। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া দেবী প্রসন্ন মনে প্রত্যাদেশ করিলেন, বৎস! কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া তুমি যে মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয়কর ও জঙ্ঘয়ের বিষয় জানিতে পারিবে। পরদিবস প্রত্যূষে কৃষ্ণানন্দ যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তিনি সম্মুখে এক কৃষ্ণবর্ণা গোপরমণীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ রমণী স্থিরযৌবনা, লোকলজ্জার ভয়ে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গোময় দিতেছিল। সে দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়াছিল এবং বামপদে নিকটস্থ ভূমিতে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্পাংশ গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছিল। পরিশ্রমাধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং উভয়হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের ঘর্ম্মমোচনের চেষ্টা করায়, ললাটস্থ সিন্দুর বিন্দুর দ্বারা তাহার ভ্রূযুগল লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে মস্তকের বস্ত্র স্বস্থানভ্রষ্ট ও কেশরাশি আলুলায়িত হওয়ায় তাহাতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব

আসিয়া পড়িয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ ঠিক সেই সময়ে তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। গোপরমণী স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ দাঁতে জিভ কাটিয়া দাঁড়াইলে আগমবাগীশ ঐ মূর্ত্তি হইতে দেবীর বরাভয়করাদি স্থির করিয়া তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ দেবী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জ্জন করিতেন। আগমবাগীশের পূজায় কোনরূপ বলিদান বা মাদকতার সংস্রব ছিল না। আগমবাগীশের প্রকাশিত ঐ শ্যামামূর্ত্তি আগমেশ্বরী নামেও খ্যাত। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। তন্ত্রসার ব্যতীত কৃষ্ণানন্দ শ্রীতত্ত্ববোধিনী নামে আর এক খানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পৌত্র ও হরিনাথের পুত্র গোপালও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রদীপিকা নামে তাঁহার রচিত একখানি সুবৃহদ্‌গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীকেশব (পুং) শ্রীকৃষ্ণকেশবাচার্য্য নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

শ্রীক্রমতন্ত্র, তন্ত্রসারোদ্ধৃত একখানি তন্ত্রশাস্ত্র। বৃহৎ শ্রীক্রমতন্ত্র নামে আরও একখানি তন্ত্র পাওয়া যায়, শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে উহার উল্লেখ আছে।

শ্রীক্রিয়ারূপিণী (স্ত্রী) রাধা।

শ্রীক্ষেত্র [জগন্নাথ দেখ।]

শ্রীখণ্ড (পুং ক্লী) শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ খণ্ড ইব যত্র। ১ চন্দনভেদ, হরিচন্দন।

"ত্বদুরুকং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চাবিষং।"

(গীতগোবিন্দ ৯।১০)

রাজনির্ঘণ্টে উক্ত হইয়াছে যে, বেট্ট ও সুক্কড়িভেদে শ্রীখণ্ডচন্দন দুই প্রকার, তন্মধ্যে যাহা আর্দ্র অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশী স্নেহযুক্ত এবং যাহার আঁশগুলি যেন স্বতন্ত্রভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, তাহার নাম বেট্ট; আর যে গুলিতে কিছু মাত্র স্নেহ ভাগ আছে বলিয়া বোধ হয় না অর্থাৎ যাহা একেবারে নীরস তাহাকে সুক্কড়ি বলে।

"চন্দনং দ্বিবিধং প্রোক্তং বেট্টসুক্কড়িসংজ্ঞিতম্।
বেট্টস্ত সার্দ্রবিচ্ছেদং স্বয়ং শুষ্কস্ত সুক্কড়িঃ॥"

গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল, কষায়, বৃষ্য, মুখরোগঘ্ন, কান্তিপ্রদ এবং পিত্ত, ভ্রান্তি, বমি, জ্বর, ক্রিমি, তৃষ্ণা ও সন্তাপবিনাশক, গাত্রাদিতে ইহার প্রলেপ দিলে সুনিদ্রার আবির্ভাব হয়। (রাজনি°)

[চন্দন দেখ।]

শ্রীখণ্ডশৈল (পুং) মলয়পর্ব্বত। (গীতা ১।১৭)

শ্রীগণেশা (স্ত্রী) শ্রীরাধার নামান্তর। (পঞ্চরত্ন ৫।৫।৬০)

শ্রীগদিত (ক্লী) দৃশ্যকাব্যভেদ। শ্রীশব্দের বাহুল্যপূর্ণ এবং পৌরাণিক প্রধান ঘটনা অবলম্বনে ইহা রচিত।

শ্রীগন্ধ (ক্লী) শ্বেতচন্দন। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীগর্ভ (পুং) শ্রীর্গর্ভেঽস্য। ১ বিষ্ণু। ২ খড়্গ।

"অসির্ব্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালো নমোঽস্তু তে॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

শ্রীগর্ভ, কাশ্মীরের একজন রাজকবি। শ্রীকণ্ঠের পিতা। ইনি কবি মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন।

শ্রীগর্ভকবীন্দ্র, পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

শ্রীগর্ভরত্ন (ক্লী) মূল্যবান্ প্রস্তর।

শ্রীগিরি (পুং) চারুগিরি, অপর নাম শ্রীশৈল।

শ্রীগুণলেখা (স্ত্রী) কাশ্মীরের জনৈক রাণী। (রাজতর° ৮।১৬০৯)

শ্রীগুম্ম, মঙ্খের সমসাময়িক একজন মীমাংসক। শ্রীকণ্ঠচরিতে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীগুপ্ত, মগধের গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঘটোৎকচ গুপ্তের পিতা।

শ্রীগ্রহ (পুং) শ্রিয়ঃ গ্রহো যত্র। পক্ষীদিগের পানীয় শালা। পর্য্যায়—শকুনিপ্রপা। (হারাবলী)

শ্রীগোন্দ, (শ্রীগোবিন্দ), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার দক্ষিণস্থ একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭২৫ বর্গমাইল। ভীমানদীর উপত্যকা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত এবং সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯০০ ফিট্ উচ্চ বলিয়া ইহা অধিত্যকারূপে পরিগণিত। এই ভূভাগ উত্তরপূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া দক্ষিণে ভীমাতটে ও দক্ষিণপশ্চিমে তাহার গোড় নামক শাখাতটে যাইয়া সমতলক্ষেত্রের সহিত মিশিয়াছে। উত্তরপূর্ব্বে ২৫০০ ফিট্ উচ্চ প্রশস্ত অধিত্যকাবিস্তৃত একটী গণ্ডশৈল। ধোন্দমন্মাড় রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরদক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এখানে নানারূপ শস্যাদি জন্মে।

২ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৮° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৪´ পূঃ। এখানকার চারিটী প্রাচীন মন্দির ও সিন্দেরাজের দুইটী বাসভবন দেখিবার জিনিস। গোবিন্দ নামক একজন চামারজাতীয় বৈষ্ণবসাধুর নামানুসারে এই নগরের নাম শ্রীগোবিন্দ হয়। তৎপরে অপভ্রংশে শ্রীগোন্দ নামে পরিচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে চামরগোন্দ নামেও অভিহিত করেন।

শ্রীগোবিন্দপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বতালা হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ইরাবতী নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১°৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪৪´ পূঃ। শিখগুরু অর্জ্জুন এইস্থান ক্রয় করিয়া স্বীয় পুত্র হরগোবিন্দের নামানুসারে শ্রীগোবিন্দপুর নগর পত্তন করেন। শিখদিগের নিকট এই স্থান অতি পবিত্র। গোবিন্দের বংশধর জালন্ধর দোয়াবের অন্তর্গত কর্ত্তারপুরবাসী শিখগুরুগণ এখানকার অধিস্বামী।

শ্রীগোষ্ঠী, কাবেরীনদীর দক্ষিণে মণিমুক্তনদীতটে অবস্থিত একটী দেবক্ষেত্র। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত শ্রীগোষ্ঠীমাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীগ্রাম (পুং) এক প্রাচীন গ্রাম। এখানে জ্যোতির্ব্বিদ্‌শ্রেষ্ঠ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীগ্রামর আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শ্রীগ্রামর (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্ নারায়ণের নামান্তর।

শ্রীঘন (পুং) শ্রিয়া বুদ্ধ্যা ঘনঃ। ১ বুদ্ধদেব। বৌদ্ধযতি। (অমর) (ক্লী) শ্রিয়া ঘনম্। ২ দধি। (জটাধর)

শ্রীচক্র (ক্লী) শ্রিয়াশ্চক্রম্। ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র বা চক্র সাধারণতঃ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াত্মক; তন্মধ্যে অষ্টপত্র, ষোড়শদল, বৃত্তত্রয়, ভূগৃহত্রয় ও চতুর্দ্দারবিশিষ্ট চক্রগুলি সৃষ্ট্যাত্মক; দ্বি, দশ বা চতুর্দ্দশ অরক (আরা) বিশিষ্ট, এই তিন প্রকার চক্র স্থিত্যাত্মক এবং বিন্দুযুক্ত, ত্রিভুজ অথবা অষ্টকোণাকৃতি, এই ত্রিবিধ চক্র সংহারাত্মক।

"বিন্দুত্রিকোণবসুকোণদশারযুগ্ম-
মন্বস্রনাগদলসঙ্গতষোড়শারম্।
বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণীসদনত্রয়ঞ্চ
শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ॥" (যামল)

উক্ত চক্র সিন্দূর কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা লিখিয়া সুবর্ণ, রজত, পঞ্চরত্ন, স্ফটিক ও তাম্রাদি দ্বারা উৎকীর্ণ করিতে হয়।

ভূতভৈরবতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেবীর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রাঙ্কনকালে যদি কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ এক দেবীর পূজাকালে ভ্রম ক্রমে অন্য দেবীর নির্দ্দিষ্ট চক্র অঙ্কিত হইলে অথবা প্রকৃত চক্র অঙ্কিত হইয়াও যদি তাহার রেখা, মুখ প্রভৃতির অঙ্কন সমভাবে না হয় তাহা হইলে স্বয়ং ভূতভৈরব পূজাকারীর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেন এবং সেই লোক তত্তদ্ রক্তমাংসে স্বীয় পারণা সম্পন্ন করেন।

"অকৃত্বা সুসমাং রেখাং নালিখ্য সুসমং মুখং।
যোহত্র চক্রং প্রবর্ত্তেত তস্য সর্ব্বং হরাম্যহং॥
যস্যা যত্র স্থিতির্দেবি তত্র তাং নার্চ্চয়েদ্ যদি।
তন্মাংসরুধিরেণৈব পারণা তস্য জায়তে॥" (ভূতভৈরবতন্ত্র)

উক্ত তন্ত্রে আরও বিবৃত হইয়াছে যে, রাত্রিকালে কোন রূপ চক্র অঙ্কিত করিবে না; প্রমাদবশতঃ যদি কেহ ঐরূপ করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ অভিশপ্ত হইতে হইবে।

"ন রাত্রাবঙ্কয়েদ্ যন্ত্রং সাধকস্তু কদাচন।
প্রমাদাদঙ্কিতে যন্ত্রে শাপো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥" (ভূতভৈরব)

স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, স্থণ্ডিলাভ্যন্তরে হস্ত পরিমিত অতি সুন্দর চক্র বা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে; রত্নাদিতে নির্ম্মাণ করিতে হইলে ঐ সকল রত্নের পরিমাণ ইচ্ছানুসারে এক, দুই, তিন অথবা চারি তোলক পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে; তাহার অধিক দিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

উক্ত তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই চক্র রক্ত বা রজোদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিলে, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয় এবং পৃথিবীতে অভীষ্টস্বরূপ দ্রব্য অনায়াসে পাওয়া যায়।

১০ ভাগ স্বর্ণ, ১২ ভাগ তাম্র ও ১৬ ভাগ রৌপ্যের পরস্পর সংমিশ্রণে চক্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করিলে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অধিপতিত্ব এবং পরমসৌভাগ্য লাভ হয়। প্রবাল, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, স্ফটিক, মরকত প্রভৃতি মণিরত্নাদিতে চক্র নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে নিশ্চয়ই শ্রীপুত্রযশোধনাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাম্রে কান্তি, সুবর্ণে শত্রুনাশ, রজতে শুভফল ও স্ফটিকে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এই সকল ফল কেবল শ্রীচক্র বলিয়া নহে, চক্র মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; অর্থাৎ যে কোন যন্ত্রই হউক না কেন তাহা উক্ত প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা করিলে ঐ সকল ফল পাওয়া যায়।

তন্ত্রসারাদিতে উক্ত হইয়াছে, কোনরূপ চক্র বা যন্ত্র স্ফুটিত, অগ্নিদগ্ধ অথবা চৌরাপহৃত হইলে নিতান্ত সংযত হইয়া এক দিন উপবাস ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে লক্ষ জপ, হোম, তর্পণ, গুরুপূজা এবং ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে। লক্ষ জপ করণানন্তর তাহার দশাংশ পরিমিত হোম এবং তদ্দশাংশ পরিমিত তর্পণ ব্যবস্থেয়। কাহার কাহারও মতে অযুত পরিমিত জপ করিলেও চলিতে পারে।

তন্ত্রে লিখিত আছে, ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ চক্র ভগ্ন স্ফুটিত বা তাহার কোন চিহ্ন লোপ করে, তবে সেই ব্যক্তি অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একারণ উহা কোন প্রধানতম তীর্থে, গঙ্গাদি নদীতে অথবা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে, না করিলে পরিণামে যার পর নাই দুঃখগ্রস্ত হইতে হয়।

গঙ্গা, পুষ্কর, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, গোমতী, গোমুখী, গয়া, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, বারাণসী, সিন্ধু, রেবা, সেতুবন্ধ, সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থ স্নানে যাদৃশ ফল হয়, শ্রীচক্র তদপেক্ষা সহস্র কোটি ফলপ্রদ। লোকে শত যজ্ঞ, ষোড়শ মহাদান, সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থস্নান ইত্যাদি করিয়া যে ফল লাভ করে, সাতিশয় ভক্তিসহকারে একমাত্র শ্রীচক্র দর্শন করিলেই সে সেই সকল ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

২ ইন্দ্রের রথচক্র। ৩ ভূচক্র, পৃথিবী।

শ্রীচণ্ড (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।
(কথাসরিৎস° ১০।১৪৯)

শ্রীচন্দন (ক্লী) শ্বেতচন্দন। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীচমরী (স্ত্রী) চমরীমৃগভেদ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীজ (পুং) শ্রিয়ঃ জায়তে জন-ড। ১ কামদেব। ২ শাম্ব।

শ্রীজয়সিংহ, মেবারের একজন রাণা। রত্নসিংহের পুত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীঢক্ক (পুং) কাশ্মীরান্তর্গত স্থানভেদ। (রাজতর ৫।৩১০)

শ্রীণা (স্ত্রী শিরিণা। রাত্রি। (নৈঘণ্টু ১।৭)

শ্রীতরু (পুং) শালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীতল (ক্লী) নরকভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শ্রীতাল (পুং) মলয়দেশপ্রসিদ্ধ তালবৃক্ষ সদৃশ বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—মৃদুতাল, লক্ষ্মীতাল, মৃদুচ্ছদ, বিশালপত্র, লেখার্হ, মসীলেখদল, শিরালপত্রক, যাম্যোদ্ভূত। গুণ—মধুর, শীতল, ঈষৎকষায়, পিত্তঘ্ন, কফকর, ঈষদ্বাতপ্রকোপণ। (রাজনি°)

শ্রীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

শ্রীতেজস্ (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর ৫।১১)

শ্রীদ (পুং) শ্রিয়ং দদাতীতি দা-ক। ১ কুবের। (অমর) (ত্রি) ২ শোভাদাতা, যে সৌন্দর্য্য দান করে।

শ্রীদত্ত, ১ নৈষধীয় পূর্ব্বভাগটীকা-প্রণেতা। ২ জৈনেন্দ্রব্যাকরণোদ্ধৃত একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ৩ ভট্টোপাধিক একজন কবি।

শ্রীদত্তমৈথিল, আচারাদর্শ, আবসথ্যাধানপদ্ধতি, ছন্দোগাহ্নিক, পিতৃভক্তি বা শ্রাদ্ধকল্প, ব্রতসার, সময়প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। কমলাকর এবং আচারার্কগ্রন্থে দিবাকর ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীদয়িত (পুং) বিষ্ণু। (বোপদেব)

শ্রীদর্শন (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ক°সা° ৭৩।৬৭)

শ্রীদশাক্ষর (পুং) দশটীর পদযুক্ত মন্ত্র।

শ্রীদাক্ষিনগর (ক্লী) নগরভেদ। (তারনাথ)

শ্রীদামন্ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাভেদ। (হরিবংশ)

শ্রীদুর্গামন্ত্র (ক্লী) দুর্গাদেবীপূজার্থ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ।

শ্রীদেব, ১ যোগদীপিকা নাম্নী জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ২ স্মৃতিতত্ত্বপ্রকাশপ্রণেতা। ৩ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার যাজ্ঞিকদেবের নামান্তর।
[যাজ্ঞিকদেব দেখ।]

শ্রীদেব আচার্য্য, সিদ্ধান্তজাহ্নবী নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

শ্রীদেব পণ্ডিত, পরিভাষাবৃত্তি নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

শ্রীদেব শর্ম্মন্, স্মার্ত্তসমুচ্চয়প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নন্দ পণ্ডিতের পিতা। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

শ্রীদেবা (স্ত্রী) বসুদেবপত্নী। সুদেবা বা সন্দেবা ইঁহার নামান্তর।

শ্রীদেবী, দেবগিরির যাদবরাজগণের অধীন সামন্ত ইন্দ্ররাজ (নিকুম্ভের) মহিষী। ইনি সগরজাতীয়া ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অভিভাবিকারূপে খান্দেশ শাসন করেন। (১১৫৩-১১৬৫ খৃঃ)

শ্রীদেবীসিংহ দেব, যোগপ্রদীপ নামক যোগশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীধন (ক্লী) গ্রামভেদ। (তারনাথ)

শ্রীধনকটক, একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধচৈত্য। (তারনাথ)

শ্রীধন্বীপুরী, একটী প্রাচীন দেবতীর্থ। শ্রীধন্বিপুরীমাহাত্ম্যে এই পুণ্যক্ষেত্রের সবিশেষ পরিচয় আছে।

শ্রীধর, অন্নিগেড়ীর সমীপদেশস্থ একজন সামন্তরাজ। (১১৫৭ খৃঃ) ইনি কলচুরীরাজ বিজ্জলের অধীনে সামন্তপদে অভিষিক্ত ছিলেন।

শ্রীধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, শ্রিয়া ধরঃ। ১ বিষ্ণু।
"নামী নঃ প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ" (মুকুন্দমালা)
২ ভূতার্হদ্ভেদ। (হেম) ৩ শালগ্রামচক্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীধর চক্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা অতি ক্ষুদ্র দ্বিচক্রবিশিষ্ট, বনমালাবিভূষিত এবং গৃহীদিগের সম্পদ্দাতা।

"অতি ক্ষুদ্রং দ্বিচক্রস্তু বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীধরং দেবি বিজ্ঞেয়ং শ্রীপ্রদং গৃহিণাং সদা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

শ্রীধর, ১ একজন আভিধানিক। সুন্দরগণিকৃত ধাতুরত্নাকরে ইঁহার উল্লেখ আছে। ২ অমরকোষটীকাপ্রণেতা। অশৌচরচয়িতা। ৪ কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্যকার। ৫ কালবিধানপদ্ধতিপ্রণেতা। ৬ জটমল্লবিলাস নামক দীধিতিকার। ৭ নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি শ্রীধরপদ্ধতি নামেও পরিচিত। ৮ পাণ্ডবপ্রতাপপ্রণেতা। ৯ বিশ্বামিত্রসংহিতা নামক দীধিতিকার।

শ্রীধর আচার্য্য, একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। গণকতরঙ্গিণী মতে ৬৯১ খৃঃ ইঁহার জন্ম। ভাস্করাচার্য্য বীজগণিতে এবং কেশব জাতক পদ্ধতিতে ইঁহার মত উল্লেখ করিয়াছেন। অরিষ্টনবনীতটীকা, গণিতসার, ত্রিশতীগণিতসার, পদ্ধতিরত্ন, পাটীসার, লীলাবতী, শ্রীধরপদ্ধতি, শ্রীপতিপদ্ধতি ও শ্রীধরীয় নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। উপরিউক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে মনে হয়, এই নামে কএকজন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীধরআচার্য্য যজ্বন্, (আদি) স্মৃত্যর্থসাররচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি স্বয়ং গোবিন্দরাজ ও তীর্থসংগ্রহকারের মত এবং হেমাদ্রি স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার

রচিত শ্রীধরীয় নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র পাওয়া যায়। প্রয়োগ-পারিজাতে ও সংস্কারকৌস্তুভে উক্ত গ্রন্থের পরিচয় আছে। ইঁহার পিতার নাম বিষ্ণুভট্ট উপাধ্যায়।

শ্রীধর কবি, রামরসামৃত নামক কাব্যরচয়িতা।

শ্রীধর দাস, সদুক্তিকর্ণামৃতপ্রণেতা। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ইঁহার পিতা বটুদাস বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সেনা-পতি ও পরম সুহৃদ্ ছিলেন।

শ্রীধর দীক্ষিত, ১ প্রয়োগবৃত্তিপ্রণেতা। ২ সামপ্রয়োগপদ্ধতি-প্রণেতা।

শ্রীধরনন্দিন্, একজন প্রাচীন কবি।

শ্রীধরপতি, দানচন্দ্রিকাবলীরচয়িতা।

শ্রীধর ভট্ট, ১ ব্যবহারদশশ্লোকীপ্রণেতা। ২ সপিণ্ডদীপিকা নামক গ্রন্থরচয়িতা। ৩ পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের ন্যায়কন্দলী নামক টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম বলদেব, মাতা অব্বোকা এবং পিতামহের নাম বাচস্পতি। দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিসৃষ্টি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পাণ্ডুদাস নামক জনৈক হিন্দুরাজার উৎসাহে ৯৯১ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ৯৮৯ খৃঃ) উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীধর মিশ্র, ১ দানপরীক্ষা, ভ্রষ্টবৈষ্ণবখণ্ডন ও শুদ্ধজ্ঞাননির্ণয় নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ২ বৈষ্ণবমনোৎসব ও বৈষ্ণবামৃত নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

শ্রীধর সরস্বতী, রামশ্রীপাদশিষ্য হরিহরানন্দের শিষ্য এবং সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুসন্দীপনরচয়িতা পুরুষোত্তম সরস্বতীর গুরু।

শ্রীধরসান্ধিবিগ্রহিক, কাব্যপ্রকাশবিবেকপ্রণেতা।

শ্রীধর সূরি, আচারপদ্ধতিপ্রণেতা।

শ্রীধরসেন (পুং) রাজভেদ। বলভীনগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ভট্টিকাব্যপ্রণেতা কবি ভর্তৃহরি ইঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। (ভট্টি ২২।৩৫)

শ্রীধরস্বামিন্, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি পরমানন্দের শিষ্য। সুবোধিনী নাম্নী ভগবদ্গীতা টীকা, ভগবদ্গীতাসারটীকা, ভাবার্থদীপিকানাম্নী ভাগবতপুরাণটীকা, আত্মপ্রকাশ নামক বিষ্ণুপুরাণটীকা, বেদস্তুতিটীকা, ব্রজবিহার প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। পদ্যাবলীতে ইঁহার রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট শ্লোক পাওয়া যায়। পদার্থপ্রকাশিকা নাম্নী একখানি পুরাণ-টীকা ইঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া শুনা যায়। গ্রন্থকার স্বকৃত আত্মপ্রকাশে চিৎসুখের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদস্তুতি টীকাখানিও ইঁহার ভাগবতপুরাণটীকা হইতে সঙ্কলিত। ইনি ভাবার্থদীপিকায় গুরুর অভিমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"পরমানন্দপাদাব্জভৃঙ্গশ্রীঃ শ্রীধরোঽকরোৎ।
শ্রীয়তাং পরমানন্দ নৃহরিঃ সদ্গুরুঃ স্বয়ম্॥
বিবৃতং তন্মতেনেদং নতু মন্মতিবৈভবাৎ।
মন্দবুদ্ধিরহং কৃষ্ণপ্রেম কিং কিং ন কারয়েৎ॥"

শ্রীধরানন্দ, বিষ্ণুপাদাদিকেশান্তস্তুতিপ্রণেতা।

শ্রীধরানন্দ যতি, পাতঞ্জলরহস্য নামক যোগশাস্ত্ররচয়িতা।

শ্রীধরেন্দ্র, ভট্টদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, খণ্ডদেব এই নামে পরিচিত ছিলেন। [খণ্ডদেব দেখ।]

শ্রীধরোলনগর (ক্লী) নগরভেদ।

শ্রীধাত্রী (স্ত্রী) শিরামলকী, শিরা আমলা। (রসকৌমুদী)

শ্রীধামন্ (ক্লী) লক্ষ্মীর বাসস্থান (পদ্ম)। (ভাগ° ১০।৭৯।৮)

শ্রীনগর, ১ কানপুরের অন্তঃপাতী একটী নগর। ২ বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত একটী নগর।

শ্রীনগর, উত্তরভারতস্থ পশ্চিমহিমালয় প্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী। কাশ্মীরের "হ্যাপি ভেলী" (Happy valley) নামক উপত্যকার মধ্যস্থলে নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পাদতল দিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিত এবং উত্তরপশ্চিমে উচ্চ চূড়াবলম্বী গিরিশ্রেণী বিরাজিত। অক্ষা° ৩৪° ৫´ ৩১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫১´ পূঃ।

ঝিলাম নদীর উভয় তীরে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া শ্রীনগর রাজধানী অবস্থিত। সহরের দুই অংশে যাতা-য়াতের জন্য এই নদীবক্ষে সাতটী সেতু আছে। এখানে নদী-গর্ভের বিস্তৃতি প্রায় ১৭৬ হাত এবং গ্রীষ্ম কালে জলের গভীরতা প্রায় ১৮ ফিট দৃষ্ট হয়। নদীর উভয় তীরদেশ চূণা পাথরে গঠিত। ঐ সকল শ্বেত বর্ণ ও নানা চিত্রে চিত্রিত প্রস্তররাশি কালে জলস্রোতে বিধৌত হইয়া পূর্ব্বশ্রী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কোথাও বা নদীর ধস্ ভাঙ্গিয়া ঐ প্রস্তররাশি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় তীরভূমির অপূর্ব্ব শোভার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। কএক-স্থলে পাথরে বাঁধান স্নানের ঘাট গুলি এখন স্থানীয় সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। শাস্তিকুট, কুটিকুট ও নালী-মার নামক খালত্রয় এই নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৭৬ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতবক্ষে এই রাজ-ধানী স্থাপিত। দুঃখের বিষয়, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত খাতস্থ জলা জমি বিদ্যমান থাকায় এস্থানের স্বাস্থ্য একবারে মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার জনসংখ্যা ১॥০ লক্ষেরও অধিক। তন্মধ্যে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৮ গুণের কম হইবে না। এখানকার সৌন্দর্য্যশালী অট্টালিকাবলী প্রায়ই কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং উচ্চে ত্রিতল বা চৌতল হইয়া থাকে। ছাদ গুলি একচালা ও উপরে মাটী দিয়া মোড়া। ঘর গুলি কাঠের হওয়ায় এখানে প্রায়ই আগুন লাগে এবং কখন কখন সমস্ত পল্লী জলিয়া যায়। রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, বারদ্বারী, কামানের কারখানা, টাঁক-

শাল, চিকিৎসাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি এখানকার দেখিবার সামগ্রী। অপর রাজকীয় অট্টালিকা কিছু নাই; তবে প্রাচীন মন্দির, মস্‌জিদ ও সমাধিস্থানাদি প্রত্নতত্ত্বের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। অনেকগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে মহারাজগঞ্জের বাজারই প্রধান এবং এখানে আসিয়া বৈদেশিকেরা কাশ্মীর-জাত যাবতীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারেন। শ্রীনগর সীমার বাহিরে কতকগুলি সুবৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি স্থানীয় মহাজন ও ধনশালী শালব্যবসায়ী বণিক্‌গণের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার "Rotten Row" নামক বৃক্ষসারি-সজ্জিত রাস্তাটী দেখিবার সামগ্রী।

শ্রীনগররাজধানীর অদূরে তখৎ-ই-সুলেমান পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত শিরোদেশে দাঁড়াইয়া সমগ্র নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হয়। ইহার শিখরোপরি একটী প্রাচীন প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির বিদ্যমান। স্থানীয় হিন্দুগণ উহাকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মন্দির বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে, বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পুত্র জলোক খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে উহা নির্ম্মাণ করান; তাহা কালে মুসলমানদিগের মস্‌জিদে পরিণত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ঐ স্থানের উচ্চতা ৬৯৫০ ফিট্।

সহরের উত্তর প্রান্তে হরিপর্ব্বত। ইহা একটী স্বতন্ত্র গণ্ড-শৈলমাত্র, ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৫০ ফিট উচ্চ। ইহার উপরিভাগে শ্রীনগর দুর্গ স্থাপিত। দুর্গপ্রাচীর সমগ্র শৈলটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। উহার 'কাটি দরবাজা' নামক প্রবেশদ্বারের উপরে পারস্য ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এই দুর্গ ও প্রাচীর বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরটী প্রায় ৩ মাইল লম্বা ও ২৮ ফিট উচ্চ।

নগরমধ্যস্থ শেরগড়ী নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ স্থাপিত। ইহার দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাত ও প্রস্থে ৪০০ হাত, ইহারও প্রাচীর ২২ ফিট উচ্চ। এখানে সেনাবাসের জন্য বারিক, রাজ-কার্য্যালয় ও রাজপুরসংক্রান্ত অট্টালিকাদি বিদ্যমান। স্থানীয় জুমা-মস্‌জিদটী একটী চতুষ্কোণ অট্টালিকা, উহার মধ্যস্থলে একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চারি ধারের ঠিক মাঝখানে চারিটী চূড়া আছে।

নগরের উত্তরপূর্ব্বাংশে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ দাল নামক হ্রদ, উহা দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল ও বিস্তারে ২॥০ মাইল হইবে। জলের গভীরতা প্রায় ১০ ফিট। এই বিস্তৃত হ্রদের উপরে কএকটী উদ্যান ভাসমানভাবে সাজান আছে। তন্মধ্যে জাহাঙ্গীরের স্থাপিত 'শালিমার উদ্যান' ও সম্রাট্ অকবর শাহের অঙ্কিত চিত্রানুসারে নির্ম্মিত 'নাজিব বাগ' নামক বিস্তৃত উদ্যান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীনগরের সীমা মধ্যে ঐরূপ কতকগুলি উদ্যান আছে। কবি মুর "Lalla Rookh" নামে কাশ্মীরের দাল হ্রদের বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই শালিমার বাগানের চিত্র তাঁহার রচিত "Light of the Harem" নামক কবিতায় সুন্দররূপে অঙ্কিত আছে।

একজন রাজপ্রতিনিধি ও রাজস্ববিভাগীয় কমিসনর, চিফ্-কোর্টের একজন জজ, হিসাব নবিশ, একজন শাল পরিদর্শক ও একজন দেওয়ানী জজ দ্বারা এখানকার রাজ্যশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

[কাশ্মীর ও জম্বু শব্দ দেখ।]

শ্রীনগর, দেবগিরির যাদববংশের আদিপুরুষ রাজা দৃঢ়প্রহার-প্রতিষ্ঠিত একটী নগর। উক্ত রাজা শিগন দেশান্তর্গত দ্বারাবতী বা দ্বারকাপুরী হইতে প্রথম সদলে মথুরায় আইসেন। এখানে তিনি শ্রীনগর রাজধানী স্থাপন করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করেন। তৎপরে চন্দ্রাদিত্যপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীনগর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। উমার নদীতটে নরসিংহপুর হইতে ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। গোঁড় রাজবংশের অধিকার কালে এই স্থান সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়। মহারাষ্ট্রীয় শাসনকালে এখানে সেনারক্ষার একটী বিস্তৃত আড্ডা ছিল। এখন আর তাহার কিছু নাই।

শ্রীনগর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটী পরগণা ও গ্রাম।

শ্রীনগর, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অলকানন্দার উপত্যকাপ্রদেশস্থিত বারাসন, বড়াহন, চাঁদপুর, চাঁদকোট, দিবালগড়, দশেলী, নাগপুর, পাইন খাণ্ডা, গাদাসলান্, মল্লাসলান ও তালাসলান নামক পরগণা লইয়া এই তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৫০০ বর্গ মাইল। [এখানকার অপরাপর বিবরণ গড়বাল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অলকানন্দার উপত্যকা ভূমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ১৩ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৮´ পূঃ। এই গ্রামটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার লোকসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। প্রাচীন দেবমন্দিরাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে এখানকার পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখন সমুদায়ই প্রায় ভগ্নাবস্থায় পতিত। এক সময়ে গড়বাল-রাজগণ এই নগরে থাকিয়াই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উপত্যকার চারিধার উচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্মকালে এখানে দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। পৌরী নগর এখানকার বর্ত্তমান বিচার সদর।

শ্রীনগর, যুক্তপ্রদেশের হামীরপুর জেলার একটী প্রাচীন নগর। এখন ইহার অট্টালিকাদি ধ্বস্ত হওয়ায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মহোরা পর্ব্বতমালার নওগাঁও যাইবার পথে হামীরপুর হইতে ৬৩ মাইল দক্ষিণে স্থাপিত।

বিখ্যাত বুন্দেলাসর্দ্দার ছত্রশালের রক্ষিতা কোন রমণীগর্ভজাতপুত্র মোহন সিংহ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে নিকটবর্ত্তী শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গ ও টাকশাল স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ টাকশাল হইতেই দক্ষিণ বুন্দেলখণ্ডে প্রচলিত প্রসিদ্ধ শ্রীনগরী মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি তথায় মোহনসাগর নামে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। উহার মধ্যস্থলে একটী জলবেষ্টিত ভূখণ্ডে তিনি যে বিশ্রামভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা এখন সংস্কার অভাবে সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ কালে দেশপৎ নামক দস্যুসর্দ্দার এই নগর লুণ্ঠন করিয়া দেশবাসীকে ধন দান করে। তৎপরে নগরটী আর পূর্ব্বসমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতে পারে নাই, ইতস্ততঃ ভগ্ন অট্টালিকাদি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে পিত্তলনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হয়।

শ্রীনগর, যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলার বালিয়া তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। বালিয়া নগর হইতে ২৪ মাইল দূরে বৈরিয়া রেওতী রাস্তার উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৯′ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৮′ ৩৬″ পূঃ। ডুমরাওন মহারাজের দামোদরপুর তালুকের অন্তর্গত এগারটী পল্লী লইয়া ইহা একটী মৌজারূপে গণ্য।

শ্রীনন্দ, শ্রীনন্দীয় নামক গ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীনন্দন (পুং) শ্রিয়া নন্দনঃ। ১ কামদেব। ২ লক্ষ্মীপুত্র।

শ্রীনন্দনন্দন (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্ কৃষ্ণরূপে নন্দঘোষের ঘরে গোকুলনগরে পালিত হন। নন্দ ও যশোদাকে তিনি পিতামাতা মনে করিতেন বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হয়।

শ্রীনরেন্দ্রেশ্বর (পুং) কাশ্মীরস্থ শিবলিঙ্গভেদ। কাশ্মীরবাসিনী শ্রীনরেন্দ্রপ্রভা নাম্নী জনৈক রমণী এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৮)

শ্রীনাথ (পুং) বিষ্ণু।

শ্রীনাথ, ১ গ্রহচিন্তামণি নামক জ্যোতিগ্র´ন্থপ্রণেতা। ২ দুষণোদ্ধাররচয়িতা। ৩ ভাগবতপুরাণস্বরূপবিষয়কশঙ্কানিরাসপ্রণেতা। ৪ রমল নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৫ রসরত্ন নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ৬ বিজ্ঞানবিলাস নামক জ্যোতিগ্র´ন্থপ্রণেতা। ৭ দীপিকাটীকারচয়িতা। ৮ ছন্দোলক্ষণ নামক বৃত্তরত্নাকরটীকাকার। ইনি গোবিন্দ ভট্টের পুত্র।

শ্রীনাথ আচার্য্য, ১ শ্রাদ্ধদীপিকাপ্রণেতা। ২ নৈষধীয়প্রকাশপ্রণেতা।

শ্রীনাথ কবি, ধীশোধিনী নাম্নী বৃত্তরত্নাকরটীকা প্রণেতা।

শ্রীনাথ পণ্ডিত, পরহিতসংহিতা নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীনাথ ভট্ট, কোষ্ঠীপ্রদীপ নামক জ্যোতিগ্র´ন্থরচয়িতা। ২ কামরত্ন নামক তন্ত্র ও যক্ষিণীসাধন নামক পুস্তকদ্বয় প্রণেতা।

শ্রীনাথ শর্ম্মন্ ১ কর্ম্মপ্রকাশক নামক জ্যোতিগ্র´ন্থরচয়িতা। ২ শ্রীকর আচার্য্যের পুত্র। ইনি আচারচন্দ্রিকা, কৃত্যকালবিবরণ বা কৃত্যতত্ত্বার্ণব, ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশসারমঞ্জরী, শূলপাণিকৃত তিথিদ্বৈধপ্রকরণগ্রন্থের টীকা, দায়ভাগটীকা, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, বিবেকার্ণব, শুদ্ধিবিবেক ও শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা নামক কয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীনিকেত (পুং) ১ নবনীত ধূপ, সরলনির্য্যাস, তার্পিন্। শ্রীবাস। (সুশ্রুত চি°) ২ রক্তপদ্ম। ৩ সুবর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

শ্রীনিকেতন (পুং) শ্রিয়ঃ নিকেয়তি বাসয়তীতি নি-কিৎ-ণিচ্-ল্যু। ১ বিষ্ণু। "ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ" (ভাগবত ৯।১৮।১৩)

(ত্রি) ২ লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান, যে স্থানে লক্ষ্মী আশ্রয় গ্রহণ করেন। (ভাগবত ৩।৩।২০) (ক্লী) ৩ শ্রীনিকেত শব্দার্থ।

শ্রীনিতম্বা (স্ত্রী) ১ রাধা। (পঞ্চরত্ন ৫।৫।৬০) ২ সুশ্রোণী।

শ্রীনিধি (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরত্ন ১।৩।৮৩)

শ্রীনিবাস (পুং) শ্রিয়ো নিবাসঃ আশ্রয়স্থানং। বিষ্ণু। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

শ্রীনিবাস, ১ অধিকরণমীমাংসা নামক মীমাংসাশাস্ত্ররচয়িতা। ২ অভিনববৃত্তরত্নাকরটিপ্পনি, অলঙ্কারকৌস্তভ, কাব্যদর্পণ ও ছন্দোবৃত্তি নামক গ্রন্থচতুষ্টয়-প্রণেতা। ৩ উপাধিখণ্ডনটিপ্পনী নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ৪ কল্পদীপিকা ও সহমকল্পলতা নামক দুইখানি জ্যোতিগ্র´ন্থরচয়িতা। ৫ কাব্যসারসংগ্রহ প্রণেতা। ৬ কৃষ্ণরাজগন্থ ও কৃষ্ণরাজপ্রভাবোদয় প্রণেতা। ৭ গায়ত্রীমাহাত্ম্যরচয়িতা। ৮ গোস্বাম্যষ্টকরচয়িতা। ৯ তত্ত্বসংগ্রহ নামক বেদান্ত ও সত্যনিধিবিলাস নামক কাব্য-রচয়িতা। ইনি সত্যনাথের শিষ্য। ১০ নিগদ ও বেদভাষ্য নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। নিঘণ্টুভাষ্যে দেবরাজ ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নিয়মানন্দের শিষ্য এবং শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমরচয়িতা পুরুষোত্তম প্রসাদের গুরু ছিলেন। ১১ জয়তীর্থকৃত ন্যায়সুধার টীকা, জয়তীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার প্রমেয়মুক্তাবলী নাম্নী টীকা ও আনন্দতীর্থকৃত ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়ের ভাগবততাৎপর্য্যপ্রকাশচন্দ্রিকা নাম্নী টীকা, জয়তীর্থকৃত মায়াবাদখণ্ডনবিবরণের টীকা, ও জয়তীর্থকৃত বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়দীপিকার যাদার্থদীপিকা নাম্নী টীকাপ্রণেতা। ইনি স্বীয় গ্রন্থে রঘূত্তম ও বেদেশ নামক কবির উল্লেখ করিয়াছেন। ১২ ন্যাস-

তিলক ও তাহার টীকারচয়িতা, এই গ্রন্থখানি ভক্তিরসাশ্রিত। গ্রন্থকার কৌশিকগোত্রীয় ছিলেন। ১৩ পরিভাষাভাস্করটীকা নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ১৪ প্রমেয়তত্ত্ববোধ নামক ন্যায়শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থকার। ১৫ রাগতত্ত্ববিবোধ নামক সঙ্গীতশাস্ত্র-রচয়িতা। ১৬ লক্ষ্মীস্বয়ম্বরনাটকরচয়িতা। ১৭ শতদূষণী নামক বেদান্তশাস্ত্রকার। ১৮ শ্রীনিবাসচম্পুপ্রণেতা। ১৯ শ্লেষচূড়ামণি ও সাহিত্যসূক্ষ্মসরণিরচয়িতা। ২০ সদাচারসংগ্রহ নামক গ্রন্থকার। ২১ সারদীপিকা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ২২ সিদ্ধান্ত-চিন্তামণিপ্রণেতা। ২৩ সিদ্ধান্তশিক্ষা ও তাহার টীকা-রচয়িতা। ২৪ সৌগন্ধিকবিবরণ-ব্যাখ্যাপ্রণেতা। ২৫ হঠরত্নাবলী নামক যোগশাস্ত্ররচয়িতা। ২৬ ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক বৈশেষিকগ্রন্থপ্রণেতা, অনন্ত পণ্ডিতের পুত্র।

শ্রীনিবাসঅতিরাত্রযাজিন্, ভাবনাপুরুষোত্তম নামক নাটক-রচয়িতা। ভাবস্বামীর পুত্র ও কৃষ্ণ ভট্টারকের পৌত্র। ইনি সুরসমুদ্রবাসী ছিলেন।

শ্রীনিবাসআচার্য্য, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইনি বিশ্বাচার্য্যের গুরু এবং নিম্বার্কের শিষ্য ছিলেন। গীতাতত্ত্ব-প্রকাশিকাপ্রণেতা কাশ্মীরবাসী কেশবভট্ট ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ২ মাধ্ব সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইহার অপর নাম সত্যসঙ্কল্প-তীর্থ। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে। ৩ একজন পরম সাধুপুরুষ। পরে সত্যকামতীর্থ নামে বিদিত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ৪ উক্ত সম্প্রদায়ের অন্য একজন আচার্য্য। পরে সত্যপরাক্রমতীর্থ নামে খ্যাত হন। ৫ অন্বয়ক্রোড় নামক ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা। ৬ ভাগবতপুরাণব্যাখ্যা, মহাভারতব্যাখ্যা এবং আনন্দতীর্থকৃত ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকাপ্রণেতা, ইনি শ্রীনিবাসতীর্থ নামেও পরিচিত। ৭ উষাপরিণয় নাটকপ্রণেতা। ৮ সুরপুর শ্রীনিবাসাচার্য্য নামে পরিচিত। উপাদানত্বসমর্থন-জিজ্ঞাসাদর্পণ, দত্তরত্নপ্রদীপিকা, ষষ্ঠীদর্পণ বা ষষ্ঠ্যর্থদর্পণ, সিদ্ধান্তচিন্তামণি ও হরিগুণমণিদর্পণ নামক গ্রন্থ ইহার রচিত। ৯ তত্ত্বত্রয়চুলুক নামক ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা। ১০ তত্ত্বমার্ত্তণ্ড নামক বেদান্তশাস্ত্ররচয়িতা। ১১ দর্পণ নামক দীধিতিকার। ১২ দ্বৈতভূষণ নামক ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা। ১৩ ন্যায়সিদ্ধান্ততত্ত্বামৃত নামক গ্রন্থরচয়িতা। ১৪ প্রণবদর্পণ নামক বেদান্তশাস্ত্ররচয়িতা। ১৫ মায়ামতবিধ্বংসনপ্রণেতা। ১৬ যাদবরাঘবীয় কাব্যপ্রণেতা। ১৭ যুগলসহস্রনাম, রামবাহুশতক, রামবর্ণনস্তোত্র ও হনুমচ্ছতক নামক গ্রন্থচতুষ্টয় রচয়িতা। ১৮ বজ্রসূচিকাচ্ছেদংশিনীপ্রণেতা। ১৯ বেদান্তাচার্য্যদিনচর্য্যা, বেদান্তাচার্য্যপ্রপদন, বেদান্তাচার্য্যমঙ্গলদ্বাদশী, বেদান্তাচার্য্যবিগ্রহধ্যানপদ্ধতি ও বেদান্তা-চার্য্যসপ্ততিরচয়িতা। ২০ সুদর্শনবিজয়নামক নাটকপ্রণেতা। ২১ সোমপ্রয়োগ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি শ্রীবৎস শ্রীনিবাস আচার্য্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ২২ দ্রাবিড় দেশীয় একজন ব্রাহ্মণ। কৌণ্ডিন্যাচার্য্যের পুত্র এবং রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ। জানকীচরণচামর নামক গ্রন্থখানি ইঁহার রচিত। ২৩ এক-জন সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য। [শ্রীনিবাসাচার্য্য দেখ।]

শ্রীনিবাসক (পুং) কুরুণ্টক বৃক্ষ, ঝাঁটীগাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীনিবাসকবি, দিব্যসূরিচরিত-রচয়িতা। ঐ কবি বৈষ্ণপুরন্দর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

শ্রীনিবাসতীর্থ, ১ আথর্ব্বণটীকাপ্রণেতা। ২ তন্ত্রসারটীকা নাম্নী বেদান্তবিষয়কগ্রন্থরচয়িতা। ৩ তর্কতাণ্ডবব্যাখ্যাপ্রণেতা। ৪ সন্ধ্যাবন্দনকার। ৫ শ্রীনিবাসতীর্থীয়নামক বেদান্তশাস্ত্রপ্রণেতা।

শ্রীনিবাসদাস, ১ অধিকারসংগ্রহভাবপ্রকাশিনী নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ২ দয়াশতকদীপিকা ও পূর্ব্বাচার্য্যবৃত্তান্তদীপিকা-রচয়িতা। ৩ নারায়ণমন্ত্রার্থপ্রণেতা। ৫ প্রক্রিয়াভূষণ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য। ৬ বাদাদ্রিকুলিশ নামক ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থরচয়িতা। ৭ বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রণেতা। ৮ বেদস্তুতিব্যাখ্যারচয়িতা। ৯ বেদান্তরত্নমালাপ্রণেতা। ১০ শত-দূষণীয়মতপ্রণেতা। ১১ যতীন্দ্রমতদীপিকা নামক গ্রন্থকর্ত্তা, ইনি বাধুল গোত্রীয় গোবিন্দাচার্য্যের পুত্র। ১২ ভরদ্বাজ গোত্রীয় দেবরাজাচার্য্যের পুত্র। ইনি পাদুকাসহস্রপরীক্ষা ও তট্টীকা এবং মরকতবল্লীপরিণয় নাটক রচনা করেন।

শ্রীনিবাসদীক্ষিত, ১ স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ও স্বরসিদ্ধান্তকৌমুদী নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি রামভদ্রযজ্বার পুত্র। ২ একাম্র-নাথস্তব ও শিবভক্তিবিলাসপ্রণেতা। ৩ অশুদ্ধারণপ্রায়শ্চিত্ত-রচয়িতা।

শ্রীনিবাসপুর, মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল। এই তালুকের অধিকাংশ স্থানে জঙ্গলাবৃত শৈলমালা-সমাচ্ছন্ন। বর্ত্তমানকালে এই তালুক চিন্তামণি নামে অভিহিত।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কোলার নগর হইতে ১৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই গ্রাম পাপনহল্লী নামে বিদিত ছিল। রাজদেওয়ান পূর্ণাইয়া স্বীয় পুত্র শ্রীনিবাসমূর্ত্তির নামানুসারে এই স্থানের শ্রীনিবাসপুর নামকরণ করেন।

শ্রীনিবাস ভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বারাণসীতে ইহাঁর বাস ছিল। বিকানিররাজ সুরতসিংহের সভায় থাকিয়া ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে সুরতকল্পতরু নামে তর্কদীপিকার

একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ২ স্মৃতিসিন্ধু নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ বিরোধবরূথিনীনিরোধ, নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৪ একজন প্রাচীন কবি। ৫ অভিজ্ঞানশকুন্তলটীকা প্রণেতা। ৬ সুন্দররাজের শিষ্য, ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত কালীসপর্য্যাক্রমকল্পবল্লী বা চণ্ডীসপর্য্যাক্রমকল্পবল্লী, ক্রমরত্নাবলী, দ্বিতীয়ার্চ্চনকল্পলতা, পঞ্চমীক্রমকল্পলতা, পঞ্চমী-বরিবস্যারহস্য, বটুকার্চ্চনচন্দ্রিকা, ভৈরবার্চ্চাপারিজাত, লক্ষ্মী-সপর্য্যাসার ও শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাসমহীন্তাপণীয়, গণিতচূড়ামণি ও শুদ্ধিদীপিকা নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার প্রথম গ্রন্থখানি ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

শ্রীনিবাসরাজযোগেশ্বর, সুভগোদয়দর্পণ নামক তন্ত্র-রচয়িতা।

শ্রীনিবাস-রাঘবাচার্য্য, অপরপ্রয়োগদর্পণ ও বেদান্ত-সংগ্রহপ্রণেতা।

শ্রীনিবাসবাধূল, ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যের শ্রুতিপ্রকাশিকা নাম্নী টীকার তুলিকা নামক টিপ্পণ ও শারীরকন্যায়সংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্বয়-প্রণেতা। ইনি অধ্যাত্মচিন্তামণিপ্রণেতা সৌম্যজামাতৃমুনির গুরু ছিলেন।

শ্রীনিবাস বেদান্তাচার্য্য, রসোল্লাস নামক একখানি ভাণ-রচয়িতা।

শ্রীনিবাস শিষ্য, জালন্ধরপীঠমাহাত্ম্যপ্রণেতা।

শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রকট হওয়ার পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবাহ সংরক্ষকগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য একজন প্রধান নেতা। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পরবর্ত্তী কালের সমসাময়িক বৈষ্ণবাচার্য্য। নরোত্তম কায়স্থ হইয়াও ঠাকুরমহাশয় পদে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই ঠাকুরমহাশয় তদীয় প্রার্থনায় আচার্য্যপ্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর॥

* * * *

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গে মাগে নরোত্তমদাস॥

ফলতঃ শ্রীনিবাসের প্রভাবে সমগ্র রাঢ়দেশে বৈষ্ণবপ্রভাব সংঘটিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর ইঁহার শিষ্য হন।

ইনি গঙ্গাতটবর্ত্তী চাখন্দি-নিবাসী গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র। এই গঙ্গাদাস শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ব্যাকরণ শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ছিলেন। অবশেষে তাঁহার চরণতলে আত্মসমর্পণ করেন। তখন হইতে গঙ্গাদাস শ্রীচৈতন্যদাস নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহারও সংসারে আসক্তি ছিল না। তিনি পতির সহিত নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতেন। অধিক বয়সে শ্রীচৈতন্যদাস এক দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বলিলেন, "আমার হৃদয়ে সহসা পুত্রলাভের বাসনা জাগিয়া উঠিল কেন।" লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনিই পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যের পাত্র। সেই বাঞ্ছাকল্পতরুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেই সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে উভয়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে যাজিগ্রাম; এই গ্রামে লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিত্রালয়। পিতার নাম বলরাম। এক দিবস সেখানে বিশ্রাম করিয়া উভয়ে নীলাচলে উপস্থিত হন। ভক্ত-বৎসল মহাপ্রভু গঙ্গাদাসের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাদাসের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া তদীয় অনুচর গোবিন্দ দাসকে ডাকিয়া বলিলেন—

"পুত্রের কামনা করি আইলা ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন॥
শ্রীরূপাদি দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস দ্বারা গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥
মোর শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।
তারে দেখি সর্ব্বচিত্তে বাড়িবে উল্লাস॥"

এদিকে গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাত্রিকালে স্পষ্ট দেখিলেন—যেন জগন্নাথ তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন;—হে ব্রাহ্মণ! তুমি এক্ষণে গৌড়দেশে গমন কর, সত্বরেই তোমার এক প্রেমময় পুত্র জন্মিবে, অল্প কালেই সর্ব্ব শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার হইবে।

গঙ্গাদাস পুরীতে অবস্থান করিব বলিয়াই বাসনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে আবার তাঁহাকে স্বীয় নিবাস চাখন্দি গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কিয়দ্দিবস পরে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিল। গর্ভকাল পূর্ণ হইল, বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে দিবা ভাগে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী এই প্রেমময় সন্তানটীকে প্রসব করিলেন।

"বৈশাখী পূর্ণিমা দিবা রোহিণী নক্ষত্র।
শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবেন পুত্র॥" (ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীনিবাস অতি রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার চম্পকগৌরবর্ণ, ঢল ঢল আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, অতি সুন্দর নাসিকা এবং মৃদুমধুর বাক্য শুনিয়া সকলেই প্রীত হইতেন। বাল্যকালেই শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল। ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন হইয়া ছিলেন। পণ্ডিত ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রীনিবাস অধ্যয়ন করেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শ্রীনিবাসের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়া ছিল। তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তৎসাময়িক গৌরভক্তগণ বিস্মিত হইয়া ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ মহাশয় নিরন্তর শ্রীনিবাসের মুখে গৌরগুণ শ্রবণ করিতেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন। তিনিও শ্রীনিবাসকে দেখিতে উৎকণ্ঠ হন। জাজিগ্রামে শ্রীনিবাস ও নরহরি ঠাকুরের প্রথম সম্মিলন হয়। এই রূপে ভক্তগণের সহিত শ্রীনিবাসের আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। গঙ্গাদাসের আবাসে প্রেমের প্রবাহ বহিতে লাগিল, সেখানে প্রেমসরোবরে সোণার কমল ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বৃদ্ধ গঙ্গাদাসের আয়ুষ্কাল ক্রমেই শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তিপ্রাণ পুত্রটী যৌবনে পহঁছিতে না পৌছিতেই গঙ্গাদাস পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীনিবাস মাতামহ বলরামের বিভবে অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে লইয়া তিনি মাতামহের আলয়ে গমন করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য মনে করেন।

পিতৃবিয়োগের পরও শ্রীনিবাসের গৌরানুরাগের কিছুমাত্রও হ্রাস হইল না। শ্রীনিবাস যেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমূর্ত্তি। তাঁহার এই প্রেম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীনিবাস শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং অচিরেই পুরীধামে গমন করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন। ইহাতে যেন তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছু কাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া হা! গৌরাঙ্গ! তুমি কোথায় গেলে বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তথাহি শ্রীনৃসিংহকবিরাজ কৃত নবপদ্যে—

"গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধে র্জনমুখাৎ শ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখোঘৈঃ স মুহু মুমূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবহন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্।"

কথিত আছে, মূর্চ্ছাকালে এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। নীলাচলে পৌছিয়াও শ্রীনিবাস বহুবার স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া ছিলেন। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গবিরহব্যাকুল শ্রীগদাধরাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীনিবাসের মিলন হয় এবং ইনি পুরীর দর্শনীয় স্থান সকল সন্দর্শন করেন।

এই রূপে শ্রীনিবাস কতিপয় দিবস পুরীধামে অবস্থান করিয়া আবার গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছু দিন যাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া শ্রীনিবাস নবদ্বীপ অভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর দর্শন করিয়া তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগর আসিয়া ঠাকুর অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া একচক্রাগ্রামের মধ্য দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশী, অযোধ্যা ও প্রয়াগ হইয়া মথুরায় আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন কাশীশ্বর গোস্বামী ও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী অন্তর্ধান করিয়াছেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর শোকে অধীর। এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাসের শোক উথলিয়া উঠিল।

যাহা হউক এই স্থলে শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের সন্দর্শন পাইলেন। কথিত আছে, স্বপ্নযোগেও এই সন্দর্শন ব্যাপার অত্যদ্ভুত রূপে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস অচিরেই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিলেন। শ্রীনিবাস দ্বারা যে ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তি প্রচার হইবে, শ্রীপাদ সনাতন স্বপ্নেই শ্রীজীব গোস্বামীকে এসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বপ্নের মর্ম্ম এই রূপ—বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে শ্রীনিবাস আচার্য্য নামক একজন ভক্ত এখানে পৌছিবেন। সন্ধ্যার কালে শ্রীগোবিন্দ দেবের আরতি সময়ে লোকের ভীড় অল্প হইলে তাঁহার অন্বেষণ করিবে। তাঁহার বর্ণ হলুদের ন্যায় গৌরবর্ণ, কলেবর অতি ক্ষীণ, বয়স অল্প, নয়নযুগল প্রেমাশ্রুপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পাইবে। শ্রীগোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার দীক্ষা ব্যাপার সম্পন্ন করিবে এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবে। অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহাকে গ্রন্থগুলি সমর্পণ করিয়া গৌড়ে পাঠাইবে। ইহা দ্বারা শ্রীগৌড় মণ্ডলে গ্রন্থ ও ভক্তি প্রচার হইবে।

স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীজীব যথাসময় শ্রীনিবাসের অনুসন্ধান করিলেন। স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আপনার শ্রীমন্দিরে লইয়া আসিলেন।

শ্রীনিবাস দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করেন, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য পদবী প্রাপ্ত হন। শ্রীনিবাস এই সময়ে অপরকেও শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের প্রিয়সহচররূপে সতত তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে ভক্তির এই তিন অবতারের সংমিলন শ্রীভগবানের এক সুন্দর বিধান। এই তিন মহাভাগবত একত্র অবস্থান দ্বারা আপনাদের ভাবীজীবনের কার্য্যপথে অগ্রসর হইতে ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের তীর্থদর্শন, প্রাচীন প্রবীণ ও ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ, গোস্বামিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং

সদাচারানুষ্ঠান দ্বারা ইঁহারা বাস্তবিকই ভক্তিশাস্ত্রের উপযুক্ত প্রচারক এবং মানবসমাজের প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কেবল শাস্ত্রশিক্ষায় নয়, শ্রীভগবদনুভাবেও ইহাঁদের বিশিষ্টতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইত। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে লইয়া মধ্যে মধ্যে গোবর্দ্ধনে যাইতেন, নির্জ্জনে বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেন। এক দিবস শ্রীনিবাস ও নরোত্তম গোবর্দ্ধনের এক নিভৃত প্রদেশে বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, সহসা গোবর্দ্ধনকন্দরে ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার নাসিকা দিব্য সৌরভে পরিপূরিত হইল। উভয়ে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ইহাঁদের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। ইঁহারা সম্মুখে এক গোপকুমারকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপপুত্র! তুমি এখানে কেন, এই নিভৃত বনে তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ।' গোপকুমার ঈষদ্ হাসিয়া বলিল, আমার নিজের কোন কাজ নাই, কেবল তোমাদিগকে রক্ষা করার জন্যই এখানে আসিয়াছি। এ স্থান সর্ব্বদাই ভয়ের নিলয়, আমরা এ প্রদেশে গোচারণ করি, কোথায় কি আছে না আছে তাহা ভাল রূপেই জানি। তোমরা উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, তাই আমি ব্যস্ত হইয়া সঙ্গিগণকে দূরে রাখিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার সঙ্গীরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এখন আমি যাই; এই কথা বলিয়া রাখাল তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। সেই মূর্ত্তি সহসা অদৃশ্য হওয়ায় উভয়ে ব্যাকুল হইলেন, ব্যাকুলতাতেই দিবা ভাগ অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্নে উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন পাইলেন। দয়াময় শ্যামসুন্দর বলিলেন আমিই তোমাদিগকে রাখাল বেশে দর্শন দিয়াছিলাম।" এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়া উভয়ে প্রেমে অধীর হইলেন। মধ্যে মধ্যে ইহাঁরা এই রূপে শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থানাদি সন্দর্শন করিতেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ ও ভূগর্ভ প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুগণের শ্রীমুখে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাদের ভজন দেখিয়া ইহাদের হৃদয়েও ভজনের প্রবল-প্রবাহ অহর্নিশ প্রবাহিত হইত, এতাদৃশ ভজননিষ্ঠ ভক্তগণের পক্ষে ভগবদ্দর্শন অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন ও প্রবীণ গোস্বামিগণের বঙ্গদেশের প্রতি যথেষ্ট দয়া ছিল। তাঁহারা মনে করিলেন, গৌড়ীয় জনগণের উদ্ধারের উপায় করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীনিবাসকে গৌড়ে প্রেরণ না করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, অচিরেই শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইতে হইবে।

এই পরামর্শ স্থির হইল যে অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে শ্রীনিবাসকে গৌড়ে প্রেরণ করা হইবে। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্রহায়ণ মাস আসিল। শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ব্রজধাম হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই বিরহ চিন্তায় ভক্তগণের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ইহারাও ব্রজবিরহের চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা ও কর্ত্তব্যের আহ্বানে নিজে-নিজেই কিন্তু আপনাদের চিত্ত সান্ত্বনা করিলেন। শ্রীনিবাসের গৌড় গমনের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইল। অগ্রহায়ণের শুক্ল পঞ্চমীতে দিন ধার্য্য হইল। শ্রীশ্রীবিগ্রহগণ ও ভক্তগণের নিকট হইতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বিদায় লইলেন। শ্রীপাদজীব গোস্বামী মথুরার একজন ধনী লোকের নিকট হইতে পাথেয় ও সঙ্গীয় লোক ও গ্রন্থবহনের গাড়ী সংগ্রহ করিলেন। কাষ্ঠসম্পুট গ্রন্থরাশিতে পূর্ণ করিয়া ভক্তিপ্রচারক শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। ভক্তত্রয় শ্রীগৌরাঙ্গচরণ চিন্তা করিয়া পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কতদিন পরে ইঁহারা বনবিষ্ণুপুরের সীমায় আগমন করিলেন। তখন বীর হাম্বীর বনবিষ্ণুপুরের অধিপতি ছিলেন, ডাকাতি তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। পথিকদিগের ধন লুণ্ঠন তাঁহার নিত্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গ্রন্থপূর্ণ কাষ্ঠসম্পুট দেখিয়া বীর হাম্বীরের দূতগণের মনে হইল ইহাতে অনেক মূল্যবান্ পদার্থ আছে। এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণও ছিল। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী অতি যত্নে কাষ্ঠসম্পুট বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী প্রহরীও সঙ্গে ছিল।

নিশাভাগে কাষ্ঠসম্পুট অপহৃত হইল, শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তিন জনেই অধীর ভাবে কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু নিষ্ফল। কিছুতেই আর সন্ধান হইল না। বহুক্ষণ পরে একজন লোক শ্রীনিবাসকে বলিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজার বাটীতে গ্রন্থসম্পুট নীত হইয়াছে, আপনি সেই খানে ইহার অনুসন্ধান পাইবেন। শ্রীনিবাসের ব্যাকুলপ্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীল নরোত্তমকে আদেশ করিয়া বলিলেন, নরোত্তম তুমি শ্যামানন্দকে লইয়া খেতরী যাও, ইহাকে সুসঙ্গতি ক্রমে উৎকলে পাঠাইও। গ্রন্থের সন্ধান পাইলেই আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব। ইঁহারা আচার্য্যের আজ্ঞায় ব্যাকুল মনে খেতরীতে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীনিবাস একাকী বনবিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বনবিষ্ণুপুরের লোকেরা ভগবদবতার বলিয়া মনে করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন ব্রাহ্মণপুত্র আচার্য্যকে দেখিয়াই প্রেমে অধীর হইলেন। ইঁহার নিবাস দেউলী। ইনি শ্রীনিবাসকে দেউলীতে লইয়া গেলেন এবং

বলিলেন, রাজা বীর হাম্বীর যদিও ডাকাতি করেন, কিন্তু ভাগবত শ্রবণে তাঁহার সবিশেষ অনুরক্তি আছে, সুতরাং আপনি রাজবাটীতে চলুন। কৃষ্ণবল্লভ এই বলিয়া শ্রীনিবাসকে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। রাজা আচার্য্যের তেজঃপ্রভাব দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইলেন এবং স্পষ্টতঃই বুঝিলেন যে তাঁহার লোকেরা রত্নলোভে যে কাষ্ঠসম্পুট আনিয়াছিল, ইনিই সেই রত্ননিচয়ের অধিকারী। রাজা দস্যু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত একেবারে ভগবদ্রসে হীন ছিল না! শ্রীনিবাসের দর্শনে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইল। তিনি শ্রীনিবাসকে ভ্রমরগীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীনিবাস এমন অদ্ভুত ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিলেন যে, সে ব্যাখ্যাশ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেরই বক্ষঃস্থল অশ্রুসিক্ত হইল। ব্যাস চক্রবর্ত্তীনামক রাজার একজন পাঠক ছিলেন, তিনি একবারেই অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যও প্রেমাবেশে আত্মহারা হইলেন। বীর হাম্বীর ভাবের আবেগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় শ্রীনিবাসের চরণতলে পড়িয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা প্রকৃতিস্থ হইলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি শ্রীনিবাসকে বলিলেন, প্রভো! এখানে আপনার শুভাগমনের কথা আপনার ঐ শ্রীমুখে শুনিতে বাসনা করি। শ্রীনিবাস এই উপলক্ষে ভূমিকা করিয়া বীর হাম্বীরকে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কথা শুনাইলেন, তৎপরে শ্রীগৌরভক্তগণের কথা বলিলেন, তার পরে গ্রন্থ চুরির কথাও রাজাকে জানাইলেন। রাজা সন্তপ্তচিত্তে স্বীয় দুষ্কৃতির সকল কথাই শ্রীনিবাসের নিকট সরল ভাবে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সম্পুট খুলিয়াই আমার চিত্তে ভাবান্তর হইয়াছিল। যাহা হউক, গ্রন্থ এখানেই আছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, কিন্তু প্রভো! এ নরাধমকে চরণতলে স্থান দিতে হইবে, আমি মহাপাপী আমায় ঘৃণা করিবেন না। আপনার শ্রীঅঙ্গের প্রভাব দর্শনেই আমি বুঝিয়াছি, আপনি প্রকৃত মানুষ নহেন। কিন্তু এ অধমের গতি করিতে হইবে। শ্রীনিবাসের চরণতলে বসিয়া বীরহাম্বীর সারানিশি উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন গ্রন্থসম্পুট শ্রীনিবাসের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। শ্রীনিবাসের আনন্দের সীমা রহিল না। বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রাণী এই মহাপুরুষের পদতলে নিপতিত হইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। রাজাকে লইয়া শ্রীনিবাস বাহিরে আসিলেন। কিন্তু রাজার মনস্তাপ তখনও দূরীভূত হয় নাই, তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদে শরণ লইয়া বলিলেন, প্রভো! আমায় নিস্তার করুন। দয়াময় আচার্য্য বলিলেন, বীর হাম্বীর তোমার আর কোন ভয় নাই। তোমাকে আমি ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গের পায়ে সমর্পণ করিয়াছি। এখন তুমি কিয়দ্দিন গ্রন্থাস্বাদন কর। অতঃপর আমি তোমায় দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিব।

এদিকে শ্রীনিবাস সর্ব্বত্র গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন। বীরহাম্বীর গ্রন্থবাহী শকট নানা প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ফেরত পাইলেন। শ্রীনিবাস কিয়দ্দিবস থাকিয়া বীর হাম্বীর ও তাঁহার পত্নীকে কৃপা করিয়া তথা হইতে বহু দ্রব্যাদি লইয়া যাজীগ্রামে গমন করেন তখনও স্নেহময়ী লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন। পুত্র সন্দর্শনার্থ মাতার চিত্তে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। যাজীগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীনিবাসের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। শ্রীনিবাসকে পাইয়া সকলেই আপ্যায়িত হইলেন। শত শত লোকের আগমনে যাজীগ্রামে হরিধ্বনির কল্লোলকোলাহল সমুত্থিত হইয়া ভক্তিকথা ও ভক্তিশাস্ত্রের বন্যা উধাও বহিয়া চলিল। এইরূপে শ্রীনিবাসের অদ্ভুত ভক্তিময়ভাব দেখিয়া বহুলোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস গৌরপ্রেমে সর্ব্বদাই বিহ্বল থাকিতেন। অনুক্ষণই শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদগণের চরণচিন্তা করিতেন। একদিন স্বপ্নযোগে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীনিবাসকে দর্শন দিয়া ভক্তিপ্রচারের আদেশ এবং বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীনিবাসের জননী ঠাকুরাণীরও বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে যাইয়া শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত দেখা করেন। নরহরিও তাঁহাকে পত্নীগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীনিবাস কটক নগরে যাইয়া প্রাচীন ভক্ত দাস গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের সংবাদ পাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ তখন অন্ধতমসে নিমজ্জিত হইয়াছে, সুতরাং গভীর শোকে ব্যাকুল হইবেন বলিয়া দাস গদাধর তাঁহাকে কটক নগর হইতেই যাজীগ্রামে প্রেরণ করিলেন। নরোত্তম নবদ্বীপে ও পুরীধামে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যাজিগ্রামে আসিয়া আচার্য্যের সহিত সংমিলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীনিবাসের নিকট বহু ব্যক্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। খণ্ডবাসীরা শ্রীনিবাসের বিবাহের জন্ম উদ্যোগ করিতেছিলেন। উহাঁদের মধ্যে রঘুনন্দনই অগ্রগামী। যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে স্বীয় কন্যা দান করেন। পূর্ব্বে ইনি দ্রৌপদী নামে পরিচিত ছিলেন, বিবাহের সময় হইতে ইনি ঈশ্বরী নামে অভিহিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, গোপাল চক্রবর্ত্তীও শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যামদাস ও রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হন। এই সময়ে গৌরভক্ত দ্বিজ হরিদাসের পুত্র গোকুলানন্দ দাসও আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন।

কুমারনগরনিবাসী সুবিখ্যাত রামচন্দ্র কবিরাজকেও শ্রীনিবাস দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবনে গমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার যাওয়ার দশদিন পূর্ব্বে হরিদাসাচার্য্য তিরোধান করিয়া ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগোপালভট্ট শ্রীজীব গোস্বামী,ভূগর্ভ ও লোকনাথ তখনও প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাসকে পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে শ্যামানন্দও পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের অভাবে গৌড় অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহাকে আনয়নের জন্য ভক্তগণ রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে শ্যামানন্দ রামচন্দ্র ও আচার্য্য প্রভু একত্র আবার গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া আবার তিনি রাজা বীর হাম্বিরকে কৃতার্থ করেন। এই বার আচার্য্যপ্রভু বীর হাম্বীর ও রাণীকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন এবং হরিনাম জপের ক্রম বলিয়া দিলেন। বীরহাম্বীর নামের পরিবর্ত্তে রাজার শ্রীচৈতন্য দাস নাম রাখিলেন। রাজার পুত্র ধাড়ী হাম্বীরও আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজা কালাচাঁদ মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, শ্রীনিবাস উঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। দস্যুরাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের প্রভাবে পরমভক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আচার্য্য প্রভুর নিকট শত শত লোক মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস যাজীগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক মহা মহোৎসব করেন, নানা স্থান হইতে এই মহোৎসবে ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের আলয়েও শ্রীনিবাসের শ্রীভাগবতপাঠে এক মহা মহোৎসব হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তনয় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস কাঞ্চনগড়িয়াতেও এক মহামহোৎসব করিয়া ছিলেন। এই সময়ে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসাচার্য্য মন্ত্রগ্রহণ করেন।

অতঃপর খেতরীর মহামহোৎসবেও শ্রীনিবাস নিজ ভক্তগণসহ শুভাগমন করিয়াছিলেন। যাজীগ্রাম, শ্রীখণ্ড, তেলিয়া বুধরি, কাঞ্চনগড়িয়া, বাহাদুরপুর, খেতরী প্রভৃতি স্থানে আচার্য্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রভাবে নামকীর্ত্তন মহামহোৎসবে এই সময়ে ভক্তিরসের বন্যাপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, যশোহর ও রাজসাহীতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কৃপায় ভক্তিধর্ম্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছিল। কটক নগর, খড়দহ, ও নবদ্বীপে ইঁহাদের প্রযত্নে বহুবার বহু ভক্তিসম্মিলনী ও মহাসঙ্কীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনপাবন নামের জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসই খেতুরিতে নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, ব্রজমোহন, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, ও রাধারমণ মূর্ত্তির অভিষেক করেন।

শ্রীনিবাস রাঢ়দেশে গোপালপুরনিবাসী রাঘব চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার গৃহিণী মাধবী দেবীর প্রার্থনায় উহাদের কন্যা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। আচার্য্য প্রভুর উভয় সহধর্ম্মিণীর মধ্যেই যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য যদিও সুবিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ছাত্রবৎ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, যদিও শ্রীজীবের লিখিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করাই তাঁহার প্রধান একটা কর্ত্তব্য ভার ছিল, কিন্তু ভক্তিরত্নাকর পাঠে জানা যায়, শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া পত্র লিখিতেন। ভক্তিরত্নাকরের উপসংহারে শ্রীনিবাসের নামে তিন খানা পত্র প্রকাশিত আছে। দুই খানি শ্রীজীবের লিখিত, অপর খানি শ্রীমন্নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামীর লিখিত। শ্রীজীব পত্রের স্বস্তি মুখে লিখিয়াছেন—

"স্বস্তি মদীয়সুখপ্রদ পদদ্বন্দ্ব শ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু।
শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্নস্তস্য সপ্রণামালিঙ্গনশুভাশংসনকম্।"

শ্রীজীব একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁহার উপরে আবার দার্শনিক পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, সর্ব্বোপরি আচার্য্য প্রভুর শিক্ষাগুরু ও অধ্যাপক, শ্রীজীব বয়সেও আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ হওয়াই সম্ভবপর। শ্রীজীবের উক্ত পত্র শ্রীনিবাসের গৌরব ও শ্রীজীবের দীনতা উভয়ই সূচিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসের এই গৌরবের একটী বিশেষ হেতু এই যে, বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে মহাপ্রভুর প্রেমশক্তির অবতার বলিয়াই জানিতেন। এমন কি শ্রীমন্নিত্যানন্দাত্মজ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুকে "ত্বং হি শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ" বলিয়া পত্রে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী সময়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে তদীয় প্রেমশক্তি বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাসদ্বারা বৃন্দারণ্যবাসী গোস্বামীগণের গ্রন্থ বঙ্গে প্রচার করেন, ইঁহাই পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের ধারণা। কর্ণামৃতে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিবাসচরিত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"শ্রীরূপগোস্বামী কৃত যত গ্রন্থগণ।
যত গ্রন্থ প্রকাশিল গোস্বামী সনাতন॥
শ্রীভট্ট গোঁসাই যাহা করিলা প্রকাশ।
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥
শ্রীজীব গোস্বামী কৃত যত গ্রন্থচয়।
কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥
এই সব গ্রন্থ লৈয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে।

বিস্তারিলা প্রভু তাহা মনের আনন্দে ॥
শ্রীনিবাস বায়ুরূপে গ্রন্থ মেঘ লইয়া।
লইয়া আইলা তেঁহো যতন করিয়া ॥
ব্রজগিরি মধ্য হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি।
গৌড়দেশে কৃষি সিঞ্চে দিয়া প্রেমপাণি ॥
কলি রবি তাপে দগ্ধ জীব শস্তগণ।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন ॥"

এই গ্রন্থসমূহের রসাস্বাদনের নিমিত্ত প্রত্যহই যাজিগ্রামে ভক্তজনতা হইত, দূরদেশ হইতে বৈষ্ণবছাত্রগণ আগমন করিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিত। শ্রীনিবাস প্রেমভক্তির সারসিদ্ধান্ত সকলকে শুনাইতেন, এবং বিশদরূপে বুঝাইতেন; এইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রভাব ভক্তির সুধাসঙ্গীতের তরঙ্গপ্রবাহে উপাসক সমাজ হইতে সুদূরে প্রস্থিত হইল। তাঁহার নিজের সাধনভজন ও ভাব আরও অদ্ভুত। যথা কর্ণামৃতে—

"প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে ॥
সংখ্যা করি হরিনাম লয় প্রহরেক।
গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক ॥
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্ত্তন দুই নাম।
স্মরণ বিলাস প্রেমে তাসে অবিরাম ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ ॥
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে পরে রাসবিলাস।
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস ॥
দিনে শালগ্রামসেবা তুলসীসেবন।
পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন ॥
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান মন্ত্র নাম দোঁহাকার।
এই মত স্মরণলীলা স্মৃতি সর্ব্বকাল ॥
গৌর গুণগান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ।
এই মত দিবারাত্র উপজে করুণ ॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীনিবাস আচার্য্যের দুইটি সহধর্ম্মিণী ছিলেন,—একের নাম দ্রৌপদী, ইনি বিবাহের সময়ে ঈশ্বরী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। অপরার নাম শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া। কর্ণানন্দে লিখিত আছে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিন পুত্র যথা শ্রীবৃন্দাবন আচার্য্য,রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য এবং গীতগোবিন্দ আচার্য্য। ও তিনটী কন্যা কন্যাদের নাম হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকা। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজের সহিত হেমলতা দেবীর এবং অপর শিষ্য কুমুদ চট্টরাজের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়।

শ্রীনিবাসের দুই ঘরণী। কোন্ ঘরণীর গর্ভে কাহার জন্ম কর্ণানন্দে তাহা লিখিত হয় নাই। কর্ণানন্দপ্রণেতা যদুনন্দন দাস হেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুরের শিষ্য। তিনি ১৫২৯ শকে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য্য প্রভুর বংশাবলী সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জানা ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা উক্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর দেখিতে পাই না।

এই গ্রন্থখানি শ্রীনিবাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণের সুবিস্তৃত তালিকা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র শ্রীগতিগোবিন্দের পুত্র রাধামোহন গোস্বামী। রাধামোহন কর্ণানন্দকারের অনেক গীত স্বকৃত পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসের জন্মভূমি চাখন্দিগ্রাম বহুদিন হইল গঙ্গাগর্ভে চির-বিশ্রাম লইয়াছেন। এই গ্রামে বহু বিগ্রহ ছিলেন। সেই সকল বিগ্রহ স্থানান্তরে নীত হইয়াছেন। বনবিষ্ণুপুর, বুধাইপাড়া ও মালিহাটী গ্রামে আচার্য্যপ্রভুবংশ্য গোস্বামিগণের বর্ত্তমান বাস। ইহার উপশাখাদি সৈয়দাবাদ, বোরাকুলি, ফরিদপুর, মণ্ডলগ্রাম, গোসাঞিগ্রাম, গোয়াস, ইসলামপুর, দেউলগ্রাম ও সোণারন্দি প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। চট্টরাজবংশ্য এক শাখা আটিয়ায় বন্দ্য কাওয়ালজানী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা চক্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত হইলেও চট্টরাজবংশীয়। পরমগৌর-ভক্ত অনন্তরাম চট্টরাজ রাঢ়দেশ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজ পরম তপস্বী ছিলেন। তাঁহার অসীম প্রভাব দর্শনে মুকুন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে কন্যা ও বিষয় সম্পত্তি দান করেন। এই সময়ের পর হইতে ইঁহারা চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত। লক্ষ্মীনারায়ণের সেবিত গোবিন্দজীউ এখনও তদীয় বংশধরগণ দ্বারা সেবিত হইতেছেন। কাহারও কাহা-রও ধারণা পূর্ব্বদেশীয় এই শাখা বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ ষট্ চক্রবর্ত্তীর কোন চক্রবর্ত্তীর বংশধর, কিন্তু তাহা ভ্রম। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখার মধ্যে ষট্ চক্রবর্ত্তীর নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যথা—

"শ্রীদাসগোকুলানন্দো শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসশ্রীগোবিন্দ-শ্রীরামচরণস্তথা।
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ।"

শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্বশুর। ইঁহারাও প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। শ্যামদাস ও রামচরণ শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র, ইঁহারা উভয়েই ষট্ চক্রবর্ত্তীর অন্ত-র্গত। রামচরণ চক্রবর্ত্তী রাঢ়দেশ হইতে ফরিদপুরে গমন করিয়া অসংখ্য শিষ্য করেন। শ্রীব্যাসাচার্য্য বীরহাম্বীরের ভবনে পাঠক ছিলেন। ইনি বিষ্ণুপুরবাসী। শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ

সুবিখ্যাত হরিদাস আচার্য্যের পুত্র, ইঁহারা কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী। শ্রীদাসের তিন পুত্র জয়কৃষ্ণ, জগদীশ, ও শ্যামবল্লভাচার্য্য। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নিবাস বোরাকুলি, ইনি মহাপ্রেমিক ছিলেন। ইঁহাকে সকলেই ভাবুক চক্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত করিত। বীর হাম্বীর 'মহারাজ চক্রবর্ত্তী' নামে অভিহিত হইতেন। এতদ্ব্যতীত রামজয় চক্রবর্ত্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী, ও রূপচক্রবর্ত্তী ঘটক চক্রবর্ত্তীগণের মধ্যে পরিগণিত। শ্রীনিবাসশাখাবর্ণনায় অষ্ট কবিরাজের নাম এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীরামচন্দ্রগোবিন্দকর্ণপূরনৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদানবিচক্ষণাঃ॥"

অর্থাৎ রামচন্দ্র তদনুজ গোবিন্দ কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুল এই অষ্ট কবিরাজ। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন; যথা— গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ, বাসুদেব, বৃন্দাবন, বনমালী দাস, দুর্গাদাস, তৎসহোদর নিমাই, ইঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্যামদাস, নৃসিংহের সহোদর শ্রীনারায়ণ, বল্লবীর দুই সহোদর—রামদাস ও গোপালদাস। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ২১ শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ তন্মধ্যে ছয় চক্রবর্ত্তী এবং অষ্ট কবিরাজের নাম ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চট্টরাজবংশের মধ্যে রামকৃষ্ণ ও কুমুদানন্দ, শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল, জয়রাম চক্রবর্ত্তী, রূপঘটক চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস ঠকুর, বীর হাম্বীর ও ঠাকুরদাস এই একুশ শাখা। এখনও ইঁহাদের বংশধরগণ সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তিময় ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-বংশাবতংশ বলিয়া বিদিত ছিলেন।

শ্রীপ (ত্রি) শ্রিয়ং পাতীতি শ্রী-পা-ক। যিনি শ্রীকে পালন করেন। (বোপদেব)

শ্রীপঞ্চমী (স্ত্রী) শ্রিয়ঃ সরস্বত্যাঃ পঞ্চমী। মাঘ শুক্লপঞ্চমী। এই পঞ্চমীতে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় লক্ষীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, একারণ ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করিলে অতুল ভাগ্যোদয় হয়।

"চতুর্থী বরদা শুক্লা তত্র গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং॥" (সংবৎসরকৌ°)

গৌড়দেশে ব্যবহার পরম্পরায় এই তিথিতে যাবতীয় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীকে যে কোন বিদ্যালাভার্থী হউন না কেন তিনি সাতিশয় ভক্তিসহকারে যথাসাধ্যোপচারে একান্ত মনে পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীপঞ্চমীব্রত (ক্লী) মাঘ শুক্লপঞ্চম্যারব্ধ ব্রতবিশেষ। এই ব্রত নারীগণের আচরণীয় এবং ইহা শুদ্ধকালে মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসরকাল যাবৎ যথারীতি প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

এই ব্রতের প্রতিপালনীয় বিষয় এই যে, পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া পরদিবস ব্রতাচরণ কর্ত্তব্য; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমী তিথির পূর্ব্বদিন যথারীতি সংযম করিয়া পরদিন ব্রতাচরণ করিবে এবং এইরূপে তৎপরবর্ত্তী প্রতিমাসীয় শুক্লপঞ্চমীতে ব্রতাচরণ করিয়া ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিতে হইবে; কিন্তু তন্মধ্যে প্রথম দুই বৎসর ঐ রূপ প্রত্যেক শুক্লা পঞ্চমীতে লবণবর্জ্জিত অন্ন ও দ্বিতীয় বৎসরদ্বয়ে মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন, পঞ্চম বর্ষে কেবল ফল আহার এবং ষষ্ঠ বর্ষে প্রতি পঞ্চমীতে উপবাস করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

"লক্ষ্মীরুবাচ—
"মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শুভা ভবেৎ।
তস্যামারভ্য কর্ত্তব্যং যাবৎষড়্ বৎসরো ভবেৎ॥
স্নপনং শীতলৈস্তোয়ৈর্দিব্যগন্ধসমন্বিতৈঃ।
পূজনং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈরপি॥
পূজয়েৎ বিবিধৈর্ভোগৈঃ পায়সৈঃ পিষ্টকৈস্তথা।
সংবৎসরমতীতে তু অগ্ন্যাহুতিভিশ্চ মাম্॥
অলবণেনাব্দদ্বয়ং হবিষোণ দ্বয়ং তথা।
ফলৈনৈকেন কর্ত্তব্যমুপবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ॥"
(ভবিষ্যপুরাণ)

পূজাবিধি—প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া 'ওঁ তৎসদোমদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথাবারভ্য ষড়্ বর্ষপর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাবৈধব্যবিপুলধনধান্যাদিলাভপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামা প্রতিমাঘশুক্লপঞ্চম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকলক্ষ্মীনারায়ণপূজামহং করিষ্যে" বলিয়া সংকল্প করিবে।

অনন্তর সংকল্পের সুক্তাদি পাঠ, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিতে হইবে। তারপর 'ধ্যেয়ঃ' সদা ইত্যাদি নারায়ণের ধ্যান ও পূজা করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে। লক্ষ্মীর ধ্যান যথা—

"লক্ষ্মীং গৌরবর্ণাং দ্বিভুজাং নবযৌবনসম্পন্নাং পদ্মহস্তাং পদ্মনেত্রাং পদ্মোপরিসংস্থাং নানালঙ্কারভূষিতামভয়বরদাং হরিপ্রিয়াং"

প্রথমধ্যানের পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক পূজার উপকরণে এবং নিজ মস্তকোপরি সেইজল কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ভগবতি লক্ষ্মীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব, মম পুজাং গৃহাণ"

"ওঁ মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে কলায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্রে শালগ্রামে দেবীকে স্নান করাইয়া শক্ত্যনুরূপ উপচারে পূজা করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। অনন্তর 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ' এইরূপ ক্রমে ওঁ কুবেরায়' কার্ত্তিকেয়ায়, গুরবে, কেশবায়, অনন্তায়, মরুদভ্যঃ, নদীভ্যঃ, নদেভ্যঃ, গৌর্য্যাদিমাতৃভ্যঃ, লবণাদিসমুদ্রেভ্যঃ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, হরয়ে, হরায়, বাসুদেবায়, অষ্টবসুভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, এই সকল চতুর্থ্যন্ত শব্দের পূর্ব্বে এতে গন্ধপুষ্প এবং পরে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া ঐ সমস্ত আবরণদেবতাদিগকে যথাশক্তি উপকরণ দ্বারা পুজা করিবে। অনন্তর যথাশক্তি মুলমন্ত্র জপ করিয়া 'গুহ্যাতিগুহ' মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"লক্ষ্মীস্থং সর্ব্বদেবানাং যথা বসসি নিত্যশঃ।
স্থিরা ভব তথা দেবি মম জন্মনি জন্মনি॥
সর্ব্বভূতহিতার্থায় যথা নারায়ণে স্থিতা।
তথা ত্বং পাহি মাং দেবি সর্ব্বলক্ষণসম্ভবে॥
লক্ষ্মীত্বং সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্থাং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্চ্চনাৎ॥"

অনন্তর 'নারদায় নমঃ' এই ক্রমে যথাশক্তি নারদের পুজা করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। উৎসর্গমাত্র যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে যজ্ঞোপবীতান্বিতসোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বিষ্ণুর্মোহস্ত মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রা অমুকী দেবী যজ্ঞোপবীতান্বিতসোপকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।"

অতঃপর ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রতকথা শ্রবণানন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। [পঞ্চমী শব্দ দেখ]

শ্রীপতি (পুং) শ্রিয়ঃ পতিঃ। ১ বিষ্ণু। (অমর)
"সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেকাস্ততঃ সাক্ষিণঃ।"
২ পৃথিবীনাথ, ভূপতি।

শ্রীপতি, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ একজন বৈয়াকরণ, প্রক্রিয়াকৌমুদীটীকায় ইঁহার উল্লেখ আছে। ২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। চন্দ্রগ্রহণসাধন, তত্ত্বপ্রদীপ, তিথিপত্রনীরাজনাবলী, দৈবজ্ঞবল্লভ (এই গ্রন্থে ইনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত) ধীকোটী, ধ্রুবমানস, পত্তপঞ্চাশিকা, পর্ব্বপ্রকাশ, মুহূর্ত্তরত্নমালা ও তাহার টীকা, এবং সারাবলী নামক কয়খানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩ প্রস্তাবতরঙ্গিণী প্রণেতা। ৪ শ্রুতিকল্পলতা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৫ সিদ্ধান্তশেখর নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা। ৬ রমলসাররচয়িতা। ইনি লক্ষ্মীনৃসিংহভট্টের পুত্র।

শ্রীপতিগোবিন্দ, জানক্যানন্দবোধন নামক একখানি কাব্যরচয়িতা।

শ্রীপতিদত্ত, কাতন্ত্রপরিশিষ্টপ্রণেতা।

শ্রীপতিভট্ট, জাতকপদ্ধতি বা শ্রীপতিপদ্ধতি, জ্যোতিষরত্নমালা, জ্যোতিষরত্নসার ও শ্রীপত্যুদাহরণ নামক জ্যোতিগ্র্ন্থরচয়িতা, ইনি কেশবের পৌত্র ও নাগদেবের পুত্র।

শ্রীপতিশিষ্য, চতুর্ব্বিংশতি ও বালবিবেকিনী নাম্নী তাহার টীকাপ্রণেতা।

শ্রীপথ (পুং) শ্রিয়ঃ পন্থাঃ (ঋক্পূরব্ধূঃপথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অঃ। রাজপথ। (হেমচন্দ্র)

শ্রীপদী (স্ত্রী) বার্ষিকী মল্লিকাপুষ্প, চলিত বেলফুল। (ভাবপ্র°)

শ্রীপদ্ম (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীপরম, মুকুন্দবিজয় নামক জ্যোতিগ্র্ন্থপ্রণেতা। ইনি ১৫৯১ সম্বতে রাজা মুকুন্দসেনের আদেশানুসারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীপর্ণ (ক্লী) শ্রীবিশিষ্টানি পর্ণানি যস্ত। ১ পদ্ম। (রাজনি°) ২ অগ্নিমন্থ বৃক্ষ, গণিয়ারী। (মেদিনী)

শ্রীপর্ণিকা (স্ত্রী) ১ কটফল বৃক্ষ। (রাজনি°) ২ গাম্ভারী বৃক্ষ। ৩ গণিকারিকা, গণিয়ারী। ৪ শাল্মলী বৃক্ষ। ৫ পৃশ্নিপর্ণী। ৬ হঠ বৃক্ষ। (হেম)

শ্রীপর্ণী (স্ত্রী) শ্রীপর্ণিকা শব্দার্থ।

শ্রীপর্ণীতৈল (ক্লী) স্তনরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গাম্ভারী ছালের কাথ ও কল্কের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া স্তনের উপরি ভাগে স্থাপন করিলে প্রলম্বমান স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

রসরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গাম্ভারী ছালের স্বরসদ্বারা তৈল পাক করিতে হইবে; তদভাবে উহার অষ্টাংশাববিশিষ্ট কাথ গ্রাহ্য।

শ্রীপর্ব্বত (পুং) ১ শ্রীগিরি। [শ্রীশৈল দেখ।] ২ লিঙ্গভেদ।

শ্রীপা (ত্রি) শ্রী-পা-ক্বিপ্। সৌভাগ্যশালী। ঐশ্বর্য্য বা শ্রীরক্ষাকারী।

শ্রীপাদ (পুং) ১ পুজ্যপাদ। ২ সিদ্ধিপাদ। শ্রেষ্ঠপাদ। লক্ষ্মীবন্ত বা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি।

শ্রীপাল (পুং) প্রসিদ্ধ জৈনরাজভেদ।

শ্রীপাল, ভ্রমরাষ্টকাদিপ্রশস্তি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীপালকবিরাজ, একজন প্রাচীন কবি।

শ্রীপালিত, হাল নামক রাজাশ্রয়ে পালিত একজন কবি।

কাব্যমালার 'গাথাসপ্তশতী' নামক কবিতার মুখবন্ধে এক পালিত নামক কবিবিরচিত আটটী শ্লোক পাওয়া যায়।

শ্রীপিষ্ট (পুং) শ্রিয়ঃ সরলক্রমস্ত পিষ্টঃ। সরল বৃক্ষের রস বা নির্যাস, চলিত তার্পিন্। ২ লবণ খোটা।

শ্রীপুট (পুং) ছন্দোভেদ।

শ্রীপুত্র (পুং) ১ অশ্ব, ঘোটক। শ্রিয়ঃ পুত্রঃ। ২ কামদেব।

শ্রীপুরনগর (ক্লী) নগরভেদ।

শ্রীপুরুষমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার বন্দীবাস তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ কএকটি ব্রোঞ্জধাতুনির্ম্মিত ও একটি প্রস্তরে গঠিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীপুষ্প (ক্লী) শ্রীযুক্তং পুষ্পমস্ত। ১ দেবপুষ্প, লবঙ্গ। ২ পদ্মকাষ্ঠ। ৩ প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ। ৪ শ্বেতপদ্ম।

শ্রীপুষ্পমঞ্জরী (স্ত্রী) প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডরিয়া। (রাজনি°)

শ্রীপেরুমাতুর (শ্রীপেরুম্বুদুর), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপট্ জেলার কাঞ্চীপুরম্ অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মান্দ্রাজ হইতে ২৫ মাইল দূরে পশ্চিমট্রাঙ্করোড নামক রাস্তার ধারে কাঞ্চীপুর হইতে ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

এই স্থান পূর্ব্বে ভূতপুরী নামে প্রখ্যাত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবমতপ্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্য ১০১৬ খৃষ্টাব্দে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। যে স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থলে অদ্যাপিও একটী প্রস্তরগৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে। রামানুজাচার্য্য স্বীয় বিশিষ্টাদ্বৈত মতপ্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রায় ৭০০ মঠ স্থাপন করেন এবং যাহাতে সকল লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়া পবিত্র জীবন বহন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি ঐ সকল মঠের পরিদর্শকরূপে ৮৯ জন আচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অদ্যাপিও কম্বত্তীপুরে, শ্রীরঙ্গমে, রামেশ্বরে, তোটাদ্রিতে ও অহোবল নামক স্থানে গুরুবংশ বর্ত্তমান আছে। শ্রীরঙ্গমে রামানুজ স্বামীর তিরোধান ঘটে।

[রামানুজ দেখ।]

এখানে একটী সুপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়, ঐ মন্দিরগাত্রে গ্রন্থাক্ষরে লিখিত কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। নিকটে আর একটী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, স্থানীয় লোকের বিশ্বাস উহা উক্ত বিষ্ণুমন্দির অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এই নগর হইতে ১॥ মাইল পশ্চিমে অত্রম্পাকম্ খালের গর্ভ হইতে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীন কালের যুদ্ধাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রদ (ত্রি) ১ ভাগ্য বা ঐশ্বর্য্যদানকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রাধা।

শ্রীপ্রভাব (পুং) কম্বলভেদ। (তারনাথ)

শ্রীপ্রসূনক (ক্লী) লবঙ্গ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীপ্রিয় (ক্লী) ১ লক্ষ্মীপ্রিয় দ্রব্য। ২ হরিতাল।

শ্রীফল (পুং) শ্রীযুক্তং ফলমস্য। ১ বিল্ববৃক্ষ। ২ রাজাদনী বৃক্ষ, খীনী গাছ। (ক্লী) ৩ বিল্বফল। ৪ আমলক, আমলা। ৫ আর্দ্রচিক্কণ পূগ, কাঁচা চিকি সুপারি।

শ্রীফলশলাটু (পুং) অপক্ক বিল্বফল, কাঁচা বেল, বেলশুটা।

শ্রীফলা (স্ত্রী) ১ নীলী বৃক্ষ। ২ ক্ষুদ্র কারবেল্ল, ছোট উচ্ছে। ৩ আমলকী। (রাজনি°)

শ্রীফলিকা (স্ত্রী) শ্রীফলা স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বম্। ১ ক্ষুদ্র কারবেল্লী, ছোট করলা। ২ মহানীলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

শ্রীফলী (স্ত্রী) শ্রীযুক্তং ফলমস্যাঃ। ১আমলকী, আমলাগাছ। ২ নীলী, নীলগাছ। ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী, বড় লতা ফট্‌কী।

শ্রীবক (পণ্ডিত), একজন কবি। কাশ্মীরপতি জৈনোল্লাবাদিন (জৈনুউল্লা আবেদিন্) নামক কোন মুসলমান রাজার সভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীবলি (ক্লী) একটী প্রাচীন গ্রাম।

শ্রীবাহুশালগুড় (পুং) অর্শোরোগে ব্যবহার্য্য পক্বগুড়। প্রস্তুত প্রণালী—তেউড়ী, চই, দন্তী, গোক্ষুর, চিত্রক, শটী, রাখালশসা, শুঠ, মুথা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, প্রত্যেক ৮ তোলা, ভল্লাতক ৬৪ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, জল ২২৮ সের, শেষ ৩২ সের, গুড় ১২৩ পল। আসন্নপাকে তেউড়ী, চই, ওল, চিতামূল, প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং এলাইচ, দারুচিনি, মরিচ ও নাগেশ্বরচূর্ণ প্রত্যেক ৪৮ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

শ্রীভক্ষ (পুং) মধুপর্ক।

শ্রীভট্ট, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। ইনি কেশব কাশ্মীরীর শিষ্য এবং হরিব্যাসদেবের গুরু ছিলেন।

শ্রীভদ্র (পুং) মুথা। (শব্দরত্না°)

শ্রীভদ্রা (স্ত্রী) ভদ্রমুস্তক, চলিত ভাদলার মুতা। (শব্দরত্না°)

শ্রীভাগবত (ক্লী) শ্রীমৎভাগবতমিতি মধ্যপদলোপিসমাসঃ। অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সংযুক্ত মহাপুরাণ বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি যাবতীয় বেদবেদান্ত ও পুরাণাদির সারমর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাসমন্বিত দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত এই বৃহদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক স্বীয়পুত্র যোগিপ্রবর মহামতি শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। এই গ্রন্থে ভগবানের যাবতীয় লীলা বর্ণিত হইয়াছে, একারণ ইহা পাঠ করিলে জীব ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন হেতু অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

"অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্ব্বতঃ।
কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ সুতম্॥

স্কন্ধৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং ব্রহ্মবিদ্যাসমন্বিতং।
বেদবেদান্তসারং তৎ পুরাণানাঞ্চ সত্তম॥
যত্র সঙ্কীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো ভগবান্ বৈ পদে পদে।
শ্রীভাগবতমিত্যেব যে স্মরন্তি নরাঃ ক্বচিৎ।
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো যথা নাম্না গদাভৃতঃ॥
অম্বরীষ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥" (পদ্মপু°)

কেহ কেহ বিষ্ণুভাগবত ও দেবীভাগবত ভেদে শ্রীভাগবতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দেবী-পুরাণাদি ব্যতিরেকে যাহাতে কেবল ভগবতী দুর্গাদেবীর চরিতানুকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীভাগবত বা দেবীভাগবত নামে খ্যাত।

"ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে।
তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্॥" (শিবপুরাণ)
[পুরাণ ও ভাগবত শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

শ্রীভানু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে সত্যভামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ° ১০।৬১।১১)

শ্রীভাষ্য, রামানুজাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের একখানি সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে আচার্য্যপ্রবর স্বীয় ধর্ম্মমত অখণ্ড যুক্তি-দ্বারা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীভুজ (ত্রি) লক্ষ্মীবস্ত্র। (দশকুমার ১৪০।২)

শ্রীভ্রাতৃ (পুং) শ্রিয়ঃ ভ্রাতা সমুদ্রজাতত্বাৎ। ১ অশ্ব, ঘোটক, ঐরাবত। ২ চন্দ্র।

শ্রীমঙ্গল (পুং) তীর্থভেদ।

শ্রীমঙ্গল, একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি গীতাতত্ত্বপ্রকাশিকা-প্রণেতা কেশবভট্টের পিতা।

শ্রীমঞ্জরী (স্ত্রী) তুলসীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীমঞ্জু (পুং) পর্ব্বতভেদ।

শ্রীমণ্ডপ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

শ্রীমৎ (ত্রি) শ্রীর্বিদ্যতেঽস্য শ্রী-মতুপ্। ১ ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী। পর্য্যায়—লক্ষ্মীমান্, লক্ষ্মণ, শ্রীল। ২ সুন্দর, সুশ্রী। ৩ শ্রীযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত, সৌভাগ্যান্বিত। (ক্লী) ৪ তিলপুষ্প। (পুং) ৫ তিলকবৃক্ষ, তিলগাছ। ৬ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৭ বিষ্ণু। ৮ শিব। ৯ কুবের। ১০ ঋষভক নামক ওষধি। ১১ হরিদ্রাবৃক্ষ, হলুদের গাছ।

শ্রীমৎ, পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

শ্রীমতি (স্ত্রী) রাধা।

"শ্রীরাধা শ্রীমতিঃ শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা শ্রুতিপ্রিয়া।" (নারদপঞ্চরাত্র)

শ্রীমতী (স্ত্রী) শ্রীর্বিদ্যতেঽস্যা ইতি শ্রীমতুপ্ ঙীপ্। ১ শ্রীযুক্তা, শ্রীবিশিষ্টা, শ্রীসম্পন্না। শিষ্টাচার হেতু এই শব্দ স্ত্রীদিগের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ লক্ষ্মী। ৩ মুণ্ডিরী। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীমতীদেবী, স্থিরগুপ্তের পুত্র নরেন্দ্রগুপ্ত বালাদিত্যের মহিষী। ইনি ৪৯০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীমতোত্তর (ক্লী) একখানি তন্ত্রশাস্ত্র। পদ্ম এই গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীমৎকুম্ভ (ক্লী) স্বর্ণ। (হেম)

শ্রীমত্তা (স্ত্রী) শ্রীযুক্তের ভাব।

শ্রীমদনানন্দমোদক (পুং) ধ্বজভঙ্গরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ১তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলক, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাকঁড়াশৃঙ্গী, তালিশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনিয়া, গজপিপ্পলী, শটী, বালা, মুতা, গন্ধভাছলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে, পরে এই সমুদয় চূর্ণের একচতুর্থাংশ শিমুলমূল চূর্ণ এবং শিমুলমূল সহিত সমুদয় অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে; পরে সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং যথাসময়ে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। অতঃপর দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ও ত্রিকটু এই সমুদয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চূর্ণ এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক বান্ধিবে। অনুপান গব্যদুগ্ধ ও চিনি। ইহা সেবন করিলে অপস্মার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি নানারোগের শান্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহা রমণীরঞ্জনের মহৌষধ; সুতরাং কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার নিমিত্ত এই মোদক সায়ংকালে সেবনীয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শ্রীমদ্দত্তোপনিষৎ (স্ত্রী) উপনিষৎভেদ।

শ্রীমন[ণ]স্ (ত্রি) ১ যজমানের উপর যাহার অনুগ্রহ আছে বা যজমান যাহার মনের ভিতর আছে। ২ ভক্তকে ঐশ্বর্য্যাদি দান করিতে যাহার মনন আছে।

"দৈব্যায় ধর্ত্রে জোষ্ট্রে দেবশ্রীঃ শ্রীমনাঃ শতপয়াঃ।"
(শুক্লযজুঃ ১৭।৬)

'শ্রীমনাঃ শ্রয়তে সেবতে ইন্দ্রাদীন্ শ্রীর্যজমানস্তস্মিন্ মনোঽনুগ্রহরূপং যস্য স শ্রীমনাঃ যদ্বা শ্রীর্মনসি যস্য যদ্বা ভক্তেভ্যঃ শ্রিয়ং দাতুং মনো যস্য' (মহীধর)

শ্রীমন্তসওদাগর, বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ বণিক। কবিকঙ্কণ প্রভৃতির চণ্ডীকাব্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্যপ্রচারে ইনিই প্রধান নায়ক। মুকুন্দরামের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শ্রীমন্ত ধনপতি সদাগরের পুত্র। তাঁহার পিতা কোন কারণে অপরাধী হওয়ায় সিংহলে বন্দী হন। শ্রীমন্ত বাল্যকালে পিতার কারাবাসের কথা শুনিয়া পিতার মুক্তিকামনায় বাণিজ্য যাত্রা করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার অভিলাষ শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া সিংহলযাত্রা করিলেন। পথে কালীদহে (বঙ্গোপসাগরে) দেবী ভগবতী তাঁহাকে কমলে কামিনীরূপে দেখা দেন, সমুদ্রোপরি ভাসমান পদ্মের উপর বসিয়া এক সুন্দরী নারী করীগ্রাস করিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং সিংহলে উপনীত হইয়া সিংহলরাজসমক্ষে তাহা নিবেদন করেন।

সিংহলরাজ এরূপ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নহে জানিয়া শ্রীমন্তকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু বঙ্গবাসী বালক বণিকের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তিনি দেবী সাক্ষাতের জন্য শ্রীমন্ত সমভিব্যাহারে পোতযোগে সমুদ্র যাত্রা করেন। এখানে ভক্তের উপর কৃপা করিয়া দেবী শ্রীমন্তের মঙ্গলের জন্য রাজাকে দেখা দেন। রাজা দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রীত এবং আপনাকে অনুগৃহীত বোধ করেন। তিনি শ্রীমন্তের প্রার্থনানুসারে তাঁহার পিতাকে মুক্তি দিয়া বহু ধনরত্ন সহ তাঁহাদিগকে দেশে যাইতে অনুমতি দেন।

এই উপাখ্যানটী পুরাণমূলকনহে। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি চণ্ডীকাব্যে তৎকালের ও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে মুঙ্গের, রাজমহল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু বাঙ্গালী বণিকগণ পণ্যসম্ভারে পূর্ণ পোতযোগে গঙ্গার গর্ভ বাহিয়া যেরূপে সমুদ্রপথে দূরদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন, তাঁহারই ছবি আঁকিয়াছেন। শ্রীমন্ত গঙ্গা-নদীকূলে যে যে স্থান দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, চণ্ডীমঙ্গল সমূহে তাহারও উল্লেখ আছে।

শ্রীমন্মন্য (ত্রি) আত্মানং শ্রীমন্তং মন্যতে যঃ শ্রীমৎ মন-খশ্। যে আপনাকে লক্ষ্মীযুক্ত বলিয়া মনে করে।

"মিথ্যৈব শ্রীঃ শ্রীমন্মন্যা শ্রীমন্মন্যো মৃষা হরিঃ।" (ভট্টি ৫।৭১)

শ্রীময় (ত্রি) শ্রীযুক্ত, বিষ্ণু। (পঞ্চরত্ন ৪।৩।৭৮)

শ্রীমলাপহা (স্ত্রী) ধূম্রপত্রা। (রাজনি°)

শ্রীমস্তক (পুং) ১ রক্তেষ্ঠালুক, চলিত রাঙ্গা আলু। ২ রসোন। লক্ষ্মীর মস্তক।

শ্রীমহাদেবী (স্ত্রী) শঙ্করাচার্য্যের মাতা।

শ্রীমাহিমন্ (পুং) মহাদেব।

শ্রীমাধোপুর, রাজপুতনার যোধপুররাজ্যের একটী নগর। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। লোকসংখ্যা প্রায় ৮ হাজার।

শ্রীমালখণ্ড, দক্ষিণ মারবাড়ের অন্তর্গত একটী জনপদ। শ্রীমাল নগর এই রাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমানকালে ইহা ভিনাল বা ভিন্‌মাল নামে পরিচিত এবং ঝালোর রাজধানীর সন্নিকটে কচ্ছ ও গুজরাত যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীমালীব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত। স্কন্দপুরাণে ও তৎপুরাণান্তর্গত শ্রীমালমাহাত্ম্যে এই তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তিবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে স্থানীয় বণিকসম্প্রদায় আপনাদিগকে শ্রীমালীবণিয়া নামে পরিচিত করেন।

মহাত্মা কর্ণেল টড্‌কৃত রাজস্থানের ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভিনমাল নগরী বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল এবং প্রায় ১৫শত ঘর ধনবান্ মহাজন এখানে বাস করিতেন। নগরটী গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর উপদ্রবে উৎসন্ন গিয়াছে। এখানকার বাণিজ্যভাণ্ডারকে সাধারণে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া জানিত, একারণ উহা শ্রীমাল নামে পরিচিত হয়।

এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব ও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত। এই কারণে এখানে উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের বহু ধর্ম্ম-মন্দির বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য এই স্থান তত্তৎ সম্প্রদায়ীর নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য।

চীনপরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং এই রাজ্যকে ফিউ-চি লো (গুজরাত) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন এবং উহার রাজধানী পি-লো-মি-লো (ভিন্নমাল বা ভিন্‌মাল) লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে এই নগর ধনজনে পূর্ণ; রাজ্যময় শত সহস্র দেবমন্দির বিদ্যমান ও সকলে আপনাপন ইষ্টমূর্ত্তিপূজায় নিরত ছিলেন; কিন্তু কেহই বুদ্ধের ধর্ম্মমতে আস্থাবান্ ছিলেন না। একটীমাত্র সঙ্ঘারামে শতাধিক বৌদ্ধযতি হীনযানমতের সর্ব্বাস্তিবাদ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল। সে সময়ে এখানকার রাজা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, বিংশবর্ষীয় যুবকমাত্র। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং মানী ও জ্ঞানীর মর্য্যাদারক্ষায় যত্নশীল। বুদ্ধের প্রবর্ত্তিতমতে তিনি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন।

শ্রীমাল (পুং) ১ নগরভেদ এবং তথাকার অধিবাসী। ২ পশ্চিম ভারতের বেণিয়া জাতির একটী শাখা। [বৈশ্য দেখ]

শ্রীমালাদেবীসিংহনাদসূত্র (ক্লী) বৌদ্ধদিগের একখানি সূত্রগ্রন্থ।

শ্রীমিত্র, একজন কবি। সজ্ঞশ্রীমিত্র বা সঙ্ঘমিত্র নামেও পরিচিত।

শ্রীমুখ (পুং) ১ কালচক্রের সপ্তম বৎসর। বৃহস্পতি ষষ্টি সম্বৎসরের সপ্তম ও একচত্বারিংশৎবর্ষ। ২ শারীরক গ্রন্থকারভেদ। (ক্লী) ৩ শোভাযুক্ত মুখ।

৪ পত্রাদি লিখিয়া তাহার পশ্চাতের শেষ সাদা পৃষ্ঠায় "শ্রীঃ—" লিখিয়া দেওয়ার পদ্ধতিকে শ্রীমুখ বলা হয়। মহিসুরবাসী হাল-কর্ণাটক নামে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাদের উচ্চবংশোদ্ভবত্ব প্রচারার্থ শৃঙ্গেরীমঠ হইতে যে শাস্ত্রীয় পাতি লন, তাহাকেও শ্রীমুখ বলে, যেহেতু তাহাতে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের শ্রীঃ—মুখ করা ছিল।

শ্রীমুষ্টি, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ। শ্রীমুষ্টিমাহাত্ম্যে ঐস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীমুষ্ণ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মায়াবরম্ নামক স্থানের নামান্তর। ব্রহ্মাণ্ড ও বরাহপুরাণান্তর্গত শ্রীমুষ্ণমাহাত্ম্যে এই স্থানের শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। এখানকার ময়ূরনাথস্বামীর মন্দির বহু প্রাচীন।

শ্রীমূর্ত্তি (স্ত্রী) শ্রীযুক্তা মূর্ত্তিঃ। ১ দেববিগ্রহ। ২ বিষ্ণুপ্রতিমা। শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, সিকতাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ চন্দনাদি লেপন দ্বারা নির্ম্মিতা এবং আলেখ্যাভেদে অষ্টপ্রকারে শ্রীমূর্ত্তির কল্পনা করিতে হয়। এই মূর্ত্তিসকল স্থিরাস্থির ভেদে দুই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে স্থিরা মূর্ত্তির অর্চ্চনায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই, কিন্তু অস্থিরা মূর্ত্তি সম্বন্ধে আবাহন ও বিসর্জ্জন ইচ্ছানুসারে করিলেও চলে, না করিলেও চলে। ফলে শালগ্রামে আবাহনাদি নিষিদ্ধ ও সৈকতপ্রতিমায় উহা কর্ত্তব্য এবং তদন্যত্র যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মানসপূজা স্থলে মনোময়ী মূর্ত্তি কল্পনীয়। ঐ সকল দৃশ্য মূর্ত্তিদিগের অর্চ্চনা কালে তাঁহাদের আলেখ্য ও লেপ্য মূর্ত্তির পরিমার্জ্জন ও অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহের স্নপনবিধি বিহিত হইয়াছে।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠাজীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে॥
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্॥"
(ভাগবত ১১।২৭।১২-১৪)

নিম্নে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত কতিপয় শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণসমূহ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

কেশবমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকের নিম্নভুজে পঙ্কজ এবং ঊর্দ্ধভুজে পাঞ্চজন্য, আর বামদিকের ঊর্দ্ধভুজে গদা এবং অধোভুজে চক্র ব্যবস্থিত থাকে; ইহা আদি বা বাসুদেব মূর্ত্তির প্রকার ভেদ।

নারায়ণ মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অধোত্তর ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের নিম্নভুজে শঙ্খ ও ঊর্দ্ধভুজে পদ্ম, এই রূপ বামদিকেও বিপর্য্যস্ত ভাবে নিম্নে গদা ও চক্র ঊর্দ্ধে বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইহাও বাসুদেব মূর্ত্তির প্রকারভেদ।

মাধবমূর্ত্তি—বামদিকের অধোভুজে পদ্ম, ঊর্দ্ধে শঙ্খ এবং দক্ষিণোর্দ্ধে গদা ও তদধোভুজে চক্র ব্যবস্থাপিত হইবে। এই মূর্ত্তিও আদি মূর্ত্তি ভেদ।

গোবিন্দমূর্ত্তি—দক্ষিণভুজে চক্র এবং তদুপরিস্থ বাহুতে গদা, আর বামহস্তে পদ্ম ও তদধোভুজে শঙ্খ বিন্যাসপূর্ব্বক এই মূর্ত্তির সংগঠন করিতে হয়। ইহা সঙ্কর্ষণমূর্ত্তির প্রকারভেদ।

বিষ্ণুমূর্ত্তি—দক্ষিণোপরি পদ্ম, তন্নিম্নে গদা এবং বামোর্দ্ধে চক্র ও তদধোভুজে শঙ্খ বিন্যস্ত হইবে। এই মূর্ত্তিও সঙ্কর্ষণভেদ।

মধুসূদন—দক্ষিণোপরি শঙ্খ, তন্নিম্নে চক্র এবং বামোর্দ্ধে পদ্ম ও তদধোবাহুতে গদা দিয়া সংস্থাপনীয়। ইহাও সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিভেদ।

ত্রিবিক্রম—দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, তন্নিম্নে পদ্ম এবং বামোর্দ্ধে চক্র ও তদধোভুজে শঙ্খ সংস্থাপনপূর্ব্বক বামপদ ব্রহ্মাণ্ডোপরি এবং দক্ষিণপদ শেষনাগের পৃষ্ঠোপরি বিন্যাস করিতে হইবে।

শ্রীবামনমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি বলি সমীপগত এবং বামোর্দ্ধে গদা, তন্নিম্নে পদ্ম, আর দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র ও তদধোভুজে শঙ্খধারী; ইহাঁকে সপ্ততাল অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হস্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে।

শ্রীধরমূর্ত্তি—দক্ষিণোপরি চক্র, তদধোভুজে পদ্ম এবং বামোর্দ্ধে গদা ও তন্নিম্নে শঙ্খ; এই মূর্ত্তির বাম ভাগে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীকে স্থাপন করিতে হইবে। এই মূর্ত্তি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান ইহার যে কোন অবস্থায় রাখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিলাসভাব থাকা আবশ্যক, কেননা ইহা প্রদ্যুম্নের প্রকারভেদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হৃষীকেশ—দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র, তন্নিম্নে গদা এবং বামোপরি পদ্ম ও তদধোভুজে শঙ্খ বিরাজমান।

পদ্মনাভ—দক্ষিণোর্দ্ধ বাহুতে পদ্ম, তদধোভুজে শঙ্খ এবং উপরিস্থ বামভুজে চক্র ও তদধস্থ হস্তে গদা ব্যবস্থিত হইবে।

দামোদর—দক্ষিণদিকের উপরিস্থ বাহুতে শঙ্খ ও অধোস্থ বাহুতে চক্র বিন্যাস করিতে হইবে। ইহা অনিরুদ্ধের মূর্ত্তিভেদ।

এই কেশবাদি দ্বাদশটী শ্রীমূর্ত্তি মাঘাদি দ্বাদশ মাসের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

সিদ্ধার্থসংহিতায় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বাসুদেব, কেশব, নারায়ণ, মাধব, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, সঙ্কর্ষণ, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, অচ্যুত, উপেন্দ্র, প্রদ্যুম্ন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, নরসিংহ, জনার্দ্দন, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, হরি ও কৃষ্ণ, এই চতুর্ব্বিংশতি শ্রীমূর্ত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

হরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমূর্ত্তির বহু প্রকার ভেদ হইলেও হরিসেবাপরায়ণ ভক্তবৃন্দ স্বীয় স্বীয় ইষ্টমন্ত্রে শালগ্রামশিলা পূজা করিলে তাহাতেই নিজ অভীষ্ট দেবের আরাধনা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে; কিংবা এই রূপে শ্রীকৃষ্ণদৈবত দ্বিভুজ নবজলধর শ্যাম ত্রিভঙ্গমূর্ত্তির সেবা করিলেও স্ব স্ব ইষ্টদেব-পূজনের ফল লাভ হইয়া থাকে।

"সেবানিষ্ঠা হরেঃ শ্রীমদ্বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ।
প্রাকট্যাদখিলাঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তিং বহু মন্যতে ॥
সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈষ বিদ্যতে ॥
দ্বিভুজা জলদশ্যামা ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতিঃ।
সেব্যা ধ্যানানুরূপৈব শ্রীমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণদৈবতৈঃ ॥" (হরিভ°)

শ্রীযশস্ (পুং) রাজভেদ। (কালঃক্র ৫।২৫৭)

শ্রীযামল (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শ্রীযুক্ত (ত্রি) শ্রিয়া যুক্তঃ। ১ লক্ষ্মীবিশিষ্ট, শ্রীমান্। ২ শোভা-সম্পন্ন। জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে এই শব্দ ব্যবহার্য্য।

শ্রীযুত (ত্রি) শ্রিয়া যুতঃ। শ্রীযুক্ত শব্দার্থ।

শ্রীর (ত্রি) শ্রীল শব্দার্থ।

শ্রীরঙ্গ (ক্লী) দেশ বিশেষ, শ্রীরঙ্গপত্তন। (ভাগবত ১০।৭৯।১৪)

শ্রীরঙ্গদেব, শিশুপালবধ ও সূর্য্যশতকটীকারচয়িতা।

শ্রীরঙ্গনাথ, বাচস্পত্যব্যাখ্যা নামক ভামতীর একখানি টীকা-প্রণেতা।

শ্রীরঙ্গপত্তন (ক্লী) মান্দ্রাজে প্রসিদ্ধ দেশ বিশেষ, শ্রীরঙ্গপত্তনম্।

শ্রীরঙ্গপত্তনম্, মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার প্রধান নগর এবং মহিসুররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। মহিসুর নগর হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কাবেরী নদীগর্ভস্থ একটী দ্বীপের উপর স্থাপিত। অক্ষা° ১২° ২৫´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৩´৮´´ পূঃ। ইহার উপকণ্ঠে অবস্থিত গঞ্জাম গ্রাম লইয়া নগর-সীমা গণ্য করা হয়। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি নগরটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

শ্রীরঙ্গস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তদীয় মন্দিরের নাম হইতেই এই নগর শ্রীরঙ্গপত্তনম্ নামে আখ্যাত। এখান হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদীগর্ভে শিবসমুদ্রম্ ও শ্রীরঙ্গম্ নামক দ্বীপদ্বয়ের উপরেও শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর ঐরূপ আরও দুইটী মন্দির বিদ্যমান আছে, কিন্তু ঐ তিনটী মন্দিরের মধ্যে এখানকার মন্দিরটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আদিরঙ্গ বলিয়া পূজিত।

এই রঙ্গস্বামীর মূর্ত্তি ও মন্দির বহু প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, গৌতম বুদ্ধ এখানে আসিয়া শ্রীভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। মেকেঞ্জীসাহেবের সংগৃহীত একখানি তামিল গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই মন্দির বহুকাল জঙ্গলাবৃত থাকে। গঙ্গবংশীয় শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতি ঐ বন কাটাইয়া ৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রঙ্গনাথমন্দিরের জীর্ণসংস্কার করাইয়া ছিলেন। শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় রঙ্গনাথ মূর্ত্তি ব্রহ্মাকে দান করেন; ব্রহ্মা পুনর্বার ইক্ষ্বাকু-রাজকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি দশরথাত্মজ রাম-চন্দ্রের অধিকার পর্য্যন্ত ঐ মূর্ত্তি ইক্ষ্বাকুবংশের কুলদেবতারূপে পূজিত হন। রামচন্দ্র দশাননবধকালে বিভীষণের আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া ঐ মূর্ত্তি তাঁহাকেই দান করিয়াছিলেন। বিভীষণ অযোধ্যা হইতে লঙ্কা প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ দিব্যমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যান। কোন একটি ঘটনাচক্রে তিনি এই স্থানে আপন বিমান রক্ষা করিতে বাধ্য হন। তদবধি রঙ্গনাথস্বামী শ্রীরঙ্গপত্তনে বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান রঙ্গজীর মন্দির পরে কোন চোলরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরনির্ম্মাণকাল ও তাহার প্রতিষ্ঠার কোন বিবরণ অবধারিত না হইলেও, আমরা এইমাত্র অনুমান করিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এই মন্দির দক্ষিণভারতে তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিব্রাজক রামানুজ স্বামী উক্ত দেবমন্দিরের ব্যয়ভারবহনার্থ এই দ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বল্লাল বংশীয় জনৈক রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রামানুজ স্বামীর নিযুক্ত "হেব্বার" বা স্থানীয় কর্ম্মচারীর একজন বংশধর ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর হইতেই শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। বিজয়-নগররাজের একজন প্রতিনিধি শ্রীরঙ্গরায়লু উপাধি ধারণ করিয়া এই নগরে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ঐ বংশের শেষ রাজ-প্রতিনিধি তিরুমল ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের উদীয়মান রাজা উদৈয়ারের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, এই সময় হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন-পতন পর্য্যন্ত এখানে টিপু-সুলতানের রাজ-পাট স্থাপিত ছিল।

ঐ দুর্গ পরে পুনরায় টিপু সুলতানকর্ত্তৃক নবভাবে গঠিত হয়। উহার প্রাচীর ও পরিখাদি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, সকলেই উহাকে দুর্ভেদ্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরাজসৈন্য উপর্য্যুপরি তিনবার দুর্গ আক্রমণ করিয়াও দুর্গবাসীকে পদানত করিতে পারে নাই। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ভারত-রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সদলে এই দুর্গ আক্রমণ করেন। তিনি দুর্গপ্রাচীর-প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও দুর্গজয়ে সমর্থ হন নাই, বরং খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত হইয়া স্বয়ং প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পর বৎসর ইংরাজসৈন্য পুনরায় ভারতপ্রতিনিধি-

দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিকটবর্ত্তী রণক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় নায়কের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন নগর অবরোধ করে। এবার ইংরাজদিগের সহিত প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ না হইয়া টিপু সুলতান অর্দ্ধরাজ্য বিনিময়ে শান্তি ও সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হন।

টিপু সুলতানের ক্রূরতা ও দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ইংরাজ সেনাপতি জেনারল হারিস্ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে পুনরায় শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ অবরোধ করেন, ইংরাজদল এক মাস কাল অনবরত গোলাবৃষ্টির পর, দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। কাবেরী নদীকূলে ঐ সময় অল্প জল ছিল, ইংরাজসৈন্য অনায়াসে নদীজল সন্তরণপূর্ব্বক দুর্গপ্রান্তে উপনীত হইল। ঐ পথে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া মুসলমান সৈন্য উহার বিপরীত দিকে অবস্থান করিতেছিল। ইংরাজের গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়াই টিপু সেই পথে স্বীয় সেনাদল পরিচালিত করিলেন। তিনি যেমন ঐ স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, অমনিই দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ইংরাজসৈন্য তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল।

[টিপু সুলতান দেখ।]

দুর্গজয়কাল হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ ইংরাজ গবর্মেণ্টের রাজ্যভুক্ত হইল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বার্ষিক ৫০০০০ টাকায় উহা মহিসুররাজের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজের প্রার্থনানুসারে ইংরাজরাজ তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ করিতে অনুমতি দেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয়ের পর ইংরাজ গবর্মেণ্ট এখানকার শাসনভার প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের উপর অর্পণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজা মহিসুরে স্বীয় বাস ও রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। তাহার পর হইতেই শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানীর অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ। ঐ সময়ে ডাঃ বুকানন হামিল্টন এই নগর পরিদর্শনে আসেন। তখন এখানে প্রায় ৩২ হাজার লোকের বাস ছিল; কিন্তু টিপু সুলতানের রাজ্যকালে যখন শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানী বাণিজ্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ছিল তখন এখানকার লোক-সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ছিল। উহার অব্যবহিত পরেই এখানে একটী লোকক্ষয়কর মহামারী উপস্থিত হয়। তাহাতে এখানকার জনসংখ্যার বিলক্ষণ হ্রাসতা ঘটে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এখান হইতে বঙ্গলুর নগরে সেনাবাস স্থানান্তরিত করেন। তদবধি শ্রীরঙ্গপত্তন একবারে জনহীন, অট্টালিকাদির ভগ্নস্তূপ ব্যতীত এখানে আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। এখন এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের এরূপ প্রাদুর্ভাব যে কোন বৈদেশিক ভ্রমণকারী এক রাত্রির জন্যও এখানে বাস করিতে চাহেন না। এই নগরের উপকণ্ঠস্থ গঞ্জাম নগরে এখনও বহু লোকের বাস আছে। তথায় বৎসরে তিনটী মেলা হয় এবং বহু লোকে ঐ মেলায় আসিয়া থাকে।

শ্রীরঙ্গপত্তন একটী ক্ষুদ্র বদ্বীপ, পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইল। উহার পশ্চিম প্রান্তে নদীর ঠিক উপরেই দুর্গ স্থাপিত। দুর্গটী পঞ্চকোণ এবং উহার ব্যাস প্রায় ১॥৹ মাইল। দুর্গ মধ্যে টিপু সুলতানের প্রাসাদাবশেষ বিদ্যমান। উহার কতকাংশ এখন চন্দনকাষ্ঠের গুদামে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুর্গমধ্যে রঙ্গনাথস্বামীর মন্দির ও টিপু সুলতানের স্থাপিত জুমা-মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়। দুর্গের বাহিরে টিপুর স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ দরিয়া-দৌলত-বাগ নামক উদ্যানবাটিকা, উহাতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীপুরে ইংরাজ সেনানী বেলীর পরাজয়বিবরণ ঐ প্রাসাদগাত্রে সুন্দর-ভাবে চিত্রিত আছে। দুইবার ঐ স্থাপত্য-শিল্প-নাশের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধি লর্ড ডাল-হৌসী বিশেষাজ্ঞা দ্বারা উহা রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দ্বীপের পূর্ব্ব সীমান্তে গঞ্জাম সহর। ঐ স্থানে লালবাগ উদ্যানে হায়দার আলীর সমাধিমন্দির আছে।

শ্রীরঙ্গম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী জেলার একটী নগর। ত্রিচীনপল্লী সদর হইতে দুই মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম্ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ত্রিচীনপল্লী নগরের ১১ মাইল পশ্চিমে কাবেরী নদী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নদীগর্ভে এই বদ্বীপ গঠন করিয়াছে। অদ্যাপিও ইহার দক্ষিণ শাখা কাবেরী এবং উত্তরশাখা কোল্লিড়ম নামে বিদিত, এই খানে আসিয়াই শ্রীরামানুজ স্বামী শেষ জীবনের প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নগরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

এই স্থানের বিষ্ণুমন্দিরই দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র। নগরের অধিকাংশ অট্টালিকা এই মন্দির-প্রাচীরাভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট থাকায় মন্দিরটী অতিশয় বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ঐ মন্দিরটীকে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী নগর বলিয়া গণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার বহিঃপ্রাচীরের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ৩০৭২ ফিট্ এবং বিস্তারে ২৫২১ ফিট্। উহার মধ্যস্থল ক্রমান্বয়ে সাতটী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক বেষ্টনীতে প্রায় ৪টী করিয়া গোপুর আছে। গোপুরগুলি পরস্পরে দালান দ্বারা সংবদ্ধ। বহিঃপ্রাচীরের ভিতরে কেবল বাজার ও দোকান এবং যাত্রী থাকিবার স্থান। ইহার গোপুর এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ হইলে উচ্চতার পরিমাণ প্রায় ৩০০ ফিট হইত।

উত্তরদিকে যে গোপুরটী আছে তাহার বিস্তৃতি ১৩০ ফিট্ এবং উচ্চতা ১০০ ফিট্। উহার প্রবেশদ্বারটীর প্রস্থ ২১´৬´´ ইঞ্চ এবং উচ্চতা প্রায় ৪৩´ ফিট্। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসান ঐ মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে এরূপ সুন্দর শিল্পসমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির আর নাই।

প্রতিবৎসর পৌষমাসে এখানে বহু অর্থব্যয়ে একটী মেলার অনুষ্ঠান হয়। ঐ মেলায় দেবপ্রতিমার চতুপার্শ্বে নানারূপ সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া সঙ্ দেওয়া হইয়া থাকে এবং নানাস্থান হইতে বহু লোক ঐ মেলা দেখিতে আসে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। তদবধি নগরের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ কর্ণাটকযুদ্ধের সময় শ্রীরঙ্গমদুর্গে ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। [ত্রিচীনপল্লী ও কর্ণাটক দেখ]

শ্রীরঙ্গবরপুকোট (শৃঙ্গবরপুকোটা), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার একটী জমিদারী তালুক। ভূপরিমাণ ১০২ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বমেত ১টী নগর ও ১৭৭ টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে বোনাঙ্গী, ধর্ম্মবরম্, গুড়িবাড়, কাশীপত্তনম্, কাশীপুরম্, কোণ্ডগুড়ি, কোট্টম, লক্ষবরপুকোট, রেগ, সোমপুরম্ বা কপসোমপুরম্, শ্রীরামপুরম্ প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ অনেক প্রাচীন মন্দির ও শিলালিপি পাওয়া যায়। শৃঙ্গবরপুকোট হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে লক্ষবরপুকোট গ্রামের বীরভদ্র মন্দির এবং উহার ২ মাইল দক্ষিণে রেগ গ্রামের পশ্চিমাংশে একটী পার্ব্বত্যগুহা ও গুহলিঙ্গেশ্বর শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৮° ৬´ ৩৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১১´ ১১´´ পূঃ। বিমলিপত্তন হইতে এই স্থান ২৮ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী দুর্গ আছে।

শ্রীরত্নগিরি (পুং) ১ বোম্বাই প্রদেশের জনপদভেদ। [রত্নগিরি দেখ।] ২ গ্রামভেদ। (তারনাথ)

শ্রীরস (পুং) শ্রীবেষ্ট, সরল নির্য্যাস, তার্পিণ তৈল। (রাজনি°)

শ্রীরাগ (পুং) ষড় রাগের অন্তর্গত তৃতীয় রাগ। (হলায়ুধ)

সঙ্গীত দামোদরে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই রাগের গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, সারবী ও রামকীরী নাম্নী পাঁচটী রাগিণী।

"গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সারবী।
রামকীর্য্যপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ॥"
(সঙ্গীত দামোদর) [বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশব্দে দ্রষ্টব্য]

শ্রীরাধাবল্লভ (পুং) ১ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীরাম (পুং) শ্রীযুতো রামঃ। শ্রীরামচন্দ্র। (শব্দরত্নাবলী)

শ্রীরামনবমী (স্ত্রী) শ্রীরামস্য নবমী তজ্জন্মদিনত্বাৎ। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। এই তিথিতে স্বয়ং ভগবানের অবতার রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহা শ্রীরামনবমী নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে সাধারণেরই ব্রতোপাসাদি করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

"চৈত্রে মাসি নবম্যাস্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।" (অগস্ত্যসংহিতা)

ব্রতোপবাসাদির ব্যবস্থা—উক্ত তিথিতে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের যোগ হইয়া যদি তাহা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত পায়, তবে ঐ সময়ই অতি পুণ্যতম; অতএব তৎকালেই ব্রতাদি করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ; যে দিনে অষ্টমীসংযুক্ত নবমী থাকিবে সেই দিন যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেরও যোগ হয়, তবে তাহাও ত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ নবমীতে উপবাস ও পরদিন দশমীতে পারণ করা কর্ত্তব্য।

"চৈত্রে শুক্লা তু নবমী পুনর্ব্বসুযুতা যদি।
সৈব মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা ভবেৎ॥
নবমী অষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাস্তু দশম্যামেব পারণং॥" (কালমাধবীয়)

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, দশম্যাদির প্রবৃদ্ধি হইলে বৈষ্ণবগণকে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যে দিনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী হইবে, তাহার পরদিন যদি কিছু কালও দশমী থাকে, তবে বৈষ্ণবগণের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কিছুতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে, তবে অন্যান্য ব্রতাচারিগণ ঐ দিবসে উপবাস করিতে পারেন, কেননা সকলের পক্ষেই দশমীতে পারণ করার বিধান থাকিলেও তাঁহাদের পক্ষে দশমীতে পারণযোগ্য সময়ে পারণ করাই বিশেষ ব্যবস্থেয়। [ব্রতাদির বিস্তৃত বিবরণ রামনবমীব্রতশব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীরামপুর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২২° ৩৯´ হইতে ২২° ৫৪´ উঃ এবং ৮৮° হইতে ৮৮° ২৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৩ বর্গ মাইল। শ্রীরামপুর, হরিপাল, কৃষ্ণনগর, সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলা থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ৩টী দেওয়ানী ও ৯টী ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার শ্রীরামপুর উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। গঙ্গার পশ্চিমকূলে বারাকপুরের অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৫´ ২৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´ ১০´´ পূঃ। কলিকাতা (হাবড়া) হইতে ইহা ১৩

মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথের একটী ষ্টেশন আছে। পূর্ব্বে ইহা দিনেমারদিগের অধিকারে ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১২॥০ লক্ষ টাকা দিয়া দিনেমারদিগের নিকটে শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়া লন।

এই স্থান একসময়ে সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যালোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বাপ্তিস্ত মিসনরী দলের অধ্যক্ষ কেরী, মার্সমান ও ওয়ার্ড সাহেব তাহার নেতা ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এখানে খৃষ্টধর্ম্মের গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্কুল, কলেজ ও একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই মিসনরী দলের উৎসাহে ও আগ্রহে এখানে সর্ব্বপ্রথমে কাঠে খোদা অক্ষরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত হয়। তৎপরে ধাতব অক্ষরমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মিসনরী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ও বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশে এখানে সমাচারচন্দ্রিকা ও Friend of India নামে দুই খানি সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়। শেষোক্ত কাগজ খানি আজিও কলিকাতায় ভিন্ন নামে প্রকাশিত হইতেছে। [বঙ্গদেশ দেখ।]

এখানে পূর্ব্বে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত, উহা শ্রীরামপুরে কাগজ নামে খ্যাত ছিল। এক্ষণে টিটাগড়, বালি ও রাণীগঞ্জে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রীরামপুরে কাগজের আদর অনেক কমিয়া আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার মাদুরেরও বিস্তৃত কারবার ছিল।

শ্রীরামপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার শ্রীরঙ্গবর-পুকোট তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার রামস্বামীর মন্দির প্রায় সহস্রাধিক বর্ষের পুরাতন।

শ্রীরূপা (স্ত্রী) রাধা। (পঞ্চরত্ন)

শ্রীল (ত্রি) শ্রীরস্ত্যস্যেতি শ্রী-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ১ লক্ষীবান্। (অমর) ২ শোভাযুক্ত।

শ্রীলক্ষ্মন্[ণ] (পুং) শ্রীলক্ষ্মণ, লক্ষীযুক্ত। লক্ষীধর। (বাসবদত্তা)

শ্রীলতা (স্ত্রী) শ্রীবিশিষ্টা লতা। মহাজ্যোতিষ্মতী। (রাজনি°)

শ্রীলাভ (পুং) লক্ষীলাভ। সৌভাগ্যবৃদ্ধি।

শ্রীলেখা (স্ত্রী) কাশ্মীররাজবধূ, ইহাঁর পিতার নাম যশোমঙ্গল। (রাজতরঙ্গিণী ৭।১২৩)

শ্রীবৎস (পুং) শ্রীযুক্তঃ বৎসঃ বক্ষো যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ বিষ্ণুর চিহ্নবিশেষ অর্থাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী।

"প্রভানুলিপ্তশ্রীবৎসং লক্ষীবিভ্রমদর্পণম্।
কৌস্তভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহতোরসা॥" (রঘু ১০।১০)

৩ অর্হৎদিগের চিহ্নবিশেষ। (হেম) ৪ সুড়ঙ্গভেদ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৫ গৃহবিশেষ।

শ্রীবৎস, মঙ্খের সমসাময়িক একজন কবি।

শ্রীবৎস আচার্য্য, লীলাবতীনাম্নী প্রশস্তপাদভাষ্যটীকারচয়িতা।

শ্রীবৎস (রাজা), উপাখ্যানবর্ণিত একজন নৃপতি। ইনি পৃথ্বীশ্বর চিত্রবরের পুত্র, পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির পর স্বীয় বাহুবলে একচ্ছত্রে সমস্ত ধরণী শাসন করেন। পরম রূপবতী পতিব্রতা চিত্রসেন-কন্যা চিন্তাদেবী ইহার মহিষী ছিলেন। উভয়ে বহুবিধ যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান প্রভৃতি সদানুষ্ঠানদ্বারা পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতেছেন; এমত অবস্থায় একদা স্ব স্ব প্রভুত্বস্থাপনার্থ শনি ও লক্ষীদেবী আপনাদের বিবাদভঞ্জনের জন্য সুবিচারকামনায় শ্রীবৎসরাজসমীপে উপনীত হন; রাজা তখন স্নানার্থ উদ্যুক্ত থাকায় সহসা আসন্নবিবদমান দেবতাদ্বয়ের মনস্তুষ্টিকর বিচার অসম্ভব জানিয়া তাঁহাদের নিকট অতি বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আগামী কল্য রাজসভায় আপনাদের বিষয় মীমাংসিত হইবে; অদ্য নিতান্ত অসময় হইয়াছে এবং আমিও বিশেষ ব্যস্ত আছি বলিয়া বহু বিনয়বচনে তখনকার মত তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পরদিন পাত্রমিত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মর্ত্ত্যলোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেবগণের বিচার হওয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য এবং তাহাতে ভাবী বিষম অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা যায়; অতএব যাহাতে তাঁহারা আপনারাই স্ব স্ব বিচার সুসিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন,তজ্জন্য একখানি স্বর্ণ ও একখানি রৌপ্যের সিংহাসন নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত বস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত করিয়া স্বর্ণাসনখানি রাজার দক্ষিণে এবং রৌপ্যাসনখানি তদীয় বামভাগে রক্ষিত হইল।

যথাসময়ে শনি ও কমলার আগমন হইলে শশব্যস্তে রাজা স্বীয় সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহার্থ তাঁহাদিগকে বিনয়সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারেই লক্ষীদেবী রাজসিংহাসনের দক্ষিণদেশবর্ত্তী এবং শনি রাজার বামপার্শ্বস্থ সিংহাসনে, সহসা উপবেশন করিলেন। অতঃপর পরস্পর কিছুকাল শিষ্টালাপে অতিবাহিত হইল; তদনন্তর তাঁহাদের বিচারের বিষয় পুনরুত্থাপিত হওয়ায় রাজা বলিলেন, আপনাদের বিচার আপনারা স্বয়ংই করিয়াছেন, কেননা আপনারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে যে আসনছত্রাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বিচার হইয়াছে। রাজার দক্ষিণস্থ আসনই উচ্চস্থানীয় এবং তত্রোপবিষ্ট ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হয়; অতএব এবিষয় আর আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজার ঈদৃশ বাক্যপরম্পরা শ্রুত হইয়া দেবী হৃষ্টান্তঃকরণে

'রাজন্! আমি তব ভবনে অচলা থাকিব' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং শনি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া নিয়ত তদীয় ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা ভৃত্যগণকর্ত্তৃক রাজার স্নানকার্য্য সমাহিত হওয়ার পর একটা কৃষ্ণবর্ণ কুকুর আসিয়া সহসা সেই গাত্রবিধৌত বারির কিয়দংশ লেহন করিবামাত্র সতত ছিদ্রান্বেষী শনি এই ছিদ্র পাইয়াই তৎক্ষণাৎ রাজশরীরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে ক্রমশঃ নৃপতির বুদ্ধিভ্রংশ, রাজ্যধ্বংস প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল, এমন কি অবশেষে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সস্ত্রীক বনগমনে বাধ্য হইলেন। বনগমনকালীন স্বীয় পত্নী চিন্তাদেবীকে বনবাসক্লেশ হইতে অপসারিত করিবার জন্য পিত্রালয়ে যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু চিন্তা পাতিব্রত্যধর্ম্ম-বিলোপভয়ে সেই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া স্বামীর পদানুসরণ করিলেন।

গৃহ হইতে বহির্গমনকালে রাণী স্ত্রীস্বভাবসুলভ যে কিছু অল্প ধনরত্ন ও কন্থাবস্ত্রাদি সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন, পথিমধ্যে মায়ানদী পারার্থ উপনীত কৈবর্ত্তরূপী দুষ্ট শনি ছল করিয়া ঐ সকল হরণ করিলে তাঁহারা একেবারেই নিঃসম্বল অবস্থায় বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েক দিবস অনাহারের পর চিত্রধ্বজবনে উপস্থিত হইয়া কতিপয় ধীবরের নিকট হইতে একটী শকুল মৎস্য চাহিয়া লইলেন, কিন্তু তাহা ভক্ষণার্থ দগ্ধ করিয়া উহার গাত্রসংলগ্ন ভস্মাদি অপরিষ্কার দ্রব্য সরোবরজলে যেমন ধৌত করিতে যাইতেছেন, অমনি সেই দগ্ধমীন রাণীর হস্ত হইতে জীবিতের ন্যায় অগাধ জলে প্রবেশ করিল।

উক্ত ঘটনায় অনন্যোপায় হইয়া উভয়ে আর্ত্তস্বরে একান্ত মনে কেবল সেই বিপদবারণ জগৎতারণ দীনবন্ধু মধুসূদনের স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে অগতির গতি লক্ষ্মীপতি হৃষ্টমতি হইয়া আকাশবাণীচ্ছলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, রাজন্! যতদিন তোমরা এই বনবিভাগে বিচরণ করিবে, আমি ততদিন তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব, যে সময়ে যেরূপ বিপদেই পতিত হও না কেন, আমি তাহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, অতএব তোমরা নির্ভয়ে এই বনপ্রদেশের যে কোন স্থানে বাস করিতে পার।

ভগবানের এই সান্ত্বনাযুক্ত আশাপ্রদ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা কিছুকাল ফলমূল আহারে জীবনধারণপূর্ব্বক সেই বনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তথায় ফলমূলেরও অভাব ঘটিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা নগরাভিমুখে গমন করিলেন এবং নগরের উত্তরাংশে ধনাঢ্যলোকের বসতিহেতু দীন অবস্থায় তথায় বাস করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিয়া দক্ষিণভাগের দরিদ্রপল্লীতে উপস্থিত হইয়া কাঠুরিয়া জাতির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

উক্ত পল্লীতে উভয়ে কাঠুরিয়াদিগের সহিত কাষ্ঠখণ্ড আহরণপূর্ব্বক উহা বিক্রয়দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দে কিছুকাল জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে একদা কুগ্রহের বিড়ম্বনায় এক সওদাগরের তরণী নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভস্থ ঈষজ্জলময় বালুকাময় তটে আবদ্ধ হইলে গণকরূপী শনি উক্ত সওদাগরকে পরামর্শ দিলেন যে, পরমসতী চিন্তাদেবীর সংস্পর্শে নৌকা অনায়াসে উদ্ধার হইবে, অতএব আপনি তাঁহাকে আনিতে সত্বর হউন। সওদাগর গণকের এই কথায় সাতিশয় আশ্বস্ত হইয়া অনেক অনুনয়-বিনয়দ্বারা চিন্তাদেবীকে আনিয়া তাঁহাদ্বারা নৌকাস্পর্শ করানমাত্র তাহা গভীরজলে ভাসমান হইয়া উঠিলে, সওদাগর আগামী এইরূপ বিপদ উদ্ধার হইবার জন্য চিন্তাকে সঙ্গে লইয়াই চলিলেন। চিন্তাদেবী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সাক্ষাৎ দেবতা সূর্য্যদেবকে কায়মনোবাক্যে ডাকিয়া বলিলেন, দেব! আপনি আপনার কিরণমালাদ্বারা আমার দেহকান্তি স্থবিরের ন্যায় হতশ্রী করিয়া দিন। সূর্য্যদেব তদীয় কাতরোক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিলেন এবং বলিলেন যে আবশ্যক মত তুমি তোমার স্বাভাবিক কান্তি লাভ করিতে পারিবে।

এদিকে কাঠুরিয়াগণের সহিত কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক বন হইতে প্রত্যাগত শ্রীবৎস গৃহে আসিয়া তথায় চিন্তাকে না দেখিয়া ও প্রতিবেশিগণের নিকট যথাযথভাবে আমূলবৃত্তান্ত শুনিয়া যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং মণিহারা ফণীর ন্যায় তাঁহার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোথায়ও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া অবশেষে চিত্তানন্দ নামক বনান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য সুরভীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাহাতে সুরভীদেবীও নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া স্বীয় আশ্রমে আশ্রয় দিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি চিন্তার জন্য কোন চিন্তা করিও না, সেই অচিন্ত্যরূপী চিন্তামণির চিন্তায় দিনযামিনী অতিবাহনপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান কর, তাহা হইলে দুষ্ট শনি তোমাকে বর্ত্তমানে কিছুমাত্র কষ্ট দিতে পারিবে না এবং কিয়দ্দিবস পরে তুমি তোমার রাজ্য, ধন, চিন্তা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমার এই বন ছাড়িয়া কদাচ স্থানান্তরে গমন কর, তাহা হইলে পুনর্ব্বার শনির মায়ায় পড়িয়া বহু কষ্টে উহাদিগকে লাভ করিতে হইবে।

রাজা শ্রীবৎস এইরূপে কিছুদিন পরমসুখে সুরভীর

আলয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তথায় থাকিয়া সুরভীকন্যা নন্দিনীর মুখক্ষরিত পানাবশিষ্ট দুগ্ধফেনপরিষিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা দুই দুই খানি পাট প্রস্তুত করিয়া স্বীয় প্রসিদ্ধ অনুচর তালবেতালের নাম স্মরণপূর্ব্বক নিজের এবং প্রিয়পত্নী চিন্তাদেবীর নামকরণে ঐ দুই দুই খানি পাট একত্র করিবামাত্র উহা স্বর্ণপাটরূপে পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে তিনি অসংখ্য স্বর্ণপাট প্রস্তুত করিয়া সেইখানে স্তূপাকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর একদা পূর্ব্বোল্লিখিত সওদাগর তন্নিকটবর্ত্তী কোন নদী দিয়া গমন করিতেছে, এমন সময় উহাকে দেখিয়া রাজার মনে উক্ত স্বর্ণপাটদ্বারা বাণিজ্যাদি করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল এবং তদনুসারে ঐ মহাজনকে ডাকিয়া আপনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদি স্বীয় অনুকম্পাগুণে আমার সংগৃহীত কতকগুলি স্বর্ণপাটের সহিত আমাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া যান, তবে ভবদীয় গন্তব্যস্থানে গমন করিয়া ঐ গুলি বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের যে কোন একটা উপায় স্থির করিতে পারি। বণিক্ শ্রীবৎসের কথায় স্বীকৃত হইয়া স্বর্ণপাটের সহিত তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল; কিন্তু কতকদূর গিয়া সে দুরভিসন্ধিপ্রযুক্ত স্বর্ণপাটগুলি অপহরণমানসে রাজাকে বন্ধনপূর্ব্বক নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। অকস্মাৎ ঈদৃশ ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইয়া রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে আর্ত্তস্বরে অনুক্ষণ চিন্তা ও তালবেতালের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। একান্ত পতিপরায়ণা চিন্তা নৌকা হইতে স্বামীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যাপার সন্দর্শনে ব্যথিতান্তঃকরণে তাঁহার কিঞ্চিদবলম্বনের জন্য জল মধ্যে একটী শিরোপাধান নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবকাশে তালবেতালও আসিয়া দেখা দিল এবং ভেলারূপ ধারণপূর্ব্বক নৃপতিকে তাহার উপরে রাখিয়া তুলারাশির ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

চিন্তাদেবীর প্রদত্ত উপাধানে দেহ নির্ভর ও ভেলারূপী তাল বেতালকে আশ্রয় করিয়া কিয়দ্দিবসান্তে রাজা সৌতিপুর নামক স্থানে তীরপ্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য এক বৃদ্ধ মালাকরপত্নীর গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থানকালে তদ্দেশাধিপতি বাহুদেব নরপতির ভদ্রা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু রাজকন্যার স্বয়ম্বরে বরণীয় হইয়াও তিনি তাহাতে সুখী হইতে পারিলেন না; কেন না গৌরীসেবাপরায়ণা রাজকন্যা মাল্যপ্রদান কালে আকাশবাণী দ্বারা স্বীয় চিরাভীপ্সিত পতি রাজা শ্রীবৎসের সম্যক্ পরিচয় পাইলেও শ্রীবৎস তখন সাধারণের অপরিজ্ঞাত ও অতি হীনাবস্থাপন্ন থাকায় এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে মাল্য প্রদান করায় অন্যান্য যাবতীয় রাজগণ সমীপে নির্য্যাতিত বাহুদেব ভদ্রাকে স্বামীর সহিত পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাণী দুহিতৃজামাতার মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া রাজধানীর সমীপবর্ত্তী বনস্থলীতে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলে তাঁহারা তাহাতে কিছুকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এইরূপ ভাবে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে শ্রীবৎসের প্রতি শনির ভোগ শেষ হইয়া আসিল এবং শুভ গ্রহের উদয় হইতে আরম্ভ করিল; তখন শ্রীবৎস নিকটবর্ত্তী ক্ষীরোদ নদীর তটে অবস্থানের জন্য মনন করিয়া ভদ্রার নিকট উহা বিজ্ঞাপন করিলেন; ভদ্রাও সেই বিষয় মায়ের সমীপে জানাইয়া তাঁহাদ্বারা পিতাকে অনুরোধ করাইয়া তদীয় অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত নদীতটে বাস স্থাপনের আয়োজন করিলেন। একদা অকস্মাৎ উক্ত নদীমধ্যে সেই পূর্ব্বোক্ত সাধুর তরণী সন্দর্শন করিয়া রাজা ঐ নৌকা তীরে আবদ্ধ এবং তাহা হইতে স্বীয় স্বর্ণপাট গুলি উঠাইয়া লওয়ায় সওদাগর স্থানীয় রাজসমীপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল; তাহাতে রাজা সাতিশয় রোষাবিষ্টচিত্তে জামাতাকে আহ্বান করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শ্বশুরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বাহুদেব জামাতার যথার্থ পরিচয় পাইয়া নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বহু প্রিয়বচনে সম্ভাষণপূর্ব্বক নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ তৎপ্রতি কত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৌকা হইতে চিন্তাকে উদ্ধার করা হইল। সূর্য্যদেবের পূর্ব্বানুমোদন ক্রমে চিন্তা স্বীয় স্বাভাবিক দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সকলের সুখসম্মিলন ঘটিল। শ্রীবৎস, চিন্তা ও ভদ্রা তিন জনে তথায় কতিপয় দিবস অতি সুখ বিলাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা বাহুদেব অমাত্যবর্গ, প্রজাবৃন্দ ও জামাতা প্রভৃতি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে সিংহাসনে সমাসীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে শনি আকাশবাণী দ্বারা শ্রীবৎসের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে শূন্য হইতে ক্রমে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া সেই রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন সকলে, বিশেষতঃ রাজা শ্রীবৎস তাঁহার অশেষ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে শনির মনে শ্রীবৎসের প্রতি পূর্ব্বকোপ দূর হইল, ক্রমে করুণা সঞ্চার হওয়ায় তিনি তাঁহাকে ইহলোকে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ধন লইয়া সুখে বাস এবং পরলোকে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে রাজা শ্রীবৎস স্বদেশ যাত্রা করেন এবং তথায় গিয়া পুনর্ব্বার কিছুকাল রাজ্যসুখভোগ করিয়া অন্তিমে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবৎসকিন্ (পুং) শ্রীবৎসবৎ চিহ্নমস্ত্যস্যেতি শ্রীবৎসক-ইনি। ধ্বদচক্রাবর্ত্ত অশ্ব, শ্রীবৎস চিহ্নের ন্যায় চিহ্নযুক্ত ঘোটক, যে ঘোটকের বক্ষস্থলে কুটিল আবর্ত্ত আছে। (হেম)

শ্রীবৎসভৃৎ (পুং) শ্রীবৎসং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

শ্রীবৎসলাঞ্ছন (পুং) বিষ্ণু, নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন আছে, এই জন্য তাঁহাকে শ্রীবৎসলাঞ্ছন কহে। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শ্রীবৎসো লাঞ্ছনং চিহ্নং যস্য শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।

বক্ষস্তনম্মহাপুরুষলক্ষণং শ্বেতরোমাবর্ত্তবিশেষঃ শ্রীবৎসঃ ইতি সর্ব্বস্বে। শ্রীবৎসো হৃৎসঙ্গতমণিবিশেষঃ। কৌস্তভবদিতি কৃষ্ণদাসঃ" (ভরত)

শ্রীবৎসলাঞ্ছন, কাব্যপরীক্ষা ও কাব্যামৃত নামক অলঙ্কারশাস্ত্র, এবং রামোদয়নাটক ও সারবোধিনী নাম্নী কাব্যপ্রকাশটীকাকার।

শ্রীবৎস শর্ম্মন্, সিদ্ধান্তরত্নমালা নামক বেদান্তশাস্ত্রপ্রণেতা।

শ্রীবৎসাঙ্ক, ১ অতিমানুষস্তব, কুরেশবিজয়, বরদরাজস্তব ও বৈকুণ্ঠস্তবপ্রণেতা। ২ গুণরত্নকোষপ্রণেতা পরাশরভট্টের পিতা।

শ্রীবৎসাঙ্ক (পুং) শ্রীবৎসঃ অঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। বিষ্ণু। (হলায়ুধ)

শ্রীবদ (ত্রি) ভাবী শুভফলবক্তা (পক্ষী)।

শ্রীবর, কথাকৌতুক ও জৈনতরঙ্গিণী নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা। ইনি জোনরাজের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীবরবোধিভগবৎ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শ্রীবরাহ (পুং) শ্রিয়া যুক্তো বরাহঃ। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

শ্রীবর্দ্ধন, একজন প্রাচীন কবি। বর্দ্ধনকবি নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীবর্দ্ধন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর জিঞ্জিরা রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। জিঞ্জিরা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪´ পূঃ। প্রাচীন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ ইহাকে জিফার্দ্দান শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে ইহা যথাক্রমে আহ্মদনগর ও বিজাপুর রাজ্যের অধীন একটী প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য ছিল। এখানকার সুপারীর বাণিজ্যই প্রধান। প্রতিবৎসর এখানে একটী মেলা বসে।

শ্রীবল্লভ, দুর্গপদপ্রবোধ নামক হেমচন্দ্রকৃত লিঙ্গানুশাসনবৃত্তির টীকা-রচয়িতা। ইনি জ্ঞানবিমল সূরির শিষ্য। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে যোধপুরের রাজা সূর্য্যসিংহের সভায় থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীবল্লভ, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। কৃষ্ণরাজের পুত্র। ইন্দ্রায়ুধের ও অবন্তীশ্বর বৎসরাজের সমসাময়িক ছিলেন।

শ্রীবল্লভ সেনানন্দ, সেন্দ্রকবংশীয় একজন রাজা। চালুক্যরাজ ১ম কীর্ত্তিবর্ম্মা (৫৬৭ খৃঃ) ইঁহার ভগিনীপতি।

শ্রীবীর উদয়মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা, (২য়) দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় বিভাগের বেণাড় প্রদেশের একজন সামন্ত রাজা। ইনি বীর পাণ্ড্য উপাধিতে পূজিত হন।

শ্রীবল্লভ উৎপ্রভাতীয়, বিনোদমঞ্জরী নামক বেদান্ত-রচয়িতা।

শ্রীবল্লভ বিদ্যাবাগীশ (ভট্টাচার্য্য), বালবোধিনী নাম্নী মুগ্ধবোধটীকাপ্রণেতা। ইনি শ্যামদাসের পুত্র।

শ্রীবল্লী (স্ত্রী) শ্রীযুতা বল্লী। কণ্টক বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—শিববল্লী, কণ্টবল্লী, শ্রীবলী, অম্লা, কটুফলা, দুরারোহা। গুণ—কটু, অম্লবাত, শোফ ও কফনাশক। ইহার ফল অত্যম্ল, রুচিকর, ও তৈললেপঘ্ন। (রাজনি°)

শ্রীবসুক্র, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। গণরত্নমহোদধি গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীবহ (ত্রি) নাগভেদ।

শ্রীবাটী (স্ত্রী) নাগবল্লীভেদ, চলিত পাণগাছ বিশেষ।

শ্রীবারক (পুং) শ্রিয়ং বারয়তি কাময়তে ইতি বৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। শাকভেদ, সিতাবর শাক, শুশুনি শাক। (রাজনি°)

শ্রীবাস (পুং) শ্রিয়ং সরলবৃক্ষং বাসয়তীতি বস-ণিচ্-অচ্। সরলবৃক্ষরস, সরলনির্য্যাস, চলিত টার্পিন্, পর্য্যায়—পায়স, বৃকধূপ, শ্রীবেষ্ট, সরলদ্রব, তৈলপর্ণী, শ্রীপিষ্ট, শ্রীবেশ। (শব্দরত্না°) গুণ—মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধোষ্ণ, তুবর, পিত্তল, বাত, মূর্দ্ধা, অক্ষি ও স্বররোগ এবং কফনাশক, রক্ষোঘ্ন, স্বেদ, দুর্গন্ধ, যূকা, কণ্ডূ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°) শ্রিয়ো লক্ষ্যা বাসঃ আশ্রয়স্থানং। ২ পদ্ম।

"শ্রীবাসো যশসাং পদং সুমনসামপ্যাস্পদং সম্পদাং
যত্রাগচ্ছতি গোচরং নয়নয়োঃ কাশ্মীরমীনধ্বজঃ।"
(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৪২)

৩ বিষ্ণু। ৪ শিব। ৫ গুগ্গুলু। ৬ দেবদারু। ৭ ধূপ। (ত্রিকা°)

শ্রীবাসক (পুং) শ্রীবাস শব্দার্থ।

শ্রীবাসস্ (পুং) শ্রিয়ং সরলবৃক্ষং বাসয়তীতি বস-ণিচ্-অসুন্। সরল দ্রব, সরল নির্য্যাস। (অমরটীকা)

শ্রীবাসাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী একজন পরম বৈষ্ণব ও সাধুপুরুষ। ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার আদিনিবাস শ্রীহট্টে, তথা হইতে শ্রীবাসাদি চারি ভাই বিদ্যাশিক্ষার্থ নবদ্বীপে আগমন করেন এবং এই খানেই একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীবাস হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ইনি স্বগৃহে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন করিতেন। নবদ্বীপবাসী অনেকে তাহাতে সময় সময় বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সহিত বাদানু-

বাদে রত হইতেন। তাহাতে অনেকে ইহার উপর এরূপ চটিয়া উঠিতেন যে, তাহারা শ্রীবাসের প্রতি অত্যাচার করিতেও কাতর হইতেন না।

শ্রীচৈতন্য যখন অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ঈশ্বরপুরি (ভারতী) নামে একজন পরম ভাগবত নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বরপুরীর জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাইয়া নিমাই এই খানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সুযোগে নিমাইএর সহিত শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণের বিশেষ সম্প্রীতি হয়। এই সংযোগই নবদ্বীপের মণি-কাঞ্চনযোগ। শ্রীবাসগৃহে হরিপ্রেমের মেলানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়নিহিত হরিভক্তির উৎস ছুটিয়া উঠে। তিনি নিত্যই সন্ধ্যায় শ্রীবাসালয়ে আসিয়া হরিসংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। শ্রীবাস পরে শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত হইয়া পড়েন এবং স্বয়ং "চৈতন্য কি জয়" বলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

শ্রীবিদ্যা (স্ত্রী) শ্রিয়া বিদ্যা। মহাবিদ্যাবিশেষ। ত্রিপুরসুন্দরীর নাম শ্রীবিদ্যা। এই মহাবিদ্যার উপাসনা করিলে সাধক সকল সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। তন্ত্রসারে এই বিদ্যার ভেদ, মন্ত্র, পূজা ও পুরশ্চরণপ্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিদ্যার মন্ত্র ৩৬ প্রকার। গুরু এই দেবতার মন্ত্র দিবার কালে মন্ত্রবিচার-প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া দিতে হয়। মন্ত্র যথা—

'ল স হ হ্রীঁ এ র কং' এই নবাক্ষর মেরুমন্ত্র। অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুকে পৃথক্ বর্ণ রূপে গ্রহণ করায় এই নবাক্ষর মন্ত্র হইয়াছে। এই নবাক্ষর মন্ত্র ত্রিপুরসুন্দরীর মেরুমন্ত্র নামে অভিহিত। 'ক ল হ্রীঁ' এই মন্ত্র কামেশী বীজ এবং 'ক এ ঈ ল হ্রীঁ' এই পঞ্চ বর্ণাত্মক মন্ত্র বাগ্ভবকুট নামে খ্যাত।

'হ স ক হ ল হ্রীঁ' এই ষড়ক্ষর মন্ত্রকে কামরাজকুট কহে। 'স ক ল হ্রীঁ' এই মন্ত্রের নাম শক্তিকুট। কামদেব এই মন্ত্রের উপাসনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কামরাজ হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণা। 'হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক ল হ হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ' এই ত্রিকুট মন্ত্রের নাম লোপামুদ্রা মন্ত্র। মহর্ষি অগস্ত্য এই মন্ত্রের উপাসনা করিয়াছিলেন। "অথ বিদ্যা-মন্ত্রাঃ—জ্ঞানার্ণবে—

"ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্বমাদনৌ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে।
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাং মন্ত্রা মেরুসমুদ্ভবাঃ॥
সকলা ভুবনেশানী কামেশী বীজমুক্তৃতং।
অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বরাননে॥
শক্ত্যন্তস্তূর্য্যবর্ণোঽয়ং কলমধ্যে সুলোচনে।
বাগ্ভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামরাজমথোচ্যতে॥" (তন্ত্রসার)

তন্ত্রসারে এই বিদ্যার সংক্ষেপ পূজা ও বিশেষ পূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অসমর্থ ব্যক্তি সংক্ষেপে এবং সমর্থ ব্যক্তি বিশেষ পূজা অনুসারে পূজা করিবে। এই দেবীর ধ্যান—

"ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাং।
জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাং॥
পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাং।
স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাং॥
কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাং।
প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাং॥
কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দুকুটিলললাটমৃদুপট্টিকাম্।
পিনাকিধনুকাকারভ্রূলতাং পরমেশ্বরীম্॥
আনন্দমুদিতোল্লাসলীলান্দোলিতলোচনাম্।
স্ফুরন্ময়ূখসঙ্কাশবিলসদ্ধেমকুণ্ডলাম্॥
সুগণ্ডমণ্ডলাভোগজিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাম্।
বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মাণসূত্রসুস্পষ্টনাসিকাং॥
তাম্রবিদ্রুমবিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাং।
স্মিতমাধুর্য্যবিজিতমাধুর্য্যরসসাগরাং॥
অনৌপম্যগুণোপেতচিবুকোদ্দেশশোভিতাং।
কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণালললিতৈর্ভুজৈঃ।
রক্তোৎপলদলাকারসুকুমারকরাম্বুজাং॥
রক্তাম্বুজনখজ্যোতির্বিতানিতনভস্তলাং।
মুক্তাহারলতোপেতসমুন্নতপয়োধরাম্॥
ত্রিবলীবলয়াযুক্তমধ্যদেশসুশোভিতাং।
লাবণ্যসরিদাবর্ত্তাকারনাভিবিভূষিতাম্॥
অনর্ঘ্যরত্নঘটিতকাঞ্চীযুতনিতম্বিনীং।
নিতম্ববিম্বদ্বিরদরোমরাজিবরাঙ্কুশাং॥
কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীং।
লাবণ্যকুসুমাকারজানুমণ্ডলবন্ধুরাং॥
লাবণ্যকদলীতুল্যজঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাং।
গূঢ়গুল্ফপদদ্বন্দ্বপ্রপদাজিতকচ্ছপাং॥
তনুদীর্ঘাঙ্গুলিস্বচ্ছনখরাজিবিরাজিতাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজাম্॥
শীতাংশুশতসঙ্কাশকান্তিসন্তানহাসিনীং।
লোহিতজিতসিন্দূরজবাদাড়িমরূপিণীং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাং।
রক্তপদ্মনিবিষ্টাস্ত রক্তাভরণভূষিতাং॥
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাস্ত পঞ্চবাণধনুর্ধরাং।
কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাং॥
মহামৃগমদোদ্দামকুঙ্কুমারুণবিগ্রহাং।
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং

জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীং।
জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীং॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীং।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাং॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানে শ্রীবিদ্যার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারে এই দেবীর পূজাপদ্ধতি লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে তাহা লিখিত হইল না।

শ্রীবিল্লিপুত্তূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৭১ বর্গমাইল, এই উপবিভাগে ৪টী নগর ও ১০১টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে দেবদানম্, এদিরকোট্টই, কম্মালঙ্কুলম্, কীড়-রাজকুল-রাম-গ্রামম্, কোল্লকোণ্ডান, কোলঙ্কুলম্, মদবার্ব্বিলাকম্, মীর-নেরী, নড়ুকুড়ী, পুড়ুপ্পালৈয়ম্, রাজাপালৈয়ম্, সম্মন্দপুরম্, শেত্তূর, শোড়াপুরম্, ও বেঙ্গনল্লূর নামক স্থানে প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে ছয়টী থানা, ১টী দেওয়ানী ও ৩টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচারসদর। পালমকোট্টি হইতে ৫৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। উহার স্থাপত্য-শিল্পনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক। ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তির রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে প্রতিবৎসর একটী মেলা হয়। নগরের দক্ষিণে যে পথে রথ যায়, ঐ পথের ধারে শেকৃমৈ নামে একটী সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত দেখা যায়। প্রবাদ, মদুরার রাজা তিরুমল নায়ক (১৬২৩-১৬৫৯ খৃঃ) উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মদুরা যাইবার পথে চতুর্থ ও দ্বাদশ মাইল জ্ঞাপক প্রস্তরখণ্ডের সন্নিকটে ঐরূপ আরও দুইটী মণ্ডপ আছে। ঐ পথের ধারে মধ্যে মধ্যে রাজা তিরুমল স্থাপিত কতকগুলি নহবৎ-খানা দেখা যায়। এখানে আর একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উক্ত বিষ্ণু ও শিবমন্দির সুন্দর গোপুর-শোভিত এবং তাহাতে কতকগুলি শিলাফলক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। স্থানীয় কৃষ্ণস্বামীর মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও তদ্‌গাত্রস্থ শিলালিপি প্রমাণে উহাকে অধিক অপ্রাচীন বলা যায় না।

এখানকার নায়করাজগণের প্রাসাদ এক্ষণে কাছারী বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। স্থানটী বাণিজ্য প্রধান।

শ্রীবীজ (পুং) তালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্রীবৃক্ষ (পুং) শ্রীপ্রদঃ শ্রীপ্রিয়ো বা বৃক্ষঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ১ অশ্বত্থ বৃক্ষ। (হেম) ২ বিল্ববৃক্ষ। শারদীয়া দুর্গা পূজাকালে শ্রীবৃক্ষে ভগবতী দুর্গার বোধন করিয়া দুর্গাপূজা করিতে হয়।

"ইষে মাস্তসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥" (তিথিতত্ত্ব)

৩ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল স্থিত শুভাবর্ত্ত বিশেষ।

"বক্ষঃ শ্রীবৃক্ষকান্তং মধুকরনিকরশ্যামলং শার্ঙ্গপাণেঃ।
সংসারাধ্বশ্রমার্ত্তৈরুপবনমিব যৎ সেবিতং তৎ প্রপদ্যে।"
(বিষ্ণুপাদাদিকেশান্তবর্ণনস্তোত্র ২৮)

৪ হৃদাবর্ত্ত। (মাঘটীকায় মল্লিনাথ ৫।৫৬)

শ্রীবৃক্ষক (পুং) শ্রীবৃক্ষ এব স্বার্থে কন্। ১ অশ্বের হৃদাবর্ত্ত। ২ শ্রীবৃক্ষ শব্দার্থ।

শ্রীবৃক্ষকিন্ (ত্রি) শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত অশ্ব।

শ্রীবৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ বোধিবৃক্ষ দেবতাভেদ। (ললিতবিস্তর) ২ ভাগ্য বা সম্পদ্ বৃদ্ধি।

শ্রীবেষ্ট (পুং) শ্রিয়ঃ সরলবৃক্ষস্য বেষ্টঃ নির্য্যাসঃ। সরল বৃক্ষের নির্য্যাস, তার্পিন্। পর্য্যায়—বৃক্ষধূপ, চিতাগন্ধ, রসায়ক, শ্রীবাস, শ্রীরস, বেষ্ট, লক্ষ্মীবেষ্ট, বেষ্টক, বেষ্টসার, রসাবেষ্ট, ক্ষীরশীর্ষ, সুধূপক, ধূপাঙ্গ, তিলপর্ণ ও সরলাঙ্গ। গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক, যোনিদোষ, অজীর্ণ, ব্রণঘ্ন ও আধ্মাননাশক। (রাজনি°)

শ্রীবৈকুণ্ঠম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার তেঙ্করই তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। তিন্নেবল্লী হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৮° ৩৮´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৭´ ২০´´ পূঃ। এখানে প্রায় ৩ শত বর্ষাধিক প্রাচীন ১০টী মন্দির আছে, তন্মধ্যে স্থানীয় বিষ্ণুমন্দির ও কৈলাসনাথ-মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও স্থাপত্যশিল্পপূর্ণ। নগরপার্শ্বস্থ আদিচ্ছনল্লূর নামক গণ্ডশৈলে কতকগুলি জৈনমূর্ত্তি ও প্রাচীন কবরনিহিত পাত্রাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে কোট-বেল্লাল নামে এক নিম্নশ্রেণীর শূদ্র জাতির বাস আছে। উহাদের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ নূতন। উহারা যে দুর্গে বাস করে, তাহার মধ্য হইতে কখনও কোন কারণে বাহির হইতে চায় না। ইহাদের নিকট রাজদত্ত শাসন আছে।

উক্ত তাম্রপর্ণী নদীর উপরিস্থ আনিকটও শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামে অভিহিত।

শ্রীবৈষ্ণব (পুং) বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভেদ। [শ্রীসম্প্রদায় দেখ।]

শ্রীব্যাঘ্রমুখ, চাপবংশীয় একজন রাজা। ইঁহার রাজ্যকালে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।

শ্রীশ (পুং) শ্রিয়া ঈশঃ। বিষ্ণু।

"শ্রীশোহধিশেতেঽহিমধিষ্ঠিতোঽব্ধি-
মধ্যাস্ত ঘোষং মথুরামনুয়া।" (মুগ্ধবোধ)

২ শ্রীরাম। (শব্দরত্না°)

শ্রীশান্ত, একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

শ্রীশাল্মলীভাণ্ড (ক্লী) তীর্থভেদ।

শ্রীশুক (ক্লী) তীর্থভেদ।

শ্রীশুক, জাতকালঙ্কারকর্ম্ম প্রণেতা।

শ্রীশৈল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলাস্থ একটী প্রাচীন তীর্থ। (ভাগবত ৫।১৯।১৬) তুঙ্গভদ্রানদীতটে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জ্জুন নামক অনাদিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানকার দেবালয়াদি এবং নদীতীরস্থ সোপানশ্রেণীর শোভা পরম প্রীতিপদ। স্কন্দপুরাণের শ্রীশৈলখণ্ডে এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

শ্রীশৈলতাতাচার্য্য, তাৎপর্য্যসংগ্রহ নামক বেদান্ত এবং বচনসারসংগ্রহ নামক দীধিতিরচয়িতা।

শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, দেবীশতক, শিবকুসুমাঞ্জলী, শুদ্ধিস্মৃতি, সপ্তশতী-কাব্য ও সূর্য্যশতক নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন।

শ্রীষেণ, ১ রোমকসিদ্ধান্তপ্রণেতা। ব্রহ্মগুপ্ত ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৩।১৮৮)

শ্রীসংগ্রাম (পুং) কাশ্মীরস্থ একটী সুপ্রসিদ্ধ মঠ। (রাজতর°)

শ্রীসংজ্ঞ (পুং) শ্রিয়ঃ সংজ্ঞা যস্ত। লবঙ্গ। (অমর)

শ্রীসম্প্রদায়, শ্রীরামানুজমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ শ্রীসম্প্রদায় বা শ্রীবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী হইতে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত, এই নিমিত্ত ইঁহারা শ্রীবৈষ্ণব নামে খ্যাত। যথা,—

"রামানুজাং শ্রীঃ স্বীচক্রে নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রং মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ॥"

পূর্ব্বে বৈষ্ণবশব্দে উল্লিখিত হইয়াছে, রামানুজ-মতাবলম্বিগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে পরব্রহ্ম নিত্য, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, বিভু, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি। উক্ত মতে পরব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারী কারণ। তিনিই বেদে ও উপনিষদে সৎ, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ, বিষ্ণু, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে চিৎ ও অচিৎ পরব্রহ্মের শরীররূপে অভিহিত হয়; এইজন্য পরব্রহ্মকে শরীরী কহে। চিৎ বলিতে জ্ঞান ও অচিৎ বলিতে কাল, মূল-প্রকৃতি, ও শুদ্ধ-সত্ত্ব বুঝায়। মূল-প্রকৃতির অপর নাম প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত ও মায়া; উহা দ্বারা কখন কখন তমঃ, অক্ষর ও ব্রহ্মকে বুঝায়। অদ্বৈত অর্থে এক ভিন্ন অপর নাই, বিশিষ্ট অর্থে বিশেষণ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ শরীরী রূপে ব্যাপ্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতের অর্থ এক সত্য দ্বিতীয় নাই। যিনি চিৎ ও অচিতের সহিত শরীরী রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই পরব্রহ্ম।

শ্রীবৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির পূজা করেন, ঈশ্বর মন্দিরে প্রায় যান না, এমন কি মহাদেবের পূজাও করেন না। এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা নিরামিষভোজী।

রামানুজের জীবদ্দশায় তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি আপন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য ৭০ জন বিদ্বান্ শিষ্যকে আচার্য্য পুরুষ বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা সকলেই গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আচার্য্য উপাধিধারী ও শ্রীবৈষ্ণবদিগের গুরু।

উক্ত আচার্য্যপুরুষগণের কতিপয় বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া গেল—

পুণ্ডরীকর—ইনি মহাপূর্ণ আচার্য্যের পুত্র ছিলেন, রামানুজাচার্য্য ইঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইহার তামিল নাম পেরিরুনম্বি। ইঁহাদিগের বংশধরগণ এখন তিন্নেবল্লী জেলায় বাস করিতেছেন।

সুন্দর তোলুড়ৈয়ান্—ইহার পিতা তিরুমলয়ৈয়ানের নিকট রামানুজাচার্য্য দ্রাবিড় বেদান্ত শিক্ষা করেন। ইহার বংশীয়েরা মদুরা হইতে দশ মাইল দূরে আলঘর তিরুমলৈ নামক স্থানের দেবালয়ের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত। তাঁহাদের শিখা পুরশ্চূড় অর্থাৎ তাঁহারা মস্তকের সামনের দিকে শিখা রাখিয়া থাকেন।

পোমঠস্তাম্বান—ইঁহার পিতা পেরিয় তিরুমলৈনম্বি রামানুজাচার্য্যের মাতুল ছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা তিরুমালৈ নামে অভিহিত। তিরুমালৈগণ দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত; একের নাম বড়গলৈ (অর্থাৎ সংস্কৃত বেদাধ্যায়ী।) অপরের নাম তেঙ্গলৈ (অর্থাৎ দ্রাবিড় দিব্য প্রবন্ধ গ্রন্থাধ্যায়ী।) দক্ষিণ দেশের প্রায় সকল জেলাতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। [বড়গল ও তেঙ্গল দেখ।]

ভট্টর—ইহার পিতার নাম কুরেশ ওরফে কুরুত্তাল্লান, ইহার শাখা শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছেন।

কণ্ডাড়ৈয়াণ্ডান্—ইনি রামানুজাচার্য্যের মাতুলকন্যার পুত্র, দাশরথি ওরফে মুদলিয়াণ্ডানের সন্তান ছিলেন। এই বংশীয়েরা কণ্ডলৈ নামে অভিহিত। এই বংশে অন্নন ও অপ্পন নামক দুই সহোদর আপনাপন বিদ্যা ও প্রতিভাবলে প্রথিতনামা হইয়াছিলেন, ইঁহারা মনবালম্বা মুনির প্রতিষ্ঠিত অষ্টদিগ্‌গজের অন্যতম বলিয়া পরিগৃহীত হন। ইহাদের বংশধরেরা এখন শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছেন।

নডু বিলাম্বান্—ইঁহার বংশধরেরা আনিয়ুর নামে অভিহিত হইলেও অন্নন নামক কোন এক পণ্ডিত পরবস্তু পট্টপ্পিরান নামক গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায়, ওয়ারিশ অন্নন গার্গগোত্র পরবস্তু নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা কাঞ্চীপুরে বাস করিতে-

ছেন। এইবংশের আর এক শাখা পিল্ললোকম্ নামে অভিহিত।

গোমঠত্তাস্থান্—ইহার বংশ গোমঠম্ নামে অভিহিত।

নড়া দূরাল্লান্—ইহার বংশধরেরা নড়দুর নামে অভিহিত, কুম্ভকোনমে তাঁহারা বাস করিতেছেন।

ঐঙ্গলাল্লান্—ইহার অপর নাম বিষ্ণুচিত্ত। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈত মতে বিষ্ণুপুরাণের টীকা করিয়াছিলেন। ইহার বংশধরেরা পুরশ্চূড়া ধারণ করিয়া থাকেন।

আনন্দাল্লান্—ইহার বংশীয়েরা আনন্দাম্বিল্লৈ নামে অভিহিত হইয়া কাঞ্চীপুর, মহিস্থর ও তঞ্জাবুরে বাস করিতেছেন।

শেট্টলুর শিরিয়াল্লান্—ইঁহার বংশীয়েরা শেট্টালুর নামে অভিহিত।

অরণ পুরস্তাল্লান্—ইনি ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব সামবেদী ব্রাহ্মণ, ইঁহার বংশীয়েরা পওথী পরবস্তু নামে অভিহিত। এই বংশে সুপ্রসিদ্ধ পট্টপ্পিরাম ওরফে গোবিন্দদাসর আপ্পন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও পূর্ব্বোক্ত অষ্টদিগ্‌গজের অন্যতম। বিশাখপত্তনের মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরবস্তু বেঙ্কট রঙ্গাচার্য্য আর্য্যবর গুরু এই বংশীয়।

ঐম্বার—ইহার বংশ ঐম্বার নামে অভিহিত হইয়া তঞ্জাবুরে বাস করিতেছেন।

কিড়াম্বিরাচ্চান—ইঁহার বংশীয়েরা কিড়াম্বি ওরফে ঘটাম্বু নামে অভিহিত।

ঈচ্চাম্বাড়িয়াচ্চান—এই বংশীয়েরা ঈচ্চাম্বাড়ি নামে অভিহিত এবং বড়গলৈ ও তেঙ্গলৈ সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

তিরুমালৈনল্লান্—ইঁহার বংশীয়েরা নল্লান চক্রবর্ত্তী নামে অভিহিত।

তিরুককুর-কৈপিরাম্বিল্লান্—ইনি সর্ব্বপ্রথমে রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য তদীয় শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন।

অসুরি-পেরুমাল—ইহার বংশ আসুরি নামে খ্যাত।

মুড়ম্বৈনম্বি—ইঁহার বংশ মুডম্বৈ নামে খ্যাত। এই বংশে অন্নান্ প্রতিবাদিভয়ঙ্কর নামে খ্যাত হয়েন ও অষ্ট-দিগ্‌গজের অন্যতম বলিয়া খ্যাত হন। অন্নার বংশীয়েরা প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া কাঞ্চীপুর, তঞ্জাবুর, মহিস্থর ইত্যাদি স্থানে বাস করিতেছেন।

বঙ্গি সুরত্তুনম্বি—ইঁহার বংশীয়েরা বঙ্গিপুরম্ নামে অভিহিত।

কুমাস্তরিল্লৈয়বল্লি ওরফে কালধম্বি—ইঁহার বংশীয়েরা কুমাস্তর অথবা ইলাবল্লি নামে অভিহিত।

কিড়াম্বি পেরুমাল্—ইঁহার বংশীয়েরা কিড়াম্বি নামে খ্যাত।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মৃত্যুর পর শ্রীবৈষ্ণবেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। একের নাম বড়গলৈ অপরের নাম তেঙ্গলৈ। [বড়গলৈ ও তেঙ্গলৈ শব্দ দেখ।]

প্রথমোক্ত সম্প্রদায়গণ বেদশাস্ত্র ও শ্রীভাষ্য মানিয়া চলে, ইহারা সাদা রঙ্গের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকধারী, তাহা ইংরেজী অক্ষর U মত ও তাহার মধ্যে কুঙ্কুমের ঊর্দ্ধরেখা বিদ্যমান। দ্বিতীয় সম্প্রদায় চারি হাজার সংখ্যক শ্লোকসমন্বিত দিব্যপ্রবন্ধ নামক তামিল গ্রন্থের মতে চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঊর্দ্ধ তিলক Y সদৃশ ও ভিতরে কুঙ্কুমের ঊর্দ্ধরেখা। এই উভয় সম্প্রদায় ৪ শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বিদ্যমান আছে।

বড়গলৈরা কহিয়া থাকেন, সৎকর্ম্ম করিলে ভগবানের প্রসাদ পাওয়া যায়। তেঙ্গলৈরা কহেন, মনুষ্য সৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের প্রসাদ পাইতে পারে না।

বড়গলৈরা কহেন, লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি ও বিভু, অতএব তিনি মুক্তি দিতে সমর্থ। তেঙ্গলৈরা তাহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি কেবল মুক্তি দিবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করিতে পারেন মাত্র। বড়গলৈরা কহেন, অজ্ঞাত পাপে ভগবান্ লক্ষ্য রাখেন না। তেঙ্গলৈরা কহেন, অজ্ঞাত পাপও তিনি ধরিয়া লয়েন, তবে মানব জাতির উপর তাঁহার স্নেহ আছে বলিয়াই তাহারা পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। বড়গলৈদের বিশ্বাস, নীচবর্ণের কোনও ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জন করিলেও তাহার নীচত্ব ঘুচে না। তেঙ্গলৈরা বলেন, জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান্ শূদ্র স্বধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বড়গলৈরা পিতৃপুরুষদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরোহিতের পদ ধোয়াইয়া পাদোদক গ্রহণ করেন, তেঙ্গলৈরা সেরূপ করেন না। বড়গলৈরা একাদশীতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান। তেঙ্গলৈরা একাদশীতে শ্রাদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র উপবাস করিয়া থাকেন। বড়গলৈদিগের বিধবারা মস্তক মুণ্ডন করেন, কিন্তু তেঙ্গলৈরা তাহা করেন না। বড়গলৈরা প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকেন ও মনে করেন স্নানে শরীরের পাপ দূর হয়। তেঙ্গলৈরা কহেন, স্নানে শরীর পরিষ্কার হয় মাত্র, স্নান করিলে শরীরের পাপ নষ্ট হইতে পারে না। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের এইরূপ নানাবিষয়ে মতবিরোধ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এমন কি কেহ কাহারও বাড়ীতে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদিও প্রচলিত নাই। [রামানুজ ও বৈষ্ণব শব্দ দেখ।]

শ্রীসম্ভূতা (স্ত্রী) কর্ম্মমাসের ষষ্ঠরাত্রি।

শ্রীসহোদর (পুং) শ্রিয়া সহোদরঃ সমুদ্রজাতত্বাৎ। চন্দ্র। চন্দ্র ও লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হন।

শ্রীসিংহ, চূড়াসমাবংশীয় একজন নরপতি।

শ্রীসুখ, আয়ুর্ব্বেদমহোদধি ও তদন্তর্গত শারীরক নামে দুইখানি বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা।

শ্রীসুখলত, আয়ুর্ব্বেদ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

শ্রীসূক্ত (ক্লী) মন্ত্রভেদ। দেবতাদিগের মহাস্নান কালে এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত পাঠদ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া থাকেন। শ্রীসূক্ত যথা—

"ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥
ওঁ তন্মে আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥
ওঁ অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রমোদিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপাহ্বয়ে শ্রীর্মে দেবি জুষতাম্॥
ওঁ কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।
পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥
ওঁ চন্দ্রপ্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টা মুদারাম্।
তাং পদ্মনেমিং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে॥
ওঁ আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্তি মায়া অন্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥
ওঁ উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতোঽসি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিং বৃদ্ধিং দধাতু মে॥
ওঁ ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভূতিঞ্চ সমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাণি নুদ মে গৃহাৎ॥
ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥
ওঁ মনসঃ কামমাহুতীং বাচঃ সত্যমসীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ॥
ওঁ কর্দ্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভবকর্দ্দমঃ।
শ্রিয়ং বাসময়ে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥
ওঁ আপাঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নীচদেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসময়ে কুলে॥
ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং হেমমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥
ওঁ তন্মে আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্॥
ওঁ আহ্বয়েঽহং শ্রিয়ং পদ্মে পঞ্চভিঃ কনকৈঃ পিবা।
যদীচ্ছেদ্বরদাং দেবীং শ্রিয়ং নিত্যং কুলে স্থিতাম্॥
ওঁ পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে।
তন্মাং ভজস্ব পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্॥
যঃ শুচিঃ প্রযতো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্।
শ্রিয়ঃ পঞ্চদশার্চ্চঞ্চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ॥
অশ্বদায়ী গোদায়ী ধনদায়ী মহাধনে।
ধনং মে জুষতাং দেবি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
ওঁ ধনং ধান্যং ধনং পুত্রং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
প্রজানাং মাতা ভবসি আয়ুষ্মন্তং করোতু মাম্॥
ওঁ চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিবর্ণাভাং মহালক্ষ্মীমুপাহ্বয়ে॥
ওঁ ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্য্যো ধনং বসুঃ।
ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতি র্ব্বরুণো ধনমশ্নুতে॥
ওঁ বর্ষন্তু তে বিভাবরি দিবো ভ্রশ্যন্তু বিদ্যুতঃ।
রোহন্তু সর্ব্ববীজানি উপব্রহ্ম দ্বিষোজহি॥
ওঁ বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা।
সোমং ধনস্য সোমিনো রয়িং দদাতু সোমিনঃ॥
ওঁ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো ন শুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীসূক্তং সততং জপেৎ॥
ওঁ পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে পদ্মালয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমনোঽনুকূলে তৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব॥
ওঁ শ্রীর্ব্বর্চ্চস্যমায়ুষ্যারোগমাবিদাং পবমানং মহীয়তে।
ধনং ধান্যং পশুং বহুপুত্রলাভং শতসম্বৎসরং দীর্ঘায়ুঃ॥
ওঁ শ্রিয় এবৈনং তৎশ্রিয়মাদধাতু সন্ততমৃচা।
বষট্ কৃত্যৈ সন্ততৈ সম্বন্ধীয়েত প্রজয়া পশুভির্য়ঃ বীরদ।
ওঁ যঃ শ্রীসূক্তং জপেন্নিত্যং তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ।
তং ন ত্যজতি পদ্মাক্ষী সদা বিষ্ণুমিব ধ্রুবম্॥"

এই শ্রীসূক্ত এককালে চারিবেদ হইতে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা অগ্নিপুরাণের নিয়োক্ত শ্লোকে দেখিতে পাই। যথা—

"শ্রীসূক্তং প্রতিবেদঞ্চ জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনম্।
হিরণ্যবর্ণা হরিণীমৃচঃ পঞ্চদশ শ্রিয়ঃ॥
রথেষ্বক্ষেষু বাজেতি চতস্রো যজুষি শ্রিয়ঃ।
শ্রাবয়ন্তীয়ং তথা সাম শ্রীসূক্তং সামবেদকে।
শ্রিয়ং ধাতর্ময়ি ধেহি প্রোক্তমাথর্ব্বণে তথা।
শ্রীসূক্তং যে জপেদ্ভক্ত্যা হুত্বা শ্রীস্তস্য বৈ ভবেৎ॥"

(অগ্নিপু° ২৬৩।১-৩)

শ্রীসূর্য্যপাহাড়, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। গোয়ালপাড়া নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রনদের বামকূলে অবস্থিত। একসময়ে প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরীর আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রহবেধ গণনা করিতেন, এই কারণ গ্রহরাজ সূর্য্যের নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে।

শ্রীস্থল (ক্লী) দাক্ষিণাত্যের মদুরা রাজধানীর সন্নিকটস্থ একটী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ ও মন্দির। স্কন্দপুরাণান্তর্গত শ্রীস্থলমাহাত্ম্যে এখানকার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে।

শ্রীস্রজ (ক্লী) শ্রীশ্চ স্রক্‌চ তয়োঃ সমাহারঃ (পা ৫।৪।১০৬)। শ্রী ও স্রকের একত্র সমাবেশ।

শ্রীস্বরূপ (পুং) শ্রীচৈতন্যের শিষ্যভেদ।

শ্রীস্বরূপিণী (স্ত্রী) রাধা। (পঞ্চরত্ন ৫।৫।৫৯)

শ্রীস্বামিন্, ১ কাশ্মীরস্থ রাজভেদ। (রাজতর° ৫।১৫৬) ২ ভট্টির পিতা। (ভট্টি ২২।৩৫)

শ্রীহট্ট, পূর্ব্ববঙ্গ আসামের অন্তর্গত একটী জিলা। ২৫° ১২´ এবং ২৩° ৫৮´ ৪২´´ উত্তর অক্ষরেখায় এবং ৯২° ৩৭´ ৪০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় খাসিয়াও জয়ন্তী পাহাড়, পূর্ব্বসীমায় কাছাড়, দক্ষিণসীমায় পার্ব্বত্যত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্য এবং বঙ্গের অন্তর্গত ত্রিপুরা জিলা, পশ্চিমসীমায় ময়মনসিংহ।

শ্রীহট্টের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাহাড়টীর উচ্চতা ১০০০ ফিট। এই জিলার কেন্দ্রে ইটাপাহাড়শ্রেণী বিদ্যমান। শ্রীহট্টের নদনদীর মধ্যে বরাক নদই প্রধান। এই নদটী কাছাড় হইতে আসিয়া শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীহট্টে ইহার দুই শাখা। ইহার প্রধান শাখার নাম সুর্ম্মা এবং অপর শাখার নাম কুশিয়ারা। এই দুই শাখা একত্র হইয়া মেঘনা নাম গ্রহণ করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। এই দুই নদীর জলপ্রবাহে শ্রীহট্টের বহুস্থানের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীহট্টে ধান্যের আবাদ অতি উত্তম। শ্রীহট্টে কয়লা পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কয়লার খনি আবিষ্কার হয় নাই। শ্রীহট্টের উত্তরপ্রান্তের পাহাড়ে যথেষ্ট কলিচূণ আছে। কিন্তু খাসিয়া পর্ব্বতেই ইহার অফুরন্ত খনি। শ্রীহট্টের অরণ্যে জারুল, নাগেশ্বর, শাল ও পিঠাকরা প্রভৃতি বহুল বড় বড় বৃক্ষ আছে। এই সকল বৃক্ষ দূরদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লাক্ষা, মোম ও মধু প্রভৃতিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কমলালেবুর জন্যও শ্রীহট্ট বিখ্যাত। শ্রীহট্টের আগর আতর আরব্য ও তুরস্কে রপ্তানী হইয়া থাকে। শ্রীহট্টে হাতী ধরার খেদা আছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট আসামের চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীন হয়। প্রাচীন সময়ে শ্রীহট্ট গড়, লাউড় ও জয়ন্তিয়া এই রাজ্যত্রয়ে বিভক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই তিন প্রদেশ বহুপূর্ব্বে অসভ্যজাতীয় লোকদের অধ্যুষিত ছিল। কিন্তু আদিশূরের পূর্ব্ব হইতেই যখন বঙ্গে ব্রাহ্মণসমাগম হয়, সেই সময় হইতেই শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণগণ যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

[বৈদিক দেখ।]

চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুসলমানেরা শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন। এই সময়ে আফগানরাজ সামসুদ্দীন্ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ফকির শাহজলাল মুসলমানসৈন্য লইয়া সর্ব্বপ্রথমে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। এই সময়ে গৌরগোবিন্দ নামে একজন হিন্দু শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন। কিন্তু শাহ জলালের প্রতাপে গৌরগোবিন্দকে পরাস্ত হইতে হয়। এখনও শাহ জলালের মসজিদ শ্রীহট্টে অতি প্রসিদ্ধ। এই সময়ে কেবল গড় নামক রাজ্যই মুসলমানদের শাসনাধীন হইয়াছিল। অকবরের সময় পর্য্যন্তও লাউড়ে হিন্দুশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। লাউড়ের হিন্দুরাজা গোবিন্দকে অকবর বাদশাহ দিল্লীতে লইয়া গিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার পৌত্র বাণিয়াচঙ্গে রাজধানী স্থাপন করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। এই সময়েও জয়ন্তী স্বাধীন ছিল। ঢাকার নবাবের অধীন আমিনগণ দ্বারা অতঃপর শ্রীহট্ট জিলার অনেক স্থান শাসিত হইত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখানে প্রথমে সীমান্তশাসননীতির প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে ভূমির কর অতি অল্প ছিল। মুসলমানদিগকে জায়গীর দিয়া সৈনিক ভাবে রাখা হইত। শ্রীহট্টের প্রান্তসীমায় অসভ্যলোকদের জন্য সর্ব্বদাই গোলযোগ ও অশান্তি ঘটিত। এই নিমিত্ত এই অঞ্চলে সৈন্য রাখার সবিশেষ প্রয়োজন হইত। জয়ন্তীরাজ্যে নরবলি হইত বলিয়া বৃটীশগবর্মেণ্টের ধারণা ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী বৃটীশপ্রজাকে ধরিয়া লইয়া জয়ন্তীয়ার অধিবাসীরা কালীর নিকট বলি দেয়। এই অছিলায় বৃটীশগবর্মেণ্ট জয়ন্তীরাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া স্বীয় শাসনাধীন করেন। রাজা ইন্দ্রসিংহকে বাৎসরিক ৬০০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত। তিনি ইহা লইয়া শান্তিভাবে শ্রীহট্টে বাস করিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা ইন্দ্রসিংহের মৃত্যু হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনামভূমির রাজস্ব লইয়া ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে গবর্মেণ্টের গোলযোগ চলে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। শ্রীহট্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আবার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অপেক্ষা কিশোরীভজনসম্প্রদায় অধিক।

শ্রীহট্টে যে সকল হিন্দুদেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে জয়ন্তীপুরের পাহাড়ে রূপনাথমন্দির, ফালজুর পরগণার ফালজুরমন্দিরের দেবতার নিকট কোনও সময়ে নাকি নরবলি দেওয়া হইত। এই পাপেই নাকি জয়ন্তী বৃটীশশাসনাধীন হয়। জয়ন্তীপুরের জয়ন্তেশ্বরীর মন্দির, এ ছাড়া ঢাকা-দক্ষিণে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মন্দির; ছাপঘাটে সিদ্ধেশ্বর, সপ্তগ্রামে নির্ম্মায়ী শিব ও বাসুদেবমন্দির প্রসিদ্ধ।

অধুনা বিমঙ্গল পরগণার আখড়াও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কৈবর্ত্তকুলের রামকৃষ্ণ গোঁসাই নামক একজন লোক ঐ আখড়া প্রতিষ্ঠা সহকারে এখানে এক প্রকার ফকিরীধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ আখড়ায় তাঁহার সমাধি আছে। বৃথা তুলসী ও গোময় স্পর্শ তাঁহার মতে নিষিদ্ধ, ঐ পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিতে নাই। তাঁহার শিষ্যগণ এখনও সেই বিধি মানিয়া চলিতেছে।

শ্রীহট্টে কুকি খাসিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীহট্টের হাজঙ্গজাতীয় লোকেরা পূর্ব্বে পাহাড়বাসী ছিল। মণিপুর, পার্ব্বত্যত্রিপুরা, খসিয়া ও জয়ন্তীপাহাড় হইতে অনেক লোক শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করিতেছে।

আউসধান্য, আমনধান্য, তিসি, সর্ষপ, তিল, পাট, মটর, খেসারী, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্য শ্রীহট্টে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীহট্টে যে সকল মণিপুরী বাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের স্ত্রীলোকেরা মণিপুরীখেস নামক একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত রুমাল, ও মশারীর কাপড় অতি উত্তম। মণিপুরী সূত্রধরেরা অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্টের শীতলপাটি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

শ্রীহর (ত্রি) ১ সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য্য) হরণকারী, সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রাধা।

শ্রীহরি (পুং) বিষ্ণু, নারায়ণ।

শ্রীহর্ষ, বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের এক শাখার আদিপুরুষ ও একজন সৎকবি। কথিত আছে মহারাজ আদিশূর বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান জন্য কনোজ হইতে ইঁহার পিতা মেধাতিথির সহিত ইঁহাকে স্বরাজ্যে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও ইহঁার বংশধর ধুরন্ধর বঙ্গীয় মুখটী বংশের আদিপুরুষ। [কুলীন শব্দ দেখ।]

২ নৈষধীয় বা নৈষধচরিত ও খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রণেতা এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি কনোজরাজ জয়চন্দ্রের আশ্রয়ে পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কবি সেই কৃতজ্ঞতা তাঁহার নৈষধচরিতের শেষে "তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ।" ইত্যাদি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষে কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ॥"

অর্থাৎ কবিকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীহীর তাঁহার পিতা ও মাতা মামল্লদেবী। সুপ্রসিদ্ধ জৈনকবি রাজশেখর ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বকৃত প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীধামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তথাকার অধীশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র শ্রীমন্মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে নৈষধীয় কাব্য প্রণয়ন করেন। রাজশেখরের গ্রন্থে জয়ন্তচন্দ্র পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং তিনি অনহিলবাড়পত্তনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্ত্তী। ডাঃ বুলার বলেন, উক্ত জয়ন্তচন্দ্রই রাষ্ট্রকূট-নৃপতি এবং ইনিই কনোজের রাঠোররাজ জয়চ্চন্দ্র বা জয়চাঁদ নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীহর্ষ এক অসাধারণ কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যালঙ্কার ও স্বভাববর্ণন অতীব মনোরম, দুঃখের বিষয় তাঁহার রচনায় আমরা অত্যুক্তি দোষ দেখিতে পাই। কাশ্মীরবাসী প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কাব্য প্রকাশরচয়িতা মম্মট ভট্ট তাঁহার মাতুল ছিলেন। প্রবাদ, বাল্যকালে মাতুলাশ্রমে থাকিয়াই তাঁহার কাব্যরচনা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি একটী শ্লোক রচনা করিয়াই পরক্ষণে তাহা সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এই সন্দিগ্ধচিত্ততা শ্রীহর্ষের মার্জ্জিত বুদ্ধির ফল; সুতরাং এভাবে কাব্যরচনা করিতে চেষ্টা করিলে বহুকালেও উহা সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। যাহাতে ভাগিনেয়ের এই ভাব বিদূরিত হয় অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি হইয়া নিরন্তর সংশোধনে বিরত হন, তাহার উপায় স্বরূপ মাতুল তাঁহাকে মাষকলায় ভোজন করিতে ব্যবস্থা দেন। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"অশেষশেমুষীমোষমাষমশ্নামি কেবলম্।"

গ্রন্থকার একদিকে যেমন কবিত্বপ্রতিভায় সংস্কৃত জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি সেইরূপ দার্শনিকতত্ত্বের উদ্ঘাটনে জগদ্বাসীকে নূতনভাবে পারমার্থিক পথান্বেষী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থখানি গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্রের মত খণ্ডন মাত্র।

উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার রচিত অর্ণববর্ণন, গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি, ছন্দঃপ্রশস্তি, নবসাহসাঙ্কচরিত, বিজয়প্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি ও স্থৈর্য্যবিচারণ নামক অপরাপর গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীহর্ষ, ১ জানকীগীতরচয়িতা। ২ শ্রীফলবর্দ্ধিনী নাম্নী নীলকণ্ঠী নামক জ্যোতিগ্রন্থের টীকা প্রণেতা। ৩ কান্তালীয়খণ্ডন, দ্বিরূপকোষ ও শ্লেষার্থপদসংগ্রহরচয়িতা। ৪ গীতগোবিন্দটীকাপ্রণেতা।

শ্রীহর্ষ, স্থাণীশ্বরের একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুনরপতি। কাদম্বরীপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষচরিতে ইঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং ইঁহার সভাসন্দর্শন করিয়া ইঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপালক

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধুবনপ্রশস্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা হর্ষবর্দ্ধন শৈব ছিলেন।

[হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য দেখ।]

শ্রীহর্ষদেব, কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনিও শ্রীহর্ষ কবি বলিয়া পরিচিত। ইহার পিতা কলশ দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎকর্ষ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। উৎকর্ষ রাজ্যাধিরোহণের কএক মাস পরে আত্মহত্যা করিলে তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীহর্ষ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন সৎ কবি ও বহুভাষাবিৎ ছিলেন, রাজতরঙ্গিণী হইতে আমরা তাহার আভাস পাই। (রাজতর° ৮তর°) রাজেন্দ্রকর্ণপুর ও অন্যোক্তিমুক্তালতাশতক-প্রণেতা শম্ভুকবি ইহঁার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীহর্ষদেব, নাগানন্দনাটক, প্রিয়দর্শিকানাটক ও রত্নাবলী-নাটিকা রচয়িতা। ইনিও একজন শ্রীহর্ষ কবি বলিয়া পরিচিত। সিন্ধুরাজপুত্র ধারাধিপতি ভোজদেব কৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে এবং মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ ধনঞ্জয়কৃত দশরূপগ্রন্থে নাগানন্দ ও রত্নাবলীর শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাক্‌পতি মুঞ্জ খৃষ্টীয় ৯৭৪-৯৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; ক্ষেমেন্দ্রকৃত কবিকণ্ঠাভরণেও ইহার উল্লেখ আছে। ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরপতি অনন্তরাজের সভায় (১১২৯-১১৬৪ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং রত্নাবলীরচয়িতা শ্রীহর্ষকবি তাঁহাদেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। কনোজরাজ মহেন্দ্রপাল ও মহীপালের (৯০৩-৯১৭ খৃঃ) সভাকবি রাজশেখর লিখিয়াছেন, ইহার সভায় কবি মাতঙ্গ ও দিবাকর বিরাজ করিতেন। রত্নাবলীর নান্দীমুখে শ্রীহর্ষরাজ হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নাগানন্দ-রচনাকালে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, রাজা শ্রীহর্ষ প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, শেষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হন। অনেকে ইহাকে ও সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনকে অভিন্ন মনে করেন। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ।]

শ্রীহর্ষদেব, একজন কামরূপপতি, ইনি গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার কন্যা রাজামতীকে নেপালের ঠাকুরীরাজ ২য় জয়দেব খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে বিবাহ করেন। রাজা শ্রীহর্ষ ভগদত্তবংশীয় ছিলেন।

শ্রীহস্তিনী (স্ত্রী) শ্রীযুক্তা হস্তিনীব। বৃক্ষবিশেষ। চলিত হাতিশুঁড়া, পর্য্যায়—ভূরুণ্ডী, নাগদন্তী। (জটাধর)

শ্রু ১ শ্রবণ। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ শৃণোতি। লঙ্ অশৃণাৎ। লিট্ সুশ্রাব। লুট্ শ্রোতা। লৃট্ শ্রোষ্যতি। লুঙ্ অশ্রৌষীৎ, অশ্রৌষ্টাং অশ্রৌষুঃ। কর্ম্মবাচ্য লট্ শ্রূয়তে। লুঙ্ অশ্রাবি। সন্ সুশ্রূষতে। যঙ্ শোশ্রূয়তে। যঙ্‌লুক্ শোশ্রবীতি শোশ্রোতি। ণিচ্ শ্রাবয়তি। লুঙ্ অশিশ্রবৎ। সন্ শিশ্রাবয়িষতি। প্রতি+সম্+শ্রু=প্রতিজ্ঞা। ২ অঙ্গীকরণ। বি+শ্রু=বিখ্যাত।

শ্রুৎ (ত্রি) শ্রোতা।

শ্রুত (ক্লী) শ্রূয়তে স্মেতি শ্রু-ক্ত। ১ শাস্ত্র।

"শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।"

(রঘু ২।১১)

২ শ্রবণগোচর। (পুং) ৩ কালিন্দীগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ১০।৬১।১৪) (ত্রি) ৪ অবধৃত। ৫ আকর্ণিত।

শ্রুতকক্ষ (পুং) আঙ্গীরসগোত্রীয় বৈদিকাচার্য্যভেদ।

(ঋক্ ৮।৮১।২৫)

শ্রুতকর্ম্মন্, ১ সহদেবের পুত্র। (ভাগ° ৯।২২।২৯) ২ অর্জ্জুনের পুত্র। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৩ সোমাপির পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)

শ্রুতকীর্ত্তি (স্ত্রী) শ্রুতা কীর্ত্তির্যস্যাঃ। ১ জনকভ্রাতা কুশধ্বজরাজকন্যা ও শত্রুঘ্নের পত্নী। (রামায়ণ বালকা° ৭৩ স°) (পুং) ২ দেবর্ষি। ৩ দ্রৌপদীগর্ভজাত অর্জ্জুনের পুত্র। (ভারত ১।৬৩।১২০) ৪ শূররাজের কন্যা, বসুদেবের ভগিনী ও ধৃষ্টকেতুর পত্নী। (ভাগ° ৯।২৪।২৯) (ত্রি) ৫ কীর্ত্তিযুক্ত। যাহার কীর্ত্তি শ্রুত হইয়াছে।

শ্রুতকীর্ত্তি, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতকেবলিন্ (পুং) জৈনসিদ্ধভেদ। [জৈন দেখ।]

শ্রুতঞ্জয় (পুং) ১ সেনজিতের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ) ২ সত্যায়ুর পুত্র। (ভাগ° ৯।১৫।১২)

শ্রুততস্ (অব্য°) শ্রুত-তসিল্। ১ শাস্ত্রতঃ, শাস্ত্র হইতে। ২ শ্রুতমাত্র।

শ্রুতত্ব (ক্লী) শ্রুতস্য ভাবঃ। শ্রুতের ভাব বা ধর্ম্ম। শ্রবণ।

শ্রুতদেব (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (ভাগবত ১০।৯০।৩৪)

শ্রুতদেবা, বী (স্ত্রী) ১ শূরের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। (ভাগ° ৯।২৪।২৯) শ্রুতস্য শাস্ত্রস্য দেবী। সরস্বতী। (হেম)

শ্রুতধর (ত্রি) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ শ্রুতস্য ধরঃ। শ্রুতমাত্র অর্থধারণকারী। যিনি শ্রুতমাত্রই শব্দার্থ ধারণ করিতে পারেন।

"এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্।
পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ॥"(ভাগ° ১০।৮৭।৪৫)

'শ্রুতধরঃ শ্রুতমর্থং মনসি ধারয়ন্' (স্বামী)

২ শাল্মলীদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। (ভাগ° ৫।২০।১১) ৩ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৪।২৪) ৪ একজন কবি। জয়দেব গীতগোবিন্দকাব্যে ইহঁার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতধর্ম্মন্ (পুং) উদাপুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩২।৯৮)

শ্রুতধারণ (ত্রি) ১ শ্রুতধর, শ্রুতমাত্রধারণাকারী। ২ ভগবানে মনঃসংযমনকারী। (ভাগবত ২।৭।৪৬)

শ্রুতধ্বজ (পুং) ভারতবর্ণিত একজন যোদ্ধা। (দ্রোণপর্ব্ব)

শ্রুতপাল, একজন বৈয়াকরণ। হেমচন্দ্রবিরচিত বৃহদ্বৃত্তি নামক গ্রন্থের স্বাসাধ্যায়ে ইঁহার উল্লেখ আছে।

শ্রুতবন্ধু (পুং) গৌপায়ন বা লৌপায়ন গোত্রসম্ভূত বৈদিক আচার্য্যভেদ। (ঋক্ ৫।২৪।৩)

শ্রুতরথ (পুং) সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রথযুক্ত।

"শ্রুতরথে প্রিয়রথে দধানাঃ" (ঋক্ ১।১২২।৭)

'শ্রুতরথে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধরথোপেতে' (সায়ণ)

শ্রুতর্য্য (পুং) ঋগ্বেদবর্ণিত ঋষিভেদ। (ঋক্ ১।১১২।৯)

শ্রুতর্বন্ (পুং) ঋষিভেদ। (হরিবংশ)

শ্রুতর্ষি (পুং) শ্রুতপ্রধান ঋষিঃ। ঋষিবিশেষ। সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিদিগকে শ্রুতর্ষি কহে। ঋষির মুখে শুনিয়া যাঁহারা বেদ শিখিয়াছেন। (ত্রিকা°)

"সংহিতা ঋক্‌যজুঃসাম্নাং সহিতাস্তৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ।
সামান্তাদ্বৈ কৃতাশ্চৈব দৃশ্রুস্তে দ্বাপরে ত্বিহ ॥" (মৎস্যপু° ১২০ অ°)

শ্রুতবৎ (ত্রি) শ্রুতং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। শ্রুতজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ। (মনু ৩।২৭)

শ্রুতবর্দ্ধন (পুং) একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক।

শ্রুতবর্ম্মন্ (পুং) বৌদ্ধভেদ। (অশোকাবদান)

শ্রুতবিদ্ (ত্রি) শ্রুতং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। শ্রুতবেত্তা, শাস্ত্রবেত্তা।

শ্রুতবিন্দা (স্ত্রী) কুশদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতনির্গত নদীবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।১৫)

শ্রুতবিস্মৃত (ত্রি) শ্রুত ও পরে বিস্মৃত (মন্ত্র)।

শ্রুতশর্ম্মন্ (ত্রি) ১ উদাপুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ বিদ্যাধর রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৩।১২)

শ্রুতশীল (পুং) শ্রুত ও শীল, শাস্ত্রজ্ঞান ও আচার বা স্বভাব।

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (মনু ৩।২৭)

শ্রুতশ্রবস্ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২২।৯)

শ্রুতশ্রবোঽনুজ (পুং) শ্রুতশ্রবসোঽনুজঃ। শনৈশ্চরগ্রহ। (হারাবলী)

শ্রুতশ্রী (পুং) দৈত্যভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

শ্রুতশ্রেণী (স্ত্রী) দ্রবন্তী বৃক্ষ। পাঠান্তর শ্রুতশ্রেণী।

শ্রুতসদ্ (ত্রি) বক্তৃতাগৃহ ও তত্রত্য শ্রোতৃমণ্ডলী।

শ্রুতসেন (ত্রি) প্রসিদ্ধ সেনাযুক্ত। (শুক্লযজুঃ ৬।৩৫)

'শ্রুতা প্রসিদ্ধা সেনা যস্য সঃ শ্রুতসেনঃ।' (মহীধর)

শ্রুতসেন (পুং) ১ নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) ২ দৈত্যভেদ। ৩ জনমেজয়ের ভ্রাতা। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৩) ৪ জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৫ পরীক্ষিতের পুত্র। ৬ সহদেবের পুত্রভেদ। ৭ বৃকোদরের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) ৮ শত্রুঘ্নের পুত্র। (ভারত ৯।১১।১৩) ৯ গোকর্ণ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৩৩।২৫)

শ্রুতসেনা (স্ত্রী) শ্রীকৃষ্ণের পত্নীভেদ। (হরিবংশ)

শ্রুতসোম (পুং) ভীমসেনের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শ্রুতাদান (ক্লী) শ্রুতস্য আদানং। ব্রহ্মবাদ। (হারাবলা)

শ্রুতানীক (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

শ্রুতান্ত (পুং) ভারতবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শ্রুতামঘ (ত্রি) ১ পরিচিত (ব্যক্তি)। ২ বন্ধু। (ঋক্ ৮।৮২।১)

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন (পুং) শ্রুতস্য শাস্ত্রস্য অধ্যয়নে সম্পন্নঃ যুক্তঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ।

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ ॥"
(ব্যবহারতত্ত্ব)

শ্রুতান্বিত (পুং) শ্রুতেন শাস্ত্রেণ অন্বিতঃ। শাস্ত্রজ্ঞ। (ভট্টি ৩।১)

শ্রুতার্থ (পুং) শ্রুতোঽর্থঃ। শাব্দবোধবিষয়ীভূতার্থ, শ্রবণমাত্রবোধ্য অর্থ, শুনিবামাত্র যে অর্থবোধ হয়।

"শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ।
প্রাপ্তস্য বোধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(ত্রি) শ্রুতো হর্থো যেন। ২ যৎকর্ত্তৃক অর্থ শ্রুত হইয়াছে, যিনি অর্থ শুনিয়াছেন।

শ্রুতায়ু (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। কুশের চতুর্দ্দশ পুরুষ। (মৎস্যপু° ১৩ অ°) বিদেহরাজভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।২৩)

শ্রুতায়ুধ (পুং) ভারতবর্ণিত একজন বীর। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শ্রুতাবতী (স্ত্রী) ভরদ্বাজের কন্যাভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শ্রুতি (স্ত্রী) শ্রূয়তেঽনয়েতি শ্রু (শ্রুযজিস্তুভ্যঃ করণে। পা ৩।৩।৯৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা করণে ক্তিন্। বেদ।

"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।" (মনু ২।১০)

বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি কহে।

যেস্থলে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ হয়, সেই স্থলে শ্রুতির প্রমাণই গ্রহণীয়।

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" (স্মৃতি)

বৈদিক ও তান্ত্রিকভেদে শ্রুতি দ্বিবিধা।

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্ত্তিতা।"
(মনুটীকায় কুল্লূকধৃত)

২ কর্ণ। (অমর) ৩ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যশব্দ ও তন্নিষ্ঠ শব্দত্বাদিগুণ।

"ঘ্রাণস্থ গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

শ্রু-ভাবে-ক্তিন্। ৪ শ্রৌতকর্ম্ম। (ভাগবত ৯।৫।১৬) ৫ বার্ত্তা। (মেদিনী)

'বা'বৃত্তা যৎ পরস্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা।" (রঘু ১।২৭)

৬ শ্রবণা নক্ষত্র। (শব্দরত্না°) ৭ কিংবদন্তী, পুরুষ পরম্পরাগত পবাদ। ৮ বাচক শব্দ। ৯ ষড়্জাস্তারম্ভিকা, চলিত শোরৎ, সূক্ষ্ম স্বরবিশেষ, স্বরের অবয়ব। যখন কোন গায়ক বা বাদক এক স্বর হইতে অন্যস্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করে,সেই উভয়সুরের মধ্যস্থলে যে অতি সূক্ষ্ম সুরাংশ গুলি অনুভূত হয়, তাহাকে শ্রুতি কহে। এই শ্রুতি ২২ প্রকার। যথা—নান্দী, চালনিকা, রসা, সুমুখী, চিত্রা, বিচিত্রা, ঘনা, মাতঙ্গী, সরসা, অমৃতা, মধুকরী, মৈত্রী, শিবা, মাধবী, বালা, শার্ঙ্গরবী, কলা, কলরবা, মালা, বিশালা, জয়া ও মাত্রা।

"নান্দী চালনিকা রসা চ সুমুখী চিত্রাবিচিত্রা ঘনা
মাতঙ্গী সরসামৃতা মধুকরী মৈত্রী শিবা মাধবী।
বালা শার্ঙ্গরবী কলা কলরবা মালা বিশালা জয়া।
মাত্রেতি শ্রুতয়ঃ পুরাণকবিভির্দ্বাবিংশতিঃ কীর্ত্তিতা॥"
(সঙ্গীতদামোদর)

শ্রুতিকট (পুং) শ্রুতি কটতীতি কট-অচ্। ১ প্রাঞ্চলোহ। ২ অহি। ৩ পাপশোধন, প্রায়শ্চিত্ত। (মেদিনী)

শ্রুতিকটু (পুং) শ্রুতৌ কটুঃ। ১ কঠোর শব্দ। ২ অলঙ্কারোক্ত দোষবিশেষ, দুঃশ্রাব্যতাদোষ। যে স্থলে পরুষবর্ণের প্রয়োগ হয়, সেইস্থলেই শ্রুতিকটুদোষ হয়। সাহিত্যদর্পণে এই দোষ দুঃশ্রব নামে অভিহিত হইয়াছে। উদাহরণ—

"বাচা মধুরয়া তন্বি স্মিতাপাঙ্গতরঙ্গয়া।
মনাগ্বদনমুত্তোল্য কার্ত্তার্থ্যং কুরু মাদৃশাম্॥" (কাব্যচন্দ্রিকা)

শ্রুতিকণ্ঠ (পুং) ১ নাগভেদ। ২ গ্রথিত লৌহ।

শ্রুতিকথিত (ত্রি) শ্রুতৌ কথিতঃ। শ্রুত্যুক্ত, বেদোক্ত।

শ্রুতিজীবিকা (স্ত্রী) শ্রুতিরেব জীবিকা যস্যাঃ। ধর্ম্মশাস্ত্র।

'স্মৃতিধর্ম্মসংহিতা চ সংহিতা শ্রুতিজীবিকা।' (শব্দরত্না°)

২ বেদজীবনোপায়, শ্রুতিই যাহাদের জীবিকা।

শ্রুতিতৎপর (ত্রি) শ্রুতৌ তৎপরঃ। ১ সকর্ণ। (জটাধর) ২ বেদাভ্যাসরত।

শ্রুতিতস্ (অব্য°) শ্রুতি পঞ্চম্যর্থে তসিল্। শ্রুতি হইতে বা শ্রুতিতে।

শ্রুতিতা (স্ত্রী) শ্রুতের্ভাবঃ তল্ টাপ্। শ্রুতির ভাব বা ধর্ম্ম, শ্রুতিত্ব।

শ্রুতিধর (ত্রি) শ্রুত্বা শ্রবণমাত্রেণ ধরতীতি ধৃ-অচ্। শ্রুতিমাত্রধারক, শ্রবণমাত্রেই অভ্যাসকারী, শ্লোকাদি যিনি শ্রবণমাত্রেই স্মরণ রাখিতে পারেন, তাহাকে শ্রুতিধর কহে। গরুড়পুরাণে শ্রুতিধর হইবার একটি ঔষধ লিখিত আছে, যথা—হস্তিকর্ণের মূল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া শতপলপরিমাণ দুগ্ধের সহিত ৭ দিন ভোজন করিতে হয়। ইহাতে সকল রোগ নাশ ও শ্রুতিধরত্ব লাভ হয়। মধু ও সর্পি ভোজনেও শ্রুতিধরত্ব লাভ হয়।*

শ্রুতিন্ (ত্রি) শ্রুতমনেন শ্রুত (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮) ইতি ইনি। শ্রবণকারী, যৎকর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে।

শ্রুতিপথ (পুং) শ্রুতিরেব পন্থাঃ। শ্রুতিমার্গ, বেদরূপপথ। ২ শ্রবণপথ।

শ্রুতিমৎ (ত্রি) শ্রুতি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। শ্রুতিবিশিষ্ট। শ্রুতিযুক্ত। ২ শ্রুতবৎ, শাস্ত্রজ্ঞ।

শ্রুতিমণ্ডল (ক্লী) কর্ণ।

শ্রুতিময় (ত্রি) শ্রুতি স্বরূপে ময়ট্। শ্রুতিস্বরূপ।

শ্রুতিমার্গ (পুং) শ্রুতের্ম্মার্গঃ। শ্রুতিরূপমার্গ, বেদরূপমার্গ, বেদপথ।

শ্রুতিমুখ (ত্রি) শ্রুতির্ম্মুখে যত্র। বেদ।

শ্রুতিমূল (ক্লী) কর্ণমূল।

শ্রুতিবর্জ্জিত (ত্রি) শ্রুত্যা বর্জ্জিতঃ। ১ বধির, শ্রুতিশক্তিহীন। (জটাধর) ২ বেদরহিত।

শ্রুতিবিবর (ক্লী) শ্রুত্যা বিবরং। কর্ণবিবর।

শ্রুতিবেধ (পুং) শ্রুতেঃ কর্ণস্য বেধো যত্র। কর্ণবেধ। জ্যোতিষমতে শুভদিন দেখিয়া কর্ণবেধ করিতে হয়। ঐ শুভদিন যথা—রিক্তা ভিন্ন তিথি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রবার, অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, পুষ্যা, শ্রবণা, অনুরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ও স্বাতিনক্ষত্র এবং বৃষ, তুলা, ধনু ও মীনলগ্ন, শুক্লপক্ষ, জন্মমাস, চৈত্র, পৌষ ও অগ্রহায়ণ ভিন্ন মাস, হরিশয়ন ভিন্নকাল, চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি হইলে ও কালশুদ্ধ থাকলে কর্ণবেধ প্রশস্ত।

---

* "হস্তিকর্ণস্য বৈ মূলং গৃহীত্বা চূর্ণয়েদ্ধর।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং চূর্ণং পলশতং শিব॥
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন বৃষধ্বজ।
নরং শ্রুতিধরং শূরং মৃগেন্দ্রগতিবিক্রমম্॥
পদ্মগৌরপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষা।
ষোড়শাব্দাকৃতিং বিপ্র সততং দুগ্ধভোজিতং॥
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং জন্মমাযুক্তরং ভবেৎ।
তজ্জগ্ধং মধুনা সার্দ্ধং দশবর্ষসহস্রিণং।
কুর্য্যান্নরং শ্রুতিধরং প্রমদাজনবল্লভং॥" (গরুড়পুরাণ ১৯১ অ°)

"নো জন্মেন্দুভমাসসূর্য্যারবিজক্ষ্মাজাহস্বপ্তাচ্যুতে
শস্তেহর্কে লঘুযুগ্মবিষ্ণুমৃদুভে স্বাত্যুত্তরাদিত্যভে।
সৌম্যেস্ত্র্যায়ত্রিকোণকন্টকগতৈঃ পাপৈস্ত্রিলাভারিগৈ-
রোজোহব্দে শ্রুতিবেধ ইত্যসিতভে লগ্নে তু কালে শুভে॥"(দীপিকা)

[কর্ণবেধ শব্দ দেখ।]

শ্রুতিশিরস্ (ক্লী) বেদশিরা।

শ্রুতিশীলবৎ (ত্রি) শ্রুতি-শীল-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। শ্রুতি ও শীলযুক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারবিশিষ্ট। (মনু ৩।২৭)

শ্রুতিসাগর (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর। (পঞ্চরত্ন ৪।৩।৫৫):

শ্রুতিস্ফোটা (স্ত্রী) শ্রুতিং স্ফোটয়তীতি স্ফুট-অচ্-টাপ্। কর্ণস্ফোটালতা, চলিত কানছিলালতা। (রাজনি°)

শ্রুতী (স্ত্রী) শ্রুতি। (মনু ১১।৩৩)

শ্রুৎকর্ণ (ত্রি) শ্রবণসমর্থ কর্ণযুক্ত।

"শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুক্তঃ।" (ঋক্ ১।৪৪।১৩ সায়ণ)

শ্রুত্য (ত্রি) শ্রবণীয়। "বাজং শ্রুত্যং যুবস্ব" (ঋক্ ৭।৫।৯)

'শ্রুত্যং শ্রবণীয়ং' (সায়ণ)

শ্রুত্যনুপ্রাস (পুং) অনুপ্রাস অলঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"উচ্চার্য্যত্বাৎ যদৈকত্র স্থানে তালুরদাদিকে।
সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনস্যৈব শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥"(সাহিত্যদ° ১০।৬৩৬)

শব্দসাম্য অর্থাৎ শব্দের সমতা হইলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়, এই অনুপ্রাস অনেক প্রকার। যে স্থলে অর্থাৎ তালব্য ও দন্ত্যাদি বর্ণের উচ্চার্য্যস্থানে একত্র উচ্চার্য্যহেতুক ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। একস্থান হইতে যে সকল ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয়, সেই সকল ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হইলে উক্ত অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ—

"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৩৬)

এইস্থলে 'জীবয়ন্তি' 'যাঃ' 'জয়িনী' এই জ ও যকার এই দুই শব্দের এক তালু হইতে উচ্চারণ হওয়ায় সাদৃশ্য হইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল।

"যয়া কয়াচিৎ শ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥" (কাব্যাদর্শ ১।৫২)

'কণ্ঠতাল্বাদ্যেকস্থানোচ্চার্য্যত্বেন ব্যঞ্জনানাং সাদৃশ্যং শ্রুত্যনুপ্রাসঃ' (টীকা)

কণ্ঠ তালু প্রভৃতি যে কোন উচ্চারণ দ্বারা ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হইলে এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার গৌড়দিগের শ্রুতি-সুখাবহহেতুক ইহার নাম শ্রুত্যনুপ্রাস হইয়াছে।

শ্রুধীয়ৎ (ত্রি) আপনার যশঃ বা অন্ন ইচ্ছাকারী।

"অপসেব জনাঞ্ছ্রুধীয়তঃ" (ঋক্ ৬।৬৭।৩)

'শ্রুধীয়তঃ শ্রুধিমন্নং যশো বা আত্মন ইচ্ছতঃ' (সায়ণ)

শ্রুধ্য (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৭।৩।৩৫)

শ্রুমৎ (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৫।৩।১১৮)

শ্রুব (পুং) শ্রু-ক। ১ যাগ। (জটাধর) (ক্লী) ২ স্রুব।

শ্রুবা (স্ত্রী) মূর্ব্বা। (রাজনি°)

শ্রুবাবৃক্ষ (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ। (রাজনি°)

শ্রুষ্, বৈদিক ধাতু। শ্রোষমাণার্থ। (ঋক্ ৩।৮।১০)

শ্রুষ্টি (স্ত্রী) যজমান, ক্ষিপ্রকর্ম্মানুষ্ঠাতা।

"মিত্রো বৃণীতে শ্রুষ্টিং" (ঋক্ ১।৬৭।১)

'শ্রুষ্টিং শ্রু-আশু অশ্নুতে কর্ম্মাণি ব্যাপ্নোতীতি শ্রুষ্টির্যজমানঃ, ক্ষিপ্রেণ কর্ম্মণামনুষ্ঠাতেত্যর্থঃ, তথাচ যাস্কঃ শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনামাশু অষ্টীতি নিপাতনাৎ এবংভূতং যজমানং বৃণীতে' (সায়ণ)

২ সকল স্থলে শ্রূয়মাণা সমৃদ্ধি।

"স্যাতে ইন্দ্রশ্রুষ্টি রশ্মি" (ঋক্ ১।১৭৬।১)

'শ্রুষ্টিঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণা সমৃদ্ধিঃ' (সায়ণ)

৩ ক্ষিপ্র। (নিঘণ্টু ৪।৩) ৪ ধন।

শ্রুষ্টিগু (পুং) কাণ্বগোত্রীয় ঋষিবিশেষ। ইঁহার বংশধরগণ শ্রৌষ্টিগব নামে খ্যাত।

শ্রুষ্টিমৎ (ত্রি) শ্রুষ্টি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ধনযুক্ত।

"কৃণু তং নোঽধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তং" (ঋক্ ১।৯৩।১২)

'শ্রুষ্টিমন্তং ধনযুক্তং' (সায়ণ)

শ্রুষ্টীবন্ (ত্রি) ফলদানভাগী।

"শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে" (ঋক্ ১।৪৫।২)

'শ্রুষ্টীবানঃ শ্রুষ্টিঃ ফলস্য দানং তদ্ভাজঃ, শ্রুষ্টিঃ প্রেরণার্থঃ ভাবে ক্তিচ্, শ্রুষ্টিং বনন্তি সম্ভজতে ইতি শ্রুষ্টীবানঃ, অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি বিচ্, ছান্দসং দীর্ঘত্বং' (সায়ণ)

শ্রূয়মাণ (ত্রি) শ্রু-শানচ্। যাহা শ্রবণ করা যায়।

শ্রেঢ়ী (স্ত্রী) অঙ্কবিশেষ। অঙ্কশাস্ত্রে গণনার প্রকারবিশেষ। (Progression) কতকগুলি রাশি যদি এরূপে বিন্যস্ত থাকে, যে প্রত্যেকই স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু বা লঘু হয়, তাহাকে শ্রেঢ়ী কহে। লীলাবতীতে এই অঙ্কের বিশেষ নিয়ম ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সূত্র—

"সৈকপদঘ্নপদার্দ্ধমথৈকাদ্যঙ্কযুতিঃ কিল সংকলিতাখ্যা।
সা দ্বিযুতেন পদেন বিনিঘ্নী স্যাৎ ত্রিহৃতা কিল সংকলিতৈক্যম্॥"

(লীলাবতী)

শ্রেণি (পুং স্ত্রী) শ্রয়তি শ্রীয়তে বা শ্রি (বহিশ্রিশ্রুযুদ্রিতি। উণ্ ৪।৫১) ইতি নি। ১ নিচ্ছিদ্রপঙ্ক্তি, চলিত সারি, দল। পর্য্যায়—পঙ্ক্তি, শ্রেণী, বিজোলী, বীথী, আলি, পালি, আবলি,

আলী, পালী, আবলী, বীথী, বীথিকা, রাজী, রাজি, রেখা, লেখা। (শব্দরত্না°) ২ সমানশিল্পিসংহতি, সমানব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ, যাহারা দল বাঁধিয়া এক কার্য্য করে। ৩ সেক-পাত্র। (বিশ্ব)

শ্রেণিক (পুং) মগধদেশীয় রাজবিশেষ। ইনি শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক, বিম্বিসার নামে প্রসিদ্ধ। শ্রেণি স্বার্থে-কন্। ২ শ্রেণি-শব্দার্থ। ৩ ছন্দোভেদ। ইহার ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ও ১১ লঘু এবং ২, ৪, ৬, ৮, ১০ গুরু।

শ্রেণিকৃত (ত্রি) শ্রেণিবদ্ধভাবে বিদ্যমান। লাইনবন্দী ভাবে রক্ষিত। "(বাণাঃ) ব্যরাজন্ত হংসাঃ শ্রেণিকৃতা ইব।" (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

শ্রেণিদৎ (ত্রি) স্তোত্র হইতে অভীষ্ট ফলসমূহপ্রদানকারী বা শত্রুদিগকে জ্বালাকারী।

"বর্দ্ধয়স্তি ভ্রাজতে শ্রেণিদন্" (ঋক্ ১০।২০।৩)

'শ্রেণিদন্ স্তোতৃভ্যো যষ্টৃভ্যোহভীষ্টফলসমূহপ্রদঃ শত্রুভ্যো জ্বালাপঙ্‌ক্তিপ্রদো বা' (সায়ণ)

শ্রেণিবদ্ধ (ত্রি) সারি দিয়া বান্ধন।

"রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাশ্চ তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি।" (ভারত সভাপর্ব্ব)

'তস্মা দাম্না বলীবর্দ্দা ইব আজ্ঞয়া বদ্ধাঃ' (নীলকণ্ঠ)

শ্রেণিমৎ (পুং) ১ সেনাপতি। ২ দলপতি। ৩ বণিগ্‌দলনেতা।

শ্রেণিশস্ (অব্য°) শ্রেণি-শস্। শ্রেণিরূপে, শ্রেণিবদ্ধভাবে।

শ্রেণীকৃত (ত্রি) শ্রেণিকৃত। শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত।

শ্রেণীধর্ম্ম (পুং) ব্যবসার নিয়মাদি। (মনু ৮।৪১)

"শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ বণিগাদিধর্ম্মান্ প্রতিনিয়তকুলব্যবস্থিতান্" (কুল্লূক)

শ্রেণীবদ্ধ (পুং) পূর্ব্বে যাহা শ্রেণিবদ্ধরূপে ছিল না, তাহা শ্রেণিরূপে বদ্ধ। (রঘু ১।৪১)

শ্রেণীভূত (ত্রি) শ্রেণি-ভূ-অভূত তদ্ভাবে চি-ক্ত। শ্রেণীবদ্ধ।

শ্রেণ্য (পুং) শ্রেণিকশব্দার্থে।

শ্রেতৃ (ত্রি) শ্রি-তৃচ্। ১ আশ্রয়গ্রহণকারী। ২ সেবাকারী।

শ্রেমন্ (পুং) প্রশস্য-ইমন্। শ্রেষ্ঠত্ব। জগদ্বন্দ্যত্ব। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।১৫)

শ্রেয় (ক্লী) সামভেদ।

শ্রেয়স্ (ক্লী) ইদমনয়োরতিশয়েন প্রশস্যং প্রশস্য ঈয়সুন্ (প্রশস্যস্য শ্রঃ। পা ৫।৩।৬০) ইতি ঈয়সুন্। ১ ধর্ম্ম। ২ মুক্তি। মনুতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—

"ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থা ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥" (মনু ২।২২৪)

'ধর্ম্মার্থকামাত্মকঃ পরস্পরাবিরুদ্ধস্ত্রিবর্গ এব পুরুষার্থতয়া শ্রেয় ইতি বিনিশ্চয়ঃ। এবঞ্চ বভুক্ষূন্ প্রত্যুপদেশো ন মুমুক্ষূন্। মুমুক্ষূণান্তু মোক্ষ এব শ্রেয়ঃ ইতি ষষ্ঠে বক্ষ্যতে" (কুল্লূক)

৩ শুভ, মঙ্গল, সৌভাগ্য, সুখ।

"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।" (রঘু ১।৭৯)

(ত্রি) ৪ শ্রেষ্ঠ। শুভযুক্ত।

শ্রেয়সী (স্ত্রী) শ্রেয়স্ উগিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হরীতকী। ২ পাঠা। ৩ করিপিপ্পলী। ৪ রাস্না। (বিশ্ব) ৫ শুভযুক্তা।

শ্রেয়ঃকেত (ত্রি) শ্রেষ্ঠ বিচারক। (অথর্ব্ব ৫।২০।১০)

শ্রেয়ঃপরিশ্রম (ত্রি) মুক্তির জন্য শ্রম বা কামনাকারী।

শ্রেয়স (ক্লী) অতিশয় মঙ্গল।

শ্রেয়স্কল্প (পুং) ১ শ্রেষ্ঠকল্প। ২ শুভকল্প। ৩ শুভ কিংবা শ্রেষ্ঠ সদৃশ।

শ্রেয়স্কর (ত্রি) শ্রেয়ঃ করোতীতি কৃ-ট। শুভকর, মঙ্গলজনক।

শ্রেয়স্কাম (পুং) শ্রেয়ঃ কামো যস্য। শুভকামী,মঙ্গলকামনাবিশিষ্ট।

"যামাহরাত্মনো হ্যর্দ্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি।"(ভাগ° ৩।১৪।১৯)

শ্রেয়স্কৃৎ (ত্রি) শ্রেয়স্করোতীতি কৃ-কিপ্ তুক্‌চ। শ্রেয়স্কর, শুভকর, মঙ্গলজনক। (ভাগবত ১।১৩।১৩)

শ্রেয়স্ত্ব (ক্লী) শ্রেয়সো ভাবঃ শ্রেয়স্ ত্ব। শ্রেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম। শ্রেষ্ঠত্ব। শুভত্ব।

"অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্তু শ্রেয়স্ত্বং ক্বেতি চেদ্ ভবেৎ॥" (মনু ১০।৬৬)

শ্রেয়াংস (পুং) বুদ্ধার্হদ্বিশেষ। [জৈন শব্দে জীবনী দেখ।]

শ্রেয়োময় (ত্রি) শ্রেয়স্ স্বরূপে ময়ট্। শ্রেয়ঃ স্বরূপ, মঙ্গলময়, শুভময়।

শ্রেষ্ঠ (ক্লী) অয়মেষামতিশয়েন প্রশস্যঃ প্রশস্য-ইষ্ঠন্ (প্রশস্য শ্রঃ। পা ৫।৩।৬০) ইতি শ্র। ১ গোদুগ্ধ। (ত্রিকা°)

(পুং) ২ কুবের। ৩ নৃপ। ৪ দ্বিজ। ৫ বিষ্ণু। (বিষ্ণু-সহস্রনাম) ৬ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪০) (ত্রি) ৭ প্রশস্ত, বর। পর্য্যায়—শ্রেয়স্, পুষ্কল, সত্তম, অতিশোভন, মুখ্য, বরেণ্য, প্রমুখ, অগ্র, অগ্রহর, উত্তম, প্রগ্রহ, অনুত্তম, অগ্রীয়, প্রবেক, অগ্র্য, অগ্রিয়, অনবর, অগ্রিম, প্রাগ্র, প্রাগ্রহর, প্রবর্হ। (জটাধর) ৮ বৃদ্ধ। ৯ জ্যেষ্ঠ। (শব্দরত্না°)

শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ (পুং) শ্রেষ্ঠং কাষ্ঠমস্য। ১ শাকবৃক্ষ। চলিত শেগুন গাছ। (রাজনি°)

শ্রেষ্ঠতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ (অতিশায়নে-তমবিষ্ঠনৌ। পা ১।৩।৫৫) ইতি তমপ্। সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকলের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম কহে।

শ্রেষ্ঠতর (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ-তরপ্। দুয়ের মধ্যে যিনি প্রধান।

শ্রেষ্ঠতস্ (অব্য°) শ্রেষ্ঠ-তসিল্। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে।

শ্রেষ্ঠতা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠস্য ভাবং তল্-টাপ্। শ্রেষ্ঠের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রধানতা, প্রাধান্য।

"উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্॥" (মনু ৪।২৪৫)

শ্রেষ্ঠপাল (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ। (তারনাথ)

শ্রেষ্ঠভাজ (ত্রি) শ্রেষ্ঠং ভজতে ভজ-ণ্বি। প্রধানভাগী।

শ্রেষ্ঠমল্লিকা (স্ত্রী) শতদলমল্লিকা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্রেষ্ঠলবণ (ক্লী) সৈন্ধব লবণ। (বৈদ্যকনি°)

শ্রেষ্ঠবর্চ্চস (ত্রি) শ্রেষ্ঠং বর্চ্চো যস্য। প্রশস্ততেজস্ক, প্রশস্ত তেজোযুক্ত। "তা হি শ্রেষ্ঠবর্চ্চসা রাজানা" (ঋক্ ৫।৬৫।২)

'শ্রেষ্ঠবর্চ্চসা প্রশস্ততেজস্কৌ' (সায়ণ)

শ্রেষ্ঠবাচ্ (ত্রি) শ্রেষ্ঠা বাক্ যস্য। ১ শ্রেষ্ঠ বাক্যযুক্ত, উত্তম বাক্যবিশিষ্ট। (রামায়ণ ২।৭৬।১)

শ্রেষ্ঠবৃক্ষ (পুং) ১ বরুণ বৃক্ষ। ২ কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্রেষ্ঠবেধিকা (স্ত্রী) কস্তুরী, মৃগনাভি। (বৈদ্যকনি°)

শ্রেষ্ঠব্রীহি (পুং) ষষ্টিক শালি, চলিত যেটেধান। (বৈদ্যকনি°)

শ্রেষ্ঠশাক (ক্লী) বরপোত শাক।

শ্রেষ্ঠশোচিস্ (ত্রি) প্রশস্ততম তেজোযুক্ত, অতি তেজস্বী।

'সুদীদিতিমগ্নিং শ্রেষ্ঠশোচিষং" (ঋক্ ৮।১৯।৪)

'শ্রেষ্ঠশোচিষং প্রশস্ততমতেজস্কমগ্নিং' (সায়ণ)

শ্রেষ্ঠসেন (পুং) কাশ্মীরস্থ রাজভেদ। (রাজতর° ৩।৯৭)

শ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ-টাপ্। স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্ম। (রাজনি°) ২ মেদা। ৩ ত্রিফলা। (বাভট চি° ১২ অ°) ৪ উত্তমা স্ত্রী।

শ্রেষ্ঠাম্বু (ক্লী) তণ্ডুলোদক, চালুনি জল। (বাভট উ° ৩৭অ°) ২ শ্রেষ্ঠ জল, উত্তম জল।

শ্রেষ্ঠাম্ল (ক্লী) শ্রেষ্ঠং অম্লং। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

শ্রেষ্ঠাশ্রম (পুং) শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমঃ। গৃহস্থাশ্রম, এই আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ অন্য আশ্রমীদিগকে পালন করেন, এই জন্য গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠাশ্রম।

শ্রেষ্ঠিন্ (পুং) শ্রেষ্ঠং ধনাদিকমস্ত্যস্যেতি ইনি। কুলোত্তম শিল্পী। বণিক্‌বিশেষ, শেঠী।

'কুলিকস্তু কুলী শ্রেষ্ঠী কুলশ্রেষ্ঠিনি শিল্পিনাম্।' (জটাধর)

শ্রৈ, ১ স্বেদ। ২ পচন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ শ্রয়তি। লিট্ শশ্রৌ। লুট্ শ্রাতা। বিধিলিঙ্ শ্রেয়াৎ। লুঙ্ অশ্রাসীৎ। ণিচ্ শ্রপতি।

শ্রেষ্ঠ্য (ক্লী) শ্রেষ্ঠ। (অথর্ব্ব ১।৯।৩)

শ্রোণ, সংঘাত, রাশীকরণ। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্রোণতি। লিট্ শুশ্রোণ। লুট্ শ্রোণিতা। লুঙ্ অশ্রোণাৎ। ণিচ্ শ্রোণয়তি। লুঙ্ অশুশ্রোণৎ।

শ্রোণ (পুং) শ্রোণতীতি শ্রুণ সংঘাতে অচ্ যদ্বা শৃণোতীতি শ্রু শ্রবণে বাহুলকাৎ ন। পঙ্গু। (অমর)

শ্রোণকোটিকর্ণ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

শ্রোণকোটিবিংশ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

শ্রোণা (স্ত্রী) শ্রোণ সংঘাতে অচ্-টাপ্। শ্রবণা নক্ষত্র।

"শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ।
সর্ব্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্মদক্ষিণম্॥" (ভাগ° ৮।১৮।৫)

২ কাঞ্জি। (ত্রি) ৩ পঙ্গু।

শ্রোণাপরান্ত (ক্লী) জনপদভেদ।

শ্রোণি (স্ত্রী) শ্রোণ সংঘাতে ইন্, যদ্বা শ্রু শ্রবণে যদ্বা (বহি শ্রি শ্রুষ্বিতি। উণ্ ৪।৫১) ইতি ণি। ১ কটিদেশ, নিতম্ব। (অমর) গর্ভস্থিত বালকের দুই মাসে নিতম্ব হয়। (সুখবোধ)

২ পথ। (শব্দরত্না°)

শ্রোণিকপাল (ক্লী) জঙ্ঘাস্থি। (ঐতরেয়ব্রা° ১।২২)

শ্রোণিকা (স্ত্রী) নিতম্ব। (পঞ্চরত্ন ২।৫।২৮)

শ্রোণিতস্ (অব্য°) কটি হইতে। (শুক্লযজুঃ ২১।৪৩)

শ্রোণিপ্রতোদিন্ (ত্রি) পশ্চাৎ হইতে পীড়নকারী। শ্রোণি-দেশে পীড়নকারী। (অথর্ব্ব ৮।৬।১৩)

শ্রোণিফল (ক্লী) শ্রোণিঃ ফলং ফলকমিব। কটিদেশ।

শ্রোণিফলক (ক্লী) শ্রোণিফল স্বার্থে কন্। কটিপার্শ্ব। পর্য্যায়—কট। ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন ;—'ফলকং চর্ম্ম, তদাকারত্বাৎ শ্রোণিঃ ফলকমিব শ্রোণিফলকং।' (ভরত)

শ্রোণিবিম্ব (ক্লী) কটিসূত্র। (ধনঞ্জয়)

শ্রোণিবেধ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শ্রোণিসূত্র (ক্লী) শ্রোণিস্থিতং সূত্রং। ১ খড়্গাবন্ধনসূত্র। হিন্দী পরতলা। ২ কটিবন্ধনসূত্র, চলিত ঘুন্সী।

শ্রোণী (স্ত্রী) শ্রোণি বা ঙীষ্। ১ কটি। ২ পথ। (দ্বিরূপকোষ)

শ্রোণীকা (স্ত্রী) নিতম্ব। (পঞ্চরত্ন ১।১০।৯০)

শ্রোণীফল (ক্লী) কটিদেশ।

শ্রোণ্য (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শ্রোতব্য (ত্রি) শ্রু-তব্য। শ্রবণীয়, শ্রবণযোগ্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (শ্রুতি)

শ্রোতস্ (ক্লী) শ্রু-অসুন্ তুট্ চ। ১ কর্ণ। ২ নদীবেগ। ৩ ইন্দ্রিয়।

'হৃষীকমক্ষং করণং শ্রোতঃ খং বিষয়ীন্দ্রিয়ম্।' (হেম)

শ্রোতুরাতি (ত্রি) সকল স্থলে শ্রূয়মাণ ধনশালী, যাহার ধনের বিষয় সকল স্থলে শুনা যায়। প্রসিদ্ধ ধনী।

"শ্রোতু নঃ শ্রোতুরাতিঃ সুশ্রোতুঃ" (ঋক্ ১।১২২।৬)

'শ্রোতুরাতিঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণ ধনঃ' (সায়ণ)

শ্রোতৃ (ত্রি) শৃণোতীতি শ্রু-তৃচ্। শ্রবণকর্ত্তা, যিনি শ্রবণ করেন।

"অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।" (হিতোপদেশ)

শ্রোত্র (ক্লী) শ্রূয়তেঽনেনেতি শ্রু (হু যা মা শ্রু ভসিভ্য স্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্। ১ কর্ণ। (অমর) শ্রোত্রিয়তা। (ত্রিকা°)

শ্রোত্রজ্ঞ (ত্রি) শ্রোত্র-জ্ঞা-ক। ১ শ্রবণপটু। ২ শ্রোত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ।

শ্রোত্রজ্ঞতা (স্ত্রী) শ্রোত্রজ্ঞস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোত্রজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম। শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণ।

"অন্তর্ধানং স্মৃতিঃ কান্তির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা।
নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩।২০২)

শ্রোত্রতস্ (অব্য°) শ্রোত্র-তসিল্। শ্রোত্র হইতে, শ্রোত্রবিষয়ে।

শ্রোত্রতা (স্ত্রী) শ্রোত্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোত্রের ভাব বা ধর্ম্ম, শ্রোত্রের কার্য্য, শ্রবণ।

শ্রোত্রনেত্রময় (ত্রি) শ্রোত্রনেত্র-স্বরূপে ময়ট্। শ্রোত্র ও নেত্রস্বরূপ।

শ্রোত্রপতি (পুং) শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধিপতি। (তৈত্তিরীয় উপ° ১।৬।২)

শ্রোত্রপদবী (স্ত্রী) শ্রোত্রস্য পদবী পন্থাঃ। শ্রোত্রপথ।

শ্রোত্রপা (ত্রি) শ্রোত্রং পাতি রক্ষতি পা-কিপ্। শ্রোত্ররক্ষক, শ্রোত্রেন্দ্রিয়রক্ষক (গ্রহবিশেষ)।

"প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুষ্পাঃ শ্রোত্রপাশ্চ মে।" (শুক্লযজু° ২০।৩৪)

'শ্রোত্রপাশ্চাসি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং পাতি' (বেদদীপ)

শ্রোত্রপালি (পুং) কর্ণপালি।

শ্রোত্রপটু (পুং) শ্রোত্রে শ্রবণবিষয়ে পটুঃ। শ্রবণশক্তিপটু, শ্রবণপটু, শ্রবণকুশল।

শ্রোত্রপেয় (ত্রি) সম্মানের সহিত শ্রুত হওয়া।

শ্রোত্রভিদ্ (ত্রি) কর্ণভেদকারী।

শ্রোত্রভৃৎ (স্ত্রী) ইষ্টকাযাগভেদ। (শতপথব্রা° ৮।১।১।৬)

শ্রোত্রময় (ত্রি) শ্রোত্র-স্বরূপে-ময়ট্। শ্রোত্রস্বরূপ।

শ্রোত্রমার্গ (পুং) শ্রোত্রস্য মার্গঃ। শ্রবণমার্গ, শ্রবণপথ।

শ্রোত্রমূল (ক্লী) শ্রোত্রস্য মূলং। শ্রবণমূল, কর্ণমূল।

শ্রোত্রবৎ (ত্রি) শ্রোত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। শ্রোত্রবিশিষ্ট, শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ৩০।৩।৩৪)

শ্রোত্রবাদিন্ (ত্রি) ১ ইচ্ছুক। ২ প্রশস্তমনা। (হরিবংশ)

শ্রোত্রস্বিন্ (ত্রি) শ্রোত্রসম্পন্ন। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।১২।৫।১৩)

শ্রোত্রহীন (ত্রি) শ্রোত্রেণ হীনঃ। শ্রোত্ররহিত, শ্রবণশক্তিহীন, শ্রবণশক্তিরহিত।

শ্রোত্রিয় (পুং) ছন্দোঽধীতে ইতি ছন্দস্ (শ্রোত্রিয়ংশ্ছন্দোঽধীতে। পা ৫।২।৮৪) ইতি ঘন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণ।

ভরত শ্রোত্রিয় শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, 'শ্রূয়তে ধর্ম্মাধর্ম্মাবনেন ইতি শ্রোত্রো বেদঃ ত্রাস্নুসিতি ত্রঃ, শ্রোত্রং বেত্তি অধীতে বা শ্রোত্রিয়ঃ ঢঘেকাদিতি ইয়ঃ। ছন্দোঽধীতে ইত্যর্থে ইয়ে ছন্দঃশব্দস্য শ্রোত্রাদেশঃ' (ভরত)

যাহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জানা যায়, তাহাকে শ্রোত্র কহে। বেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় জানা যায়, এই জন্য বেদের নাম শ্রোত্র, এই বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন বা জানেন তিনি শ্রোত্রিয়। ইহার লক্ষণ—

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি ॥"

(পদ্মপু° উত্তরখ° ১১৬অ°)

জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ। পরে তাহার যথাবিধানে উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ। পরে গুরুগৃহে যথানিয়মে বেদাভ্যাস করিবার পর তিনি বিপ্র হন। জন্ম, সংস্কার ও বেদাভ্যাস এই তিন গুণ থাকিলে তাহাকে শ্রোত্রিয় কহে।

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥" (দানকমলাকর)

যে ব্রাহ্মণ ৬টী অঙ্গের সহিত সকল্প একটী শাখা ও ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাহাকে শ্রোত্রিয় কহে।

২ গৌড়বাসী যে সকল ব্রাহ্মণ কুলীন বলিয়া গণ্য নন, তাঁহারাই শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। শুদ্ধ, সাধ্য ও কষ্টভেদে শ্রোত্রিয় তিন প্রকার। [কুলীন শব্দ দেখ।]

শ্রোত্রিয়তা (স্ত্রী) শ্রোত্রিয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্রোত্রিয় ধর্ম্ম, পর্য্যায়—শ্রোত্র। (ত্রিকা°)

শ্রোত্রিয়ত্ব (ক্লী) শ্রোত্রিয় ভাবে ত্ব। শ্রোত্রিয়তা।

শ্রোত্রিয়সাৎ (অব্য°) শ্রোত্রিয় দেয়ার্থে চসাৎ। শ্রোত্রিয়কে দেয়, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়।

শ্রোত্রেন্দ্রিয় (ক্লী) শ্রবণেন্দ্রিয়। (সুশ্রুত ১।৩০।৯)

শ্রোমত (ক্লী) কীর্ত্তিমত্ত্ব। কীর্ত্তিমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

(ঋক্ ১।১৮২।৭)

শ্রৌত (ক্লী) শ্রুতৌ ভবং শ্রুতি-অণ্। অগ্নিত্রয়, তিন প্রকার অগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ।

'ত্রয়ো যে গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাগ্নয়ঃ।
ইদমগ্নিত্রিকং শ্রৌতং ত্রেতাগ্নিহোত্রমিত্যপি ॥' (জটাধর)

শ্রুতৌ ভবঃ শ্রুতি-অণ্। ২ শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মাদি। ধর্ম্ম দুই প্রকার শ্রৌত ও স্মার্ত্ত, বেদবিহিত যে সকল ধর্ম্ম তাহার নাম শ্রৌত; দান, অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞ এই সকল শ্রৌত এবং বর্ণাশ্রম, আচার, যমনিয়ম প্রভৃতি স্মার্ত্ত, অর্থাৎ স্মৃতিবিহিত।

এই দুই প্রকার ধর্ম্ম। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মই শ্রৌত নামে অভিহিত।

"ধর্ম্মজ্ঞৈর্বিহিতো ধর্ম্মঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো দ্বিধা দ্বিজৈঃ।
দানাগ্নিহোত্রসম্বন্ধমিজ্যা শ্রৌতস্য লক্ষণম্॥
স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাচারো যমৈশ্চ নিয়মৈর্য্ুতঃ।
পূর্ব্বেভ্যো বেদয়িত্বেহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্॥
ঋচো যজূংষি সামানি ব্রহ্মণোঽঙ্গানি সা শ্রুতিঃ।
মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বা তন্মনুরব্রবীৎ॥
ততঃ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
এবং বৈ দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে।
ইজ্যা বেদাত্মকঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ॥"
(মৎস্যপু° ১২০অ°)

শ্রৌতকর্ম্ম স্বয়ং করিতে হয়। এই কর্ম্ম করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে অপর দ্বারাও করা যাইতে পারে।

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারসম্মতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শ্রৌতঋষি (পুং) ঋষিভেদ, শ্রৌতর্ষি।

শ্রৌতকক্ষ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চ°ব্রা°৯।২।৭)

শ্রৌতর্বণ (ক্লী) সামভেদ।

শ্রৌতর্ষ (পুং) শ্রুতর্ষির গোত্রাপত্য, দেবভাগ নামক ঋষি। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।১০।৯।১১)

শ্রৌতশ্রব (পুং) শ্রুতশ্রবা অপত্যার্থে অণ্। শ্রুতশ্রবার অপত্য, শিশুপাল। (ভারত বনপ°)

শ্রৌতসূত্র (ক্লী) শ্রুতিসম্বন্ধীয় সূত্র। ইহা গৃহ্যসূত্র ও স্মৃতিসূত্র হইতে পৃথক্।

শ্রৌতি (পুং) শ্রুত ঋষির অপত্যাদি। ইহার বংশধরগণ শ্রৌতীয় বলিয়া আখ্যাত।

শ্রৌত্র (ক্লী) শ্রোত্রমেব প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ কর্ণ। শ্রোত্রিয়স্য ভাবঃ কর্ম্মবা (হায়নান্তযুবাদিভ্যো ঽণ্। পা৫।১।১৩০) ইত্যণ্, 'শ্রোত্রিয়স্য যলোপশ্চ বাচ্যায়' ইতি যলোপঃ। ২ শ্রোত্রিয়ের ভাব বা কর্ম্ম, শ্রোত্রিয় কর্ম্ম, পর্য্যায়—শ্রোত্রিয়তা। (শব্দরত্ন°) শ্রোত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্। ৩ শ্রৌত্রকর্ম্ম, শ্রোত্রাণাং সমূহঃ (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্। ৪ শ্রোত্রসমূহ।

শ্রৌত্রিয়ক (ক্লী) শ্রোত্রিয়স্য ভাবঃ কর্ম্মবা (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। শ্রোত্রিয়ের ভাব বা কর্ম্ম।

শ্রৌমত (পুং) শ্রুমতের গোত্রাপত্য।

শ্রৌমত্য (পুং) শ্রৌমত স্বার্থ ষ্যঞ্। শ্রুমতের অপত্য।

শ্রৌষট্ (অব্য°) দেবহবির্দান, দেবতাদিগের উদ্দেশে হবির্দ্দান করিতে হইলে এই মন্ত্রে দিতে হয়। (অমর) ২ শ্রবণ বা শ্রোতা।

"অস্তু শ্রৌষট্ পুরোঽগ্নিং ধিয়া দধ" (ঋক্ ১।১৩৯।১)

'অস্তু শ্রৌষট্ অস্যাঃ স্তুতেঃ শ্রবণং ভবতু শ্রোতা ভবতু বা'(সায়ণ)

শ্রৌষ্ট (ক্লী) সামভেদ।

শ্রৌষ্টী (ত্রি) ক্ষিপ্রগামী, শীঘ্রগামী।

"সত্যাং জুষণিঃ শ্রৌষ্টীবধুরং" (ঋক্ ৮।৪৮।২)

'শ্রৌষ্টী শ্রষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম, তৎসম্বন্ধী শ্রৌষ্টী ক্ষিপ্রগামী' (সায়ণ)

শ্রৌষ্টীগব (ক্লী) সামভেদ।

শ্রৌষ্টীয় (ক্লী) সামভেদ।

শ্র্যাহ্ব (ক্লী) শ্রিয় আহ্বা যস্য। পদ্ম।

শ্লক, সর্পণ, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শ্লকতে। লিট্ শশ্লকে। লুট্ শ্লকিতা। লুঙ্ অশ্লকিষ্ট। এই ধাতু ইদিৎ।

শ্লক্ষ্ণ (ত্রি) শ্লিষ-আলিঙ্গনে (শ্লিষেরচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ৩।১৯) ইতি ক্স্নঃ, অকারশ্চোপধায়াঃ। ১ অল্প। ২ সূক্ষ্ম, কৃশ। ৩ স্নিগ্ধ। ৪ চিক্কণ। ৫ মনোহর।

"অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনং।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥" (মনু ২।১৫৯)

শ্লক্ষ্ণক (ত্রি) শ্লক্ষ্ণমেব স্বার্থে কন্। ১ মনোহর। ২ শ্লক্ষ্ণশব্দার্থ। (ক্লী) ৩ পুগফল। (রাজনি°)

শ্লক্ষ্ণতা (স্ত্রী) শ্লক্ষ্ণস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শ্লক্ষ্ণত্ব, শ্লক্ষ্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্লক্ষ্ণত্বচ্ (পুং) শ্লক্ষ্ণা মনোহরা ত্বক্ যস্য। ১ অশ্মন্তকবৃক্ষ, চলিত আপটা। (রাজনি°) ২ সুন্দরবল্কল।

শ্লক্ষ্ন (ক্লী) মসৃণ।

শ্লগ, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্লগতি। লিট্ শশ্লঙ্গ। লুট্ শ্লঙ্গিতা। লুঙ্ অশ্লঙ্গীৎ। এই ধাতু ইদিৎ।

শ্লথ, ১ দৌর্ব্বল্য। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্লথয়তি। লুঙ্ অশিশ্লথৎ।

শ্লথ (ত্রি) শ্লথয়তীতি শ্লথ-অচ্। ১ শিথিল, অদৃঢ়, ঢিলা।

"শ্লথশিরসিজপাতভারাদিব
নিতরাং নতিমস্থিরাংশভাগৈঃ।" (মাঘ ৭।৮২)

২ দুর্ব্বল।

শ্লথত্ব (ক্লী) শ্লথস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্লথের ভাব বা ধর্ম্ম, শৈথিল্য, শিথিলতা।

শ্লনবাস (পুং) অর্হৎভেদ। (তারনাথ)

শ্লবণ (ত্রি) শ্রবণ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২১।১৪।১৬)

শ্লাক্ষ্ণভারিক (ত্রি) শ্লক্ষ্ণভারবহন বা হরণকারী।

শ্লাক্ষ্ণিক (ত্রি) ১ সুন্দররূপে পাঠকারী বা জাত। ২ শ্লক্ষ্ণবহনকারী। (পা ৫।১।৫০)

শ্লাথ, ব্যাপ্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্লাথতি।

লুট্ শ্লাখিতা। লুঙ্ অশ্লাথীৎ। ণিচ্ শ্লাথয়তি। লুঙ্ অশশ্লাথৎ।

শ্লাঘ, ১ কত্থন, শ্লাঘা। প্রশংসা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শ্লাঘতে। লিট্ শশ্লাঘে। লুট্ শ্লাঘিতা। লুঙ্ অশ্লাঘিষ্ট। সন্ শিশ্লাঘিষতে। নিচ্ শ্লঘয়তি। লুঙ্ অশশ্লাঘৎ।

শ্লাঘন (ত্রি) শ্লাঘতে ইতি শ্লাঘ-ল্যু। ১ শ্লাঘাকারী, আত্মপ্রশংসাকারী। (ক্লী) শ্লাঘ-ল্যুট্। শ্লাঘা।

শ্লাঘনীয় (ত্রি) শ্লাঘ-অনীয়র্। শ্লাঘার যোগ্য। প্রশংস্য, শ্লাঘার উপযুক্ত, শ্লাঘ্য।

শ্লাঘনীয়তা (স্ত্রী) শ্লাঘনীয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্লাঘনীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম। শ্লাঘা।

শ্লাঘা (স্ত্রী) শ্লাঘ কত্থনে অ-টাপ্। প্রশংসা।

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণাগুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব॥" (রঘু ১।২২)

২ নিজ গুণখ্যাপন। ৩ পরিচর্য্যা, সেবা। ৪ অভিলাষ। ইচ্ছা।

শ্লাঘ্য (ত্রি) শ্লাঘ-ণ্যৎ। ১ শ্লাঘনীয়, প্রশংস্য, শ্লাঘার উপযুক্ত।

শ্লাঘ্যতা (স্ত্রী) শ্লাঘ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শ্লাঘ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, শ্লাঘা।

শ্লিকু (ক্লী) শ্লিষ্যতি গ্রহাদীনিতি শ্লিষ (শ্লিষেঃকশ্চ। উণ্ ১।৩৩) ইতি কু, কশ্চান্তাদেশঃ। ১ জ্যোতিশাস্ত্র। ২ ভৃত্য। ৩ ষিড়্গ, লম্পট। (উজ্জ্বল)

শ্লিষ, শ্লেষ, আলিঙ্গন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ শ্লিষ্যতি। লিট্ শিশ্লেষ। লুট্ শ্লেষ্টা। লৃট্ শ্লেক্ষ্যতি। লুঙ্ অশ্লিক্ষৎ। যেস্থলে আলিঙ্গন অর্থ বুঝাইবে না, সেইস্থলে অশ্লিষৎ এই পদ হইবে। সন্ শিশ্লিক্ষতি। যঙ্ শেশ্লিষ্যতে। যঙ্লুক্ শেশ্লেষ্টি। নিচ্ শ্লেষয়তি। লুঙ্ অশিশ্লিষৎ। শ্লিষ ২ দাহ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ ক্ত্বাবেট্, ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ শ্লেষতি। শ্লিষ ৩ শ্লেষ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্লেষয়তি। বি+শ্লিষ=বিশ্লেষ। সম্+শ্লিষ=সংশ্লেষ।

শ্লিষা (স্ত্রী) আলিঙ্গন। (ত্রিকা°)

শ্লিষ্ট (ত্রি) শ্লিষ-ক্ত। শ্লেষযুক্ত শব্দাদি, ভিন্নার্থক একরূপাহিতবাক্য, অনেকার্থবাচকশব্দ। ইহার লক্ষণ—

"শ্লিষ্টমিষ্টমবিস্পষ্টমেকরূপান্বিতং বচঃ।" (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

অভিলষিত অথচ অবিস্পষ্ট একরূপান্বিত বাক্যকে শ্লিষ্ট কহে। একজনকে নিন্দা করিতে হইবে, কিন্তু শ্লেষদ্বারা বলিতে হইবে, এইস্থলে এমন একটী বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে বিস্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারে, অথচ শেষে অভীষ্ট বিষয় প্রকাশ হয়, এইরূপ পদই শ্লিষ্ট। [শ্লেষ শব্দ দেখ।]

২ সংসৃষ্ট। ৩ সংযুত। ৪ আলিঙ্গন।

শ্লিষ্টরূপক (ক্লী) রূপকালঙ্কারভেদ। যে স্থলে শ্লিষ্টশব্দদ্বারা রূপকালঙ্কার হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হয়।

"পয়োধরতটোৎসঙ্গলগ্নসন্ধ্যাতপাংশুকা।
কস্য কামাতুরং চেতঃ বারুণী ন করিষ্যতি॥"
(কাব্যাদর্শ ১।৮৪)

'পয়োধর মেঘইব পয়োধরঃ স্তনঃ শ্লিষ্টরূপকং' (টীকা)

পয়োধর শব্দে মেঘ এবং পয়োধর শব্দে স্তন, এইস্থলে এই শব্দ প্রয়োগ শ্লিষ্টরূপক। শ্লেষদ্বারা যেস্থলে আরোপ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

শ্লিষ্টবর্ত্মন্ (পুং) অক্লিন্ন বর্ত্ম, পরিষ্কার পথ।

শ্লিষ্টাক্ষেপ (পুং) আক্ষেপালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"অমৃতাত্মনি পদ্মানাং দ্বেষ্টরি স্নিগ্ধতারকে।
মুখেন্দৌ তব সত্যস্মিন্নপরেণ কিমিন্দুনা॥
ইতি মুখেন্দুরাক্ষিপ্তো গুণান্ গৌণেন্দুবর্ত্তিনঃ।
তৎসমান্ দর্শয়িত্বেহ শ্লিষ্টাক্ষেপস্তথাবিধঃ॥"
(কাব্যাদর্শ ২।১৫৯-৬০)

যে স্থলে শ্লিষ্টপদপ্রয়োগদ্বারা আক্ষেপ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

অমৃতস্বরূপ পদ্মসদৃশ স্নিগ্ধতারকাযুক্ত মুখরূপ চন্দ্র বিদ্যমান থাকিতে অপর চন্দ্রের আর প্রয়োজন কি? এইস্থলে মুখ্যচন্দ্রের গুণসকল মুখচন্দ্রে তৎসদৃশরূপে বর্ণনা করিয়া মুখ্যচন্দ্র আক্ষিপ্ত নিষ্প্রয়োজনরূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ শ্লিষ্টপদদ্বারা যেস্থলে আক্ষেপ অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন রূপে প্রতিষেধ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

এইস্থলে মুখেন্দুর 'অমৃতাত্মনি' 'পদ্মানাং দ্বেষ্টরি' 'স্নিগ্ধতারকে' এই সকল পদ বিশেষণরূপে অভিহিত হইয়াছে, এই সকল বিশেষণ শ্লিষ্ট। 'অমৃতাত্মনি' শব্দে মুখচন্দ্রপক্ষে আহ্লাদকত্ব স্বরূপ এবং চন্দ্রপক্ষে অমৃতময়, 'পদ্মানাং দ্বেষ্টরি' শব্দে পদ্মসদৃশ, চন্দ্রপক্ষে সঙ্কোচক, 'স্নিগ্ধতারকে' মুখপক্ষে স্নিগ্ধকনীনিকাযুক্ত, চন্দ্রপক্ষে অশ্বিনী প্রভৃতি তারকাযুক্ত অর্থ বুঝাইয়াছে। অতএব এইস্থলে শ্লিষ্টপদদ্বারা মুখ্যচন্দ্রের গুণসকল মুখচন্দ্রে তৎসদৃশগুণ দ্বারা বর্ণনা করিয়া মুখ্যচন্দ্র আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এইস্থলে শ্লিষ্টাক্ষেপ অলঙ্কার হইল। যেস্থলে উক্তরূপে আক্ষেপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

শ্লিষ্টি (পুং) ১ মিলন, সংযোগ ভাব। ২ ধ্রুবের পুত্রভেদ। ব্যঙ্গোক্তি। সাধুক্তি।

শ্লিষ্টোক্তি (স্ত্রী) শ্লিষ্টা উক্তিঃ। শ্লেষযুক্তবাক্যকথন।

শ্লীপদ (ক্লী) শ্রীযুক্তং বৃদ্ধিমৎ পদমস্মেতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।

স্ফীতপাদাদি, পর্য্যায়—পাদবল্মীক, পাদরোগবিশেষ,চলিত গোদ। ইহার লক্ষণ—

"পুরাণোদকভূয়িষ্ঠাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শীতলাঃ।
যে দেশাস্তেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ॥
যঃ সজ্বরো বঙ্ক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ শোথোনৃণাং পাদগতঃক্রমেণ।
তৎশ্লীপদং স্যাৎ করনেত্রকর্ণশিশ্নৌষ্ঠনাসাস্বপি কেচিদাহুঃ॥"

(ভাবপ্র° শ্লীপদরোগাধি°)

যে দেশের ভূমি অতিশয় নিম্ন এবং তজ্জন্য জল শুষ্ক হইতে পারে না এবং সর্ব্বদা ঐ সংরুদ্ধ জলে আপ্লুত থাকে ও যেস্থানে সূর্য্যকিরণের অল্পতাহেতু জল মোটে শুষ্ক হয় না, সেই সকল স্থানে শ্লীপদরোগ অধিক পরিমাণে হয়।

ইহার সামান্যলক্ষণ—প্রথমে জ্বর হইয়া অত্যন্ত বেদনা ও জ্বরের সহিত বঙ্ক্ষণদেশে শোথ উত্থিত হইয়া ক্রমে পাদগত হইলে তাহাকে শ্লীপদ কহে। কেহ বলেন যে এই রোগ কখন কখন হস্ত, কর্ণ, নেত্র, শিশ্ন, ওষ্ঠ এবং নাসাপ্রদেশেও উৎপন্ন হয়। এই রোগ তিন প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক।

বাতিকলক্ষণ—এই শ্লীপদরোগ বায়ুকুপিত হইয়া হইলে কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, বিদারিত ও অত্যন্ত বেদনান্বিত হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত জ্বর ও বিনা কারণেও বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিত্তজলক্ষণ—কফজ শ্লীপদরোগে শ্লীপদ স্নিগ্ধ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ, গুরু ও স্থির হয়। এই ত্রিবিধ শ্লীপদই কফের আধিক্য বশতঃ হইয়াছে জানিতে হইবে। কারণ কফ ব্যতীত গুরু ও বৃহৎ হইতে পারে না।

অসাধ্যশ্লীপদলক্ষণ—যে শ্লীপদ বল্মীকের ন্যায় বহু শিখরাকার ও যে শ্লীপদে গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং যাহা এক বৎসরের অধিককাল হইয়াছে, তাহা অসাধ্য এবং যাহা কফজনক আহারবিহার দ্বারা কফবৃদ্ধি হইয়া যে শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হয় ও যে শ্লীপদ আরম্ভক দোষের প্রবলতাহেতু কণ্ডু ও স্রাবাদি সমস্ত লক্ষণযুক্ত হয়, তাহাও অসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—উপবাস, প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং কফঘ্ন ঔষধদ্বারা শ্লীপদরোগের চিকিৎসা করিতে হয়। শ্বেতসর্ষপ, শজিনা, দেবদারু ও শুণ্ঠী এই সকল সমভাগে গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা পুনর্নবা, শুণ্ঠী ও সর্ষপ সমভাগে কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

ধুতূরা, ভেরেণ্ডার মূল, নিশিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বহুকালোত্থিত অতি কষ্টকর শ্লীপদও নিবারণ হয়। সহদেবার মূল, তালফলের রসদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বহুকালের অসাধ্য শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হয়। ৭টী তাম্বূলপত্রের কল্ক সৈন্ধব সহযোগে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

শাখোট বৃক্ষের বল্কল দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয়। কাচাহরিদ্রা ও গুড় মিলিত ২ তোলা, গোমূত্রের সহিত পান করিলে অথবা পুনর্নবা, ত্রিফলা ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে বহুকালের শ্লীপদরোগ প্রশমিত হয়। ভেরেণ্ডার তৈল দ্বারা হরীতকী সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে ৭ দিনের মধ্যে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ শ্লীপদরোগাধি°)

এই রোগে মদনাদিলেপ, কণাদিচূর্ণ, পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, বৃদ্ধদারকাদিচূর্ণ, কৃষ্ণাদিমোদক, নিত্যানন্দরস, শ্লীপদারি, শ্লীপদগজকেশরী, সোমেশ্বরঘৃত ও বিড়ঙ্গাদিতৈল বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° শ্লীপদরোগাধি°)

শ্লীপদগজকেশরিন্ (পুং) শ্লীপদরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, বিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, সোহাগা, জয়পাল এই সকল সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদাররসে মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবনে শ্লীপদ ও প্লীহারোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শ্লীপদরোগাধি°)

শ্লীপদপ্রভব (পুং) শ্লীপদবৎ প্রভবতীতি প্র-ভূ-অচ্। আম্রবৃক্ষ। (শব্দমালা)

শ্লীপদাপহ (পুং) শ্লীপদং অপহন্তীতি হন-ড। পুত্রজীববৃক্ষ।

শ্লীপদারি (পুং) ঔষধবিশেষ। নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিলিত করিয়া গোমূত্র মধুর সহিত ১ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শ্লীপদ রোগের শান্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না• শ্লীপদরোগাধি•)

শ্লীপদিন্ (পুং) শ্লীপদ-অস্ত্যর্থে ইনি। শ্লীপদরোগী, গোদরোগী।

"আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ॥" (মনু ৩।১৬৫)

শ্লীল (ত্রি) শ্রীবিদ্যতেঽস্যেতি শ্রী-লচ্, রস্য-ল। শ্রীযুক্ত, লক্ষ্মীবিশিষ্ট, শ্রীল। (অমরটীকাস্বামী)

শ্লেষ (পুং) শ্লিষ-ঘঞ্। ১ সংযোগ। পর্য্যায়—সন্ধি। ২ দাহ। ৩ আলিঙ্গন।

"পুলকিতকঠোরপীবরকুচকলসশ্লেষবেদনাভিজ্ঞঃ।
শম্ভোরুপবীতফণী বাঞ্ছতি মানগ্রহং দেব্যাঃ॥" (আর্য্যাসপ্তসতী)

শ্লিষ্যতীতি শ্লিষ-ণ (শ্যাদ্ব্যধাস্রু সংস্রিতি। পা ৩।১।১৪১) ৪ শব্দালঙ্কারবিশেষ। যেখানে দ্ব্যর্থ বা বহ্বর্থ ঘটিত পদসমূহ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, তথায় শ্লেষ অলঙ্কার হইয়া

থাকে। এই অলঙ্কার বর্ণশ্লেষ, প্রত্যয়শ্লেষ, লিঙ্গশ্লেষ, প্রকৃতিশ্লেষ, পদশ্লেষ, বিভক্তিশ্লেষ, বচনশ্লেষ, ও ভাষাশ্লেষ ভেদে আট প্রকার; তন্মধ্যে আবার ধাতু ও প্রাতিপদিক ভেদে প্রকৃতিশ্লেষ দুইভাগে এবং সুবন্ত ও তিঙন্ত ভেদে পদশ্লেষ দুইভাগে বিভক্ত হওয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ উহা দশভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

যথাক্রমে উহাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

বর্ণশ্লেষ—"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি।" বহুসাধনতাই বিধি প্রতিকূল হইলে অশেষসাধনও অসিদ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে 'বিধৌ' এই সপ্তম্যন্ত পদ বিধি ও বিধু এই উভয় শব্দ দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে; অতএব এক 'ধ' বর্ণে 'ই'কার বা 'উ' কার এই বর্ণদ্বয় সংযোগ দ্বারা দ্ব্যর্থতা ঘটিবার সম্ভব বলিয়া এখানে বর্ণশ্লেষ কল্পনা করা হইল।

প্রত্যয়, বচন ও লিঙ্গশ্লেষ—"কিরণাস্তু দক্ষিণাশ্চ সমীরণঃ কান্তোৎসঙ্গজুষাং নূনং সর্ব্ব এব সুধাকিরঃ॥" চন্দ্রের কিরণসমূহ ও মলয় সমীরণ, ইহারা সকলে কান্তাক্রোড়নিবিষ্ট কান্ত বা কান্তক্রোড়োপবিষ্টা কান্তা এই সকলের পক্ষে নিশ্চয়ই অমৃতবর্ষী হইয়া থাকে। এস্থলে 'সুধাকিরঃ' পদ (সুধা-কৃ-ক্বিপ্) ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া 'কিরণাঃ' এই বহুবচনান্ত পদের এবং (সুধা-কৄ-ক) 'ক' প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়া 'সমীরণঃ' এই একবচনান্তপদের বিশেষণ হওয়ায় এবং উভয়ত্র এক 'অমৃত-বর্ষী' অর্থ প্রকাশ করিলেও, প্রত্যয় ও বচনের দ্বৈধপ্রযুক্ত ইহার অনেকার্থাভিধায়িতা স্বীকৃত হইয়াছে। আবার 'কান্তোৎসঙ্গজুষাং' পদের মধ্যবর্ত্তী 'কান্তোৎসঙ্গ' অংশটুকু (কান্ত+উৎ-সঙ্গ বা কান্তা+উৎসঙ্গ) এই পুংস্ত্রী উভয় লিঙ্গান্ত শব্দ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া, উক্ত প্রয়োগে লিঙ্গশ্লেষতাও ঘটিয়াছে; অতএব এখানে একই প্রয়োগে প্রত্যয়, বচন ও লিঙ্গ এই তিন প্রকারের শ্লেষ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

প্রকৃতিশ্লেষ—"অয়ং সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি হৃদি জ্ঞেষু চ বক্ষ্যতি। সামর্থ্যকৃদমিত্রাণাং মিত্রাণাঞ্চ নৃপাত্মজঃ।" শত্রু ও মিত্রের সামর্থ্য-কৃৎ অর্থাৎ শত্রুর সামর্থ্যক্ষয়কারী ও মিত্রের সামর্থ্যবর্দ্ধক, এই নৃপতনয় যাবতীয় শাস্ত্র স্বীয় হৃদয়ে ধারণ ও বিদ্বান্ লোকের নিকট বর্ণন করিবেন। এস্থলে 'সামর্থ্যকৃৎ' এই প্রাতি-পদিকটী 'সামর্থ্য-কৃৎ-ক্বিপ্' ও 'সামর্থ্য-কৃ-ক্বিপ্' এই উভয় প্রকারে অর্থাৎ কৃৎ ও কৃ এই ধাতুদ্বয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এবং উহা যথাক্রমে সামর্থ্যক্ষয়কর ও সামর্থ্যকর এই অর্থদ্বয়ের অভিব্যক্তি করিতেছে। আবার 'বক্ষ্যতি' এই তিঙন্তপদ 'বহ-স্যতি' ও 'বচ-স্যতি' এই দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া ধাতুর বিভিন্নতা বশতঃ 'যথাক্রমে ধারণ করিবেন' ও 'বর্ণন করিবেন' অর্থ প্রকাশ করায় উহাতে প্রকৃতিশ্লেষ সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে একই প্রয়োগে প্রকৃতিশ্লেষ ও তাহার দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইল।

পদশ্লেষ—যদি কোন স্থলে সমাসযুক্ত পদের মধ্যবর্ত্তী শব্দ-গুলিকে এরূপভাবে বিভক্ত করা যায় যে, তাহারাও যেন এক একটা বিভক্ত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পদের ন্যায়, অথবা বিভিন্নার্থবোধক হইয়া অবস্থিত হইতে পারে; তাহা হইলে সেই স্থানে পদশ্লেষা-লঙ্কার হইবে। যেমন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, মহারাজ! সম্প্রতি আপনার এবং আমার এই উভয়ের ভবনই তুল্য অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত; কেন না উক্ত সদনদ্বয়ই 'পৃথুকার্ত্তস্বরপাত্র, ভূষিতনিঃশেষপরিজন ও বিলসৎকরেণুগহন' এই তিনটী সমাসযুক্ত বিশেষণ পদদ্বারা বিশেষিত হইতে পারে। যখন উহারা রাজসদনের বিশেষণ হইবে, তখন উহাদিগকে নিম্নোক্তরূপে বিশ্লেষ করিতে হইবে। যথা—পৃথু (প্রচুর) কার্ত্ত-স্বরপাত্র (স্বর্ণপাত্র) আছে যেখানে বা যে ভবনে ভূষিত (অলঙ্কৃত) হইয়াছে, নিঃশেষ (সমস্ত) পরিজন (পরিবারবর্গ) যে সদনে; বিলসৎ (শোভমান) করেণু (হস্তী বা হস্তিনী) দ্বারা গহন (নিবিড় অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ)। এরূপ সদন দরিদ্র পক্ষে, যথা পৃথুক (শিশু) দিগের আর্ত্তস্বরের পাত্র (স্থান), এমন সদন; ভূ (ভূমিতে) উষিত (অবস্থিত বা শায়িত) নিঃশেষ পরিজন যেখানে; বিলে (গর্ত্তে) সৎ (বর্ত্তমান বা অবস্থানকারী বিলসৎক (ইন্দুর), ইহাদের রেণু (ধূলি) দ্বারা গহন (পরিপূর্ণ) এরূপ ভবন। অতএব এস্থলে একই পদ পৃথক্ পৃথক্ ভিন্নার্থক পদে বিভক্ত হওয়ায় পদশ্লেষালঙ্কার হইল।

বিভক্তিশ্লেষ—যে স্থলে একই পদ সুপ্ এবং তিঙ্ এই উভয় বিভক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন ও তজ্জন্য ভিন্নার্থবোধক হয়, তথায় বিভক্তি-শ্লেষ হইয়া থাকে। যেমন, "সর্ব্বস্বং হর সর্ব্বস্য ত্বং ভবচ্ছেদ-তৎপরঃ। নয়োপকারসাম্মুখ্যমায়াসি তনুবর্ত্তনম্॥" হে হর! তুমিই জগতের যাবতীয় ধন এবং সংসারের একমাত্র উচ্ছেদকর্ত্তা ও তোমার দেহ নীতিশাস্ত্রসঙ্গত উপকার সাহায্যক্ষম অর্থাৎ লোকহিতার্থই তোমার জন্মপরিগ্রহ। অর্থান্তর যথা—এক তস্করের প্রতি তাহার মাতা বলিতেছে যে, বাপু! যাবতীয় লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ কর, ছেদতৎপর হও অর্থাৎ যে তোমার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিবে তাহাকে বিনাশ কর, ক্লেশাবহ ক্ষুদ্র জীবনের জন্য একটা উপায় অবলম্বন কর অর্থাৎ চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা যাহাতে এই কষ্টের জীবন সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারি, এরূপ চেষ্টা কর। এস্থলে 'হর' এই পদটী প্রথমতঃ হৃ-অণ্ = হর; ইহার উত্তর সম্বোধনের 'সু' বিভক্তি করিয়া 'হের মহা-দেব!' এইরূপ অর্থ ও দ্বিতীয়তঃ হৃ-লোট্ হি—হর; এই তিঙ বিভক্ত্যন্ত করিয়া 'হরণ কর' এই অর্থ প্রকাশ করায় এবং 'ভব'

এই পদটী ভূ-অল্—ভব; ইহার উত্তর সুবন্ত প্রকরণের ষষ্ঠী বিভক্তি করিয়া 'সংসারের' এই অর্থ ও ভূ লোট্ হি—ভব; এই তিঙন্ত করিয়া 'হও' এই রূপ অর্থ প্রকাশ করায়; একই পদ সুপ্ ও তিঙ্ এই উভয় বিভক্তি দ্বারা বিভিন্নার্থদ্যোতক হইল বলিয়া এখানে বিভক্তি-শ্লেষ হইল।

ভাষাশ্লষ—যেথানে বিন্যস্ত বর্ণ সমষ্টির অর্থ দুই বা বহু ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে তথায় ভাষাশ্লেষালঙ্কার হয়; যথা—

"মহদে সুরসন্ধং মে তমব সমাসঙ্গমাগমাহরণে।
হর বহুসরণং তং চিত্তমোহমব সর উমে! সহসা॥"

এই বর্ণগুলি উক্ত রূপে বিন্যস্ত হইলে সংস্কৃত ভাষা হয় এবং তাহার অর্থ এই যে, হে মহদে অর্থাৎ উৎসবদায়িনি! উমে! (গৌরি!) তুমি সেই সুর প্রার্থনীয় শাস্ত্রজ্ঞানে আমার সম্যক্ আসক্তি রাখ এবং যথাসময়ে সেই জগদ্ব্যাপী চিত্তমোহ অর্থাৎ অজ্ঞানকে সহসা নাশ কর।

উক্ত বর্ণগুলি আবার নিম্নোক্ত রূপে বিন্যস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। যথা—

"মহ দেসু, রসন্ধম্মে তমবসমাসঙ্গ মাগমা হরণে।
হরবহু সরণং তং চিত্তমোহমবসরউ মে সহসা॥"

মহ মম; দেসু দেও; রসম্ অনুরাগ; ধম্মে ধর্ম্মে; তমবসম্ তমোগুণজনিত; আসম্ আশা; গমাগমা সংসার হইতে; হর নাশ কর; ণে আমাদিগের; হরবহু হরবধূ; সরণং আশ্রয়; তং তুমি; চিত্তমোহম্ অজ্ঞানতা; অবসরউ অপসরণ কর; সহসা শীঘ্র।

হে হরবধূ! তুমি আমার ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মাইয়া দাও; সংসার হইতে আমাদিগের তমোগুণজনিত আশাসমূহের নাশ কর, কেন না তুমিই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থান; অতএব অতি শীঘ্র আমার চিত্তমোহ অপসারিত কর।

উক্ত আট প্রকার শ্লেষের মধ্যে যথাসম্ভব সভঙ্গ, অভঙ্গ ও সভঙ্গাভঙ্গ, এই তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে উহা বিবৃত হইল না।

"শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।
বর্ণপ্রত্যয়লিঙ্গাশং প্রকৃত্যোঃ পদয়োরপি।
শ্লেষাদ্বিভক্তিবচনভাষা গামষ্টধা চ সা॥
পুনস্ত্রিধা সভঙ্গোঽথা ভঙ্গস্তদুভয়াত্মকঃ॥"(সাহিত্যদ° ১০।৬৪২-৪৪)

শ্লেষক (ত্রি) সংলগ্ন।

শ্লেষণ (ক্লী) মিলন। সংশ্লিষ্ট থাকিবার ভাব।

শ্লেষভিত্তিক (ত্রি) সংশ্লিষ্টতা প্রাপ্ত। সংলগ্নগত।

শ্লেষার্থ (পুং) স্তুতিনিন্দাবাদ।

শ্লেষ্মক (পুং) শ্লো এব স্বার্থে কন্। কফ। (শব্দচ°)

শ্লেষ্মঘ্ন (ত্রি) শ্লেষ্মাণং হন্তীতি হন-টক্। শ্লেষ্মনাশক। স্ত্রিয়াং অভিধানাৎ টাপ্। শ্লেষ্মঘ্না=২ মল্লিকা। ৩ কেতকী। (মেদিনী)

শ্লেষ্মঘ্নী (স্ত্রী) শ্লেষ্মঘ্ন-টিত্বাৎ ঙীপ্। ১ জ্যোতিষ্মতী। ২ মল্লিকা। ৩ ত্রিকটু। (শব্দরত্না°)

শ্লেষ্মজ্বর (পুং) কফ জন্য জ্বর। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে শ্লেষ্মজ্বর কহে। ইহার লক্ষণ শ্লেষ্মবর্দ্ধক আহার ও বিহার দ্বারা বর্দ্ধিত কফ আমাশয়ে গমন করিয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করে এবং রসকে দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই জ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অন্ন ভক্ষণে অরুচি হয়, এবং এই জ্বরে শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ ও জ্বর অল্প বেগবান্ হয়। ইহাতে আলস্য, মুখে মিষ্টস্বাদবোধ, মল, মূত্র ও চক্ষুর শুক্লতা, শরীরের স্তব্ধতা, পরিপূর্ণ ভোজনের ন্যায় তৃপ্তিবোধ, অঙ্গের গুরুত্ব, শীতবোধ, বিবমিষা, রোমাঞ্চ, নিদ্রাধিক্য, প্রতিশ্যায়, অরুচি ও কাস হইয়া থাকে। এবং মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব, পীড়কা, শীত, বমি, তন্দ্রা, উষ্ণাভিলাষ, কফকর্তৃক হৃদয়ের অবরোধ এবং অগ্নিমান্দ্যও হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°) [বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দ দেখ]

শ্লেষ্মণ (ত্রি) শ্লেষ্মা অস্ত্যস্যেতি শ্লেষ্মন্ (লোমাদি পামাদি পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০) ইতি ন। কফী, কফবিশিষ্ট, শ্লেষ্মযুক্ত। (পুং) ২ কফ। স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্লেষ্মণা=বৃক্ষবিশেষ।

শ্লেষ্মধরা (স্ত্রী) চতুর্থ কলা। শ্লেষ্মার ন্যায় যে সকল পিচ্ছিল পদার্থ সন্ধিসমূহে থাকে। "যা সর্ব্বসন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি সেত্যুচ্যতে।" (সুশ্রুত শারীর ৪অ°)

শ্লেষ্মন্ (পুং) শ্লিষ-মণিন্ (উণ্ ৪।১৪৪) কফ। ইহা দ্বারা শরীরের যাবতীয় উদক কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; নিম্নে ইহার আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করা যাইতেছে।

শ্লেষ্মার উৎপত্তি বিবরণ—যেমন বাহ্য অগ্নি ও জল স্থালীস্থ তণ্ডুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ আমাশয়ের অধঃস্থিত অগ্নি অর্থাৎ তন্নিম্নবর্ত্তী পচ্যমান আমাশয়স্থ পাচকনামক পিত্তের উষ্মা ও আমাশয়স্থ ক্লেদক নামক শ্লেষ্মা, ঐ আমাশয় বা পাকস্থলীস্থ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া থাকে। এই পরিপাকারম্ভে মধুরাদি ছয় রসবিশিষ্ট ভুক্তান্নের মধুর ভাব হইতে [স্থালীস্থ বাহ্যান্ন পাককালীন ফেনোৎপত্তির ন্যায়] যে ফেনবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই শ্লেষ্মা বা কফ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"পচত্যগ্নির্যথা স্থাল্যামোদনায়াম্বুতণ্ডুলম্।
অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড়্‌রসস্য প্রপাকতঃ॥
মধুরাখ্যাৎ কফো ভাবাৎ ফেনভাবো উদীর্য্যতে।"
(চরক চি° ১৫ অঃ)

শ্লেষ্মার কার্য্যাদি—উক্তরূপে আমাশয়ে উৎপন্ন শ্লেষ্মা তথায় থাকিয়াই নদ নদী প্রভৃতি সম্বন্ধে সমুদ্রের ন্যায় স্বীয়শক্তি দ্বারা শরীরের অন্যান্য শ্লেষ্ম স্থানকে উদক কর্ম্ম সহকারে অর্থাৎ জলাংশ বিতরণ দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। উহা তথা হইতে বক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক ত্রিক অর্থাৎ স্কন্ধাস্থিদ্বয় ও মেরুদণ্ডের এই তিনের সন্ধিস্থানকে ধারণ করে এবং অন্নরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া আত্মবীর্য্য দ্বারা হৃদয়কে অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার তৃপ্তি সাধন করে। উহা জিহ্বামূলে ও কণ্ঠে থাকিয়া রসনেন্দ্রিয়ের সৌম্যত্ব সাধনপূর্ব্বক সম্যক্ রস জ্ঞানের কারণ হয়। এইরূপে মস্তকাগত শ্লেষ্মা স্নেহন ও সন্তর্পণ কর্ম্মদ্বারা স্বকীয় বলে ইন্দ্রিয়সমূহের পোষণ করিয়া থাকে। আর যখন উহা সন্ধিসমূহে অবস্থান করে, তখন সে তাহাদের সংশ্লেষণ কার্য্য সমাহিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ চক্রের নাভিপ্রদেশ স্নেহাভ্যক্ত হইলে যেমন উহা নিরুপদ্রবে স্বচ্ছন্দে চালিত হয়, সেই রূপ যাবতীয় সন্ধিস্থানগত শ্লেষ্মা তাহাদিগকে নিয়ত সন্তর্পিত করায়, ঐ সকল সন্ধি সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কখন আপনাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটায় না। উহারা অনায়াসেই আপন আপন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

"স্নেহাভ্যক্তে যথৈবাক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা॥"

(সুশ্রুত শারীর ৪ অঃ)

বাভটে উক্ত হইয়াছে, শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে; যথা—স্নিগ্ধতা, কাঠিন্য অর্থাৎ যেমন শ্লেষ্ম জন্য শোথ বা ব্রণশোথাদি বাতাদি জন্যাপেক্ষা সাতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। কণ্ডূ, শৈত্য, গুরুত্ব অর্থাৎ শরীরে শ্লেষ্মাধিক্য হইলে উহা অত্যন্ত ভার বলিয়া বোধ হয়, স্রোতোবিবদ্ধতা; অস্থ্যাদির উপলিপ্ততা অর্থাৎ শ্লেষ্মার এই কার্য্য দ্বারা অস্থ্যাদির শুষ্কভাব হয় না। স্তৈমিত্য অর্থাৎ বসনাবৃতবদ্ বোধ, শরীরে শ্বেতবর্ণকারিতা, মুখে মধুর ও লবণরসত্ব*, চিরকারিতা অর্থাৎ শ্লেষ্ম জন্য যে কোন রোগ হউক না কেন, উহা আরম্ভ অবধি বাতাদি-জন্যাপেক্ষা অতি দীর্ঘকালে পূর্ণতা ও হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়।

প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মার কার্য্য—শরীরে অত্যধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, লালাপ্রসেক, আলস্য, শরীরে অত্যন্ত ভারবোধ, বর্ণের শুক্লতা, গাত্রের শীতলত্ব, অঙ্গের শিথিলভাব অর্থাৎ দেহের কোন অংশ যেন আলগা হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ, কাস, ও অতিশয় নিদ্রাগম।

ক্ষীণতম শ্লেষ্মার কার্য্য—শরীরের রুক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আমাশয় ভিন্ন উরঃ শিরঃ সন্ধি প্রভৃতি অন্যান্য শ্লেষ্মাশয়ের শূন্যতাবোধ, সন্ধিসমূহের বিশ্লেষ ভাব, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য ও অনিদ্রা।

ক্ষীণ অথবা প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মার কার্য্য প্রকাশ পাইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শ্লেষ্মার ক্ষীণ অবস্থায় তদ্বর্দ্ধক এবং তাহার বৃদ্ধিতে তন্নি-বর্ত্তক দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সংগ্রহ গ্রন্থে উক্ত হইতেছে যে, শ্লেষ্মকর্ত্তৃক সাধারণতঃ নিম্নোক্ত অবস্থাগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে; যথা আর্দ্রবসনাবৃতবৎ বোধ, শরীরের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, আহারের অনাবশ্যকতা, আলস্য, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালাস্রাব, মুখের মাধুর্য্য, হৃদয়ের জড়তা, অঙ্গের অবসন্নতা, গলার মধ্যে আটা জড়ান'র ন্যায় বোধ, শ্লেষ্মবমন, মলের আধিক্য, অতিস্থৌল্য, বমন ও তাহার সঞ্চয় ভাব, উদর্দ্দ বা কোঠাদি ও গলগণ্ড রোগ, গাত্রের শৈত্য এবং শ্বেতবর্ণতা, বিষ্ঠা, মূত্র, নখ ও নেত্রের শুক্লতা।

স্থানভেদে শ্লেষ্মার নাম ও কার্য্যভেদ—যেমন একই ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যাদি দ্বারা পিতা, পুত্র, মাতুল, শ্বশুর, মন্ত্রী, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ এক আমাশয়োৎপন্ন শ্লেষ্মা পৃথক্ পৃথক স্থানে থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যদ্বারা তত্তদনু-রূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা সংহত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের ক্লিন্নতা সম্পাদন করে বলিয়া ক্লেদক, রসনাস্থ শ্লেষ্মা যাবতীয় রসের বোধ জন্মায় বলিয়া বোধক, শিরঃ-সংস্থিতশ্লেষ্মা নেত্রের সন্তর্পক অর্থাৎ শীতলতাসম্পাদক হওয়ায় তর্পক, সন্ধিস্থানগত শ্লেষ্মা সন্ধিসমূহকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভাবে রক্ষা করায় শ্লেষক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। আর হৃদিস্থ শ্লেষ্মা আত্মবীর্য্য দ্বারা ত্রিকস্থানের এবং স্ববীর্য্য ও অন্নবীর্য্যের সাহায্যে হৃদয় ও পূর্ব্বোক্ত কফস্থানসমূহের অম্বুকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া উহাদিগকে আশ্রয় দান করে বলিয়া অবলম্বক নামে কথিত হয়।

"শ্লেষ্মা তু পঞ্চধোরঃস্থঃ স ত্রিকস্য স্ববীর্য্যতঃ।
হৃদয়স্যান্নবীর্য্যাচ্চ তৎস্থ এবাম্বুকর্ম্মণা॥
কফধাম্নাঞ্চ শেষাণাং যৎ করোত্যবলম্বনম্।
অতোঽবলম্বকঃ শ্লেষ্মা যস্ত্বামাশয়সংস্থিতঃ॥
ক্লেদকঃ সোঽন্নসংঘাতক্লেদনাৎ রসবোধনাৎ।
বোধকো রসনাস্থায়ী শিরঃ সংস্থোঽক্ষতর্পণাৎ॥
তর্পকঃ সন্ধিসংশ্লেষাচ্ছ্লেষকঃ সন্ধিষু স্থিতঃ।"

(বাভট সূ° ১২অঃ)

চরকে শ্লেষ্মার স্বরূপ ও তৎপ্রকৃতিক লোকের বিষয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—শ্লেষ্মার স্নিগ্ধত্বহেতু শ্লেষ্মল ব্যক্তিগণ

---

* সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, শ্লেষ্মা বিদগ্ধাবস্থাপন্ন হইলে তাহাতে লবণ রস এবং উহার অবিদগ্ধ অর্থাৎ অবিকৃত পাকাবস্থায় উহাতে মধুর রস অনুভূত হয়।

"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥" (সুশ্রুত সূ° ২১ অ°)

স্নিগ্ধাঙ্গ, শ্লক্ষ্ণত্বহেতু মসৃণদেহ, মৃদুত্বহেতু সুকোমল ও শ্বেতবর্ণ, মাধুর্য্যহেতু প্রভূতশুক্রশালী, বহুমৈথুনক্ষম ও অনেক সন্তানবান্, সারত্বহেতু বহুসারাত্মক, সংহতাবয়ব ও দৃঢ়কায়, গাঢ়ত্বহেতু উহাদের সকল অঙ্গপরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণাবয়ব হয়; মন্দত্ব প্রযুক্ত তাহাদের কার্য্য ও আহার বিহার ধীরে ধীরে হইতে থাকে, স্তৈমিত্য প্রযুক্ত তাহাদের আরম্ভ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের প্রবর্ত্তন, মনের ক্ষুব্ধতা ও রোগ সকল বিলম্বে উৎপন্ন হয়। গুরুত্ব বিধায় শ্লেষ্মপ্রকৃতির গতি অস্খলিত ও অধিষ্ঠিত (অর্থাৎ তাহারা পদতলের সর্ব্বাংশ দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া গমন করে)। শৈত্যগুণ থাকায় উহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ ও দোষের ভাগ অল্প হয়; পিচ্ছিলতা প্রযুক্ত তাহাদের সন্ধিস্থান সকল সুসংযুক্ত ও সারবন্ধনবিশিষ্ট এবং নির্ম্মলতা হেতু ঐ সকল লোকের মুখকান্তি কণ্ঠস্বর ও গাত্রবর্ণ পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এই সকল গুণযোগে শ্লেষ্মপ্রকৃতিক লোকসমূহ বলবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্, ওজস্বী, শান্ত ও দীর্ঘায়ু হয়। (চরক বিমানস্থান ৮অঃ)

গ্রন্থান্তরে শ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—উহারা স্থূলাঙ্গ, গম্ভীরবুদ্ধিবিশিষ্ট, চিক্কণ কেশশালী, অতিশয় বলবান্ এবং স্বপ্নে জলাশয়দর্শী হইয়া থাকে।

"গম্ভীরবুদ্ধিঃ স্থূলাঙ্গঃ স্নিগ্ধকেশো মহাবলঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ॥" (সুখবোধ)

শ্লেষ্মপ্রকোপহেতু—গুরুপাক, মধুররসযুক্ত ও অতিশয় স্নেহাক্ত পদার্থ,দুগ্ধ, ইক্ষুজাত ভক্ষ্যদ্রব্য, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, পূপাদি পিষ্টকান্ন, ঘৃতপূর অর্থাৎ চন্দ্রপুলী, হিম, শিশির ও বসন্ত কাল এবং দিনকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ ও ভোজনের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকাল, এইগুলি শ্লেষ্মপ্রকোপের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"গুরুমধুররসাতিস্নিগ্ধদুগ্ধেক্ষুভক্ষ্য-
দ্রবদধিদিননিদ্রাপূপসর্পিঃপ্রপূরৈঃ।
তুহিনপতনকালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ
প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে॥" (ত্রিশটাচার্য্য)

শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ও হেতু—ভোজনোত্তর স্নান, তৃষ্ণাব্যতিরেকে জলপান, তিলতৈল, শৈত্যগুণকারকপ্রস্তুততৈল, স্নিগ্ধদ্রব্য, আমলকীরস, পর্য্যুষিতান্ন, তক্র, পক্করম্ভাফল, দধি, মায়াফলরস, শর্করাজল, আর্দ্রস্থানে অবস্থান, নারিকেলোদক, অতৈলস্নান, পর্য্যুষিতবারি, সুপক্ক কর্কটীফল, বর্ষাকালে অবগাহনস্নান ও বৃহৎমূলক, ইহার রস ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রদান করিলে সাতিশয় বীর্য্যনাশক হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখং ১৬ অঃ)

অন্যপ্রকার—এরণ্ডতৈল, অনূপদেশবারি, বর্ষাকালোৎপন্নপানীয়, কর্দ্দমাক্ত জল, সামান্যশালিধান্য, মাষ, তিসি, তন ধান্য, মধুর দ্রব্য, নারীচশাক, কঞ্চটশাক, কলম্বীশাক, পুঁইশাক, মধ্যমকুষ্মাণ্ডফল, অলাবুফল, তরমুজ, ক্ষুদ্র তরমুজ, ধুন্দুল, অলাবুনাড়িকা, পিণ্ডালু, ছত্রিকাশাক (অর্থাৎ গোময়,আর্দ্রস্থান ও বংশাদির গাত্র প্রভৃতিতে জাত ছত্রাকার দ্রব্য, ইহা যদি কোন কর্দ্দমাক্ত বা সেঁৎসেতে জায়গায় জন্মে, তবে আরও শ্লেষ্মবর্দ্ধক হয়।) মৌরি, শ্লেষ্মাতক অর্থাৎ চালিতাফল, কাঁচা তেঁতুল, পাকা কাঁঠাল ও তাহার বীজ, পাকা কলা, যাবতীয় মৎস্য, বিশেষতঃ পাণ্ডুবর্ণ মৎস্য, পচা মৎস্য, লবণভাবিতমৎস্য, ভাকুটমৎস্য, বো'ল মৎস্য, শিলিন্দমৎস্য, বাইন্ মাছ, বিষাক্ত মৎস্য, ফলুই মাছ, ইলিশ মাছ, শিঙি মাছ,চিঙ্গড়ী মাছ,বাচা মাছ, ক্ষুদ্রচিঙ্গড়ীমাছ ও ছোট বাইনমাছ, চড়ুই পাখীর মাংস, যাবতীয় দুগ্ধ, বিশেষতঃ কাঁচাদুগ্ধ, মেষদধি, মহিষদধি, স্বাদু দধি, অত্যম্লদধি, যাবতীয় ঘৃত, বিশেষতঃ মহিষঘৃত, সকল ইক্ষু, বিশেষতঃ ভীরু ও কান্তার নামক ইক্ষু, ইক্ষুফাণিত অর্থাৎ মৌঝোলা ইক্ষুগুড় অথবা অর্দ্ধাধিকপক্ক ইক্ষুরস, ইক্ষুর থাঁড়, নূতন তণ্ডুলান্ন, চিপিটক, ঘৃতপুর, পায়স, শস্কুলী, মজা সুপারি, মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্যজাত, অতিশয় অন্নভোজন, লবণরস, শীতবীর্য্যদ্রব্য, কুন্দ, বন্ধুক ও যুথিকাপুষ্প, সকল জন্তুর মাংস ও মজ্জা। (দ্রব্যগুণসংগ্রহ)

শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য ও ক্রিয়াদি—বহ্নিস্বেদ, ভৃষ্টভাঙ্, কটুতৈল, ভ্রমণ, শুষ্কভক্ষ্যদ্রব্য, শুষ্ক ও পক্ক হরীতকী, অপক্ক বঁইচ ও রম্ভাফল, বেশবার অর্থাৎ মরিচ, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, প্রভৃতি রন্ধনোপযোগী মসলাসমূহ, নিসিন্দা, অনাহার, পানীয়ত্যাগ, সঘৃত গোরোচনাচূর্ণ, সঘৃত শুষ্কশর্করা, পিপুল, আদা ও জীরক এবং মধু। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ১৬ অঃ)

অন্যপ্রকার—সর্ষপতৈল, অতিশয় তৈলমর্দ্দন, উদ্বর্ত্তন, শৈশিরজল, বাপীজল, কৌপজল, নৈর্ঝরবারি, নাদেয়জল, সামান্যোষ্ণোদক, বিশেষতঃ পাদশেষউষ্ণোদক, পেষিত বচ ও মুস্তকসংযুক্ত জলদ্বারা স্নান, অগুরু, কুঙ্কুম, তেজপত্র, কাকলী, শটী, দগ্ধভূমিজাত শালিধান্য, রোপণ করা শালিধান্য, যব, শ্যামাধান, কাঙ্নি ধান, কোদোধান, হস্তিশ্যামাকধান, চিনাধান, মুগ, বনমুগ, রাজমাষ, মসূর, চণক, কুলত্থ, অরহর, নানাপ্রকার শিম্বী, শুষ্ক নারীচপত্রশাক, হিলমোচীশাক, শালঞ্চীশাক, শুষণীশাক, পুনর্নবাশাক, কলায়শাক, ব্রাহ্মীশাক, আমরুলীশাক এবং পৃক্কা, পালঙ্কী, চণকপত্র, কৌসুম্ভ, পুরতি ও কাঁচড়াশাক, কদলীমোচক, ক্ষুদ্রবার্ত্তাকু ফল, দগ্ধবার্ত্তাকু, পাটরাঙ্গাফল, করলা, কর্কোটকফল, পটোল ও কুষ্মাণ্ডনাড়িকা, বেত্রাগ্র, ওল, ঘৃত বা তৈলদ্বারা সিদ্ধমূল, মূলকপুষ্প, সকরকন্দ আলু, মূলকবীজ, চামারালু, আম্রপেশী, অম্লরস, দাড়িম, মাতুলুঙ্গত্বক্, কাগ জিলেবু,

জম্বীর, ক্ষুদ্র বদরী, যাবতীয় শুষ্ককুল, বড় পেয়রা, জবনাল বা জনার, লবলীফল, জম্বুফল, পাকা তেঁতুল, পক্কগাব, থৈকল, মহা আদা, করুণ অর্থাৎ কাগজি লেবুর ন্যায় লেবুভেদ, তালাস্থিমজ্জা, কচিবেল, বেলশুঁটা, আমলকী ও বয়ড়া এবং তাহাদের মজ্জা, নন্দ্যাবর্ত্ত মৎস্য, কবজিমৎস্য, এলংমাছ, ডানকোণামাছ, ত্রিকন্টমৎস্য, বড় প্রোষ্টীমৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষীর ডিম্ব, হরিণ, গণ্ডার, কপিঞ্জল ও বার্ত্তিক পক্ষী এবং কচ্ছপের পায়ের মাংস, সুরামণ্ড, অরিষ্টমন্থ, পুরাতন, নূতন ও অর্ঘ্যসংজ্ঞক মধু, মেষীক্ষীর, উষ্ট্রীদুগ্ধ, গরমদুগ্ধ, ছাগদধি, হস্তিনীদধি, দধিমস্ত, দধিসর, মথিততক্র, মেষ ও উষ্ট্রঘৃত, পক্ব ইক্ষুরস, হিঙ্গু, জীরক, বনমেথিকা, পুরাণ ধনে, হরিদ্রা, যমানী, শুষ্ক পিপুল, পক্ব আর্দ্র পিপ্পলী, শুণ্ঠী, আর্দ্রক, সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, পলাণ্ডু, দারুচিনি, তেজপত্র, যবক্ষার, সর্জ্জীক্ষার, সোহাগা, অন্নমণ্ড, ভৃষ্ট তণ্ডুল, খৈ, খৈমণ্ড, কাচাযবের ছাতু, ভৃষ্ট যবমণ্ড, মুদ্গযূষ, দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত মুদ্গযূষ, মসূরযূষ, কুলত্থযূষ, খড় ও কাম্বলিকযূষ, শালিতণ্ডুলচূর্ণ, তাম্বুল চূর্ণ, খদির, এলাচ, জাতীফল, কর্পূর, কটু, তিক্ত ও কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, মালতী ও মল্লিকা ফুল, পদ্মফুল, বকুল পুষ্প, পুন্নাগ পুষ্প, শ্বেতপদ্ম, উৎপল পুষ্প, পাটল পুষ্প, চাঁপাফুল, রাত্রিজাগরণ, বিল্বমূল, পাটলা, শালপর্ণী, পৃশ্নীপর্ণী, এরণ্ডমূল, কণ্টিকারী, রাখালশশা, লোধ, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, দ্রোণপুষ্পী, ঝিণ্টা, বচ, সিদ্ধির পত্র ও বীজ, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, হেলাঞ্চী, রেণুকা, ভূর্জ্জপত্র, পীতশাল, নিম্বপত্র, চিরতা, কুটজছাল, ছুরালভা, কটুকী, বলালতা, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্ফল, কুড়, পালিতামান্দার, বাসক, পদ্মগুড়ূচী, পিপুলমূল, চই, গজপিপুল, আকন্দ, ধুস্তুর, সামন্ত গুগ্গুল, নূতন ও পুরাতন গুগ্গুলু, অরুণবর্ণ ত্রিবৃৎ, শ্বেত তেউড়ী, মনঃশিলা, সৌরাষ্ট্র দেশীয় মৃত্তিকা, তাম্র ও কাংস্য।

(দ্রব্যগুণসংগ্রহ)

শ্লেষ্মনাড়ী (স্ত্রী) দন্তমূলগত রোগ, দন্তনালী। দাঁতের গোড়ায় যে নালী হয়, এই রোগে দন্তমূলে বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন এবং কণ্ডু ও লালা স্রাব হয়। শ্লেষ্মা কুপিত হইয়াই এই রোগ জন্মে। রাত্রিতে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞেয়া কফাদ্ বহুঘনার্জ্জুনপিচ্ছিলাস্রা-
স্তব্ধা সকণ্ডূরুরুজা-রজনীপ্রবৃদ্ধা॥" (বৈদ্যক)

শ্লেষ্মপাণ্ডু (পুং) শ্লেষ্ম জন্য পাণ্ডু রোগ। [বিশেষ বিবরণ পাণ্ডু রোগ শব্দে দেখ।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি (ত্রি) শ্লেষ্মপ্রধানা প্রকৃতির্যস্য। কফপ্রকৃতি মনুষ্য, যে সকল মানবের প্রকৃতি শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদিগকে শ্লেষ্মপ্রকৃতি কহে। ইহার লক্ষণ—

"সুস্নিগ্ধবর্ণঃ সিতনেত্রদৃপ্তঃ শ্যামঃ সুকেশো নখদীর্ঘরোমা।
গম্ভীরশব্দঃ শ্রুতশাস্ত্রনিদ্রাতন্দ্রাপ্রিয়স্তিক্তকটূষ্ণভোজী॥
সমাংসলঃ স্নিগ্ধরসপ্রিয়শ্চ সগীতবাদ্যোঽতিসহিষ্ণুশীতঃ।
ব্যায়ামশীলো রতলালসোঽসৌ ভবেৎ কফস্য প্রকৃতির্মনুষ্যঃ॥"

(অত্রিসংহিতা ৫অ°)

সুস্নিগ্ধ বর্ণ, শুভ্রনেত্র, শ্যামবর্ণ, উত্তম কেশযুক্ত, দীর্ঘ নখ ও রোমযুক্ত, গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট, শাস্ত্রামোদী, নিদ্রা ও তন্দ্রাপ্রিয়, তিক্ত, কটু ও উষ্ণ ভোজী, সমাংসল অর্থাৎ মোটা-সোটা, স্নিগ্ধ রস প্রিয়, গীতবাদ্যপ্রিয়, অতি সহিষ্ণু, ব্যায়ামশীল ও রতিলালসান্বিত এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শ্লেষ্ম-প্রকৃতি কহে।

[শ্লেষ্মন্ শব্দ দেখ।]

শ্লেষ্মল (ত্রি) শ্লেষ্মাস্ত্যস্যেতি শ্লেষ্মন্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। ৫।২।৮৭) ইতি লচ্। ১ শ্লেষ্মযুক্ত। (অমর) (পুং) ২ বৃক্ষবিশেষ, বহুবার বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শ্লেষ্মলফল (পুং) বহুবার বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্লেষ্মবৎ (ত্রি) শ্লেষ্মন্-মতুপ্ মস্য ব। শ্লেষ্মযুক্ত; শ্লেষ্মবিশিষ্ট।

শ্লেষ্মবিসর্প (পুং) কফজন্য বিসর্প। (মাধবনি°)

শ্লেষ্মস্রাব (পুং) নেত্রসন্ধিগত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"শ্বেতং সান্দ্রং পিচ্ছিলং যঃ স্রবেত্তু
শ্লেষ্মস্রাবোঽসৌ বিকারপ্রদিষ্টঃ।" (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি)

এই রোগে নেত্রসন্ধিগত নাড়ী হইতে শ্বেতবর্ণ, গাঢ় ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়।

শ্লেষ্মহ (পুং) শ্লেষ্মাণং হন্তীতি হন-ড। ১ কট্ফল বৃক্ষ। ২ পনস বৃক্ষ, কাঠাল গাছ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ কফনাশক।

শ্লেষ্মহন্ত্রী (স্ত্রী) দেবদালী লতা, চলিত দেয়াতাড়া। (বৈদ্যকনি)

শ্লেষ্মাট (পুং) শেলুবৃক্ষ, চালিতা। (রত্নমালা)

শ্লেষ্মাত (পুং) শ্লেষ্মাণমততীতি অত-অচ্। শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ।

শ্লেষ্মাতক (পুং) শ্লেষ্মাত এব স্বার্থে কন্। বহুবারক বৃক্ষ। চাল্তা গাছ। মনুতে লিখিত আছে যে, এই ফল দ্বিজাতিগণ ভোজন করিবে না।

"বর্জ্জয়েৎ মধু মাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥" (মনু ৬।১৪)

শ্লেষ্মাতকময় (ত্রি) শ্লেষ্মাতক সদৃশ।

শ্লেষ্মান্তক (পুং) শ্লেষ্মণা স্বসেবনজনিতকফেন অন্তয়তি নাশয়তীতি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্। বৃক্ষবিশেষ, বহবার, চলিত চাল্তা, পর্য্যায়—পিচ্ছিল, দ্বিজকুৎসিত, শেলু, শীতফল, শীত, শাকট, কর্ব্বুদারক, ভূতদ্রুম, গন্ধপুষ্প। গুণ—কটু, হিম, মধুর, কষায়, স্বাদু, পাচন, কৃমি ও শূলহর, আম, অস্রদোষ, মলরোধ, ব্রণপীড়া ও বিস্ফোট শান্তিকারক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। পক্বফলগুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শীতল ও গুরু। (ভাবপ্র°)

শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ (পুং) নেত্রের সকল স্থানগত রোগবিশেষ, ইহার লক্ষণ—এই নেত্ররোগে চক্ষু গুরু, শোথ ও কণ্ডূযুক্ত, স্নিগ্ধ ও শীতল হয় এবং চক্ষু হইতে বারংবার পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা সুখানুভব হয়। (ভাবপ্র° রোগাধি°)

শ্লেষ্মোল্বণ (ত্রি) ১ শ্লেষ্মাধিক্য। (বাভটচি° ৭ অ°) (পুং) ২ সন্নিপাত জ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ—এই জ্বরে সন্নিপাতের সকল লক্ষণ এবং শরীরের জড়তা, গদ্‌গদবাক্য, রাত্রিতে নিদ্রা, চক্ষুর স্তব্ধতা, এবং মুখে মধুরতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।
(ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°) [জ্বরশব্দ দেখ]

শ্লৈষ্মিক (ত্রি) শ্লেষ্মণঃ শমনং কোপনং বা শ্লেষ্মন্ (বাতপিত্তশ্লেষ্মভ্যঃ শমনকোপনয়োঃ। পা ৫।১।৩৮) ইতস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্। ১ কফশমন, শ্লেষ্মনাশক। ২ কফকোপন, কফবর্দ্ধক। ৩ শ্লেষ্মোদ্ভব। ৪ শ্লেষ্মসম্বন্ধীয়।

"চিকিৎসা প্রবিভাগীয়ে বাতাভিষ্যন্দবারণঃ।
পৈত্তিকস্য শ্লৈষ্মিকস্য রৌধিরস্য তথৈব চ॥" (সুশ্রুত ১।৩)

শ্লৈষ্মিকরক্তপিত্ত (ক্লী) কফজন্যরক্ত পিত্তরোগ।
[রক্তপিত্ত শব্দ দেখ]

শ্লৈষ্মিকী (স্ত্রী) শ্লেষ্মজন্য যোনিব্যাপদ, শ্লেষ্মজন্য যোনিরোগ। শ্লেষ্মলা যোনিরোগ। [যোনিরোগ দেখ]

শ্লোক, ১ বর্জ্জন। ২ সর্জ্জন। ৩ সংহতি, গ্রন্থন, গ্রন্থয়িতৃব্যাপার, ছন্দোবিশিষ্টবাক্য রচন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সক° সেট্। লট্ শ্লোকতে। লিট্ শুশ্লোকে, লুট্ শ্লোকিতা, লুঙ্ অশ্লোকিষ্ট ণিচ্ শ্লোকয়তি, লুঙ্ অশুশ্লোকৎ।

শ্লোক (পুং) শ্লোক্যতে ইতি শ্লোক সংঘাতে ঘঞ্। ১ পদ্য, কবিতা, ছন্দোবিশিষ্টকাব্য, পদ্যের শ্লোকনাম হইবার কারণ রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা একব্যাধ মিথুনধর্ম্মে নিযুক্ত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে পুং ক্রৌঞ্চকে নিহত করিলে ক্রৌঞ্চী অতি কাতরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, বাল্মীকি তাহাকে করুণভাবে রোদন করিতে দেখিয়া তিনি দয়াপ্রযুক্ত এই কার্য্য অতি গর্হিত বিবেচনা করিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, রে নিষাদ! যে হেতু এই ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। অনন্তর এই কথা বলিবামাত্র বাল্মীকির হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা উদয় হইল, আমি এই পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম। পরে তিনি চিন্তা করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, এই চতুষ্পাদ বদ্ধ, প্রতিপাদে সমানাক্ষর, বীণালয় সমন্বিত বাক্য শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হউক।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥
তস্যেদং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্ত্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥
চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিং।
শিষ্যঞ্চৈবাব্রবীদ্বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ॥
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥"
(রামায়ণ ১।২-১৫·১৮)

শোক হইতে হইয়াছে বলিয়া পদ্যের নাম শ্লোক হইয়াছে। তদবধি ছন্দোবদ্ধ বাক্য মাত্রই শ্লোক বলিয়া অভিহিত হয়। ২ সুখ্যাতি। ৩ প্রসিদ্ধি। ৪ যশঃ,কীর্ত্তি। ৫ বাক্য। (নিঘণ্টু ১।১১।৪) শ্রু-শ্রবণে 'ইন ভীকাপাশল্যতিমচিভ্যঃ কন্' ইতি কন্ প্রত্যয়ো বাহুলকাদ্ ভবতি গুণঃ, কপিলকাদিত্বাল্লত্বং। সংহন্যতে কবিভিঃ শ্লোকঃ' (টীকা) ৬ স্তুতি। (ঋক্ ৯।৭৩।৬)

শ্লোককৃৎ (ত্রি) শ্লোকং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। শ্লোক কারক, শ্লোকরচয়িতা।

শ্লোকগৌতম (পুং) গোতমপ্রোক্ত শ্লোক।

শ্লোকত্ব (ক্লী) শ্লোকস্য ভাবঃ ত্ব। শ্লোকের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্লোকযন্ত্র (ত্রি) স্তুতিনিয়মন। "শ্লোকযন্ত্রাসো রভসস্য মন্তবঃ" (ঋক্ ৯।৭৩।৬) শ্লোকযন্ত্রাসঃ শ্লোকাঃ স্তুতয়ঃ, স্তুতিনিয়মনাঃ'।

শ্লোকবার্ত্তিক (ক্লী) কুমারিল রচিত সংক্ষিপ্ত মীমাংসা বার্ত্তিক।

শ্লোকিন্ (ত্রি) শব্দযুক্ত। (ঋক্ ৮।৮২।৮)

শ্লোক্য (ত্রি) শ্লোকভব, বৈদিক মন্ত্রভব বা যশোভব। "ক্ষম্যায় চ নমঃ শ্লোক্যায়" (শুক্লযজু° ১৬।৩৩) শ্লোক্যায় শ্লোকাঃ বৈদিকমন্ত্রাঃ যশো বা তত্র ভবঃ শ্লোক্য স্তস্মৈ নমঃ'(মহীধ°)

শ্লোণ, ১ সংঘাত। ২ রাশীকরণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, লট্ শ্লোণতি। শুশ্লোণ। লুঙ্ অশ্লোণীৎ। ণিচ্ শ্লোণয়তি, লুঙ্ অশুশ্লোণৎ।

শ্লোণ্য (ক্লী) ১ অঙ্গহীন। ২ ত্বগ্‌দোষ। (তৈত্তি°ব্রা° ৩।৯।১৭।২)

শ্বঃকাল (পুং) পরদিন, আগামী কল্য। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শ্বঃশ্রেয়স্ (ক্লী) শ্ব আগামিকালে শ্রেয়ো যত্র (শ্বসো বসীয়ঃ শ্রেয়সঃ। পা ৫।৪।৮০) ইতি অচ্। কল্যাণ, শুভ।

"শ্বঃশ্রেয়সমবাপ্তাসি ভ্রাতৃভ্যাং প্রত্যভাণি সা।" (ভট্টি ৪।৩৮)
২ পরমাত্মা। ৩ শর্ম্ম। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ কল্যাণযুক্ত।

শ্বক, সর্পণ, গতি। ভ্বাদি আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ শ্বঙ্কতে। লুট্ শ্বঙ্কিতা। লুঙ্ অশ্বঙ্কিষ্ট।

শ্বকিঙ্কিন্ (ত্রি) ১ রাক্ষস। ২ ঐন্দ্রজালিক।

শ্বক্রীড়িন্ (ত্রি) শ্বভিঃ ক্রীড়তি ক্রীড়-ইনি। কুকুরের দ্বারা ক্রীড়াকারী, ক্রীড়ার জন্য যাহারা কুকুর পোষে।

"শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ ॥" (মনু ৩।১৬৪)

'শ্বভিঃ ক্রীড়তি শ্বক্রীড়ী, ক্রীড়ার্থং শুনো বিভর্ত্তি' (মেধাতিথি)

শ্বগণ (পুং) শুনাং গণঃ। কুকুরসমূহ।

শ্বগণিক (ত্রি) কুকুরসমূহ সম্বন্ধীয়।

শ্বগণিন্ (ত্রি) ব্যাধ, কুকুরের দ্বারা স্বীকারকারী। (রঘু ৯।৫৩)

শ্বগ্রহ (পুং) বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বালকের কম্প, রোমহর্ষ, স্বেদ, নিমীলিত চক্ষু, বহিরায়াম ধনুস্তম্ভ, জিহ্বাদংশন, অন্ত্র ও কণ্ঠ কূজন, অতিশয় স্পন্দন, গাত্রে বিষ্ঠার গন্ধ এবং কুকুরের ন্যায় ক্রন্দন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শ্বঘ্নিন্ (পুং) কিতব, চলিত জুয়াচোর।

"যচ্ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কলে" (ঋক্ ১০।৪২।৯)

'শ্বঘ্নী কিতবঃ কৃতং কৃতসময়ং প্রতিকিতবং কিতবানাং মধ্যে বিচিনোতি পরীক্ষ্য গৃহ্লাতি' (সায়ণ)

শ্বঙ্ক, গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্ লট্ শ্বঙ্কতে। লিট্ শশ্বঙ্কে। লুট্ শ্বঙ্কিতা। লুঙ্ অশ্বঙ্কিষ্ট।

শ্বঙ্গ, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্বঙ্গতি। লিট্ শশ্বঙ্গ। লুট্ শ্বঙ্গিতা। লুঙ্ অশ্বঙ্গীৎ।

শ্বচ্, গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শ্বচতে। লিট্ শশ্বচে। লুট্ শ্বচিতা। লুঙ অশ্বচিষ্ট।

শ্বচক্র (ক্লী) শাকুনভেদ, যদি যাত্রাকালে কুকুরের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া গমনকারীর শুভাশুভ নির্ণয় করা যায় তাহা হইলে তাহাকে শাকুন বা শ্বচক্র বলে। (বৃহৎ সংহিতা ৮৯ অঃ)

শ্বাচিল্লী (স্ত্রী) কুক্কুরচিল্লী ক্ষুপ, চলিত কুকুরশোঁকো। (বৈদ্যকনি°)

শ্বজ্, গমন, ভ্বাদি° আত্মনে অক° সেট্। লট্ শ্বজতে। লিট্ শশ্বজে। লুট্ শ্বজিতা। লুঙ্ অশ্বজিষ্ট।

শ্বজাঘনী (স্ত্রী) কুক্কুরজঘন-ভক্ষণকারী। (কাত্যায়নশ্রৌ°)

শ্বজীবন (ত্রি) কুকুর পালনদ্বারা প্রাণরক্ষাকারক।

শ্বজীবিকা (স্ত্রী) শ্ববৃত্তি, কুকুরের ন্যায় পরের দাসত্ব বৃত্তি।

শ্বঞ্চ (শ্বচি) গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শ্বঞ্চতে। লিট্ শশ্বঞ্চে। লুট্ শ্বঞ্চিতা। লুঙ্ অশ্বঞ্চিষ্ট। কর্ম্মণি শ্বঞ্চ্যতে।

"উচ্ছঞ্চস্ব নি নম বর্দ্ধমানঃ" (ঋক্ ১০।১৪২।৬)

'স ত্বং বর্দ্ধমানঃ সন্ উচ্ছঞ্চস্ব বনে উদ্‌গচ্ছস্ব শ্বচি গতৌ ভৌবাদিকঃ ইদিত্বান্নুম্।' (সায়ণ)

শ্বঞ্জ, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শ্বঞ্জতে। লিট্ শশ্বঞ্জে। লুট্ শ্বঞ্জিতা। লুঙ্ অশ্বঞ্জিষ্ট।

শ্বঠ, ১ গতি। ২ সংস্কৃত। ৩ অসংস্কৃত। চুরা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বাঠয়তি। লিট্ শশ্বাঠ। লুট্ শ্বাঠয়িতা। লুঙ্ অশ্বাঠয়ীৎ।

শ্বঠ, ১ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ। (রমানাথ) ২ সম্যগ্ ভাষণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বঠয়তি।

শ্বণ্ঠ, (শ্বঠি) শ্বঠ ধাত্বর্থ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বণ্ঠয়তি। লিট্ শশ্বণ্ঠ। লুট্ শ্বণ্ঠয়িতা। লুঙ্ অশ্বণ্ঠয়ীৎ।

শ্বদংষ্ট্রক (পুং) শুনো দংষ্ট্রেব কণ্টকোঽস্য। গোক্ষুর। (রাজনি°)

শ্বদংষ্ট্রা (স্ত্রী) শুনো দংষ্ট্রেব কণ্টকাবৃতত্বাৎ। গোক্ষুরক।

শ্বদন্ত (পুং) কুকুরের দন্তের ন্যায় সূচল দন্ত, শৌবন দন্ত।

শ্বদায়িত (ত্রি) ১ কুক্কুরী। ২ অস্থি। (হেম)

শ্বদৃাত (পু) কুকুরের চর্ম্ম।

শ্বধূর্ত্ত (পুং) শুনি ধূর্ত্ত তদ্বঞ্চকত্বাৎ। শৃগাল। (শব্দরত্না°)

শ্বন্ (পুং) শ্বয়তি গচ্ছতি শ্বি-কনিন্ (শ্বন্ উক্ষন্ পূষন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) কুকুর। পর্য্যায়—কুক্কুর, ভষক, শুনক, মৃগদংশক, কৌলেয়ক, রক্তিদেব, সারমেয়, রতব্রণ, কুকুর, দীর্ঘসুরত, শ্বান, গ্রাম-মৃগ, বক্রপুচ্ছ, শয়ালু, শরৎকামী, অরতত্রপ, অলক, অলর্কক। মৃগয়াকুশল কুকুর বিশ্বকদ্রু নামে অভিহিত হয়!

শ্বনক (পুং) কুকুর। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বনিন্ (ত্রি) শ্বগণী, যাহারা কুকুর লইয়া শীকার করে।

"নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ" (শুক্ল যজুঃ ১৬।২৭)

'শুনো নয়ন্তি তে শ্বন্যঃ শ্বকণ্ঠবদ্ধরজ্জুধারকাঃ শ্বগণিনঃ নয়তে র্হ্রস্ব আর্ষঃ তেভ্যো নমঃ' (মহীধর)

শ্বনিশ [শা] (ক্লী স্ত্রী) শুনাং নিশা "সুরাসেনাচ্ছায়াশালা-নিশাঃ স্ত্রিয়াঞ্চ" ইতি লিঙ্গানুশাসনসূত্রেণ অথবা বিভাষা সেনাসুরাচ্ছায়া শালা নিশানাং (পা ২।৪।২৫) ইতি বিভাষয়া ক্লীবত্বং। মত্ত কুকুর নিশা, অর্থাৎ যে রাত্রিতে কুকুর সকল মত্ত হইয়া চীৎকার করে।

'যস্যাং মত্তা নিশি শ্বানঃ শ্বনিশং শ্বনিশা চ সা।' (জটাধর)

শ্বন্বৎ (ত্রি) অপ্সরোভেদ। (অথর্ব্ব ১১।৯।১৫)

শ্বপ (ত্রি) কুকুরপালনকারী। (হরিবংশ)

শ্বপচ্ (পুং) শ্বানং পচতীতি পচ-ক্বিপ্। চণ্ডাল।

"নিষাদঃ শ্বপচঃ শ্বপক্" (ভরতধৃত বোপালিত)

শ্বপচ (পুং) শ্বানং পচতীতি পচ-অচ্। চণ্ডালভেদ। ইহারা সাত প্রকার অন্ত্যাবসায়ীর অন্যতম।

"চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহকস্তথা।
মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেঽন্ত্যাবসায়িনঃ ॥"

এই জাতি লজ্জাবিহীন, গ্রামের বহির্ভাগে ইহাদের বাস, ধনের মধ্যে কুকুর, গর্দ্দভ প্রভৃতি, শবদেহোন্মুক্ত বস্ত্রাদি পরিধেয়, ভগ্ন ভাণ্ডাদি পানভোজনের পাত্র, অলঙ্কার কৃষ্ণবর্ণ লৌহ, সর্ব্বদা দেশান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক অন্নভিক্ষাই একমাত্র উপ-

জীবিকা; রাজানুশাসন ক্রমে কার্য্যব্যপদেশে দিবাভাগে কৃত-চিহ্নিতাবস্থায় গ্রামাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু রাত্রিকালে গ্রাম বা নগরে ইহাদের প্রবেশ নিষেধ। রাজাজ্ঞায় বধ্য ব্যক্তিকে বধ করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবহীন মৃত ব্যক্তির সৎকার করিয়া তাহাদের যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কার ও শয্যাদি ইহারা শাস্ত্রসম্মতিক্রমে লইয়া থাকে। সমশ্রেণী লোকের সহিত ইহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মাচারী ব্যক্তি কখনই ইহাদের সহিত কোনরূপ অঙ্গীকার বদ্ধ হইবে না এবং ইচ্ছা করিয়া ইহাদের অন্নপানীয় গ্রহণ করিবে না, করিলে তাহার চান্দ্রায়ণ অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"অন্ত্যাবসায়িনামন্নমশ্নীয়াদ্‌যস্তু কামতঃ।
স তু চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা॥
ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।" (অঙ্গিরা)

শ্বপচতা (স্ত্রী) শ্বপচের ভাব, চণ্ডালতা।

শ্বপতি (পুং) কিরাতবেশধারী রুদ্রের অনুচর।
"নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ" (শুক্ল যজুঃ ১৬।২৮)
'শ্বপতয়ঃ কিরাতবেশস্য রুদ্রস্যানুচরাঃ' (মহীধর)

শ্বপদ্ (পুং) শুনঃ পাদ ইব পাদো যস্য। বৃক, শৃগাল প্রভৃতি দুষ্ট আরণ্য জন্তু। "ব্যাঘ্রঃ শ্বপদামিব" (অথর্ব্ব ৮।৫।১১)
'শ্বপদঃ বৃকশৃগালাদ্যা অরণ্যদুষ্টমৃগাঃ তেষাং মধ্যে ব্যাঘ্র ইব' (সায়ণ)

শ্বপদ (ক্লী) শুনঃ পদম্। কুকুরের পদ। মনুতে লিখিত আছে যে, চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ লোকের ললাটদেশে রাজাজ্ঞানুসারে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা কুকুরের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতে হয়।
"গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥" (মনু ৯।২৩৭)

শ্বপাক (পুং) শুনাং পাকঃ কার্য্যত্বেন যস্য। চণ্ডাল, ব্যাধ।
মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে, এই জাতি ক্ষত্তা হইতে উগ্রার গর্ভে উৎপন্ন। শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ায় জাতপুত্র ক্ষত্তা এবং ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রায় উদ্ভূতা কন্যা উগ্রা বলিয়া অভিহিত হয়।
(মনু ১০।১৯ কুল্লুক)

রজস্বলা স্ত্রী স্বেচ্ছায় ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে নির্দ্দিষ্ট স্নান-দিনাবসানে তিন দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর যদি অজানিত অবস্থায় স্পর্শ করে, তাহা হইলে প্রথম দিনে স্পর্শ করিলে তিন রাত্রি, দ্বিতীয় দিনে দুই রাত্রি, তৃতীয় দিনে একরাত্রি উপবাস এবং চতুর্থ দিনে শুদ্ধিস্নানের পূর্ব্বক্ষণে সংস্পর্শ ঘটিলে সেই দিন দিবাভাগে উপবাস করিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন দ্বারা শুদ্ধিলাভার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

শ্বপাদ (পুং) শ্বপদ শব্দার্থ। (রাজতর° ৬।১০৯)

শ্বপুচ্ছ (পুং) ১ বৃশ্চিক, বিছা। (স্ত্রী) শ্বপুচ্ছা=২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বফল (পুং) শ্বপ্রিয়ং ফলমস্য। ১ বীজপূর, গোড়ালেবু। ২ চূর্ণ, চলিত চূণ।

শ্বফল্ক (পুং) বৃষ্ণিপুত্র, অক্রূরের পিতা, ইহাঁর স্ত্রীর নাম গান্দিনী, শ্বফল্ক হইতে এই গান্দিনীর গর্ভেই অক্রূরের জন্ম হয়। (বিষ্ণুপু°)

শ্বভক্ষ (ত্রি) কুকুরমাংসভক্ষণকারী।

শ্বভীরু (পুং) শুনঃ কুকুরাৎ ভীরু র্ভয়শীলঃ। শৃগাল। (শব্দমালা)

শ্বভোজন (ক্লী) কুকুরমাংস ভোজন।

শ্বভ্র (ক্লী) শ্বভ্রাতে যদিতি শ্বভ্র-ঘঞ্ কর্ম্মণি। ছিদ্র, গর্ত্ত।
"পততো যস্য বৈ গর্ত্তে স্বপ্নে দ্বারং পিধীয়তে।
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাৎ তদন্তং তস্য জীবিতম্॥"
(মার্কপু° ৪৩।২৯)

শ্বভ্রপতি (পুং) রসাতলপতি।

শ্বভ্রবৎ (ত্রি) ১ গর্ত্তযুক্ত।

শুভ্রবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ)

শ্বভ্রিত (ত্রি) গর্ত্তযুক্ত।

শ্বমাংস (ক্লী) কুকুরের মাংস। এই মাংস ভক্ষণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও মনুতে উক্ত হইয়াছে, বামদেব ঋষি সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবন রক্ষার্থ শ্বমাংস ভক্ষণ করেন এবং তাহাতে কোন রূপ পাপে লিপ্ত হন নাই।
"শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তোঽত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্॥"
(মনু ১০।২০৬)

শ্বমুখ (ত্রি) জনপদভেদ।

শ্বয়থ (পুং) স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা।

শ্বয়থু (পুং) শ্বি-গতিবৃদ্ধ্যোঃ (ট্বিতোঽথুচ্। পা ৩।৩।৮৯) ইতি অথুচ্। শোথ। (অমর)

শ্বয়ন (ক্লী) ফুলিয়া উঠা।

শ্বযাতু (পুং) কুকুরদিগের দ্বারা হিংসাকারী অথবা তাহাদের সহিত বিচরণকারী। 'শ্বযাতবঃ শ্বভিঃ পরিকরভূতৈর্হিংসন্তঃ শ্বভিঃ সহ যান্তো বা' (ঋক্ ৭।১০৪।২০ সায়ণ)

শ্বযীচী (স্ত্রী) শ্বয়তীতি শ্বি-গতিবৃদ্ধ্যোঃ (শ্বয়তে শ্চিৎ। উণ্ ৪।৭১) ইতি ঈচি, বাহুলকাৎ ঙীষ্। পীড়া।

শ্বযূথ (ক্লী) কুকুরের দল।

শ্বর্ত্ত, গতি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বর্ত্তয়তি। লিট্ শ্বর্ত্তয়াঞ্চকার। লুঙ্ অশশ্বর্ত্তৎ।

শ্বল, বেগ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্বলতি। লিট্ শুশ্বাল। লুঙ্ অশ্বলীৎ।

শ্বলিহ্ (ত্রি) কুকুরে যাহা লেহন করিয়াছে।

শ্বলেহ্য (ত্রি) শুনা লেহ্যঃ। কুকুর কর্ত্তৃক লেহ্য।

"শ্বলেহ্য কূপঃ" (পা ২।১।৩৩)

শ্বল্ক, ভাষ, কথন, চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বল্কয়তি। লিট্ শল্কয়াঞ্চকার, লুঙ্ অশশল্কৎ।

শ্ববৎ (ত্রি) শ্বন্-মতুপ্, নস্য লোপঃ মতুপো মস্য বঃ। ক্রীড়ার জন্য যাহারা কুকুর পোষণ করে। মনুতে লিখিত আছে যে ইহাদের গৃহে অন্ন ভোজন করিতে নাই।

"শ্ববতাং শৌণ্ডিকাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্য চোপপতির্গৃহে ॥" (মনু ৪।২১৬)
'আখেটকার্থং শুনঃ পোষকাণাং শ্ববতাং' (কুল্লূক)

শ্ববিষ্ঠা (স্ত্রী) শুনো বিষ্ঠা। কুকুরের বিষ্ঠা।

"ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥" (মনু ১০।৯১)

যদি কেহ ভোজন, মর্দ্দন এবং দান ব্যতীত তিল বিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি পিতৃপুরুষদিগের সহিত কৃমি হইয়া কুকুর-বিষ্ঠায় নিমগ্ন হন। এই বিধি ব্রাহ্মণের পক্ষে বুঝিতে হইবে।

শ্ববৃত্তি (স্ত্রী) শুনঃ কুক্কুরস্যেব পরাধীনা বৃত্তিঃ। সেবা, চলিত চাকুরী, কুকুরের বৃত্তি।

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু ৪:৬)

বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, বাণিজ্য করিতে হইলে সত্য ও অনৃত (মিথ্যা) এই দুইই থাকে, এই জন্য উহার নাম সত্যানৃত। ব্রাহ্মণ এই সত্যানৃতদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবেন, তথাপি সেবা বা চাকুরী করিবেন না, কারণ সেবা শ্ববৃত্তি নামে আখ্যাত।

শ্ববৃত্তিন্ (ত্রি) শ্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৬৩)

শ্বব্যাঘ্র (পুং) শুনো ব্যাঘ্রঃ। হিংস্র পশু।

'শার্দ্দূলঃ পুণ্ডরীকশ্চ দ্বীপী চাথ মৃগাদনঃ।
শ্বব্যাঘ্রশ্চ তরক্ষুশ্চ ব্যাড়শ্চ শ্বাপদঃ সমৌ ॥' (জটাধর)

শ্বশীর্ষ (ত্রি) কুকুরের মস্তকযুক্ত।

শ্বশুর (পুং) শু-আশু-অশ্যতে ব্যাপ্যতে ইতি অশ (শাব শেরাপ্তৌ। উণ্ ১।৪৫) ইতি উরন্। শু শব্দোঽত্রাশু শব্দাভিধায়ী, আশু ব্যাপ্তব্যঃ শ্বশুরঃ। পতিপত্নীর পিতা, পুরুষের পত্নীর পিতা এবং স্ত্রীদিগের পতির পিতা। (অমর)

"অসারে খলু সংসারে সারঃ শ্বশুরমন্দিরং।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥" (উদ্ভট)

২ পূজ্য। (মেদিনী)

শ্বশুরক (পুং) শ্বশুর স্বার্থে কন্। শ্বশুর।

শ্বশুরীয় (ত্রি) শ্বশুরসম্বন্ধীয়।

শ্বশুর্য্য (পুং) শ্বশুরস্যাপত্যমিতি শ্বশুর (রাজশ্বশুরাদ্ যৎ। পা ৪।২।৭১) ইতি যৎ। ১ দেবর। ২ শ্যালক। স্ত্রীলোকের দেবর এবং পুরুষের পক্ষে শ্যালক। (অমর)

"দদৌ বৈদেহদেশে চ রাজ্যং গোপালকায় সঃ।
সংস্কারহেতো নৃপতিঃ শ্বশুর্য্যায়ানুগচ্ছতে ॥"
(কথাসরিৎসাগর ১৯।৫৭)

শ্বশ্রূ (স্ত্রী) শ্বশুরস্য পত্নী শ্বশুর (শ্বশুরস্যোকারলোপশ্চ। পা ৫।১।৬৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা উঙ্ উকারলোপশ্চ। পতি ও পত্নীর প্রসূ, পতি ও পত্নীর মাতা, স্ত্রীদিগের পতির মাতা, পুরুষের পত্নীর মাতা, চলিত ইহাকে শ্বাশুড়ী কহে।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে ধর্ম্মরূপী ব্যাধ একদা জামাতৃ-গৃহে গমন করিয়া (বেহাইকে) বলিয়াছিলেন যে, আমি পুত্রার্থে কন্যা দান করিয়াছি, কিন্তু তোমার পত্নী আমার দুহিতাকে জীব-ঘাতীর দুহিতা বলিয়া থাকে, সেই জন্য অদ্য তোমার গৃহে কিরূপ সদাচার, দেবপূজা ও অতিথিসেবা প্রভৃতি দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু তোমার গৃহে তাহার কিছুই দেখিলাম না, অতএব তোমার গৃহে ভোজন করিব না, আমি জীবঘাতী ব্যাধ, যে কন্যার বিবাহ দিয়াছি, ঐ কন্যা জীবঘাতীর কন্যা। অতএব আমি শাপ প্রদান করিতেছি যে অদ্যাবধি শ্বশ্রূর সহিত স্নুষার কদাপি বিশ্বাস থাকিবে না এবং স্নুষাও শ্বশ্রূর জীবন অভিলাষ করিবে না।*

শ্বস্, প্রাণন। অদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শ্বসিতি। লিঙ্ শ্বস্যাৎ। লঙ্ অশ্বসীৎ, অশ্বসৎ, অশ্বসিতাং, অশ্বসন্।

---

* "ধর্ম্মব্যাধ উবাচ—
ময়া তে দুহিতা দত্তা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী।
সা চ ত্বদ্ভার্য্যয়া প্রোক্তা দুহিতা ধর্ম্মঘাতিনঃ ॥
অতোঽর্থমাগতোঽহং তে গৃহং প্রতি সমীক্ষিতুং।
আচারং দেবপূজাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ তর্পণং।
এতেষামেকমপ্যত্র কুর্ব্বন্নপি ন দৃশ্যতে ॥
ত্বদ্গৃহং গন্তুমিচ্ছামি পিতৃণাং শ্রাদ্ধকাম্যয়া।
স্ব গৃহে নৈব ভুঞ্জামি পিতৃণাং কার্য্যমিত্যুত ॥
অহং ব্যাধো জীবঘাতী নতু তল্লোকহিংসকৈঃ।
মৎসুতা জীবঘাতস্য যদুক্তা ত্বৎসুতেন চ।
ত্বয়াহঞ্চ সংপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তং তপোধন।
এবমুক্ত্বা স চোবাচ শপ্ত্বা নারীং তদা ধরে ॥
মা স্নুষাভিঃ সমং শ্বশ্রূ বিশ্বাসো ভবতু কচিৎ।
মা চ স্নুষা কদাচিৎ স্যাৎ যা শ্বশ্রূং জীবতীমিবেৎ ॥"
(বরাহপু° আদি কৃত বৃত্তান্তনামাধ্যায়)

লিট্ শশ্বাস। লুট্ শ্বসিতা। লৃট্ শ্বসিষ্যতি। লুঙ্ অশ্বসীৎ, অশ্বসিষ্টাং, অশ্বসিষুঃ। সন্ শিশ্বসিষতি। যঙ্ শাশ্বস্যতে। যঙ্লুক্ শাশ্বস্তি। ণিচ্ শ্বাসয়তি। লুঙ্ অশিশ্বসৎ। আ+শ্বস=আশ্বাস। সান্ত্বনা। উৎ+শ্বস=উচ্ছ্বাস। নি, নির্+শ্বস=নিশ্বাস। বি+শ্বস=বিশ্বাস।

শ্বসথ (পুং) ১ ধ্বনি, শব্দ। ২ বস্তুবৃষ।

শ্বসন (ক্লী) শ্বস-ল্যুট্। ১ শ্বসিত। ২ নিশ্বাস। ৩ স্পর্শন।

"ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব॥" (ভাগবত ২।২।২৯)

(পুং) শ্বসিতীতি শ্বস-ল্যু। ৪ বায়ু। ৪ মদনবৃক্ষ। শ্বস্যতে হনেন করণে ল্যুট্। ৬ যাহাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করা যায়, নাসিকা। (ভাগবত ১০।১৬।২৪)

শ্বসনরন্ধ্র (ক্লী) শ্বসনস্য রন্ধ্রং। নাসিকাবিবর।

"তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ-
স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ॥" (ভাগবত ১০।১৬।২৪)
'শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য' (স্বামী)

শ্বসমান (ত্রি) শ্বস-শানচ্। যিনি নিশ্বাসত্যাগ করিতেছেন।

শ্বসনাশন (পুং) শ্বসনো বায়ুরশনং ভক্ষ্যং যস্য। সর্প। (হারাবলী)

শ্বসনেশ্বর (পুং) শ্বসন ঈশ্বরো যস্য। অর্জ্জুনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

শ্বসনোৎসুক (পুং) শ্বসনায় উৎসুকঃ। সর্প। (শব্দরত্না°)

শ্বসিত (ক্লী) শ্ব-সক্ত। শ্বাস।

'শ্বাসস্তু শ্বসিতং সোহন্তর্মুখে উচ্ছ্বাস আহর।
আনো বহির্মুখস্তু স্যান্নিঃশ্বাসঃ পান এতনঃ॥' (হেম)

শ্বসীবৎ (ত্রি) শ্বসনবৎ, শ্বসনবিশিষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত।
"শ্বসবান্ বৃষভো দমূনাঃ" (ঋক্ ১।১৪০।১০) 'শ্বসীবান্ শ্বসনবান্।'

শ্বসুন (পুং) শ্বস বাহুলকাৎ উনন্। ক্ষতঘ্ন বৃক্ষ, চলিত কুকুর-শোঁকা। (শব্দচ°) পাঠান্তর শ্বসুত।

শ্বস্তন (ত্রি) শো ভবং শ্বস্ (এষমোহ্য শ্বসোহন্যতরস্যাং। পা ৪।২।১০৫) ইতি ত্যবভাবে ট্যুট্যুলৌ তুট্চ। ভবিষ্যদ্বস্তু।
"সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্লন্ সহ তেন বিনশ্যতি।" (ভাগবত ৪।২।১০৫)
(ক্লী) ২ ভবিষ্যৎকাল। (রাজনি°)

শ্বস্তনিক (ত্রি) শ্বস্তন ধনযুক্ত, যাহাদের ধনাদি আগামী কল্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তাহাকে শ্বস্তনিক বা শৌবস্তিক কহে।
"ত্র্যহৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা।" (মনু ৪।৭)
'শ্বোভবং শ্বস্তনং ভক্তং তদস্যাস্তীতি মত্বর্থীয় ইকঃ' (কুল্লুক)

শ্বস্ত্য (ত্রি) শ্বো ভবমিতি শ্বস্ (এষমোহ্যঃ শ্বসোহন্যতরস্যাং। পা ৪।২।১০৫) ইতি ত্যপ্। শ্বোভব বস্তু। (শব্দমালা)

শ্বঃসুত্যা (স্ত্রী) পরদিনে সোমাভিষবের প্রসক্তি বা তন্নির্দ্দিষ্ট সময়।
'শ্বঃসুত্যায়াং পরেদ্যুঃ সোমাভিষবে প্রসক্তে সতি'
(ঐতরেয়ব্রা° ২।১।৩ সায়ণ)

শ্বঃস্তোত্রিয় (পুং) পরদিনে স্তবনীয়, পরদিনে যে স্তুতিপাঠ করিতে হইবে। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।৪।১)

শ্বাকর্ণ (পুং) শুনঃ কর্ণঃ। নস্য লোপঃ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। কুকুরের কর্ণ।

শ্বাগণিক (ত্রি) শ্বগণেন চরতি যঃ (শ্বগণাৎ ঠঞ্চ। পা ৪।৪।১১) ইতি ঠঞ্। শ্বগণ দ্বারা বিচরণকারী, ব্যাধ, যাহারা কুকুর লইয়া শীকারাদি করে। শ্বগণিক পদও হয়।

শ্বাগ্র (ক্লী) কুকুরের অগ্রভাগ।

শ্বাত্র (ত্রি) শীঘ্র পরিণত, আশু জীর্ণ। "শ্বাত্রাঃ পীতা ভবত" (শুক্লযজু° ৪।১২) 'শ্বাত্রাঃ ক্ষিপ্রপরিণামাঃ শীঘ্রং জীর্ণা ভবত, শ্বাত্রমিতি ক্ষিপ্রনামাশু অতনং ভবতীতি যাস্কঃ' (বেদদীপ)

শ্বাত্রভাজ্ (ত্রি) ধনভাক্, ধনী। (ঋক্ ৮।৪।৭)

শ্বাত্র্য (ত্রি) ১ ক্ষিপ্রগমনার্হ, শীঘ্র গমনযোগ্য। ২ সুখাবহ সোম।
"মধোর্মধু শ্বাত্র্যং সোমমাশিরং" (ঋক্ ১০।৪৯।১০) 'শ্বাত্র্যং শ্বাত্রমিতি ক্ষিপ্রনাম ক্ষিপ্রগমনার্হং, যদ্বা শ্বাত্র্যং সুখাবহং সোমং' (সায়ণ)

শ্বাদ (পুং) শ্বপচ, চাণ্ডাল।
"শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।" (ভাগবত ৩।৩৩।৬)
'শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ' (স্বামী)

শ্বাদংষ্ট্রা (স্ত্রী) শুনো দংষ্ট্রা নস্য লোপঃ দৃশ্যতে ইতি দীর্ঘঃ। শ্বদংষ্ট্রা, কুকুরের দাঁত।

শ্বাদংষ্ট্রি (পুং) শ্বদংষ্ট্রের অপত্য।

শ্বাদন্ত (পুং) শুনো দন্তইব দন্তোযস্য। (শুনোদন্তদংষ্ট্রেতি। পা ৬।৪।১৩৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা দীর্ঘঃ। কুকুর দশন, কুকুরের দন্তের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট।

শ্বান (পুং) শ্বা এব শ্বন্ স্বার্থে অণ্। ১ কুকুর। (শব্দরত্না°) শুনাং সমূহঃ খণ্ডিকাদিত্বাদঞ্। ২ (ক্লী) ২ কুকুর সমূহ।

শ্বানচিল্লিকা (স্ত্রী) শ্বানপ্রিয়া চিল্লিকা। শুনকচিল্লী। (রাজনি°)

শ্বানী (স্ত্রী) শ্বান স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কুক্কুরী। (শব্দরত্না°)

শ্বান্ত (ত্রি) ১ প্রবৃদ্ধ। ২ শ্রান্ত।
"শ্বান্তস্য কস্যচিৎ পরেয়ুঃ" (ঋক্ ১০।৬১।২১)
'শ্বান্তস্য প্রবৃদ্ধস্য শ্রান্তস্য বা' (সায়ণ)

শ্বাপদ (পুং) শুন ইব পদং যস্য (শুনো দন্তদংষ্ট্রাকর্ণ কুন্দবরাহ-পুচ্ছপদেষু। পা ৬।৪।১৩৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা দীর্ঘঃ। ১ হিংস্র পশু। (হেম) ২ ব্যাঘ্র। (শব্দরত্না°)

শ্বাপাকক (ত্রি) শ্বপাকেন কৃতঃ শ্বপাক (কুলালাদিভ্যো বুঞ্।

পা ৪।৩।১২৮) ইতি বুঞ্। শ্বপাক কর্ত্তৃক কৃত, চণ্ডাল কর্ত্তৃক যাহা কৃত হইয়াছে।

শ্বাপুচ্ছ (ক্লী) শুনঃ পুচ্ছং, শুনো দন্তদংষ্ট্রেতি দীর্ঘঃ। শ্বপুচ্ছ, কুকুরের লেজ।

শ্বাফল্ক (পুং) শ্বফল্কস্য গোত্রাপত্যাং শ্বফল্ক (ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ। পা ৪।১।১১) ইতি অপত্যার্থে অণ্। শ্বফল্কের গোত্রাপত্য।

শ্বাফল্কি (পুং) শ্বফল্ক-ইঞ্। শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর।

"রামেন সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।" (ভাগবত ১১।১২।১০)

শ্বাযূথিক (ত্রি) শ্বযূথসম্বন্ধীয়।

শ্বাবরাহ (পুং) শ্বা চ বরাহশ্চ ততো নস্য লোপঃ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। কুকুর ও বরাহ।

শ্বাবরাহিকা (স্ত্রী) কুকুর ও বরাহের দ্বন্দ্ব।

শ্বাবিধ্ (পুং) শ্বানং বিধ্যতীতি ব্যধ-ক্বিপ্ (নহিবৃতীতি। পা ৬।৩।১১৬) ইতি দীর্ঘঃ। শল্য, চলিত সজারু, ইহা পঞ্চনখী মধ্যে, সুতরাং ইহার মাংস ভক্ষণীয়।

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥" (মনু ৫।১৮)

শ্বাশুর (ত্রি) শ্বশুর-অণ্। শ্বশুর সম্বন্ধীয়।

শ্বাশুরি (পুং) শ্বশুরস্যাপত্যং শ্বশুর (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইতি ইঞ্। শ্বশুরের অপত্য, পুরুষের শ্যালক, স্ত্রীলোকের দেবর।

শ্বাশুর্য্য (পুং) শ্বশুরের অপত্য, শ্যালক, দেবর।

শ্বাশ্ব (পুং) শ্বা কুকুরঃ অশ্ব ইব বাহনং যস্য কুকুরবাহনত্বাৎ। ভৈরব। ভৈরবের বাহন কুকুর।

শ্বাস (পুং) শ্বসিত্যনেনেতি শ্বস-ঘঞ্ করণে। যদ্বা শ্বসিতীতি শ্বস-ণ (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।৩৪১) ১ শ্বসিত, নিশ্বাস, নাসাগত বায়ু। ২ প্রাণবায়ু। পর্য্যায়—প্রাণ। (রাজনি°) ৩ রোগ বিশেষ, চলিত হাপানি। এই রোগ মহাপাতক ও উপপাতক এই উভয়বিধ পাপকর্ম্ম হইতে জন্মে; তন্মধ্যে রোগের অত্যধিক প্রাবল্য হইলেই মহাপাতকজ এবং তদপেক্ষা হীনবল হইলে তাহাকে উপপাতকজ বলিয়া জানিতে হইবে; কেন না এই রোগকে শুদ্ধিতত্ত্বে নারদ বচনানুসারে মহাপাতকান্তর্গত এবং মলমাসতত্ত্বে উপপাতকান্তভূত বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

"উন্মাদশ্চ ত্বচাং দোষো রাজযক্ষ্মাশ্মরী তথা।
শ্বাসশ্চ মধুমেহো হ্বাবুদরী পাপসংজ্ঞকাঃ॥" (নারদ)
"জলোদরযকৃৎপ্লীহশূলরোগব্রণানি চ।
শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিদান—যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে উপযুক্তসময়ে তাহা পরিপাক না হইয়া স্তব্ধভাবে উদর মধ্যে অবস্থান করে অথবা যে সকল দ্রব্য ভোজনে বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই সকল দ্রব্য এবং গুরুপাক, রুক্ষ, কফজনক ও শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাপথে ধূম ও ধূলির প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ুর সেবন, বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিতে পারে এরূপ ব্যায়াম, অধিক ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন এবং রুক্ষতাকারক কার্য্যাদি দ্বারা শ্বাস ও হিক্কা রোগের উৎপত্তি হয়।

সম্প্রাপ্তি ও পূর্ব্বরূপ—উক্ত কারণে প্রকুপিত বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রাণ ও উদান বায়ুবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করে এবং যদি কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও তজ্জন্য বিমার্গগত বায়ু সতত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই সময় শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়; এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থলে বেদনা, উদরাধ্মান, শূল, মলমূত্রের অল্প নির্গম বা একেবারেই রোধ, মুখের বিরসতা, মস্তকে বা ললাটে বেদনা প্রভৃতি পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস ভেদে এই রোগ পাঁচ প্রকার। নিম্নে যথাক্রমে তাহাদের যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইতেছে,—

ক্ষুদ্রশ্বাস—রুক্ষদ্রব্য সেবন ও অধিক পরিশ্রম জন্য অর্থাৎ সচরাচর যেমন দৌড়াদৌড়ি বা কঠিন পরিশ্রমের পর যেরূপ হাপানি হইয়া থাকে, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী বা বিশেষ কষ্টদায়ক অথবা কোনরূপ প্রাণনাশক নহে।

তমকশ্বাস—যখন বায়ু ঊর্দ্ধগত স্রোতঃসমূহে অবস্থিত হইয়া শ্লেষ্মাকে তরল করে এবং শ্লেষ্মদ্বারা নিজেও রুদ্ধগতি হয়, সেই সময়ে তমকশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাসের প্রথমে গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়, তৎপরে কণ্ঠ হইতে ঘড় ঘড় শব্দ নির্গম, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দর্শন, তৃষ্ণা, আলস্য, কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ, কিন্তু না হইলে মূর্চ্ছা, পার্শ্ব বেদনা, উষ্ণদ্রব্যে বা উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, চক্ষুর্দ্বয়ে শোথ, ললাটে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত যাতনাবোধ, মুখশুষ্কতা, বারংবার অতি তীব্রবেগের সহিত শ্বাস-নির্গম এবং গাত্র সঞ্চালন অর্থাৎ গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় শরীর অনবরত দুলিতে থাকে। এই শ্বাসের সহিত জ্বর ও মূর্চ্ছাসংযুক্ত হইলে তাহাকে প্রতমক বা সন্তমক শ্বাস কহে। উক্ত তমকশ্বাস মেঘাম্বু, শৈত্যক্রিয়া, পূর্ব্বদিকের বাতাস এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ব্যবহারে সাতিশয় বৃদ্ধি পায়।

ছিন্নশ্বাস লক্ষণ—অতি কষ্টে ও অত্যন্ত জোরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ থামিয়া থামিয়া যে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়

অথবা যে শ্বাসে একেবারেই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায় না তাহাকে ছিন্নশ্বাস কহে। এই শ্বাসে অতীব যন্ত্রণা, হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা, আনাহ, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, বস্তিদেশে দাহ, নেত্রদ্বয়ের চঞ্চলতা ও তাহা হইতে অশ্রুস্রাব, অঙ্গের কৃশতা ও বিবর্ণতা, একটী চক্ষুর রক্তবর্ণতা, চিত্তের উদ্বেগ, মুখশোষ এবং প্রলাপ, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধশ্বাস—এই শ্বাসে রোগী যেরূপ দীর্ঘভাবে শ্বাস গ্রহণ করে উহা ত্যাগ করিবার কালে তাদৃশবেগে নিশ্বাস ছাড়িতে পারে না, একারণ ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। উহার মুখ ও স্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হওয়ায় বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। ইহাতে ঊর্দ্ধদৃষ্টি, বিভ্রান্ত চক্ষুঃ, মূর্চ্ছা, অঙ্গবেদনা, মুখের শুক্লবর্ণতা ও চিত্তের বিকলতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

মহাশ্বাস—মত্ত বৃষকে দৃঢ়রূপসংরুদ্ধ করিয়া রাখিলে সে আস্ফ-লনপূর্ব্বক যেরূপ গোঁ গোঁ প্রভৃতি শব্দ করিতে থাকে, মহাশ্বাস রোগে বায়ু ঊর্দ্ধগত হওয়ায় সেইরূপ শব্দের সহিত দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইতে থাকে। এই শ্বাসের শব্দ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানশক্তির নাশ, লোচনদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তৃত, মুখ বিকৃত, মলমূত্রের রোধ, বাক্য নিস্তেজ, মনের ক্লান্তি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

সাধ্যাসাধ্যনির্ণয়—উক্ত পাঁচ প্রকার শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস স্বভাবতঃই মারাত্মক; অর্থাৎ ইহার মধ্যে যে কোন একটা উৎপন্ন হইলেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তমকশ্বাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে কষ্টের সহিত আরোগ্য হয়, কিন্তু বিলম্ব হইলে পরে তাহা চিকিৎসা দ্বারাও সম্যক্ আরোগ্য না হইয়া যাপ্যভাবে থাকে; পরন্তু রোগীর দুর্ব্বল অবস্থায় ইহার প্রাবল্য হইলে সহসা প্রাণনাশক হইয়া উঠে। ক্ষুদ্রশ্বাস সর্ব্বদাই সাধ্যতম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, প্রাণনাশক যত প্রকার রোগ আছে, তাহার মধ্যে শ্বাস ও হিক্কার ন্যায় আশু প্রাণঘাতক আর কেহই নাই।

"ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে।
ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিদ্ধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ॥
কামং প্রাণহরা রোগা বহবো নতু তে তথা।
যথা হিক্কা চ শ্বাসশ্চ হরতঃ প্রাণমাশু চ॥" (মাধবনিদান)

চিকিৎসা

শ্বাস বা হিক্কার্দ্দিত রোগীকে প্রথমে স্নেহকর্ম্মদ্বারা স্নিগ্ধ ও লবণান্বিত তৈলে অভ্যক্ত করিয়া নাড়ীস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ, অথবা সঙ্করস্বেদ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; এইরূপ করিলে রোগীর স্রোতোগত গ্রথিত শ্লেষ্মা তরলীকৃত, রন্ধ্র সকল কোমল এবং বায়ু অনুলোমগামী হয়। যেমন গিরিকুঞ্জস্থ সংহতীভূত বরফ নিচয় সূর্য্যাংশুসন্তপ্ত হইয়া দ্রবীভূত হয়, তদ্রূপ দেহাভ্যন্তরস্থ সান্দ্রীভূত শ্লেষ্মাসমূহ স্বেদাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রোগী উক্ত রূপে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইলে তাহাকে মৎস্যযূষ বা শূকরমাংসরস অথবা দধিবহুল ব্যঞ্জনাদির সহিত পুনরায় স্নিগ্ধবস্তু ভোজন করিতে দিবে; ইহাতে রোগীর শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে, তখন তাহাকে বায়ুর অবিরোধী বমন ঔষধ পিপ্পল, সৈন্ধব ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইবে। বমনদ্বারা দুষ্টকফ অপসৃত হইলে রোগী স্বাস্থ্যানুভব করিবে। কারণ কফ-নিরুদ্ধ স্রোতোমার্গ পরিষ্কৃত হইলে বায়ু অপ্রতিহতভাবে স্বকীয় গমনাগমন পথে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে এবং তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক আর কোন উপদ্রব ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

শ্বাসরোগে স্বেদক্রিয়া অতিপ্রশস্ত হইলেও যে শ্বাসগ্রস্ত, রোগী, দাহার্ত্ত, ঘর্ম্মার্ত্ত, রক্তস্রাবযুক্ত, ক্ষীণধাতু, ক্ষীণবল, রুক্ষ, গর্ভিণী ও পিত্তবহুল ইহাদিগকে স্বেদ দেওয়া নিষিদ্ধ। যদি এরূপ রোগীকে নিতান্তই স্বেদ দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শর্করাযুক্ত স্নেহ দ্রব্য ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা রোগীর বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশ সিক্ত করিবে অথবা তিল, মসিনা, মাষকলাই ও গোধূমচূর্ণ তিল-তৈলাদি বায়ুনাশক স্নেহের সহিত মিশ্রিত এবং অম্লরসে অম্লীকৃত করিয়া অথবা অম্ল না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুগ্ধ মিশাইয়া উৎকারিকা অর্থাৎ মোহনভোগ বা হালুয়ার ন্যায় দ্রব্যবিশেষ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তদ্দ্বারা অল্প পরিমাণে স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

স্বেদ ও বমনাদি দ্বারা কফ নির্গত হইয়াও যদি উহা স্রোতা-দিতে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ধূম প্রয়োগ দ্বারা সেই দোষের নির্হরণ করিবে। ধূমপ্রয়োগের প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইতেছে, যথা—হরিদ্রা, যব, এরণ্ডমূল, লাক্ষা, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিতাল ও জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বর্ত্তিপ্রস্তুত করিবে, সেই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া উহাকে নির্ধূম বদরাঙ্গার-বহ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে ধূম উঠিবে উহা গ্রহণ করিবে। মোম, ধুনা, ও ঘৃত একত্র মর্দ্দিত করিয়া একখানি শরায় অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তাহাতে উহা নিক্ষেপ করিবে, পরে তাহার উপর অপর একখানি সচ্ছিদ্র শরা চাপা দিয়া উভয় শরার সন্ধিস্থল উত্তম রূপে প্রলিপ্ত করিবে এবং শরার ছিদ্রে একটী নল প্রবেশ করিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিবে। এইরূপে গোশৃঙ্গ, গোপুচ্ছ ও গোস্নায়ু চূর্ণ করিয়া তাহার ধূমপান করিতে হইবে। শ্যোণাক ও এরণ্ড শাখা অথবা কুশের নল শুষ্ক ও ঘৃতাক্ত করিয়া তাহার ধূমপান

করিবে। কনকধুতূরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূমপান করিলে প্রবল শ্বাস-বেগেরও আশু উপশম হয়; ইহা দৃষ্টফলপ্রয়োগ। কিঞ্চিৎ সোরা জলে ভিজাইয়া তাহাতে একখণ্ড সাদা কাগজ সিক্ত ও পরে শুকাইয়া তদ্দ্বারা চুরুটের ন্যায় নল প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিতে হইবে।

যাহাদের কফ বহির্গমনোন্মুখ না হয়, যাহাদিগকে অগ্রে স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ করা না যায় এবং যাহারা দুর্ব্বল, বাতবহুল, বৃদ্ধ ও বালক তাহাদিগকে বমন বিরেচন দ্বারা সংশোধন না করিয়া শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; কেন না বমন বিরেচনে উহাদের বায়ু লব্ধাস্পদ হইয়া হৃদয়কে শোষণপূর্ব্বক আশু প্রাণ নাশ করিতে পারে।

শ্বাসরোগে আদার রসের সহিত পিপুলচূর্ণ ⁄৹ আনা ও সৈন্ধব লবণ ⁄৹ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শোধিত গন্ধকচূর্ণ ঘৃত অথবা মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস অথবা শ্বেতডানকুনির পত্রের রস সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটী, কণ্টিকারী, ও তুলসী ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। দশমূলের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও বুকের বেদনা প্রশমিত হয়। শেষোক্ত দুইটী কাথৌষধ দৃষ্টফল। কফবহুল শ্বাসে গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, বরাহ, মেষ ও হস্তী ইহাদের একএকটীর পুরীষরস মধুসহ পান করিতে দিবে। অশ্বগন্ধার ক্ষার জলে গুলিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করার পর স্থির হইলে তলভাগে যে পরিষ্কৃত ক্ষার অংশ পতিত হয়, উহা ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। ময়ূরের পায়ের নলী, শজারুর কাঁটা, চাষ ও কুরর পক্ষীর লোম, একশফ ও দ্বিশফ জন্তুর শৃঙ্গ, চর্ম্ম অস্থি ও ক্ষুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সমস্ত একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিলে দারুণ শ্বাস, কাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়। এই কয়েকটী লেহনীয় যোগ কেবল কফরুদ্ধগতি প্রাণবায়ুর মার্গ-রোধক কফশুদ্ধ্যর্থই ব্যবহার্য্য। যেখানে কফের বাহুল্য না থাকে, তথায় এ প্রয়োগগুলি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কফের আধিক্য থাকিলে মুখে দোক্তা তামাক রাখিয়া অল্পে অল্পে সেই রস পান করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

উল্লিখিত যোগসমূহ ব্যতিরেকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে আরও সহস্রাধিক যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে কেবল সচরাচর ব্যবহার্য্য দৃষ্টফল যোগগুলিরই উল্লেখ করা হইল। ঐ সকল ঔষধে যদি পীড়ার সম্যক্ উপশম না হয়, তবে ভার্গীগুড়, ভার্গীশর্করা, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ, মহাশ্বাসারিলৌহ, শ্বাসকুঠাররস, শ্বাসভৈরবরস, শ্বাসচিন্তামণি, সূর্য্যাবর্ত্তরস, শৃঙ্গাদি-চূর্ণ, দশমূলাদ্যঘৃত, তেজোবত্যাদিঘৃত, শট্যাদিচূর্ণ, হিংস্রাদ্যঘৃত; বৃহৎচন্দনাদি তৈল, কনকাসব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তৈল, ঘৃত ও ঔষধাদি অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা কবিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

পথ্য ও পানীয়াদি—কণ্টিকারী, বেলশুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গোক্ষুর, গুলঞ্চ ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যের সহিত কুলত্থ কলায়ের যূষ পাক করিয়া ছাকিয়া তাহাতে পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে সম্বলনপূর্ব্বক হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে অন্নের সহিত খাইতে দিবে। রাস্না, বেড়েলা, স্বল্প-পঞ্চমূল ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যের সহিত মুগের যূষ পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া শ্বাসগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্নের সহিত খাইতে দিবে। গোড়ালেবু, নিম ও পটোল ইহাদের সমস্ত বা কোন একটার পাতা সংগ্রহ করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে এবং সেই জলে মুগের যূষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ত্রিকটুচূর্ণ, যবক্ষার, সজিনাবীজ, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ উপযুক্ত পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে; এই ক্ষারযূষ পানে হিক্কাশ্বাস প্রশমিত হয়। কাল কাসুন্দিয়ায় পত্র, সজিনাপত্র ও শুষ্কমূলা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে মুদ্গাদির যূষ পাক করিয়া হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে খাইতে দিবে। দধি, ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃতসহ বার্ত্তাকুযূষ হিক্কা ও শ্বাসরোগে উপকারী। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, কৃষ্ণজীরা, বিট্‌লবণ, কুড়, চিতা-মূল ও কাকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের সহিত পুরাতন শালিতণ্ডুল, ষষ্টিক তণ্ডুল, গোধূম বা যব, এই সকলের যবাগূ পাক করিয়া হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে খাইতে দিবে। দশমূল, শটী, রাস্না, পিপুল, বেলশুঁঠ, পুষ্করমূল, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই আমলা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ঋদ্ধি ইহাদের কাথে যথাবিধি শালিতণ্ডুল প্রভৃতির যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ অথবা কেবল উক্ত দ্রব্যগুলির কাথ পান করিলে শ্বাস, কাস, হিক্কা, পার্শ্বশূল ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কুড়, শটী, ত্রিকটু, গোড়ালেবু ও অম্লবেতস ইহাদের কাথে ঘৃত, বিট্‌লবণ ও হিঙ্গুর সহিত অন্নপান পাক করিয়া হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে খাইতে দিবে। উহাদের তৃষিত অবস্থায় দশমূল বা দেবদারুর অর্দ্ধশৃত কাথ কিংবা মদিরা পান করিতে দিবে। আকনাদি, মুগরা, রাস্না, সরলকাষ্ঠ ও দেবদারু প্রক্ষালনপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তাহা চতুর্গুণ বা ষড়্‌গুণ সুরামণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিবে, পরে যথা সময়ে ছাকিয়া অম্ললবণ সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে পান করিতে দিবে।

শ্বাসগ্রস্ত রোগীকে সাধারণতঃ দিবাভাগে মুগ, মসূর, ছোলার ডাল, বড়চিঙ্গড়ী বা বাইন মৎস্যের ঝোল, পটোল, ডুমুর, মোচা, পক্ককুষ্মাণ্ড, মাণকচু, থোড় ও উচ্চে প্রভৃতি তরকারী, ব্রাহ্মীশাক, ছাগ, হরিণ, শশ, ঘুঘু, পায়রা, বটের ও বক প্রভৃতির মাংসরস, ছাগদুগ্ধ, খর্জ্জুর, দাড়িম পানফল, কিসমিস, আমলকী, কচিতাল-

শাস, মিছরী, নারিকেল, তিলতৈল ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি আহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রিকালে গমের বা যবের রুটি অথবা লুচি এবং পূর্ব্বোক্ত তরকারী প্রভৃতি। সুজি, ছোলার বেশম, ঘৃত ও অম্লমিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত যে কোন খাদ্য সহ্যমত খাইতে দেওয়া যায়। উষ্ণজল শীতল করিয়া অথবা অবস্থা বিশেষে ঈষদুষ্ণ পানীয় অথবা বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে পুরাতন তেঁতুল জলে ভিজাইয়া সেইজল কিংবা লেবুর রসের সহিত মিছরির সরবৎ পান করিবে। শ্লেষ্মার আধিক্য না থাকিলে নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করা যাইতে পারে।

ফলকথা যে কোন ঔষধ, অন্ন বা পানীয় বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণবীর্য্য, ও বাতানুলোমক তাহাই হিক্কা ও শ্বাস রোগের হিতকর বলিয়া জানিতে হইবে। যে দ্রব্যটী বাতজনক, কিন্তু কফনাশক অথবা যে দ্রব্যটী কফকারক অথচ বাতনাশক সে দ্রব্যটী ঐকান্তিক ভাবে বা অব্যভিচরিতরূপে এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যাহা কেবল বাতনাশক তাহা অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার হয়। কিন্তু যাহা কেবল শ্লেষ্মানাশক অর্থাৎ যে ঔষধ, অন্ন বা পানীয় ব্যবহারে শরীর রসহীন হইয়া অতিশয় কর্ষিত হয়, তাহাদ্বারা কখনই হিক্কাশ্বাস রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না; অতএব এই রোগে ঔষধ পথ্য প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যবহার করা হউক না কেন যাহাতে বায়ুর গমনপথ বিশোধিত থাকে, নিয়ত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, কেননা নদ, নদী প্রভৃতি বৃহজ্জলাশয়াদির গতিরোধ হইলে তাহা যেমন ছাপাইয়া উঠে, সেইরূপ শ্বাসরোগীর বায়ু কফাদিকর্তৃক রুদ্ধগতি হইয়া অধিকতর উদীর্ণ হইয়া উঠে এবং নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত করে।

"উদীর্য্যতে ভৃশতরং মার্গরোধাদ্বহজ্জলং।
যথা তথানিলস্তস্য মার্গং নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥" (চরক চি° ১৭)

অপথ্য—গুরুপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য, দধি, মৎস্য এবং লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি ব্যবহার, রাত্রিজাগরণ, অত্যন্ত পরিশ্রম, অগ্নি বা রৌদ্রের উত্তাপ, অতি ভোজন, সাতিশয় দুশ্চিন্তা, শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবিকার, এইরোগে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্বাসকাস (পুং) শ্বাসযুক্তঃ কাসঃ। শ্বাসযুক্ত কাসরোগ। শ্বাসজনক কাস, চলিত হাঁপকাস।

শ্বাসকুঠাররস (পুং) শ্বাসস্য কুঠার ইব তন্নামকো রসঃ। শ্বাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ, এবং ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকটী সমানভাগ জলে উত্তমরূপে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধসেবনে শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—বিষ, গন্ধক, সোহাগার খই, মনছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুণ্ঠী ৬ তোলা, এই সকব দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান পানের রস বা আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে বিষম শ্বাসকাস, একাদশ প্রকার ক্ষয়, প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শ্বাসচিন্তামণি (পুং) শ্বাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা অর্দ্ধতোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগী দুগ্ধে ও যষ্টি মধুর কাথে ভাবনা দিতে হয়। তৎপরে ইহা ৪ রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও বহেড়াচূর্ণ। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্বাসকাস ও যক্ষ্মরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শ্বাসরোগাধি°)

শ্বাসতা (স্ত্রী) শ্বাসস্য ভাবঃ তল-টাপ্। শ্বাসের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্বাসপ্রশ্বাসধারণ (ক্লী) শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্ধারণং যত্র। প্রাণায়াম। (হেম) প্রাণায়াম করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ধারণ করিতে হয়।

শ্বাসভৈরবরস (পুং) শ্বাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চই এবং চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শ্বাসরোগাধি°)

শ্বাসহেতি (পুং) শ্বাসস্য হেতিরিব। নিদ্রা। (হেম)

শ্বাসারি (পুং) শ্বাসস্য অরিঃ। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

শ্বাসিন্ (পুং) শ্বসয়তীতি শ্বস-ণিচ্-ণিনি। ১ বায়ু। শ্বাসো হস্ত্যস্যেতি ইনি। (ত্রি) ২ শ্বাসযুক্ত। ৩ শ্বাসরোগবিশিষ্ট, শ্বাসরোগী।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই রোগ মহাপাতকজ, সুতরাং এই রোগ হইলে অগ্রে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তৎপরে চিকিৎসা কর্ত্তব্য। যদি অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত শ্বাসরোগীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহার দহন ও বহন করা উচিত। যদি প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, তাহা হইলে যাহারা ইহার দহন বহনাদি করিবেন, তাহাদিগকেও যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

শ্বাহি (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৩।৩০)

শ্বি, ১ গতি। ২ বৃদ্ধি। ৩ স্ফীতভাব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বয়তি। লুট্ শ্বয়িতা। শিশ্বায় শিশ্বিয়তুঃ।

লৃট্ শ্বয়িষ্যতি। লিঙ্ শূয়াৎ। লুঙ্ অশ্বৎ। অশ্বয়ীৎ। কর্ম্মবাচ্য লট্ শূয়তে। সন্ শিশ্বয়িষতি। যঙ্ শেশ্বীয়তে শোশূয়তে। যঙ্ লুক্ শেশ্বয়ীতি, শেশ্বেতি। ণিচ্ শ্বায়য়তি। লুঙ্ অশূশবৎ, অশিশ্বয়ৎ। ণিচ্-সন্ শিশ্বায়য়িষতি। ক্ত-শূন।

শ্বিক্ন (পুং) জনপদ ও তন্নিবাসী। (শতপথব্রা°)

শ্বিৎ, বর্ণ, শ্বৌক্ল, শুক্লীভাব। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শ্বেততে। শিশ্বিতে। লুট্ শ্বেতিতা। লৃট্ শ্বেতিষ্যতে। লুঙ্ অশ্বেতিষ্ট, অশ্বেতিষাতাং, অশ্বেতিষত। অশ্বিতৎ, অশ্বিততাং, অশ্বিতন্। ক্ত-শ্বিত্ত।

শ্বিতীচী (স্ত্রী) শ্বৈত্যপ্রাপ্তা, প্রকাশপ্রাপ্তা, প্রকাশিতা।

"কৃষ্ণাদজনিষ্ট শ্বিতীচী" (ঋক্ ১।১২৩।৯)

'শ্বিতীচী শ্বৈত্যং গচ্ছন্তী প্রকাশং প্রাপ্তবতী' (সায়ণ)

শ্বিত্ন (ত্রি) শ্বেতবর্ণ। "অধশ্বিত্নেষু বিংশতিং শতা" (ঋক্ ৮।৭৬।৩১) 'শ্বিত্নেষু শ্বেতবর্ণেষু' (সায়ণ)

শ্বিত্ন্য (ত্রি) শুক্লবর্ণ অলঙ্কার দ্বারা দীপ্তাঙ্গ, শুক্লবর্ণার্হ। "সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ" (ঋক্ ১।১০০।১৮) 'শ্বিত্ন্যেভিঃ শ্বেতবর্ণৈঃ অলঙ্কারেণ দীপ্তাঙ্গৈঃ, শ্বিতা বর্ণে ঔণাদিকো ক্ন-প্রত্যয়ঃ, শ্বিত্নং শুক্লবর্ণ অর্হতীতি শ্বিত্ন্যাঃ ছন্দসি চেতি যঃ' (সায়ণ)

শ্বিত্র (ক্লী) শ্বেততে ইতি শ্বিত-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) কিলাসভেদ, শ্বেতকুষ্ঠ, চলিত ধবলরোগ। পর্য্যায়—কুষ্ঠ, শ্বেত বা শ্বেত্র। (অমর ও তট্টীকা)

নিদান।—মাধবকরের রোগবিনিশ্চয় বা নিদান নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, বিরুদ্ধাশনাদি ও পাপকর্ম্ম প্রভৃতি কুষ্ঠরোগোক্ত কারণসমূহই শ্বিত্ররোগের নিদান। [কুষ্ঠ দেখ।]

"কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং বারুণং ভবেৎ।" (মাধব)

'কুষ্ঠৈকসম্ভবমিতি কুষ্ঠেন সহ একং সমানং বিরুদ্ধাশনপাপকর্ম্মাদি সম্ভবো নিদানং যস্য তৎ শ্বিত্রমিতি' (বিজয়রক্ষিত)

চরকে কথিত হইয়াছে, মিথ্যাকথন, বিশ্বাসঘাতকতা, গুরুলোকের নিন্দা ও তাহাদিগকে তিরস্কার বা যে কোন প্রকার নির্য্যাতন করা, ইহ ও পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম, দেশ কাল ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন প্রভৃতি কারণে কিলাস রোগের উৎপত্তি হয়।

"বচাংস্যতথ্যানি কৃতঘ্নভাবো নিন্দা গুরূণাং গুরুধর্ষণঞ্চ।
পাপক্রিয়া পূর্ব্বকৃতঞ্চ কর্ম্মহেতুঃ কিলাসস্য বিরোধি চান্নম্॥"
(চরক চি° ৭ অঃ)

নামনিরুক্তি ও লক্ষণ—চরকে লিখিত হইয়াছে যে, কিলাস রোগ দারুণ, অরুণ ও শ্বিত্র এই তিন নামে অভিহিত হয়। এই ত্রিবিধ কিলাসই প্রায় ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়; দোষ রক্তাশ্রিত হইলে উহা রক্তবর্ণ, মাংসাশ্রিত হইলে তাম্রবর্ণ এবং মেদকে আশ্রয় করিলে শ্বেতবর্ণ হইয়া যথাক্রমে উক্ত দারুণ, অরুণ ও শ্বিত্র নামে কথিত হয়। এই তিনটীর মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পরপরটী ক্রমশঃ কষ্ট সাধ্য।

"দারুণঞ্চারুণং শ্বিত্রং কিলাসং নামভিস্ত্রিভিঃ।
যদুচ্যতে তৎ ত্রিবিধং ত্রিদোষং প্রায়শশ্চ তৎ॥
দোষে রক্তাশ্রিতে রক্তং তাম্রং মাংসসমাশ্রিতে।
শ্বেতং মেদঃশ্রিতে শ্বিত্রং গুরু তচ্চোত্তরোত্তরম্॥"
(চরক চি° ৭অঃ)

মাধব-নিদানে উক্ত হইয়াছে যে, বাতাদি পৃথক্ তিন দোষ কর্ত্তৃক উক্ত রক্তাদি তিন প্রকার ধাতু সংশ্রয়ে যথাক্রমে ঐ ত্রিবিধ কিলাসের উৎপত্তি হয়। বায়ু হইতে উৎপন্ন কিলাস রুক্ষ ও অরুণবর্ণ, পিত্তোৎপন্ন গুলি নবোদ্গত কমলপত্রবৎ তাম্রবর্ণ, দাহ যুক্ত এবং রোমবিধ্বংসকারী, কফ হইতে যাহাদের উৎপত্তি তাহারা শ্বেতবর্ণ, ঘন, গুরু এবং কণ্ডূযুক্ত।

ভোজকৃত গ্রন্থে ব্রণজ ও দোষজ ভেদে শ্বিত্ররোগ প্রথমতঃ দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণিত। পরে দোষজ আবার আত্মজ ও পরজ ভেদে দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত অবস্থায় তাহার উপর অযথোপচার হেতু ব্রণজ এবং দ্বিপ্রকার দোষজের মধ্যে পরকীয় সংশ্রব জন্য পরজ ও দেহস্থ বাতাদি কর্ত্তৃক আত্মজ শ্বিত্ররোগের উদ্ভব হয়।

"শ্বিত্রস্তু দ্বিবিধং বিদ্যাৎ দোষজং ব্রণজং তথা।
তত্র মিথোপচারাদ্ধি ব্রণস্য ব্রণজং স্মৃতং॥
দোষজঞ্চ দ্বিধা প্রোক্তমাত্মজং পরজং তথা।
পরসংস্কারসংস্পর্শাৎ যৎ তৎ পরজমুচ্যতে।
তদাত্মজং বিজানীয়াৎ যদ্দেহেষ্বনিলাদিজং॥" (ভোজ)

সুশ্রুতে কুষ্ঠ এবং কিলাস, এই উভয়ের ভেদ নির্ণয় স্থলে দেখান হইয়াছে যে, কিলাস ত্বগ্গত ও অপরিস্রাবী, আর কুষ্ঠ মাত্রই ধাত্বন্তরাবগাহী ও স্রাবশীল। নিম্নোক্ত বিশ্বামিত্রবচনও এই বাক্যের প্রতিপোষক; যথা—

"যদা ত্বচমতিক্রম্য তদ্ধাতূনবগাহতে।
হিত্বা কিলাসসংজ্ঞাস্তু কুষ্ঠসংজ্ঞাং লভেত্তদা॥" (বিশ্বামিত্র)

পূর্ব্বোক্ত 'দোষে রক্তাশ্রিতে' ইত্যাদি চরকবচনের সহিত আপাততঃ এই উক্তিদ্বয়ের বিরোধভাব দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু বিশ্বামিত্র-বচনের মর্ম্ম এই যে, যে সময়ে প্রদুষ্ট দোষ ত্বগতিক্রম-পূর্ব্বক রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় কুষ্ঠ লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন উহারা কুষ্ঠরোগের প্রবর্ত্তক এবং যখন কুষ্ঠের অন্যান্য লক্ষণ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ত্বগ্গত রক্ততাম্রাদি বর্ণতাকারক হয়, তখন তাহারা কিলাস রোগের জনক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে চরকবচনের সহিত বিশ্বামিত্র ও সুশ্রুতোক্ত বাক্যদ্বয়ের কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকিতেছে না।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—যে শ্বিত্রের রোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ, যাহার ত্বক্ শুক্ল নহে, যে গুলি পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং যাহা অগ্নিদগ্ধজ ক্ষত হইতে উৎপন্ন নহে, সেই গুলি সাধ্য ; আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে সকল শ্বিত্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতে থাকে, যাহার ত্বক্ অতিশয় শুক্ল বলিয়া বোধ হয় এবং যাহার অভ্যন্তরস্থ রোমাবলী রক্ত বর্ণের ন্যায় ও যাহা বহুবর্ষোৎপন্ন তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। গুহ্য এবং হস্ত পদাদির তলদেশ ও ওষ্ঠভাগে জাত শ্বিত্র সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

চিকিৎসা।

শ্বিত্ররোগে প্রথমে বমন বিরেচনাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উর্দ্ধাধ শোধন করিয়া পরে প্রশমন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিরেচনার্থে গুড়ের সহিত কাকোডুম্বরের রস শ্রেষ্ঠ। অগ্রে স্নেহ সেবন দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া পরে যথাবল উক্ত ঔষধ পান করিয়া রৌদ্র সেবন করিলে অনায়াসে বিরেচন হইবে। বিরিক্ত ব্যক্তি পিপাসু হইলে তিন দিন পর্য্যন্ত পেয়া পান করিবে। শ্বিত্র স্থানে স্ফোটক জন্মিলে কণ্টক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিবে, ইহাতে সমস্ত রস নিঃস্রুত হইলে কাকোডুম্বর, অসন, প্রিয়ঙ্গু ও শুল্‌ফা এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ জল অথবা পলাশক্ষারসংযুক্ত ফাণিত অর্থাৎ অর্দ্ধপক্ক-ইক্ষুরস প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথোপযুক্ত মাত্রায় এক পক্ষ পর্য্যন্ত পান করিবে। খদিরজলমিশ্র পানীয় অথবা কেবল জল শ্বিত্ররোগীর বিশেষ উপকারী।

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, হীরাকস, গোরোচনা, পীত যূঁইএর পাতা ও সৈন্ধব, ইহাদের প্রলেপ শ্বিত্ররোগে প্রযোজ্য। কদলীক্ষার ও গর্দ্দভাস্থিভস্ম, গোরক্তে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মালতীর ক্ষার হস্তিমূত্রে প্রক্ষেপ দিয়া পর্য্যুষিত হইলে তদ্দ্বারা প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। নীলোৎপল, কুড় ও সৈন্ধব হস্তিমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। মূলার বীজ ও সোমরাজী অথবা কাকোডুম্বর, বাসক, সোমরাজী ও চিতা, গোমূত্রে পেষণ করিয়া কিংবা ময়ূরপিত্তে মনঃশিলা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। সোমরাজী, লাক্ষা, গোপিত্ত, রসাঞ্জন, তুত্তে, পিপুল ও কান্তলৌহভস্ম এই সকল উত্তম রূপে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কিলাস রোগ বিনষ্ট হয়।

বড় ও ছোট ডুমুরের মূল এক এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ষোল পল জলের সহিত সিদ্ধ করিতে করিতে চতুর্ভাগাবশেষে ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিবে। এই ঔষধ পানান্তে তৈলাক্ত শরীরে রৌদ্রে অবস্থিতি করিলে শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠে স্ফোট উৎপন্ন হয় ; এই স্ফোটকগুলি আপন হইতে বা কণ্টকাদি দ্বারা ভিন্ন হইলে চিতাবাঘ বা হস্তীর চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে ও তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণসর্প সুদগ্ধ করিয়া মসী প্রস্তুত করিতে হয়। এই মসী ও বিভীতকতৈল উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রস্থানে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরোগ্য হয়। কৃষ্ণসর্পভস্ম দেড়গুণ জলে সাতবার বস্ত্রগালিত করিবে ; পরে এই জল চতুর্গুণ ও তৈল একগুণ একত্র পাক করিবে ; ইহা শ্বিত্রনাশের একটী প্রধানতম ম্রক্ষণৌষধ। চাকুন্দেবীজ, কুড় ও যষ্টিমধু ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ গৃহকুক্কুটকে সমস্ত দিনরাত্র ও পরদিন সমস্ত বেলা পর্য্যন্ত উপবাসী রাখিয়া রাত্রিকালে আহারের সময় ঐ সংপিষ্টদ্রব্যগুলি দ্বারা উত্তমরূপে তাহার উদর পূর্ণ করিবে ; পরে এই আহার পরিপাকান্তে সে যে সকল পুরীষ ত্যাগ করিবে, তাহা লইয়া শ্বিত্রের উপর প্রলেপ দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত উড়ুম্বর কাথাদির সহিত উহা এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিবে,তাহাহইলে অতি শীঘ্রই শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হইবে। গজবিষ্ঠা উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত পূর্ব্বক গজমূত্রের সহিত একত্র সংমিশ্রণ ও বহুবার উহা বস্ত্রগালিত করিবে, পরে এই জল দ্রোণ পরিমাণে লইয়া তাহাতে জলের দশম ভাগ সোমরাজীবীজ পাক করিতে করিতে যখন তাহা চিক্কণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন নামাইয়া তদ্দ্বারা গুটিকা করিবে ; গুটিকাঘর্ষণে শ্বিত্রস্থান আশু সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আম্র এবং হরীতকীর পত্র ও ত্বক্ কাথবিধানে পাক করিয়া তাহাতে পরিষ্কার তূলার বর্ত্তি উত্তমরূপে ভাবিত করিবে ; অনন্তর সেই বর্ত্তি কটুতৈলে সিক্ত করিয়া তাম্রময় প্রদীপে রাখিয়া প্রদীপ্ত করিলে যে মসী প্রস্তুত হইবে, তাহা আবার হরীতকীর কাথে ভাবিত করিয়া কটুতৈলে ডুবাইয়া বারম্বার কিলাসে ম্রক্ষণ করিলে সত্বর উহা উপশম প্রাপ্ত হয়।

শ্বিত্রপঞ্চাননতৈল এবং কুষ্ঠরোগের যাবতীয় তৈল, ঘৃত, ঔষধ ও পথ্যাপথ্যাদি এই রোগে নিয়ত ব্যবহার্য্য। পাপজন্য শ্বিত্ররোগে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষয় হইলে পরে বমন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষশক্তু ভক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা উহার নাশ হইয়া থাকে।

"শুদ্ধ্যা শোণিতমোক্ষৈর্বিরুক্ষণৈশ্চ শক্তুনাম্।
শ্বিত্রং কস্যচিদেব প্রশাম্যতি ক্ষীণপাপস্য ॥"(চরক চি° ৭অঃ)

শ্বিত্রক (ত্রি) শ্বিত্ররোগযুক্ত।

শ্বিত্রঘ্নী (স্ত্রী) শ্বিত্রং শ্বিত্ররোগং হন্তীতি হন-টক্-ঙীষ্। শীতপর্ণী, চলিত বিছুটী। (শব্দচ°)

শ্বিত্রিন্ (ত্রি) শ্বিত্রমস্ত্যস্যেতি শ্বিত্র-ইনি। শ্বিত্ররোগযুক্ত, শ্বেত কুষ্ঠরোগী, যাহাদের ধবলকুষ্ঠ হয়। মনুতে লিখিত আছে, এই রোগ সংক্রামক। কন্যার পিতামাতার শ্বিত্ররোগ থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতা মাতার থাকিলে, পরে তাহারও হইতে পারে, এই জন্য শ্বিত্রি-কন্যাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥" (মনু ৩।৭)

যাহাদের শ্বিত্ররোগ থাকে, তাহারা অপাঙ্‌ক্তেয়, তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নাই।

"ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোঽন্ধশ্চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ॥" (মনু ৩।১৬১)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে বস্ত্র চুরি করিলে সেই পাপে নরকভোগের পর শ্বিত্ররোগ হয়।

"শ্বিত্রী বস্ত্রং শ্বা রসস্তু চীরী লবণহারকঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।২১৫)

শ্বিদ, শৌক্ল্য। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শ্বিন্দতে। লুঙ্ অশ্বিন্দিষ্ট। এই ধাতু ইদিৎ।

শ্বেত (ক্লী) শ্বেততে ইতি শ্বিত-অচ্। রূপ্য। (অমর) (পুং) ২ শুক্লবর্ণ। ৩ দ্বীপবিশেষ। (ভারত ১২।৩৩৫।৮) ৩ পর্ব্বত-ভেদ। (মেদিনী) শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে যে এই পর্ব্বত জম্বূদ্বীপের পর্ব্বতের মধ্যে একটী। ভাগবতের ৫ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে এই পর্ব্বতের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [জম্বুদ্বীপ দেখ]

৪ কপর্দ্দক। ৫ শুক্রগ্রহ। ৬ শ্বেতাভ্র। ৭ শঙ্খ। ৮ জীবক। (জটাধর) ৯ শিবাবতারবিশেষ। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কলি যুগের প্রথমে বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান্ মহাদেব হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে শ্বেতরূপে অবতীর্ণ হন।

"মহাদেবাবতারাণি কলৌ শৃণুত সুব্রতাঃ।
আদৌ কলিযুগে শ্বেতো দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ।
নাম্না হিতায় বিপ্রাণামভূদ্বৈবস্বতে হস্তরে॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ছগলে পর্ব্বতোত্তমে।
তস্য শিষ্যাঃ শিখাযুক্তা বভূবুরমিতপ্রভাঃ॥
শ্বেতঃ শ্বেতশিখশ্চৈব শ্বেতাস্যঃ শ্বেতলোহিতঃ।
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥" (কূর্ম্মপু° ৫অ°)

শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাস্য, ও শ্বেতলোহিত এই চারি জন ব্রাহ্মণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

১০ রাজবিশেষ। (অগ্নিপু° অন্নদাননামাধ্যায়) ১১ নাগ বিশেষ। (ভাগবত ৫।২৪।৩) (ত্রি) শ্বেতো বর্ণো হস্যাস্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১২ শুক্লবর্ণযুক্ত। (অমর) ১৩ শ্বেতবর্ণ বস্তু। কবিকল্পলতায় শ্বেত বস্তুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সুধাংশু, উচ্চৈঃশ্রবা, শম্ভু, কীর্ত্তি, জ্যোৎস্না, শরদ্‌ঘন, প্রাসাদ, সৌধ, তগর, মন্দারদ্রুম, হিমাদ্রি, সূর্য্যকান্ত, ইন্দুকান্ত, কর্পূর, করম্ভ, রজত, হলী, হির্ম্মোক, ভস্ম, হিণ্ডীর, চন্দন, করকা, হিম, হার, ঊর্ণনাভতন্তু, অস্থি, স্বর্গঙ্গা, হস্তিদন্ত, অভ্র, শেষাহি, শর্করা, দুগ্ধ, দধি, গঙ্গা, সুধাজল, মৃণাল, সিকতা, হংস, বক, কৈরব, চামর, রম্ভাগর্ভ, পুণ্ডরীক, কেতকী, শঙ্খ, নির্ঝর, লোধ্র, সিংহ-ধ্বজ, ছত্র, চূর্ণ, শুক্তি, কপর্দ্দক, মুক্তা, কুসুম, নক্ষত্র, দন্ত, পুণ্য, উশনাঃ, সত্ত্বগুণ, কৈলাস, কাশ, কার্পাস, হাস, বাসবকুঞ্জর, নারদ, পারদ, কুন্দ, খটিকা ও স্ফটিক প্রভৃতি বস্তু শ্বেতবর্ণ।

(কবিকল্পলতা ২ স্তবক)

শ্বেতক (ক্লী) শ্বেতমেব স্বার্থে কন্। ১ রূপ্য, রূপা। (রাজনি°) (পুং) ২ বরাটক, কড়ি। ৩ শ্বেত। (ত্রি) ৪ শ্বেতগুণবিশিষ্ট।

"কৃষ্ণশ্বেতকপীতকতাম্রাণামীষদপি চ বিষমাণাম্।" (বৃহৎস°)

(ক্লী) ৫ উত্তম কাংস্য, ভাল পিত্তল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকটভী (স্ত্রী) ১ শুক্ল কটভী বৃক্ষ, সাদা কড়ই গাছ (বাভট উত্তর) ২ শ্বেত গুঞ্জা।

শ্বেতকণ্টক (পুং) শ্বেত লজ্জালুলতা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকণ্টকারিকা [রী] (স্ত্রী) শুভ্রপুষ্প কণ্টকারী। (রাজনি°) হিন্দি শ্বেত রেঙ্গনী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিতকণ্টকারিকা, শ্বেতা, ক্ষেত্রদূতী, লক্ষ্মণা, সিতসিংহী, সিতক্ষুদ্রা, বার্ত্তাকিনী, সিতা, সিক্তা, কটুবার্ত্তাকী, ক্ষেত্রজা, কপটেশ্বরী, নিঃস্নেহফলা, বামা, সিতকণ্ঠা, মহৌষধী, গর্দ্দভী, চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা, প্রিয়ঙ্করী, নাকুলী, দুর্ল্লভা, রাস্না। গুণ—রোচক, কটু, উষ্ণ, কফবাতনাশক, চক্ষুর হিতকারক, দীপন, রসনিয়ামক।

ভাবপ্রকাশে কয়েকটী অতিরিক্ত পর্য্যায় ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্দ্দভা, চন্দ্রভা। গুণ—তিক্ত, সারক, লঘু, রূক্ষ, পাচন এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বপীড়া, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক। শ্বেত ও পীত উভয়বিধ কণ্টকারীর ফলই কটু রসযুক্ত, তিক্ত, পাকে কটু, শুক্ররেচক, মলভেদক, লঘু, পিত্ত ও অগ্ন্যুদ্দীপক এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, কৃমি ও জ্বরনাশক। কণ্টকারীর ফলের এ ছাড়া গর্ভকারিত্ব একটী বিশেষ গুণ আছে।

শ্বেতকণ্টারিকা (স্ত্রী) শাদা কণ্টিকারী। হিন্দি—শ্বেতরেঙ্গণী, শ্বেত ভটকটৈয়া। তেলেগু—বিলিয় নেলগুলু। গুণ—কটু, উষ্ণ বাত ও শ্লেষ্মঘ্ন, চক্ষুর হিতকর, দীপন, রসপাচক। (রাজনি°)

শ্বেতকদম (দেশজ) শ্বেতবর্ণ কদম্ববিশেষ।

শ্বেতকন্দা (স্ত্রী) শুক্লাতিবিষা, শাদা আতইচ।

শ্বেতকপোত (পুং) দর্ব্বীকর সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প°)

শ্বেতকমল (ক্লী) শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°)

শ্বেতকরবী (দেশজ) সাদা করবী ফুলের গাছ।

শ্বেতকরবীর (পুং) শ্বেত করবী।

শ্বেতকর্ণ (পুং) রাজা সত্যকর্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শ্বেতকাক (পুং) শুক্ল কাক, সাদা কাক।

শ্বেতকাকীয় (ত্রি) ১ কুক্কুর, মৃগ ও কাকসম্বন্ধীয় বা তত্তদ্-বিষয়াভিজ্ঞ অর্থাৎ যিনি কুকুরের নিয়ত জাগরূকত্ব, মৃগের

ভয়চকিতত্ব ও কাকের ইঙ্গিতজ্ঞের বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

"ঈদৃশৈঃ শ্বেতকাকীয়ৈ রাজ্ঞঃ শাসনদূষকৈঃ" (মৃচ্ছ কটিক)

'শ্বা চ এতশ্চ (=মৃগ) কাকশ্চ তেষামিমে শ্বেতকাকীয়াস্তৈঃ নিত্য-জাগরূকত্বভয়চকিতত্বেঙ্গিতজ্ঞৈঃ' (টীকা)

২ বকসম্বন্ধীয়। বর্ষাকালে বক যেরূপ স্বয়ং নীড়স্থ থাকিয়া বকী কর্ত্তৃক আহৃত অন্নে প্রতিপালিত হয় তদ্রূপ উপায়াদি।

"ভর্ত্তারঃ চঃখশীলমুপাচরৎ। উপায়ৈঃ শ্বেতকাকীয়ৈঃ"
(মহাভারত আদিপর্ব্ব)

'অন্যে তু শ্বেতকাকো বকস্তদীয়ৈঃ তং হি বর্ষাসু নীড়স্থং বক্যেব পুষ্ণাতি' (নীলকণ্ঠ)

শ্বেতকাঞ্চন (পুং) শুক্লপুষ্প কাঞ্চনবৃক্ষ,শাদা কাঞ্চনফুলের গাছ।

শ্বেতকাণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেত দূর্ব্বা। (রাজনি)

শ্বেতকাপোতী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত মহৌষধি। (সুশ্রুত চি°)

শ্বেতকাম্বোজী (স্ত্রী) শ্বেতগুঞ্জা, সাদা কুঁচ। (রাজনি°)

শ্বেতকাষ্ঠা (স্ত্রী) শ্বেত পাটলা, শাদা পারুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শ্বেতকিণিহী (স্ত্রী) শ্বেতা কিণিহী। বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—সিতাভিকটভী, গিরিকর্ণিকা, শিরীষপত্রী, কালিন্দী, শতপত্রা, বিষঘ্নিকা, মহাশ্বেতা, মহাশৌণ্ডী, মহাদিকটভী। গ্রন্থান্তরে সিতাভিকটভী স্থানে সিতালিকটভী এবং মহাদিকটভী স্থানে মহানিকটভী এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। গুণ—কটু, উষ্ণ, এবং গুল্ম, বিষ, আধ্মান, শূলদোষ, বায়ু, কফ ও জীর্ণরোগনাশক।

শ্বেতকুঁচ (দেশজ) শ্বেত গুঞ্জা, শাদা কুঁচ।

শ্বেতকুঞ্জর (পুং) শ্বেতঃ কুঞ্জরঃ। ১ ঐরাবত হস্তী। (শব্দরত্না°) ২ শুক্ল গজ।

শ্বেতকুম্ভিকা [স্ত্রী] (স্ত্রী) শুক্ল পাটলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকুরুণ্টক (পুং) শুক্লঝিণ্টী, শাদা ঝাঁটী। গুণ—তিক্ত, দন্ত ও কেশের হিতকর, স্নিগ্ধ, মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণবীর্য্য, এবং বলী, পলিত, কুষ্ঠ ও বাতরক্তদোষ,কফ, কণ্ডু ও বিষনাশক।(বৈদ্যকনি°)

শ্বেতকুশ (পুং) তৃণবিশেষ, শুক্লদর্ভ, শাদা কুশ তৃণ। পর্য্যায়—সিতদর্ভ, হ্রস্বকুশ, পূত, যজ্ঞীয় পত্রক, বজ্র, ব্রহ্মপবিত্র, তীক্ষ্ণ, যজ্ঞভূষণ, সূচীমুখ, পুণ্যতৃণ, বর্হি, পূততৃণ। মূলের গুণ—শীতল, রুচিকর, মধুর এবং পিত্ত, রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলানাশক।

শ্বেতকুষ্ঠ (ক্লী) শ্বিত্র বা ধবলরোগ। (মাধব নিদান) মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে, বস্ত্রাপহরণ করিলে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

"অন্নহর্ত্তাময়াবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্র্যং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ॥" (মনু ১১।৫২)

[শ্বিত্র শব্দ দেখ।]

শ্বেতকৃষ্ণা (স্ত্রী) কীটজাতিভেদ।

শ্বেতকুসুমা (স্ত্রী) শ্বেত নিগুণ্ডী, শ্বেতপুষ্প, নিসিন্দা।

শ্বেতকেতু (পুং) শ্বেতঃ কেতুর্যস্য। ১ বুদ্ধ। ২ কেতুগ্রহবিশেষ।

পশ্চিম দিকে শ্বেতকেতু, উর্ম্মিকেতু ও ধূমকেতু, এই তিন প্রকার কেতুর উদয় হইয়া থাকে। যে সময়ে শ্বেতকেতুর উদয় হয়, তখন পৃথিবী শ্বেতাস্থিতে পরিপূর্ণ হয়, মানুষে মনুষ্য-মাংস ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যারপর নাই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া সমস্ত জীবকে কষ্ট দেয় এবং সমস্ত জগৎ ক্ষুধা ও ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে।

"কেতবো হৃত্র দৃশ্যন্তে বারুণাস্ত্রয় এব তে।
উর্ম্মিকেতু শ্বেতকেতু ধূ'মকেতুস্তৃতীয়কঃ॥
শ্বেতকেতুর্যদা দৃশ্যেৎ শ্বেতাস্থি কুরুতে মহীম্।
তদা মানুষমাংসানি ভক্ষয়ন্তীহ মানুষাঃ॥
ক্ষুদ্ভয়ার্ত্তং জগৎকৃৎস্নং চক্রবদ্ ভ্রমতে তদা।" (সময়ামৃত)

মতান্তরে চারি প্রকার কেতুর উল্লেখ দেখা যায়; তন্মধ্যে শ্বেতকেতুর উদয়ে জগৎ শস্ত্রাকুল, লোহিতের উদয়ে অগ্নিভয়, পীত কেতুর উদয় হইলে ক্ষুদ্ভয় এবং কৃষ্ণকেতুর উদয়াবস্থায় প্রবল রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

"শ্বেতঃ শস্ত্রাকুলং কুর্য্যাৎ লোহিতস্ত্বগ্নিজং ভয়ং।
ক্ষুদ্ভয়ং পীতকঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণো রোগমথোল্বণম্॥" (সময়ামৃত)

এই কেতু জটা সদৃশ শ্যামবর্ণ, এবং আকাশের ত্রিভাগগামী, ও যেদিকে উদিত হয়, তাহার বিপরীত দিকে নিবর্ত্তিত হয়। এই কেতুর উদয়ে প্রজা ত্রিভাগীকৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রজার চারি ভাগের এক ভাগ বিনষ্ট হয়।

"শ্বেতাখ্যস্ত জটাকারী শ্যামো ব্যোমত্রিভাগগঃ।
নিবর্ত্ততে হপসব্যেন ত্রিভাগীকুরুতে প্রজাঃ॥" (সময়ামৃত)

৩ মুনিবিশেষ। উদ্দালক মুনির পুত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পাঠে জানা যায় যে ইনি পিতার আদেশে রাজর্ষি জনকের নিকট গিয়া সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইঁহার ব্রহ্মবিদ্যালাভ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে স্ত্রীগণ স্বামীর সমক্ষেও অন্য পুরুষ গ্রহণ করিত, স্ত্রীদিগের পুরুষগ্রহণ বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না, শ্বেতকেতু এই দোষ নিবারণ করিয়া সমাজের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। মহাভারতে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, উদ্দালক নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাহার এক পুত্র হয়। একদা এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর পিতার সমক্ষে তাহার জননীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, যে আইস, আমরা গমন করি। শ্বেতকেতু মাতাকে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক যেন বলপূর্ব্বক নীয়মানা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পিতা উদ্দালক পুত্রের এইরূপ

ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কোপাকুল হইও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্ব বর্ণের অঙ্গনারাই অবারিতা। পৃথিবীতে গোগণ যেরূপ ব্যবহার করে, প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে।

শ্বেতকেতু পিতার এই বাক্য শুনিয়াও কোপবেগ সহ্য করিতে না পারায় এই নিয়ম করিলেন যে, অদ্য প্রভৃতি যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাতক হইবে। আরও যে পুরুষ পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে। এবং যে পত্নী স্বামী কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্তা হইয়া তাহার বাক্যে অবহেলা করিবে, তাহারও উক্তরূপ পাতক হইবে। শ্বেতকেতু এই রূপে ধর্ম্মানুসারিণী সমাজের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। তদবধি স্ত্রীপুরুষের যদৃচ্ছা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। (ভারত আদিপ° ১৫৩ অ°)

২ শ্বেতবর্ণ পতাকা। যুদ্ধ প্রকরণে শ্বেতবর্ণ পতাকা প্রদর্শন সন্ধির সূচক।

শ্বেতকেশ (পুং) শ্বেতাঃ কেশা যস্মাৎ। ১ রক্ত শিগ্রু, রক্ত সজিনা। (জটাধর) শ্বেতঃ কেশঃ। ২ শুক্লবর্ণ কেশ।

শ্বেতকোল (পুং) শ্বেতঃ কোলঃ ক্রোড়দেশো যস্য। শফর মৎস্য, চলিত পুটীমাছ। (ত্রিকা°)

শ্বেতখদির (পুং) শ্বেতঃ খদিরঃ। শুক্ল খদিরবৃক্ষ, চলিত পাপরী খয়ের গাছ। মহারাষ্ট্র—পাঢ়ড়া খেরু। কলিঙ্গ—বিলিয়তৰ্ত্তি, পাপরী খয়ের, তৈলঙ্গ—তেল্লচণ্ড। সংস্কৃত পর্য্যায় কদর, শ্বেতসার, কার্ম্মুক, কুঞ্জকণ্টক, সোমসার, সোমবৃক্ষ, সোমবল্ক, পথিক্রম। গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ, কণ্ডূতি, কুষ্ঠ, কফ, বাত ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে কার্ম্মুকস্থানে 'কামুক' এবং কুঞ্জকণ্টক স্থানে 'কুষ্ঠকণ্টক' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেতগঙ্গা (স্ত্রী) তীর্থভেদ। এইতীর্থে স্নান করিয়া যিনি শ্বেতমাধবকে অবলোকন করেন, তাহার শ্বেতদ্বীপে গতি হয়।

"শ্বেতাং গঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ শ্বেতমাধবং।
মৎস্যাখ্যং মাধবঞ্চৈব শ্বেতদ্বীপং স গচ্ছতি॥" (তীর্থচিন্তামণি)

শ্বেতগজ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লোগজঃ। ইন্দ্রহস্তী, ঐরাবত, ঐরাবত শুভ্রবর্ণ, এইজন্য উহাকে শ্বেতগজ কহে। ২ শুভ্রবর্ণ হস্তী।

শ্বেতগরুৎ (পুং) শ্বেতঃ গরুৎপক্ষো যস্য। হংস, রাজহংস।

শ্বেতগিরি (পুং) শ্বেতপর্ব্বত, জম্বূদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতের মধ্যে পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।৯)

শ্বেতগুঞ্জা (স্ত্রী) শ্বেতা গুঞ্জা। শুক্লবর্ণ গুঞ্জা,সাদা কুঁচ। পর্য্যায়—শ্বেতকাম্বোজী, ভৃঙ্গিকা, কাকাদনী, কাকপীলু, চক্রশল্যা, চূড়ালা। গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। ইহার বীজ বমনকারক, শূলশূন ও বিষনাশক। ইহার পত্র বশীকার্য্যে প্রশস্ত। (রাজনি°)

শ্বেতগুণবৎ (ত্রি) শ্বেতগুণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। শ্বেতগুণবিশিষ্ট, শ্বেতগুণযুক্ত।

শ্বেতগোকর্ণী (স্ত্রী) লতাভেদ।

শ্বেতঘণ্টা (স্ত্রী) নাগদন্তী, চলিত হাতিশুঁড়ে। ২ দন্তী। (রাজনি°)

শ্বেতঘণ্টী (স্ত্রী) শ্বেতঘণ্টা।

শ্বেতচন্দন (ক্লী) শ্বেতং চন্দনং। শুভ্রবর্ণ চন্দন, সারচন্দন। চন্দন বলিলেই শ্বেতচন্দন বুঝায়। [চন্দন দেখ।]

শ্বেতচম্পক (পুং) শ্বেতঃ শুভ্রবর্ণশ্চম্পকঃ। শ্বেতচাপা, শুভ্রবর্ণ চম্পক।

শ্বেতচরণ (পুং) শ্বেতৌ চরণৌ যস্য। ১ প্লবচর জলপক্ষিবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬অ°) (ত্রি) ২ শ্বেতচরণবিশিষ্ট।

শ্বেতচিল্লিকা (স্ত্রী) শ্বেতা চিল্লিকা। শ্বেতচিল্লী, শাকভেদ। পর্য্যায় বাস্তুকী, সুপথ্যা, সিতচিল্লী, উপচিল্লী, অরুণী, ক্ষুদ্রবাস্তুকী, গুণ—মধুর,ক্ষার,শীতল,ত্রিদোষশমনকারী ও অরনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতছত্র (ক্লী) শ্বেতং ছত্রং। শুভ্রবর্ণছত্র। (ভাগবত ৯।১০।৪২)

শ্বেতছদ (পুং) শ্বেতঃছদো যস্য। ১ হংস। (হলায়ুধ) ২ গন্ধপত্র, চলিত বাবুই তুলসী। (শব্দচ°)

শ্বেতজয়ন্তী (স্ত্রী) শ্বেতাজয়ন্তী, শুক্লজয়ন্তীবৃক্ষ, শ্বেতজন্তী।

শ্বেতজরণ (পুং) শুক্লজীরক, শাদাজীরা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতজলজ (ক্লী) কুমুদ, চলিত হেলাফুল। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতজীরক (পুং) শ্বেতজীরকঃ। গৌরজীরক, চলিত শাদাজীরে। গুণ—রুচিকর, কটু, মধুর, দীপন, ক্রিমিনাশক, বিষ ও জরনাশক ও উদরাধ্মানজনক। (রাজনি°)

শ্বেতটঙ্কক (প) (ক্লী) শ্বেতং টঙ্ককং। শ্বেতটঙ্কণ, চলিত সাদা সোহাগা। পর্য্যায় লোহি, সিন্ধুকর, সিন্ধু, মালতীতীরসম্ভব, শিব, দ্রাবকর, শীতক্ষার, টঙ্কণ। গুণ—স্নিগ্ধ, কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, আম, ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও মলনাশক। (রাজনি°)

শ্বেততণ্ডুলমণ্ড (পুং ক্লী) শ্বেততণ্ডুলস্য মণ্ডং। আতপতণ্ডুলসিদ্ধ মণ্ড, আলোচাউলের মণ্ড, গুণ—মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক, শোষনাশক, অশ্মরী, মেহ, ছর্দ্দি ও বাতবর্দ্ধক। (অত্রিস° ১২ অ°)

শ্বেততপস্ (পুং) শ্বেত নামক একজন ঋষি।

শ্বেততর (পুং) বৈদিক শাখাবিশেষ।

শ্বেততরুলতা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট একজাতীয় তরুলতা (Ipomœa quamoclit)।

শ্বেততুলসী (স্ত্রী) শুভ্র পত্র তুলসী বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বেতত্রিবৃৎ (স্ত্রী) শুক্লমূল ত্রিবৃৎ, চলিত সাদা তেউড়ী। হিন্দী

—শ্বেতনিশোত্তর। গুণ—রেচক, বায়ুনাশক, রুক্ষ, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা, পিত্তজ শোথ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

শ্বেতদন্তা (স্ত্রী) শ্বেতদন্তী, শ্বেত দূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতদন্তা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতদূর্ব্বা (স্ত্রী) শ্বেতা দূর্ব্বা। শুক্ল দূর্ব্বা। পর্য্যায়—গোলোমী, সিতাখ্যা, চণ্ডা, ভদ্রা, ভার্গবী, ছুর্ম্মরা, গৌরী, বিশ্বেশান-কান্তা, অনন্তা, শ্বেতা, দিব্যা, শ্বেতকান্তা, প্রচণ্ডা, সহস্রবীর্য্যা, সহস্র-কান্তা, সহস্র-পর্ব্বা, সুরবল্লভা, শুভা, সুপর্ব্বা, সিতছদা, স্বচ্ছা, কচ্ছান্তরুহা। ইহার গুণ—অতি শিশির, মধুর, বমন, পিত্ত, আম, অতিসার, কাস, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, রুচিকর। (রাজনি°)

শ্বেতদ্যুতি (পুং) চন্দ্র। (হেম)

শ্বেতদ্রুম (পুং) শ্বেতঃ দ্রুমঃ। বরুণবৃক্ষ, বরুণ গাছ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতদ্বিপ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ দ্বিপঃ। ১ ইন্দ্রহস্তী, ঐরাবত। (ত্রিকা°) ২ শুক্লবর্ণ হস্তী।

শ্বেতদ্বীপ (পুং) শ্বেতো দ্বীপঃ। ১ চন্দ্রদ্বীপ, বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুর ধামকে শ্বেতদ্বীপ কহে।

"শৃঙ্গানীমানি ধিষ্ণ্যাণি ব্রাহ্মণো মে শিবস্য চ।
ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্॥"(ভাগ° ৮।৪।১৮)

২ ইংলণ্ডের নামান্তর। ইংরাজী Albania নামের অনুকরণে ইহার বাঙ্গালায় শ্বেতদ্বীপ নামকরণ করা হইয়াছে।

'শ্বেতদ্বীপ জিনি রণে ফিরিব আবার।
তা না হয় এইখানে বিদায় সবার॥" (পলাশীর যুদ্ধ)

শ্বেতধাতু (পুং) শ্বেতো ধাতুঃ। খটিকা, দুগ্ধ পাষাণ, চলিত ফুলখড়ি। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ ধাতু দ্রব্য।

শ্বেতধামন্ (পুং) শ্বেতং ধাম কিরণং যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর ৩ সমুদ্র ফেন। (মেদিনী)

শ্বেতধূনক (ক্লী) শুক্ল-ধূনক। (রসর° অরচি°)

শ্বেতনা (স্ত্রী) উষা কালীনাহ্বান। "উততা মে যশসা শ্বেত-নায়ৈ" (ঋক্ ১।১২২।৪) 'শ্বেতনায়ৈ ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী, উষঃ কালীনা-হ্বানায়' (সায়ণ)

শ্বেতনাড়ী (স্ত্রী) খটিকা, চলিত ফুলখড়ি। (বৈদ্যকনি°) ২ শ্বেতাপরাজিতা। (চরক সূত্রস্থা° ২ অ°)

শ্বেতনামন্ (পুং) শ্বেতবর্ণ অপরাজিতা পুষ্প।

শ্বেতনামা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতনিষ্পাবা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প নিষ্পাব, চলিত সাদা শিম্। ইহার গুণ—রুচিকর, মধুর, অম্ল কষায়, শীতল, বাতবর্দ্ধক, বল ও আধ্মানকর এবং পুষ্টিকারক। (রাজনি°)

শ্বেতনীল (পুং) শ্বেতো নীলশ্চ 'বর্ণো বর্ণেনেতি' সমাসঃ। ১ মেঘ। (শব্দরত্না°) ২ শুক্ল ও নীলবর্ণ।

শ্বেতপক্ষ (পুং) শ্বেতঃ পক্ষো যস্য। হংস, শ্বেত গরুৎ।

শ্বেতপট (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শ্বেতপটল (ক্লী) যশদ ধাতু, দস্তা বিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতপত্র (পুং) শ্বেতং পত্রং পক্ষো যস্য। ১ হংস। রাজহংস। ২ শ্বেত কমল। ৩ শ্বেত তুলসী। ৪ হ্রস্বদর্ভ। ক্ষুদ্র সাদা কুশ। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্বেতপত্রা, শ্বেত শিংশপা, সাদা শিশু গাছ। (রাজনি°)

শ্বেতপত্ররথ (পুং) শ্বেতপত্রো হংসো রথো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা। (শব্দমালা)

শ্বেতপদ্ম (ক্লী) শ্বেত° শুক্লং পদ্মং। সিতাম্ভোজ, পর্য্যায়—সিতাব্জ, পুণ্ডরীক, শ্বেতবারিজ, হরিনেত্র, শরৎপদ্ম, শারদ, শম্ভুবল্লভ। গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, পিত্ত, দাহ, অস্র, ভ্রম ও পিপাসানাশক। (রাজনি°)

শ্বেতপর্ণ (পুং) শ্বেতার্জক। (পর্য্যায়মুক্তা°) ২ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।৪) স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্বেতপর্ণা, বারিপর্ণী, চলিত পানা। (রত্নমালা)

শ্বেতপর্ণাস (পুং) শ্বেত তুলসী। পর্য্যায়—অর্জক, গন্ধপত্র, কঠেরক। (রত্নমালা)

শ্বেতপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শ্বেতপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Elæocarpus Lanceæ folius)।

শ্বেতপাকী (স্ত্রী) শ্বেতপাক্যাঃ ফলং। শ্বেতপাকী বৃক্ষের ফল। (পা ৪।৩।১৬৭)

শ্বেতপাটলা (স্ত্রী) শুক্ল পুষ্প পারুল বৃক্ষ। (জটাধর)

শ্বেতপানিমরিচ (দেশজ) গুল্মভেদ (Polygonum pilosum)।

শ্বেতপাদ (পুং) শিবানুচরগণভেদ। (হেম)

শ্বেতপারাবত (পুং) শুভ্র কপোত, সাদা পায়রা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতপাষাণ (পুং) ১ শুভ্র প্রস্তর, সাদা পাথর। (রসেন্দ্রসা°) ২ স্ফটিক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতপিঙ্গ (পুং) দেহেন শ্বেতঃ জটয়া পিঙ্গশ্চ বর্ণো বর্ণেনেতি সমাসঃ। ১ সিংহ। (হেম)

শ্বেতপিঙ্গল (পুং) ১ সিংহ। (ত্রি) ২ শুক্ল কপিল বর্ণযুক্ত মাত্র। ৩ মহাদেব।

"মহাপ্রসাদো দমনঃ শত্রুহা শ্বেতপিঙ্গলঃ॥" (ভারত ১৩ প°)

শ্বেতপিঙ্গলক (পুং) শ্বেতপিঙ্গল-কন্ স্বার্থে। সিংহ। (শব্দমালা)

শ্বেতপিণ্ডীতক (পুং) মহাপিণ্ডী তরু, শ্বেতপুষ্প মদনবৃক্ষ, সাদা ময়না গাছ। (রাজনি)

শ্বেতপুঙ্খা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

শ্বেতপুনর্নবা (স্ত্রী) শুভ্র পুনর্নবা, শ্বেতমূল পুনর্নবা। ইহার

গুণ—কটু, কষায়ানুরস, দীপন এবং পাণ্ডু, শোথ, বায়ু, গরদোষ, শ্লেষ্মা, ব্রণ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতপুষ্প (পুং) ১ শ্বেতসিন্ধুবার বৃক্ষ, সাদা নিসিন্দা গাছ। ২ মহাশণক্ষুপ, চলিত শাল গাছ। ৩ সেবন্তী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত শেউতী। ৪ বরুণ বৃক্ষ। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। (ক্লী) ৬ শুক্ল পুষ্প মাত্র।

শ্বেতপুষ্পক (পুং) ১ করবীর বৃক্ষ। ২ শ্বেতকাশতৃণ। (বৈদ্যকনিঘ°) (ত্রি) ২ শুক্লপুষ্পযুক্ত।

শ্বেতপুষ্পা (স্ত্রী) ১ কোষাতকী লতা, সাদা ঘোষা। ২ শ্বেত শণ, সাদা শণ ক্ষুপ। ৩ শ্বেত নির্গুণ্ডী, সাদা নিশিন্দা। ৪ শ্বেত গোকর্ণিকা, শাদা অপরাজিতা। ৫ নাগদন্তী, কাঁকড়ী। ৬ মৃগের্ব্বারু। (রাজনি°)

শ্বেতপুষ্পিকা [ষ্পী] (স্ত্রী) ১ পুত্রদাত্রী লতা। ২ মহাশণ-পুষ্পিকা। বড় সাদা শণ ক্ষুপ। (রাজনি°)

শ্বেতপুঁই (দেশজ) শ্বেতবর্ণ পুতিকা শাকভেদ।

শ্বেতপূরিকা (স্ত্রী) খাদ্য দ্রব্যভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গোধূম চূর্ণের সহিত এরূপ ভাবে ঘৃত মিশ্রিত করিতে হইবে যে, ঐ চুর্ণ গুলি যেন আপনা হইতেই পিণ্ডাকারে পরিণত হয়; পরে উক্ত পিণ্ডের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পূর অর্থাৎ পুলি প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে পাক করিবে, পাকান্তে চিনির রসে ফেলিলে উহা অত্যন্ত দুর্জ্জর ও জড়তা-কারক হয়; কিন্তু স্বভাবতঃ ইহা ধাতুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, গুরু, বাত ও পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতপ্রসূনক (পুং) শ্বেতানি প্রসূনানি যস্য। ১ শাকবৃক্ষ, চলিত শেগুণ গাছ।

'তিক্তঃ শাকতরুঃ সেতুবৃক্ষঃ শ্বেতপ্রসূনকঃ।' (শব্দমালা)

(ত্রি) ২ শুক্লবর্ণপুষ্পযুক্ত।

শ্বেতফলা (স্ত্রী) শুক্ল বৃহতী, সাদা ব্যাকুড়।

শ্বেতবুহ্মা (স্ত্রী) বনতিক্তা। (রত্নমালা)

শ্বেতবৃহতী (স্ত্রী) শুক্ল ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী। পর্য্যায়—শ্বেতা, শ্বেত-মহোটিকা, শ্বেতসিংহী, শ্বেতফলা, শ্বেতবার্ত্তাকিনী। ইহার গুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, ব্যঞ্জনযোগে রোচক এবং নানা প্রকার নেত্ররোগের উপকারক। (রাজনি°)

শ্বেতভণ্টিকা (স্ত্রী) শুক্ল বার্ত্তাকী। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতভণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রত্নমালা)

শ্বেতভদ্র (পুং) গুহ্যকভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শ্বেতভানু (ত্রি) চন্দ্র। (হরিবংশ)

শ্বেতভিক্ষু (পুং) পাণ্ডবভিক্ষু। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা পাণ্ডু-বর্ণ বস্ত্রধারী ও ধূর্ত্ততপস্বী বলিয়া উল্লিখিত।

শ্বেতভৃঙ্গরাজ (পুং) শুক্লপুষ্প ভৃঙ্গরাজ, সাদা ভীমরাজ। হিন্দী—শফেদ ভাংরা।

শ্বেতমঞ্জরী (স্ত্রী) চুক্র ক্ষুপ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতমণ্ডল (পুং) ১ চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ শুক্লভাগ। ২ মণ্ডলি-সর্প বিশেষ। (সুশ্রুত কল্প)

শ্বেতমন্দার [ক] (পুং) ১ শ্বেতার্ক বৃক্ষ, শ্বেতাকন্দ গাছ। বম্বে—শ্বেতমংদারু। কর্ণাট—বিলিম মন্দারণ। হিন্দী—শ্বেত আর্ক। পর্য্যায়—পৃথ্বীকুরুবক, দীর্ঘায়ুষ্য, সিতালর্ক, দীর্ঘালর্ক, সিতাহ্বয়। ইহার গুণ—অত্যুষ্ণ, তিক্ত, মলশোধন এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃমিনাশক।

শ্বেতমরিচ (ক্লী) ১ শোভাঞ্জন বীজ, শজিনা-বীজ। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরে-মিরিয়ে। কর্ণাট—বিলিয়-মেনসু। তেলগু—তেল্ল-মিরি-য়ালু। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ এবং বিষ, ভূতগ্রহ ও দৃষ্টিরোগ-নিবর্ত্তক। যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে রসায়নের কার্য্য করে। (রাজনি°) ২ শ্বেতশিগ্রু, শ্বেতপুষ্প শজিনা গাছ।

শ্বেতমহোটিকা (স্ত্রী) শ্বেত বৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতমাণ্ডব্য (পুং) ঋষিভেদ।

শ্বেতমাধব (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (পুং) ২ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।

শ্বেতমাল (পুং) শ্বেতা শুক্লবর্ণা মালা যস্য। ১ মেঘ। ২ ধূম। (বিশ্ব) মেদিনী ও শব্দরত্নাবলীতে 'শ্বতমাল' এইরূপ পাঠ আছে।

শ্বেতমাষ (ক্লী) সাদা মাষকলাই।

শ্বেতমুর্গা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ মোরগফুল।

শ্বেতমূত্রতা (স্ত্রী) কফরোগে শ্বেতবর্ণ ধূমনির্গমন।

শ্বেতমূল [লা] (পুং স্ত্রী) শ্বেত পুনর্নবা।

শ্বেতমৃগ (পুং) ভূশয়মৃগবিশেষ। (চরক)

শ্বেতমেহ (ক্লী) শীতমেহ।

শ্বেতমোদ (পুং) পীড়াকারক গ্রহবিশেষ। ইহাদের আবেগে মনুষ্য শরীরে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (হরিবংশ)

শ্বেতযাবন্ (ত্রি) শ্বেতং যাতীতি শ্বেত-যা-বণিপ্। ১ শ্বেত প্রাপ্ত, শ্বৈত্য আছে যাহাতে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শ্বেতযাবরী=২ কতিপয় নদীবিশেষের নামভেদ। ইহাদের জল সাতিশয় স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে।

"উত স্যা শ্বেতযাবরী বাহিষ্ঠা" (ঋক্ ৮।২৬।১৮)

'শ্বেতযাবরী নাম্নো নদ্যাস্তীরেঽশ্বিনাবস্তোৎ। উত অপিচ শ্বেতযাবরী শ্বেতজলা যাতীতি শ্বেতযাবরী।' (সায়ণ)

শ্বেতযূথিকা (স্ত্রী) শুক্ল যূথিকা, সাদা যুঁইফুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতরক্ত (পুং) শ্বেতো রক্তশ্চ। ১ পাটল বর্ণ, চলিত গোলাবী রঙ্। ২ পাটলবর্ণ বিশিষ্ট।

শ্বেতরঞ্জন (ক্লী) শ্বেতং সিতাভং রঞ্জয়তি রঞ্জ-ল্যুট্। সীসক।

শ্বেতরত্ন (ক্লী) স্ফটিক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বেতরথ (পুং) শ্বেতো রথো যস্য। ১ শুক্রগ্রহ। (শব্দরত্না°) ২ শুক্লবর্ণ স্যন্দন।

শ্বেতরশ্মি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ শ্বেত ঐরাবত রূপধারী গন্ধর্ব্ববিশেষ।

শ্বেতরস (ক্লী) নবনীত। দুগ্ধে যে সাদা মাটা থাকে।

শ্বেতরাই (দেশজ) শ্বেত রাজিকা। সাদা রাই সরিষা।

শ্বেতরাজি [জী] (স্ত্রী) শ্বেতেন বর্ণেন রাজতে ইতি রাজ-অচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বিকল্পে হ্রস্বশ্চ। চচেণ্ডা, চিচিণ্ডা, চিচিঙ্গা।

শ্বেতরাজিকা (স্ত্রী) শ্বেতপীত সর্ষপ, চলিত রাই-সরিষাভেদ।

শ্বেতরাবক (পুং) নিশুণ্ডী বৃক্ষ।

শ্বেতরাস্না (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প রাস্না বিশেষ। (ভূরিপ্রয়োগ)

শ্বেতরূপ্য (ক্লী) দস্তামিশ্রিত পিউটার নামক ধাতু। (হেম)

শ্বেতরোচিস্ (পুং) শ্বেতং রোচির্যস্য। চন্দ্র। (হলায়ুধ)

শ্বেতরোধ্র[লোধ্র] (পুং) পট্টিকা লোধ্র, শুক্ল লোধ।

শ্বেতরোহিত (পুং) পুষ্পেণ শ্বেতঃ ফলেন লোহিতঃ লস্য রঃ। ১ শুক্লপুষ্প রোহিতবৃক্ষ, চলিত সাদা রোড়া বা রয়না গাছ। হিন্দি—শ্বেত রোহিড়। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, সিতাঙ্কুর, সিতাঙ্গ, শুক্লরোহিত, লক্ষ্মীবান্, জনবল্লভ। ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, শীতল এবং ক্রিমিদোষ, ব্রণ, প্লীহা, রক্তদোষ ও নেত্ররোগপ্রশমক। (রাজনি°) ২ গরুড়ের নামান্তর।

শ্বেতলক্ষ্মণা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারিকা, সাদাকণ্টকারী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতলোহিত (পুং) ১ শিবাবতারভেদ। ২ শিবাংশসম্ভূত শ্বেতের প্রবর্ত্তিত শাখা সম্প্রদায়।

শ্বেতবক্ত্র (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শ্বেতবচা (স্ত্রী) ১ শুক্ল বচ, অতিবিষা। পর্য্যায়—মেধ্যা, ষড়্-গ্রন্থা, দীর্ঘপত্রিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, হৈমবতী, মঙ্গল্যা। ইহার গুণ—বুদ্ধি, মেধা, আয়ু ও সমৃদ্ধিপ্রদ, বৃষ্য, দীপন এবং কফ, ভূতগ্রহ, বাত ও ক্রিমিদোষনিবর্ত্তক। ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পারসীক বচও শুক্লবর্ণ এবং হৈমবতী নামে অভিহিত ও শ্বেত বচের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; অধিকন্তু শূলরোগঘ্ন।

শ্বেতবৎসা (ত্রি) ১ শ্বেতবর্ণ বৎসবিশিষ্টা (গাভী)। (শতপথব্রা° ৫।৩।২।১)

শ্বেতবর্ণক (ক্লী) শ্বেত রক্তচন্দন। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতবর্ণা (স্ত্রী) ১ বরাটকভেদ, সাদাবর্ণের কড়িবিশেষ। (রাজনি°) ২ শ্বেতপুষ্প পাটলবৃক্ষ, শ্বেতপারুল গাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতবর্ব্বরক (ক্লী) বর্ব্বরচন্দন। (রাজনি°)

শ্বেতবর্ব্বরিকা (স্ত্রী) শুভ্রতুলসী, শ্বেততুলসী। (রাজনি°)

শ্বেতবল্কল (পুং) শ্বেতং বল্কলং যস্য। উদুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর গাছ। (জটাধর)

শ্বেতবল্লী (স্ত্রী) শুক্লবাস্তুক শাক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতবস্ত্রিন্ (ত্রি) শ্বেতবস্ত্রধারী। (কালচক্র)

শ্বেতবাজিন্ (পুং) শ্বেতো বাজী ঘোটকোযস্য। ১ চন্দ্র। ২ অর্জ্জুন। ৩ শুক্লঘোটক।

শ্বেতবরাহ (পুং) ব্রহ্মার সৃষ্টির আদিযুগের প্রথম কল্প। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ; এই কল্পের স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমজ, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ প্রভৃতি ছয়টী মনু যথাক্রমে অতীত হইয়াছে; বর্ত্তমানে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার-কাল; ইহারও সপ্তবিংশ যুগ গত হইয়া বর্ত্তমান অষ্টাবিংশ যুগে কলির প্রারম্ভ হইয়াছে।

২ বিষ্ণুর রূপভেদ। ৩ তীর্থভেদ।

শ্বেতবারিজ (ক্লী) শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°)

শ্বেতবার্ত্তাকিনী (স্ত্রী) শ্বেতবৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতবাসস্ (পুং) শ্বেতং বাসোযস্য। ১ শুক্লবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ পরিহিত শুক্লবসন, যে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়াছে।

শ্বেতবাহ্ (পুং) শ্বেতেন বাহনেন উহ্যতে ইতি বহ-ণ্বি (পা ৩।২।৬৪)। ইন্দ্র।

শ্বেতবাহ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ বাহো ঘোটকো যস্য। ১ অর্জ্জুন। ২ ইন্দ্র। ৩ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বাভট সূ°)

শ্বেতবাহন (পুং) শ্বেতং বাহনং যস্য। ১ শিব। (হরিবংশ) ২ চন্দ্র। ৩ অর্জ্জুন। ইনি শ্বেতবর্ণ ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।

"শ্বেতাঃ কাঞ্চনসন্নাহা রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ।
সংগ্রামে যুদ্ধমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ॥"(ভারত বিরাটপ°)

৪ মকর। ৫ রাজাধিদেবের পুত্র এবং বিদূরথের পৌত্র। (হরিবংশ ৩৮।২)

শ্বেতবাহিন্ (পুং) শ্বেতবাহঃ শ্বেতঘোটকোঽস্যাস্তীতি ইনি। অর্জ্জুন। (শব্দরত্ন)

শ্বেতবিটকতা (স্ত্রী) শ্বেতা বিট্ যস্য, শ্বেতবিটকঃ তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। কফাধিক্য জন্য শুক্ল পুরীষতা, কফের আধিক্য হইলে পুরীষ শুক্লবর্ণ হয়। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতবীজ (পুং) শ্বেতকুলথ, শ্বেত কুলত্থি কলায়।

শ্বেতবুহ্না (স্ত্রী) বনতিক্তা।

'শ্বেতবুহ্না কপীতস্থ বনতিক্তা বিসর্পিণী।
শঙ্খিনী চাকচিচ্চা চ গিরিজা ধূসরচ্ছদা॥' (রত্নমা°)

শ্বেতবৃন্তাক (পুং) শুক্লবর্ণ বার্ত্তাকু, সাদা বেগুন। এই বার্ত্তাকু ভোজন করিতে নাই। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতবৃহতী (স্ত্রী) শুক্লবর্ণ ক্ষুদ্রবৃহতী, সাদা বৃহতী। কলিঙ্গ—বিলিয়-

গুল্ম। বম্বে—পাণ্ডরী ও ডোরলী। ইহার গুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, রুচিকর, অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে নানা নেত্ররোগনাশক।

শ্বেতবৃক্ষ (পুং) শ্বেতোবৃক্ষঃ। ১ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ বৃক্ষ।

শ্বেতব্রত (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। (বাসবদত্তা)

শ্বেতশরপুঙ্খা (স্ত্রী) শ্বেতা শরপুঙ্খা। ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী—শ্বেতশরফোঁকা। পর্য্যায়—সিতসায়কা, শিতপুঙ্খা, শ্বেতপুঙ্খা, শুভ্রপুঙ্খা। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি ও বাতরোগনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশর্করাকন্দ (দেশজ) সাদা শকরকন্দ আলু।

শ্বেতশারিবা (স্ত্রী) শারিবাভেদ, চলিত শ্বেত অনন্তমূল। এই অনন্তমূল দুগ্ধগর্ভা অর্থাৎ ইহা ভাঙ্গিলে ভিতর হইতে দুগ্ধবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, সুগন্ধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বরনাশক, দেহদৌর্গন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ও অরুচিনাশক, আমদোষ, ত্রিদোষ, বিষ ও রক্তদোষনাশক এবং কফ, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্ত প্রশমক। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতশাল (দেশজ) সাদা বর্ণের শালগাছ।

শ্বেতশাল্মলি (পুং) শুক্লপুষ্প কিংশুকবৃক্ষ। এই শাল্মলীবৃক্ষে শুক্লবর্ণ পুষ্প হয়, এইজন্য উহাকে শ্বেতশাল্মলি কহে। চলিত শ্বেত শিমুলগাছ। হিন্দী সেনিবল ও হতিয়ান। তামিল ইল্‌বম্।

শ্বেতশিংশপা (স্ত্রী) শ্বেতপত্র শিংশপাবৃক্ষ। চলিত সাদা শিশুগাছ। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরাশিংশপা ও শিশব। কলিঙ্গ—বিজিয় ইবীড়ু। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল ও পিত্তদাহনাশক।

শ্বেতশিখ (পুং) শিবাবতার শ্বেতপ্রবর্ত্তিত শিষ্যসম্প্রদায়। (হেম)

শ্বেতশিগ্রু (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ শিগ্রুঃ। শুক্লশোভাঞ্জন, চলিত সাদা সজিনা। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরা সেগবা, বিলিয়মুগ্নি। এই বৃক্ষের পুষ্প ও পত্র শুভ্রবর্ণ। পর্য্যায়—সুতীক্ষ্ণ, মুখভঙ্গ, সিতাহ্বয়, সুমূল, শ্বেতমরিচ, রোচন, মধুশিগ্রুক। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, শোফ, অঙ্গব্যথা, মুখজাড্য ও বায়ুনাশক, রুচিকর, দীপন।

শ্বেতশিমুল (দেশজ) শ্বেতশাল্মলী বৃক্ষ।

শ্বেতশিম্বা (স্ত্রী) শ্বেতাশিম্বা। শ্বেতশিম্বিকা, রাজশিম্বী, সাদা শিম। (রত্নমালা)

শ্বেতশিলা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পাষাণভেদ, চলিত শ্বেতপাথরকুচা। ইহার গুণ—শীতল, স্বাদু, মেহকৃচ্ছ্রনাশক, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, ক্ষয় ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশীর্ষ (পুং) দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ)

শ্বেতশুঙ্গ (পুং) শ্বেতা শুঙ্গা যস্য। ১ যব। (জটাধর) (ত্রি) ২ শুক্লবর্ণ শুঙ্গযুক্ত।

শ্বেতশূক (পুং) শ্বেতঃ শূকো যস্য। যব। (রাজনি°)

শ্বেতশূরণ (পুং) শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণ শূরণঃ। বনশূরণ, চলিত বুনো ওল। মহারাষ্ট্র ও বম্বে—পাণ্ডরাশূরণ। কলিঙ্গ—বিলিয়-শূরণ। ইহার গুণ—রুচিকর, কটু, উষ্ণ, কৃমিঘ্ন, গুল্ম, শূল ও অরুচিনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশেফালিকা (স্ত্রী) শুক্লশেফালিকা বৃক্ষ।

শ্বেতশৈল (পুং) পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ)

শ্বেতশৈলময় (ত্রি) শ্বেতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা সমাচ্ছাদিত। (রাজত° ৬।৩০২)

শ্বেতশ্রেষ্ঠ (পুং) চন্দনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতসর্প (পুং) ১ বরুণবৃক্ষ। (জটাধর) শ্বেতঃ শুভ্রবর্ণসর্প। ২ সাদা সাপ।

শ্বেতসর্জ্জ (পুং) শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণঃ সর্জ্জঃ। শ্বেতধূনক, চলিত সাদাধুনো।

শ্বেতসর্ষপ (পুং) শ্বেতঃ সর্ষপঃ। শ্বেতবর্ণ সর্ষপ, সাদা সরিষা, রাই সরিষা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বেতসার (পুং) শ্বেতঃ সারো যস্য। ১ খদির। (জটাধর) ২ সজীব-উদ্ভিজ্জাদির অন্তর্নিহিত শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ (starch)। ইহা তুষারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে অল্প অল্প শব্দ হইয়া থাকে। গোধূম, গোল-আলু প্রভৃতিতে ইহা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

শ্বেতসিংহী (স্ত্রী) শ্বেতবৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতসিদ্ধ (পুং) স্কন্দানুচরগণভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শ্বেতসুরসা (স্ত্রী) শ্বেতা সুরসা। ১ শুক্লশেফালিকা। (অমর) ২ শ্বেত নির্গুণ্ডী। ৩ শ্বেতপুষ্প তুলসীবৃক্ষ, সাদা তুলসীগাছ।

শ্বেতসুরা (স্ত্রী) সুরাভেদ, চলিত ধেনো মদ। (রাজনি°)

শ্বেতস্পন্দা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

শ্বেতহনু (পুং) সর্পভেদ, রাজিমৎ জাতীয় সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত)

শ্বেতহয় (পুং) শ্বেতো হয়ঃ। ১ ইন্দ্রাশ্ব, ঐরাবত। (ত্রিকা°) শ্বেতো হয়ো যস্য। ২ অর্জ্জুন। (হেম) ৩ শুক্লবর্ণ ঘোটক, সাদা ঘোড়া। ৪ শ্বেতবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট।

শ্বেতহর (পুং) মহাশাল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতহস্তিন্ (পুং) শ্বেতো হস্তী। ১ ঐরাবত। ২ শুক্লবর্ণ গজ, সাদা হাতী। [হস্তী দেখ।]

শ্বেতা (স্ত্রী) শ্বেত-টাপ্। ১ বরাটিকা, কড়ি। ২ কাষ্ঠপাটলা, চলিত কাঁটাশিরীষ। ৩ অতিবিষা। ৪ অপরাজিতা। ৫ শ্বেত বৃহতী। ৬ শ্বেতকণ্টকারী। ৭ পাষাণভেদী। ৮ শিলাবল্কলা। ৯ শ্বেতদূর্ব্বা। ১০ বংশরোচনা। ১১ স্ফটী। ১২ স্ফটিকারিকা, চলিত ফিটকারী। ১৩ গম্ভারী বৃক্ষ। ১৪ লূতাভেদ, মাকড়সা

বিশেষ। ১৫ শর্করাজাত সুরা। ইহার গুণ—কাস, অর্শ, গ্রহণী, খাস ও প্রতিশ্যায়নাশক, মূত্র, কফ, শুক্র, রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) ১৫ শরীরের সপ্তত্বকের অন্তর্গত তৃতীয় ত্বক্। ইহা ব্রীহির দ্বাদশভাগ প্রমাণ। এই ত্বক্ চর্ম্মদল, অজগল্লী ও মশকের অধিষ্ঠানস্বরূপ, অর্থাৎ অবল্লী প্রভৃতি রোগ এই ত্বকেই হইয়া থাকে, অন্য ত্বকে হয় না।

'সা শ্বেতা ব্রীহের্দ্বাদশভাগপ্রমাণা, চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা" (সুশ্রুত সা° ৪ অ°) ১৬ শুক্লাগুঞ্জা, সাদাকুঁচ।

শ্বেতাক্ষ (পুং) সোমলতা ভেদ। (সুশ্রুত চি ২৯ অ°)

শ্বেতাঞ্জন (ক্লী) শুক্লাঞ্জন, সাদা আঞ্জন, সাদা সুর্ম্মা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতাঢ়কী (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্পাঢ়কী, চলিত সাদা অড়হর। (রাজনি°)

শ্বেতাণ্ড (ত্রি) যাহাদিগের অণ্ডকোষ শ্বেতবর্ণ।

শ্বেতাত্রিবৃৎ (স্ত্রী) শুক্লত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতী, সরলা, নিশোত্তরা, রেচনী। ইহার গুণ—রেচন, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, শ্লেষ্ম, শোথ, উদরনাশক ও রুক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতাত্রেয় (পুং) ঋষিভেদ।

শ্বেতাদ্রি (পুং) শ্বেতঃ অদ্রিঃ। ১ শ্বেতপর্ব্বত। ২ কৈলাস পর্ব্বত। (ভাগবত ৮।৮।৪)

শ্বেতাদ্রিকর্ণিকা (স্ত্রী) শুক্লগিরিকর্ণিকা। (বাভট উত্ত° ৬ অ°)

শ্বেতানুলেপন (ত্রি) শ্বেতং অনুলেপনং যস্য। শ্বেত অনুলেপনবিশিষ্ট। (পুং) ২ বলরাম। (ভারত)

শ্বেতানুকাশ (ত্রি) শুভ্রদীপ্তিবিশিষ্ট। (শাঙ্খ°ব্রা° ১৪।১)

শ্বেতাভদ্রা (স্ত্রী) শ্বেতগোকর্ণী, সাদা অপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতাভ্র (ক্লী) শ্বেতবর্ণ অভ্র, সাদা অভ্র। (রাজনি°)

শ্বেতাম্লি (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—অম্লিকা, পিষ্টোড়ী, পিণ্ডিকা। ইহার গুণ—মধুর, বৃষ্য, পিত্তনাশক ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

শ্বেতাম্বর (ত্রি) ১ শ্বেতবস্ত্র। ২ শ্বেতবস্ত্রধারী। ৩ জৈনযতিভেদ। [জৈন দেখ।] ৪ শিব। ৫ ছন্দোমাতঙ্গরচয়িতা। বৃত্তরত্নাকরাদর্শে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্বেতায়িন্ (ত্রি) শ্বেতের বংশপরম্পরা।

শ্বেতাযুগ্ম (ক্লী) শ্বেতায়াঃ যুগ্মং। দুইপ্রকার অপরাজিতা।

"শ্বেতাযুগ্মং তাপসানাঞ্চ বৃক্ষঃ" (বাভট সূ° ১৫ অ°)

শ্বেতারণ্য (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মায়াবরমের সন্নিকটে তিরুবালাড়ু প্রদেশে কাবেরী নদীতটে অবস্থিত।

"রুদ্রেণেব বিনির্দ্দগ্ধঃ শ্বেতারণ্যে পুরান্তকঃ।" (রামা° ৩।৩৫।৩৩)

শ্বেতারিরস (পুং) শ্বিত্ররোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, ভেলারমুটী, কৃষ্ণতিল, নিমবীজ, এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ সপ্তাহ ক্রমাগত পেষণ ও শুষ্ক করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবনীয়। অনুপান মধু ও ঘৃত। এই ঔষধসেবনে শ্বিত্রকুষ্ঠ আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধি°)

শ্বেতার্ক (পুং) শ্বেতঃ শুক্লবর্ণঃ অর্কঃ। শুক্লার্কবৃক্ষ, সাদা আকন্দগাছ। পর্য্যায়—তপন, শ্বেত, প্রতাপ, সিতার্কক, শর্করাপুষ্প, বৃত্তমল্লিকা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মলশোধনকারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অস্র, শোফ, ব্রণদোষ ও বিষনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতার্চ্চিস্ (পুং) চন্দ্র।

শ্বেতাবর (পুং) শ্বেতং শুক্লবর্ণং আবৃণোতীতি আ বৃ-অচ্। সিতাবর শাক, সুনিষণ্ণকশাক। (রাজনি.)

শ্বেতাবলোকন (পুং) শ্বেতং অবলোকনং যস্মিন্। কফজরোগ বিশেষ। কফ বৃদ্ধি হইলে বস্তু সকল শুভ্রবর্ণ দেখায়। (মাধবনি°)

শ্বেতাশ্ব (পুং) ১ কৈটর্য্য, চলিত ঘোড়াশুটী। (পর্য্যায়মু') (পুং) শ্বেতো হশ্বো যস্য। ২ অর্জ্জুন। ৩ শ্বেতবর্ণ অশ্ব, সাদা ঘোড়া।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য আছে।

শ্বেতাস্য (পুং) শিবাবতার শ্বেতের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়।

শ্বেতাহ্বা (স্ত্রী) শ্বেতা আহ্বা যস্যাঃ। সিতপাটলা, চলিত শ্বেতপারুল। (রাজনি°) ২ শুক্লগোকর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতেক্ষু (পুং) শ্বেত ইক্ষুঃ। শুক্লবর্ণ ইক্ষু, সাদা আখ। পর্য্যায়—সিতেক্ষু, কোষ্ঠেক্ষু, বংশপত্রক, সুবেশ, পাণ্ডুরেক্ষু। ইহার গুণ—কাঠিন্য, রুচিকর, গুরু, কফ ও মূত্রকারক, দীপন, পিত্তজন্য দাহনাশক, পাকে ঈষদুষ্ণ। (রাজনি°)

শ্বেতোৎপল (পুং) একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্।

শ্বেতৈরণ্ড (পুং) শ্বেতঃ এরণ্ড। শুক্ল এরণ্ড বৃক্ষ, সাদা রেড়ির গাছ। হিন্দী সফেদ্ এরণ্ড। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরে এরণ্ডু। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, গুরু, মধুর, তিক্ত, বৃষ্য, স্বাদু, বাত, উদাবর্ত্ত, কফজ্বর, কাস, ও উদররোগনাশক, শোথ, শূল, কটি, বস্তি, শিরঃপীড়া, শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ, গুল্ম, প্লীহা, আম ও পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতোদর (পুং) শ্বেতমুদরং যস্য। ১ কুবের। (ত্রিকা°) ২ দর্ব্বীকর জাতীয় সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°) ৩ শ্বেতবর্ণ উদর।

শ্বেতৌহী (স্ত্রী) শ্বেতবাহ-ঙীষ্। ইন্দ্রাণী। (বোপদেব)

শ্বেত্য (ত্রি) শ্বেতবর্ণযুক্ত। ২ শ্বেতবর্ণযুক্ত উষা।

"রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যা" (ঋক্ ১।১১৩।২)

'শ্বেত্যা শ্বেতবর্ণোষা' (সায়ণ)

শ্বেত্র (ক্লী) শ্বিত্ররোগ। (অমরটীকা)

শ্বৈক্ন (পুং) শ্বিক্ন দেশের নরপতি। (শতপথব্রা° ২।৪।৪।৩)

শ্বৈতচ্ছত্রিক (ত্রি) শ্বেতচ্ছত্র সম্বন্ধীয় বা শ্বেতচ্ছত্রের যোগ্য। (পা ৫।১।৬৩)

শ্বৈতরী (স্ত্রী) ১ পয়োযুক্তা, দুগ্ধবতী। ২ শ্বেততরা, শ্রেষ্ঠ শ্বেতবর্ণা।

"শ্বৈতরীং ধেনুমীড়ে" (ঋক্ ৪।৩৩।১)

'শ্বৈতরীং পয়োযুক্তাং শ্বেততরাং বা ধেনুমীড়ে' (সায়ণ)

শ্বৈত্য (ক্লী) শুভ্রতা, শুক্লত্ব, নির্ম্মলতা, ধবলভাব।

শ্বৈত্রেয় (পুং) শ্বিত্রানাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্র। পুরাকালে এই ব্যক্তি শত্রুভয় হেতু অনেকদিন পর্য্যন্ত জলমগ্নাবস্থায় থাকিয়া ইন্দ্রের অনুগ্রহে শত্রুবেগসহনশীল হইয়া সেই জল হইতে পুনরুত্থিত হয়।

"শ্বৈত্রেয়ো নৃষাহ্যায় তস্থৌ" (ঋক্ ১।৩৩।১৪)

"হে ইন্দ্র! শ্বৈত্রেয়ঃ শ্বিত্রাখ্যায়া যোষিতঃ পুত্রঃ পুরা শত্রুভয়াজ্জলে মগ্নঃ সন্ ত্বদনুগ্রহান্ নৃষাহ্যায় নৃভিঃ পুপুষৈঃ সোঢ়ব্যায়োত্তস্থৌ জলাদুত্থিতবান্' (সায়ণ)

শ্বৈত্র্য (ক্লী) শ্বিত্ররোগতা।

"বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্র্যং পঙ্গুতামপহারকঃ।" (মনু ১১।৫১)

শ্বোভাব (পুং) পরদিন কর্ত্তব্যবিষয়ে যত্নশীলতা।

শ্বোভাবিন্ (ত্রি) পরদিনের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকারী।

শ্বোভূত (অব্য) পরদিনে সংঘটিত।

শ্বোমরণ (ত্রি) পরদিন মৃত্যুশীল, যে পরদিন মরিবে।

"যত্রাবগাহ্য পীত্বা চ নৈনং শ্বোমরণং তপেৎ।" (ভারত ১২ পর্ব্ব)

শ্বোবসীয় (ক্লী) শ্বোবসীয়স্ শব্দার্থ।

শ্বোবসীয়স্ (ক্লী) বসুশব্দঃ প্রশস্তবাচী তত ঈয়সুনি বসীয়ঃ। শ্বঃ শব্দ উত্তরপদার্থপ্রশংসামাশীর্বিষয়তামাহ। ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। (শ্বসো বসীয়ঃ শ্রেয়সঃ। পা ৫।৪।৮০) ইতি অচ্। ১ কল্যাণ, কুশল, মঙ্গল।

'শ্বঃশ্রেয়সং শুভশিবে কল্যাণং শ্বোবসীয়সং শ্রেয়ঃ।

ক্ষেমং ভাবুকভবিককুশলমঙ্গলভদ্রমদ্রশস্তানি॥' (হেমচন্দ্র)

২ মোক্ষ। (ত্রি) কল্যাণযুক্ত। ৩ ভাবী শুভসম্পন্ন।

শ্বোবস্যস (ত্রি) ব্রহ্মন্। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।২।৯।১০)

ষ

ষ, মূর্দ্ধন্য ষকার। একপঞ্চাশৎ বর্ণমালার অন্তর্গত সপ্তচত্বারিংশ-স্বর্ণ এবং চতুস্ত্রিংশদ্ব্যঞ্জনান্তর্গত একবিংশত্তম ব্যঞ্জন বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা।

"স্মূর্দ্ধিন্যা ঋটুরসা দন্ত্যা ৯তুলসাঃ স্মৃতাঃ ॥" (শিক্ষাশাস্ত্র)

তন্ত্রোক্ত পর্য্যায়—শ্বেত, বাসুদেব, পীত, প্রাজ্ঞ, বিনায়ক, পরমেষ্ঠী, বামবাহু, শ্রেষ্ঠ, গর্ভবিমোচন, লম্বোদর, যমোজেশ, কামধুক, কামধূমক, সুশ্রী, উষ্মা, বৃষ, লজ্জা, মরুদ্ভক্ষ্য, প্রিয়, শিব, সূর্য্যাত্মা, জঠর, কোষ, মস্তা, বক্ষ, বিদারিণী, কলকণ্ঠ, মধ্যভিন্না, যুক্তাত্মা, মলপু, শিরঃ। (তন্ত্র)

এই বর্ণ অষ্টকোণ যুক্ত, রক্তচন্দনসঙ্কাশ, কুণ্ডলীকার, চতুর্বর্গপ্রদ, সুধানির্ম্মিত শরীর, পঞ্চদেব ও পঞ্চ প্রাণময়, রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয় সংযুক্ত, ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু ও আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত এবং সর্ব্বদেবময়; ইহাকে সতত হৃদয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

লেখন প্রকার—এই বর্ণ লিখিবার কালে একটী চতুষ্কোণাত্মিকা রেখাকে ক্রমে বাম হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে বামদিকে সরল ভাবে অঙ্কিত করিয়া পরে আরম্ভ বিন্দুতে উহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। অতঃপর পূর্ব্বাঙ্কিত রেখাগুলির মধ্য ভাগে একটী ক্ষুদ্র রেখা টানিয়া তাহার উভয় পার্শ্ব আগের রেখার সহিত সংযুক্ত করিবে, এই রেখা ও শিরোভাগস্থ রেখাকে মাত্রা বলে। পূর্ব্বোক্ত বামদক্ষিণভাবে বিন্যস্ত রেখা গুলিতে যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং ঊর্দ্ধমাত্রায় শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী ও বাগ্‌দেবী নিয়ত অবস্থান করেন। ধ্যান,—

"চতুর্ভুজাং চকোরাক্ষীং চারুচন্দনচর্চ্চিতাম্।
শুক্লবর্ণাং ত্রিনয়নাং বরদাঞ্চ শুচিস্মিতাম্ ॥
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যাং শ্বেতমাল্যোপশোভিতাম্।
দেবগন্ধর্ব্বভিবন্দ্যাং সেবিতাং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
এবং ধ্যাত্বা ষকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

উক্ত ধ্যান পাঠানন্তর দশবার মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

বোপদেবকর্ত্তৃক এই বর্ণ ধাতুর অনুবন্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই অনুবন্ধের ফলে সেই সেই ধাতু ভিন্ন অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট ধাতুর উত্তর কৃদন্ত প্রকরণের 'ঙ' প্রত্যয় হইবে না। যেমন ডু, ঞৌ ষ পচ পাকে। এখানে পচ ধাতুর 'ষ' অনুবন্ধ থাকায় পচ-ঙ পচা, এই রূপ পদ হইবে, এতদ্ভিন্ন যে সকল ধাতুর 'ষ' অনুবন্ধ নাই, তাহাদের উত্তর ঐ প্রত্যয় হইবে না।

ষ (পুং) ১ কচ, কেশ। ২ মানব। ৩ সর্ব্ব, সকল। ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ গর্ভবিমোচন। ৬ শিক্ষক। ৭ নাশ, ধ্বংস, ক্ষতি। ৮ অবশেষ। ৯ প্রাক্তন সংস্কার। ১০ জ্ঞানলোপ। ১১ মুক্তি, নির্ব্বাণ। ১২ স্বর্গ। ১৩ নিদ্রা। (ক্লী) ১৪ অঙ্কুর। ১৫ ধৈর্য্য। (ত্রি) ১৬ বিজ্ঞ। ১৭ শ্রেষ্ঠ। ১৮ শোভন।

ষগ, সংবরণ, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সগতি লিট্ সসাগ, সেগতুঃ সেগুঃ। লুঙ্ অসগীৎ। লুট্ সগিতা। লৃট্ সগিষ্যতি। সন্ সিষগিষতি যঙ্ সাসগ্যতে, সাসগীতি, সাসক্তি। ণিচ্ সগয়তি।

ষঘ, হিংসা, বধ। স্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। বট্ সঘ্নোতি। লিট্ সসাঘ। লুট্ সঘিতা। লৃট্ সঘিষ্যতি। লুঙ্ অসঘীৎ অসাঘীৎ। সন্ সিসঘিষতি। যঙ্ সাসঘ্যতে, সাসঘীতি, সাসঙ্কি। ণিচ্ সাঘয়তি। লুঙ্ অসীষঘৎ।

ষচ, সম্বন্ধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সচতি।

ষচ্ ১ সেচন। ২ সেবন ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সচতে। লিট্ সেচে। লুট্ সচিতা। লৃট্ সচিষ্যতে। লুঙ্ অসচিষ্ট, অসচিষাতাম্, অসচিষত।

ষচ্, সমবায়, রাশীকরণ। ভ্বাদি° উভয়পদী, সক° সেট্। লট্ সচতি-তে। সন্ সিসচিষতি-তে। যঙ্ সাচ্যতে, সাসক্তি। ণিচ্ সাচয়তি। লুঙ্ অসীষচৎ।

ষট্, অংশক, অবয়ব। লট্ সটতি। লিট্ সসাট, সেটতুঃ। লুট্ সটিতা। লুঙ্ অসটীৎ, অসাটীৎ। ণিচ্ সাটয়তি।

ষটি (স্ত্রী) শটী। (বাহুট চি°)

ষট্‌ক (ত্রি) ষড়্‌ভিঃ ক্রীতং ষট্-কন্ (সংখ্যায়া অতিদন্তায়াঃ কন্। পা ৫।১।২২) ১ ছয়টি অর্থাৎ ছয়গুণ দ্বারা ক্রীত বস্তু। স্বার্থে কন্। ২ ছয় সংখ্যা, ৬।

ষট্‌কটু (ক্লী) শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, চিত্রক ও পিপুলমূল, এই ছয়টী কটু দ্রব্য ষট্‌কটু নামে অভিহিত হইয়াছে। (বৈদ্যকনি°)

ষট্‌কনিঘণ্টু (পুং) বৈদ্যকনিঘণ্টু ভেদ।

ষট্‌কপাল (ত্রি) ছয়টী কপালাকার পাত্রবিশিষ্ট।
(শতপথব্রা° ২।৬।১।৪)

ষট্‌কর্ণ (ত্রি) ১ ছয়টী কাণ বিশিষ্ট, যেখানে ছয়টী কর্ণ একত্র হইয়াছে।

"ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ" (প্রাক্)

প্রাচীন নীতি যে, যেখানে ছয়টী কর্ণের অর্থাৎ তিনটী মনুষ্যের সমাবেশ হইবে, তথায় কোনরূপ গুপ্ত মন্ত্রণা করিবে না, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত হইয়া যাইবে।

২ ছয়টী কর্ণবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সেতার ইত্যাদি।

ষট্‌কর্ম্মন্‌ (ক্লী) ষট্‌ প্রকার শান্ত্যাদি কর্ম্ম। তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌কর্ম্মের বিধান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ৬ প্রকার কর্ম্মের নাম ষট্‌কর্ম্ম। এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্ম দ্বারা রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম কহে। সকল লোকের বশ্যতা সাধন কর্ম্মের নাম বশীকরণ অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা লোক সকল বশীভূত হয়, তাহাকেই বশীকরণ কহে। যে ক্রিয়া দ্বারা সকলের প্রবৃত্তি রোধ হয়, অর্থাৎ কার্য্যকারিতাশক্তি অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে স্তম্ভন, পরস্পর প্রণয়িজনের দ্বেষজনক যে কার্য্য তাহাকে বিদ্বেষণ, যে কর্ম্ম দ্বারা স্বদেশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে উচ্চাটন, এবং যাহা দ্বারা প্রাণিহরণ হয়, তাহাকে মারণ কহে। তন্ত্রমতে এই ষট্‌কর্ম্ম আভিচারিক ক্রিয়া বলিয়া কথিত। তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যথাবিধানে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অচিরে ফললাভ করিয়া থাকেন। এই ষট্‌কর্ম্ম করিতে হইলে প্রথমে সমস্ত কর্ম্মের দেবতা, দিক্‌ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হইয়া করা আবশ্যক। এই সকল কর্ম্মের মধ্যে শান্তি কার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের দেবতা বাণী, স্তম্ভন কার্য্যের দেবতা রমা, বিদ্বেষণের জ্যেষ্ঠা, উচ্চাটনের দুর্গা এবং মারণ কার্য্যের দেবতা কালী। অতএব এই ষট্‌ কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তদ্রূক্ত দেবতার প্রথমে যথানিয়মে পূজাদি করিয়া কার্য্যসাধন করিতে হইবে।

ষট্‌কর্ম্মের দিক্‌কালাদির নিয়ম—শান্তিকর্ম্মে ঈশানকোণ, বশীকরণে উত্তর, স্তম্ভনে পূর্ব্ব, বিদ্বেষণ কার্য্যে নৈর্ঋত কোণ, উচ্চাটনে বায়ুকোণ এবং মারণে অগ্নিকোণ প্রশস্ত। ঐ সকল দিকে উপবেশন করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে। দিকের ন্যায় ঋতুবিশেষেও এই কার্য্য করিতে হয়। হেমন্তঋতুতে শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণে বসন্ত, স্তম্ভনে শিশির, বিদ্বেষণে গ্রীষ্ম, উচ্চাটনে বর্ষা এবং মারণকার্য্যে শরৎঋতু প্রশস্ত।*

এই গ্রীষ্মাদি ঋতুর জন্যে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে অনেক কার্য্যের কালবিলম্ব ঘটে; এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রমতে দিবা রাত্রের মধ্যে ক্রমপরম্পরায় ছয় ঋতুর উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ডে এক এক ঋতুর গণনা করা হয়। সূর্য্যোদয়ের প্রথম দশ দণ্ড বসন্ত ঋতু, দ্বিতীয় দশ দণ্ড গ্রীষ্ম, তৃতীয় দশ দণ্ড বর্ষা, চতুর্থ দশ দণ্ড শরৎ, পঞ্চম দশ দণ্ড হেমন্ত এবং ষষ্ঠ দশ দণ্ড শিশির ঋতু জানিতে হইবে। অতএব এই সকল সময় নিরূপণ করিয়া উক্ত কার্য্য করিবে।

তন্ত্রান্তরে ইহার ভিন্নক্রমও অভিহিত হইয়াছে;—যথা অর্দ্ধরাত্রি শরৎ, প্রভাতকাল হেমন্ত, পূর্ব্বাহ্নকাল বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ বর্ষা এবং প্রদোষ-কাল শিশির ঋতু। অথবা উষাকাল হেমন্ত, প্রভাতকাল শিশির, প্রহরার্দ্ধ বসন্ত, মধ্যাহ্নকাল গ্রীষ্ম, চতুর্থ যাম বর্ষা এবং রবির অস্তগমন সময় শরৎ।

ষট্‌কর্ম্মে তিথ্যাদির বিশেষ নিয়ম আছে। তন্ত্রোক্ত তিথি বারাদি নিরূপণ করিয়া তবে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বুধ ও বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমী তিথিতে বিদ্বেষণ-কার্য্য প্রশস্ত। শনিবার ও কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে উচ্চাটন কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্যে প্রদোষকাল অতি প্রশস্ত। শনি ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যা হইলে ঐ দিনে মারণ কার্য্য করা বিধেয়। চন্দ্র ও বুধবারে শুক্লা পঞ্চমী, শুক্লা দশমী ও পূর্ণিমা তিথি হইলে স্তম্ভন কার্য্য এবং শুভগ্রহের উদয়ে ও শুভদিনে শান্তি কার্য্য করিতে হয়। অশুভ গ্রহের উদয়ে বিদ্বেষণাদি অশুভ কার্য্য প্রশস্ত। রবিবারে রিক্তা তিথি হইলে ও মৃত্যুযোগেমারণ কার্য্য করিবে।

এই ষট্‌কর্ম্মে জপকার্য্যেরও বিশেষ বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বশীকরণ কার্য্যে পূর্ব্বমুখ হইয়া জপ, অভিচারকার্য্যে পশ্চিম মুখে, আকর্ষণে অগ্নিকোণে, মারণে নৈঋতকোণে এবং উচ্চাটনে বায়ুকোণে বসিয়া জপ করিবে। মারণ কার্য্য করিবার সময় বসন ও উষ্ণীষ প্রভৃতি সমস্তই লোহিত বর্ণ করিতে হয়। এই

* "অথাভিধাস্যে তন্ত্রেঽস্মিন্‌ সম্যক্‌ ষট্‌কর্ম্মলক্ষণং।
সর্ব্বতন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগফলসিদ্ধিদং॥
শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
মারণান্তানি সংশন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ॥
রোগকৃত্যা গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।
বশ্যং জনানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্‌॥
প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদীরিতম্‌।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণং মতম্‌॥
উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতং।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতম্‌।
সদেবতা দিক্‌কালাদীন্‌ জ্ঞাত্বা সর্ব্বাণি কারয়েৎ॥
রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমঃ।
ষট্‌ কর্ম্ম দেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ।
ইন্দ্রচন্দ্রেন্দ্রনিঋ´তিবায়্‌গ্নীনাং দিয়োমতাঃ।
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ॥
ঋতবঃ স্যু বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে।
বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাখ্যশরদ্ধেমন্তশিশিরাঃ॥"

কার্য্যে লৌহনির্ম্মিত ভূষণ ধারণ এবং বামহস্তে পূজাদি বিহিত হইয়াছে।

মারণকার্য্যে মনুষ্যের স্নায়ুনির্ম্মিত রজ্জু প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ ভিন্ন মৃত ব্যক্তির, অথবা গর্দ্দভের দন্তে জপমালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জপ করিবে। আকর্ষণ কার্য্যে ভগ্ন হস্তিদন্তনির্ম্মিত মালা দ্বারা জপ এবং বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্যে সাধ্যব্যক্তির কেশরূপ সূত্রদ্বারা অশ্বদন্তনির্ম্মিত মালা প্রস্তুত করিয়া জপ করিতে হয়।

ষট্‌কর্ম্মের আসনাদি নিয়ম—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন, কুক্কুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসন ষট্‌কর্ম্মে প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন পদ্ম, পাশ, গদা, মুষল, বজ্র ও খড়্গ নামক ৬টী মুদ্রাও ষট্‌কর্ম্মে প্রয়োজন। যথা—শান্তিকর্ম্মে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশমুদ্রা ইত্যাদি। ষট্‌কর্ম্ম করিবার কালে পঞ্চ তত্ত্বের উদয় স্থির করিয়া কার্য্য করিতে হয়। জলতত্ত্বের উদয়কালে শান্তিকার্য্য, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভন, আকাশতত্ত্বে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন এবং বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কার্য্য করিবে।

এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্থির হইয়া থাকে। ভূমিতত্ত্বের উদয় হইলে উভয় নাসাপুট হইতে দণ্ডাকারে শ্বাস নির্গত হয়, জলতত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে নাসার ঊর্দ্ধভাগ দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়। বায়ুতত্ত্বের উদয়-সময়ে বক্রভাবে শ্বাস বহিতে থাকে। আকাশতত্ত্বের উদয় হইলে নাসিকার মধ্যভাগ দিয়া শ্বাস নির্গত হয়। এই সকল শ্বাস-নির্গমনের লক্ষণ দ্বারা কোন্ সময়ে কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা নিরূপণ করিয়া ব্রতী কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও পঞ্চভূতের মণ্ডল জানিয়া তবে কার্য্যানুষ্ঠান করা আবশ্যক। যে তত্ত্বের উদয়ে যে কার্য্য অভিহিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বের মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া সেই কার্য্য বিধেয়। অগ্নিতত্ত্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, জলতত্ত্বে পদ্মাকার, পৃথ্বীতত্ত্বে সবজ্র চতুরস্রমণ্ডল, আকাশ তত্ত্বে ছয়টী বিন্দুযুক্ত বৃত্ত এবং বায়ুতত্ত্বে স্বস্তিকোপেত ত্রিকোণাকার মণ্ডল করিবে। এই সকল মণ্ডল সেই সেই ভূতের আভাযুক্ত সেই সেই বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইবে, এবং তাহাতে স্ব স্ব নাম অঙ্কিত করিবে। আকাশের বর্ণ স্বচ্ছ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ এবং ভূমি পীতবর্ণ।

উক্ত ষট্‌কর্ম্মে 'ঠং, বং, লং, হং, যং, রং,' এই ৬টী বীজ মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে হইবে এবং ঐ কার্য্যে গ্রথন, বিদর্ভ, সংপুট, রোধন, যোগ ও পল্লব এই ষড়্‌বিধ মন্ত্র বিন্যাস করিয়া উহা সম্পাদন করিতে হয়। ইহাদের লক্ষণ যথা—

গ্রথন—ষট্‌কর্ম্মের সাধ্য ব্যক্তির নামের বর্ণ সকলকে মন্ত্র পুটিত করিয়া লিখিতে হইবে, ইহাকেই গ্রথন কহে। শান্তি কর্ম্মে গ্রথন করিতে হয়।

বিদর্ভ—মন্ত্রবর্ণদ্বয়ের মধ্যে সাধ্য ব্যক্তির নামাক্ষর লিখিবে, ইহার নাম বিদর্ভ। বশীকরণ কার্য্যে এইরূপ বিদর্ভ-বিন্যাস প্রশস্ত।

সংপুট—সাধ্য ব্যক্তির নামের আদি ও অন্তে মন্ত্র লিখিলেই সংপুট বিন্যাস হয়। স্তম্ভনকার্য্যে এই রূপে সংপুট বিন্যাস করিতে হয়।

রোধন—সাধ্য নামের আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্র লিখিলে তাহাকে রোধন কহে। বিদ্বেষণ কার্য্যে এইরূপ মন্ত্রের রোধন আবশ্যক।

যোগ—মন্ত্রের অন্তে সাধ্য ব্যক্তির নাম যোগ করাকে যোগ কহে। উচ্চাটন কার্য্যে এই যোগ করিতে হয়।

পল্লব—সাধ্য ব্যক্তির নামের অন্তে মন্ত্রযোগকে পল্লব কহে। মারণ কার্য্যে এই পল্লব বিন্যাস করা বিধেয়।

ষট্‌কর্ম্মের মন্ত্র ও দেবতার শ্বেত, রক্ত, পীত, মিশ্র, কৃষ্ণ ও ধূম্র এই ৬ প্রকার বর্ণ উক্ত হইয়াছে। শান্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মে যথাক্রমে উক্ত ষড়্‌বিধ বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র ও দেবতার ধ্যান করিয়া চন্দন, গোরোচনা, হরিদ্রা, গৃহধূম, চিতাঙ্গার ও অষ্টবিধ বিষ (এই ৬ প্রকার) দ্রব্যদ্বারা যথাক্রমে মন্ত্র লিখিতে হইবে। শ্যেন পক্ষীর বিষ্ঠা, চিতামূল, বিট্‌ লবণ, ধুতুরার রস, গৃহধূম, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদিগকে অষ্টবিষ কহে।

উচ্চাটনকর্ম্ম করিবার সময় মন্ত্রের অন্তে বষট্‌, মারণে হুং ফট্‌, স্তম্ভনে নমঃ, শান্তিকর্ম্ম ও পৌষ্টিককার্য্যে স্বাহা পদ যোগ করিতে হয়। হোম ও তর্পণে মন্ত্রান্তে স্বাহা এবং ন্যাস ও পূজার মন্ত্রের শেষে নমঃ শব্দও যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ এই যে, কেবল জপকালেই মন্ত্রান্তে বষট্‌, ফট্‌ প্রভৃতি যোগ করিয়া জপ করিবে, ইহা সর্ব্বতন্ত্রসম্মত নহে। যে হেতু তন্ত্রান্তরের বচনে জানা যায় যে, অগ্নিকার্য্যে স্বাহা এবং সকল প্রকার অর্চ্চনাতে নমঃ শব্দ প্রয়োগ বিধেয়। শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও মারণকার্য্যে ক্রমশঃ মন্ত্রান্তে স্বাহা, স্বধা, বষট্‌, হুং, বৌষট্‌ ও ফট্‌ এই সকল মন্ত্র যোগ করিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইবে। অতএব এই সকল বিধি দ্বারা জানা যায় যে, হোম কার্য্যেও উক্ত বিধির অনুসরণ বিধেয়।

শান্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মে মন্ত্রের গ্রথনাদি সংস্কারের জন্য পাত্রের পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শান্তিকার্য্যে রজত বা তাম্রপাত্র এবং বশীকরণে ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া গ্রথনাদি সংস্কার করিবে। স্বর্ণপাত্র সকল প্রকার কার্য্যেই ব্যবহার হইতে পারে। মারণাদি ক্রূর কর্ম্মে প্রেতবস্ত্রে মন্ত্র লিখিত হয়। শান্তিকার্য্যে তিন প্রকার গন্ধ, বশীকরণে পঞ্চগব্য, সর্ব্বকার্য্যে অষ্টগন্ধ এবং মারণে অষ্টবিধ ব্যবহার করিবে। শান্তিকর্ম্মে দূর্ব্বা, বশীকরণ প্রভৃতিতে ময়ূরপুচ্ছ, সকল কার্য্যে স্বর্ণ এবং ক্রূর কর্ম্মে

কাকপুচ্ছনির্ম্মিত লেখনী কল্পিয়া তাহা দ্বারা মন্ত্র লিখিতে হইবে। স্বগৃহে বসিয়া শান্তিকার্য্য, চণ্ডিকালয়ে বশীকরণ, দেবগৃহে সর্ব্ব কার্য্য এবং শ্মশানে ক্রূর কার্য্য করিতে হয়। বিচক্ষণ সাধক সম্যগ্‌রূপে দেবতা, কাল ও মুদ্রাদি সকল অবগত হইয়া ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহা হইলে এই কর্ম্মের ফললাভ হইবে। যিনি ঐ সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাঁহার ষট্‌কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া বিধেয় নহে।

তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ষট্‌কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে কর্ম্মের আদিতে সেই দেবতার ধ্যান ও ন্যাস করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রয়োগের দোষ শান্তি হয়, এবং আপনারও কোন অনিষ্ট হয় না। পূর্ব্বে এক লক্ষ জপ না করিলে কর্ম্মফল লাভ হয় না এবং দেবতাও শাপ প্রদান করিয়া থাকেন। অন্যান্য তন্ত্রশাস্ত্রে যে অযুত জপের বিধান আছে, তাহা প্রায়শ্চিত্তপর জানিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে মারণ কর্ম্ম কদাচ করিবে না। কিন্তু যদি কেহ লোভ বশতঃ এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশ সহস্র জপ করিয়া তৎসাধন করিতে হইবে।

"একলক্ষং জপেন্মন্ত্রং ধ্যানন্যাসসমাহিতঃ।
প্রয়োগদোষশান্ত্যর্থমাত্মরক্ষার্থকারণম্‌।
ন চেৎ ফলঞ্চ নাপ্নোতি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥
ন কুর্য্যাৎ মারণং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেদযুতং জপেৎ।
তত্তু প্রায়শ্চিত্তপরমিতি।" (তন্ত্রসার)

শান্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের বিধান তন্ত্রসার ও অন্যান্য তন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত ৬ প্রকার কর্ম্ম। ধৌতি, বস্তি, নেতি, নৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকে ষট্‌কর্ম্ম কহে।

"ধৌতি র্বস্তিস্তথা নেতি র্নৌলিকী ত্রাটকস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ ॥" (ঘেরণ্ডসং°)

যোগ শাস্ত্র মতে ষট্‌কর্ম্মের আচরণ করিলে দেহাদি বিশুদ্ধ ও জ্ঞান লাভ হয়। এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে প্রথম ধৌতি, এই ধৌতি চারি প্রকার, অন্তর্দ্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্‌ধৌতি ও মূল শোধন।

অন্তর্ধৌতি ৪ প্রকার—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিষ্কৃত। দন্তধৌতি পাঁচ প্রকার—দন্তমূল, জিহ্বামূল, রন্ধ্র, কর্ণদ্বার এবং কপাল-রন্ধ্র। হৃদ্‌ধৌতি তিন প্রকার। [ধৌতি শব্দ দেখ]

মূলশোধন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূলশোধন না করা হয়, তাবৎ বায়ুর কুটিলতা যায় না; এই জন্য যত্নপূর্ব্বক মূলশোধন করা কর্ত্তব্য। হরিদ্রার মূল অথবা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জল দিয়া বারংবার গুহ্য প্রক্ষালন করিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠের কঠিনতা ও আমাজীর্ণ বিনাশ, কান্তিপুষ্টি ও বহ্নিমণ্ডলের দীপ্তি হয়।

বস্তিক্রিয়া—বস্তি দ্বিবিধ, জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি। জলবস্তি জলে ও শুষ্ক বস্তি তটে করিতে হয়। নাভি পরিমাণ জলে উৎকটাসনে উপবেশন করিয়া আকুঞ্চন প্রসারণপূর্ব্বক জলবস্তি করিতে হয়। ইহাতে প্রমেহ, গুদাবর্ত্ত, ক্রূর বায়ু ও অজীর্ণ বিনষ্ট হয়। তৎপরে অশ্বিনী মুদ্রা করিয়া আকুঞ্চন করিয়া পরে পরিচালন করিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠের কাঠিন্য, আমবাত বিনাশ এবং জাঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়।

নেতিকর্ম্ম—মার্জ্জিত সূক্ষ্মসূত্র নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বহির্গত করিবে। ইহারই নাম নেতিকর্ম্ম। এই যোগের অনুষ্ঠানে কফদোষ ও পার্শ্বস্থ রোগ বিনষ্ট হয়, ইহাতে দেহের অনল বৃদ্ধি হয়। এই কার্য্য খেচরীমুদ্রা সিদ্ধির কারণ এবং ইহা দ্বারা উত্তম দৃষ্টি লাভ হয়।

ত্রাটক—নিমেষ পতন না করিয়া সূক্ষ্মবস্তু লক্ষ্যপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা নেত্ররোগ ও কফদোষ বিনষ্ট এবং উত্তম দৃষ্টি হয়। এই ত্রাটক যোগদ্বারা শাম্ভবীমুদ্রা সিদ্ধি হইয়া থাকে।

নৌলিকী—বামনাসাপুটদ্বারা বায়ুপূর্ণ করিয়া দক্ষিণ নাসা পুটদ্বারা নির্গত এবং দক্ষিণ নাসা পুটদ্বারা বায়ুপূর্ণ করিয়া বামনাসা পুটদ্বারা রেচন করিবে। কিন্তু বেগক্রমে নহে এবং বায়ু অধিকক্ষণ ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে না। ইহা দ্বারাও কফদোষ বিনষ্ট হয়।

কপালভাতি—নাসাযুগল দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া বারংবার মুখের দ্বারা শীৎকারপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা বিরেচন করিবে। এই যোগাভ্যাস দ্বারা কফদোষ বিনষ্ট হয় এবং দেহে বার্দ্ধক্য উপস্থিত ও জরাদি হয় না। ইহাতে অতিরূপ ও তেজোবৃদ্ধি হয়। (ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আসন দৃঢ় এবং চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। [যোগ ও তত্তৎ শব্দ দেখ]

৩ যজন প্রভৃতি ৬ প্রকার কর্ম্ম। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্মকেও ষট্‌কর্ম্ম বলা যায়। ব্রাহ্মণ এই ৬ প্রকার কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন. এইজন্য ব্রাহ্মণের অপর নাম ষট্‌কর্ম্মা এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী ধর্ম্ম। উক্ত তিনটী কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অপর তিনটী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণের বিধেয়।

ষট্‌কল (ত্রি) ছয়টী কলাবিশিষ্ট। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৭৷০৷১)

ষট্‌কান্‌, (দেশজ) ১ লম্বাভাবে অবস্থান করা। ২ এধার ওধারে ছড়ান বা ছটকাইয়া দেওয়া। ৩ সোজা পলায়ন, পাশ কাটিয়া পলায়ন।

ষট্‌কার (পুং) ষট্‌শব্দ উচ্চারণ। বষট্‌কার। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৭)

ষট্‌কারক (পুং) কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ এই ছয়টীর সমষ্টিকে ষট্‌কারক বলে। কারক শব্দে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। [কারক দেখ]

ষট্‌কারকের মধ্যে কোন কোন স্থলে কারক-ব্যত্যয় ঘটে, অর্থাৎ প্রত্যেক কারকের স্ব স্ব লক্ষণানুসারে কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে যে কারক হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা না হইয়া সেই সেই স্থলে কারকান্তরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় যথা;—'তপোবনেষু স্পৃহয়ালু-রেষা' (রঘু) ইনি তপোবনের ইচ্ছুক অর্থাৎ তপোবনকে ইচ্ছা করিতেছেন। এস্থলে সূত্রানুসারে স্পৃহধাতুর যোগে কর্ম্মস্থানে সম্প্রদানকারক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া অধিকরণ হইয়াছে; 'স্থাল্যা পচ্যতে' স্থালীতে পাক হইতেছে। এখানে স্থালী এই অধিকরণ স্থানে করণ এবং 'দোগ্ধি দুগ্ধং গোভ্যো গবাং বা' গাভী হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে। এ স্থলে দ্বিকর্ম্মক দুহ ধাতুর গৌণকর্ম্ম 'গো' শব্দের অপাদান কারকের ব্যবহার দেখা যাইতেছে। এই হেতু সম্প্রদায়িকগণ ষট্‌কারক সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, 'বিবক্ষাবশাদ্ধিকারকাণি ভবন্তি' মহাকবিপ্রয়োগে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই যে কোন কারক ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

ষট্‌কারক সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম দেখা যায় যে, যেখানে একদা একই বস্তু বা ব্যক্তির উপর প্রকৃতসূত্রানুসারে দুইটী কারকেরই প্রাপ্তি ঘটে তথায় কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, করণ, সম্প্রদান ও অপাদান, ক্রমান্বয়ে ইহাদের পর পরটীর স্থানে পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"কর্ত্তাকর্ম্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকং।
অপাদানঞ্চ সন্দেহে পরং পূর্ব্বেণ বাধ্যতে॥" (প্রাঞ্চ)

ক্রমশঃ উদাহরণ—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ! পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥" (রামায়ণ)

হে লক্ষ্মণ! দেখ পম্পাসরোবরে প্রাণীদিগের বধের আশঙ্কায় পরম ধার্ম্মিক বক আস্তে আস্তে পাদদ্বয় বিক্ষেপ করিতেছে। এখানে বকশব্দ, পশ্য (দেখ) ক্রিয়ায় কর্ম্ম ও ক্ষিপেৎ (ক্ষেপণ করিতেছে) ক্রিয়ার কর্ত্তা হওয়ায় বক শব্দের উত্তর উল্লিখিত নিয়মানুসারে কর্ত্তৃকারকেরই বিভক্তি হইয়াছে। 'গঙ্গাং গত্বা স্নাতি' গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিতেছে। এখানে ব্যাকরণের সূত্রানুসারে গঙ্গাশব্দের উত্তর কর্ম্ম ও অধিকরণ এই দুই কারকেরই প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া উক্ত নিয়মানুসারে পরবর্ত্তী অধিকরণ কারক না হইয়া কর্ম্মকারক হইল। 'গৃহং প্রবিশ্য নিঃসরতি, নিঃসৃত্য প্রবিশতি গৃহং বা' গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হইতেছে অথবা [গৃহ হইতে] নিঃসৃত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। এই উভয় স্থলেই গৃহশব্দ নিঃসৃত হওয়া ক্রিয়ার অপাদান ও প্রবেশ করা ক্রিয়ার কর্ম্ম হওয়ায় পরবর্ত্তী অপাদানকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকারকই হইল। 'বরমাহূয় কন্যাং দদাতি কন্যাং দাতুং বরমাহ্বয়তি বা' বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাদান করিতেছে অথবা কন্যা দান করিবার নিমিত্ত বরকে আহ্বান করিতেছে। এই উভয়স্থলে বর শব্দ আহ্বান করিয়া বা আহ্বান করিতেছে ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং দান করিবার নিমিত্ত বা দান করিতেছে এই ক্রিয়ার সম্প্রদান কারক হওয়ায় পরবর্ত্তীর বাধা জন্মাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকারকই হইল। 'অশ্বে স্থিতো গচ্ছতি' অশ্বে স্থিত হইয়া [অশ্বদ্বারা] গমন করিতেছে। এস্থলে অশ্ব শব্দ স্থিত হইয়া ক্রিয়ার আধার এবং গমন করিতেছে ক্রিয়ার করণ হওয়ায় পরবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত উহার বাধা জন্মাইয়া অধিকরণেরই প্রাপ্তি হইল। অন্যান্য স্থলেও প্রয়োগ দেখিয়া এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ষট্‌কিতে, (দেশজ) এদিক ওদিক যাইতে।

ষট্‌কুক্ষি (ত্রি) ষড়োদয়সম্পন্ন।

ষট্‌কুলীয় (ত্রি) ষট্‌কুলসম্বন্ধীয়।

ষট্‌কূটা (স্ত্রী) ভৈরবীবিশেষ। নিম্নে ইহার মন্ত্র, যন্ত্র ও পূজাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

মন্ত্র—জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, 'ডরলকসহৈং ডরলকসহীং ডরলকসহৌং' এই মন্ত্রে ষট্‌কূটা ভৈরবীর পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ তৃতীয় বীজ অর্থাৎ 'ডরলকসহৌং' স্থানে 'ডরলকসহৌঃ' এইরূপ বিসর্গান্ত পাঠ করেন।

ধ্যান—

"বালসূর্য্য প্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাম্॥
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥"

করাঙ্গন্যাস—'ডরলকসহৈং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' 'ডরলকসহীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা;' 'ডরলকসহৌং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌;' ডরলকসহৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ডরলকসহীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট 'ডরলকসহৌং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।'

হৃদয়াদিতেও উক্তরূপে অঙ্গন্যাস করিতে হইবে।

যন্ত্র—প্রথমে ত্রিকোণ, তাহার বাহির দিকে পুটিত ত্রিকোণ অর্থাৎ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে। তদ্বহির্ভাগে অষ্টদল ও তদ্বাহ্যে

ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহির দিকে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিবে।

আবরণপূজা—প্রথমে ডরলকসহৈং হৃদয়ায় নমঃ, ডরলকসহীং শিরসে স্বাহা, ডরলকসহোং শিখায়ৈ বষট্‌, ডরলকসহৈং কবচায় হুং, ডরলকসহীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, ডরলকসহোং অস্ত্রায় ফট্‌; এইরূপে ষড়ঙ্গ-পূজা করিয়া ত্রিকোণে রত্যাদিদেবতাত্রয়ের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ষট্‌কোণে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ এবং এইরূপে ওঁ রাকিণ্যৈ, লাকিন্যৈ, কাকিন্যৈ, শাকিন্যৈ, ও হাকিন্যৈ নমঃ বলিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে ওঁ ও পরে নমঃ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূজা করিতে হইবে। পরে অষ্ট পত্রে ওঁ অসিতাঙ্গব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ; এইরূপে রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং, চণ্ডকৌমারীভ্যাং ক্রোধভৈরবীভ্যাং উন্মত্তবারাহীভ্যাং, কপালীন্দ্রাণীভ্যাং, ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং এবং সংহারমহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ বলিয়া ইহাদিগেরও পূজা করিতে হইবে। তৎপরে বহিঃ পদ্মের পত্রে ওঁ বামায়ৈ নমঃ; এই রূপে জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কুব্জিকায়ৈ, চিত্রায়ৈ, বিষঘ্নিকায়ৈ, ভূতময্যৈ, আনন্দায়ৈ নমঃ এইরূপ প্রত্যেক নামের পূর্ব্বাপর যথাক্রমে প্রণব ও নমঃ শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করার বিধান লিখিত আছে। ইহার পর চতুরস্রে সায়ুধ লোকপালগণের পূজা করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

ষট্‌ক্রত্বস্‌ (অব্য) ছয়বার।

ষট্‌কোণ (ক্লী) ১ জাতকের কোষ্ঠীর জাতচক্রের লগ্নস্থান হইতে ষষ্ঠ গৃহ; এই স্থানকে জ্যোতিঃ শাস্ত্রে রিপুগৃহ বলে।

"ধীস্থানং পঞ্চমং জ্ঞেয়ং যামিত্রং সপ্তমং স্মৃতম্‌।

ত্যানং দ্যূনং তথান্ত্যাখ্যং ষট্‌কোণং রিপুমন্দিরম্‌॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ষট্‌ কোণা বস্তু। ২ বজ্র, হীরক। (রাজনি°) ৩ তন্ত্রোক্ত যন্ত্রভেদ, গণেশযন্ত্র। এই যন্ত্র প্রথমতঃ ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, তদুপরি অধোমুখ ত্রিকোণ লিখিলে যে ষট্‌কোণ হইবে, তন্মধ্যে প্রণব মধ্যে গং এই গণেশবীজ লিখিবে। ঐ প্রণবের চতুর্দ্দিকে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ এই মন্ত্র লিখিতে হইবে; পরে তদ্বহিঃস্থ ছয় কোষ্ঠে ও শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ এই ছয়টী বীজ লিখিবে। অতঃপর ছয়টী সন্ধিস্থলে নমঃ, স্বাহা, বষট্‌, হুঁ, বৌষট্‌ ও ফট্‌ এই ছয়টী অঙ্গ মন্ত্র লিখিতে হইবে। পরে পদ্মের অষ্টদলে তিন তিনটী মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া অবশিষ্ট বর্ণ শেষদলে বিন্যাস করিবে। যথা গণপ ১, তয়েব ২ রদব ৩ রদস ৪ র্ব্বজনং ৫ বশ ৬ মানয় ৭ স্বাহা ৮। পরে উহা এক পংক্তি অনুলোম বর্ণ ও এক পংক্তি বিলোম বর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার বহির্ভাগে আং ক্রোঁ এই বর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই যন্ত্র পুনর্ব্বার ভূপুরদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। লাক্ষা, কুঙ্কুম, গোরোচনা ও মৃগমদ দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই যন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণের কবচ মধ্যে স্থাপন করিয়া ধারণ করিলে সাধক সর্ব্বজন প্রার্থনীয় সম্পত্তিও অনায়াসে লাভ করিতে পারে। মহাগণপতির এই যন্ত্রবিধান দেবগণেরও পূজ্য ইহা সর্ব্বসিদ্ধিকর ও নিখিল পুরুষার্থপ্রদ।

ষট্‌খেটক, নগরভেদ।

ষট্‌চক্র, তন্ত্রোক্ত সাধনাঙ্গভূত নিগূঢ় মানসপ্রক্রিয়ার জন্য দৈহিক ছয়টী কল্পিত পদ্ম। তান্ত্রিকসাধকগণ ষট্‌চক্র ভেদতত্ত্ব সম্যক্‌ অবগত হইয়া দেহের সূক্ষ্মতত্ত্ব নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, আমরা শ্রীমৎপূর্ণানন্দপ্রণীত ষট্‌চক্রনিরূপণ নামক গ্রন্থপাঠে তাহার বহুল আভাস প্রাপ্ত হই। ষট্‌চক্রনিরূপণ গ্রন্থে, তান্ত্রিক যোগিগণের শরীর-বিচয়-শাস্ত্রের সূক্ষ্মজ্ঞানবাহিনী নাড়িকাসমূহের ক্রিয়াতত্ত্ব (Psycological Physiology of the Nervous system) সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান এনাটমী (Anatomy) বা ফিজিওলজী (Physiology) শাস্ত্র ষট্‌চক্রের সূক্ষ্মতত্ত্বের সংবাদ না রাখিলেও আমরা এই সকল জড়ীয় বিজ্ঞানের অন্তরালে ষট্‌চক্রের সূক্ষ্ম-ভিত্তি যোগবিদ্যার প্রখর আলোকে অতীব স্পষ্টরূপেই প্রত্যক্ষ করিতে পাই। কেবল Nervous system ষট্‌চক্রের আলোচ্য-বিষয় নহে, মাস্তিষ্ক পদার্থেও (cerebral substance) পরমতত্ত্বপ্রবোধক স্থান নিরূপিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের সমাবেশ আছে বলিয়াই ষট্‌চক্রে লিখিত উক্তিগুলি বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। এস্থলে প্রথমতঃ ষট্‌চক্রের কিঞ্চিৎ স্থূল আভাস প্রদত্ত হইতেছে—

মেরুদণ্ডের (spinal chord) মধ্যে তিনটী নাড়ী আছে, ইড়া, সুষুম্না ও পিঙ্গলা; বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং ইহাদের মধ্যভাগে সুষুম্নার অবস্থান। ষট্‌চক্রগ্রন্থকার বলেন—

"মেরোর্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে।

মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা॥

ধুস্তূরস্মেরপুষ্পগ্রথিততমবপুঃ কন্দমধ্যাচ্ছিরঃস্থা।

বজ্রাখ্যা মেঢ়্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাজ্জ্বলন্তী॥

অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণদিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না নাম্নী নাড়ী বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নাড়ীটী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা এবং উহা মস্তকের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রস্ফুটিত ধুস্তূর পুষ্পের আকার (medulla oblongata) ধারণ করিয়াছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে আর একটী নাড়ী আছে। উহার নাম বজ্রনাড়ী। বজ্রনাড়ী মেঢ়্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তকে প্রসৃত হইয়াছে। বজ্রনাড়ী জলৎপ্রভাময়ী। মেরুদণ্ডই জীবসৃষ্টির প্রধান গঠন। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানের Embriology পাঠে জানা যায় যে, মেরুদণ্ডই

প্রথমে গঠিত হয়। ফলতঃ মেরুদণ্ডই জৈবশক্তি, ইহা সর্ব্ব প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়া দৈহিকক্রিয়ার সঞ্চার করে। এই সকল নাড়ী (Nerves) পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন। ইহারা সমুজ্জ্বল ও পদ্মতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম।*

আমরা পাশ্চাত্য শরীরবিদ্য (Physiology) গ্রন্থেও এই তত্ত্ব দেখিতে পাই।†

ষট্‌চক্রের সহিত, সুষুম্না নাড়ীরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই সুষুম্না নাড়ীতেই ষট্‌চক্রের অবস্থান। সুষুম্না নাড়ীতে যে সাতটী পদ্ম প্রকটিত হইয়াছে, উহার ছয়টী পদ্ম ষট্‌চক্র নামে অভিহিত। সপ্তপদ্মের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে—

* শিবসংহিতায় লিখিত আছে—

"দেহেঽস্মিন্‌ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
* * * *
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ।
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥
* * * *
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ো নাড্যাঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্‌।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥
সুষুম্নেড়াপিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহুঃ সরস্বতী পুষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়াসুষুম্নিকাঃ।
তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগিবল্লভা॥
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাং।
সর্ব্বাশ্চাধোমুখ্যা নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠবংশসমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥"

† The spinal chord gives origin in its course to thirty one pairs of spinal nerves, each nerve having two roots anterior and posterior, the latter being distinguished by its greater thickness and by the presence of an enlargement called a ganglion, in which are found numerous bipolar cells. The anterior root is motor, the posterior sensory. The mixed nerve after junction of the roots contains (a) Sensory fibres passing posterior roots; (b) motor fibres coming from the anterior roots; (c) Sympathetic fibres, either Vaso-motor or Vaso-dilator. The trunk of the great Sympathetic nerve consists of a chain of swellings or ganglia (চক্র) connected by intermiciate chords of grey nerve fibres and extending nearly sympathetically on each side of the Vertibral column (ইড়া ও পিঙ্গলা) from the base foster of Cranium to the Coccyx (মূলাধার চক্রস্থান)

১। মূলাধার।
২। স্বাধিষ্ঠান।
৩। মণিপুর।
৪। অনাহত।
৫। বিশুদ্ধ।
৬। আজ্ঞা।
৭। সহস্রদল।

প্রথমতঃ সাধারণভাবে ঐ সকল পদ্মের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। আধার-পদ্ম পায়ু-দেশের কিছু ঊর্দ্ধে সুষুম্না নাড়ীতে সংলগ্ন। তাহার চারিটী দল; সেই চারিটী দলে বং শং ষং সং এই চারিটী বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে একটী চতুষ্কোণ চক্র আছে, তাহার আটদিকে আটটি শূল। মধ্যস্থলে পৃথ্বীবীজ লং এবং কর্ণিকা মধ্যে একটী ত্রিকোণ যন্ত্র চিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্মের মধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন এবং তাহার অমৃত-নির্গমন-স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া সর্পরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি বাস করিয়া থাকেন। স্বাধিষ্ঠান পদ্ম লিঙ্গমূলে অবস্থিত। তাহার ছয়টী দল; সেই ছয়টী দলে বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টী বর্ণ আছে। ঐ পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বরুণ-মণ্ডল ও সেই মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র; তাহাতে বং এই বর্ণ অঙ্কিত আছে। ঐ পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি স্থিতি করেন। মণিপুর পদ্ম নাভিমূলে অধিষ্ঠিত, তাহার দশটী দল; সেই দশ দলে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ লিখিত আছে। ঐ পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল। সেই ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটী ভূপুর এবং মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটী চিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্মের মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিতি করেন। অনাহত নামক পদ্ম হৃদয়ে অবস্থিত। তাহার দ্বাদশটী দল। সেই দ্বাদশ দলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশটী বর্ণ অঙ্কিত আছে। সেই পদ্মের মধ্যে ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যং বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পদ্মে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠদেশে অবস্থিত। উহার ষোড়শ দল; সেই ষোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ লিখিত আছে। সেই পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল এবং তাহার অভ্যন্তরে গোলাকৃতি নভোমণ্ডল ও হং বীজ বর্ত্তমান আছে। সেই পদ্মে শাকিনী শক্তি অধিবাস করেন। ভ্রূ-মধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম, তাহার দুই দলে হং ক্ষং এই দুই বর্ণ, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থিত আছে। এই পদ্মে হাকিনী শক্তি বাস করিয়া থাকেন। ইহার

কিছু উর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা আছেন। তাহার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্দু, তদুপরি শঙ্খিনী নাড়ী এবং সর্ব্বোপরি সহস্রদল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশৎ দলে আকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণযন্ত্র এবং সর্ব্বমধ্যে শিবস্থানে পরম শিব অবস্থিতি করেন।

তান্ত্রিকসাধনার বহুপূর্ব্বে উপনিষদাদিতেও নাড়ীতত্ত্বের আলোচনা হইত। আমরা ছান্দোগ্যউপনিষদে, এমন কি, বেদসংহিতায়ও নাড়ীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। ধর্ম্মসাধনার সহিত দেহতত্ত্বের সম্বন্ধ তন্ত্রে যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, অপর কোন শাস্ত্রে সেরূপ দেখা যায় না। সুষুম্নার কোন্ চক্রের কিরূপ কার্য্য, সুষুম্নার অন্তর্গত কোন্ নাড়ীর কিরূপ আধ্যাত্মিকক্রিয়া শিবসংহিতা ও ষট্‌চক্রনিরূপণে তাহার যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহকে ইংরাজীভাষায় Physio-psychology নামে অভিহিত করিতে পারি। ফলতঃ শিবসংহিতা ও ষট্‌চক্রনিরূপণ অধ্যাত্ম-আধিভৌতিক বিজ্ঞান-বিশেষ। এই সকল গ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞান (Nervous Physiology) সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সুষুম্নার মধ্যে বজ্র নামে একটী নাড়ী আছে। ষট্‌চক্রগ্রন্থের তৃতীয় শ্লোক পাঠে জানা যায়, বজ্রনাড়ীর মধ্যে চিত্রিণী নামে অপর একটী নাড়ী আছে। এই নাড়ীটী লূতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম। ইহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর; কিন্তু যোগি-গণের যোগগম্যা এবং প্রণববিলসিতা। যোগদ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে এই নাড়ী কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যেও এই নাড়ী দেখিবার উপায় নাই। এই চিত্রিণীর মধ্যে আর একটী নাড়ী আছে, উহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। এই নাড়ীটী গুহ্যস্থ মূলাধার পদ্মস্থিত শিবলিঙ্গের মুখগহ্বর হইতে নির্গত হইয়া শীর্ষস্থ সহস্রদলাধিষ্ঠিত আদিদেব পরমাত্মাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সাধক জীবাত্মাকে এই নাড়ীর মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া পরমাত্মায় প্রেরণ করেন। ব্রহ্মনাড়ীর সম্বন্ধে ষট্‌চক্রাকার বলেন—

"বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসৎ তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা
শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা সকলসুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধারগম্যপ্রদেশং
গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যালপন্তি।"

ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মালাবিলাসা এবং অতি সূক্ষ্মা। এই নাড়ী শুদ্ধজ্ঞানের উদ্বোধন করে, সর্ব্বপ্রকার সুখের উৎসস্বরূপ, ইহার মুখভাগেই ব্রহ্মদ্বার।

পাশ্চাত্যচিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠে জানা যায় যে, জ্ঞানক্রিয়া ও গতিক্রিয়া স্নায়ু (nerve) নামক নাড়ীবিশেষেরই কার্য্য। জ্ঞান-ক্রিয়া (sensory) ও গতিক্রিয়ার (motor) নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুসমূহ দ্বারা সমগ্র দেহ সমাবৃত। কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান যে সকল স্নায়ুর অনুসন্ধান পাইয়াছেন, সেই সকল স্নায়ু-গুলিই কেবল স্থূল জ্ঞানের বাহকমাত্র। ষট্‌চক্র ও শিবসংহিতা প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থে স্থূলজ্ঞানবাহিনী নাড়িকাসমূহের সবিশেষ উল্লেখ নাই। যে সকল সূক্ষ্মসূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম নাড়ীর সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, এই সকল গ্রন্থে সেই সকল নাড়ীর আলোচনা করা হইয়াছে। স্নায়ুসমূহ যে তাড়িতশক্তির (electricity) বিলাসস্থল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে স্পষ্টরূপেই তাহার উল্লেখ আছে। ষট্‌চক্রকারও এই সকল নাড়ীকে 'তড়িন্মালাবিলাসা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জর্ম্মণীর Physiologist বা শরীরবিচয়শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ Nervous Electricity সম্বন্ধে এখনও ভূয়সী গবেষণা করিতেছেন। বহুকাল পূর্ব্বে তান্ত্রিকযোগিগণ এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আধুনিক পণ্ডিতগণ বহুল যন্ত্রের সাহায্যে সেরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বে সমুত্থিত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। কিন্তু ভারতীয় যোগিগণ কেবল যোগবিদ্যাবলে এই সকল সূক্ষ্মতম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

ষট্‌চক্রকার সূক্ষ্ম জৈবপদার্থে বহু স্থলেই তড়িতের (Electricity) কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যথা—

১। বজ্রাখ্যা বক্ত্রদেশে বিলসতি সততং কর্ণিকা মধ্যসংস্থং
কোণং তৎত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপম্।
কন্দর্পো নাম বায়ুর্বিলসতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ
জীবেশো বন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্যপ্রকাশম্॥

২। শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনচপলামালা বিলাসাস্পদা
সুপ্তা সর্পসমা শিরোপরিলসৎ সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে এই সকল তড়িন্মালাবিলাসা নাড়ীকাসমূহ, জীবের জীবনী শক্তির (Vital principle) মূল। কন্দর্প বায়ুর স্থান মূলাধার। এই কন্দর্প বায়ুই প্রাণবায়ু। উদ্ধৃত ছয় শ্লোকে আমরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বিবরণী দেখিতে পাই। উহার পরের শ্লোকে কুলকুণ্ডলিনীর আরও সবিশেষ পরিচয় আছে। যথা—

"কূজন্তী কুলকুণ্ডলীব মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী।"

এই কুলকুণ্ডলিনীও নবীন চপলামালার ন্যায় বিরাজিত। ইনি ভুজঙ্গবৎ সার্দ্ধত্রয়বেষ্টনে পরিবেষ্টিতা এবং মূলাধার কমলে

অবস্থিতা। ইনিই শ্বাসোচ্ছ্বাসের গমনাগমন দ্বারা জীবকুলের প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন। আধুনিক ফিজিওলজী স্পষ্টতঃই বলেন, Spinal Chord হইতে শ্বাসক্রিয়ার স্নায়ুসমূহ (Nerves) উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ষট্চক্র যেরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সেইরূপ স্থান নির্দ্দেশ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রমা নহে; আমরা যোগীদের যোগজ প্রত্যক্ষ প্রমা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং কুলকুণ্ডলিনীই যে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াশক্তির কেন্দ্রস্থল এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সমীচীন।

এই কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে মহাপ্রভা মহাদেবী বিলাস করেন। তিনি চপলা-মালার ন্যায় সমুজ্জ্বলা। যথা—

"তন্মধ্যে পরমাকণাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাপরা
নিত্যানন্দপরম্পরাতিচপলামালালসৎদীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধাদয়া॥"

আমরা ষট্চক্রে চতুর্ব্বাহুধারী শ্রীমন্নারায়ণ দেবকে ধ্যেয় রূপে দেখিতে পাই, যথা—

"তস্যাঙ্কদেশে কলিতো হরিরেব পায়াৎ
নীলপ্রকাশরুচিরশ্রিয়মাদধানঃ।
পীতাম্বরপ্রথমযৌবনগর্ব্বধারী
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো ধৃতবেদবাহুঃ॥"

শ্রীমন্নারায়ণ দেব স্বাধিষ্ঠান পদ্মে বিরাজিত। এই রূপে ষট্চক্রে শক্তিশিবাদি দেবগণের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ চক্রে কোন্ দেবতার ধ্যান করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহারও ফলশ্রুতি গ্রন্থমধ্যে লিখিত আছে। সহস্রদলপদ্মে (Cerebral centre) এক শূন্য স্থান প্রকল্পিত হইয়াছে। ঐ শূন্য স্থানের বিশদ বিবরণ ও ঐ স্থানে চিত্তনিবেশের ফলশ্রুতিও বিবৃত হইয়াছে। ঐ স্থানকে শৈবগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুস্থান, কেহ বা হরিহরপদ, শাক্তগণ শক্তিস্থান, এবং ঋষিরা প্রকৃতি-পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া অভিহিত করেন। এতদ্ব্যতীত ইহাতে অমা-কলা, চন্দ্র-কলা, নির্ব্বাণ-কলা প্রভৃতি বিরাজমান।

ষট্চক্রভেদের প্রণালী এই যে, সাধক যমনিয়মাদি সম্যক্ শিক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভপূর্ব্বক গুরুর নিকটে ষট্চক্র ভেদের বিষয়ক্রম পরিজ্ঞাত হইবেন। তিনি হুঙ্কার বীজে তেজ ও বায়ুর আক্রমণ দ্বারা সন্তপ্তা কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গপথে সহস্র দলকমলে আনয়নপূর্ব্বক ভাবনা করিবেন। গুরূপদেশ ভিন্ন এই প্রকার সাধন বা এই সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ একবারেই অসম্ভব। ফলতঃ ষট্চক্র মোক্ষ লাভের এক প্রকার অধ্যাত্ম-আধিভৌতিক সাধন (Physio-psychological process) বিশেষ। অতঃপর এই দেহতত্ত্ব বাউল, সহজিয়া, কিশোরী ভজন প্রভৃতি সম্প্রদায়েও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ষট্চত্বারিংশ (ত্রি) ষট্চত্বারিংশ তৎপূরণঃ ষট্চত্বারিশৎ-ডট্। ষড়ধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যকের পূরক, যে ছয়চল্লিশের সংখ্যা পূরণ করে।

ষট্চত্বারিংশক (ত্রি) ছয়চল্লিশ সংখ্যা দ্বারা পুরিত।

ষট্চত্বারিংশৎ (স্ত্রী) ছচল্লিশ সংখ্যা।

ষট্চরণ (পুং) ষট্ চরণা যস্য। ১ ভ্রমর। (হলায়ুধ)

"ষট্চরণকীটজুষ্টঃ পরাগপুণপূর্ণমায়ুধং ত্যক্ত্বা।
স্বাং মুষ্টিমেয়মধ্যামধুনা শক্তিং স্মরো বহতি।" (আর্য্যাসপ্তশতী)

২ যূকা, উকুণ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ ষট্পাদবিশিষ্ট।

ষট্চরণযোগ (পুং) ষড়্ধরণ যোগ। (চক্রদত্ত)

ষট্চিতিক (ত্রি) ছয়টী চিতিবিশিষ্ট। (শতপথব্রা ১০।৪।১।১৩)

ষট্ট্, ১ নিকেতন। ২ হিংসা, বধ। ৩ দান। ৪ বল। চুরা পরস্মৈ° নিকেতন ও বল অর্থে অক° হিংসা ও দানার্থে সক° সেট্। লট্ ষট্টয়তি। লিট্ ষষট্ট। লুট্ ষট্টয়িতা। লুঙ্ অষট্টয়ীৎ। লৃট্ ষট্টয়িষ্যতি। সন্ ষিষট্টয়িষতি। যঙ্ যাষট্টতে, যাষট্টিতি, যাষট্টি। ণিচ্ ষট্টয়রাতি।

ষট্তন্ত্রী (স্ত্রী) ছয়টী তন্ত্রে অভিজ্ঞ।

ষট্তয় (ত্রি) ছয়প্রকার (ঋত্বাদি)। (শাঙ্খা° ব্রা° ২০।১)

ষট্তিলদান (ক্লী) দেবোদ্দেশে তিলদানরূপ ব্রতবিশেষ।

ষট্তিলিন্ (ত্রি) উদ্বর্ত্তনাদিভেদেন ষট্প্রকারাস্তিলাঃ সন্ত্যস্যেতি ষট্তিল-ইনি। জন্মতিথি প্রভৃতিতে তিল দ্বারা ষট্কর্ম্মকারী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জন্মতিথ্যাদিতে সংপিষ্ট তিলদ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন ও তদনন্তর স্নান, তিলহোম, তিলদান, তিলভোজন এবং তিলবপন করে, সে ষট্তিলী বলিয়া অভিহিত হয়।

(তিথ্যাদি তত্ত্ব)

ষট্ত্রিংশ (ত্রি) ষট্ত্রিংশতঃ পূরণঃ। যে ছত্রিশের সংখ্যা পূরণ করে।

ষট্ত্রিংশৎ (স্ত্রী) ষড়ধিকা ত্রিংশৎ। সংখ্যা বিশেষ, চলিত ছত্রিশ।

ষট্ত্রিংশৎক (ত্রি) ষট্ত্রিংশ সংখ্যা সম্বলিত।

(কামন্দকনীতি ৮।৩২)

ষট্ত্রিংশদহশস্ (অব্য) ছত্রিশদিনে। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৭।৭।১৩)

ষট্ত্রিংশন্মত (ক্লী) ষট্ত্রিংশতঃ তৎসংখ্যক ধর্ম্মশাস্ত্রকারাণাং মুনীনাং মতম্। ছত্রিশ জন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মুনিদিগের মত। মনু, বিষ্ণু, যম, দক্ষ, অঙ্গিরা, অত্রি, বৃহস্পতি, আপস্তম্ব, উশনা, কাত্যায়ন, পরাশর, বশিষ্ঠ, ব্যাস, সংবর্ত্ত, হারীত, গোতম, প্রচেতাঃ, শঙ্খ, লিখিত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাশ্যপ, শাতাতপ, লোমশ,

জমদগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বামিত্র, পৈঠীনসী, বৌধায়ন, পিতামহ, ছাগলেয়, জাবাল, মরীচি, চ্যবন, ভৃগু, ঋষ্যশৃঙ্গ ও নারদ, এই ছত্রিশ জন স্মৃতিশাস্ত্রকারক ঋষির যে মত তাহাকে ষট্ত্রিংশন্মত কহে। (শব্দ লিখিত)

ষট্ত্ব (ক্লী) ছয়ের ভাব বা ধর্ম্ম। (পা ৬।২।২৯)

ষট্পক্ষ (ক্লী) তিনমাস। একে একে ছয়টী পক্ষান্ত পর্য্যন্ত কাল।

ষট্পঞ্চবর্ষ (ত্রি) ছয় বা পাঁচবর্ষসম্বন্ধীয়।

"ষট্ পঞ্চবর্ষো যদহেভিরর্ভৈঃ প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদম্।" (ভাগবত ৪।১২।৪২)

'ষড়্ বা পঞ্চ বা বর্ষাণি যস্য' (স্বামী)

ষট্পঞ্চাশ (ত্রি) ষট্পঞ্চাশতঃ পূরণঃ ষট্পঞ্চাশৎ-ডট্। ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরক, যে ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরণ করে।

ষট্পঞ্চাশৎ (স্ত্রী) ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬।

ষট্পঞ্চাশত্তম (ত্রি) ষড়ধিকপঞ্চাশতঃ পূরণঃ ষট্পঞ্চাশৎ-তমট্ (বিংশত্যাদিভ্যস্তমড়ন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৫৬)। ষট্পঞ্চাশ, যে ছাপ্পান্ন সংখ্যায় পূরণ করে।

ষট্পত্র (ত্রি) ছয়পত্রবিশিষ্ট। (নৃসিংহোত্তাপনীয়োপ°)

ষট্পদ্ (ত্রি) ছয়পদযুক্ত। (অথর্ব্ব° ১৩।৩।২৭)

ষট্পদ (ত্রি) ষট্পদানি যস্য। ১ ষট্পদবিশিষ্ট, যাহার ছয় খানি পদ আছে। ২ ছয়খানি পদ মাত্র, ষট্ চরণ। (পুং) ৩ ভ্রমর।

'নহি প্রফুল্লং সহকারমেত্য
বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী।" (রঘু ৬।৬৯)

বসন্তরাজশাকুনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাত্রাকালে বামদিভাগে যদি ভৃঙ্গগণ মনোহর গুঞ্জন করিতে থাকে বা দিগন্তর হইতে ঐরূপ গুঞ্জন করিতে করিতে বামভাগে প্রসর্পিত হয়, অথবা ঐরূপে কোন প্রশস্ত ফুলের মধুপানে রত হয়; তাহা হইলে গমনকারীর অতীব শুভফল ও চিত্তের প্রসন্নতা ঘটিয়া থাকে।

ভ্রমর ব্যতীত অন্যান্য ষট্পদবিশিষ্ট জীবগণও যদি যাত্রাকালে বামদিকে অবস্থান করে, তাহা হইলেও শুভফল পাওয়া যায়। (বসন্তরাজ-শাকুন) ৪ যূকা। (রাজনি°)

ষট্পদজ্যা (ত্রি) কামধনু। কামদেবের ধনুর জ্যা মক্ষিকা পঙ্ক্তি দ্বারা বিনির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ।

ষট্পদঘাতিন্ (পুং) স্বর্ণচম্পক। (বৈদ্যকনিঘ°)

ষট্পদদল (পুং) ১ সুরপুন্নাগ, পুনাগ গাছ। ২ নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ। (শব্দমালা)

ষট্পদপ্রিয় (পুং) ১ ষট্পদদলশব্দার্থ। (শব্দমালা)

ষট্পদপ্রিয়া (স্ত্রী) বনমল্লিকা। (বৈদ্যকনিঘ°)

ষট্পদমোদিনী (স্ত্রী) বর্ব্বূরবৃক্ষ, চলিত বাবলা গাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

ষট্পদা [দী] (স্ত্রী) ১ কীটভেদ, চলিত গঙ্গাফড়িং। ২ যূকা। ৩ ভ্রমরপত্নী।

ষট্পদাতিথি (পুং) ষট্পদঃ অতিথিরিব যত্র। ১ আম্রবৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ স্বর্ণচম্পক।

ষট্পদাধার (পুং) কদম্ব বৃক্ষ, কদমগাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

ষট্পদানন্দবর্দ্ধন (পুং) ষট্পদানামানন্দং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ-ল্যু। ১ দেববর্ব্বূরক। ২ কিঙ্কিরাত বৃক্ষ, অশোকগাছ। (রাজনি°)

ষট্পদানন্দা (স্ত্রী) বার্ষিকী মল্লিকা, বেলমল্লিকা।

ষট্পদাভিধর্ম্ম (পুং) বৌদ্ধদিগের একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র।

ষট্পদালয় (পুং) সুরপুন্নাগবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

ষট্পদালী (স্ত্রী) মক্ষিকাশ্রেণী।

ষট্পদিকা ১ (স্ত্রী) ষট্পদা শব্দার্থ। ২ ছন্দোভেদ।

ষট্পদীভক্ষ (পুং) গঙ্গাপতঙ্গ ভক্ষণ জন্য অশ্বরোগ। গ্রাম মধ্যগত উক্ত সুদারুণ পতঙ্গ ভক্ষণ জন্য অশ্বগণের শোষ, শ্বাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে ষট্পদীভক্ষ রোগ বলে। (জয়দত্ত)

ষট্পদেষ্ট (ত্রি) কদম্ব। (রত্নমালা)

ষট্পলিক (ত্রি) ছয়পলপরিমিত। ছয়পলবিশিষ্ট।

ষট্পাদ [দা, দী] (পুং স্ত্রী) ষট্পদ শব্দার্থ, গঙ্গাফড়িঙ্। এই কীট ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণযুক্ত, কপিল বা হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, ছয়টী পদ সম্পন্ন এবং ইহার মস্তক ক্ষুদ্রভাবাপন্ন।

"আপাণ্ডুবর্ণা কপিলা হরিতা চ প্রজায়তে।
মহোদরা চ ষট্পাদী সূক্ষ্মবক্ত্রোত্তমাঙ্গিকা॥" (জয়দত্ত)

ষট্পুর (ক্লী) অসুরাধিষ্ঠিত একটী নগর। (হরিবংশ)

ষট্প্রগাথ (ক্লী) ছয়টী প্রগাথবিশিষ্ট। (কাত্যায়ন ১০।৮।৯)

ষট্প্রজ্ঞ (পুং) ষট্সু রসেষু প্রজ্ঞা যস্য। ১ কামুক, লম্পট। পর্য্যায়—বিজ্ঞা, ব্যলীক, কামকেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ, ভবিল, ছিদ্বর, বিধ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

ষট্সু ধর্ম্মাদিষু প্রজ্ঞা যস্য। ২ ধর্ম্মাদিশাস্ত্রাভিজ্ঞ, বৌদ্ধ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং লোকার্থ ও তত্ত্বার্থ এই ছয় বিষয়ে অতি উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি ষট্প্রজ্ঞ বলিয়া বিদিত হন।

'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু লোকতত্ত্বার্থয়োরপি।
ষট্সু প্রজ্ঞাস্তি যস্যোচ্চৈঃ স ষট্প্রজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ॥' (ত্রিকা)

ষট্প্রশ্নোপনিষদ্ (স্ত্রী) [প্রশ্নোপনিষদ্ দেখ]

ষট্ভদ্রিকা (স্ত্রী) বালরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। পার-

নীক যমানী, মুথা, পিপুল, কাকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ, এই ছয় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। (বাভট)

ষট্লবণ (ক্লী) মূললবণযুক্ত পঞ্চলবণ; কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও সৌবর্চ্চল এই পঞ্চলবণের সহিত মৃৎলবণ সংযুক্ত হইলে তাহা ষট্লবণ বলিয়া কথিত হয়।

"কাচসৈন্ধবসামুদ্রবিড়সৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ।
স্যাৎ পঞ্চলবণং তচ্চ মৃৎস্নোপেতং ষড়াহ্বয়ং॥" (রাজনি°)

ষট্লৌহসম্ভব (ক্লী) শিলাজতু। (বৈদ্যকনিঘ°)

ষট্শত (ক্লী) ১০৬ বা ৬০ সংখ্যা। (শতপথব্রা° ১২।২।১।৬)

ষট্শম (ত্রি) ছয়টী শম্যা বিস্তৃত বা তৎপরিমিত। (কৌশিকসূ° ১৩৭)

ষট্শস্ (অব্যয়) ছয় ছয় বার।

ষট্শাস্ত্রিন্ (ত্রি) ষড়্দর্শনাভিজ্ঞ।

ষট্ষষ্ট (ত্রি) ষড়্ধিকষষ্টেঃ পূরণ ষট্ষষ্টি-ডট্। ছয়ষট্টি সংখ্যার পূরক, যে ৬৬ সংখ্যায় পূরণ করে।

ষট্ষষ্টি (স্ত্রী) ছয়ষট্টি, ৬৬।

ষট্ষষ্টিতম (ত্রি) ষট্ষষ্টি, ছয়ষট্টি সংখ্যায় পূরক।

ষট্ষোড়শিন্ (ত্রি) ছয়টী ষোড়শস্তোমবিশিষ্ট। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৭।২।১)

ষট্সপ্ত (ত্রি) ১ ছিয়াত্তর সংখ্যার পূরক। ২ ছয় গুণক সপ্ত, অর্থাৎ বিয়াল্লিশ সংখ্যা।

ষট্সপ্তত (ত্রি) ষট্সপ্ততি-ডট্ ডিত্বাট্টিলোপঃ। ষট্সপ্ততিতম।

ষট্সপ্ততি (স্ত্রী) ষড়ধিকা সপ্ততিঃ। ছিয়াত্তর সংখ্যা, ৭৬।

ষট্সপ্ততিতম (ত্রি) ষট্সপ্ততেঃ পূরণঃ ষট্সপ্ততি-তমট্। (পা ৫।২।৫৮)। ছিয়াত্তরের সংখ্যা পূরক, যে ছিয়াত্তরে সংখ্যা পূরণ করে।

ষট্সহস্র (ত্রি) ছয় হাজার সংখ্যা দ্বারা পূরিত।

ষট্সহস্রশত (ত্রি) ছয় লক্ষ। (ভারত ১০ পর্ব্ব)

ষড়ংশ (পুং) ষষ্ঠাংশ, ষড়্ভাগ, ছয় ভাগের একভাগ।

ষড়ক্ষ (ত্রি) ছয়টী অক্ষিবিশিষ্ট। (ঋক্ ১০।৯৯।৬)

ষড়ক্ষর (ত্রি) ষট্ অক্ষরাণি যস্ত। ষড়ক্ষরবিশিষ্ট, ছয়টী অক্ষরযুক্ত। "সবিতা ষড়ক্ষরেণ ষড়্তুন্" (শুক্লযজুঃ ৯।৩২) 'ষড়ক্ষরেণ ছন্দসা' (বেদদীপ) ৬ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ। ষড়ক্ষর মন্ত্র, ষড়ক্ষরী বিদ্যা ইত্যাদি।

ষড়ক্ষীণ (পুং) ষট্সু রসেষু অক্ষীণঃ। মৎস্য।

ষড়ঙ্গ (ক্লী) ষণ্ণাং অঙ্গানাং সমাহারঃ। শরীরের ষড়বয়ব, শরীরের ৬টী অবয়বকে ষড়ঙ্গ কহে। জঙ্ঘাদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক ও মধ্য এই ছয়টী শরীরের অবয়ব।

'জঙ্ঘে বাহূ শিরোমধ্যং ষড়ঙ্গমিদমুচ্যতে॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

২ বেদাঙ্গ ষট্শাস্ত্র, বেদের অঙ্গভূত ছয়টী শাস্ত্রের নাম ষড়ঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ছয়টী বেদের অঙ্গ।

"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥" (শব্দরত্ন°)

ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবেন, ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। বেদের পাদদ্বয় ছন্দঃ, কল্প হস্ত, জ্যোতিষ নেত্রস্বরূপ, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা ঘ্রাণ এবং ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ। বেদের এই ৬টী অঙ্গ।

"ছন্দঃ পাদৌ চ বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

৩ আদ্যশ্রাদ্ধীয় দানাঙ্গ পীঠাদি, আদ্যশ্রাদ্ধকালে প্রেতের উদ্দেশে ষড়ঙ্গ দিতে হয়; কিন্তু শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। প্রেতের স্বর্গার্থে ষোড়শদান এবং প্রেতের উদ্দেশে ষড়ঙ্গদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিত আছে যে, প্রেতকে আসন, ছত্র, উপানহ ও শয্যা দিতে হয়, এই চারিটী দ্রব্য এবং অন্ন ও জল এই ৬টী ধরিয়া ষড়ঙ্গ হইয়াছে।

ছয় প্রকার গব্যদ্রব্য বিশেষ। যথা—গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোরোচনা। এই ছয় প্রকার গব্যদ্রব্য সর্ব্বদা পবিত্র।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দ্দধি চ রোচনা।
ষড়ঙ্গমেতন্মঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাম্॥" (স্মৃতি)

৭ তন্ত্রমতে হৃদয়াদি ষড়বয়ব। যথা হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয় ও করতলপৃষ্ঠ। ষড়ঙ্গন্যাসে এই সকল স্থানে ন্যাস করিতে হয়। কোন দেবতার হ্রীঁ বীজ মন্ত্র হইলে, ষড়ঙ্গন্যাস এইরূপ হইবে—

"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্' এইরূপে ষড়ঙ্গে হস্ত দিয়া ন্যাস করিতে হয়। প্রতি দেবতা পূজায় কেবল বীজমন্ত্রের পার্থক্য হইবে, আর সকল ঐরূপ হইবে।

৮ ছয় প্রকার যোগাঙ্গ। অমৃতনাদোপনিষদে এই ছয় প্রকার যোগাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, তর্ক ও সমাধি। ৯ রাজাদিগের ছয় প্রকার বল অর্থাৎ সেনাবয়ববিশেষ। মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ ও আটবিক এই ছয়টী সেনাবয়ব।

(পুং) ষট্ অঙ্গানি যস্ত। ১০ বেদ

"শিক্ষাকল্পব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাঞ্চয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে ॥" (রাজনি°)

১১ ক্ষুদ্র গোক্ষুরক।

ষড়ঙ্গক (ক্লী) ষড়বয়ববিশিষ্ট দেহ।

ষড়ঙ্গযূষ (পুং) ষড়ঙ্গপানীয়, পাচনভেদ। মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেনায় মূল, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ বা হরীতকী এই ছয়টী দ্রব্য মিলিত ২ তোলা একত্র কুটিয়া চারিসের জলে পাক করিয়া ২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে শীতল হইলে ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে পিপাসাজ্বর বিনষ্ট হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,জ্বরের সপ্তাহ অতীত না হইলে ঔষধ সেবন করিতে নাই, কিন্তু সপ্তাহ মধ্যেই এই ষড়ঙ্গপানীয় পানের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তরুণ জ্বরে মুখ্য ঔষধ অর্থাৎ দশমূলাদির ক্বাথ প্রভৃতি নিষিদ্ধ; কিন্তু তোয় ও পেয়াদি সেবন নিষিদ্ধ নহে। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগা°)

ষড়ঙ্গজিৎ (পুং) ষড়ঙ্গং জিতবান্ জি-ক্বিপ্ তুক্‌চ। ১ বিষ্ণু। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ ষড়ঙ্গজেতা।

ষড়ঙ্গিন্ (ত্রি) ষড়ঙ্গোঽস্যাস্তীতি ষড়ঙ্গ-ইনি। ষড়ঙ্গবলবিশিষ্ট, ষড়ঙ্গযুক্ত।

ষড়ঙ্গঘৃত (ক্লী) অতীসার রোগাধিকারে উপকারক ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রারত্বক্, পিপুল, শুঠ, লাক্ষা ও কট্‌কী এই ৬ টী দ্রব্যের কল্ক ও কাথ দ্বারা যথাবিধানে ঘৃতপাক করিতে হইবে। এই ঘৃত সেবনে অতিসার রোগ আশু নিরাকৃত হয়। ইহা অতিশয় পাচক। (চক্রদত্ত অতিসারাধি°)

ষড়ঙ্গপানীয় (ক্লী) পাচনরূপ ঔষধবিশেষ। [ষড়ঙ্গযূষ দেখ।]

ষড়ঙ্গুলিদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (পা° ৫।৩।৮৪)

ষড়ঙ্ঘ্রি (পুং) ষটপদ, মক্ষিকা। (ভাগ° ৩।২৩।১৫)

ষড়গু (পুং) দেশভেদ। (পা ৪।২।১২৭)

ষড়ধিক (ত্রি) ছয়সংখ্যাদ্বারা বর্দ্ধিত।

ষড়ধিকদশন্ (ত্রি) ষোড়শ।

ষড়ধিকদশনাড়ীচক্র (ক্লী) ষোলটী নাড়ীদ্বারা বেষ্টিত চক্র অর্থাৎ হৃদয়।

ষড়ভিজ্ঞ (পুং) ষট্‌সু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলোকতত্ত্বার্থেষু অভিজ্ঞা যস্য। বুদ্ধদেব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লোক ও তত্ত্বার্থ এই ছয়টী বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাহার নাম বুদ্ধ হইয়াছে।

ষড়র (ত্রি) ছয়টী অরযুক্ত। (নৃসিংহতাপনীয়োপনি°)

ষড়রত্নি (ত্রি) ছয় অরত্নি (হস্ত) পরিমিত।
(শতপথব্রা° ৩।৬।৪।১৯)

ষড়র্চ্চ (ক্লী) ষড়্‌চ। (শাঙ্খায়নশ্রৌ° ১৮।২৩।৯)

ষড়বত্ত (ক্লী) অগ্নীধগণের নির্দ্দিষ্ট ছয়টী কার্য্য।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ৩।৪।১৯

ষড়শীতি (স্ত্রী) রবিসংক্রান্তি বিশেষ। মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হইলে তাহাকে ষড়শীতিসংক্রান্তি কহে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর আষাঢ়ের প্রথমে মিথুনরাশিতে, ভাদ্রমাসের পর আশ্বিনের প্রথমে কন্যারাশিতে,ফাল্গুনমাসের পর চৈত্রমাসের প্রথমে মীনরাশিতে ও অগ্রহায়ণ মাসের পর পৌষ মাসের প্রথমে যে ধনুরাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ হয়, তাহাকে ষড়শীতি সংক্রান্তি কহে।

"মৃগকর্কটসংক্রান্তৌ দ্বেতূদকদক্ষিণায়নে।
বিষুবতীতুলামেষে গোলমধ্যে তথাপরাঃ ॥
ধনুর্ম্মিথুনকন্যামীনেচ ষড়শীতয়ঃ।
বৃষবৃশ্চিককুম্ভেষু সিংহে বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥" (তিথিতত্ত্ব)
[সংক্রান্তি দেখ]

২ ষড়ধিক অশীতি সংখ্যা, ৮৬।

ষড়শীতিচক্র (ক্লী) ষড়শীতেশ্চক্রং। সংক্রান্তিচক্রবিশেষ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশিস্থ সূর্য্যের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ নক্ষত্রাঙ্কিত নরাকারচক্র, এই চক্র দ্বারা ঐ সকল মাসের রবিগ্রহের শুভাশুভ ফল জানা যায়। এই ফল নক্ষত্র দ্বারা স্থির করিতে হয়।

একটী নর অঙ্কিত করিয়া তাহার অঙ্গবিশেষে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিতে হয়। নক্ষত্রবিন্যাসপ্রণালী এইরূপ—সূর্য্য যে নক্ষত্রে অবস্থিত হইয়া সংক্রমিত হন, সেই নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র ধরিয়া লইতে হয়। সূর্য্যস্থিত নক্ষত্র হইতে ঐ নরের মুখে ১টী নক্ষত্র, বামহস্তে চারিটী, পাদযুগ্মে দুই দুই, ক্রোড়ে ৫টী, দক্ষিণ হস্তে ৪টী, নেত্রে দুই দুই এবং মস্তকে ৩টী। এই সকল নক্ষত্র সূর্য্যস্থিত নক্ষত্র হইতে পর পর রাখিতে হইবে। মুখে দুঃখ, করে লাভ, পাদদ্বয়ে ভ্রমণ, হৃদয়ে স্ত্রীলাভ, বামকরে বন্ধন, নেত্রদ্বয়ে সম্মান, মস্তকে অপমান ও গুহ্যে মৃত্যুফল হয় যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম, তিনি তাহার জন্মনক্ষত্র এই নরের কোন স্থানে পড়িয়াছে, তাহা স্থির করিয়া উক্তরূপে ফলনির্ণয় করিবেন।

যদি কাহারও সংক্রান্তি অশুভ হয়, তাহা হইলে কনকধুস্তূর বীজ, সর্ব্বৌষধি জলে স্নান ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলে শুভ হয়।

"মুখে চৈকং করে বেদাঃ পাদযুগ্মে দ্বয়ং দ্বয়ম্।
ক্রোড়ে বাণস্তথা বেদাঃ করে সব্যেতরেঽপি চ ॥
দ্বয়ং দ্বয়ং তথা নেত্রে মস্তকে ত্রিতয়ং তথা।
দ্বয়ঞ্চৈব তথা গুহ্যে ষড়শীত্যাং স্মৃতে স্থিতে ॥

মুখে দুঃখং করে লাভঃ পাদয়ো ভ্রমণং হৃদি।
কান্তা স্যাদ্বন্ধনং বামে হস্তে স্যাৎ স্বীয়তে নৃণাম্॥
সম্মানং নেত্রয়োশ্চৈব অপমানঞ্চ মস্তকে।
গুহ্যে চৈব ভবেন্মৃত্যুঃ ষড়শীতিফলশ্রুতিঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ষড়শীতিতম (ত্রি) ছিয়াশী সংখ্যার পূরক।

ষড়শ্ব (ত্রি) ষট্ অশ্বাঃ যত্র। ১৬টী অশ্বযুক্ত রথ। ছয় ঘোড়ার গাড়ী। "রথৈ শতপস্তিঃ ষড়শ্বৈঃ" (ঋক্ ১।১১৬।৪) 'ষড়শ্বৈঃ ষড়্ভিরশ্বৈর্যুক্তৈঃ' (সায়ণ) ৬টী অশ্ববিশিষ্ট।

ষড়ষ্টক (ক্লী) যোগবিশেষ, বর ও কন্যার স্ব স্ব রাশি হইতে পরস্পর ষষ্ঠ ও অষ্টম রাশি সম্বন্ধ। বিবাহস্থলে বর কন্যার রাশির ষষ্ঠাষ্টম সম্বন্ধ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিয়া তবে বিবাহ দেওয়া উচিত, কারণ শাস্ত্রে ষড়ষ্টক বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে, ইহা মিত্র-ষড়ষ্টক ও অরি-ষড়ষ্টক ভেদে দুই প্রকার।

যদি কন্যার অষ্টমে ভর্ত্তার এবং ভর্ত্তার ষষ্ঠে কন্যার রাশি হয়, তাহা হইলে তাহাকে অরি-ষড়ষ্টক কহে। এই অরি-ষড়ষ্টক দেবগণও বর্জ্জন করেন। অতএব বিবাহকালে বর ও কন্যার অরি-ষড়ষ্টক সম্বন্ধ হইলে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে বিশেষ অমঙ্গল ঘটে।

"যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ ষষ্ঠে চ কন্যকা।
ষড়ষ্টকং বিজানীয়াৎ বর্জ্জিতং ত্রিদশৈরপি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

অন্তবিধ—মকর ও সিংহ, কন্যা ও মেষ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুম্ভ, বৃষ ও ধনু, বৃশ্চিক ও মিথুন কন্যা ও বরের রাশি হইলেও অরি-ষড়ষ্টক সম্বন্ধ হয়, সুতরাং এইরূপ সম্বন্ধ হইলেও বিবাহ দিবে না।

"মকরঃ করিকুলরিপুণা কন্যা মেষেণ সহ ঝষস্তুলয়া।
কর্কিঘটৌ বৃষধনুষী বৃশ্চিকমিথুনে চারিবিধৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মিত্র-ষড়ষ্টক—মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বিছা ও মেষ, কর্কট ও ধনু, কন্যা ও বরের রাশি হইলে মিত্রষড়ষ্টক হয়। এই মিত্রষড়ষ্টকও বিবাহে নিন্দনীয়। ষড়ষ্টক সম্বন্ধই দোষাবহ; তবে তাহার মধ্যে অরিষড়ষ্টকই বিশেষ নিন্দনীয়। মিত্রষড়ষ্টকে ঐ সকল রাশ্যধিপতি গ্রহের পরস্পর মিত্রতা থাকায় অশুভ হইলেও কিঞ্চিৎ শুভ।

"মকরসমেতং মিথুনং কন্যাকলসৌ মৃগেন্দ্রমীনৌ চ।
বৃষভতুলে অনিমেষৌ কর্কটধনুষি চ মিত্রবিধৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

গরুড়পুরাণে মিত্রষড়ষ্টকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—সিংহ ও মকর, কন্যা ও মেষ, তুলা ও মীন, কুম্ভ ও কর্কট, ধনু ও বৃষভ, মিথুন ও বৃশ্চিক এই সকল রাশি পরস্পর মিত্রষড়ষ্টক।

"সিংহেন মকরঃ শ্রেষ্ঠো কন্যয়া মেষ উত্তমঃ।
তুলয়া সহ মীনস্তু কুম্ভেন সহ কর্কটঃ।
ধনুষা বৃষভঃ শ্রেষ্ঠো মিথুনেন চ বৃশ্চিকঃ।
এতৎ ষড়ষ্টকং প্রীত্যৈ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥" (গরুড়পুং ৬১অ°)

[যোটক দেখ।]

কোষ্ঠীবিচার-স্থলেও ষড়ষ্টক সম্বন্ধ দেখিতে হয়। এই ষড়ষ্টক সম্বন্ধে গ্রহগণ অবস্থিত থাকিলে তাহাদের অশুভ ফল হইয়া থাকে। শুভ ভাবাধিপতি হইয়া যদি এইরূপ সম্বন্ধে থাকে, তাহা হইলে শুভফলের হ্রাস কল্পনা করিতে হয়। পিতা-পুত্রের যদি এইরূপ ষড়ষ্টক রাশি সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর মতের মিল থাকে না, এবং বিরোধ হয়। মিত্রষড়ষ্টক হইলে কিঞ্চিৎ শুভ হইবে।

ষড়স্ত্র (ত্রি) ষট্‌কোণবিশিষ্ট।

ষড়স্ত্রি (ত্রি) ষট্ কোণ।

"তত্র ষড়স্ত্রির্মেরুর্দ্ধাদশভৌমো বিচিত্রকুহরশ্চ।" (বৃহৎস° ৫৬।২০)

ষড়হ (পুং) ছয়দিন।

ষড়হোরাত্র (পুং) ছয়দিন ও রাত্রি। (রামা° ১।৩২।৪)

ষড়াত্মন্ (ত্রি) অগ্নি। (মার্কপু° ৯৯।২৭)

ষড়ানন (পুং) কৃত্তিকাদীনাং ষণ্ণাংস্তন্যপানার্থং ষট্ আননানি যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (মহাভারত ৩।২৩১।২০) মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নিপুত্র কুমার শরবনে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃত্তিকাদির অপত্য বলিয়া কার্ত্তিকেয় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে ইহার আরও তিনটী অনুজ জন্ম গ্রহণ করেন।

অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কার্ত্তিকেয়স্ততঃ স্মৃতঃ॥" (মৎস্যপুং ৫অ)

২ ছয়খানি মুখ।

"ষড়াননাপীতপয়োধরাসু নেতাচমূনামিব কৃত্তিকাসু।"(রঘু ১৪।২২)

ষড়াম্নায় (পুং) শিবমুখবিনির্গত ছয় প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র; মহাদেব যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্দ্ধ ও অধোমুখী হইয়া এই তন্ত্রগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করেন বলিয়া ইহা ষড়াম্নায় নামে অভিহিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত ছয়টী আম্নায়ের দেবতাসমূহের ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

পূর্ব্বাম্নায়—শ্রীবিদ্যাসমূহ এবং তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী ও অন্নপূর্ণা; ইহার পূর্ব্বাম্নায়ের দেবতা।

দক্ষিণাম্নায়—বগলামুখী, বশিনী অর্থাৎ বালভৈরবী, মহিষঘ্নী, ও মহালক্ষ্মী; দক্ষিণাম্নায়ের এই কয়েকটী দেবতা।

পশ্চিমাম্নায়—মহাসরস্বতী, বাগ্‌বাদিনী, প্রত্যঙ্গিরা ও ভবানী; এই দেবতা কয়েকটী পশ্চিমাম্নায় সম্বন্ধীয়।

উত্তরাম্নায়—যাবতীয় তারা ও কালিকাভেদ, মাতঙ্গী, ভৈরবী

ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতী; ইহার উত্তরাম্নায়ের দেবতা এবং কলিতে আশুফলপ্রদায়িনী।

উর্দ্ধাম্নায়—কালিকা দেবীর যত প্রকার ভেদ হইতে পারে তাঁহারা সকলেই এই আম্নায়ের দেবতা।

অধ আম্নায়—বাগীশ্বরী প্রভৃতি কতকগুলি দেবী এই আম্নায়ের দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন।

এই ছয়টী আম্নায়ের মধ্যে অধঃ ও উর্দ্ধাম্নার কেবল মাত্র মোক্ষপ্রদ; আর অবশিষ্ট চারিটী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব যথোক্ত বিধানে ঐ সকল আম্নায়োক্ত কার্য্য করিলে অবশ্যই উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ উত্তরাম্নায়োক্ত ফল অতি শীঘ্রই লাভ হইয়া থাকে। (সময়াচারতন্ত্র ২ পটল)

নিরুত্তরতন্ত্রে প্রত্যেক আম্নায়ের আচার-প্রণালী নিয়োক্ত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—পূর্ব্ব ও দক্ষিণাম্নায়ের কার্য্য পশ্বাচারে, পশ্চিমাম্নায়ের কার্য্য বীর ও পশুভাবে, উত্তরাম্নায়ের কার্য্য দিব্য ও বীরভাবে এবং উর্দ্ধাম্নায়োক্ত কর্ম্ম দিব্যভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। শ্মশানে বসিয়া বীরাসন ব্যতীত বীরভাবে পূজা করিলেও উক্ত দিব্যাচারের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

"উত্তরাম্নায়জং কর্ম্ম দিব্যবীরাশ্রিতং প্রিয়ে।
দিব্যোহপি বীরভাবেন সাধয়েৎ পিতৃকাননে।
বীরাসনং বিনা দিব্যঃ পূজয়েৎ পিতৃকাননে॥"
(নিরুত্তরতন্ত্র ১ পটল)

ষড়ায়তন (ক্লী) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন।

ষড়াবলী (স্ত্রী) ১ ছয়টী বস্তুর শ্রেণী। যেমন মুক্তার ছনর। ২ সূর্য্যশতকাদি ছয়টী শতক।

ষড়াহুতি (স্ত্রী) ছয়বার আহুতি। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৬৪।৩) (ত্রি) যাহার উদ্দেশে ছয়টী আহুতি দেওয়া হয়।
(আশ্ব° গৃহ্য° ৩।৬।৩)

ষড়াহুতিক (ত্রি) ষড়াহুতিবিশিষ্ট। (কাত্যা°শ্রৌ° ১০।৮।৩০)

ষড়িক (পুং) ষড়ঙ্গুলিদত্তের সংক্ষিপ্ত নাম। (পা ৫।৩।৮০ বার্ত্তিক)

ষড়িড়ঃপদস্তোভ (ক্লী) সামভেদ।

ষড়ুত্তর (ত্রি) ছয় জন দাতা বা ধনশালী মহদ্ব্যক্তি।
(পঞ্চবিংশব্রা° ১০।২।৪)

ষড়ুদ্দাম (ক্লী) ছয়টী রজ্জু।

ষড়ূন (ত্রি) ১ ছয়সংখ্যাহীন, ছয়টী কমযুক্ত, যাহাতে ছয়টী কম আছে। ২ ছয়টী কম।

ষড়ূর্ম্মি (স্ত্রী) ছয়টী তরঙ্গ।

ষড়ূষণ (ক্লী) ষন্নাং উষণানাং সমাহারঃ। মিশ্রিত ছয়টী কটুদ্রব্য অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, পিপুলমূল ও চিত্রক এই ছয়টী কটুদ্রব্যের একত্র সমাবেশ হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহে। ইহার গুণ—পঞ্চকোলের তুল্য, অর্থাৎ ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচক, দীপন, বাত-কফঘ্ন, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ ও শূলনাশক এবং পিত্ত প্রকোপক।

"পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতং।
পঞ্চকোলং গুণং তত্তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরং।
পঞ্চকোলমিদং প্রোক্তং * * *॥" (ভাবপ্রকাশ)

শব্দচন্দ্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, পিপুল, মরিচ ও শুঠ এই তিনটী মিশ্র ত্রিকটু ত্র্যূষণ, ব্যোষ ও কটুত্রিক এবং ইহাদের সহিত পিপুলমূল যুক্ত হইলে চতুরূষণ, চিত্রক যুক্ত হইলে পঞ্চোষণ ও চই মিশিলে তাহা ষড়ূষণ বলিয়া অভিহিত হয়।

"পিপ্পলীমরিচং শুণ্ঠীত্রয়মেতন্মিমিশ্রিতং।
ত্রিকটু ত্র্যূষণং ব্যোষং কটুত্রিকমথোচ্যতে।
গ্রন্থিকানলচব্যৈস্তু চতুঃপঞ্চষড়ূষণম্॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

ষড়চ (ক্লী) ছয়টী ঋগ্মন্ত্র। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৫০)

ষড়্গ (পুং) ষড়্জ।

ষড়্গয়া (স্ত্রী) ষড়্বিধা গয়া। ছয় প্রকার গয়া। গয়াক্ষেত্রের গয়াগজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া ও গয়াসুর লইয়া এই ষড়্গয়া হইয়াছে।

"গয়াগজো গয়াদিত্যো গায়ত্রী চ গদাধরঃ।
গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকা॥"
(বায়ুপুরাণ গয়াপদ্ধতি)

এই ষড়্গয়ায় পিণ্ডদান করিলে মুক্তিলাভ হয়।

ষড়্গর্ভ (পুং) দানবপুত্রগণভেদ। হরিবংশটীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন;—হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা এই ছয়টী দানবপুত্র ষড়্গর্ভ নামে খ্যাত।

ষড়্গব (ত্রি) ষট্গাবো যত্র সমাসে অচ্। গোযট্কযুক্ত। (হলাদি) আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে যে, ছয়টী গোযুক্ত হলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে।

"অষ্টাগবং ধর্ম্ম্যহলং ষড়্গবং জীবিকার্থিনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

২ প্রত্যয়বিশেষ, ষট্ত্ব অর্থ বুঝাইলে প্রকৃতির উত্তর ষড়্গব প্রত্যয় হয়। "প্রকৃত্যর্থস্য ষট্‌ত্বে ষড়্গবশ্চ। (পা ৫।২।২৯) ইতস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ভবতি।

'পশুভ্যো গোযুগং যুগ্মো পরং ষট্‌ত্বেতু ষড়্গবং।' (হেম)

(ক্লী) ষন্নাং গবাং সমাহারঃ। ৩ ছয়টী গোরুর সমাহার, ছয়টী গোরুর সম্মিলন।

ষড়্গবীয় (ত্রি) ষট্গো সম্বন্ধীয়।

ষড়্গুণ (পুং) ষট্সংখ্যকাঃ গুণাঃ। ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম এই ছয় প্রকার গুণ। ২ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়, রাজাদিগের এই ছয় প্রকার গুণ। (ত্রি) ষট্ গুণা যস্য। ২ উক্ত ছয় প্রকার গুণবিশিষ্ট। ৩ ছয় সংখ্যা দ্বারা গুণিত।

ষড়্গুরুশিষ্য (পুং) আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রটীকা, বেদান্তদীপিকা নাম্নী ঋগ্বেদসর্ব্বানুক্রমণীবৃত্তি ও সিদ্ধান্তকল্পবল্লী নামক গ্রন্থত্রয় রচয়িতা। ইনি বিনায়ক, ত্রিশূলাঙ্ক (শূলপাণি), গোবিন্দ, সূর্য্য, ব্যাস ও শিবযোগী এই ছয় গুরুর শিষ্য হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, বলিয়া উক্ত নামমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

ষড়্গ্রন্থ (পুং) করঞ্জবৃক্ষ, কাঁটা করঞ্জ। (অমর)

ষড়্গ্রন্থা (স্ত্রী) ষট্ গ্রন্থা যস্যাঃ। ১ বচা। ২ শ্বেতবচা। ৩ শটী। ৪ মহাকরঞ্জ, চলিত ডহরকরঞ্জ। (রাজনি°)

ষড়্গ্রন্থি (ক্লী) ষট্গ্রন্থয়ো যস্য। ১ পিপ্পলীমূল। ২ বচা। (শব্দরত্না°) (পুং) ষট্পর্ব্ব।

ষড়্গ্রন্থিকা (স্ত্রী) ষট্গ্রন্থা এব স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। শঠী। (অমর) ২ আম্রহরিদ্রা, আমাদা বা শটী।

ষড়্গ্রন্থী (স্ত্রী) ষড়্গ্রন্থা যস্যা ঙীষ। বচা। (শব্দরত্না°)

ষড়্জ (পুং) ষড়্ভ্যঃ জায়তে ইতি জন-ড। ১ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত স্বরবিশেষ। নাসিকা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টী স্থান হইতে স্বর উৎপন্ন হয়, এইজন্য এই স্বরের নাম ষড়্জ হইয়াছে।

"নাসাং কণ্ঠমুরস্তালু জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ।
ষড়্ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ॥" (অমর)

এই স্বর ময়ুরের স্বরের তুল্য।

"ষড়্জংরৌতি ময়ুরো হি গাবো নর্দ্দতি চর্ষভং।
অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমং॥" (ভরত)

সঙ্গীতদর্পণ মতে ইহার চারিটী শ্রুতি—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী।

"তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্তু ষড়্জগাঃ।" (সঙ্গীতদর্পণ ৫৩)

তানসেন মতে ষড়্জ সপ্তস্বরের মধ্যে প্রথম; ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ, বিপ্রবর্ণ, নাম অর্দ্ধার্চ্চিক, অর্থাৎ এক-স্বর মিলিত, সকল স্বরের অপেক্ষা এইস্বর ক্ষুদ্র, ইহার তাল এক এবং ভেদ ৮ প্রকার। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

ষড়্দর্শন (ক্লী) ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয়খানি।

[এই সকল দর্শনের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

ষড়্দুর্গ (ক্লী) ষট্ প্রকারং দুর্গং। ছয় প্রকার দুর্গ, বা কোট্ট। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে এই ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে। যথা—ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃদ্দুর্গ, ও বনদুর্গ। (ভারত শান্তিপ°) মনুতেও এইরূপ ছয় প্রকার দুর্গের বিষয় লিখিত আছে। ধন্বদুর্গ অর্থাৎ মরুবেষ্টিতদুর্গ, মহীদুর্গ পাষাণ বা ইষ্টকাদি নির্ম্মিত দুর্গ, অব্দুর্গ, বা জলবেষ্টিত দুর্গ, বার্ক্ষদুর্গ, অর্থাৎ মহাবৃক্ষ কন্টকগুল্মলতাদি ব্যাপ্ত দুর্গ, নৃদুর্গ চারিদিকে বহুল হস্ত্যশ্বসেনাদি পরিবৃত দুর্গ এবং গিরিদুর্গ পর্ব্বতের উপরিভাগে দুর্গম নিভৃত দুর্গ। রাজা এই ছয়প্রকার দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবেন।

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎপুরং॥" (মনু ৭।৭০)

[দুর্গ দেখ]

ষড়্ধরণ (পুঃ) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত যোগবিশেষ। এই যোগ যথা—চিত্রক, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্কী, আতইচ্ ও হরীতকী এই ৬ প্রকার দ্রব্য ক্বাথ বিধানে পাক করিয়া বাতব্যাধি রোগে প্রয়োগ করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৪ অ°)

ষড়্ধা (স্ত্রী) ষট্ প্রকারার্থে ধাচ্। ষট্প্রকার, ষড়্বিধ, ছয়বার।

ষড়্বিন্দু (ক্লী) ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) ২ কীটভেদ। (মেদিনী)

ষড়্বিন্দুতৈল (ক্লী) শিরোরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ছাগীদুগ্ধ ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ প্রত্যেক ৬ তোলা ৩ মাষা ২ রতি। ইহাদের কল্কদ্বারা তৈলপাক বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈলের নস্য করিলে শিরোরোগ দূরীকৃত এবং শিথিল কেশ ও দন্তাদি দৃঢ়, দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শিরোরোগাধি°)

ষড়্ভাগ (পুং) ষষ্ঠভাগ, ছয় ভাগের একভাগ। মন্বাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা প্রজার নিকট হইতে ছয় ভাগের একভাগ কর গ্রহণ করিবেন।

ষড়্ভাব (পুং) ষট্পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় প্রকার ভাব-পদার্থকে ষড়্ভাব কহে। বৈশেষিক দর্শনে এই ষট্পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। [বৈশেষিক দেখ।]

২ জ্যোতিষমতে, লজ্জিত প্রভৃতি ছয় ভাব। লজ্জিত, গর্ব্বিত, ক্ষুধিত, তৃষিত, মুদিত ও ক্ষোভিত এই ছয়টী ভাব ষড়্ভাব নামে কথিত।

"লজ্জিতো গর্ব্বিতশ্চৈব ক্ষুধিতস্তৃষিতস্তথা।
মুদিতঃ ক্ষোভিতশ্চৈব ষড়্ভাবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (সঙ্কেতকৌ°)

লজ্জিতভাব—যদি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহে রাহুর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ঐ গ্রহ অথবা

যে কোন গ্রহ রবি, শনি বা মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া লগ্নাদি দ্বাদশ স্থানের যে কোন স্থানে অবস্থান করিলে তাহাকে লজ্জিতভাব কহে।

গর্ব্বিতভাব—যে কোন গ্রহ স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা স্বীয় মূলত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহাকে গর্ব্বিতভাব কহে।

ক্ষুধিতভাব—যদি কোন গ্রহ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ঐ গ্রহ এবং যদি কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শনির সহিত একরাশিতে অবস্থিত করেন, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষুধিত ভাব কহে।

তৃষিতভাব—জলরাশিতে যদি কোন গ্রহ অবস্থিত থাকেন এবং ঐ গ্রহ শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং মিত্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাহাকে তৃষিত কহে।

মুদিতভাব—যদি কোন গ্রহ মিত্রগ্রহ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া মিত্রের সহিত মিত্রভবনে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ এবং বৃহস্পতির সহিত যে গ্রহ একত্র থাকেন, তাহাকে মুদিত কহে।

ক্ষোভিতভাব—যে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, আর যদি তাহাতে নিজ শত্রুগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে উহাকে ক্ষোভিত কহে।

তন্বাদিভাব বিচারস্থলে এই ষড়্ভাবের মধ্যে যে যে ভাবে গ্রহসকল অবস্থান করিবে, সেই সেই ভাবে গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে দুঃখ হয়। যদি কাহারও পঞ্চমস্থানে লজ্জিত-গ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহার সকল সন্তান বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেবল একটী-মাত্র সন্তান জীবিত থাকে। সপ্তমস্থানে ক্ষুধিত ও ক্ষোভিতগ্রহ থাকিলে পত্নী-বিনাশ ঘটে। যদি তন্বাদি দ্বাদশস্থানের কোন স্থানে দুইটী অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, তন্মধ্যে বিভিন্নভাগ প্রাপ্ত হয়, অথবা এক গ্রহ লজ্জিত এবং গর্ব্বিত ইত্যাদি ভাবদ্বয় কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, গ্রহ যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি এবং বলবান্ হইলে সম্পূর্ণ ফল হইয়া থাকে। যাহার দশমস্থানে লজ্জিত, ক্ষুধিত, তৃষিত বা ক্ষোভিতভাবে কোন গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখ-ভাগী হয়। মুদিত ও গর্ব্বিতভাবে গ্রহগণ থাকিলে কেবল শুভফল হইয়া থাকে। (সঙ্কেতকৌ°)

৩ ছয়টী বিভিন্ন অবস্থা।

ষড়্ভাববাদিন্ (ত্রি) ষড়্ভাবং বদতি বদ-ণিনি। ষট্পদার্থ-বাদী; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, প্রভৃতি ষট্পদার্থবাদী কণাদ, কণাদ ষট্পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে সাধারণে ষট্-পদার্থবাদী কহে।

ষড়্ভুজ (পুং) ষট্ভুজা যস্য। যিনি ছয় হস্তবিশিষ্ট, যাহার ছয় খানি হাত আছে অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ জ্বররূপ। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে যে, মূর্ত্তিমান্ জ্বরের তিনখানা পদ, তিনটী মস্তক, ছয় খানি হাত ও নয়টী চক্ষু। তিনি অতি প্রচণ্ড ও কালান্তক যমসদৃশ এবং ভস্মপ্রহরণ অর্থাৎ ভস্মাস্ত্রধারী।

"জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ॥" (হরিবংশ)

২ চৈতন্যদেব। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া নিজে ষড়্ভুজ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দেবের দেহে বিলীন হন।

ষড়্ভুজা (স্ত্রী) ষট্ভুজা ইব রেখা যস্যাঃ। ১ ফললতাবিশেষ। চলিত খরমুজা বা খর্ম্মুজ। পর্য্যায়—মধুফলা, ষড়্রেখা, বৃত্ত-কর্কটী, সিক্তা, তিক্তফলা, মধুপাকা, বৃত্তের্ব্বারু, খর্ম্মুখা। ইহার ফলের গুণ—অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় তিক্ত, আসন্ন পক্ব অবস্থায় মধুর, অমৃততুল্য, তর্পণ, পুষ্টিদ, বৃষ্য, দাহ ও শ্রমনাশক, মূত্রশুদ্ধি-কারক, পিত্তোন্মাদাপহারক, কফপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক ও পাকে কিঞ্চিৎ অম্লজনক। (রাজনি°)

২ দুর্গামূর্ত্তিভেদ। বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণের দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে চণ্ডিকা, রুদ্রচণ্ডা ও চণ্ডবতী এই মূর্ত্তিত্রয় ষড়্ভুজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা—

চণ্ডিকা—পীনোন্নতপয়োধরা, অগ্নিপ্রভা, ষড়্ভুজা চণ্ডিকা দেবী পূর্ব্বদলে অবস্থিতা; ইঁহার দক্ষিণ ভুজত্রয়ে গদা, অভয় ও বজ্র এবং বামপার্শ্বস্থ তিনটী ভুজে শক্তি, শূল ও পরশু বিদ্যমান আছে।

রুদ্রচণ্ডা—ইনি দক্ষিণদলে অবস্থিতা এবং কৃষ্ণবর্ণা, দিব্যা-ভরণভূষিতা, প্রসন্নবদনা ও ষড়্ভুজা। ইহার দক্ষিণ ভুজত্রয়ে বজ্র, শূল ও পরশু এবং বামে পাশ, অঙ্কুশ ও কেশ।

চণ্ডবতী—ইনি বায়ুকোণস্থ দলমধ্যে অবস্থিতা এবং ধূম্রবর্ণা, প্রসন্নবদনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, ষড়্ভুজা; দক্ষিণভুজত্রয়ে অঙ্কুশ, পাশ ও অক্ষসূত্র এবং বামে দণ্ড, শূল ও ডমরু।

ষড়্যোগ (ত্রি) যোগের ছয়টী প্রকরণ।

ষড়্রদ (ত্রি) ছয়টী দশনবিশিষ্ট।

ষড়্রস (পুং) মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ছয় প্রকার রস ষড়্রস। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ কার্য্যাদির বিশেষ বিবরণ রস ও তত্তৎ শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

উৎপত্তিবিবরণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই কয়েকটী গুণ যে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতিকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; অতএব রস জলাশ্রিত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিলেও কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রত্যেক ভূত বা দ্রব্যে ক্ষিত্যাদি যাবতীয় ভূতের অধিষ্ঠান আছে এবং তাহাদের পরস্পর সংসর্গহেতু

পাকান্তর প্রাপ্ত হইয়া একই অব্যক্ত রস হইতে উক্ত মধুরাদি ছয় প্রকারের রসের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই প্রণালী অনুসারে আবার প্রত্যেক পদার্থেই ষড়্রসের অনুভূতি হইয়া থাকে, তবে যে বস্তুতে যে রস বাহুল্যরূপে অবস্থান করে, সেই দ্রব্য তদ্রসাত্মক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন ইক্ষু মধুর, নিম্ব তিক্ত; অতি সূক্ষ্মানুসন্ধানে এই দুই পদার্থে এবং এইরূপ যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন রসাত্মক পদার্থেই ষড়্রসের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোনটী প্রধানতর বা প্রধানতম এবং অবশিষ্টগুলি সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতমভাবে অবস্থান করে, এই মাত্র বিশেষ। উক্ত সূক্ষ্মভাবে অবস্থানকারী রসগুলি অনুরস বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে।

অপ্ভূতের সহিত আকাশাদি অন্যান্য ভূতের সংসর্গহেতু পাকান্তর হইয়া যে ষড়্বিধ রসের উৎপত্তি হয়; তন্মধ্যে আপ্য-রসের সহিত ক্ষিত্যংশ অধিক থাকিলে মধুর রস উৎপন্ন হয় এবং উহার ভিতর অগ্নিগুণের বাহুল্য থাকিলে অম্লরস, ভূমি ও অগ্নি এই উভয়ের বাহুল্যে লবণরস, বায়ু ও অগ্নির আধিক্যে কটুরস, বায়ু ও আকাশের প্রাবল্যে তিক্ত এবং পৃথ্বী ও বায়ুর বহুলতায় কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষড়্রসের গুণ বা কার্য্য—সংক্ষেপতঃ ষড়্রসের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ, বায়ুনাশক; মধুর, তিক্ত ও কষায় রস, পিত্তনাশক এবং কটু, তিক্ত ও কষায়রস, শ্লেষ্মনাশক। [রস দেখ]

ষড়্রসাসব (পুং) শরীরস্থ রসের পুষ্টিরূপ মেদঃ ধাতু।

ষড়্রাত্র (ক্লী) ষণ্ণাং রাত্রীণাং সমাহারঃ। ষড়হ, ছয় দিবারাত্র।

ষড়্রেখা (স্ত্রী) ষট্ রেখা যত্র। ষড়্ভুজা। ২ ষড়্রাজী।

ষড়্লবণ (ক্লী) ষড়্ গুণিতং লবণং। মৃজ্জোপেত পঞ্চ লবণ। [ষট্লবণ দেখ।]

ষড়্লোহ (ক্লী) ছয়টী ধাতু।

ষড়্বক্ত্র (পুং) ষট্ বক্ত্রাণি যস্য। কার্ত্তিকেয়। ষড়ানন।

ষড়্বর্গ (পুং) জ্যোতিষোক্ত রাশির ছয় প্রকার ভাগকে ষড়্বর্গ কহে। ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ও ত্রিংশাংশ এই ছয়টী ভাগ ষড়্বর্গ।

"ক্ষেত্রং হোরাথ দ্রেক্কাণো নবাংশো দ্বাদশাংশকঃ।
ত্রিংশাংশকশ্চ ষড়্বর্গস্ত্যাদি প্রাপ্তা ফলপ্রদা॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

ক্ষেত্র—মেষ ও বৃশ্চিক এই দুই রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ এবং তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন এবং কন্যা বুধের ক্ষেত্র, কর্কট রাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র, ধনু ও মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর ও কুম্ভরাশি শনির ক্ষেত্র।

হোরা—রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা, তন্মধ্যে বিষম রাশির প্রথম অংশ সূর্য্যের হোরা, দ্বিতীয় অংশ চন্দ্রের এবং সমরাশির প্রথমাংশ চন্দ্রের ও দ্বিতীয়াংশ সূর্য্যের হোরা।

দ্রেক্কাণ—রাশিকে তিন ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ কহে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি হন, তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং তাহার নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন।

নবাংশ—রাশিকে ৯ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম নবাংশ। মেষ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশির মেষাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে। অর্থাৎ ঐ তিন রাশির প্রথমাংশ মেষ, এবং মেষের অধিপতি মঙ্গল, অতএব প্রথম নবাংশের অধিপতি মঙ্গল স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয়াংশ বৃষ, উহার অধিপতি শুক্র, সুতরাং দ্বিতীয় নবাংশপতি বৃষ, তৃতীয়াংশ বৃষ, বৃষের অধিপতি বুধ, সুতরাং তৃতীয় নবাংশপতি বুধ। এই প্রকার মেষাদি ৯ রাশি অংশক্রম যে যে রাশির যে যে গ্রহ অধিপতি হইবে, তাহারা সেই সেই নবাংশের অধিপতি হইবে। এইরূপ মকর, বৃষ ও কন্যা এই তিন রাশির মকরাদি করিয়া, এবং তুলা, কুম্ভ ও মিথুন এই তিন রাশির তুলাবধি করিয়া ও কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন তিন রাশির কর্কটাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে।

দ্বাদশাংশ—রাশিকে দ্বাদশ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দ্বাদশাংশ। যে রাশিকে দ্বাদশাংশ করিবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ তিনিই প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবেন। সেই অধিপতি গ্রহ হইতে পর পর গ্রহে দ্বিতীয় দ্বাদশাংশ প্রভৃতির অধিপতি হইবেন।

ত্রিংশাংশ—রাশিকে ৩০ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। বিষম রাশির অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয়টী রাশির প্রথম পাঁচটী ভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ, তাহার পর পাঁচ ভাগ শনির, তাহার পর আট ভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে সপ্তভাগ বুধের, তৎপরে পঞ্চভাগ শুক্রের ত্রিংশাংশ, অর্থাৎ ঐ সকল অংশের অধিপতি ঐ সকল গ্রহ হইবে।

সমরাশির অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, তৎপরে পঞ্চভাগ বুধের, তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতি, তৎপরে সপ্তভাগ শনির ও তৎপরে পঞ্চভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ জানিতে হইবে।

কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার কালে লগ্নের এইরূপ ষড়্বর্গে যদি গ্রহগণ বিদ্ধ থাকে, তাহা হইলে শুভফল হয়।

[বিশেষ বিবরণ রাশি ও তত্তদ্‌শব্দে দ্রষ্টব্য]

ষড়্‌বিংশ (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যার পূরণকারী;
ষড়্‌বিংশক (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যা দ্বারা কৃত।
ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ, বেদের একখানি ব্রাহ্মণভাগ।
ষড়্‌বিংশতি (স্ত্রী) ছাব্বিশ সংখ্যা।
ষড়্‌বিংশতিক[ম] (ত্রি) ষড়্‌বিংশ, ছাব্বিশ সংখ্যার পূরক।
ষড়্‌বিংশতিতম (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যার পূরক, ষড়্‌বিংশ।
ষড়্‌বিংশৎক (ত্রি) ছাব্বিশ সংখ্যা দ্বারা কৃত।
ষড়্‌বিধ (ত্রি) ষট্‌ বিধাঃ প্রকারা যত্র। ষট্‌ প্রকার,ছয় প্রকার।

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশাঽধিকারশ্চ ষড়্‌বিধং সূত্রলক্ষণম্‌॥"(মুগ্ধবোধটীকা)

ষড়্‌বিধান (ক্লী) [বিধান শব্দ দেখ]
ষড়্‌বিন্দু (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ কীটবিশেষ।
ষড়্‌বিন্দুতৈল (ক্লী) শিরোরোগাধিকারোক্ত পক্বতৈল বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজ-রস ১৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শলুফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৬ তোলা, ৩ মাষা ও ২ রতি পরিমাণে লইয়া যথোক্ত বিধানে পাক করিতে হইবে। এই তৈল ললাট, শঙ্খ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে অভ্যঙ্গ এবং নাসিকাদ্বারে নস্য বিধানে ব্যবহার করিলে অচিরে যাবতীয় শিরোরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
ষণ্ড (পুং) ষণ্‌ দানে (অমন্তাৎ ডঃ। উণ্‌ ১।১১৩) ইতি ড বহুল-বচনাৎ সত্বাভাবঃ। ১ বৃষভ, চলিত ষাঁড়। পর্য্যায় —গোপতি, ষণ্ঢ, শণ্ড, শণ্ঢ। (শব্দরত্না°) ২ ক্লীব। [শরীর দেখ।] ৩ সমূহ।

"নত্বা নিশ্চলমূর্দ্ধানো বভূবস্তে মহোরগাঃ।
সায়াহ্নে কদলীষণ্ডে কম্পিতাস্তন্ত বায়ুনা॥"(হরিবংশ ৩৩।৩২)

(পুং ক্লী) ৪ পদ্মকুমুদাদি সমূহ। (মাঘ ১১।১৫) ৫ চিহ্ন। (ভাগবত ৪।১৯।২৩)
ষণ্ডক (পুং) ষণ্ডঃ স্বার্থে কন্‌। ষণ্ডশব্দার্থ।
ষণ্ডকাপালিক (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।
ষণ্ডতা (স্ত্রী) ষণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম।
ষণ্ডত্ব (ক্লী) ষণ্ডতা।
ষণ্ডালী (স্ত্রী) ১ তৈলমান বিশেষ, চলিত ছটাক। ২ সারসী। ষণ্ডেন বৃষভবৎ কামুকপুরুষেণ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি। অল-অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ৩ কামুকী স্ত্রী। (মেদিনী)
কোন কোন মেদিনীতে 'সণ্ড' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।
ষণ্ঢ (পুং) শাম্যতি শিশ্নাভাবাৎ শম-ঢ (শমের্ঢঃ। উণ্‌ ১।১০১) ১ নপুংসক। (রাজনি°) নারদের মতে চতুর্দ্দশ ও কামতন্ত্রে বিংশতি প্রকার ষণ্ঢের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিম্নে ক্রমশঃ যথাযথ-ভাবে তাহাদের নাম ও লক্ষণাদি বিবৃত হইল।

নারদ বলেন, নিসর্গ, বন্ধ, পক্ষ ও ঈর্ষ্যাষণ্ঢ এবং সেব্য, বাত-রেতা, মুখেভগ, আক্ষিপ্ত, মোঘবীজ, শালীন ও অন্যাপতি, এই একাদশ প্রকার এবং গুরুজনের অভিশাপ, আশু শুক্রক্ষয়কারক রোগাদি ও দেবতাদির ক্রোধ হইতে উৎপন্ন অপর তিন প্রকার ষণ্ঢের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"নিসর্গষণ্ঢো বন্ধশ্চ পক্ষষণ্ঢস্তথৈব চ।
প্রতিশাপাদ্‌গুরো রোগাৎ দেবক্রোধাত্তথৈব চ॥
ঈর্ষ্যাষণ্ঢশ্চ সেব্যশ্চ বাতরেতা মুখেভগঃ।
আক্ষিপ্তমোঘবীজৌ চ শালীনোঽন্যাপতিস্তথা।
চতুর্দ্দশবিধঃ শাস্ত্রে ষণ্ঢো দৃষ্টো মনীষিভিঃ॥" (নারদ)

কামতন্ত্রে নিসর্গ, বন্ধ, পক্ষ, কীলক, শুব্ধ, ঈর্ষক, সেব্যক, আক্ষিপ্ত, মোঘবীজ, শালীন, অন্যাপতি, মুখেভগ, বাতরেতা, কুম্ভীক, পণ্ড, নষ্টক, আসেব্য, সুগন্ধী ও ছিন্নলিঙ্গক, এই উন-বিংশতি এবং গুরুজনের অভিশাপহেতুও এক রকম, ষণ্ঢের উল্লেখ আছে; যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে।
নিসর্গষণ্ঢ—ইহারা পুরুষাঙ্গ হীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে।
বন্ধ—অণ্ডহীন ক্লীবের নাম বন্ধষণ্ঢ।
পক্ষষণ্ঢ—ইহারা এক পক্ষ অন্তর মৈথুন কার্য্যে সমর্থ হয়।
কীলক—এই ষণ্ঢগণ নিজের স্ত্রীকে পূর্ব্বে পরপুরুষের সহিত সঙ্গত করিয়া পরে স্বয়ং তাহার সেবা করে।
রতিস্তব্ধ—যাহাদের শুক্র রতিকালে বা সর্ব্বদাই স্তম্ভিত হয়।
ঈর্ষক—অন্যের মৈথুন কার্য্য সন্দর্শনমাত্রই যাহাদের ব্যবায় প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়।
সেব্যক—অপরিমিত স্ত্রীসেবা হেতু যাহাদের মৈথুন অপ্রবৃত্তি জন্মে।
আক্ষিপ্তবীজ—মৈথুন ধর্ম্মাবসানকালে স্ত্রীর পূর্ব্বে যাহাদের রেতঃ স্খলিত হয়।
মোঘবীজ—নির্লজ্জ বা অসতী স্ত্রীদিগের সান্নিধ্য হেতু তাহা-দের হাবভাব দেখিবা মাত্রই যাহাদের রেতঃপাত ঘটে।
অন্যপতি—পরকীয় স্ত্রীতে উপগত হইবার কালে ইহাদের পুংস্ত্ব বিদ্যমান থাকে, কিন্তু স্বকীয় পত্নীর বেলায় বিলোপ পায়।
মুখেভগ—ইহারা স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন লোকের মুখবিবরে গ্রাম্যধর্ম্ম সম্পাদন করে।
বাতরেত—যাহাদের রেতঃপতন সময়ে সরেতোবাত বা কেবল বায়ু নির্গত হয়।
কুম্ভীক—যাহারা নর বা নারীগণের হস্ততলে ব্যবায়কার্য্য সম্পন্ন করে।
পণ্ড—যে পুংস্ত্বহীন,অথচ যাহার মেঢ্র কোনরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় নাই।

নষ্টক—রোগাদি হেতু যাহার শুক্র বিনষ্ট হয় নাই, অথচ ধ্বজোচ্ছ্রায় হয় না।

সুগন্ধিক—যাহারা যোনি ও লিঙ্গের আঘ্রাণ লইয়া বল পায়।

ছিন্নলিঙ্গক—যাহাদের বাক্য, চেষ্টা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকের ন্যায়।

উক্ত ষণ্ডদিগকে দর্শন বা স্পর্শন করিলে পুণ্যতীর্থে স্নানাদি দ্বারা পাপক্ষালন করিতে হয়।

"নালপেজ্জনবিদ্বিষ্টান্ বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ং।
দেবতাপিতৃসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসত্রাদিনিন্দকৈঃ ॥
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুদ্ধেতার্কাবলোকনাৎ।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজং পতিতং শবং ॥
বিধর্ম্মিসূতিকাষণ্ডবিবিস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ।
মৃতনির্যাতকাংশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে ॥
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ।
অভোজ্যসূতিকাষণ্ডমার্জ্জারাখূংশ্চ কুক্কুটান্ ॥
পতিতাপবিদ্ধচাণ্ডালমৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সংস্পৃশ্য শুদ্ধতে স্নানাদুদক্যাগ্রামশূকরৌ ॥" (মার্ক° পু°)

লোকের প্রতি বিদ্বেষকারী, পতিপুত্রহীনা স্ত্রী এবং যাহারা দেব ও পিতৃলোক, ধর্ম্মশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সত্রাদির নিন্দক, তাহাদিগকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে সূর্য্যাবলোকনপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত রজস্বলা স্ত্রী, অন্ত্যজজাতির শব, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী সূতিকা, ষণ্ড, চণ্ডাল জাতীয় উলঙ্গ ব্যক্তি, মৃতব্যক্তির নির্য্যাতনকারী, পরদাররত, সদ্যঃপ্রসবা অখাদ্য জন্তু, ষণ্ড, ইন্দুর ও মার্জ্জার, কুক্কুট, গ্রামশূকর এবং স্বয়ং নিরাশ্রিত অথবা পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত পরপালিত চণ্ডালাদি, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে তীর্থ স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।

২ বাতোপতাপিতা যোনিতে উৎপন্ন নরদ্বেষিণী স্তনরহিতা স্ত্রী-ক্লীববিশেষ। যোনির বাতোপদুষ্টতা ও পুরুষবীজের দুষ্টতা বশতঃই এই রূপ সন্তান জন্মে; ইহারা অনুপক্রমণীয়া অর্থাৎ মৈথুন ধর্ম্মের অনুপযুক্তা।

"যোনৌ বাতোপতপ্তায়াং স্ত্রীগর্ভে বীজদোষতঃ।
নৃদ্বেষিণ্যস্তনী চ স্যাৎ ষণ্ডসংজ্ঞাঽনুপক্রমা ॥" (বাভট উ° ৩৩ অ°)

ষণ্ডক (পুং) ষণ্ড স্বার্থে কন্। ষণ্ড শব্দার্থ। [ষণ্ড দেখ।]

ষণ্ডতা (স্ত্রী) ষণ্ডস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ষণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম, ষণ্ডত্ব, ক্লীবত্ব।

ষণ্ডতিল (পুং) রাঁড়া তিল, যে তিলে তৈল বাহির হয় না।

ষণ্ডিতা (স্ত্রী) যোনিরোগ বিশেষ। এই যোনিরোগে স্ত্রীদিগের ঋতুরোধ এবং স্তন ক্ষুদ্র হয় এবং মৈথুন কালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হয়। (সুশ্রুত)

ষণ্ণগরিক (পুং) ষণ্ণগর জনপদ-প্রচলিত শাখাধ্যায়ী।

ষণ্ণগরী (স্ত্রী) ছয়টী নগরী। প্রাচীনকালের ছয়টী নগরযুক্ত একটী দেশভাগ। (পা ৮।৪।৪২)

ষণ্ণবত (ত্রি) ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক।

ষণ্ণবতি (স্ত্রী) ষড়ধিকা নবতিঃ। ষড়্ অধিক নবতি সংখ্যা, ৯৬।

ষণ্ণবতিতম (ত্রি) ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক।

ষণ্ণাড়ীচক্র (স্ত্রী) ষড়্বিধং নাড়ীচক্রং। মনুষ্যদিগের জন্মাদি ছয়টী নক্ষত্রঘটিত চক্রবিশেষ। জন্ম, কর্ম্ম, সাংঘাতিক, সমুদায়, বিনাশ ও মানস এই ৬টী নাড়ীকে ষণ্ণাড়ী কহে। ষণ্ণাড়ী এই রূপে স্থির করিতে হয়। যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহার সেই জন্মনক্ষত্রই জন্ম-নাড়ী নামে আখ্যাত। জন্মনক্ষত্র হইতে দশম নক্ষত্রকে কর্ম্মনাড়ী, এবং জন্ম হইতে ষোড়শ নক্ষত্রকে সাংঘাতিক নাড়ী, অষ্টাদশ নক্ষত্রে সমুদয় নাড়ী, ত্রয়োবিংশতি নক্ষত্রে বিনাশনাড়ী এবং পঞ্চবিংশতি নক্ষত্রে মানসনাড়ী হয়।

এই নাড়ীর ফল—জন্মনাড়ীতে দেহ ও অর্থহানি, কর্ম্মনাড়ীতে কর্ম্মহানি, মানসনাড়ীতে মনঃপীড়া, সাংঘাতিক নাড়ীতে বন্ধুর অর্থ ও নিজের অর্থহানি, সমুদয় নাড়ীতে মিত্র, ভার্য্যা ও অর্থক্ষয় এবং বিনাশনাড়ীতে দেহ, ধন ও সম্পত্তি বিনাশ হয়।

"জন্মাক্ষং কর্ম্ম ততোঽপি দশমং সাংঘাতিকং ষোড়শভং।
সমুদায়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং।
আত্মাত্তু পঞ্চবিংশং মানসমেব নরঃ ষড়্ ক্ষঃ স্যাৎ॥
ঈহা দেহার্থ হানিঃ স্যাজ্জন্মর্ক্ষে চোপতাপিতে।
কর্ম্মর্ক্ষে কর্ম্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে ॥
মূর্ত্তিদ্রবিণবন্ধূনাং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা।
সন্তপ্তে সামুদয়িকে মিত্রভৃত্যার্থসংক্ষয়ঃ ॥
বৈনাশিকে বিনাশঃ স্যাদ্দেহদ্রবিণসম্পদাম্ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

জন্মকালে এইরূপে জন্ম নক্ষত্র ধরিয়া ষণ্ণাড়ী স্থির করিতে হয়। যে নক্ষত্র ষণ্ণাড়ীস্থ হয়, সেই নক্ষত্র তাহার পক্ষে অশুভ, যদি কাহারও কোন গ্রহ উক্ত ষণ্ণাড়ীস্থ নক্ষত্রে থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহ অশুভ ফলদাতা হয়। সুতরাং গ্রহগণের শুভাশুভত্ব দেখিতে হইলে তাহা প্রথমে ষণ্ণাড়ী প্রাপ্ত হইয়াছে কি না, দেখিতে হইবে। তৎপরে তাহার শুভাশুভ বিচার করা আবশ্যক। গ্রহদিগের গোচরকালেও এই ষণ্ণাড়ীর বিষয় বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। শুভগ্রহও যদি গোচরে ষণ্ণাড়ীস্থ হন, তাহা হইলে উক্ত রূপ অশুভ ফল এবং অশুভ গ্রহ ষণ্ণাড়ীস্থ হইলে বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ষণ্ণাভি (পুং) ছয়টী নাভিবিশিষ্ট (চক্র)। (ভারত আদি)

ষণ্মাত্র (ত্রি) ষড়্মাত্রাবিশিষ্ট।

ষণ্মাস (ক্লী) ছয় মাস। অর্দ্ধ বৎসর।

ষণ্মাসিক (ত্রি) ষণ্মাসে ভবঃ ঠন্ (অবয়সি ঠংশ্চ। পা ৫।১।৮৪) ষণ্মাসে যাহা হয়, ছয় মাস ধরিয়া যাহা হয়।

ষণ্মাস্য (ত্রি) ষণ্মাসে ভবঃ ষণ্মাস (ষণ্মাসাৎ ণ্যচ্চ। পা ৫।১।৮৩) ইতি যৎ। ষাণ্মাস্য, ষাণ্মাসিক, যাহা ছয় মাসে হয়।

ষণ্মুখ (পুং) ষট্ মুখানি যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (হলায়ুধ) ২ (ক্লী) ২ ষট্ সংখ্যক বদন, ছয় মুখ। (ত্রি) ৩ ছয়মুখবিশিষ্ট।

ষণ্মুখা (স্ত্রী) ষট্ মুখানীব রেখা যস্যাং। ষড়্ভুজা, চলিত-খরমুজা. ইহাতে ছয়টী মুখের ন্যায় রেখা আছে, এই জন্য ইহাকে ষণ্মুখা কহে। (রাজনি॰)

ষণ্মুহূর্ত্ত (ত্রি) ছয়মুহূর্ত্ত। (জ্যোতিষ)

ষত্ব (ক্লী) ষস্য ভাবঃ ষ-ত্ব। মূর্দ্ধন্য ষকারের ভাব, ষ হওয়া।

ষত্ববিধান (ক্লী) দন্ত্য স স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হওয়ার ব্যাকরণোক্ত বিধি; যে সকল বিধি অনুসারে শব্দের স স্থানে ষ হইয়াছে, নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার কতিপয় বিধির উল্লেখ করা যাইতেছে,—

অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, য, র, ল, ব, হ, এই কয়েকটী ব্যঞ্জনবর্ণের উত্তর প্রত্যয়, আদেশ, আগম প্রভৃতির স স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ এর বিধান হয়; কিন্তু প্রত্যয়ের মধ্যে 'সাৎ' প্রত্যয়ের স স্থানে ষ হয় না এবং প্রকৃতির স স্থানে সাধারণতঃ ষত্ব বিহিত না হইলেও ষত্ব হওয়ার কারণ ঘটিলে শাস, বস ঘস ও সাহ, এই কয়েকটী প্রকৃতিস্থ স এর স্থানে ষ হওয়ার বিধান দৃষ্ট হয়। প্রত্যয়াদির স স্থানে ষত্ব হওয়ার বিধান হেতু সামান্যতঃ বুঝিতে হইবে যে, স ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুলি একই শব্দ বা পদের অন্তর্গত ও পরস্পর অব্যবহিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যদি ঐ স ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ষত্ব হওয়ায় নিমিত্তীভূত বর্ণগুলির মধ্যে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকে, তাহা হইলে ষত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে না। উদাহরণ যথা—বাক্-সু=বাক্ষু, প্রাঙ্-সু =প্রাঙ্‌ষু, হরি-সু=হরিষু, এইরূপ গৌরীষু, বিষ্ণুষু, বধূষু, পিতৃষু, শক৯ষু, রামেষু, অ-নৈ-স-ঈ-ৎ=অনৈষীৎ, গোষু, নৌষু, চতুর্ষু, হলষু। উক্তস্থলসমূহের মধ্যে অনৈষীৎ, পদের স আগম এবং আর আর গুলি প্রত্যয়-সম্বন্ধীয়। হ ইস=হবিস্-ই হবীংষি; সর্পিঃষু; এই উভয়স্থলে অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও ষত্ব হইল; কিন্তু অনুস্বার সম্বন্ধে আর একটা নিয়ম এই যে, যে স্থলে আগমের ন স্থানে অনুস্বার হইবে,সেই অনুস্বার ব্যবধানেই ষত্ব হইতে পারিবে; অন্যত্র নহে। যেমন পুম্‌স্-সু পুংসু এখানে আগমের ন স্থানে না হইয়া প্রকৃতির ম স্থানজাত অনুস্বার ব্যবধান থাকায় ষত্ব হইল না। সাৎ প্রত্যয়ের স এর নিষেধ হেতু 'হরিসাৎ' এবং পদের মধ্যবর্ত্তী স এর বিধান হেতু 'হবিস্=হবিঃ' এই উভয়স্থলে ষত্ব হইল না। হবিস্ শব্দের স এর পর কোন স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণ না থাকায় উহা পদের মধ্যবর্ত্তী হইতে পারিল না,যদি থাকিত, বা কারণ বশতঃ থাকিতে পারে, তাহা হইলে তথায় ষত্ব হইবে। যেমন, হবিস্-আ (তৃতীয়া ১বচন)=হবিষা। শিষ্ট, উষিত, জক্ষতুঃ. অতীষাট্, এই স্থান চতুষ্টয়ে পূর্ব্বোক্ত শাসবসাদির স বলিয়া ষত্ব হইল।

এতদ্ভিন্ন উপসর্গের ই, উ, ঋ, ৯, এই বর্ণ চতুষ্টয়ের অব্যবহিত পরে স্তু, স্তভ, সো; তুদাদিগণীয় সু; 'স্য' এইরূপ বর্ণ অন্তে না থাকে, এমন স্বাদিগণীয় সু, স্থা, সেনি (নামধাতু), সনজ্, স্বনজ্, গত্যর্থ সিধ্, প্রতি ভিন্ন অন্য উপসর্গ পূর্ব্বক সদ; যঙ্ প্রত্যয়হীন সিচ, অঙ্ আগম অন্তে না থাকে এমন স্তম্ভ; অন্নার্থ প্রকাশক বি ও অব পূর্ব্বক স্বন্; পরি, নি ও বি পূর্ব্বক সেব; অঙ্ আগম অন্তে না থাকে এমন সিব, এই সকল ধাতুর এবং সুমাগমের স ও ওকার সংযুক্ত এবং অঙ্ অন্তে না থাকে এমন সহ্ ধাতুর স থাকিলে ষত্ব হইয়া থাকে।

স্থা অবধি দশটী ধাতুর দ্বিত্বাবস্থায় কোনরূপ বর্ণ এবং অড়াগমের অকার যদি উক্ত উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে ব্যবহিত থাকে, তাহা হইলেও ষত্বের ব্যাঘাত হইবে না। উদাহরণ যথা,—অভি=স্তু-তি=অভিষ্টৌতি, বি-স্তভ-তে বিষ্টোভতে, বি-সো-তি=বিষ্যতি, বি সু-তি=বিসুবতি, বি-সু-তি বিষুণোতি; "বিসূতে ও বিসূয়তে" এই দুই স্থলে যথাক্রমে অদাদি ও দিবাদিগণীয় সু-ধাতু বলিয়া এবং বিসোষ্যতি ও বিসবিষ্যতি, এই দুই স্থলে 'বি-সু-স্যতি' এই 'স্য' রূপ অন্তে থাকায় মূলধাতুর ষত্ব হইল না, কিন্তু প্রথমোক্ত সূত্রানুসারে 'স্যতি'র স এর ষত্ব হইল। নি-স্থা-স্যতি=নিষ্ঠাস্যতি, অভি-সেনি-তি=অভিষেণয়তি, নি-সনজ তি=নিষজতি, নি-স্বনজ-তে=নিষজতে, নি-সিধ-তি=নিষেধতি, 'গঙ্গাং বিসেধতি' গঙ্গায় গমন করিতেছে, এস্থলে গত্যর্থ বুঝাইল বলিয়া ষত্ব হইল না। নি-সিদ তি নিষীদতি, কিন্তু 'প্রতিসীদতি' প্রতি পূর্ব্বক হওয়ায় হইল না। নি-সিচ তি নিষিঞ্চতি, "বি সিচ-যঙ-তে বিসেসিচ্যতে" এখানে সিচ ধাতু যঙ্ প্রত্যয় বিহীন হইল না বলিয়া ষত্বের নিষেধ হইল। বি-স্তম্ভ্-তি বিষ্টভ্নাতি, কিন্তু "বি-স্তম্ভ্-অঙ্-দ ব্যতস্তম্ভৎ" এস্থলে অঙন্ত হইল বলিয়া ষত্ব হইল না। "বি-স্বন্-তি= বিষ্বণতি, অব স্বন্-তি অবষ্বণতি ক্ষীরং শিশুঃ" শিশু দুগ্ধ পান বা ভোজন করিতেছে, এখানে অন্নার্থ বুঝাইল বলিয়া হইল; কিন্তু 'বিস্বনতি বীণা' বীণা শব্দ করিতেছে অর্থ প্রকাশ করায় এখানে হইল না। আর পরি-স্বন্-তি পরিস্বনতি, এখানে উপসর্গের ইকারের উত্তর হইলেও স্বন্ ধাতু সম্বন্ধে কেবল মাত্র উপসর্গের বি ও অব নির্দ্দেশ করায় অর্থাৎ অব উপসর্গের পরবর্ত্তী সকারের ষত্ব হওয়ার কোন কারণ না থাকিলেও ষত্বের

বিধান করার নিয়ম হইল যে, বি আর অব ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গের পরস্থিত স্বন্ধাতুর স এর ষত্ব হইবে না। পরি-সেব-তে পরিষেবতে, এইরূপ বিষেবতে, নিষেবতে। পরি-কৃ-তি পরিষ্করোতি, এখানে সুম অর্থাৎ একটা সকারের আগম হওয়ায় তাহার ষত্ব হইল। পরি-সিব্-তি পরিষীব্যতি পরি-অ-সীসিব-অঙ্-দ্ পর্য্যসীসিবং এখানে সিব ধাতুর উত্তর অঙ্ রহিয়াছে বলিয়া ষত্ব হইল না। পরি-সহ-তে = পরিষহতে, নি-সহ-তা = নিসোঢ়া, পরি-অ-সী-সহ-অঙ-দ = পর্য্যসীসহৎ, এই উভয়স্থলে যথাক্রমে ওকার যুক্ত ও অঙন্ত সহ্ ধাতু হওয়ায় ষত্বের নিষেধ রহিল। প্রতি-অ-স্ত-ই-স্-ঈ-দ প্রত্যষ্টাবীৎ; নি-তস্থা-অ নিতষ্ঠৌ, এই উভয়স্থলে যথাক্রমে অড়াগমের অকার ও দ্বিত্ববর্ণ ব্যবহিত থাকাতেও ষত্ব হইল।

বি-স্কন্ভ্, বি, সু, নির্ ও দুর পূর্ব্ব ব রহিত স্বপ্, নি, নির, ও বি পূর্ব্ব স্ফুর ও স্ফুল; পরি, নির, বি, অভি ও অনুপূর্ব্ব স্যন্দ্ ধাতু সম্বন্ধীয় স স্থানে বিকল্পে ষ হইল। ক্রমশঃ উদাহরণ—বিষ্কভ্নাতি, নিষ্ফুলতি, পরিষ্যন্দতি, 'নিষ্যন্দতে ঘৃতং' ঘৃত ক্ষরিত হইতেছে, এখানে প্রাণী ভিন্ন অন্য পদার্থ কর্ত্তা হইল বলিয়া ষত্ব বিহিত হইয়াছে, নতুবা হইত না। যেমন, "নিস্যন্দতে হস্তী" হাতী মদক্ষরণ করিতেছে, এস্থলে প্রাণী কর্ত্তাহেতু ষত্ব নিষিদ্ধ হইল। বিকল্পপক্ষে বিস্কভ্নাতি ইত্যাদি রূপে ষত্বের নিষেধ থাকিবে। এইরূপ উভয় পক্ষের অবশিষ্ট পদগুলি ও প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

ষত্বসম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আরও অনেকানেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে; বাহুল্যভয়ে সেই সমস্ত পরিত্যাগ করা হইল।

ষর্ষপী (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। এই পক্ষীর আকৃতি খঞ্জন পাখীর ন্যায়। "হাপুত্রিকা খঞ্জনিকা ষর্ষপী খঞ্জনাকৃতৌ।" (শব্দরত্না°)

ষষ্ (ত্রি) সংখ্যাবিশেষ, ৬ সংখ্যা। তদ্বাচক শব্দ, বজ্রকোণ, ত্রিশিরোনেত্র, তর্ক, অঙ্গ, দর্শন, চক্রবর্ত্তী, কার্ত্তিকেয়মুখ, গুণ, রস, ঋতু, অরবাহ ও রূপ। (কবিকল্পলতা)

ষষ্ট (ত্রি) ষষ্টিসংখ্যা সম্বন্ধীয় বা ষষ্টিসংখ্যা। (ভারত ১৭°)

ষষ্টি (স্ত্রী) ষড় দশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্‌ক্তি বিংশতি ত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, চলিত ৬০ সংখ্যা।

"বীক্ষ্যান্ধো নবতেঃ কাণঃ ষষ্টেঃ শ্বিত্রী শতস্য তু।
পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্নাশয়তে ফলং ॥" (মনু ৩।১৭৭)

ষষ্টিক (পুং) ষষ্টিরাত্রেণ পচ্যন্তে ইতি (ষষ্টিকাঃ ষষ্টিরাত্রেণ পচ্যন্তে। পা ৫।১।৯০) ইতি কন্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ধান্য বিশেষ, চলিত ষেটে ধান। এই ধান ৬০ দিনে পক হয়, এই জন্য ইহাকে ষষ্টিক কহে। পর্য্যায়—ষষ্টিশালি, ষষ্টিজ, স্নিগ্ধ-তণ্ডুল, ষষ্টিবাসরজ। ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে অন্ন উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়, তাহাকে ষষ্টিক ধান্য কহে।

"গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ।" (ভাবপ্র°)

ইহার—ষষ্টিক, শনপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক ও মহাষষ্টিক নামভেদে ষষ্টিকধান্য অনেক প্রকার। ইহাকে ব্রীহিধান্যও কহে। কারণ ব্রীহি ধান্যের লক্ষণ সকল ইহাতে লক্ষিত হয়। গুণ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শালিধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

ষষ্টিক ধান্যসমূহের মধ্যে ষষ্টিকাখ্য ধান্যই শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত, উহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্য্য, ধারক, বলকারক, জ্বরনাশক এবং রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত। অপরাপর ষষ্টিক ধান্য উহা অপেক্ষা অল্প গুণান্বিত। (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ২ ষষ্টি সংখ্যা দ্বারা ক্রীত।

ষষ্টিকা (স্ত্রী) ষষ্টিক স্ত্রিয়াং টাপ্। ষষ্টিকধান্য।

ষষ্টিকাম্ল (ক্লী) ষষ্টিকভক্ত। গুণ—দীপন, বলকর, নেত্র-হিতকর, পাচন, ত্রিদোষশমন, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষনাশক। (বৈদ্যকনি°)

ষষ্টিক্য (ত্রি) ষষ্টিকানাং ভবনং ক্ষেত্রং ষষ্টিক (যবযবকষষ্টিকন্যাৎ যৎ। পা ৫।১।৩) ইতি যৎ। ষষ্টিক ধান্যোপযুক্ত ক্ষেত্রাদি। (অমর)

ষষ্টিজ (পুং) ষষ্টিক শালি। (রাজনি°)

ষষ্টিতন্ত্র (ক্লী) সাংখ্য শাস্ত্র, সাংখ্য শাস্ত্রকে ষষ্টিতন্ত্র কহে।

"সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি ॥"
(সাংখ্যকা° ৭২ কা°)

এই শাস্ত্রে ৬০ পদার্থ বিচারিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে ষষ্টিতন্ত্র কহে। এই ৬০টী পদার্থ যথা ১ প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্যত্ব, ২ প্রকৃতি এবং পুরুষের একত্ব, ৩ প্রকৃতিতে ভোগ ও বিবেক সাক্ষাৎকারের বাস্তবিক সম্বন্ধ, ৪ প্রকৃতির পরপ্রয়োজন-সাধকত্ব, ৫ পুরুষে প্রকৃতির ভেদ, ৬ অকর্তৃত্ব, ৭ পুরুষবহুত্ব, ৮ সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ, ৯ মুক্তিকালে প্রকৃতি ও পুরুষের বিয়োগ, ১০ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির কারণে অবস্থিতি, ১৫ পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়, যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ। এই পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়কে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্রও কহে। ২৪ তুষ্টি—নয় প্রকার। আধ্যাত্মিক তুষ্টি ৪ প্রকার, উহার নাম প্রকৃতি, উপাদান, কাল এবং ভাগ্য। বাহ্যতুষ্টি ৫ প্রকার, এই তুষ্টির হেতু শব্দাদি ৫ প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য। ৫২ অশক্তি—অষ্টাবিংশতি প্রকার। যথা—বুদ্ধি ব্যাঘাতের সহিত একাদশবিধ ইন্দ্রিয়-ব্যাঘাতকে অশক্তি কহে।

তুষ্টি এবং সিদ্ধির বিপর্য্যয়-প্রযুক্ত বুদ্ধি-ব্যাঘাত সপ্তদশ প্রকার। বুদ্ধি-ব্যাঘাত শব্দে বুদ্ধির অকর্ম্মণ্যতা, তুষ্টি সিদ্ধি সময়ে যেরূপ সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তাহার হানি বশতঃ তুষ্টি সিদ্ধি না হওয়া বা তাহার বিরোধী ভাবান্তর হওয়ায় বুদ্ধি-ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যদিও ইন্দ্রিয় ব্যাঘাত বধিরতা, অন্ধতা ও মূকতা প্রভৃতি, তথাপি তজ্জন্য বুদ্ধিবৃত্তির অনুদয় বা বুদ্ধির অযথা ভাবোদয় হয় বলিয়া এখানে ইন্দ্রিয়-ব্যাঘাত শব্দে ধর্ত্তব্য। তুষ্টি ৯ প্রকার এবং সিদ্ধি প্রকার তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ তাহার অভাব বা বিরোধীভাবের উদয় হয়.ইহা এবং পূর্ব্বোক্ত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়নাশ এই অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি। ৬০ সিদ্ধি ৮ প্রকার যথা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখনাশ, আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থপাঠ, ঐ গ্রন্থের অর্থগ্রহণ, প্রকৃতিপুরুষের বিবেক-বিষয়ে অনুমান, সুহৃদ্গণের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা, এবং উক্ত বিবেকজ্ঞানের বিশুদ্ধি অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ও বিবেকসাক্ষাৎকার এই অষ্টবিধসিদ্ধি।

ষষ্টিতম (ত্রি) ষষ্টি (ষষ্ট্যাদেশ্চাসংখ্যাদেঃ। পা ৫।২।৫৮) ইতি তমট্। ষষ্টি সংখ্যার পূরণ, ৬০ সংখ্যার পূরণ।

ষষ্টিধা (অব্য°) ষষ্টি প্রকারার্থে ধাচ্। ষষ্টি প্রকার, ৬০ প্রকার, ৬০ রকম।

ষষ্টিপথ (পুং) শতপথব্রাহ্মণের ষষ্টিসংখ্যক পথ বা অধ্যায়।

ষষ্টিপথিক (ত্রি) ষষ্টিপথ অধ্যয়নকারী। (পা ৪।২।৬০)

ষষ্টিমত্ত (পুং) ষষ্ট্যা বর্ষৈর্ম্মত্তঃ। হস্তী। (শব্দমালা)

ষষ্টিরাত্র (পুং) ষষ্টিসংখ্যক রজনী, ষাটরাত্রি।

ষষ্টিলতা (স্ত্রী) ভ্রমরমারী। (রাজনি°)

ষষ্টিবর্ষিন্ (ত্রি) ষষ্টিবর্ষবিশিষ্ট, ৬০ বৎসর বয়স্ক।

ষষ্টিবাসরজ (পুং) ষষ্টিবাসরে জায়তে পচতি জন-ড। ষষ্টিক ধান্য, ৬০ দিনে এই ধান পাকে, এই জন্য ইহার নাম ষষ্টিবাসরজ।

ষষ্টিবিদ্যা (স্ত্রী) সাংখ্যবিদ্যা, ষষ্টিতন্ত্র।

ষষ্টিব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

ষষ্টিশালি (পুং) ষষ্টিকধান্য। (রাজনি°)

ষষ্টিসংবৎসর (পুং) প্রভবাদি ষষ্টি সংখ্যক বর্ষ, প্রভব আদি ৬০টী বৎসরকে ষষ্টি-সংবৎসর কহে। জ্যোতিষমতে এই সকল বৎসরে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে, কোন্ বৎসর শুভ হইবে, কোন্ বৎসর অশুভ ফল হইবে,এই ষষ্টি সংবৎসরের ফলদ্বারা তাহা জানা যায়, এই সকল বৎসরের নাম যথা, ১ প্রভব, ২ বিভব, ৩ শুক্র, ৪ প্রমোদ, ৫ প্রাজাপত্য, ৬ অঙ্গিরাঃ, ৭ শ্রীমুখ, ৮ ভাব, ৯ যুবা, ১০ ধাতা, ১১ ঈশ্বর, ১২ বহুধান্য, ১৩ প্রমাথী, ১৪ বিক্রম, ১৫ বৃষ, ১৬ চিত্রভানু ১৭ স্বর্ভানু, ১৮ দারুণ, ১৯ পার্থিব, ২০ ব্যয়, ২১ সর্ব্বজিৎ, ২২ সর্ব্বধারী, ২৩ বিরোধী, ২৪ বিকৃত, ২৫ খর, ২৬ নন্দন, ২৭ বিজয়, ২৮ জয়, ২৯ মন্মথ, ৩০ দুর্ম্মুখ, ৩১ হেমলম্ব, ৩২ বিলম্ব, ৩৩ বিরোধ, ৩৪ সর্ব্বরী, ৩৫ প্লব, ৩৬ সুভিক্ষ, ৩৭ শোভন, ৩৮ ক্রোধ, ৩৯ বিশ্বাবসু, ৪০ পরাভব, ৪১ প্লবঙ্গ, ৪২ কালিক, ৪৩ সৌম্য, ৪৪ সর্ব্বসাধারণ, ৪৫ বিরোধী, ৪৬ পরিবারী, ৪৭ প্রমাথী, ৪৮ আনন্দ, ৪৯ রাক্ষস, ৫০ অনল, ৫১ পিঙ্গল, ৫২ কালযুক্ত, ৫৩ রৌদ্র, ৫৪ দুর্ম্মতি, ৫৫ রৌদ্র, ৫৬ দুন্দুভি, ৫৭ রক্ত, ৫৮ রক্তাক্ষ্য, ৫৯ ক্রোধ ও ৬০ ক্ষয়।

এই সকল বৎসরের কোন্ বৎসর প্রভবাদি হইবে, তাহা গণনা দ্বারা স্থির করিতে হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) [বৎসর ও সংবৎসর শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

ষষ্টিহায়ন (পুং) ষষ্টির্হায়না আয়ুঃ কালো যস্য। ১ গজ। ২ ধান্যবিশেষ। ৩ ষষ্টি সংখ্যক বৎসর। (ত্রি) ৪ ষষ্টিবৎসর বিশিষ্ট, ষষ্টি বৎসর বয়স্ক।

ষষ্টিহ্রদ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (ভারত অনুশাসন প°)

ষষ্ট্যব্দ (ক্লী) প্রভাবাদি ষষ্টি সংবৎসর।

ষষ্ঠ (ত্রি) ষষ্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৫৮) ইতি ডট্ (ষট্ কতি কতিপয় চতুরাং থুক্। পা ৫।২।৫১) ইতি থুক্। ছয় সংখ্যার পূরণ।

ষষ্ঠক (ত্রি) ষষ্ঠো ভাগঃ (মানপশ্বঙ্গয়োঃ কন্ লুকৌ চ। পা ৫।৩।৫১) ইতি কন্। ষষ্ঠ, ছয়ের পূরণ।

ষষ্ঠকাল (পুং) ষষ্ঠঃ কালঃ। ষষ্ঠ এমন কাল, ছয়ের পূরণ কাল।

ষষ্ঠভক্ত (ক্লী) ষষ্ঠকালে ভোজন। ষষ্ঠকালীয় ভোজন।

ষষ্ঠবৎ (ত্রি) ষষ্ঠ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ষষ্ঠ ভাগবিশিষ্ট, ষষ্ঠ যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ষষ্ঠবতী। (ভাগ° ৫।১৬।৮)

ষষ্ঠাংশ (পুং) ষষ্ঠোহংশঃ। ষষ্ঠভাগ।

"ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ।
অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২।৩৬)

ব্রাহ্মণেতর অন্যবর্ণ যদি নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা ষষ্ঠাংশ দিয়া আর সকল ভাগ নিজে গ্রহণ করিবেন।

ষষ্ঠান্নকাল (পুং) দুই দিন অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় দিন সায়ংকালে ভোজন।

"ষষ্ঠান্নকালতা মাসং সংহিতাজপ এব চ।
হোমাশ্চ শাকলা নিত্যমপাংক্ত্যানাং বিশোধনং॥"

(মনু ১১। ৬১)

একমাস ধরিয়া ষষ্ঠান্নকাল অর্থাৎ দুই দিন অনাহার থাকিয়া তৃতীয় দিন সায়ংকালে ভোজন প্রভৃতি দ্বারা অপাংক্তেয়দিগের পাপ বিশোধিত হয়।

ষষ্ঠান্নকালক (ক্লী) ষষ্ঠান্নকালতা, দুই দিন অভুক্ত থাকিয়া তিন দিনের সায়ংকালে ভোজন। (মনু ১১।২০১)

ষষ্ঠান্নকালিক (ত্রি) ষষ্ঠান্নকালভোজনযুক্ত, যিনি ষষ্ঠাংশকাল ভোজন করেন, দুই দিন অনাহারী থাকিয়া তৃতীয় দিনে যিনি সায়ংকালে ভোজন করেন।

ষষ্ঠালুকালক (ত্রি) দ্বিত্র্যহান্তর ভুক্ত, দুই বা তিন দিন পরে ভুক্ত।

'দ্ব্যন্তরে ত্র্যন্তরে ভুক্তমাহুঃ ষষ্ঠালুকালকম্।' (ত্রিকা°)

ষষ্ঠাহ্নিক (ত্রি) ষড়হ।

ষষ্ঠিকা (স্ত্রী) ষষ্ঠী স্বার্থে কন্। ষষ্ঠীদেবী।

ষষ্ঠী (স্ত্রী) ষষ্ঠ-ঙীপ্। ১ কাত্যায়নী। (মেদিনী) ২ ষোড়শ মাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। এই দেবী প্রকৃতির ষষ্ঠীকলা, স্কন্দভার্য্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—মাতৃকাগণের মধ্যে এই দেবী প্রধানা, ইনি শিশুদিগের প্রতিপালনকারিণী এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশস্বরূপিণী বলিয়া ইহার নাম ষষ্ঠী। ইনি কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রী। এই দেবীর প্রসাদে পুত্র-পৌত্রাদি লাভ হইয়া থাকে, এই জন্য ইনি ত্রিজগৎধাত্রী। এই জন্য দ্বাদশ মাসে ইহার উদ্দেশে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে পূজা করা বিধেয়।

"প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ নারদ।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সা ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥
শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিণী।
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী॥
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতে স্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী॥
পূজ্যা দ্বাদশ মাসেষু যস্যা বিশ্বেষু সন্ততম্।
পূজা চ সূতিকাগারে পরা ষষ্ঠদিনে শিশোঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ১ অ°)

শিশুদিগের লালনপালন ও রক্ষা এই দেবীরই কার্য্য, এই জন্য বালকের জন্ম হইলে সূতিকাগারে ষষ্ঠদিনের রাত্রিতে ইহার পূজা করিতে হয়। গ্রাম্যভাষায় ইহাকে 'ষেটেরা পূজা' বলে। এই দেবী রুষ্টা হইলে সন্তান লাভ হয় না, অতএব সন্তানকামী ব্যক্তির যত্নসহকারে ইহার পূজা করা বিধেয়।

কোন্ সময় হইতে ইহার পূজাবিধান প্রচলন হয় এবং কোন ব্যক্তি প্রথমে এই দেবীর পূজা করেন, ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ এবং সর্ব্বদা তপস্যায় নিরত থাকিতেন। একদা ব্রহ্মা ইহাকে সন্তানের জন্য দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ দেন। প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। বহুদিন অতীত হইল, তথাপি তাহার সন্তান সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি কশ্যপ ঋষিদ্বারা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাইলেন। প্রিয়ব্রত-পত্নী যজ্ঞীয় চরু ভোজন করিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভধারণ করিলেন। কিন্তু দৈব-পরিমাণ দ্বাদশবর্ষকাল গর্ভধারণ করি-বার পর তাঁহার একটী মৃত পুত্র প্রসূত হয়। রাজা এই মৃতপুত্রকে লইয়া শ্মশানে গমন করেন; এমন সময় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া এক দেবী তথায় উপস্থিত হন। রাজা অতি বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে সুশোভনে! তুমি কে কাহার কন্যা ও কাহার ভার্য্যা, দেবী রাজার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম দেবসেনা, আমি মাতৃকা মধ্যে বিধাতা, কার্ত্তিকেয় আমার স্বামী, আমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা, এই জন্য এই বিশ্বে আমাকে ষষ্ঠী কহে।

তখন এই ষষ্ঠী দেবী ঐ মৃত বালককে তপস্যাদ্বারা পুনর্জীবিত করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হন। রাজা এই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। রাজার এই স্তবে ষষ্ঠী দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন, হে রাজন্! তুমি যদি ত্রিলোকের মধ্যে সকল স্থানে আমার পূজা প্রচার করিয়া নিজে আমার পূজার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমাকে এই বালক প্রত্যর্পণ করিব। রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন, তখন ষষ্ঠীদেবী প্রীতমনে তাঁহাকে ঐ পুত্র প্রদানপূর্ব্বক ত্রিদিব রাজ্যে চলিয়া গেলেন। রাজা পুত্র লইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে আগমন এবং ষষ্ঠী-দেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণ-দিগকে ধনদান করেন। তদবধি রাজা প্রতিমাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীর পূজা এবং তদুদ্দেশে মহোৎসব করিতেন। বালক-দিগের সূতিকাগৃহের ৬ দিনে ও ২১ দিনে শুভসংস্কার কার্য্যে অর্থাৎ নামকরণ অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কার্য্যে ষষ্ঠীপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। স্থানবিশেষে ত্রিংশাহে সূতিকাশৌচ অপনোদনের পর ষষ্ঠীদেবীর পূজা হইতে দেখা যায়। শালগ্রাম শিলা, ঘট, বটবৃক্ষ-মূল বা গৃহভিত্তিতে পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া এই দেবীর পূজা করিতে হয়। এই দেবীর ধ্যান—

'ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাং।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূং॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রক্তভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে॥"

এই ধ্যানে ও নানাবিধ উপচার দ্বারা এই দেবীর পূজা করিতে হয়। পূজার পর 'ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করা বিধেয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

অপুত্র ব্যক্তি যদি যথানিয়মে একবৎসর ষষ্ঠীদেবীর স্তব শ্রবণ

করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র লাভ হয়। বালকের যদি কোন রোগ হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা মাতা ভক্তিপূর্ব্বক ষষ্ঠীর স্তব শুনিলে বালক রোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

সন্তান হইলে স্ত্রীলোকদিগের পুত্রের মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠীব্রত করিতে হয়। দ্বাদশমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে ষষ্ঠীপূজা ও তদুদ্দেশে পালনী করিবার বিধান আছে। স্কন্দপুরাণে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটী ষষ্ঠীর পৃথক্ পৃথক্ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—বৈশাখমাসে চান্দনীষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কার্দ্দমীষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠনষষ্ঠী, ভাদ্রমাসে চপেটীষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী, কার্ত্তিকমাসে, নাড়ীষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলকষষ্ঠী, পৌষে অন্নষষ্ঠী, মাঘমাসে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোরূপিণী ও চৈত্রমাসে অশোকষষ্ঠী।

"প্রসূত্যা দ্বাদশে মাসি সম্পূজ্যাপত্যবৃদ্ধয়ে।
সুতে জাতে তথা ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠী দ্বাদশরূপিণী॥
বৈশাখে চান্দনীষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠে চারণ্যসংজ্ঞিতা।
আষাঢ়ে কার্দ্দমীজ্ঞেয়া শ্রাবণে লুণ্ঠনী তথা॥
ভাদ্রে চপেটী বিখ্যাতা দুর্গাখ্যাশ্বযুজে তথা।
নাড়াখ্যা কার্ত্তিকে মাসি মার্গে মূলকরূপিণী॥
পৌষে মাস্যন্নরূপা চ শীতলা তপসি স্মৃতা।
গোরূপিণী ফাল্গুনে চ চৈত্রেঽশোকা প্রকীর্ত্তিতা॥" (স্কন্দপু°)

প্রতিমাসের এই সকল ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীব্রত করা বিধেয়। এই ব্রত কল্পে ষষ্ঠীপূজার বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিয়া ষষ্ঠীর কথা শ্রবণ করিতে হয় এবং ঐ দিনে অন্নভোজন না করিয়া ফল-মূলাদি ভোজন করিয়া থাকিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠীর নাম অরণ্যষষ্ঠী। ঐ দিন অরণ্যষষ্ঠীব্রত করিতে হয়। এই ষষ্ঠী জামাইষষ্ঠী নামে খ্যাত। এই দিনেও ষষ্ঠীপূজা ও ছয়প্রকার ফল ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া পুত্র বা জামাতা প্রভৃতিকে দিতে হয়। এইদিনে স্ত্রীগণ স্নান করিবার কালে তালবৃন্ত হাতে করিয়া স্নান করেন এবং স্নানের পর সন্তান-দিগকে ঐ তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিয়া থাকেন।

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে যে, ঐ ষষ্ঠী তিথিতে স্ত্রীগণ তালবৃন্ত ও অন্যান্য পূজার দ্রব্যাদি লইয়া বনগমনপূর্ব্বক অরণ্যষষ্ঠী দেবীকে পূজা করিয়া তদুপাখ্যান শ্রবণ ও ব্রতাচরণ করিয়া ঐ দিন ফল-মূলাদি সেবন করিয়া থাকিবে, এইরূপে এই অরণ্যষষ্ঠীব্রত করিলে সন্তান সন্ততি দীর্ঘায়ুঃ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।

"জ্যৈষ্ঠেমাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠী চারণ্যসংজ্ঞিতা।
ব্যজনৈককরাস্তস্যামটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ॥
তাং বিন্ধ্যবাসিনীং ষষ্ঠীং স্ত্রিয় আরাধয়ন্তি চ।
কন্দমূলফলাহারা লভন্তে সন্ততিং শুভাং॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ষষ্ঠীর পূজার বিধান এইরূপ—

ষষ্ঠী তিথিতে স্নান করিয়া যথাবিধানে স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। বিষ্ণুর্ন্মোহস্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শুভসন্ততিপ্রাপ্তিকামা গণ-পত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-বিন্ধ্যবাসিনীং স্কন্দষষ্ঠীং পূজয়িষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া পরে ষষ্ঠীর ধ্যান করিয়া পূজা সমাপন করিবে। ধ্যান—

ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাং॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং বামক্রোড়ে সুপুত্রিকাং।
প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাং॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠী সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্॥"

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

"জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবি! তে॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। ভবিষ্য-পুরাণে এই দেবীর ব্রতোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

বিবিধ ষষ্ঠী—ভাদ্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম অক্ষয়াষষ্ঠী। এই ষষ্ঠী তিথিতে স্নানদানাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম গুহষষ্ঠী। এই দিনে শিবা-শাস্তি করিতে হয়। চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীকে স্কন্দষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিলে ইহকালে সুখ ও সৌভাগ্য এবং অন্তকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়।

"যেয়ং ভাদ্রপদে শুক্লাষষ্ঠী ভরতসত্তম।
স্নানদানাদিকং ভদ্রং সর্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে॥
যেয়ং মার্গশিরে মাসি ষষ্ঠী ভরতসত্তমা।
পুণ্যা পাপহরা ধন্যা শিবা-শান্তা গুহপ্রিয়া॥
ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্য কর্ত্তব্যা পূজা সর্ব্বোপকারিকা।
ইহৈব সুখসৌভাগ্য মন্তেবিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পুত্রকন্যাদির জন্মের পর ষষ্ঠ দিন রাত্রিকালে সূতিকাগৃহে ষষ্ঠী পূজা করিতে হয়। ইহাকে সূতিকাষষ্ঠীপূজা কহে। কিন্তু ব্যব-হার দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশৌচের পর অর্থাৎ ৩১ দিনে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের পুত্র জন্ম হইলে ২১ দিনে এবং কন্যা হইলে ৩১ দিনে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। অন্য বর্ণের পুত্রকন্যা উভয়স্থলেই ৩১ দিনে পূজা হয়। পুত্রকন্যা জন্মিলে পিতার অশৌচ হয়; কিন্তু অশৌচ হইলেও এই ষষ্ঠীপূজা

কালে তাহার তাৎকালিকী শুদ্ধি হইয়া থাকে। এই শুদ্ধি ছয় দিন সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। ঐ দিন রাত্রিকালে ষষ্ঠীপূজা করিয়া রাত্রিজাগরণ এবং জাতশিশুর সমীপে খড়্গাদি রাখিতে হয়।

"সূতিকাবাসনিলয়া জন্মদানামদেবতাঃ।
তাসাং যাগনিমিত্তন্তু শুদ্ধির্জন্মনি কীর্ত্তিতা॥
ষষ্ঠেহহ্নি রাত্রৌ যাগস্তু জন্মদানান্তু কারয়েৎ।
রক্ষণীয়া তথা ষষ্ঠী নিশাং তত্র বিশেষতঃ
রাম! জাগরণং কার্য্যঃ জন্মদানাং তথা বলিঃ॥

পুত্রাশৌচমধ্যে দোষাভাবঃ।

"অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদাভবেৎ।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ পূর্ব্বাশৌচাদ্বিশুধ্যতি॥
নিশি জাগরণং কার্য্যঃ খড়্গো ধার্য্যঃ সমীপতঃ।
আবাহ্য পূজয়েদ্দেবীঃ গণেশং মাতরং গিরিং॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

কোন কোনস্থলে পুত্রকন্যাজননের ষষ্ঠদিনে রাত্রিকালে ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে অষ্টোত্তরশত বকুল পত্র দ্বারা হোম হইয়া থাকে এবং এই দিন হইতে প্রতিদিন সায়ংকালে ষষ্ঠীর স্তব এবং আপদুদ্ধার স্তব প্রভৃতি সূতিকাগৃহে প্রসূতি শ্রবণ করিয়া থাকে। যতদিন সূতিকা ষষ্ঠী পূজা না হয়, ততদিন প্রসূতি সূতিকাগৃহে অবস্থান করে।

সূতিকা ষষ্ঠী পূজার বিধান বা পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

পুত্রাদি জন্মের ষষ্ঠদিবসীয় রাত্রিতে প্রদোষকালে পিতা কৃতস্নান হইয়া পূর্ব্বমুখে স্বস্তিবাচন করিবেন। তৎপরে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা, বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমস্থ অমুকে মাসী অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রস্থ মম অভিনবজাত-নবকুমারস্থ সংরক্ষণকামঃ সূতিকাগারদেবতাপূজনমহং করিষ্যে, তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া সূতিকাগৃহ দ্বারে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। পরে মাষভক্ত লইয়া এষ মাষভক্ত বলিঃ ওঁ ক্ষেত্র-পালায় নমঃ, এই মন্ত্রে প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ।
বালস্থ বিঘ্ননাশায় মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

পুনরায় মাষভক্ত বলি গ্রহণ করিয়া এষমাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদি গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসেভ্যো নমঃ, এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।

"ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাশ্চাগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ।
শুভং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥
এষ মাষভক্ত বলিঃ ওঁ পূর্ব্বাদি স্বস্থানবাসিভ্যো নমঃ।
ওঁ পূর্ব্বাদিদিক্‌বিভাগেষু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥
এষ মাষভক্ত বলিঃ যোগিনীডাকিনীভ্যো নমঃ।
বালস্থ বিঘ্ননাশায় মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥
এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
ওঁ আদিত্যাদি গ্রহা যে চ নিত্যঃ স্বস্থানবাসিনঃ।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্ব মম গৃহ্ণস্থিমং বলিং॥"

তৎপরে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া দ্বারপালগণের পূজা করিবে—

"ওঁ দ্বারপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বোপদ্রবনাশনঃ।
বালবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ সুরোত্তম।
তৎপরে জম্ভাসুরের পূজা করিতে হইবে।
"ওঁ জম্ভাসুর মহাবীর সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ!।
রক্ষস্ব মম বালং ত্বং পূজাং গৃহ্ণ যথাসুখং॥"

দ্বারদেশে এই সকল পূজা করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটস্থাপনপূর্ব্বক সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা করিবে। তৎপরে ষষ্ঠী পূজা করিতে হয়।

ষষ্ঠীর ধ্যান—

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং॥
পীতবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
অঙ্কার্পিতসুতং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥"

এই ধ্যানে যথাবিধানে ও যথাশক্তি উপচারদ্বারা ষষ্ঠীর পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ গৌর্য্যায়ঃ পুত্রো যথা স্কন্দঃ শিশুঃ সংরক্ষিতস্ত্বয়া।
তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং ষষ্ঠিকে নমঃ॥"

তৎপরে ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

"জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবি তে॥
ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্ত্তিকেয়স্ত ষষ্ঠী ষষ্ঠীতি বিশ্রুতা।
দীর্ঘায়ুষ্টঞ্চ নৈরুজাং কুরুষ মম বালকে॥
জননীসর্ব্বভূতানাং সর্ব্ববিঘ্নক্ষয়ঙ্করী।
নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্ব্বতঃ॥
ভূতদৈত্যপিশাচেভ্যো ডাকিনীভ্যোহপি সঙ্কটাৎ।
সুতং মেহস্থ শুভং দত্বা রক্ষ দেবি নমোহস্তু তে॥"

এইরূপে প্রণাম করিয়া ষষ্ঠী দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিবে। যথা—

"রূপং দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।"

তৎপরে কাত্তিকেয়ের পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। প্রণামমন্ত্র—

"কাত্তিকেয় মহাভাগ গৌরীহৃদয়নন্দন।
কুমার রক্ষ মে পুত্রং খড়্গহস্ত নমোঽস্তু তে॥"

তৎপরে জন্মদা দেবীর পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভুবি পূজিতা।
করোতু সর্ব্বদা রক্ষাং বালস্য সূতিকাগৃহে॥"

তৎপরে যোগিনী, ডাকিনী, রাক্ষসী, জাতহারিণী, বালঘাতিনী, ঘোরা, পিশিতাশনা, বসুদেব, দেবকী, যশোদা ও নন্দ এই সকলকে পূজা করিতে হয়।

তৎপরে ব্যজনস্থ বস্ত্রের উপর বালককে রাখিয়া ষষ্ঠীদেবীর পাদদেশে সমর্পণ এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"জননীসর্ব্বভূতানাং লোকানাং হিতকারিণী।
ব্যজনস্থং রক্ষ পুত্রং তব পাদে সমর্পিতং॥"

তৎপরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের সর্ব্বাঙ্গ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"মাথুরং মঙ্গলং যচ্চ বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
হরস্তু মঙ্গলং যচ্চ সর্ব্বং ভবতু মে সুতে॥
রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দনঃ।
বরাহরূপধৃক্ দেবঃ শিশুং রক্ষতু কেশবঃ॥
নখাগ্রৈর্যোবিদারিতবৈরিবক্ষঃস্থলো হরিঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র সত্বং রক্ষতু কেশবঃ॥
গুদং সজঠরং পাতু জঙ্ঘাঞ্চৈব জনার্দ্দনঃ।
স্কন্ধং বাহুং প্রবাহুঞ্চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ॥"

ইহার পর, বস্ত্রে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম লিখিয়া শিশুর মস্তকে দিতে হইবে। এই দ্বাদশ নাম যথা, কেশব, অচ্যুত, পদ্মনাভ, গোবিন্দ ত্রিবিক্রম, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বাসুদেব, নারায়ণ, হয়গ্রীব, ও বামন। তৎপরে যথাক্রমে ত্রিলোচনা, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম এই সপ্ত চিরজীবীর পূজা করিতে হইবে। ষষ্ঠীর বাহন কৃষ্ণমার্জ্জার ও অশ্বত্থবৃক্ষকেও পূজা করিতে হয়। এইরূপে পূজা শেষ করিয়া দক্ষিণা, শান্তি ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব)

যেস্থলে ষষ্ঠীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়, তথায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন করিতে হয়। ষষ্ঠী ঠাকুর জলে বিসর্জ্জন করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না, অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় ঐ ঠাকুর রাখিয়া আসা হয়, লোকে ঐ স্থানকে ষষ্ঠীতলা কহে।

২ চন্দ্রের ষষ্ঠকলা-ক্রিয়ারূপ তিথিবিশেষ, ষষ্ঠী তিথি, শুক্লা ও কৃষ্ণা ভেদে এই তিথি দ্বিবিধ। চন্দ্রের বৃদ্ধ্যনুকূল ষষ্ঠকলা ক্রিয়ারূপ যে তিথি তাহাকে শুক্লা ষষ্ঠী এবং চন্দ্রের হ্রাসানুকূল ষষ্ঠকলা ক্রিয়ারূপ যে তিথি তাহাকে কৃষ্ণাষষ্ঠী কহে। এই তিথি সপ্তমীযুক্ত গ্রাহ্য, অর্থাৎ যে দিন ষষ্ঠী সপ্তমীর সহিত যোগ হয়, সেই দিনই ষষ্ঠী বিহিত কার্য্যাদি হইবে।

"সাচ ষষ্ঠীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ" (তিথিতত্ত্ব)

শারদীয়া দুর্গাপূজাকালে নবমীর দিন বোধনের ব্যবস্থা আছে, যদি নবমী তিথিতে বোধন না হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে বোধন করিতে হয়।

"নবম্যাং বোধনাসামর্থ্যেতু ষষ্ঠ্যাং সায়ং বোধনং যথা ভবিষ্যে— 'ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ংসন্ধ্যাসু কারয়েৎ।' নবমীতে বোধনে 'ইষে মাস্তসিতে পক্ষে নবম্যাঞ্চাদ্রযোগতঃ।' এই মন্ত্রস্থলে—"অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম্যতঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ষষ্ঠীর সায়ংকালে বোধন করিতে হয়। যদি ষষ্ঠী পূর্ব্ব দিন সায়ংকাল প্রাপ্ত হয় এবং পরদিন না পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন সায়ংকালে বোধন হইবে। পরদিন আমন্ত্রণ ও অধিবাস বিধেয়। যদি উভয় দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠীতিথি প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরদিন পূর্ব্বাহ্নে ষষ্ঠী তিথিতে বোধন হইবে।

"পত্রীপ্রবেশপূর্ব্বদিনে সায়ংষষ্ঠীলাভে একদৈবোভয়করণং, যদা তু পূর্ব্বদিনে সায়ংষষ্ঠীলাভঃ তদা পূর্ব্বেদ্যুর্ব্বোধনং পরদিনে সায়মামন্ত্রণং। যদাতূভয়দিনে সায় ষষ্ঠ্যলাভস্তদা পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে ষষ্ঠ্যাং বোধনং। 'বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠীং দেবীং ফলেষু চ।'

(তিথিতত্ত্ব) [বোধন ও দুর্গোৎসব দেখ]

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, ষষ্ঠীতিথিতে জন্ম হইলে জাতক বিদ্বান্, চতুর, শ্রেষ্ঠ, সুকীর্ত্তি, দীর্ঘবাহু, ব্রণাঙ্কিত গাত্র, সত্যবাদী, ধন ও পুত্রবিশিষ্ট ও দীর্ঘায়ু হয়।

"বিদ্বান্ বরিষ্ঠশ্চতুরঃ সুকীর্ত্তিঃ প্রলম্ববাহুর্ব্রণকীর্ণগাত্রঃ।
সত্যান্বিতো ধনপুত্রযুক্তো ষষ্ঠী প্রসূতো মনুজশ্চিরায়ুঃ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই তিথিতে যাত্রা করিতে নাই, করিলে ব্যাধি হয়।

"পঞ্চম্যামীপ্সিতার্থঃ স্যাৎ ষষ্ঠ্যাং ব্যাধিযুতো ভবেৎ।
ষষ্ঠ্যাষ্টমীদ্বাদশীষু ন গচ্ছেৎ ত্রিদিনস্পৃশি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ষষ্ঠীজায় (ত্রি) ষষ্ঠী ষষ্ঠসংখ্যকা জায়া যস্য। যাহার ছয়টী স্ত্রী আছে।

ষষ্ঠীদাস (পুং) ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্, জ্যোতিঃসংগ্রহকার। ২ মূঢ়বিড়ম্বন সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা, ইঁহার পিতার নাম জয়কৃষ্ণ। পদ্যাবলীতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠীপ্রিয় (পুং) স্কন্দ, কার্ত্তিকেয়। (মহাভারত)

ষাট্ (অব্যয়) সম্বোধন।

ষাট্কৌশিক (ত্রি) ছয় কোষযুক্ত (শরীর)। [কোষ দেখ।]

ষাট্পৌরুষিক (ত্রি) ষট্পুরুষসম্বন্ধীয়।

ষাইট (দেশজ) ষষ্টিশব্দের অপভ্রংশ, ৬০ সংখ্যা।

ষাড়ব (পুং) ১ গান। ২ রস। ৩ রাগের জাতিবিশেষ; ইহা ছয়টী স্বর ও রাগিণী সম্বলিত।

"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্ভিস্তু ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগস্ত্রিধা মতঃ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

৪ মধুরাম্লসংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, খাড়ব। কতিপয় মধুরাম্ল ফলের সহিত লবণ ও সুগন্ধি দ্রব্যের সংমিশ্রণে এইখাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ষাড়বিক (পুং) মিষ্টান্নবিক্রেতা।

ষাড়্গুণ্য (ক্লী) ষড়্গুণা এব (চাতুর্ব্বর্ণ্যাদীনাং স্বার্থে। পা ৫।১।১২৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষ্যঞ্। রাজ্যরক্ষার্থ রাজগণের অবলম্বিত ষড়্বিধ উপায়। মহাভারতে রাজ্যরক্ষার্থ সন্ধি, বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা, বৈরিতাকরণান্তর দৃঢ়ভাবে স্বস্থানে অবস্থান, শত্রুকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বহুল যানবাহনাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বস্থানাবস্থিতি, দ্বৈধীভাব অর্থাৎ সন্ধি ও বিগ্রহ. এই উভয়ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক অবস্থান এবং কোন দুর্গাদিসংশ্রয় বা অন্য কোন বলবান্ রাজাধিরাজের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয় প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে।

"ষাড়্গুণ্যমুপযুঞ্জীত শক্ত্যপেক্ষং রসায়নম্।
ভবন্ত্যস্যৈবমঙ্গানি স্থাস্নূনি বলবন্তি চ॥" (মাঘ ২।৯৩)

ষাড়্বর্গিক (ত্রি) ইন্দ্রিয় ষড়্বর্গের বিষয়, ছয়টী ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় ছয়টী বিষয়। যেমন, ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ, রসনায় বিষয় আস্বাদ ইত্যাদি। (ভাগবত ১।৩।৩৬)

ষাড়্বিধ্য (ক্লী) ছয় প্রকারভাব, ছয় রকমের ন্যায়।
(মনু ৮।৭৬ কুল্লূক)

ষাণ্ঢ্য (ক্লী) ১ ষণ্ঢতা, ক্লীবত্ব। (সুশ্রুত) ২ লিঙ্গের অনুত্থান।

ষাণ্মাতুর (পুং) ষণ্ণাং মাতৄণামপত্যমিতি ষণ্মাতৃ-অণ্ (মাতুরুৎ সংখ্যা সংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) উকারশ্চান্তাদেশঃ। কার্ত্তিকেয়। ইনি কৃত্তিকাদি ছয় জনের স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করেন বলিয়া এই নামে অভিহিত হন।
[কার্ত্তিকেয় ও ষড়ানন দেখ।]

ষাণ্মাসিক (ত্রি) ষণ্মাস-ঠঞ্ (পা ৫।১।৮৩)। ছয় মাস সম্বন্ধীয়, ষষ্ঠ মাসাতীতে অর্থাৎ ছয় মাসের পর দেয় বিষয়। মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারীকে ভৃতি স্বরূপ প্রত্যহ ছয়পণ এবং গৃহাদি সম্মার্জ্জক ও ভারবাহী প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভৃত্য-দিগকে এক মাস অন্তর দ্রোণপরিমিত ধান্য এবং ছয়মাস ব্যব-ধানে দুই খানি করিয়া বস্ত্র প্রদান কর্ত্তব্য।

"পণো দেয়োঽবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনম্।
ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ॥" (মনু ৭।১২৬)

ষাণ্মাস্য (ত্রি) ষণ্মাস যৎ (পা ৫।১।৮৩) ষাণ্মাসিক, ছয় মাস সম্বন্ধীয়।

ষাত্বণত্বিক (ত্রি) ষত্বণত্ববিধায়ক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে উৎপন্ন।

"ষত্বণত্বয়োর্ব্বিধায়কং শাস্ত্রং ষাত্বণত্বং তস্য ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা ষাত্বণত্বিকঃ।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

ষাষ্টিক (ত্রি) ষষ্টিসম্বন্ধীয়।

ষাষ্টিপথ (ত্রি) ষষ্টিপথং বেত্তি অধীতে বা ষষ্টিপথ অণ্। যিনি ষষ্টিপথ জানেন বা অধ্যয়ন করেন।

ষাষ্ঠ (ত্রি) ষষ্ঠ-অণ্ স্বার্থে। ১ ষষ্ঠ, ছয় সংখ্যার পূরক। (ষষ্ঠাষ্টমাভ্যাঞ। পা ৫।৩।৫০) ইতি ঞ। (পুং) ২ ষষ্ঠ ভাগ, ছয় ভাগের ভাগ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

ষিড়্গ (পুং) ষিট্ অনাদরে বাহুলকাৎ অতোঽপি গন্ সম্বাভাবশ্চ (উণ্ ১।১২৩ টীকা) ১ কামুক, লম্পট, চলিত লোচ্চা। পর্য্যায়— বিদগ্ধ, নাগর, ভবিল, ছিদুর, বিট, ব্যলীক, ষট্প্রজ্ঞ, কামকেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ, পল্লবক।

"স্তস্মেরমঃ পরিণিনংসুরসাবুপৈতি
ষিড়্গৈরগম্যত সসম্ভ্রমমেব কাচিৎ॥" (মাঘ ৫।৩৪)

ষু (পুং) গর্ভবিমোচন। (একাক্ষরকোষ)

ষূ (স্ত্রী) গর্ভবিমোচন।

ষোড় [ষোড়ৎ দেখ।]

ষোড়ৎ (ত্রি) ষট্ দন্তা অস্য (ষষউত্বং দতৃশধাস্বুত্তরপদাদেষ্টুশ্চ পা ৬।৩।১০৯ বার্ত্তিক) ইতি ষষ অন্তস্য উত্বং উত্তরপদাদেষ্টুত্বং দস্য ডঃ। ছয়টী দন্তবিশিষ্ট বৃষ। (হেম)

ষোড়শ (ত্রি) ষোড়শাণাং পূরণঃ ষোড়শন্ ডট্ (সিদ্ধান্তকৌ°) ষোল সংখ্যার পূরক, যে ষোল সংখ্যার পূরণ করে।

ষোড়শক (ত্রি) ষোড়শ সংখ্যা, ষোল সংখ্যা, ১৬।

"গুহরাজঃ ষোড়শকস্ত্রিচন্দ্রশালা ভবেদ্বলভী।" (বৃহৎস° ৫৬।২৫)

ষোড়শকল (ত্রিঃ) ১ ষোড়শ কলাবিশিষ্ট, ষোলকলান্বিত, যাহার ১৬টী কলা বা অংশ আছে। (পুং) ২ চন্দ্র। ৩ ভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তি ভেদ। ইহাতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এই ষোড়শ কলা বা অংশ বিদ্যমান থাকায় ঐরূপ কল্পিত হইয়াছে।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥" (ভাগবত ১।৩।১)

ষোড়শকলা (স্ত্রী) ষোড়শ সংখ্যান্বিত কলা, চন্দ্রমণ্ডলের ১৬টী অংশ। তন্ত্রসারে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিম্নোক্তরূপে মন্ত্রপাঠ করিয়া উক্ত কলা বা অংশগুলির যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—'অং অমৃতায়ৈ নমঃ' এইরূপ আং মানদায়ৈ, ইং পূষায়ৈ, ঈং তুষ্ট্যৈ, উং পুষ্ট্যৈ, ঊং রত্যৈ, ঋং ধৃত্যৈ, ৠং শশিন্যৈ, ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ, ৡং কান্ত্যৈ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ, ঐং

শ্রিয়ৈ, ওং প্রীত্যৈ, ঔং অঙ্গদায়ৈ, অং পূর্ণায়ৈ, অঃ পূর্ণামিতায়ৈ ব'লয়া প্রত্যেকের শেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। শক্তি অনুসারে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকের আবাহন করিয়া গন্ধাদিদ্বারা পূজা করা যায়।

ষোড়শগৃহীত (ত্রি) আহৃত ষোড়শবলি। (শতপথব্রা° ৯।২।২।২)

ষোড়শদান (ক্লী) ষোড়শ প্রকারং দানম্। শ্রাদ্ধাদি কালে দেয় ষোড়শ প্রকার দ্রব্য। এই দ্রব্য গুলি দান করিতে হয়—

১ ভূমি, ২ আসন, ৩ জল, ৪ বস্ত্র, ৫ দীপ, ৬ অন্ন, ৭ তাম্বুল, ৮ ছত্র, ৯ গন্ধ, ১০ মাল্য, ১১ ফল, ১২ শয্যা, ১৩ পাদুকাযুগল, ১৪ ধেনু, ১৫ হিরণ্য ও ১৬ রজত। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতিতে ষোড়শ দান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ষোলটী দ্রব্য বিহিত হইয়াছে। যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, গো, হস্তী, অশ্ব, গৃহ, ভূমি, বৃষ, বস্ত্র, শয্যা, ক্ষেত্র, পাদুকাযুগল, দাসী ও অন্ন। (বায়ুপুরাণ গয়ামাহাত্ম্য)

ষোড়শধা (অব্য) ষোড়শ প্রকার, ষোল রকম।

ষোড়শন্ (ত্রি) ষট্ চ দশ চ (পৃষোদরাদীনি যথোদিষ্টম্। পা ৬।৩।১০৯) ১ ষড়ধিক দশ, চলিত ষোল সংখ্যা, ১৬। ২ ষোড়শ কলা। ৩ ষোড়শ মাতৃকা। (কবিকল্পলতা)

ষোড়শভাগ (পুং) ষোল ভাগ, ১৬টী অংশ। (বৃহৎস° ৪৩।৪০)

ষোড়শপিণ্ড (পুং) পিণ্ডদানক্রিয়াবিশেষ, ঊনবিংশতি পিণ্ড-দানক্রিয়া, ইহাকে ষোড়শ পিণ্ডদান কহে। এই শব্দটী পারি-ভাষিক, অর্থাৎ ঊনবিংশতি পিণ্ডের নামই ষোড়শপিণ্ড, প্রেতপক্ষের অমাবস্যায় এবং তীর্থ প্রাপ্তিতে যথাবিধানে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া ১৯টী পিণ্ড দান করিতে হয়। প্রেতশিলোক্তরীতি দ্বারা দ্বাদশ পিণ্ড ও ষোড়শ পিণ্ড প্রদান করিবে। গয়াতে প্রেত-শিলায় যে রীতি ক্রমে মাতৃষোড়শী ও পিতৃষোড়শী মন্ত্র দ্বারা ষোড়শ পিণ্ডদান করিতে হয়, সেই প্রণালী অনুসারে এই পিণ্ড-দান করা বিধেয়, এই শব্দ পঞ্চাত্রশব্দের ন্যায় পারিভাষিক বুঝিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

যথা বিধানে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে, ইহাতে প্রথমে দক্ষিণাগ্র পাঁচটী রেখা করিবে, তদুপরি ৬টী রেখা অঙ্কিত করিলে ২০টী ঘর হইবে। এই সকল স্থলে কুশা আস্তরণ করিয়া দিবে। তৎপরে ঐ আস্তৃত কুশ তিলযুক্ত জলদ্বারা মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃকুল, মাতৃকুল ও বন্ধুকুলের গতিহীন ব্যক্তিদিগকে আবাহন করিবে, এবং ঐ কুশার উপর তিল ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে সতিল জলাঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্রে কুশার উপর সতিল জল দিতে হইবে। পরে যথাবিধানে ঘৃতাদি দ্বারা পিণ্ড মাখিয়া ১৯টী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। পরে কুশার মূল স্থান হইতে ক্রমশঃ এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃরীতি ক্রমে পাঁচটী করিয়া তিন পঙ্‌ক্তিস্থ পনরটী ঘরে এবং নৈঋর্ত কোণ-স্থিত ঘরটী বাদ দিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ শেষ পঙ্‌ক্তির চারি ঘরে ৪টী এই ১৯টী পিণ্ড দিতে হইবে।

১৯টী মন্ত্রপাঠ করিয়া এই ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে। শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব ও শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে এই মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না। তীর্থস্থলে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ ও মহালয়ায় পার্ব্বণ করিয়া এইরূপে ষোড়শপিণ্ড দিবে।

ষোড়শভুজ (ত্রি) ষোড়শ হস্তবিশিষ্ট, যাহার ১৬ খানি হাত আছে।

ষোড়শভুজা (স্ত্রী) ষোড়শ ভুজা যস্যাঃ। ষোড়শহস্তযুক্তা দুর্গা।

কালিকাপুরাণে এই দেবীর পূজাবিধি নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণৈকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া থাকিয়া পরদিন দ্বাদশীতেও সমস্ত দিনান্তে রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকিতে হইবে; পরে চতুর্দ্দশীর দিন যথাবিধানে মহামায়ার বোধন সমাপনান্তে নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপকরণ দ্বারা গীতবাদনাদি পূর্ব্বক তদীয় পূজা সমাধা করিতে হইবে। পরদিন অমাবস্যা হইতে পরপক্ষীয় শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া উত্তরাষাঢ়ায় পূজা সমাপনপূর্ব্বক শ্রবণায় বিসর্জ্জন দিতে হইবে। (কালিকাপুরাণ)

ষোড়শম (ত্রি) ষোড়শ সংখ্যার পূরক, যে ষোড়শ বা ষোল সংখ্যার পূরণ করে।

ষোড়শমাতৃকা (স্ত্রী) ষোড়শসংখ্যকাঃ মাতৃকাঃ। গৌরী প্রভৃতি ষোলটী দেবী। যথা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, লক্ষ্মী, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি ও আত্মদেবতা।

ষোড়শর্ত্বিক্‌ক্রতু (পুং) ষোড়শ ঋত্বিজো যত্র তাদৃশঃ ক্রতুঃ। ষোড়শ পুরোহিতসাধ্য যাগবিশেষ, জ্যোতিষ্টোম যাগ। (ভারত শান্তিপ° মোক্ষধ° ১০৫ অ° নীলক°) [জ্যোতিষ্টোম দেখ]

ষোড়শবিধ (ত্রি) ষোড়শবিধা যস্য। ষোড়শ প্রকার, ১৬ রকম।

ষোড়শসহস্র (ক্লী) ষোড়শানাং সহস্রং। ১৬ হাজার।

ষোড়শাংশ (পুং) ষোড়শোংহংশঃ। ষোড়শ ভাগ, ১৬ ভাগ। ১৬ ভাগের এক ভাগ।

ষোড়শাংশু (পুং) ষোড়শ অংশবো যস্য। ১ শুক্র। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ ষোড়শকিরণযুক্ত।

ষোড়শাংঘ্রি (ত্রি) ষোড়শপদযুক্ত।

ষোড়শাক্ষর (ত্রি) ষোড়শ অক্ষরাণি যস্য। ১৬ অক্ষর বিশিষ্ট যথা ষোড়শাক্ষর ছন্দঃ। (ক্লী) ১৬টী অক্ষর।

ষোড়শাঙ্গ (ক্লী) ষোড়শ দ্রব্যাণি অঙ্গানি যস্য। ধূপ বিশেষ, ষোড়শ প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যমিশ্রিত ধূপ। তন্ত্রে এই ষোড়শাঙ্গ ধূপের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—গুগ্‌গুলু, সরল, দারু, পত্র, শ্বেতচন্দন, হ্রীবের, অগুরু, কুষ্ঠ, গুড়, ধুনা, ঘন (মুস্তা), হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী ও শৈলজ এই ১৬ প্রকার দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত ধূপ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে ষোড়শাঙ্গ ধূপ কহে। ইহা দৈব্য ও পৈত্র্য সকল কার্য্যে প্রশস্ত।

ষোড়শাঙ্ঘ্রি (পুং) ষোড়শ অঙ্ঘ্রয়ো যস্য। ১ কর্কট। (হেম) (ত্রি) ২ ষোড়শ চরণযুক্ত।

ষোড়শাত্মক (পুং) ষোড়শ গুণের চেতনকারী।

ষোড়শাত্মন্ (পুং) ষোড়শ কলা অর্থাৎ পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রধান।

ষোড়শার (ক্লী) ষোড়শ অরাণি ইব দলানি যস্য। ১ ষোড়শ দলপদ্ম। ২ জলাশয়োৎসর্গে বেদীর উপর প্রয়োজনীয় চক্রবিশেষ। পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দ্বারা বেদীর উপরি ভাগে ষোড়শদল পদ্মগর্ভ চতুর্ম্মুখ অর্থাৎ চারিটী দ্বারবিশিষ্ট চক্র প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উহাতে প্রত্যেক দিকে সমস্ত লোকপাল ও গ্রহগণকে বিন্যাস করার ব্যবস্থা আছে।

ষোড়শার্চ্চিস্ (ত্রি) ষোড়শ অর্চ্চীংষি যস্য। ১ ষোড়শ শিখাযুক্ত। (পুং) ২ শুক্রগ্রহ।

ষোড়শাবর্ত্ত (ত্রি) ১ ষোড়শ আবর্ত্তা যস্য। ১ ষোড়শাবর্ত্তনযুক্ত। (পুং) ২ শঙ্খ।

ষোড়শিক (ত্রি) ষোড়শযুক্ত।

ষোড়শিকা (স্ত্রী) ১ পলপরিমাণ, আটতোলা। (চরক) ২ তোলকদ্বয়পরিমাণ, দুই তোলা। (পরিভাষাপ্রদীপ)

ষোড়শিকাত্র (ক্লী) পলপরিমাণ, ৮ তোলা। (বৈদ্যকপরিভাষা)

ষোড়শিন্ (পুং) সোমরসপূর্ণ যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

ষোড়শিমৎ (ত্রি) সষোড়শিক, পলপরিমিত, আটতোলাবিশিষ্ট।

ষোড়শিসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

ষোড়শী (স্ত্রী) দশ মহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা। [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

ষোড়শীবিল্ব (ক্লী) পলপরিমাণ, আটতোলা। (শার্ঙ্গধরস°)

ষোড়শোপচার (পুং) ষোড়শপ্রকার পূজোপকরণ, দেবদেবীর পূজাদি উপলক্ষে ব্যবহৃত ষোল রকম দ্রব্য। নিম্নে যথাক্রমে তাহাদের নাম লিখিত হইতেছে; যথা—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন।

শক্তিপূজায় ইহা অপেক্ষা দ্রব্যসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; যথা—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, মধু, তাম্বুল, তর্পণ ও নতি।

ষোঢ়া (অব্যয়) ষষ্-ধাচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ছয়প্রকার।

ষোঢ়ান্যাস (পুং) ষোঢ়া ষড়্‌বিধো ন্যাসঃ। বিধিপূর্ব্বক শরীরে মন্ত্রবিন্যাস।

ষোল (দেশজ) ষোড়শ, ১৬ সংখ্যা।

ষোলুই (দেশজ) ষোড়শ, ষোড়শ সংখ্যার পূরক।

ষৌড়ত (ত্রি) ষোড়ৎ-অণ্ স্বার্থে। (পা ৫।৪।৩৮) [ষোড়ৎ দেখ।]

ষ্টৃম (পুং) ১ চন্দ্র। ২ দীপ্তি।

ষ্ট্যৈ, ১ শব্দ। ২ সংঘাত। ৩ শব্দসংঘাত। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ ষ্ট্যায়তি। লিট্ টষ্ট্যৌ। লুট্ ষ্ট্যাতা। লুঙ্ অষ্ট্যাসীৎ।

ষ্ঠিব, নিরসন, নিষ্ঠীবন, চলিত থুথুফেলা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ষ্ঠীবতি। লিট্ টিষ্ঠেব, তিষ্ঠেব; টিষ্ঠিবতুঃ, তিষ্ঠিবতুঃ। লুট্ ষ্ঠেবিতা। লৃট্ ষ্ঠেবিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ ষ্ঠীব্যাৎ। লুঙ্ অষ্ঠেবীৎ, অষ্ঠেবিষ্টাম্, অষ্ঠেবিষুঃ। সন্ টিষ্ঠেবিষতি, তিষ্ঠেবিষতি, টুষ্ঠ্যূষতি, তুষ্ঠ্যূষতি। যঙ্ টেষ্ঠীব্যতে, তেষ্ঠীব্যতে। ণিচ্ ষ্ঠেবয়তি। ক্ত্বা ষ্ঠেবিত্বা, ষ্ঠ্যূত্বা। ক্ত ষ্ঠ্যূত। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ষ্ঠীব্যতি। লিঙ্ ষ্ঠীব্যেৎ। লোট্ ষ্ঠীব্যতু। লঙ্ অষ্ঠীব্যৎ। শতৃ ষ্ঠীব্যৎ। অন্যত্র ভ্বাদির ন্যায়।

ষ্ঠীব, নিরসন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ষ্ঠীবতি। লিট্ টিষ্ঠীব, তিষ্ঠীব। লুট্ ষ্ঠীবিতা।

ষ্ঠীবন (ক্লী) মুখে উদ্গীরণ, থুৎকারক্ষেপ, চলিত থুথু ফেলা।

ষ্ঠীবি (ত্রি) নিষ্ঠীবনযুক্ত।

ষ্ঠীবিন্ (ত্রি) ১ নিষ্ঠীবনযুক্ত। ২ যে থুথু ফেলে।

ষ্ঠীবী (স্ত্রী) থুথু।

ষ্ঠেবন (ক্লী) নিষ্ঠীবন, থুৎকারক্ষেপ।

ষ্ঠ্যূত (ত্রি) ১ নিরস্ত। ২ বমন করা, থুথু ফেলা।

ষ্বক্, গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ষ্বকতে। লিট্ ষষ্বকে। লুট্ ষ্বকিতা। লুঙ্ অষ্বকীৎ। সন্ বিষ্বকিষতে। যঙ্ ষাষ্বক্যতে। চন্দ্রোদয় এই ধাতুকে বকারযুক্ত না বলিয়া হ্রস্ব উকারযুক্ত স্বীকার করেন এবং তাঁহার মতে—লট্ ষুক্কতে। লিট্ যুষুক্কে প্রভৃতি পদ নিষ্পন্ন হয়।

বিংশ ভাগ সমাপ্ত।